রামচরিতমানস

(গোস্বামী তুলসীদাস কৃত রামায়ণ)

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক সঙ্কলিত ও অনূদিত

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

জেলে গেলে গান্ধীজীর গ্রন্থ অনুবাদ করা আমার এক ...জ হইয়াছিল। * * হেমপ্রভা দেবীর অনুরোধে তুলসী-রামায়ণ অনুবাদের দিকে মন দিই। এবারকার জেলে জেলখানার গোশালার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। গোশালার তিন বেলার কাজ করিয়া যে সময় বাঁচিত, তাহা রামায়ণ অনুবাদ কাজে লাগাইতাম। ছয় মাস কালের সম্পূর্ণ অবকাশই রামায়ণ অনুবাদে কাটাই ও পরে অন্য গ্রন্থ লই।

* * * * *

শ্লোক সংখ্যা এলাহাবাদ সংস্করণের অনুরূপ সর্বত্র করিয়া লইয়াছি। যেখানে এলাহাবাদ সংস্করণের পাঠ বা অর্থ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় নাই, সেখানে যে পাঠ সৎ মনে হইয়াছে তাহাই লইয়াছি।

* * * * *

আজ পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ায় গভীর আনন্দ বোধ করিতেছি। প্রতিষ্ঠানের কর্মিরা অক্লান্ত পরিশ্রম করাতেই এই প্রকার বড় গ্রন্থ স্বল্প আয়োজনে ও ব্যয়ে প্রকাশিত করা সম্ভব হইল। মাত্র হাজার সংখ্যা ছাপান হইয়াছে। অচিরে এইগুলি বাংলার গৃহে গৃহে ছড়াইয়া পড়িলে এবং গৃহস্থের শান্তি লাভের সহায়ক হইলে ধন্য হইব।

১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা
৩১শে মার্চ—১৯৩৪

সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

প্রথম সংস্করণ রামায়ণ এক বৎসরেই অর্থাৎ ১৯৩৬ সালেই শেষ হয়। প্রায় দশ বৎসর ইহার জন্য একটা চাহিদা চলিয়া আসিয়াছে। এত দিনে উহা পুনর্মুদ্রিত করা হইল। অনুবাদের ভাষায় ও অর্থে স্থানে স্থানে পরিবর্তন করা হইয়াছে।

সোদপুর
১লা মার্চ,১৯৪৬

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

খাদি প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা
১৫, কলেজ স্কোয়ার হইতে
কেদারেশ্বর দেব বিশ্বাস
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ ১৩৪০ চৈত্র —১০০০
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫২ ফাল্গুন—৫০০০
তৃতীয় সংস্করণ ১৩৭০ ভাদ্র —২০০০
মূল্য—১৩.০০ টাকা।

প্রিন্টার—
কেদারেশ্বর দেব বিশ্বাস
খাদি প্রতিষ্ঠান প্রেস
সোদপুর, ২৪-পরগণা।

সূচী-পত্র

অরণ্যকাণ্ড—৩৯০—৪২০

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৪২০—৪৩৭

সুন্দরকাণ্ড—৪৩৮—৪৬৭

ভূমিকা

তুলসী দাসের রামায়ণখানি হিন্দী ভাষায় লেখা। ইহা গ্রাম্য ভাষা—হিন্দী জানা লোকের পড়িতে কোন কষ্ট নাই। এই রামায়ণের মত আর একখানা বইও ভারতবর্ষে নাই যাহা এত লোকে পড়ে। অন্য দেশেও কোনও এক ভাষার একখানা বই এত লোকে পড়ে কিনা সন্দেহ। তুলসী-রামায়ণের বিক্রয়ের শেষ নাই। যত ছাপা হয় বিক্রয় হইয়া যায়। একখানা চারিটাকা দামের হিন্দী রামায়ণের ৭ম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে প্রকাশক লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ৮০ হাজার বই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। অল্প দামের রামায়ণ যে কতই বিক্রয় হয় তাহার সংখ্যা নাই।

তুলসী-রামায়ণ প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে লেখা। এই গ্রন্থখানা আজও প্রথম দিনের মতই নূতন রহিয়াছে। সারা ভারতের স্ত্রী-পুরুষ ইহা পড়িয়া পড়িয়া আশা মিটাইতে পারে না। ইহার অন্তরের সৌন্দর্য্য এত বেশী যে, ইহা নিজের গুণে হিন্দুস্থানের সকল হিন্দী-ভাষী বা হিন্দী-জানা লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এমন হিন্দী-ভাষী চাষা নাই, যে ইহার দুই-দশটা চৌপাই বা দোহা না জানে ও প্রয়োজন মত উল্লেখ না করিয়া থাকে।

বাংলায় এ জিনিসের অনুরূপ কোন গ্রন্থ নাই। বাংলার কৃত্তিবাস রামায়ণ একমাত্র লোক-প্রিয় রামায়ণ। কিন্তু তুলসী-রামায়ণ উহা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ইহাতে গল্পাংশ বড়ই কম। যাহাতে রামের প্রতি ভক্তি হয়, যাহাতে মানুষ নীতি-পথ চিনিয়া লইতে পারে ও তদনুযায়ী আচরণ করিতে পারে, তুলসী তাহার অবলম্বন দিয়াছেন। ঘটনাগুলিও এমন করিয়া সাজানো হইয়াছে যে তাহাতে এবং বর্ণনায় এই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, রাম-সীতা যেমন একদিক দিয়া আমাদের হৃদয়-রাজ্যের রাজাসনে বসিয়াছেন, অমনি আবার আর এক দিক দিয়া আমাদের ঘরে আমাদের ছেলে-মেয়ে বধূ হইয়াও রহিয়াছেন। রাম-সীতা-ভরতাদির কথা ভাবিতে তুলসী আমাদিগকে রাজবাড়ীতে লইয়া যান নাই, কাঙ্গালের ঘরের ছেলে-মেয়ে-বউ দিয়াই তৃপ্ত করিয়াছেন। তিনি রামের গলায় সোনার হার ও সীতার গায়ে মণি-মুক্তার ভূষণ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেগুলি নিতান্তই আলগোছে গায়ে লাগিয়া আছে, উহা তাঁহাদের বিচ্ছেদের অংশ নয়—মামুলি ভাবে রাজার ছেলে-বউকে দিতে হয়, তাহা দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের চাল চলন কথাবার্ত্তা থাকে যে কোনও গরীবের ঘরে খাপ খায়।

জনক সীতার বিবাহে কত আয়োজন করিলেন, কত লক্ষ লক্ষ বাজনা বাজাইলেন—এ সব তুলসী খুব গম্ভীর ভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু গোসাঁই এমনি চাতুরী করিয়াছেন যে, যখন তাহার সীতার বিবাহ-বর্ণনা পড়ি তখন মনে হয় আমাদের গোপা, নাপিত, বামুন, কায়স্থ, গরীব, মধ্যবিত্তের ঘরে যে বিবাহ হয় সেই বিবাহই যেন দেখিতেছি; সেই বিবাহের বরই যেন তুলসীর রাম, সেই বিবাহের কনেই যেন সীতা। যে বিবাহে মোট পাঁচ টাকা খরচ হয় সে বিবাহের বেয়াইয়ের আদর যেন জনকের আদরেরই মত।

রাম যখন একেবারে শিশু, কেবল চলিতে শিখিয়াছেন তখনকার কথা—

ভোজন করত বোল জব রাজা।
নহিঁ আবত তজি বালসমাজা॥
বাল: ২০৮ কৌসল্যা জব বোলন জাঈ।
ঠুমুকি ঠুমুকি প্রভু চলহিঁ পরাঈ॥
ধূসর ধূরি ভরে তনু আয়ে।
ভূপতি বিহঁসি গোদ বৈঠায়ে॥
ভোজন করত চপল চিত, ইত উত অবসরু পাই।
ভাজি চলে কিলকত মুখ, দধিওদন লপটাই॥

"রাজা যখন রামকে খাইতে ডাকেন তখন সঙ্গী ছেলেদিগকে ফেলিয়া সে আসিতে চায় না। কৌশল্যা ডাকিতে গেলে সে ছেলে থপ থপ করিয়া ছুটিয়া পালায়। ধুলায় ধূসর ছেলেকে রাজা হাসিয়া কোলে বসান চঞ্চল মনে খাইতে খাইতে একটু অবসর পাইলেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া সে পালায়—মুখে দধি-ভাত লেপটিয়া থাকে।"

এই রামকে দেখিতে রাজার বাড়ী যাইতে হয় না—দেশ জুড়িয়া ঘরে ঘরেরই এই রাম আছে। এই জন্যই তুলসীর অত আদর। ইহা প্রত্যেকের নিজের ঘরের—নিজের অন্দরের জিনিস। রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে তুলসী সাধারণ লোকের আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন।

কেবল তাহাই নয়, তাঁহার আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিও নীতি ও আচরণের ভিতর দিয়া তিনি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। তুলসী-রামায়ণের কাব্য-সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। এমন সহজ

ভাষায়, এমন আবেগ ও এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনে হয় ঐ ভাষা ছাড়া আর কোনও অলঙ্কারের ভাষায় ঐ রূপ সে ভাব প্রকাশ করা যাইত না। সর্বশ্রেষ্ঠ বাবা মহাত্মা গান্ধী চলতি ভাষার লেখা হইলে যাহা হয়, তুলসী-রামায়ণ তাহাই। রামের প্রতি অনুরাগে তুলসী ডুবিয়া ছিলেন। রাম-ভক্তি-রস তিনি তাঁহার রামায়ণে অকাতরে বিলাইয়া হিন্দী-ভাষী ভারতবাসীকে রামায়ণ-ভক্ত করিয়াছেন, রাম-ভক্ত করিয়াছেন—এ কথা বলিতে পারি না। কেন না তুলসীর যে রাম তাঁহার ভক্ত হওয়া অতিবড় সৌভাগ্য। সে সৌভাগ্য যেদিন ভারতবাসীর হইবে সেদিন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য বসিবে—কলিযুগের মধ্যেই সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে।

তুলসী-রামায়ণ পাঠে পাঠকের গভীর উপকার হইবে, বাঙ্গালী জাতির উপকার হইবে—এই আশায় বাংলা অক্ষরে হিন্দী মূল দিয়া তাহার বাংলা অনুবাদ প্রণয়ন করিতেছি।

তুলসী রামায়ণ পড়িতে হ্রস্ব দীর্ঘ বুঝিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। তুলসী রামায়ণে 'শ' নাই বলিলেই চলে। সকল স্থলেই 'স' ব্যবহার হইয়াছে, উহার উচ্চারণ ইংরাজী Saw-র মত। তুলসীর 'স' ও 'শ'-এর একই উচ্চারণ। বাঙ্গালী পাঠক দুই চারি লাইন কোনও হিন্দুস্থানীকে দিয়া পড়াইয়া লইলেই তুলসীর দোঁহা ও চৌপাই পড়ার ধাঁচ ধরিতে পারিবেন। তুলসী-রামায়ণ সুর করিয়া পড়িতে হইবে। নচেৎ উহার রস ভাল ভাবে পাওয়া যাইবে না। ছন্দের মিল রাখার জন্য 'ি' কার, 'ী'-কার সুবিধা-অনুযায়ী ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন কোথাও বা 'সিয়া' কোথাও বা 'সিতা' কোথাও বা 'সীতা'। চৌপাইয়ের শেষ অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারণ হইবেই। কাজেই সেখানকার বানান দীর্ঘ হইতেই হইবে। এ গ্রন্থের শ্লোকের ভিতরকার 'ব' অক্ষর এর উচ্চারণ সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব অথবা "ওয়া"র মত হইবে।

তুলসী-রামায়ণ বাঙ্গালীর পক্ষে পড়া সহজ, বোঝা আরো সহজ। দুই চারিটা চৌপাই পড়িয়া খাড় ভাঙ্গিয়া লইলেই হইল। গোটাকতক হিন্দী শব্দের মানে অবশ্য শিখিতে হয়, কিন্তু তাহা পড়িতে পড়িতেই শেখা যায়।

যাহাতে বাঙ্গালী পাঠকেরা তুলসী-রামায়ণের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন সেই জন্য এই রামায়ণের চরিত্র ও বিষয় লইয়া কিছু আলোচনা করিব। আমার ভরসা হয়, এই আলোচনা পড়িলে তুলসী-রামায়ণ পড়িবার আগ্রহ বাড়িবে। চরিত্র-আলোচনার আর একটা হেতুও এই যে, আমি মূলের অনুবাদকালে কোথাও টীকা দিই নাই। টীকা দেওয়া আবশ্যক বোধ করি নাই। কিন্তু সাধারণ ভাবে যাহা আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছি তাহা এই প্রস্তাবনায় চরিত্র-আলোচনা কালেই করিয়াছি।

চরিত্রগুলি আলোচনা দ্বারা তুলসী-রামায়ণের ভাব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। যথা-সম্ভব তুলসী-রামায়ণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াই চরিত-গুলির আলোচনা করিয়াছি। যদি এই আলোচনা পড়িয়া তুলসী-রামায়ণের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে ও পাঠকেরা আগ্রহের সহিত রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করেন তবে ধন্য হইব।

রাম কে ?

তুলসীদাস রামায়ণখানার নাম দিয়াছেন—"রাম চরিত মানস" অর্থাৎ রাম-চরিত-রূপ মানস সরোবর। ইহাতে রাম-কথা-রূপ হাঁস বিচরণ করে। লোকে তুলসীর দেওয়া নাম ছাড়িয়া সোজাসুজি তুলসী-রামায়ণই বলিয়া থাকে।

তুলসী যে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার মন-গড়া জিনিষ। উহা বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ নয়। বাল্মীকির রামায়ণ ছাড়া অন্য যে সকল গ্রন্থে রাম-কথা আছে তুলসীদাস সকলেরও সাহায্য লইয়া নিজের অন্তরের তৃপ্তির জন্য এই রামায়ণ লিখিয়াছিলেন।

তুলসী সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছেন যে, জীবন সফল করার জন্য রাম-ভক্তি চাই। রাম-কথা পড়িলে রাম-ভক্তি আসিবে, মন শান্ত হইবে, দুঃখ-শোক দূর হইবে। তাঁহার রামায়ণ ভক্তির ভাব জাগাইবার ও তাহা পুষ্ট করিবার বিশেষ সহায়ক। রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। তিনি মাতার ষড়যন্ত্রে বনে গিয়া দুঃখ পান। রাবণ সীতা হরণ করিয়া লইয়া গেলে তিনি যুদ্ধ করিয়া রাবণকে বধ করেন ও সীতাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন।

রামচন্দ্র মানুষের মতই চলিয়া ফিরিয়া সুখে দুঃখে জীবন কাটাইয়াছেন। সেইজন্য রামকে আদর্শ চরিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে কিনা তাহা লইয়া বাদানুবাদ আছে। কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তি রামকে কেবলমাত্র সমালোচকের চক্ষে দেখেন। ঈশ্বরই যে রাম অবতার হইয়া নিজ কার্য করিয়া গিয়াছেন সে অনুভূতি না থাকায় রামকে তাঁহাদের বিচারে এমন একজন লোক বলিয়াই কেবল মাত্র ধরা হয় যিনি রাবণ-বধাদি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ প্রকারের রামে তুলসীদাসের প্রয়োজন নাই। তুলসীর রাম তাঁহার ইষ্টদেব, জগৎপিতা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, ভক্তের দুঃখ-হারী, প্রভু।

তুলসীদাস নিজে যে রস আস্বাদ করিয়াছেন সে রস সকলকেই বিলাইতে চাহেন। উহার প্রধান বাধা বুদ্ধির বাধা। যে রাম মানুষের সন্তান, যিনি স্ত্রী বিরহে

কাতর হইয়া বনে বনে পথে পথে সীতাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন, যাঁহাকে মেঘনাদ নাগপাশে বাঁধিয়া কাবু করিয়া ফেলিতে পারেন তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান—একথা কেমন করিয়া বলা যায়?

বুদ্ধির এই প্রশ্নকে তুলসীদাস একটি বড় স্থান দিয়াছেন এবং উহাকে অবলম্বন করিয়া রামের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া রাম-চরিত খুলিয়া দেখাইয়াছেন।

'রাম-চরিত মানসের' অবতরণিকায় যেখানে রাম-কথা সুরু হইল সেইখানে "রাম কে" এই প্রশ্ন লইয়াই তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাজ্ঞবল্ক্য আসিয়াছেন। তিনি প্রয়াগে আসিয়াছিলেন মকর-স্নান করিতে। ফিরিবার পূর্বে ভরদ্বাজকে দেখিতে যা'ন। ভরদ্বাজ গুরুকে বলিলেন—তাঁহার একটা বড় বিষয়ে সন্দেহ আছে, উহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে।

> রাম কবন্ন প্রভু পূছউঁ তোহীঁ।
> কহিয় বুঝাই কৃপানিধি মোহীঁ॥
> বাল: এক রাম অবধেশ কুমারা।
> ৬৭ তিন্হ কর চরিত বিদিত সংসারা॥
> নারিবিরহ দুখ লহেউ অপারা।
> ভয়উ রোষু রন রাবনু মারা॥
> প্রভু সোই রামু কি অপর কোউ,
> বাল: ৬৮ জাহি জপত ত্রিপুরারি।
> সত্যধাম সর্বজ্ঞ তুম্হ কহহু বিবেকু বিচারী॥

"হে প্রভু, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে 'রাম কে'? হে কৃপানিধি, আমাকে তুমি বুঝাইয়া বল। এক রাম ত ছিলেন অযোধ্যাপতি দশরথের কুমার। তাঁহার চরিত কথা সকলেই জানে। তিনি স্ত্রী বিরহে বড় দুঃখ পান ও রাগ করিয়া রাবণকে যুদ্ধে মারেন। হে প্রভু, শিব যাঁহাকে জপ করেন তিনিই কি সেই রাম অথবা অপর কেহ? তুমি সত্য-পরায়ণ ও সর্বজ্ঞ। তুমি জ্ঞানের সহিত বিচার করিয়া বল।"

ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য হাসিয়া বলেন যে, তুমি ত কায়মনোবাক্যে রাম-ভক্ত, তোমার চাতুরী আমি জানিয়াছি। তুমি রাম-গুণ শুনিতে চাও বলিয়াই এমন বোকা সাজিয়া প্রশ্ন করিয়াছ যে, রাম কে—তিনিই কি ভগবান?

এই প্রশ্ন হইতে তুলসী-রামায়ণ আরম্ভ। তুলসীদাস আর একটু অগ্রসর হইয়া বালকাণ্ডেই সতীর মুখ দিয়া সেই প্রশ্নই করিতেছেন—রাম কে? রাম তখন দণ্ডক বনে। সেই স্থান দিয়া শিব সতীকে লইয়া চলিয়াছেন। তখন—

> বাল: বিরহ বিকল নর ইব রঘুরাঈ।
> ৭১ খোঁজত বিপিন ফিরত দোউ ভাঈ॥

সীতা আশ্রমে নাই। রাম বিকল হইয়া খুঁজিতেছেন।

> হা গুনখানি জানকী সীতা।
> রূপ-সীল-ব্রত-নেম-পুনীতা॥
> অরণ্য লছমন সমুঝায়ে বহু ভাঁতী।
> ২৮ পূছত চলে লতা তরু পাঁতী॥
> হে খগ মৃগ, হে মধুকরশ্রেনী
> তুম্হ দেখী সীতা মৃগনৈনী॥

রামচন্দ্র তরুলতা পশু-পক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়াছেন যে, তাহারা মৃগ-নয়নী সীতাকে দেখিয়াছে? এমনি ব্যাকুল অবস্থায় শিব রামকে দেখিতে পান। রামকে তিনি নিজ ইষ্টদেব জানিয়া "জয় সচ্চিদানন্দ" বলিয়া প্রণাম করিলেন। শিব এত অভিভূত হইলেন যে, তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইল। শিবের এই অবস্থা দেখিয়া সতী আশ্চর্য হইলেন। যিনি জগতের পূজ্য, বিশ্বেশ্বর শিব, তিনি আবার একজন রাজার ছেলেকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া প্রণাম করিলেন—ইহা দেখিয়া সতী বড় সন্দেহে পড়িলেন।

শিব সতীকে বুঝাইয়া সন্দেহ করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, 'যে রামের কথা আমরা এইমাত্র অগস্ত্য ঋষির নিকট শুনিতেছিলাম, যাঁহাকে ভক্তি করার কথা আমি মুনিকে শুনাইলাম ও যিনি আমার ইষ্টদেব, ইনিই সেই রাম।'

কিন্তু সতীর সন্দেহ যায় না। সতী ভাবেন যে, যদি বিষ্ণু, দেবতাদের হিতের জন্য মানুষের শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, তবে ত তিনিও শিবেরই মত সর্বজ্ঞ। সেই বিষ্ণু কি অজ্ঞের মত স্ত্রী খুঁজিয়া বেড়াইতে পারেন?

> বাল: "খোঁজই সো কি অজ্ঞ ইব নারী।
> ৭১ জ্ঞানধাম শ্রীপতি অসুরারী॥"

সতীর মনে এই প্রশ্নের মীমাংসা হল না। তিনি তখন শিবের কথায় রামকে পরীক্ষা করিতে যান। তিনি রামকে দেখিবামাত্র [illegible] সীতার বেশ ধরিয়া রামের [illegible] শিবকে পাইবার [illegible] তপস্যা করেন। [illegible] সেই প্রশ্নই করেন [illegible], কিন্তু তখন ভুল করিল [illegible]।"

> বাল: "রামু সো অবধ-নৃপতি-সুত সোঈ।
> ১৩. কী অজ অগুন অলখগতি কোঈ॥

"যিনি অযোধ্যার রাজপুত্র তিনিই রাম অথবা তিনি আর কোনও অজন্মা, গুণ-রহিত পুরুষ, যাঁহাকে কিছু দেখা যায় না?"

বাল:
১৩২

জো নৃপতনয় তো ব্রহ্ম কিমি
নারিবিরহ মতি ভোরি।
দেখি চরিত মহিমা সুনত
ভ্রমতি বুদ্ধি অতি মোরি॥

"যদি রাজপুত্রই হয়, তবে ব্রহ্ম কেমন করিয়া হইল? স্ত্রীর বিরহে রামের বুদ্ধিই ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অথচ এদিকে রামচরিত দেখিয়া, তাঁহার মহিমার কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিতেছে।"

শিব পার্বতীকে আবার উপদেশ দেন। বলেন :—

বাল:
১৩৫

ঝুঠউ সত্য জাহি বিনু জানে।
জিমি ভুজঙ্গ বিনু রজু পহিচানে॥
জেহি জানে জগ জাই হেরাঈ।
জাগে জথা সপনভ্রম জাঈ॥

বাল:
১৩৫

বন্দউঁ বালরূপ সোই রামু॥
সব সিধি সুলভ জপত জিসু নামু।

"তিনি রাম যাঁহাকে না জানিলে মিথ্যাও সত্য বলিয়া মনে হয়, যেমন দড়িকে সাপ বলিয়া ভুল হয়। জাগিলে যেমন স্বপনের ভুল মিলিয়া যায়, তেমনি রামকে জানিলে জগৎ হারাইয়া যায়। যাঁহার নাম জপিলে সকল সিদ্ধিই সুলভ হয় সেই বালক রামকে বন্দনা করি।"

পার্বতী যে প্রশ্ন করিলেন ও রাম-কথা শুনিতে চাহিলেন সেজন্য শিব তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার একথাও বলিলেন :—

বাল:
১৩৭

একবাত নহিঁ মোহি সুহানী।
জদপি মোহবস কহেহু ভবানী॥
তুম্হ জো কহা রাম কোউ আনা।
জেহি স্রুতি গাব ধরহিঁ মুনি ধ্যানা॥

"তুমি মোহবশে বলিলেও তোমার একটা কথা আমার কাছে ভাল লাগে নাই। তুমি বলিয়াছ যে, যাঁহার কথা বেদ বলে, মুনিরা যাঁহার ধ্যান করে, সে রাম—কি আর কেহ?"

বাল:
১৩৮

কহহিঁ সুনহিঁ অস অধম নর
গ্রসে জে মোহপিসাচ॥
পাষণ্ডী হরি-পদ-বিমুখ
জানহিঁ ঝুঠন সাচ॥

এমন কথা সেই মানুষেরাই বলে ও শোনে যাহাদিগকে মোহ-পিশাচ পাইয়া বসিয়াছে, যাহারা পাষণ্ড, যাহারা হরিপদে বিমুখ যাহারা সত্য-মিথ্যা জানে না।" এই ভাবে নর-দেহ-ধারী রাম যে নির্গুণ ব্রহ্ম তাহাই বুঝাইতে গিয়া বলেন :—

বাল:
১৩৯

জো গুন রহিত সগুন সোই কৈসে।
জলু হিম উপল বিলগ নহিঁ জৈসে॥

"গুণরহিত যিনি তিনিই সগুণ হ'ন, যেমন জল ও বরফ একই জিনিষ—ভিন্ন নয়।"

বাল:
১৪০

জগত প্রকাস্য প্রকাসক রামু।
মায়াধীস জ্ঞান-গুন-ধামু॥
জাসু সত্যতা তেঁ জড় মায়া।
ভাস সত্য ইব মোহসহায়া॥

"রামচন্দ্রই দৃষ্টিগোচর জগৎ, তিনিই জগতের প্রকাশক, তিনিই মায়া পতি, জ্ঞান ও গুণের আলয়। তিনি সত্য, মায়া অসত্য। কিন্তু তাঁহারই রচিত মোহ-বশে মিথ্যা মায়া সত্য বলিয়া বোধ হয়।"

বাল:
১৪১

রজত সীপ মহুঁ ভাস জিমি,
জথা ভানু কর বারি।
জদপি মৃষা তিহুঁকাল সোই,
ভ্রম ন সকই কোউ টারি॥

"ঝিনুক দেখিয়া রূপা বলিয়া বোধ হয়, সূর্য কিরণকে মরীচিকায় জল বলিয়া মনে হয়। ইহারা ত্রিকালে মিথ্যা হইলেও এ ভ্রম দূর করা যায় না।"

বাল:
১৪১

এহি বিধি জগ হরি আস্রিত রহঈ।
জদপি অসত্য দেত দুখ অহঈ।
জৌ সপনে সির কাটই কোঈ।
বিনু জাগে ন দুরি দুখ হোঈ॥

"তেমনিভাবে জগত রামচন্দ্রের আশ্রিত হইয়া আছে। ঐ জগত অসত্য হইলেও দুঃখ দেয়। স্বপ্নে মাথাকাটা গেলে যেমন দুঃখ হয়, না জাগা পর্যন্ত যেমন সে দুঃখ যায় না তেমনি রাম যে কে তাহা না জানা পর্যন্ত জগতের মিথ্যা দুঃখ যায় না।"

রামচন্দ্র কেমন?

বাল:
১৪২

বিনুপদ চলই সুনই বিনু কানা।
কর বিনু করম করই বিধি নানা॥
আননরহিত সকল-রস ভোগী।
বিনু বানী বকতা বড় জোগী॥
তন বিনু পরস নয়ন বিনু দেখা।
গ্রহই ঘ্রান বিনু বাস অসেখা॥
অসি সব ভাঁতি অলৌকিক করনী।
মহিমা জাসু জাই নহিঁ বরনী।

"তাঁহার পা নাই তবুও তিনি চলেন, কাণ বিনাই শোনেন, হাত না থাকিলেও কাজ করেন, কথা না বলিলেও তিনি বড় বক্তা, শরীর না থাকিলেও স্পর্শ করেন, চোখ না থাকিলেও তিনি দেখেন, নাক না থাকিলেও তিনি গন্ধ লন, এমনি সকল রকম কার্য তাঁহার অলৌকিক, তাঁহার মহিমা বর্ণনা করা যায় না।"

সোই দশরথসুত ভগত হিত কোসলপতি ভগবান।

"ভক্তের মঙ্গলের জন্য সেই অরূপ ভগবানই কোশলপতি রামচন্দ্র হইয়াছেন।"

বালঃ **সোই প্রভু মোর চরাচর স্বামী।**
১১২ **রঘুবর সব উর অন্তরজামী॥**

"সেই চরাচরের স্বামীই আমার প্রভু রঘুনাথ, তিনি সকলের হৃদয়ের কথাই জানেন।"

"রাম সো পরমাতমা ভবানী।
বালঃ **তহঁ ভ্রম অতি অবিহিত তব বানী॥**
১১২ **অস সংসয় আনত উর মাহীঁ।**
জ্ঞান বিরাগ সকল গুন জাহীঁ॥

"শঙ্কর বলিলেন—ভবানী, রাম সেই পরমাত্মা, এবিষয়ে তোমার ভুল করাটা বড় অন্যায় হইয়াছে। এ রকম সন্দেহ মনে আনিলেও জ্ঞান, বৈরাগ্য ও সকল গুণ চলিয়া যায়।"

এমনি করিয়া উপদেশ দিয়া শঙ্কর পার্বতীকে শান্ত করিলেন। পার্বতীর তপস্যা ছিল, সংস্কার ছিল, তিনি এবার বুঝিলেন। কিন্তু সকলে ত বুঝে না। যাহারা বুঝে না তাহারা বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা কেবলই প্রশ্ন করিতে থাকে—সর্ব্বজ্ঞ হইলে অজ্ঞের মত ঘুরিয়া বেড়াইলেন কেন? ইচ্ছা করিলেই ত রাবণকে মারিতে পারিতেন, তবে রাবণকে মারিতে এত বেগ পাইতে হইল কেন? তিনি অমন করিয়া পিছন হইতে ব্যাধের মত বালীকে বধ করিলেন কেন? সীতার অগ্নি-পরীক্ষা করিলেন কেন? এমনি সকল প্রশ্ন তুলিয়া মানুষকে তাহার বুদ্ধি বিব্রত করে। এই বুদ্ধিকে ঠিক পথে চালাইবার প্রশ্ন এখন আসিয়া পড়িতেছে।

মেঘনাদ রামকে নাগপাশে বাঁধিলে গরুড় গিয়া সে বাঁধন কাটিয়া দিয়া আসিল। ইহাতে গরুড়ের মোহ হইল। সে শুনিয়াছে যে রাম বিষ্ণু অবতার। সে কেমন অবতার যাহাকে বাঁধা যায়, আর গরুড়ের সাহায্যে যাঁহার বাঁধন কাটিতে হয়?

ব্যাপক ব্রহ্ম বিরজ বাগীসা।
উত্তর **মায়া-মোহ পার পরমীসা॥**
৮১।৮২ **সো অবতার সুনেউঁ জগ মাহীঁ।**
দেখেউ সো প্রভাব কছু নাহীঁ॥
ভব বন্ধন তেঁ ছুটহিঁ নর জপি জা কর নাম।
খর্ব্ব নিসাচর বাঁধেউ নাগপাস সোই রাম॥

"শুনিয়াছিলাম যে, ব্যাপক ব্রহ্ম, বিরজ বাক্‌পতি, মায়া মোহের অতীত পরমেশ্বর রাম অবতার লইয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম—তাঁহার কোন প্রভাব নাই। যাঁহার নাম জপ করিয়া লোকে ভব-বন্ধন হইতে মুক্তি পায়, ক্ষুদ্র রাক্ষস তাঁহাকে নাগপাশে বাঁধে?"

গরুড়ের মানসিক অশান্তি হইল। সে নারদকে জিজ্ঞাসা করিল। নারদ বলিলেন—ঐ প্রকার মোহ তাঁহাকে অনেক নাচাইয়াছে, গরুড় যেন ও কথা ব্রহ্মাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে। ব্রহ্মা বলিলেন—ঐ মায়া আমাকেও অনেক নাচাইয়াছে। তুমি গিয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা কর। শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—

"তবহিঁ হোই সব সংসয় ভঙ্গা।
উত্তর **জব বহুকাল করিয় সতসঙ্গা॥**
৮৪।৮৫ **জেহি মহঁ আদি মধ্য অবসানা।**
প্রভু প্রতিপাদ্য রামু ভগবানা॥
বিনু সতসঙ্গ ন হরিকথা তেহি বিনু মোহ ন ভাগ
মোহ গয়ে বিনু রাম পদ হোই ন দৃঢ় অনুরাগ॥

তুলসী মহেশ্বরের মুখ দিয়া এইবার শেষ কথা বলাইলেন। "অনেকদিন সৎসঙ্গ করিলে তবে সন্দেহ যায়। সৎসঙ্গে হরিকথা শুনিবে। নানা প্রকারে মুনিরা উহা গাহিয়া থাকেন। সে কথার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে ঐ একই বিষয়েরই প্রমাণ করা হয় যে, প্রভু রাম হইতেছেন ভগবান। সৎসঙ্গ ছাড়া রামকথা হয় না। রাম কথা ছাড়া মোহ যায় না। আর মোহ না গেলে রাম পদে গভীর অনুরাগ হয় না।

ভক্তি না হইলে বিশ্বপতি রামই যে ভগবান সে বিশ্বাস আসে না। রাম ত ভক্তের জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

ভগত হেতু ভগবান প্রভু রাম ধরেউ তনু ভূপ।
কিয়ে চরিত পাবন পরম প্রাকৃত-নর-অনুরূপ॥
জথা অনেক বেষ ধরি নৃত্য করই নট কোই।
সোই সোই ভাব দেখাবই আপুন হোই ন সোই॥
অসি রঘু-পতি-লীলা উরগারী।
উত্তর **দনুজ বিমোহনি জন-সুখ-কারী॥**
১০৪।১০৫ **জে মতিমলিন বিষয়বস কামী।**
প্রভুপর মোহ ধরহিঁ ইমি স্বামী॥

"ভক্তের হিতের জন্যই ভগবান রাম-রাজার শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের মত অথচ পরম পবিত্র চরিত্র তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু রামের মানুষ-রূপ সম্পূর্ণ নিজের রূপ নয়। কোনও নট যেমন নানা প্রকার বেশ ধরিয়া নৃত্য করেন ও যে বেশ ধরিয়াছেন সেই রূপ ভাব দেখান, কিন্তু সে সকল ভাবের কোনটাই নটের নিজের নয়, ভগবানও তেমনি নটের মত, মানুষ হওয়ার নাটকে রাম সাজিয়াছিলেন" ইহাই রাম চরিত বুঝিবার ও আলোচনা করিবার প্রথম ধাপ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

অবতার-বাদ সম্বন্ধে গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, কোনও যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ পরের যুগে অবতার বলিয়া গণ্য হ'ন ও তাহার পর মানুষ তাঁহার উপর পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিতে থাকে। তিনি বলেন—

"গীতার কৃষ্ণ মূর্ত্তিমন্ত শুদ্ধ জ্ঞান, কিন্তু কাল্পনিক। ইহাতে কৃষ্ণ নামক অবতার পুরুষকে অস্বীকার করা হইতেছে না—মাত্র বলা হইতেছে যে, পূর্ণ কৃষ্ণ কাল্পনিক, পূর্ণ অবতারের কল্পনা পরে আরোপিত হইয়াছে।"

রামায়ণের রাম সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। অবতার রাম জন্মিয়াছেন, খেলা করিয়াছেন, বিবাহ করিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়াছেন। বাল্মীকি ও তুলসী দাসের রামও এই সকলই করিয়াছেন, কেবল তাঁহার উপর পূর্ণত্ব আরোপিত হইয়াছে। অপূর্ণের উপর পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া লইতেছে। পদে পদেই মানুষ-রূপধারী অপূর্ণ অবতারের অপূর্ণত্ব ও ত্রুটি ধরা যাইতে পারে। কিন্তু নিজের হিতের জন্য তাহা না করিয়া, আদর্শ পুরুষত্ব তাঁহাতে আরোপ করিয়া লোকে কার্য্য সিদ্ধ করিয়া আসিতেছে, ভক্তি সমর্পণ করিতেছে। যাঁহারা রাম-চরিত্রে মানুষের দোষ-গুণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার বিচার করিতে চাহেন, আদর্শত্ব বা ঈশ্বরত্ব আরোপ করিতে চাহেন না, তাঁহারা তাহা করুন, ভক্তের তাহাতে ক্ষতি নাই। ভক্ত যাহা চায়, রামচন্দ্রে পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া সে তাহা পায়। যে পথে সে চলিতে চায়, কাল্পনিক পূর্ণ অবতারের নিকট হইতেই সে তাহার সন্ধান পায়। সেই কাল্পনিক অবতার তাহার কাছে ইতিহাসের লোক অপেক্ষাও সত্য।

রামচন্দ্র মানব-চরিত্র অভিনয় করিয়া আমাদিগকে ধন্য হওয়ার পথ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্ম-কর্ম্মের চিন্তা আমাদিগকে মুক্তি পথে লইয়া যায়। এক খণ্ড শিলার ত কোনও চরিত্র নাই, তথাপি মানুষ তাহাতেও পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া—শাল-গ্রাম শিলাকে ভক্তি দিয়া নিজের যাহা পাওয়ার তাহা পাইয়া থাকে। তুলসী দাসের অভিজ্ঞতা এই যে, যত রকম আরোপ ও কল্পনাই করা যাউক, রাম-নামে ও রাম-ভক্তিতে যত সহজে কাজ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। মুক্তি-পথের দীন পথিকের নিকট এই আশ্বাসের কথার মধ্যে মন্ত্র-শক্তি রহিয়াছে। এই দিক দিয়াই রাম-চরিত বিচার করার বিষয়। প্রত্যেক ঘটনাটি লইয়া চুল চিরিয়া বিচার করিলে বুদ্ধির দাবা খেলা হইবে। কিন্তু দাবা খেলা যেমন সত্যই চতুরঙ্গ সেনায় সেনায় যুদ্ধ নয়, তেমনি ঐ ভাবের রাম-চরিত্র আলোচনাও অলীক।

রাম হরিণ শীকার করিতেন :—

বন্ধু সখা সঙ্গ লেহিঁ বোলাঈ।
বন মৃগয়া নিত খেলহিঁ জাঈ॥
পাবন মৃগ মারহিঁ জিয় জানী।
দিন প্রতি নৃপহিঁ দেখাবহিঁ আনী

বাল:
২৩৩

তুলসীদাস এই বর্ণনা দিয়াছেন। যাঁহার সর্বজীবে সমদৃষ্টি তিনি অকারণ প্রাণীবধ করিতেন। ইহাই কি আদর্শ চরিত্র? উত্তরে বলা যায় যে, তখনকার দিনে রাজার ছেলের মৃগয়া করা একটা অবশ্য করণীয় কাজ ছিল। তিনি সমসাময়িক লোকাচার-সম্মত কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মনুষ্য-চরিত্র অনুসরণ করিয়াই মানুষকে মোক্ষ পাওয়ার অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর হিসাবে বিচার করিলে তাঁহার প্রত্যেক কাজের জন্যই তাঁহাকে দোষ দিতে হয়। স্ত্রী-বিরহে তিনি কেনই বা কাতর হইলেন? তিনি সর্বজ্ঞ ও আদর্শ চরিত্র হইলেও ঐ সময় সাধারণ মানুষের মতই আচরণ করিয়া গিয়াছেন। তাহা করিয়াছেন বলিয়াই রাম-চরিত্র এত মধুর এত চিত্তাকর্ষক ও এত শক্তিশালী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের শিক্ষার ধারার ভিতর রূপকের আশ্রয় লওয়ার একটা মনোহর পথ ছিল। উহা দ্বারা কঠিন বিষয় সহজে বুঝানো যাইত। আমরা যখন পুতুল নাচ দেখি তখন পুতুলগুলি যে পুতুল সে কথা জানিয়াও পুতুলের আর্ত্তচীৎকারে আর্ত্তি বোধ করি, আনন্দে আনন্দ করি, যুদ্ধ করিতে দেখিলে উত্তেজিত হই। আমরা সত্য ঘটনা দেখিয়া যে রসের আস্বাদ পাইতাম, পুতুল নাচ, দেখিয়াও প্রায় তাহাই পাই। এই জন্যই পুতুল নাচ, যাত্রা, থিয়েটার, বায়োস্কোপ সমাজে এতটা স্থান লইয়াছে।

সাহিত্যের ভিতর দিয়াও এই পুতুল নাচ বা রূপকের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। কথা-সাহিত্য রূপকের এই মোহন বেশে সাজানো। কাশী ও কোশল রাজ্যের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। উহাই আশ্রয় করিয়া কত না গল্প রচিত হইয়াছে এবং তাহা লোক-শিক্ষার পথ করিয়া দিয়াছে।

গল্প আছে—একদিন কোশল-রাজ স্থির করিলেন যে, লোকে তাঁহাকে কি রকম মনে করে তাহা ছদ্মবেশে দেখিবেন। তিনি বিনা আড়ম্বরে রথে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন প্রজার সুখ-দুঃখ দেখিয়া এই প্রকার ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন এমন একটা পথে আসিয়া পড়িলেন যাহার দুইদিকে খাত। পথও এমন সরু যে, একখানা মাত্র রথ চলিতে পারে। এদিকে আবার আর এক ব্যাপার ঘটিয়াছে—কোশল-রাজ যে দিন যাত্রা করেন কাশী-রাজও সেই দিনই নিজের প্রজাদের কথা জানিবার জন্য সেই ভাবে যাত্রা করিয়াছেন। তিনিও

প্রজাদের অবস্থা দেখিতে দেখিতে ঠিক সেই সময়ে সেই রাস্তায় বিপরীত দিক হইতে রথ লইয়া আসিয়া উপস্থিত। দুই রথ মুখোমুখী দাঁড়াইল। কাশী-রাজের সারথি হাঁকিয়া বলিল—পথ ছাড়িয়া দাও—এ রথে রাজা আছেন। অপর সারথিও বলিল—এ রথেও রাজা আছেন। অতএব তুমিই পথ ছাড়। এ বলে তাহার রাজার বয়স এত, ও বলে—তাহার রাজার বয়স ও তত। এ বলে—তাহার রাজার রাজ্য এত বড়, ও বলে—তাহার রাজার রাজ্যও ততবড়। সৈন্য সংখ্যা তাহাও দুই জনেরই ঠিক সমান। তখন কাশী-রাজের সারথি বলিল—তাহার রাজা বিপুল শক্তিমান, তাঁহার ক্রোধ হইলে শত্রুকে তিনি মর্দ্দন করেন, গ্রাম-নগর বিধ্বস্ত করেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি তাঁহার হিংসাবৃত্তি ভয়াবহ। কিন্তু কোশল-রাজের সারথি বলিল—তাহার রাজা অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ জয় করেন, অহিংসা দ্বারা হিংসা জয় করেন, বিনয় দ্বারা অবিনয় জয় করেন। ইহার পর কাশী-সারথি মাথা নীচু করিয়া নিজ রথ খুলিয়া কোশলের রথের জন্য পথ ছাড়িয়া দিল। এই গল্পে গল্পকার তাঁহার রঙ্গমঞ্চে ক্রোধ ও অক্রোধ, হিংসা ও অহিংসা, বিনয় ও অবিনয়কে দাঁড় করাইয়া অক্রোধ, অহিংসা ও বিনয়ের জয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কথা বুঝাইবার জন্য কাশী-কোশল-রাজ লইয়া আসিয়াছেন। কেননা পাঠকের তৃপ্তির জন্য রঙ্গমঞ্চ চাই, রথ, রথী সারথি ও রাজা চাই। কথাকার এমন সুন্দর ভাবে জিনিষগুলি সাজাইয়াছেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তিনিও জানেন এবং তাঁহার পাঠকেরাও জানে যে, কাশী-কোশলের অবলম্বন তিনি বিশেষ উদ্দেশ্যেই করিয়াছেন। এই গল্পে মূলের অসম্ভাবনা, একই সময় একই উদ্দেশ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার যাত্রা করা, তাহাদের সমান বয়স, সমান রাজ্য ও সমান সৈন্যবল হওয়ার অসম্ভাবনা কাহাকেও পীড়া দেয় না। কথাকার যে রূপকের আশ্রয় লইয়াছেন তাহা তাঁহার পাঠকেরা জানে বলিয়াই তাঁহার গল্প বাস্তবের মত সুন্দর লাগে।

আর একটা উদাহরণ ধরুন—নচিকেতায় উপাখ্যান। নচিকেতার পিতা রাজশ্রবশঃ সর্ব্বস্ব দান যজ্ঞ করিলে নচিকেতা পিতাকে বলিল—এই পীত-দুগ্ধ গাভীগুলি দান করিয়া লাভ নাই। আর তুমি আমাকেই বা কাহাকে দান করিলে? তিনবাবের বার ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করায় পিতা রাগ করিয়া বলিলেন—"তোমাকে যমকে দিলাম।" বলামাত্র নচিকেতার মৃত্যু হইল। সে যমের বাড়ী গিয়া হাজির। যম তখন বাড়ীতে নাই, কোথাও নিমন্ত্রণে গিয়াছেন। যম আসিয়া দেখেন—ব্রাহ্মণ অতিথি তিন দিন অভুক্ত রহিয়াছেন। যম বলিলেন—নচিকেতা তোমাকে তিন দিন অভুক্ত রাখায় দোষ হইয়া গিয়াছে। এখন তুমি বর চাও। নচিকেতা বলিল—আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা দাও। যম বলিল—ঐটি ছাড়া আর যাহা চাও, তাহাই দিব। সসাগরা পৃথিবীর রাজত্ব চাও, অমরত্ব চাও, বহু দাসদাসী, রমণী চাও, হস্তী অশ্ব রথ চাও, নৃত্য-গীত-কুশল স্ত্রীলোক চাও, যাহাই ভোগের জন্য চাও না কেন তাহাই দিব। নচিকেতা বলিল—ইন্দ্রিয় ভোগের সুখ তুমি আমাকে আর কি দেখাইতে চাও? উহার তৃপ্তিতে সুখ নাই। ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহারে ক্রমে জরাগ্রস্ত হয়। ও সকলে দরকার নাই। দাসদাসী, হাতীঘোড়া, নৃত্য তোমারই থাকুক—আমার উহাতে দরকার নাই। আমি যাহা চাহিয়াছি তুমি ছাড়া উহা দেওয়ার শক্তি আর কাহারও নাই। আমাকে উহাই দাও। যম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—লোকে যাহা চায় সে সমস্তই আমি তোমাকে দিতে চাহিয়াছিলাম। তুমি সে সমস্তই প্রত্যাখান করিয়াছ। তুমিই উপযুক্ত অধিকারী। আমি তোমাকে সেই গুপ্তবিদ্যা দিতেছি।

এই ত গেল উপাখ্যান। ইহার ভিতর যদি ইতিহাস খোঁজেন, সত্য ঘটনা খোঁজেন, গল্পের কি পড়িয়া থাকিবে? যম-রাজ কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, তাঁহার বাড়ীতে কেহ অতিথি থাকে না। তিনি কাহাকেও বিদ্যা দেন না। তথাপি এই উপাখ্যান নিরর্থক নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাসনার নিবৃত্তি না হইয়াছে, যতক্ষণ উহাদের মৃত্যু না হইয়াছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম বিদ্যা পাওয়ার বা চাওয়ার কোনও অধিকার হয় না। বাসনার মৃত্যুর ভিতর দিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পথ। এই উপাখ্যানের পশ্চাতে ঐতিহাসিকতার ছাপ চাওয়ার কোন মানে নাই। ইহা দেখাই যাইতেছে যে গল্পটা কল্পিত। একটা উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য উহার সৃষ্টি হইয়াছে। উহার ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকিলেও নচিকেতা-উপাখ্যানের ঘটনাগুলি বা কাশী-কোশল কাহিনীর ঘটনাগুলির মূল্য কম নহে। ঐ সকল ঘটনার আশ্রয়েই আমাদের কাম্য শিক্ষা আমরা পাই।

রামায়ণের ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকিলেও রামায়ণে রূপক হিসাবেই উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। যে রামের অয়ণ বা পথ রামায়ণ সে রাম হৃদয়-বিহারী, যে রাবণের সহিত রাম যুদ্ধ করিয়াছেন সে রাবণও হৃদয়েই আছে, আর সেই যুদ্ধক্ষেত্রও হৃদয়ই। রাক্ষস-রাজ রাবণ যে হৃদয়েই আছে এবং এই রাবণের পীড়ায় পীড়িত হইয়া কেমন করিয়া হৃদয়ের রাম জাগ্রত হ'ন তাহা নিম্ন শ্লোক ও রামায়ণের গল্পাংশ হইতে স্পষ্ট হইবে।

সুভ আচরণ কতহুঁ নহিঁ হোঈ।
দেব বিপ্র গুরু মানই ন কোঈ॥
বালঃ নহিঁ হরিভগতি জজ্ঞ জপ দানা।
২১৪ সপনেহু সুনিয় ন বেদ পুরানা॥
জপজোগ বিরাগ তপ মখভাগা শ্রবন সুনই দসসীসা।
আপুন উঠি ধাবই রহই ন পাবই ধরি সব
ঘালই খীসা॥
অস ভ্রষ্ট অচারা ভা সংসারা ধরম সুনিয় নহিঁ কানা।
তেহি বহু বিধি ত্রাসই দেস নিকাসই জো
কহ বেদ পুরানা॥
বালঃ বরনি ন জাই অনীতি ঘোর
২১৫ নিসাচর জো করহিঁ।
হিংসা পর অতি প্রীতি তিন্হ কে
পাপহিঁ কবনি মিতি॥
জিন্হ কে ইহ আচরন ভবানী।
তে জানহু নিসিচর সব প্রাণী॥
অতিসয় দেখি ধরম কৈ গ্লানী।
পরমসভীত ধরা অকুলানী॥

"কোনও স্থানে আর কোনও শুভ আচরণ রহিল না। কেহ আর দেবতা-ব্রাহ্মণ ও গুরুকে মানে না। হরি-ভক্তি নাই। যজ্ঞ জপ দানাদি নাই। স্বপ্নেও বেদ ও পুরাণ কেহ শুনে না। জপ যোগ বিরাগ তপস্যা যজ্ঞ এ সকলের কথা কাণে শুনিলেই রাবণ উঠিয়া নিজেই ছোটে। সমস্ত লণ্ড ভণ্ড করিয়া দেয়। সংসার এমন ভ্রষ্টাচারী হইল যে ধর্মের কথা আর কাণেও শুনা যায় না। যে বেদ-পুরাণের কথা বলে তাহাকে নানা ভয় দেখাইয়া দেশের বাহির করা হয়। পার্বতী, যাহাদের আচরণ এইরূপ তাহারা রাক্ষস বলিয়া জানিবে। ধর্মের গ্লানি দেখিয়া পৃথিবী বড় ভীত ও আকুল হইলেন।"

রামের সহিত রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল। রাবণ রাক্ষসদের রাজা। রাক্ষস কাহারা? যাহারা শুভ আচরণ করিতে দেয় না, দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু মানে না, যজ্ঞ পণ্ড করে, সংসার ভ্রষ্টাচারী করে, বেদ পুরাণের কথা বলিলে তাহাকে দেশ ছাড়া করিয়া তাড়াইয়া দেয়, তাহারাই রাক্ষস জানিবে। এই সকল রাক্ষস খুঁজিতে বেশী দূর যাইতে হয় না। মানুষের হৃদয়েই এই রাক্ষসদল বাস করে। তাহাদের সর্দার বা রাজাও হৃদয়েই বাস করে। এই রাক্ষসের অত্যাচারে পৃথিবী পীড়িতা হইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

বালঃ গিরি সরি সিন্ধু ভার নহিঁ মোহী।
২১৫ জস মোহি গরুঅ এক পরদ্রোহী॥
সকল ধরম দেখই বিপরীতা।
কহি ন সকই রাবণ ভয় ভীতা॥

"পৃথিবী কাঁদিয়া বলে, একজন পরদ্রোহী আমার কাছে যত ভার, পর্বত নদী সাগর এ সকল আমার কাছে তত ভার বোধ হয় না। আমি সকল ধর্ম বিপরীত দেখিতেছি, রাক্ষস ভয়ে ভীত হইয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না।" কিন্তু এক পরদ্রোহ রূপ রাক্ষস নয়, নানা হিংস্র ও পাপ বৃত্তির রাক্ষস পুষিয়া মানুষ হৃদয়পুরকে রাবণপুরী লঙ্কা করিয়া রাখিয়াছে।

পৃথিবী কাঁদিয়া ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—তাঁহার দ্বারা কিছুই হইবে না, অন্য কোনো দেবতার দ্বারাও কিছুই হইবে না। তাঁহারা সকলেই রাবণ ভয়ে ভীত। একমাত্র বিষ্ণু রক্ষা করিতে পারেন। তখন গাভীর বেশে পৃথিবী ও দেবতারা মিলিয়া উতলা হইয়া খুঁজিতে লাগিলেন যে, কোথায় বিষ্ণুকে পাওয়া যায়। কেহ বলে—চল বৈকুণ্ঠে যাই, কেহ বলে—তিনি ক্ষীর সমুদ্রে বাস করেন।

বালঃ পুর বৈকুণ্ঠ জান কহ কোঈ।
২১৬ কোউ কহ পয়নিধি মহঁ বস সোঈ॥

শিব ছিলেন রাম-ভক্ত। রাম বা বিষ্ণু কোথায় থাকেন তাহা তিনি জানিতেন। শঙ্কর বলিলেন—

তেহি সমাজ গিরিজা মৈঁ রহেউঁ।
অবসর পাই বচন এক কহেউঁ॥
জা কে হৃদয় ভগতি জস প্রীতী।
প্রভু তহঁ প্রগট সদা তেহি রীতী॥
বালঃ হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা।
২১৬ প্রেম তেঁ প্রগট হোহি মৈঁ জানা॥
দেসকাল দিসি বিদিসিহু মাহীঁ।
কহহু সো কহাঁ জহাঁ প্রভু নাহীঁ।
অগ-জগ-ময় সবরহিত বিরাগী।
প্রেম তেঁ প্রভু প্রগটই জিমি আগী॥

"সেই সকলের মধ্যে আমিও ছিলাম। অবসর পাইয়া একটা কথা বলিলাম। যাহার হৃদয়ে ভক্তি যেমন, প্রভু সেই ভাবে, সেখানে প্রকাশ হ'ন—ইহাই রীতি। হরি সকল স্থানে সমান ভাবে ব্যাপ্ত আছেন। আমি জানি—তিনি প্রেমের বলে প্রত্যক্ষ হ'ন। দেশে কালে দিক্‌বিদিকে কোথায়ই বা তিনি না আছেন! সর্ব্বশূন্য বৈরাগী প্রভু, স্থাবর জঙ্গমে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। আগুন যেমন কাঠের ভিতরই আছে, ঘষিলেই প্রত্যক্ষ হয়, হরিও তেমনি হৃদয়েই আছেন—প্রেমেই প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দেন।"

রাক্ষসেরা সিংসা, পরদ্রোহ, লোভ ও কামাদির রূপ লইয়া হৃদয় ক্ষেত্রকে পীড়িত করিতেছিল। হরি তাহাদিগকে দমন করিবেন। হরি বা রামও হৃদয়ের

ভিতরই আছেন, চাই কেবল রাম-ভক্তি। তাহা হইলেই তিনি প্রকাশ হইতে পারেন।

হৃদয়ে যখন রাক্ষসের উৎপাতের বোধ দেখা দেয় তখনই রাম-জন্মের সূচনা হয়। দেবতারা যখন রাক্ষস দ্বারা পীড়িত হইয়া বিষ্ণুকে খুঁজিতেছিলেন এবং শিব তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন যে, বিষ্ণুকে খুঁজিতে কোথাও যাইতে হইবে না, নিজের হৃদয়ের মধ্যে খুঁজিলেই তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে, তখন দেবতারা শ্রীভগবানের স্তুতি আরম্ভ করিলেন। ভগবান প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, তিনি দশরথ রাজার ঘরে পুত্ররূপে জন্মিবেন। কেননা মনু ও শতরূপা তাঁহাকে পাওয়ার জন্ম অনেক তপস্তা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাই এ জন্মে দশরথ ও কৌশল্যা রূপে জন্মিয়াছেন।

কশ্যপ অদিতি মহাতপ কীন্হা।
তিন্হ কহঁ মৈ পূরব বর দীন্হা॥
বালঃ ২১৮ — তে দসরথ কৌসল্যা রূপা।
কোসলপুরী প্রগট নর ভূপা॥
তিন্হকে গৃহ অবতরিহউঁ জাই।
রঘু-কুল-তিলক সো চারিউ ভাই॥

রাবণের উৎপাতে হৃদয়ের প্রভু জাগিয়া উঠিয়া রাক্ষস মারার সংকল্প লইলেন। রাবণ সদলে মারা গেল। রাক্ষসের শক্তি কম নয়। সে সমস্ত সংগুণ দাবাইয়া রাখিয়াছিল। সে পার্থিব শক্তিতে পূর্ণ। সেই শক্তি অর্জনের জন্ম সেও তপস্তাই করিয়াছে। সেই তপস্তার ফলে রাবণ ক্রমশঃ অধিক করিয়া রাজসিকতাই পাইয়াছে। সীতাকে হরণ করিয়া সে জগৎপিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যাহার হৃদয়ে রাম-ভক্তি আছে সেখানে কালক্রমে রাক্ষসের পরাজয় হয়। সহজে ত দুষ্ট বৃত্তি পরাজয় মানে না। বিপুল যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়। রাবণ মরিয়াও মরে না—বার বার মাথা গজাইয়া উঠে। দুষ্প্রবৃত্তি ও হিংসা নির্মূল করা বড়ই শক্ত। অবশেষে রাবণ মরিলে ধর্মরাজ্য বা রামরাজ্য হৃদয়ে স্থাপিত হয়।

ইহাই রাম-রাবণের যুদ্ধের অন্তরের দিক। ইহার বাহিরের দিক হইতেছে রাম অবতারের অযোধ্যার জন্ম ও কর্ম। সে কাহিনীও পবিত্র, মঙ্গলদায়ক ও ভক্তিপ্রদ। রামায়ণের ভিতর দিয়া এই দুইটা ধারা—একটা বাহিরের, একটা অন্তরের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। দুই-ই মনোহর, দুই-ই ভক্তিদায়ক। ইহার বর্ণনা করিতে করিতে তুলসী বার বার মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন—"এমন প্রিয়, এমন হিতকারী, এমন নিকটতম প্রভু রামকে কেন না ভজনা করিবে?"

যাঁহারা রামায়ণের বাহ্যিক ধারায় খাঁটি ইতিহাস খোঁজেন তাঁহাদিগকে বাল্মীকি ঋষি প্রথমেই ব্যর্থ করিয়া রাখিয়াছেন। স্বর্গ-পাতাল দৈত্য-দেবতা আনিয়া, রাবণের ঘাড়ে দশটা মাথা চাপাইয়া, তাহাকে যখন তখন মায়া-মূর্তি ধরার শক্তি দিয়া, বানর ভালুক ও পাখীকে দিয়া কথা বলাইয়া, হনুমানকে কখনও বা মাছির মত ছোট, কখনও বা শত যোজন পরিমিত করিয়া, অতিপ্রাকৃত করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, কেহ যেন ইহার মধ্যে ইতিহাস না খোঁজেন।

এই রাম-কথার একজন প্রধান বক্তা কাক ভূষণ্ডী। সে কালের অতীত। মহাপ্রলয়েও তাহার মৃত্যু নাই। শুদ্ধ ভক্তিই কাকের রূপ ধরিয়া আছে। ধর্মের ও সত্যের মতই সে কাক অবিনশ্বর। বার বার কল্পে কল্পে রাম অযোধ্যায় জন্মিতেছেন, বার বার কাক তাঁহার শিশুলীলা দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছে।

জব জব অবধ পুরী রঘুবীরা।
উত্তর ১১১ — ধরহিঁ ভগতহিত মনুজসরীরা।
তব তব জাই রামপুর রহউঁ।
সিসু লীলা বিলোকি সুখ লহউঁ॥

যে অযোধ্যা কল্পে কল্পে দেখা দেয়, বার বার যে অযোধ্যায় রামের জন্ম হয়, যে দণ্ডকবন হইতে রাবণ বার বার সীতা হরণ করে, যে অযোধ্যায় বার বার রামের অভিষেক হয়, সে কোন্ ইতিহাসের, কোন্ ভূগোলের রাম সীতা, অযোধ্যা ও দণ্ডক বন?

কিন্তু, তাই বলিয়া বাহ্যিক ধারায় ঘটনা, স্থান ও চরিত্রগুলি কি অসত্য? এই রাম সীতার কাহিনী, রামের জন্ম, বাল্যলীলা, সীতার সহিত রামের সাক্ষাৎ, ধনুর্ভঙ্গ, বিবাহ, কৈকেয়ীর মন্ত্রণা, রামের বনবাস, রাবণের সীতা-হরণ, লঙ্কায় যুদ্ধ—এ সকল কি অসত্য? আমি দৃঢ়ভাবে বলি যে, উহা কখনও অসত্য নয়। ইতিহাস হিসাবে উহার কোনও স্থান নাই। কল্পলোকে উহা সৃষ্ট। ঐতিহাসিক সত্যও হয়ত কিছু আছে। কিন্তু তাহা হইলেও সকল মিলিয়া কাহিনীটা ইতিহাসের কাহিনী অপেক্ষাও সত্য। সীতা-রাম সত্য ও বাস্তব। তাঁহারা এই ভারত-ভূমিতে বাস করিয়া গিয়াছেন, ঐ অযোধ্যা, ঐ চিত্রকূট তাঁহারা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। যে যে স্থান দিয়া সীতাদেবী শুধু পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছেন সেই সেই স্থানের ধূলিকণা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। সেই ধূলিতে জন্মিয়া ভারতীয় কন্তারা নির্মল হইয়াছে, সাধ্বী হইয়াছে।

রামায়ণের অঙ্গীভূত হর-পার্বতী কাহিনী, সতীর দক্ষ-যজ্ঞে দেহ নাশ, পরে পর্বত গৃহে জন্ম, নারদের উপদেশ,

উমার হাজার হাজার বৎসর তপস্যা—এ সকল কি মিথ্যা? এ সকল মিথ্যা নহে—ইতিহাসের সত্য অপেক্ষা অধিকতর সত্য। এমন সত্য যে, সারা ভারতের হিন্দুই নিজ অনুভূতি ও ধর্ম বিশ্বাস হইতে উহার সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া সত্য বলিয়া প্রমাণ দিবে।

রামায়ণ পড়িতে এই অনুভূতি ও এই বিশ্বাসের সাক্ষ্য লইয়া পড়িলে ফল পাওয়া যাইবে। রামায়ণকে ছেলে-ভুলানো গল্প বলিয়া যিনি মনে করেন তিনি কৃপার পাত্র। রামায়ণের হয়ত বা সবটাই কাল্পনিক, হয়ত বা কতকটা তাহার ঐতিহাসিক। কিন্তু সমস্তটুকুই শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য।

তুলসীদাস লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাম-কথা সকলের জন্য নয়।

যহ ন কহী জে সঠ হঠসীলহি।
উত্তর
জো মন লাই ন সুন হরিলীলহি॥
২২০
কহিয় ন লোভিহি ক্রোধিহি কামিহি।
জো ন ভজই স-চরাচর-স্বামিহি॥

এই কথা দুষ্ট, জেদী লোক যাহারা মন দিয়া হরিলীলা শুনে না, তাহাদিগকে বলিবে না। এ কথা কামী ক্রোধীকে ও যে জগৎপতিকে ভজনা করে না, তাহাকে বলিবে না। হয় ভক্তির সহিত পড়িবে, নয় ত পড়িবে না। ইহাই গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায়।

তুলসী-রামায়ণ পাঠের পূর্বে ইহার কতকগুলি চরিত্র লইয়া আলোচনা করিলে শ্রদ্ধার ভাব বাড়া সম্ভব। তাই এখন কতকগুলি চরিত্র আলোচনা করিব।

হর-পার্বতী চরিত

তুলসী-রামায়ণের বক্তা শঙ্কর, শ্রোতা পার্বতী। শঙ্করের নিকট হইতে লোমপাদ শুনিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে কাক ভুষণ্ডী শুনিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে গরুড় শুনিয়াছিলেন। সেই কথা যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজকে শুনান। সেই কথা তুলসী তাঁহার গুরুর নিকট শুনিয়াছিলেন। তুলসী-রামায়ণ প্রধানতঃ যাজ্ঞবল্ক্য-ভরদ্বাজ সংবাদ হইলেও গ্রন্থমধ্যে সাক্ষাৎভাবে ভুষণ্ডী ও গরুড়ের উক্তি ও হর-পার্বতীর উক্তি রহিয়াছে। অনেক দোঁহা ও চৌপাই "পার্বতী শোন" বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে। আবার অনেকগুলি "গরুড় শোন" বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

শঙ্কর রাম-ভক্ত, রাম তাঁহার ইষ্টদেবতা ও প্রভু। সেইজন্য শঙ্করের নিজের কথাও তুলসী-রামায়ণের অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। শঙ্করের রাম-ভক্তি দেখিয়া সতীর আশ্চর্য হওয়া সতীর সীতাবেশে রামকে ছলনা করার চেষ্টা, শঙ্করের পত্নীত্যাগ ও তপস্যা, সতীর দক্ষ-যজ্ঞে যাওয়া, যোগ-আগুণে মরণ, পর্বতের ঘরে পার্বতী নামে জন্ম লওয়া, পার্বতীর তপস্যা, শিবের ধ্যান ভাঙ্গিতে গিয়া মদন ভস্ম হওয়া, হর-পার্বতী বিবাহ, বরযাত্রা ইত্যাদি সমস্তই পুরাণো কাহিনী। কিন্তু তুলসীদাস এগুলি নূতন করিয়া তাঁহার রামায়ণে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা করিতে গিয়া হর-পার্বতীর যে পরিচয় তুলসী দিয়াছেন তাহা অপূর্ব হইয়াছে। উহাতে শিব-ভক্তি যেমন উৎপন্ন হয়, রাম-ভক্তিও তেমনি দৃঢ় হয়। আর সতীর যে চরিত্র তুলসীদাস আঁকিয়াছেন, যে ভাষায় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন, রামায়ণের অঙ্গ হইতে আলাদা করিয়া লইলেও উহার মূল্য যথেষ্ট থাকিয়া যায়। তুলসী-রামায়ণের 'বালকাণ্ড' যে মধুর রসে ভরা, হর-পার্বতী সংবাদ তাহার অনেকখানি যোগাইয়াছে।

শঙ্করের মনের শুদ্ধি প্রথমেই চমক লাগায়। সতী রামকে পরীক্ষা করিতে গিয়া সীতার রূপ ল'ন। রাম তখন সীতার বিরহে নিতান্ত কাতর ছিলেন। সতীকে সীতার বেশে দেখিয়া লক্ষ্মণ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু রাম যুক্তকরে প্রণাম করিয়া, তিনি দশরথ পুত্র রাম একথা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"শঙ্কর কোথায়, আপনি বনে একাকী ঘুরিতেছেন কেন?" সতী একথা গোপন করিলেও শঙ্কর জানিলেন যে, সতী সীতার রূপ ধরিয়াছিলেন।

বালঃ
জো অব করউঁ সতীসন প্রীতী।
৭৮
মিটই ভগতি-পথ হোই অনীতী॥

এখন আর সতীর সহিত স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক রাখা যায় না। কিন্তু সতীকে ত্যাগ করাও কঠিন।

পরম পুনীত ন জাই তজি
বালঃ
কিয়ে প্রেমু বড় পাপ।
৭৯
প্রগটি ন কহত মহেশু কছু
হৃদয় অধিক সন্তাপ॥

সতী পুণ্যবতী, তাঁহাকে ত্যাগ করা যায় না। আবার তাঁহার সহিত পূর্ব সম্পর্ক রাখাও পাপ। প্রকাশ করিয়া শঙ্কর কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না, অথচ হৃদয়ে খুব সন্তাপ হইতেছিল।

তখন সাধারণ মানুষের যাহা করণীয় তিনি তাহাই করিলেন, মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

তব শঙ্কর প্রভুপদ সির নাবা।
বালঃ সুমিরত রাম হৃদয় অস আবা॥
৭৯ এহি তন সতিহি ভেট মোহি নাহীঁ।
সিব সঙ্কল্প কীন্হ মন মাহীঁ॥

শঙ্কর রামকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে স্মরণ করাতে এই ভাব মনে আসিল যে, "এদেহে আর সতীর সহিত আমার সাক্ষাৎ নাই।" শঙ্কর মনে মনে ঐ সঙ্কল্পই লইলেন। তখন দৈববাণী হইল—"তুমি ছাড়া এমন পণ আর কে করিতে পারে—তুমি রাম-ভক্ত ও সমর্থ।"

ইহাতে শঙ্কর চরিত্রে প্রেম, দৃঢ়তা ও পবিত্রতার ত্রিবেণী সঙ্গম হইয়াছে। সঙ্কটকালে রাম-ভক্ত এই প্রকার সঙ্কল্পের প্রেরণা পাইয়া থাকেন ও সে সঙ্কল্প রক্ষা করার শক্তিও পাইয়া থাকেন।

শঙ্কর তখন তপস্যায় বসিলেন। ৮৭ হাজার বৎসর কাটিয়া গেল। যখন সমাধি ভাঙ্গিল তখন সতী অতি দুঃখে নিকটে আসিতেই শঙ্কর তাঁহাকে বামে না বসাইয়া সম্মুখে বসিতে দিলেন। সতীর কিছুই ভাল লাগে না। তিনি বাপের বাড়ী যাইবেন। সেখানে যজ্ঞ হইতেছে—সেই বাহানায় দিন কতক কাটাইয়া আসিবেন। এজন্য তিনি শঙ্করের অনুমতি চাহিলেন। শঙ্করের গভীর প্রেম এখানে আরো ফুটিয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর পার্বতীকে যাইতে নিষেধ করিলেন, বলিলেন—বিনা নিমন্ত্রণে যাইতে নাই :—

জদপি মিত্র-প্রভু-পিতু-গুরু-গেহা।
বালঃ জাইয় বিনু বোলেহু ন সন্দেহা॥
৮৫ তদপি বিরোধ মান জহঁ কোঈ।
তহাঁ গয়ে কল্যান ন হোঈ॥

"যদিও মিত্র, স্বামী, পিতা ও গুরুর গৃহে বিনা নিমন্ত্রণেই যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি যেখানে বিরোধ আছে সেখানে ঐ ভাবে গেলে কল্যাণ হয় না।"

কিন্তু সতী তাহা শুনিলেন না। শঙ্কর তখন লোক সঙ্গে দিয়া সতীকে পাঠাইয়া দিলেন। দক্ষের ঘরে পতি-পরিত্যক্তা সতী যজ্ঞের দিন উপস্থিত হইলেন। মানুষের ঘরে পতি-পরিত্যক্তা উপেক্ষিতা মেয়ে তাহার বাপের বাড়ী আসিলে যে করুণ অবস্থা হয়, তুলসীদাস যেন তাহারই ছবি দুই কথায় নিখুঁত ভাবে আঁকিয়াছেন :—

পিতা ভবন জব গঈ ভবানী।
দচ্ছ-ত্রাস কাহু ন সনমানী॥
বালঃ সাদর ভলেহী মিলী এক মাতা।
৮৬ ভগিনী মিলী বহুত মুসুকাতা॥
দচ্ছ ন কছু পূছী কুসলাতা॥
সতিহি বিলোকি জরে সব গাতা॥

"ভবানী বাপের বাড়ী গেলে দক্ষের ভয়ে কেহই তাঁহাকে সম্মান করিল না। এক মাত্র মা-ই আদর করিয়া দেখা করিলেন। বোনেরা দেখা করিতে আসিয়া খুব হাসিতে লাগিল। 'কেমন আছ'—দক্ষ একথাও জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার সর্ব শরীর সতীকে দেখিয়া জ্বলিতেছিল।"

ভবানী তখন চারিদিকের অনাদরের আবহাওয়ায় হাঁপাইয়া উঠিলেন। দেখিলেন এ ত তাঁহাকে অসম্মান করা নয়, এ যে শঙ্করকেই অপমান করা। যজ্ঞস্থলে গিয়া দেখেন—সেখানে শিবের যজ্ঞভাগ নাই। তখন তাঁহার অসহ্য হইল, দক্ষের মেয়ে বলিয়া নিজের উপর ধিক্কার আসিল।

জগদাতমা মহেস পুরারী।
জগতজনক সবকে হিতকারী॥
পিতা মন্দমতি নিন্দত তেহী।
বালঃ দচ্ছ-সুক্র-সম্ভব যহ দেহী॥
৮৭ তজিহউঁ তুরত দেহ তেহি হেতু।
উর ধরি চন্দ্রমৌলী বৃষকেতু॥
অস কহি জোগ-অগনি তনু জারা।
ভয়উ সকল মখ হাহাকারা॥

"জগতের আত্মা হইতেছেন পুরারি মহেশ্বর। তিনি জগতের পিতা, তিনি সকলের হিতকারী। আমার মন্দমতি পিতা তাহার নিন্দা করিতেছেন। আমার এই দেহ সেই পিতা হইতে উৎপন্ন। এজন্য চন্দ্রমৌলী বৃষকেতু শঙ্করকে হৃদয়ে রাখিয়া এই দেহ ত্যাগ করিব। এই কথা বলিয়া যোগ-আগুনে শরীর জ্বালাইয়া ফেলিলেন যজ্ঞক্ষেত্রে হাহাকার উপস্থিত হইল।"

তাহার পরেই সতী গিয়া পর্বতের ঘরে জন্মিলেন, হিমালয়ের আর সুখের শেষ নাই।

জব তেঁ উমা সৈলগৃহ জাঈ।
সকল সিদ্ধি সম্পতি তহঁ ছাঈ॥
বালঃ জহঁ তহঁ মুনিন্হ সুআস্রম কীন্হে।
৮৮ উচিত বাস হিম-ভূধর দীন্হে॥
সরিতা সব পুনীত জলু বহহীঁ।
খগ মৃগ মধুপ সুখী সব রহহীঁ॥
সহজ বয়র সব জীবন ত্যাগা।
বালঃ গিরি পর সকল করহি অনুরাগা॥
৮৯ সোহ সৈল গিরিজা গৃহ আয়ে।
জিমি জন রামভগতি কে পায়ে॥

"যখন হইতে উমা হিমালয়ের ঘরে আসিলেন তখন হইতে সেখানে সকল সিদ্ধি ও সম্পদ ভরিয়া উঠিল। মুনিরা আসিয়া সেখানে আশ্রম করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। হিমালয়ও তাঁহাদিগকে উপযুক্ত স্থান দিলেন। নদী সকল পবিত্র জল বহিতে লাগিল, সকল পশু পক্ষী পতঙ্গ সুখী হইল। সকল জীবই স্বাভাবিক শত্রুতা ত্যাগ করিল। সকলে হিমালয়কে ভালবাসিতে লাগিল। কেহ রাম-ভক্তি পাইলে সে যেমন দেখিতে সুন্দর হয়, হিমালয়ের ঘরে গিরিজা আসায় তাঁহার সেই মত শোভা হইল।"

এই মধুর অবস্থার মধ্যে পার্বতী নারদের পরামর্শে শিবের জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন। শিব বিবাহ করিতে করিতে সম্মত হইলে সপ্ত ঋষির আসিয়া পার্বতীকে পরীক্ষা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—দুষ্ট নারদের কথায় শিবের জন্য তপস্যা করা বেকুবী। শিব কি করিয়াছেন ?

বালঃ ১৫২।১০৩

পঞ্চ কহে সিব সতী বিবাহী।
পুনি অবডেরি মরায়েন্হি তাহী॥
অব সুখ সোবত সোচু নহিঁ
ভীখ মাঁগি ভব খাহিঁ।
সহজ একাকিন্হ কেভবন
কবঁহু কি নারি খটাহিঁ॥

"পাঁচজনের কথায় শিব সতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন পরে তাঁহাকে অনাদর করিয়া মরিয়া যাইতে দেন। এখন দিব্য ঘুমাইয়া কাল কাটাইতেছেন, কোনো কষ্ট নাই— ভিক্ষা করিয়া খাইতেছেন। এমন স্বভাবতঃই একাকী লোকের ঘরে কি স্ত্রীর স্থান আছে ?

কিন্তু পার্বতী অটল থাকিলেন। তখন সপ্ত ঋষিদের কন্যা পছন্দ হইল। তাঁহারা শঙ্করকে খবর জানাইলেন ও পরে বিবাহের সম্বন্ধ পাকা করিতে আসিলেন। কিন্তু আবারও পরখ না করিয়া পার্বতীকে লওয়ার পাত্র সপ্ত ঋষিরা নহেন। এ দিকে মদন ভস্ম হইয়াছে। তখন তাঁহারা আসিয়া পার্বতীকে তামাসা করিলেন :—

বালঃ ১১৩

কহা হমার ন সুনেহু তব নারদ কে উপদেশ।
অবভা ঝূঠতুম্হার পন জারেউ কামু মহেস॥

"তখন নারদের উপদেশে আমাদের কথা শোন নাই। এখন ত তোমার শঙ্করকে বিবাহ করার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইল। মহেশ্বর মদনকে ভস্ম করিয়াছেন।"

ইহার উত্তরে পার্বতী যে কথা বলিলেন তাহা তাঁহাকে ও সমস্ত ভারতের নারীকে শাশ্বত কালের জন্য ধন্য করিয়াছে।

বালঃ ১১৩

সুনি বোলী মুসুকাই ভবানী।
উচিত কহেহু মুনিবর বিজ্ঞানী॥
তুম্হরে জান কাম অব জারা।
অব লগি সম্ভু রহে সবিকারা॥
হমরে জান সদা সিব জোগী।
অজ অনবদ্য অকাম অভোগী॥
জোঁ মৈঁ সিব সেয়ে অস জানী।
প্রীতি সমেত করম মন বানী॥
তৌ হমার পন সুনহু মুনীসা।
করিহহিঁ সত্য কৃপানিধি ঈসা॥
তুম্হ জো কহেহু হর জারেউ মারা।
সো অতি বড় অবিবেক তুম্হারা॥
তাত অনল কর সহজ সুভাউ।
হিম তেহি নিকট জাই নহিঁ কাউ॥
গয়ে সমীপ সো অবসি নসাঈ।
অসি মন্মথ মহেস কৈ নাঈ॥

"মুনিদের কথা শুনিয়া ভবানী হাসিয়া বলেন—জ্ঞানী মুনিগণ আপনারা ঠিকই বলিয়াছেন। কেন না আপনারা এই জানেন যে, শঙ্কর এতদিন সবিকার (কামী) ছিলেন, এইবারে কামকে দগ্ধ করিলেন। কিন্তু আমি ত জানি, শিব বরাবরই যোগী। তিনি অজ, অনবদ্য, অকাম, অভোগী। এই কথা জানিয়াই যদি আমি কায়-মন-বাক্যে প্রীতির সহিত শিবের সেবা করিয়া থাকি। তবে হে মুনিগণ, আপনারা জানিবেন যে, আমার শিবকে বিবাহ করার পণ ঈশ্বর সত্য করিবেন। আপনারা যে বলিলেন, শিব মদন ভস্ম করিয়াছেন, তাহা আপনারা বুঝার ভুলেই বলিয়াছেন। আগুনের স্বভাবই এই যে, ঠাণ্ডা তাহার কাছে যাইতে পারে না। যদি কাছে যায় অবশ্যই তাহাকে ধ্বংস হইতে হইবে। মদনেরও সেই দশাই হইয়াছিল। শঙ্কর স্বভাবতঃই অকামী, তাই তাঁহার কাছে যাইতে কাম ভস্ম হইয়াছে।"

তুলসীদাস এইখানে পার্বতীর মুখ দিয়া মদন-ভস্ম-রূপকের মানে সাফ করিয়া দিলেন। ভারতের মেয়েরা কেন যে পার্বতীকে আদর্শ ধরে, কেন যে শিব পূজা করে এবং তাহার প্রভাব যে হিন্দু সমাজে কি, তাহারও ইঙ্গিত করিলেন। বিবাহ কামের জন্য নয়, বিবাহ আত্মার আত্মার মিলনের জন্য। হিন্দু-মেয়েরা যখন শিবের মত স্বামী পাওয়ার জন্য ব্রত করে তখন জানিয়া-না-জানিয়া এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করে যে, বিবাহের পবিত্র সম্পর্কে কামনার স্থান নাই।

ইতি হর-পার্বতী চরিত

নারদ চরিত

তুলসী-রামায়ণে নারদ কয়েকবার দেখা দিয়াছেন। নারদ বিষ্ণু-ভক্ত। প্রভু ও ভক্তে কি সম্পর্ক তাহা তুলসীর নারদ-চরিত্র হইতে স্পষ্ট হইতেছে। প্রভু সর্বদাই প্রণত-কল্পতরু, সর্বদা ক্ষমাময়, ভক্তের ব্যথায় ব্যথিত এবং মা যেমন ছেলেকে রক্ষা করেন, প্রভু তেমনি ভক্তকে রক্ষা করেন। সন্তান গালি দিলেও মা যেমন তাহা সহ্য করেন, তবুও প্রেম ছাড়েন না, প্রভুও ভক্তের জন্য তাহাই করেন।

মদন যেমন শিবের নিকট হার মানে, নারদের বেলায়ও একবার তাহার সেই প্রকার হার হয়। নারদ একবার গভীর ধ্যানে বসিলে মদন তাঁহাকে বিচলিত করিতে চেষ্টা করে, না পারিয়া পরে ক্ষমা চাহিয়া পালায়। ইহাতে নারদের মনে বড় গর্ব হয়। পরে বিষ্ণুর সহিত দেখা হইলে নারদ তাঁহাকে এই গল্প শুনান। ভগবান বলিলেন :—

তুম্হরে সুমিরন তেঁ মিটহিঁ মোহ মার মদ মান।
ছুদু মুনি মোহ হোই মন তাকে॥
জ্ঞান বিরাগ হৃদয় নহিঁ জাকে॥
বালঃ ব্রহ্মচরজ-ব্রত-রত মতি ধীরা।
১২৬ তুমহহিঁ কি করই মনোভাব পীরা॥
নারদ কহেউ সহিত অভিমানা।
কৃপা তুম্হারি সকল ভগবানা॥

“তোমার স্মরণ করিলেই কামের মোহ, মান ও অহঙ্কার নষ্ট হয়—সে মদন তোমার কি করিতে পারে? হে মুনি, মোহ তাহারই হয়, যাহার হৃদয়ে জ্ঞান ও বিরাগ নাই। তুমি ব্রহ্ম-চর্য-রত, তুমি ধীর-বুদ্ধি, তোমাকে কি কাম পীড়া দিতে পারে?”

“নারদ অভিমানের সহিত বলিলেন—‘ভগবান সকলই তোমার কৃপা’।”

ভগবান দেখিলেন যে, নারদের মনে বড় অহঙ্কারের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। উহা দূর করিতে হইবে। গর্বহারী ভগবান তখন মায়াপুরী ও মায়া কন্যা সৃষ্টি করিলেন। নারদ পথেই সেই কন্যা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাহার স্বয়ম্বর হইতেছিল। নারদ তাহাকে পাওয়ার জন্য ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভগবান দেখা দিলে, নারদ বলিলেন—“যাহাতে ঐ কন্যা আমাকে বরণ করে এমন রূপ দাও—আমাকে তোমার নিজের রূপ দাও।”

প্রভু বলিলেন :—

জেহি বিধি হোইহি পরমহিত নারদ সুনহু তুম্হার।
সোই হম করব ন আন কছু বচন ন মৃষা হমার॥
কুপথ মাঁগ রুজ ব্যাকুল রোগী।
বালঃ বৈদ ন দেই সুনহু মুনি যোগী॥
১৩০ এহি বিধি হিত তুম্হার মৈঁ ঠয়উ।
কহি অস অন্তরহিত প্রভু ভয়উ॥

“নারদ, যাহাতে তোমার পরমহিত হয় তাহাই আমি করিব ইহা সত্য জানিও। রোগ-ব্যাকুল রোগী যদি কুপথ্য চায় তবে বৈদ্য তাহা দেন না। সেই ভাবেই আমি তোমার উপকার করিব।” এই বলিয়া প্রভু অন্তর্হিত হইলেন।

ভগবান নারদকে বানরের মুখ করিয়া দিলেন ও এমন মায়া করিলেন যে, অপরে নারদকে তাঁহার স্বরূপে দেখিবে, কেবল সেই কন্যা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে বানরের আকৃতিতে। স্বয়ম্বরে কন্যা পাওয়া গেল না। নারদ জলের উপর নিজের প্রতিবিম্বে দেখিলেন যে, তাঁহার আকৃতি বানরের। কিন্তু পরেই সেখানে দেখিলেন আবার তাঁহার নিজের মুখ। মনে বড় রাগ হইল। একবার ভগবানকে দেখিয়া লইব ভাবিয়া তিনি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। পথেই দেখেন—রমা ও বিষ্ণু চলিয়াছেন আর সঙ্গে সেই কন্যা যাহাকে নারদ চাহিয়াছিলেন। নারদ অগ্নিশর্মা হইলেন। এত বড় ভক্ত, কিন্তু তাঁহারও মনের কোণে কি দ্বেষ লুকান ছিল, তাহা তখন বাহির হইয়া পড়িল।

বালঃ পরসম্পদা সকহু নহিঁ দেখী।
১৩৩।১৩৪ তুম্হরে ইরিষা কপট বিসেখী॥
মথত সিন্ধু রুদ্রহি বৌরায়হু।
সুরন্হ প্রেরি বিষপান করায়হু॥
অসুর সুরা বিষ শঙ্করহিঁ আপু রমা মনি চারু।
স্বারথসাধক কুটিল তুম্হ সদা কপটব্যবহারু॥
পরম স্বতন্ত্র ন সিরপর কোঈ।
ভাবই মনহিঁ করহু তুম্হ সোঈ॥
ভলেহি মন্দ মন্দেহি ভল করহু।
বিসময় হরষ ন হিয় কছু ধরহু॥

“পরের ভাল তুমি দেখিতে পার না, তোমার মনের ভিতর বিশেষ করিয়া ঈর্ষা ও কপটতা আছে। তুমি সিন্ধু-মন্থনের সময় দেবতা পাঠাইয়া বিষ খাওয়াইয়া রুদ্রকে পাগল করাও। তুমি অসুরদিগকে দিলে সুরা, শঙ্করকে দিলে বিষ, আর নিজের বেলায় লইলে সুন্দরী লক্ষ্মীকে। তুমি স্বার্থ-সাধক ও কুটিল, তোমার ব্যবহার সর্বদা কপট। তুমি একেবারে স্বাধীন—মাথার উপরে আর কেহ নাই। তাই

যাহা মনে আসে তাহাই কর। মন্দকে ভাল কর, ভালকে মন্দ। আর সে জন্য তোমার মনে কিছুমাত্র হর্ষ বা শোক নাই।"

ডহঁকি ডহঁকি পরিচেহু সব কাহু।
বাল: অতি অসঙ্ক মন সদা উছাহু॥
১৬৪ করম শুভাশুভ তুম্হিঁ ন বাধা।
অব লগি তুম্হহিঁ ন কাহু সাধা॥

"তুমি ঠকাইয়া ঠকাইয়া সকলের ভেদ জানিয়া লও, তুমি একেবারে নির্ভয় বলিয়া মনের সুখে আছ। তোমার শুভাশুভ কোনও কর্ম করিতেই ঠেকে না, আজ পর্যন্ত তোমাকে কেহ সিধা করিতে পারে নাই।"

ভলে ভবন অব বায়ন দীন্হা।
বাল: পাবহুগে ফল আপন কীন্হা॥
১৬৪ বঞ্চেহু মোহি জবনি ধরি দেহা।
সো তনু ধরহু সাপ মম এহা॥

"এখন ভাল লোকের পাল্লায় পড়িয়াছ। এইবার নিজের কাজের ফল পাইবে। যে দেহ ধরিয়া ঠকাইয়া কন্যা লইয়া আসিয়াছ, আমার শাপে সেই মানুষ দেহ ধারণ কর।"

কপি আকৃতি তুম্হ কীন্হি হমারী।
বাল: করিহহিঁ কীস সহায় তুম্হারী॥
১৬৪ মম অপকার কীন্হ তুম্হ ভারী।
নারিবিরহ তুম্হ হোব দুখারী॥

"আমাকে তুমি বানরের চেহারা দিয়াছিলে। সেই বানরই তোমার সহায় হইবে। তুমি আমার বড় অপকার করিয়াছ। তুমি নারী-বিরহে দুঃখ পাইবে।"

সাপ সীস ধরি হরষি হিয়
বাল: প্রভু বহু বিনতী কীন্হি।
১৬৫ নিজ মায়া কৈ প্রবলতা
করষি কৃপানিধি লীন্হি॥

"অভিশাপ মাথায় লইয়া প্রভু অনেক বিনয় করিলেন ও নিজের মায়ার প্রবলতা ফিরাইয়া লইলেন।"

জব হরিমায়া দূর নিবারী।
বাল: নহিঁ তহঁ রমা ন রাজকুমারী॥
১৬৫ তব মুনি অতি সভীত হরিচরনা।
গহে পাহি প্রনতারতিহরনা॥

"হরি যখন মায়া দূর করিলেন তখন সেখানে না আছে রমা না আছে রাজকুমারী। তখন মুনি অতি ভীত হইয়া ভগবানের পায়ে পড়িয়া বলিলেন—ভক্তের দুঃখ নিবারণকারী হরি, আমাকে রক্ষা কর।"

পরের কল্পে রাম যখন অবতার হইয়া সীতাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময় নারদ গিয়া দেখা করিয়া রামকে জিজ্ঞাসা করেন—প্রভু সে বার বিবাহ করিতে চাহিলে তুমি ওরূপ করিয়াছিলে কেন। রাম তখন তাঁহাকে এই কথাই বুঝাইয়া বলেন যে, ছেলে আগুনে হাত দিতে চাহিলে মা জোর করিয়া ধরিয়া রাখে, ভগবানও ভক্তের প্রতি সেই প্রকার করেন।

প্রভু ভক্তের হিতের জন্য কতখানি সহ্য করেন তুলসী তাহাই বার বার দেখাইয়া দিয়াছেন। নারদের এমন দুর্বাক্যেও প্রভু রুষ্ট হ'ন নাই। কাম জয় করিয়া নারদ যে অভিমান করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহার সেই অভিমান নষ্ট করিয়াই প্রভু দেখাইয়া দিলেন—ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কেহ কাম জয় করিতে পারে না।

নারদের এই উপাখ্যান তুলসীর সৃষ্ট নহে। কিন্তু তুলসী এমন করুণ মধুর হাস্য রসে ইহা সাজাইয়াছেন যে তাহা নূতন আকার লইয়াছে। নরদের অবস্থা দেখাইয়া, পাঠকের হৃদয়ের লুকানো কাম ও ক্রোধের উপর দৃষ্টি টানিয়া আনিয়াই এই গ্রন্থ পাঠ করা তিনি সার্থক করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ইতি নারদ চরিত

রাম চরিত

রামের জন্ম হইল :—

নবমী তিথি মধুমাস পুনীতা।
বাল: সুকল পচ্ছ অভিজিত হরিপ্রীতা॥
২২২ মধ্য দিবস অতি সীত ন ঘামা।
পাবন কাল লোকবিশ্রামা॥

সে দিন চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষ নবমী। ঈশ্বরের প্রিয় অভিজিত মুহূর্তে দুপুর বেলায় যখন বেশী গরম নয়, অথচ বেশী শীতও নয়—লোকের আনন্দদায়ক এমনি পবিত্র সময়ে রামচন্দ্র জন্মিলেন।

সে শিশুর কি রূপ! উহার পুনঃপুনঃ বর্ণনায় তুলসীদাসের ক্লান্তি নাই। যেখানেই সংসারে মায়ের কোলে, গৃহের আঙ্গিনায় শিশু দেখা যায় তুলসীর রাম-রূপ-বর্ণনা সেইখানকার দৃশ্যই মনে করাইয়া দেয়। তুলসী রাম-সীতাময় জগৎ দেখিতেন। তাই তাঁহার রাম-সীতা আমাদের

ঘরের শিশু হইয়া, কুমার-কুমারী হইয়া, বিরহী-বিরহিণী হইয়া, স্বামী-স্ত্রী হইয়া, ঘর ভরিয়া—হৃদয় ভরিয়া রহিয়াছে—ভক্তির জন্য, প্রেমের জন্য, বাৎসল্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া আছে!

সেই অপরূপ বালরূপ তুলসী যে ভাবে আঁকিয়াছেন তাহার নমুনা এই :—

উত্তর ১৯২
রেখা ত্রয় সুন্দর উদর নাভি রুচির গভীর।
উর আয়ত ভ্রাজত বিবিধ বালবিভূষন বীর॥

তাহার পেটে ত্রিবলী রেখা, গভীর সুন্দর নাভি, চওড়া বুক। ঐ বীর শিশুর গায়ে ছেলেদের নানা অলঙ্কার শোভা পাইতেছিল।

উত্তর ১৯২
অরুন পানি নখকরজ মনোহর।
বাহু বিসাল বিভূষন সুন্দর॥
কন্ধ বালকেহরি দর গ্রীবাঁ।
চারু চিবুক আনন ছবিসীবাঁ॥

তাহার হাতের রং লাল, নখ ও অঙ্গুলিগুলি সুন্দর, বিশাল বাহুতে সুন্দর ভূষণ দেওয়া। কাঁধ বাল-কেশরীর মত, গ্রীবা শাঁখের মত, চিবুক সুন্দর—মুখের শোভার সীমা নাই।

উত্তর ১৯২
কলবল বচন অধর অরুনারে।
দুই দুই দসন বিসদ বর বারে॥
ললিত কপোল মনোহর নাসা।
সকল সুখদ-সসি-কর-সম হাঁসা॥

কল-বল করিয়া আধ আধ কথা বলে, তাহার ওষ্ঠ লাল্‌চে, দুটা দুটা করিয়া সুন্দর দাঁত, সুন্দর কপোল, নাক সুন্দর, তাহার হাসি—চাঁদের কিরণের ন্যায়।

উত্তর ১৯২
নীল-কঞ্জ-লোচন ভবমোচন।
ভ্রাজত ভাল তিলক গোরোচন॥
বিকট ভৃকুটি সম শ্রবন সুহায়ে।
কুঞ্চিত কচ মেচক ছবি ছায়ে॥

তাহার চোখ নীল পদ্মের মত, উহা সংসার বন্ধন মুক্ত করে। তাহার কপালে গোরচনার তিলক কাটা, ভ্রু কান পর্যন্ত বড় ও সুন্দর, আর মাথায় কালো কোঁকড়া চুল।

উত্তর ১৯২
মোহি সন করহিঁ বিবিধ বিধি ক্রীড়া।
বরনত চরিত হোত মোহি ব্রীড়া॥
কিলকত মোহি ধরন জব ধাবহিঁ।
চলউঁ ভাগি তব পুপ দেখাবহিঁ॥

সে আমার সঙ্গে নানা রকমে খেলা করে, সে কথা বর্ণনা করিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। যখন খল্‌-খল্‌ করিয়া হাসিয়া আমাকে ধরিতে আসে আমি পালাই, তখন শিশু আমাকে পীঠা দেখায়।

যখন স্বয়ম্বর সভায় রামচন্দ্র উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহার ও লক্ষ্মণের উপর সকলেরই চক্ষু পড়িল :—

বাল: ২১৫
রাজত রাজসমাজ মহঁ কোসল-রাজ-কিসোর।
সুন্দর-স্যামল-গৌর-তনু বিশ্ব-বিলোচন-চোর॥

রাজাদের মধ্যে কোশলের দুই রাজকুমার শোভা পাইতেছিলেন—এক জনার দেহ শ্যামল, অপরের দেহ গৌর বর্ণ। তাঁহারা বিশ্বের সকলের চক্ষু যেন চুরি করিয়া লইয়াছিলেন।

স্বয়ম্বর-সভায় রামের বাহিরের সৌন্দর্যই কেবল লোককে মুগ্ধ করে নাই—তাঁহাকে নানা জনে নানা ভাবে দেখিতেছিল :—

বাল: ২১৫
বিদুষন প্রভু বিরাটময় দীসা।
বহু-মুখ-কর-পগ-লোচন-সীসা॥
জনকজাতি অবলোকহিঁ কৈসে।
সজন সগে প্রিয় লাগহিঁ জৈসে।

জ্ঞানীরা প্রভুর বিরাট স্বরূপ দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা অনেক হাত পা চোখ ও মাথা যুক্ত বিরাট রূপ দেখিলেন। জনকের বন্ধুরা তাঁহাকে স্বজন বন্ধু ও প্রিয়ের মত দেখিতে লাগিলেন।

বাল: ২১৪
সহিত বিদেহ বিলোকহিঁ রানী।
সিসু সম প্রীতি ন জাই বখানি॥
যোগিন্হ পরম-তত্ত্ব-ময় ভাসা।
সান্ত-সুদ্ধ-সম সহজ প্রকাসা॥

রাণীর সহিত রাজা জনক তাঁহাকে শিশুর সহিত প্রীতির চক্ষে দেখিতেছিলেন। সে ভাব বর্ণনা করা যায় না। যোগীরা তাঁহাকে পরমতত্ত্ব স্বরূপ দেখিলেন, যেন মূর্তিমান শুদ্ধ-শান্ত-রস স্বরূপ নিজেই প্রকাশিত হইয়াছেন।

বাল: ২১৫
হরি ভগতন দেখে দোউ ভ্রাতা
ইষ্ট দেব ইব সব-সুখ-দাতা॥
রামহিঁ চিতব ভাব জেহি সীয়া।
সো সনেহ সুখ নহিঁ কথনীয়া॥

হরি-ভক্তেরা রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে দেখিলেন যেন সকল সুখদাতা ইষ্ট-দেব। রামকে সীতা যে ভাবে দেখিতেছিলেন সে প্রেমের কথা মুখে বলার নয়।

রামচন্দ্র যখন প্রথম সীতাকে দেখিলেন সে বর্ণনা অনুপম। গৌরী-মন্দির ছিল সাধারণের বেড়াইবার পুষ্প-বাটিকার মধ্যে সরোবরের তীরে। রামচন্দ্র সেখানে প্রাতে বেড়াইতে আসিয়াছেন :—

বাগু তড়াগু বিলোকি প্রভু হরষে বন্ধু সমেত।

ফুল-বাগ ও সরোবর দেখিয়া রাম ও লক্ষ্মণ আনন্দ পাইলেন।

চহুঁ দিসি চিতই পূছি মালীগন।
বালঃ লগে লেন দল ফুল মুদিতমন॥
২৬০ তেহি অবসর সীতা তহঁ আঈ।
গিরিজা পূজন জননী পঠাঈ॥

চারিদিকে দেখিয়া মালীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রসন্ন মনে ফুল-পাতা তুলিতে লাগিলেন। সেই অবসরে সীতা সেখানে আসিলেন। মাতা তাঁহাকে গিরিজাপূজার জন্ম পাঠাইয়াছিলেন।

সঙ্গ সখী সব সুভগ সয়ানী।
বালঃ গাবহিঁ গীত মনোহর বানী॥
২৬০ সর সমীপ গিরিজাগৃহ সোহা।
বরনি ন জাই দেখি মন মোহা॥

সীতার সঙ্গে চতুরা সখীরা ছিল, তাহারা মনোহর গান করিতেছিল। সরোবরের সম্মুখেই পার্বতীর মন্দির শোভা পাইতেছিল। সে স্থানের মন-মুগ্ধকর সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না।

মজ্জন করি সর সখিন্হ সমেতা।
বালঃ গঈ মুদিত মন গৌরি নিকেতা॥
২৬০ পূজা কীন্হিঁ অধিক অনুরাগা।
নিজ অনুরূপ সুভগ বর মাঁগা॥

সখীদিগের সহিত সরোবরে স্নান করিয়া সীতা আনন্দিত মনে গৌরী-মন্দিরে গেলেন, সেখানে গিয়া অতি ভক্তির সহিত পূজা করিলেন, নিজের যোগ্য সৌভাগ্যশালী বর (পতি) প্রার্থনা করিলেন। এ দিকে সখীদের একজন বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে রাম-লক্ষ্মণকে দেখিতে পায়। দেখিয়াই সে মুগ্ধ হয়। নিজেরা আলোচনা করিতে থাকে। একজন সখী বলিয়া দেয় যে, উহারা সেই রাজকুমার যাহারা বিশ্বামিত্রের সহিত আসিয়া কাল নগর দেখিয়াছে ও নগরের সকলের মন বশ করিয়াছে। সীতাকে বলে যে উহারা দেখার যোগ্য সুতরাং উহাদিগকে আবশ্যই দেখিতে হইবে। সীতা তাহাদিগের সহিত রাম-লক্ষ্মণকে খুঁজিয়া দেখিতে বাহির হইলেন। এ দিকে তাহাদের চলার শব্দ রামচন্দ্র শুনিতে পাইলেন।

কঙ্কন-কিঙ্কিন-নূপুর-ধুনি সুনি।
বালঃ কহত লখন সন রামু হৃদয় গুনি॥
২৬২ মানহু মদন দুন্দুভী দীন্হী।
মনসা বিস্ব বিজয় কহঁ কীন্হী॥

কঙ্কন নূপুরের কিঙ্কিনী ধ্বনি শুনিয়া রাম নিজের মনে ব্যাপার কি বুঝিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—মনে হয় যেন মদন সারা বিশ্ব জয় করার মানসে নাকাড়ার উপর ডঙ্কা পিটিতেছে।

বালঃ অস কহি ফিরি চিতয়ে তেহি ওরা।
২৬২ সিয়-মুখ-সসি ভয়ে নয়ন চকোরা॥

এইকথা বলিয়া তিনি ফিরিয়া সেই দিকে তাকাইলেন তাকাইতেই সীতার মুখচন্দ্র চোখে পড়িল—তাঁহার চক্ষু চকোরের মত সেই চাঁদের দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর সীতার শোভায় মুগ্ধ হইয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন :—

তাত জনক-তনয়া যহ সোঈ।
বালঃ ধনুষ-জগ্য জেহি কারন হোঈ॥
২৬৩ পূজন গৌরী সখী লৈ আঈ।
করত প্রকাসু ফিরই ফুলবাঈ॥

ভাই, এই সেই জনক-কন্যা যাহার জন্ম ধনুক-যজ্ঞ হইতেছে। সখীরা ইহাকে গৌরী-পূজার জন্ম লইয়া আসিয়াছে এখন ফুল-বাগানকে উজ্জ্বল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

জাসু বিলোকি অলৌকিক সোভা।
বালঃ সহজ পুনীত মোর মনু ছোভা॥
২৬৩ সো সবু কারন জান বিধাতা।
ফরকহিঁ সুভদ অঙ্গ সুনু ভ্রাতা॥

ইঁহার অলৌকিক শোভা দেখিয়া আমার স্বভাবতঃ পবিত্র মন চঞ্চল হইয়াছে। ইহার কারণ বিধাতাই জানেন। ভাই, আমার দক্ষিণ অঙ্গ নাচিতেছে।

এদিকে সীতা দাঁড়াইয়া খুঁজিতেছিলেন কোথায় তাঁহারা :—

চিতবতি চকিত চহুঁ দিসি সীতা।
বালঃ কহঁ গয়ে নৃপকিসোর মনচিঁতা॥
২৬৪ জহঁ বিলোকি মৃগ-সাবক নয়নী।
জনু তহঁ বরিস কমল-সিত শ্রেনী॥

সীতা চারিদিকে দেখিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন রাজ-কিশোর কোথায় গেলেন। মৃগ-শাবক-নয়নী সীতা যে দিকে তাকাইতেছিলেন সেই দিকেই যেন শ্বেত কমল বর্ষণ করিতেছিলেন।

রামের হৃদয় চঞ্চল হইয়াছে। যখন তিনি সীতাকে প্রথম দেখিলেন তখন তাঁহার স্বভাবতঃ পবিত্র হৃদয়ে এ কিসের আলোড়ন জাগিল? বিবাহ হইবার সম্ভাবনা মনে লইয়া রামচন্দ্র জনকপুরীতে যান নাই। নিজে যে স্বয়ম্বরে সীতার প্রার্থী হইবেন তাহাও তাঁহার মনে ছিল না। অথচ বিবিধ ঘটনা সূত্রে সীতার সহিত দেখা হইতেই তিনি তাঁহাকে ভাল বাসিয়া ফেলিলেন। তথাপি যখন হরধনুতে গুণ চড়াইতে রাজারা যাইতেছে ও না পারিয়া ফিরিয়া আসিতেছে তখনও তিনি চঞ্চলতা দেখাইলেন না। সে

ধনুক কেহ নড়াইতেও পারিলেন না। এজন্য রাজা জনক পৃথিবী বীর-শূন্য হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ উঠিয়া বলিলেন যে, যদি রামের অনুমতি পান তবে কেবল ধনুকে গুণ চড়ানো কেন, অনেক অসম্ভবও তিনি সম্ভব করাইতে পারেন। রাম তাঁহাকে ইসারা করিয়া বসিতে বলিলেন। তখন—

বাল: **বিশ্বামিত্র সময় সুভ জানী।**
২৮৬ **বোলে অতি-সনেহ-ময় বানী॥**

বাল: **উঠহু রাম ভঞ্জহু ভব চাপা।**
২৮৬ **মেটহু তাত জনকপরিতাপা॥**

বিশ্বামিত্র সময় শুভ জানিয়া অতি স্নেহময় বাক্যে বলিলেন, রাম উঠ, হরধনু ভাঙ্গ, জনকের পরিতাপ দূর কর।

সুনি গুরুবচন চরম সির নাবা।
বাল: **হরষু বিষাদু ন কছু উর আবা॥**
২৮৬ **ঠাঢ় ভয়ে উঠি সহজ সুভায়ে।**
ঠবনি যুবা মৃগরাজ লজায়ে॥

গুরুর কথা শুনিয়া রাম তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তাঁহার হৃদয়ে হর্ষ বা বিষাদ কিছুই নাই। তিনি সহজ স্বভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার চলার ভঙ্গীতে যুবা সিংহও লজ্জা পায়।

রাম-চরিত্রের প্রত্যেক গুরু ঘটনাতেই এই নির্লেপভাব তুলসী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সীতার সহিত দেখা হইয়াছে, তাঁহাকে তিনি হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন। ঐ ধনুক-ভাঙ্গার উপরই তাঁহার সীতাকে পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করিতেছে। এমন বিষম পরীক্ষার সময়েও তাঁহার "হরষু বিষাদু ন কছু উর আবা"—তিনি একেবারে অবিচল।

ইহা অপেক্ষা কঠিনতর পরীক্ষার সময়ে তাঁহার আচরণ ইহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য ও আদর্শ। যে দিন রাজ্যাভিষেক হইবে সে দিন তাঁহাকে অতি প্রাতে সুমন্ত্র আসিয়া বলেন যে, রাজা ডাকিতেছেন। রামচন্দ্র গিয়া দেখেন—রাজা দশরথ কৈকেয়ীর ঘরে বিকল হইয়া পড়িয়া আছেন। হেতু জিজ্ঞাসা করিলে কৈকেয়ী সকল কথা বলিলেন, ভরতকে রাজ্য দেওয়ার কথা ও তাঁহাকে বনে গিয়া দশরথের প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে—একথা শুনাইলেন।

অযো: **সব প্রসঙ্গু রঘুপতিহি সুনাঈ।**
৪১ **বৈঠি মনহুঁ তনু ধরি নিঠুরাঈ॥**

সকল কথা রঘুপতিকে শুনাইলেন। মনে হয় যেন নিষ্ঠুরতা কৈকেয়ীর শরীর ধারণ করিয়া বসিয়াছিল।

সে কথা শুনিয়া :—

অযো: **মন মুসুকাই ভানু-কুল-ভানু।**
৪১ **রামু সহজ-আনন্দ নিধানু॥**
বোলে বচন বিগত সব দূষন।
মৃদু মঞ্জুল জনু বাগবিভূষন॥

"স্বভাবতঃই আনন্দময় রামচন্দ্র মনে মনে হাসিয়া সকল দোষ-শূন্য, মৃদু সুন্দর ও বাক্‌দেবীর ভূষণ-স্বরূপ বাক্য বলিলেন।"

'সহজ-আনন্দ-নিধান' অথবা স্বভাবতঃই আনন্দময় কাহাকে বলে, তুলসী এই স্থানে রাম-চরিতে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রামচন্দ্র হর্ষ ও বিষাদের অতীত। কেবল তাহাই নয়, তিনি স্বভাবতঃই আনন্দময়, সে আনন্দ, রাজ্য হাতে আসাতে বা হাত হইতে যাওয়াতে টলে না। কৈকেয়ীর কথায় রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনবাসে যাওয়ার প্রস্তাব শুনিয়া রামচন্দ্রের দুঃখ ত হইলই না, উপরন্তু আনন্দ হইল। সে আনন্দ যে ভাবে তুলসী ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাও অপূর্ব।

বনবাসের আজ্ঞা শুনিয়া রামচন্দ্র আনন্দে বলিতেছেন—

সুনু জননী সোই সুত বড় ভাগী।
অযো: **জো পিতু-মাতু-বচন-অনুরাগী॥**
৪১ **তনয় মাতু-পিতু-তোষনি-হারা।**
দুর্লভ জননি সকল সংসারা॥

যে মাতা তাঁহাকে বনবাসের কথা শুনাইতেছেন তাঁহাকেই রামচন্দ্র বলিতেছেন—"সেই পুত্রই বড় ভাগ্যবান, যে বাপমায়ের কথায় অনুরাগ দেখায়। পিতামাতাকে তুষ্ট করে এমন পুত্র সংসারে দুর্লভ।"

এক্ষণে রাম তাঁহার সন্তোষ আরো পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিতেছেন :—

মুনিগন মিলনু বিসেষি বন
অযো: **সবহিভাঁতি হিত মোর।**
৪২ **তেহি মহঁ পিতু আয়সু বহুরি**
সম্মত জননী তোর॥

বন বিশেষ করিয়া মুনিদিগের মিলনের স্থান, সেখানে আমার সকল রকমেই হিত হইবে। তাহার উপর পিতার আজ্ঞা, আবার মা, তোমার সম্মতি রহিয়াছে।

অযো: **ভরতু প্রানপ্রিয় পাবহিঁ রাজু।**
৪২ **বিধি সব বিধি মোহিঁ সনমুখ আজু॥**
জোঁ ন জাউ বন ঐসেহু কাজা।
প্রথম গনিয় মোহিঁ মূঢ় সমাজা॥

প্রাণ-প্রিয় ভরত রাজ্য পাইবে, আজ দেখিতেছি, বিধাতা সকল প্রকারেই প্রসন্ন। এমন কাজেও যদি বনে না যাই, তবে আমাকে মূর্খের অগ্রগণ্য বলিতে হইবে।

সেবহিঁ অরণ্ড কলপতরু ত্যাগী।
অযো: **পরিহরি অমৃত লেহি বিষু মাগী॥**
৫১ **তেউ ন পাই অস সমউ চুকাহীঁ।**
দেখু বিচারি মাতু মনমাহীঁ॥

যে মূর্খ কল্পতরু ত্যাগ করিয়া ভেরাণ্ডার গাছ চায়, যে অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ চায়, সেও এমন অবসর পাইয়া সুযোগ লইতে ছাড়ে না। একথা মা, তুমি মনে বিচার করিয়া দেখিও।

কি সহজ আনন্দময় ও সরল বিশ্বাসময় হৃদয়! অশুভ হইতে কেবল মাত্র শুভটুকু বাছিয়া লইয়া দেখার এই আদর্শ মানব জাতিকে দেবত্বের দিকে লইয়া যায়। কোথাও রাগ নাই, বিলাপের আভাস নাই, অমঙ্গল হইতে মঙ্গল খুঁজিয়া ভূমানন্দময় অবস্থায় সহজ ভাবে রাম রহিয়াছেন। রামের মধ্যের বিরাট পুরুষ তাঁহার বাক্যের ভিতর দিয়া এমনিভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন।

রামের আনন্দ বাড়িয়াই চলিয়াছে। পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলে দশরথ উঠিয়া তাঁহাকে বুকে লইলেন। কথা বলিতে পারিলেন না, চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মনে মনে ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার সমস্ত যাউক, তবু রাম যেন চোখের আড়াল না হয়। দশরথকে ব্যাকুল দেখিয়া রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন :—

অযো: **অতি লঘু-বাত লাগি দুখু পাবা।**
৫৫ **কাহু ন মোহি কহি প্রথম জনাবা।**
দেখি গোসাইহিঁ পুছিউঁ মাতা।
সুনি প্রসঙ্গু ভয়ে সীতল গাতা॥

"অতি সামান্য কথার জন্য তুমি দুঃখ পাইতেছ। প্রথমেই আমাকে কেন ডাকিয়া বলিলে না। তোমাকে দেখিয়া আমি মাকে তোমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করি, তখন সকল কথা শুনিয়া আমার শরীর শীতল হইয়া গেল।

কৈকেয়ীর মুখে বনে যাওয়ার কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের শরীর শীতল হইয়াছিল—বনে যাওয়ার আনন্দে মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। এখন দশরথের সহিত কথা বলিতে বলিতে বনে যাওয়ার আনন্দের কথা স্মরণ করিয়া শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল।

রাম দশরথকে বলিতেছেন :—

অযো: **মঙ্গলসময় সনেহবস সোচু পরিহরিয় তাত।**
৫৬ **আয়সু দেইয় হরষি হিয় কহি পুলকে প্রভুগাত॥**

পিতা, মঙ্গল সময়ে আমার প্রতি ভালবাসার টানে শোক করিবেন না। আনন্দিত মনে আজ্ঞা দিন। এই কথা বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের দেহে পুলক লাগিল।

রামের এই অবস্থা দেখিয়া তুলসীদাস বলিতেছেন :—

অযো: **নব গয়ন্দু রঘু বংশ মনু রাজু অলানসমান।**
৫২ **ছুট জানি বনগমনু সুনি উর অনন্দু অধিকান॥**

রঘুপতি যেন নূতন ধরা হাতী (গজন্দ্র) আর রাজ্যপাট হইতেছে তাঁহার বাঁধনের দড়ি। ছুটি পাইয়াছেন, বনে যাইতে পারিবেন—ইহাতে তাঁহার মনে বড়ই আনন্দ।

নূতন ধরা হাতী ছাড়া পাইয়া বনে ছুটিয়া পালাইতে পারিলে তাহার যেমন আনন্দ হয়, বন-গমনের আদেশেও রামচন্দ্রের তেমনি আনন্দ হইল।

এই একটানা আনন্দের স্রোত প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রামের চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছে: মধ্যে দুই একবার সীতা বিরহে বা লক্ষ্মণের শোকে চঞ্চলতা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু তাহা অতি সাময়িক। পরমুহূর্তেই আনন্দিত মনে রামচন্দ্র কর্তব্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

রাজপুরী হইতে বনবাসের জন্য রাম-সীতা-লক্ষ্মণের যে দলটি বাহির হইল উহার শান্ত রসে সমস্ত জীব জগত ভরিয়া উঠিল। লক্ষ্মণের ভিতর স্বভাবতঃই কতকটা বীরভাবের আধিক্য ছিল, কিন্তু তিনিও এই সঙ্কটে শান্ত হইয়া গেলেন।

প্রথম রাত্রি গাছের তলায় কাটাইতে দেখিয়া গুহক নিষাদের বড় দুঃখ হইল। তখন—

অযো: **বোলে লখন্ মধুর-মৃদুবানী।**
৯২ **জ্ঞান-বিরাগ-ভগতি রস সানী॥**
কাহু ন কোউ সুখ দুখ কর দাতা।
নিজকৃতকরম ভোগসবু ভ্রাতা॥

লক্ষ্মণ মধুর মৃদু বাক্যে জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তিরস পূর্ণ-কথা বলিতে লাগিলেন। কেহ কাহারও সুখ-দুঃখ-দাতা নয়। ভাই, সকলেই নিজ কৃত-কর্ম ভোগ করে।

অযো: **ধরনি ধামু ধনু পুর পরিবারূ।**
৯২ **সরগু নরকু জহঁ লগি ব্যবহারূ॥**
দেখিয় সুনিয় গুনিয় মন মাহীঁ।
মোহমূল পরমারথ নাহীঁ॥

ধরণী, ধাম, ধন, পুর, পরিবার, স্বর্গ, নরক ইত্যাদির যেখানে ব্যবহার চলে সে সকল দেখ, শুন ও মনে মনে বুঝ যে, উহাদের মূলে আছে মোহ—পরমার্থ নাই।

অযো: **সপনে হোই ভিখারীনৃপু রঙ্কু**
৯৩ **নাকপতি হোই।**
জাগে লাভ ন হানি কছু তিমি প্রপঞ্চ
জিয় জোই॥

স্বপ্নে রাজা ভিখারী হয়, কাঙ্গাল ইন্দ্র হয়, কিন্তু

জাগিলে রাজার বা কাঙালের কোনও ক্ষতি বা লাভ হয় না, তেমনি এই সংসার মিথ্যা জানিও।

অযোঃ অস বিচারি মহি কীজিয় রোষু।
৯০ কাহুহি বাদি ন দেইয় দোষু॥

'এই কথা বিচার করিয়া রাগ ছাড়, মিথ্যা কাহাকেও দোষ দিও না ইত্যাদি অনেক পরমার্থ উপদেশ লক্ষ্মণ দেন।

এ দিকে দশরথ সুমন্ত্রকে পাঠাইয়াছিলেন যেন রামকে দুই দিন বন দেখাইয়া সে ফিরাইয়া লইয়া আসে। শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গাতীরে রামের সহিত সুমন্ত্রের বিদায় লওয়ার সময় হইয়াছে। তখন সুমন্ত্র দশরথের আদেশ জানাইয়া কাঁদিয়া রামের পায় পড়িলেন। তখন—

মন্ত্রিহি রামু উঠাই প্রবোধা।
তাত ধরম মগু তুম্হ সবু সোধা॥
সিবি দধিচ হরিচন্দ নরেসা।
অযোঃ সহে ধরমহিত কোটি কলেসা॥
৯৫ ধরমু ন দুসর সত্য সমানা।
আগম নিগম পুরান বখানা॥
মৈঁ সোই ধরমু সুলভ করি পাবা।
তজে তিহুঁ পুর অপজস ছাবা॥

রাম মন্ত্রীকে উঠাইয়া সান্ত্বনা দিলেন। বলিলেন—দেব, তুমি ত ধর্ম .পথের কথা সকলই জান। শিবি, দধীচি, রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি ধর্মের জন্য কোটি ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। সত্যের সমান আর কোনো ধর্ম নাই! এই কথা বেদ পুরাণে বলে। সেই ধর্ম, যাহা পাওয়া এত কঠিন তাহাই আমি সহজে পাইতেছি। যদি সে ধর্ম ত্যাগ করি তবে ত্রিলোক অখ্যাতিতে পূর্ণ হইবে।

এমন জিনিষ সুলভে পাইয়া রামচন্দ্রের মনে আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি সুখে পথ চলিতেছেন—সমস্ত পথ পবিত্র হইতেছে :—

আগে রামু লখনু বনে পাছে।
অযো: তাপসবেষু বিরাজত কাছে॥
১২১ উভয় বীচ সিয় সোহতি কৈসী।
ব্রহ্ম-জীব-বিচ মায়া জৈসী॥

রাম আগে আগে যাইতেছেন, তাঁহার পিছনে তাপসবেশে লক্ষ্মণ শোভা পাইতেছেন। এই দুজনার মাঝে সীতা দেবীর শোভা যেন ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়ার মত।

প্রভু-পদ-রেখ বীচ বিচ সীতা।
অযোঃ ধরতি চরন মগ চলতি সভীতা॥
১২৩ সীয়-রাম-পদ-অঙ্ক-বরায়ে।
লখনু চলহিঁ মগু দাহিন বায়েঁ॥

প্রভুর পায়ের দাগের মাঝে মাঝে সীতা সন্তর্পণে পা ফেলিয়া চলিতেছিলেন। রাম ও সীতার পায়ের দাগ এড়াইয়া লক্ষ্মণ একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ফিরিয়া রাস্তা চলিতেছেন।

অযোঃ খগ মৃগ মগন দেখি ছবি হোহী।
১২৩ লিয়ে চোরি চিত রাম বটোহী॥

তাঁহাদের শোভা দেখিয়া পশু-পক্ষীও মুগ্ধ হইতেছে। পথিক রামচন্দ্র তাহাদের চিত্ত চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছেন। প্রেম পবিত্রতা ও বীরত্ব এমনি করিয়াই পৃথিবী জয় করিয়া থাকে। যে গ্রামের উপর দিয়া তাঁহারা যাইতেছেন সেখানকার লোক আনন্দে উন্মত্ত হইতেছে। চলিয়া গেলে বলিতেছে :—

তে পিতু মাতু ধন্য জিন্হ জায়ে।
অযোঃ ধন্য সো নগরু জহঁ তেঁ আয়ে॥
১২২ ধন্য সো দেসু সৈলু বন গাউঁ।
জহঁ জহঁ জাহিঁ ধন্য সোই ঠাউঁ॥

সে পিতা মাতা ধন্য যাঁহারা জন্ম দিয়াছেন, যে নগর হইতে ইঁহারা আসিয়াছেন সে নগর ধন্য, সে দেশ, সে শৈল, সে বন, সে গ্রাম, সে স্থান ধন্য যেখান দিয়া ইঁহারা যাইতেছেন। এমনি ভাবে নিবিড় আনন্দ দিয়া ও পাইয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সীতা সহ পথ চলিতেছেন। রামের মানুষ-হৃদয়ের দুর্বলতার পরিচয় তুলসী চকিতে এক একবার দিয়াছেন :—

জব জব রাম অবধ সুধি করহীঁ।
তব তব বারি বিলোচন ভরহীঁ॥
অযোঃ সুমিরি মাতু পিতু পরিজন ভাই।
১৪১ ভরত-সনেহ-সীল-সেবকাই॥
কৃপাসিন্ধু প্রভু হোহিঁ দুখারী।
ধীরজু ধরহিঁ কুসময় বিচারী॥

যখন অযোধ্যার কথা মনে পড়িত তখন রামের চোখে জল আসিত। মাতা, পিতা, পরিজন ও ভাইকে স্মরণ করিয়া, ভরতের ভক্তি, সেবা ও সদাচারের কথা মনে করিয়া প্রভু দুঃখিত হইতেন। কিন্তু অসময় বলিয়া ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেন।

চলিতে চলিতে রামচন্দ্র চিত্রকূটে বাল্মীকি আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মুনিকে প্রণাম করিয়া সেখানে থাকার জন্য উপযুক্ত স্থান দেখাইয়া দিতে বলিলেন। বলিলেন—

অযোঃ তহঁ রচি রুচির পরন-তৃন-সালা।
১২৬ বাসু করউঁ কছু কালু কৃপালা॥

সেখানে, হে কৃপালু মুনি, সুন্দর পাতার কুটীর তৈয়ারী করিয়া কিছুকাল বাস করিব।

রামচন্দ্র চিত্রকূটে থাকিবেন, সেইখানে বাসের জন্ত স্থান তাঁহাকে খুঁজিয়া দিতে বলিতেছেন—এই প্রশ্নে বাল্মীকির হৃদয় খুলিয়া গেল। তিনি অনুপম ভাবে রামকে স্বাগত করিলেন :—

অযো: পূছেহু মোহি কি রহউঁ কহঁ
১২৮ মৈঁ পূছত সকুচাউঁ।
জহঁ ন হোহু তহঁ দেহু কহি
তুম্হহিঁ দেখাবউঁ ঠাউঁ॥

আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, কোথায় তুমি থাকিবে? কিন্তু আমার সঙ্কোচ হইলেও তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমি যেখানে নাই সে স্থান তুমিই দেখাইয়া দাও। তখন তোমাকে ঠাঁই দেখাইব।

সুনহু রাম অব কহউঁ নিকেতা।
জহাঁ বসহু সিয়-লখন-সমেতা॥
অযো: জিন্হ কে শ্রবন সমুদ্রসমানা।
১২৮ কথা তুম্হারি সুভগ সরি নানা॥
ভরহিঁ নিরন্তর হোহিঁ ন পূরে।
তিন্হ কে হিয় তুম্হ কহঁ গৃহ রূরে॥

হে রাম, এখন তোমাকে বাসস্থানের কথা বলিতেছি যেখানে সীতা-লক্ষ্মণ সমেত তুমি বাস করিয়া থাক। যাহার কাণ সমুদ্রের সমান, আর তোমার কথারূপ সুন্দর নদী তাহাতে আসিয়া পড়ে, কিন্তু সে কাণ-সমুদ্র ভরিয়া উঠে না, হে রাম তাহারই হৃদয় তোমার সুন্দর গৃহ।

লোচন চাতক জিন্হ করি রাখে।
রহহিঁ দরসজলধর অভিলাষে॥
অযো: নিদরহিঁ সরিত সিন্ধু সর ভারী।
১২৮ রূপবিন্দু জল হোহিঁ সুখারী॥
তিন্হ কে হৃদয় সদন সুখদায়ক।
বসহু বন্ধু-সিয়-সহ রঘুনায়ক॥

যে তাহার চোখ চাতকের মত তৃষিত করিয়া তোমার দর্শন রূপ মেঘের আশায় থাকে, যে তোমার রূপ-জলের বিন্দু পাইলে সুখী হয়, অন্য সকলজল—নদী-সমুদ্র-সরোবরের জলকে অনাদর করে হে রঘুনাথ, তুমি লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত তাহারই সুখদায়ক হৃদয়-গৃহে বাস কর।

কর নিত করহিঁ রামপদ পূজা।
অযো: রাম ভরোস হৃদয় নহিঁ দূজা॥
১২৯ চরন রামতীরথ চলি জাহীঁ।
রাম বসহু তিন্হ কে মন মাহীঁ॥

যাহার হাত নিত্য রাম-পদ পূজা করে, হৃদয়ে রামের ভরসা ছাড়া আর কোন ভরসা রাখে না, যাহার পা রামতীর্থেই কেবল যায়, রাম, তুমি তাহারই মনে বাস কর।

সব কে প্রিয় সব কে হিতকারী।
দুখ সুখ সরিস প্রসংসা গারী॥
অযো: কহহিঁ সত্য প্রিয় বচন বিচারী।
১৩০ জাগত সোবত সরন তুম্হারী॥
তুমহহিঁ ছাড়ি গতি দূসরি নাহীঁ।
রাম বসহু তিন্হ কে মন মাহীঁ॥

যে সকলের প্রিয়, সকলের হিতকারী যাহার নিকট সুখ-দুঃখ-প্রশংসা-গালি সমান, যে সত্য ও প্রিয় বাক্য বিচার করিয়া বলে, যে জাগিয়া বা ঘুমাইয়া তোমারই শরণ লয়, যাহার তুমি ছাড়া আর গতি নাই, রাম, তুমি তাহারই মনে বাস কর।

অযো: জাহি ন চাহিয় কবহুঁ কছু
১৩২ তুম্হ সন সহজ সনেহু।
বসহু নিরন্তর তাসু মন
সো রাউর নিজ গেহু॥

যাহার কোনও দিন কিছুই চাহিবার নাই, তোমার প্রতি যাহার স্বাভাবিক ভক্তি আছে, রাম তুমি সর্বদা তাহার মনে বাস কর, তাহার মনই তোমার নিজের গৃহ।

তারপর লক্ষ্মণ চিত্রকূটে একটা সুন্দর স্থান দেখিয়া কুটির তৈয়ারীর জায়গা ঠিক করিলেন। স্থানীয় কোল-ভীলেরা আসিয়া ঘর বাঁধিয়া দিল। রামের প্রভাবে চিত্রকূট রামময় হইল।

করি কেহরি কপি কোল কুরঙ্গা।
অযো: বিগত বৈর বিচরহিঁ সব সঙ্গা॥
১৩৮ ফিরত অহের রামছবি দেখী।
হোহিঁ মুদিত মৃগ বৃন্দ বিসেখী॥

হাতী, সিংহ, বানর, কোল, হরিণ—ইহারা সকলে শত্রুতা ত্যাগ করিয়া এক সঙ্গে বিচরণ করিতে লাগিল। ধনুর্বাণ হাতে রামের মূর্তি দেখিয়া মৃগেরা বিশেষ করিয়া সুখী হইত।

চিত্রকূটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা শান্তভাবে পশু-পক্ষী কোল-ভীলদের সাথে প্রেম করিয়া ও মুনি-ঋষিদের সহিত সৎসঙ্গ করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন, এই সময় ভরত অযোধ্যার লোক-জন লইয়া রামকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য চিত্রকূট অভিমুখে রওনা হইলেন। ভরত লোক-জন লইয়া আসিতেছেন, কোল ভীলদের মুখে এই সংবাদ পাইয়া লক্ষ্মণের মনে সন্দেহ হয় যে, ভরত রাজা হইয়া, রাজমদে মত্ত হইয়া রামের অনিষ্ট করিতে আসিতেছেন। ভরতকে সাজা দিবেন বলিয়া লক্ষ্মণ খুব আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তাহাতে রাম লক্ষ্মণকে যে আশ্বাস দিলেন উহা মন মুগ্ধ করে :—

অযো: **সুনহু লখন ভল ভরত সরীসা।**
২৩১ **বিধি প্রপঞ্চ মহঁ সুনা ন দীসা॥**

লক্ষ্মণ শোন, বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে ভরতের মত ভাল আর কাহারো কথা শুনি নাই বা আর কাহাকেও দেখি নাই।

তিমির তরুন তরনিহি মকু গিলঈ।
গগন মগন মকু মেঘহি মিলঈ॥
অযো: **গোপদ জল বুড়হিঁ ঘটজোনী।**
২৩২ **সহজ ছমা বরু ছাড়ই ছোনী॥**
মসক ফুঁক মকু মেরু উড়াঈ।
হোহি ন নৃপমদ ভরতহি ভাঈ॥

বাল-সূর্যকে অন্ধকার গিলিয়া ফেলিতে পারে, আকাশ মেঘের ভিতর মিশাইয়া যাইতে পারে, গোষ্পদ জলে অগস্ত্যমুনি ডুবিতে পারেন, পৃথিবী সহজ ক্ষমা ছাড়িতে পারে, মশার ফুঁতে মেরু উড়িয়া যাইতে পারে কিন্তু তবুও ভরতের রাজ-অহঙ্কার হইতে পারে না।

ভরত এই বিশ্বাস পাওয়ারই যোগ্য ছিলেন। তারপর ভরত লোক-জন সহিত উপস্থিত হইলে সকলের সহিত দেখা করিতে গিয়া—

প্রথম রাম ভেঁটী কৈকেঈ।
অযো: **সরল সুভায় ভগতি মতি ভেঈ॥**
২৪৪ **পগপরি কীন্হ প্রবোধু বহোরী।**
কাল করম বিধি সির ধরি খোরী॥

রাম প্রথমেই কৈকেয়ীর সহিত দেখা করেন ও নিজের সরল স্বভাব ও ভক্তিতে রাম তাঁহার বুদ্ধি ঠাণ্ডা করেন। তাঁহার পায়ে পড়িয়া রামচন্দ্র অনেক সান্ত্বনা দেন,—কাল কর্ম ও বিধাতার ঘাড়েই রামচন্দ্র যত দোষ চাপান।

অযোধ্যাবাসীদিগকে লইয়া ভরত ফিরিয়া গেলে—

অরণ্য **"বহুরি রাম অস মন অনুমানা।**
৪ **হোইহি ভীর সবহিঁ মোহি জানা॥"**

রাম মনে অনুমান করিলেন যে, সকলেই জানিয়া গিয়াছে—আমি এখানে আছি, সুতরাং এখানে ভিড় হইবে।

তখন মুনিদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সীতাকে লইয়া দুই ভাই চলিলেন। পথে অনেক মুনির আশ্রম ঘুরিয়া অবশেষে পঞ্চবটী বনে আসিলেন। সেখানে গোদাবরী তীরে পাতার কুটীর বানাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটী বনে বাস করার সময় লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন :—

উত্তরে রামচন্দ্র জ্ঞান, ধর্ম, ভক্তি ও মুক্তি উপদেশ দেন।

মায়া—

মৈ অরু মোর তোর তৈঁ মায়া।
অরণ্য **জেহি বস কীন্হে জীবনিকায়া॥**
১১ **গো গোচর জহঁ লগি মন জাঈ।**
সো সব মায়া জানেহু ভাঈ॥

আমি, আমার, তুমি, তোমার এই জ্ঞানই মায়া—ইহাই সকল জীবকে বশ করিয়া রাখিয়াছে। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়-গোচর, যাহা কিছু মন দ্বারা গ্রহণ করা যায় সে সমস্তই মায়া বলিয়া জানিও।

জ্ঞান—

অরণ্য **জ্ঞান মান জহঁ একউ নাহীঁ।**
১১ **দেখ ব্রহ্ম সমান সব মাহীঁ॥**

অণুমাত্রও মান না রাখা ও সকলের ভিতর সমভাবে ব্রহ্ম দেখার নাম জ্ঞান।

পরম বৈরাগ্য—

অরণ্য **কহিয় তাত সো পরম বিরাগী।**
২০ **তৃন সম সিদ্ধি তীনি গুন ত্যাগী॥**

তাহাকেই পরম বৈরাগী বলা যায় যে সিদ্ধি ও তিন গুণ তৃনের ন্যায় ত্যাগ করে।

জীব ও ঈশ্বর—

অরণ্য **মায়া ইস ন আপু কহ জান কহিয় সো জীব।**
২০ **বন্ধ মোচ্ছপ্রদ সর্বপর মায়া প্রেরক সীব॥**

মায়া, ঈশ্বর ও নিজকে যে জানে না সে জীব। বন্ধন ও মোক্ষ যিনি দেন, যিনি সকলের উপর, যিনি মায়ার প্রেরক তিনিই ঈশ্বর।

ভক্তি—ঈশ্বর লাভের সহজ পথ।

অরণ্য **জা তেঁ বেগি দ্রবউ মে ভাঈ।**
২০ **সো মম ভগতি-ভগত-সুখ দাঈ॥**

যাহাতে আমি শীঘ্র শীঘ্র গলিয়া যাই (সন্তুষ্ট হই) তাহাই আমার ভক্ত-সুখ-দায়ক-ভক্তি।

ভক্তির সাধন—

ভগতি কে সাধন কহউ বখানী।
অরণ্য **সুগম পন্থ মোহি পাবহিঁ প্রানী॥**
২০ **প্রথমহিঁ বিপ্রচরন অতি প্রীতী।**
নিজ নিজ ধরম নিরত স্রুতি রীতী॥

ভক্তি পাওয়ার পথ বিস্তার করিয়া বলিতেছি। এই ভক্তি পথ সহজ ও ইহাতে জীব আমাকে পায়। প্রথম হইতেছে—ব্রাহ্মণের চরণে অতিশয় শ্রদ্ধা আর বেদ

অনুযায়ী নিজ ধর্ম অনুসরণ করা। (*বেদ অনুযায়ী নিজ নিজ ধর্ম অর্থে বর্ণধর্ম বা গীতা যাহাকে 'স্বধর্ম' বলিয়াছেন।*)

স্বধর্ম পালনের ফল বৈরাগ্য ও ভক্তি—

অরণ্য ২০

এহি কর ফল পুনি বিষয় বিরাগা।
তব মম ধরম উপজ অনুরাগা॥

স্বধর্ম পালনের ফলে আপনা আপনিই বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং তখন আমার ধর্মে, ভাগবত ধর্মে অনুরাগ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ভক্তি দেখা দেয়।

ভক্তি স্থির রাখার পথ—

অরণ্য ২৫

গুরু পিতু মাতু বন্ধু পতি দেবা।
সব মোহিঁ কহঁ জানই দৃঢ় সেবা॥

গুরু, পিতা, মাতা, ভাই, পতি ও দেবতা ইত্যাদির সেবাকেই আমার দৃঢ় সেবা বলিয়া জানা।

এই স্থানে রামচন্দ্র মালা লইয়া বসিয়া থাকাকেই ভক্তি বলিতেছেন না। সেবা ভাবে সংসারের সকল কাজ করা চাই। যাহাকেই সেবা করিবে সেই সেবা ঈশ্বরকে করিতেছি এই ভাব বজায় রাখা চাই। তাহা হইলে উহা সাত্বিক সেবা কর্ম হইবে। ঈশ্বরকে সেবা করা হইতেছে এই জ্ঞানে কার্য করিলে তাহাতে আসক্তি বা অভিমান থাকিতে পারে না।

কিছুদিন গোদাবরী তীরে পঞ্চবটীতে এই ভাবে কাটাইবার পর সুর্পনখা দেখা দেয়। তারপর সীতাহরণ হয় এবং রামচন্দ্রের অবর্ণনীয় বিরহ-দুঃখ উপস্থিত হয়। রামচন্দ্র সীতাকে খুঁজিতেছেন, তরু-লতাকে সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছেন ও সীতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন :—

অরণ্য ৩৮

সুনু জানকী তোহি বিনু আজু।
হরষে সকল পাই জনু রাজু॥
কিমি সহি জাত অনখ তোহীঁ পাহী।
প্রিয়া বেগী প্রগটসি কস নাহীঁ॥

সীতা, তুমি নাই বলিয়া সকল তরু-লতা যেন রাজা হইয়াছে এমনি তাদের আনন্দ—তাহারা একাই আমাকে পাইবে—তুমি মাঝখানে থাকিবে না। তুমি কেমন করিয়া এই ক্রোধের কারণ সহ্য করিতেছ, তুমি কেন এখনি আসিয়া দেখা দিতেছ না?

এই ভাবে রাম বিকল হইয়া সীতাকে খুঁজিতেছেন—মনুষ্য-চরিত্রের অভিনয় করিতেছেন :—

অরণ্য ৩৮

পুরনকাম রাম সুখরাসী।
মনুজ চরিত কর অজ অবিনাসী॥

পূর্ণকাম অজ অবিনাশী ভগবান মানুষের আচরণ করিয়া দেখাইতেছিলেন।

ইহার পর বালী বধের পর্ব। সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা হইলে রাম বালীকে বধ করার প্রতিজ্ঞা ল'ন। সুগ্রীব ও বালীর মধ্যে যখন মুষ্টি যুদ্ধ চলিতেছিল তখন রাম আড়াল হইতে বালীকে এক বাণ মারেন। মরণাহত হইয়া বালী বলে :—

কিষ্কি ১০

ধর্মহেতু অবতরেহু গোসাঈঁ।
মারেহু মোহি ব্যাধকী নাঈঁ॥
মৈঁ বৈরী সুগ্রীব পিয়ারা।
অবগুন কবন নাথ মোহি মারা॥

প্রভু তুমি ধর্ম-রক্ষার জন্য অবতার লইয়াছ, কিন্তু আমাকে কেন ব্যাধের মত মারিলে। আমি হইলাম তোমার শত্রু আর সুগ্রীব প্রিয় হইল। কোন দোষেই বা আমাকে মারিলে?

রাম উত্তর দিলেন :—

কিষ্কি ১০

অনুজবধু ভগিনী সুত নারী।
সুন সঠ কন্যা সম এ চারী।
ইন্হহিঁ কুদৃষ্টি বিলোকই জোঈ।
তাহি বধে কছু পাপ ন হোঈ॥

ছোট ভাইয়ের স্ত্রী, ভগ্নী, পুত্রবধু ও কন্যা এই চারি জনই সমান। ইহাদের প্রতি যে কুদৃষ্টিতে তাকায় তাহাকে বধ করিলে কিছু পাপ নাই।

তখনকার সমাজে সুনীতি-রক্ষার জন্য এই ঘটনার ও এই উত্তরে বিশেষ মূল্য আছে। বালী তাহার ভাইয়ের স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিল। উহা সমাজে এত বড় অপরাধ যে, তখনকার দিনে হরণকারীকে যে কোন উপায়ে হত্যা করিয়া ফেলাও হয়ত সমাজ-সম্মত ব্যবস্থা ছিল। রামচন্দ্র বীর ও সমর্থ। তিনি ইচ্ছা করিলে সম্মুখ যুদ্ধেই বালীকে অবশ্য বধ করিতে পারিতেন। তিনি পূর্বে অনেক রাক্ষসকে অবহেলায় মারিয়াছেন। তবুও তিনি আড়াল হইতে মারিয়া এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, বালী যে অপরাধ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পথ-বিপথের বিচার করার দরকার নাই। এইরূপ করা তখনকার দিনে প্রয়োজন হইয়া থাকিবে। আজকার দিনে উহার আবশ্যক নাই ও উহা সমর্থন যোগ্যও নহে।

ইহাতে রাম-চরিত্রে দোষ বা গ্লানি পড়ে না। তিনি যে যুগের মানুষ সে যুগে যাহা সদাচার বলিয়া গণ্য করা হইত তাহা করিলে তাঁহাকে দোষ স্পর্শ করে না। তখনকার সমাজেও ব্যাধের মত মারা অসাধারণ কার্য হইয়া থাকিবে—সেই জন্যই বালীর এই শ্লেষ উক্তি। একথা যেন কেহ মনে

না করেন যে, যেহেতু রাম পিছন হইতে মারিয়াছিলেন সেই হেতু গুপ্ত হত্যা বা হত্যা সমর্থন করা যায়।

বালী বধ করার পরেই বর্ষা আসিয়া পড়ে—সীতার খোঁজের জন্য তখন কিছুই করা যায় না। ঐ বর্ষাকালটা রাম চন্দ্র লক্ষ্মণের সহিতই কাটান। এই উপলক্ষে তুলসী বর্ষার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা ভারি সুন্দর।

রাম বলিতেছেন :—

ঘন ঘমণ্ড নভ গরজত ঘোরা।
কিষ্কি **প্রিয়াহীন ডরপত মন মোরা॥**
১৫ **দামিনি দমকি রহ ন ঘন মাহীঁ।**
খল কৈ প্রীতি যথা থির নাহীঁ॥

আকাশে মেঘ ঘোর গর্জন করিতেছে, আমার প্রীয়াহীন মন সে শব্দ শুনিয়া ডরাইতেছে না। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে —কিন্তু মেঘের ভিতর থাকিতেছে না। বিদ্যুতের অস্থিরতা যেন খলের প্রীতির মত স্বভাবতঃই অস্থির।

বরষহিঁ জলদ ভূমি নিয়রায়ে।
কিষ্কি **যথা নবহিঁ বুধ বিদ্যা পায়ে॥**
১৫ **বুন্দ অঘাত সহহিঁ গিরি কৈসে।**
খল কে বচন সন্ত সহ জৈসে॥

মেঘ বর্ষণ করার সময় মাটির নিকট আসিতেছে। পণ্ডিতেরা যেমন বিদ্যা পাইয়া অবনত হয়, মেঘও তেমনি জল ভারে নত হইয়াছে।

বৃষ্টির বিন্দুর আঘাত পাহাড় তেমনি করিয়া সহ্য করিতেছে খলের বাক্য সাধু যেমন করিয়া সহ্য করে।

প্রত্যেক উপমার ভিতর দিয়াই একটা তরল সুমিষ্ট অথচ উদার উপদেশের ধারা বহিয়া গিয়াছে।

কিষ্কিন্ধ্যায় বিভীষণের সহিত রামের সাক্ষাৎ হইল। বিভীষণই দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বিভীষণ রামের আশ্রয় লওয়ার জন্য চলিয়া আসিয়া সমুদ্রের এ পারে পহুঁছিলে সুগ্রীবের অনুচরেরা তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া ফেলে ও বন্দী করে। তারপর—

কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুরাঈ।
সুন্দর **আবা মিলন দসানন ভাঈ॥**
৪১ **জানি ন জাই নিসাচর মায়া।**
কামরূপ কেহি কারন আয়া॥

সুগ্রীব বলিলেন—রঘুনাথ, রাবনের ভাই সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। রাক্ষসের মায়া জানা যায় না, উহারা ইচ্ছামত রূপ লয়। কেন আসিয়াছে কে জানে?

ভেদ হমার লেন সঠ আবা।
সুন্দর **রাখিয় বাঁধি মোহি অস ভাবা॥**
৪৩ **সখা নীতি তুম্হ নীকি বিচারী।**
মম পন সরনাগত ভয়হারী॥

দুষ্ট আমাদের গুপ্ত কথা জনিতে আসিয়াছে। আমার মনে হয়, উহাকে বাঁধিয়া রাখাই ভাল। প্রভু বলিলেন—সখা, তুমি নীতি অনুসারে ঠিকই বলিয়াছ। কিন্তু আমি শরণাগতের ভয় হরণ করার প্রতিজ্ঞা লইয়াছি।

সুন্দর **জৌ সভীত আবা সরনাঈ।**
৪৪ **তবহু ন কছু ভয় হানি কপীসা॥**

যদি তাহাকে আমাদের মন্ত্রণা জানিতেই রাবণ পাঠাইয়া থাকে, তবু সুগ্রীব, তাহাতে আমাদের ভয় বা হানি কি?

এই স্থলে রাম সাধারণ মানুষের মতই বিভীষণের আসার হেতু জানেন না। এইটুকু মাত্র জানিয়াছেন যে, বিভীষণ শরণাগত। সুগ্রীব যে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখার কথা বলিলেন তাহা রাজনীতি-সম্মত। রাজারা শত্রুপক্ষীয়ের উপর সন্দেহ বশে ঐ প্রকার ব্যবহারই করিয়া থাকে।

কিন্তু রামচন্দ্র আসিয়াছেন সেই সন্দেহের যুগ দূর করিয়া স্বর্গরাজ্য বসাইতে। তিনি আসিয়াছেন—জগতে মঙ্গল স্থাপন করিতে। সন্দেহ ও কল্যাণ এক সঙ্গে চলে না। কাজেই রামচন্দ্র সন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই রাজনীতি বদলাইয়া ফেলিতেছেন। তিনি সহজ ভাবে বলিলেন যে, যদি মন্ত্রণা জানাইতেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ভয় বা ক্ষতি কি?

"তবহুঁ ন কছু ভয়হানি কপীসা"—এই সামান্য কথা কয়টার মধ্যে সমস্ত রাজনীতির মূলের পরিবর্ত্তন রহিয়া গিয়াছে। যিশু খৃষ্টের পূর্ব পর্যন্ত ইহুদি ধর্ম বলিত—'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত লও'। উহা ছিল প্রতিহিংসার ধর্ম। উহা হিংসা ও ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যিশু আসিয়া বলিলেন উহা নয়। তোমারা জানিতে—'চোখের বদলে চোখ লওয়াই ধর্ম,' আমি বলিতেছি—'এক গালে মারিলে আর এক গাল পাতিয়া দিবে।' ইহাই যিশু খৃষ্টের দান ও খৃষ্ট ধর্মের মূল তত্ত্ব।

যিশুর বহু পূর্ব হইতে হিন্দু ধর্মের মূল তত্ত্বে ইহা থাকিলেও কার্য্যতঃ রাজ নীতেতে ইহার ব্যতিক্রম ছিল। রামচন্দ্র ব্যবহারিক ভাবে সেই ব্যতিক্রম দূর করিতে আসিয়াছেন। যদি বিভীষণ গুপ্তকথা জানিতে আসিয়া থাকে এবং বলে যে সাক্ষাৎ করিতে ও শরণ লইতে আসিয়াছে তবে রামচন্দ্র কেন তাহাকে অবিশ্বাস করিবেন? শরণাগতকে রক্ষা করাই তাঁহার ধর্ম।

লক্ষ্মণ যখন শেল-বিদ্ধ হ'ন তখন রামচন্দ্র শোকে বিহ্বল হইয়া পড়েন। লক্ষ্মণ অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। তাহাকে দেখিয়া রামচন্দ্র বলিতেছেন—

মম হিত লাগি তজেহু পিতু মাতা।
সহেউ বিপিন হিম আতপ বাতা॥
লঙ্কা **সো অনুরাগ কহাঁ অব ভাঈ।**
৮২ **উঠহু ন সুনি মম বচবিকলাঈ॥**
জোঁ জনতেউঁ বন বন্ধু বিছোহূ।
পিতাবচন মনতেউঁ নহিঁ ওহূ॥

আমার জন্য বাপ-মা ছড়িয়াছ—বনে আসিয়া শীতে গ্রীষ্মে ও বাতাসে দুঃখ সহিয়াছ। ভাই, তোমার সে অনুরাগ এখন কোথায় গেল? আমার ব্যাকুল কথা শুনিয়াও তুমি উঠিতেছ না। যদি জানিতাম যে, বনে আসিয়া তোমাকে হারাইব—তবে পিতার আজ্ঞাও মানিতাম না।

এইবাবে—

বহুবিধি সোচত সোচবিমোচন।
লঙ্কা **স্রবত সলিল রাজিব-দল-লোচন॥**
৮২ **উমা এক অখণ্ড রঘুরাঈ।**
নরগতি ভগতকৃপালু দেখাঈ॥

শোক-বিমোচন রাম নানা প্রকারে শোক করিতে লাগিলেন—তাঁহার পদ্ম চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। উমা, রঘুরাজ রামচন্দ্র এক অদ্বিতীয় ও অখণ্ড, তিনি মানুষের গতি ও ভক্ত-বৎসলতা দেখাইতেছেন।

রাম ও রাবণের সম্মুখ যুদ্ধ যে একটি হৃদয় ক্ষেত্রের যুদ্ধ সেকথা তুলসী অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। রামের সহিত রাবণের মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। তখন—

রাবণ রথী বিরথ রঘুবীরা।
দেখি বিভীষণ ভয়উ অধীরা॥
লঙ্কা **অধিক প্রীতি মন ভা সন্দেহা।**
১০২ **বন্দি চরন কহ সহিত সনেহা॥**
নাথ ন রথু নহিঁ তনু পদত্রানা।
কেহি বিধি জিতব বীর বলবানা॥

রাবণ রথে চড়িয়া আছেন আর রঘুবরের রথ নাই প্রীতি-বশতঃ বিভীষণের মনে আশঙ্কা হইল। তিনি চরণ বন্দনা করিয়া প্রেমের সহিত বলিলেন—হে নাথ, তোমার রথ নাই পায়ে পাদুকা নাই। বলবান বীর রাবণকে কি করিয়া জিতিবে।

লঙ্কা **সুনহু সখা সহ কৃপা নিধানা।**
১০২ **জেহি জয় হোই সো স্যন্দন আনা॥**

কৃপা-নিধান রাম বলিলেন—হে সখা, যাহাতে জয় হইবে এমন রথ আনিয়াছি। সে রথের চাকা শৌর্য ও বীর্য। তাহার ধ্বজা ও পতাকা সত্য ও শীল।

লঙ্কা **ইস ভজন সারথী সুজানা।**
১০২ **বিরতি চর্ম সন্তোষ কৃপাণা॥**

এই রথের চতুর সারথি হইতেছে ঈশ্বর-ভজন, ঢাল হইতেছে বিরতি ও তলোয়ার হইতেছে সন্তোষ। কুঠার হইতেছে দান বুদ্ধি হইতেছে শেল, ধনুক হইতেছে বিজ্ঞান।

অমল অচল মন ত্রোন সমানা।
সম জম নিয়ম সিলীমুখ নানা॥
লঙ্কা **কবচ অভেদ বিপ্র-গুরু-পূজা।**
১০২ **এহি সম বিজয় উপায় ন দুজা॥**
সখা ধর্মময় অস রথ জা কে।
জীতন কহঁ ন কতহু রিপু তা কে॥

নির্মল অচল মন হইতেছে তূণীর, সংযম নিয়ম নানা প্রকার বাণ, ব্রাহ্মণ গুরুর পূজা অভেদ্য কবচ। ইহাদের সমান বিজয়ের অন্য উপায় আর নাই। সখা, এইরূপ ধর্মময় রথ যাহার, তাহাকে জয় করার মত শত্রু কোথাও নাই।

লঙ্কা **মহা অজয় সংসার রিপু জীতি সকই সো বীর।**
১০৩ **জা কে অস রথ হোই দৃঢ় সুনহু সখা মতিধীর।**

ধীর বুদ্ধি সখা শুন, যাহার এই প্রকার দৃঢ় রথ আছে সে বীর মহা অজয়, সংসার রূপ শত্রু সে জয় করিতে পারে।

রাবণ মারিল। মনের রাজ্যে দুষ্টের মৃত্যু হওয়ায় মনে রাম-রাজ্য বসিল। আবার এ দিকে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিলে সেখানে যে রাম-রাজ্য বসিল তাহাও হৃদয়ের রামরাজ্যের জুড়ী হইল।

রাম-রাজ্যের স্বরূপ :—

রামরাজ বৈঠে ত্রৈলোকা।
উত্তর **হরষিত ভয়ে গয়ে সব সোকা॥**
৪২ **বয়রু ন কর কাহু সন কোঈ।**
রামপ্রতাপ বিষমতা খোঈ॥

রাম-রাজ্য বসিল, ত্রিলোক আনন্দিত হইল, সকল শোক গেল। কাহারও সহিত কেহ শত্রুতা করে না, রামের প্রতাপ ভেদ বুদ্ধি দূর করিয়া দিল।

উত্তর **বরনাশ্রম নিজ নিজ ধরম নিরত বেদপথ লোগ।**
৪৩ **চলহিঁ সদা পাবহিঁ সুখ নহিঁ ভয় সোক ন রোগ॥**

বর্ণাশ্রম অনুসারে সকলে বেদের পথে থাকিয়া নিজ নিজ ধর্ম পালন করিতে লাগিল। সকলে সর্বদা সুখ পাইতে লাগিল, রোগ শোক ও ভয় রহিল না।

দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা।
উত্তর **রামরাজ নহিঁ কাহুহি ব্যাপা॥**
৪৩ **সব নর করহিঁ পরসপর প্রীতী।**
চলহিঁ স্বধর্ম নিরত শ্রুতিনীতী॥

দৈহিক দৈবিক ও ভৌতিক এই ত্রিতাপ রাম রাজ্যে কাহারও রহিল না। সকলে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক রাখিল, সকলে বেদ অনুসারে ধর্ম পালন করিতে লাগিল।

চারিহু চরন ধরম জগ মাহীঁ।
উত্তর **পূরি রহা সপনেহু অঘ নাহীঁ॥**
৪৩ **রাম ভগতি-রত সব নর নারী।**
সকল পরম গতি কে অধিকারী॥

জগতে চার পা পূরা ধর্ম স্থাপিত হইল, স্বপ্নেও পাপ রহিল না। সকল নর-নারী রাম-ভক্তি-রত হইল, সকলেই পরম গতির অধিকারী হইল।

অল্প মৃত্যু নহিঁ কবনিউঁ পীরা।
উত্তর **সব সুন্দর সব বিরুজ সরীরা॥**
৪৩ **নহিঁ দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা।**
নহিঁ কোউ অবুধ ন লচ্ছন হীনা॥

অকাল মৃত্যু রহিল না, সে ব্যথা কেহ পাইত না, সকলেরই সুন্দর নীরোগ শরীর হইল। না রহিল দরিদ্র না রহিল দীন-দুঃখী। কেহ মূর্খ বা অলক্ষুণে রহিল না।

সব নির্দম্ভ ধর্মরত পুনী।
উত্তর **নর অরু নারী চতুর সব গুনী॥**
৪১ **সব গুনজ্ঞ পণ্ডিত সব জ্ঞানী।**
সব কৃতজ্ঞ নহিঁ কপট সয়ানী॥

সকলে নিরহঙ্কার ও ধর্মরত হইল, সকল স্ত্রী ও পুরুষ গুণী হইল। সকলে গুণজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্ঞানী হইল, সকলেই কৃতজ্ঞ হইল, কেহ কপটতা করিয়া চতুরতা করিবার রহিল না।

উত্তর **রামরাজ নভগেস সুনু সচরাচর জগ মাহিঁ।**
৪৪ **কাল কর্ম সুভাব গুন কৃত দুখ কাহুহি নাহিঁ॥**

হে গরুড়, শোন—রামরাজ বসিলে স্থাবর জঙ্গম সহিত এই জগতে কাহারও কাল, ধর্ম, স্বভাব ও ত্রিগুণের জন্য যে সকল দুঃখ হয় তাহা রহিল না।

উত্তর **দণ্ড জতিন্হ কর ভেদ জহঁ নর্তকনৃত্যসমাজ।**
৪৫ **জীতহু মনহিঁ অস সুনিয় জগ রামচন্দ্রকে রাজ॥**

সাধারণ রাজ্যের রাজারা ভেদ, দণ্ড ইত্যাদি নীতি দ্বারা রাজ্য পালন করিয়া থাকে। কিন্তু উহার ভিতর হিংসা কপটতা রহিয়াছে। রাম-রাজ্য বসিলে আর ভেদ ও দণ্ড নীতির দ্বারা রাজ্য চালাইবার আবশ্যক হইল না। রাজা রাজ দণ্ড ত্যাগ করিলেন, অর্থাৎ লোককে গায়ের জোরে শাসন করা বা শাস্তি দেওয়া উঠিয়া গেল। জেলখানা, বেত, ফাঁসী শূল ইত্যাদি রহিল না। রাজা দণ্ড দেওয়া ত্যাগ করিলে দণ্ড গেল কোথায়? রাজার হাতের দণ্ড লাঠি হইয়া দণ্ডী বা সন্ন্যাসীর হাতে গেল।

ভেদ নীতি—একে অন্যে ঝগড়া বাধাইয়া শাসন করার নীতিও উঠিয়া গেল। ভেদ তখন কোথায় গেল? ভেদ গেল নর্তকদের সমাজে। সুর তালের জন্যই ভেদ ব্যবহার হইতে লাগিল।

সাধারণ রাজারা পররাজ্য জয় করিতে বাহির হ'ন। কিন্তু রাম-রাজ্যে কোন পররাজ্য রহিল না। পরই কেহ রহিল না—জয় করিবে আর কাহাকে? জয় করিবার কাজ রহিল মাত্র নিজের মনকে। এই হইল রামরাজ।

এই রাম রাজের প্রতিষ্ঠা। হৃদয়ে ও বাহিরে রাম-রাজেরই প্রতিষ্ঠার পথ দেখাইবার জন্য রামায়ণ। রাম-রাজ-বর্ণনায় রাম-চরিত কথা চরমে পহুঁছিয়াছে।

ইতি শ্রীরাম চরিত।

সীতা চরিত

সীতার কথা তুলসী দাসজী বর্ণনা করিতে অনেক সময়েই সঙ্কোচ করিয়াছেন, সে পবিত্রতা ও স্বাভাবিক শুচিতার বর্ণনা করার চেষ্টা করিতেও তুলসীদাস থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

সিয়াসোভা নহিঁজাই বখানী।
বালঃ **জগদম্বিকা রূপ-গুন-খানী॥**
২১৯ **উপমা সকল মোহি লঘু লাগী।**
প্রাকৃত-নারি-অঙ্গ-অনুরাগী॥

সীতার শোভা বর্ণনা করা যায় না, সীতা জগতের মাতা স্বরূপ ও গুণের খনি। সকল উপমাই সাধারণ স্ত্রী লোকের বেলায় ব্যবহার হওয়ায় সেগুলি সীতার বেলায় আমার কাছে খাটো লাগে।

সীতার রূপ সেই জন্য তুলসীদাস বর্ণনা করেন নাই। মনের ভাবও বর্ণনা করিতে অনেক স্থলে সাহস পান নাই।

বালঃ **রামহিঁ চিতব ভাব জেহি সীয়া।**
২১৪ **সো সনেহ সুখ নহিঁ কথনীয়া॥**

স্বয়ম্বর সভায় রামচন্দ্রকে যে যে-ভাবে দেখিতেছিলেন তুলসী তাহা বর্ণনা করিয়া আসিয়া সীতার বেলায় বলিলেন—
রামকে সীতা যে ভাবে দেখিতেছিলেন তাহা মুখ দিয়া বলার মত নয়।

সাক্ষাৎ ভাবে বর্ণনা না করিলেও যেখানেই সীতার উল্লেখ করিয়াছেন সেইখানেই বিনয়, নম্রতা ও পবিত্রতার স্রোত বহাইয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন। তখন সীতাকে লইয়া সখী রামের গলায় জয় মালা পরাইয়া দিতে গেলেন। কিন্তু—

বাল: **জাই সমীপ রামছবি দেখী।**
২৯৬ **রহি জনু কুঁঅরি চিত্রঅবরেখী॥**

রামের নিকট গিয়া তাঁহার সৌন্দর্য দেখিয়া সীতা যেন পটের ছবির মত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর সখী লখি কহা বুঝাঈ।
পহিরাবহু জয়মাল সুহাঈ॥
বাল: **সুনত জুগল কর মাল উঠাঈ।**
২৯৬ **প্রেমবিবস পহিরাই ন জাঈ॥**
গাবহিঁ ছবি অবলোকি সহেলী।
সিয় জয়মাল রামউর মেলী॥

চতুর সখী সীতার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, ঐ সুন্দর জয়মালা পরাইয়া দাও। সেকথা শুনিয়া সীতা দুই হাত ধরিয়া মালা তুলিলেন, কিন্তু প্রেমে বিবশ হইয়া পরাইতে পারিলেন না। এই দৃশ্য দেখিয়া সখী গাহিতে লাগিল—সীতা রামের গলায় জয় মাল্য পরাইয়া দিলেন।

তারপর রামচন্দ্রকে ত প্রণাম করিতে হয়।—

বাল: **সখী কহহি প্রভুপদ গহু সীতা।**
২৯৭ **করত ন চরন পরস অতিভীতা॥**

সখী বলে—সীতা, প্রভুকে প্রণাম কর, কিন্তু সীতা ভয়ে ভয়ে প্রভুর চরণ স্পর্শ করিতেছেন না।

এমনি ভাবে সপ্রেমে তুলসী রাম-সীতার বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন। সীতার কোমলতা ভেদ করিয়া তাঁহার কঠিনতা বাহির হইয়া পড়িয়াছে যখন রামচন্দ্র তাঁহাকে বনবাসে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তখন বনের সমস্ত দুঃখই সীতার নিকট সুখদায়কই হইবে একথা জানাইয়া বড় দুঃখে তিনি বলিয়া উঠিলেন –

অ:যো: **মৈঁ সুকুমারি নাথ বন জোগূ।**
৬৭ **তুম্‌হহিঁ উচিত তপু মো কহঁ ভোগূ॥**

আমি সুকুমারী, আর তুমি বনে যাওয়ার যোগ্য—তোমারই তপস্যা করা উচিত আর আমার জন্য ভোগ!

এমন কঠোর কথা শুনিয়াও সীতার প্রাণ যাইতেছে না–

অযো: ***অসকহি সীয় বিকল ভই ভারী।***
৬৮ ***বচনবিয়োগ ন সকী সँভারী॥***

এই কথা বলিয়া সীতা বড় বিকল হইলেন, বিচ্ছেদের কথাও সহিতে পারিলেন না। সীতা সঙ্গে গেলেও কখনো পথের ভার হ'ন নাই, বরঞ্চ সেবা করার সঙ্কল্প বরাবরই পালন করিয়া গিয়াছেন। যখন রাম-সীতা চিত্রকূটের আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীরতর বনে যাওয়ার জন্য চলিতেছিলেন তখন পথে অত্রি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে মুনি-স্ত্রী অনুসূয়া সীতাকে বলেন :—

সুনু সীতা তব নাম সুমিরি নারি
অরণ্য **পতিব্রত করহিঁ।**
৯ **তোহি প্রানপ্রিয় রাম কহেউ**
কথা সংসারহিত॥

সীতা, তোমার নাম স্মরণ করিয়া স্ত্রীরা পতিব্রতা ধর্ম পালন করিবে। তুমি রামের প্রাণ-প্রিয়—সংসার-হিতের জন্য কিছু বলিলাম।

অনুসূয়া সতী স্ত্রীকে চার ভাগে ভাগ করেন—উত্তম, মধ্যম, নিকৃষ্ট ও অধম। তাহাদের লক্ষণ :—

উত্তম কে অস বস মন মাহীঁ।
সপনেহু আন পুরুষ জগ নাহীঁ॥
মধ্যম পরপতি দেখই কৈসে।
অরণ্য **ভ্রাতা পিতা পুত্র নিজ জৈসে॥**
৭ **ধরম বিচারি সমুঝি কুল রহঈ।**
সো নিকিষ্ট তিয় শ্রুতি অস কহঈ॥
বিনু অবসর ভয় তেঁ রহ জোঈ।
জানহু অধম নারি জগ সোঈ॥

উত্তম পতিব্রতার মনের এই ভাব যে, জগতে যে অন্য পুরুষ আছে তাহা সে স্বপ্নেও জানে না। মধ্যম—পর-পতিকে ভ্রাতা পিতা ও পুত্রের মত দেখে। ধর্ম হইবে এই বিচার করিয়া যে কুলে থাকে সে নিকৃষ্ট, আর যে অবসর না পাওয়ায় কুলে থাকে তাহাকে অধম জানিবে।

দণ্ডক বনে সীতাকে রাখিয়া যখন রাম স্বর্ণ-মৃগ মারিতে যাইবেন তাহার কিছু পূর্বে বলিলেন :—

সুনহু প্রিয়া ব্রত রুচির সুসীলা।
মৈঁ কছু করবি ললিত নরলীলা॥
তুম্‌হ পাবক মহুঁ করহু নিবাসা।
অরণ্য **জৌ লগি করউঁ নিসাচর নাসা॥**
৩১ **জবহিঁ রাম সবু কহা বখানী।**
প্রভুপদ ধরিহিয় অনল সমানী॥
নিজ প্রতিবিম্ব রাখি তঁহ সীতা।
তৈসই সীল রূপ সুবিনীতা॥

ব্রত-পালন-কারিনী সুশীলা প্রিয়া, শুন—আমি কিছু ললিত নর-লীলা করিব। তুমি আগুনের মধ্যে বাস কর। ততক্ষণ আমি রাক্ষসদিগকে নাশ করিতেছি। এই কথা বুঝাইয়া বলাতেই সীতা প্রভুর চরণ হৃদয়ে রাখিয়া আগুনে প্রবেশ করিলেন। সীতা সেখানে নিজেরই মত রূপ ও নিজের সুবিনীত প্রতিবিম্ব রাখিয়া গেলেন।

এই শ্লোক দুইটির মর্ম আমি ধরিতে পারি নাই। ইহার সাধারণ মানে হয় এই যে, রামচন্দ্র সীতাকে আগুনের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন ও তাঁহার স্থানে রাখিলেন এক ছায়া-সীতা এবং পরে রাবণ বধ হইলে অগ্নি-পরীক্ষা কালে আসল সীতা আগুন হইতে আবার বাহির হইলেন। কিন্তু পূর্বেই যদি সীতা আগুনে প্রবেশ করিয়া থাকেন তবে সীতা হরণের সীতা, তাঁহার বিলাপ, রামনাম লইয়া রাবণের হাতেও তাঁহার নির্ভয়ে থাকা ও পরে অগ্নি-পরীক্ষা—এ সমস্তই নিরর্থক হয়। কবির কি গভীর উদ্দেশ্য আছে আমি তাহা ধরিতে পারি নাই।

সীতাকে রাবণ অশোক বনে লইয়া গেলে তিনি রাবণকে যে ভাবে তুচ্ছ করেন তাহা তাঁহারই যোগ্য :—

সুন্দর ৮
সঠ সুনে হরি আনেহি মোহী।
অধম নিলজ্জ লাজ নহিঁ তোহী॥

দুষ্ট তুমি খালি ঘর হইতে আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ। অধম নির্লজ্জ, তোমার লাজ নাই।

অশোক বনে সীতার পবিত্রতা ও পতিব্রতাই সীতাকে রক্ষা করিয়াছিল। রাম-নাম ছাড়া তাঁহার আর কোনও সম্বল ছিল না :—

অরণ্য ৬৮
জেহি বিধি কপটকুরঙ্গ সঙ্গ
ধাই চলে শ্রীরাম।
সো ছবি সীতা রাখি উর রটতি
রহতি হরিনাম॥

যে ভাবে রামচন্দ্র কপট হরিণের পিছনে ছুটিলেন সেই দৃশ্য সীতা হৃদয়ে রাখিয়া হরিনাম জপ করিতেছিলেন।

হনুমান অশোকবনে গিয়া দেখেন—

সুন্দর ৭
"কৃসতন সীস জটা এক বেনী।
জপতি হৃদয় রঘু-পতি-গুন-শ্রেনী॥

সীতার শরীর কৃশ হইয়াছে—মাথার এক বেণীর জটা হইয়াছে। তিনি হৃদয়ে রঘুপতির নাম জপ করিতেছেন।

সুন্দর ৮ **নিজপদ নয়ন দিয়ে মন রাম চরন মহঁলীন।**

নীচের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া নিজের পায়ের দিকে তিনি তাকাইয়া আছেন, আর তাঁহার মন রাম-চরণে লীন হইয়া আছে। রাবণ বধ হইলে হনুমান সীতাকে রামের শিবিরে আনিতে গেল। তখন রাক্ষস-রাক্ষসীরা তাঁহাকে—

লঙ্কা ১০০
দিব্য বসন ভূষন পহিরায়ে।
সিবিকা রুচির সাজি পুনি লায়ে॥
তা পর হরষি চঢ়ী বৈদেহী।
সুমিরি রাম সুখধাম সনেহী॥

দিব্য বসন-ভূষন পরাইয়া দিল, তাহারা সুন্দর শিবিকা সাজাইয়া আনিল। সীতা আনন্দে সুখধাম প্রেমময় রামকে স্মরণ করিয়া তাহাতে উঠিলেন।

চারিদিকে বেত-পানি রক্ষক শিবিকা ঘিরিয়া চলিয়াছে—

লঙ্কা ১০৩
"দেখন ভালু কীস সব আয়ে।
রচ্ছক কোপি নিবারন ধায়ে॥"

তাঁহাকে দেখার জন্য বানর-ভালুকেরা আসিলে রক্ষকেরা রাগিয়া মারিতে যায়।

লঙ্কা ১০৩
কহ রঘুবীর কহা মম মানহু।
সীতহিঁ সখা পয়াদে আনহু॥
দেখহিঁ কপি জননী কী নাঈঁ।
বিহঁসি কহা রঘুনাথ গুসাঈঁ॥

রঘুনাথ হাসিয়া বলিলেন সখা, আমার কথা শোন, সীতাকে পায়ে হাঁটাইয়া আন, বানরেরা তাহাকে মায়ের মত করিয়া দেখুক। তখন সীতা অগণিত সন্তানকে আনন্দ দিয়া হাঁটিয়া আসিলেন। আসিতেই রাম তাঁহার কাছে অগ্নি-পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। সীতা লক্ষ্মণকে আগুন প্রস্তুত করিতে বলিলেন :—

লঙ্কা ১০৪
জোঁ মন বচ ক্রম মম উরমাহীঁ।
তজি রঘুবীর আন গতি নাহী॥
তৌ কৃসানু সব কৈ গতি জানা।
মো কহঁ হোহু শ্রিখণ্ড সমানা॥

যদি কায়মনবাক্যে আমার হৃদয়ে রঘুনাথ ভিন্ন অন্য গতি নাই বলিয়া জানিয়া থাকি তবে আগুন, তুমি সকলেরই গতি জান, তুমি আমার নিকট চন্দনের মত হও।

পবিত্রতার যিনি মূর্তি তাঁহার নিকট প্রকৃতি বশ্যতা স্বীকার করে। আগুনের ত সীতার কথা মানিতেই হইবে। সীতা প্রভুকে স্মরণ করিয়া আগুন যেন চন্দন এমনি ভাবে তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর সীতাকে লইয়া রামচন্দ্র হনুমানাদির সহিত অযোধ্যায় ফিরিয়া রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। সীতা যখন রাজরাণী হইলেন তখনও—

উত্তর ২৬
পতি অনুকূল সদা রহ সীতা।
সোভাখানি সুসীল বিনীতা॥
জানতি কৃপা-সিন্ধু-প্রভুতাঈ।
সেবতি চরনকমল মন লাঈ॥

সীতা সর্বদা পতি অনুকূল রহিলেন। সীতা শোভাময়ী, সুশীলা বিনয়বতী। তিনি কৃপাসিন্ধু রঘুনাথের সামর্থ্য জানিতেন। মন দিয়া তাঁহার চরণ সেবা করিতেন।

জদ্যপি গৃহ সেবক সেবকিনী।
উত্তর **বিপুল সকল সেবাবিধি গুনী॥**
২৬ **নিজ কর গৃহ পরিচরজা করঈ।**
রাম-চন্দ্র আয়সু অনুসরঈ॥

যদিও রাজবাড়ীতে খুব সেবা-কুশল দাস দাসীর অভাব ছিল না তথাপি সীতা নিজ হাতেই গৃহ-পরিচর্যা করিতেন ও রামচন্দ্রের আদেশ অনুসরণ করিতেন।

জেহি বিধি কৃপাসিন্ধু সুখ মানঈ।
সোই কর শ্রী সেবাবিধি জানঈ॥
উত্তর **কৌসল্যাদি সাসু গৃহ মাহীঁ।**
২৬ **সেবঈ সবন্হি মান মদ নাহীঁ॥**
উমা রমা ব্রহ্মাদি বন্দিতা।
জগদম্বা সন্ততমনিন্দিতা॥

যাহাতে রামচন্দ্রের সুখ হয় সীতা তাহাই করিতেন, তিনি সেবা-বিধি জানিতেন। তিনি কৌশল্যাদি শাশুড়ীকে তাঁহাদের গৃহে সেবা করিতেন, তাঁহার অভিমান বা অহঙ্কার ছিল না। সীতা, পার্বতী, লক্ষ্মী, ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়া, তিনি জগতের মাতা এবং সদা প্রশংসনীয়া।

উত্তর **জাসু কৃপাকটাক্ষ সুর চাহত চিতবন সোই।**
২৭ **রাম-পদারবিন্দ-রতি করতি সুভাবহিঁ খোই॥**

লক্ষ্মীর স্বভাব চঞ্চল, সেই লক্ষ্মীরূপিনী সীতা যাঁহার কৃপাদৃষ্টি দেবতারাও চায় তিনি নিজের চঞ্চল স্বভাব খোয়াইয়া অচঞ্চল হইয়া রামচন্দ্রের পদে ভক্তি করিতেন।

সীতা ভারতের নারীর আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন—পতি ভক্তি ও সহজ পবিত্রতায় তাঁহার সমান কেহ নাই। তাহা ছাড়া স্ত্রী ধর্মে যে নিজ হাতেই গৃহ কার্য করিতে হয় তাহাও তিনি নিজে আচরণ করিয়াই দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না, দাস-দাসী ত কতই ছিল। তবুও তিনি নিজ হাতে গৃহের ছোট-বড় কাজ করিয়া সেই সমস্ত কাজকে মর্যাদা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রভাববশতঃ আজও ভারতের নারীরা শুদ্ধ পবিত্র ও কর্মঠ আছে। পশ্চিমের বিলাসিতা ও ভোগের আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখিয়াছে।

রামায়ণে সীতার কথা খুব অনেক জায়গা জুড়িয়া নাই। কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব, তাঁহার মধুরতা ও পবিত্রতা রামায়ণের সমস্ত কাহিনী ও ঘটনাকে নিবিড় ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রাম-কথার প্রত্যেক অঙ্গই সীতার প্রভাব, সীতার বিশ্বাস, সীতার সেবা, সীতার শীলতা মধুর ও পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে।

সীতা ভারতের আলো, জগতের আলো, তুলসীদাসের হৃদয় সীতার আলোতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে!

ইতি সীতা-চরিত।

লক্ষ্মণ চরিত

লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে একেবারে অভিন্ন ভাবে যুক্ত। বিশ্বামিত্র দুই ভাইকেই রাক্ষস তাড়াইতে লইয়া গেলেন, উভয়েই সমান বীরত্ব দেখান। তারপর লক্ষ্মণের সহিত স্বয়ম্বর সভায় আমাদের পরিচয় হয়। লক্ষ্মণ জানিয়াছেন যে, তাঁহার রামচন্দ্র বিশ্ব-পিতা, সমর্থ ও সকল কর্ম-কুশল। এই বিশ্বাসে লক্ষ্মণের কাজের পথ সোজা হইয়াছিল—কোথাও কিছু আটকায় নাই। রাজারা ধনুক ভাঙ্গিতে না পারায় জনকের খেদে লক্ষ্মণ যে উত্তর দেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সে তেজপূর্ণ উত্তরের মধ্যেও রামের প্রতি নির্ভরের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার নিজের শক্তির বড়াই কিছু নাই—রাম আজ্ঞা দিলে তিনি সবই করিতে পারেন।

জৌঁ তুম্হার অনুসাসন পাবউঁ।
কন্দুক ইব ব্রহ্মাণ্ড উঠাবউঁ॥
বালঃ **কাঁচে ঘট জিমি ডারউঁ ফোরী।**
২৮৫ **সকউঁ মেরু মূলক ইব তোরী॥**
তব প্রতাপ মহিমা ভগবানা।
কা বাপুরো পিনাক পুরানা॥

তোমার আজ্ঞা পাইলে খেলার গুলির মত ব্রহ্মাণ্ড উঠাইতে পারি, ও কাচের পাত্রের মত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি। মেরু পর্বতকে মূলার ন্যায় ভাঙ্গিতে পারি। এ সমস্তই হে ভগবান রাম, যখন তোমার মহিমায় করা যায় তখন আর এই পুরানো ধনুকটার কথা কি?

সেই স্বয়ম্বর সভাতেই পরশুরামের সহিত লক্ষ্মণের কথা

কাটাকাটি হয়। পরশুরাম রাগিয়া অস্থির। যে হরধনু ভাঙ্গিয়াছে তাহাকে তিনি সাজা দিবেন। লক্ষ্মণ আশু হইয়া বলেন—মুনি, অত রাগ কর কেন, একটা পুরানো ধনুক ভাঙ্গিয়াছে সেজন্য অত রাগের প্রয়োজন কি ?

কিন্তু সেকথা কে শোনে? পরশুরাম বড়ই দুর্বাক্য বলিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন—

বালঃ **কোটি-কুলিস-সম বচন তুম্হারা।**
৩০৫ **ব্যর্থ ধরহু ধনু বান কুঠারা॥**

কিন্তু তাহাতে মুনি আরও চটিয়া লক্ষ্মণকে কাটিতে যান। কিন্তু ছেলে মানুষ বলিয়া না কাটিয়া বিশ্বামিত্রকে বলেন—এই ছেলেটিকে বুঝাইয়া দাও—আমি কে। কিন্তু ইতিপূর্বে পরশুরাম নিজেই তাঁহার বীরত্বের কথা খুব জোরেই জাহির করিয়াছেন। সেই জন্য লক্ষ্মণ শ্লেষ করিয়া বলিলেন—

বালঃ **লষন কহেউঁ মুনি সুজস তুম্হারা।**
৩০৬ **তুম্হহিঁ অছত কো বরনই পারা॥**

মুনি আরো তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মণের শ্লেষ তাঁহার অসহ্য হইয়াছে, রাগে তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। রাম বলিলেন—মুনি রাগ করিবেন না, দুধ-মুখো ছোট ছেলে—আপনাকে চিনে নাই।

পরশুরাম আরো রাগিয়া গেলেন বলিলেন—

বালঃ **"গৌর সরীর শ্যাম মনমাঁহী।**
৩০৯ **কাল-কুট-মুখ পয়মুখ নাহী॥"**

"ওর শরীর গৌর, কিন্তু মনটাই কাল। ও দুধ-মুখো ছেলে নয়, ওর মুখ বিষ ভরা।"

পরশুরাম রাগে কাঁপিতেছেন—এই মারেন ত তেই মারেন। তখনও লক্ষ্মণের না আছে ভয় না আছে রাগ। তিনি তবুও তামাসাই করিতে লাগিলেন—

লষন কহেউ হঁসি সুনহু মুনি ক্রোধ পাপ কর মূল।
জেহি বস জন অনুচিত করহিঁ চরহিঁ বিশ্ব প্রতিকূল॥

বালঃ **মৈঁ তুম্হার অনুচর মুনিরায়া।**
৩১০ **পরিহরি কোপ করিয় অব দায়া॥**
টুট চাপ নহিঁ জুরহি রিসানে।
বৈঠিয় হোইহহিঁ পায় পিরানে॥

লক্ষ্মণ হাসিয়া বলিলেন—মুনি ক্রোধ হইতেছে পাপের মূল, এই ক্রোধের বশেই লোকে অনুচিত কাজ করে ও বিশ্ব প্রতিকূল হয়। হে মুনি, আমি তোমার অনুচর, রাগ ছাড়িয়া এখন আমার উপর দয়া কর। রাগ করিলে ত আর ভাঙ্গা ধনুক জুড়িবে না? দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পায়ে ব্যথা হইয়া থাকিবে—এইবার উপবেশন কর।

মুনি আরো জ্বলিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের এক একটা শ্লেষের কথা মুনিকে বাণের মত বিঁধিতেছিল—উত্তর জোগাইতেছিল না। তিনি কেবল নিজের দর্প করিতেছিলেন ও মারার ভয় দেখাইতেছিলেন। মুনির বড় দুরবস্থা হইল। তিনি রাগে হীনবল হইয়া গেলেন। মারিব—মারিব করিয়া ধমকাইতেছিলেন—কিন্তু রাগে শরীর হইতে মারার শক্তিও চলিয়া গেল। মুনি খেদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

বহই ন হাথু দহই রিস ছাতী।
বালঃ **ভা কুঠার কুণ্ঠিত নৃপঘাতী॥**
৩১২ **ভয়েউ বাম বিধি ফিরেউ সুভাউ।**
মোর হৃদয় কৃপা কসি কাউ॥

মারিবার জন্য হাত উঠিতেছে না, আমার এই নৃপঘাতী কুঠার আজ মারিতে কুণ্ঠিত হইতেছে। বিধি আমার প্রতি বাম হইলেন—আমার স্বভাবই বদলাইয়া দিলেন। আমার হৃদয়ে এই বালকের জন্য কৃপার ভাব কোথা হইতে আসিল ?

লক্ষ্মণের অমল নির্ভীকতা ও সহজ চটুলতা এই কথা-বার্তায় সুন্দর প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

লক্ষ্মণ অপরের সহিত কথায় পটু হইলেও রামের নিকট বেশী কথা বলার সাহসই তাঁহার নাই। যখন রাম বনে যাইবেন ঠিক হইয়াছে—সীতাও সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি লইয়াছেন তখন লক্ষ্মণ যাইতে চাহিলে রাম বলিলেন যে, লক্ষ্মণের থাকাই উচিত ও ধর্মসঙ্গত। কারণ শোকে বিকল রাজা-রাণী মলিন হইয়া আছেন। লক্ষ্মণ প্রতিউত্তরে সানুনয়ে যে কথাটা জানাইলেন তাহাতে যুক্তি নাই কেবল প্রেম আছে :—

মোরে সবই এক তুম্হ স্বামী।
দীনবন্ধু উর-অন্তর-জামী॥
অযোঃ **ধরম নীতি উপদেসিঅ তাহী।**
৭২ **কীরতি ভূতি সুগতি প্রিয় জাহী॥**
মন-ক্রম-বচন চরন রত হোঈ।
কৃপাসিন্ধু পরিহরিঅ কি সোঈ॥

হে দীনবন্ধু অন্তর্যামী, তুমিই আমার একমাত্র প্রভু। ধর্মনীতির উপদেশ তাহারই দরকার যে কীর্তি, সম্পদ ও সুগতি চায়। কিন্তু যে জন কায়মনোবাক্যে তোমার চরণে রত, হে কৃপাসিন্ধু, তাহাকে কি ত্যাগ করিবে ?

রামের নিকট হইতে লক্ষ্মণ সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি পাইলেন, কিন্তু আবার মায়ের অনুমতিও ত লইতে হয়। মা লক্ষ্মণের নিকট ঘটনা শুনিয়াই শোকে ব্যাকুল হইলেন। লক্ষ্মণের ভয় হইল।

অযোঃ **লষন লখেউ ভা অনরথ আজু।**
৭৩ **এহি সনেহ বস করব অকাজু॥**

লক্ষ্মণ দেখিলেন—আজ অনর্থ হইবে, এই স্নেহ বশেই মা অকাজ করিবেন।

কিন্তু লক্ষ্মণের সৌভাগ্য যে সুমিত্রা সকল কথা শুনিয়া নিজেই বলিলেন :—

তাত তুম্হারী মাতু বৈদেহী।
পিতা রামু সব ভাঁতি সনেহী॥
অযো: **অবধ তহাঁ জহঁ রাম নিবাসু।**
৭৪ **তহঁই দিবস জহঁ ভানুপ্রকাসু॥**
জৌঁ পৈ সীয় রামু বন জাহীঁ।
অবধ তুম্হার কাজ কছু নাহীঁ॥

পুত্র, সীতাই তোমার মা, আর রামই তোমার সর্ব প্রকারে স্নেহময় পিতা। যেথানে সূর্যের উদয় সেথানেই যেমন দিন, তেমনি যেথানে রাম সেথানেই অযোধ্যা। যদি সীতা-রামই বনে যায় তবে অযোধ্যায় তোমার কিছু কাজ নাই।

লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিলেন। রাম-সীতাকে রক্ষা করা তাঁহার প্রধান কাজ। দিনে সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, রাত্রিতে পাহারা দিতেন। এই সেবা ১৪ বৎসর সমানে লক্ষ্মণ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম রাত্রে শৃঙ্গবের পুরে যখন রাম-সীতা গাছ তলায় পাতার বিছানায় শুইলেন তখন লক্ষ্মণ—

অযো: **কছুক দূরি সজি বানসরাসন।**
৯০ **জাগন লগে বৈঠি বীরাসন॥**

কিছু দূরে বান শরাসন সাজাইয়া বীরাসনে বসিয়া জাগিতে লাগিলেন।

যখন সীতা কাছে নাই তখন যেন লক্ষ্মণ আরো নিবিড় ভাবে রামকে সঙ্গ দিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তখন বেদ, শ্রুতি, ধর্ম, ইতিহাস, পুরাণের কথা রামকে জিজ্ঞাসা করিতেন ও সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। সীতার বিরহ-ব্যথায় যতটা রামকে স্বস্তি দেওয়া সম্ভব এইরূপে তিনি তাহা দিতে লাগিলেন।

প্রতিজ্ঞা-অনুসারে রাম নগরে যাওয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। দুইবার, একবার বালী বধের পর সুগ্রীবকে রাজ্য দেওয়ার সময়, আর একবার বিভীষণকে লঙ্কায় রাজপদে অভিষিক্ত করার সময় নগরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। দুইবারই লক্ষ্মণের দ্বারা সেই কাজ করানো হয়। লক্ষ্মণ কেবল যে এই মধুর কর্তব্য পালন করিয়াই নিষ্কৃতি পাইয়াছেন তাহা নয়। যখন সীতার অগ্নি-পরীক্ষা হইবে তখনও সীতা লক্ষ্মণকেই বলিতেছেন—

"লছিমন হোহু ধরম কৈ নেগী।
পাবক প্রগট করহু তুম্হবেগী॥
লঙ্কা **সুনি লছিমন সীতা কৈ বানী।**
১৩৪ **বিরহ বিবেক ধরম নুতি সানী।**
লোচন সজল জোরি কর দোউ।
প্রভু সন কছু কহি সকত ন ওউ॥"

লক্ষ্মণ তুমি ধর্মের সাথী হও, শীঘ্র আগুন জ্বালাও। লক্ষ্মণ সীতার বিরহ, বিবেক ও ধর্ম-নীতি-পূর্ণ কথা শুনিয়া সজল চোখে হাত জোড় করিয়া রহিলেন, প্রভুর নিকট কিছু বলিতে পারিলেন না।

এই দুঃখদায়ক কার্যও লক্ষ্মণকে করিতে হইল। লক্ষ্মণ নিজের কর্মশক্তির উপর অনেকখানি বিশ্বাস করিতেন। দৈবকে বড় আমল দিতে চাহিতেন না।

নাথ দৈব কর কবন ভরোসা।
সুন্দর **সোখিয় সিন্ধু করিয় মন রোসা।**
৫২ **কাদরমন কহুঁ এক অধারা।**
দৈব দৈব আলসী পুকারা॥

যখন সমুদ্র পার হওয়ার কথা লইয়া পরামর্শ করা হইতেছিল তখন বিভীষণ বলিলেন—প্রভু, তুমি বাণ দিয়া সমুদ্র শুখাইয়া ফেলিতে পার, কিন্তু তাহার পূর্বে সমুদ্রকেই একবার স্তুতি করিয়া দেখ। রাম তাহাতেই রাজী হইলেন। কিন্তু লক্ষ্মণের তাহা ভাল লাগিল না। লক্ষ্মণ বলিলেন·—

"নাথ দৈবের ভরসা কি, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্র শুষিয়া ফেল। ভীরুদের মনে একই আশ্রয় আছে—
অলস লোকেরাই দৈব বলিয়া চেঁচায়।"

দৈবের প্রতি লক্ষ্মণের এই ত মনোভাব। সেই লক্ষ্মণকে যখন দৈবের হাতেই সীতাকে ফেলিয়া দিতে হইল, যখন নিজ হাতে আগুন জ্বালাইয়া সীতাকে উহাতে প্রবেশ করার যোগাড় করিয়া দিতে হইল তখনকার সেই মনোবেদনার কথা তুলসী একটিমাত্র শব্দে ইঙ্গিত করিয়াছেন :—

লঙ্কা ১৩৪ **"দেখি রাম রুখ লছিমন ধায়ে"**

লক্ষ্মণ সজল নয়নে জোড় হাত করিয়া শুনিলেন—তখন প্রভুকে কিছু বলিতেই সাহস পাইলেন না এবং "দেখি রামরুখ"·—রামের ইচ্ছা দেখিয়াই সীতার প্রবেশের জন্য আগুন করিতে ছুটিলেন।

লক্ষ্মণ নিজের ইচ্ছা আকাঙ্খা সম্পূর্ণভাবে রামের অধীন করিয়া রামের সেবা করিয়া গিয়াছেন—লক্ষ্মণের এই পরিচয়ই তুলসীদাস দিয়াছেন।

ইতি লক্ষ্মণ চরিত।

ভরত চরিত

"জৌ ন হোত জগ জনম ভরত কো।
সকল ধরম ধুর-ধরনী ধরত কো।"

যখন দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন তখন ভরত মামার বাড়ী কেকয় দেশে। সে দেশ অযোধ্যা হইতে অনেক দূরে—পাঞ্জাবে।

দূত গিয়া সংবাদ কেবল মাত্র এইটুকুই দিল যে, গুরু তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। তাঁহার মনটা খারাপ ছিল আরো খারাপ হইয়া উঠিল। তিনি তখনই রওনা হইলেন—

চলে সমীরবেগ হয় হাঁকে।
অযো: **নাঁঘত সরিত সৈল বন বাঁকে॥**
১৫৮ **হৃদয় সোচু বড় কছু ন সোহাঈ।**
অস জানহিঁ জিয় জাউঁ উড়াঈ॥

বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন—নদী-পাহাড় বন-বাদাড় লঙ্ঘন করিয়া চলিতে লাগিলেন। মনে বড় ব্যথা, কিছুই ভাল লাগে না। মনে হয়—যেন উড়িয়া যাই।

অযোধ্যায় রাজপুরীতে পহুঁছিয়া মায়ের ঘরে গেলেন। যাইতেই মা বলিলেন—

তাত বাত মৈঁ সকল সবাঁরী।
অযো: **ভই মন্থরা সহায় বিচারী॥**
১৬০ **কছুক কাজ বিধি বীচ বিগারেউ।**
ভূপতি সুর-পতি-পুর পগু ধারেউ॥

বাছা, আমি সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি, বেচারি মন্থরা আমার সহায় হইয়াছে। তবে বিধাতা মাঝখানে কিছু গোল করিয়াছেন—রাজা স্বর্গে গিয়াছেন।

তারপর আনন্দের সহিত প্রথম হইতে সকল কথা শুনাইলেন। শুনিয়া—

অযো: **ভরতহি বিসরেউ পিতুমরন সুনত**
১৬১ **রাম বন গৌন।**

ভরতের হৃদয় ঘৃণায় ধিক্কারে ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, কৈকেয়ীকে বলিলেন—

অস কো জীব জন্তু জগ মাহীঁ।
অযো: **জেহি রঘুনাথ প্রান প্রিয় নাহীঁ॥**
১৬২ **ভে অতি অহিত রামু তেউ তোহী।**
কো তূঁ অহসি সত্য কহ মোহী॥

জগতে এমন প্রাণী কে আছে যাহার নিকট রঘুনাথ প্রাণ-প্রিয় নয়? সেই রামও তোর অতি শত্রু হইল—তুই কে সত্য করিয়া বল।

তারপর কৌশল্যার ঘরে গেলেন—

অযো: **মাতা ভরত গোদ বৈঠারে।**
১৬৫ **আঁসু পোঁছি মৃদুবচন উচারে॥**

কৌশল্যা মাতা ভরতকে কোলে বসাইয়া, চোখের জল মুছাইয়া মৃদুবাক্য বলিলেন।

কিন্তু ভরত কি সান্ত্বনা মানেন? কে না বলিবে যে তাঁহার এই কার্যে সম্মতি আছে? সেই জন্য ভরত শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন—সংসারে যত পাপ আছে—

অযো: **জে অঘ মাতু পিতা সুত মারে।**
১৬৭ **গাইগোঠ মহি-সুর-পুর জারে॥**

যে পাপ পিতা মাতা পুত্রকে মারিলে হয়, যে পাপ গাই গোষ্ট ব্রাহ্মণ পুরী জ্বালাইয়া দিলে হয়,

অযো: **তে পাতক মোহি হোহু বিধাতা।**
১৬৭ **জৌঁ এহু হোই মোর মত মাতা॥**

সেই সকল পাতক আমার হউক, বিধাতা তাহাই করুন যদি মা, আমার কৈকেয়ীর কার্যে সম্মতি থাকে।

মা বলিলেন:—

অযো: **রাম প্রানহু তেঁ প্রান তুম্হারে।**
১৬৯ **তুম্হ রঘুপতিহি প্রান তেঁ প্যারে॥**

রাম যে তোমার প্রাণেরও প্রাণ তুমিও রঘুপতির প্রাণাধিক প্রিয়।

অযো: **অস কহি মাতু ভরতু হিয় লায়ে।**
১৬৯ **থনপয় স্রবহিঁ নয়নজল ছায়ে॥**

এই বলিয়া মা ভরতকে বুকে লইলেন, মায়ের স্তন হইতে দুধ গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, চোখ জলে ভরিয়া গেল।

কিন্তু ভরতের অগুনি যায় না। পিতার শব রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা দাহ করার পর শুচি-শুদ্ধ হইয়া রাজ-সভায় সকলে বসিলে, বশিষ্ঠ বলিলেন, পিতার আজ্ঞা পালন করিতে হয়—তোমার রাজ্যাভিষেক করিতে হয়। মায়েরা ধরিলেন—তুমিই ভরত আমাদের অবলম্বন, তুমি রাজা হও। সচিব অনুনয় করিতে লাগিলেন। ভরত ধিক্কার দিয়া গর্জিয়া উঠিলেন:—

অযো: **কৈকেইসুঅন কুটিল মতি**
১৭৯ **রাম-বিমুখ গতলাজ।**
তুম্হ চাহত সুখু মোহ বস মোহি
সে অধম কে রাজ।

কৈকেয়ীর পুত্র কুটিল-মতি, রাম-বিমুখ নির্লজ্জ আমার মত অধমের রাজ্যে যে তোমারা সুখ চাও সে কেবল মোহবশে।

লখন রাম সিয় কহঁ বন দীন্হা।
পঠই অমরপুর পতিহিত কীন্হা॥
অযোঃ **দীন্হ বিধবপন অপজস আপু।**
১৮০ **দীন্হেউ প্রজহিঁ সোকু সন্তাপু॥**
এহি তেঁ মোর কাহ অব নীকা।
তেহি পর দেন কহহু তুম্হ টীকা॥

লক্ষ্মণ রাম সীতাকে বনে দিয়া কৈকেয়ী উপকার করিয়াছে, আর পতিকে স্বর্গে পাঠাইয়া তাঁহার উপকার করিয়াছে। নিজে বৈধব্য ও অপযশ লইয়াছে, প্রজাকে শোক-সন্তাপ দিয়াছে। ইহা হইতে কৈকেয়ী-পুত্র আমার আর কি ভাল হইতে পারে? তাহার উপরেও আবার তোমরা আমাকে রাজ-তিলক দিতে চাও?—

অযোঃ **কৈকইজঠর জনমি জগ মাহীঁ**
১৮০ **যহ মো কহঁ কছু অনুচিত নাহীঁ॥**

কৈকেয়ীর জঠরে জন্মিয়া আমার পক্ষে কিছুই জগতে অনুচিত হইবে না।

কিন্তু গুরুও ত তাঁহাকে রাজা হওয়ার জন্যই বুঝাইতেছেন—গুরুর কথা ত উপেক্ষা করা কঠিন। তাই দুঃখের সহিত বলিতেছেন—

গুরু বিবেক সাগর জগু জানা।
অযোঃ **জিন্হহি বিশ্ব কর-বদর-সমানা॥**
১৮২ **মো কহঁ তিলকসাজ সজ সোঊ।**
ভয়ে বিধিবিমুখ বিমুখ সব কোঊ॥

সংসারে সকলেই জানে—গুরু বিবেকের সাগর, হাতের মুঠার মধ্যে যেমন আমলকী, সারা জগতটা গুরুর কাছে তেমনি। সেই গুরুও আমাকে অভিষেক করিতে চাহেন। বিধাতা যখন বিমুখ হন তখন সকলেই বিমুখ হয়।

কিন্তু এত শোক ও পরিতাপের মধ্যেও রামের প্রতি ভক্তি ভরতকে ঠিক পথই দেখাইতেছিল। সকলে জেদ করিলেও ভরতের কাছে কর্তব্য স্থির :—

একহি আঁক ইহই মন মাহীঁ।
অযোঃ **প্রাতকাল চলিহউঁ প্রভু পাহীঁ॥**
১৮৩ **আন উপায় মোহি নহিঁ সূঝা।**
কো জিয় কৈ রঘুবর বিনু বূঝা॥

একটা কথাই মনে স্থির করিয়াছি যে প্রাতঃকালে প্রভুর নিকট রওনা হইব। আর কোন পথ আমি দেখি না, আমার মনের কথা রঘুনাথ ছাড়াই বা কে বুঝিবে?

ভরতের প্রেমে সকলের বুদ্ধি খুলিয়া গেল। সকলেই বলিল—ঠিক কথা, চল—কাল ভোরে সকলেই রামের কাছে যাইব। গুরু চলিলেন, মায়েরা চলিলেন। ভরত বলিলেন—

অযোঃ **কহেউ লেহু সব তিলকসমাজু।**
১৮৭ **বনহিঁ দেব মুনি রামহিঁ রাজু॥**

সকল রাজ্যাভিষেকের আয়োজন লইয়া চল। মুনি বশিষ্ঠ বনেই রামকে অভিষেক করিবেন।

এদিকে সকলেই নগর ছাড়িয়া বনে যাইতে সাজিলে ভরত বলিলেন—বাড়ী-ঘর অযত্নে ফেলিয়া যাওয়া চলিবে না। কতক কতক লোককে রক্ষক স্বরূপ রাখিয়া যাইতেই হইবে। কেননা

সম্পতি সব রঘুপতি কৈ আহী।
অযোঃ **জৌ বিনু জতন চলউঁ তজি তাহী॥**
১৮৬ **তৌ পরিনাম ন মোরি ভলাঈ।**
পাপ সিরোমনি সাইঁ দোহাঈ॥

এই সকল সম্পত্তি ত রঘুনাথের। যদি অযত্নে ফেলিয়া যাই তবে পরিণামে আমাদের ভাল হইবে না, ঈশ্বরের দোহাই, আমরা বড় পাপীর কাজ করিব।

তারপর সকলকে লইয়া ভরত চলিলেন, প্রেমে উন্মাদের মত হইয়া,

অযোঃ **"শৃঙ্গ-বের-পুর ভরত দীখ জব।**
১৯৭ **ভে সনেহবস অঙ্গ সিথিল তব॥"**

যখন শৃঙ্গবের পুর দেখিলেন তখন প্রেমে তাঁহার শরীর এলাইয়া পড়িল।

এখন পথে পথে কেবল রামের যাওয়ার চিহ্ন পড়িয়া আছে। ভরত সে ঘাট সে বাট সে পথের ধূলা প্রণাম করিতে করিতে চলিয়াছেন।

গাছের তলায় যে শয্যায় রাম-সীতা রাত্রি কাটাইয়াছেন

কুস সাথরী নিহারি সুহাঈ।
অযোঃ **কীন্হ প্রনাম প্রদচ্ছিন জাঈ॥**
১৯৯ **চরন-রেখ-রজ আঁখিন্হ লাঈ।**
বনই ন কহত প্রীতি অধিকাঈ॥

সেই কুশের সুন্দর শয্যা ভরত দেখিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন—পায়ের দাগ যেখানে আছে সে ধূলি চোখে লাগাইলেন—ভরতের প্রীতির কথা বর্ণনা করা যায় না!

অযোঃ **"কনক বিন্দু দুই চারিক দেখে।**
১৯৯ **রাখে সীস সীয়সম লেখে॥**

সীতার ভূষণের দুই চারিটা সোনার রেণু পড়িয়া আছে দেখিয়া উহা যেন স্বয়ং সীতা এই ভাবে মাথায় রাখিলেন।

গঙ্গা পার হইলেন, ত্রিবেণী পার হইলেন, সকল স্থানেই প্রণাম করিয়া একই বর চাহেন—

অযো: **অরথ ন ধরম ন কাম রুচি গতি**
২০৫ **ন চহউঁ নিরবান।**
জনম জনম রতি রামপদ যহ বরদানু ন আন॥

অর্থে বা ধর্মে বা কামে রুচি নাই, মোক্ষও চাই না। জন্মে জন্মে যেন রাম-পদে মতি থাকে—এই বর ছাড়া আর কিছু চাই না।

আমি রামকে চাই—রাম যদি আমাকে না চাহেন তাহাতেই বা কি আসে যায়?

জানহু রামু কুটিল করি মোহী।
অযো: **লোগু কহউ গুরু-সাহিব-দ্রোহী॥**
২০৫ **সীতা-রাম-চরন রতি মোরে।**
অনুদিন বঢ়উ অনুগ্রহ তোরে॥

ত্রিবেণীকে বলিতেছেন যে, যদি রাম আমাকে কুটিল বলিয়া জানেন, লোকে যদি আমাকে গুরু ও প্রভু-দ্রোহী বলে ত বলুক, তোমার অনুগ্রহে আমার মনে যেন সীতা-রামের উপর ভক্তি প্রতিদিন বাড়ে।

যে প্রেম কোনও প্রতিদান চায় না, কেবল ভক্তি দিয়া ভালবাসিয়াই সন্তুষ্ট, সেই নিঃস্বার্থ প্রেমের মূর্তি ভরতের হৃদয় খোলা পাইয়া তখন ফুটিয়া তাহার সৌরভ বাহির করিতেছে:—

জলদ জনম ভরি সুরতি বিসারেউ।
অযো: **জাচত জলু পবিপাহন ডারেউ॥**
২০৫ **চাতকু রটনি ঘটে ঘটি জাঈ।**
বঢ়ে প্রেম সব ভাঁতি ভলাঈ॥

জলদ যদি জন্ম ভরিয়া চাতকের কথা ভুলিয়া যায়, জল চাহিলে মেঘ যদি জলের বদলে বজ্র ও শিলা বর্ষণ করে, চাই কি, চাতকেরও "ফটিক জল" ডাক যদি কমিতে কমিতে কমিয়া যায়, তবুও আমার যেন রাম-পদে প্রেম বাড়ে—উহাতে সকল রকমেই ভাল।

এমনি ভাবে ভরত চলিতেছেন। গাছ-পালা, মেঘ ও বসুন্ধরা ভরতের প্রেমে গলিয়া যাইতেছে:—

অযো: **কিয়ে জাহিঁ ছায়া জলদ সুখদ বহই বরবাত।**
২১৭ **তস মগ ভয়উ ন রাম কহঁ জস ভা ভরতহিঁ জাত॥**

মেঘ ভরতের পথে ছায়া করিয়া করিয়া যাইতেছিল, সুন্দর সুখদায়ক বাতাস বহিতেছিল, ভরত যাওয়ার সময় পথ যে রকম হইয়াছিল, রাম যাওয়ার সময়ও তেমন হয় নাই। রঘুনাথ যখন ভরতের প্রশংসা করিলেন তখন আকাশ হইতে দৈববাণী হইল:—

অযো: **"জৌঁ ন হোত জগ জনম ভরত কো।**
২৩৩ **সকল-ধরম-ধুর ধরনি ধরত কো॥"**

যদি জগতে ভরতের জন্ম না হইত তবে সকল ধর্মের ভার কে ধরিত? ইহা বেশী কিছু নয় কেননা দেবতাদের মতে—

ভরত সরিস কো রাম সনেহী।
জগুজপ রাম রামুজপ জেহী॥

ভরতের মত রাম-ভক্ত আর কে আছে; কেননা জগত রাম-নাম জপ করে আর রাম করেন ভরতের জপ।

তার পর রামের সহিত যখন ভরতের দেখা হইল সেখানকার বর্ণনা তুলসীদাসের মুখেই পাঠক শুনিবেন। এতক্ষণ ভরতের একটা নিজের সত্তা ছিল, একটা কর্তব্যবোধ ছিল—রামকে রাজা করিতে হইবে। তাহার মূলে অবিশ্বাসের এই তীক্ষ্ণ বাণটাই ছিল যে, ভরত রাজা হইলে রাম কি জানিবেন যে ভরতের মন মলিন নয়। কিন্তু রামের সহিত দেখা হওয়ায় রামের কথা শুনিয়া ভরতের সমস্ত ব্যক্তিত্ব রাম-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই—রামের সাথে থাকার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহাও মিটিয়া গেল।

ভরতহিঁ ভয়উ পরম সন্তোষু।
অযো: **সনমুখ স্বামি বিমুখ দুখু দোষু॥**
৩০৭ **মুখু প্রসন্ন মন মিটা বিষাদু।**
ভা জনু গুঁগেহি গিরা প্রসাদু॥

ভরতের পরম সন্তোষ উপস্থিত হইল, প্রভু সম্মুখে আছেন, দুঃখ ও দোষ কাটিয়া গেল। তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইল, বিষাদ মিটিল—যেন মূকের উপর বাক্‌দেবীর আশীর্বাদ হইল।

অনেক রকম প্রস্তাব ছিল, যেমন রাম গিয়া রাজত্ব করুন, ভরত শত্রুঘ্ন বনে যাইবেন, অথবা রাম ভরতকে সঙ্গে রাখুন লক্ষ্মণ ফিরিয়া যাউক। কিন্তু আর সে সকল প্রস্তাবের কোনই প্রয়োজন রহিল না—রাম রাজ্য না লউন, লক্ষ্মণ তাহার সঙ্গে থাকুক ভরতের সমান তৃপ্তি।

অযো: **"নাথ ভয়উ সুখ সাথ গয়ে কো।**
৩০৭ **লহেউঁ লাহু জগ জনমু ভয়ে কো॥"**

নাথ, সাথে যাওয়ার সুখ পাইলাম, জগতে জন্ম লওয়ার লাভ পাইয়া গেলাম।

অব কৃপাল জস আয়সু হোঈ।
অযো: **করউঁ সীস ধরি সাদর সোঈ॥**
৩০৭ **সো অবলম্ব দেব মোহিঁ দেঈ।**
অবধি পারু পাবউঁ জেহি সেঈ॥

কৃপালু প্রভু, এখন আপনার যে প্রকার আজ্ঞা হয় সাদরে তাহাই মাথায় লইয়া সেই প্রকার কাজ করিব। হে দেব, আমাকে এমন কোন অবলম্বন দাও যাহা ধরিয়া

আমি তোমার ফিরিয়া আসা অবধি সময় কাটাইতে পারি।
রামচন্দ্র তাঁহাকে প্রজা-পালনের ভার দিয়া ফিরাইয়া পাঠাইলেন। বলিলেন—

গুরু-পিতু-মাতু স্বামি সিখ পালে।
অযো: **চলত কুমগ পগ পরহিঁ ন খালে॥**
৩১৫ **অস বিচারি সব সোচ বিহাঈ।**
পালহু অবধ অবধ ভরি যাই॥

গুরু পিতা মাতা প্রভুর আজ্ঞা মানিয়া যদি কঠিন পথে চলিতে হয় তবু পা ফস্‌কাইবে না। ইহা বিচার করিয়া এবং সকল শোক ত্যাগ করিয়া আমার বনবাসের শেষ পর্যন্ত অযোধ্যা পালন কর।

দেস্থ কোস্থ পুরজন পরিবারূ।
অযো: **গুরু পদ-রজহিঁ লাগ ছরু ভারূ॥**
৩১৫ **তুম্হ মুনি মাতু-সচিব-সিখ মানী।**
পালেহু পুহুমি প্রজা রজধানী॥

দেশ কোষ পুরজন ও পরিবারের গুরু ভার গুরুপদের ধূলায় রহিয়াছে। মুনিজী, মা ও সচিবের উপদেশ অনুসারে তুমি পৃথিবী, প্রজা ও রাজধানী পালন করিবে।

অযো: **মুখিয়া মুখ সো চাহিয়ে খান পান কহঁ এক।**
৩১৬ **পালই পোষই সকল অঙ্গ তুলসী সহিত বিবেক॥**

তুলসী বলিতেছেন—রামচন্দ্র বলিলেন, খাওয়া দাওয়ার জন্য যেমন আমাদের আছে মুখ, দেশের মুখ্যও এই মুখের মত হওয়া চাই। মুখ খায় কিন্তু তাহাতেই সকল অঙ্গ পুষ্ট ও পালিত হয়, তেমনি মুখিয়া বা মুখ্যও (রাজা) প্রজার নিকট হইতে নিজের খাদ্য (কর) লইয়া সকল অঙ্গের পোষণ ও বিবেকের সহিত পালন করিবে।

অযো: ৩১৬ **রাজ-ধরম সরবস্থ এতনোঈ।**

ইহাই রাজ-ধর্মের সার কথা। তাহার পর একটা আশ্রয়স্বরূপ প্রভুর পাদুকা লইয়া ভরত ফিরিয়া আসিলেন।

অযো: ৩২০ **সিংহাসন প্রভুপাদুকা বৈঠারে নিরুপাধি।**

নিরুপাধি রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসাইলেন।

অযো: **নন্দি গাব কর পরন কুটীরা।**
৩২৪ **কীন্হ নিবাস ধরম-ধুর ধীরা॥**

নন্দীগ্রামে (অযোধ্যার উপকণ্ঠে) কুঁড়ে ঘর করিয়া ধর্ম-ধুরন্ধর ভরত বাস করিতে লাগিলেন।

জটাজুট সির মুনিপট ধারী।
অযো: **মহি খনি কুসসাথরী সবারী॥**
৩২৪ **অসন বসন বাসন ব্রত নেমা।**
করত কঠিন রিষিধরম সপ্রেমা॥

মাথায় জটা ধারণ করিয়া, মাটি খুঁড়িয়া তাহাতেই কুশের শয্যায় শুইয়া, অসন, বসন, বাসন, ব্রত ও নিয়ম বিষয়ে ঋষিদিগের কঠিন ধর্ম প্রেমের সহিত তিনি পালন করিতে লাগিলেন।

ভরতের তপস্যা কেমন?—

সুনি ব্রত নেম সাধু সকুচাহীঁ।
দেখি দসা মুনি রাজ লজাহীঁ॥
অযো: **পরম পুনীত ভরতআচরনূ।**
৩২৬ **মধুর-মঞ্জু-মুদ-মঙ্গল-করনূ॥**
হরন কঠিন কলি কলুষ কলেসু।
মহা-মোহ-নিসি দলন দিনেসু॥

ভরতের ব্রত-নিয়মের কথা শুনিয়া সাধুদেরও সঙ্কোচ হয়, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মুনি-রাজেরাও লজ্জা পান। ভরতের আচরণ পরম পবিত্র, মধুর, কল্যাণপ্রদ ও মঙ্গলদায়ক। তাহা কলির কঠিন ক্লেশ হরণকারী, মায়া মোহের নিশি দূর করিতে সূর্য্যের ন্যায়।

পাপ-পুঞ্জ-কুঞ্জর-মৃগ-রাজূ।
অযো: **সমন সকল সন্তাপ সমাজূ॥**
৩২৬ **জন রঞ্জন ভঞ্জন ভবভারূ।**
রাম সনেহ সুধা-কর সারূ॥

ভরত-চরিত্র পাপরূপ হাতীর পক্ষে সিংহের ন্যায়। উহা সকল সন্তাপ-শান্তকারী, জন-রঞ্জনকারী, ভব-ভার-ভঞ্জনকারী, উহা রাম ভক্তিরূপ সুধার সার।

সিয় রাম প্রেম পিয়ুষ পূরন হোত
জনম ন ভরত কো।
মুনি মন অগম জম নিয়ম সম দম বিষম
অযো: **ব্রত আচরত কো॥**
৩২৬ **দুখ দাহ দারিদ দম্ভ দূষন সুজস মিস**
অপহরত কো।
কলিকাল তুলসী সে সঠনিহ হঠি রাম
সনমুখ করত কো॥

সীতা-রামের প্রেম-সুধায় পূর্ণ ভরতের জন্ম যদি না হইত তবে মুনি-মনেরও অগম্য সংযম নিয়ম শম দম আদি বিষম ব্রত কে আচরণ করিত? দুঃখ দাহ দারিদ্র ও দোষাদিকে সুযশ পাওয়ার অছিলায় কে দূর করিত? কলিকালে তুলসীর মত দুষ্টকে জোর করিয়া কেহ বা রামের সংস্পর্শে আনিত?

তুলসী-রামায়ণের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ভরত-কথায় পূর্ণ। ভরতের প্রেম ভক্তি বুদ্ধি নির্মলতা পবিত্রতা ও তপস্যা ভারতবর্ষকে ধন্য করিয়াছে। বস্তুতঃ ভরতেরই ত ভারত। ভারত আবার ভরতের পরিচয় যেন সত্য করিয়া তুলিতে পারে।

ইতি ভরত-চরিত।

দশরথ চরিত

জিয়ত্ত রাম বিধুবদন নিহারা।
রাম বিরহ করি মরহু সবাঁরা॥

দশরথ ও কৌশল্যা ছিলেন পূর্বজন্মে মনু ও শতরূপা। তাঁহারা অনেক সহস্র বৎসর তপস্তা করার পর রামের মূর্তিতে ভগবানের দেখা পান। বর চাহিতে বলিলে বর চান—"তোমার মত পুত্র চাই"। ভগবান মুস্কিলে পড়িলেন, তাঁহার মত পুত্র কোথায় পাইবেন ?

দেখি প্রীতি সুনি বচন অমোলে।
বাল: **এবমস্তু করুনানিধি বোলে॥**
১৭৭ **আপু সরিস খোজউঁ কহঁ জাঈ।**
নৃপ তব তনয় হোব মৈঁ আঈ॥

তাঁহাদের প্রীতি দেখিয়া, অমূল্য কথা শুনিয়া করুণানিধি বলিলেন 'তথাস্ত'। আর বলিলেন—নিজের মত আর কোথায় খুঁজিতে যাইব, হে রাজা আমিই গিয়া তোমার পুত্র হইব।

পরে মনু ও শতরূপা দশরথ ও কৌশল্যা হইয়া জন্মেন এবং তাঁহাদের ঘরে রামচন্দ্র জন্ম ল'ন। সকলেই রামকে ভালবাসে, ভাল বলে, বেশ সুখে দিন যায়, ইতিমধ্যে একদিন বিশ্বামিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা দশরথ বহু সম্মানের সহিত আতিথ্য-সংকার করিয়া মুনির আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মুনি বলিলেন :—

অসুরসমূহ সতাবহিঁ মোহী।
বাল: **মৈঁ জাচন আয়উঁ নৃপ তোহী॥**
২০৮ **অনুজসমেত দেহু রঘুনাথা।**
নিসি-চর-বধ মৈঁ হোব সনাথা॥

অসুরেরা আমাদের শত্রুতা করে, আমি তোমার কাছে ইহাই চাহিতে আসিয়াছি যে, তুমি রাম-লক্ষ্মণকে আমার সঙ্গে দাও, তাহারা রাক্ষস মারিবে—আমরাও বাঁচিব।

সুনি রাজা অতি অপ্রিয় বানী।
হৃদয় কম্প মুখ দুতি কুমুহিলানী॥
মাঁগহু ভূমি ধেনু ধন কোসা।
বাল: **সরবস দেউঁ আজু সহরোসা॥**
২০৯ **দেহ প্রান তেঁ প্রিয় কছু নাহীঁ।**
সোউ মুনিদেউঁ নিমিষ এক মাহীঁ॥
সব সুত প্রীয় প্রান কী নাঈঁ॥
রাম দেত নহিঁ বনই গোসাঈঁ॥

এই অতি অপ্রিয় কথা শুনিয়া রাজার বুক কাঁপিতে লাগিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। রাজা বলিলেন মুনি, তুমি ভূমি, ধেনু, ধন, কোষ চাও, সর্বস্ব চাও তাহাও আনন্দে দিব। দেহ ও প্রাণ অপেক্ষা কিছুই প্রিয় নাই, তাহাও এই মুহূর্তেই দিব, কিন্তু আমার সকল পুত্রেই প্রাণের মত প্রিয়। হে প্রভু, রামকে ত দেওয়া যায় না।

বাল: **কহঁ নিসিচর অতি ঘোর কঠোরা।**
২০৯ **কহ সুন্দর সুত পরম কিসোরা॥**

কোথায় অতি ঘোর কঠোর রাক্ষস, আর কোথায় আমার পরম সুন্দর কিশোর পুত্র !

তবুও যাইতে দিতে হইল। বশিষ্ঠ বুঝাইলেন যে, সন্দেহ না করিয়া যাইতে দেওয়াই উচিত। রাম গেলেন, রাক্ষস মারিলেন, অহল্যা উদ্ধার করিলেন, সীতার স্বয়ম্বরে গিয়া হরধনু ভাঙ্গিয়া জয়মাল্য পাইলেন। দশরথ এ সকল কোনও সংবাদ পান নাই। জনকের নিকট হইতে বিবাহের নিমন্ত্রন সংবাদ লইয়া দূত আসিলে দশরথ সকল কথা জানিলেন। কি তাঁহার আনন্দ ! বার বার পত্র পড়িতে লাগিলেন—বশিষ্ঠকে শুনাইলেন, রাণীদিগকে শুনাইলেন। দূতকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন :—

বাল: **ভৈয়া কহহু কুসল দোউ বারে।**
৩২৩ **তুম্হ নীকে নিজ নয়ন নিহারে॥**

ভাই, বল আমার দুই ছেলেই কুশলেই আছে ত ? তুমি নিজ চোখে তাহাদিগকে দেখিয়াছ ত ?

বাল: **"কহহু বিদেহ কবন বিধি জানে।**
৩২৩ **সুনি প্রিয় বচন দূত মুসুকানে॥"**

বল, জনক কেমন করিয়া তাহাদিগকে চিনিলেন ? শুনিয়া দূত হাসিয়া ফেলিলেন।

জিন কে জস প্রতাপ কে আগে।
বাল: **সসি মলীন রবি সীতল লাগে॥**
৩২৪ **তিন্হ কহঁ কহিয় নাথ কিমি চীন্হে।**
দেখিয় রবি কি দীপ কর লীন্হে॥

যাহাদের যশ ও প্রতাপের তুলনায় চাঁদকেও ম্লান মনে হয়, সূর্যকেও শীতল বোধ হয় তাহাদিগকে কেমন করিয়া জনক চিনিলেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? সূর্যকে কি প্রদীপ হাতে লইয়া দেখিতে হয় ?

তারপর বিবাহ হইয়া গেল। রাম-সীতা অযোধ্যায় আসিলেন। এইবার রামের রাজ্যাভিষেক। কৈকেয়ী

দুষ্ট প্রস্তাব করিবার পূর্বে শপথ করাইয়া লইতে চায়। তাই রাজাকে আহত করিয়া কৈকেই বলিল—বার বার বর দিবে বল কিন্তু দাও না। রাজা বলিলেন—

ঝঠেহু হমহিঁ দোষু জনি দেহু।
অযো: **দুই কৈ চারি মাঁগি কিন লেহু॥**
২৮ **রঘু-কুল-রীতি সদা চলি আঈ।**
প্রান জাহু বরু বচনু ন জাঈ॥
নহিঁ অসত্য সম পাতক পুঞ্জা।
গিরিসম হোহিঁ কি কোটিক গুঞ্জা॥
সত্যমুল সব সুকৃত সুহায়ে।
বেদ পুরান বিদিত মুনি গায়ে॥

অসত্যের মত পাপ নাই। যেমন কোটি কোটি কুঁচ একত্র করিলেও পাহাড়ের সমান হইতে পারে না, তেমনি কোটি কোটি অন্য পাপ একটা অসত্যের সমান নয়। সমস্ত পুণ্য ও সৎকার্যের মূলে সত্য রহিয়াছে। একথা বেদে ও পুরানে বলে, ঋষিরাও এই কথাই বলেন।

সত্য-পরায়ণ দশরথ যে সত্যকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই সত্যের জন্য প্রাণ-প্রিয় রামকেও তাঁহার বনে যাইতে দিতে হইল। কৈকেয়ীকে কতই বিনয় করিলেন :—

কহু তজি রোষু রাম অপরাধু।
অযো: **সব কোউ কহই রামু সুঠি সাধু॥**
৩২ **যাসু সুভাউ অরিহি অনুকূলা।**
সো কিমি করেহি মাতুপ্রতিকূলা॥

রাগ করিও না, রামের কি অপরাধ বল, সকলেই রামকে বড় সাধু বলে। যাহার স্বভাবে শত্রুও প্রিয় হয়, সে মায়ের বিরুদ্ধে কি কাজ করিতে পারে?

মাগু মাথ অবহীঁ দেউঁ তোহী।
অযো: **রাম বিরহ জনি মারসি মোহী॥**
৩৪ **রাখু রাম কহঁ জেহি তেহি ভাঁতী।**
নাহিঁত জরিহি জনমু ভরি ছাতী॥

মাথা চাও ত এখনই তাহা তোমাকে দিতেছি, কিন্তু আমাকে রামের বিরহে মারিও না। যেমন করিয়া হয় রামকে রাখ, নয়ত জন্ম ভরিয়া বুক জ্বলিবে।

রাম যখন বনে যান তখন দশরথ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন—

গই মুরুছা তব ভূপতি জাগে।
অযো: **বোলি সুমন্ত্র কহন অস লাগে॥**
৮১ **রামু চলে বন প্রান ন জাহীঁ।**
কেহি সুখ লাগি রহত তন মাহীঁ॥

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেলে রাজা জাগিলেন। সুমন্ত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—রাম বনে চলিয়া গেল, কিন্তু প্রাণ ত গেল না। কি সুখে আর শরীরে প্রাণ থাকে?

অযো: **পুনি ধরি ধীর কহই নরনাহু।**
৮১ **লেই রথু সঙ্গ সখা তুম্হ জাহু॥**

তারপর ধৈর্য ধরিয়া রাজা বলিলেন—তুমি রথ লইয়া সঙ্গে যাও। বলিয়া দিলেন যে, রথে করিয়া লইয়া গিয়া দিন চার বনে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইয়া আসিও।

জৌ নহিঁ ফিরহিঁ ধীর দোউ ভাঈ।
অযো: **সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত রঘুরাঈ॥**
৮২ **তৌ তুম্হ বিনয় করেহু কর জোরী।**
ফেরিয় প্রভু মিথিলেসকিসোরী॥

যদি সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত রঘুরাজ দুই ভাই না ফিরে তবে তুমি করজোড়ে বিনয় করিয়া বলিও প্রভু, মিথিলেশ-কুমারীকে ফিরাইয়া দাও।

কিন্তু কেহই ফিরিলেন না। সুমন্ত্র খালি রথ লইয়া আসিল। দশরথ জিজ্ঞাসা করিলেন—

অযো: **কহাঁ লখনু কহঁ রাম সনেহী।**
১৫৫ **কহঁ প্রিয় পুত্রবধু বৈদেহী॥**

কিন্তু কেহইত ফিরে নাই—দশরথ বলিয়া উঠিলেন :—

অযো: **হা রঘুনন্দন প্রান পিরীতে।**
১৫৫ **তুম্হ বিনু জিয়ত বহুত দিন বীতে॥**

হায় প্রাণ-প্রিয় রঘুনাথ, তোমায় ছাড়িয়া অনেক দিন বাঁচিয়া আছি।

তারপর

অযো: **রাম রাম কহি রাম কহি রাম রাম কহি রাম।**
১৫৬ **তনু পরিহরি রঘুবরবিরহ, রাউ গয়উ সুরধাম॥**

তুলসী বলেন :—

অযো: **জিয়ত রাম-বিধু-বদন নিহারা।**
১৫৬ **রামবিরহ করি মরনু সবাঁরা॥**

দশরথ বাঁচিয়া থাকিতে রামের চন্দ্রমুখ দেখিতেন, আবার রামের বিরহ দিয়া মরণকেও শুদ্ধ করিয়া লইলেন।

ইতি দশরথ চরিত।

বিভীষণ চরিত

হনুমান সীতার খোঁজে লঙ্কায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাবণের বাড়ীতে সীতাকে দেখিতে পাইল না। এ বাড়ী সে বাড়ী খুঁজিতেছে তখন

সুন্দর **ভবন এক পুনি দীখ সুহাবা।**
৫ **হরিমন্দির তহঁ ভিন্ন বনাবা।**

একটা বাড়ী দেখিতে পাইল যেখানে আলাদা করিয়া বিষ্ণু মন্দির রহিয়াছে।

সুন্দর **রামায়ুধঅঙ্কিত গৃহ সোভা বরনি ন জাই।**
৫ **নব তুলসিকাবৃন্দ তহঁ দেখি হরষ কপি রাই।**

রামের ধনুকের চিহ্ন আঁকা সে গৃহের শোভা অবর্ণনীয়। সেখানে নূতন তুলসী গাছের সারি দেখিয়া হনুমানের আনন্দ হইল।

লঙ্কা নিসি-চর-নিকর-নিবাসা।
সুন্দর **ইহাঁ কহাঁ সজ্জন কর বাসা॥**
৫ **মন মহুঁ তরক করই কপি লাগা।**
তেহী সময় বিভীষনু জাগা॥

লঙ্কা হইতেছে রাক্ষসের ধাম, এখানে সজ্জনের বাড়ী কোথা হইতে আসিল? হনুমান ভাবিতেছে, এমন সময় বিভীষণ জাগিল।

সুন্দর **রাম রাম তেহি সুমিরন কীন্হা।**
৫ **হৃদয় হরষ কপি সজ্জন চীন্হা॥**

বিভীষণ জাগিয়া উঠিয়া 'রাম রাম' উচ্চারণ করিলে, হনুমান আনন্দে সজ্জন চিনিতে পারিল।

এই বিভীষণের সহিত প্রথম পরিচয়। লঙ্কায় রামভক্ত একজনই ছিল—দৈবযোগে তাহার সহিত হনুমানের দেখা হইল। সে বার হনুমান লঙ্কা পোড়াইয়া ফিরে। তারপর রাবণের সভায় বিভীষণ গিয়া রাবণকে সীতা ফিরাইয়া দিয়া রামের সহিত মিত্রতা করিতে বলেন।

তাহি বয়রু তজি নাইয় মাথা।
সুন্দর **প্রনতারতি-ভঞ্জন রঘুনাথা॥**
৩৮ **দেহু নাথ প্রভু কহুঁ বৈদেহী।**
ভজহু রাম বিনু হেতু সনেহী॥

শত্রুতা ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট মাথা নত কর। রঘুনাথ শরণাগতের দুঃখ দূর করেন। প্রভু, সীতাকে রামের নিকট ফিরাইয়া দাও। রামচন্দ্র অহেতুক প্রেমী, তাঁহার ভজনা কর।

কিন্তু রাবণের রাগ ইহাতে বাড়িয়াই যায়। তিনি পদাঘাত করিয়া বিভীষণকে দূর করিয়া দেন। বিভীষণ খেদ করিলেন ও এই বলিয়া গেলেন যে, তিনি রামের শরণ লইতে যাইতেছেন, তাঁহাকে মিথ্যা দোষ আর যেন না দেওয়া হয়।

সত্যপরায়ণ বিষ্ণু-ভক্ত লোকের এই প্রকার সঙ্কটে যাহা করা উচিত বিভীষণ তাহাই করিয়াছেন। রাবণ একজন সতী স্ত্রীকে—আর কেহ নয় স্বয়ং সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। এই পর-স্ত্রী অপহারীকে প্রশ্রয় যে দেয় সেও পাপ করে। রাবণের হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাহাকে বারণ করিয়াছে—মন্দোদরী অনেক হাতে পায়ে ধরিয়াছেন, মাল্যবন্ত নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। যে বাড়ীর কর্তা এইরূপ দুষ্কার্য করিতে থাকে তখন তাহার প্রতি সদয় ব্যবহারই হইতেছে তাহার সংস্রব ত্যাগ করা, সে যাহাতে শুদ্ধ হয় সেই পথ লওয়া। বিভীষণ এই পথ লইয়া ছিলেন।

বিভীষণ একদিনের ব্যবহারেই কিছু বিরক্ত হইয়া রাবণের সংস্রব ত্যাগ করেন নাই। বরাবর রাবণের সংসারে ক্লেশে নিজ ধর্ম বাঁচাইয়া বাস করিয়া আসিতেছিলেন। যখন হনুমানের সহিত প্রথম দেখা হয়, তখন বিভীষণ দুঃখ করিয়া নিজের অবস্থার যে বর্ণনা দেন তাহা এই:—

সুন্দর **সুনহু পবনসুত-রহনি-হমারী।**
৬ **জিমি দসনন্হি মহুঁ জীভ বিচারী।**

হে হনুমান, আমার অবস্থার কথা শুন। দাঁতের ভিতর জিভকে যে ভাবে সর্বদা জাগ্রত ও সশঙ্ক থাকিতে হয় আমাকেও তেমনি ভাবে থাকিতে হয়। একটু অসতর্ক হইলেই পতন।

তিনি সৎভাবে ও সাহসের সহিত কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন। তিনি কেবল ধর্ম-প্রেরণায় রামের নিকট গিয়া শরণ ল'ন, কোনো মন্দ ইচ্ছা বা স্বার্থ বা ভয় তাঁহার ছিল না।

রামের সহিত দেখা হইলে বিভীষণের হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া রাম বলিলেন:—

সুন্দর **সুনু লঙ্কেস সকল গুন তোরে।**
৪৯ **তা তে তুম্হ অতিসয় প্রিয় মোরে।**

হে লঙ্কাপতি, তোমার মধ্যে সকল গুন রহিয়াছে, সেই জন্য তুমি আমার অতিশয় প্রিয়।

বিভীষণের মত সজ্জন রামের নিকট কেমন? রাম বলিতেছেন—

সুন্দর **অস সজ্জন মম উর বস কৈসে।**
৪৮ **লোভীহৃদয় বসই ধন জৈসে॥**

এই প্রকার সজ্জন লোভী হৃদয়ের ধনের মত আমার হৃদয়ে বাস করে। তারপর রামচন্দ্র সমুদ্র জল আনিয়া তাঁহাকে রাজটীকা দেন।

জদপি সখা তব ইচ্ছা নাহীঁ।
সুন্দর **মোর দরস অমোঘ জগমাহীঁ॥**
৪৯ **অসকহি রাম তিলক তেহি সারা।**
সুমনবৃষ্টি নভ ভঈ অপারা॥

প্রভু বলিলেন যে, সখা যদিও তোমার রাজ্য পাওয়ার ইচ্ছা নাই তথাপি আমার দর্শন ব্যর্থ যায় না। এই বলিয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেক করিলেন, আকাশে খুব পুষ্প বৃষ্টি হইল।

বিভীষণ রামের সঙ্গে লঙ্কায় যান, সেখানে যুদ্ধে সকল রকম সাহায্য করেন। তারপর রাবণ বধ হইলে রামচন্দ্র যখন তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তখন বিভীষণ বড়ই আকিঞ্চন করেন :—

দেখি কোস মন্দির সম্পদা।
লঙ্কা **দেহু কৃপাল কপিন্হ কহুঁ মুদা॥**
১১৩ **সব বিধি নাথ মোহি অপনাইয়।**
পুনি মোহি সহিত অবধপুর জাইয়॥

ধন-ভাণ্ডার, রাজবাড়ী ও রাজ-সম্পদ ইচ্ছামত কপিদিগকে দিন। সকল রকমে আমাকে নিজের করিয়া লউন, আর পরে আমাকে লইয়া অযোধ্যায় যাইবেন।

রামচন্দ্র বলেন—

লঙ্কা **তোর কোস গৃহ মোর সব সত্য বচন**
১১৪ **সুনু ভ্রাত।**

তোমার ধন সম্পদ গৃহ সত্যই আমার। কিন্তু ভরতের অবস্থা মনে করিয়া আর বিলম্ব না করিয়া তিনি দেশ ফিরেন। বিভীষণ সঙ্গে আসেন, তাঁহাকে অনেক সম্মান ও প্রেম দিয়া কিছুকাল অযোধ্যায় রাখিয়া রামচন্দ্র ফিরাইয়া পাঠান। রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া বিজয়ীর অধিকার লঙ্কার উপর পাইয়াছিলেন। সে রাজ্য তিনি ধর্মপরায়ণ বিভীষণকেই উপযুক্ত মনে করিয়া দান করেন। বিভীষণও রামের ভক্তি ও আশীর্বাদ পাইয়া লঙ্কা শাসনের যোগ্য হ'ন।

বিভীষণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত বশতঃ "ঘরের শত্রু বিভীষণ" কথাটা অন্যায় ভাবে চলিতেছে। বস্তুতঃ বিভীষণ ঘরের শত্রু নহেন, পরম মিত্র—রাবণই ঘরের পরম শত্রু।

ইতি বিভীষণ চরিত

রাবণ চরিত

রাবণ জানিত যে মানুষের হাতে তাহার মৃত্যু। সেই মানুষ রাম-রূপে যখন তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন, তখনও তাহার এই বুদ্ধি হইল না যে, এই যুদ্ধে মৃত্যু হইতে পারে, অতএব সন্ধি করা হউক। রাবণ অভিমানে অন্ধ ছিল। রাবণ যে পরম অভিমানী একথা সকলেই জানিতেন। রাবণ পার্থিব বলের চিহ্ন স্বরূপ, পার্থিব শক্তি, দেহের জোর, সৈন্য-রচনা-কৌশল ইত্যাদি যত শক্তি দিতে পারে সে সকলই তাহার ছিল। রাবণের আখড়ার যে বর্ণনা তুলসীদাস দিয়াছেন তাহাতে তাহার পার্থিব ভোগের আয়োজন প্রস্তুত করিবার শক্তির কিছু কিছু নমুনা দেখাইয়াছেন :—

রামচন্দ্র বলিতেছেন :—

দেখু বিভীষণ দচ্ছিন আসা।
লঙ্কা **ঘন ঘমণ্ড দামিনী বিলাসা।**
১১ **মধুর মধুর গরজই ঘন ঘোরা।**
হোই বৃষ্টি জনু উপল কঠোরা।

বিভীষণ দক্ষিণ দিকে দেখ, মেঘাড়ম্বর হইয়াছে ও বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, মেঘ মধুর গর্জন করিতেছে, যেন শিলাবৃষ্টি হইবে।

কহউ বিভীষনু সুনহু কৃপালা।
লঙ্কা **হোই ন তড়িত ন বারিদ মালা॥**
১৭ **লঙ্কাসিখর রুচির আগারা।**
তহঁ দসকন্ধর দেখ অখারা॥

বিভীষণ বলিলেন—কৃপানিধি, শুনুন, উহা বিদ্যুত বা মেঘমালা নয়। লঙ্কার শিখরে সুন্দর বাড়ী আছে, সেখানে রাবণ আখ্ড়া দেখিতেছে :—

লঙ্কা **ছত্র মেঘডম্বর সির ধারী।**
১৭ **সোই জনু জলদঘটা অতি কারী॥**
মন্দোদরী-শ্রবন-তাটঙ্কা।
সোই প্রভু জনু দামিনী দমঙ্কা।

রাবণের মাথায় যে ছাতা ধরা হইয়াছে উহা মেঘের রংয়ের মত, উহা অতি কালো মেঘাড়ম্বরের মত দেখা

যাইতেছে। আর মন্দোদরীর কানের গহনা—উহাই বিদ্যুতের মত চমকাইতেছে।

ইহাতে রাবণের ভোগের উপকরণ বা শিল্পকলা সৃষ্টির কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণ যাহাকে দেখিয়াছে তাহাকেই জয় করিয়াছে। তাহার গুটিকতক বড় বড় বিস্ময়কর কার্যের কথা, হাতে করিয়া কৈলাস পর্বত তোলার কথা, নিজ মাথা কাটিয়া শিবকে পূজা করার কথা কতবার নিজ মুখেই সে বড়াই করিয়াছে। এমন অভিমানী রাবণ হিতকথা শুনিতে চায় না, শুনিতে পারে না। তাহার ভয়ে জগৎ কাঁপুক দেবতারা পালাইয়া থাকুক—রাবণ তাহাই চায়। রাবণের পীড়ায় পৃথিবী কত পীড়িত হইয়াছিল তাহা অন্যত্র দেখানো হইয়াছে। এমন কোনও দুষ্কর্ম নাই যাহা সে না করিতে পারিত। পর-স্ত্রী বা কন্যা হরণ করিতে তাহার লজ্জা মাত্র ছিল না। এমন রাবণও যে একেবারে না জানিত যে রাম কে তাহা নয়। যখন রাবন খর-দুষনের সংহারের সংবাদ পায় তখন সে ভাবিতে লাগিল :—

সুর নর অসুর নাগ খগ মাহীঁ।
অরণ্য **মোরে অনুচর কহঁ কোউ নাহীঁ॥**
৩০ **খর দুষন মোহিসম বলবন্তা।**
তিন্হহিঁ কো মারই বিনু ভগবন্তা॥

দেবতা মানুষ অসুর নাগ ত পক্ষীদের মধ্যে আমার ভৃত্যের সমান কেহ নাই, আর খর-দুষণ ত আমারই সমান বলবান, এক ভগবান ছাড়া তাহাকে আর কে মারিতে পারে ?

সুর রঞ্জন ভঞ্জন মহি ভারা।
অরণ্য **জৌঁ ভগবন্ত লীন্হ অবতারা॥**
৩০ **তৌ মৈঁ জাই বয়রু হঠি করউঁ।**
প্রভুসর প্রান তজে ভব তরউঁ॥

দেবতাদের আনন্দ-দানকারী, পৃথিবীর ভার-ভঞ্জদকারী, ভগবানই যদি অবতার লইয়া থাকেন তবে আমি জেদ করিয়াই তাহার সহিত শত্রুতা করিব ও প্রভুর শরে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভব-সংসার পার হইব।

হোইহি ভজনু ন তামস দেহা।
অরণ্য **মন ক্রম বচন মন্ত্র দৃঢ় এহা।**
৩০ **জৌঁ নররূপ ভূপসুত কোউ।**
হরিহউঁ নারি জীতি রন দোউ।

তামস দেহে ভজন হয় না, সেই জন্য কায়মনোবাক্যে এই প্রতিজ্ঞাই করিতেছি যে, শত্রুতা করিব। যদি রাম লক্ষণ মানুষ রূপ-ধারী কোনও রাজপুত্র হয় তবে তাহাদের দুইজনকেই রণে জয় করিয়া তাহাদের নারী হরণ করিব।

দুর্বুদ্ধি ইহাকেই বলে, ইহাই অধর্মকে ধর্ম মনে করা। তামসিক অবস্থার ইহাই পরিচয়।

রাবণের তামসিক দেহ, তামসিক মন ও তামসিক তপস্যা। সে তপস্যার দ্বারা শক্তি পাইয়াছে ও উহা সংসারের দুঃখের জন্য ও নিজের অধোগতির জন্যই ব্যবহার করিয়াছে।

মানুষের মনে তামসিক ও রাজসিক ভাবের অধিকার বেশী হইলে মানুষও রাবণই হইয়া উঠে। সে রাবণের মৃত্যুতে তবে শান্তি।

যে রাবণের ভয়ে ইন্দ্রাদি দেবতারা পর্যন্ত ভীত, যাহার বাহুবল ও সৈন্যবল অপার, যাহার হাতে প্রকৃতি খেলার পুতুলের মত, যে ইচ্ছা করিলে আকাশে বা পাতালে যুদ্ধ করিতে পারে, কর্দম বৃষ্টি, রক্ত বৃষ্টি করাইতে পারে এমন রাবণকে মারার জন্য আরো কত শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন। কিন্তু রাবণকে যিনি মারিলেন তাঁহার বাহু শক্তি কোথায়। তিনি ত তপস্বী তাঁহার না আছে বর্ম, চর্ম, না আছে হাতি, ঘোড়া রথ না, আছে সৈন্য। কতকগুলি বানর ভালুক লইয়া যুদ্ধ হয় রাবণের মত শক্তিশালী অভিমানী বীরের সঙ্গে। রামায়ণ-কার এই স্থানে বস্তুর উপর আত্মার জয় দেখাইয়াছেন। রাবণের আখ্ড়ার কথা পূর্বে বলিয়াছি। রামও রাজার পুত্র, কিন্তু তিনি তেমন আখ্ড়া কেথাও দেখেনও নাই শোনেনও নাই। অর্থাৎ রাবণের বস্তু বিদ্যায় যে অধিকার ছিল আধুনিক ভাষায় কামান গোলা গুলি, এরোপ্লেন সবম্যারিণ, বিষাক্ত-গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহার করায় রাবণের যে সামর্থ্য ছিল রামের মত তপস্বীর সে সকল কিছুই ছিল না। রাবণের নিজের সম্বন্ধে যেমন অসীম অভিমান, বিপক্ষের সম্বন্ধেও তেমনি প্রবল অবজ্ঞা। বালীকে রাবণ বলিতেছে :—

লঙ্কা **কটু জল্পসি জড় কপি বল জা কে।**
২২ **বল প্রতাপ বুধি তেজ ন তাকে॥**
আগুন অমান বিচারি তেহি দীন্হ
লঙ্কা **পিতা বনবাস।**
২৬ **সো দুখ অরু জুবতীবিরহ পুনি**
অনুদিন মম ত্রাস।
জিন্হ কে বল কর গর্ব তোহি
লঙ্কা **ঐসে মনুজ অনেক।**
২৭ **খাহিঁ নিসাচর দিবসনিসি**
মূঢ় সমুঝু তজি টেক।

রে নির্বোধ বানর, যাহার বলের সম্বন্ধে বড় কটু কথা বলিতেছিস্ তাহার বল, প্রতাপ, বুদ্ধি ও তেজ নাই। তাহাকে গুণহীন মানহীন বিচার করিয়া তাহার পিতা বনবাস দিয়াছেন। সে দুঃখ ত আছেই, তাহার পর স্ত্রীর বিরহ, আর দিন রাত আমার ভয়ে সে ভীত হইয়া আছে। যাহার বলের গর্ব করিতেছিস্ সেই রামের মত মানুষ

রাক্ষসেরা দিন রাত খাইয়া বেড়ায়। ওরে মূর্খ, জেদ ছাড়িয়া একথা ভাবিয়া দেখিস্।

এত বড় যে অবজ্ঞার ভাব—ইহা কেবল বস্তুতঃ তাহার অভিমানেরই আবরণ। রামের শক্তির নিকট সে নিজে যে কত তুচ্ছ, তাহা তাহার সামান্য ইঙ্গিতেই প্রকাশ হইয়া পড়িত।

যখন দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, সমুদ্র বাঁধানো হইয়াছে তখন রাবণ রামের শক্তি নিমেষে বুঝিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল :—

লঙ্কা ৮

বাঁধেউ বননিধি নীরনিধি জলধি
সিন্ধু বারীস।
সত্য তোয়নিধি কম্পতি উদধি
পয়োধি নদীস॥

নানা নামে, নানা রূপে, বারিনিধি, তোয়নিধি, কম্পতি উদধি বলিয়া সমুদ্রকে স্মরণ করিয়া রাবণ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন—সমুদ্র তোমাকেও বাঁধিয়াছে? কিন্তু সে কেবল নিমেষের তরে, পর মুহূর্তেই :—

লঙ্কা ৮

ব্যাকুলতা নিজ সমুঝি বহোরী।
বিহঁসি চলা গৃহ করি ভয় ভোরি॥

নিজে যে বিচলিত হইয়াছে, সে কথা বুঝিয়া নিজেই হাসিয়া উঠিল, ও ভয় ভুলিয়া গিয়া ঘরে ফিরিল।

রামচন্দ্র বানর সেনা লইয়াই এক প্রবল ও অভিমানী শক্তিশালী রাক্ষসকে বধ করেন। ইহাতে অহিংসার দ্বারা হিংসার, মন দ্বারা বস্তুকে জয় করার ক্ষমতাই দেখানো হইয়াছে। রাবণ তপস্বী রামকে অতিশয় তুচ্ছ করিত ও ঘৃণা করিত, কিন্তু সেই তপস্বীর নিকটই পরাজয় লইতে হয়। জগতের অসাধু রাজাদিগকে বাল্মীকি সতর্ক করিয়াছেন যে, তপস্বীর আঘাতে বড় দাম্ভিকের শাসন-যন্ত্রও ভাঙ্গিয়া যায়—দম্ভ মাটিতে মিলায়।

ইতি রাবণ-চরিত

ভূষণ্ডী চরিত

রামচন্দ্র কে ভজন বিনু জো চহ পদ নির্বান।
জ্ঞানবন্ত অপি সো নর পশু বিনু পূছ বিখান॥

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করিলে পর, শিব বলিতেছেন :—

উত্তর ৭৯

তব অতি সোচ ভয়উ মন মোরে।
দুখী ভয়উঁ বিয়োগ প্রিয় তোরে।
সুন্দর বন গিরি সরিত তড়াগা।
কৌতুক দেখত ফিরেউঁ বিরাগা॥

আমার হৃদয়ে বড় শোক হইল। প্রিয়া, তোমার বিয়োগে বড় দুঃখী হইলাম। তখন বিরাগ বশে সুন্দর বন গিরি নদী সরোবর কৌতুকের সহিত দেখিয়া ফিরিতে লাগিলাম। সেই সময়—

উত্তর ৭৯

গিরি সুমেরু উত্তর দিসি দূরী।
নীল সৈল এক সুন্দর ভূরী॥

উত্তর দিকে সুমেরু পর্বত হইতে দূরে এক বড় সুন্দর নীল পর্বত দেখিতে পাই।

উত্তর

তেহি গিরি রুচির বসই খগ সোই।
তাসু নাস কলপান্ত ন হোঈ।

সেই সুন্দর পর্বতে সেই পক্ষী (ভূষণ্ডী) বাস করে। কল্পনান্তেও তাহার নাশ হয় না।

এই হইতেছে শিবের সহিত কাক-ভূষণ্ডীর সাক্ষাৎ।

শিব দেখেন—ভূষণ্ডী সেই পাহাড়ের উপর গাছের তলায় ধ্যান করে, জপ ও যজ্ঞ করে—

উত্তর ৮০

আব ছাহঁ কর মানস পূজা।
তজি হরিভজনু কাজ নহিঁ দূজা।
বর তর কহ হরি-কথা প্রসঙ্গা।
আবহি সুনহি অনেক বিহঙ্গা।
রাম চরিত বিচিত্র বিধি নানা।
প্রেম সহিত কর সাদর গানা।

ভূষণ্ডী সেখানে আম গাছের ছায়ায় মানস পূজা করে, হরি-ভজন ছাড়া আর কোনই কাজ তাঁহার নাই। বট গাছের নীচে বসিয়া হরি কথা বলে, সে কথা অনেক পাখীরা আসিয়া শোনে। নানা প্রকার বিচিত্র রাম-চরিত সপ্রেমে ও সাদরে ভূষণ্ডী গান করে।

সেই স্থানের সরোবরে অনেক বিমল-মতি মরাল বাস করে, তাহারা ঐ কথা শোনে। এই কৌতুক দেখিয়া শিবের আনন্দ হইল।

তব কছুকাল মরালতনু ধরি তহঁ
উত্তর **কীন্হ নিবাস।**
৮১ **সাদর সুনি রঘু-পতি-গুন পুনি**
আয়উঁ কৈলাস।

তখন কিছুকাল মরাল দেহ ধরিয়া সেইখানে বাস করিয়া রঘুপতির গুন-গাথা শুনিয়া পুনরায় কৈলাসে আসিলাম।

তারপর শিবের নিকট গরুড় আসিলে শিব গরুড়কে মোহ দূর করার জন্য ভূষণ্ডীর নিকট পাঠাইয়া দেন। গরুড় সেখানে গিয়া ভূষণ্ডীর মুখে রাম-চরিত শোনে ও তাহার মোহ দূর হয়। গরুড় মোহ হইয়াছিল বলিয়া খেদ প্রকাশ করিলে ভূষণ্ডী বলে—মোহ কাহার না হয় ?

উত্তর **মোহ ন অন্ধ কীন্হ কেহি কেহী।**
৯৯।১০০ **কো জগ কাম নচাব ন জেহী।**
তৃষ্ণা কেহি ন কীন্হ বৌরহা।
কেহি কর হৃদয় ক্রোধ নহি দহা।
জ্ঞানী তাপস সূর কবি কোবিদ গুনআগার।
কেহি কৈ লোভ বিড়ম্বনা কীন্হি ন এহি সংসার।

মোহ কাহাকে না অন্ধ করিয়াছে, কাম কাহাকে না নাচাইয়াছে, তৃষ্ণা কাহাকে না পাগল করিয়াছে, ক্রোধ কাহার হৃদয় জ্বালায় নাই, আর জ্ঞানী তাপস বীর কবি গুণবান পণ্ডিত ইহাদের কাহাকেই বা সংসার লোভের বিড়ম্বনায় ফেলে নাই ?

জোবনজ্বর কেহি নহি বলকাবা।
মমতা কেহি কর জস ন নসাবা।
উত্তর **মচ্ছর কাহি কলঙ্ক ন লাবা।**
১০১ **কাহি ন সোকসমীর ডোলাবা।**
সুত বিত লোক ঈষনা তীনী।
কেহি কৈ মতি ইন্হ কৃত ন মলীনী।

যৌবন জ্বর কাহাকে না প্রলাপী করিয়াছে, মমতা কাহার না যশ নাশ করিয়াছে ? মাৎসর্য কাহাকে না কলঙ্ক দিয়াছে, শোকের বাতাস কাহাকে না দোলাইয়াছে, পুত্র-ইচ্ছা, বিত্ত-ইচ্ছা ও লোক-ইচ্ছা কাহার মতি না মলিন করিয়াছে ?

উত্তর **যহ সব মায়া কর পরিবারা।**
১০১ **প্রবল অমিত কৈ বরনই পারা।**

ইহারা সকলেই মায়ার পরিবার, ইহারা কত অসীম বলশালী তাহা বলা যায় না।

এই মায়া মিথ্যা হইলেও "ছুট ন রাম কৃপাবিনু"—
রামের কৃপা না হইলে উহা দূর হয় না।

জো মায়া সব জগহি নচাবা।
উত্তর **জাসু চরিত লখি কাহু ন পাবা॥**
১০৩ **সোই প্রভু ভ্রূবিলাস খগরাজা।**
নাচ নটী ইব সহিত সমাজা॥

যে মায়া সকল জগতকে নাচায়, যাহার আচরণ কেহ দেখিতেও পায় না, সেই মায়াই আবার প্রভুর কটাক্ষে সপরিবারে নটীর মত নাচে।

যিনি মায়াকে নাচান তিনিই রাম :—

(সোই সচ্চিদানন্দঘন রামা।
উত্তর **অজ বিজ্ঞানরূপ গুনধামা॥**
১০৩ **ব্যাপক ব্যাপ্য অখণ্ড অনন্তা।**
অখিল অমোঘসক্তি ভগবন্তা॥)

সেই রামই সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ, তিনি জন্ম-রহিত ও বিজ্ঞান-রূপ, তিনি গুণের নিবাস, তিনি ব্যাপ্ত করান ও নিজে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তিনি অখণ্ড ও অনন্ত। তিনিই অখিল অমোঘ শক্তিশালী ভগবান।)

সেই রামের সম্বন্ধে মোহ আরোপ করার কোনো কারণ নাই, কেননা—

উত্তর ১০৩ **রবি সন্মুখ তম কবহুঁ কি জাহী।**

কিন্তু :—

উত্তর **জে মতিমলিন বিষয়বস কামী।**
১০৪ **প্রভু পর মোহ ধরহি ইমি স্বামী॥**

যাহারা মলিন-বুদ্ধি, বিষয়ের বশ ও কামী তাহারাই প্রভুর উপর দোষ আরোপ করে। কিন্তু সে তাহাদেরই চক্ষুর দোষ :—

নয়নদোষ জা কহঁ জব হোঈ।
উত্তর **পীতবরন সসি কহুঁ কহ সোঈ॥**
১০৪ **নৌকারূঢ় চলত জগ দেখা।**
অচল মোহবস আপুহি লেখা॥

যাহার চোখে দোষ হইয়াছে সে চাঁদকেও হলুদে বলে। যে নৌকায় চলিয়াছে সে মোহবশে দেখে যে জগৎ চলিয়াছে, আর সে নিজে অচল হইয়া আছে।

এই মোহ দূর করার জন্য ভক্ত-বৎসল ভক্তকে দুঃখ দেন।

তিমি সিসুতন ব্রন হই গুসাঈঁ।
উত্তর **মাতু চিরাব কঠিন কী নাঈ॥**
১০৭,৮ **জদপি প্রথম দুখ পাবই রোবই বাল অধীর।**
ব্যাধি-নাস-হিত জননী গনত ন সো সিসুপীর॥
তিমি রঘুপতি নিজদাস কর হরহিঁ মান হিত লাগি।
উত্তর **তুলসিদাস ঐসে প্রভুহি কস ন ভজসি**
১০৯ **ভ্রম ত্যাগি॥**

যেমন শিশুর শরীরে ফোঁড়া হইলে মা কঠিন হইয়া উহা চিরাইয়া দেন, যদি ছেলে দুঃখ পাইয়া অধীর হইয়া কাঁদে তবুও যেমন মা রোগ সারাইবার জন্য ছেলের সে ব্যথা গ্রাহ্য করেন না, তেমনি রঘুপতি নিজ ভক্তের মান তাহার হিতের জন্য হরণ করেন। ওরে তুলসী, এমন প্রভুকে ভ্রম ত্যাগ করিয়া যেন ভজনা করিস্ না?

ভক্তের হিতের জন্য প্রভু ভক্তকে দুঃখ দেন, মোহ দূর করেন—এই কথা বলিতে বলিতে কাক ভূষণ্ডী বলেন যে, তাঁহারও মোহ হইয়াছিল। একবার তিনি অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রের বাল্যলীলা দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন—

মোহি সন করহিঁ বিবিধ বিধি ক্রীড়া।
উত্তর **বরনত চরিত হোত মোহি ব্রীড়া॥**
১১২ **কিলকত মোহি ধরন জব ধাবহি।**
চলউঁ ভাগি তব পূপ দেখাবহিঁ॥
উত্তর **প্রাকৃত সিসু ইব লীলা দেখি ভয়উ মোহি মোহ।**
১১৪ **কবন চরিত্র করত প্রভু চিদানন্দসন্দোহ॥**

প্রভু আমার সহিত নানা রকমে খেলিতে লাগিলেন, সে খেলার কথা বলিতে লজ্জা হয়। খিল খিল করিয়া হাসিয়া যখন আমাকে ধরিতে আসেন তখন আমি পালাই, পালাইলে আমাকে পিঠা দেখান। সাধারণ শিশুর মত এই লীলা দেখিয়া আমার মোহ হইল, ভাবিলাম—সচ্চিদানন্দ প্রভু এ কি চরিত করিতেছেন?

মোহ হওয়া মাত্রই কাক প্রভুর নানা লীলা দেখিতে লাগিল। তাঁহার উদরের ভিতর কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইল। সকল বিশ্বেই রাম অধিপতি। এই অবস্থায় অভিভূত হইয়া পড়িলে রাম তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন :—

"কাগ ভূসুণ্ডী মাঁগু বর অতি প্রসন্ন মোহি জানি।"

রাম তাহাকে জ্ঞান, বিবেক, বিরতি ইত্যাদি অনেক কিছু দেওয়ার কথা বলিলেন। কিন্তু কাক ভাবে :—

প্রভু সকল সুখ দিতে চাহিয়াছেন সে ভাল, কিন্তু কৈ তাঁহার প্রতি ভক্তির কথা ত বলিতেছেন না!

উত্তর **প্রভু কহ দেন সকল সুখ সহী।**
১২৩ **ভগতি আপনী দেন ন কহী॥**

প্রভু সকল সুখ দিতে চাহিয়াছেন সে ভাল, কিন্তু কৈ তাঁহার প্রতি ভক্তির কথা ত বলিতেছেন না!

ভগতিহীন গুন সব সুখ ঐসে।
উত্তর **লবন বিনা বহু ব্যঞ্জন জৈসে॥**
১২৩ **ভজনহীন সুখ কবনে কাজা।**
অস বিচারি বোলেউঁ খগরাজা॥

ভক্তিহীনের সকল গুণ ও সকল সুখ লবণ ছাড়া অনেক ব্যঞ্জনের মত। ভজনহীনের সুখ কোন্ কাজে আসে? এই কথা ভাবিয়া বলিলাম—যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় তবে বর দাও—

অবিরল ভগতি বিসুদ্ধ তব শ্রুতি
উত্তর **পুরান জো গাব।**
১২৭ **জেহি খোজত জোগীস মুনি প্রভু-**
প্রসাদ কোউ পাব॥

তোমার প্রতি অবিরল ও বিশুদ্ধ ভক্তি, যাহার কথা শ্রুতি পুরাণ বলে। যাহা যোগীশ্বরেরা ও মুনীরা খোঁজেন, আর যাহা উহাদের মধ্যে কেহ প্রভুর প্রসাদেই পাইয়া থাকে।

ভগবান সে বর ত দিলেনই তাহা ছাড়া উপযুক্ত আরো অনেক বর দিলেন। ভূষণ্ডী তখন রামের স্তুতি করিলেন।

কিন্তু এমন ভক্ত ভূষণ্ডীর কাকের চেহারা কেন? এই প্রশ্ন গরুড় ভূষণ্ডীকে করে, পার্বতীও শিবকে করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে ভূষণ্ডী নিজের পূর্ব জীবন-কাহিনী বলেন। সে কাহিনী এই—তিনি শূদ্র ছিলেন এবং শিবভক্ত ছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুকে অভক্তি করার জন্য হাজার জন্ম বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করার শাপ পান। তবে গুরুর কৃপায় তিনি এ বরও পান যে, তাঁহার দেহ ত্যাগ করিতে কোনও কষ্ট হইবে না, পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ থাকিবে। গুরুর কৃপায় বিভিন্ন জন্মে তাঁহার রাম-ভক্তি বাড়িতে থাকে। শেষে ব্রাহ্মণ জন্ম পান। এবারে বিরাগী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

গুরু কে বচন সুরতি করি রামচরন
উত্তর **মন লাগ।**
১৮২-৩ **রঘু-পতি-জস গাবত ফিরউঁ**
ছন ছন নব অনুরাগ॥
মেরুসিখর বটছায়া মুনি লোমস আসীন।
দেখি চরন সির নায়উঁ বচন কহেউঁ অতি দীন॥

গুরুর বাক্য স্মরণ করিয়া, রাম চরণে মন রাখিয়া ক্ষণে ক্ষণে নূতন অনুরাগে রঘুপতির যশ গাহিয়া ফিরিতেছিলাম। দেখিলাম—মেরু শিখরে বটছায়ায় লোমশ মুনি আসীন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া অতি দীন বাক্যে বলিলাম—

উত্তর **সগুন ব্রহ্ম আরাধনা মোহি**
১৮৪ **কহহু ভগবান॥**

তিনি কিছুকাল সাদরে রঘুনাথ-গুণ-গান শুনাইয়া বুঝিলেন যে, আমি উপযুক্ত অধিকারী। তখন আমাকে—

লাগে করন ব্রহ্মউপদেসা।
উত্তর **অজ অদ্বৈত অগুন হৃদয়েসা॥**
১৮৫ **অকল অনীহ অনাম অরূপা।**
অনুভব-গম্য অখণ্ড অনূপা॥

নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার সে উপদেশ ভাল লাগিল না। আমি বলিলাম—

উত্তর **রাম-ভগতি-জল মম-মন মীনা।**
১৮৫ **কিমি বিলগাই মুনীস প্রবীনা॥**

রাম-ভক্তি হইতেছে জল, আর আমার মন হইতেছে মাছ। হে জ্ঞানী মুনীশ্বর, মাছ জল হইতে কি করিয়া আলাদা হইবে। মুনিকে বলি যে—

উত্তর **সো উপদেস করহু করি দায়া।**
১৮৫ **নিজ নয়নন দেখউঁ রঘুরায়া॥**

কিন্তু মুনি বার বার আমায় সগুণ মত খণ্ডন করিয়া নির্গুণ উপদেশ দেন। উত্তর প্রতি-উত্তর করায় মুনির দেহে ক্রোধের চিহ্ন দেখা দিল।

উত্তর **বারংবার সকোপ মুনি করই**
১৮৬ **নিরূপন জ্ঞান।**

তখন আমি আপন মনে ভাবিতে লাগিলাম—

দ্বৈত বুদ্ধি বিনু ক্রোধ কিমি
উত্তর **দ্বৈত কি বিনু অজ্ঞান।**
১৮৭ **মায়াবস পরিচ্ছিন্ন জড় জীব কি ঈসসমান॥**

দ্বৈত বুদ্ধি বিনা ক্রোধ কি করিয়া হইবে, আর অজ্ঞান না থাকিলে কি দ্বৈত ভাব হইতে পারে? মায়ার বশীভূত, বিচ্ছিন্ন মূর্খ জীব কি ঈশ্বরের সমান?

আমি এমনি ভাবে ভাবিতেছিলাম ও বার বার নিজ পক্ষ সমর্থন করিতেছিলাম। তখন মুনি রাগিয়া শাপ দেন :—

সঠ সপচ্ছ তব হৃদয় বিসালা।
উত্তর **সপদি হোহু পচ্ছী চণ্ডালা॥**
১৮৭-৮ **লীন্হ সাপ মৈঁ সীস চঢ়াঈ।**
নহিঁ কছু ভয় ন দীনতা আঈ॥

তুরত ভয়উঁ মৈঁ কাগ তব পুনি মুনিপদ সিরু নাঈ।
সুমিরি রাম রঘু-বংস-মনি হরষিত চলেউঁ উড়াঈ॥

দুষ্ট, তোমার বিশাল হৃদয় কেবল স্বপক্ষই বুঝে। তুমি এখন পাখীর মধ্যে চণ্ডাল (কাক) হও। সে শাপ আমি মাথায় তুলিয়া লইলাম, কোনও ভয় বা দীনতা আসিল না। তখনি কাক হইলাম। তখন মুনিকে প্রণাম করিয়া, রঘুবংশ-মণি রামকে স্মরণ করিয়া আনন্দে উড়িয়া চলিলাম।

ভূষণ্ডীর মনে রাম-ভক্তি আছে, তাহার ত রাগ নাই। শিব বলিতেছেন :—

উমা জে রাম-চরন-রত
উত্তর **বিগত-কাম-মদ-ক্রোধ।**
১৮৯ **নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত**
কেহি সন করহিঁ বিরোধ॥

উমা, যে রাম-চরণে রত, যাহার কাম, মদ ও ক্রোধ চলিয়া গিয়াছে, সে জগৎ নিজের প্রভুময় দেখে, তাহার আর বিরোধ কাহার সহিত থাকিতে পারে?

উত্তর **কৃপাসিন্ধু মুনিমতি করি ভোরী।**
১৮৯ **লীন্হী প্রেম পরীছা মোরী॥**

কৃপাসিন্ধু মুনির বুদ্ধি ভুলাইয়া দিয়া আমার প্রেমের পরীক্ষা লইলেন।

ঋষি কাকের সহনশীলতা দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন, সাদরে তাহাকে ডাকিয়া লইলেন, নানা প্রকারে সন্তুষ্ট করিয়া আনন্দিত হইয়া রাম-মন্ত্র দিলেন। তিনিই তাহাকে বালক-রূপ রামের ধ্যান শিখাইলেন।

তারপর—

নিজ-কর-কমল পরসি মম সীসা।
উত্তর **হরষিত আসিষ দীন্হি মুনীসা॥**
১৮৯ **রামভগতি অবিরল উর তোরে।**
বসহু সদা প্রসাদ অব মোরে॥

নিজের কর-কমলে আমার মাথা স্পর্শ করিয়া হর্ষে মুনি আমাকে আশীর্বাদ করিলেন—তোমার হৃদয়ে অবিরল রাম-ভক্তি আমার প্রসাদে বাস করিবে।

সদা-রাম প্রিয় হোহু তুম্হ
উত্তর **শুভ-গুন-ভবন অমান।**
১৯০ **কামরূপ ইচ্ছামরন জ্ঞান-বিরাগ-নিধান॥**

তুমি সর্বদা রাম-প্রিয় হও, তুমি শুভ গুণের আলয় ও নিরভিমান হও, তুমি যে ইচ্ছা রূপ লইতে পারিবে। মৃত্যু তোমার ইচ্ছাধীন, তুমি জ্ঞান ও বিরাগের ভাণ্ডার হও।

জেহি আশ্রম তুম্হ বসব পুনি
উত্তর **সুমিরত শ্রীভগবন্ত।**
১৯১ **ব্যাপিহি তহঁ ন অবিদ্যা**
জোজন এক প্রজন্ত॥

তুমি শ্রীভগবান স্মরণ করিয়া যে আশ্রমে বাস করিবে তাহার এক যোজনের মধ্যে মায়া ব্যাপ্ত হইবে না।

তাহার পর মুনিকে প্রণাম করিয়া ভূষণ্ডী আশ্রমে চলিয়া আসিল।

তা তেঁ যহ তন মোহি প্রিয়
উত্তর **ভয়উ রাম-পদ-নেহ।**
১৯২ **নিজ প্রভু-দরসন পায়উঁ গয়উ**
সকল সন্দেহ॥

এই দেহে রাম-পদে ভক্তি পাইয়াছি বলিয়াই ইহা আমার প্রিয়। আমি নিজ প্রভুর দর্শন পাইয়াছি, আমার সকল সন্দেহ গিয়াছে।

ভগতিপচ্ছ হঠ করি রহেউঁ দীন্হি
উত্তর মহা-রিষি-সাপ।
১১৩ মুনি দুর্লভ বর পায়উঁ দেখহু ভজনপ্রতাপ॥

ভক্তি পক্ষ জেদ করিয়া ধরিয়াছিলাম বলিয়া মহর্ষি আমাকে শাপ দিলেন, আমি তাহাতেই মুনি-দুর্লভ বর পাইলাম। ভজনের শক্তি দেখ—

জে অসি ভগতি জানি পরিহরহীঁ।
উত্তর কেবল জ্ঞানহেতু শ্রম করহীঁ॥
১১৩ তে জড় কামধেনু গৃহ ত্যাগী।
খোজত আক ফিরহিঁ পয় লাগী॥

ভক্তি এমন জিনিস জানিয়াও যে তাহা ত্যাগ করে, কেবল জ্ঞানের জন্য শ্রম করে সে নির্বোধ, কামধেনু ঘরে ফেলিয়া দুধের জন্য আকন্দ গাছ খোঁজে।

ইতি ভূষণ্ডী-চরিত।

রাম ভক্তি-কথা

রামায়ণখানা ত কেবল রাম-রাবণের গল্প নয়, ভক্তের উদ্ধার পাওয়ার সোপান। তুলসীদাস রাম-কথার মাহাত্ম্য বলিয়া এই ভাবই স্পষ্ট করিয়াছেন যে, রাম কথার আশ্রয় লইয়া ভক্তেরা সংসার-সাগর পার হইতেছে। রামচন্দ্র অনেক কষ্ট করিয়া, অনেক হাঙ্গামা করিয়া একটা রাক্ষস-বংশ নির্মূল করিয়াছিলেন, কিন্তু রাম-কথা শুনিয়া, রাম-নাম রটনা করিয়া হৃদয়ের সকল রাক্ষস-বংশ ধ্বংস হইতেছে—দুই এক জনের নয়, সকল ভক্তের হৃদয়ের সমস্ত দৈত্য নষ্ট হইতেছে।

এই জন্যই তুলসী বলেন যে, রাম-নাম ও রাম-কথা স্বয়ং রাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

"রাম স-কুল রণ রাবণু মারা।
সীয়-সহিত নিজ পুর পগু ধারা॥
রাজা রামু অবধ রজধানী।
বালঃ গাবত গুন সুর মুনিবর বানী॥
৪০ সেবক সুমিরত নামু স-প্রীতী।
বিনু শ্রম প্রবল মোহ দল জীতী॥
ফিরত সনেহ-মগন সুখ অপনে।
নাম প্রসাদ সোচ নহিঁ সপনে॥

রাম যুদ্ধে সবংশে রাবণকে মারেন ও সীতার সহিত অযোধ্যায় আসেন। সেখানে রাম রাজত্ব করেন—একথা সুর-মুনিরা সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

এই ত রামায়ণের কাহিনী। কিন্তু এই কাহিনীর ভিতর হইতে অর্থ-সংগ্রহ করিয়া রামের সেবক নিজ হৃদয়ের মধ্যে যে রাবণ বাস করে তাহার সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করে :—

"রাম সেবক রাম-নাম প্রীতির সহিত স্মরণ করিয়া বিনাশ্রমে প্রবল মোহ সমূহ জয় করিয়া নিজে ভক্তি-সুখে মগ্ন হইয়া বেড়ায়—নাম-প্রসাদে স্বপ্নেও তাহার দুঃখ থাকে না।"

অর্থাৎ রাম রাবণ মারিয়া অযোধ্যায় রাম-রাজ্য বসাইয়াছিলেন, আর রাম কথা বা রাম-ভক্তি হৃদয়ের রাবণ মারিয়া হৃদয়ে রাম-রাজ্য বসায়।

এই ভাব পর পর কতকগুলি শ্লোকে তুলসীদাস চমৎকার ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"রাম এক তাপস-তিয় তারী।
বালঃ নাম কোটি-খল-কুমতি সুধারী॥
৩৯ ভঞ্জেউ রাম-আপু ভব-চাপু।
ভব-ভয়-ভঞ্জন নাম-প্রতাপু॥

রাম এক তাপস-স্ত্রীকে (অহল্যা) উদ্ধার করিয়াছিলেন, আর রাম-নাম কোটি খল ও কুমতিকে উদ্ধার করিয়াছে। রাম নিজে একটা ধনুক—হরধনুক ভঙ্গ করিয়াছিলেন, আর রাম-নাম প্রভাবে ভব-ভয় ভাঙ্গে।

দণ্ডকবন প্রভু কীন্হ সোহাবন।
বালঃ জন মন অমিত নাম কিয় পাবন॥
৩৯ নিসিচর-নিকর দলে রঘু নন্দন।
নামু সকল-কলি কলুষ-নিকন্দন॥

প্রভু দণ্ডক-বনের শোভা বাড়াইয়াছিলেন—কিন্তু সে ত একটা মাত্র বন, আর তাঁহার নাম অগণিত মানুষের মনের বনকে পবিত্র করিয়াছে। রামচন্দ্র কেবল রাক্ষসদিগকে মারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম কলির পাপ-রূপ সকল রাক্ষস বধ করে।

তুলসীর বিচার অনুসারে রাম-নাম নির্গুণ ও সগুণ—এই দুই ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে বড়। বেশ তার্কিকের মত যুক্তি দ্বারা তুলসী ইহা প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন—

বাল: **অগুন সগুন দুই ব্রহ্ম-সরূপা।**
৩৮ **অকথ অগাধ অনাদি অনূপা॥**
মোরে মত বড় নামু দুহু তে।
কিয় জেহি জুগ নিজ বস নিজ বুতে॥

ব্রহ্মের দুইটা স্বরূপ—নির্গুণ ও সগুণ। এই দুই-ই অবর্ণনীয়, অগাধ, অনাদি অনুপম। কিন্তু আমার মতে এই দুই হইতেই রাম-নাম বড়, কেননা এই নাম নিজের জোরে সগুণ নির্গুণ উভয়কেই নিজের বশে রাখিয়াছে।

কারণ—

ব্যাপকু একু ব্রহ্ম অবিনাসী।
সত চেতন-ঘন আনন্দ রাসী॥
অস প্রভু হৃদয় অছত অবিকারী।
সকল জীব জগ দীন দুখারী॥
নাম-নিরূপন নাম-জতন তেঁ।
সোউ প্রগটত জিমি মোল রতন তেঁ॥

ব্রহ্ম অবিনাশী, সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, এক ও ব্যাপক। এইপ্রকার অবিকার ব্রহ্ম হৃদয়েই আছেন, তবু তাঁহার হৃদয়ে থাকা সত্বেও জগতে সকল জীবই দীন-দুঃখী হইয়া আছে। যেমন রত্ন পরীক্ষা করিলে রত্নের মূল্য বাহির হয় তেমনি হৃদয়ে রাম-নাম প্রতিষ্ঠা করিলে, রাম-নামের যত্ন করিলে হৃদয়স্থিত ব্রহ্মও প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

নাম অগুণ ও সগুণ—এই দুই স্বরূপের মাঝামাঝি, উহা অবলম্বন করিয়া দুই-ই পাওয়া যায়।

বাল: **অগুন সগুন বিচ নাম সুসাখী।**
৩৯ **উভয় প্রবোধক চতুর দুভাখী॥**

অগুণ ও সগুণের মধ্যে নাম সাক্ষীস্বরূপ হইয়া আছে, দুই জনের কথা বুঝাইবার জন্য নাম চতুর দোভাষী।

সগুণ ও অগুণ—এই দুইয়েরই প্রকাশকারী বলিয়া নাম নির্গুণ সগুণ হইতেও বড়।

নিরগুন তেঁ এহি ভাঁতি বড়
বাল: **নাম-প্রভাউ অপার।**
৪০ **কহেউ নামু বড় রাম তেঁ**
নিজ বিচার অনুসার॥

নামের অপার প্রভাব এবং এইজন্য নাম লওয়া নির্গুণস্বরূপ উপাসনা হইতেও বড়। আমার নিজের বিবেচনায় একথা বলিতেছি যে, রাম অপেক্ষাও রামের নাম বড়।

এই ভাবেই আরও অনেকগুলি শ্লোকে তুলসীদাস প্রকাশ করিয়াছেন :—

বাল: **ব্রহ্ম রাম তেঁ নামু বড় বর-দায়ক-বর-দানি।**
৪১ **রামচরিত সত-কোটি মহঁ লিয় মহেস জিয় জানি॥**

ব্রহ্ম-নাম হইতেও রাম-নাম বড়। যাঁহারা বর দেন রাম-নাম তাঁহাদিগকেও বর দেয়। শত কোটি রাম-চরিত মধ্যে 'রাম'-নামই মহেশ এই ভাবে হৃদয়ে জানিয়া লইয়াছিলেন।

রাম-নাম কল্পতরুর মত—উহার নিকট যাহা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়।

বাল: **"নামু রাম কো কল্পতরু কলি কল্যান-নিবাসু।**
৪২ **জো সুমিরত ভয়ো ভাঙ্গ তে তুলসী তুলসীদাসু॥**

রাম-নাম কল্পতরু, কলির কল্যাণের আলয়। এই নাম স্মরণ করিয়াই যে তুলসীদাস ভাঙ্গের মত ছিল, সে তুলসী গাছের মত হইয়া গিয়াছে।

তুলসী হৃদয় খুলিয়া রাম-নামের বন্দনা করিতেছেন :—

বন্দউঁ রাম-নাম রঘুবর কো।
বাল: **হেতু কৃসানু ভানু-হিমকর কো॥**
৩৪ **বিধি হরি-হর ময় বেদ-প্রাণ সো।**
অগুন অনুপম গুন-নিধান সো॥

রঘুবরের রাম-নাম বন্দনা করি, তিনি আগুন, সূর্য ও চন্দ্রের উৎপত্তির হেতু। এই রাম-নাম হরিহরময়, ইহাই বেদের প্রাণ ইহাই অনুপম অগুণ ও সগুণের ভাণ্ডার।

এই নামের প্রতি প্রীতিতে তুলসীদাসের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে :—

বাল: **বরষা ঋতু রঘুপতি ভগতি তুলসী সালি সুদাস।**
৩৫ **রামনাম বর বরন জুগ সাবন ভাদব মাস॥**

রঘুপতির ভক্তি বর্ষাকাল, আর দাস তুলসী হইতেছে শালী ধান। সেই ধানের পক্ষে 'রাম' এই দুই অক্ষর শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মত।

সেই রামের প্রতি তুলসীর ভক্তি যেন অটল থাকে :—

সঠ সেবক কী প্রীতি রুচি রখিহহিঁ
বাল: **রাম কৃপালু।**
১৪ **উপল কিয়ে জলজান জেহিঁ সচিব**
সুমতি কপি ভালু॥

কৃপালু রাম, আমার মত দুষ্ট সেবকের প্রতি প্রীতি রাখিও। রামচন্দ্র, সমর্থ তুমি সকলই করিতে পার। তুমি শিলা জলে ভাসাইয়াছিলে, তুমি বানর-ভালুককে মন্ত্রী করিয়াছিলে, কাজেই আমার মত অধমকেও কৃপা করিও।

রাম ত জানেন তুলসী দাস কত ক্ষুদ্র, তাঁহার কাছে ত সে কথা গোপন নাই। কোথায় রামচন্দ্র আর কোথায় তুলসীর মত ক্ষুদ্র লোক নিজেকে তাঁহার সেবক বলার অভিমান করে!

বাল: **হোঁহু কহাবত সব কহত রাম সহত উপহাস।**
৪৫ **সাহিব সীতানাথ সে সেবক তুলসীদাস॥**

একথা আমি বলাই, আর লোকেও এ কথা বলে যে, সীতানাথের মত প্রভুর সেবক হইতেছে তুলসীদাস, প্রভু তুমি সে উপহাসও সহ্য কর।

তুলসী বলিতেছেন—হৃদয়ের ভিতর-বাহির উজ্জ্বল করার একমাত্র উপায় হইতেছে রাম নামের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা।

বাল: **রাম-নাম-মনি-দীপ ধরু জীহ দেহরীদ্বার।**
৩১ **তুলসী ভীতর বাহরহুঁ জৌচাহসি উঁজিয়ার॥**

দেহ হইতেছে মন্দির, আর জিহ্বা সেই মন্দিরের দরজার দেহড়ী বা পৈঠা। যদি দেহের ভিতর ও বাহির আলো করিতে চাও তবে রাম-নামের মণি-দীপ জিহ্বার দেউড়ীতে রাখ।

তুলসীর ভিতর-বাহির রাম-নামে উজ্জ্বল হইয়াছে। তাই তিনি জগৎ রামময় দেখিয়া জগতের চেতন অচেতন সকলকেই রামজ্ঞানে প্রণাম জানাইতেছেন।

বাল: **জড় চেতন জগ জীব জত সকল রামময় জানি।**
১৫ **বন্দউঁ সবকে পদকমল সদা জোরি জুগ পানি॥**

জড় ও চেতন জগতের যত জীব আছে সে সকলকেই রামময় জানিয়া যুক্তকরে সকলের চরণ-কমল প্রণাম করিতেছি।

তুলসী একটা কথার উপর বড় জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন—রামনামে রুচি আনার জন্য, বা ধর্মপথে এতটুকুও অগ্রসর হওয়ার জন্য সৎসঙ্গ আবশ্যক। সৎসঙ্গের মহিমার কথা বলিয়া বলিয়া তুলসী কখনো ক্লান্ত হ'ন নাই। সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য শুনিয়াই তিনি গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন।

সাধুচরিত শুভ সরিস কপাসু।
বাল: **নিরস বিসদ গুনময় ফল জাসু॥**
৬ **জো সহি দুখ পরছিদ্র দুরাবা।**
বন্দনীয় জেহি জগ জস পাবা॥

সাধুদের শুভ চরিত্র কার্পাসের মত, উহার ফল রস-শূন্য (সংসারের বিষয়ে) হইলেও বিশেষ গুণময়। কার্পাস নিজে দুঃখ সহ্য করে (ধুনুরী তাহাকে পিটায়, তাঁতি তাহাকে বুনায়, ধোপা তাহাকে আছড়ায়) তবুও সে অপরের ছিদ্র ঢাকে। সাধুও তেমনি নিজে কষ্ট সহ্য করিয়া অপরের দোষ ঢাকেন।

সাধুরা চলৎ তীর্থের মত। লোককে গিয়া পবিত্র হইতে হয়, সাধুরা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ান ও লোককে তীর্থ-ফল দেন।

বাল: **মুদ-মঙ্গল-ময় সন্তসমাজু।**
৬ **জো জগ জঙ্গম তীরথরাজু॥**

সাধুর সঙ্গ আনন্দ ও মঙ্গল-দায়ক সাধুরা জগতে তীর্থরাজ প্রয়াগের মত, অথচ সচল।

তীর্থ-স্নানের ফল তখন তখন দেখা যায় না। কিন্তু সৎসঙ্গ করা রূপ সচল তীর্থ-স্নানের ফল সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়।

বাল: ৭১৮ **মজ্জনফল পেখিয় তত কালা।**
বন্দউঁ সন্ত সমানচিত হিত অনহিত নহিঁ কোউ।
অঞ্জলিগত শুভ সুমন জিমি সম সুগন্ধ কর দোউ॥

সাধুদিগকে বন্দনা করি, তাঁহারা সমচিত্ত, অর্থাৎ তাঁহারা হিতকারী ও অহিতকারী এই ভেদ করেন না। অঞ্জলিতে করিয়া ফুল লইলে, ফুল যেমন ডান হাত বাঁ হাত বিচার না করিয়া দুই হাতকেই সমান সুগন্ধ দেয়, সাধুরাও তেমনি আপন পর বা প্রিয় অপ্রিয় বিচাব না করিয়া সকলেরই হিত করেন।

বাল: **বিনু সত সঙ্গ বিবেক ন হোঈ।**
৭ **রাম কৃপা বিনু সুলভ ন সোঈ॥**

সৎসঙ্গ না হইলে বিবেক হয় না, রাম-কৃপা ভিন্ন সৎসঙ্গ পাওয়া সহজ নয়।

হনুমানের সহিত বিভীষণের সাক্ষাৎ হইলে, বিভীষণের মনে ভরসা হইল যে, তাঁহার উপর হরির কৃপা হইয়াছে—

সুন্দর **অব মোহি ভা ভরোস হনুমন্তা।**
৬ **বিনু হরিকৃপা মিলহিঁ নহিঁ সন্তা॥**

কেননা "হরির কৃপা ভিন্ন সাধুর সাক্ষাৎ হয়ই না।"

রাম-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে রামকে দেখার জন্য সনকাদি মুনিরা আসিলেন। এই সাধুদিগকে দেখিয়া রামচন্দ্র নিজকে ভাগ্যবান মনে করিলেন ও বলিলেন—

আজু ধন্য মৈ সুনহু মুনীসা।
উত্তর **তুম্হরে দরস জাহিঁ অঘ খীসা॥**
৫৫ **বড়ে ভাগ পাইয় সতসঙ্গা।**
বিনহিঁ প্রয়াস হোই ভবভঙ্গা॥

মুনিগণ, আজ আমি ধন্য হইলাম, তোমাদের দর্শনে সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায়। বড় ভাগ্যে সৎসঙ্গ পাওয়া যায়, উহাতে অক্লেশে ভব-বন্ধন কাটিয়া যায়।

ইহার পরেই ভরত রামচন্দ্রকে সাধুদের লক্ষণ কি তাহা বলিতে অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র বলেন :—

বিষয় অলংপট শীল গুনাকর।
পরদুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর॥
সম অভূতরিপু বিমদ বিরাগী।
উত্তর **লোভামরষ হরষ ভয় ত্যাগী॥**
৬০ **কোমলচিত দীনন্হ পর দায়া।**
মন বচ ক্রম মম ভগতি অমায়া॥
সবহিঁ মানপ্রদ আপু অমানী।
ভরত প্রানসম মম তেঁ প্রানী॥

সাধুরা বিষয় ভোগে অলিপ্ত, তাঁহারা শীল ও গুণের আকর। তাঁহারা পরের দুঃখে দুঃখ পান, সুখে সুখ পান। তাঁহারা সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন, তাঁহাদের শত্রু কেহ নাই, তাঁহাদের অহঙ্কার নাই এবং তাঁহারা বিরাগ লইয়াছেন। তাঁহারা লোভ ক্রোধ হর্ষ ও ভয় ত্যাগ করিরা থাকেন।

তাঁহাদের চিত্ত কোমল, দীনের প্রতি তাঁহারা দয়া করেন, কায়মনোবাক্যে অকপটে আমাকে ভক্তি করেন। তাঁহারা সকলকে মান দেন, নিজে অভিমান-শূন্য। ভরত, এই প্রকার লোকেরাই আমার প্রাণের মত প্রিয়।

উত্তর **নিন্দা অস্তুতি উভয় সম মমতা মম পদকঞ্জ।**
৬১ **তে সজ্জন মম প্রানপ্রিয় গুনমন্দির সুখপুঞ্জ॥**

যাঁহাদের নিকট নিন্দা ও স্তুতি দুই-ই সমান, আমার পদ-কমলে যাঁহাদের মমতা আছে সেই সজ্জনেরা আমার প্রাণপ্রিয়। তাঁহারা গুণের মন্দির ও সুখের সমষ্টি।

সাধুরা :—

গাবহিঁ সুনহিঁ সদা মম লীলা।
অরণ্য **হেতুরহিত পর-হিত রত-সীলা॥**
৫৮ **সুনু মুনি সাধুন কে গুন জেতে।**
কহি ন সকহিঁ সারদ শ্রুতি তেতে।

গরুড় কাক ভূষণ্ডীর সৎসঙ্গ করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলে শিব পার্বতীকে বলিতেছেন :—

উত্তর **গিরিজা সন্ত সমাগম সম ন লাভ কছু আন।**
২১৮ **বিনু হরি কৃপা ন হোই সো গাবহিঁ বেদ পুরান॥**

গিরিজা, সাধুর সঙ্গের মত আর কোনও লাভ নাই। বেদ ও পুরাণে বলে যে হরি-কৃপা ছাড়া সৎসঙ্গ হয় না।

অবশেষে তুলসীদাস সৎসঙ্গ প্রিয়দিগকেই রাম-কথা শুনার অধিকারী করিয়া রামায়ণ শেষ করিয়াছেন :—

উত্তর **রামকথা কে তে অধিকারী।**
২২০ **জিন্হ কে সতসঙ্গতি অতি প্যারী॥**

রাম কথা শুনার তাহারাই অধিকারী যাহাদের সাধুসঙ্গ অতিশয় ভাল লাগে।

এমনি করিয়া তুলসীদাস—

উত্তর ২০১ **কলি-মল-সমনি মনো মল হরনী।**

রাম-কথা-গান- শেষ করিয়াছেন।

সৎসঙ্গ করিলে ভক্তি দেখা দেয়—আর ভক্তিই এক মাত্র কামনার জিনিস। বার বার তুলসী এই কথাই বলিয়াছেন যে, সৎসঙ্গ কর। হরি কৃপা হইলেই সৎসঙ্গ পাইবে। সৎসঙ্গে রাম-কথা শুনিবে—রাম-ভক্তি আসিবে। রামের প্রতি ভক্তিই চরম পাওয়ার জিনিস। যে যেখানে যে বর চাহিয়াছে তাহার মধ্যে অবিরল ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শতরূপা যখন ভগবানের ধ্যান করিতেছিলেন তখন ভগবান দেখা দিয়া বলিলেন বর চাও। তিনি বলিলেন :—

বাল: **জে নিজ ভগত নাথ তব অহহীঁ।**
১৭৭ **জো সুখ পাবহি জো গতি লহহীঁ॥**
বাল: **সোই সুখ সোই গতি সোই ভগতি**
১৭৮ **সোই নিজ চরন সনেহু।**
সোই বিবেক সোই রহনি
প্রভু হমহিঁ কৃপা করি দেহু॥

হে নাথ তোমার নিজ ভক্তেরা যে সুখ পায়, যে গতি পায় তুমি আমাকে দয়া করিয়া সেই সুখ, সেই গতি, সেই ভক্তি, তোমার চরণের সেই স্নেহ, সেই বিবেক ও সেই জীবন যাত্রা দাও।"

রামচন্দ্র চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটী গেলেন, সেখান হইতে দণ্ডক বনে গেলেন। তিনি যেখানেই যাইতেছিলেন তাঁহার নিকট হইতে ভক্ত সেবকেরা অবিরল ভক্তির আশীর্বাদ লইতেছিলেন।

যখন জটায়ুর সহিত দেখা হইল সে তখন তাঁহার পথ চাহিয়াই প্রাণ রাখিয়াছে—সে

অবিরল ভগতি মাঁগি বর গীধ গয়উ হরিধাম।
অরণ্য **তিহি কী ক্রিয়া জথোচিত নিজ কর**
৩১ **কীন্হী রাম॥**

অবিরল ভক্তির বর চাহিয়া বৈকুণ্ঠে গেল। রাম নিজ হাতে তাহার সৎকার করিলেন।

পরে সুতীক্ষ্ণ মুনির সহিত দেখা হইলে মুনির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া রাম বলিলেন—বর লও। সুতীক্ষ্ণ বলে আমি কি জানি?

অরণ্য **তুমহিঁ নীক লাগই রঘুরাঈ।**
১৫ **সো মোহি দেহু দাস-সুখ-দাঈ॥**
অবিরল ভগতি বিরতি বিজ্ঞানা।
হোহু সকল-গুন জ্ঞান নিধানা॥

সবরীর সহিত দেখা হইলে নবধা ভক্তি কি সে সম্বন্ধে তিনি তাহাকে উপদেশ দিলেন।

অরণ্য ৪৩ **প্রথম ভগতি সন্তন্হ কর সঙ্গা।**
দুষরি রতি মম কথাপ্রসঙ্গা॥
৪৪ **গুরু-পদ-পঙ্কজ-সেবা তীসরি ভগতি অমান।**
চৌথি ভগতি মম গুনগন করই কপট তজি গান॥

বিবর প্রবেশ করিয়া হনুমানের সহিস তপস্বিনী স্বয়ংপ্রভাব দেখা হইলে তপস্বিনী তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়া রঘুপতির নিকট আসিলেন।

কিষ্কি ২১ **নানা ভাঁতি বিনয় তেহি কীন্হী।**
অনপায়নী ভগতি প্রভু দীন্হী॥

রঘুনাথের নিকট তপস্বিনী নানা প্রকারে বিনয় করিলেন, প্রভু তখন তাহাকে অনপায়িনী ভক্তি দিলেন।

অনন্য ভক্তি বা অবিরল ভক্তি কাহাকে বলে তাহা রামচন্দ্র হনুমানকে উপদেশ দেওয়ার সময় পরিষ্কার করিয়াছেন :—

কিষ্কি ৫ **সো অনন্য জাকে অসি মতি ন টরই হনুমন্ত।**
মৈঁ সেবক সচরাচর রূপ স্বামি ভগবন্ত॥

হনুমান, তাহারই অনন্য ভক্তি হইয়াছে যাহার এই বিশ্বাস স্থির থাকে যে, আমি সেবক আর স্থাবর-জঙ্গম-স্বরূপ ভগবান প্রভু। এই বিশ্বাস হইলে প্রভুর সহিত সে লীন হইয়া যায়।

যে ভক্তিতে প্রভু গলিয়া যান, ভক্তকে ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হয় সেই অনন্য ভক্তির কথা প্রভু বিভীষণকেও শুনাইয়াছিলেন :—

সুন্দর ৪৮ **জননী জনক বন্ধু সুত দারা।**
তনু ধন ভবন সুহৃদ পরিবারা॥
সব কৈ মমতা তাগ বটোরী।
মম পদ মনহিঁ বাধ বরি ডোরী॥
সমদরসী ইচ্ছা কছু নাহীঁ।
হরষ সোক ভয় নহিঁ মন মাহীঁ॥
অস সজ্জন মম উর বস কৈসে।
লোভী হৃদয় বসই ধন জৈসে॥

যে জন পিতামাতা, ভাই-পুত্র-স্ত্রী, শরীর, ধন ও বাড়ী, সুহৃদ্ ও পরিবার—এই সকলের উপর মমতার বাঁধনের দড়ি একত্র করিয়া সেই দড়ি দিয়া নিজের মনকে আমার পায়ে বাঁধে, অর্থাৎ যে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ীর উপর মমতা রামচন্দ্রের উপর অর্পণ করেন, যে সমদৃষ্টি পাইয়াছে, অর্থাৎ যে শত্রু-মিত্র সমান দেখে, যাহার নিজের কোনও ইচ্ছাই নাই, যাহার মনে হর্ষ শোক ভয় নাই সেই প্রকার সজ্জন আমার হৃদয়ে তেমনি ভাবে বাস করে যেমন করিয়া লোভীর হৃদয়ে ধনের আকাঙ্ক্ষা বাস করে।

তুলসীদাস এই অনন্য ভক্তি পাইয়াছিলেন। রামচন্দ্রই ছিলেন তাঁহার সর্বস্ব ও একমাত্র আপনার জিনিষ। এই সম্পর্ক বজায় রাখিয়া তবে তিনি অন্য বন্ধন স্বীকার করিতেন। তুলসীদাস রাম কৃপায় 'ভাং' হইতে 'তুলসী' হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি নিজের সৎসঙ্গ তাঁহার রামায়ণের ভিতর দিয়া পাঠকদিগকে দিয়াছেন। তুলসীর মহৎ সঙ্গরূপ তাঁহার কৃত রামায়ণ পাঠ আমাদিগকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও রাম-ভক্তি দিক্।

তুলসী চরিত

তুলসীদাসজীর সত্য চরিত হইতেছে তাঁহার রামায়ণ। কিন্তু রামায়ণে যে তুলসীর পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ছাড়াও তুলসীর জন্ম মৃত্যু ও কর্ম সম্বন্ধে পাঠকের জানার কৌতূহল হয়। সেই কৌতূহল মিটাইবার মত সামগ্রী তুলসীদাস নিজে বিশেষ কিছু রাখিয়া যান নাই, কাজেই অনেকটা অনুমানের ও প্রবাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাঁহার জন্মস্থান কোথায়, কখন জন্মিয়াছিলেন, পিতামাতা কাহারা ছিলেন, বিবাহ হইয়াছিল কি না এবং কোথায় হইয়াছিল—এ সমস্ত সম্বন্ধ নানা গল্প ও লেখা চলিত আছে, এবং কোনটা সত্য তাহা এতাবৎ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যে সকল বিষয়ে অনেকে বিশ্বাস রাখেন তাহাই এখানে কিছু কিছু জানাইতেছি।

বান্দা জিলার রাজাপুরে ইহাঁর জন্মস্থান। সম্ভবতঃ ১৫৮৯ সংবতে বা ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে তুলসী জন্মেন। তাঁহার মৃত্যু হয় ১৬৮০ সংবৎ বা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ বর্তমান সময় (১৯৪৫ খৃঃ) হইতে প্রায় দুইশত দশ বৎসর পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করেন। প্রায় ৯০ বৎসর তাঁহার জীবন কাল।

অল্প বয়সেই পিতামাতা তাঁহাকে ত্যাগ করেন—হয়ত অল্প বয়সের রাখিয়া তাঁহারা মারা যান। কবিতাবলীতে তুলসীদাস নিজে লিখিয়াছেন :—

"মাতু পিতা জগ জাই তজ্যো"

বিনয় পত্রিকার দুই স্থানেও ঐ কথারই উল্লেখ রহিয়াছে—

"জনক জননি তজ্যো জনমি"

অপর স্থানে—

"তজ্যু তজ্যো কুটিল কীট জ্যোঁ তজ্যো মাতাপিতা হু।"

মাতাপিতা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি অবহেলার ভিতর বড় হইয়া উঠিতেছিলেন—এ খেদ তাঁহার ছিল। কিন্তু—

কাহে কো রোস দোস কাহি ধোঁ মেরে হি
অভাগ মোসোঁ সকুচত সব ছুই ছাহুঁ।

রোষ কেন, দোষই বা কাহাকে দিব? আমারই অভাগ্য যে আমার মত লোকের ছায়া ছুঁইতেও লোকে সঙ্কোচ করে। তুলসীকে

"দুখিত দেখ সন্তন কহেউ সোচৌ জনি মন মাহুঁ।
তোসে পশু পাঁবর পাতকি পরিহরে ন
সরন গয়ে রঘুবর ওর নিবাহুঁ॥

দুঃখিত দেখিয়া সাধুরা বলেন যে, মনে দুঃখ করিও না, তোমার মত পশু ও নীচ পাতকীও রঘুবীরের শরণ লইলে তিনি পরিত্যাগ করেন না, ব্যবস্থা করিয়া দেন।

এই রঘুবীরের সন্ধানেই তুলসী ফিরেন এবং এমন ভাবে রঘুবীরকে নিজের মত করিয়া পান যে, তিনি রঘুবীরের দুলাল হইয়া পড়েন।

তুলসীর জীবন আরম্ভ হয় গুরুর নিকট। কে গুরু ছিলেন তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া যান নাই। রামায়ণের গুরু প্রণামে আছে।

"বন্দউঁ গুরুপদ কঞ্জ কৃপাসিন্ধু নর রূপ হরি।"

হয়ত শ্রীনরহরি দাসজী তুলসীর গুরু ছিলেন। অনেকে সেই অনুমান করেন। গুরুর প্রেমে তুলসীর হৃদয় ভরিয়াছিল। তিনি গুরুর নিকটেই রামকথা শুনেন:—

মৈঁ পুনি নিজ গুরু সন সুনী কথা সো সুকর খেত।
সমুঝী নহিঁ তসি বালপন তব অতি রহেউঁ অচেত॥

"আমি আবার শূকর ক্ষেত্রে (বর্তমান সোরোঁ) সেই কথা গুরুর নিকট শুনি। সেই বাল্যকালে তাহা তেমন ভাবে বুঝি নাই, তখন বড় অচেতন ছিলাম।" গুরুর দেওয়া বীজ তাঁহার অচেতন হৃদয়ে পড়িয়া পরে যে অক্ষয় বটে পরিণত হইয়াছিল তুলসী সারা জীবনে তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

তুলসী বিবাহ করিয়াছিলেন কিনা ও সন্তানাদি হইয়াছিল কিনা ঠিক জানা যায় নাই। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর প্রেরনাতে তাঁহার বৈরাগ্য লওয়ার গল্পটা খুবই প্রচলিত আছে। তুলসী বড়ই স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন—একদণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। স্ত্রীর বাপের বাড়ী যাওয়া ঘটিত না। দুই বার লোক ফিরাইয়া দেওয়ায় যখন তুলসী বাড়ীর বাহিরে গিয়াছেন তখন তুলসীর স্ত্রী নিজেই বাপের বাড়ী চলিয়া যান।

তুলসী বাড়ী আসিয়া প্রতিবেশীর নিকট জানেন যে, স্ত্রী বাপের বাড়ী গিয়াছেন। তখন তিনিও পিছু পিছু সেইখানেই গিয়া উপস্থিত হ'ন। স্ত্রী বড় লজ্জা পান ও তিরস্কার করিয়া বলেন যে, এই হাড়-মাংসের উপর যে টান তাহা রঘুনাথের উপর দিলে তোমার কাজ হইত। তুলসীর ইহাতে চৈতন্য হয়। তিনি গৃহ-ত্যাগ করিয়া বিরাগী হইয়া কাশীতে আসেন। অতঃপর কাশীই তাঁহার নিজের স্থান হয়। বিশ্বনাথ এই গৃহ-হীনের গৃহ বিশেষ করিয়া কাশীতেই দেন।

তুলসীদাস প্রথম প্রথম কাশীতে হনুমান ফাটকে থাকিতেন। কিন্তু মুসলমানদের উৎপাতে সেখান হইতে গোপাল মন্দিরে যান। গোপাল মন্দিরে বল্লভকুলী গোসাঁইদের সাথে মত ভেদ হওয়ায় তিনি অসি ঘাটে চলিয়া আসেন। এইখানে মন্দিরে ও গুহায় তিনি শেষ পর্যন্ত বাস করিয়া গিয়াছেন। ভ্রমণও তিনি সারা জীবন ধরিয়া করিয়াছেন। অযোধ্যা, চিত্রকূট, পঞ্চবটী, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য, ইত্যাদি স্থানে ঘুরিয়াছেন, আবার কাশীতে আসিয়াছেন।

অলৌকিক ঘটনা

মহাপুরুষের সহিত অলৌকিক ঘটনার সংযোগ থাকাই চাই—তুলসীর সম্বন্ধেই বা সেগুলির উল্লেখ না থাকিলে কি করিয়া চলে! গুটি কতক জনপ্রিয় অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

রাম দর্শন

তুলসী এক পথের ধারে কুল গাছের গোড়ায় রোজ জল দিতেন। একদিন গাছের ভূত-যোনী বলে যে, তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি তুমি কি চাও? তুলসী বলেন—রামকে স্বচক্ষে দেখিতে চাই। ভূত বলে—তাহা দেখাইবার যদি শক্তি থাকিত তবে আর এই নিকৃষ্ট যোনীতে থাকিব কেন? তারপর তুলসীকে সেই এই সন্ধান দেয় যে, অমুক স্থানে রামায়ণ পাঠের সময় এক দরিদ্রের বেশে হনুমান রামায়ণ শুনিতে আসে, তাহাকে ধরিলে কাজ হইবে। তুলসী তাহাই করেন। তুলসীর ভক্তিতে—সন্তুষ্ট হইয়া হনুমানজী আজ্ঞা দেন যে, চিত্রকূটে দেখা হইবে। একদিন তিনি দেখেন—ঘোড়ায় চড়িয়া দুই শিকারী মৃগয়া করিতে যাইতেছে। তুলসী কোনও

সাধারণ শিকারী মনে করিয়া গ্রাহ্য করেন না। পরে হনুমানজী জিজ্ঞাসা করেন—দেখিলে? তুলসী আকুল হইয়া বলেন—চিনিতে পারি নাই। পরে হনুমানের কৃপায় একদিন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা যেন রাম-লীলা অভিনয় করিতেছেন এই মূর্তিতে তুলসীকে দেখা দেন। তুলসীর সশরীরে সাক্ষাৎকার হয়।

বাদশাহ একবার তুলসীকে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাঁহার অলৌকিক কার্য দেখাইতে বলেন। তুলসী বলেন—রাম নাম ছাড়া তাঁহার আর কোনও পুঁজি নাই। বাদশাহ তাহা না শুনিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে বন্দীখানায় রাখেন। তুলসীদাসজী তখন আর্ত হইয়া হনুমানের স্মরণ করেন। রাজমহল বানরে ভরিয়া যায়। উহারা রাজপুরী উজার করে। বাদশাহ তখন তুলসীর নিকট ক্ষমা চান। তুলসী বলেন তুমি অন্যত্র গিয়া বাস কর, অন্যত্র রাজধানী বসাও, তোমার ভাল হইবে, এ স্থান হনুমানজীর হইয়া গিয়াছে। বাদশাহ তাহাই করেন।

স্বামীর সহিত সহমরণে উদ্যত এক নারীকে দেখিয়া তুলসীর কৃপা হয়। শুনা যায় যে তুলসী তাহার স্বামীকে বাঁচাইয়া দেন।

কিন্তু তাহার অপেক্ষাও মনোরম কথা রবীন্দ্রনাথ 'ভক্তমাল' হইত সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। রমণীকে তুলসী বলিলেন—

"ধরা ছাড়ি কেন নারী স্বর্গ চাহ তুমি"
সাধু হাসি কহে—
"হে জননী, স্বর্গ যাঁর, এ ধরণীভূমি
তাঁহারি কি নহে?"
নারী বলে—স্বামী যদি পাই
স্বর্গ দূরে থাক্।

তুলসী আশ্বাস দেন—মাসেকের মধ্যে স্বামী পাইবে। এই বলিয়া তিনি তাহাকে মন্ত্র দিয়া ঘরে ফিরাইয়া পাঠান।

তুলসী প্রত্যহ
কি তাহারে মন্ত্র দেয়, নারী একমনে
ধ্যায় অহরহ।
মাসেকের পরে কৌতূহলে প্রতিবেশীরা জিজ্ঞাসা করে—
পেলে-স্বামী?—নারী হাসি বলে
পেয়েছি তাঁহারে।
রয়েছেন প্রভু অহরহ আমার অন্তরে।

তুলসী নিজের জীবনকালে অগণিত লোকের উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন এবং আজো কত দুষ্ট পাপী তুলসীর কৃপায় রাম-প্রসাদ পাইতেছে।

চোরের পরিবর্তন। কাশীতে আহারাদির পর বাসনপত্র বাহিরেই ফেলিয়া রাখিতেন। চোরের লোভ হয়। চোর আসে, কিন্তু একজনকে ধনুক-বাণ লইয়া পাহারা দিতে দেখিয়া চোরেরা ভয়ে পালায়। একাধিকবার এইরূপ দেখিয়া চোর গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করে যে, একজন শ্যামবর্ণ বালক ধনুক-বাণ লইয়া পাহারা দেয়—সে কে? তুলসী বুঝিলেন তাহার বাসন-পাহারা রামচন্দ্রের দিতে হইতেছে। সেইদিন যাহা কিছু বাসন-পত্র ছিল সমস্ত বিলাইয়া দিয়া তিনি সম্পূর্ণ রিক্ত হইলেন—রামচন্দ্রের ছুটি হইল। আরও একটা চোরের গল্প আছে :—

একদিন কাশীতে আঁধার রাতে ঘরে ফিরিতেছিলেন এমন সময় চোরেরা ঘিরিয়া ফেলে। গোসাঁইজী অবিচলিত চিত্তে হনুমানজীর স্মরণ করিয়া এই দোঁহা বলেন—

বাসর ঢাসনি কৈ ঢাকা, রজনী চাহুঁ দিসি চোর।
দলত দয়ানিধি দেখিয়ে, কপি কেসরী কিসোর॥

হনুমানজী উপস্থিত হইয়া চোর তাড়াইয়া দেন। তুলসীদাসজী বৃন্দাবন গিয়াছেন—সীতারাম নাম উচ্চারণ সেখানে করার জো নাই চারিদিক হইতে রাধাকৃষ্ণ রব উঠিতে থাকে। তুলসী এক ঘরেই থাকেন, এদিকে ওদিকে আর বাহির হন না। এক বৈষ্ণব রাম-মন্দিরে লইয়া যাইবে বলিয়া ফাঁকি দিয়া তাঁহাকে মদন গোপাল মন্দিরে লইয়া যায়, বলে রামচন্দ্রজী দেখ। গোসাঁইজী মূর্তির হাতে বাঁশী দেখিয়া এই দোঁহা বলেন :—

কহা কহোঁ ছবি আজকী ভলে বনো হো নাথ।
তুলসী মস্তক জব নবৈ ধনুষ বান লো হাথ॥

আজিকার শোভার কথা কি বলিব? হে নাথ, বেশ ত সাজিয়াছ। তুলসী যখন মাথা নত করিবে তখন হাতে ধনুর্বাণ লইও। মদন গোপালজী বাঁশী লুকাইয়া হাতে ধনুর্বান লইয়া দেখা দেন। তখন তুলসী বলেন—

"ক্রীট মুকট মাথে ধর্‍্যো ধনুষ বান লিয় হাথ।
তুলসী নিজ জন কারনে নাথ ভয়ে রঘুনাথ॥

তুলসীর রামভক্তি মানুষ ও দেবতা সকলকে গলাইয়া গিয়াছে। তুলসী এই কলিকালেই বাস করিয়া গিয়াছেন। কলির আচার তাঁহাকে কেমন ব্যথিত করিত তাহা তিনি রামায়ণে ও অন্য দোঁহাতে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

কলি বর্ণনা

সোই সয়ান জো পরধন হারী।
জোকর দম্ভ সো বড় আচারী॥
জো কহ ঝুঠ মসখরী জানা।
কলিযুগ সোই গুনবন্ত বখানা॥

জাকে নখ অরু জটা বিসালা।
সোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা॥
হরই সিষ্যধন সোক ন হরঈ।
সো গুরু ঘোর নরক পরঈ॥
মাতুপিতা বালকন্হ বোলাবহিঁ।
উদর ভরই সোই ধরমু সিখাবহিঁ॥
বহুদাম সবাঁরহি ধাম জতী।
বিষয়া হরি লীন্হি বিরতী।
তপসী ধনবন্ত দরিদ্র গৃহী।
কলি কৌতুক তাত ন জাত কহী।
নৃপ পাপ পরায়ণ ধর্ম নহীঁ।
করি দণ্ড বিড়ম্ব প্রজা নিতহীঁ॥

যে পরের ধন হরণ করিতে পারে সেই চতুর, যাহার দম্ভ বড় বেশী সেই হইল বড় ভাল আচরণকারী। যে মিথ্যা কথা বলিতে ও ব্যঙ্গ করিতে জানে কলিকালে সেই গুণবান্ বলিয়া আদর পায়। যাহার বড় বড় নখ ও বিশাল জটা সেই কলিকালের প্রসিদ্ধ তপস্বী। গুরু সেই যে শিষ্যের ধন হরণ করিতে পারে, শোক হরণ করে না। সে গুরু ঘোর নরকে পড়ে। বাপ-মায়েরা ছেলেকে ডাকাইয়া শিখায় যে পেট ভরানোটাই হইতেছে ধর্ম

যতি সন্ন্যাসীর বাড়ী-ঘর-সম্পদের শেষ নাই। বিষয়-আসক্তি তাহাদের বৈরাগ্য নষ্ট করিয়াছে। তপস্বীরা ধনবান, আর গৃহী হইতেছে দরিদ্র—কলির এ কৌতুকের কথা বলিয়া উঠা যায় না। রাজা পাপ-পরায়ণ, তাহারও ধর্ম নাই, প্রজাদিগকে দণ্ড দিয়া বিড়ম্বনায় ফেলে।

এ ত মাত্র দুই চারিটা কথায় কলিকালের অবস্থা বুঝানো হইল। কিন্তু তুলসীদাসজী বিস্তৃতভাবেই ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। আজকালের—কলিকালের যে কি কি দুঃখ সে বিষয়ে তিনি ভুক্তভোগী। কেননা তিনি চোখ-কাণ খুলিয়াই কাজ করিতেন, সেই জন্য কোথায় কি চলিতেছে তাহাও জানিতেন। বস্তুতঃ কলিতে যেমন করিয়াই হউক পেট-পালনই ধর্ম বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে জীবিকার মত প্রধান বিষয়েই উচিত অনুচিত বিচার করা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ফলে জীবনের প্রত্যেক অঙ্গেই দম্ভের সহিত অধর্ম প্রবেশ করিয়াছে। এই পাপ জগতের নর-নারীকে দুঃখী করিয়াছে। সে দুঃখে তুলসী ব্যথিত। এই অধর্ম পরায়ণতাই দারিদ্য আনিয়াছে। দরিদ্র আর নারায়ণ নয়, দরিদ্রই দাস—এইভাবে সমাজ দরিদ্রকে পীড়ন করিয়া অর্থবানের অর্থ বাড়াইবার পথ করিয়া দিয়াছে। গরীবের উপর তুলসীর স্বাভাবিক প্রীতি! তাঁহার রাম-সীতাও গরীবেই বিশেষ পক্ষপাতী—

"বন্দউঁ সীতারাম পদ জিনহহিঁ পরম প্রিয়খিন্ন"

এই খিন্নের ক্লিষ্টের আর্তের সেবাই তুলসীদাসজীর নিকট রঘুনাথের সেবা। তুলসী নিজে বিষয়-বিরাগী হইলেও সংসারে অন্ন-বস্ত্রের আয়োজনের অভাবের কষ্ট যে কত বড় জিনিষ তাহা খুব বুঝিতেন। বিলাসিতা করা এক, আর অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানও না করিতে পারা আর। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, সমাজে এই অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করার পথেও অন্তরায় আছে। তাই ব্যথিত হইয়া সংসারে সব চাইতে গুরু দুঃখ কি তাহার স্বাভাবিক উত্তর তিনি হৃদয় হইতে দিয়াছেন। তাঁহার মতে সবচেয়ে গুরু দুঃখ হইতেছে দারিদ্র্য।

গরুড় ভুষণ্ডীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—

বড় দুঃখ কবন কবন সুখ ভারী।
সোউ সংছেপ হি কহহু বিচারী॥

বড় দুঃখ ও সুখ কি তাহা সংক্ষেপে বল। ইহার উত্তরে ভুষণ্ডী বলিতেছেন—

"নহিঁ দরিদ্র সম দুখ জগমাহীঁ"

"জগতে দারিদ্রের মত দুঃখ নাই।" কলিকালই, অথবা কলিকালের অধর্মই এই দুঃখ সম্ভব করিতে পারিয়াছে। মানুষের ভিতর ধর্মভাব থাকিলে, পরের জন্য সত্য অনুমতি থাকিলে সমাজে ঐ প্রকার বিষমতা থাকিতে পারে না। তিনি এই দুঃখের অবস্থা দূর করিয়া সুখের অবস্থা আনিতে চাহিতেন—উহাই রামরাজ্য :—

কাহারও দুঃখ শোক নাই, কেহ নির্ধন নাই, অকাল মৃত্যু নাই, দাম্ভিক পরশ্রীকাতর নাই"—এই আদর্শ অবস্থা আনার জন্য তুলসী জীবন দিয়াছেন। সে আদর্শ অবস্থা আনার পথ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। কলির মল—কলির দোষ হইতে মানস রোগের উৎপত্তি হয়। সেই রোগের যে ঔষধের তিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এই :—

"রাম কৃপা নাসহিঁ সব রোগা।
জো এহি ভাঁতি বনই সংযোগা॥

রাম কৃপা সকল রোগ—দারিদ্র্য দম্ভ, হিংসা, ক্রোধ আদি সকল রোগ নাশ করিতে পারে যদি নিম্নলিখিত সংযোগ হয়।

সদগুরু বৈদ্য বচন বিশ্বাসা।
সংজম যহ ন বিষয় কৈ আসা॥
রঘুপতি ভগতি সজীবন মূরী।
অনুপান শ্রদ্ধা মতিপূরী॥

সৎগুরুরূপ চিকিৎসকের কথায় বিশ্বাস, বিষয়-আশা ত্যাগ করিয়া সংযম রক্ষা করা ও সঞ্জীবনী-মূল-স্বরূপ রঘুপতি-ভক্তি, শ্রদ্ধা অনুপানের সহিত ঔষধ বলিয়া সেবন করা।

সমাজের ব্যাধি তুলসী দেখিয়াছেন। উহা দূর করিবার উপায় আয়োজন-বাড়ানোতে নাই অনেক বস্ত্র তৈয়ার করাতে, অনেক চাষ আবাদ করাতে, অনেক জিনিষ উৎপাদন করাতে নাই। যাহারা অনেক উৎপাদন করে তাহারাও দুঃখ এড়াইতে পারে না। দুঃখ দূর করিবার উপায় মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন করা এবং সৎসঙ্গ ও ঈশ্বর-ভক্তি। দরিদ্রের প্রতি প্রীতির জন্য তুলসী তাহাদের সহিত এক হইয়া গিয়াছিলেন। যেখানে সুযোগ পাইয়াছেন ব্যাক্তিগতভাবে দরিদ্রের সেবা করিয়াছেন। এই সেবায় দুই চারিটা মাত্রই লোকে জানিয়াছে, প্রবাদে চলিয়া আসিয়াছে। কাশীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য দেখিয়া গঙ্গাকে দিয়া অনেকটা জমি তাহার জীবিকার জন্য দেওয়াইয়া দেন। অযোধ্যার এক ভঙ্গী (মেথর) কাশীতে আসিলে তাহাকে অন্তরের আনন্দে আলিঙ্গন করেন, যত্ন করিয়া সেবা করিয়া দেশে যাইতে দেন। চিত্রকূটে একজনার দারিদ্র্য মোচনের জন্য তাঁহার কৃপায় দরিদ্র্য-মোচন-শিলার উদ্ভব হয়। উহা এখনো আছে।

তুলসী জগতে দুঃখ কি তাহা জানিয়াছেন এবং তাহারাই প্রতিকারের পথ আবিষ্কার করিয়া বড় দৃঢ়তার সহিত জগৎকে জানাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন দিয়া যে ব্রত—যে রঘুনাথ সেবাব্রত তিনি পালন করিয়াছেন, সৎসঙ্গের যে মহিমা তিনি দেখিয়াছেন, সেই পথ দৃঢ়ভাবে লোককেও লইতে বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রামায়ণ সেই অভিজ্ঞতার ফল। তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে, বিশ্বাস করিয়া তাঁহার রামায়ণ কথা যে নিরন্তর শুনিবে তাহার হরিভক্তি হইবেই হইবে। হরিভক্তি হইলে সকল দারিদ্য, সকল দুঃখ, সকল অন্যায়ের শান্তি হইবে। তাঁহার রাম-কথা—

"কলি মল সমনি মনোমল হরনী।"

তুলসীদাস অনেক অলৌকিক কাজ করিয়া থাকিবেন। তিনি শক্তিমান পুরুষ ছিলেন, তাঁহার আবেদন বিশ্বেশ্বরের নিকট পহুঁছিত। তাঁহার এত জোর ছিল যে, তিনি কখনও বা হনুমান ও ভরতকে উকীল লাগাইয়া লক্ষ্মণকে দিয়া আবেদন পাঠাইয়া কাজ সারিয়া লইতেন। বিনয় পত্রিকা তুলসীদাস লেখেন, উহা লিখিয়া রামজীর নিকট পেশ করার সময় তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, রঘুনাথ যেন স্বয়ং উহা পড়েন।

"বিনয় পত্রিকা দীন কী বাপু আপুহী বাঁচো।"

দীনের বিনয় পত্রিকা, পিতা, তুমি নিজেই পড়িও। বিনয় পত্রিকার ২৭৮ শ্লোকে হনুমান ভরত শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণকে অনুরোধ জানাইতেছেন যে, সুযোগ পাইলে সুপারিশ করিয়া তাঁহারা যেন তাঁহার কাজটা করাইয়া দেন। ঐ পুস্তকের পরবর্ত্তী অর্থাৎ শেষ শ্লোকে লিখিতেছেন—হনুমান ও ভরতের কথায় লক্ষ্মণ তুলসী দাসের দরখাস্ত প্রভুর নিকট পেশ করেন।

"বিহঁসি রাম কহ্যো সত্যহৈ সুধি মৈঁ হু লহীহৈ

প্রভু হাসিয়া বলেন—হাঁ আমিও খবর পাইয়াছি।"

তুলসীর পক্ষে অলৌকিক কিছুতে আশ্চর্য্য হওয়ার কারণ নাই। তবে একথাও ঠিক যে, তাঁহার সবচেয়ে বড় অলৌকিক কাণ্ড হইতেছে তাঁহার রাম-চরিত-মানস রচনা। উহা যেন কলুষ-নাশিণী গঙ্গা। যেমন ভাষা, যেমন রুচি তেমনি তাহার ফল। সর্ব দুঃখ-দোষ দূর করার পথ আবিষ্কার করিয়া ভারতেব চল্লিশকোটি লোকের মধ্যে তাহা বিলাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থাও তুলসী করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

যে রাম নাম তুলসীর প্রিয় সেই নাম লইতে লইতেই সজ্ঞানে তিনি প্রস্থান করেন। তাঁহার শেষ শ্লোক হইতেছে—

রাম নাম জস বরনিকৈ হোন চহত অব মৌন।
তুলসীকে মুখ দীজিয়ে অবহী তুলসী সোন।

মৃত্যুকালে রঘুনাথ তুলসীকে শারীরিক কষ্ট দিয়াছেন। তাঁহার বাহুতে বিষ ফোঁড়া হয়। দুষ্ট ব্রণ (ইরিসিপেলাস বা প্লেগ)—এমন কিছু হইয়া থাকিবে। অসিঘাটে অন্তিম সময় পর্য্যন্ত হনুমানজীকে ও রামচন্দ্রকে নিজের শরীরের ব্যথা জানাইতেছিলেন। ভক্তের কী সে আর্তি! 'হনুমান বাহুকে'র (কবিতাবলির শেষ অংশ) শেষ শ্লোকগুলি একেবারে মৃত্যুর সময় লেখা। সমস্তই হনুমান ও রামচন্দ্রের কাছে নিবেদনে পূর্ণ। ২৬৩।২৬৪ শ্লোকে রামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়া তুলসীদাস বলিতেছেন—যখন সকল রকমে ধনহীন বিষয়হীন ছিলাম তখন তুমি নিজের করিয়া লইয়াছিলে। যখন মান বাড়িল তখন অভিমান আসিল। ইহাতেই বুঝিতেছি বিষ ফোঁড়ার উপলক্ষ করিয়া রাম-রাজার নিমক প্রতি রোঁয়া হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ব্যাধিতে সমস্ত হাতটা পাকিয়া গিয়া থাকিবে। ঐ 'হনুমান বাহুকে' হনুমানজী রামজী ও মহাদেবজীর বন্দনা আছে। সর্বশেষে অন্তিম নিবেদনে তুলসী বলিতেছেন—"বুঝিয়াছি আমার কর্মের ফল মিলিতেছে, এখন আমি চুপ করিলাম।" তারপর আর একটি দোঁহা উচ্চারণ করিয়া দেহান্ত করেন। সে দোঁহাটি এই—

রাম নাম জস বরনিকৈ হোন চহত অব মৌন।
তুলসীকে মুখ দীজিয়ে অবহী তুলসী সোন॥

যে জিহ্বা রামনাম বর্ণনা করিত এখন তাহা মৌন হইতে চায়, এখন তুলসীর মুখে তুলসী-পত্র ও সোনা দাও।

দেহান্ত হইলেও তুলসীদাস গোসাঁই আজিও ভারতের ঘরে ঘরে রাম নাম গাহিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার আশীর্বাদে কোনও দিন কলির রাজ্য দূর হইবে, তুলসী যে পথ দেখাইয়াছেন সেই পথে ধর্ম-রাজ্য বা রাম-রাজ্য বসিবে।

তুলসীদাসের জীবনীর কথা শেষ হইল। তাঁহার জীবনী অপেক্ষা তাঁহার চরিত আমাদের আবশ্যক। সে চরিত-কথা তাঁহার রাম-চরিত-মানসে বিপুল পরিমাণে আছে। তিনি অণুভব জ্ঞানী ছিলেন। মানসে যাহা নিজের অভিজ্ঞতা তাহাই লিখিয়াছেন—বানাইয়া লিখেন নাই। তিনি যে আব্দার করিয়া রঘুনাথকে বিনয়-পত্রিকা পড়িতে বলিয়াছেন—যে আর্তিতে 'হনুমান বাহুকে' মৃত্যু কালে রঘুনাথকে ও হনুমানজীকে ডাকিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ও তাহার অন্যথা হইলেই আশ্চর্য হইতে হইত এবং রাম-চরিত-মানসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইত। রাম-চরিত-মানস ত "দন্ত কথা" নয়, উহা ভক্তের বুক চিরিয়া বাহির হইয়াছে। যে ভক্তিভাবে তুলসী রঘুনাথকে দেখিতেন তাহা তিনি দুইবার রঘুনাথের মুখ দিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভুষণ্ডীর একবার মোহ হয়, পরে (প্রভুর কৃপায়) সে মোহ হইতে মুক্ত হইলে রঘুনাথ রাম তাহাকে উপদেশ ও আশীর্বাদ দিতে গিয়া বলেন :

উত্তর ১৭১
এক পিতা কে বিপুল কুমারা।
হোহিঁ পৃথক গুন সীল অচারা॥
কোউ পণ্ডিত কোউ তাপস জ্ঞাতা।
কোউ ধনবন্ত সূর কোউ দাতা॥
কোউ সর্বজ্ঞ ধর্মরত কোঈ।
সবপর প্রীতি পিতহি সম হোঈ॥
কোউ পিতু ভগত বচন মন কর্মা।
সপনেহু জান ন দুসর ধর্মা॥
সো সুত প্রিয় পিতু প্রানসমানা।
জদ্যপি সো সব ভাঁতি অযানা॥

এক পিতার অনেক পুত্র হয়, এক এক জনের এক এক রকম গুণ ও শীল হয়, কেহ পণ্ডিত, কেহ তপস্বী কেহ সর্বজ্ঞ কেহ বা ধর্মরত হয়। কিন্তু সকলের উপরই পিতার প্রীতি সমান থাকে। কেহ কায়মনোবাক্যে যদি পিতার ভক্ত হয়, স্বপ্নেও অন্য ধর্ম না জানে তবে সে পুত্র পিতার প্রাণের সমান হয়—সে অতিশয় অজ্ঞান হইলেও প্রাণের মতই প্রিয় হয়।

রঘুনাথজীর এই প্রকার প্রাণ-সম পুত্র হওয়ার সাধনাই তুলসীদাস করিয়াছিলেন এবং তিনি যে প্রাণ সমান প্রিয় হইয়াছিলেন তাহা গোসাইজীও জানিতেন।

নারদ একবার বিরহ-কাতর রঘুনাথের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিতেছেন যে, প্রভু, তুমি কেন তখন বিবাহ করিতে দাও নাই? রঘুনাথ বলিলেন :—

সুনু মুনি তোহি কহউঁ সহরোসা।
ভজহিঁ জে মোহি ত্যাজি সকল ভরোসা॥
অরণ্য ৫৫
করউঁ সদা তিন্হ কৈ রখবারী।
জিমি বালক হি রাখ মহতারী॥
গহ সিসু বচ্ছ অনল অহি ধাঈ।
তহঁ রাখই জননী অরু গাঈ॥
প্রৌঢ় ভয়ে তেহি সুত পর মাতা।
প্রীতি করই নহিঁ পাছিল বাতা॥
মোরে প্রৌঢ় তনয় সম জ্ঞানী।
বালক সুতসম দাস অমানী॥

মুনি শোন, তোমাকে সানন্দে বলিতেছি—"যে ভরসা ত্যাগ করিয়া আমার ভজনা করে, আমি সর্বদা তাহাকে তেমনি রক্ষা করিয়া থাকি, যেমন মা ছেলেকে করে।

যদি শিশু আগুন ধরিতে যায়, যদি বৎস সাপ ধরিতে যায়, তবে মাতা ও গাই বালক ও বৎসকে ধরিয়া রাখে। যখন সন্তান বড় হয় তখন তাহার জন্য মায়ের আর পূর্বকার প্রীতি থাকে না। জ্ঞানী আমার পৌঢ় পুত্রের মত, আর অমানী দাস আমার বালক পুত্রের মত।

তুলসীদাসজী রাম-সীতার এই বালক পুত্র হইতে চাহিয়াছিলেন, হইয়াও ছিলেন। তিনি বরাবরই বালক পুত্রের আদর পাইয়া গিয়াছেন এবং সকলকে শিশুর মতই হইতে অর্থাৎ অমানী ভক্ত হইতে অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছেন। এই নির্ভর পরায়ণ নিরহঙ্কার ভক্তি হইতেই তুলসী তাঁহার বিনয় পত্রিকা নিবেদন করিয়াছেন, এই ভক্তি হইতেই রাম-চরিত-মানস উৎপন্ন। তুলসী আব্দার করিতেন শিশু পুত্রের মতই, রাম-সীতা সে আব্দার রাখিতেন।

তুলসী লিখিত ছয়খানা বড় ও ছয়খানা ছোট গ্রন্থ আছে। বড়গুলি—দোহাবলী, গীতাবলী, বিনয়-পত্রিকা, কবিত্ব রামায়ণ, রামাজ্ঞা, রাম-চরিত-মানস। ছোটগুলি—রাম-লীলা নহছু, বরবৈ রামায়ণ, জানকী-মঙ্গল, বৈরাগ্য-সন্দীপনী, পার্বতী-মঙ্গল, কৃষ্ণ-গীতাবলী।

তুলসী-চরিত সামাপ্ত।

তুলসীদাসকৃত রামনাম রটনা

ামবামদিসি জানকী, লষণ দাহিনী ওর।
ধ্যান সকল কল্যানময়, সুরতরু তুলসী তোর॥ ১

রামনাম মনি দীপ ধরু, জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহিরহু, জো চাহসি উজিয়ার॥ ২

রামনামকো অঙ্ক হৈ, সব সাধন হৈঁ সুন।
অঙ্ক গয়ে কছু হাথ নহিঁ, অঙ্ক রহে দসগুন॥ ৩

রামনামকো কল্পতরু, কলি কল্যাননিবাস।
জো সুমিরত ভয়ো ভাঁগতে, তুলসী তুলসীদাস॥ ৪

রামনাম জপি জীহ জন, ভয়ে সুকৃত সুখসালি।
তুলসী যহাঁ জো আলসী, গয়ো আজুকী কালি॥ ৫

রামনাম সুমিরত সুজস, ভাজন ভয়ো কুজাত।
কুতরু কুসুরপুর রাজ মগ, লহত ভুবনবিখ্যাত॥ ৬

রামনাম অবলম্ব বিনু, পরমারথকী আস।
বরসত বারিদ বুন্দ গহি, চাহত চঢ়ন অকাস॥ ৭

রামনাম বর বরন জুগ, সাবন ভাদো মাস।
বর্ষাঋতু রঘুপতিভগতি, তুলসীদাস সুদাস॥ ৮

রামনাম নরকেসরী, কনককসিপু কলিকাল।
জাপক জন প্রহ্লাদজিমি, পালহিঁ দলি সুরসাল॥ ৯

রামনাম কলি কামতরু, সকল সুমঙ্গলকন্দ।
সুমিরত করতল সিদ্ধি সব, পগ পগ পরমানন্দ॥ ১০

রামনাম কলি কামতরু, রামভক্তি সুরধেনু।
সকল সুমঙ্গলমুল জগ, গুরুপদপঙ্কজরেনু। ১১

রামনাম পরতাপতে, প্রীতি প্রতীতি ভরোস।
সো তুলসী সুমিরত সকল, সগুন সুমঙ্গলকোস॥ ১২

রামনাম সব ধর্মময়, জানত তুলসীদাস।
যথা ভূমি বস বীজমেঁ, নখতনিবাস অকাস। ১৩

রামনাম নিত কহত হর, গাবত বেদ পুরান।
হরন অমঙ্গল অঘ অখিল, করত সকল কল্যান॥ ১৪

রামনাম সুমিরত মিটহিঁ, তুলসী কঠিন কলেস।
স্বারথ সুখ সুপনেহু অগম, পরমারথ পরবেস॥ ১৫

রামনামকী লুট হৈ, লুটী জায় সো লুট।
অন্তকাল পছতায়গো, প্রান জায়ঁগে ছুট॥ ১৬

রামনাম কহবো করো, জবলগি ঘটমে প্রান।
কবহুঁ দীনদয়ালুকে, ভনক পরৈগী কান॥ ১৭

রামনামরতি রামগতি, রামনাম বিস্বাস।
সুমিরত সুভ মঙ্গল কুসল, চহুঁ দিসি তুলসীদাস॥ ১৮

নাম ললিত লীলা ললিত, ললিতরূপ রঘুনাথ।
ললিত বসন ভূষন ললিত, ললিত অনুজ সিসুসাথ॥ ১৯

রাম ভরত লছমন ললিত, সত্রুসমন সুভ নাম।
সুমিরত দসরথসুবন সব, পূজহিঁ সব মনকাম॥ ২০

ইতি রামনামরটনা সম্পূর্ণ

রামচরিতমানস

বা

তুলসীকৃত রামায়ণ

(মূল ও ভাষা টীকা সহিত)

——):০:(——

বালকাণ্ড

বর্ণানামর্থসঙ্ঘানাং রসানাং ছন্দসামপি।
মঙ্গলানাং চ কর্তারৌ বন্দে বাণীবিনায়কৌ॥ ১

বর্ণ ও অর্থসমূহ এবং রস ও ছন্দের কর্তা, মঙ্গলকারী সরস্বতী এবং গণেশকে প্রণাম করি।

ভবানীশঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপিণৌ।
যাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধাঃ স্বান্তঃস্থমীশ্বরম্॥ ২

ভবানী ও শঙ্কর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রূপে হৃদয়ে বাস করেন। তাঁহাদিগকে ছাড়া সিদ্ধগণও নিজ অন্তঃকরণস্থ ঈশ্বরকে দেখিতে পান না। সেই ভবানী ও শঙ্করকে প্রণাম করি।

বন্দে বোধময়ং নিত্যং গুরুং শঙ্কররূপিণম্।
যমাশ্রিতো হি বক্রোঽপি চন্দ্রঃ সর্বত্র বন্দ্যতে॥ ৩

যিনি সর্বদা জ্ঞানময় শঙ্কররূপী গুরু, যাঁহার আশ্রয় পাইয়া বাঁকা চাঁদও বন্দিত হয়, সেই শঙ্করকে বন্দনা করি।

সীতারামগুণগ্রামপুণ্যারণ্যবিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বরকপীশ্বরৌ॥ ৪

সীতা-রামের গুণগ্রামরূপ পুণ্য-বন-বিহারী বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-রূপ কবীশ্বর বাল্মীকি ও কপীশ্বর হনুমানকে বন্দনা করি।

উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম্॥ ৫

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী, ক্লেশহারিণী, কল্যাণকারিণী রাম-মন ভবানী সীতাজীকে নমস্কার করি।

যন্মায়াবশবর্তি বিশ্বমখিলং ব্রহ্মাদিদেবাসুরা
যৎসত্ত্বাদমৃষেব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ।
যৎপাদপ্লব এক এব হি ভবাম্ভোধেস্তিতীর্ষাবতাং
বন্দেঽহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিম্॥ ৬

এই অখিল বিশ্ব ও ব্রহ্মাদি-দেবগণ, যাঁহার মায়ার বশবর্তী, যাঁহার সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন এই অনিত্য সংসার রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় নিত্য বলিয়া মনে হয়, সেই অশেষ কারণেও যিনি ঊর্দ্ধে, যিনি বিষ্ণুরূপী রাম-নামধারী ঈশ্বর, যাঁহার পদপল্লব ভব-সাগর পার হওয়ার একমাত্র উপায়, তাঁহাকে প্রণাম করি।

নানাপুরাণনিগমাগমসম্মতং যদ্-
রামায়ণে নিগদিতং ক্বচিদন্যতোঽপি।
স্বান্তঃ সুখায় তুলসীরঘুনাথগাথা-
ভাষানিবন্ধমতিমঞ্জুলমাতনোতি॥ ৭

অনেক পুরাণ বেদ ও শাস্ত্র-সম্মত যে কথা রামায়ণে আছে, আরও অন্যত্র হইতে (নিজের অনুভব) একত্র করিয়া নিজের অন্তরের সুখের জন্য রঘুনাথজীর গাথা ভাষায় মনোহর ছন্দাদিরূপে বিস্তার পূর্বক তুলসী রচনা করিতেছে।

সোঃ –

জেহি সুমিরত সিধি হোই গননায়ক করি-বর-বদন।
করউ অনুগ্রহ সোই বুদ্ধিরাসি সুভ-গুন-সদন॥ ১

যাঁহাকে স্মরণ করিলে সকল কামনা পূর্ণ হয়, যিনি বুদ্ধির ভাণ্ডার ও গুণধাম সেই কবিবর-বদন গণেশ আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

মূক হোই বাচাল পঙ্গু চঢ়ই গিরিবর গহন।
জাসু কৃপা সো দয়াল দ্রবউ সকল-কলি-মল-দহন॥ ২

যাঁহার কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু দুর্গম পর্বত আরোহণ করিতে পারে, যে দয়ালের কৃপায় সকল কলির পাপ দগ্ধ হয় তিনি আমার প্রতি করুণা করুন।

নীল-সরোরুহ-স্যাম তরুন-অরুন-বারিজ-নয়ন।
করউ সো মম উর ধাম সদা ছীর-সাগর-সয়ন॥ ৩

নীল পদ্মের ন্যায় যাঁহার শ্যাম বর্ণ, কেবল ফুটিতেছে এমন লাল পদ্মের ন্যায় যাঁহার চক্ষু, যিনি সর্বদা ক্ষীর সাগরে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই ভগবান আমার হৃদয়ে বসতি করুন।

কুন্দ-ইন্দু-সম দেহ উমারমন করুনা অয়ন।
জাহি দীন পর নেহ করউ কৃপা মরদন-ময়ন ॥ ৪

কুন্দ ফুলের মত, চাঁদের মত যাঁহার সাদা দেহ, যিনি পর্বতীর সহিত বাস করেন, যিনি করুণাধাম, যাঁহার দীনজনের প্রতি কৃপা আছে, যিনি কামদেবকে ভস্ম করিয়াছেন, সেই শঙ্কর কৃপা করুন।

বন্দউ গুরু-পদ-কঞ্জ কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি।
মহা-মোহ-তম-পুঞ্জ জাসু বচন রবি-কর-নিকর ॥ ৫

যিনি কৃপাসিন্ধু, যিনি নররূপে বিষ্ণু, সূর্যের কিরণ যেমন অন্ধকার দূর করে তেমনি যাঁহার বচনে মহামোহ দূর হয়, সেই গুরুর চরণ-কমল বন্দনা করি।

৬ ॥—বন্দউঁ গুরু-পদ-পদুম-পরাগা।
সুরুচি সুবাস সরস অনুরাগা ॥
অমিয়-মুরি-ময় চুরনু চারু।
সমন সকল-ভব-রুজ-পরিবারু ॥

গুরুর পাদপদ্মের পরাগ বন্দনা করি। উহা সুন্দর, সুবাসিত, রসযুক্ত ও ভক্তিদায়িনী। উহা অমৃতের মূল, ঐ সুন্দর চূর্ণ অমৃতের (মূল) উৎস, উহা সকল প্রকার ভব-ব্যাধির নাশক।

সুকৃত সম্ভুতন বিমল বিভুতী।
মঞ্জুল মঙ্গল মোদ প্রসুতী ॥
জন মন মঞ্জু মুকুর মল হরনী।
কিয়ে তিলকু গুন গন বস করনী ॥

গুরুপদ-রজ শম্ভুর দেহের বিভূতির ন্যায় পুণ্যকারী, উহা সুন্দর, উহা মঙ্গল ও আনন্দদায়ক। জনগণের মনরূপ আরসীর ময়লা তুলিয়া ফেলে এমন সুন্দর এই রজ, উহার যদি তিলক করা যায় তবে সকল সদ্‌গুণ বশে আসে।

শ্রীগুরু পদ নখ মনি গন জোতী।
সুমিরত দিব্য দৃষ্টি হিয় হোতী ॥
দলন মোহতম সো সুপ্রকাসু।
বড়ে ভাগ উর আবই জাসু ॥

শ্রীগুরুর পদনখে মণি সমূহের জ্যোতি রহিয়াছে। সে জ্যোতি এমন যে, তাহা স্মরণ করতেই হৃদয়ে দিব্য দৃষ্টি হয়। ঐ পদনখের জ্যোতি মোহরূপ অন্ধকার দূর করে, সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময়। তাহার বড়ই ভাগ্য যাহার হৃদয়ে ঐ জ্যোতি প্রবেশ করে।

উঘরহি বিমল বিলোচন হী কে।
মিটহিঁ দোষ দুখ ভব রজনী কে ॥
সুঝহিঁ রামচরিতমনিমানিক।
গুপুত প্রকট জহঁ জো জেহি খানিক।

ঐ নখ-জ্যোতি হৃদয়ের বিমল চোখ খুলিয়া দেয়, ভব সংসারের রজনীর দোষ অর্থাৎ অন্ধকার দূর করে। রামচরিত্ররূপ মণিমাণিক্য যেখানে—যে খনিতেই গুপ্ত থাকুক তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়।

জথা সুঅঞ্জন অঞ্জি দৃগ সাধক সিদ্ধ সুজান।
কৌতুক দেখহিঁ সৈল বন ভুতল ভুরি নিধান।

যেমন সাধক সিদ্ধির অঞ্জন চোখে দিয়া শৈল, বন, ভূতল প্রভৃতি অনেক স্থানের কৌতুক দেখে।

৭ ॥ গুরু পদ রজ মৃদু মঞ্জুল অঞ্জন।
নয়ন অমিয় দৃগ দোষ বিভঞ্জন ॥
তেহি করি বিমল বিবেক বিলোচন।
বরনউঁ রামচরিত ভবমোচন ॥

সেইরূপ গুরুর পদরজের সুন্দর অঞ্জন চোখে লাগাই, উহার নয়নামৃত, উহা চোখের বিকার নাশ করে। উহাতেই বিবেক-রূপ নেত্রকে শুদ্ধ করিয়া ভব-মোচন রাম-চরিত বর্ণনা করিতেছি।

বন্দউঁ প্রথম মহী সুর চরনা।
মোহ জনিত সংসয় সব হরনা ॥
সুজনসমাজ সকল গুন খানী।
করউঁ প্রনাম সপ্রেম সুবানী ॥

যে ব্রাহ্মণগণ মোহ-জনিত সংশয় হরণ করিয়া থাকেন প্রথমে তাঁহাদের চরণ বন্দনা করি। সকল গুণের আকর সৎজনের সমাজকে প্রেমের সহিত মিষ্ট বাক্যে প্রণাম করিতেছি।

সাধুচরিত সুভ সরিস কপাসু।
নিরস বিসদ গুনময় ফল জাসু ॥
জো সহি দুখ পরছিদ্র দুরাবা।
বন্দনীয় জেহি জগ জসু পাবা ॥

কাপাসের ফলে রস নাই, কিন্তু উহা গুণময়। কাপাস নিজ দুঃখ সহিয়া (ডলাই ধোনাই কাটাইয়ের পর বোনা হইয়া) পরের ছিদ্র দূর করে, পরের উপকার করে। কাপাস এই জন্য জগতে যশ পাইয়াছে ও বন্দনীয় হইয়াছে। সাধু চরিত্র ব্যক্তিও শুভকর কাপাসের মত নিজে দুঃখ সহিয়া পরের উপকার করে। সাধুদিগকে বন্দনা করি।

মুদ মঙ্গল ময় সন্তসমাজু।
জো জগ জঙ্গম তীরথরাজু।
রামভগতি জহঁ সুরসরি ধারা।
সরসই ব্রহ্ম বিচার প্রচারা ॥

তীরথ রাজু—তীর্থ-রাজ প্রয়াগ। গঙ্গা—যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম। সুরসরি—গঙ্গা। এখানে সাধুসমাজকে প্রয়াগ সঙ্গম বলা হইয়াছে—কেননা সাধুসমাজে রাম-

ভক্তিরূপ গঙ্গার সহিত ব্রহ্মবিচার-রূপ সরস্বতীর বিধি-নিষেধের যমুনা যোগ হইয়া হরিকথার ত্রিবেণী হইয়াছে।

সাধুর সমাজ আনন্দদায়ক ও মঙ্গলময়, উহা যেন জগতে তীর্থরাজ প্রয়াগ, যেখানে রামভক্তি রূপ গঙ্গার সহিত ব্রহ্ম-বিচারের প্রচার রূপ সরস্বতীর যোগ হইয়াছে।

বিধি নিষেধ ময় কলি মল হরনী।
করমকথা রবিনন্দিনি বরনী॥
হরি হর কথা বিরাজিত বেনী।
সুনত সকল মুদ মঙ্গল দেনী।

রবিনন্দিনী—যমুনা।

বিধি-নিষেধময় যে কর্মকথা সাধু সমাজে হয় উহাই প্রয়াগরূপ সাধু-সঙ্গম ক্ষেত্রের কলিমল হরণকারী যমুনা। আর ইহাদের সংযোগে যে হরিকথা হয় তাহাই হইল 'বেণী'। উহা সকল প্রকার মঙ্গল ও আনন্দ দানকারী।

বটু বিস্বাসু অচল নিজ ধর্মা।
তীরথরাজ সমাজ সুকর্মা॥
সবহি সুলভ সব দিন সব দেসা।
সেবত সাদর সমন কলেসা।
অকথ অলৌকিক তীরথরাউ।
দেই সদ্য ফল প্রগট প্রভাউ॥

প্রয়াগে অক্ষয় বট আছে উহার সহিত অচল ধর্মের তুলনা করা হইয়াছে।

সাধু-সমাজ রূপ প্রয়াগে অচল ধর্ম বিশ্বাসই হইতেছে অক্ষয় বট, সমাজের সৎকর্মই এই তীর্থরাজ। প্রয়াগ মাত্র একটি, আর একটা জায়গাতেই আছে কিন্তু সাধু সমাজ রূপ তীর্থরাজ সব দিন সব দেশেই সুলভ। উহার সেবা করিলে মৃত্যু-যন্ত্রণা দূর হয়। এই সাধু-সমাজ রূপ তীর্থ-রাজ অবর্ণনীয়, উহা অলৌকিক, উহার সঙ্গ-ফল সদ্য সদ্য পাওয়া যায়, উহার প্রভাব স্পষ্ট।

দোঃ—সুনি সমুঝহিঁ জন মুদিত মন মজ্জহিঁ অতি অনুরাগ।
লহহিঁ চারি ফল অছত তনু সাধু সমাজ প্রয়াগ।

অছত তনু—তনু থাকিতে, সশরীরে।

যে ব্যক্তি এই সাধু সমাজের কথা শোনে বোঝে ও অতি অনুরাগে সেই কথায় মগ্ন হয়, সে যেন প্রয়াগে স্নান করে। সে সশরীরে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি ফল পায়।

৮, ৯॥ মজ্জনফল পেখিয় ততকালা।
কাক হোহিঁ পিক বকউ মরালা॥
সুনি আচরজ করই জনি কোঈ।
সত সঙ্গতি মহিমা নহিঁ গোঈ॥

জনি—না, গোঈ—গোপন।

এই সাধু-সঙ্গে যে ব্যক্তি মগ্ন হইয়া যায় সে তখন তখনি ফল পায়। যে কাক ছিল সে কোকিল আর যে বক সে হাঁস হয়। এমনি পরিবর্তন ঘটে। এ কথা শুনিয়া আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। সাধু-সঙ্গের মহিমার কথা গোপন নাই।

বালমীকি নারদ ঘটযোনী।
নিজ নিজ মুখনি কহী নিজ হোনী॥
জলচর থলচর নভচর নানা।
জে জড় চেতন জীব জহানা॥
মতি কীরতি গতি ভূতি ভলাঈ।
জব জেহি জতন জহাঁ জেহি পাঈ॥
সো জানব সত সঙ্গ প্রভাউ।
লোকহু বেদ ন আন উপাউ॥

বাল্মীকি, নারদ অগস্ত্য ইত্যাদি মুনিগণ নিজ নিজ কথা নিজ মুখেই বলিয়া গিয়াছেন। সৎসঙ্গের ফলে তাঁহাদের সৎকুলে জন্ম হইয়াছে বা সদ্গতি হইয়াছে। সংসারে জলচর স্থলচর নভচর যত জীব আছে, যত জড় ও চেতন জীব যেখানে আছে, তাহারা বুদ্ধি, যশ, গতি, ঐশ্বর্য ও শুভ যে যাহা পাইয়াছে সে সমস্তই সৎসঙ্গের প্রভাবে পাইয়াছে। বেদে ও লোকে ঐ সকল পাওয়ার অন্য আর উপায় জানা নাই।

বাল্মীকি তাঁহার নিজ কথা শ্রীরামকে এই বলিয়াছেন যে, এক মুনি তাঁহার দুষ্কার্য দেখিয়া তাঁহাকে চেতনা দেন এবং বাল্মীকি তাঁহার সঙ্গ পাইয়া রাম-নাম জপ করিতে করিতে স্বয়ং রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ পান।

নারদ নিজের কথা এই বলিয়াছেন যে, তিনি পূর্বজন্মে এক দাসীপুত্র ছিলেন। মায়ের সহিত ব্রাহ্মণ বাড়ীতে কাজে যাইতেন। সেখানে সৎসঙ্গে তাঁহার এত শুদ্ধ বুদ্ধি হয় যে, মায়ের মৃত্যুর পর একাকী তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। পরজন্মে তিনি ব্রহ্মার ঘরে স্থান পান।

ঘট যোনী—অগস্ত্য মুনি। অগস্ত্য মুনির পিতা শ্রেষ্ঠ মুনি ছিলেন বলিয়াই তিনি ঘটের মধ্যে জন্ম পান।

বিনু সতসঙ্গ বিবেক ন হোঈ।
রামকৃপা বিনু সুলভ ন সোঈ॥
সতসঙ্গতি মুদ মঙ্গল মূলা।
সোই ফল সিধি সব সাধন ফূলা॥

সৎসঙ্গ না হইলে জ্ঞান হয় না। আবার রাম-কৃপা না হইলে সৎসঙ্গ হয় না। সৎসঙ্গ সকল আনন্দ ও মঙ্গলের মূল। উহার ফুল হইতেছে (যজ্ঞ দান তপ ইত্যাদি) সাধন আর ফল হইতেছে সিদ্ধি।

সঠ সুধরহিঁ সতসঙ্গতি পাঈ।
পারস পরসি কুধাতু সোহাঈ॥
বিধিবস সুজন কুসঙ্গতি পরহীঁ।
ফনি মনি সম নিজ গুন অনুসরহীঁ॥

যেমন নিকৃষ্ট ধাতু স্পর্শ-মণির সংস্পর্শে সোনা হয় তেমনি শঠও সৎসঙ্গে শুদ্ধ হয়। যদি সৎলোক বিধিবশে কুসঙ্গে পড়ে তবুও সে দূষিত হয় না, যেমন সাপের মাথার মণি যেমন তেমনি থাকে—সাপের বিষের প্রভাবে মণি দূষিত হয় না।

বিধি হরি হর কবি কোবিদ বানী।
কহত সাধুমহিমা সকুচানী॥
সো মো সন কহি জাত ন কৈসে।
সাকবনিক মনি গুন গন জৈসে॥

সাধু মহিমার কথা বলিতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, পণ্ডিত ও দেবী সরস্বতী সকলেই সঙ্কোচ বোধ করেন। সে কথা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব, যে ব্যক্তি তরকারীর ব্যবসা করে তাহার পক্ষে মণি-মাণিক্যের গুণের কথা বলা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব।

বন্দউঁ সন্ত সমানচিত হিত অনহিত নহিঁ কোউ।
অঞ্জলি গত সুভ সুমন জিমি সম সুগন্ধ কর দোউ॥

সন্ত—সাধু। কোউ—কেহ। সুমন—ফুল। জিমি—যেমন। দোউ—দুই।

সম চিত্ত সাধুর বন্দনা করি, তাঁহার নিকট হিতকারী অহিতকারী (শত্রু মিত্র) কিছু নাই। সমচিত্ত সাধু ফুলের মত। অঞ্জলি ভরিয়া ফুল লইলে উহা ডাহিন ও বাম দুই হাতকেই সমান সুগন্ধ দেয়। সাধু জন শত্রু-মিত্র উভয়কে তেমন সমান সেবা করেন।

সন্ত সরলচিত জগত হিত জানি সুভাউ সনেহু।
বাল বিনয় সুনি করি কৃপা রাম চরন রতি দেহু॥

হে সরল চিত্ত, জগতের হিতব্রত সাধুগণ, আমার প্রীতি ও স্নেহ জানিয়া, বালক আমি, আমার বিনয় শুনিয়া কৃপা কর। রাম-চরণে আমার অনুরাগ দাও।

১০॥ **বহুরি বন্দি খলগন সতিভায়ে।**
জে বিনু কাজ দাহিনেহু বায়ে॥
পর হিত-হানি লাভ জিন কেরে।
উজরে হরষ বিষাদ বসেরে॥

বহুরি—পুনরায়। সতিভায়ে—সত্য করিয়া। বায়ে—বামে। জিন কেরে—যাহার। উজরে—উজাড় বা নাশ হইলে। বসেরে—বসতিতে, স্থায়িত্বে।

আমি খলগণকেও সত্য সত্যই বন্দনা করিতেছি; খলেরা বিনা কাজে ডাহিনে বাঁয়ে আছেই। ইহাদিগকে না চাহিলেও ইহারা সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেই। ইহাদের পরহিত হানি, পরের ভাল বন্ধ করাতেই লাভ, ইহারা কেহ উজাড় হইলে আনন্দিত হয়, কাহারও স্থিতি হইলে বিষণ্ণ হয়।

হরি হর জস রাকেস রাহু সে।
পরঅকাজ ভট সহসবাহু সে।
জে পরদোষ লখহিঁ সহসাখী।
পরহিত ঘৃত জিনকে মন মাখী॥

হরিহর জস রাকেস—হরিহরের যশরূপ পূর্ণচন্দ্র। ভট—সেনা, যোদ্ধা। সহসবাহু—সহস্রবাহু, কার্তবীর্যার্জুন। সহসাখী—সহস্রাক্ষ। মাখী—মাছি, মক্ষিকা।

এই খলেরা বিষ্ণু শিবের যশরূপ পূর্ণচন্দ্রের রাহু-স্বরূপ অর্থাৎ যেখানে ঈশ্বরের যশ গান হয় সেখানে গিয়া অবাচ্য বলিয়া বিঘ্ন উপস্থিত করে। পরের অকাজে খলেরা হাজার হাতে কাজ করে। পরের দোষ ইহারা হাজার চোখ দিয়া দেখে। পরের হিত যদি ঘৃত হয় তবে খলেরা তাহাতে মাছি। মাছি ঘৃতে পড়িয়া নিজে মারা যায়, তথাপি ঘি নষ্ট করিয়া দেয়। খলেরা তেমনি পরের ভাল নিজে মরিয়াও নষ্ট করে।

তেজ কৃসানু রোষ মহিষেসা।
অঘ অবগুন ধন ধনী ধনেসা॥
উদয় কেতুসম হিত সবহী কে।
কুম্ভকরন সম সোবত নীকে॥

কৃসানু—আগুন। মহিষেসা—মহিষাসুর। অঘ—পাপ। অবগুন—অপগুণ, দুষ্টতা। ধনেসা—কুবের। সোবত—ঘুমাইলে। নীকে—ঠিক হয়।

খল এমন যে তাহার তেজ সাধুজনের নিকট আগুনের মত অসহ্য। তাহার রোষ মহিষাসুরের মত ইন্দ্রজয়ী। খলেরা পাপ ও অপগুণের ধনে কুবেরের মত ধনী। খলের উদয় সকলের হিতের পক্ষে কেতুর উদয়ের ন্যায় অমঙ্গল-কারক। খল যদি কুম্ভকর্ণের মত ছয় মাস ঘুমায় ত ঠিক হয়, কেন না সজ্জনেরা তখন স্বস্তি পায়।

পর অকাজু লগি তনু পরিহরহীঁ।
জিমি হিম উপল কৃষী দলি গরহীঁ॥
বন্দউ খল জস সেষ সরোষা।
সহসবদন বরনই পরদোষা॥

জিমি—যেমন। হিম উপল—তুষার। গরহীঁ—গলিয়া যায়। সেষ—শেষ নাগ। সহস বদন—শেষ নাগের সহস্র মুখ। বরনই—বর্ণনা করে।

খল পরের অকাজের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করে—যেমন তুষার কৃষি ক্ষেত্র চাপা দিয়া নষ্ট করিয়া পরে নিজেই গলিয়া নষ্ট হয়। খলকে বন্দনা করি। পরের দোষ বর্ণনা করিতে গিয়া ক্রুদ্ধ শেষ নাগের ন্যায় খলের সহস্র মুখ হয়।

পুঁনি প্রনবউঁ পৃথুরাজ সমানা।
পরঅঘ সুনই সহসদস কানা॥
বহুরি সক্র সম বিনবউঁ তেহী।
সন্তত সুরানীক হিত জেহী॥
বচন-বজ্র জেহি সদা পিআরা।
সহসনয়ন পরদোষ নিহারা॥

পৃথুরাজ—পৃথ্বীরাজ। ইনি এই বর পাইয়াছিলেন যে, দুইটি মাত্র কান দিয়া হাজার কানে শোনার সমান ঈশ্বরের যশ শুনিতে পাইবেন। বিনবউ—বন্দনা করি। তেহী—তাহাকে। সন্তত—সর্বদা।

পৃথ্বীরাজ যেমন দুই কান থাকিলেও, ঈশ্বরের নাম হাজার কান দিয়া শুনিতে পাইতেন—খলেরাও পৃথ্বীরাজেরই মত দশ হাজার কান দিয়া পরের পাপ শোনে। খলকে পুনরায় বন্দনা করি। ইন্দ্রের মত এই খলদিগের কাছে বিনতিও করি। ইন্দ্রের নিকট সুর প্রিয়, খলের নিকট তেমনি সুরা প্রিয়। ইন্দ্রের নিকট বজ্র প্রিয়, খলের নিকট বজ্রের ন্যায় কঠোর বচন উচ্চারণই প্রিয়। ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু আছে, খলও তেমনি সহস্র চক্ষু দিয়া পরদোষ দেখে। খল তাহা হইলে ইন্দ্রেরই সমান বলিয়া ইন্দ্রের ন্যায় তাহারাও বন্দনা করি।

উদাসীন অরি মীত হিত সুনত জরহিঁ খল রীতি।
জানি পানিযুগ জোরি জন বিনতী করউঁ সপ্রীতি॥

মীত—মিত্র। জরহিঁ—জ্বলিয়া যায়।

খলেরা কাহারও হিত দেখিলেই জ্বলিয়া যায়—সে ব্যক্তি উদাসীন হউক, শত্রু হউক, মিত্র হউক, যেই হউক না কেন—ইহাই খলের রীতি। ইহা জানিয়া যুক্ত করে প্রীতির সহিত খলের নিকট বিনয় জানাইতেছি।

১১॥ **মৈঁ অপনী দিসি কীন্হ নিহোরা।**
তিন্হ নিজ ওর ন লাউব ভোরা॥
বায়স পলিঅহি অতি অনুরাগা।
হোহিঁ নিরামিষ কবহুঁ কি কাগা॥

নিহোরা—স্তুতি। তিন্হ—সে, খল। ওর—দিকে। ন লাউব ভোরা—ভোলা মন আনিবে না॥ আমি নিজের দিক হইতে স্তুতি করিলাম, তাই বলিয়া খল তাহাতে ভুলিবে না। অতি অনুরাগে পায়স খওয়াইয়া পালন করিলেও কাক কি কখনও নিরামিষ আহারী হইবে?

বন্দউঁ সন্ত অসজ্জন চরনা।
দুখপ্রদ উভয় বীচ কছু বরনা॥
বিছুরত এক প্রান হরি লেহীঁ।
মিলত এক দারুন দুখ দেহীঁ॥

বীচ—মধ্যে। বরণা—বর্ণনা করা যায়, বলা যায়। বিছুরত—ভুলিয়া গেলে।

আমি সাধু ও অসাধুর চরন বন্দনা করিতেছি উভয়েই দুঃখ-দায়ক, তবে তাহাতে কিছু ভেদ আছে। একজনকে ভুলিলে প্রাণ যেন যায়—আর একজনের সহিত মিলনে দারুণ দুঃখ হয়।

উপজহিঁ এক সঙ্গ জগ মাহীঁ।
জলজ জোঁক জিমি গুন বিলগাহীঁ।
সুধা সুরা সম সাধু অসাধু।
জনক এক জগ জলধি অগাধু॥

উপজহিঁ—উৎপন্ন। জগমাহীঁ—জলমধ্যে। জলজ—পদ্ম। বিলগাহীঁ—বিভিন্ন।

জোঁক আর পদ্ম একই সাথে জলে জন্মে, কিন্তু উভয়ের গুণ ভিন্ন। সাধু ও অসাধুও একই সংসারে উৎপন্ন। সুধা ও সুরা তেমনি একই অগাধ সমুদ্রে উৎপন্ন।

ভল অনভল নিজ নিজ করতূতী।
লহত সুজস অপলোক বিভূতি॥
সুধা সুধাকর সুরসরি সাধু।
গরল অনল কলি মল সরি ব্যাধু॥
গুন অবগুন জানত সব কোঈ।
জো জেহি ভাব নীক তেহি সোঈ॥

অনভল—মন্দ। করতূতী—কৃতি। সুরসরি—গঙ্গা। সরি—সরিৎ, নদী। কলিমল সরি·কর্মনাশা নদী। ব্যাধু—অসাধু, দুষ্ট। নীক—প্রিয়।

ভাল ও মন্দ যারা নিজ নিজ কৃতি অনুসারে লোকে সুযশ ও অপযশ লয়। সাধুদের তুলনা—সুধা-সুধাকর-সুরসরি অর্থাৎ প্রাণ-দান কারী অমৃত, শীতল চন্দ্র ও পবিত্র কারণী গঙ্গা, আর অসাধুদের তুলনা—গরল-অনল-কলিমল সরি অর্থাৎ প্রাণঘাতী বিষ, জ্বালাময় আগুন ও কর্মনাশকারী কর্মনাশা। লোকে গুণ অপগুণ কি তাহা জানে। যাহার যাহা ভাল লাগে সে তাহাই লয়।

ভলো ভলাইহি পৈ লহই লহই নিচাইহি নীচু।
সুধা সরাহিয় অমরতা গরল সরাহিয় মীচু॥

সরাহিয়—প্রশংসা করে।

যাহারা ভাল তাহার ভালই অর্থাৎ ভাল পথ লয়, আর যাহারা নীচ তাহারা নীচ পথ লয়। সুধার প্রশংসা অমরতায়, গরলের প্রশংসা মৃত্যুতে। অর্থাৎ সুধার প্রশংসার মাপ হইতেছে উহাতে কত শীঘ্র অমরতা পাওয়া যায়, আর বিষের প্রশংসার মাপ হইতেছে উহাতে কত শীঘ্র মৃত্যু পাওয়া যায়।

১২॥ **খল অঘ অগুন সাধু গুন গাহা।**
উভয় অপার উদধি অবগাহা॥
তেহি তেঁ কছু গুন দোষ বখানে।
সংগ্রহ ত্যাগ ন বিনু পহিচানে॥

গাহা—গ্রহণ করে। অবগাহা—গভীর। তেহি তেঁ—সেই জন্য। পহিচানে—পরিচয়ে।

খলেরা অপগুণ গ্রহণ করে আর সাধু গুণ গ্রহণ করেন। উভয়েই অপার গভীর সমুদ্রের ন্যায়। সেই জন্য কিছু দোষ ও গুণ ব্যাখ্যা করিলাম, কেননা বিনা পরিচয়ে কিছু গ্রহণ বা ত্যাগ করা যায় না।

ভলেউ পোচ সব বিধি উপজায়ে।
গনি গুন দোষ বেদ বিলগায়ে।
কহহিঁ বেদ ইতিহাস পুরানা।
বিধিপ্রপঞ্চু গুন অবগুন সানা।

উ—আর। পোচ—মন্দ। বিলগায়ে—বিলগ অর্থাৎ ভেদ করিয়াছেন। পপঞ্চ—মায়া। সোনা—ব্যাপ্ত।

ভাল ও মন্দ এ দুই-ই বিধি উৎপন্ন করিয়াছেন। দোষ ও গুণ অনুসারে বেদ ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন। বেদ ইতিহাস ও পুরাণ—এ সকলে এই কথাই বলে যে, বিধির মায়ায় গুণ ও অপগুণ দুই-ই একত্রে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

দুখ সুখ পাপ পুন্য দিন রাতী।
সাধু অসাধু সুজাতি কুজাতী।
দানব দেব ঊঁচ অরু নীচু।
অমিয় সজীবন মাহুর মীচু।

দুঃখ সুখ, পাপ পুণ্য, দিন রাত্রি, সাধু অসাধু, সুজাতি কুজাতি, দানব দেব, উচ্চ ও নীচ, জীবন দানকারী অমৃত ও প্রাণঘাতি বিষ—

মায়া ব্রহ্ম জীব জগদীসা।
লচ্ছি অলচ্ছি রঙ্ক অবনীসা।
কাসী মগ সুরসরি ক্রমনাসা।
মরু মারব মহিদেব গবাসা।
সরগ নরক অনুরাগ বিরাগা।
নিগম অগম গুন দোষ বিভাগা।

রঙ্ক—দরিদ্র। অবনীসা—অবনীপতি, রাজা। মগ—মগধ। মহিদেব—ব্রাহ্মণ। গবাসা—কসাই বা গোখাদক। নিগমঅগম—বেদাদি।

মায়া ও ব্রহ্ম, জীব ও জগদীশ, লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী, দরিদ্র ও রাজা, কাশী মগধ, গঙ্গা ও কর্মনাশা, মরু ও মালবদেশ, ব্রাহ্মণ ও কসাই, স্বর্গ ও নরক, অনুরাগ ও বিরাগ—এ সকলই গুণ-দোষ অনুসারে বেদ পৃথক করিয়া গিয়াছেন।

জড় চেতন গুন দোষ ময় বিস্ব কীন্হ করতার।
সন্ত হংস গুন গহহিঁ পয় পরিহরি বারি বিকার।

করতার—কর্তা, স্রষ্টা, বিধাতা। জড় ও চেতন গুণ ও দোষময় করিয়া বিধাতা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। হংস যেমন জল ত্যাগ করিয়া দুধটাই গ্রহণ করে তেমনি সাধুরা বিকাররূপ জল ত্যাগ করিয়া গুণরূপ দুধ মাত্র গ্রহণ করেন।

১৩, ১৪। অস বিবেক জব দেই বিধাতা।
১৫, ১৬। তব তজি দোষ গুনহি মনু রাতা।
কালসুভাউ করম বরিয়াঈ।
ভলেউ প্রকৃতি বস চুকই ভলাঈ।

অস—এই। রাতা—রত হয়, লাগে। বরিয়াঈ—প্রবল। ভলেউ—ভাল লোকও। চুক—ভুল।

গুণ-দোষময় সংসার, এই জ্ঞান যখন বিধাতা দেন, তখন দোষ ত্যাগ করিয়া গুণের দিকেই মন রত হয়। কিন্তু সময় স্বভাব ও কাল প্রবল বলিয়া ভাল লোকও মায়া বশে ভাল করিতে ভুল করিয়া ফেলে।

সো সুধারি হরিজন জিমি লেহীঁ।
দলি দুখ দোষ বিমল জসু দেহীঁ।
খলউ করহিঁ ভল পায় সুসঙ্গূ।
মিটই ন মলিন সুভাউ অভঙ্গূ।

হরিজন—হরিভক্তজন, সাধু। সুধারি—শুদ্ধ করিয়া।

সাধুরা সে সকল শুদ্ধ করিয়া ভক্তের মত করিয়া ল'ন, দুঃখ দোষ দলন করিয়া বিমল যশ দেন। সুসঙ্গ পাইলে খলও ভালই করে, কিন্তু কুসঙ্গে মলিন স্বভাবে দূর হয় না।

লখি সুবেষ জগবঞ্চক জেউ।
বেষ প্রতাপ পুজিঅহি তেউ।
উঘরহিঁ অন্ত ন হোই নিবাহূ।
কালনেমি জিমি রাবন রাহূ।

সুবেষ—সুবেশ। জগবঞ্চক—জগতকে যে ঠকাইয়া বেড়ায়। তেউ—সেও। নিবাহূ—নির্বাহ।

যদি কোন জগত-বঞ্চনাকারী সুন্দর বেশ করে তবে সেই বেশের খাতিরে সেও পূজা পায়, কিন্তু উহাতেই শেষ পর্যন্ত চলে না। বেশ ধরা পড়ে—যেমন কালনেমি, রাবণ ও রাহুর হইয়াছিল। ইহারা সকলেই সাধু বা দেবতার বেশ ধরিয়া কার্য-সিদ্ধি করিতে গিয়াছিল। কতকটা পারিয়াছিল, কিন্তু শেষকালে সর্বনাশই হইয়াছিল। রাবণ তাপস বেশ ধরিয়া সীতাকে ভুলাইয়া হরণ করিয়াছিল, রাহু দেবতা সাজিয়া অমৃত খাইতে গিয়াছিল, কিন্তু শেষে পর্যন্ত নিজেরাই ঠকিয়াছে।

কিয়েহু কুবেষ সাধু সনমানূ।
জিমি জগ জামবন্ত হনুমানূ।
হানি কুসঙ্গ সুসঙ্গতি লাহূ।
লোকহু বেদ বিদিত সব কাহূ।

কুবেশ পারিলেও অন্তে সাধু সম্মান পাইয়াই থাকে, যেমন জগতে জাম্বুবান ও হনুমান বানরের গর্ভে জন্মিলেও

এবং ঐ বেশ ধরিলেও সাধুর সম্মান পাইয়াছিলেন। কুসঙ্গে হানি হয় সুসঙ্গে লাভ হয়। এ কথা বেদে ও লোকে ত সকলেরই জানা আছে।

গগন চঢ়ই রজ পবন প্রসঙ্গা।
কীচহিঁ মিলই নীচ জল সঙ্গা॥
সাধু অসাধু সদন সুক সারী।
সুমিরহিঁ রাম্ দেহিঁ গনি গারী॥

ধূলি যে সেও উচ্চগামী বাতাসের সঙ্গে উপরে আকাশে উঠে, আর নীচগামী জলের সঙ্গে নামিয়া কাদাতেই মিলিয়া যায়। দেখ না শুক সারীও সাধু ও অসাধুর ঘরে পড়িয়া কেমন হয়। একের ঘরে রাম নাম স্মরণ করে, অপর ঘরে গণিয়া গণিয়া গালি দেয়।

ধুম কুসঙ্গতি কারিখ হোঈ।
লিখিয় পুরান মঞ্জ মসি সোঈ॥
সোই জল অনল অনিল সঙ্ঘাতা।
হোই জলদ জগ জীবন দাতা॥

কারিখ—কালো ধোঁয়া মঞ্জু—সুন্দর।

ধূম কুসঙ্গে কাল্‌ছে হয়, আর সুসঙ্গে—বিদ্যার্থীর সঙ্গে আসিয়া পূরাণ লেখার যোগ্য সুন্দর কালি হয়। সেই একই জল উত্তাপ ও হাওয়া লাগিয়া মেঘ হয় ও জগতের প্রাণদানকারী হয়।

গ্রহ ভেষজ জল পবন পট পাই কুজোগ সুজোগ।
হোহিঁ কুবস্তু সুবস্তু জগ লখহিঁ সুলচ্ছন লোগ॥

পট—বস্ত্র॥ গ্রহ-ভেষজ, জল-হাওয়া ও বস্ত্র কুযোগ ও সুযোগ পাইয়া কুবস্ত ও সুবস্ত যে হয়, সে কথা জ্ঞানীরা লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

সম প্রকাস তম পাখ দুহুঁ নাম ভেদ বিধি কীন্‌হ।
সসি পোষক সোষক সমুঝি জগ জস অপজস দীন্‌হ॥

প্রকাস-জ্যোৎস্না, আলোক। তম-অন্ধকার। পাখ-পক্ষ। সমুঝি-বুঝিয়া। জগ-জগৎ। দীন্‌হ-দিয়াছে।

দুইটি পক্ষই সমান (শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ) একটি প্রকাশ বা আলোকের, অপরটি অন্ধকারের। বিধাতা নামের ভেদ করিয়া দিয়াছেন এই ভাবে যে, একটা শশীর পোষক, অর্থাৎ একটিতে চন্দ্রমা বাড়ে, আর একটা শশীর পোষক সেটিতে চন্দ্রমা ছোট হয়। এইজন্য জগত উহার একের যশ ও অপরের অপযশ (শুক্ল ও কৃষ্ণ এই নাম দিয়া) দিয়াছে।

জড় চেতন জগ জীব জত সকল রামময় জানি।
বন্দউঁ সবকে পদকমল সদা জোরি জুগ পানি॥

জগতে যত জীব আছে, যাহারা চেতন ও যাহারা জড়—এই সকলকেই রামময় জানিয়া সর্বদা হাত জোড় করিয়া সকলের পদ-কমল বন্দনা করি।

দেব দনুজ নর নাগ খগ প্রেত পিতর গন্ধর্ব।
বন্দউঁ কিন্নর রজনিচর কৃপা করহু অব সব॥

দনুজ—দৈত্য। অব—এখন। রজনীচর—রাক্ষস।

দেবতা ও দৈত্য, মানুষ, নাগ, পক্ষী, প্রেত, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও রাক্ষস—সকলকেই বন্দনা করি, এক্ষণে সকলে কৃপা করুন।

টিপ্পনী—শুভকার্যে সকলেরই কৃপা আবশ্যক, দেবতা দানব সাধু ও খল সকলেরই কৃপা চাই। যিনি রামের সেবার জন্য সকল কার্য করেন তিনি কাহাকেও অবহেলা করেন না, ভাল-মন্দ সকলেরই স্থান আছে জানিয়া তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইয়া নিজ কর্তব্য পথে চলেন।

১৭॥ আকর চারি লাখ চৌরাসী।
জাতি জীব জল থল নভ বাসী॥
সিয়া রাম ময় সব জগ জানী।
করউঁ প্রনাম জোরি জুগ পানী॥

আকর-উৎপত্তি (খনি)। থল-স্থল। সিয়া-সীতা।

জীবের উৎপত্তি চারি প্রকার এবং উহার চৌরাশী লক্ষ যোনি, উহারা আকাশে জলে স্থলে বাস করে। ঐ সকল জীবকেই সীতারামময় জানিয়া যুক্ত করে সকলকে প্রণাম করিতেছি।

জানি কৃপা করি কিঙ্কর মোহূ।
সব মিলি করহু ছাড়ি ছল ছোহূ॥
নিজ বুধি বল ভরোস মোহি নাহীঁ।
তাঁতে বিনয় করউঁ সব পাহীঁ॥

কিঙ্কর—দাস। তাঁতে—সেইজন্য সবপাহীঁ—সকলের নিকট। ছোহূ—দয়া।

কৃপা করিয়া আমাকে দাস বলিয়া জানিয়া সকলে মিলিয়া ছল ছাড়িয়া দয়া কর। আমার নিজের বল বুদ্ধি ভরসা নাই। সেই জন্যই সকলের নিকট বিনতি করিতেছি।

করন চহউঁ রঘুপতি গুন গাহা।
লঘু মতি মোরি চরিত অবগাহা॥
সূঝ ন একউ অঙ্গ উপাউ।
মন মতি রঙ্ক মনোরথ রাউ॥

করনচহউঁ-করিতে চাই। গাহা-গাথা। অবগাহা-গভীর, অথই। সূঝ-বোঝা। অঙ্গ-বিষয়। রঙ্ক-দরিদ্র। রাউ-রাজা।

আমি রঘুপতির গুণগান করিতে চাই। আমার বুদ্ধি হালকা, আর রাম চরিত্র ত অথই। গানের কত অঙ্গ, কত উপায় আছে—তাহার একটাও বুঝি না। আমার বুদ্ধি দরিদ্রের মত, আর ইচ্ছাটা রাজার মত।

মতি অতি নীচ উঁচি রুচি আছী।
চহিঅ অমিঅ জগ জুরই ন ছাছী॥
ছমিহহিঁ সজ্জন মোরি ঢিঠাঈ।
সুনিহহিঁ বালবচন মন লাঈ।

জুরই—জোটে। ছাছী—ঘোল। ঢিঠাই—ধৃষ্টতা। মনলাঈ—মন দিয়া॥ আমার বুদ্ধিটা খুব নীচু, কিন্তু রুচিটা অতি উচ্চ। আমি চাই অমৃত, অথচ জগতে আমার ঘোলও জোটে না। সজ্জনেরা আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন ও মন দিয়া এই বালকের ন্যায় বাক্য শুনিবেন।

জোঁ বালক কহ তোতরি বাতা।
সুনহিঁ মুদিত মন পিতু অরু মাতা॥
হঁসিহহিঁ কূর কুটিল কুবিচারী।
জে পর দূষণ ভূষন ধারী॥

জো—যে মন। তোতরি বাতা—আধ আধ কথা। মুদিত—আনন্দিত।

বালক যখন আধ আধ কথা বলে তখন পিতামাতা আনন্দে তাহা শোনে। যাহার বিচার ক্রূর কুটিল ও কুভাব-যুক্ত, যে ব্যক্তি পরের দোষ দেখাকেই ভূষণ বলিয়া ধারণ করে সেই তাহা শুনিয়া হাসিবে।

নিজ কবিত্ত কেহি লাগ ন নীকা।
সরস হোউ অথবা অতি ফীকা॥
জে পর ভনিতি সুনত হরষাহীঁ।
তে বর পুরুষ বহুত জগ নাহীঁ॥

নীকা-প্রিয়, ভাল। ভনিতি-কবিতা, কথা। বর-শ্রেষ্ঠ। নিজের কবিতা আর কার কাছে ভাল না লাগে তাহা সরসই হউক, আর ফিকা বা জ'লোই হউক! কিন্তু যে ব্যক্তি পরের লেখা শুনিয়া আনন্দ পায় সে প্রকার শ্রেষ্ঠ পুরুষ জগতে অনেক নাই।

জগ বহু নর সর সরি সম ভাঈ।
জে নিজ বাঢ়ি বঢ়হিঁ জল পাঈ॥
সজ্জন সুকৃত সিন্ধু সম কোঈ।
দেখি পূর বিধু বাঢ়ই জোঈ॥

সরি—নদী সমূহ। বাঢ়ি—বাড়া, ভারিয়া উঠা। পূর বিধু-পূর্ণ চন্দ্র।

হে ভাই, জগতে অনেক লোকই গঙ্গা নদীর মত যাহারা জল পাইয়া তবে নিজে বাড়িয়া উঠে। কিন্তু কোনো কোনো পুণ্যশীল সজ্জন আছেন যাঁহারা (নদীর মত না হইয়া) সমুদ্রের মত। সমুদ্র পূর্ণ চন্দ্র দেখিয়া (আনন্দে) ফুলিয়া উঠে অর্থাৎ অপরের সৌন্দর্য দেখিয়া সুখী হয়।

ভাগ ছোট অভিলাষু বড় করউঁ এক বিশ্বাস।
পৈহহিঁ সুখ সুনি সুজন সব খল করিহহিঁ উপহাস॥

আমার ভাগ্য ছোট এবং আকাঙ্ক্ষা বড় হইলেও একটা বিশ্বাস রাখি যে, ইহা শুনিয়া সজ্জনগণ সুখ পাইবেন এবং যিনি খল তিনিই উপহাস করিবেন।

১৮। খলপরিহাস হোহি হিত মোরা।
কাক কহহিঁ কলকণ্ঠ কঠোরা।
হংসহি বক দাদুর চাতকহী।
হঁসহিঁ মলিন খল বিমল বতকহী॥

কলকণ্ঠ-কোকিল। হংসহি-হাঁসকে। দাদুর-ব্যাঙ। বতকহী-বাক্যকে। বিমল-পবিত্র।

খলের পরিহাসে আমার হিতই হইবে। কাক ত কোকিলকে কঠোর বলিয়াই থাকে। বক হাঁসকে, আর ব্যাঙ চাতককে দেখিয়া হাসিয়াই থাকে। মলিন খল তেমনি পবিত্র বাক্য ও উপহাস করিয়া থাকে।

কবিত রসিক ন রাম পদ নেহু।
তিন কহঁ সুখদ হাসরস এহু।
ভাষা ভনিতি ভোরি মতি মোরী।
হঁসিবে জোগ হঁসে নহিঁ খোরী॥

নেহু-প্রীতি, প্রেম। তিন্‌হকর-তাহার। ভাষা-কথিত ভাষা (সংস্কৃত নহে)। খোরী-দোষের॥ যে কবিতা-রসিকের রাম-পদে প্রেম নাই সে ত ইহাতে সুখদ হাস্য রসই পাইবে। কেননা ইহা কথিত ভাষায় লেখা, আর আমার বুদ্ধিও কম। ইহা উপহাসেরই যোগ্য। যদি কেহ হাসে তবে তাহা কিছু দোষের হইবে না।

প্রভু পদ প্রীতি ন সামুঝি নীকী।
তিন্‌হহিঁ কথা সুনি লাগহি ফীকী॥
হরি হর পদ রতি মতি ন কুতরকী।
তিন্‌হ কহঁ মধুর কথা রঘুবর কী॥

নীকী—ভালরূপ। সামুঝি—বোধ শক্তি। কুতরকী—কুতর্কী। ফীকী-রসশূন্য॥ যাহার প্রভু পদে প্রীতি নাই, যাহার সমঝ বা বোধশক্তি ভাল নয়, তাহার কাছে এই কথা ফিকা বা রসহীন লাগিবে। যাহার হরিহরের পদে মতি আছে, বুদ্ধিও কুতর্কী নয় তাহার কাছে রঘুবরের কথা মধুরই লাগিবে।

রাম ভগতি ভূষিত জিয় জানী।
সুনিহহিঁ সুজন সরাহি সুবানী॥
কবি ন হোউঁ নহি বচনপ্রবীনু।
সকল কলা সব বিদ্যাহীনু॥

সরাহি—প্রশংসা করিয়া। সুবানী—সুন্দর বাক্যে। সুজনেরা এই কথা রাম-ভক্তিতে ভূষিত জানিয়া সুন্দর বাক্যে প্রশংসা করিয়া শুনিবে। আমি কবি নই, বাক্যেও প্রবীন নই, আমার কোনও কলা বা বিদ্যা নাই।

আখর অরথ অলংকৃতি নানা।
ছন্দপ্রবন্ধ অনেক বিধানা।
ভাব ভেদ রস ভেদ অপারা।
কবিত দোষ গুন বিবিধ প্রকারা॥
কবিত বিবেক এক নহিঁ মোরে।
সত্য কহউঁ লিখি কাগদ কোরে॥

কাগদ—কাগজ। কোরে—কোরা।

অক্ষরের অর্থ অনেক প্রকার, অলঙ্কার ছন্দ সমূহ নানা প্রকার, অপার ভাব-ভেদ, রস-ভেদ রহিয়াছে, আবার কবিতায় নানা প্রকার দোষ-গুণও রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল বিচার শক্তি আমার মোটেই নাই। আমি কোরা কাগজে (লিখিতে বসিয়া) সত্য করিয়াই একথা বলিতেছি।

ভনিতি মোরি সব গুন রহিত বিশ্ব বিদিত গুন এক।
সো বিচারি সুনিহহিঁ সুমতি জিন্হ কে বিমল বিবেক॥

ভনিতি—কবিতা॥ আমার সকল কবিতা গুণহীন। তবে একটা বিশ্ব-বিদিত গুণ ইহাতে রহিয়া গিয়াছে (রাম কথা)। সেই কথা বিচার করিয়া যে সুমতি, যাহার বিবেক বিমল হইয়াছে সে ইহা শুনিবে।

১৯, ২০। **এহি মহঁ রঘুপতি নাম উদারা।**
অতি পাবন পুরান শ্রুতি সারা॥
মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারী।
উমা সহিত জেহি জপত পুরারী।

এহি মহঁ—ইহাতে আছে।

ইহাতে আছে উদার রঘুপতির নাম, যে নাম অতি পবিত্র, পুরাণ ও শ্রুতির সার, যাহা অমঙ্গল হরণকারী ও মঙ্গল-ভবন, যে নাম উমা সহিত ত্রিপুরারী মহাদেব জপ করেন।

ভনিতি বিচিত্র সু কবি কৃত জোউ।
রাম নাম বিনু সোহ ন সোউ।
বিধু বদনী সব ভাঁতি সবাঁরী।
সোহ ন বসন বিনা বর নারী॥

সোহ—শোভা পায়। সবাঁরী—সজ্জিত শোভিত। ভাঁতি—প্রকার।

যে কবিতা বিচিত্র ও সুকবি-কৃত, তাহাও রামনাম বিনা শোভা পায় না। যে বিধু-বদনী সুন্দরী স্ত্রী সব রকমে সজ্জিতা তাহাকেও বসন বিনা শোভা পায় না।

সব গুন রহিত কু কবি কৃত বানী।
রাম নাম জস অঙ্কিত জানী।
সাদর কহহিঁ সুনহিঁ বুধ তাহী।
মধুকর সরিস সন্ত গুনগ্রাহী।

তাহী—তাহাই। সরিস—সদৃশ, ন্যায়। সন্ত—সাধু।

কিন্তু যে কবিতা সকল গুণ-রহিত ও কুকবি-কৃত, তাহাতেও যদি রাম নামের যশের চিহ্ন থাকে তবে তাহাই সাদরে পণ্ডিতেরা পড়েন ও শোনেন। কেননা সন্ত বা সাধুরা মধুকরের ন্যায় গুণগ্রাহী।

জদপি কবিত রস একউ নাহীঁ।
রাম প্রতাপ প্রগট এহি মাহীঁ।
সোই ভরোস মোরে মন আবা।
কেহি ন সুসঙ্গ বড়প্পন পাবা।

প্রগট—প্রকাশিত। এহি মাহী—ইহাতে। ভরোস—ভরসা। আবা—আসিতেছে। বড়প্পন—বড়ত্ব। পাবা—পায়।

যদিও এই কবিতায় (রামায়ণে) কবিত্ব রস এতটুকুও নাই, তথাপি ইহাতে রামের প্রতাপের কথার প্রকাশ ত রহিয়াছে। সেইজন্যই আমার মনে ভরসা আসে। আর কেই বা সুসঙ্গে বড় না হইয়াছে, অর্থাৎ রামনামের সুসঙ্গ যখন এই কবিতায় আছে তখন ইহা বড় না হইয়াই পারে না।

ধূমউ তজই সহজ করুআঈ।
অগরু প্রসঙ্গ সুগন্ধ বসাঈ।
ভনিতি ভদেস বস্তু ভলি বরনী।
রাম কথা জগ মঙ্গলকরনী।

করুআঈ—কালরূপ। প্রসঙ্গ—সঙ্গে। ভদেস—খারাপ। ধোঁয়াও তাঁহার স্বাভাবিক কালোরূপ তখন ত্যাগ করে যখন অগুরুর সুগন্ধের সহিত বাস করে, অর্থাৎ অগুরুর ধোঁয়ায় সুগন্ধ থাকে, তাহাতে কালি হয় না। তেমনি আমার কবিতা কোন কাজের নয়, কিন্তু ইহার আখ্যান বস্তু ভাল। সে আখ্যান হইতেছে রামকথা যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়।

ছন্দ—মঙ্গল করনি কলি মল হরনি
তুলসী কথা রঘুনাথ কী।
গতি কুর কবিতা সরিত কী।
জোঁ সরিত পাবন পাথ কী।
প্রভু সুজস সঙ্গতি ভনিতি ভলি
হোইহি সুজন মন ভাবনী।
ভব অঙ্গ ভূতি মসান কী
সুমিরত সোহাবনি পাবনী॥

পাবন পাথকী—পবিত্র গঙ্গার ন্যায়। সঙ্গতি—সঙ্গ।

তুলসী যে রঘুনাথ কথা লিখিতেছে উহা মঙ্গলকারী, কলির ময়লা হরণ করে। গঙ্গার গতি বক্র হইলেও গঙ্গা যেমন পবিত্র এই কবিতা তেমনি বক্র-গতি হইলেও গঙ্গার মতই পবিত্র। ইহা প্রভুর সুযশের সঙ্গ লাভ করিয়াছে বলিয়াই ভাল জিনিষ। ইহা সুজনের মনতোষিণী হইবে।

যেমন শ্মশানের ছাই-এর ন্যায় তুচ্ছ জিনিষও মহাদেবের শরীরে মাখা হইলে তাহার কথা স্মরণ করিতে ভাল লাগে ও অতি পবিত্র হয় এই কবিতাও রামনাম স্পর্শে তেমনি হইয়াছে।

প্রিয় লাগিহি অতি সবহি মম ভনিতি রাম জস সঙ্গ।
দারু বিচারু কি করই কোউ বন্দিয় মলয় প্রসঙ্গ॥

সবহি—সকলের। মলয়—মলয় পর্বত।

আমার কাব্যে রাম-যশের সঙ্গ আছে বলিয়া সকলেরই ভাল লাগিবে। ময়ল পর্বত হইতে যাহা আসে চন্দনের সঙ্গে থাকে বলিয়া কেহ আর তাহার কাঠের বিচার করে না। (মলয়াচলে চন্দন স্পর্শে সকল কাঠই চন্দন-গন্ধ-যুক্ত হয়)।

স্যাম সুরভি পয় বিসদ অতি
গুনদ করহিঁ সব পান।
গিরা গ্রাম্য সিয় রাম জস
গাবহিঁ সুনহিঁ সুজান।

সুরভি-গাভী। গিরা গ্রাম্য-গ্রাম্য ভাষা। সুজান-জ্ঞানী।

শ্যামলী গাইয়ের রং শ্যাম হইলেও তাহার দুধকে অতি উজ্জ্বল ও গুণশালী বলিয়া লোকে পান করে। তেমনি আমার ভাষা গ্রাম্য হইলেও ইহাতে সীতারামের যশ কথা আছে বলিয়া জ্ঞানী ইহা গান করিবেন ও শুনিবেন।

২১। মনি মানিক মুকুতা ছবি জৈসী।
অহি গিরি গজ সির সোহ ন তৈসী॥
নৃপ কিরীট তরুনী তনু পাঈ।
লহহি সকল সোভা অধিকাঈ।

ছবি-সৌন্দর্য। সোহ-শোভা পাওয়া। তৈসী-তেমন।

মণি-মাণিক ও মুক্তা যখন সাপের মাথায় থাকে, বা যখন পর্বতে থাকে, বা যখন হাতীর মাথায় থাকে তখন তেমন শোভা পায় না। উহারা যখন রাজার মুকুট বা তরুণীর দেহ সাজায় তখনই অধিক শোভা পায়।

তৈসেহি সুকবি কবিত বুধ কহহীঁ।
উপজহিঁ অনত অনত ছবি লহহীঁ।
ভগতি হেতু বিধি ভবন বিহাঈ।
সুমিরত সারদ আবতি ধাঈ।

বুধ—পণ্ডিত। উপজহিঁ অনত—যেখানে উৎপত্তি সেস্থান হইতে অন্যত্র। বিহাঈ—ত্যাগ করিয়া। সারদ—সরস্বতী।

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সুকবির কবিতার যেখানে উৎপত্তি হয় (কবির হৃদয়ে) সেস্থান হইতে অন্যত্র (পাঠকের হৃদয়ে) উহা শোভা পায় বা আদৃত হয়। সরস্বতী দেবীকে যদি ভক্তি করিয়া ডাকা যায় তবে তিনি ব্রহ্মার গৃহ ত্যাগ করিয়া স্মরণ মাত্রেই ত আসিয়া উপস্থিত হ'ন।

রাম চরিত সর বিনু অন্‌হবায়ে।
সো শ্রম জাই ন কোটি উপায়ে।
কবি কোবিদ অস হৃদয় বিচারী।
গাবহি হরি জস কলি মল হারী।

অন্‌হবায়ে—স্নান করিলে। অস—ইহা।

ভক্তকবির স্মরণমাত্রই ত সরস্বতী আসেন। কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মলোক হইতে আসার শ্রম কিছুতেই যায় না, যতক্ষণ না রামচরিত রূপ সরোবরে তাঁহাকে স্নান করানো হয়। এই কথা বিবেচনা করিয়া কবি ও পণ্ডিতেরা কলির পাপ হরণকারী হরি গুণ গান করিয়া থাকেন।

বাক্‌শক্তি ব্রহ্মের বিশেষ করুণার চিহ্ন। এই শক্তি পাইয়া ঈশ্বরেরই গুণগান যে না করে সে বাক্‌শক্তির অর্থাৎ বাণীর অপব্যবহার করে, বাক্‌দেবীকে মিথ্যা শ্রম করায়।

কীন্‌হে প্রাকৃত জন গুন গানা।
সির ধুনি গিরা লগতি পছিতানা॥
হৃদয় সিন্ধু মতি সীপ সমানা।
স্বাতী সারদ কহহিঁ সুজানা।
জৌ বরষই বর বারি বিচারূ।
হোহিঁ কবিত মুকুতা মনি চারূ।

প্রাকৃত জন—সাধারণ লোক। সির ধুনি—মাথা চাপড়াইয়া। গিরা—সরস্বতী। পছিতানা—পশ্চাতে তাপ করা। সীপ—ঝিনুক॥ যদি স্বাতী নক্ষত্র উদয় হয় তখন বর্ষার বিন্দু ঝিনুকের মধ্যে পড়িলে তবে ঝিনুকে মুক্তা হয়। সেই উপমা লওয়া হইয়াছে।

যদি কাব্যে সাধারণ লোকের গুণগান করা হয় তবে সরস্বতী কপালে করাঘাত করিয়া আপশোষ করেন। হৃদয় সিন্ধুর সমান, মতি হইতেছে ঝিনুক, সরস্বতী হইতেছেন স্বাতী নক্ষত্র। যদি হৃদয়-সিন্ধুতে বুদ্ধিরূপ ঝিনুক থাকে, যদি সাক্ষী স্বাতীনক্ষত্র স্বরূপ সরস্বতী উপস্থিত থাকেন এবং যদি সেই বুদ্ধি-ঝিনুকে বিচাররূপ বৃষ্টির বিন্দু পড়ে তবেই, মুক্তার মত সুন্দর কবিতা হয়।

জুগুতি বেধি পুনি পোহিয়হি রামচরিত বর তাগ।
পহিরহিঁ সজ্জন বিমল উর সোভা অতি অনুরাগ।

বেধি-বিদ্ধ করিয়া। পোহিরহি—গাঁথিয়া। তাগ—তাগা, রশি, সূত্র।

সরস্বতীর কৃপায় হৃদয়-সিন্ধুতে বুদ্ধি ও বিচারের যোগ হইয়া মুক্তা ফলিয়াছে। এখন সেই মুক্তার ব্যবহার দেখানো হইতেছে।

যদি যুক্তি দ্বারা ঐ মুক্তা বিঁধিয়া রামচরিত নামক সূতায় গাঁথা হয় তবে সজ্জনগণ তাঁহাদের বিমল হৃদয়ে উহা ধারণ করেন, ফলে রঘুনাথের প্রতি অতি অনুরাগ শোভা পাইতে থাকে।

২২। জে জনমে কলিকাল করালা।
করতব বায়স বেস মরালা।
চলত কুপন্থ বেদ মগ ছাড়ে।
কপট কলেবর কলি মল ভাড়ে।

করতব—কার্য। বেষ—বেশ। মরালা—হাঁস। মগ—মার্গ, পথ। ভাঁড়ে—পাত্র।

যে ব্যক্তি করাল কলিকালে জন্মে তাহার হাঁসের মত বেশ হইলেও কাজ হয় কাকের মত। (পক্ষীদের মধ্যে কাক চণ্ডাল ও হাঁস পবিত্র)। সে ব্যক্তি কুপথে চলে, বেদের পথ ছাড়ে, তাহার দেহই কপটতাময়, সে কলি মলের পাত্র হয়।

বঞ্চক ভগত কহাই রাম কে।
কিঙ্কর কঞ্চন কোহ কাম কে।
তিন মহঁ প্রথম রেখ জগ মোরী।
ধিগ ধরমধ্বজ ধ ধকধোরী।

কোহ—ক্রোধ। রেখ—স্থান। ধিগ—ধিক্কার। ধরমধ্বজ—যে ধর্মের ধ্বজা তোলে। ধঁধকধোরী—ধন্ধা বা ব্যবসা ধারণকারী।

যে ব্যক্তি বঞ্চক অথচ রামভক্ত বলিয়া পরিচিত এদিকে আবার কাঞ্চন ক্রোধ ও কামের দাস এইরূপ লোকের মধ্যে জগতে আমার প্রথম স্থান। আমি ধর্মের ধ্বজা তুলিয়া উহারই ধন্ধা বা ব্যবসা করি, আমাকে ধিক্।

জৌ অপনে অবগুন সব কহউঁ।
বাঢ়ই কথা পার নহি লহউঁ।
তাতেঁ মৈ অতি অলপ বখানে।
থোরে মহ জানিহহিঁ সয়ানে॥

অবগুন—দোষ। বাঢ়ই—বাড়িয়া যাইবে। তাঁতে—সেইজন্য। মৈ—আমি। বখানে - বলিলাম।

যদি আমার সমস্ত দোষের কথা বলি তবে বাড়িয়াই চলিবে, উহার শেষ নাই। সেইজন্য অতি অল্প মাত্র বলিলাম। যাঁহারা চতুর তাঁহারা অল্পেতেই বুঝিবেন।

সমুঝি বিবিধ বিধি বিনতী মোরী।
কোউ ন কথা সুনি দেইহি খোরী।
এতেহু পর করিহহিঁ জে সঙ্কা।
মোহিঁ তেঁ অধিক তে জড় মতি রঙ্কা।

খোরী—দোষ। সঙ্কা—সন্দেহ। মোহিঁ তেঁ—আমা হইতেই। তে—সে। জড়-বোকা। মতি রঙ্কা—মতিহীন।

আমার বিবিধ বিনয় শুনিয়া কেহ যেন আর আমার কথা শুনিয়া দোষ না দেন। কিন্তু ইহার পরও যে ব্যক্তি সন্দেহ রাখিবে সে আমা অপেক্ষাও মূর্খ ও মন্দবুদ্ধি।

কবি ন হোউঁ নহিঁ চতুর কহাবউঁ।
মতি অনুরূপ রাম গুন গাবউঁ॥
কহঁ রঘুপতি কে চরিত অপারা।
কহঁ মতি মোরি নিরত সংসারা॥

আমি কবি নই, চতুরও নই। আমার বুদ্ধি অনুরূপ রাম-গুণ গাহিতেছি। কোথায় রঘুপতির অপার চরিত, আর কোথায় আমার বুদ্ধি যাহা সংসারে লিপ্ত হইয়া আছে!

জেহি মারুত গিরি মেরু উড়াহীঁ।
কহহু তুল কেহি লেখে মাহীঁ॥
সমুঝত অমিত রাম প্রভুতাঈ।
করত কথা মন অতি কদরাঈ।

তুল—তুলা। লেখেমাহীঁ—লেখাজোখার মধ্যে, ধর্তব্যের মধ্যে। কদরাঈ—কাতরতা।

যে হাওয়া মেরু পর্বত উড়াইয়া দেয় তাহার কাছে তুলা কি গণনার মধ্যে আসে? রামচন্দ্রের অমিত প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়া মন অতি কাতর হইতেছে।

সারদ সেষ মহেস বিধি আগম নিগম পুরান।
নেতি নেতি কহি জাসু গুন করহিঁ নিরন্তর গান॥

সরস্বতী, শেষনাগ, মহেশ্বর, ব্রহ্মা, বেদ ও পুরাণ যাহাকে "নেতি নেতি" "এ নয় এ নয়"—এই কথা বলেন ও সদাসর্বদা যাঁহার গুণগান করেন।

২৩। সব জানত প্রভু প্রভুতা সোঈ।
তদপি কহে বিনু রহা ন কোঈ॥
তহাঁ বেদ অস কারন রাখা।
ভজন প্রভাউ ভাঁতি বহু ভাখা॥

রাখা-রাখা, রাখিয়াছেন।

সকলেই জানে যে, প্রভুর প্রভুত্ব কেমন, তবুও তাহা না বলিয়াও কেহ থাকে নাই। ভজনের প্রভাবের কারণ দেখাইয়া বেদও অনেক প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

এক অনীহ অরূপ অনামা।
অজ সচ্চিদানন্দ পরধামা।
ব্যাপক বিশ্বরূপ ভগবানা।
তেহি ধরি দেহ চরিত কৃত নানা।

ঈশ্বর এক, অনীহ বা চেষ্টা শূন্য, রূপহীন, নামহীন, জন্মরহিত, সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, পরমগতি, সর্বত্র ব্যাপ্ত। বিশ্বের রূপই তাঁহারই রূপ। তিনি বড় ঐশ্বর্যশালী ভগবান। তিনিই দেহ ধারণ করিয়া নানা চরিত গ্রহণ করিয়াচছন।

সো কেবল ভগতন্হ হিত লাগী।
পরম কৃপাল প্রনত অনুরাগী॥
জেহি জন পর মমতা অতি ছোহূ।
জেহি করুণা করি কীন্হ ন কোহূ।

ভক্তন্হ ভক্তদিগের। ছোহূ—স্নেহ। জন—ভক্ত। কোহূ—ক্রোধ॥ পরমকৃপালু, প্রণতের অনুরাগী কেবল ভক্তের হিতের জন্যই তাহা করিয়াছেন। ভক্তের উপর তাঁহার অতিশয় মমতা ও স্নেহ। তিনি করুণা করিয়া ক্রোধ করেন না।

গঈ বহোর গরীব নেবাজু।
সরল সবল সাহিব রঘুরাজু॥
বুধ বরনহি হরিজস অস জানী।
করহিঁ পুনীত সুফল নিজ বানী॥

গঈ—গতবস্তু, হারানো ধন। বহোর—পুনরায়। গরীব নেবাজু—গরীবের পোষণ কর্ত।

তিনি হারানো জিনিষ ফিরাইয়া দেন, তিনি গরীবের পোষক, তিনি সরল সবল প্রভু রঘুরাজ। এই কথা জানিয়া জ্ঞানীরা হরি-যশ বর্ণনা করেন এবং নিজের বাণী পুণ্যময় সুফলপ্রদ করেন।

তেহি বল মৈঁ রঘুপতি গুন গাথা।
কহিহউঁ নাই রাম পদ মাথা॥
মুনিন্হ প্রথম হরি কীরতি গাঈ।
তেহি মগ চলত সুগম মোহিঁ ভাঈ॥

মগ—মার্গ, পথ।

সেই বলেই আমি রামপদে মাথা নত করিয়া রঘুপতির গুণগাথা গাহিব। (বাল্মীকি আদি) মুনিগণ প্রথমে হরির (রামচন্দ্রের) কীর্তি গান করিয়াছেন, সেইহেতু ভাই, আমার পথ সুগম হইয়াছে।

অতি অপার জে সরিতবর জৌঁ নৃপ সেতু করাহিঁ
চঢ়ি পিপীলিকউ পরম লঘু বিনু শ্রম পারহি জাহিঁ।

অতি অপার যে মহানদী তাহার উপর যদি নৃপ সেতু গড়িয়া দেন, তবে পরম লঘু পিঁপড়াও বিনাশ্রমে পার হইয়া যায়।

২৪—৩০॥ **এহি প্রকার বল মনহিঁ দেখাঈ।**
করিহউ রঘুপতি কথা সোহাঈ॥
ব্যাস আদি কবিপুঙ্গব নানা।
জিন্হ সাদর হরি সুজস বখানা॥

এহি-এই। সোহাঈ সুন্দর, মনোহর। পুঙ্গব-শ্রেষ্ঠ।

এই প্রকারে মন স্থির করিয়া মনোহর রঘুপতি-কথা বলিতেছি। ব্যাসাদি নানা শ্রেষ্ঠ কবিগণ যাঁহারা সাদরে হরি চরিতের সুযশ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

চরন কমল বন্দউঁ তিন্হ কেরে।
পুরবহু সকল মনোরথ মেরে॥
কলিকে কবিন্হ করউঁ পরনামা।
জিন্হ বরনে রঘুপতি গুন গ্রামা॥

তিন্হ কেরে—তাঁহাদের। পুরবহু—পূর্ণ করুন।

তাঁহাদের সকলের চরণকমল বন্দনা করিতেছি। তাঁহারা আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন। কলিকালের যে সকল কবি রঘুপতির গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

জে প্রাকৃত কবি পরম সয়ানে।
ভাষা জিন্হ হরি চরিত বখানে।
ভয়ে জে অহহি জে হোইহহিঁ আগে।
প্রনবউঁ সবহিঁ কপট সব ত্যাগে॥

সয়ানে—চতুর। ভাষা—ভাষায়, সাধারণ কথিত ভাষায়। ভয়ে—হইয়াছিলেন, অতীতকালে। অহহিঁ—উপস্থিত আছেন। হোইহহিঁ আগে—ভবিষ্যতে হইবেন।

যে পরম চতুর গ্রাম্য কবি গ্রাম্য ভাষায় হরিচরিত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, যে সকল কবি পূর্বে ছিলেন, এখন আছেন ও ভবিষ্যতে হইবেন সে সকলকে অকপটে প্রণাম করিতেছি।

হোহু প্রসন্ন দেহু বরদানু।
সাধু সমাজ ভনিতি সনমানু॥
জো প্রবন্ধ বুধ নহিঁ আদরহীঁ।
সো শ্রম বাদি বাল কবি করহীঁ॥

বাদি—নিরর্থক॥ সকলে প্রসন্ন হউন, বর দান করুন যেন সাধুসমাজ কাব্যের সম্মান করেন। যে কাব্য পণ্ডিতেরা আদর করেন না তাহা রচনা করার শ্রম কবির নিরর্থক। উহা বালক কবির যোগ্য।

কীরতি ভনিতি ভূতি ভলি সোঈ।
সুরসরি সম সব কহঁ হিত হোঈ॥
রাম সুকীরতি ভনিতি ভদেসা।
অসমঞ্জস অস মোহিঁ অঁদেসা।

কীরতি—কীর্তি। ভনিতি - কাব্য। ভূতি—বিভূতি, ঐশ্বর্য। অঁদেসা—সন্দেহ। অসমঞ্জস—অসমতা। ভদেসা—বিশ্রী॥ সেই কীর্তি কাব্য ও ঐশ্বর্য ভাল যাহা গঙ্গার ন্যায় সকলকার হিত করে। রামচন্দ্রের কথা কীর্তিময়, কিন্তু আমার কাব্য লেখা বিশ্রী, এই অসমতা আমাকে সন্দেহে ফেলিয়াছে। (কাব্য লিখি কি না লিখি)

তুম্হরী কৃপা সুলভ সোউ মোরে।
সিঅনি সোহাবনি টাট পটোরে।

টাট পটোরে—টাটের বস্ত্র। সিঅনি—রেশম।

তোমাদের কৃপায় উহা আমার সহজেই হইয়া যাইবে, টাটের কাপড়ে রেশমের সুন্দর ডোরা চলিবে।

সরল কবিত কীরতি বিমল সোই আদরহিঁ সুজান।
সহজ বৈর বিসরাই রিপু জো সুনি করহিঁ বখান।

যদি কীর্তি বিমল হয় আর কাব্য সরল হয় তবে তাহা জ্ঞানীরা আদর করেন। উহা লোককে এত তন্ময় করে যে, উহা শুনিয়া সে সময় শত্রু শত্রুর প্রতি সহজ বৈরী ভুলিয়া যায়, ও উহার প্রশংসা করে।

সো ন হোই বিনু বিমল মতি মোহিঁ মতি বল অতি থোর।
করহু কৃপা হরিজস কহউঁ পুনি পুনি করউঁ নিহোর।

কিন্তু উহা নির্মল বুদ্ধি না হইলে হয় না, আর আমার বুদ্ধি অতি অল্প। কৃপা করিও, রামের যশের কথা বলিতেছি, পুনঃ পুনঃ মিনতি করিতেছি।

কবিকোবিদ রঘুবরচরিত মানস মঞ্জু মরাল।
বাল বিনয় সুনি সুরুচি লখি মোপর হোহু কৃপাল॥

রঘুবরের চরিত মানস সরোবর, আর কবি ও পণ্ডিতেরা তাহার সুন্দর হাঁস। ঐ পণ্ডিত ও কবিরূপী হাঁসেরা আমার, বালকের ন্যায় বিনয় শুনিয়া, আমার সুরুচি দেখিয়া আমার প্রতি যেন দয়া করেন।

সোঃ বন্দউঁ মুনি পদ কঞ্জু রামায়ন জেহি নিরময়েউ।
সখর সুকোমল মঞ্জু দোষ রহিত দূষন সহিত।

সখর—যাহাতে 'খর' রাক্ষসের কথা আছে।

দূষন সহিত—যাহাতে 'দূষণ' রাক্ষসের কথা আছে।

সেই মুনি বাল্মীকির পাদপদ্মে প্রণাম করি, যিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। উহাতে খরের কথা থাকিলেও উহা খর বা কর্কশ নহে, উহা কোমল, মৃদু ও উহাতে দূষণের কথা থাকিলেও উহা দোষ-রহিত।

বন্দউঁ চারিউ বেদ ভব বারিধি বোহিত সরিস।
জিন্হহিঁ ন সপনেহু খেদ বরনত রঘুবরবিসদ জসু॥

বোহিত—নৌকা। সরিস—সদৃশ, মত। খেদ—ক্লান্তি।

আমি ভব-সমুদ্র পারের নৌকা-স্বরূপ চারিবেদের বন্দনা করি, রঘুপতির বিশদ যশ বর্ণনা করিতে যাহার স্বপ্নেও ক্লান্তি নাই।

বন্দউঁ বিধি পদ রেনু ভব সাগর জেহি কীন্হ জহঁ।
সন্ত সুধা সসি ধেনু প্রগটে খল বিষ বারুনী।

সেই ব্রহ্মার পদ-রেণুর বন্দনা করিতেছি যিনি এই ভব-সাগর রচনা করিয়াছেন। এই ভব সমুদ্রে তিনি দিয়াছেন এক দিকে সাধু সুধা চন্দ্র ও কামধেনু আর এক দিকে দিয়াছেন খল বিষ ও বারুণী মদ।

বিবুধ বিপ্র বুধ গুরু চরন বন্দি কহউঁ কর জোরি।
হোই প্রসন্ন পুরবহু সকল মঞ্জু মনোরথ মোরি।

বিবুধ—দেবতা। বুধ—পণ্ডিত। দেবতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাদিগকে করজোড়ে বলিতেছি—প্রসন্ন হইয়া আমার সকল শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

৩১। পুনি বন্দউঁ সারদ সুর সরিতা।
জুগল পুনীত মনোহর চরিতা॥
মজ্জন পান পাপ হর একা।
কহত সুনত এক হর অবিবেকা।

সারদ—সরস্বতী। সুরসরিতা—গঙ্গা। একা একজন। এক—অপর। হর—হরণ করে, নাশ করে।

পুনরায় সরস্বতী ও গঙ্গাকে বন্দনা করিতেছি। এই যুগল দেবতার চরিত্র মনোহর ও পুণ্যময়। একে স্নান ও পান দ্বারা পাপ নাশ করেন, অপর সরস্বতী বলান, শোনান ও অজ্ঞান নাশ করেন।

গুরু পিতু মাতু মহেস ভবানী।
প্রনবউঁ দীনবন্ধু দিনদানী॥
সেবক স্বামি সখা সিয় পী কে।
হিত নিরুপধি সব বিধি তুলসী কে॥

গুরু এবং পিতামাতা স্বরূপ মহেশ্বর ও পার্বতীকে প্রণাম করি। দীনবন্ধুকে প্রণাম করি যিনি নিত্যই দান করিতেছেন, তিনি সীতাপতির সেবক স্বামী ও সখা। ইহারা নিরবধি তুলসীর সকল হিত করেন।

কলি বিলোকি জগহিত হর গিরিজা।
সাবর মন্ত্র জাল জিন্হ সিরজা॥
অনমিল আখর অরথন জাপু।
প্রগট প্রভাউ মহেস প্রতাপু।

সাবর মন্ত্র জাল—মহেশ্বর কর্তৃক দত্ত এক প্রকার মন্ত্রের গ্রন্থ, উহাতে বাক্যের মিল নাই অর্থও নাই। সিরজা—রচনা করিয়াছেন।

কলিকাল দেখিয়া জগতের হিতের জন্য হরগৌরী যেন শাবর মন্ত্রজাল রচনা করিয়াছেন। ঐ মন্ত্রে অক্ষরের মিল নাই, অর্থ নাই, জপ নাই, কিন্তু উহাতে মহেশ্বরের প্রভাব প্রকাশিত।

সো মহেস মোহি পর অনুকূলা।
করউঁ কথা মুদ মঙ্গল মূলা।
সুমিরি সিবা সিব পাই পসাউ।
বরনউঁ রামচরিত চিতচাউ॥

অনুকূলা—প্রসন্ন হও। সুমিরি—স্মরণ করিয়া। সিবা—ভবানী। পসাউ—প্রসাদ। চিতচাউ—উৎসাহিত চিত্তে।

সেই মহেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন যেন আমি আনন্দ ও মঙ্গলের মূল স্বরূপ রামকথা রচনা করিতে পারি। ভবানীকে স্মরণ করিয়া শিবের প্রসাদ লইয়া উৎসাহিত চিত্তে রাম-চরিত বর্ণনা করিতেছি।

ভনিতি মোরি সিব কৃপা বিভাতী।
সসি সমাজ মিলি মনহুঁ সু-রাতী।
জে এহি কথহিঁ সনেহ সমেতা।
কহিহহিঁ সুনিহহিঁ সমুঝি সচেতা॥
হোইহহিঁ রাম চরন অনুরাগী।
কলি মল রহিত সুমঙ্গল ভাগী।

আমার এই কাব্য শিবের কৃপায় তেমনি সুন্দর শোভা পাইবে যেমন সুন্দর রাত্রি তারা ও চন্দ্র সহ শোভা পায়।

যে এই কথা প্রেমের সহিত বলিবে, শুনিবে ও স্থির মনে বুঝিবে সে রামচরণে অনুরাগী হইবে ও কলির পাপ শূন্য হইয়া সুমঙ্গলভাগী হইবে।

সপনেহু সাঁচেহু মোহি পর জৌ হর গৌরি পসাউ।
তৌ ফুর হোউ জো কহেউঁ সব ভাষা ভনিতি প্রভাউ।

সপনেহু-স্বপনেও। সাঁচেহু-সত্য সত্য। পসাউ-প্রসন্ন। ফুর-সত্য॥ যদি স্বপ্নেও আমার প্রতি হর-পার্বতী সত্যই প্রসন্ন থাকেন, তবে আমি ভাষার কবিতার বিষয় যাহা বলিয়াছি সে সকল সত্য হউক।

৩২। বন্দউ অবধপুরী অতি পাবনি।
সরজূ সরি কলি কলুষ নসাবনি।
প্রনবউঁ পুর নরনারি বহোরী।
মমতা জিন্হ পর প্রভুহিঁ ন থোরী।

পাবনি—পবিত্র। বহোরী—পুনরায়॥ অতি পবিত্র অযোধ্যা পুরীকে প্রণাম করি, সরযূ নদী, কলির পাপ নাশ কারিণী, তাঁহাকে প্রণাম করি,। পুণরায় পুরনরনারীকে প্রণাম করি, তাঁহাদের উপর রামচন্দ্রের খুবই কৃপা আছে।

সিয় নিন্দক অঘ ওঘ নসায়ে।
লোক বিসোক বনাই বসায়ে॥
বন্দউঁ কৌসল্যা দিসি প্রাচী।
কীরতি জাসু সকল জগ মাঁচী।

সিয় নিন্দক—সীতার নিন্দাকারী। অঘ ওঘ—পাপ-সমুদ্র, মহাপাপ। বিসোক—শোকহীন। প্রাচী—পূর্ব। মাচী—খ্যাত। তাঁহাকে প্রণাম করি যিনি সীতার নিন্দাকারী (ধোবীর) মহাপাপ নাশ করিয়াছিলেন, যিনি বিশোক বা শোকহীন পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। আর প্রণাম করি কৌশল্যা দেবীকে যিনি পূর্বদিকের ন্যায়, (পবিত্র ও জগতে প্রভাতের সূচনাকারী) যাঁহার কীর্তি সকল জগতে খ্যাত।

প্রগটেউ জহঁ রঘুপতি সসি চারু।
বিস্ব সুখদ খল কমল তুষারু।
দসরথরাউ সহিত সব রানী।
সুকৃত সুমঙ্গল মূরতি মানী।

জহঁ—যে অযোধ্যায়। রাউ—রাজা।

যেখানে রামচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর চন্দ্রের উদয় হয়, যিনি বিশ্বের সুখদাতা, আবার তুষার যেমন কমলকে নাশ করিয়া থাকে, তেমনি খলের নাশকারী সেই রামের যেখানে জন্ম, সকল রাণীর সহিত পুণ্য ও মঙ্গলের মূর্তি রাজা দশরথকে (প্রণাম করি)।

করউঁ প্রনাম করম মন বানী।
করহু কৃপা সুত সেবক জানী।
জিন্হহিঁ বিরচি বড় ভয়েউ বিধাতা।
মহিমা অবধি রাম পিতু মাতা॥

যাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া বিধাতাও বড় হইয়াছিলেন, মহিমসাগর রামচন্দ্রের সেই পিতামাতাকে কর্ম, বাক্য ও মন দ্বারা প্রণাম করি, পুত্র ও সেবক জানিয়া কৃপা করিও।

সোঃ—
বন্দউ অবধ ভুআল সত্য প্রেম জেহি রাম পদ।
বিছুরত দীনদয়াল প্রিয় তনু তৃন ইব পরিহরেউ॥

বিছুরত—বিরহে। ভুআল—ভূপাল।

অযোধ্যাপতিকে বন্দনা করি। রামচরণে তাঁহারাই ত সত্য প্রেম ছিল। দীনদয়াল যখন চলিয়া গেলেন, তাঁহার বিরহে নিজের প্রিয় দেহ তখন তৃণের ন্যায় তিনি ত্যাগ করিলেন।

৩৩। প্রনবউ পরিজন সহিত বিদেহু।
জাহি রাম পদ গূঢ় সনেহু।
জোগ ভোগ মহঁ রাখেউ গোঈ।
রাম বিলোকত প্রগটেউ সোঈ।

বিদেহু—বিদেহ রাজা জনক। সনেহু—স্নেহ। মহঁ—মধ্যে। গোঈ—গোপন করিয়া॥ সপরিজন জনক রাজাকে প্রণাম করি যিনি রামচন্দ্রের প্রতি গূঢ় স্নেহ পোষণ করিতেন। তিনি তাঁহার যোগকে ভোগের ভিতর গোপন রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্রকে দেখা মাত্রই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

প্রনবউঁ প্রথম ভরত কে চরনা।
জাসু নেম ব্রত জাই ন বরনা।
রাম চরন পঙ্কজ মন জাসু।
লুবুধ মধুপ ইব তজই ন পাসু।

নেমব্রত—ব্রত ও নিয়ম॥ প্রথমে ভরতের চরণে প্রণাম করি, যাঁহার ব্রত নিয়মের কথা বর্ণনা করা যায় না। যাঁহার মন রামচন্দ্রের চরণ পদ্মে যেন লুব্ধ ভ্রমরের মত পড়িয়া থাকিত, ছাড়িতে চাহিত না, সেই ভরতকে প্রণাম করি।

বন্দউঁ লছিমন পদ জলজাতা।
সীতল সুভগ ভগত সুখদাতা।
রঘুপতি কীরতি বিমল পতাকা।
দণ্ড সমান ভয়উ জস জাকা॥

পদজলজাতা—পাদপদ্ম। সুভগ—সুন্দর। ভয়উ—হইয়াছিল। জাকা যাহার॥ লক্ষ্মণের পাদপদ্ম বন্দনা করি, উহা শীতল সুন্দর ও ভক্তের সুখ দানকারী। রঘুপতির কীর্তি বিমল পতাকার ন্যায়, আর লক্ষ্মণের যশ সেই কীর্তি পতাকার দণ্ড বা ধ্বজা স্বরূপ হইয়াছিল।

সেষ স হস্রসীস জগ কারন।
জো অবতরেউ ভূমি ভয় টারন।
সদা সো সানুকুল রহ মো পর।
কৃপাসিন্ধু সৌমিত্রি গুনাকর॥

সহস্র মাথা শেষ নাগ, যিনি জগতের কারণ তিনিই ভূমি-ভার তরাইবার জন্য অবতার হ'ন। সেই কৃপাসিন্ধু গুণাকর সৌমিত্রী লক্ষ্মণ আমার প্রতি সদা অনুকূল থাকুন।

রিপুসূদন পদকমল নমামী।
সুর সুসীল ভরত অনুগামী।
মহাবীর বিনবউঁ হনুমানা।
রামু জাসু জস আপু বখানা॥

রিপু সূদন—শত্রুঘ্ন॥ শত্রুঘ্নের পদ-কমলে প্রণাম করি। তিনি বীর, তিনি সুশীল ও ভরতের অনুগামী। মহাবীর হনুমানকে প্রণাম করি, যাঁহার যশের কথা রামচন্দ্র নিজে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রনবউঁ পবনকুমার খলবন পাবক জ্ঞান ঘন।
জাসু হৃদয় আগার বসহিঁ রাম সর চাপ ধর।

পবনকুমার হনুমানের বন্দনা করি। যিনি খলের বনে আগুনের ন্যায় খলনাশকারী, যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, যাঁহার হৃদয় গৃহে ধনুর্বাণধারী রাম বাস করেন।

৩৪॥—কপিপতি রীছ নিসাচর রাজা।
অঙ্গদাদি জে কীস সমাজা॥
বন্দউঁ সবকে চরন সোহায়ে।
অধম সরীর রাম জিন্হ পায়ে॥

কপিপতি—সুগ্রীব। রীছ—জম্বুবান। নিসাচর রাজা—বিভীষণ। কীস—বানর॥ সুগ্রীব, জাম্বুবান, বিভীষণ ও অঙ্গদাদি-কপিগন সকলেরই সুন্দর চরণ বন্দনা করিতেছি। ইঁহারা অধম শরীর ধারণ করিয়াও রামচন্দ্রকে পাইয়াছিলেন।

রঘুপতি চরন উপাসক জেতে।
খগ মৃগ সুর নর অসুর সমেতে॥
বন্দউঁ পদ সরোজ সব কেরে।
জে বিনু কাম রাম কে চেরে।

যাঁহারা বিনা কাজে রামচন্দ্রের দাস সেই সকলের, রঘুপতির চরণের উপাসক খগ, মৃগ, সুর, নর, অসুরদিগের পাদ-পদ্ম বন্দনা করি।

সুক সনকাদি ভগত মুনি নারদ।
জে মুনিবর বিজ্ঞান বিসারদ॥
প্রনবউঁ সবহিঁ ধরনি ধরি সীসা।
করহু কৃপা জন জানি মুনীসা।

সীসা—মাথা। জন—আপনার জন॥ শুক সনকাদি (সনন্দন, সনাতন সনৎকুমার) ভক্তগণ, নারদাদি মুনি ও অন্য শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ্ মুনিগণকে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেছি। আমাকে আপন জন জানিয়া দয়া কর।

জনকসুতা জগ জননি জানকী।
অতিসয় প্রিয় করুনা নিধান কী॥
তাকে জুগ পদ কমল কমল মনাবউ।
জাসু কৃপা নিরমল মতি পাবউ॥

করুণানিধান রামচন্দ্রের অতিশয় প্রিয় জনকসুতা জগৎজননী জানকী। তাঁহার পাদপদ্ম মান্য করি। যাঁহার কৃপায় যেন নির্মল বুদ্ধি পাই।

পুনি মন বচন কর্ম রঘুনায়ক।
চরন কমল বন্দউঁ সব লায়ক॥
রাজিবনয়ন ধরে ধনু সায়ক।
ভগত বিপতি ভঞ্জন সুখদায়ক॥

সকল কর্ম-কুশল রঘুনাথের পাদপদ্ম মন বচন ও কর্ম দ্বারা আবার বন্দনা করি। রামচন্দ্রের চোখ কমলের ন্যায়, তাঁহার হাতে ধনু ও বাণ, তিনি ভক্তের বিপদ দূর করেন, তিনি সুখ দান করেন।

গিরা অরথ জল বীচি সম কহিয়ত ভিন্ন ন ভিন্ন।
বন্দউঁ সীতা রাম পদ জিন্হহিঁ পরম প্রিয় খিন্ন॥

খিন্ন দুঃখী। গিরা—বাক্য। জল বীচি সম—জল ও ঢেউয়ের ন্যায়॥ বাক্য ও তাহার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ হইলেও যেমন তাহারা ভিন্ন নয়, জল ও তাহার ঢেউয়ের ন্যায় একই পদার্থ তেমনি রামচন্দ্র ও সীতা একই। তাঁহাদের পদ বন্দনা করি। দুঃখীরা তাঁহাদের নিকট পরম প্রিয়।

৩৫॥ বন্দউঁ রাম নাম রঘুবর কো।
হেতু কৃসানু ভানু হিমকর কো॥
বিধি হরি হর ময় বেদ প্রান সো।
অগুন অনুপম গুন নিধান সো॥

রঘুবরের রামনাম বন্দনা করি, তিনি অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্রের জন্মকারণ। তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরময়, অর্থাৎ তিনিই তাঁহারা, তিনিই বেদের প্রাণ। তিনি গুণরহিত, তিনি উপমা রহিত ও গুণের জন্মস্থান অর্থাৎ গুণময়।

মহামন্ত্র জোই জপত মহেসু।
কাসী মুকুতি হেতু উপদেসু॥
মহিমা জাসু জান গনরাউ।
প্রথমপূজিয়ত নাম প্রভাউ॥

যে মহা মন্ত্র মহেশ জপ করেন, যে মহামন্ত্র রামনামের উপদেশ কাশীতে মুক্তি পাওার জন্য দেওয়া হয়, যে নামের মহিমা গনপতি জানেন, আর সেই নামের প্রভাব জানেন বলিয়া সকলের আগে গণপতির পূজা হয়। সেই রাম নাম প্রনাম করি।

জান আদি কবি নাম প্রতপূ।
ভয়েউ শুদ্ধ করি উলটা জাপূ॥
সহস নাম সম সুনি সিববানী।
জপি জেঈঁ প্রিয় সঙ্গ ভবানী॥

আদি কবি বাল্মীকি রাম নামের প্রতাপ জানেন, তিনি উল্টা নাম জপ করিয়া শুদ্ধ হন। ঐ এক নাম বিষ্ণুর সহস্র নামের সমান, ইহাই শিবের নিকট শুনিয়া ঐ নাম জপিতে পার্বতী শিবের নিকট বসেন।

হরষে হেতু হেরি হর হী কো।
কিয় ভূষণ তিয়ভূষন তী কো॥
নাম প্রভাব জান সিব নীকো।
কালকূট ফল দীন্হ অমী কো॥

হেতু—প্রীত। অমী—অমিয়, অমৃত। কালকূট—বিষ। নীকো—ঠিক।

পার্বতীর হৃদয়ে রামচন্দ্র প্রীতি দেখিয়া মহাদেব আনন্দিত হ'ন এবং তাঁহাকে নিজের ভূষণ অর্থাৎ অর্ধাঙ্গিনি ও স্ত্রীদের ভূষণ স্বরূপ করেন। রাম নামের প্রভাব শিব ভালরূপ জানেন। কালকূট ঐ নামে অমৃত হয়। (যখন সমুদ্র-মন্থনে বিষ উঠে তখন দেবতারা উহারা জ্বালায় জ্বলিতে থাকেন, তখন শিব রামনাম লইয়া কালকূট পান করেন ও তাঁহার কণ্ঠে গিয়া উহা অমৃত হইয়া ওঠে)

বরষা রিতু রঘুপতি ভগতি তুলসী সালি সুদাস।
রামনাম বর বরন জুগ সাবন ভাদব মাস॥

তুলসী শালী ধান, আর বর্ষাঋতু রঘুপতি ভক্তি। বর্ষা হইলে তবে ত ধানের আনন্দ। তুলসী নামক ধানের কাছে রামনাম এই দুইটি শ্রেষ্ঠ অক্ষর শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মত।

৩৬॥ আখর মধুর মনোহর দোউ।
বরন বিলোচন জন জিয় জোউ॥
সুমিরত সুলভ সুখদ সব কাহু।
লোক লাহু পর লোক নিবাহু॥

বিলোচন—চক্ষু। জন জিয়—লোকের হৃদয়ের। লাহু—লাভ। নিবাহু—নির্বাহের হতু, মোক্ষদায়ক।

এই দুইটি অক্ষর মধুর ও মনোহর, উহা ভক্তের হৃদয়ের যেন দুই চক্ষু। উহা স্মরণ করা (জপ করা) সহজ, সকলের সুখ-দায়ক, উহাতে ইহলোকে লাভ হয়, পরলোকে মোক্ষ হয়।

কহত সুনত সুমিরত সুঠি নীকে।
রাম লখন সম প্রিয় তুলসী কে॥
বরনত বরন প্রীতি বিলগাতী।
ব্রহ্ম জীব সম সহজ সঁঘাতী।

সুঠি - সুন্দর। নীকে—ঠিক। বিলগাতী—বিলগ্ন হয়।

ঐ অক্ষর দুইটি উচ্চারণ করিতে ও স্মরণ করিতে বস্তুতঃ সুন্দর। উহারা তুলসীর নিকট রাম লক্ষ্মণের ন্যায়ই প্রিয় উহার বর্ণনা করিতে প্রীতি বিলগ্ন (?) হয়। অক্ষর দুইটির সহিত আমার প্রীতির ভাব তেমন, যেমন ব্রহ্মের সহিত জীবের ভাব, দুই-ই স্বভাবতঃ এক সাথে আছে, অক্ষর দুইটিরও তেমনই স্বভাবতঃই পরস্পর সঙ্গী।

নর নারায়ন সরিস সুভ্রাতা।
জগ পালক বিসেষি জন ত্রাতা॥
ভগতি সু তিয় কল করন বিভূষন।
জগ হিত হেতু বিমল বিধু পূষন।

সুতিয়—সু স্ত্রী। পূষন—সূর্য॥ এই দুইটি অক্ষর যেন দুই ভাই, যেন উহারা নর-নারায়ণ, জগতের পালক ও বিশেষ করিয়া লোকের উদ্ধার কর্তা। উহারা ভক্তি নামক সুরস্ত্রীর কাণের দুই দুল, জগত হিতের জন্য উহারা যেন নির্মল চন্দ্র সূর্য।

স্বাদ তোষ সম সুগতি সুধা কে।
কমঠ সেষ সম ধর বসুধা কে॥
জন মন মঞ্জু কঞ্জ মধুকর সে।
জীহ জসোমতি হরি হলধর সে॥

তোষ—তৃপ্তি॥ সুধা পান করিতে যেমন স্বাদু ও পরে উহাতে তৃপ্তি হয়, রা ও ম এই দুইটি অক্ষরও তেমনি উচ্চারণে স্বাদু ও পরে তৃপ্তি দেয়। কচ্ছপ ও শেষ নাগ যেমন পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে, এই দুই অক্ষর ও তেমনি পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। জন-মন-রূপ পদ্মের এই দুই অক্ষর হইতেছে মধুকর, জিহ্বা-রূপ যশোদার নিকট এই দুই অক্ষর কৃষ্ণ ও হলধরের ন্যায় প্রিয়।

একু ছত্রু একু মুকুটমনি সব বরননি পর জোউ।
তুলসী রঘুবরনাম কে বরন বিরাজত দোউ॥

দুই অক্ষরের মধ্যে একটি রা রেফ্ হইয়া সকল অক্ষরের উপর ছাতার ন্যায় থাকে, অপর 'ম' অনুস্বার চিহ্ন, বর্ণের মাথায় উঠিয়া মুকুটমণি হয় ও সব বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। তুলসীর কাছে রঘুবর নামের দুইটি বর্ণ এই ভাবে সোভা পায়।

৩৭॥ সমুঝত সরিস নাম অরু নামী।
প্রীতি পরস্পর প্রভু অনুগামী॥
নাম রূপ দুই ঈস উপাধী।
অকথ অনাদি সুসামুঝি সাধী।

সরিস—সমান। অনুগামী—ভৃত্য। অকথ—অবর্ণনীয়। সুসাধী—সুবুদ্ধি।

নাম ও নামী অর্থাৎ নাম ও রূপ এই দুই, যদি বোঝা যায় তবে এক সমান ; নাম ও রূপ এর ভিতর যে পরস্পর প্রীতির সম্পর্ক আছে তাহা প্রভু ও চাকরের সম্পর্কের মত। নাম ও রূপ এই দুই-ই ঈশ্বরের ভেদ, তিনি অবর্ণনীয় ও অনাদি, সুবদ্ধিরা এই প্রকারই বোঝে।

কো বড় ছোট কহত অপরাধু।
সুনি গুনি ভেদু সমুঝিহহিঁ সাধু॥
দেখিঅহিঁ রূপ নাম আধীনা।
রূপ জ্ঞান নহিঁ নাম বিহীনা॥

নাম ও রূপের মধ্যে কেহ বড় কেহ ছোট একথা বলিলে অপরাধ হয়। উহাদের গুণের ভেদ শুনিয়া সাধুরা বুঝিয়া থাকেন। দেখা যায় যে, রূপ নামের অধীন কেননা যদি নাম না থাকে তবে রূপের জ্ঞান হয় না। (কেবল রূপ দ্বারাই পরিচয় হয় না, নাম জানিলে তবে পরিচয় হয়।)

রূপ বিসেষ নাম বিনু জানে।
করতল গত ন পরহিঁ পহিচানে॥
সুমিরিয় নামু রূপ বিনু দেখে।
আবত হৃদয় সনেহ বিসেখে॥

বিনু দেখে—না দেখিয়া। আবত—আসে। পহিচানে—পরিচয়॥ রূপ বিশেষ যদি দেখা যায়, যদি দ্রব্য করতলগত হয়, তথাপি নাম না জানিলে উহার পরিচয় হয় না। কিন্তু রূপ না দেখিয়া কেবল নাম স্মরণ করিলেও হৃদয়ে বিশেষ প্রেম উপস্থিত হয়।

নাম রূপ গতি অকথ কহানী।
সমুঝত সুখদ ন পরতি বখানী॥
অগুন সগুন বিচ নাম সুসাখী।
উভয় প্রবোধক চতুর দুভাখী॥

ন পরতি—পারা যায় না। বখানী—ব্যাখ্যা। বিচ—মধ্যে। সুসাখী—সুসাক্ষী। দুভাখী—দোভাষী। নাম ও রূপের গতির কথা অবর্ণনীয়, কিন্তু উহা বুঝিলে সুখদায়ক। অগুণ ও সগুণের মধ্যে নাম একটা সাক্ষী দাঁড়াইয়া আছে, সে উভয়কে বুঝাইয়া দেয় যেন চতুর দোভাষী। (নাম দ্বারা অগুণ ও সগুণকে বুঝাইবার কল্পনা করা যায়)।

রাম নাম মনি দীপ ধরু জীহ দেহরীদ্বার।
তুলসী ভীতর বাহরহুঁ জৌ চাহসি উঁজিআর॥

ধরু—ধর। জীহ—জিহ্বা। দেহরী—দেউড়ী। চাহসি—যদি চাও। উজিয়ার—আলোকিত॥ তোমার ভিতর বাহির যে দিকে তাকাও যদি উজ্জ্বল করিতে চাও তবে তুলসী, দেহের দেউড়ী স্বরূপ জিহ্বাতে রাম-নাম মণিদীপ ধর। যেমন ঘরের দ্বারের পৈঠায় দীপ রাখিলে ঘরের ভিতর ও বাহির দুই আলোকিত হয়, তেমনি দেহের দরজার পৈঠা স্বরূপ জিহ্বায় রাম নাম রূপ আলো ধরিলে, রাম নাম জিহ্বায় লইতে থাকিলে, দেহের ভিতর আলো হইবে, আধ্যাত্মিক সম্পদ বাড়িবে, দেহের বাহিরে আলো হইবে, দেহের বাহিরও পবিত্র হইবে।

৩৮॥ নাম জীহ জপি জাগহিঁ জোগী।
বিরতি বিরঞ্চি প্রপঞ্চ বিয়োগী॥
ব্রহ্মসুখহি অনুভবহিঁ অনুপা।
অকথ অনাময় নাম ন রূপা॥

বিরতি—বৈরাগ্য। বিরঞ্চি—সংসার। প্রপঞ্চ—মোহ। বিয়োগী—ত্যাগ করিয়া। অনাময়—রোগহীন।

সংসার বৈরাগ্য লইয়া মোহ ত্যাগ করিয়া যোগী জিহ্বায় নাম জপ করিয়া জাগিতে থাকে। তাহাতে অনুপম ব্রহ্ম সুখ পায়, সে সুখ যে কত তাহা বলিতে পারা যায় না, উহা স্বাস্থ্য প্রদ, উহার না আছে নাম, না আছে রূপ।

জানা চহহিঁ গূঢ় গতি জেউ।
নাম জীহজপি জানহিঁ তেউ॥
সাধক নাম জপহিঁ লউ লায়ে।
হোহিঁ সিদ্ধ অনিমাদিক পায়ে॥

লউ লায়ে—তন্ময় হইয়া॥ যে গূঢ় গতি জানিতে চায়, সে জিহ্বায় নাম জপ করিয়া জানিতে পারে। সাধক নাম জপ করিয়া তন্ময় হইলে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি পায়, সিদ্ধ হয়।

জপহিঁ নামু জন আরত ভারী।
মিটহিঁ কুসঙ্কট হোহিঁ সুখারী॥
রাম ভগত জগ চারি প্রকারা।
সুকৃতী চারিউ অনঘ উদারা॥

ভারীআরত-অতি সঙ্কটে পড়িয়া। চারি প্রকার-আর্ত, জিজ্ঞাসু অর্থার্থী (যে কিছু চায়) ও জ্ঞানী। সুকৃতী-পুণ্যাত্মা। অনঘ-নিষ্পাপ। উদারা-উদার॥ অতি সঙ্কটে পড়িয়া যদি লোকে নাম জপ করে তবে উহাতে সঙ্কট দূর হয়, লোকে সুখী হয়। জগতে রামভক্ত চারিপ্রকার আছে যথা দুঃখী, জিজ্ঞাসু, কিছুর প্রত্যাশী ও জ্ঞানী। ইহারা সকলেই পুণ্যাত্মা, নিষ্পাপ ও উদার।

চহুঁ চতুর কহুঁ নাম অধারা।
জ্ঞানী প্রভুহি বিসেষি পিয়ারা॥
চহুঁ জুগ চহুঁ শ্রুতি নাম প্রভাউ।
কলি বিসেষি নহিঁ আন উপাউ॥

চহুঁ চতুর কহুঁ-চার চতুর জনের। অধারা-আশ্রয়ী। পিয়ারা-প্রিয়। আন উপাউ-অন্য উপায়॥ নাম আশ্রয়ী এই চার চতুর জনের মধ্যে জ্ঞানীই প্রভুর বিশেষ প্রিয়।

চারিযুগে, চারি শ্রুতিতে নামের প্রভাব রহিয়া গিয়াছে, তবে কলিযুগে বিশেষ করিয়া নাম ছাড়া অন্য উপায় নাই।

সকল কামনা হীন জে রাম ভগতি রস লীন।
নাম সুপ্রেম পিযষ হ্রদ তিনহুঁ কিয়ে মন মীন॥

যে ব্যক্তি সকল কামনা শূন্য-রাম ভক্তি রসে লীন, সে নাম রূপ প্রেম-অমৃত-হ্রদে নিজের মনকে মাছের মত করিয়া ফেলিয়াছে।

৩৯॥ অগুন সগুন দুই ব্রহ্ম সরূপা।
অকথ অগাধ অনাদি অনূপা॥
মোরে মত বড় নামু দুহূঁ তে।
কিয় জেহি জুগ নিজ বস নিজ বুতে॥

দুহূতে—দুই হইতেই। জুগ-উভয়কে। বূতে—বলে। অগুণ ও সগুণ দুইই ব্রহ্মের স্বরূপ, উহা অবর্ণনীয়, অগাধ, অনাদি ও উপমা রহিত। কিন্তু আমার মতে নাম এই সগুণ অগুণ দুই অপেক্ষাই বড়, কেননা নাম নিজের বলে দুইকেই নিজ বশে আনিয়াছে।

প্রৌঢ় সুজন মন জানহিঁ জন কী।
কহউঁ প্রতীতি প্রীতি রুচি মন কী॥
একু দারুগত দেখিয় একু।
পাবক সম জুগ ব্রহ্ম বিবেকু॥

দারুগত-কাঠের ভিতর কাষ্ঠত্ব পাইয়া আছে। দেখিয় একু-এক প্রত্যক্ষ আছে। পাবক জুগ সম-এই দুই আগুনের মত॥ চতুর সজ্জনেরা ভক্তের মন জানে, আমি কিন্তু নিজের মনের বিশ্বাস প্রীতি ও রুচি অনুযায়ী বলিতেছি। আগুন এক ভাবে কাঠের ভিতর কাঠ হইয়া আছে আর অপর ভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে। ব্রহ্ম বিবেকও তেমনি অন্তরস্থ ও প্রত্যক্ষ এই দুই প্রকার আগুনের ন্যায়। এক ভিতরস্থ যাহা দেখা যায় না, অথচ দারু আকারে ব্যাপ্ত অর্থাৎ নির্গুণ, অপর যাহা প্রত্যক্ষ বা সগুণ।

উভয় অগম জুগ সুগম নাম তেঁ।
কহেউঁ নামু বড় ব্রহ্ম রাম তেঁ।
ব্যাপকু একু ব্রহ্ম অবিনাসী।
সত চেতন ঘন আনঁদরাসী।

অগম-দুষ্প্রাপ্য, কঠিন সাধন। ব্রহ্ম-নির্গুণ ব্রহ্ম, রাম-সগুণ ব্রহ্ম। সত-সৎ। চেতন-চিৎ। আনন্দরাসী-আনন্দময় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ॥ সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়ের সাধনই কঠিন, কিন্তু এই দুইই নামে সহজ হয়। আমি বলিলাম নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম হইতে বড়। সচ্চিদানন্দ, সর্বব্যাপক এক অবিনাশী ব্রহ্ম সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

অস প্রভু হৃদয় অছত অবিকারী।
সকল জীব জগ দীন দুখারী।
নাম নিরূপন নাম জতন তেঁ।
সোউ প্রগটত জিমি মোল রতন তে॥

অছত-আছেন। নিরূপন-মাপ। জতন তেঁ-যত্ন দ্বারা। মোল-মূল্য। রতনতেঁ-রত্নের।

এই প্রকার বিকার-রহিত প্রভু হৃদয়ে রহিয়াছেন। তাহা হইলেও জগতে সকল জীবই দীন দুঃখী। (এই সচ্চিদানন্দ সর্বদা হৃদয়ে থাকিতেও জীবের সৎ জ্ঞান ও আনন্দ কিছু দেখা যায় না। আনন্দ স্বরূপকে হৃদয়ে রাখিয়া জীব নিজে নিরানন্দ বোধ করে।) নামের মূল্য নামের যত্নেই জানা যায়। যেমন যত্ন করিলে রত্ন তাহার মূল্য প্রকাশ করে, তেমনি নাম দ্বারা হৃদয়ের আনন্দ স্বরূপ প্রকাশিত হন।

নিরগুন তেঁ এহি ভাঁতি বড় নাম প্রভাউ অপার।
কহেউ নামু বড় রাম তেঁ নিজ বিচার অনুসার॥

এহি ভাঁতি-এই প্রকারে। এই প্রকারে নাম নির্গুণ অপেক্ষা বড়। নামের প্রভাবের শেষ নাই। আমি নিজের বিচার অনুসারে বলি রাম (সগুণ ব্রহ্ম) অপেক্ষা রাম নাম বড়।

৪০॥—রাম ভগতহিত নরতনু ধারী।
সহি সঙ্কট কিয় সাধু সুখারী।
নাম সপ্রেম জপত অনয়াসা।
ভগত হোহিঁ মুদ মঙ্গল বাসা॥

মুদ মঙ্গল বাসা-আনন্দময়, মঙ্গলময় স্থানের অধিবাসী॥ রাম ভক্তের হিতের জন্য নররূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং ক্লেশ সহ্য করিয়া সাধুদিগকে সুখী করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাম ভক্তিভরে জপ করিলে ভক্ত অক্লেশে আনন্দ ও মঙ্গলময় লোক পায়।

রাম এক তাপস তিয় তারী।
নাম কোটি খল কুমতি সুধারী॥
রিষি হিত রাম সুকেতুসুতা কী।
সহিত সেন সুত কীনহ বিবাকী॥

তাপসতিয়—তপস্বীর স্ত্রী, অহল্যা। সুকেতু সুতা—তাড়কা সুত, তাড়কার পুত্র সুবাহু, মারীচ আদি। কিনহ-করিয়াছিলেন। বিবাকী-মৃত॥ রাম এক তপস্বীর স্ত্রী, অহল্যাকে উদ্ধার করেন, কিন্তু তাঁহার নাম কোটি খল ও কুমতিকে উদ্ধার করিতেছে। ঋষিদের হিতের জন্য তিনি তাড়কাকে ও তাহার পুত্রদিগকে সৈন্য সহিত নাশ করেন।

সহিত দোষ দুখ দাস দুরাসা।
দলই নামু জিমি রবি নিসি নাসা।
ভঞ্জেউ রাম আপু ভব চাপু।
ভব ভয় ভঞ্জন নাম প্রতাপু॥

দাস—ভক্ত। জিনি—যেমন। ভব চাপু-হরধনু॥ ভক্তের দোষ দুঃখ দুরাশা, নাম নাশ করে, যেমন সূর্য অন্ধকার নাশ করে তেমনি। (রামচন্দ্র ঋষিদের জন্য সুবাহু, মারীচ ও

তাড়কাকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম প্রত্যেক ভক্তের হৃদয়-স্থিত দোষ দুঃখ দুরাশা রূপ সুবাহু, মারীচ ও তাড়কা বধ করে)। রামচন্দ্র নিজে হরধনু ভাঙ্গিয়াছিলেন রাম নাম কিন্তু সকল জগতের ভয় ভাঙ্গে।

দণ্ডকবন প্রভু কীন্হ সোহাবন।
জন মন অমিত নাম কিয় পাবন॥
নিসিচর নিকর দলে রঘুনন্দন।
নামু সকল কলি কলুষ নিকন্দন।

সুহাবন—সুন্দর পবিত্র। পাবন—পবিত্র। নিকন্দন—নাশকারী। অমিত-অগণিত॥ রামচন্দ্র এক দণ্ডক বনকেই পবিত্র করেন কিন্তু রাম নাম অগণিত লোকের মনরূপ বনকে পবিত্র করিয়াছে। রাক্ষসদিগকে রামচন্দ্র নাশ করেন কিন্তু রাম নাম কলির সকল পাপ নাশ করে।

সবরী গীধ সুসেবকনি সুগতি দীন্হি রঘুনাথ।
নাম উধারে অমিত খল বেদ বিদিত গুন গাথ॥

সবরী-ভীল রমণী॥ রামচন্দ্র ভীল, সিদ্ধ ও ভক্তদিগকে সুগতি দিয়াছিলেন, রাম নাম কিন্তু অগণিত খল উদ্ধার করিয়াছে, সে গুণগাথা বেদে বিদিত আছে।

৪১॥ **রাম সুকণ্ঠ বিভীষন দোউ।**
রাখে সরন জান সব কোউ॥
নাম গরীব অনেক নেবাজে।
লোক বেদ বর বিরদ বিরাজে॥

সুকণ্ঠ—সুগ্রীব। নেবাজে—উদ্ধার করিয়াছে। বর-সুন্দর। বিরদ—যশ॥ সুগ্রীব ও বিভীষণ এই দুইজনকে রাম শরণে রাখেন, কিন্তু রাম নাম অনেক গরীবের উদ্ধারকারী। সেই সুন্দর যশের কথা লোকে ও বেদে বিদিত আছে।

রাম ভালু কপি কটকু বটোরা।
সেতু হেতু শ্রমু কীন্হ ন থোরা।
নাম লেত ভব সিন্ধু সুখাহীঁ।
করহু বিচারু সুজন মন মাহীঁ॥

বটোরা—একত্র করেন। সুখাহীঁ—শুখাইয়া যায়॥ রাম ভালুক কপির সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তবে একটা সেতু গড়িয়াছিলেন। সেজন্য তিনি কম শ্রম করেন নাই। কিন্তু রাম নাম লইতে ভব সিন্ধু শুখাইয়া যায়। এই বার সুজনগণ মনে মনে বিচার করিয়া দেখুন (রাম হইতে নাম বড় কিনা)।

রাম সকুল রন রাবনু মারা।
সীয় সহিত নিজ পুর পগু ধারা।
রাজা রামু অবধ রজধানী।
গাবত গুন সুর মুনি বর বানী।

সকুল—কুল সহিত, সবংশে। পগুধারা—পদার্পণ। রাম সবংশে রাবণকে মারিয়া সীতা সহিত নিজ পুরীতে ফিরিয়া আসেন। সুর ও মুনিগণ রাজা রাম ও তাঁহার রাজধানী অযোধ্যা এ উভয়ের গুণ শ্রেষ্ঠ বাক্যে গান করিয়া থাকেন।

সেবক সুমিরত নামু সপ্রীতী।
বিনু শ্রম প্রবল মোহদলু জীতী॥
ফিরত সনেহ মগন সুখ অপনে।
নাম প্রসাদ সোচ নহিঁ সপনে॥

সেবক—ভক্ত। সপনে—স্বপ্নে। সনেহ মগন—প্রেমে মগ্ন। সোচ—শোক॥ (রামচন্দ্র অনেক শ্রম করিয়া রাবণ বধ করিয়া আনন্দে নিজ পুরীতে ফিরেন, আর) ভক্ত রাম নাম প্রেম ভরে স্মরণ করিয়া বিনা শ্রমে প্রবল মোহ সমূহ জয় করিয়া নিজ প্রেম সুখে মগ্ন হইয়া ফিরে। নামের প্রসাদে স্বপ্নেও তাঁহার শোক থাকে না।

ব্রহ্ম রাম তেঁ নামু বড় বর দায়ক বর দানি।
রামচরিত সত কোটি মহঁ লিয় মহেস জিয় জানি॥

ব্রহ্ম রাম—নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম। তেঁ—হইতে॥ নির্গুণ সগুণ ব্রহ্ম হইতেও রাম নাম বড়, বর যাহারা দেয়, রাম নাম তাহাদিগকেও বর দেয়, মহেশ এই কথা হৃদয়ে জানিয়া শত কোটি রাম চরিতের মধ্যে রাম নামই লইয়াছেন।

৪২॥ **নাম প্রসাদ সম্ভু অবিনাসী।**
সাজ অমঙ্গল মঙ্গল রাসী॥
সুক সনকাদি সিদ্ধ মুনি জোগী।
নাম প্রসাদ ব্রহ্ম সুখ ভোগী॥

রাম নামের কৃপায় অবিনাশী মহেশ্বর মঙ্গলময় হইয়াও নিজে অমঙ্গলের সাজ পরিয়া থাকেন, রাম নাম প্রসাদে সিদ্ধ মুনি যোগী শুক সনকাদি ব্রহ্ম সুখ ভোগ করেন।

নারদ জানেউ নাম প্রতাপু।
জগ প্রিয় হরি হরি হর প্রিয় আপু॥
নাম জপত প্রভু কীন্হ প্রসাদু।
ভগত সিরোমনি ভে প্রহ্লাদু॥

নামের প্রতাপ নারদ জানেন। বিষ্ণু জগতের প্রিয় কিন্তু নারদ হরির ও মহেশ্বরের প্রিয়। নাম জপ করায় প্রভু প্রহ্লাদকে কৃপা করেন, তিনি ভক্তদের শিরোমণি হ'ন।

ধ্রুব সগলানি জপেউ হরি নাউঁ।
পায়েউ অচল অনুপম ঠাউঁ॥
সুমিরি পবনসুত পাবন নামু।
অপনে বস করি রাখে রামু॥

সগলানি—গ্লানি বা কষ্ট করিয়া। ঠাউঁ—স্থান॥ ধ্রুব

ক্লেশ করিয়া রাম নাম জপ করিয়া অচল অনুপম স্থান পাইয়াছেন। হনুমান পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া রামকে নিজের বশ করিয়া রাখিয়াছেন।

অপর অজামিল গজ গনিকাউ।
ভয়ে মুকুত হরিনাম প্রভাউ॥
কহউঁ কহাঁ লগি নাম বড়াঈ।
রামু ন সকহিঁ নাম গুন গাঈ॥

আর অজামিল, গজ ও গণিকা হরি নামের প্রভাবে মুক্ত হয়। রাম নামের বড়াই আর কত বলিব স্বয়ং রামও নামের গুণ গাহিয়া শেষ করিতে পারিবেন না।

কথা অংশ:—অজামিল এক বড় পাপী ছিল। তাহার গর্ভবতী স্ত্রী একদিন সাধুদের সেবা করায় তাঁহারা তুষ্ট হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ দেন ও বলেন যে, পুত্র হইলে তাহার নাম যেন নারায়ণ রাখা হয়। সে তাহাই করে। পরে যখন অজামিল মৃত্যু শয্যায় যম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, তখন যমদূত তাহাকে টানিতে থাকে সেও পুত্রকে নারায়ণ নারায়ণ বলিয়া ডাকিতে থাকে। তখন স্বয়ং নারায়ণ উপস্থিত হইয়া অজামিলকে উদ্ধার করেন। কচ্ছপ গজকে জলের নীচে টানিয়া লইতেছিল এবং অধিক গুরুতার জন্য প্রায় গজকে জলের তল করিয়া ফেলে। শুঁড়ের খানিকটা মাত্র বাকী আছে তখন সে ভগবানকে ডাকিতে থাকে। রামচন্দ্র ভগবান তাহাকে উদ্ধার করেন।

পিঙ্গলা নামে এক গণিকা একদিন বেশভূষা করিয়া লোক ভুলাইবার আশায় বসিয়াছিল কিন্তু কেহ আসিল না দেখিয়া হতাশ হইয়া শয্যায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল যে, যেমন ভাবে পুরুষের পথ চাহিয়া আছি ঈশ্বরকে সেই মত চাহিলে ত সংসার বন্ধন ছুটিত। ইহাতেই সে পথ পায়, নাম লয় ও মুক্তি পায়।

নামু রাম কো কলপতরু কলি কল্যান নিবাসু।
জো সুমিরত ভয়ো ভাঁগ তে তুলসী তুলসীদাসু॥

ভাঁগ তে—ভাং গাছ হইতে। রাম নাম কল্পতরুর মত, উহাতেই কলির কল্যাণ বাস করে। সেই নাম স্মরণ করিতে করিতে তুলসীদাস, যে ভাঙের গাছের মত ছিল, সে তুলসী গাছ হইয়া গিয়াছে।

৪৩॥ **চহুঁ জুগ তীন কাল তিহুঁ লোকা।**
ভয়ে নাম জপি জীব বিসোকা॥
বেদ পুরান সন্ত মত এহূ।
সকল সুকৃত ফল রাম সনেহূ॥

চহুঁ—চার। ভয়ে—হইয়াছে। বিশোকা—শোকশূন্য। চার যুগে তিন কালে ও তিন লোকে এই নাম জপ করিয়া জীব শোকরহিত হইয়াছে। ইহাই বেদ পুরাণ ও সাধুগণের মত। সকল সুকার্যের ফল স্বরূপই নামের প্রতি স্নেহ বা প্রীতি হইয়া থাকে।

ধ্যানু প্রথম জুগ মখ বিধি দূজে।
দ্বাপর পরিতোষন প্রভু পূজে।
কলি কেবল মল মূল মলীনা।
পাপ পয়োনিধি জনম ন মীনা॥

প্রথম জুগ—সত্যযুগ। মখ—যজ্ঞ। দূজে—দ্বিতীয় যুগ বা ত্রেতা। মীনা—মৎস্য। পয়োনিধি—সাগর॥ সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা ও দ্বাপরে পূজা দ্বারা ঈশ্বর পরিতুষ্ট হ'ন। কলিকাল কেবল ময়লার মূল স্বরূপ, উহা যেন পাপের সাগর। লোকের মন যেন ঐ পাপ সাগরের মাছ।

নাম কামতরু কাল করালা।
সুমিরত সমন সকল জগজালা॥
রামনাম কলি অভিমত দাতা।
হিত পরলোক লোক পিতুমাতা॥

কামতরু—কল্পতরু। কাল করালা—কলিকাল। সমন—শান্তকারী, উপশমকারী। অভিমত—অভীপ্সিত, মনোরথ।

কলিকালে রাম নাম কল্পতরু। ঐ নাম স্মরণ করায় সংসারের সকল জ্বালা নাশ হয়। রাম নাম কলিকালে মনোরথ দেয়। উহা পরলোকে এবং ইহলোকে পিতা-মাতার ন্যায় হিত করে।

নহিঁ কলি করম ন ভগতিবিবেকূ।
রাম নাম অবলম্বন একূ॥
কালনেমি কলি কপটনিধানূ।
নাম সুমতি সমরথ হনুমানূ॥

সমরথ—শক্তিশালী। বিবেকূ—জ্ঞান॥ কলিকালে কর্ম ভক্তি বা জ্ঞান নাই, এক রাম নামই অবলম্বন। কলিকাল কপট কালনেমির মত, রাম নামই কেবল এই কালে সুবুদ্ধি লোককে শক্তিশালী হনুমানের ন্যায় কলিরূপ কালনেমি দমনে সমর্থ করে।

রাম নাম নরকেসরী কনক কসিপু কলিকালু।
জাপক জন প্রহ্লাদ জিমি পালিহি দলি সুরসালু।

নরকেসরী—নরসিংহ। কনক কসিপু— হিরণ্য-কশিপু। সুরসালু—দেবশত্রু॥ কলিকাল হিরণ্যকশিপুর মত, যাহারা রাম নাম জপ করে তাহারা প্রহ্লাদের মত। রাম নাম হইতেছে নরসিংহ অবতার। নাম জপকারী ভক্তকে এই নামরূপী নরসিংহ দেব-শত্রুকে নাশ করিয়া পালন করেন।

৪৪, ৪৫ ॥ ভায় কুভায় অনখ আলসহুঁ।
নাম জপত মঙ্গল দিসি দসহুঁ ।
সুমিরি সো নাম রাম গুন গাথা।
করউঁ নাই রঘুনাথহিঁ মাথা ॥

ভায় কুভায়—প্রীতি অপ্রীতি। অনখ আলসহুঁ—ঈর্ষা, আলস্ত॥ প্রীতি অপ্রীতিতে, ঈর্ষায় বা আলস্তে রাম নাম জপ করিলে দশদিকে মঙ্গল হয়। সেই রাম নাম গুণ কাহিনী স্মরণ করিয়া, রঘুনাথকে প্রণাম করিয়া, রামচন্দ্রের গান করিতেছি।

মোরি সুধারিহি সো সব ভাঁতী।
জাসু কৃপা নহিঁ কৃপা অঘাতী॥
রাম সুস্বামি কুসেবকু মো সো।
নিজ দিসি দেখি দয়ানিধি পোসো॥

সো—সেই ভগবান। সবভাঁতি - সকল রকমে। কৃপা অঘাতী—কৃপা করিয়া শ্রান্ত হওয়া। মোসো—আমার মত। পোসো—পাল॥ সেই রাম আমাকে সকল দিকে সুধরাইবেন, তাঁহার কৃপা অপ্রতুল নয়। রাম উত্তম প্রভু, আমিই কুসেবক। হে দয়ানিধি রাম নিজের দিকে দেখিয়া আমাকে পালন করিও।

লোকহুঁ বেদ সুসাহিব রীতী।
বিনয় সুনত পহিচানত প্রীতী॥
ধনী গরীব গ্রাম নর নাগর।
পণ্ডিত মূঢ় মলীন উজাগর॥

সুসাহিব—উত্তম প্রভু॥

উত্তম প্রভুর এই লোক ও বেদ বিখ্যাত রীতি যে, তিনি ভৃত্যের বিনয় শুনেন, তাহার প্রীতি স্বীকার করেন। ধনী গরীব, গ্রাম্য লোক বা নাগরিক, পণ্ডিত বা মূর্খ অযশস্বী বা যশোবন্ত—

সুকবি কুকবি নিজ মতি অনুহারী।
নৃপহি সরাহত সব নর নারী॥
সাধু সুজান সুসীল নৃপালা।
ঈস অংস ভব পরম কৃপালা॥

ঐ সকল লোক ও সুকবিগণ ও সকল নরনারীই নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী রাজার প্রশংসা করিয়া থাকে। সাধু জ্ঞানী সুশীল রাজা পরম কারুণিক ঈশ্বরের অংশ হইতে উৎপন্ন।

সুনি সনমানহিঁ সবহি সুবানী।
ভনিতি ভগতি নতি গতি পহিচানী॥
যহ প্রাকৃত মহিপাল সুভাউ।
জান সিরোমনি কোসলরাউ॥
রীঝত রাম সনেহ নিসোতেঁ।
কো জগ মন্দ মলিনমতি মো তেঁ॥

নিসোতেঁ—তীব্র। রীঝত—মুগ্ধ হওয়া॥ রাজা এই সকলের কথা শুনিয়া ও তাহাদের ভক্তি ও মতিগতির পরিচয় পাইয়া সকলকে সুবাক্য দ্বারা সম্মান করেন। ইহাই সাধারণ রাজার স্বভাব, আর রাজাদের মধ্যে আবার কোশল রাজ জ্ঞানী শিরোমণি স্বরূপ। রামচন্দ্র তাহাতে আবার অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ আর এদিকে আমার অপেক্ষা মন্দ ও মলিন মতি কেই বা আছে।

সঠ সেবক কী প্রীতী রুচি রখিহহিঁ রাম কৃপালু।
উপল কিয়ে জলজান জেহিঁ সচিব সুমতি কপি ভালু॥

শঠ—মূর্খ। রখিহহিঁ—রাখিবেন। উপল—পাথর। জলজান—নৌকা॥ কৃপালু রাম মূর্খ সেবকের প্রতি প্রীতি ও রুচি রাখিবেন। (তিনি সবই পারেন) তিনি জলে পাথর ভাসাইয়াছিলেন আর কপি ও ভালুককে সুবুদ্ধি মন্ত্রী করিয়াছিলেন।

হোঁহু কহাবত সব কহত রাম সহত উপহাস।
সাহিব সীতানাথ সে সেবক তুলসীদাস॥

হোঁহু—আমি। কহাবত—বলাইতেছি॥ আমি বলাইতেছি আর সকলেই বলিতেছে যে সীতানাথ হইতেছেন প্রভু আর তুলসীদাস তাঁহার সেবক। প্রভু এই উপহাস সহ্য করিতেছেন।

৪৬, ৪৭, অতি বড়ি মোর ঢিঠাঈ খোরী।
৪৮ ॥ সুনি অঘ নরকহু নাক সিকোরী॥
সমুঝি সহম মোহিঁ অপডর অপনে।
সো সুধি রাম কীন্হ নহিঁ সপনে॥

ঢিঠাঈ—ধৃষ্টতা। খোরী—দোষ। অঘ—পাপ। নাক—সিকোরী, নাক সিট্‌কাইবে। সহম—ভয় পাইয়া। অপডর—ধৃষ্টতা॥ কোথা রামচন্দ্র প্রভু আর আমি কিনা নিজেকে তাঁহার দাস বলি! এই যে এত বড় ধৃষ্টতা ও দোষ ইহা শুনিয়া নরকও নাক সিটকায়। আমি নিজের ধৃষ্টতা বুঝিয়া নিজেই ডরাই, কিন্তু রামচন্দ্র ইহা স্বপ্নেও গ্রাহ্য করেন না।

সুনি অবলোকি সুচিত চখ চাহী।
ভগতি মোরি মতি স্বামি সরাহী॥
কহত নসাই হোই হিয় নীকী।
রীঝত রাম জানি জন জী কী॥

সুচিত—শুদ্ধচিত্ত। সুচিত চখ চাহী—নির্মল হৃদয়ের দিব্য দৃষ্টিতে চাহিয়া। নসাই—মন্দ। নীকি—ভাল। রীঝত—আনন্দিত॥ স্বামী রামচন্দ্র আমার কথা শুনিয়া নিজ নির্মল হৃদয়ের দিব্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া আমার ভক্তি ও মতি প্রশংসা করেন। একথা বলা মন্দই হউক আর ভালই হউক, রামচন্দ্র লোকের হৃদয়ের কথা জানিয়া আনন্দ পান।

রহতি ন প্রভুচিত চুক কিয়ে কী।
করত সুরতি সয়বার হিয়ে কী॥
জিহি অঘ বধেউ ব্যাধ জিমি বালী।
ফিরি সুকণ্ঠ সোই কীনহি কুচালী॥

চুক—দোষ। কিয়ে কী—কৃত। সুরতি—স্মরণ। অঘ—পাপ। সুকণ্ঠ—সুগ্রীব। প্রভুর চিত্তে ভক্তের কৃত দোষের কথা স্থান পায় না বরঞ্চ ভক্তের হৃদয় কথা শতবার স্মরণ করেন। বালীকে যে পাপের জন্য ব্যাধের ন্যায় বধ করিয়াছিলেন সেই কাজই তাঁহার ভক্ত সুগ্রীব ফিরিয়া করিয়াছিল।

সোই করতুতি বিভীষন কেরী।
সপনেহুঁ সো ন রাম হিয় হেরী॥
তে ভরতহি ভেঁটত সনমানে।
রাজসভা রঘুবীর বখানে॥

করতুতি—কার্য॥ সেই কার্য বিভীষণও করেন কিন্তু রামের মনে তাহা স্বপ্নেও স্থান পায় নাই। ভরত মিলনে তিনি বিভীষণকে সম্মান করেন ও রাজ সভায় তাঁহার প্রশংসা করেন।

প্রভু তরুতর কপি ডার পর তে কিয় আপু সমান।
তুলসী কহুঁ ন রাম সে সাহিব সীলনিধান॥

প্রভু গাছের নীচে আর কপি গাছের ডালে, তিনি উহাদিগকে নিজের সমান জ্ঞান করিতেন। তুলসীদাস বলে—রাম অপেক্ষা অধিক শীলযুক্ত প্রভু আর কেহ নাই।

রাম নিকাঈ রাবরী হৈ সবহী কো নীক।
জৌ যহ সাঁচী হৈ সদা তৌ নীকো তুলসী ক॥

নিকাঈ—ভাল। রাওরী—তোমার। হৈ—হয়। যহ—এই॥

হে রাম তোমার কাছে যাহা ভাল তাহা সকলেরই ভাল, যদি এই কথা সত্য হয় তবে তুলসীরও সর্বদা ভাল হইবে।

এহি বিধি নিজ গুণ দোষ কহি সবহি বহুরি সির নাই।
বরনউঁ রঘুবর বিসদ জসু সুনি কলি কলুষ নসাই॥

এহি বিধি—এই প্রকারে। বরনউঁ—বর্ণনা করি॥ এই প্রকারে নিজের গুণ ও দোষের কথা বলিয়া, সকলের নিকট আবার প্রণাম জানাইয়া রঘুপতির বিস্তারিত যশ বর্ণনা করি, শুনিয়া কলির পাপ নষ্ট হইবে।

৪৯, ৫০॥ **জাগবলিক জো কথা সোহাঈ।**
ভরদ্বাজ মুনিবরহি সুনাঈ॥
কহিহউঁ সোই সংবাদ বখানী।
সুনহু সকল সজ্জন সুখু মানী॥

সোহাঈ—সুন্দর॥ যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যে সুন্দর কথা মুনিবর ভরদ্বাজকে শুনাইয়াছিলেন সেই সংবাদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছি। সকল সজ্জন সুখে সে কথা শুনুন।

সম্ভু কীন্হ যহ চরিত সোহাবা।
বহুরি কৃপা করি উমহি সুনাবা॥
সোই সিব কাগভুসুণ্ডিহি দীন্হা।
রামভগতি অধিকারী চীন্হা॥

কীন্হ—রচনা করিয়াছিলেন। সোহাবা—সুন্দর। বহুরি—পুনরায়। সুনাবা—শুনাইয়াছিলেন। চিন্হা—চিনিয়া। শিব এই সুন্দর চরিত (রামচরিত মানস) রচনা করেন, পরে কৃপা করিয়া পার্বতীকে শুনান। পরে কাক ভুষণ্ডীকে ভক্তির অধিকারী চিনিয়া শিব তাঁহাকে উহা দেন।

তেহি সন জাগবলিক পুনি পাবা।
তিন্হ পুনি ভরদ্বাজ প্রতি গাবা॥
তে শ্রোতা বকতা সমসীলা।
সমদরসী জানহিঁ হরিলীলা॥

তেহিসন—তাঁহার নিকট হইতে। তে—সে। সমসীলা—সমবুদ্ধিযুক্ত। সমদরসী—সমদৃষ্টি প্রাপ্ত। জানহিঁ—জানিতেন॥

কাক ভুষণ্ডীর নিকট হইতে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি পান, তিনি ভরদ্বাজ মুনিকে ইহা গাহিয়া শুনান। যাজ্ঞবল্ক্য ও এই বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই সমবুদ্ধি, সমদৃষ্টি সম্পন্ন ও তাঁহারা হরির লীলা জানিতেন।

জানহিঁ তীনি কাল নিজ গ্যানা।
করতলগত আমলক সমানা॥
অউরউ জে হরিভগত সুজানা।
কহহিঁ সুনহিঁ সমুঝহিঁ বিধি নানা॥

তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। হাতের তেলোতে যে আমলকি থাকে তাহা যেমন লোকে বেশ দেখে বুঝে ও আয়ত্তের ভিতর রাখে, ত্রিকালের জ্ঞানও তাঁহাদের তেমনি আয়ত্তের ভিতর। ইহারা ছাড়া অন্য যে জ্ঞানী হরি ভক্ত আছেন তাঁহারাও এই চরিত কথা নানা প্রকারে বলিয়া শুনিয়া ও বুঝিয়া থাকেন।

মৈঁ পুনি নিজগুর সন সুনী কথা সো সুকরখেত।
সমুঝী নহিঁ তসি বালপন তব অতি রহেউঁ অচেত॥

মৈঁ—আমি। পুনি—পুনরায়। সুকরখেত—শুকর খেত নামক স্থান যেখানে তুলসীদাসজী গুরুগৃহে বাস করিতে-ছিলেন। তসি—তখন। বালপন—বাল্যাবস্থা। আমি আবার নিজ গুরুর নিকট গুরুগৃহে শুকর খেতে শুনি। তখন বালক ছিলাম কথা বুঝি নাই। অচেতন ছিলাম।

শ্রোতা বকতা গ্যাননিধি কথা রাম কৈ গূঢ়।
কিমি সমুঝউঁ মৈঁ জীবজড় কলিমল গ্রসিত বিমূঢ়॥

কিমি—কেমন করিয়া। জড়—নির্বোধ॥

কথা গূঢ় এজন্য শ্রোতা ও বক্তা জ্ঞানবান হওয়া চাই।

আর আমি নির্বোধ জীব কলির পাপে বিমূঢ়, আমি কি করিয়া বুঝিব।

৫১। তদপি কহী গুরু বারহিং বারা।
সমুঝি পরী কছু মতি অনুসারা।
ভাষা বদ্ধ করব মৈঁ সোঈ।
মোরে মন প্রবোধ জেহি হোঈ।

তথাপি গুরু বারবার বলিয়াছিলেন বলিয়া নিজ বুদ্ধি অনুসারে কিছু বুঝিয়াছিলাম। আমি তাহাই প্রাদেশিক ভাষায় লিখিব—যাহাতে আমার কিছু জ্ঞান হয়।

জস কছু বুধি বিবেক বল মেরে।
তস কহিহউঁ হিয় হরি কে প্রেরে॥
নিজ সন্দেহ মোহ ভ্রম হরনী।
করউঁ কথা ভব সরিতা তরনী॥

আমার যাহা কিছু বুদ্ধি ও বিচার বল আছে হৃদয়স্থিত হরির প্রেরণায় সেইরূপ বলিব। যে কথা বলিব তাহা আমার নিজের সন্দেহ মোহ ও ভ্রম হরণকারী ও ভবসাগর তারণকারী।

বুধ বিশ্রাম সকল জন রঞ্জনি।
রামকথা কলি কলুষ বিভঞ্জনি॥
রামকথা কলি পন্নগ ভরনী।
পুনি বিবেক পাবক কহুঁ অরনী॥

বুধবিশ্রাম—পণ্ডিতের আরাম। পন্নগ—সাপ। ভরনী—একপ্রকার নক্ষত্র। পাবক—আগুণ। অরনী—কাঠ॥ রামের কথায় পণ্ডিতের আরাম, ইহা সকল ভক্তের মনোরঞ্জনকারী, ইহা কলির পাপ নাশকারী। রামকথা কলিরূপ সাপের কাছে ভরণী নক্ষত্রের মত অর্থাৎ রামকথা জ্ঞান-আগুনের নিকট কাঠের ন্যায়। কাঠ আগুন জ্বালাইয়া রাখে—জ্ঞান আগুনের খোরাকি যোগায় রাম কথারূপ অরণী বা ইন্ধন।

রাম কথা কলি কামদ গাঈ।
সুজন সজীবনি মূরি সোহাঈ।
সোই বসুধাতল সুধাতরঙ্গিনি।
ভয়ভঞ্জনি ভ্রম ভেক ভুঅঙ্গিনি॥

কামদ গাই—কামধেনু। সজীবনি মূরি—সঞ্জীবনীমূল। সুহাঈ—সুন্দর॥ রামের কথা কলিতে কামধেনুর মত। উহা সজ্জনের নিকট সুন্দর সঞ্জীবনী মূলের ন্যায়। উহা পৃথিবীতে সুধার নদীর ন্যায় উহা সংসার বন্ধন ভাঙ্গে, উহা ভ্রম ভেকের পক্ষে সাপের ন্যায়।

অসুর সেন সম নরক নিকন্দিনি।
সাধু বিবুধ কুল হিত গিরি নন্দিনি।
সন্ত সমাজ পয়োধি রমা সী।
বিশ্ব ভার ভর অচল ছমা সী।

গিরি নন্দিনী—(দু)র্গা। ছমা—পৃথিবী॥ অসুর সেনার ন্যায় নরকের নাশকারী, সাধু ও দেবতাদের হিতের জন্য দুর্গার ন্যায়, সাধু সমাজরূপ সমুদ্রের লক্ষ্মী স্বরূপ, বিশ্বভার ধারণ করিতে অচল পৃথিবীর ন্যায়।

জম গন মুহ মসি জগ জমুনা সী।
জীবন মুকুতি হেতু জনু কাসী॥
রামহিং প্রিয় পাবনি তুলসী সী।
তুলসীদাস হিত হিয় হুলসী সী।

জমগন মুহমসি—যমদূতগণের মুখে কালি দেওয়ার মত। জমুনা সী—যমুনার ন্যায়॥ যমুনা ও যম সূর্যের কন্যা ও পুত্র। যমুনার কৃপা হইলে যম অনুচরগণ দণ্ড দিতে পারে না। হুলসী সী—হুলসীর ন্যায়। হুলসী—তুলসী দাসের মাতা ছিলেন।

রামনাম, যম দূতদিগের দণ্ড দেওয়ার অন্তরায় স্বরূপ যমুনার মত। জীবের মুক্তির জন্য কাশীর মত। রামের নিকট উহা তুলসী পাতার ন্যায় প্রিয় এবং তুলসীদাসের মাতা যেমন অন্তরের সহিত তাহার হিত দেখিতেন, উহা তেমনি তুলসীর হিতাকাঙ্ক্ষী।

সিবপ্রিয় মেকল সৈল সুতা সী।
সকল সিদ্ধি সুখ সম্পতি রাসী॥
সদ গুন সুর গন অম্ব অদিতি সী।
রঘুবর ভগতি প্রেম পরিমিতি সী॥

মেকল সৈল—নর্মদা অদিতি—দেবতাদের মাতা। পরিমিতি সী—সীমা স্বরূপ॥ রাম নাম শিবের নিকট নর্মদার ন্যায় প্রিয়। উহা সকল সিদ্ধি দানকারী সম্পত্তির মত। সদ্গুণরূপ দেবতাগণের নিকট মাতা অদিতির ন্যায়। উহা রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ও প্রেমের স্বরূপ।

রামকথা মন্দাকিনী চিত্রকূট চিত চারু।
তুলসী সুভগ সনেহ বন সিয় রঘুবীর বিহারু॥

রাম নাম মন্দাকিনী নদীর ন্যায়, আর চিত্ত সুন্দর চিত্রকূটের ন্যায়। তুলসী বলেন সীতা রঘুবীরের বিহার স্থান চিত্রকূট হইতেছে সুন্দর প্রেমপরায়ণ মন।

৫২।৫৩॥ রাম চরিত চিন্তামনি চারু।
সন্ত সুমতি তিয় সুভগ সিঁগারু।
জগমঙ্গল গুন গ্রাম রাম কে।
দানি মুকুতি ধন ধরম ধাম কে।

চিন্তামনি—যাহা চাওয়া যায় তাহাই যে দেয়।

রাম চরিত চারু চিন্তামণির ন্যায়, সাধুরূপ সুমতি স্ত্রীদিগের বেশ-ভূষা স্বরূপ। রামের গুণগ্রাম জগতের মঙ্গলদায়ক, মুক্তি ধন ধর্ম ও পরমধাম দানকারী।

সদগুরু জ্ঞান বিরাগ জোগ কে।
বিবুধবৈদ ভব ভীম রোগ কে॥
জননি জনক সিয় রাম প্রেম কে।
বীজ সকল ব্রত ধরম নেম কে।

বিবুধবৈদ—দেববৈদ্য, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়॥ জ্ঞান বিরাগ ও যোগের সদ্‌গুরু স্বরূপ, সংসারের ভীম রোগের নিকট অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের ন্যায়। সীতারাম প্রেমের জনক-জননী স্বরূপ, সকল ব্রতে ধর্ম নিয়মের বীজ স্বরূপ।

সমন পাপ সন্তাপ সোক কে।
প্রিয় পালক পরলোক লোক কে।
সচিব সুভট ভূপতিবিচার কে।
কুম্ভজ লোভ উদধি অপার কে॥

রাম নাম পাপ, সন্তাপ ও শোক নাশকারী, পরলোক ও ইহলোকের প্রিয় পালনকারী, বিচাররূপ রাজাকে মন্ত্রীর এবং সুযোদ্ধার ন্যায় রক্ষাকারী। লোভরূপী অপার সমুদ্রের নিকট শোষণকারী অগস্ত্যের ন্যায়।

কাম কোহ কলি মল করি গন কে।
কেহরি সাবক জন মন বন কে॥
অতিথি পূজ্য প্রিয়তম পুরারি কে।
কামদ ঘন দারিদ দবারি কে॥

জনমনের বনে যে কাম ক্রোধাধি কলির পাপরূপ হাতী সকল চরিয়া বেড়ায় তাহার পক্ষে রামনাম সিংহ শাবকের ন্যায়। মহাদেবের নিকট উহা প্রিয় অতিথির ন্যায় পূজ্য। দারিদ্র্য দাবাগ্নির নিকট উহা কামদানকারী মেঘের ন্যায়।

মন্ত্র মহা মনি বিষয়ব্যাল কে।
মেটত কঠিন কুঅঙ্ক ভাল কে॥
হরন মোহতম দিনকর কর সে।
সেবক সালি পাল জলধর সে।

ব্যাল—সাপ॥ বিষয়-সাপের নিকট রাম-কথা মন্ত্রের মত ও মহামণির ন্যায়। রাম-কথা কপালের কঠিন দুর্ভাগ্যও দূর করে। মোহরূপ অন্ধকার দূর করার পক্ষে উহা সূর্যের কিরণের ন্যায়। রামনাম সেবকের নিকট তেমনি হিতকারী, যেমন ধান ক্ষেতের পক্ষে জলধর মেঘ হিতকারী।

অভিমত দানি দেব তরু বর সে।
সেবত সুলভ সুখদ হরি হর সে॥
সুকবি সরদ নভ মন উডুগন সে।
রাম ভগত জন জীবন ধন সে।

উডুগন—তারকা। রাম কথা কাম্য দ্রব্য দানকারী কল্পতরুর ন্যায়। সেবকের নিকট আশুতোষ এবং ভগবানের ন্যায় সুলভ ও সুখদানকারী। সুকবিরূপ শরৎকালের মনরূপ আকাশে রামনাম তারাগণের ন্যায়। আর রাম ভক্তের নিকট উহা জীবনধনের মত।

সকল সুকৃতফল ভূরি ভোগ সে।
জগহিত নিরুপধি সাধু লোগ সে।
সেবক মন মানস মরাল সে।
পাবন গঙ্গ তরঙ্গ মাল সে॥

রামনাম সকল যজ্ঞ-ফলের ন্যায়, জগৎহিতের পক্ষে ছলনাবিহীন সাধুর ন্যায়, সেবকের মানস সরোবরে হংসের ন্যায় আর পবিত্র করিতে গঙ্গার তরঙ্গমালার ন্যায়।

কুপথ কুতর্ক কুচালি কলি কপট দম্ভ পাখণ্ড।
দহন রাম গুন গ্রাম জিমি ইন্ধন অনল প্রচণ্ড॥

রামচন্দ্রের গুণসমূহ প্রচণ্ড অগ্নির ন্যায়, তাহাতে কলিকালের যত দোষ কাঠের মত পুড়িয়া ভস্ম হয়, কুপথ, কুতর্ক, কু-আচরণ, কপট, দম্ভ, পাষণ্ড, এই সকলই ভস্ম হয়।

রাম চরিত রাকেস কর সরিস সুখদ সব কাহু।
সজ্জন কুমুদ চকোর চিত হিত বিসেষি বড় লাহু॥

রাকেস কর—পূর্ণচন্দ্রের কিরণের ন্যায়। লাহু—লাভ॥ রামচন্দ্রের চরিত্র পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় সকলের পক্ষে সুখদায়ক, কিন্তু সজ্জনরূপ কুমুদ ও চকোরের চিত্তের পক্ষে ঐ চাঁদ বিশেষ করিয়াই হিতকারী, বড় লাভদায়ক।

৫৪। কীন্হ প্রশ্ন জেহি ভাঁতি ভবানী।
জেহি বিধি সঙ্কর কহা বখানী॥
সো সব হেতু কহব মৈঁ গাঈ।
কথা প্রবন্ধ বিচিত্র বনাঈ।

যে ভাবে ভবানী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যেমন করিয়া শঙ্কর তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সে সকল কারণ আমি গাহিয়া বলিব, বিচিত্র কথা-প্রসঙ্গ রচনা করিব।

জেহি যহ কথা সুনী নহিঁ হোঈ।
জনি আচরজ করই সুনি সোঈ॥
কথা অলৌকিক সুনহিঁ জে জ্ঞানী।
নহিঁ আচরজ করহিঁ অস জানী।

যে এ কথা শুনে নাই সে যেন ইহা শুনিয়া আশ্চর্য না হয়। এই অলৌকিক কথা যে জ্ঞানী শুনিবে সে যেন এ কথা জানিয়া কখনও আশ্চর্য হয় না।

রামকথা কৈ মিতি জগ নাহীঁ।
অস প্রতীতি তিন্হ কে মন মাহীঁ॥
নানা ভাঁতি রাম অবতারা।
রামায়ন সতকোটি অপারা॥

মিতি—সীমা, শেষ। প্রতীতি—বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যাহার মনে আছে যে, রামচন্দ্র নানা প্রকারের অবতার

হইয়াছেন, শতকোটি অপার রামায়ণও রচনা হইয়াছে, তাহার নিকট রাম-কথার সীমা নাই।

কলপভেদ হরিচরিত সোহায়ে।
ভাঁতি অনেক মুনীসন্হ গায়ে॥
করিঅ ন সংসয় অস উর আনী।
সুনিঅ কথা সাদর রতি মানী॥

সোহায়ে—সুন্দর। মুনীসন্হ—মুনীশ্বরগণ। উর—হৃদয়। রতি—রুচি॥ কল্পভেদ অনুসারে সুন্দর হরচরিত মুনীশ্বরগণ নানা প্রকারে গাহিয়াছেন। এই কথা মনে করিয়া সংশয় করিও না, আদরের সহিত ও রুচির সহিত এ কথা শুনিও।

রাম অনন্ত অনন্ত গুন অমিত কথা বিস্তার।
সুনি আচরজু ন মানিহহিঁ জিন্হকে বিমল বিচার॥

অমিত - অশেষ। আচরজ—আশ্চর্য॥ রাম অনন্ত, তাঁহার গুণও অনন্ত, তাঁহার কথার বিস্তারের শেষ নাই, যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়াছে সে রাম-কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইবে না।

৫৫॥ এহি বিধি সব সংসয় করি দূরী।
সির ধরি গুরুপদ পঙ্কজ ধূরী॥
পুনি সবহী বিনবউঁ কর জোরী।
করত কথা জেহি লাগ ন খোরী॥

ধূরী—ধুলা। বিনবউঁ—বিনতি করি। খোরী—দোষ॥ এই প্রকারে সমস্ত সংশয় দূর করিয়া, গুরুজীর পাদপদ্মের ধূলা মাথায় রাখিয়া, পুনরায় সকলের নিকট বিনয় করিতেছি। যে কথা রচনা করিতেছি তাহাতে যেন দোষ না হয়।

সাদর সিবহি নাই অব মাথা।
বরনউঁ বিসদ রাম গুন গাথা॥
সংবত সোরহ সৈ ইকতীসা।
করউঁ কথা হরিপদ ধরি সীসা॥

এখন সাদরে শিবকে প্রণাম করিয়া বিমল রামগুণ গাথা বর্ণনা করিতেছি। ১৬৩১ সংবতে হরি চরণে প্রণাম করিয়া লইয়া কথা আরম্ভ করিতেছি।

নৌমী ভৌমবার মধুমাসা।
অবধপুরী যহ চরিত প্রকাসা॥
জেহি দিন রামজনম শ্রুতি গাবহি।
তীরথ সকল তহাঁ চলি আবহিঁ॥

নৌমী—নবমী। ভৌমবার—মঙ্গলবার। অবধপুরী—অযোধ্যায়। শ্রুতি—বেদ। চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে মঙ্গলবারে (রামনবমী, রামজন্ম দিন) অযোধ্যায় এই চরিত কথা প্রকাশিত। যে দিন রামজন্ম হইয়াছিল, সে দিন অযোধ্যায় সকল তীর্থ চলিয়া আসিয়া থাকে, ইহা বেদে বলে।

অসুর নাগ খগ নর মুনি দেবা।
আই করহিঁ রঘুনায়ক সেবা।
জনম মহোৎসব রচহিঁ সুজানা।
করহিঁ রাম কল কীরতি গানা।

অসুর—প্রহ্লাদ আদি। নাগ—অনন্ত নাগ। খগ—কাক ভুষণ্ডী। নর—অর্জুনাদি। মুনি—অগস্ত্য, ব্যাস, বাল্মীকি আদি। দেবা—শিব ব্রহ্মাদি। কল কীরতি—সুন্দর কীর্তি।

সে দিন অসুর, নাগ, খগ, নর, মুনি ও দেবগণ অযোধ্যায় আসিয়া রঘুনাথের সেবা করেন, জ্ঞানীরা জন্ম-মহোৎসব রচনা করেন, রামের সুন্দর কীর্তি গান করেন।

মজ্জহিঁ সজ্জনবৃন্দ বহু পাবন সরজূ নীর।
জপহিঁ রাম ধরি ধ্যান উর সুন্দর শ্যামসরীর॥

মজ্জহিঁ—স্নান করেন। পাবন—পবিত্র। উর—হৃদয়।

পবিত্র সরযূ জলে অনেক সজ্জন সে দিন ডুব দেন, সুন্দর শ্যাম-শরীর রামের ধ্যান হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাম নাম জপেন।

৫৬॥ দরস পরস মজ্জন অরু পানা।
হরই পাপ কহ বেদ পুরানা॥
নদী পুনীত অমিত মহিমা অতি।
কহি ন সকই সারদা বিমলমতি॥

সরযুর দর্শন, স্পর্শ, সরযুতে স্নান ও উহার জল পান করিলে পাপ নাশ হয়, এ কথা বেদ পুরাণে বলে। এই সরযূ নদী অতি পবিত্র, ইহার মহিমার পার নাই, বিমলমতি সরস্বতী ইহার কথা বলিয়া শেষ করিতে পারেন না।

রাম ধাম দা পুরী সুহাবনি।
লোক সমস্ত বিদিত অতি পাবনি॥
চারি খানি জগ জীব অপারা।
অবধ তজে তন নহিঁ সংসারা॥

সুহাবনী—সুন্দর। খানি—উৎপন্ন। অপারা—অশেষ॥ এই সুন্দর অযোধ্যাপুরী রামের বাসস্থান ছিল। ইহা সমস্ত লোকে প্রসিদ্ধ ও ইহা জগৎ পবিত্রকারিণী। জগতে অশেষ জীব চারি প্রকারে উৎপন্ন হইয়া আছে। উহাদের যে কেহ অযোধ্যায় দেহ ত্যাগ করিলে তাহার আর সংসার অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না।

সব বিধি পুরী মনোহর জানী।
সকল সিদ্ধি প্রদ মঙ্গলখানী॥
বিমল কথা কর কীন্হ অরম্ভা।
সুনত নসাহিঁ কাম মদ দম্ভা।

মঙ্গলখানী—মঙ্গলের স্থান। বিমল—নির্দোষ।

এই পুরীকে সকল প্রকারে মনোহর জানিয়া, সকল সিদ্ধি দানকারী ও মঙ্গলের স্থান জানিয়া এই স্থানে নির্দোষ

কথা রচনা আরম্ভ করিলাম। এই কথা শুনিলে কাম, মদ ও দম্ভ নাশ পায়।

রামচরিত মানস এহি নামা।
সুনত শ্রবন পাইঅ বিশ্রামা॥
মন করি বিষয় অনলবন জরঈ।
হোই সুখী জৌ এহি সর পরঈ॥

করি—হাতী। সর—সরোবর। পরঈ—পড়িবে, ডুবিবে। অনলবন—বনের আগুন, দাবাগ্নি।

ইহার নাম রামচরিতমানস, ইহা শুনিতে কানের বিশ্রাম সুখ হয়। মনরূপ হাতী বিষয়রূপ বনের আগুনে জ্বলিতেছে। সেই সুখী হয় যে, এই রামচরিতমানস সরোবরে ডুব দেয়।

রামচরিত মানস মনভাবন।
বিরচেউ সম্ভু সুহাবন পাবন॥
ত্রিবিধ দোষ দুখ দারিদ দাবন।
কলিকুচাল কলি কলুষ নসাবন॥

মনভাবন—মনোহর। বিরচেউ—রচনা করেন। সুহাবন—সুন্দর। পাবন—পবিত্র। ত্রিবিধ দোষ—দৈহিক, দৈবিক, ভৌতিক। দাবন—নাশকারী। নসাবন—নাশকারী॥ এই মনোহর সুন্দর পবিত্র রামচরিতমানস সরোবর শিব রচনা করেন। ইহা ত্রিবিধ দোষ, দুঃখ ও দারিদ্র্য নাশ করে, কলির কুচাল, কলির পাপ নাশ করে।

রচি মহেস নিজ মানস রাখা।
পাই সুসমউ সিবা সন ভাখা॥
তাতেঁ রামচরিত মানস বর।
ধরেউ নাম হিয় হেরি হরষি হর॥
কহউঁ কথা সোই সুখদ সুহাঈ।
সাদর সুনহু সুজন মন লাঈ॥

মানস—মনে। সিবা—পার্বতী। ভাখা—ভাষা, (বলিয়াছিলেন)। তাতেঁ—এই জন্ত। সুজন—ভক্তজন। মনলাঈ—তন্ময় হইয়া॥

এই চরিত কথা রচনা করিয়া মহেশ নিজ মনের মধ্যেই রাখেন। সুসময় পাইয়া পার্বতীকে বলেন। সেই হইতে শিব নিজে বুঝিয়া দেখিয়া আনন্দিত হইয়া ইহার সুন্দর নাম দেন রামচরিতমানস। সেই প্রীতিকর সুন্দর কথা বলিতেছি। ভক্তজন আদরের সহিত তন্ময় হইয়া শুন।

জস মানস জেহি বিধি ভয়উ জগ প্রচার জেহি হেতু।
অব সোই কহউঁ প্রসঙ্গ সব সুমিরি উমা বৃষকেতু॥

রামচরিতমানসের যশ যে প্রকারে হইল, যে কারণে জগতে ইহার প্রচার, উমা ও বৃষকেতুকে স্মরণ করিয়া এখন সেই সকল ঘটনা বলিব।

৫৭॥ সম্ভুপ্রসাদ সুমতি হিয় হুলসী।
রামচরিত মানস কবি তুলসী॥
করই মনোহর মতি অনুহারী।
সুজন সুচিত সুনি লেহু সুধারী॥

হুলসী—আনন্দিত হইয়া। সুচিত—চিত্তের সহিত, মনোযোগ দিয়া॥ শম্ভুর কৃপায় হৃদয়ে সুমতি উপস্থিত হয় ও আনন্দ হয় বলিয়াই তুলসী রামচরিতমানসের কবি হইতেছে। নিজ বুদ্ধি মত ইহাকে মনোহর করিতেছে। ভক্তগণ চিত্ত দিয়া শুনিয়া শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

সুমতি ভূমি থল হৃদয় অগাধু।
বেদ পুরান উদধি ঘন সাধু॥
বরষহিঁ রাম সুজস বর বারী।
মধুর মনোহর মঙ্গলকারী॥

থল হৃদয় অগাধূ—হৃদয়রূপ অথৈ স্থল, হৃদয়রূপ গভীর খাত। ভাবার্থ :—সুমতিরূপ ভূমিতে হৃদয়রূপ খাত শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। এদিকে বেদ পুরাণরূপ সমুদ্র রহিয়াছে। মেঘের মত সাধুগণ রহিয়াছেন। মেঘ যদি সমুদ্র হইতে জল লইয়া খাতের উপর বর্ষণ করেন তবে সেই অগাধ খাত মানস সরোবরে পরিণত হয়। সুমতিরূপ ভূমিতে হৃদয়রূপ গভীর খাত রহিয়াছে। বেদ, পুরাণ সমুদ্র। সাধুরূপ মেঘগণ যেন মধুর মনোহর মঙ্গলকারী রাম-সুযশরূপ শ্রেষ্ঠ জল বর্ষণ করেন।

লীলা সগুন জো কহহিঁ বখানী।
সোই স্বচ্ছতা করই মল হানী॥
প্রেম ভগতি জো বরনি ন জাঈ।
সোই মধুরতা সুসীতলতাঈ॥

মলহানী—নির্মল।

সগুণ লীলার যে বর্ণনা উহাই মানস সরোবরের জলের মলনাশকারী স্বচ্ছতা। যে প্রেম ও ভক্তির কথা বর্ণনা করা যায় না, তাহাই জলের মধুরতা ও সুশীতলতা।

সো জল সুকৃত সালি হিত হোঈ।
রামভগত জন জীবন সোঈ।
মেধা মহিগত সো জল পাবন।
সকিলি শ্রবন মগ চলেউ সুহাবন।
ভরেউ সুমানস সুথল থিরানা।
সুখদ সীত রুচি চারু চিরানা।

মেধা মহিগত—বুদ্ধিরূপ পৃথিবীতে। সকিলি—একত্র হইয়া। মগ—পথে। চিরানা—পুরাতন। সীত—শরৎ।

সেই মানস সরোবরের জল সুকৃতরূপ শালীধানের হিতকারী। উহাই রাম ভক্ত জনের জীবন। বুদ্ধিরূপ পৃথিবীতে উহা বর্ষার ন্যায় পবিত্র, উহা একত্র হইয়া সুন্দর

শ্রবণ পথে চলে, উহাতে মানসরূপ সরোবর ধীরে স্থিরে ভরিয়া উঠে, তারপর সুখদায়ক রুচিরূপী শরৎ ঋতুতে উহা স্থির হয়।

সুঠি সুন্দর সম্বাদ বর বিরচে বুদ্ধি বিচারি।
তেই এহি পাবন সুভগ সর ঘাট মনোহর চারি।

সুঠি সুন্দর—বড় সুন্দর। চারি সম্বাদ—হরপার্বতী ও যাজ্ঞবল্ক্য-ভরদ্বাজ। বুদ্ধি বিচার দ্বারা যে চারিটি সুন্দর সংবাদ দিতেছি, উহা এই পবিত্র সুন্দর সরোবরের চারিটি মনোহর ঘাট।

৫৮॥ **সপ্ত প্রবন্ধ সুভগ সোপানা।**
জ্ঞান নয়ন নিরখত মন মানা।
রঘুপতি মহিমা অগুন অবাধা।
বরনব সোই বর বারি অগাধা॥

প্রবন্ধ—কাণ্ড॥ সাতটা কাণ্ড এই সরোবরের সুন্দর পৈঠা, আর জ্ঞান চক্ষে উহা দেখিলে মনে আনন্দ হয়। রঘুপতির মহিমা গুণাতীত ও সীমারহিত। সেই শ্রেষ্ঠ অগাধ জলের বর্ণনা করিব।

রাম সীয় জস সলিল সুধাসম।
পউমা বীচি বিলাস মনোরম॥
পুরইনি সঘন চারু চৌপাঈ।
জুগুতি মঞ্জু মনি সীপ সোহাঈ॥

পুরইনি—পদ্মনাল॥ রাম সীতার যশরূপ জল সুধার ন্যায়, উপমা উহাতে মনোরম ঢেউয়ের খেলা। সুন্দর চৌপাইগুলি ঘনকমলের ন্যায়, আরযুক্তিগুলি সুন্দর মণিময় ঝিনুকের ন্যায়।

ছন্দ সোরঠা সুন্দর দোহা।
সোই বহুরঙ্গ কমল কুল সোহা॥
অরথ অনূপ সুভাব সুভাসা।
সোই পরাগ মকরন্দ সুবাসা॥

বহুরঙ্গ—নানা রংের। সোহা—সোভা। অনূপ—অনুপম। সুভাব—সুন্দর ভাব। পরাগ—রেণু। মকরন্দ—মধু॥ রামচরিতমানসের ছন্দ সোরঠা ও দোহা যেন নানা রংএর পদ্ম, আর উহার অনুপম অর্থ, সুন্দর ভাব ও ভাষা, যেন সেই কমলের পরাগ, মধু ও সুগন্ধ।

সুকৃত পুঞ্জ মঞ্জুল অলিমালা।
জ্ঞান বিরাগ বিরাগ বিচার মরালা।
ধুনি অবরেব কবিত গুন জাতী।
মীন মনোহর তে বহু ভাঁতী।

সুকৃত পুঞ্জ—পুণ্য সকল। ধুনি—ধ্বনি অবরেব—বক্রোক্তি। গুনজাতী- নানাপ্রকার।

পুণ্য সকল ইহার ভ্রমর, জ্ঞান বিরাগ ও বিচার ইহার মরাল ও নানাপ্রকারের কবিতা ধ্বনি ও বক্রোক্তি ইত্যাদি ইহার নানা প্রকারের মাছ।

অরথ ধরম কামাদিক চারী।
কহব জ্ঞান বিজ্ঞান বিচারী॥
নব রস জপ তপ জোগ বিরাগা।
তে সব জলচর চারু তড়াগা॥

অর্থ ধর্ম কমাদি জ্ঞান বিজ্ঞান নবরস, জপ তপ যোগ বিরাগ এই সকল এই সুন্দর সরোবরের জলচর।

সুকৃতী সাধু নাম গুন গানা।
তে বিচিত্র জলবিহগ সমানা॥
সন্তসভা চহুঁ দিসি অঁবরাঈ।
শ্রদ্ধা রিতু বসন্ত সম গাঈ॥

সুকৃতী—পুণ্যাত্মা। সন্ত সভা—সাধুদের সভা। অঁবরাঈ—আমবাগিচা। গাঈ—গান করা হইতেছে, বলা হইতেছে॥

পুণ্যাত্মা সাধুদের নাম ও গুনের গান ইহাতে বিচিত্র জল পক্ষীদের সমান। সরোবরের চারিদিকের আম বাগান হইতেছে সাধুদিগের সভা, ইহাতে শ্রদ্ধা বসন্ত ঋতুর ন্যায়।

ভগতি নিরূপন বিবিধ বিধানা।
ছমা দয়া দ্রুম লতা বিতানা।
সম জম নিয়ম ফূল ফল জ্ঞানা।
হরিপদ রস বর বেদ বখানা।
ঔরউ কথা অনেক প্রসঙ্গা
তেই সুক পিক বহু বরন বিহঙ্গা।

ভগতি নিরূপন—ভক্তির বিচার। বিধানা—প্রকার॥

নানা প্রকার ভক্তির বিচার ক্ষমা ও দয়া এসকল বৃক্ষ লতাদির কেয়ারি। ইহাদের ফুল হইতেছে সংযম নিয়ম এবং ফল হইতেছে জ্ঞান ও হরিপদে মতি, বেদ এই প্রকার বলিয়াছেন। ইহাতে আরো যে অনেকানেক কথা আছে সেগুলি শুক পিক আদি নানাবর্ণের পাখী।

পুলক বাটিকা বাগ বন সুখ সুবিহঙ্গ বিহারু।
মালী সুমন সনেহ জল সীঁচত লোচন চারু।

সুমন—সুন্দর মন, নিজের মন। সীঁচত—সিঞ্চন করে, ঢালে॥ রাম চরিত সরোবরের পুষ্পবাটিকা বাগ বন, সুখরূপ পক্ষীর বিহারের স্থান বলা হইল। এই বাগিচায় মন মালী সুন্দর চোখের জল ঢালে।

৫৯॥ **জে গাবহিঁ যহ চরিত সঁভারে।**
তেই এহি তাল চতুর রখবারে॥
সদা সুনহিঁ সাদর নর নারী।
তেই সুরবর মানস অধিকারী।

সঁভারে—ভাল করিয়া সাজাইয়া। তাল—সরোবর। রখবারে—রক্ষক। তেই—তাহারা। সুরবর—দেবতাদের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অধিকারী—মালিক॥ যে এই চরিত ভাল করিয়া গায় সেই এই সরোবরের চতুর রক্ষক। যে নর নারী সাদরে শোনে, তাহারা দেবতাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, তাহারাই রামচরিতমানস সরোবরের মালিক।

অতি খল জে বিষঈ বক কাগা।
এহি সর নিকট ন জাহিঁ অভাগা।
সংবুক ভেক সেবার সমানা।
ইহাঁ ন বিষয় কথা রস নানা॥

বিষঈ—সংসার ভোগে লীন॥ অতি দুষ্ট বিষয়ী ব্যক্তিরা রামচরিতমানস শোনে না, অর্থাৎ এই মানস সরোবরের নিকট বক কাক (বিষয়ী লোক) প্রভৃতি যাহারা অতি খল সে অভাগারা আসে না। কেন না বিষয়ী লোকের উপযুক্ত বা শম্বুক ভেক, শেয়ালের উপযুক্ত নানা বিষয় কথার রস ইহাতে নাই।

তেহি কারন আবত হিয় হারে।
কামী কাক বলাক বিচারে।
আবত এহি সর অতি কঠিনাঈ।
রাম কৃপা বিনু আই ন জাঈ॥

কারন—কারণ। বিচারে—বিচার করিয়া। আবত—আসিতে। হিয়হারে—মন চায় না। বালক—বক॥

সেই কারণ কামী লোকরূপ কাক বক বেচারীদের এই সরোবরে আসিতে মন চায় না। এই সরোবরে আসা বড় কঠিন, রাম কৃপা ব্যতীত আসা যায় না।

কঠিন কুসঙ্গ কুপন্থ করালা।
তিন্হ কে বচন বাঘ হরি ব্যালা॥
গৃহকারজ নানা জঞ্জালা।
তেই অতি দুর্গম সৈল বিসালা॥
বন বহু বিষম মোহ মদ মানা।
নদী কুতর্ক ভয়ঙ্কর নানা॥

হরি—সিংহ। ব্যালা—সাপ সমূহ। মানা—মান।

এই সরোবরের পথে অনেক বাধা আছে। কঠিন কুপথ হইতেছে ভয়ানক কুসঙ্গ, আর কুসঙ্গীর কথা বাঘ সিংহ সাপের মত। তারপর যে গৃহকার্যে ও নানা জঞ্জালে রাম-কথায় মন চলে না, উহারা সরোবর পথে বিশাল দুর্গম পাহাড়ের ন্যায় বাধা। বিষয় রস, মোহ, অহঙ্কার ও মান ইত্যাদি ঐ পথ আটকায়। উহারা বনের মত। তাহা ছাড়া কুতর্কও বাধা দেয়, উহা নানা ভয়ঙ্কর নদীর মত।

জে শ্রদ্ধা সম্বল রহিত নহিঁ সন্তন্হ কর সাথ।
তিন কহঁ মানস অগম অতি জিনহিঁ ন প্রিয় রঘুনাথ॥

সন্তন্হ কর—সাধুদের। তিনকহঁ—তাহাদের। অগম—দুর্গম। জিন্হিঁ—যাহাদের॥ যাহার শ্রদ্ধার সম্বল নাই, যাহার সাধুসঙ্গ নাই, তাহার পক্ষে মানস সরোবরে যাওয়া হয় না, আর রঘুনাথ প্রিয় নহে যে তাহারও পক্ষে দুর্গম।

৬০। **জৌঁ করি কষ্ট জাই পুনি কোঈ।**
জাতহিঁ নীন্দ জুড়াঈ হোঈ।
জড়তা জাড় বিষম উর লাগা।
গয়হু ন মজ্জন পাব অভাগা॥

জুড়াঈ—শীতজ্বর। জড়তাজাড়—মূর্খতারূপ সর্দি॥

দুষ্ট লোকের মধ্যে যে আবার কষ্ট করিয়া যায়, তাহার যাইতেই নিদ্রারূপ শীতজ্বর উপস্থিত হয় (সরোবরে আর নামা হয় না)। কাহারও বা হৃদয়ে মূর্খতারূপ সর্দি এত বেশী যে, গেলেও সর্দির জন্য আর উহাতে অবগাহন করিতে পারে না।

করি ন জাই সর মজ্জন পানা।
ফিরি আবই সমেত অভিমানা॥
জৌঁ বহোরি কোউ পূছন আবা।
সর নিন্দা করি তাহি বুঝাবা॥

করি ন জাই—করা হয় না। ফিরি আবই—ফিরিয়া আসে। পূছন আবা—জিজ্ঞাসা করিতে আসে॥

তাহারা ত সরোবরে অবগাহন বা জলপান করেই না, বরঞ্চ অভিমান সহিত ফিরিয়া আসে। পুনরায় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তবে তাহাকে সরোবরের নিন্দা করিয়া বুঝায়।

সকল বিঘ্ন ব্যাপহিঁ নহিঁ তেহী।
রাম সুকৃপা বিলোকহিঁ জেহী।
সোই সাদর সর মজ্জনু করঈ।
মহাঘোর ত্রয়তাপ ন জরঈ।

তেহী—তাহাকে। বিলোকহিঁ—দেখেন॥

কৃপা করিয়া রাম যাহাকে দেখেন তাহার এ সকল বিঘ্নের বাধা লাগে না। সে আদরের সহিত সরোবরে অবগাহন করে ও মহাঘোর ত্রিতাপে জ্বলে না।

তে নর যহ সর তজহিঁ ন কাউ।
জিন্হ কে রামচরন ভল ভাউ॥
জো নহাই চহ এহি সর ভাঈ।
সো সতসঙ্গ করউ মন লাঈ।

তে—সে। কাউ—কখনো। ভল ভাউ—ভাল ভাব, প্রীতি। নহাই চহ—নাইতে চায়। সতসঙ্গ—সৎসঙ্গ। মনলাঈ—মন দিয়া।

যাহার রাম-চরণে খুব প্রীতি আছে সেই ব্যক্তি এ সরোবর ত্যাগ করিয়া কদাচ যায় না। ভাই, যে এই সরোবরে স্নান করিতে চায়, সে যেন মন দিয়া সৎসঙ্গ করে।

অস মানস মানস চখ চাহী।
ভই কবি বুদ্ধি বিমল অবগাহী।
ভয়উ হৃদয় আনন্দ উছাহু।
উমগেউ প্রেম প্রমোদ প্রবাহু।

মানস চখ চাহী—মানস চক্ষু চাই। ভই—হইয়াছে। উমগেউ—উছলিয়া পড়িয়াছে। প্রবাহু—ধারা। এই মানস সরোবরে স্নানের জন্য মানস-চক্ষু চাই। এই সরোবরে স্নান করিয়া কবির বুদ্ধি নির্মল হইয়াছে, হৃদয়ে আনন্দ ও উৎসাহ উপস্থিত হইয়াছে। প্রেম ও আনন্দের ধারা উছলিয়া পড়িতেছে।

চলী সুভগ কবিতা সরিতা সী।
রাম বিমল জস জলভরিতা সী।
সরজূ নাম সুমঙ্গল মূলা।
লোক বেদ মত মঞ্জুল কূলা।
নদী পুনীত সুমানস নন্দিনি।
কলি মল তৃন তরু মূল নিকন্দিনি।

সুভগ—সুন্দর। সরিতা সী—নদীর ন্যায়। ভরিতা সী—পূরিত॥ রামকথারূপ মানস সরোবর হইতে কবির হৃদয়ের আনন্দধারা সুন্দর কবিতা-নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে, উহা রামচন্দ্রের বিমল যশরূপী জলে ভরা। এই কবিতা-নদীর নাম সরযূ, উহা মঙ্গলের মূল। উহার দুই কূল লোক ও বেদের মত সুন্দর। এই পুণ্য নদী মানস সরোবরে উৎপন্ন, সৎ হৃদয়ের কন্যা। তীরের উপরে কলির যত পাপ-তরু আছে এই নদী তাহার মূল উপড়াইয়া ফেলে।

শ্রোতা ত্রিবিধ সমাজ পুর গ্রাম নগর দুহুঁ কূল।
সন্তসভা অনুপম অবধ সকল সুমঙ্গল মূল॥

এই কবিতা-সরযূর তিন প্রকারের শ্রোতা হইতেছে, দুই কূলের উপরকার পুরী, গ্রাম ও নগর। সাধু-সভা হইতেছে অনুপম অযোধ্যাপুরী। উহা সকলের মঙ্গলের মূল-স্বরূপ।

তিন প্রকারের শ্রোতা যথা মুক্ত, মুক্তি ইচ্ছুক বা মুমুক্ষু ও বিষয়ী।

৬১॥ রাম ভগতি সুরসরিতহি জাঈ।
মিলী সুকীরতি সরজু সুহাঈ॥
সানুজ রাম সমর জসু পাবন।
মিলেউ মহানদু সোন সুহাবন॥

সুরসরি—গঙ্গা। সুহাঈ—সুন্দর॥ এই কবিতারূপ সরযূ রাম-ভক্তিরূপ গঙ্গায় গিয়া পড়িয়াছে, তারপর যুদ্ধে লক্ষ্মণ সহিত রামের যে পবিত্র যশের কথা আছে উহা ঐ ভক্তি-গঙ্গায় মহানদ শোনের সঙ্গমের ন্যায় হইয়াছে।

জুগ বিচ ভগতি দেব ধুনি ধারা।
সোহতি সহিত সুবিরতি বিচারা॥
ত্রিবিধ তাপ ত্রাসক তিমুহানী।
রামসরূপ সিন্ধু সমুহানী॥

জুগবিচ—দুইয়ের মধ্যে। দেবধুনি—গঙ্গা। সোহতি—শোভা পায়। সুবিরতি—বৈরাগ্য। বিচারা—জ্ঞান। ত্রাসক—ত্রাসকারী। তিমুহানী—ত্রিমোহনা। সমুহানী—সুমহান। এই দুই নদীর মধ্যে গঙ্গা যেমন ভাবে শোভা পায়, বৈরাগ্য ও জ্ঞানের মধ্যে তেমন ভক্তি শোভা পায়। এই তিন নদীর সঙ্গম ত্রিবিধ তাপকে ভয় দেখায়। এই ত্রিধারা রামস্বরূপ মহা সিন্ধুর দিকে চলিয়াছে।

মানস মূল মিলী সুরসরিহী।
সুনত সুজন মন পাবন করিহী।
বিচ বিচ কথা বিচিত্র বিভাগা।
জনু সরি তীর তীর বন বাগা।

মানস মূল—মানস সরোবরের উৎপত্তি। মিলী—মিশিয়াছে। বিচ—মধ্যে। সরি তীর—নদী তীরের।

এই কবিতা-সরযূর উৎপত্তি রামচরিত মানসে এবং ইহা গিয়া মিশিয়াছে রাম-ভক্তি গঙ্গায়। (ইহার আদি ও অন্ত দুইই শুদ্ধ)। ইহা শুনিলে সজ্জনের মন পবিত্র হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে যে নানা আখ্যান রহিয়াছে, সেগুলি যেন নদী তীরের বন ও বাগিচা।

উমা মহেস বিবাহ বরাতী।
তে জলচর অগনিত বহু ভাঁতী॥
রঘুবর জনম অনন্দ বধাঈ।
ভবঁর তরঙ্গ মনোহরতাঈ॥

বরাতী—বরযাত্রা। অনন্দ বধাই—আনন্দ উল্লাস। ভবঁর—ভ্রমর, জলের ঘূর্ণী পাক।

উমা মহেশ্বরের বিবাহের বরযাত্রার কথা এই কবিতা-সরযূতে আছে। উহাকে এই নদীর নানাপ্রকার অগণিত জলচর বলা যায়। ইহাতে যে রঘুবরের জন্মে আনন্দ-উল্লাসের কথা আছে, উহাকে জলচক্র ও সুন্দর তরঙ্গ বলা যায়।

বাল চরিত চহুঁ বন্ধু কে বনজ বিপুল বহুরঙ্গ।
নৃপ রানী পরিজন সুকৃত মধুকর বারিবিহঙ্গ॥

চহুঁ বন্ধু—চারি ভাই। বনজ—কমল। সুকৃত—পুণ্য। বারিবিহঙ্গ—জলচর পক্ষী। চারি ভাইয়ের বাল্যচরিত, উহা যেন কবিতা-সরযূর নানা রঙ্গের বড় বড় পদ্ম ফুল। রাজরাণী ও পরিবারের পুণ্য বর্ণনা, উহা ভ্রমর ও জলচর পক্ষীর ন্যায়।

৬২॥ সীয় স্বয়ম্বর কথা সুহাঈ।
সরিত সুহাবনি সো ছবি ছাঈ॥
নদী নাব পটু প্রশ্ন অনেকা।
কেবট কুসল উতর সবিবেকা॥

সীয়—সীতা। নাব—নৌকা। সবিবেকা—বিবেক

সহিত। কেবট –মাঝি ॥ সীতার স্বয়ম্বরের সুন্দর কথা, এই সুন্দর কবিতা-সরযূকে শোভায় ভরিয়া দিয়াছে। এই কবিতায় অনেক সুন্দর প্রশ্ন ও তাহার সঙ্গত উত্তর আছে। সেগুলি কবিতা-নদীর নৌকা ও কুশল মাঝি বলা যায়।

সুনি অনুকথন পরস্পর হোঈ।
পথিক সমাজ সোহ সরি সোঈ॥
ঘোর ধার ভৃগুনাথ রিসানী।
ঘাট সুবদ্ধ রাম বর বানী॥

সুনি—রামকথা শুনিয়া। অনুকথন—আলোচনা। ভৃগুনাথ—পরশুরাম। রিসানী - ক্রোধ॥ রামকথা শুনিয়া পরস্পরের ভিতর যে আলোচনা হয়, তাহা যেন সরযূ তীরের লোকের চলাচলের ভিড়। পরশুরামের ক্রোধকে নদীর ঘোর স্রোতোবেগ বলা যায়, আর রামচন্দ্রের শান্ত বাক্যকে নদীর ঘাট বলা যায়।

সানুজ রাম বিবাহ উছাহূ।
সো সুভ উমগ সুখদ সব কাহূ॥
কহত সুনত হরষহিঁ পুলকাহীঁ।
তে সুকৃতী জন মুদিত নহাহীঁ॥

উছাহূ—উৎসব। সুকৃতী জন—পুণ্যবান। মুদিত—প্রসন্ন, সুখী॥ রামচন্দ্র ও তাঁহার অনুজের বিবাহ উৎসব ও আনন্দ হইতেছে সকলের সুখদায়ক তরঙ্গ। যাহারা রামকথা বলিতে ও শুনিতে আনন্দিত ও পুলকিত হইতেছে, সেই পুণ্যাত্মারা যেন ঐ নদীতে সুখে স্নান করিতেছে।

রামতিলক হিত মঙ্গলসাজা।
পরব জোগ জনু জুরে সমাজা॥
কাঈ কুমতি কেকঈ কেরী।
পরী জাসু ফল বিপতি ঘনেরী॥

তিলকহিত—তিলকের; রাজ্যাভিষেকের জন্য। কাঈ—ময়লা॥ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের যে মঙ্গল উৎসব যেন স্নান যোগের জন্য একত্রিত সমাজ। কৈকেয়ীর কুবুদ্ধি নদীর শেওলা, উহার ফলেই বিপত্তি হইয়াছে।

সমন অমিত উতপাত সব ভরত চরিত জপ জাগ।
কলি অঘ খল অবগুন কথন তে জল মল বক কাগ॥

সমন - শান্তকারী। অমিত—অপরিমিত॥ যে সকল অপরিমিত উৎপাত ঐ বিপত্তি হইতে হয়, তাহার শান্তি হইতেছে ভরত চরিত্রে। উহা নদী তীরের জপ-যাগের মত। কলির পাপ, দুষ্টতা অন্যায়ের যে সকল কাহিনী আছে তাহাই জলের ময়লা বক ও কাকের মত।

৬৩॥ কীরতি সরিত ছহূঁ রিতু রূরী।
সময় সুহাবনি পাবনি ভূরী॥
হিম হিমসৈল সুতা সিব ব্যাহূ।
সিসির সুখদ প্রভু জনম উছাহূ।

রূরী—সুন্দর॥ এই কীর্তিরূপ নদীতে ছয়টা ঋতুই সুন্দর। সময় সময় উহা খুবই সুন্দর ও পবিত্র হয়। শিব-পার্বতী বিবাহ শীত ঋতু, আর রাম জন্ম উৎসব সুখদায়ক হেমন্ত ঋতু।

বরনব রাম বিবাহ সমাজূ।
সো মুদ মঙ্গলময় রিতুরাজূ॥
গ্রীষম দুসহ রাম বন গবনূ।
পন্থ কথা খর আতপ পবনূ॥

রামচন্দ্রের বিবাহ সভার বর্ণনাকে আনন্দ ও মঙ্গলময় বসন্তকাল বলা যায়। রামের বন গমন হইতেছে দুঃখদায়ক গ্রীষ্মকাল। আর সেই বন গমন পথের কাহিনী উহা খর তপ্ত হাওয়ার ন্যায়।

বরষা ঘোর নিশাচর রারী।
সুরকুল সালি সুমঙ্গলকারী॥
রাম রাজ সুখ বিনয় বড়াঈ।
বিসদ সুখদ সোই সরদ সুহাঈ॥

নিশাচর রারী—রাক্ষস যুদ্ধ। সালি—ধান্য। বিনয়—নীতি।

বর্ষা ঋতু হইতেছে রাক্ষসদিগের সহিত ভয়ঙ্কর লড়াই। ঐ বর্ষা সুরকুলরূপ ধানের পক্ষে মঙ্গলদায়ক। (দেবতাদের হিতের জন্যই রাক্ষস বধ)। রাম-রাজ্যের বর্ণনায় যে সুখ ও সুনীতির প্রশংসা আছে, উহা এই চরিত কথা রূপ সরযূর পক্ষে সুন্দর ও সুখদায়ক শরৎকালের ন্যায়।

সতীসিরোমনি সিয় গুন গাথা।
সোই গুন অমল অনুপম পাথা॥
ভরত সুভাউ সুসীতলতাঈ।
সদা একরস বরনি ন জাঈ॥

সুভাউ—স্বভাব। একরস—একই প্রকার রস, একনিষ্ঠা॥ সতী শিরোমণি সীতার গুণগান হইতেছে জলের অনুপম ও অমল গুণ। ভরতের সর্বদা একই প্রকার শীতল স্বভাবই জলের সুশীতলতা। উহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

অবলোকনি বোলনি মিলনি প্রীতি পরস্পর হাস।
ভায়প ভলি চহুঁ বন্ধু কী জল মাধুরী সুবাস।

অবলোকনি—দেখা শুনা। বোলনি - কথাবার্তা।
ভায়প—ভ্রাতৃভাব। চহু বন্ধুকী—চার ভাইয়ের॥

চার ভাইয়ের পরস্পর দেখাশুনা, কথাবার্তা, মিল ও হাস্য-পরিহাসাদি উত্তম ভ্রাতৃভাবকে জলের মিষ্টত্ব ও সুবাস বলা যায়।

৬৪, ৬৫॥ আরতি বিনয় দীনতা মোরী।
লঘুতা ললিত সুবারি ন থোরী॥
অদভুত সলিল সুনত গুনকারী।
আস পিয়াস মনোমলহারী॥

আরতি—আর্তি। লঘুতা—হাল্কা ভাব। সুবারি—সুন্দর জলের। ন খোরী—দোষ নয়। আস—আশা। পিয়াস—তৃষ্ণা॥

আমার আর্তি ভাব, আমার বিনয়, দীনতা ইহাই ঐ সুন্দর জলের হাল্কা গুণ, উহা দোষ নয়। এই জল এমন অদ্ভুত যে, ইহার কথা শুনিলেও সুখ হয়, পান করিয়া আশা, তৃষ্ণা ও মনের ক্লেদ দূর হয়।

রাম সুপ্রেমহি পোষত পানী।
হরত সকল কলি কলুষ গলানী॥
ভব শ্রম সোষক তোষক তোষা।
সমন দুরিত দুখ দারিদ দোষা॥

পোষত—পুষ্ট করে। সমান—প্রশমিত করে, শান্ত করে।

এই জল রামের প্রতি প্রেমকে পুষ্টি দেয়, ইহা সকল প্রকার কলির পাপ ও গ্লানি দূর করে, সংসার শ্রম দূর করে ও সন্তোষ বাড়ায়। দুঃখ ও দারিদ্র্য দোষের শীঘ্র শান্তি আনে।

কাম কোহ মদ মোহ নসাবন।
বিমল বিবেক বিরাগ বঢ়াবন॥
সাদর মজ্জন পান কিয়ে তেঁ।
মিটহিঁ পাপ পরিতাপ হিয়ে তেঁ॥

কোহ—ক্রোধ। নসাবন—নাশকারী। হিয়ে তেঁ—হৃদয় হইতে॥ এই জল কাম ক্রোধ মদ মোহ নাশ করে ও বিমল বুদ্ধি ও বৈরাগ্য বাড়ায়। আদরের সহিত ইহাতে স্নান করিলে ও ইহা পান করিলে হৃদয়ের পাপ ও তজ্জন্য পরিতাপ মিটিয়া যায়।

জিন্হ এহি বারি ন মানস ধোয়ে।
তে কায়র কলিকাল বিগোয়ে॥
ত্রিষিত নিরখি রবি কর ভব বারী।
ফিরিহহিঁ মৃগ জিমি জীব দুখারী॥

তে—সেই। কায়র—কাপুরুষ। বিগোয়ে—বিগড়াইয়া দিয়াছে। রবিকরভববারী—সূর্য কিরণ হইতে উৎপন্ন (মিথ্যা) জল, মৃগ-তৃষ্ণিকা, মরীচিকা। অন্বয়:—দুখারী জীব রবিকরভববারী নিরখি তৃষিত মৃগ জিম ফিরিহহিঁ।

যে একবার এই জলে নিজের মন ধোয় নাই, সে কাপুরুষকে কলিকালই বিগড়াইয়া দিয়াছে। দুঃখী জীব মরীচিকার জল দেখিয়া তৃষিত হরিণের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায় (এ জল দেখে না)।

মতি অনুহারি সুবারি গুনগন গনি মন অন্হবাই।
সুমিরি ভবানী শঙ্করহি কহ কবি কথা সুহাই॥

মতি—বুদ্ধি। অনুহারি—অনুসারে। অন্হবাই—স্নান করাইয়া॥

নিজ বুদ্ধি অনুসারে এই সুন্দর জলের গুণ সমূহ বুঝিয়া উহাতে মনকে স্নান করাইয়া, হরপার্বতীকে স্মরণ করিয়া কবি তুলসীদাস সুন্দর কথা কহিতেছে।

অব রঘুপতি পদ পঙ্করুহ হিয় ধরি পাই প্রসাদ।
কহউঁ জুগল মুনিবর্য কর মিলন সুভগ সংবাদ॥

পঙ্করুহ—পদ্ম। প্রসাদ—প্রসন্নতা। জুগল—দুইটি। মুনিবর্যকর—মুনি শ্রেষ্ঠের॥ এক্ষণে রামের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ পাইয়া যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজ এই দুই মুনি শ্রেষ্ঠের মিলনের মনোহর সংবাদ বলিতেছি।

৬৬॥ **ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা।**
তিন্হহিঁ রামপদ অতি অনুরাগা॥
তাপস সম দম দয়া নিধানা।
পরমারথ পথ পরম সুজানা॥

বসহিঁ—বাস করিতেন। সুজানা—চতুর॥

ভরদ্বাজ মুনি প্রয়াগে বাস করিতেন, তাঁহার রামচরণে অতিশয় অনুরাগ ছিল। তপস্বী শম-দম ও দয়ার আকর ছিলেন, পরমার্থ পথে তিনি অতি জ্ঞানী ছিলেন।

মাঘ মকরগত রবি জব হোঈ।
তীরথপতিহিঁ আব সব কোঈ॥
দেব দনুজ কিন্নর নরশ্রেনী।
সাদর মজ্জহিঁ সকল ত্রিবেনী॥

তীরথপতি—প্রয়াগ। আব—আসে॥ মাঘ মাসে যখন মকর রাশিতে সূর্য থাকে, তখন প্রয়াগে সকলেই আসে। দেবতা, দৈত্য, কিন্নর, নর সমূহ সকলেই ত্রিবেণীতে স্নান করেন।

পূজহিঁ মাধব পদ জলজাতা।
পরসি অখয়বট হরষহিঁ গাতা॥
ভরদ্বাজ আশ্রম অতি পাবন।
পরম রম্য মুনিবর মন ভাবন॥

মাধব—বেণীমাধব। জলজাত—পদ্ম। পরসি—স্পর্শ করিয়া॥ তাহারা বেণীমাধবের পাদপদ্ম পূজা করে, অক্ষয় বট স্পর্শ করিয়া মন প্রসন্ন করিয়া লয়। ভরদ্বাজ আশ্রম এই স্থানে আছে। উহা অতি পবিত্র, অতিশয় সুন্দর ও মুনিবরদিগের মনমুগ্ধকারী।

তহাঁ হোই মুনি রিষয় সমাজা।
জাই জে মজ্জহিঁ তীরথরাজা॥
মজ্জহিঁ প্রাত সমেত উছাহা।
কহহিঁ পরস্পর হরিগুন গাহা॥

জাই—যায়। হরিগুন গাহা—হরিগুন গাথা॥ যাঁহারা তীর্থরাজ প্রয়াগে স্নান করিতে যান, সেই সকল মুনি-ঋষিদিগের সমাজ সেইখানে হয়। প্রাতে উৎসাহের সহিত স্নান করেন, পরস্পর হরিকথা বলেন।

ব্রহ্ম নিরূপম ধর্ম বিধি বরনহিঁ তত্ত্ব বিভাগ।
কহহিঁ ভগতি ভগবন্ত কৈ সংযুত জ্ঞান বিরাগ।

ধর্মবিধি—মীমাংসা শাস্ত্র। তত্ত্ববিভাগ—সাংখ্য শাস্ত্র। সেখানে তাঁহারা ব্রহ্ম কি সে বিষয় নির্ণয়ের জন্য আলোচনা করেন ও জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ঈশ্বর-ভক্তির কথা বলেন।

৬৭॥ এহি প্রকার ভরি মাঘ নহাহীঁ।
মুনি সব নিজ নিজ আশ্রম জাহীঁ॥
প্রতি সংবত অতি হোই অনন্দা।
মকর মজ্জি গবনহিঁ মুনিবৃন্দা॥

এই প্রকার মাঘ মাসে যোগের সমস্ত সময়টা স্নান করেন। পরে সকলে নিজ নিজ আশ্রমে যান। প্রতি বৎসর এই প্রকার অতি আনন্দ হয়। মুনিগণ মকর-স্নান করিয়া ফিরেন।

এক বার ভরি মকর নহায়ে।
সব মুনীস আশ্রমন্হ সিধায়ে॥
জাগবলিক মুনি পরম বিবেকী।
ভরদ্বাজ রাখে পদ টেকী॥

সিধায়ে—চলিয়া যান। পদটেকী—পায় ধরিয়া॥
একবার সারা মকর যোগে স্নান করিয়া মুনিগণ যখন আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন, তখন ভরদ্বাজ পরম বিবেকি যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে পায় ধরিয়া রাখিলেন।

সাদর চরনসরোজ পখারে।
অতি পুনীত আসন বৈঠারে॥
করি পূজা মুনি সুজস বখানী।
বোলে অতি পুনীত মৃদু বানী॥

পুনীত আসন—পবিত্র কুশাসন। পখারে—ধোয়াইয়া॥
আদরে তাঁহার পাদপদ্ম ধোয়াইয়া অতি পবিত্র আসনে বসাইলেন। পূজা করিয়া, মুনির যশোবন্দনা করিয়া অতি পবিত্র মৃদুবাক্যে বলিলেন—

নাথ এক সংসউ বড় মোরে।
করগত বেদতত্ত্ব সব তোরে॥
কহত সো মোহিঁ লগত ভয় লাজা।
জৌ ন কহউঁ বড় হোই অকাজা॥

হে প্রভু, আমার একটা বিষয়ে বড়ই সন্দেহ রহিয়াছে। বেদের সমস্ত তত্ত্ব আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে। সে কথা বলিতে ভয় হয় ও লজ্জা হয় আর যদি না বলি তাহা হইলেও কাজটা ঠিক হয় না।

সন্ত কহহিঁ অস নীতি প্রভু শ্রুতি পুরান মুনি গাব।
হোই ন বিমল বিবেক উর গুরু সন কিয়ে দুরাব॥

সন্ত—সাধুগণ। উর—হৃদয়ে। দুরাব—লুকোচুরি, গোপন॥ হে প্রভু, সাধুগণ এই নীতির কথাই বলেন এবং শ্রুতি পুরাণেও এই কথাই আছে যে, গুরুর নিকট কিছু লুকাইলে হৃদয়ে নির্মল জ্ঞান দেখা দেয় না।

৬৮॥ অস বিচারি প্রগটউঁ নিজ মোহূ।
হরহু নাথ করি জন পর ছোহূ॥
রামনাম কর অমিত প্রভাবা।
সন্ত পুরান উপনিষদ গাবা॥

প্রগটউ—প্রকাশ করিতেছি। ছোহূ—কৃপা। জন—নিজ জন। অমিত—অতিশয়॥
এই প্রকার ভাবিয়া নিজ মোহের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। আপনি আমাকে নিজ-জন জানিয়া কৃপা করিয়া মোহ দূর করুন। রাম নামের অতিশয় প্রভাবের কথা সাধুরা এবং পুরান, উপনিষদ গাহিয়া থাকেন।

সন্তত জপত সম্ভু অবিনাসী।
সিব ভগবান জ্ঞান গুন রাসী॥
আকর চারি জীব জগ অহহীঁ।
কাসী মরত পরম পদ লহহীঁ॥

সন্তত—নিরন্তর, সর্বদা। আকর—বাসভূমি॥
অবিনাশী, জ্ঞান ও গুণময় ভগবান শিব সর্বদা রাম নাম জপ করেন। জগতে যে চারি প্রকার জীবের বাসভূমি, তাহারা কাশীতে মরিয়া পরমপদ পায়।

সোপি রাম মহিমা মুনিরায়া।
সিব উপদেশ করত করি দায়া॥
রাম কবন্ন প্রভু পুছউ তোহীঁ।
কহিয় বুঝাই কৃপানিধি মোহীঁ॥

কবন্ন—কোন। মোহিঁ—আমাকে। দায়া—দয়া॥
জীবকে কাশীতে আসিয়া মরিতে শিব যে উপদেশ দেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ইহাও রামেরই মহিমা। হে প্রভু, রাম কে, সে কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে কৃপানিধি, আমাকে বুঝাইয়া বল।

এক রাম অবধেসকুমারা।
তিন্হ কর চরিত বিদিত সংসারা॥
নারীবিরহ দুখ লহেউ অপারা।
ভয়উ রোষু রন রাবনু মারা॥

অবধেস—অযোধ্যাপতি। তিন্হকর—তাঁহার। লহেউ—লইয়াছিলেন। ভয়উ রোষু—রুষ্ট হইয়া॥
একজন ছিলেন রাম, তিনি অযোধ্যার কুমার। তাঁহার চরিত-কথা সকলেই জানে। তিনি নারীবিরহে অপার দুঃখ পান এবং রাগ করিয়া যুদ্ধ করিয়া রাবণকে মারিয়া ফেলেন।

প্রভু সোই রামু কি অপর কোউ জাহি জপত ত্রিপুরারি।
সত্যধাম সর্বজ্ঞ তুম্হ কহহু বিবেকু বিচারি॥

ত্রিপুরারি—শিব। বিবেকু—জ্ঞান॥ প্রভু, সেই রামই কি তিনি যাঁহাকে শিব জপ করিয়া থাকেন—অথবা অপর কেহ? তুমি সত্যনিষ্ঠ ও সর্বজ্ঞ, তুমি জ্ঞানতঃ বিচার করিয়া বল।

৬৯॥ জৈসে মিটই মোর ভ্রম ভারী।
কহহু সো কথা নাথ বিসতারী॥
জাগবলিক বোলে মুসুকাঈ।
তুম্হহিঁ বিদিত রঘুপতি প্রভুতাঈ।

মুসুকাঈ—হাসিয়া। তুম্হহিঁ—তোমার বিদিত, জানা আছে। প্রভুতাঈ—মহিমা॥ আমার মহাভ্রম যাহাতে মিটে সে কথা হে প্রভু, তুমি ভাল করিয়া বল। যাজ্ঞবল্ক্য হাসিয়া বলিলেন, তোমার ত রামচন্দ্রের মহিমা জানাই আছে।

রামভগত তুম্হ মন ক্রম বানী।
চতুরাঈ তুম্হারি মৈঁ জানী॥
চাহহু সুনই রামগুন গূঢ়া।
কীন্হহু প্রস্ন মনহুঁ অতি মূঢ়া॥

মন ক্রম বানী—মনে কার্যে ও বাক্যে। চতুরাঈ—চতুরতা। তুম্হারি—তোমার। মৈঁ—আমি॥ তুমি মনে কার্যে ও বাক্যে রামভক্ত, তোমার চালাকী আমি জানিয়াছি। তুমি রামচন্দ্রের গূঢ় গুণ সকলের কথা শুনিতে চাও। সেই জন্য তুমি এমনভাবে প্রশ্ন করিয়াছ যেন তুমি একে বারে বোকা।

তাত সুনহু সাদর মনু লাঈ।
কহউঁ রাম কৈ কথা সুহাঈ॥
মহামোহ মহিষেসু বিসালা।
রামকথা কালিকা করালা॥

মনু লাঈ—মন দিয়া। সুহাঈ—সুন্দর। মহিষেসু—মহিষাসুর॥ হে প্রিয় তুমি মন দিয়া শোন, আমি রামের সুন্দর কথা বলিতেছি। মোহরূপ বিশাল মহিষাসুরকে বধ করিতে রামকথা ভয়ঙ্কর কালীর মত।

রামকথা সসি কিরন সমানা।
সন্ত চকোর করহিঁ জেহি পানা॥
ঐসেই সংসয় কীন্হ ভবানী।
মহাদেব তব কহা বখানী॥

সন্ত—সাধু॥ রামের কথা চন্দ্রকিরণের মত, সাধুরূপ চকোরগণ সেই চাঁদের কিরণ (সুধা) পান করেন। পার্বতীও তোমারই মত সন্দেহ করিয়াছিলেন, তখন মহাদেব রামকথা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন।

কহউঁ সো মতিঅনুহারি অব উমা সম্ভু সংবাদ।
ভয়উ সময় জেহি হেতু জেহি সুনু মুনি মিটিহি বিষাদ॥

সময়—যে সময়। জেহি হেতু—যে জন্য। জেহি—যাহা॥ এখন সেই পার্বতী শম্ভু সংবাদ নিজ বুদ্ধি মত বলিতেছি। সে সময় যে জন্য যাহা হইয়াছিল, তাহা শুনিয়া মুনি তোমার মনের বিষাদ দূর কর।

৭০।৭১। এক বার ত্রেতা জুগ মাহীঁ।
সম্ভু গয়ে কুম্ভজ রিষি পাহীঁ॥
সঙ্গ সতী জগজননি ভবানী।
পূজে রিষি অখিলেশ্বর জানী॥

মাহীঁ—মধ্যে। গয়ে—গিয়াছিলেন। কুম্ভজ—অগস্ত্য। পাহীঁ—নিকটে॥ একবার ত্রেতাযুগে মহাদেব অগস্ত্য ঋষির নিকট গিয়াছিলেন, সঙ্গে ছিলেন জগৎমাতা ভবানী সতী। তাঁহাকে অগস্ত্য ঋষি জগদীশ্বর জানিয়া পূজা করেন।

রামকথা মুনিবর্জ বখানী।
সুনী মহেস পরম সুখ মানী॥
রিষি পূছী হরি ভগতি সুহাঈ।
কহী সম্ভু অধিকারী পাঈ॥

মুনিবর্জ—মুনিরাজ, মুনিশ্বর। শুনী—শুনিয়াছিলেন। পূছী—জিজ্ঞাসা করেন॥ মুনিরাজ অগস্ত্য রামকথা বলেন ও অত্যন্ত আনন্দের সহিত মহেশ্বর সে কথা শোনেন। অগস্ত্য সুন্দর হরিভক্তি বিষয় প্রশ্ন করেন, শম্ভুও শুনিবার উপযুক্ত অধিকারী পাইয়া তাহা বলেন।

কহত সুনত রঘুপতি গুন গাথা।
কছু দিন তহাঁ রহে গিরিনাথা॥
মুনি সন বিদা মাঁগি ত্রিপুরারী।
চলে ভবন সঁগ দচ্ছকুমারী॥

গিরিনাথা—মহেশ্বর। দচ্ছকুমারী—সতী। রঘুনাথের গুণগান গাহিতে ও শুনিতে শুনিতে কিছুদিন সেখানে থাকিয়া যান। পরে মুনির নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহেশ্বর সতীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যান।

তেহি অবসর ভঞ্জন মহিভারা।
হরি রঘুবংস লীন্হ অবতারা॥
পিতাবচন তজি রাজু উদাসী।
দণ্ডকবন বিচরত অবিনাসী॥

মহিভারা—পৃথিবীর দুঃখ। হরি—বিষ্ণু॥ সেই সময় পৃথিবীর দুঃখ মোচন করার জন্য বিষ্ণু রঘুবংশে অবতার রূপে জন্ম ল'ন। বিনাশহীন বিষ্ণু পিতার বাক্যে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া উদাসী হইয়া দণ্ডক বনে (সে সময়) বিচরণ করিতেছিলেন।

হৃদয় বিচারত জাত হর কেহি বিধি দরসনু হোই।
গুপ্ত রূপ অবতরেউ প্রভু গয়ে জান সব কোই॥

জাত—যাইতেছিলেন। গয়ে জান—জানিয়া গিয়াছিল॥ মহাদেব এই কথা মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলেন যে, কি করিয়া রামচন্দ্রের দর্শন পাওয়া যায়। রামচন্দ্র যে গুপ্তরূপে পৃথিবীতে আসিয়াছেন, সে কথা সকলেই জানিয়া গিয়াছিল।

সোঃ—

শঙ্কর উর অতি ছোভু সতী ন জানহিঁ মরমু সোই।
তুলসী দরসন লোভু মন ডরু লোচন লালচী॥

উর—হৃদয়ে। ছোভু—ক্ষোভ, কি করিয়া দেখা পাইবেন এই জন্য। মন ডরু—মনে ভয় ছিল॥ শঙ্করের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ চলিতেছে। তুলসী বলেন—তাঁহার দর্শন করার লোভটা রহিয়াছে, দেখা করিতে মনে ভয়ও আছে, এদিকে চোখও দেখার জন্য লালসা করিতেছে। তাঁহার মনের এই অবস্থা সতীর জানা ছিল না।

৭২॥ **রাবন মরন মনুজ কর জাঁচা।**
প্রভু বিধিবচনু কীন্হ চহ সাঁচা॥
জৌঁ নহিঁ জাউঁ রহই পছিতাবা।
করত বিচারু ন বনত বনাবা॥

জাঁচা—স্থির ছিল। কীন্হ চহ—চাহি। সাঁচা-সত্য। পছিতাবা—খেদ। করত বিচারু-বিচার করিতে থাকিলে। ন বনত বনাবা—ঘটনা ঘটিয়া উঠিবে না, দেখা হইবে না॥ রাবণ মানুষের হাতে মরিবেন স্থির আছে। রামচন্দ্র বিধাতার সেই বাক্য সত্য করিতে চাহেন। শম্ভু ভাবিলেন যে, যদি এখন দেখা করিতে না যাই, তবে খেদ থাকিয়া যাইবে। যদি কেবল যাই কি না যাই ভাবিতে থাকি, তবে দেখা হইয়া উঠিবে না। (কর্তব্য স্থির করা চাই)

এহি বিধি ভয়ে সোচবস ঈসা।
তেহী সময় জাই দসসীসা।
লীন্হ নীচ মারীচহি সঙ্গা।
ভয়উ তুরত সোই কপট কুরঙ্গা॥

ভয়ে সোচবস—বিচার করিতেছিলেন। ঈসা—মহেশ্বর। দসসীসা—রাবণ। তুরত—তৎক্ষণাৎ। কুরঙ্গা—হরিণ॥ এই ভাবে যখন মহেশ্বর ভাবিতেছিলেন, সেই সময় রাবণ নীচ মারিচের সঙ্গ লইয়া তখনই কপট হরিণ সাজিল।

করি ছলু মূঢ় হরী বৈদেহী।
প্রভু প্রভাউ তস বিদিত ন তেহী।
মৃগ বধি বন্ধু সহিত হরি আয়ে।
আশ্রমু দেখি নয়ন জল ছায়ে।

তেহী—তাহারা। বৈদেহী—সীতা। হরি—রামচন্দ্র॥ ছলনা করিয়া মূর্খ রাবণ সীতা হরণ করিল, রামের শক্তির কথা তাহার তত জানা ছিল না। এদিকে রাম হরিণ মারিয়া ভাইয়ের সহিত আশ্রমে আসিলেন। আশ্রমে সীতা নাই দেখিয়া তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

বিরহবিকল নর ইব রঘুরাঈ।
খোজত বিপিন ফিরত দোউ ভাঈ॥
কবহু জোগ বিজোগ ন জাকে।
দেখা প্রগট বিরহ দুখ তাকে॥

নর ইব—মানুষের ন্যায়। জোগ বিজোগ—মিলন বিরহ। জাকে—যাহার। প্রগট—প্রকাশিত॥ রঘুরাজ তখন বিরহে বিকল মানুষের ন্যায়, দুই ভাইয়ে বনে বনে সীতাকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলেন। যাঁহার কোনও দিন বিরহ-মিলন নাই, তিনিই, আজ বিরহের দুঃখ পাইতেছেন দেখা গেল।

অতি বিচিত্র রঘুপতিচরিত জানহিঁ পরম সুজান।
জে মতিমন্দ বিমোহবস হৃদয় ধরহিঁ কছু আন।

সুজান—চতুর, ভক্ত। মতিমন্দ—দুর্বুদ্ধি। বিমোহ—মোহ॥ রঘুরাজের চরিত্র অতিশয় বিচিত্র। তাঁহার চরিত-কথা অতি চতুর (ভক্তেরা) জানে। যে দুর্বুদ্ধি মোহে ডুবিয়া আছে সেই অন্য রকম ভাবে।

টিপ্পনী :—যখন জিজ্ঞাসা করে "রাম যদি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, তবে ঘরে বসিয়াই ত সীতার খোঁজ পাইতেন, তিনি ঐ স্থান হইতেই রাবণকে মারিতে পারিতেন।" এই প্রকার কূট কথা তুলিয়া নিজেকে ভোলায়। ভক্ত জানে রামচন্দ্র মানুষের দেহ লইয়া মানুষেরই মত আচরণ করিয়া মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন। ভক্ত জানে রাম-রাবণের যুদ্ধ তাহার হৃদয়েই চলিতেছে। রাম রাবণকে মারিয়া বিভীষণকে রাজত্ব দিতেছেন, সীতা উদ্ধার করিতেছেন। সে সকলই তাহার হৃদয়ে চলিতেছে। ভক্তের ইহাতে মোহ হয় না।

৭৩। **সম্ভু সময় তেহিঁ রামহিঁ দেখা।**
উপজা হিয় অতিহরষু বিসেখা॥
ভরি লোচন ছবিসিন্ধু নিহারী।
কুসময় জানি ন কীন্হ চিন্হারী॥

সময় তেহি—সেই সময়। বিসেখা—বিশেষ। ছবি-সিন্ধু—সৌন্দর্যের সাগর। চিন্হারী—পরিচয়॥ যখন রামচন্দ্র সীতা-বিরহে বনে বনে ফিরিতেছিলেন, সেই সময় শম্ভু রামকে দেখেন। তাঁহার হৃদয়ে বড়ই আনন্দ হয়। চোখ ভরিয়া সৌন্দর্যের সাগর রামচন্দ্রকে দেখেন। তবে উপযুক্ত সময় নয় বলিয়া নিজ পরিচয় দেন না।

জয় সচ্চিদানন্দ জগপাবন।
অস কহি চলেউ মনোজ নসাবন।
চলে জাত সিব সতী সমেতা।
পুনি পুনি পুলকত কৃপানিকেতা।

অস কহি—এই বলিয়া। মনোজ নসাবন—মদন ভস্মকারী॥

"জগৎ পবিত্রকারী সচ্চিদানন্দের জয়" এই কথা বলিয়া শিব চলিতে লাগিলেন—সতীর সহিত যাইতে যাইতে কৃপাসিন্ধু শিবের শরীরে বার বার পুলক বা রোমাঞ্চ হইতেছিল।

সতী সো দসা সম্ভু কৈ দেখী।
উর উপজা সন্দেহু বিসেখী॥
শঙ্করু জগতবন্দ্য জগদীসা।
সুর নর মুনি সব নাবত সীসা॥

বিসেখী—বিশেষ। জগতবন্দ্য—পূজনীয়। নাবত—নত করে॥ শঙ্কর সেই দশা দেখিয়া সতীর মনে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহার মনে হয় যে, শম্ভু হইতেছেন জগতের পূজনীয় জগদীশ, সুর-নর-মুনি সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করে।

তিন্হ নৃপসুতহিঁ কীন্হ পরনামা।
কহি সচ্চিদানন্দ পরধামা॥
ভয়ে মগন ছবি তাসু বিলোকী।
অজহুঁ প্রীতি উর রহতি ন রোকী॥

নৃপসুত—রাজপুত্র রাম। ছবি—রূপ, সৌন্দর্য। পরধামা—পরমগতি। অজহু—এ পর্যন্ত॥ সেই শম্ভু রাজপুত্রকে প্রণাম করিলেন, তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ পরমগতি বলিলেন। তাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিলেন, এখনো তাঁহার মনের আনন্দ মনে বদ্ধ রাখিতে পারিতেছেন না।

ব্রহ্ম জো ব্যাপক বিরজ অজ অকল অনীহ অভেদ।
সো কি দেহ ধরি হোই নর জাহি ন জানত বেদ।

ব্যাপক—যিনি সর্বত্রই রহিয়াছেন। বিরজ—মায়া-রহিত। অজ—যাহার জন্ম নাই। অনীহ—নিশ্চেষ্ট। অভেদ—যাহাতে ভেদ নাই। জাহি—যে কথা॥ যে ব্রহ্ম সর্বত্রই রহিয়াছেন, যিনি মায়া রহিত, জন্ম রহিত সকল প্রকার কর্মচেষ্টা শূন্য, ভেদহীন সেই ব্রহ্ম কি দেহ লইয়া মানুষ হইতে পারে? সে কথা ত বেদে বলে না।

৭৪। বিষ্ণু জো সুরহিত নরতনুধারী।
সোউ সর্বজ্ঞ জথা ত্রিপুরারী।
খোজই সো কি অজ্ঞ ইব নারী।
জ্ঞানধাম শ্রীপতি অসুরারী।

বিষ্ণু যদি দেবতাদের ভালর জন্য মানুষ দেহ লইয়া থাকেন, তবু তিনি মহেশ্বরের মতই ত সর্বজ্ঞ। তিনি কি কখন মূর্খের ন্যায় স্ত্রী খুঁজিয়া ফিরিতে পারেন? সেই রমাপতি অসুরারি বিষ্ণু নিজেই ত সকল জ্ঞানের আকর।

সম্ভু গিরা পুনি মৃষা ন হোঈ।
সিব সর্বজ্ঞ জান সবু কোঈ॥
অস সংসয় মন ভয়উ অপারা।
হোই ন হৃদয় প্রবোধ প্রচারা॥

গিরা—বাক্য। অপারা—অতিশয়। ন প্রচারা—মানিতেছে না।

আবার শিবের কথাও মিছা হইবার নয়, কেন না তিনি যে সর্বজ্ঞ তাহা সকলেই জানে। আমার হৃদয়ে এই অসীম সন্দেহ চলিতেছে। হৃদয় প্রবোধ মানিতেছে না।

জদ্যপি প্রগট ন কহেউ ভবানী।
হর অন্তরজামী সব জানী॥
সুনহু সতী তব নারিসুভাউ।
সংসয় অস ন ধরিয় উর কাউ।

প্রগট—প্রকাশ। সুভাউ—স্বভাব। কাউ—কোন।

যদিও সতী মনের সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, তথাপি অন্তর্যামী শিব সব জানিলেন। তিনি বলিলেন সতী শোন, তোমার স্ত্রী-স্বভাব, কিন্তু তুমি ঐ বিষয় কোনও সন্দেহ মনে রাখিও না।

জাসু কথা কুম্ভজ রিষি গাঈ।
ভগতি জাসু মৈঁ মুনিহিঁ সুনাঈ।
সোই মম ইষ্টদেব রঘুবীরা।
সেবত জাহি সদা মুনি ধীরা।

যাঁহার কথা অগস্ত্য ঋষি কীর্তন করিয়াছেন, যাঁহার প্রতি ভক্তির কথা আমি মুনিকে বলি, আমার সেই ইষ্টদেবই হইতেছেন রঘুবীর। তাঁহাকে সর্বদা ধীর মুনিরা সেবা করেন।

ছন্দ:—
মুনিধীর জোগী সিদ্ধ সন্তত বিমলমন জেহি ধ্যাবহী
কহি নেতি নিগম পুরান আগম জাসু কীরতি গাবহী
সোই রাম ব্যাপক ব্রহ্ম ভুবন নিকায় পতি মায়াধনী।
অবতরেউ অপনে ভগত হিত নিজতন্ত্র নিত রঘু কুল মনী।

মুনি ধীর—ব্যাসাদি মুনিগণ। জোগী—কপিল আদি। সিদ্ধ—শুক-সনকাদি। বিমলমন—নির্মল মনে। নেতি—"ইহা নয়" ইহা নয়" এই প্রকার বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের প্রকাশ। নিজতন্ত্র—নিজ ইচ্ছায়॥ ব্যাসাদি মুনিগণ, যোগিগণ, সিদ্ধগণ বিমল মনে যাঁহাকে সর্বদা ধ্যান করেন, বেদ, পুরাণ ও শাস্ত্র "নেতি নেতি" বলিয়া যাঁহার কীর্তি গান করিয়া থাকেন, সেই রামই হইতেছেন সকল ব্রহ্মাণ্ড সমূহের পতি সর্বব্যাপ্ত ও মায়ার স্বামী। তিনি নিজ ইচ্ছায় ভক্তের হিতের জন্য রঘুকুলমণি রূপে জন্ম লইয়াছেন।

সোঃ—
লাগ ন উর উপদেস জদপি কহেউ সিব বার বহু।
বোলে বিহঁসি মহেসু হরিমায়াবলু জানি জিয়॥

লাগ ন উর—মনে লাগে না। জানি জিয়—মনে করিয়া॥ যদিও শিব অনেকবার উপদেশ দিলেন, তথাপি তাহা সতীর মনে লাগিল না। তখন হরির মায়া প্রবল জানিয়া মহাদেব হাসিয়া বলিলেন :—

৭৫॥ **জৌ তুম্হরে মন অতি সন্দেহূ।**
তৌ কিন জাই পরীছা লেহূ॥
তব লগি বৈঠ অহউঁ বটছাহীঁ।
জব লগি তুম্হ ঐহহু মোহি পাহীঁ॥

জৌ—যদি। তুম্হরে—তোমার। তবলগি জবলগি—ততক্ষণ, যতক্ষণ। ঐহহু—আইস। পাহীঁ—নিকট।

যদি তোমার এতই মনে সন্দেহ, তবে কেন গিয়া পরীক্ষা করিয়াই দেখ না। যতক্ষণ তুমি আমার নিকট না আইস, ততক্ষণ এই বটের ছায়ায় বসিয়া অপেক্ষা করিতেছি।

জৈসে জাই মোহ ভ্রম ভারী।
করেহু সো জতনু বিবেকু বিচারী॥
চলী সতী সিব আয়সু পাঈ।
করই বিচারু করউঁ কা ভাঈ॥

জৈসে—যাহা করিলে। বিবেকু বিচারী—জ্ঞানের সহিত বিচার করিয়া। আয়সু—আজ্ঞা। করউঁ কা ভাই—এখন কি করা যায়॥ যাহা করিলে তোমার মনের এই মহা ভুল যায়, জ্ঞানের সহিত বিচার করিয়া তাহাই কর। শিবের এই আজ্ঞা পাইয়া সতী চলিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন—"এখন করি কি ?"

ইহাঁ সম্ভু অস মন অনুমানা।
দচ্ছসুতা কহুঁ নহিঁ কল্যানা॥
মোরেহু কহে ন সংসয় জাহী।
বিধি বিপরীত ভলাঈ নাহীঁ॥

ইহাঁ—ওখানে। অস—এই প্রকার। সুতাকহুঁ—সুতার। কহে—বলাতেও। বিপরীত—বাম॥ ওদিকে শিব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, দক্ষসুতার কল্যাণ নাই। আমার কথাতেও যখন সন্দেহ যাইতেছে না তখন বিধি বাম, ভাল হইবার নয়।

হোইহি সোই জো রাম রচি রাখা।
কো করি তরক বঢ়াবই সাখা॥
অস কহি লগে জপন হরিনামা।
গঈ সতী জহঁ প্রভু সুখধামা॥

রচি রাখা—যাহা কপালে লিখিয়াছেন। সাখা—শাখা, কথা। সুখধামা—আনন্দমূর্তি, রামচন্দ্র। শম্ভু ভাবিলেন—রাম যাহা কপালে লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে। তর্ক করিয়া কথা আর কে বাড়ায়। এই বলিয়া তিনি রামনাম জপিতে লাগিলেন। এদিকে যেখানে আনন্দমূর্তি রহিয়াছেন, সতী সেখানে গেলেন।

পুনি পুনি হৃদয় বিচারু করি ধরি সীতা কর রূপ।
আগে হোই চলি পন্থ তেহি জেহি আবত নরভূপ॥

সীতাকর—সীতার। আগে হোই—সম্মুখ হইয়া। আবত—আসিতেছিলেন॥ সতী পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া সীতার রূপ ধরিয়া যে পথে রঘুপতি আসিতেছিলেন—সম্মুখ হইয়া সেই পথে চলিতে লাগিলেন।

৭৬॥ **লছিমন দীখ উমাকৃত বেষা।**
চকিত ভয়ে ভ্রম হৃদয় বিসেষা॥
কহি ন সকত কছু অতি গম্ভীরা।
প্রভুপ্রভাউ জানত মতিধীরা॥

উমা—সতী। কৃতবেষা—যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সীতার বেশ। বিসেষা—বিশেষ॥ লক্ষ্মণ সতীর লওয়া সীতার বেশ দেখিলেন এবং আশ্চর্য হইয়া উঠিলেন, হৃদয়ে বড় ভ্রম দেখা দিল। কিন্তু অতি গম্ভীর বলিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি বুদ্ধিমান ও প্রভুর শক্তি জানিতেন।

সতী কপটু জানেউ সুর স্বামী।
সবদরসী সব অন্তরজামী॥
সুমিরত জাহি মিটই অজ্ঞানা।
সোই সর্বজ্ঞ রামু ভগবানা॥

সুর স্বামী—দেবতার ঈশ্বর।

দেবতাদের পতি রাম, সতী যে কপট বেশ ধরিয়াছেন তাহা জানিলেন। রাম ত সকলেরই অন্তর্যামী ও সর্বদর্শী। যাঁহার স্মরণ মাত্রে অজ্ঞান দূর হয়, রাম ত সেই ভগবান।

সতী কীন্হ চহ তহহুঁ দুরাউ।
দেখহু নারি সুভাউ প্রভাউ॥
নিজ মায়াবলু হৃদয় বখানী।
বোলে বিহঁসি রামু মৃদু বানী॥

দুরাউ—ছলনা, গোপন। নিজ মায়াবলু—ঈশ্বরের মায়া॥ সেখানেও সতী গোপন করিতে চাহিলেন, নারী-স্বভাবের প্রভাব দেখ। নিজের মায়াবল প্রশংসা করিয়া রাম হাসিয়া মৃদুবাক্যে সতীর সহিত কথা বলিলেন।

জোরি পানি প্রভু কীন্হ প্রনামু।
পিতা সমেত লীন্হ নিজ নামু॥
কহেউ বহোরি কহাঁ বৃষকেতূ।
বিপিন অকেলি ফিরহু কেহি হেতূ॥

পিতা সমেত—"দশরথ পুত্র" এ কথা বলিলেন। বহোরি—আবার। বৃষকেতু—মহেশ্বর। অকেলি—একাকী।

হাত জোড় করিয়া প্রভু সতীকে প্রণাম করিলেন ও "আমি দশরথের পুত্র" বলিয়া নিজের নাম লইলেন। আবার বলিলেন, মহেশ্বর কোথায়, আপনি একেলা বনে কেন বেড়াইতেছেন ?

রামবচন মৃদু গূঢ় সুনি উপজা অতি সঙ্কোচু।
সতী সভীত মহেস পহিঁ চলী হৃদয় বড় সোচু॥

পহিঁ—নিকট। সোচু—চিন্তা॥ রামের কোমল অথচ রহস্যপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সতীর বড় লজ্জা হইল। তিনি বড় চিন্তিত হইয়া মহেশ্বরের নিকট চলিলেন।

৭৭॥ **মৈঁ শঙ্কর কর কহা ন মানা।**
নিজ অজ্ঞানু রাম পর আনা॥
জাই উতরু অব দেইহউঁ কাহা।
উর উপজা অতিদারুন দাহা॥

শঙ্করকর—শঙ্করের। আনা—আসিয়াছি। কাহা—কি॥ আমি শঙ্করের কথা শুনি নাই, নিজে অজ্ঞান বলিয়া রামকেই অজ্ঞান মনে করিয়াছি. এখন গিয়া কি উত্তর দিব। তাঁহার মনে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল।

জানা রাম সতী দুখু পাবা।
নিজ প্রভাউ কছু প্রগটি জনাবা॥
সতী দীখ কৌতুকু মগ জাতা।
আগেঁ রাম সহিত শ্রীভ্রাতা॥

প্রগটি প্রকাশ। দীখ—দেখিলেন। মগজাতা—পথে চলিতে চলিতে। শ্রী—লক্ষ্মী, এখানে সীতা।

রাম জানিতেন সীতা দুঃখ পাইয়াছেন, সেই জন্য নিজের শক্তি কিছু প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন। সতী পথে চলিতে চলিতে এই কৌতুক দেখিলেন যে, আগে রাম পরে সীতা ও লক্ষ্মণ যাইতেছেন।

ফিরি চিতবা পাছে প্রভু দেখা।
সহিত বন্ধু সিয় সুন্দর বেখা॥
জহঁ চিতবহি তহঁ প্রভু আসীনা।
সেবহিঁ সিদ্ধ মুনীস প্রবীনা॥

চিতবা—তাকাইয়া। পাছে—পিছন দিকে। বন্ধু—ভাই

পিছনে তাকাইয়া সতী দেখেন যে, পিছনেও লক্ষ্মণ ও সুন্দর বেশে সীতার সহীত প্রভু রহিয়াছেন। যে দিকেই তাকান, সেই দিকেই দেখেন প্রভু রহিয়াছেন এবং প্রবীণ সিদ্ধ ও মুনিগণ সেবা করিতেছেন।

দেখে সিব বিধি বিষ্ণু অনেকা।
অমিত প্রভাব এক তেঁ একা॥
বন্দত চরন করত প্রভু সেবা।
বিবিধ বেষ দেখে সব দেবা॥

সিব বিধি বিষ্ণু - ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। একতেঁ একা—এক হইতে অন্যের॥ সতী দেখিলেন যে, অনেক শিব ব্রহ্মা ও বিষ্ণু রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের এক এক জন অপর অপেক্ষা অপরিমিত শক্তিমান। দেখিলেন, তাঁহারা বন্দনা করিয়া প্রভু রামের সেবা করিতেছেন। নানা বেশধারী সকল দেবতাকে সেখানে সতী দেখিলেন।

সতী বিধাত্রী ইন্দিরা দেখী অমিত অনূপ
জেহি জেহি বেষ অজাদি সুর তেহি তেহি তন অনুরূপ॥

বিধাত্রী—সরস্বতী। তন অনুরূপ—শরীরের উপযুক্ত॥

সতী দেখিলেন যে, সেখনে অনেক সরস্বতী লক্ষ্মী রহিয়াছেন তাঁহাদের সৌন্দর্যের তুলনা নাই। ব্রহ্মাদি দেবতা যে যে শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, স্ত্রীদেরও তাহারই উপযুক্ত বেশ ছিল।

৭৮॥ **দেখে জহঁ তহঁ রঘুপতি জেতে।**
সক্তিন্হ সহিত সকল সুর তেতে॥
জীব চরাচর জো সংসারা।
দেখে সকল অনেক প্রকারা॥

জেতে—যত। তেতে—সেই সেই থানে॥ যেখানে সেখানে যত রামকে দেখিলেন, সেই সেইখানে শক্তি সহিত দেবতাদিগকেও দেখিলেন। চর ও অচরের এই সংসারের যত প্রকার জীব আছে তাহাদের অনেককে সেখানে দেখিলেন।

পূজহিঁ প্রভুহিঁ দেব বহু বেষা।
রামরূপ দূসর নহিঁ দেখা॥
অবলোকে রঘুপতি বহুতেরে।
সীতা সহিত ন বেষ ঘনেরে॥

বহু বেখা—বহু বেশ ধারণ করিয়া। অবলোকে—দেখিয়াছিলেন। বহুতেরে—অনেক। ঘনেরে—অনেকে॥ সতী দেখিলেন যে, দেবতারা নানা বেশ ধারণ করিয়া প্রভুকে পূজা করিতেছে কিন্তু রামকে অন্য কোনরূপে দেখিলেন না। অনেক রাম দেখিলেন কিন্তু সীতার সঙ্গ ছাড়া বা ভিন্ন বেশে দেখিলেন না।

সোই রঘুবর সোই লছিমনু সীতা।
দেখি সতী অতি ভঈ সভীতা॥
হৃদয় কম্প তন সুধি কছু নাহীঁ।
নয়ন মূঁদি বৈঠীঁ মগ মাহীঁ॥

সোই—সেই। তনুসুধি—দেহের জ্ঞান। মগমাহীঁ—পথের মধ্যে॥ সেই এক রাম লক্ষ্মণ সীতা দেখিয়া সতী অতিশয় ভয় পাইলেন। তাঁহার বুক কাঁপিতে লাগিল—এতটুকুও জ্ঞান রহিল না। চক্ষু বুজিয়া পথে বসিয়া পড়িলেন।

বহুরি বিলোকেউ নয়ন উঘারী।
কছু ন দীখ তহঁ দচ্ছকুমারী॥
পুনি পুনি নাই রাম পদ সীসা।
চলীं তহাঁ জহঁ রহে গিরীসা॥

নয়ন উঘারী—চোখ খুলিয়া। তহঁ—সেখানে। সীসা—মাথায়। নাই—নত করিয়া॥ পরে আবার চক্ষু খুলিয়া সতী কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পুনঃ পুনঃ সেইখানে গেলেন।

গঈ সমীপ মহেস তব হঁসি পুছী কুসলাত।
লীন্‌হ পরীছা কবন বিধি কহহু সত্য সব বাত॥

মহেশ্বরের নিকটে গেলে তিনি হাসিয়া সতীকে কুশল-প্রশ্ন করিলেন। বলিলেন—কেমন করিয়া পরীক্ষা লইলে, সে সকল কথা সত্য করিয়া বল।

৭৯॥ সতী সমুঝি রঘুবীর প্রভাউ।
ভয়বস সিব সন কীন্‌হ দুরাউ॥
কছু ন পরীছা লীন্‌হি গোসাঈঁ।
কীন্‌হ প্রনাম তুম্‌হারিহি নাঈঁ॥

দুরাউ—প্রবঞ্চনা করা, লুকান॥ সতী রঘুবীরের প্রভাব বুঝিতে পারিয়া শিবের নিকটে ভয়ে কথা লুকাইলেন; বলিলেন—গোসাই পরীক্ষা কিছুই লই নাই, তোমারি মত প্রণাম করিয়াছি।

জো তুম কহা সো মৃষা ন হোঈ।
মোরে মন প্রতীতি অস সোঈ॥
তব শঙ্কর দেখেউ ধরি ধ্যানা।
সতী জো কীন্‌হ চরিত সবু জানা॥

মৃষা—মিথ্যা। প্রতীতি—বিশ্বাস। অস—এমন, এ॥ সতী বলিলেন—তুমি যাহা বল তাহা কি আর মিছা হইতে পারে, আমার মনে এ বিশ্বাস আছে। তারপর শঙ্কর ধ্যানে দেখিলেন। সতী যে চরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন, সে সকল জানিলেন।

বহুরি রাম মায়হি সির নাবা।
প্রেরি সতিহি জেহি ঝূঠ কহাবা॥
হরি ইচ্ছা ভাবী বলবানা।
হৃদয় বিচারত সম্ভু সুজানা॥

ঝূঠ—মিথ্যা। কহাবা—বলাইয়াছেন। সুজানা—জ্ঞানী॥ শিব পুনরায় রাম মায়াকে (স্মরণ করিয়া) প্রনাম করিলেন। এই মায়ার প্রেরণাই সতীকে দিয়া মিছা কথা বলাইয়াছে। হরির ইচ্ছা ও ভবিতব্য বলবান। জ্ঞানী শিব এইরূপ মনে মনে ভাবিলেন।

সতী কীন্‌হ সীতা কর বেষা।
সিব উর ভয়উ বিষাদ বিসেষা॥
জৌ অব করউঁ সতীসন প্রীতী।
মিটই ভগতি পথ হোই অনীতী॥

সীতাকর—সীতার। প্রীতী—(স্ত্রীর প্রতি) প্রেম॥ সতী সীতার বেশ ধরিয়াছেন তাহাতে শিবের মনে বিশেষ দুঃখ হইল। তিনি দেখিলেন যে, যদি ইহার পর স্ত্রী-সম্পর্ক বজায় রাখেন, তবে ভক্তিপথে বাধা হয় ও নীতি ত্যাগ করা হয়।

পরম পুনীত ন জাই তজি কিয়ে প্রেমু বড় পাপ।
প্রগট ন কহত মহেসু কছু হৃদয় অধিক সন্তাপ॥

ন জাই তজি—ত্যাগ করা যায় না। কিয়ে প্রেমু—স্ত্রী-সম্পর্ক রাখিলে॥ সতী এত পবিত্র যে তাঁহাকে ত্যাগ করা যায় না। আর যদি স্ত্রী-সম্পর্ক রাখা যায় তাহা হইলেও বড় পাপ হয়। শিব সে জন্য প্রকাশ করিয়া কিছু বলিলেন না, কিন্তু মনে বড় যাতনা হইল।

৮০, ৮১॥ তব শঙ্কর প্রভুপদ সির নাবা।
সুমিরত রাম হৃদয় অস আবা।
এহি তন সতিহি ভেট মোহি নাহীঁ।
সিব সঙ্কল্প কীন্‌হ মন মাহীঁ॥

সুমিরত—স্মরণ করিতে। অস—এই। এহি তন—এই দেহে॥ তখন শিব রামকে প্রণাম করিলেন। রামকে স্মরণ করিতেই তাঁহার মনে এই ভাব আসিল যে, এই দেহে আর সতীর সহিত সাক্ষাৎ আমার করা নয়। সেই সঙ্কল্পই শিব মনে মনে লইলেন।

টিপ্পনী: এই মনোভাবে ভক্তের বিশ্বাসের পুরস্কার রহিয়াছে। যখন কর্তব্যসঙ্কট উপস্থিত হয়, তখন শুদ্ধমনে আরাধ্যকে ডাকিলে তিনি পথ দেখাইয়া দেন। শিবের মত তপস্বীরও এই সঙ্কট উপস্থিত হইয়া থাকে। এক দিকে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ অপরদিকে নীতি বুদ্ধি। এই সঙ্কটে রামনাম স্মরণ করিয়া ঠিক কর্তব্য পথ শিব যেমন পাইলেন, দীন ভক্তও সে পথ পাইয়া থাকে।

অস বিচারি শঙ্কর মতি ধীরা।
চলে ভবন সুমিরত রঘুবীরা॥
চলত গগন ভই গিরা সুহাঈ।
জয় মহেস ভলি ভগতি দৃঢ়াঈ॥

ভই—হইল। গিরা সুহাঈ—সুন্দর বাণী। ভলি দৃঢ়াঈ—খুব পাকা।

এই প্রকার মন স্থির করিয়া রঘুবীরকে স্মরণ করিয়া স্থিরবুদ্ধি শঙ্কর গৃহে চলিলেন। চলিতে চলিতে তখন এই সুন্দর আকাশ-বাণী হইল—"জয় মহেশ, তোমার ভক্তি খুবই দৃঢ়।"

অস পন তুম্‌হ বিনু করই কো আনা।
রামভগত সমরথ ভগবানা।
সুনি নভগিরা সতী উর সোচা।
পূছা সিবহিঁ সমেত সকোচা॥

আনা—অন্য। সমরথ—শক্তিমান।

"এই প্রকার প্রতিজ্ঞা তুমি ছাড়া আর কে করিতে পারে? তুমি যে শক্তিশালী ভগবান রামের ভক্ত।" এই আকাশ-বাণী শুনিয়া সতীর হৃদয়ে চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি সঙ্কোচের সহিত শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কীন্‌হ কবন পন কহহু কৃপালা।
সত্যধাম প্রভু দীনদয়ালা॥
জদপি সতী পুছা বহু ভাঁতী।
তদপি ন কহেউ ত্রিপুর আরাতী॥

সতী নানা রকমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে দয়াময় কি প্রতিজ্ঞা করিলে বল, তুমি সত্যপরায়ণ, তুমি দীনদয়াল। কিন্তু নানা রকমে প্রশ্ন করিলেও মহেশ্বর কিছু বলিলেন না।

সতী হৃদয় অনুমান কিয় সব জানেউ সর্বজ্ঞ।
কীন্‌হ কপটু মৈঁ সম্ভু সন নারি সহজ জড় অজ্ঞ।

জানেউ – জানিয়াছে। মৈঁ – আমি।

সতী তখন মনে মনে আন্দাজ করিলেন যে, সর্বজ্ঞ শিব সকলই জানিয়াছেন। আমি স্ত্রীলোক জড়বুদ্ধি ও অজ্ঞান, আমি শম্ভুর সহিত ও কপটতা করিলাম।

সোঃ
জলু পয় সরিস বিকাই দেখহু প্রীতি কি রীতি ভলি।
বিলগ হোই রসু জাই কপট খটাঈ পরত পুনি॥

পয়—দুধ। ভলি – যথার্থ। বিলগ হোইজাই—আলাদা হইয়া যায়। কপট খটাঈ—কপটতারূপ অম্ল॥ প্রীতির কি রীতি যথার্থ দেখ, জলও দুধের মতই বিক্রয় হয় (দুধের সহিত মিশিয়া) কিন্তু তাহাতে কপটাচাররূপ অম্ল পড়িতেই রস বা ছানা আলাদা হইয়া যায়।

টিপ্পনী :—প্রীতির টানে দুই আলাদা ধর্মী চরিত্র এক থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ কপটতা না থাকে। কপটতা দেখা দিলেই তখন আলাদা হইয়া যায়। সতী ও শিবের বেলায় তাহাই হইল। সংসারে ইহা নিত্য ঘটিতেছে।

৮২॥ হৃদয় সোচ সমুঝত নিজ করনী।
চিন্তা অমিত জাই নহিঁ বরনী॥
কৃপাসিন্ধু সিব পরম অগাধা।
প্রগট ন কহেউ মোর অপরাধা।

সোচ—শোক। নিজকরনী—নিজের কৃতকার্য। প্রগট—প্রকাশ করিয়া।

নিজের করা কাজ বুঝিয়া সতীর মনে শোক হইল ও এত অসীম চিন্তা হইতে লাগিল যে, বলা যায় না। সতী ভাবিলেন—শিব করুণার অগাধ সিন্ধু, সেই জন্য আমার অপরাধের কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিলেন না।

শঙ্কর রুখ অবলোকি ভবানী।
প্রভু মোহি তজেউ হৃদয় অকুলানী॥
নিজ অঘ সমুঝি ন কছু কহি জাঈ।
তপই অবা ইব উর অধিকাঈ।

শঙ্করের মুখের ভাব দেখিয়া ভবানী বুঝিলেন—প্রভু আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইল। নিজের পাপের কথা বুঝিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না, কেবল হৃদয়ের তাপে কুমারের ভাঁটির ন্যায় পুড়িতে লাগিলেন।

সতিহি সসোচ জানি বৃষকেতু।
কহী কথা সুন্দর সুখ হেতু॥
বরনত পন্থ বিবিধ ইতিহাসা।
বিশ্বনাথ পহুঁচে কৈলাসা॥

সতীর শোক হইতেছে জানিয়া তাঁহার মন তুষ্ট করার জন্য শিব সুন্দর কাহিনী বলিতে লাগিলেন। পথ চলিতে চলিতে কত ইতিহাস বলিলেন; এমনি করিয়া বিশ্বনাথ কৈলাসে পহুছিলেন।

তহঁ পুনি সম্ভু সমুঝি পন আপন।
বইঠে বট তর করি কমলাসন॥
শঙ্কর সহজ সরূপ সঁভারা।
লাগি সমাধি অখণ্ড অপারা॥

সমুঝি—মর্যাদা রাখার জন্য। সঁভারা—শোভা পাওয়া, ধারণ করা॥ কৈলাসে পহুছিয়া নিজের প্রতিজ্ঞার মান রাখার জন্য বট গাছের তলায় কমলাসনে বসিলেন। অখণ্ড ও অপার সমাধির জন্য তিনি নিজের স্বাভাবিক রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন।

সতী বসহিঁ কৈলাস তব অধিক সোচু মন মাহিঁ।
মরমু ন কোউ জান কছু জুগ সম দিবস সিরাহিঁ।

অধিক—গভীর। সোচু—শোক। সিরাহিঁ—কাটে।

মনে গভীর শোক লইয়া সতী কৈলাসে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনোবেদনার মর্ম কেহ কিছু জানিল না। এক একটা দিন এক এক যুগের মত কাটিতে লাগিল।

৮৩। নিত নব সোচ সতী উর ভারা।
কব জইহউ দুখ সাগর পারা।
মৈঁ জো কীন্‌হ রঘুপতি অপমানা।
পুনি পতি বচনু মৃষা করি জানা।

নব সোচ—নূতন নূতন শোক। ভারা—ভার করিতে লাগিল॥ প্রতিদিন নূতন শোক সতীর হৃদয়কে ভারি করিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—এই দুঃখ-সাগরের পারে কবে যাইব। আমি রঘুপতির অপমান করিয়াছি, আবার স্বামীর বচনও মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।

সো ফল মোহিঁ বিধাতা দীন্হা।
জো কছু উচিত রহা সোই কীন্হা॥
অব বিধি অস বুঝিয় নহিঁ তোহী।
শঙ্কর বিমুখ জিয়াবসি মোহী॥

তাহার ফল বিধাতা আমাকে দিয়াছেন। আমার যাহা যোগ্য তাহা করিয়াছেন, কিন্তু হে বিধাতা, তোমার এই কার্য আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না,—শঙ্কর বিমুখ হইলেও আমাকে কেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছ?

কহি ন জাই কছু হৃদয় গলানী।
মন মহঁ রামহিঁ সুমির সয়ানী॥
জৌ প্রভু দীনদয়াল কহাবা।
আরতি হরন বেদ জস গাবা।

সয়ানী—বুদ্ধিমতী।

সতীর হৃদয়ের দাহের কথা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। বুদ্ধিমতী সতী এই অবস্থায় মনে মনে রামকে স্মরণ করিয়া বলিলেন—"যদি প্রভু তুমি দীনদয়াল হও, যদি বেদে তোমাকে দুঃখহারী বলিয়া যশোগান করিয়া থাকে—

তৌ মৈঁ বিনয় করউঁ কর জোরী।
ছূটই বেগি দেহ যহ মোরী।
জৌঁ মোরে সিব চরণ সনেহূ।
মন ক্রম বচন সত্য ব্রত এহূ।

তবে আমি করজোড়ে বিনয় করিয়া বলিতেছি—"আমার এই দেহ এখনই অন্ত হউক।" যদি শিবের চরণে আমার ভক্তি থাকে তবে কায়মনোবাক্যে ইহাই আমার সত্যব্রত।

তৌ সবদরসী সুনিয় প্রভু করউ সো বেগি উপাই।
হোই মরন জেহি বিন হিঁ শ্রম দুসহ বিপত্তি বিহাই॥

বিপত্তি—দুঃখ। বিহাই—ত্যাগ করিয়া, কাটাইয়া॥ যে হে সর্বদর্শী প্রভু শোন, তুমি শীঘ্র সেই উপায় কর, যাহাতে এই অসহ্য বিপদ কাটাইয়া অক্লেশে আমার মরণ হয়।

৮৪॥ এহি বিধি দুখিত প্রজেসকুমারী।
অকথনীয় দারুন দুখু ভারী।
বীতে সংবত সহস সতাসী।
তজী সমাধি সম্ভু অবিনাসী॥

প্রজেসকুমারী—দক্ষকন্যা সতী। বীতে—কাটাইলেন। সংবত—বৎসর। সহস সতাসী—সাতাশী হাজার। তজী—ত্যাগ করিলেন॥ এই ভাবে সতী অবর্ণনীয় দারুণ দুঃখে সাতাশী হাজার বৎসর কাটান, তখন অবিনাশী শম্ভু সমাধি ত্যাগ করিয়া উঠেন।

রামনাম সিব সুমিরন লাগে।
জানেউ সতী জগতপতি জাগে॥
জাই সম্ভুপদ বন্দনু কীন্হা।
সনমুখ শঙ্কর আসন দীন্হা॥

শিব রাম নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। তখন সতী জানিলেন যে, জগৎপতি জাগিয়াছেন। তখন গিয়া শিবের *পায়ে তিনি প্রণাম করিলেন। শিব তাঁহাকে সম্মুখে বসার আসন দিলেন।*

লগে কহন হরিকথা রসালা।
দচ্ছ প্রজেস ভয়ে তেহি কালা॥
দেখা বিধি বিচারি সব লায়ক।
দচ্ছহিঁ কীন্হ প্রজাপতিনায়ক॥

প্রজেস—প্রজাপতি। সবলায়ক—সর্বপ্রকারে উপযুক্ত। দচ্ছ—ব্রহ্মার পুত্র, সতীর পিতা দক্ষ॥ শিব রসাল হরিকথা সতীর নিকট বলিতে লাগিলেন। সেই সময় দক্ষ প্রজাপতি হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা বিচার করিয়া দেখিলেন যে, দক্ষ সকল প্রকারে উপযুক্ত হইয়াছেন, সেই জন্য তাঁহাকে প্রজাপতিদিগের নেতা করিয়া দিয়াছিলেন।

বড় অধিকার দচ্ছ জব পাবা।
অতি অভিমানু হৃদয় তব আবা॥
নহিঁ কোউ অস জনমা জগমাহীঁ।
প্রভুতা পাই জাহি মদ নাহীঁ॥

আবা—আসিল। অস—অসম্ভব॥ দক্ষ যখন বড় অধিকার পাইলেন, তখন বড় অহঙ্কার হইল। জগতে এমন কেহই জন্মে নাই, ক্ষমতা পাইয়া যাহার অহঙ্কার হয় না।

দচ্ছ লিয়ে মুনি বোলি সব করন লগে বড় জাগ।
নেবতে সাদর সকল সুর জে পাবত মখ ভাগ॥

বোলি লিয়ে—ডাকিয়া আনিলেন। মখ ভাগ—যজ্ঞের ভাগ॥ দক্ষ সকল মুনিকে ডাকিয়া আনিলেন ও বড় যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে সকল দেবতা যজ্ঞের ভাগ পাইতে পারেন, তাঁহাদিগকে আদর করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন।

৮৫॥ কিন্নর নাগ সিদ্ধ গন্ধর্বা।
বধুন্হ সমেত চলে সুর সর্বা॥
বিষ্ণু বিরঞ্চি মহেসু বিহাঈ।
চলে সকল সুর জান বনাঈ॥

বধুন্হ সমেত—স্ত্রী সহিত। বিহাঈ—বাদে। জান—বাহন। বনাঈ—সাজাইয়া॥ কিন্নর, নাগ, সিদ্ধ ও গন্ধর্বেরা ও দেবতাগণ নিজ স্ত্রী লইয়া যাইতে লাগিলেন, কেবল ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনি জন বাদে সকল দেবতারাই বাহন সাজাইয়া চলিতে লাগিলেন।

সতী বিলোকে ব্যোম বিমানা।
জাত চলে সুন্দর বিধি নানা॥
সুরসুন্দরী করহিঁ কল গানা।
সুনত শ্রবন ছূটহিঁ মুনি ধ্যানা॥

ব্যোম বিমানা—আকাশ-পথে চলন্তি রথ। সতী দেখেন যে, আকাশ পথে নানা সুন্দর রথ চলিয়া যাইতেছে। তাহা হইতে সুরসুন্দরীরা এমন গান করিতেছে যে, তাহা শুনিলে মুনিগণেরও ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়।

পুছেউ তব সিব কহেউ বখানী।
পিতা জগ্য সুনি কছু হরষানী॥
জৌঁ মহেসু মোহি আয়সু দেহীঁ।
কছু দিন জাই রহউঁ মিস এহীঁ॥

পুছেউ কছু—কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। হরখানী—আনন্দ, হর্ষ। আয়সু—আজ্ঞা। মিস এহী—এই উপলক্ষে॥ সতী জিজ্ঞাসা করিতে শিব বুঝাইয়া বলিলেন (দেবতারা কোথায় কেন যাইতেছে)। পিতা যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া কিছু আনন্দ হইল। সতী বলিলেন যে, যদি মহেশ্বর আজ্ঞা দেন, তবে কিছুদিন এই উপলক্ষে থাকিয়া আসি।

পতি পরিত্যাগ হৃদয় দুখু ভারী।
কহই ন নিজ অপরাধ বিচারী॥
বোলী সতী মনোহর বানী।
ভয় সঙ্কোচ প্রেম রস সানী॥

পতি পরিত্যাগ করায় সতীর হৃদয়ে বড়ই দুঃখ, কিন্তু নিজের অপরাধের কথা বিবেচনা করিয়া তিনি সে বিষয় কিছুই বলিতেছেন না। এইক্ষণে সতী ভয় সঙ্কোচ ও প্রেমভরা মনোহরণকারী কথা বলিলেন।

পিতাভবন উৎসব পরম জৌঁ প্রভু আয়সু হোই।
তৌ মৈঁ জাউঁ কৃপায়তন সাদর দেখন সোই॥

আয়সু—আজ্ঞা। সোই—উহা॥ বাপের বাড়ীতে পরম উৎসব, যদি দয়াল প্রভু আজ্ঞা দেন, তবে আমি আনন্দ করিয়া উহা দেখিতে যাই।

৮৬॥ কহেহু নীক মোরেহুঁ মন ভাবা।
যহ অনুচিত নহিঁ নেবত পঠাবা॥
দচ্ছ সকল নিজ সুতা বোলাঈ।
হমরে বয়র তুম্‌হউ বিসরাঈ।

নীক—ঠিক। মন ভাবা—মনের কথা। বয়র—শত্রুতা। নহিঁ নেবত পঠাবা—নিমন্ত্রণ না করা। যহ অনুচিত—ইহা অন্যায় হইয়াছে।

তুমি ঠিক বলিয়াছ, কথাটা আমার ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু নিমন্ত্রণ না করাটা অন্যায় হইয়াছে। দক্ষ নিজের সকল মেয়েকেই ডাকিয়াছেন, কেবল আমার সহিত শত্রুতা আছে বলিয়া তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মসভা হম সন দুখু মানা।
তেহি তে অজহুঁ করহিঁ অপমানা॥
জৌঁ বিনু বোলে জাহু ভবানী।
রহই ন সীলু সনেহু ন কানী॥

হমসন—আমার সহিত। দুখুমানা—দুঃখের কারণ হয়। সনেহু কানী—স্নেহের মর্যাদা। সীলু—সদাচার॥ ব্রহ্ম-সভায় তাঁহার সহিত আমার ব্যবহারে অন্তর হয়। তিনি দুঃখ পান, সেই জন্য আজও আমাকে অপমান করিতেছেন। বিনা নিমন্ত্রণে ভবানী তুমি যদি যাও, তবে সদাচার বজায় থাকিবে না, স্নেহের মর্যাদাও থাকিবে না।

জদপি মিত্র প্রভু পিতু গুরু গেহা।
জাইয় বিনু বোলেহু ন সঁদেহা॥
তদপি বিরোধ মান জহঁ কোঈ।
তহাঁ গয়ে কল্যান ন হোঈ॥

যদিও মিত্র, স্বামী, পিতা বা গুরুর গৃহে বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়া যায় সে বিষয় সন্দেহ নাই, তথাপি যেখানে বিরোধ আছে বলিয়া মনে করা যায়, সেখানে (বিনা নিমন্ত্রণে) গেলে কল্যাণ হয় না।

ভাঁতি অনেক সম্ভু সমুঝাবা।
ভাবীবস ন জ্ঞানু উর আবা॥
কহ প্রভু জাহু জো বিনহিঁ বোলায়ে।
নহিঁ ভলি বাত হমারে ভায়ে॥

ভাঁতি—প্রকার। ভাবীবস—ভবিতব্যতার বশে। বোলায়ে—নিমন্ত্রণে। ভায়ে—দৃষ্টিতে।

অনেক প্রকারে শিব বুঝাইলেন। কিন্তু ভবিতব্যতার বশে সতীর জ্ঞান হইল না। শিব বলিলেন যদি বিনা নিমন্ত্রণে যাও, তবে আমার বিবেচনায় ভাল হইবে না।

করি দেখা হর জতন বহু রহই ন দচ্ছকুমারি।
দিয়ে মুখ্য গন সঙ্গ তব বিদা কীন্‌হ ত্রিপুরারি॥

জতন বহু—অনেক যত্ন করিয়া॥ শিব অনেক যত্ন করিয়া বলিয়া দেখিলেন, কিন্তু দক্ষ-কন্যা থাকে না। তখন প্রধান অনুচরগণ সঙ্গে দিয়া শিব তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

৮৭॥ পিতাভবন জব গঈ ভবানী।
দচ্ছ ত্রাস কাহু ন সনমানী॥
সাদর ভলেহি মিলী এক মাতা।
ভগিনী মিলীঁ বহুত মুসুকাতা॥

ভবানী যখন বাপের বাড়ী গেলেন তখন দক্ষের ভয়ে কেহ তাঁহাকে সম্মান করিল না। একমাত্র মা আদরের সহিত মিশিলেন, আর ভগ্নীরা তো খুব (উপহাসের হাসি) হাসিতে হাসিতে দেখা দিল।

দচ্ছ ন কছু পুছী কুসলাতা।
সতিহি বিলোকি জরে সব গাতা॥
সতী জাই দেখেউ তব জাগা।
কতহুঁ ন দীখ সম্ভু কর ভাগা॥

কুসলতা—কুশল প্রশ্ন, কেমন আছে জিজ্ঞাসা করা।

জ্বরে—জ্বলিতে লাগিল। জাগা—যজ্ঞ। ন দীখ—দেখিলেন না। 'কেমন আছ' একথা জিজ্ঞাসাও দক্ষ করিলেন না। সতীকে দেখিয়া সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। তখন সতী গিয়া যজ্ঞ দেখিলেন। শিবের যজ্ঞভাগ কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

তব চিত চঢ়েউ জো শঙ্কর কহেউ।
প্রভু অপমান সমুঝি উর দহেউ।
পাছিল দুখু ন হৃদয় অস ব্যাপা।
জস যহ ভয়উ মহা পরিতাপা॥

চিত চঢ়েউ—মনে পড়িল। জো কহেউ—যে কথা বলিয়াছিলেন। উর—হৃদয়। পাছিল—পূর্বেকার।

তখন শঙ্কর যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল কিরূপে প্রভুর অপমান করা হইয়াছে বুঝিয়া বুক পুড়িয়া যাইতে লাগিল। এই মহা পরিতাপ সতীকে যেমন পীড়া দিল, পূর্বে স্বামীর পরিত্যাগেও তত দুঃখ দেয় নাই।

জদ্যপি জগ দারুন দুখ নানা।
সব তেঁ কঠিন জাতি অপমানা॥
সমুঝি সো সতিহি ভয়উ অতি ক্রোধা।
বহু বিধি জননী কীন্হ প্রবোধা॥

জাতি অপমানা—কুলের অপমান। সমুঝি—বুঝিয়া, বিবেচনা করিয়া।

পৃথিবীতে নানা প্রকার দুঃখ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে কুলের অপমান সর্বাপেক্ষা কঠিন দুঃখ। বিচার করিয়া বুঝিয়া সতীর বড় ক্রোধ হইল, মা তাঁহাকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন।

সিব অপমানু ন জাই সহি হৃদয় ন হোই প্রবোধ।
সকল সভহিঁ হঠি হটকি তব বোলী বচন সক্রোধ।

প্রবোধ—সান্ত্বনা। হঠিঅটকি—কাঁপাইয়া, বিচলিত করিয়া।

শিবের অপমান সহ্য যায় না, হৃদয় শান্ত হয় না। এই অবস্থায় সভার সকলকে কাঁপাইয়া তিনি ক্রোধের সহিত এই বাক্য বলিলেন :—

৮৮॥ **সুনহু সভাসদ সকল মুনিন্দা।**
কহী সুনী জিন্হ শঙ্কর নিন্দা॥
সো ফলু তুরত লহব সব কাহু।
ভলী ভাঁতি পছিতাব পিতাহু।

মুনিন্দা—মুনি সকল। সভাসদ—সভায় উপস্থিত ব্যক্তি। সবকাহু—সকলেই। ভলী ভাঁতি—ভাল করিয়া। পছিতাব—খেদ করিবেন॥ যজ্ঞ-সভায় উপস্থিত মুনিগণ শুন, যাহারা শঙ্করের নিন্দা করিয়াছে বা নিন্দা শুনিয়াছে তাহার ফল তাহারা শীঘ্রই পাইবে, আমার পিতাকেই ভাল রকম পস্তাইতে হইবে।

সন্ত সম্ভু শ্রীপতি অপবাদা।
সুনিয় জহাঁ তহঁ অসি মরজাদা॥
কাটিয় তাসু জীভ জো বসাঈ।
শ্রবন মূঁদি ন ত চলিয় পরাঈ॥

অসি মরজাদা—সদাচরণের সীমা এই। অসাঈ—যদি বশে থাকে। পরাঈ—পালাইয়া॥ সাধুগণ, শিব ও বিষ্ণুর নিন্দা যেখানে শুনিতে হয়, সেখানে সদাচরণের সীমা এই রহিয়াছে যে, যদি পার নিন্দুকের জিভ কাটিয়া ফেলিবে, না পার ত কানে আঙ্গুল দিয়া পালাইয়া যাইবে।

জগদাতমা মহেসু পুরারী।
জগতজনক সবকে হিতকারী॥
পিতা মন্দমতি নিন্দত তেহী।
দচ্ছ সুক্র সম্ভব যহ দেহী॥

জগদাতমা—জগতের আত্মা। নিন্দত নিন্দা করেন, অপমান করেন। যহদেহী—এই দেহ॥ ত্রিপুরারি মহেশ জগতের আত্মা, জগতের জনক, তিনি সকলের হিত করিয়া থাকেন। দুষ্টবুদ্ধি পিতা দক্ষ তাঁহার নিন্দা করেন। আমার এই শরীর সেই দক্ষ হইতেই উৎপন্ন।

তজিহউঁ তুরত দেহ তেহি হেতু।
উর ধরি চন্দ্রমৌলি বৃষকেতু॥
অস কহি জোগ অগিনি তনু জারা।
ভয়উ সকল মখ হাহাকারা॥

তজিহউঁ—ত্যাগ করিব। উর—হৃদয়ে। চন্দ্রমৌলি—চন্দ্র যাঁহার কপালে শোভা পায়, শিব।

সেই জন্য হৃদয়ে চন্দ্রমৌলি, বৃষকেতুকে ধরিয়া এখনই এই দেহ ত্যাগ করিব। এই বলিয়া যোগ-আগুনে দেহ জ্বালাইয়া ফেলিলেন। যজ্ঞস্থানের সবত্র হাহাকার উঠিল।

সতীমরন সুনি সম্ভুগন লগে করন মখ খীস।
জগ্যবিধংস বিলোকি ভৃগু রচ্ছা কীন্হি মুনীস॥

সম্ভুগন—শিবের অনুচরগণ। মখ—যজ্ঞ। খীস—নষ্ট, ভ্রষ্ট। বিলোকি—দেখিয়া॥ সতীর মরণের কথা শুনিয়া শিবের অনুচরগণ যজ্ঞ ধ্বংস করিতে লাগিয়া গেল। যজ্ঞ ধ্বংস হইতেছে দেখিয়া ভৃগু ও মুনিগণ রক্ষা করিলেন।

৮৯॥ **সমাচার সব শঙ্কর পায়ে।**
বীরভদ্র করি কোপ পঠায়ে॥
জগ্যবিধংস জাই তিন্হ কীন্হা।
সকল সুরন্হ বিধিবত ফল দীন্হা॥

সুরন্হ—সুরদিগকে। বিধিবত—উপযুক্ত, উচিত। ফল—সাজা॥ শিব এই সংবাদ পাইয়া রাগের বশে

বীরভদ্রকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি গিয়া যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন ও দেবতাদিগকে উচিত সাজা দিলেন।

ভই জগ বিদিত দচ্ছ গতি সোঈ।
জসি কছু সম্ভু বিমুখ কৈ হোঈ॥
যহ ইতিহাস সকল জগ জানা।
তাতেঁ মৈঁ সংছেপ বখানা॥

ভই—হইল। জগ বিদিত—জগতে প্রসিদ্ধ। জসি—যেমন। তাতেঁ—সেই জন্য॥ শিব বিমুখদের কি হয়, দক্ষের অবস্থায় তাহা জগতের সকলে জানিল। এ কথা জগতের সকলেরই জানা আছে, সেই জন্যই সংক্ষেপে বলিলাম।

সতী মরত হরি সন বরু মাঁগা।
জনম জনম সিব পদ অনুরাগা॥
তেহি কারন হিম গিরি গৃহ জাঈ।
জনমী পারবতী তনু পাঈ॥

সতী মরার সময় ভগবানের নিকট এই বর চাহিয়াছিলেন, যেন জন্মে জন্মে শিবপদে ভক্তি থাকে। সেই জন্য হিমালয়ের গৃহে গিয়া জন্মিয়া পার্বতী শরীর ধারণ করিলেন।

জব তেঁ উমা সৈলগৃহ জাঈ।
সকল সিদ্ধি সংপতি তহঁ ছাঈ॥
জহঁ তহঁ মুনিন্হ সুআশ্রম কীন্হে।
উচিত বাস হিম ভূধর দীন্হে॥

জব তেঁ—যখন হইতে। মুনিন্হ—মুনিগণ। হিমভূধর—হিমালয়॥ যখন হইতে উমা শৈলরাজের ঘরে আসিলেন, তখন হইতেই সকল প্রকার সিদ্ধি ও ধন সে স্থান ছাইয়া ফেলিল। যেখানে সেখানে মুনিরা সুন্দর আশ্রম করিলেন। হিমালয়ও তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বাসস্থান দিলেন।

সদা সুমন ফল সহিত সব দ্রুম বন নানা ভাঁতি।
প্রগটীঁ সুন্দর সৈলপর মনি আকর বহু ভাঁতি॥

সুমন—ফুল। দ্রুমবন—গাছ ও বন॥ উমার জন্মের পর সেই সুন্দর পর্বতে সর্বদা ফুলে ফলে ভরা নানা জাতীয় গাছ ও বন দেখা দিল। অনেক প্রকার মণির খনি প্রকাশ পাইল।

১০। সরিতা সব পুনীত জলু বহহীঁ।
খগ মৃগ মধুপ সুখী সব রহহীঁ।
সহজ বয়রু সব জীবন ত্যাগা।
গিরি পর সকল করহিঁ অনুরাগা॥

পুনীত—পবিত্র, মধুপ—ভোমরা, সহজবয়র—স্বাভাবিক শত্রুতা, যেমন সাপ ও বেজী; জীবন—জীবগণ॥ নদীতে পবিত্র জল বহিতে লাগিল, জীবজন্তু, পতঙ্গ সকলে সুখে থাকিতে লাগিল, যাহাদের সঙ্গে পরস্পর স্বাভাবিক শত্রুতা, তাহারা তাহা ত্যাগ করিল। সকলেই এই পর্বতের প্রতি ভালবাসা দেখাইলেন।

সোহ সৈল গিরিজা গৃহ আয়ে।
জিমি জন রামভগতি কে পায়ে।
নিত নূতন মঙ্গল গৃহ তাসু।
ব্রহ্মাদিক গাবহিঁ জসু জাসু।

সোহ—শোভা পাইল, জাসু—যাহার॥ কেহ রামভক্তি পাইলে তাহার যেমন শোভা দেখা দেয়, পার্বতী হিমালয়ের ঘরে আসিলে হিমালয়েরও সেই মত শোভা দেখা দিল। হিমালয়ের গৃহে নিত্য মঙ্গল হইতে লাগিল, তাহার কথা ব্রহ্মাদিও গান করিয়াছেন।

নারদ সমাচার সব পায়ে।
কৌতুকহী গিরিগেহ সিধায়ে॥
সৈলরাজ বড় আদর কীন্হা।
পদ পখারি বর আসন দীন্হা॥

কৌতুকহী—কৌতূহল বশতঃ। সিধায়ে—প্রবেশ করিলেন। পদ পখারি—পা ধোয়াইয়া॥ সংবাদ সব জানিয়া নারদ কৌতূহল বশতঃ হিমালয়ের বাড়ী আসিলেন। হিমালয় তাঁহাকে বড় আদর করিলেন, পা ধোয়াইয়া বসিতে সুন্দর আসন দিলেন।

নারিসহিত মুনিপদ সিরু নাবা।
চরন সলিল সব ভবনু সিঁচাবা॥
নিজ সৌভাগ্য বহুত গিরি বরনা।
সুতা বোলি মেলী মুনিচরনা।

নারিসহিত—স্ত্রীর সহিত, সিঁচাবা—সিঞ্চন করিলেন, ছিটাইয়া দিলেন। বোলি—ডাকিয়া, মেলী চরনা—প্রণাম করাইলেন॥ হিমালয় তাঁহার স্ত্রী মেনকার সহিত মুনিকে প্রণাম করিলেন। মুনির পা ধোয়া জল সারা বাড়ী ছিটাইলেন। মুনির আসাতে নিজের সৌভাগ্যের কথা অনেক করিয়া হিমালয় বলিলেন এবং মেয়েকে ডাকিয়া মুনিকে প্রণাম করাইলেন।

ত্রিকালগ্য সর্বগ্য তুমহ গতি সর্বত্র তুমহারি।
কহহু সুতা কে দোষ গুন মুনিবর হৃদয় বিচারি॥

ত্রিকালগ্য—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, তিন কাল যিনি জানেন। সর্বত্র—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল আদি লোকে॥ তুমি তিন কালের কথা জান, আর তোমার সমস্ত লোকেই যাতায়াত রহিয়াছে। তুমি এই কন্যার দোষ গুণের কথা বিচার করিয়া বল।

১১॥ কহ মুনি বিহঁসি গূঢ় মৃদু বানী।
সুতা তুমহারি সকল গুন খানী।
সুন্দর সহজ সুসীল সয়ানী।
নাম উমা অম্বিকা ভবানী॥

বিহঁসি—হাসিয়া। গূঢ়—রহস্যময়। তুম্হারী—তোমার। গুন খানী—গুণের খনি। সহজ সুন্দর—স্বভাবতঃই সুন্দর, যাহা বাহিরের চেষ্টার আবশ্যক রাখে না। সয়ানী—চতুর॥ মুনি হাসিলেন ও মৃদুবাক্যে রহস্যময় অর্থপূর্ণ কথা বলিলেন। তোমার কন্যা সকল গুণের আকর। সে স্বভাবতঃই সুন্দর, সুশীল ও চতুর হইবে। উঁহার নাম উমা, অম্বিকা ও ভবানী হইবে।

সব লচ্ছন সম্পন্ন কুমারী।
হোইহি সন্তত পিয়হি পিয়ারী॥
সদা অচল এহি কর অহিবাতা।
এহি তেঁ জসু পইহহিঁ পিতু মাতা॥

সব লচ্ছন-সম্পন্ন—সুলক্ষণযুক্তা। সন্তত—সর্বদা। পিয়হি—স্বামীর। অচল অহিবাতা—চিরায়ুষ্মতি। এহি তেঁ—ইহা হইতে। পইহহিঁ—পাইবে॥ এই কন্যা সকল সুলক্ষণ-সংযুক্তা, সে সকল সময় স্বামীর প্রিয় হইবে, তাহার এয়োতি অচল থাকিবে। তাহার জন্য পিতামাতা যশ পাইবে।

হোইহি পূজ্য সকল জগ মাহীঁ।
এহি সেবত কছু দুর্লভ নাহীঁ।
এহি কর নামু সুমিরি সংসারা।
তিয় চঢ়িহহিঁ পতিব্রত অসিধারা॥

হোইহি—হইবে। সেবত—সেবা করিলে। সুমিরি—স্মরণ করিয়া। তিয়—স্ত্রীলোকেরা। চঢ়িহহিঁ—চঢ়িবে। অসিধারা—তলোয়ারের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ॥ উমা সকল জগতে পূজনীয় হইবে এবং তাহার সেবা করিলে যাহা দুর্লভ তাহাও পাওয়া যাইবে, অপ্রাপ্য কিছু থাকিবে না। জগতের যত স্ত্রীলোক উমার নাম স্মরণ করিয়া পতিব্রতা হওয়ার তলোয়ারের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ কঠিন ব্রত লইবে।

সৈল সুলচ্ছনি সুতা তুম্হারী।
সুনহু জে অব অবগুন দুই চারী॥
অগুন অমান মাতু পিতু হীনা।
উদাসীন সব সংসয় ছীনা॥

অবগুন—দোষ। মাতু পিতু হীনা—যাহার পিতা মাতা নাই। সব সংসয় ছীনা—যাহার সকল সংশয় দূর হইয়াছে॥ হে হিমালয়, তোমার কন্যা সুলক্ষণা। এখন উঁহার দুই চারিটা দোষের কথা বলিতেছি। গুণহীন, মানহীন, পিতামাতা যাহার নাই অর্থাৎ যে অজন্ম, যাহার সংসারবন্ধন নাই বলিয়া উদাসীন, জ্ঞান যাহার সকল সংশয় দূর করিয়া দিয়াছে।

জোগী জটিল অকাম মন নগন অমঙ্গল বেষ।
অস স্বামী এহি কহঁ মিলিহি পরী হস্ত অসি রেখ।

জটিল—জটাযুক্ত। অকাম মন—কামশূন্য মন। নগন—ন্যাংটা। বেখ—বেশ। অস—এই মত। এহি কহঁ—ইহার, পরী—পড়িয়াছে॥ জটাযুক্ত যোগী, মনে কামনা মাত্র নাই, ন্যাংটা ও অমঙ্গলের বেশ পরা, এমত স্বামী ইহার জুটিবে। হাতের রেখা সেই মত পড়িয়াছে।

৯২॥ সুনি মুনি গিরা সত্য জিয় জানী।
দুঃখ দম্পতিহিঁ উমা হরষানী॥
নারদহু যহ ভেদ ন জানা।
দসা এক সমুঝব বিলগানা॥

গিরা—বাক্য। জিয়জানী—মনে জানিয়া। হরষানী—আনন্দিত। ভেদ—প্রভেদ, গুপ্ত রহস্য। সমুঝব—বুঝিলে। বিলগানা—ভিন্ন রকম॥ মুনির এই কথা শুনিয়া ও তাহা সত্য জানিয়া স্বামী স্ত্রীর দুঃখ হইল কিন্তু উমা আনন্দিত হইলেন। এই গূঢ় রহস্য নারদও জানিলেন না। যে দশা হাতের রেখা হইতে দেখা যায়, তাহা শুনিতে এক রকম কিন্তু বুঝিলে উঁহার অর্থ অন্য হয়।

সকল সখী গিরিজা গিরি মৈনা।
পুলক সরীর ভরে জল নৈনা॥
হোই ন মৃষা দেবরিষি ভাখা।
উমা সো বচনু হৃদয় ধরি রাখা॥

মৈনা—মেনকা, ভাখা—ভাষা, কথা॥ নারদের কথায় সখীরা, হিমাচল, উমা ও মেনকা ইঁহারা সকলেই রোমাঞ্চিত হইলেন, চোখে জল আসিল। দেবর্ষি নারদের কথা মিথ্যা হওয়ার নয়, উমা এ কথা মনে করিয়া রাখিলেন।

উপজেউ সিবপদকমল সনেহু।
মিলন কঠিন মন ভা সন্দেহু॥
জানি কুঅবসরু প্রীতি দুরাঈ।
সখী উছঙ্গ বৈঠি পুনি জাঈ॥

উপজেউ—উপস্থিত হইল। সনেহু—স্নেহ, প্রীতি। দুরাঈ—লুকাইয়া। উছঙ্গ—কোল॥ শিবের পাদপদ্মে উমার প্রেম উপস্থিত হইল। মনে এই সন্দেহ উঠিল যে, মিলন হওয়া কঠিন। কিন্তু মনের কথা প্রকাশ করার উপযুক্ত অবসর নয় জানিয়া মনের ভাব লুকাইয়া, পুনরায় সখীদের কোলে গিয়া বসিলেন।

ঝূঠিন হোই দেবরিষি বানী।
সোচহিঁ দম্পতি সখী সয়ানী॥
উর ধরি ধীর কহই গিরিরাউ।
কহহু নাথ কা করিয় উপাউ॥

ঝূঠি—মিথ্যা। সোচহিঁ—বিচার করিতে লাগিলেন॥ দেবর্ষির বাক্য মিথ্যা হইবে না, এই কথাই গিরিরাজ মেনকা ও বুদ্ধিমতী সখীরা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ধৈর্য ধরিয়া গিরিরাজ বলিলেন, হে প্রভু, কি উপায় করা যায় বলুন।

কহ মুনীস হিমবন্ত সুনু জো বিধি লিখা লিলার।
দেব দনুজ নর নাগ মুনি কোউ ন মেটনিহার॥

লিলার—কপালে। দনুজ—দৈত্য। ন মেটনিহার—ফিরাইতে পারিবে না॥ নারদ মুনি বলিলেন, হিমালয় শোন, বিধাতা কপালে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দেব, দৈত্য, নর, নাগ বা মুনি কেহই ত ফিরাইতে পারিবে না।

১৩॥ তদপি এক মৈঁ কহউঁ উপাঈ।
হোই করই জৌ দৈব সহাঈ॥
জস বর মৈঁ বরনউ তুম্হ পাহীঁ।
মিলিহি উমহিঁ তস সংসয় নাহীঁ॥

মৈঁ—আমি। কহউ—বলিতেছি। হোই—হইবে। জস—যেমন। তুম্হ পাহঁী—তোমাদের নিকট॥ তবুও একটা উপায়ের কথা আমি বলিতেছি। যদি দৈব সহায় হয় তবে তাহা হইবে। যেমন বরের কথা আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিলাম, সেই রকম বর যে উমার হইবেই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জে জে বর কে দোষ বখানে।
তে সব সিব পহিঁ মৈঁ অনুমানে॥
জৌ বিবাহু শঙ্কর সন হোঈ।
দোষউ গুন সম কহ সবু কোঈ॥

সিব পহিঁ—শিবেরই, দোষউ গুন সম—দোষ ও গুণের মত হইবে, কহ—বলে॥ আমি বরের যে সকল দোষ বর্ণনা করিলাম, অনুমান করিতেছি সে সকলই শিবেরই। যদি শিবের সহিত বিবাহ হয় তবে ভাল, কেননা তাঁহার দোষগুলিও যে গুণেরই সমান এ কথা সকলেই বলে।

জৌঁ অহি সেজ সয়ন হরি করহীঁ।
বুধ কছু তিন্হকর দোষ ন ধরহীঁ॥
ভানু কৃসানু সর্ব রস খাহীঁ।
তিন্হ কহঁ মন্দ কহত কোউ নাহীঁ॥

অহি সেজ—সাপের শয্যা। বুধ—পণ্ডিতগণ॥ বিষ্ণু সাপের শয্যায় শুইয়া থাকেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহাতে তাঁহার দোষ দেখেন না। সূর্য ও আগুন সকল রসই খাইয়া ফেলে, কিন্তু কেহ ত ইহাদের নিন্দা করে না।

সুভ অরু অসুভ সলিল সব বহঈ।
সুরসরি কোউ অপুনীত ন কহঈ॥
সমরথ কহুঁ নহিঁ দোষ গোসাঈঁ।
রবি পাবক সুরসরি কী নাঈঁ॥

সলিল—জল। সুরসরি—গঙ্গা। অপুনীত—অপবিত্র। সমরথ কহঁ—সমর্থের। গোসাঈঁ—মহাশয়। নাঈঁ—মত॥ গঙ্গা ভাল মন্দ দুই রকম জলই বহিয়া লইয়া যায়, কিন্তু সে জন্য গঙ্গাকে কেহ অপবিত্র বলে না। মহাশয়, যে সমর্থ তাহার কোনও দোষ নাই, যেমন সূর্য, আগুন ও গঙ্গা।

টিপ্পনী :—যে ব্যক্তি শক্তিমান সে অমঙ্গলকেও মঙ্গলে পরিণত করিতে পারে। গঙ্গার জলের পবিত্রতা এত যে, উহাতে অপবিত্র জল পড়িলেও পবিত্র হইয়া যায়। উহাই গঙ্গার সামর্থ্য বা শক্তি। শিবের যে সকল অপগুণ অর্থাৎ তিনি রিক্ত, সকল সংগ্রহত্যাগী, তাঁহার বেশভূষার দিকে দৃষ্টি নাই, এ সকল যদি সাধারণ সাংসারিক মানুষে দেখা দেয়, তবে সে প্রশংসনীয় হয় না, কিন্তু উহার প্রয়োগ শিব যে ভাবে করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল অমঙ্গল চিহ্নই শুভ-চিহ্নে পরিণত হইয়াছে।

এই শ্লোকে দৈহিক শক্তি বা সামর্থ্যে প্রশংসা নাই।

জৌঁ অস হিসিষা করহিঁ নর জড়বিবেক অভিমান।
পরহিঁ কলপ ভরি নরক মহঁ জীব কি ঈস সমান॥

করহিঁ—আমিও ঐ রকম কেন হইব না এই ভাবে। জড়বিবেক—নির্বোধ। অভিমান—অহঙ্কারী। হিসিষা—স্পর্ধা।

যে নির্বোধ, অহঙ্কারী ব্যক্তি স্পর্ধা বশতঃ ভাবে—শিব, গঙ্গা বা আগুনের পক্ষে যাহা শোভা পায়, আমার পক্ষেই বা তাহা শোভা পাইবে না কেন ; সে ব্যক্তি কল্প ভরিয়া নরকে ডুবিয়া থাকে। জীব আর ঈশ্বর সমান ত নয়। যাহা শিবের পক্ষে সম্ভব অপরের পক্ষে তাহাই অসম্ভব ও হয়ত অমঙ্গলদায়ক হইবে।

১৪॥ সুরসরিজলকৃত বারুনি জানা।
কবহুঁ ন সন্ত করহিঁ তেহি পানা॥
সুরসরি মিলে সো পাবন জৈসে।
ঈস অনীসহি অন্তরু তৈসে॥

বারুনি—মদ। পাবন—পবিত্র॥ গঙ্গার জল দিয়াও যদি মদ তৈয়ারী হয়, তবু সাধুরা তাহা পান করেন না। সেই মদ যখন গঙ্গার জলে মিশে, তখন আবার সে পবিত্র হইয়া যায়। ঈশ্বর ও সৃষ্ট জীবেও ভেদ এই প্রকার।

সম্ভু সহজ সমরথ ভগবানা।
এহি বিবাহ সব বিধি কল্যানা।
দুরারাধ্য পৈ অহহিঁ মহেসু।
আসুতোষ পুনি কিয়ে কলেসু॥

সহজ—স্বভাবতঃই। সমরথ—শক্তিমান। দুরারাধ্য—সহজে আরাধনা করা যায় না। অহহিঁ—হয়েন। কলেসু—ক্লেশে॥

শম্ভু স্বভাবতঃই শক্তিমান ও ঐশ্বর্যবান। এই বিবাহে সকল প্রকারেই কল্যাণ হইবে। মহেশ্বরকে আরাধনা করা

কঠিন, কিন্তু যে ক্লেশ সহ্য করে, তাহার নিকট আবার তিনি আশুতোষ অর্থাৎ সহজেই তুষ্ট হ'ন।

জৌ তপু করই কুমারি তুম্হারী।
ভাবিউ মেটি সকহিঁ ত্রিপুরারী॥
জদ্যপি বর অনেক জগ মাহীঁ।
এহি কহঁ সিব তজি দুসর নাহীঁ॥

জৌঁ—যদি। তপু—তপস্যা। ভাবিউ—ভবিতব্যতা। মেটি সকঁহি—বদলাইতে পারেন।

যদি তোমার কুমারী তপস্যা করে, তবে ত্রিপুরারি ভবিতব্যতাকেও বদলাইতে পারেন। পৃথিবীতে ত অনেক বরই আছে কিন্তু এই কন্যার শিব ভিন্ন আর অন্য বর নাই।

বরদায়ক প্রনতারতিভঞ্জন।
কৃপাসিন্ধু সেবক মন রঞ্জন॥
ইচ্ছিত ফল বিনু সিব অবরাধে।
লহিয় ন কোটি জোগ জপ সাধে॥

বরদায়ক—বরদাতা। প্রনতারতি ভঞ্জন—প্রণতের দুঃখ দূরকারী। অবরাধে—আরাধনা।

শিব বরদাতা, শরণাগতের দুঃখ দূরকারী, কৃপাসিন্ধু ও সেবকের মনে সন্তোষ দানকারী। শিব আরাধনা ছাড়া অন্য কোটি প্রকার জপ করিলেও যে ফল আকাঙ্ক্ষা করা যায়, তাহা পাওয়া যাইবে না।

অস কহি নারদ সুমিরি হরি গিরজহি দীন্হি অসীস।
হোইহি যহ কল্যান অব সংসয় তজহু গিরীস॥

যহ—ইহার। অব—এখন॥ এই বলিয়া নারদ হরিকে স্মরণ করিয়া গিরিজাকে আশীর্বাদ দিলেন। বলিলেন—এক্ষণে ইহার কল্যাণ হইবে, গিরিরাজ সন্দেহ ত্যাগ কর।

৯৫॥ কহি অস ব্রহ্মভবন মুনি গয়উ।
আগিল চরিত সুনহু জস ভয়উ॥
পতিহি একান্ত পাই কহ মৈনা।
নাথ ন মৈঁ সমুঝে মুনিবৈনা॥

আগিল—পরে যাহা হইল। চরিত—ঘটনা। পাই—পাইয়া। বৈনা—বচন, বাক্য।

এই কথা বলিয়া নারদ মুনি ব্রহ্ম-ভবনে গেলেন। তারপর যাহা হইল শোন। মেনকা স্বামীকে একেলা পাইয়া বলিলেন যে, মুনি কি বলিলেন তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না।

জৌঁ ঘরু বরু কুলু হোই অনুপা।
করিঅ বিবাহু সুতা অনুরূপা॥
ন ত কন্যা বরু রহউ কুআঁরী।
কন্ত উমা মম প্রানপিআরী॥

অনূপা—অনুপম, খুব ভাল। সুতা অনুরূপা—কন্যার যোগ্য। বরু—বরঞ্চ। কন্ত—কান্ত, স্বামী।

যদি খুব ভাল ঘর, বর ও কুল হয় ও কন্যার যোগ্য হয়, তবেই কন্যার বিবাহ দিব। না হইলে কন্যা বরঞ্চ কুমারীই থাকিবে। হে প্রভু, উমা আমার প্রাণের ন্যায় প্রিয়।

জৌঁ ন মিলিহি বরু গিরিজহি জোগু।
গিরি জড়সহজ কহিহি সব লোগু॥
সোই বিচারি পতি করহু বিবাহু।
জেহি ন বহোরি হোই উর দাহু॥

জড়—জড়বুদ্ধি, মূর্খ। করহু বিবাহু—বিবাহ দিও। উরদাহু—অনুশোচনা, অনুতাপ॥ যদি উমার উপযুক্ত বর না হয়, তাহা হইলে লোকে বলিবে যে পর্বত ত স্বভাবতঃই জড়বুদ্ধি। এই কথা বিচার করিয়া হে স্বামী, উমার বিবাহ দিও, যেন পরে আর অনুতাপ করিতে না হয়।

অস কহি পরী চরন ধরি সীসা।
বোলে সহিত সনেহ গিরীসা॥
বরু পাবক প্রগটই সসি মাহীঁ।
নারদবচনু অন্যথা নাহীঁ॥

পরী—পড়িয়া গেলেন। সীসা—মাথায়। বরু—বরঞ্চ। পাবক প্রগটই সসিমাহীঁ—চন্দ্রের যদি আগুন জ্বালা সম্ভব হইত।

টিপ্পনী—চাঁদের কিরণ ঠাণ্ডা, উহাতে তাপ থাকিতে পারে না, এই প্রসিদ্ধ।

এই বলিয়া মেনকা গিরিরাজের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া পড়িলেন। গিরিরাজ স্নেহের সহিত বলিলেন, চাঁদের কিরণ ঠাণ্ডা না হইয়া আগুনের মত হওয়া সম্ভব, কিন্তু নারদের বাক্যের অন্যথা যাইবে না।

প্রিয়া সোচু পরিহরহু সব সুমিরহু শ্রীভগবান।
পারবতিহি নিরময়উ জেহি সোই করি অহি কল্যান॥

সোচু—শোক। নিরময়উ—সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রিয়া শোক ত্যাগ কর, শ্রীভগবানকে স্মরণ কর। উমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই কল্যাণ করিবেন।

৯৬॥ অব জৌ তুমহি সুতা পর নেহু।
তৌ অস জাই সিখাবনু দেহু॥
করই সো তপু জেহি মিলহিঁ মহেসু।
আন উপায় ন মিটিহি কলেসু॥

নেহু—স্নেহ। সিখাবনু—শিক্ষা॥ এখন যদি তোমার কন্যার উপর স্নেহ থাকে, তবে তাহাকে গিয়া এই শিক্ষা দাও যে, যাহাতে শিবকে পাওয়া যায়, এজন্য সে যেন তপস্যা করে। দুঃখ দূর করার অন্য উপায় নাই।

নারদবচন সগর্ভ স হেতু।
সুন্দর সব গুন নিধি বৃষকেতু॥
অস বিচারি তুম্হ তজহু অসঙ্কা।
সবহি ভাঁতি শঙ্কর অকলঙ্কা॥

সগর্ভ—সারবান, মূল্যবান। সহেতু—কারণযুক্ত।

নারদের কথা মূল্যবান ও হেতুযুক্ত। শিব সকল গুণের আকর ও সুন্দর। এই কথা বুঝিয়া তুমি সকল আশঙ্কা ছাড়। শিব সকল প্রকারেই দোষশূন্য।

সুনি পতি বচন হরষি মন মাহীঁ।
গঈ তুরত উঠি গিরিজা পাহীঁ।
উমহি বিলোকি নয়ন ভরি বারী।
সহিত সনেহ গোদ বৈঠারী॥

তুরত—শীঘ্র। পাহীঁ—নিকট। গোদ—কোল।

স্বামীর বাক্য শুনিয়া মেনকা আনন্দিত হইলেন ও শীঘ্র উঠিয়া উমার নিকট গেলেন। উমাকে দেখিয়া তাঁহার চোখে জল আসিল, তিনি স্নেহের সহিত তাহাকে কোলে বসাইলেন।

বারহিঁ বার লেতি উর লাঈ।
গদগদ কণ্ঠ ন কছু কহি জাঈ।
জগত মাতু সর্বজ্ঞ ভবানী।
মাতু সুখদ বোলীঁ মৃদু বানী।

বারহিঁবার—বার বার। উরলাঈ—বুকে লইলেন। মাতুসুখদ—মায়ের নিকট সুখকর।

বার বার মেনকা উমাকে বুকে লইলেন। কণ্ঠ ভার হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না। জগতের মাতা সর্বজ্ঞ উমা, তখন মাকে সুখদায়ক মৃদুবাক্য বলিলেন।

সুনহি মাতু মৈঁ দীখ অস সপন সুনাবউ তোহিঁ।
সুন্দর গৌর সুবিপ্রবর অস উপদেসেউ মোহিঁ।

দীখ—দেখিয়াছি। তোহিঁ—তোমাকে। সুবিপ্রবর—সুব্রাহ্মণ। উপদেসেউ—উপদেশ দিলেন॥ মা শোন, আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি তোমাকে বলিতেছি। এক সুন্দর গৌড়া ব্রাহ্মণ আমাকে এই উপদেশ দিতেছেন :—

৯৭॥ করহি জাই তপু সৈলকুমারী।
নারদ কহা সো সত্য বিচারী॥
মাতু পিতহি পুনি যহ মত ভাবা।
তপু সুখপ্রদ দুখ দোষ নসাবা॥

তপু—তপস্যা। যহ—এই। মতভাবা—মত ভাল লাগিবে। নসাবা—নাশকারী।

গিরিজা তুমি গিয়া তপস্যা কর। নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া জানিও। তোমার পিতা-মাতার নিকট এই মত ভালই লাগিবে। তোমার তপস্যা সুখকর হইবে, দোষ নাশ করিবে।

তপবল রচই প্রপঞ্চ বিধাতা।
তপবল বিষ্ণু সকল জগ ত্রাতা।
তপবল সম্ভু করহিঁ সংহারা।
তপবল সেষ ধরই মহিভারা।

রচই—রচনা করিয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রপঞ্চ—মায়ার-সংসার। সেষ—শেষ নাগ। মহিভারা—পৃথিবীর হইয়াছেন, তপোবলেই শম্ভু সংহার করিতেছেন, তপোবলেই শেষ নাগ পৃথিবীর ভার বহন করিতেছেন।

তপঅধার সব সৃষ্টিভবানী।
করহি জাই তপু অস জিয় জানী।
সুনত বচন বিসমিত মহতারী।
সপন সুনায়উ গিরিহি হঁকারী॥

মহতারী—মাতা। গিরহি—গিরিরাজকে। হঁকরী—ডাকিয়া॥

ভবানী, তপস্যার উপর সৃষ্টি নির্ভর করিতেছে, এই কথা মনে রাখিয়া গিয়া তপস্যা কর। এই কথা শুনিয়া মা মেনকা আশ্চর্য হইলেন ও গিরিজাকে ডাকিয়া শুনাইলেন।

মাতু পিতহি বহু বিধি সমুঝাঈ।
চলীঁ উমা তপহিত হরষাঈ।
প্রিয় পরিবার পিতা অরু মাতা।
ভয়ে বিকল মুখ আব ন বাতা॥

তপহিত—তপস্যার জন্য। হরষাঈ—আনন্দ মনে। অরু—আর। আব ন—আসে না।

পিতামাতাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া আনন্দিত মনে উমা তপস্যা করিতে চলিলেন। প্রিয় পরিবার পিতা ও মাতা সকলেই ব্যাকুল হইলেন, তাঁহাদের মুখে কথা সরে না।

বেদসিরা মুনি আই তব সবহিঁ কহা সমুঝাই।
পারবতীমহিমা সুনত রহে প্রবোধহি পাই।

প্রবোধ—সান্ত্বনা॥ এই সময় বেদশিরা মুনি আসিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া বলিলেন। পার্বতীর মহিমা শুনিতেই সকলে সান্ত্বনা পাইল।

৯৮॥ উর ধরি উমা প্রান পতি চরনা।
জাই বিপিন লাগী তপু করনা।
অতি সুকুমার ন তনু তপ জোগু।
পতি পদ সুমিরি তজেউ সব ভোগু॥

উমা প্রাণপতির চরণ হৃদয়ে রাখিয়া তপস্যা করার জন্য বনে গেলেন। তিনি অতি সুকুমারী, তাঁহার শরীর তপস্যার যোগ্য নয়। তিনি শিবের চরণ স্মরণ করিয়া সকল ভোগ ত্যাগ করিলেন।

নিত নব চরন উপজ অনুরাগা।
বিসরী দেহ তপহি মন লাগা।
সংবত সহস মূল ফল খায়ে।
সাগু খাই সত বরষ গবাঁয়ে।

নিত—নিত্য, প্রতিদিন। উপজ—উপস্থিত হয়। বিসরী—ভুলিয়া। সংবত—বৎসর। সহস—সহস্র। গবাঁয়ে—কাটান।

প্রতিদিন পতির চরণে নূতন অনুরাগ হইতে লাগিল। শরীরের কথা ভুলিয়া গেলেন, তপস্যায় মন ডুবিয়া গেল। হাজার বৎসর ফলমূল খাইয়া কাটাইলেন, শত বৎসর শাক-পাতা খাইয়া কাটিয়া গেল।

কছু দিন ভোজনু বারি বতাসা।
কিয়ে কঠিন কছু দিন উপবাসা॥
বেল পাতি মহি পরই সুখাঈ।
তীন সহস সংবত সোই খাঈ॥

বারি—জল। বাতাসা—বাতাস। মহিপরই—মাটিতে পড়া॥ কিছুদিন কেবল জল ও হাওয়া খাইয়া গেল, কিছুদিন কঠিন উপবাস করিলেন। যে বেলপাতা গাছ হইতে ঝরিয়া মাটিতে পড়ে, তাহাই খাইয়া তিন হাজার বৎসর গেল।

পুনি পরিহরে সুখানেউ পরনা।
উমহি নাম তব ভয়উ অপরনা॥
দেখি উমহিঁ তপ খীন সরীরা।
ব্রহ্মগিরা ভৈ গগন গঁভীরা॥

পরিহরে—ত্যাগ করিলেন। পরনা—পাতা, বেলপাতা। ব্রহ্মগিরি—ব্রহ্মবাক্য॥ পরে উমা শুক্‌না পাতাও ত্যাগ করিলেন, তখন উমার নাম অপর্ণা হইল। উমার তপস্যায় ক্ষীণ শরীর দেখিয়া আকাশে গম্ভীর ব্রহ্মবাক্য হইল।

ভয়উ মনোরথ সুফল তব সুনু গিরিরাজকুমারি।
পরিহরু দুসহ কলেস সব অব মিলিহহিঁ ত্রিপুরারি॥

সুফল—সফল॥ গিরিরাজকুমারী শোন, তোমার ইচ্ছা সফল হইয়াছে। এখন সকল দুঃসহ ক্লেশ ত্যাগ কর, শিবকে পাইবে।

৯৯॥ **অস তপু কাহু ন কীন্হ ভবানী।**
ভয়ে অনেক ধীর মুনি জ্ঞানী॥
অব উর ধরহু ব্রহ্ম বর বানী।
সত্য সদা সন্তত সুচি জানী॥

কাহু ন কীন্হ—কেহই করে নাই। উরধরহু—হৃদয়ে রাখ। সদাসন্তত—সদাসর্বদা॥ ভবানী, অনেক পণ্ডিত ও মুনি জ্ঞানী তপস্যা করিয়াছে বটে, কিন্তু এমন তপস্যা কেহ করে নাই। এখন এই ব্রহ্মবাক্যকে সত্য ও পবিত্র জানিয়া সর্বদা একথা মনে রাখিও।

আবহিঁ পিতা বুলাবন জবহীঁ।
হঠ পরিহরি ঘর জায়হু তবহীঁ॥
মিলহিঁ তুম্হহিঁ জব সপ্তরিষীসা।
জানেহু তব প্রমান বাগীসা॥

আবহিঁ—আসিবেন॥ বুলাবন—ডাকাতি। হঠ—জেদ। বাগীসা—আকাশবাণী॥ যখন পিতা ডাকিতে আসিবেন তখন জেদ না করিয়া ঘরে যাইও। যখন সপ্তঋষিরা তোমার সহিত দেখা করিবেন, তখনই এই আকাশবাণীর প্রমাণ জানিও।

সুনত গিরা বিধি গগন বখানী।
পুলকগাত গিরিজা হরষানী॥
উমাচরিত সুন্দর মৈঁ গাবা।
সুনহু সম্ভু কর চরিত সুহাবা॥

বিধিগিরা—ব্রহ্মবাক্য। গগন-বখানী—আকাশজাত। আকাশ হইতে ব্রহ্মবাক্য শুনিয়া উমার রোমাঞ্চ হইল, তিনি আনন্দিত হইলেন। আমি এতক্ষণ সুন্দর উমাচরিত বলিলাম, এমন সুন্দর শিব চরিত শোন।

জব তেঁ সতী জাই তনু ত্যাগা।
তব তেঁ সিব মন ভয়উ বিরাগা॥
জপহিঁ সদা রঘু নায়ক নামা।
জহঁ তহঁ সুনহিঁ রাম গুন গ্রামা॥

জব তেঁ—যখন হইতে। রামগুনগ্রামা—রামের গুণ সমূহের কথা॥ যখন সতী দেহত্যাগ করিলেন, তখন হইতে শিবের মনে বৈরাগ্য আসিল। তিনি সর্বদা রঘুনাথের নাম জপ করেন ও যেখানে সেখানে রাম-গুণগান শুনিয়া বেড়ান।

চিদানন্দ সুখধাম সিব বিগত মোহ মদ কাম।
বিচরহিঁ মহি ধরি হৃদয় হরি সকল লোক অভিরাম।

চিদানন্দ—জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। অভিরাম—আনন্দ দায়ক॥ শিব জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, মোহ, মদ ও কাম তিনি জয় করিয়াছেন। তিনি হরিকে হৃদয়ে ধরিয়া, সকল লোককে আনন্দ দিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

১০০॥ **কতহুঁ মুনিন্হ উপদেসহিঁ জ্ঞানা।**
কতহুঁ রামগুন করহিঁ বখানা।
জদপি অকাম তদপি ভগবানা।
ভগত বিরহ দুখ দুখিত সুজানা॥

মুনিন্হ—মুনিদিগকে। অকাম—নিষ্কাম, কামনা শূন্য॥ কোথাও তিনি মুনিদিগকে জ্ঞান উপদেশ দিলেন, কত স্থানে রাম-গুণগান করিলেন। নিষ্কাম হইলেও সর্বজ্ঞ ভগবান শিব ভক্তের বিরহ দুঃখে দুঃখিত হইলেন।

এহি বিধি গয়উ কাল বহু বীতী।
নিত নব হোই রামপদ প্রীতী॥
নেমু প্রেমু শঙ্কর কর দেখা।
অবিচল হৃদয় ভগতি কৈ রেখা॥

নেমু - নিয়ম, শুদ্ধি। শঙ্কর যে ভাবে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক শুদ্ধ রাখার জন্য সতীর সহিত পূর্ব সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া নিজে তপস্যা করিতে থাকেন, তাহাই 'নেমু' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই ভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। শিবের রামপদে ভক্তি নিত্যই নূতন হইতে লাগিল। ভগবান শিবের শুদ্ধি ও প্রেম জানিলেন, শিবের হৃদয়ে যে অবিচল ভক্তি রহিয়াছে তাহা দেখিলেন।

প্রগটে রামু কৃতজ্ঞ কৃপালা।
রূপ সীল নিধি তেজ বিসালা॥
বহু প্রকার শঙ্করহিঁ সরাহা।
তুম্হ বিন অস ব্রতু কো নিরবাহা॥

প্রগটে—দেখা দিলেন। কৃতজ্ঞ—ভক্তবৎসল। কৃপালা—দয়াল। সরাহা—প্রশংসা করিলেন॥ ভক্তবৎসল, দয়াল, রূপশীলের সাগর, বিশাল তেজোময় রামচন্দ্র দেখা দিলেন। শিবকে অনেক প্রকারে প্রশংসা করিলেন, বলিলেন—তুমি বিনা এমন ব্রত কে নির্বাহ করিতে পারে।

বহু বিধি রাম সিবহিঁ সমুঝাবা।
পারবতী কা জনম সুনাবা॥
অতি পুনীত গিরিজা কৈ করনী।
বিস্তর সহিত কৃপানিধি বরনী॥

পুনীত—পবিত্র। করনী—কার্য॥ শিবকে রাম অনেক প্রকারে বুঝাইলেন, পার্বতীর জন্মের কথা শুনাইলেন, উমার অতি পবিত্র কার্য সবিস্তার কৃপানিধি রাম বর্ণনা করিলেন।

অব বিনতী মম সুনহু সিব জৌ মো পর নিজু নেহু।
জাই বিবাহহু সৈলজহিঁ যহ মোহি মাঁগে দেহু॥

বিনতী—অনুরোধ। নিজুপর—আমার প্রতি। নেহু—প্রেম, ভক্তি। যহ—এই। মাঁগে—চাওয়া॥ যদি আমার প্রতি ভক্তি থাকে, তবে আমার অনুরোধ রাখ, এখন গিয়া শৈলজা উমাকে বিবাহ কর। আমি যাহা চাহিতেছি তাহা দাও।

১০১॥ **কহ সিব জদপি উচিত অস নাহীঁ।**
নাথবচন পুনি মেটি ন জাহীঁ॥
সির ধরি আয়সু করিঅ তুম্হারা।
পরম ধরমু যহ নাথ হমারা॥

মেটি ন জাহীঁ—ফেলা যায় না। আয়সু—আজ্ঞা। শিব বলিলেন, যদিও ইহা উচিত নয়, তথাপি, হে প্রভু, তোমার কথা ফেলা যায় না। তোমার আজ্ঞা মাথা পাতিয়া পালন করিব। হে প্রভু, ইহাই আমার পরম ধর্ম।

মাতু পিতা গুরু প্রভু কৈ বানী।
বিনহিঁ বিচার করিঅ সুভ জানী॥
তুম্হ সব ভাঁতি পরম হিতকারী।
অজ্ঞা সির পর নাথ তুম্হারী॥

মাতাপিতা, গুরু ও প্রভুর বাক্য শুভ হইবে জানিয়া বিনা বিচারে পালন করিতে হয়। তুমি ত সকল রকমেই আমার উপকারী, তোমার আজ্ঞা আমার মাথায় থাকিবে।

প্রভু তোষেউ সুনি শঙ্কর বচনা।
ভগতি বিবেক ধরমজুত রচনা॥
কহ প্রভু হর তুম্হার পন রহেউ।
অব উর রাখেউ জো হম কহেউ॥

তোষেউ—সন্তুষ্ট হইলেন। জুত—সংযুক্ত॥ শিবের ভক্তি, বিবেক ও ধর্মপূর্ণ বাক্য শুনিয়া প্রভু রাম সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, শিব তোমার প্রতিজ্ঞা ত রাখা হইয়াছে, এখন আমি যাহা বলিলাম তাহা মনে রাখিও।

অন্তরধান ভয়ে অস ভাষী।
শঙ্কর সোই মুরতি উর রাখী॥
তবহিঁ সপ্তরিষি সিব পহিঁ আয়ে।
বোলে প্রভু অতি বচন সুহায়ে॥

ভাষী—বলিয়া। রাখী—রাখিয়া দিলেন। পহি—নিকট। সুহায়ে—সুন্দর॥ এই বলিয়া রাম অদৃশ্য হইলেন শিব সেই মূর্তি হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলেন। এই সময় সপ্তঋষি শিবের নিকট আসিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই সুন্দর কথা বলিতে লাগিলেন।

পারবতী পহিঁ জাই তুম প্রেমপরীছা লেহু।
গিরিহি প্রেরি পঠয়হু ভবন দূরি করেহু সন্দেহু॥

তোমরা পার্বতীর নিকট যাইয়া প্রেম পরীক্ষা লও। গিরিরাজকে পাঠাইয়া উমাকে বাড়ী আনাও ও আমার সন্দেহ দূর কর।

১০২॥ **তব রিষি তুরত গৌরি পহ গয়উ।**
দেখি দসা মুনি বিস্ময় ভয়উ॥
রিষিন গৌরি দেখী তহঁ কৈসী।
মুরতিবন্তি তপস্যা জৈসী॥

ঋষিন—ঋষিগণ॥ তখনই ঋষিরা গৌরীর নিকট গেলেন ও তাহার অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন। সেইখানে গিয়া ঋষিরা গৌরীকে কেমন দেখিলেন?—যেন তপস্যা মূর্তি ধরিয়া রহিয়াছে।

বোলে মুনি সুনু সৈলকুমারী।
করহু কবন কারন তপু ভারী॥
কেহি অবরাধহু কা তুম চহহু।
হম সন সত্য মরমু কিন কহহু॥

চহহু—চাও। কিন কহহু—কেন বল না॥ মুনিগণ গিরিবালাকে বলিলেন, শৈলকুমারী, তুমি কি কারণে এই ভীষণ তপস্যা করিতেছ? তুমি কাহার আরাধনা করিতেছ, তুমি কিই বা চাও, আমাদের কাছে সত্য মর্মকথা কেন বলিতেছ না?

কহত বচন মন অতি সকুচাঈ।
হঁসিহহু সুনি হমারি জড়তাঈ॥
মনু হঠ পরা ন সুনই সিখাবা।
চহত বারি পর ভীতি উঠাবা॥

সকুচাঈ—সঙ্কোচ বোধ করিতেছে। জড়তাঈ—নির্বুদ্ধিতা। হঠ পরা—জেদ বশতঃ। সিখাবা—শিক্ষা। বারি পর—জলের উপর॥ কথা বলিতে বড়ই সঙ্কোচ হয়, কেননা আমার নির্বুদ্ধিতা শুনিয়া হাসিবে। আমার মন এমন জেদ ধরিয়াছে যে, শিখাইলেও সে আর কিছু শুনিতে চায় না। জলের উপর ভিত গাঁথিতে চায়, (অসম্ভবের পাছে চলে)।

নারদ কহা সত্য সোই জানা।
বিনু পঙ্খন হম চহহিঁ উড়ানা॥
দেখহু মুনি অবিবেক হমারা।
চাহিয় সদা সিবহি ভরতারা॥

নারদ কহা—নারদের কথা। বিনু পঙ্খন—পাখা ছাড়াই। অবিবেক—অজ্ঞতা। ভরতারা—স্বামী॥ নারদ যে কথা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য বলিয়া জানিয়া লইয়াছি। আমি পাখা ছাড়াই যেন উড়িতে চাহিতেছি। মুনিগণ, আপনারা আমার মূর্খতা দেখুন। আমার মন শঙ্করকেই স্বামীরূপে চাহিতেছে।

সুনত বচন বিহঁসে রিষয় গিরিসম্ভব তব দেহ।
নারদ কর উপদেস সুনি কহহু বসেউ কো গেহ॥

কথা শুনিয়া ঋষিরা হাসে। বলে, তোমার দেহ ত পাথর হইতেই হইয়াছে (সেই জন্যই এই বুদ্ধি), নহিলে নারদের কথা কেন বলিবে। নারদের উপদেশ শুনিয়া কি কেহ কখনো ঘরে বাস করিতে পারে? (ঘর ছাড়া হইতে হয়)।

১০৩॥ **দচ্ছসুতন্হ উপদেসিন্হি জাঈ।**
তিন্হ ফিরি ভবন ন দেখা আঈ॥
চিত্রকেতু কর ঘর উন ঘালা।
কনককসিপু কর পুনি অস হালা॥

দক্ষসুতন্হ—দক্ষসুতগণ॥ দক্ষ তাহার পুত্রদিগকে সৃষ্টি রচনা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহারা সেজন্য তপস্যায় বসিয়া যায়, তখন নারদ আসিয়া এমন উপদেশ দেন যে, তাহারা বিরাগী হইয়া ঘর ছাড়া হইয়া চলিয়া যায়।

চিত্রকেতু—রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোক উপস্থিত হয়। নারদ আসিয়া উপদেশ দিলে তিনি গৃহ ছাড়িয়া তপস্যার জন্য চলিয়া যান।

কনকশিপু—হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী গর্ভবতী হইলে, নারদ তাহাকে উপদেশ দেন। সে উপদেশে মায়ের উপর প্রভাব হয় না, কিন্তু গর্ভস্থ প্রহ্লাদের উপর কাজ হয়। প্রহ্লাদের জন্য শেষে ত দৈত্যকুল ধ্বংস হয়।

দক্ষপুত্রদিগকে নারদ উপদেশ দেন তাহা পাইয়া তাহারা ফিরিয়া আর ঘরে আসে না। তিনি চিত্রকেতুর ঘর ভাঙ্গেন, উহার জন্যই হিরণ্যকশিপুর সর্বনাশ হয়।

নারদসিষ জে সুনহিঁ নর নারী।
অবসি হোহিঁ তজি ভবনু ভিখারী॥
মন কপটী তন সজ্জন চীন্হা।
আপু সরিস সবহী চহ কীন্হা॥

সিষ—শিক্ষা। অবসি—অবশ্যই। তন—শরীরে। আপু সরিস—নিজের মত॥ যে নর-নারী নারদের উপদেশ শোনে, তাহাদিগকে ঘর ছাড়িয়া ভিখারী হইতেই হইবে। তাহার মন কপটে ভরা আর সাধুদের মত বাহিরের চেহারা। সে সকলকেই নিজের মত ভিখারী করিতে চায়।

তেহি কে বচন মানি বিস্বাসা।
তুম চাহহু পতি সহজ উদাসা॥
নির্গুন নিলজ কুবেষ কপালী।
অকুল অগেহ দিগম্বর ব্যালী॥

মানি বিশ্বাসা—বিশ্বাস করিয়া। সহজ উদাসা স্বভাবতঃই যে উদাসীন। নির্গুণ—গুণরহিত। নিলজ—লজ্জা নাই। কপালী—নরকপাল যে ব্যবহার করে। অকুল—কুলনাই। অগেহ—গৃহ নাই। ব্যালী—সাপ যাহার সঙ্গী॥ সেই নারদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তুমি এমন স্বামী চাহিতেছ, যে স্বভাবতঃই উদাসীন, যে গুণের অতীত লজ্জার অতীত, বেশের দিকে যাহার দৃষ্টি নাই, যে নরকপাল ব্যবহার করে, যাহার জন্মের কোনও কুল নাই, যাহার গৃহ নাই, যে ন্যাংটা, যে সাপ লইয়া থাকে।

কহহু কবন সুখু অস বর পায়ে।
ভল ভূলিহু ঠগ কে বৌরায়ে॥
পঞ্চ কহে সিব সতী বিবাহী।
পুনি অবডেরি মরায়েন্হি তাহী॥

কবন সুখু—কোন সুখ। অস বর—এমন বর। বৌরায়ে—শক্রতায়। অবডেরি—ফাঁকি দিয়া। মরায়েন্হি—মারিয়া ফেলিলেন।

বলত এমন বর পাইয়া কি সুখটা। ঠগের ঠকানিতে তুমি খুব ভুলিয়াছ। শিব পাঁচ জনের কথায় সতীকে বিবাহ করে, পরে তাহাকে ফাঁকি দেয় ও মারিয়া ফেলার কারণ হয়।

অব সুখ সোবত সোচুনহিঁ ভীখ মাঁগি ভব খাহিঁ।
সহজ একাকিন্হ কে ভবন কবহুঁ কি নারি খটাহিঁ॥

সোচুনহিঁ—খোঁজও নাই। একাকিন্হ কে—একেলা লোকের। খটাহিঁ—শোভা পায়॥ এখন ত সে শিব

সুখে ঘুমায়, কোনো খোঁজও সে রাখে না, জগৎময় ভিক্ষা করিয়া খায়। এমন যে স্বভাবতঃই একেলা থাকে, তাহার ঘরে কি স্ত্রী কখনো খাপ খায় ?

১০৪॥ অজহুঁ মানহু কহা হমারা।
হম তুম্হ কহ বরু নীক বিচারা॥
অতি সুন্দর সুচি সুখদ সুসীলা।
গাবহিঁ বেদ জাসু জসু লীলা।

অজহুঁ—এখনো। মানহু কহা—কথা রাখ। তুম্হ কহ-তোমার। নীক—ঠিক, উপযুক্ত॥ এখনো আমাদের কথা রাখ, আমরা তোমার উপযুক্ত বর ঠিক করিয়াছি। তিনি অতিশয় সুন্দর, পবিত্র, সুখদায়ক ও সুশীল। বেদ তাঁহার যশোলীলা গান করিয়া থাকে।

দূষনরহিত সকল গুন রাসী।
শ্রীপতি পুর বৈকুণ্ঠ নিবাসী।
অস বরু তুম্হহি মিলাউব আনী।
সুনত বিহঁসি কহ বচন ভবানী॥

দূষনরহিত—দোষশূন্য। শ্রীপতি—বিষ্ণু॥ দোষশূন্য সকল গুণাকর বৈকুণ্ঠপুরবাসী লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুকে তোমার বর করিয়া আনিয়া দিব। কথা শুনিয়া ভবানী হাসিয়া বলেন :—

সত্য কহেহু গিরিভব তনু এহা।
হঠ ন ছুট ছুটই বরু দেহা॥
কনকউ পুনি পষান তেঁ হোঈ।
জারেহু সহজু ন পরিহর সোঈ॥

গিরিভব—পাথর হইতে উৎপন্ন। হঠ—জেদ। পষান তেঁ—পাষাণ হইতে। সহজু—স্বভাব॥ সত্যই বলিয়াছেন যে, এই দেহ পাষাণ হইতে হইয়াছে, দেহ যাইবে তবু জেদ যায় না। সোনাও পাথর হইতেই হয়, আর পোড়াইলেও তাহার স্বভাব ছাড়ে না।

নারদবচন ন মৈঁ পরিহরউঁ।
বসউ ভবন উজরউ নহিঁ ডরউঁ॥
গুরু কে বচন প্রতীতি ন জেহী।
সপনেহু সুগম ন সুখ সিধি তেহী॥

ন পরিহরউঁ—পরিত্যাগ করিব না, ফেলিব না। ভবন বসউ উজরউ—ঘর থাকুক বা উজাড় হউক॥ আমি নারদের কথা ফেলিব না, তাহাতে ঘর থাকুক বা উজাড় হউক। যাহার গুরুবাক্যে বিশ্বাস নাই, সুখ-সিদ্ধি তাহার স্বপ্নেও সুলভ হয় না।

মহাদেব অবগুন ভবন বিষ্ণু সকলগুনধাম।
জেহি কর মনু রম জাহি সন তেহি তেহী সন কাম।

অবগুন—দোষ। ভবন—ঘর, বাসস্থান। কাম—কার্য, প্রয়োজন॥ আপনি বলিয়াছেন, মহাদেব দোষময় আর বিষ্ণু সকল গুণময়, তাহা হইলেও যাহাতে যাহার মন মুগ্ধ হয়, তাহাকেই তাহার প্রয়োজন।

১০৫॥ জৌ তুম্হ মিলতেহু প্রথম মুনীসা।
সুনতিউঁ সিখ তুম্হারি ধরি সীসা॥
অব মৈঁ জনমু সম্ভু হিত হারা।
কো গুন দূষন করই বিচারা।

সিখ—শিক্ষা। সম্ভু হিত শিবের জন্য। হারা—হারাইয়াছি, কাটাইয়াছি॥

যদি আপনি প্রথমে আমার সহিত দেখা করিতেন, তবে আপনার কথাই মাথা পাতিয়া লইতাম। এখন এই জন্মটাই শিবের জন্য কাটাইলাম, এখন আর দোষ-গুণ কে বিচার করে ?

জৌ তুম্হরে হঠ হৃদয় বিসেষী।
রহি ন জাই বিনু কিয়ে বরেষী॥
তৌ কৌতুকিঅন্হ আলসু নাহীঁ।
বর কন্যা অনেক জগ মাহীঁ॥

বরেষী—ঘটকালী। কৌতুকিঅন্হ—যাহারা কৌতুক লইয়াই মত্ত থাকে, তামাসাগীর॥ যদি আপনাদের মনে (বিবাহ ঘটাইবার) বিশেষ জেদ থাকে, ঘটকালী না করিয়া থাকিতে না পারেন, তবে তামাসাগীরদের ত আর আলস্য নাই, জগতে বর-কন্যা অনেক আছে (তাহাদের বিবাহ দেওয়াইবেন)।

জনম কোটি লগি রগরি হমারী।
বরউ সম্ভু ন তু রহউঁ কুআঁরী॥
তজউঁ ন নারদ কর উপদেসূ।
আপু কহহিঁ সত বার মহেসূ।

রগরি—হঠকারিতা, জেদ। বরউঁ—বরণ করিয়া। আপু মহেসূ—শিব নিজে॥

আমি জন্ম-জন্মান্তরের জন্য এই জেদ ধরিয়াছি যে, হয় শিবকে বরণ করিব, নয় ত কুমারী থাকিব। যদি শিব নিজেও শতবার বলেন তথাপি নারদের উপদেশ ছাড়িব না।

মৈ পা পরউ কহই জগদম্বা।
তুম্হ গৃহ গবনহু ভয়উ বিলম্বা॥
দেখি প্রেমু বোলে মুনি জ্ঞানী।
জয় জয় জগদম্বিকে ভবানী॥

পা পরউঁ—পায়ে পড়ি। ভয়উ বিলম্বা—দেরী হইতেছে॥ উমা বলে,—মুনি, আপনাদের পায় পড়ি, আপনাদের বাড়ী যাইতে বিলম্ব হইল। (এখানে অনেকক্ষণ আছেন)। জ্ঞানী মুনিরা উমার প্রেম দেখিয়া বলিলেন, "জয়, জয় জগদম্বা ভবানী, তোমার জয়।"

তুম্হ মায়া ভগবান সিব সকল জগতপিতুমাতু।
নাই চরন সির মুনি চলে পুনি পুনি হরষত গাতু।

মায়া—ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি। গাতু—শরীর।

শিব ভগবান, তুমি তাহার মায়া। তোমরা সকল জগতের পিতামাতা স্বরূপ। এই কথা বলিয়া প্রণাম করিয়া পুনঃপুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে হইতে মুনিরা বিদায় লইলেন।

১০৬। জাই মুনিন্হ হিমবন্তু পঠায়ে।
করি বিনতী গিরিজহিঁ গৃহ ল্যায়ে।
বহুরি সপ্তরিষি সিব পহিঁ জাঈ।
কথা উমা কৈ সকল সুনাঈ।

মুনিন্হ—মুনিগণ। সিব পহিঁ—শিবের নিকট। ল্যায়ে—আনিলেন॥ মুনিগণ গিয়া গিরিরাজকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি অনুনয় করিয়া উমাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিলেন। তারপর সপ্তর্ষি শিবের নিকট গেলেন ও উমার সকল কথা শুনাইলেন।

ভয়ে মগন সিব সুনত সনেহা।
হরষি সপ্তরিষি গবনে গেহা।
মনু থির করি তব সম্ভু সুজানা।
লগে করন রঘুনায়ক ধ্যানা॥

ভয়ে মগন—মগ্ন হইলেন, তন্ময় হইলেন।

শিব উমার প্রেমের কথা শুনিয়া তন্ময় হইলেন। এ দিকে সপ্তর্ষি ঘরে চলিয়া গেলেন। জ্ঞানী শিব মন স্থির করিয়া রঘুনাথের ধ্যান করিতে লাগিলেন।

তারকু অসুর ভয়উ তেহি কালা।
ভুজপ্রতাপ বল তেজ বিসালা।
তেইঁ সব লোক লোকপতি জীতে।
ভয়ে দেব সুখ সম্পতি রীতে।

ভয়উ—জন্মিয়াছিল। রীতে—রিক্ত, শূন্য॥ এই সময় বহু বলশালী ও বিশাল তেজী তারক অসুরের উদয় হয়। তারকাসুর সকল লোক ও লোকপতিকে জয় করে, তাহার জন্য দেবতাগণ সুখ-সম্পত্তি শূন্য হয়েন।

অজর অমর সো জীতি ন জাঈ।
হারে সুর করি বিবিধ লরাঈ॥
তব বিরঞ্চি সন জাই পুকারে।
দেখে বিধি সব দেব দুখারে।

বিরঞ্চি—বিধাতা, ব্রহ্মা। পুকারে—ডাকে।

তারকাসুর অজর ও অমর, তাহাকে জয় করা যায় না, দেবতাগণ নানা লড়াইয়ে হারিতে লাগিলেন। দেবতারা গিয়া ব্রহ্মাকে ডাকিলেন। তিনি সকল দেবতাদিগকে দুঃখিত দেখিলেন।

সব সন কহা বুঝাই বিধি দনুজনিধন তব হোই।
সম্ভু সুক্র সম্ভূত সুত এহি জীতই রন সোই।

এহি—সে। জীতই রন—যুদ্ধে জিতিবে। সোই—তাহাকে॥ ব্রহ্মা সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, দৈত্যের নাশ তখনই হইবে, যখন শিবের পুত্র হইবে। সেই এই দৈত্যকে যুদ্ধে জিতিবে।

১০৭। মোর কহা সুনি করহু উপাঈ।
হোইহি ঈশ্বর করিহি সহাঈ।
সতী জো তজী দচ্ছমখ দেহা।
জনমী জাই হিমাচলগেহা।

সুনি—শুনিয়া। হোইহি—সিদ্ধি হইবে। মখ—যজ্ঞ।

আমার কথা শোন, উপায় কর। যদি ঈশ্বর সহায় হয়েন, তবে কার্য সিদ্ধি হইবে। সতী দক্ষযজ্ঞে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তারপর তিনি হিমাচলের ঘরে গিয়া জন্ম লইয়াছেন।

তেই তপু কীন্হ সম্ভু পতি লাগী।
সিব সমাধি বৈঠে সব ত্যাগী॥
জদপি অহই অসমঞ্জস ভারী
তদপি বাত এক সুনহু হমারী।

তেই—তিনিই, উমা। অসমঞ্জস—অঘটনীয়, দ্বিধার বিষয়॥ তিনি শিবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য তপস্যা করিতেছেন। এ দিকে শিব সকল ত্যাগ করিয়া সমাধিতে বসিয়াছেন। যদিও এক্ষণে ইহা (এই বিবাহ) খুবই দ্বিধার বিষয়, তবুও আমার একটা কথা শুন :—

পঠবহু কাম জাই সিব পাহীঁ।
করই ছোভ শঙ্কর মন মাহীঁ।
তব হম জাই সিবহিঁ সির নাঈ।
করবাউব বিবাহু বরিআঈ॥

পঠবহু—পাঠাইব। ছোভ – চঞ্চলতা। বরিআঈ—বল পূর্বক, জোর করিয়া॥ কামদেবকে গিয়া শিবের নিকট পাঠাও, সে শিবের মন চঞ্চল করিবে, তখন আমি গিয়া শিবকে প্রণাম করিয়া জোর করিয়াই বিবাহ করাইব।

এহি বিধি ভলেহি দেবহিত হোঈ।
মতু অতি নীক কহই সব কোঈ॥
অস্তুতি সুরন্হ কীন্হি অতি হেতু।
প্রগটেউ বিষমবান ঝখকেতু।

ভলেহি হোঈ—হইতেই পারে। নীক—ঠিক, যুক্তিযুক্ত। সুরন্হ—দেবগণ। ঝখকেতু—(ঝখ মকর) যাহার পতাকায় মকরের চিহ্ন আছে, মকরকেতন, কামদেব। অতিহেতু—অতি প্রেমের সহিত॥ এই প্রকারে দেবতাদের হিত হইতেই পারে। এ কথায় সকলেই বলিলেন যে, এই মত ভাল। দেবতাগণ মকরকেতুকে অতি প্রেমের সহিত স্তুতি করিলেন এবং তখন বিষম বাণধারী (পঞ্চশর) কামদেব প্রকাশিত হইলেন।

সুরন্হ কহী নিজবিপতি সব সুনি মন কীন্হ বিচার।
সম্ভু বিরোধ ন কুসল মোহি বিহঁসি কহেউ অস মার।

কহী—বলিলেন। মার—মদন, কামদেব॥ দেবতাগণ নিজেদের বিপদের কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া কাম মনে মনে কর্তব্য স্থির করিলেন, এবং হাসিয়া বলিলেন, শিবের সহিত বিরোধ করিলে আমার কল্যাণ নাই।

১০৮। তদপি করব মৈঁ কাজ তুম্হারা।
শ্রুতি কহ পরম ধরম উপকারা।
পরহিত লাগি তজই জো দেহী।
সন্তত সন্ত প্রসংসহিঁ তেহী।

শ্রুতি—বেদ। দেহী—দেহ। সন্তত—সর্বদা। সন্ত—সাধুরা॥

তথাপি আমি তোমাদের কাজ করিব, "পর উপকার পরম ধর্ম" এই কথা বেদে বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি পরের জন্য দেহ ত্যাগ করে, সাধুগণ সর্বদা তাহার প্রশংসা করেন।

অস কহি চলেউ সবহিঁ সির নাঈ।
সুমন ধনুষ কর সহিত সহাঈ।
চলত মার অস হৃদয় বিচারা।
সিব বিরোধ ধ্রুব মরন হমারা॥

সবহিঁ—সকল দেবতাকেই। সুমন—ফুল। ধনুষ—ধনুক॥

এই কথা বলিয়া মদন সকলকে প্রণাম করিয়া সুন্দর ফুলধনু হাতে লইয়া চলিল। চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল যে, শিবের সহিত বিরোধ করায় আমার মৃত্যু নিশ্চিত।

তব আপন প্রভাউ বিস্তারা।
নিজ বস কীন্হ সকল সংসারা॥
কোপেউ জবহিঁ বারি চর কেতু।
ছন মহঁ মিটে সকল শ্রুতিসেতু॥

বিস্তারা—বিস্তার করিয়া। বারিচরকেতু—মকরকেতু, মদন। ছনমহঁ—ক্ষণমাত্রেই। মিটে—নষ্ট হইয়া যায়। সেতু—বাঁধ, মর্যাদা।

কাম তখন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া সকল সংসারকে নিজ বসে আনিলেন। কামের যখন কোপ হয়, তখন নীতির বা বেদের নিয়মে সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়।

ব্রহ্মচর্জ ব্রত সংজম নানা।
ধীরজ ধরম জ্ঞান বিজ্ঞানা।
সদাচার জপ জোগ বিরাগা।
সভয় বিবেক কটক সব ভাগা॥

ধীরজ—ধৈর্য। কটক—সৈন্যদল। ভাগা—পালাইল।

ব্রহ্মচর্যব্রত, নানা সংযম, ধৈর্য, ধর্ম জ্ঞান ও বিজ্ঞান, সদাচার, জপ, যোগ, বৈরাগ্য ও বিবেকের সৈন্যগণ সভয়ে পালাইল।

টিপ্পনী:—কামনাকে যাহারা ঠেকাইয়া রাখে, সেই সদ্‌বস্তু বিশ্বাস ও ব্রতের সৈন্য সকল কামের কাছে হারিয়া পালাইল।

ছন্দ—

ভাগেউ বিবেক সহাই সহিত সো সুভট সংজুগ মহি মুরে।
সদগ্রন্থ পর্বত কন্দরন্হি মহুঁ জাই তেহি অবসর দুরে॥
হোনিহার কা করতার কো রখবার জগ খরভরু পরা।
দুই মাথ কেহি রতিনাথ জেহি কহুঁ কোপি কর ধনুসর ধরা॥

মহিমুরে—পৃথিবী ঘিরিয়া ফেলিল। রখবার—রক্ষক। খরভরু—চঞ্চলতা। হোনিহার—ভবিতব্যতা। করতার—প্রভু॥ যখন কামের যোদ্ধাগণ পৃথিবী ঘিরিয়া ফেলিল, তখনসহায় সকলের সহিত জ্ঞান পালাইল। সদ্‌গ্রন্থ সকল সেই অবসরে পর্বত-গুহায় গিয়া লুকাইয়া রহিল। জগতে চঞ্চলতা উপস্থিত হইল। হে প্রভু, ভবিতব্যই বা কি, আর রক্ষাই বা কে করে? এমন দুইটি মাথা কাহার আছে, যাহার উপর ধনুকবান ধারী কাম ব কুপিত?

জে সজীব জগ চর অচর নারি পুরুষ অস নাম।
তে নিজ নিজ মরজাদ তজি ভয়ে সকল বস কাম॥

সজীব—জীবন্ত। অচর চর—স্থাবর জঙ্গম। অসনাম—এই নাম ধারী॥ নারী ও পুরুষ নামে এই জগতে সচল ও অচল যে জীব ছিল তাহারা নিজ নিজ শীলতার সীমা, ত্যাগ করিয়া কামের বশীভূত হইল।

১০৯॥ সব কে হৃদয় মদন অভিলাখা।
লতা নিহারি নবহিঁ তরুসাখা॥
নদী উমগি অম্বুধি কহুঁ ধাঈ।
সঙ্গম করহিঁ তলাব তলাঈ॥

মদন অভিলাখা—কামের ইচ্ছা। উমগি—উচ্ছ্বাসিত হইয়া॥

সকলের হৃদয়ে কাম প্রবল হইল, নূতন তরুশাখা লতার দিকে দেখিয়া লইতে লাগিল, নদী উছলিয়া উঠিয়া সমুদ্রের দিকে ছুটিল, পুকুরে ডোবায়, জলের মিলন হইল।

জহঁ অসি দসা জড়ন কী বরনী।
কো কহি সকই সচেতন্হ করনী॥
পসু পচ্ছী নভ জল থলচারী।
ভয়ে কামবস সময় বিসারী॥

জড়ন কী—জড় প্রকৃতির। করনী—কা॰। বিসারী—ভুলিয়া।

যখন জড় প্রকৃতির এই দশার কথা বলা হইল তখন, সচেতনের অবস্থা আর কে বলিতে পারে। আকাশ, জল ও স্থলচর পশু পক্ষী সকলেই সময় ভুলিয়া কাম-বশীভূত হইল।

মদনঅন্ধ ব্যাকুল সব লোকা।
নিসিদিন নহিঁ অবলোকহিঁ কোকা।
দেব দনুজ নর কিন্নর ব্যালা।
প্রেত পিসাচ ভূত বেতালা॥

কোকা—চখাচখী। ব্যাল—সাপ।

সমস্ত জীব মদন-অন্ধ ও ব্যাকুল হইল, চখাচখীর আর রাত দিনের বিচার রহিল না। দেব, দৈত্য, নর কিন্নর, সাপ, প্রেত, পিশাচ, ভূত বৈতালিকগণ।

ইন্হ কী দসা ন কহেউঁ বখানী।
সদা কাম কে চেরে জানী॥
সিদ্ধ বিরক্ত মহা মুনি জোগী।
তেপি কামবস ভয়ে বিয়োগী॥

ইন্হকী—ইঁহাদের। চেরে—চেলা, ভৃত্য। বিয়োগী—যোগশূন্য॥ ইহাদের দশা আর খুলিয়া বলিলাম না। ইহারা ত এমনিই কামনার দাস। সিদ্ধগণ বিরক্ত, মহামুনি ও যোগী ইঁহারা সকলেই কামনার বশে আসিয়া যোগ ত্যাগ করিলেন, বিয়োগী হইলেন।

ছন্দ—

ভয়ে কামবস জোগীস তাপস পাময়ন কী কো কহৈ।
দেখহিঁ চরাচর নারিময় জে ব্রহ্মময় দেখত রহৈ।
অবলা বিলোকহিঁ পুরুষময় জগ পুরুষ সব অবলাময়ম্।
দুই দণ্ড ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভীতর কাম কৃত কৌতুক অয়ম্।

পাময়নকী—পাপাত্মাদিগের॥ যোগীশ্বরগণ এবং তাপসগণ, কামের বশীভূত হইলেন আর যাঁহারা জগৎ ব্রহ্মময় দেখিতেন, তাঁহারাই এখন নারীময় দেখিতেছেন। পাপাত্মাদিগের কথা আর কি বলিব। স্ত্রীলোকেরা কেবল জগৎ পুরুষময় দেখিতে লাগিলেন ও পুরুষেরা স্ত্রীলোকময় দেখিতে লাগিলেন। কামদেব দুই দণ্ডের ভিতর ব্রহ্মাণ্ডে এই কৌতুক করিয়া বসিলেন।

সোঃ—

ধরা ন কাহু ধীর সব কে মন মনসিজ হরে।
জে রাখে রঘুবীর তে উবরে তেহি কাল মহঁ॥

ধীর—ধৈর্য। ন কাহু—কেহই না। উবরে—বাঁচে।

কাহারও ধৈর্য রহিল না। সকলের মনই কামদেব হরণ করিলেন। কেবল রঘুনাথ যাহাদিগকে রক্ষা করিলেন, তাহারাই সে সময় বাঁচিল।

১১০। **উভয় ঘরী অস কৌতুক ভয়উ।**
জব লগি কাম সম্ভু পহঁ গয়উ॥
সিবহিঁ বিলোকি সসংকেউ মারূ।
ভয়উ জথাথিতি সব সংসারূ॥

উভয় ঘরী—দুই ঘণ্টা কাল। সসংকেউ মারূ—মার বা কামদেব ভয় পাইল। জথাথিতি—যেমন ছিল।

দুই ঘণ্টা এই কৌতুক চলিল, ইতক্ষণে কামদেব শিবের নিকট পহুছিলেন। শিবকে দেখিয়া কামের ভয় হইল, তখন সংসার যেমন ছিল তেমন আবার হইল।

ভয়ে তুরত জগ জীব সুখারে।
জিমি মদ উতরি গয়ে মতবারে॥
রুদ্রহিঁ দেখি মদন ভয় মানা।
দুরাধর্ষ দুর্গম ভগবানা॥

মদ—নেশা। উতরি গয়ে—চলিয়া গেলে। মতবারে—মাতালের। দুরাধর্ষ—দুদ্ধর্ষ, যাহাকে পরাজয় করা যায় না। দুর্গম—যেখানে পহুঁছান যায় না॥ তৎক্ষণাৎ জীবগণ সুখী হইল, মাতালের নেশা চলিয়া গেলে যে অবস্থা হয়, তেমনি হইল। শিবকে রুদ্ররূপে দেখিয়া কামের ভয় হইল। ভগবান রুদ্র অপরাজেয় ও তাঁহার নিকট যাওয়াও কঠিন।

ফিরত লাজ কছু করি নহিঁ জাঈ।
মরন ঠানি মন রচেসি উপাঈ॥
প্রগটেসি তুরত রুচির রিতুরাজা।
কুসুমিত নব তরুরাজ বিরাজা॥

ফিরত—ফিরিল। প্রগটেসি—প্রকাশ করিলেন। রুচির—সুন্দর। রিতুরাজা—বসন্ত॥ মদনের অবস্থা এই যে ফিরিলে তাহার লজ্জার শেষ নাই। তাহার মন তখন মরণ টানিয়া আনিবার উপায়ই রচনা করিল। কামদেব তখন সুন্দর বসন্ত ঋতু আনাইলেন, যাহাতে গাছ-পালায় নূতন ফুল ধরিল।

বন উপবন বাপিকা তড়াগা।
পরম সুভগ সব দিসাবিভাগা॥
জহঁ তহঁ জনু উমগত অনুরাগা।
দেখি মুয়েহু মন মনসিজ জাগা॥

মুয়েহু—মৃত প্রাণীর। মনসিজ—কামদেব।

দিকে দিকে পরম সুন্দর বন, উপবন, জলাশয় ও সরোবর দেখা দিল, দিগ্বিদিক্ যেন প্রেমে উছলিয়া উঠিল। দেখিয়া মনে হয়, যেন মৃতের মনেও কামদেব জাগিল।

ছন্দ—

জাগই মনোভব মুয়েহু মন বন সুভগতা ন পরই কহী।
সীতল সুগন্ধ সুমন্দ মারুত মদন অনল সখা সহী।
বিকসে সরন্হি বহু কঞ্জ গুঞ্জত পুঞ্জ মঞ্জুল মধুকরা।
কলহংস পিক সুক সরস রব করি গান নাচহিঁ অপছরা।

মৃয়েহুমন—মৃতের মনে। বন সুভগতা—বনের সৌন্দর্য। মদন অনল—কামরূপ অনল। অনল সখা—বাতাস॥ কামদেব এমনি করিয়াছিলেন যে, মৃতের মনেও কামনা উপস্থিত হয়, বনের সৌন্দর্য এমন হইয়াছিল যে, বলা যায় না। শীতল সুগন্ধ ও মন্দ বাতাস বহিতেছিল, ঐ বাতাস বস্তুতঃ মদন-আগুনের সখার ন্যায়। সরোবরে নানা পদ্ম ফুটিয়াছিল, মধুকরেরা দলে দলে সুন্দর গুঞ্জনক রিতেছিল, সুন্দর হাঁস, কোকিল, টিয়া মিঠা-মিঠা ডাকিতেছিল ও অপ্সরারা নাচিতেছিল।

সকল কলা করি কোটি বিধি হারেউ সেন সমেত।
চলী ন অচল সমাধি সিব কোপেউ হৃদয় নিকেত॥

সকল প্রকার কৌশল ও কোটি উপায় করিলেও সেনা সমেত কামদেবের হার হইল। শিবের অচল সমাধি টলিল না। তখন তাহার হৃদয়ে ক্রোধ হইল।

১১১॥ **দেখি রসাল বিটপবর সাখা।**
তেহি পর চঢ়েউ মদন মন মাখা॥
সুমনচাপ নিজ সর সন্ধানে।
অতি রিসি তাকি শ্রবন লগি তানে॥

মনমাখা—রাগিয়া। সুমনচাপ—ফুলের ধনুক। অতি রিসি তাকি—অত্যন্ত ক্রোধের সহিত লক্ষ্য করিয়া॥ আম গাছের ডাল দেখিয়া ক্রোধে মদন তাহাতে চড়িল ও ফুলের ধনুতে শর সন্ধান করিয়া অতি ক্রোধে কান পর্যন্ত ছিলা টানিল।

ছাঁড়েউ বিষম বান উর লাগে।
ছুটি সমাধি সম্ভু তব জাগে॥
ভয়উ ঈস মন ছোভ বিসেখী।
নয়ন উঘারি সকল দিসি দেখী॥

ছোভ—ক্ষোভ। উঘারি—খুলিয়া॥ ঐ বিষম বাণ ছাড়িলে তাহা শিবের বুকে লাগিল। তাঁহার সমাধি ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি জাগিলেন, তাঁহার মনে বিশেষ ক্ষোভ হইল, তিনি চক্ষু মেলিয়া সকল দিক দেখিলেন।

সৌরভপল্লব মদন বিলোকা।
ভয়উ কোপ কম্পেউ ত্রয়লোকা॥
তব সিব তীসর নয়ন উঘারা।
চিতবত কাম ভয়উ জরি ছারা॥

সৌরভ—আম। চিতবত—তাকানমাত্র। জরি—জ্বলিয়া॥ আমের পল্লবে মদনকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ক্রোধ হইল, তাহাতে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল কাঁপিয়া উঠিল। তখন শিব তাঁহার তৃতীয় চোখ খুলিলেন। তাকান মাত্রই কাম জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল।

হাহাকার ভয়উ জগ ভারী।
ডরপে সুর ভয়ে অসুর সুখারী॥
সমুঝি কামসুখ সোচহিঁ ভোগী।
ভয়ে অকণ্টক সাধক জোগী।

ভয়উ—হইল। ডরপে—ডরাইল। অকণ্টক—বিঘ্নশূন্য। জগতে বিষম হাহাকার উঠিল। দেবতারা ডরাইলেন, (মদনকে তাঁহারাই পাঠাইয়াছিলেন) অসুরদের সুখ হইল (দেবতাদের বার্থতায়)। ভোগীরা কামসুখ স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইল, সাধক ও যোগী বিঘ্ন শূন্য হইল।

ছন্দ—
জোগী অকণ্টক ভয়ে পতিগতি সুনতি রতি
মুরছিত ভঈ।
রোদতি বদতি বহু ভাঁতি করুনা করতি শঙ্কর
পহিঁ গঈ॥
অতি প্রেম করি বিনতী বিবিধ বিধি জোরি কর
সনমুখ রহী।
প্রভু আসুতোষ কৃপাল সিব অবলা নিরখি
বোলে সহী।

এদিকে যোগীরা ত অকণ্টক হইল কিন্তু স্বামীর দশা শুনিয়া রতি মূর্চ্ছা গেল। তাহার পর নানা প্রকার করুণা করিয়া বিলাপ করিতে করিতে শিবের নিকট গেল ও অতি ভক্তির সহিত নানা বিনয় করিয়া জোড় হাতে সম্মুখে রহিল। দয়াল প্রভু আশুতোষ শিব অবলা দেখিয়া বলিলেন :—

অব তেঁ রতি তব নাথ কর হোইহি নাম অনঙ্গ।
বিনু বপু ব্যাপিহি সবহি পুনি সুনু নিজ মিলন
প্রসঙ্গ॥

অবতেঁ—এখন হইতে। অনঙ্গ—যাহার দেহ নাই। বিনুবপু—বিনা শরীরেই।

এখন হইতে রতি তোমার স্বামীর নাম অনঙ্গ হইল, শরীর না থাকিলেও সে সকল জায়গায় ছড়াইয়া পড়িবে। তোমার সহিত পুনরায় মিলনের কথা শুন :—

১১২॥ **জব জদুবংস কৃষ্ণ অবতারা।**
হোইহি হরন মহা মহিভারা॥
কৃষ্ণতনয় হোইহি পতি তোরা।
বচন অন্যথা হোই ন মোরা।

যখন পৃথিবীর মহা ভার হরণ করার জন্য যদুবংশে কৃষ্ণ অবতার হইবেন, তখন কৃষ্ণের পুত্র তোমার স্বামী হইবেন, আমার কথার অন্যথা হইবে না।

রতি গবনী সুনি শঙ্কর বানী।
কথা অপর অব কহউঁ বখানী॥
দেবন সমাচার সব পায়ে।
ব্রহ্মাদিক বৈকুণ্ঠ সিধায়ে॥

গবনী—চলিয়া গেল। সিধায়ে—প্রবেশ করিলেন। দেবন—দেবতারা॥ শিবের কথা শুনিয়া রতি চলিয়া গেল। এখন অন্য কথা বিস্তার করিয়া বলিতেছি। যখন দেবতারা সকল সমাচার জানিলেন তখন ব্রহ্মাদি দেবতারা বৈকুণ্ঠে গেলেন।

সব সুর বিষ্ণু বিরঞ্চি সমেতা।
গয়ে জহাঁ সিব কৃপানিকেতা।
পৃথক পৃথক তিন্হ কীন্হ প্রসংসা।
ভয়ে প্রসন্ন চন্দ্রঅবতংসা॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতারা যেখানে শিব আছেন সেখানে গিয়া প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রশংসা করিলেন, তাহাতে চন্দ্রাবতংস শিব প্রসন্ন হইলেন।

বোলে কৃপাসিন্ধু বৃষকেতূ।
কহহু অমর আয়ে কেহি হেতূ।
কহ বিধি তুম্হ প্রভু অন্তরজামী।
তদপি ভগতি বস বিনবউঁ স্বামী॥

কৃপালু বৃষকেতু শিব বলিলেন—হে দেবতাগণ আপনারা কেন আসিলেন? তখন ব্রহ্মা বলিলেন—আপনি অন্তর্যামী (সকলই জানেন) তবুও ভক্তি বশে, হে প্রভু, কিছু নিবেদন করিব।

সকল সুরন্হ কে হৃদয় অস সঙ্কর পরম উছাহু।
নিজ নয়নন্হি দেখা চহহিঁ নাথ তুম্হার বিবাহু।

সুরন্হ কে—দেবতাদিগের। উছাহু—লালসা। নয়নন্হি—নয়নে॥ হে শিব, সকল দেবতাদের মনেই এই তীব্র লালসা রহিয়াছে যে, নিজ চোখে তোমার বিবাহ দেখে।

১১৩। **যহ উৎসব দেখিয় ভরি লোচন।**
সোই কছু করহু মদন-মদ-মোচন।
কাম জারি রতি কহঁ বর দীন্হা।
কৃপাসিন্ধু যহ অতি ভল কীন্হা।

যাহাতে চোখ ভরিয়া এই উৎসব দেখিতে পায় সে উপায়, হে মদনের অহঙ্কার মোচনকারী শিব, আপনি করুন। হে কৃপাসিন্ধু, আপনি কামকে ভস্ম করিয়া রতিকে যে বর দিয়াছেন তাহা বড়ই ভাল করিয়াছেন।

সাসতি করি পুনি করহিঁ পসাউ।
নাথ প্রভুন্হ কর সহজ সুভাউ।
পারবতী তপ কীন্হ অপারা।
করহু তাসু অব অঙ্গীকারা।

সাসতি করি—শাসন করিয়া। পসাউ—প্রসন্নতা। প্রভুন্হ কর—বড়দের, প্রভুদের। অঙ্গীকারা স্বীকার; স্ত্রীরূপে স্বীকার। আপনি কামকে শাসন করিয়া পরে আবার তাহার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, হে নাথ, প্রভুদের এইত সহজ স্বভাব। পার্বতী অপার তপ করিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে স্ত্রীরূপে এখন গ্রহণ করুন।

সুনি বিধি বিনয় সমুঝি প্রভু বানী।
ঐসেই হোউ কহা সুখ মানী।
তব দেবন দুন্দুভী বজাঈ।
বরষি সুমন জয় জয় সুরসাঈ॥

সুনি—শুনিয়া। বিধি—ব্রহ্মা। প্রভু—রাম। ঐসেই হোউ—তাহাই হউক। সুরসাঈ—দেবতাদের স্বামী॥

ব্রহ্মার কথা শুনিয়া, প্রভু রামের কথাও স্মরণ করিয়া শিব সুখী হইয়া বলিলেন, তাহাই হউক। তখন দেবতারা দামামা বাজাইলেন ও ফুল বর্ষণ করিয়া বলিলেন দেবতাদের স্বামী শিবের জয়, জয়।

অবসর জানি সপ্তরিষি আয়ে।
তুরতহি বিধি গিরিভবন পঠায়ে।
প্রথম গয়ে জহঁ রহী ভবানী।
বোলে মধুর বচন ছলসানী।

অবসর—উপযুক্ত সময়। তুরতহি—তখনই। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সপ্তর্ষিরা আসিলেন এবং তখনই ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে হিমালয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। যেখানে পার্বতী ছিলেন সেইখানে তাঁহারা প্রথম গেলেন ও ছলনাময় মিষ্ট কথা বলিলেন।

কহা হমার ন সুনেহু তব নারদ কে উপদেস।
অব ভা ঝুঠ তুম্হার পন জারেউ কামু মহেস।

তখন ত আমাদের কথা শোন নাই, নারদের উপদেশেই চলিয়াছ। এখন তোমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইল, শিব কামদেবকে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছেন।

১১৪। **সুনি বোলী মুসুকাই ভবানী।**
উচিত কহেহু মুনিবর বিজ্ঞানী।
তুম্হরে জান কাম অব জারা।
অব লগি সম্ভু রহে সবিকারা।

মুসুকাই—হাসিয়া। জান—জানাতে॥ একথা শুনিয়া উমা হাসিয়া বলিলেন, জ্ঞানী মুনিগণ আপনারা উচিত কথাই বলিয়াছেন। আপনারা জানেন শিব কামকে এখন ভস্ম করিয়াছেন এবং এতদিন শিব বিকারযুক্তই ছিলেন।

হমরেজান সদা সিব জোগী।
অজ অনবদ্য অকাম অভোগী॥
জৌ মৈঁ সিব সেয়উ অস জানী।
প্রীতি সমেত করম মন বানী॥

হমরেজান—আমার ত জানা আছে। অসজানী—ইহা জানিয়াও। অনবদ্য—অনিন্দনীয়॥ আমার ত এই জানা আছে যে, শিব সর্বদাই যোগী। তিনি জন্মরহিত, অনিন্দনীয়, কামনাশূন্য ও ভোগশূন্য। যদি আমি ইহা জানিয়াও শিবকে কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সভক্তিসেবা করিয়া থাকি—

তৌ হমার পন সুনহু মুনীসা।
করিহহিঁ সত্য কৃপানিধি ঈসা।
তুম্হ জো কহেহু হর জারেউ মারা।
সো অতি বড় অবিবেক তুম্হারা॥

ঈসা—ভগবান, শিব। জারেউ মারা—মদনকে ভস্ম করিয়াছেন॥ তাহা হইলে, হে মুনীশ্বরগণ, শুনুন—কৃপানিধি ভগবান শিব আমার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবেন। আপনারা যে বলিয়াছেন কামকে তিনি ভস্ম করিয়াছেন, ইহা আপনাদের অতি বড় নির্বুদ্ধিতা।

তাত অনল কর সহজ সুভাউ।
হিম তেহি নিকট জাই নহিঁ কাউ॥
গয়ে সমীপ সো অবসি নসাঈ।
অসি মনমথ মহেস কৈ নাঈ॥

হে মুনি, আগুনের সহজ স্বভাবই এই যে, তাহার নিকট হিম যাইতে পারে না, যদি যায় তবে অবশ্য তাহার নাশ হইবে। মদনের শিবের নিকটে যাইতে সেই অবস্থা হইয়াছিল।

হিয় হরষে মুনি বচন সুনি দেখি প্রীতি বিশ্বাস।
চলে ভবানী নাই সির গয়ে হিমাচল পাস।

হরষে—হরষিত হয়, আনন্দিত হয়।

মুনিগণ উমার বচন শুনিয়া তাহার ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া মনে আনন্দ পাইলেন, তাঁহারা ভবানীকে প্রণাম করিয়া হিমাচলের নিকট গেলেন।

১১৫॥ **সবু প্রসঙ্গু গিরিপতিহিঁ সুনাবা।**
মদন দহন সুনি অতি দুখু পাবা॥
বহুরি কহেউ রতি কর বরদানা।
সুনি হিমবন্ত বহুত সুখু মানা॥

সকল কথা গিরিরাজকে শুনাইলেন। মদন ভস্মের কথা শুনিয়া তিনি অতি দুঃখ পাইলেন, পুনরায় রতিকে বরদানের কথা শুনিয়া খুব সুখী হইলেন।

হৃদয় বিচার সম্ভু প্রভুতাঈ।
সাদর মুনিবর লিয়ে বোলাঈ॥
সুদিনু সুনখতু সুঘরী সোচাঈ।
বেগি বেদবিধি লগন ধরাঈ॥

সুনখতু—সুনক্ষত্র। সুঘরী—সুসময়। বেগি—শীঘ্র। লগন—লগ্ন॥ শিবের প্রতাপ স্মরণ করিয়া হিমালয় মুনিদিগকে আদর করিয়া লইয়া গেলেন ও শুভ দিন, শুভ নক্ষত্র ও শুভ সময় দেখিয়া শীঘ্র বেদবিধি অনুসারে বিবাহের লগ্ন ঠিক করিলেন।

পত্রী সপ্তরিষিন্হ সোই দীন্হী।
গহি পদ বিনয় হিমাচল কীন্হী।
জাই বিধিহি তিন্হ দীন্হি সো পাতী।
বাঁচত প্রীতি ন হৃদয় সমাতী॥

পত্রী—লগ্ন পত্র। পাতী—পত্র। বাঁচত—পড়িয়া। ন সমাতী—ধরে না।

হিমাচল সেই লগ্ন-পত্র ঋষিদিগকে দিলেন ও প্রণাম করিয়া বিনয় দেখাইলেন। তাঁহারা গিয়া সে পত্র ব্রহ্মাকে দিলেন। উহা পড়িয়া ব্রহ্মার আনন্দ আর ধরে না।

লগন বাঁচি অজ সবহি সুনাঈ।
হরষে মুনি সব সুরসমুদাঈ।
সুমনবৃষ্টি নভ বাজন বাজে।
মঙ্গল কলস দসহুঁ দিসি সাজে॥

বাঁচি—পড়িয়া। অজ—ব্রহ্মা। সুমন বৃষ্টি—পুষ্পবৃষ্টি লগ্ন-পত্র পড়িয়া ব্রহ্মা সকলকে শুনাইলেন। সকল দেবতারা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইল ও বাদ্য বাজিল, দশদিকে মঙ্গল কলস সাজান হইল।

লগে সঁবারন সকল সুর বাহন বিবিধ বিমান।
হোহিঁ সগুন মঙ্গল সুখদ করহিঁ অপছরা গান॥

সঁবারন—সজান, গুছান। লগে—লাগিয়া গেলেন। সগুন—চিহ্ন। বিমান—আকাশচারী রথ।

দেবতাগণ নানা প্রকার আকাশচারী রথ ও বাহন সাজাইতে লাগিয়া গেলেন। শুভ ও আনন্দদায়ক চিহ্ন হইতে লাগিল, অপ্সরারা গান করিতে লাগিল।

১১৬॥ **সিবহিঁ সম্ভুগন করহিঁ সিঁগারা।**
জটা মুকুট অহিমৌর সঁবারা।
কুণ্ডল কঙ্কন পহিরে ব্যালা।
তন বিভূতি পট কেহরি ছালা॥

সম্ভুগন—শিবের অনুচরগণ। সিঁগারা—সাজগোজ করা। জটা মুকুট জটার মুকুট। অহিমৌর—সাপের তৈয়ারী মুকুট ভূষণ। পট—কাপড়। কেহরি ছালা—সিংহের ছাল॥ শিবকে তাঁহার অনুচরেরা সাজগোজ করাইতে লাগিল। জটা দিয়া মুকুট হইল, তাহার উপর সাপের ভূষণ সাজান হইল। সাপ দিয়াই কুণ্ডল ও কঙ্কন হইল, শরীরে ভস্ম মাখা হইল। আর কাপড় হইল সিংহের ছাল।

সসি ললাট সুন্দর সির গঙ্গা।
নয়ন তীনি উপবীত ভুজঙ্গা॥
গরল কণ্ঠ উর নর সির মালা।
অসিব বেষ সিবধাম কৃপালা।

অসিব—অমঙ্গল। সিব—মঙ্গলকারী শঙ্কর।

কপালে সুন্দর চাঁদ ও মাথায় গঙ্গা, তিন চোখ আবার সাপেরই উপবীত। কণ্ঠে রহিল বিষ, গলায় মুণ্ডমালা। মঙ্গলময় কৃপালু শিব অমঙ্গলের বেশ ধরিলেন।

কর ত্রিসুল অরু ডমরু বিরাজা।
চলে বসহ চঢ়ি বাজহিঁ বাজা।
দেখি সিবহি সুরত্রিয় মুসকাহীঁ।
বরলায়ক দুলহিনি জগ নাহীঁ।

বসহ—বলদ। সুরত্রিয় দেবতার স্ত্রীগণ। মসকাহী—হাসিতে লাগিল। বরলায়ক—বরের যোগ্য। দুলহিনি—কন্যা॥ হাতে তাঁহার ত্রিশূল আর ডমরু, ষাঁড়ের উপর চড়িয়া চলিতেছেন। বাজনা বাজিতেছিল। শিবের এই সাজ দেখিয়া দেবস্ত্রীরা হাসিতেছিল ও বলিতেছিল যে, এমন বরের যোগ্য কন্যা জগতে নাই।

টিপ্পনী :—এই বেশ দেখিয়া স্ত্রীরা হাসিবে ও কাঁদিবে। কিন্তু কন্যার হৃদয় শিব পূর্বেই, (পূর্ব জন্মেই) জয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিবের বাহ্যরূপ কেমন সে খেয়াল কে করে? তিনি যে জগৎপতি তাহাই কন্যা উমার কাছে যথেষ্ট। এই বিবাহে কাম গন্ধ নাই। শিব পূর্বেই কামকে ভস্ম করিয়াছেন। স্বরূপের অভিমানের লেশও নাই। বাহ্যরূপকে অগ্রাহ্য করিয়া ও কামনাকে ভস্ম করিয়া বরকন্যা ধর্মাচরণের জন্য বিবাহ করিতেছিলেন।

বিষ্ণু বিরঞ্চি আদি সুরব্রাতা।
চঢ়ি চঢ়ি বাহন চলে বরাতা॥
সুরসমাজ সব ভাঁতি অনূপা।
নহিঁ বরাত দূলহ অনুরূপা॥

ব্রাতা—সমূহ। বরাতা—বরযাত্রী। অনূপা—অনুপম। দূলহ—বর।

বিষ্ণু ও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ নিজ নিজ বাহনে চড়িয়া বর-যাত্রী হইয়া চলিলেন। "দেবতাগণ সকল রকমেই অনুপম হইলেও এই বরযাত্রীরা কিন্তু বরের উপযুক্ত নয়।"

বিষ্ণু কহা অস বিহঁসি তব বোলি সকল দিসিরাজ।
বিলগ বিলগ হোই চলহু সব নিজ নিজ সহিত সমাজ॥

বিষ্ণু এই কথা বলিয়া হাসিলেন ও সকল দিকপালদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—সকলে নিজ নিজ সমাজ লইয়া আলাদা আলাদা হইয়া চল।

১১৭। বর অনুহারি বরাত ন ভাঈ।
হঁসী করইহউ পরপুর জাঈ।
বিষ্ণু বচন সুনি সুর মুসুকানে।
নিজ নিজ সেন সহিত বিলগানে।

বিষ্ণু বলেন, বরের যোগ্য বরযাত্রী যে হইলই না, কন্যার দেশে গিয়া লোক হাসাইবে? বিষ্ণুর কথা শুনিয়া সকলে হাসিলেন ও নিজ নিজ দল লইয়া আলাদা আলাদা চলিলেন।

মনহীঁ মন মহেস মুসুকাহীঁ।
হরি কে ব্যঙ্গ বচন নহিঁ জাহীঁ।
অতি প্রিয় বচন সুনত হরি কেরে।
ভৃঙ্গিহিঁ প্রেরি সকল গন টেরে।

টেরে—একত্র করিলেন॥ (বিষ্ণু ত ইহাই জানাইতেছিলেন যে, বরযাত্রী কেমন সুন্দর সাজিয়াছে, আর বর দেখিয়া লোক হাসিবে। কিন্তু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—বরের মত বরযাত্রী হয় নাই—ইহারা লোক হাসাইবে। ইহা শুনিয়া)

মনে মনেই শিব হাসিলেন। ভাবিলেন হরির ব্যঙ্গ বৃথা হয় না। হরির অতি প্রিয় কথা শুনিয়া শিব ভৃঙ্গীকে পাঠাইয়া শিবের সকল অনুচর একত্র করিলেন।

সিব অনুসাসন সুনি সব আয়ে।
প্রভু পদ জলজ সীস তিন্হ নায়ে।
নানা বাহন নানা বেখা।
বিহঁসে সিব সমাজ নিজ দেখা॥

অনুসাসন—আজ্ঞা। তিন্হ—তাঁহারা। বেখা—বেশ। দেখা—দেখিলেন॥ শিবের আজ্ঞা শুনিয়া সকলে আসিয়া প্রভুর পাদপদ্মে প্রণাম করিল। তাহারা নানা বাহনে চড়িয়া নানা বেশে আসিল। শিব নিজের দল দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। (এইবার বরের যোগ্য বরযাত্রী হইল)।

কোউ মুখহীন বিপুলমুখ কাহূ।
বিনু পদ কর কোউ বহু পদ বাহূ॥
বিপুলনয়ন কোউ নয়নবিহীনা।
রিষ্টপুষ্ট কোউ অতি তনখীনা।

কেহ বা মুখহীন, কাহারও বা বিপুল মুখ, কাহারও হাত নাই, পা নাই, কাহারও অনেক হাত পা। কাহারো বিশাল চক্ষু, কাহারো চোখ নাই, কেহ মোটা সোটা আবার কেহ খুব পাতলা।

ছন্দ—
তনখীন কোউ অতি পীন পাবন কোউ অপাবন গতি ধরে।
ভূষন করাল কপাল কর সব সদ্য সোনিত তন ভরে।
খর স্বান সুঅর সৃগাল মুখ গন বেষ অগনিত কো গনৈ।
বহু জিনিস প্রেত পিসাচ জোগি জমাত বরনত নহিঁ বনৈ॥

কেহ বা ক্ষীণ-দেহ, কেহ মোটা, কাহারও পবিত্র কাহারও অপবিত্র দেহ। কাহারও ভূষণ ভয়ঙ্কর, তাহাদের হাতে তাজা রক্ত মাখা নরকপাল। কাহারও মুখ কুকুর, গাধা, শুয়র, শেয়ালের মত। কত যে অসংখ্য বেশ তাহা কে গণিবে? নানা প্রেত পিশাচ যোগিণীর দল ছিল, কত তাহার ঠিকানা নাই।

সোঃ—
নাচহিঁ গাবহিঁ গীত পরম তরঙ্গী ভূত সব।
দেখত অতি বিপরীত বোলহিঁ বচন বিচিত্র বিধি।

তরঙ্গী—যাহারা যাহা খুসী করে, বেপরোয়া॥ নানা বেপরোয়া ভূত আনন্দে নাচ গান করিতেছিল। দেখিতে তাহারা অতি ভয়ানক। তাহাদের কথাবার্তার ধরণও বিচিত্র।

১১৮॥ **জস দুলহ তসি বনী বরাতা।**
কৌতুক বিবিধ হোহিঁ মগ জাতা॥
ইহাঁ হিমাচল রচেউ বিতানা।
অতি বিচিত্র নহিঁ জাই বখানা॥

জস—যেমন। দুলহ—বর। কৌতুক—মজা। মগ—পথ। বিতানা—মণ্ডপ॥ যেমন বর, এইবার তেমনি তাহার বরযাত্রী হইয়াছিল। পথে চলিতে নানা মজা হইয়াছিল। এদিকে হিমাচল অতি বিচিত্র মণ্ডপ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

সৈল সকল জহঁ লগি জগ মাহীঁ।
লঘু বিসাল নহি বরনি সিরাহীঁ॥
বন সাগর সব নদী তলাবা।
হিম গিরি সব কহ নেবতি পঠাবা॥

জহঁ লগি—যে পর্যন্ত, যত। লঘু—ছোট। নেবতি—নিমন্ত্রণ॥ হিমাচল সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সকল প্রকার শৈল, পৃথিবীতে যত প্রকার বড় ছোট পর্বত আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। আর বন, সাগর, নদ, নদী, পুকুর এ সকলকেই নিমন্ত্রণ পাঠান হইয়াছিল।

কামরূপ সুন্দর তনু ধারী।
সহিত সমাজ সোহ বর নারী॥
আয়ে সকল হিমাচল গেহা।
গাবহিঁ মঙ্গল সহিত সনেহা॥

কামরূপ—ইচ্ছামত রূপ ধারণকারী। সোহ—সোভা পাইতেছিল॥ ইচ্ছামত সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া সস্ত্রীক সদল বলে সকলে হিমাচলের ঘরে আসিয়া শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার প্রীতির সহিত মঙ্গল গীত গাইতেছিলেন।

প্রথমহিঁ গিরি বহু গৃহ সবঁরায়ে।
জথাজোগ জহঁ তহঁ সব ছায়ে॥
পুর সোভা অবলোকি সুহাঈ।
লাগই লঘু বিরঞ্চিনিপুনাঈ॥

ছায়ে—ছাউনি করিয়াছিলেন, বাস লইয়াছিলেন। গিরিরাজ প্রথমেই অনেক বাড়ী সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। যেখানে যাহার যোগ্য সেই মত বাসস্থান তাঁহারা লইয়াছিলেন। নগরের সুন্দর শোভা দেখিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নিপুণতাও খাটো বলিয়া ঠেকিতেছিল।

ছন্দ—
লঘু লাগি বিধি কী নিপুনতা অবলোকি পুরসোভা সহী।
বন বাগ কূপ তড়াগ সরিতা সুভগ সব সক কো কহী॥
মঙ্গল বিপুল তোরন পতাকা কেতু গৃহ গৃহ সোহহীঁ।
বনিতা পুরুষ সুন্দর চতুর ছবি দেখি মুনি মন মোহহীঁ॥

নগরের সৌন্দর্য দেখিয়া বিধাতার নিপুণতাও উহার তুলনায় কম মনে হইতেছিল। বন, বাগ, কূপ ও সরোবরের ও নদী সকলের সৌন্দর্য যে কেমন হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। বড় বড় মঙ্গল তোরণ ও পতাকা ঘরে ঘরে সাজান হইয়াছিল। সেখানকার সুন্দর ও চতুর স্ত্রী পুরুষের সৌন্দর্য দেখিয়া মুনিগণেরও মন মুগ্ধ হয়।

জগদম্বা জহঁ অবতরী সো পুর বরনি কি জাই।
রিদ্ধি সিদ্ধি সংপত্তি সুখ নিত নূতন অধিকাই॥

জগৎমাতা যেখানে জন্মিয়াছেন, সে স্থানের কথা বর্ণনা করা যায় না। সেখানে ঋদ্ধি সিদ্ধি সম্পত্তি ও সুখ নিত্যই বাড়িয়া যাইতেছিল।

১১৯॥ **নগর নিকট বরাত সুনি আঈ।**
পুর খরভর সোভা অধিকাঈ॥
করি বনাব সজি বাহন নানা।
চলে লেন সাদর অগবানা॥

খরভর—ধুমধাম, চঞ্চলতা। বনাব—ঘটা। লেন—লইয়া আসিতে। অগবানা—আগু হইয়া আনিতে॥ নগরের নিকটে বরযাত্রী আসিল শুনিয়া পুরীতে বড় ধুমধাম আরম্ভ হইল, শোভা আরো বাড়িল। লোকেরা ঘটা করিয়া, নানা বাহন সাজাইয়া সাদরে আগু হইয়া আনিতে চলিল।

হিয় হরষে সুর সেন নিহারী।
হরিহি দেখি অতি ভয়ে সুখারী॥
সিবসমাজ জব দেখন লাগে।
বিডরি চলে বাহন সব ভাগে॥

হরিহি—বিষ্ণু। বিডরি—ডরাইয়া, ভয় পাইয়া॥ দেবসেনা দেখিয়া সকলের হৃদয়ে আনন্দ হইল ও বিষ্ণুকে দেখিয়া সকলে অতিশয় সুখী হইল, কিন্তু যখন শিবের দলবল দেখিতে লাগিল, তখন সব বাহন ভয়ে পালাইতে লাগিল।

ধরি ধীরজু তহঁ রহে সয়ানে।
বালক সব লই জীব পরানে॥
গয়ে ভবন পূছহিঁ পিতু মাতা।
কহহিঁ বচন ভয় কম্পিত গাতা॥

ধীরজু—ধৈর্য। সয়ানে—চতুর। লই—লইয়া। জীব—প্রাণ। পরানে—পালাইল। গয়ে—গেল॥

যাহারা চতুর ছিল তাহারা ধৈর্য ধরিয়া রহিয়া গেল, কিন্তু বালকেরা প্রাণ লইয়া পালাইল। বাড়ী গেলে পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—

কহিয় কহা কহি জাই ন বাতা।
জম কর ধারি কিধোঁ বরিআতা।
বর বৌরাহ বরদ অসবারা।
ব্যাল কপাল বিভূষন ছারা॥

কহিয় কহা—বলিব কি। অসবারা—শোয়ার। ব্যাল—সাপ। বিভূষণ—ভূষণ, অলঙ্কার, সজ্জা। ছারা—ছাই॥ বলিব কি, সে কথা ত বলাই যায় না। উহারা বরযাত্রী না যমের সৈন্য। বর পাগলা, সে বলদে চড়িয়া আছে। তাহার কপালে সাপ। সে নরকপাল লইয়া ও গায়ে ছাই মাখিয়া সাজিয়াছে।

ছন্দ

তন ছার ব্যাল কপাল ভূষন নগন জটিল ভয়ঙ্করা।
সঁগ ভূত প্রেত পিসাচ জোগিনি বিকটমুখ রজনীচরা॥
জো জিয়ত রহিহি বরাত দেখত পুন্য বড় তেহি কর সহী।
দেখিহি সো উমাবিবাহ ঘর ঘর বাত অস লরিকন্‌হ কহী॥

তনছার—শরীরে ছাই মাখা। কপাল—নর-কপাল। নগন—ন্যাংটা। জটিল—জটাধারী। রজনীচরা—রাক্ষস-সমূহ। তেহিকর—তাহার। লরিকন্‌হ—ছেলেরা॥ বরের গায়ে ছাই, আর তাহার ভূষণ হইতেছে সাপ, আর নর-কপাল। বর ন্যাংটা জটাধারী ও দেখিতে ভয়ঙ্কর। তাহার সঙ্গে ভূত, প্রেত, পিশাচ, যোগিনী ও বিকটাকার রাক্ষস। যে এই বরযাত্রী দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিবে, তাহার নিশ্চয়ই বড় পুণ্যের জোর, সেই উমার বিবাহ দেখিতে পাইবে। ছেলেরা ঘরে ঘরে এই কথাই বলিতেছিল।

সমুঝি মহেস সমাজ সব জননি জনক মুসুকাহিঁ।
বাল বুঝায়ে বিবিধ বিধি নিডর হোহু ডর নাহিঁ॥

বাপ মা মহেশ্বরের দলের কথা বুঝিতে পারিয়া হাসে, ও ছেলেদিগকে 'ভয় নাই নির্ভয় হও' বলিয়া নানা প্রকারে বুঝায়।

১২০॥ **লই অগবান বরাতহি আয়ে।**
দিয়ে সবহি জনবাস সুহায়ে॥
মৈনা সুভ আরতী সঁবারী।
সঙ্গ সুমঙ্গল গাবহিঁ নারী॥

জনবাস—বাসাবাড়ী। মৈনা—মেনকা। সঁবারী—সাজাইয়া॥ আগুয়ানেরা বরযাত্রী লইয়া আসিল ও সকলকে সুন্দর বাসাবাড়ী দিল। এদিকে মেনকা শুভ আরতি সাজাইলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন নারীরা, তাঁহারা সুমঙ্গল গান করিতেছিলেন।

কঞ্চনথার সোহ বরপানী।
পরিছন চলী হরহিঁ হরষানী॥
বিকটবেষ রুদ্রহিঁ জব দেখা।
অবলন্‌হ উর ভয় ভয়উ বিসেখা॥

সোহ—শোভা পাইয়াছিল। পরিছন—আরতি। অবলন্‌হ—অবলাদিগের, স্ত্রীদের। বিসেখা—বিশেষ॥ সুন্দর হাতে সোনার থালা সাজাইয়া আনন্দিত মনে শিবকে আরতি করিতে চলিলেন। রুদ্রের বিকট বেশ দেখিতে পাইয়া স্ত্রীলোকদের মনে বিশেষ ভয় হইল।

ভাগি ভবন পৈঠীঁ অতি ত্রাসা।
গয়ে মহেস জহাঁ জনবাসা॥
মৈনা হৃদয় ভয়উ দুখ ভারী।
লীন্‌হী বোলি গিরীসকুমারী॥

পৈঠীঁ—প্রবেশ করিল। বোলি—ডাকিয়া। গিরীস-কুমারী—পার্বতী॥ স্ত্রীলোকেরা অতি ভয়ে পালাইয়া বাড়ীতে ঢুকিল। যেখানে বাসা বাড়ী ছিল, শিব সেখানে গেলেন। মেনকার হৃদয়ে দুঃখ হইল, তিনি পার্বতীকে ডাকিয়া আনিলেন।

অধিক সনেহ গোদ বৈঠারী।
স্যামসরোজ নয়ন ভরি বারী॥
জেহি বিধি তুম্‌হহিঁ রূপু অস দীন্‌হা।
তেহি জড় বর বাউর কস কীন্‌হা॥

সনেহ—স্নেহ। গোদ—কোল। শ্যাম সরোজ—নীলপদ্ম। অস—এমন। জেহি—যে। বাউর—পাগল। কস—কেমনে॥ মেনকার নীলপদ্মের মত চক্ষু জলে ভরিয়াছিল। তিনি বড় আদর করিয়া পার্বতীকে কোলে বসাইয়া বলিলেন—যে বিধাতা তোমাকে এমন সুন্দর রূপ দিলেন, তিনিই কেমন করিয়া তোমাকে এমন জড়ের মত ও পাগল বর দিলেন?

ছন্দ—

কস কীন্‌হ বর বৌরাহ বিধি জেহি তুম্‌হহিঁ সুন্দরতা দঈ।
জো ফলু চহিয় সুরতরুহিঁ সো বরবস ববুরহিঁ লাগঈ।
তুম্‌হ সহিত গিরি তে গিরউঁ পাবক জরউঁ জলনিধি মহঁ পরউঁ।
ঘর জাউ অপজসু হোউ জগ জীবত বিবাহ ন হৌঁ করউঁ।

যে বিধি তোমাকে সুন্দর করিলেন, তিনি কেমন করিয়া তোমাকে পাগল বর দিলেন। কল্পতরুর ফল চাহিয়াছিলাম, বিধাতা জোর করিয়া বাবলা গাছ লাগাইয়া দিলেন। উমা, তোমাকে লইয়া পর্বত হইতে ঝাঁপ দিব। আগুনে জ্বলিব, সমুদ্রে পড়িব। ঘর যাউক, অপযশ হউক, বাঁচিয়া থাকিতে তোমার বিবাহ দিব না।

ভঈঁ বিকল অবলা সকল দুখিত দেখি গিরিনারি।
করি বিলাপু রোদতি বদতি সুতা সনেহু সঁভারি।

ভঈঁ—হইল। গিরিনারি—মেনকা। সঁভারি—স্মরণ করিয়া॥ মেনকাকে দুঃখিত দেখিয়া সকল স্ত্রীরা দুঃখিত হইল। মেনকা পার্বতীর প্রতি স্নেহ স্মরণ করিয়া বিলাপ করিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিলেন—

১২১॥ **নারদ কর মৈঁ কাহ বিগারা।**
ভবন মোর জিন্হ বসত উজারা॥
অস উপদেসু উমহিঁ জিন্হ দীন্হা।
বৌরে বরহিঁ লাগি তপু কীন্হা॥

নারদকর—নারদের। মৈঁ—আমি। কাহ—কি। বিগারা—অনিষ্ট করিয়াছি। বসত ভবন—ভরা বাড়ী। উজারা—উজাড় করিল। অস—এমন। জিন্হ—যিনি। বৌরে—পাগল॥

নারদের আমি কি করিয়াছি যে, তিনি আমার ভরা ঘর উজাড় করিয়া দিলেন? নারদ উমাকে এমনই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, উমা পাগল বরের জন্য তপস্যা করিল।

সাঁচেহু উন্হকে মোহ ন মায়া।
উদাসীন ধনু ধামু ন জায়া॥
পর-ঘর-ঘালক লাজ ন ভীরা।
বাঁঝ কী জান প্রসব কী পীরা॥

সাঁচেহু—সত্যই। উনহকে—উঁহার। জায়া—স্ত্রী। ঘালক—ঘাতক, নাশকারী। ভীরা—ভয়।

সত্যই নারদের মোহ মায়া নাই; সে উদাসীন, তাঁহার ধন বা বাড়ীঘর বা স্ত্রী নাই। সে পরের ঘর নাশ করিয়া বেড়ায়, না আছে লজ্জা না আছে ভয়। সে ঝাঁঝা স্ত্রী, সে প্রসব বেদনা কেমন করিয়া বুঝিবে?

জননিহিঁ বিকল বিলোকি ভবানী।
বোলী জুত বিবেক মৃদুবানী।
অস বিচারি সোচহি মতি মাতা।
সো ন টরই জো রচই বিধাতা।

সোচহি—শোক করা। মতি মাতা—মা করিও না। ন টরই—টলিবেনা। মাকে বিকল দেখিয়া উমা জ্ঞান পূর্ণ মৃদুবাক্য বলিলেন—মা, বিধাতা যাহা রচনা করিয়া রাখিয়াছেন তাহা ত টলিবে না। ইহা বিচার করিয়া তুমি শোক করিও না।

করম লিখা জৌ বাউর নাহু।
তৌ কত দোষ লগাইয় কাহু।
তুম্হ সন মিটহিঁ কি বিধি কে অঙ্কা।
মাতু ব্যর্থ জনি লেহু কলঙ্কা॥

করম—কর্মফল, ভাগ্য। বাউর—পাগল। কত—কেন। তুম্হসন—তোমার জন্য। অঙ্কা—অঙ্ক, লেখা। জনি লেহু—লইও না॥

যদি পাগলের সহিত বিবাহই ভাগ্যে লেখা থাকে, তবে কাহাকেও দোষ দিয়া কি হইবে? তোমার জন্য বিধাতার লেখা কি বদলাইবে? মা, মিছামিছি কলঙ্ক লইও না।

ছন্দ—
জনি লেহু মাতু কলঙ্কু করুনা পরিহরহু অবসরু নহীঁ।
দুখু সুখু জো লিখা লিলার হমরে জাব জহঁ পাউব তহীঁ॥
সুনি উমাবচন বিনীত কোমল সকল অবলা সোচহীঁ।
বহু ভাঁতি বিধিহি লগাই দূষন নয়ন বারি বিমোচহীঁ।

লিলার—কপালে। হমরে—আমার। জাব—যাইব। জহঁ—যেখানে। তহীঁ—সেখানে। সোচহীঁ—শোক করিতে লাগিল॥ মা, কলঙ্ক লইও না। করুণা করা ছাড়, এখন সে সময় নয়। বিধাতা আমার কপালে যে দুঃখ বা সুখ লিখিয়াছেন তাহা যেখানে যাইব সেখানেই পাইব। উমার কোমল বিনয় বাক্য শুনিয়া সকল স্ত্রীরা শোক করিতে লাগিল ও দৈবকে নানাপ্রকার দোষ দিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

তেহি অবসর নারদ সহিত অরু রিষিসপ্ত সমেত।
সমাচার সুনি তুহিনগিরি গবনে তুরিত নিকেত॥

তুহিন-গিরি—হিমালয়। তুরিত—তাড়াতাড়ি। নিকেত—ঘর॥ সংবাদ শুনিয়া নারদ ঋষি সপ্তর্ষি সঙ্গে লইয়া সেই সময় তাড়াতাড়ি হিমালয়ের ঘরে আসিলেন।

১২২॥ **তব নারদ সবহী সমুঝাবা।**
পূরব কথা প্রসঙ্গ সুনাবা।
মৈনা সত্য সুনহু মম বানী।
জগদম্বা তব সুতা ভবানী।

তখন নারদ মুনি সকলকে বুঝাইলেন, পূর্বের কাহিনী শুনাইলেন ও বলিলেন—মেনকা, আমার কথা সত্য, তুমি শোন; তোমার কন্যা ভবানী জগৎমাতা।

অজা অনাদি শক্তি অবিনাশিনি।
সদা সম্ভু অরধঙ্গ নিবাসিনি॥
জগ সম্ভব পালন লয় কারিনি।
নিজ ইচ্ছা লীলা বপু ধারিনি।

পার্বতী হইতেছেন অজ, অনাদি, অবিনাশী শক্তি। তিনি সর্বদা শম্ভুর অর্ধাঙ্গে বাস করেন। তিনি জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহারকারিণী। নিজ ইচ্ছায় লীলা করিয়া শরীর ধারণ করিয়াছেন।

জনমী প্রথম দচ্ছগৃহ জাঈ।
নাম সতী সুন্দর তনু পাঈ।
তহঁউ সতী শঙ্করহি বিবাহীঁ।
কথা প্রসিদ্ধ সকল জগ মাহীঁ।

ইনি সতী নাম লইয়া সুন্দর দেহ ধারণ করিয়া প্রথমে দক্ষের ঘরে গিয়া জন্মিয়াছিলেন। সেখানেও সতী শঙ্করকে বিবাহ করেন। এ সকল কথা জগতে প্রসিদ্ধই আছে।

এক বার আবত সিব সঙ্গা।
দেখেউ রঘুকুল কমল পতঙ্গা॥
ভয়উ মোহ সিব কহা ন কীন্হা।
ভ্রমবস বেষ সীয় কর লীন্হা॥

পতঙ্গা—সূর্য। ভয়েউ—হইয়াছিল। সীয়—সীতা॥ একবার শিবের সঙ্গে আসিতে আসিতে, সতী রঘুকুল-কমলের সূর্যের মত রামচন্দ্রকে দেখেন। সতীর মোহ হয়। তিনি শিবের কথা শুনেন না, ভুল করিয়া সীতার বেশ ধারণ করেন।

ছন্দ -

সিয়বেষ সতী জো কীন্হ তেহি অপরাধ শঙ্কর পরিহরী।
হরবিরহ জাই বহোরি পিতু কে জগ্য জোগানল জরী॥
অব জনমি তুম্হরে ভবন নিজপতি লাগি দারুন তপু কিয়া।
অস জানি সংসয় তজহু গিরিজা সর্বদা শঙ্কর প্রিয়া॥

সীতার বেশ লওয়ার জন্য সতীকে শঙ্কর ত্যাগ করেন। তখন শিবের বিরহে সতী পিতার ঘরে যান ও যজ্ঞের যোগাগ্নিতে নিজের দেহ জ্বালাইয়া ফেলেন। এখন তোমার ঘরে জন্মিয়া নিজের স্বামীর জন্য দারুণ তপস্যা করিয়াছেন। এ কথা জানিয়া সন্দেহ ত্যাগ কর। গিরিজা সর্বদা শিবের প্রিয়া।

সুনি নারদ কে বচন তব সব কর মিটা বিষাদ।
ছন মহঁ ব্যাপেউ সকল পুর ঘর ঘর যহ সংবাদ॥

ছন মহঁ—মুহূর্ত মধ্যে। ব্যাপেউ—রাষ্ট্র হইল। যহ—এই।

তখন নারদের কথা শুনিয়া সকলের দুঃখ দূর হইল। মুহূর্তেই নগরের সকল ঘরে ঘরে এই সংবাদ রটিয়া গেল।

১২৩। **তব মৈনা হিমবন্ত অনন্দে।**
পুনি পুনি পারবতীপদ বন্দে॥
নারি পুরুষ সিসু জুবা সয়ানে।
নগর লোগ সব অতি হরষানে॥

অনন্দে—আনন্দ পাইলেন। পুনিপুনি—পুনঃ পুনঃ, বার বার। সয়ানে—বড়, বুড়া। হরষানে—আনন্দিত হইল।

তখন মেনকা ও হিমালয়ের আনন্দ হইল, বারবার তাঁহারা পার্বতীর পদ বন্দনা করিলেন। নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক ও বুড়া নগরের সমস্ত লোকের বড় আনন্দ হইল।

লগে হোন পুর মঙ্গল গানা।
সজে সবহি হাটকঘট নানা॥
ভাঁতি অনেক ভঈ জেবনারা।
সূপসাস্ত্র জস কছু ব্যবহারা।

হাটকঘট—সোনার কলস। জেবনারা—আহার্য, খাওয়ার জিনিষ। সূপসাস্ত্র—রান্নার শাস্ত্র॥ নগরে মঙ্গল গান হইতে লাগিল। সকলে নানা সোনার কলস সাজাইল। পাক-শাস্ত্রের ব্যবহার অনুসারে অনেক প্রকার রান্না হইল।

সো জেবনার কি জাই বখানী।
বসহিঁ ভবন জেহি মাতু ভবানী॥
সাদর বোলে সকল বরাতী।
বিষ্ণু বিরঞ্চি দেব সব জাতী॥

যে বাড়ীতে স্বয়ং মাতা ভবানী বাস করেন, সেখানকার আহার্য আর কি বর্ণনা করিব। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ইত্যাদি সকল জাতীয় বরযাত্রী দেবতাদিগকে ডাকিয়া আনা হইল।

বিবিধি পাঁতি বৈঠী জেবনারা।
লগে পরোসন নিপুন সুআরা॥
নারিবৃন্দ সুর জেঁবত জানী।
লগীঁ দেন গারী মৃদুবানী॥

সুআরা—পাচকেরা। জেঁবত—খাইতেছে। গারী—গালি॥

নিমন্ত্রিতেরা অনেক প্রকারে পংক্তি করিয়া খাইতে বসিলেন। নিপুণ পাচকেরা পরিবেশন করিতে লাগিল। দেবতারা খাইতেছেন জানিয়া স্ত্রীলোকেরা কোমল স্বরে গালি দিয়া গান করিতে লাগিলেন।

ছন্দ—

গারী মধুর স্বর দেহিঁ সুন্দরি ব্যঙ্গ বচন সুনাবহীঁ।
ভোজন করহিঁ সুর অতি বিলম্ব বিনোদ সুনি সচুপাবহীঁ॥

জৌঁ বত জো বত্তৌ অনন্দ সো মুখ কোটিহু ন পরই কহ্যৌ।
উঁচবাই দীন্হে পান গবনে বাস জহঁ জাকো রহ্যৌ॥

স্ত্রীরা মধুর স্বরে গালি দিতেছিল ও ব্যঙ্গ বাক্য শুনাইতেছিল। দেবতাগণ শুনিয়া আনন্দ পাইতেছিলেন। তাঁহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া খাইতে লাগিলেন ও চুপ করিয়া গালি শুনিতে লাগিলেন। খাওয়ার সময় যে আনন্দ বাড়িয়াছিল তাহা কোটি মুখেও কহা যায় না। আঁচান হইলে ও পান দেওয়া হইলে দেবতারা যে যাঁহার থাকার স্থানে গেলেন।

বহুরি মুনিন্হ হিমবন্ত কহঁ লগন সুনাঈ আই।
সময় বিলোকি বিবাহ কর পঠয়ে দেব বোলাই॥

পরে মুনিরা লগ্নের সময় হওয়ায় হিমালয়কে জানাইয়া গেলেন। তিনি বিবাহের সময় দেখিয়া দেবতাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

১২৪॥ **বোলি সকল সুর সাদর লীন্হে।**
সবহিঁ জথোচিত আসন দীন্হে॥
বেদী বেদবিধান সবাঁরী।
সুভগ সুমঙ্গল গাবহিঁ নারী॥

সাদরে দেবতাদিগকে আনাইয়া সকলকেই যথাযোগ্য আসন দিলেন। বৈদিক রীতিতে বেদী সাজান হইয়াছিল। সুন্দরী স্ত্রীরা মঙ্গলাচার গাহিতেছিল।

সিংহাসন অতিদিব্য সুহাবা।
জাই ন বরনি বিচিত্র বনাবা।
বৈঠে সিব বিপ্রন্হ সির নাঈ।
হৃদয় সুমিরি নিজ প্রভু রঘুরাঈ॥

সুবাহা—সুন্দর। বিচিত্রবনাবা—বিচিত্র তৈয়ারী। সুমিরি—স্মরণ করিয়া॥ এক অতি দিব্য সুন্দর সিংহাসন ছিল। উহা এত বিচিত্র ভাবে তৈয়ারী যে বর্ণনা করা যায় না। ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া শিব সেই সিংহাসনে বসিলেন।

বহুরি মুনীসন্হ উমা বোলাঈ।
করি সিঙ্গার সখী লেই আঈ॥
দেখত রূপ সকল সুর মোহে।
বরনই ছবি অস জগ কবি কো হে॥

মুনীসন্হ—মুনীশ্বরগণ. সিঙ্গার—সাজ সজ্জা॥ মুনীশ্বরগণ উমাকে লইয়া আসিতে বলায় সাজ সজ্জা করিয়া সখীগণ তাহাকে লইয়া আসিল। উমার রূপ দেখিয়া সকল দেবতারাই মুগ্ধ হইলেন। সেরূপ বর্ণনা করার মত কবি জগতে কে আছে?

জগদম্বিকা জানি ভববামা।
সুরন্হ মনহিঁ মন কীন্হ প্রনামা॥
সুন্দরতা মরজাদ ভবানী।
জাই ন কোটিন বদন বখানী॥

ভববামা—শিবানী। সুরন্হ—দেবতাগণ॥ শিবপত্নীকে জগদম্বা জানিয়া দেবতাগণ মন মনেই প্রণাম করিলেন। ভবানীর সৌন্দর্যের সীমা কোটি মুখেও বর্ণনা করা যায় না।

ছন্দ—

কোটিহু বদন নহিঁ বনই বরনত জগ জননি সোভা মহা।
সকুচহিঁ কহত শ্রুতি সেষ সারদ মন্দমতি তুলসী কহা॥
ছবিখানি মাতু ভবানি গবনী মধ্য মণ্ডপ সিব জহাঁ।
অবলোকি সকই ন সকুচি পতি পদ কমল মনমধুকর তহাঁ॥

জগৎজননীর মহা সৌন্দর্য কোটি মুখেও বর্ণনা করা যায় না। ঐরূপ বর্ণনা করিতে শেষনাগ ও সরস্বতীও সঙ্কোচ বোধ করেন, ক্ষুদ্র বুদ্ধি তুলসীর কথা আর কি বলিব? সৌন্দর্যের রাণী মাতা ভবানী যেখানে শিব ছিলেন সেখানে মণ্ডপের মাঝখানে গেলেন, কিন্তু লজ্জায় শিবের দিকে তাকাইতে পারিলেন না। তাঁহার মন-ভোমরা পতির পদকমলে লাগিয়া রহিল।

মুনি অনুসাসন গনপতিহিঁ পূজেউ সম্ভু ভবানি।
কোউ সুনি সংসয় করই জনি সুর অনাদি জিয় জানি।

মুনির আজ্ঞায় শম্ভু ও ভবানী গণেশের পূজা করিলেন। এ কথা শুনিয়া কেহ সন্দেহ করিবেন না, কেননা দেবতারা অনাদি ইহা জানিয়া রাখা চাই।

১২৫॥ **জসি বিবাহ কৈ বিধি শ্রুতি গাঈ।**
মহামুনিন্হ সো সব করবাঈ।
গহি গিরীস কুস কন্যা পানী।
ভবহি সমরপী জানি ভবানী।

বেদে বিবাহের যে রীতি আছে মহামুনিরা সে সকল রীতি পালন করাইলেন। গিরিরাজ কুশ ও কন্যার হাত হাতে লইয়া উহাকে ভবানী জানিয়া শঙ্করকে সমর্পণ করিলেন।

পানিগ্রহন জব কীন্হ মহেসা।
হিয়া হরষে তব সকল সুরেসা।
বেদমন্ত্র মুনিবর উচ্চরহীঁ।
জয় জয় জয় শঙ্কর সুর করহীঁ।

শিব পাণি গ্রহণ করিলে সকল দেবতাদের মনে সুখ হইল। মুনিবর বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ও দেবতারা জয় জয় শঙ্করের জয় বলিলেন।

বাজন বাজহিঁ বিবিধ বিধানা।
সুমনবৃষ্টি নভ ভই বিধি নানা॥
হর গিরিজা কর ভয়উ বিবাহু।
সকল ভুবন ভরি রহা উছাহু॥

নানা প্রকারের বাজনা বাজিতে লাগিল। আকাশে নানাপ্রকার পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। হরপার্বতীর বিবাহ হইল। সকল ভুবন আনন্দে ভরিয়া গেল।

দাসী দাস তুরগ রথ নাগা।
ধেনু বসন মনি বস্তু বিভাগা॥
অন্ন কনকভাজন ভরি জানা।
দাইজ দীন্হ ন জাই বখানা॥

বরকে যে দান দেওয়া হইল তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। দাসদাসী, ঘোড়া, রথ, হাতী, গাভী, বস্ত্র, মণি ও নানা প্রকারের বস্তু, সোনার থালায় সাজান অন্ন ইত্যাদি দান দেওয়া হইল।

ছন্দ—
দাইজ দিয়ো বহু ভাঁতি পুনি কর জোরি হিমভূধর কহ্যো।
কা দেউঁ পূরনকাম শঙ্কর চরনপঙ্কজ গহি রহ্যো॥
শিব কৃপাসাগর সসুর কর সন্তোষ সব ভাঁতিহি কিয়ো।
পুনি গহে পদপাথোজ মৈনা প্রেমপরিপূরন হিয়ো॥

সসুরকর—শ্বশুরের। সবভাঁতিহি—সকল রকমে। পদপাথোজ—চরণকমল॥ নানা প্রকার দান দিয়া হিমাচল হাতজোড় করিয়া বলিলেন—হে শঙ্কর, তোমার কাম্য কিছুই নাই, তুমি পূর্ণকাম। এই বলিয়া তিনি তাঁহার পায়ে ধরিয়া রহিলেন। কৃপাসাগর শিব তখন সকল রকমেই শ্বশুরকে পরিতুষ্ট করিলেন। মেনকা তাহার পর শিবের পদ স্পর্শ করিলেন ও তাঁহার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—

নাথ উমা মম প্রান সম গৃহকিঙ্করী করেহু।
ছমেহু সকল অপরাধ অব হোই প্রসন্ন বর দেহু।

হে নাথ, উমা আমার প্রাণের সমান প্রিয়, তাহাকে তোমার ঘরের দাসী করিও। এখন আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর, প্রসন্ন হইয়া বর দাও।

১২৩॥ **বহু বিধি সম্ভু সাসু সমুঝাঈ।**
গবনী ভবন চরন সিরু নাঈ॥
জননী উমা বোলি তব লীন্হী।
লেই উছঙ্গ সুন্দর সিখ দীন্হী।

শিব নানা রকমে শাশুড়ীকে বুঝাইলেন। তখন মেনকা প্রণাম করিয়া বাড়ী গেলেন। তারপর মেনকা উমাকে ডাকিয়া লইলেন ও কোলে বসাইয়া সুন্দর উপদেশ দিলেন।

করেহু সদা শঙ্কর পদ পূজা।
নারিধরম পতি দেব ন দূজা।
বচন কহত ভরি লোচন বারি।
বহুরি লাই উর লীন্হী কুমারী॥

সর্বদা শিবের পদ পূজা করিবে, পতিদেবতাকে পূজা করাই নারীর ধর্ম। কথা বলিতে বলিতে মেনকার চোখে জল ভরিয়া উঠিল, তিনি পুনরায় উমাকে হৃদয়ে লইলেন।

কত বিধি সৃজী নারি জগ মাহীঁ।
পরাধীন সপনেহু সুখ নাহীঁ॥
ভই অতি প্রেম বিকল মহতারী।
ধীরজ কীন্হ কুসময় বিচারী॥

ঈশ্বর নারীকে কেন সৃষ্টি করিলেন? নারী পরাধীন, স্বপনেও তাহার সুখ নাই। বলিতে বলিতে মা অতিশয় প্রেমে বিকল হইলেন, কিন্তু বৈকল্যের উপযুক্ত সময় নয় মনে করিয়া ধৈর্য ধরিলেন।

পুনি পুনি মিলতি পরতি গহি চরনা।
পরম প্রেমু কছু জাই ন বরনা॥
সব নারিন্হ মিলি ভেঁটি ভবানী।
জাই জননি উর পুনি লপটানী॥

উমা বার বার মাকে আলিঙ্গন করিতেছিলেন ও তাঁহার পায়ে পড়িতেছিলেন। সে পরম প্রেমের বর্ণনা করা যায় না। নারীরা সকলে ভবানীর সহিত দেখা করিলেন, তিনি আবার গিয়া মায়ের বুকে পড়িলেন।

ছন্দ—
জননী বহুরি মিলি চলী উচিত অসীস সব কাহূ দঈ।
ফিরি ফিরি বিলোকতি মাতু তন তব সখী লেই সিব পহঁ গঈ।
জাচক সকল সন্তোষি শঙ্কর উমা সহিত ভবন চলে।
সব অমর হরষে সুমন বরষি নিসান নভ বাজে ভলে॥

উমা আবার মায়ের সহিত দেখা করিয়া চলিলেন, সকলে তাঁহাকে যথাযোগ্য আশীর্বাদ দিলেন। উমা বার বার মায়ের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলেন। সখীরা তখন উমাকে লইয়া শিবের নিকটে গেল। শিব যাচকদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং উমাকে লইয়া ঘরে চলিলেন। দেবতারা তখন আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন ও আকাশে মধুর ডঙ্কা বাজিতে লাগিল।

চলে সঙ্গ হিমবন্ত তব পহুঁচাবন অতি হেতু।
বিবিধ ভাঁতি পরিতোষু করি বিদা কীন্হ বৃষকেতু॥

পহুঁচাবন—পহু ছাইতে। হেতু—প্রেম, প্রীতি॥

অতিশয় প্রীতির সহিত হিমালয় তখন তাঁহাকে পহুঁছাইয়া দিতে চলিলেন। শিব তাঁহাকে নানা প্রকারে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন।

১২৭॥ তুরত ভবন আয়ে গিরিরাঈ।
সকল সৈল সর লিয়ে বোলাঈ॥
আদর দান বিনয় বহু মানা।
সব কর বিদা কীন্হ হিমবানা।

হিমালয় শীঘ্রই ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সকল শৈল ও সরোবর ইত্যাদিকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে আদর করিলেন, দান দিলেন ও বহু সম্মান করিয়া সকলকে বিদায় করিলেন।

জবহিঁ সম্ভু কৈলাসহি আয়ে।
সুর সব নিজ নিজ লোক সিধায়ে॥
জগত মাতু পিতু সম্ভু ভবানী।
তেহি সিঙ্গারু ন কহউঁ বখানী॥

যখন শিব কৈলাসে আসিলেন তখন দেবগণ নিজ নিজ লোকে গেলেন। শিব ও ভবানী জগতের পিতা ও মাতা, সেই জন্য তাঁহাদের সাজ সজ্জার বর্ণনা করিব না।

করহিঁ বিবিধ বিধি ভোগ বিলাসা।
গনন্হ সমেত বসহিঁ কৈলাসা।
হর গিরিজা বিহার নিত নয়উ।
এহি বিধি বিপুল কাল চলি গয়উ॥

গনন্হ—গণসমূহ, অনুচরগণ। বিপুলকাল—দীর্ঘকাল॥ দেবতাদের কালের পরিমাপ মানুষের মত নয়, পার্বতী ত কত হাজার বৎসর তপস্যাই করেন।

তাঁহারা নানাপ্রকারে ভোগ বিলাসের সহিত গণদিগকে লইয়া কৈলাসে বাস করিতে লাগিলেন। হরপার্বতী নিত্য নূতন বিহার করিতে লাগিলেন। এইভাবে অনেক কাল চলিয়া গেল।

তব জনমেউ ষট বদন কুমারা।
তারকু অসুরু সমর জেহি মারা॥
আগম নিগম প্রসিদ্ধ পুরানা।
ষনমুখ জনম সকল জগ জানা॥

ষটবদনকুমারা—কার্তিকেয়। ষনমুখ—কার্তিক॥

তখন কার্তিকের জন্ম হয়। তিনিই তারকাসুরকে যুদ্ধে মারিয়াছিলেন। কার্তিকের কথা বেদাদিতে ও পুরাণে খ্যাত আছে। জগতের লোক তাঁহার জন্মের কথা জানে।

ছন্দ

জগুজান ষনমুখজনমু করমু প্রতাপু পুরুষারথু মহা।
তেহি হেতু মৈঁ বৃষকেতু সুত কর চরিত সংছেপহি কহা॥
যহ উমা সম্ভু বিবাহু জে নর নারি কহহিঁ জে গাবহীঁ।
কল্যান কাজ বিবাহ মঙ্গল সর্বদা সুখ পাবহীঁ।

কার্তিকের জন্ম, কর্ম, তাঁহার প্রতাপ ও মহা পুরুষার্থের কথা জগতের লোক জানে, সেইজন্য আমি তাঁহার চরিতকথা সংক্ষেপেই বলিলাম। এই উমাশম্ভু-বিবাহ যে নরনারী কল্যাণ কাজে ও বিবাহ-মঙ্গলে শোনে ও গায়, সে সর্বদা সুখ পাইবে।

চরিতসিন্ধু গিরিজারমন বেদ ন পাবহিঁ পারু।
বরনই তুলসীদাস কিমি অতি মতি মন্দ গবাঁরু॥

গিরিজারমন—শিব। মতিমন্দ—মন্দবুদ্ধি। গবারু—বেকুব॥

হর-পার্বতীর চরিত্র-সিন্ধুর বেদই পার পাইতে পারেন না, আর অতি অল্পবুদ্ধি, অজ্ঞান তুলসীদাস কেমন করিয়া বর্ণনা করিবে?

১২৮॥ সম্ভুচরিত সুনি সরস সুহাবা।
ভরদ্বাজ মুনি অতি সুখ পাবা।
বহু লালসা কথা পর বাঢ়ী।
নয়ন নীরু রোমাবলি ঠাঢ়ী।

এই সরস সুন্দর শম্ভুচরিত শুনিয়া ভরদ্বাজমুনি অতিশয় সুখ পাইলেন। এই কাহিনী শোনার লালসা তাঁহার বড় বাড়িয়া গেল। তাঁহার চোখে জল দেখা দিল ও শরীরে রোমাঞ্চ হইল।

প্রেমবিবস মুখ আব ন বানী।
দসা দেখি হরষে মুনি জ্ঞানী॥
অহো ধন্য তব জনম মুনীসা।
তুমহহি প্রান সম প্রিয় গৌরীসা।

ভরদ্বাজ প্রেমে বিবশ হইলেন, তাঁহার মুখ দিয়া কথা ফুটিতেছিল না। জ্ঞানী মুনি যাজ্ঞবল্ক্য ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন—হে মুনিশ, তোমার জন্ম ধন্য, তুমিই শিবের প্রাণসম প্রিয়।

সিব পদ কমল জিন্হহিঁ রতি নাহীঁ।
রামহিঁ তে সপনেহুঁ ন সুহাহীঁ॥
বিনু ছল বিস্বনাথ পদ নেহু।
রামভগত কর লচ্ছন এহু।

শিবের পদ-কমলে যাহার প্রীতি নাই, সে রামকে স্বপ্নেও ভালবাসে না। বিশ্বনাথ শিবের পায়ে ছল শূন্য ভক্তিই হইতেছে রাম ভক্তের লক্ষণ।

সিব সম কো রঘু পতি ব্রত ধারী।
বিনু অঘ তজী সতী অসি নারী।
পন করি রঘুপতি ভগতি দৃঢ়াঈ।
কো সিব সম রামহিঁ প্রিয় ভাঈ।

শিবের সমান রামচন্দ্রের জন্য ব্রতধারী আর কে আছেন? তিনি বিনা দোষে সতীর ন্যায় স্ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া রঘুপতির প্রতি ভক্তি দৃঢ় রাখিয়াছেন। হে ভাই, রামের নিকট আবার শিবের সমান প্রিয়ই বা কে আছে?

প্রথমহিঁ মৈঁ কহি সিবচরিত বুঝা মরমু তুম্হার।
সুচি সেবক তুম্হ রাম কে রহিত সমস্ত বিকার।

এই জন্যই আমি প্রথমে শিবচরিত বর্ণনা করিয়া তোমার মর্ম বুঝিলাম। তুমি রামচন্দ্রের পবিত্র ও সমস্ত বিকার-রহিত সেবক।

১২৯। মৈঁ জানা তুম্হার গুন সীলা।
কহউঁ সুনহু অব রঘুপতি লীলা।
সুনু মুনি আজু সমাগম তোরে।
কহি ন জাই জস সুখু মন মোরে॥

কহউঁ—বলিতেছি। সমাগম—সঙ্গ, মিলন॥

আমি তোমার গুণ ও শীলের কথা জানি। এখন রঘুনাথের লীলার কথা বলিতেছি শুন। আর শোন, মুনি, আজ তোমার সহিত মিলন হওয়ায় আমার মনে যে সুখ হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

রামচরিত অতি অমিত মুনীসা।
কহি ন সকহিঁ সতকোটি অহীসা।
তদপি জথাশ্রুত কহউঁ বখানী।
সুমিরি গিরাপতি প্রভু ধনু পানী।

অমিত—অসীম, যাহার মাপ নাই। অহীসা—শেষ নাগ, সহস্র মুখ। জথাশ্রুত—যেমন শুনিয়াছি। গিরাপতি—সরস্বতীর পতি, ব্রহ্মা॥ হে মুনীশ, রামচরিত অসীম, শেষ নাগ সহস্র মুখেও তাহা বলিয়া উঠিতে পারেন না। তথাপি যেমন শুনিয়াছি, বাণীপতি ও ধনুধারী রামকে স্মরণ করিয়া সেই মত ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছি—

সারদ দারুনারি সম স্বামী।
রাম সূত্রধর অন্তরজামী।
জেহি পর কৃপা করহিঁ জনু জানী।
কবি উর অজির নচাবহিঁ বানী।

দারুনারি—কাঠের পুতুল। সূত্রধর—যে সুতা ধরিয়া পুতুল নাচায়। অজির—আঙ্গিনা॥

সরস্বতী ত কাঠের পুতুলের ন্যায়, অন্তর্যামী স্বামী রামচন্দ্র সূত্রধর। যাহাকে নিজের জন জানিয়া কৃপা করেন, সেই কবির হৃদয়-আঙ্গিনায় তাঁহাকে নাচান।

প্রনবউঁ সোই কৃপাল রঘুনাথা।
বরনউঁ বিসদ তাসু গুনগাথা॥
পরমরম্য গিরিবরু কৈলাসু।
সদা জহাঁ সিব উমা নিবাসু॥

সেই কৃপালু রঘুনাথকে প্রণাম করি। তাঁহার বিমল গুণগাথা বর্ণনা করিব। গিরিবর কৈলাস পরম রমণীয়। সেইখানে শিব ও উমা সর্বদা বাস করেন।

সিদ্ধ তপোধন জোগিজন সুর কিন্নর মুনিবৃন্দ।
বসহিঁ তহাঁ সুকৃতী সকল সেবহিঁ সিব সুখকন্দ॥

সুকৃতি—পুণ্যাত্মা। সুখকন্দ সুখের মূল॥ সেখানে সিদ্ধ, তপস্বী, যোগী, দেবতা, কিন্নর, মুনিগণও পুণ্যাত্মারা বাস করেন ও সুখের মূলস্বরূপ শিবের সেবা করেন।

১৩০॥ হরি হরবিমুখ ধরমরতি নাহীঁ।
তে নর তহঁ সপনেহুঁ নহিঁ জাহীঁ॥
তেহি গিরি পর বট বিটপ বিসালা।
নিত নূতন সুন্দর সব কালা॥

যে ব্যক্তি হরি ও হরের প্রতি বিমুখ, যে ধর্মরত নয়, সে স্বপ্নেও সেখানে যায় না। সেই কৈলাস পর্বতে এক বিশাল বট আছে, ইহা সকল সময়েই নিত্য ও সুন্দর।

ত্রিবিধ সমীর সুসীতল ছায়া।
সিব বিশ্রাম বিটপ শ্রুতি গায়া॥
এক বার তেহি তর প্রভু গয়উ।
তরু বিলোকি উর অতি সুখু ভয়উ॥

সেখানে ত্রিবিধ বাতাস বয়। তাহার ছায়া সুশীতল। শ্রুতি (বেদে) বলে যে, উহা শিবের বিশ্রামের স্থান॥ একবার প্রভু বিশ্রামের জন্য সেই গাছের তলায় গিয়াছিলেন। গাছ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে অতিশয় সুখ হইল।

নিজ কর ডাসি নাগ রিপু ছালা।
বৈঠে সহজহিঁ সম্ভু কৃপালা॥
কুন্দ ইন্দু দর গৌর সরীরা।
ভুজ প্রলম্ব পরিধন মুনিচীরা॥

ডাসি—বিছাইয়া। নাগরিপু ছালা—হাতীর শত্রুর, সিংহের ছাল। মুনিচীরা—কৌপিন॥

কুন্দ ফুলের ন্যায়, পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ও শঙ্খের ন্যায়, গৌরবর্ণ, দীর্ঘ বাহু, কৌপীন-পরা, কৃপাল শিব নিজ হাতে সিংহছাল বিছাইয়া স্বাভাবিক ভাবে সেখানে বসিলেন।

তরুন অরুন অম্বুজ সম চরনা।
নখদ্যুতি ভগত হৃদয় তম হরনা॥
ভুজগ ভূতি ভূষন ত্রিপুরারী।
আননু সরদ চন্দ ছবি হারী॥

ত্রিপুরারি শিবের চরণ নূতন সূর্যের ন্যায় ও পদ্মের ন্যায় লাল। তাঁহার নখের জ্যোতি ভক্ত-হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে। তাঁহার ভূষণ হইতেছে সাপ ও ভস্ম। তাঁহার মুখ শরৎ-চন্দ্রের সৌন্দর্যকে হারাইয়া দেয়।

জটামুকুট সুরসরিত সির লোচননলিন বিসাল।
নীলকণ্ঠ লাবন্যনিধি সোহ বালবিধু ভাল॥

মাথায় তাঁহার জটার মুকুট ও গঙ্গা। তাঁহার বিশাল চোখ পদ্মের মত। তাঁহার কণ্ঠ নীল। তিনি লাবণ্যের সমুদ্র। তাঁহার কপালে দ্বিতীয়ার চাঁদ শোভা পাইতেছে।

১৩১॥ **বৈঠে সোহ কামরিপু কৈসে।**
ধরে সরীর সান্তরস জৈসে॥
পারবতী ভল অবসরু জানী।
গঈঁ সম্ভু পহঁ মাতু ভবানী॥

মদনারি শিব সেখানে বসিলে এমন শোভা হইতেছিল যে, যেন শান্তরস শরীর ধরিয়া বসিয়া আছে। মাতা ভবানী তখন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া শিবের নিকট গেলেন।

জানি প্রিয়া আদরু অতি কীন্হা।
বামভাগ আসনু হর দীন্হা॥
বৈঠীঁ সিবসমীপ হরষাঈ।
পূরব জনম কথা চিত আঈ॥

শিব তাঁহাকে প্রিয়া বলিয়া জানিয়া বড় আদর করিয়া বামদিকে আসন দিলেন। পার্বতী শিবের নিকট আনন্দে বসিলেন। তখন পূর্বজন্মের কথা তাঁহার মনে আসিল।

পতি হিয় হেতু অধিক অনুমানী।
বিহঁসি উমা বোলীঁ প্রিয়বানী॥
কথা জো সকল লোক হিতকারী।
সোই পূছন চহ সৈলকুমারী॥

স্বামীর হৃদয়ের অতিশয় প্রেমের কথা জানিয়া, উমা হাসিয়া প্রিয় বাক্য বলিলেন। সকল লোকের হিতকারী যে কথা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলেন।

বিস্বনাথ মম নাথ পুরারী।
ত্রিভুবন মহিমা বিদিত তুম্হারী॥
চর অরু অচর নাগ নর দেবা।
সকল করহিঁ পদ পঙ্কজ সেবা॥

হে বিশ্বনাথ, হে আমার নাথ, হে পুরারি, তোমার মহিমা ত্রিভুবনে জানা আছে। চরাচর, নাগ, নর ও দেবতা সকলেই তোমার পদপঙ্কজ সেবা করে।

প্রভু সমরথ সর্বজ্ঞ সিব সকল কলা গুণ ধাম।
জোগ জ্ঞান বৈরাগ্য নিধি প্রনতকল্পতরু নাম॥

হে প্রভু, তুমি ক্ষমতাশালী, সকলই তুমি জান। তুমি মঙ্গলস্বরূপ, তুমি সকল বিদ্যা ও গুণের নিবাসস্থান। তুমি যোগের, জ্ঞানের ও বৈরাগ্যের পূর্ণ স্বরূপ। তোমার নাম ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণকারী।

১৩২॥ **জৌঁ মোপর প্রসন্ন সুখরাসী।**
জানিয় সত্য মোহি নিজ দাসী॥
তৌ প্রভু হরহু মোর অজ্ঞানা।
কহি রঘুনাথ কহি কথা বিধি নানা॥

হে আনন্দময়, যদি তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাক, যদি আমাকে তোমার দাসী বলিয়া সত্যই জান, তবে, হে প্রভু, রঘুনাথের নানা প্রকার কথা বলিয়া আমার অজ্ঞান দূর কর।

জাসু ভবনু সুরতরু তর হোঈ।
সহ কি দরিদ্রজনিত দুখু সোঈ॥
সসিভূষন অস হৃদয় বিচারী।
হরহু নাথ মম মতিভ্রম ভারী॥

যাহার ঘরে কল্পতরু থাকে তাহার কি দারিদ্র দুঃখ ভোগ করিতে হয়। হে শশীভূষণ, এই কথা মনে রাখিয়া আমার বিষম অজ্ঞান দূর কর।

প্রভু জে মুনি পরমারথবাদী।
কহহিঁ রাম কহঁ ব্রহ্ম অনাদী॥
সেষ সারদা বেদ পুরানা।
সকল করহিঁ রঘুপতি গুন গানা॥

হে প্রভু, যে জন পরমার্থবাদী সে রামকে অনাদি ব্রহ্ম বলিয়া থাকে। শেষ নাগ, সরস্বতী, বেদ, পুরাণ সকলেই রঘুপতির গুণগান করিয়া থাকে।

তুম্হ পুনি রাম রাম দিন রাতী।
সাদর জপহু অনঙ্গআরাতী॥
রামু সো অবধ নৃপতি সুত সোঈ।
কী অজ অগুন অলখগতি কোঈ॥

অলখ—অদৃশ্য॥ হে কাম ভস্মকারী প্রভু, তুমি আবার দিনরাত সাদরে রামনাম জপ কর, সে রাম কি সেই অযোধ্যার রাজার ছেলে, অথবা তিনি কি জন্মরহিত সত্ত্ব-রজ-তমো গুণ রহিত অলখ গতি আর কেহ?

জৌঁ নৃপতনয় তো ব্রহ্ম কিমি নারিবিরহ মতি ভোরি।
দেখি চরিত মহিমা সুনত ভ্রমতি বুদ্ধি অতি মোরি॥

যদি তিনি রাজার সেই ছেলেই হন, তবে তিনি কেমন করিয়া ব্রহ্ম হইতে পারেন? নারী বিরহে তাঁহার ত বুদ্ধিই ভুল হইয়া গিয়াছিল। রামচরিত্র দেখিয়া ও কথা শুনিয়া আমার বড় বুদ্ধি ভ্রম হইতেছে।

১৩৩॥ **জো অনীহ ব্যাপক বিভু কোঊ।**
কহহু বুঝাই নাথ মোহি সোঊ॥
অজ্ঞ জানি রিস উর জনি ধরহূ।
জেহি বিধি মোহ মিটই সোই করহূ॥

অনীহ—ইচ্ছা রহিত। রিস—রোষ, রাগ। উর—হৃদয় বুক॥ যদি ইচ্ছাশূন্য সর্বব্যাপ্ত বিভু রাম আর কেহ থাকেন, হে নাথ, তবে তাহাও আমাকে বুঝাইয়া বল। আমি মূর্খ বলিয়া রাগ করিও না। আমার মোহ যাহাতে দূর হয় তাহাই কর।

মৈ বন দীখ রামপ্রভুতাঈ।
অতি ভয় বিকল ন তুম্হহিঁ সুনাঈ॥
তদপি মলিনমন বোধ ন আবা।
সো ফলু ভলী ভাঁতি হম পাবা॥

আমি ত বনেই রামের শক্তি দেখিয়াছি! সে কথা অতিশয় ভয় বিকল হইয়া তোমাকে শোনাই নাই। তবুও মলিন মনে বোধ আসে নাই। আর তাহার ফল ত ভাল করিয়াই আমি পাইয়াছি।

অজহু কছু সংসয় মন মোরে।
করহু কৃপা বিনবউঁ কর জোরে॥
প্রভু তব মোহি বহুভাঁতি প্রবোধা।
নাথ সো সমুঝি করহু জনি ক্রোধা॥

আজও আমার মনে কিছু সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। করজোড়ে মিনতি করিতেছি, কৃপা কর। তখন, প্রভু, তুমি আমাকে অনেক রকমে প্রবোধ দিয়াছিলে। (তবুও আমার জ্ঞান হয় নাই।) সে সকল বুঝাইয়া রাগ করিও না।

তব কর অস বিমোহ অব নাহীঁ।
রামকথা পর রুচি মন মাহীঁ॥
কহহু পুনীত রাম গুন গাথা।
ভুজগ রাজ ভূষন সুরনাথা॥

হে সুরনাথ, হে সর্পভূষণ, তথনকার মত তত মোহ আজ আমার নাই। এখন রাম কথায় মনে রুচি আসিয়াছে। তুমি আমাকে পবিত্র রাম গুণকথা বল।

বন্দউঁ পদ ধরি ধরনি সিরু বিনয় করউ কর জোরি।
বরনহু রঘুবর বিসদ জসু শ্রুতিসিদ্ধান্ত নিচোরি॥

বিসদ—নির্মল। জসু—যশ। শ্রুতি—বেদ। নিচোরি—সংগ্রহ করিয়া॥ আমি মাটিতে মাথা লুটাইয়া তোমার পায় ধরিয়া বিনয় করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতেছি, তুমি বেদাদি হইতে সকল সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া রঘুবরের বিমল যশের কথা বল।

১৩৪॥ **জদপি জোষিতা নহিঁ অধিকারী।**
দাসী মন ক্রম বচন তুম্হারী॥
গূঢ়উ তত্ত্ব ন সাধু দুরাবহিঁ।
আরতি অধিকারী জহঁ পাবহিঁ॥

যদিও স্ত্রীলোকেরা অনধিকারী তথাপি আমি ত মনে, কর্মে ও বাক্যে তোমারই দাসী। আবার সাধুরা যদি কাতর অধিকারী পান, তবে গূঢ় তত্ত্বও লুকান না।

অতি আরতি পুছউঁ সুররায়া।
রঘুপতিকথা কহহু করি দায়া॥
প্রথম সো কারন কহহু বিচারী।
নির্গুন ব্রহ্ম সগুন বপুধারী॥

অতি কাতর হইয়া, হে সুরেশ্বর, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, রঘুপতির কথা দয়া করিয়া বল। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলেন ও দেহ ধারণ করিলেন, এ কেমন করিয়া হইল, সে কথা প্রথমেই বিচার করিয়া বল।

পুনি প্রভু কহহু রামঅবতারা।
বালচরিত পুনি কহহু উদারা॥
কহহু জথা জানকী বিবাহী।
রাজ তজা সো দূষন কাহী॥

হে প্রভু, রাম যে অবতার হইয়াছিলেন সে কথা বল, উদার বাল্য চরিতের কথা বল, যেমন করিয়া জানকীকে বিবাহ করিয়াছিলেন সে কথা বল, তিনি যে রাজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন সে দোষ কাহার তাহা বল।

বন বসি কীন্হে চরিত অপারা।
কহহু নাথ জিমি রাবন মারা॥
রাজ বৈঠি কীন্হী বহু লীলা।
সকল কহহু শঙ্কর সুখসীলা॥

তিনি বনে বাসকালে যে নানাপ্রকারের চরিত্র দেখাইয়াছিলেন, হে নাথ, তিনি রাবণকে যেমন করিয়া মারিয়াছিলেন, সে কথা বল। আবার রাজ্যপাটে বসিয়া যে নানা লীলা করিলেন, হে আনন্দময়, সে সকল বল।

বহুরি কহহু করুনায়তন কীন্হ জো অচরজ রাম।
প্রজাসহিত রঘু বংস মনি কিমি গবনে নিজ ধাম॥

হে করুণাময়, আরো সে কথা বল যেমন করিয়া সেই আশ্চর্যকাণ্ড রাম ঘটান, যাহাতে প্রজা সহিত রামচন্দ্র নিজধাম বৈকুণ্ঠে চলিয়া আসেন।

১৩৫॥ **পুনি প্রভু কহহু সো তত্ত্ব বখানী।**
জেহি বিজ্ঞান মগন মুনি জ্ঞানী॥
ভগতি জ্ঞান বিজ্ঞান বিরাগা।
পুনি সব বরনহু সহিত বিভাগা॥

হে প্রভু, সে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বল, যাহাতে জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী মুনি মগ্ন থাকেন। ভক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য উহাদের বিভাগগুলির সহিত সমস্ত বল।

অউরউ রামরহস্য অনেকা।
কহহু নাথ অতি বিমল বিবেকা॥
জো প্রভু মৈঁ পূছা নহিঁ হোঈ।
সোউ দয়াল রাখহু জনি গোঈ॥

আর অনেক প্রকার রামের রহস্যের কথা বল, যাহাতে বিবেক বিমল হয়। আর, হে প্রভু, যে কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই সে সকলও বর্ণনা করিও, তাহা গোপন করিও না।

তুম্হ ত্রিভুবনগুরু বেদ বখানা।
আন জীব পাবঁর কা জানা॥
প্রশ্ন উমা কে সহজ সুহাঈ।
ছলবিহীন সুনি সিবমন ভাঈ॥

বখানা—ব্যাখ্যা করিয়াছে, বলিয়াছে। আনজীব—অন্যে। পাবঁর—বেচারা। ভাঈ—ভাল লাগিল॥

বেদে বলিয়াছে—তুমি ত্রিভুবনের গুরু। অন্য পামর জীব তাহার কি জানিবে? উমার সহজ সরল ছলবিহীন প্রশ্ন শিবের নিকট ভাল লাগিল।

হরহিয় রামচরিত সব আয়ে।
প্রেম পুলক লোচন জল ছায়ে॥
শ্রীরঘুনাথ রূপ উর আবা।
পরমানন্দ অমিত সুখ পাবা॥

এই কথায় শিবের মনে রাম চরিতের সমস্ত কথা মনে হইল। শিবের আনন্দে রোমাঞ্চ হইল, চোখ জলে ছাইল। শ্রীরঘুনাথের মূর্তি হৃদয়ে দেখা দিল। তাঁহার পরম আনন্দ হইল, তিনি অপরিমিত সুখ পাইলেন।

মগন ধ্যানরস দণ্ড জুগ পুনি মন বাহের কীন্হ।
রঘুপতিচরিত মহেস তব হরষিত বরনই লীন্হ॥

দণ্ডজুগ—দুই খণ্ড। বাহের—ধ্যান বিরত। বরনই লীন্হ—বর্ণনা করিতে লাগিলেন॥ রামের স্মরণ শিব দণ্ড দুই ধ্যানে রহিলেন, পরে ধ্যান ভাঙ্গিয়া আনন্দিত মনে রঘুপতি চরিত বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

১৩৬॥ **ঝূঠউ সত্য জাহি বিনু জানে।**
জিমি ভুজঙ্গ বিনু রজু পহিচানে॥
জেহি জানে জগ জাই হেরাঈ।
জাগে জথা সপনভ্রম জাঈ॥

যাঁহাকে না জানিলে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ভুল হয়—যেমন দড়ি না চিনিলে উহাকে সাপ বলিয়া ভুল হয়, আর যাঁহাকে না জানিলে জাগিয়া-উঠা লোকের নিকট স্বপ্ন যেমন মিলাইয়া যায় তেমনি সংসার-মোহ ছুটিয়া যায়, সেই রামকে?

বন্দউঁ বালরূপ সোই রামূ।
সব সিধি সুলভ জপত জিসু নামূ॥
মঙ্গলভবন অমঙ্গলহারী।
দ্রবউ সো দসরথ অজির বিহারী।

দ্রবউ—গলিয়া যাউন, কৃপা করুন। অজির—আঙ্গিনা॥ সেই বালরূপ রামকে বন্দনা করি। যাঁহার নাম জপ করা সকল রকমেই সুলভ, যিনি মঙ্গলের বাসস্থান, অমঙ্গল দূরকারী, সেই দশরথের আঙ্গিনা-বিহারী বালক রাম আমার প্রতি কৃপা করুন।

করি প্রনাম রামহিঁ ত্রিপুরারী।
হরষি সুধাসম গিরা উচারী।
ধন্য ধন্য গিরিরাজ কুমারী।
তুম্হ সমান নহিঁ কোউ উপকারী॥

ত্রিপুরারি শিব রামকে প্রণাম করিয়া আনন্দিত হইয়া অমৃতময় বাক্য বলিলেন—ধন্য গিরিরাজ কুমারী পার্বতী, তুমি ধন্য, তোমার সমান উপকারী কেহ নাই।

পূছেহু রঘুপতি কথা প্রসঙ্গা।
সকল লোক জগ পাবনি গঙ্গা॥
তুম্হ রঘুবীর চরন অনুরাগী।
কীনহিহু প্রশ্ন জগতহিত লাগী॥

তুমি রঘুপতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই কথা গঙ্গার মত সকল লোক পবিত্রকারী। তুমি রঘুবীরের চরণ অনুরাগী, তুমি জগতের হিতের জন্যই প্রশ্ন করিয়াছ।

রামকৃপা তেঁ পারবতি সপনেহু তব মন মাহিঁ।
সোক মোহ সন্দেহ ভ্রম মম বিচার কছু নাহিঁ॥

পার্বতী, আমার মনে হয় রামের কৃপায় স্বপ্নেও তোমার মনে শোক, মোহ, সন্দেহ ও ভ্রম নাই।

১৩৭॥ **তদপি অসঙ্কা কীন্হিহু সোঈ।**
কহত সুনত সব কর হিত হোঈ॥
জিন্হ হরিকথা সুনী নহিঁ কানা।
শ্রবনরন্ধ্র অহি ভবন সমানা॥

রন্ধ্র—গর্ত। অহিভবন—সাপের গর্ত॥

তথাপি শঙ্কাশূন্য হইলেও তুমি এই প্রশ্ন করিলে যেন ইহা বলায় ও শোনায় সকলের হিত হয় (এইরূপ আমি অনুমান করি)। যে ব্যক্তি হরির কথা কানে শোনে নাই তাহার কানের গর্ত সাপের গর্তের মত।

নয়নন্হি সন্তদরস নহিঁ দেখা।
লোচন মোরপঙ্খ কর লেখা॥
তে সির কটু তুম্বরি সম তুলা।
জে ন নমত হরি গুরু পদ মূলা॥

মোর -ময়ূর। লেখা—আঁকা। কটু তুম্বরি—লাউয়ের মত, কিন্তু কটু ফল॥ যে চোখ সাধুদের দেখা পায় নাই, তাহা ময়ূরের পাখায় আঁকা চোখের মত মিথ্যা। যে মাথা হরির ও গুরুর পায়ের কাছে নত হয় না, সে মাথা কটু লাউয়ের সমান বলিয়া তুলনা করা যায়।

জিন্হ হরিভগতি হৃদয় নহিঁ আনী।
জীবত সব সমান তেই প্রানী॥
জো নহিঁ করই রাম গুন গানা।
জীহ সো দাদুরজীহ সমানা॥

সব—শব, মৃতদেহ। জীহ—জিহ্বা। দাদুর—ভেক, ব্যাং॥ যাহার হৃদয়ে হরিভক্তি নাই, বাঁচিয়া থাকিতেই তাহার শরীর মরার শরীরের মত। যে রামগুণ গান করে না, তাহার জিহ্বা ব্যাংয়ের জিহ্বার মত।

কুলিসকঠোর নিঠুর সোই ছাতী।
সুনি হরিচরিত ন জো হরষাতী॥
গিরিজা সুনহু রাম কৈ লীলা।
সুরহিত দনুজ বিমোহন সীলা॥

কুলিস—বজ্র। ন হরষাতী—আনন্দিত হয় না। দনুজ—দৈত্য॥ হরির চরিত কথা শুনিয়া যাহার আনন্দ হয় না, তাহার বুক বজ্রের মত কঠোর ও নিষ্ঠুর। গিরিজা, রামের লীলার কথা শুন, উহাতে দেবতাদের হিত হয় ও অসুরদের মোহ বাড়ে।

রামকথা সুরধেনু সম সেবত সব সুখ দানি।
সতসমাজ সুরলোক সব কো ন সুনই অস জানি॥

রামের কথা কামধেনুর মত, উহার সেবা করিলে সুখ হয়। উহা সাধুর সভার মত ও উহা স্বর্গের মত, ইহা জানিয়া কে না রামকথা শুনিবে?

১৩৮॥ **রামকথা সুন্দর করতারী।**
সংসয়বিহগ উড়াবনহারী॥
রামকথা কলি বিটপ কুঠারী।
সাদর সুনু গিরিরাজকুমারী॥

করতারী—করতালি: উড়াবনহারী—উড়াইবার যোগ্য॥ রামকথা সুন্দর করতালির মত, উহাতে সংশয়রূপ পাখী উড়াইয়া দেয়। রামকথা কলিরূপ বৃক্ষের পক্ষে কুড়ালের মত। হে পার্বতী, সে কথা সাদরে শুন—

রাম নাম গুন চরিত সুহায়ে।
জনম করম অগনিত শ্রুতি গায়ে॥
জথা অনন্ত রাম ভগবানা।
তথা কথা কীরতি গুন নানা॥

রামের নাম, গুণ ও সুন্দর চরিত্র, জন্ম ও কর্ম অগণিত, বেদে এই প্রকার গীত হয়। রাম যে প্রকার অনন্ত ভগবান, তাঁহার কীর্তি-কথা ও গুণগানও তেমনি অনন্ত।

তদপি জথাশ্রুত জসি মতি মোরী।
কহিহউঁ দেখি প্রীতি অতি তোরী॥
উমা প্রশ্ন তব সহজ সুহাঈ।
সুখদ সন্তসম্মত মোহি ভাঈ॥

তবুও তোমার অতিশয় প্রীতি দেখিয়া যেমন শুনিয়াছি তাহা আমার বুদ্ধিমত বলিতেছি। উমা, তোমার প্রশ্ন স্বাভাবিক ও সুন্দর। উহা সুখদায়ক ও সাধুসম্মত, আর আমারও প্রিয়।

এক বাত নহিঁ মোহি সুহানী।
জদপি মোহবস কহেহু ভবানী॥
তুম্হ জো কহা রাম কোউ আনা।
জেহি শ্রুতি গাব ধরহিঁ মুনি ধ্যানা॥

পার্বতী, যদিও তুমি মোহবশে বলিয়াছ, তথাপি একটা কথা আমার নিকট ভাল লাগে নাই। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে, শ্রুতি যাহার কথা গায়, মুনিরা যাহার ধ্যান করে, তিনি রাম কি অন্য কেহ?

কহহিঁ সুনহিঁ অস অধম নর গ্রসে জে মোহপিসাচ।
পাখণ্ডী হরি পদ বিমুখ জানহিঁ ঝূঠ ন সাচ॥

এমন কথা, পার্বতী, সেই অধম মানুষই বলে আর শোনে, যাহাকে মোহ-পিশাচে পাইয়া বসিয়াছে, যে পাষণ্ড হরিপদে বিমুখ ও যে সত্য মিথ্যার ভেদ জানে না।

১৩৯॥ **অজ্ঞ অকোবিদ অন্ধ অভাগী।**
কাঈ বিষয় মুকুরমন লাগী॥
লম্পট কপটী কুটিল বিসেখী॥
সপনেহু সন্তসভা নহিঁ দেখী॥

যাহারা অজ্ঞান, মূর্খ, অন্ধ ও অভাগা, যাহাদের মনরূপ আরসি সাংসারিক বিষয়ের ময়লায় ঢাকা পড়িয়াছে, যাহারা লম্পট, কপট ও বিশেষ কুটিল, তাহারা স্বপ্নেও সাধুর সমাগম কি তাহা জানে না।

কহহিঁ তে বেদ অসম্মত বানী।
জিন্হ কে সুঝ লাভু নহিঁ হানী॥
মুকুর মলিন অরু নয়নবিহীনা।
রামরূপ দেখহিঁ কিমি দীনা॥

নিজের লাভ ক্ষতির সম্বন্ধে জ্ঞান যাহাদের নাই, যাহাদের মন-মুকুর ময়লা, আবার যাহারা অন্ধ, সেই কৃপারপাত্রেরা রামের রূপ কেমন করিয়া দেখিবে?

জিন্হ কে অগুন ন সগুন বিবেকা।
জল্পহিঁ কল্পিত বচন অনেকা॥
হরি মায়া বস জগত ভ্রমাহীঁ।
তিন্হহিঁ কহত কছু অঘটিত নাহীঁ॥

যাহাদের নির্গুণ সগুণ জ্ঞান নাই, মনগড়া অনেক গল্প চালায়, যাহারা ঈশ্বরের মায়ার বশীভূত হইয়া জগতে ভ্রমণ করে, তাহাদের পক্ষে কোন কথা বলাই অসম্ভব নয়।

বাতুল ভূত বিবস মতবারে।
তে নহিঁ বোলহিঁ বচন বিচারে॥
জিন্হ কৃত মহা মোহ মদ পানা।
তিন্হ কর কহা করিঅ নহিঁ কানা॥

মতবারে—মাতাল॥ পাগল, ভূতগ্রস্ত ও মাতালেরাই এইপ্রকার বিচার না করিয়া কথা বলে। যে মহামোহরূপ মদ পান করিয়াছে, তাহার কথা কানে তুলিও না।

সোঃ—
অস নিজ হৃদয় বিচারি তজু সংসয় ভজু রামপদ।
সুনু গিরি রাজ কুমারি ভ্রম তম রবি কর বচন মম॥

এই প্রকার বিবেচনা করিয়া সন্দেহ ত্যাগ কর, রামপদ ভজনা কর। হে পার্বতী, আমার কথা ভ্রমরূপ অন্ধকারের নিকট সূর্য কিরণের ন্যায়।

১৪০॥ **সগুনহিঁ অগুনহিঁ নহিঁ কছু ভেদা।**
গাবহিঁ মুনি পুরান বুধবেদা॥
অগুন অরূপ অলখ অজ জোঈ।
ভগত প্রেম বস সগুন সো হোঈ॥

সগুণ নির্গুণে কোন ভেদ নাই এই কথা মুনিগণ, পুরাণ, জ্ঞানিগণ ও বেদ বলে। অগুণ অরূপ যাঁহাকে দেখা যায় না, তিনিই ভক্তের প্রেমে সগুণ হন।

জো গুন রহিত সগুন সোই কৈসে।
জলু হিম উপল বিলগ নহিঁ জৈসে॥
জাসু নাম ভ্রম তিমির পতঙ্গা।
তেহি কিমি কহিয় বিমোহ প্রসঙ্গা॥

যিনি গুণরহিত তিনি কি করিয়া সগুণ হইতে পারেন? জল ও বরফ যেমন আলাদা নয়, একই বস্তু, সগুণ ও নির্গুণ তেমনি এক। যাঁহার নাম ভ্রম অন্ধকারে সূর্যের ন্যায়, তাঁহার মোহ হইয়াছিল কি করিয়া এ কথা বলিবে?

রাম সচ্চিদানন্দ দিনেসা।
নহিঁ তহঁ মোহ নিসা লব লেসা॥
সহজ প্রকাসরূপ ভগবানা।
নহিঁ তহঁ পুনি বিজ্ঞানবিহানা॥

রাম সচ্চিদানন্দ, তিনি সূর্যের ন্যায়, তাঁহার নিকট মোহ-রাত্রির লেশ পর্যন্তও নাই। ভগবান স্বভাবতঃই প্রকাশরূপ, সেখানে বিজ্ঞানের প্রভাত নাই। যেখানে রাত আছে, সেখানে প্রভাত, যেখানে সকল সময়ই দিন সেখানে প্রভাত কি করিয়া হইবে?

ভগবান স্বপ্রকাশ, তাঁহাকে কেবল দেখার মাত্র অপেক্ষা রহিয়াছে। পৃথিবীর নিজের প্রকাশশক্তি নাই। সূর্যের অভাবে সে কখনো অন্ধকার থাকে, কখনো সূর্য পাইয়া আলোকিত হয়, পৃথিবীর সন্ধ্যা ও প্রভাত হয়; কিন্তু সূর্য সকল সময়েই আলো দিতেছে, তাহার প্রভাত বা সন্ধ্যা নাই। তেমনি ঈশ্বরের বিজ্ঞান-প্রভাত বা অজ্ঞান-অন্ধকার নাই।

হরষ বিষাদ জ্ঞান অজ্ঞানা।
জীব ধরম অহমিতি অভিমানা॥
রাম ব্রহ্ম ব্যাপক জগ জানা।
পরমানন্দ পরেস পুরানা॥

হর্ষ, বিষাদ, জ্ঞান, অজ্ঞান, অহঙ্কার, অভিমান-এ সকলই জীবের ধর্ম, ঈশ্বরের নহে। রাম ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি সর্বত্র মিশিয়া আছেন, তিনি পরম-আনন্দ-স্বরূপ, ঈশ্বরেরও পরে, তিনি পুরাণ বা সনাতন।

পুরুষ প্রসিদ্ধ প্রকাসনিধি প্রগট পরাবর নাথ।
রঘু কুল মনি মম স্বামি সোই কহি সিব নায়উ মাথ॥

তিনি 'পুরুষ' বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি সকল প্রকাশ করেন, তিনি নিজে সর্বদা প্রকাশ, তিনি দীনের নাথ, তিনিই রঘুকুলমণি, তিনিই আমার স্বামী, এই বলিয়া শিব প্রণাম করিলেন।

১৪১॥ **নিজ ভ্রম নহিঁ সমুঝহিঁ অজ্ঞানী।**
প্রভু পর মোহ ধরহিঁ জড় প্রানী॥
জথা গগন ঘনপটল নিহারী।
ঝাঁপেউ ভানু কহহিঁ কুবিচারী॥

অজ্ঞানী নিজের ভুল বুঝিতে পারে না, প্রভুর সম্বন্ধে মোহবশে মূর্খ প্রাণী ভুল ধারণা করিয়া বসে। যেমন আকাশে মেঘ দেখিয়া ভুল বিচার করিয়া বলা হয় যে, সূর্য লুকাইয়াছে, ইহা তেমনি।

চিতব জো লোচন অঙ্গুলি লায়ে।
প্রগট জুগল সসি তেহি কে ভায়ে॥
উমা রামবিষয়ক অস মোহা।
নভ তম ধূম ধূরি জিমি সোহা॥

জুগল—জোড়া। সোহা—শোভা পায়, বোধ হয়॥

যে নিজে কুবিচার করে সেই ভুল দেখে। যেমন চোখের মধ্যে আঙ্গুল টিপিয়া দিয়া দেখিলে দুই দুইটা চাঁদ দেখা যায়, তেমনি পার্বতী, রাম সম্বন্ধে এমন মোহ আকাশের অন্ধকার, ধোঁয়া ও ধূলার ন্যায়। (আকাশ নির্মল ও স্বচ্ছ। ধোঁয়া ও ধূলা দেখিয়া যেমন উহাই আকাশমনে করা ভুল, তেমনি রামকে মানুষ মনে করা ভুল। ধূলা ও ধোঁয়া যেমন আকাশ নয়, মানুষও তেমনি রাম নয়। আকাশ যেমন ধোঁয়ার রূপ লয়, রামও তেমনি মানুষের রূপ লয়েন।)

বিষয় করন সুর জীব সমেতা।
সকল এক তেঁ এক সচেতা॥
সব কর পরম প্রকাসক জোঈ।
রাম অনাদি অবধপতি সোঈ॥

বিষয়—শব্দ স্পর্শাদি। করন—ইন্দ্রিয় সকল, যাহা দিয়া মন কার্য করে, তাহাই মনের কারণ। সচেতা—চৈতন্যময়॥

বিষয় ও ইন্দ্রিয়, দেবতা ও জীবগণ ইহারা সকলেই পৃথক পৃথক চৈতন্যে চৈতন্যময়। ইহাদের সকলের পরম প্রকাশক যিনি, তিনিই অনাদি ও তিনিই অযোধ্যাপতি রাম।

জগত প্রকাস্য প্রকাসক রামূ।
মায়াধীস জ্ঞান গুন ধামূ॥
জাসু সত্যতা তেঁ জড় মায়া।
ভাস সত্য ইব মোহসহায়া॥

জগত প্রকাশমান, আর রাম উহা প্রকাশ করেন। তিনি মায়ার কর্তা, জ্ঞান ও গুণের আকর। তাঁহারই সত্য হইতে জড় মায়া উৎপন্ন, সেই মায়া আবার মোহের সাহায্য লইয়া সত্যের মতই দেখা দেয়।

রজত সীপ মহঁ ভাস জিমি জথা ভানু কর বারি।
জদপি মৃষা তিহুঁ কাল সোই ভ্রম ন সকই কোউ টারি॥

রজত—রূপা। সীপ—ঝিনুক। ভানুকর—সূর্যকিরণ॥ ঝিনুক দেখিয়া রূপার আভাস পাওয়া যায়, রূপা বলিয়া ভুল হয়, সূর্য কিরণ জল বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা তিনকালে মিথ্যা হইলেও সে মিথ্যা ভ্রম কেহ ঠেকাইতে পারে না।

১৪২॥ এহি বিধি জগ হরি আশ্রিত রহঈ।
জদপি অসত্য দেত দুখ অহঈ।
জৌঁ সপনে সির কাটই কোঈ।
বিনু জাগে ন দুরি দুখ হোঈ।

কেহ যদি স্বপ্ন দেখে যে, তাহার মাথা কাটা হইতেছে, তাহা হইলে না জাগিলে তাহার দুঃখ দূর হয় না। তেমনি জগৎ হরির আশ্রিত, কিন্তু অসত্য হইলেও উহা দুঃখ দিতে থাকে। স্বপ্নের দুঃখ যেমন সত্য, সংসারের দুঃখ তেমনি সত্য। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে যেমন দুঃখ দূর হয়, স্বপ্ন অসত্য বলিয়া জানা যায়, সংসারের মোহ ভাঙ্গিলে, রামভক্তি হইলে, তেমনি সংসারের দুঃখ দূর হয়, সংসার অসত্য বলিয়া জানা যায়।

জাসু কৃপা অস ভ্রম মিটি জাঈ।
গিরিজা সোই কৃপালু রঘুরাঈ।
আদি অন্ত কোউ জাসু ন পাবা।
মতি অনুমান নিগম অস গাবা।

যাঁহার কৃপাতে এই ভ্রম দূর হয়, পার্বতী, তিনিই কৃপালু রঘুপতি, তাঁহার আদি অন্ত কেহ জানে না। বুদ্ধি অনুযায়ী বেদ তাঁহার গান এইরূপই করিয়া গিয়াছেন।

বিনু পদ চলই সুনই বিনু কানা।
কর বিনু করম করই বিধি নানা।
আননরহিত সকল রস ভোগী।
বিনু বানী বকতা বড় জোগী॥

তাঁহার পা নাই তিনি তবুও চলেন, কান নাই তবুও তিনি শোনেন, হাত নাই তবু নানাবিধ কর্ম করেন, মুখ নাই তবুও সকল রস ভোগ করেন, বাক্-ইন্দ্রিয় নাই তবুও বড় বক্তা ও যোগী।

তন বিনু পরস নয়ন বিনু দেখা।
গ্রহই ঘ্রান বিনু বাস অসেখা।
অসি সব ভাঁতি অলৌকিক করনী।
মহিমা জাসু জাই নহিঁ বরনী।

তিনি দেহ না থাকিলেও স্পর্শ করেন, চক্ষু না থাকিলেও দেখেন, নাক না থাকিলেও অশেষ গন্ধ লয়েন, এই প্রকার সব রকমেই তাঁহার অলৌকিক ব্যবহার। ইঁহার মহিমা বর্ণনা করা যায় না।

জেহি ইমি গাবহিঁ বেদ বুধ জাহি ধরহিঁ মুনি ধ্যান।
সোই দসরথসুত ভগত হিত কোসলপতি ভগবান॥

যাঁহার কথা বেদ ও জ্ঞানিগণ এই প্রকার গান করেন, যাঁহার জন্য মুনিরা ধ্যান করিয়া থাকেন, তিনিই সেই ভগবান, ভক্তের হিতের জন্য কোশলপতি-দশরথ-পুত্র হইয়াছেন।

১৪৩॥ কাসী মরত জন্তু অবলোকী।
জাসু নামবল করউঁ বিসোকী॥
সোই প্রভু মোর চরাচর স্বামী।
রঘুবর সব উর অন্তরজামী॥

কাশীতে যে লোক মরিবার সময় রাম নাম বলে, আমি (শিব) তাহাকে (দেখিয়া) মুক্তি দিয়া থাকি। আমার সেই প্রভু চরাচরের স্বামি, তিনি রঘুবর, সকলের কথা তিনি জানেন।

বিবসহু জাসু নাম নর কহহীঁ।
জনম অনেক রচিত অঘ দহহীঁ॥
সাদর সুমিরন জে নর করহীঁ।
ভববারিধি গোপদ ইব তরহীঁ॥

ভব—সংসার। বারিধি—সমুদ্র। গোপদ—গরুর ক্ষুরের মত স্থান॥ যে বিবশ হইয়া (চিন্তা না করিয়া) নাম করে, তাহার অনেক জন্মের সঞ্চিত পাপ পুড়িয়া যায়। সাদরে যে নাম স্মরণ করে, সংসারটা যেন গোষ্পদের মত এতটুকু ছোট এমনি সহজে সে সংসার পার হইয়া যায়।

রাম সো পরমাতমা ভবানী।
তহঁ ভ্রম অতি অবিহিত তব বানী।
অস সংসয় আনত উর মাহীঁ।
জ্ঞান বিরাগ সকল গুন জাহীঁ।

পার্বতী, রাম সেই পরমাত্মা, তাঁহার বিষয়ে ভ্রম করিয়া তুমি যাহা বলিলে তাহা বলা বড় অন্যায়। মনে এই প্রকার সন্দেহ আনিলেই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অন্য সকল গুণ চলিয়া যায়।

সুনি সিব কে ভ্রমভঞ্জন বচনা।
মিটি গই সব কুতরক কৈ রচনা।
ভই রঘুপতি পদ প্রীতি প্রতীতী।
দারুন অসম্ভাবনা বীতী।

প্রতীতী—বিশ্বাস। অসম্ভবনা—অবিশ্বাস॥ শিবের ভ্রম দূরকারী বাক্য শুনিয়া কুতর্ক যাহা রচনা করিয়াছিল তাহা মিটিয়া গেল। রঘুপতির পদে প্রেম ও বিশ্বাস আসিল ও যে দারুণ অবিশ্বাস ছিল তাহা দূর হইল।

পুনি পুনি প্রভু পদ কমল গহি জোরি পঙ্করুহপানি।
বোলীঁ গিরিজা বচন বর মনহুঁ প্রেমরস সানি।

পার্বতী বার বার শিবের চরণ-কমলে প্রণাম করিয়া পদ্ম-হাত জোড় করিয়া প্রেমে ভরা এই সুন্দর কথা বলিলেন।

১৪৪-১৪৭॥ **সসিকর সম সুনি গিরা তুম্হারী।**
মিটা মোহ সরদাতপ ভারী।
তুম্হ কৃপাল সবু সংসয় হরেউ।
রামসরূপ জানি মোহিঁ পরেউ॥

সসিকর—চাঁদের কিরণ। জানিপরেউ—জানিলাম॥ (তোমার বাক্য শুনিয়া আমার মোহ দূর হইল)। শরৎকালে দিনের তাপ যেমন চাঁদ উঠিলে দূর হয়, তেমনি আমার মোহরূপ শরৎকালের সূর্যের তাপ তোমার চাঁদের কিরণের মত কথায় দূর হইল। তুমি আমার সমস্ত সন্দেহ দূর করিলে। এখন রামস্বরূপ জানা হইল।

নাথকৃপা অব গয়উ বিষাদা।
সুখী ভয়উঁ প্রভু চরন প্রসাদা।
অব মোহি আপনি কিঙ্করি জানী।
জদপি সহজ জড় নারি অয়ানী।

জড়—মূর্খ। অয়ানী—অচতুর॥ হে নাথ, আপনার কৃপায় এখন বিষাদ গেল, আপনার চরণকৃপায় সুখী হইলাম। যদিও আমি নারী, যদিও স্বভাবতঃ মূর্খ ও অচতুর, তবুও এখন আপনি আমাকে আপনার দাসী বলিয়া জানিয়া,

প্রথম জো মৈ পুছা সোই কহহু।
জৌ মো পর প্রসন্ন প্রভু অহহু।
রাম ব্রহ্ম চিন্ময় অবিনাসী।
সর্ব রহিত সব উর পুর বাসী।

যদি আমার উপর আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে হে প্রভু, আমি প্রথমে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সেই কথা বলুন। রাম যিনি ব্রহ্ম অবিনাশী, জ্ঞানময়, যাঁহার (ইন্দ্রিয়াদি ও ইচ্ছা দ্বেষাদি) কিছুই নাই, যিনি সকলের হৃদয়ে বাস করেন,

নাথ ধরেউ নরতনু কেহি হেতু।
মোহি সমুঝাই কহহু বৃষকেতু।
উমাবচন সুনি পরম বিনীতা।
রামকথা পর প্রীতি পুনীতা।

হে নাথ, তিনি কেন মানুষের শরীর ধারণ করিলেন, এ কথা, হে শিব, আমাকে বুঝাইয়া বলুন। রামকথা সম্বন্ধে পবিত্র প্রেমপূর্ণ অতিশয় বিনীত উমার বাক্য শুনিয়া

হিয় হরষে কামারি তব শঙ্কর সহজ সুজান।
বহু বিধি উমহি প্রসংসি পুনি বোলে কৃপানিধান।

শিবের হৃদয়ে আনন্দ হইল। শিব স্বভাবতঃই জ্ঞানময়। তিনি নানাভাবে উমার প্রশংসা করিয়া পুনরায় বলিলেন।

সোঃ—
সুনু সুভ কথা ভবানি রামচরিতমানস বিমল।
কহা ভুসুণ্ডি বখানি সুনা বিহগনায়ক গরুড়।
সো সংবাদ উদার জেহি বিধি ভা আগে কহব।
সুনহু রাম অবতার চরিত পরম সুন্দর অনঘ।

ভবানী, রামচরিতমানসের বিমল শুভ কথা শোন। এই কথা ভুষণ্ডী ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিল ও পক্ষীরাজ গরুড় শুনিয়াছিল। সেই উদার সংবাদ যেমন করিয়া হইয়াছিল, তাহা প্রথমে বলিব। পরম সুন্দর, নিষ্পাপ-চরিত্র রাম অবতারের কথা শুন।

হরিগুন নাম অপার কথারূপ অগনিত অমিত।
মৈঁ নিজ মতি অনুসার কহউ উমা সাদর সুনহু॥

হরির নামের ও গুণের শেষ নাই, হরি-কথা (রাম-কথা) অসংখ্য ও অশেষ। আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে বলিব, উমা সাদরে উহা শুনিও।

১৪৮॥ **সুনু গিরিজা হরিচরিত সুহায়ে।**
বিপুল বিসদ নিগমাগম গায়ে॥
হরিঅবতার হেতু জেহি হোঈ।
ইদমিত্থং কহি জাই ন সোঈ॥

সুহায়ে—সুন্দর। ইদমিত্থং—ঠিক ঠিক। পার্বতী, শোন। রামচরিত সুন্দর, নির্মল ও অনেকপ্রকার। সে সকল বেদাদিতে আছে। যেজন্য রাম অবতার হয়েন, তাহার হেতু ত ঠিক ঠিক আমি বলিতে পারিব না।

রাম অতর্ক্য বুদ্ধি মন বানী।
মত হমার অস সুনহি সয়ানী॥
তদপি সন্ত মুনি বেদ পুরানা।
জস কছু কহহিঁ স্বমতি অনুমানা॥

অতর্ক্য—তর্কের বা বিচারের অতীত; অনুমানা—অনুসারে। পার্বতী, আমার মতে রাম বুদ্ধি, মন ও বাক্যের অতর্ক্য অর্থাৎ তাঁহাকে তর্ক বা বিচার দ্বারা পাওয়া যায় না। তবুও সাধুগণ, মুনিগণ, বেদ ও পুরাণ যাহা কিছু নিজ নিজ বুদ্ধি মত বলিয়াছেন।

তস মৈঁ সুমুখি সুনাবউ তোহী।
সমুঝি পরই জস কারন মোহী॥
জব জব হোই ধরম কৈ হানী।
বাঢ়হিঁ অসুর অধম অভিমানী॥

হে সুমুখী, সে কথা ও আমার কাছে রাম অবতার হওয়ার কারণ আর যাহা বোধ হইয়াছে তাহা তোমাকে শুনাইব। যখন যখন ধর্মের হানি হয়, অসুর, অধম ও অভিমানী বৃদ্ধি লাভ করে।

করহিঁ অনীতি জাই নহিঁ বরনী।
সীদহিঁ বিপ্র ধেনু সুর ধরনী॥
তব তব প্রভু ধরি বিবিধ সরীরা।
হরহিঁ কৃপানিধি সজ্জনপীরা॥

সীদহিঁ—অতি দুঃখিত হয়। হরহিঁ—হরণ করেন। পীরা—পীড়া। এমন অন্যায় করে যে তাহা বলা যায় না। ব্রাহ্মণ, গাই, দেবতা ও পৃথিবী অতিশয় দুঃখ পায়। সেই সময় কৃপালু প্রভু নানা শরীর ধারণ করিয়া সাধুজনের দুঃখ দূর করেন।

অসুর মারি থাপহিঁ সুরন্হ রাখহিঁ নিজ শ্রুতি সেতু।
জগ বিস্তারহিঁ বিষদ জস রামজনম কর হেতু॥

থাপহিঁ—স্থাপন করেন। সেতু—মর্যাদা, মান॥ অসুরদিগকে মারিয়া সুরদিগের প্রতিষ্ঠা করেন, নিজের শ্রুতির মান রাখেন, জগতে নির্মল যশ প্রচার করেন। ইহাই রাম-জন্মের হেতু।

১৪৯॥ **সোই জস গাই ভগত ভব তরহীঁ।**
কৃপাসিন্ধু জন হিত তনু ধরহীঁ॥
রামজনম কে হেতু অনেকা।
পরম বিচিত্র এক তেঁ একা॥

সেই যশ গান করিয়া ভক্ত ভবসাগর পার হয়। দয়ার সাগর রাম লোকের হিতের জন্যই শরীর ধারণ করেন। রাম-জন্মের হেতু অনেক, তাহার প্রত্যেকটাই অতি বিচিত্র।

জনম এক দুর কহউঁ বখানী।
সাবধান সুনু সুমতি ভবানী॥
দ্বারপাল হরি কে প্রিয় দোউ।
জয় অরু বিজয় জান সব কোউ॥

রামচন্দ্রের জন্মের দুই একটা কাহিনী বলিতেছি। সুমতি ভবানী, সাবধানে শুন। হরির দুই জন প্রিয় দ্বার-পাল ছিলেন, তাঁহাদের নাম জয় ও বিজয় ইহা সকলে জানে।

বিপ্রশ্রাপ তেঁ দুনউ ভাই।
তামস অসুর দেহ তিন্হ পাই॥
কনককসিপু অরু হাটকলোচন।
জগত বিদিত সুর পতি মদ মোচন॥

কনককসিপু—হিরণ্যকশিপু। হাটক—সোনা। হাটক-লোচন—হিরণ্যাক্ষ॥ সেই দুই ভাই বিপ্রশাপে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নাম লইয়া অসুরের তামসিক দেহ পায়। তাহারা দেবতাদের অহঙ্কার চূর্ণ করে। সে-কথা সকলে জানে।

বিজঈ সমর বীর বিখ্যাতা।
ধরি বরাহ বপু এক নিপাতা॥
হোই নরহরি দুসর পুনি মারা।
জন প্রহ্লাদ সুজস বিস্তারা।

নরহরি—নৃসিংহ॥ দুইজনেই বিখ্যাত সমর বিজয়ী বীর হয়। হরি বরাহরূপ ধারণ করিয়া একটীকে বধ করেন। নৃসিংহরূপ ধরিয়া আর একটীকে মারেন। তাহাতে ভক্ত প্রহ্লাদের সুযশ বিস্তৃত হয়।

ভয়ে নিসাচর জাই তেই মহাবীর বলবান।
কুম্ভকরন রাবন সুভট সুরবিজঈ জগ জান॥

মরিয়া গিয়া উহারা মহাবীর বলবান রাক্ষস হয়। যোদ্ধা কুম্ভকর্ণ ও রাবণ এই দুই নাম তাহাদের হয়। তাহারা সুর-বিজয়ী হয়। এ কথা জগতে বিখ্যাত।

১৫০॥ **মুকুত ন ভয়ে হতে ভগবানা।**
তীনি জনম দ্বিজবচন প্রমানা॥
এক বার তিনকে হিত লাগী।
ধরেউ সরীর ভগতঅনুরাগী।

ভগবানের হাতে মরিয়াও তাহারা মুক্ত হইল না, কেননা ব্রাহ্মণের শাপ তিন জন্মের জন্য ছিল। আর একবার তাহাদের হিতের জন্য ভক্তের প্রতি অনুরাগী ভগবান শরীর ধারণ করিলেন।

কস্যপ অদিতি তহাঁ পিতু মাতা।
দসরথ কৌসিল্যা বিখ্যাতা।
এক কলপ এহি বিধি অবতারা।
চরিত পবিত্র কিয়ে সংসারা।

পূর্বে যাঁহাদের নাম ছিল কশ্যপ ও অদিতি, এইবার তাঁহারাই বিখ্যাত দশরথ ও কৌশল্যা নামে পিতা মাতা হইলেন। এইভাবে এককল্প অবতার লইয়া নিজের চরিত্র দ্বারা সংসার পবিত্র করিলেন।

এক কলপ সুর দেখি দুখারে।
সমর জলন্ধর সন সব হারে।
সম্ভু কীন্হ সংগ্রাম অপারা।
দনুজ মহাবল মরই ন মারা॥
পরম সতী অসুরাধিপনারী।
তেহি বল তাহি ন জিতহিঁ পুরারী॥

এককল্পে যুদ্ধে জলন্ধরের নিকট দেবতাদের হার হইয়া গেল। শম্ভু ইহার জন্য দেবতাদিগকে দুঃখিত দেখিয়া অপার সংগ্রাম করেন, কিন্তু মহাবল রাক্ষসদিগকে মারিয়াও মারিতে পারেন না। অসুরের স্ত্রী পরম সতী। সেই বলেই শিব অসুরকে জিতিতে পারেন না।

ছল করি টারেউ তাসু ব্রত প্রভু সুরকারজ কীন্হ।
জব তেহি জানেউ মরম তব সাপ কোপ করি দীন্হ॥

টারেউ—ভাঙ্গান॥ ছল করিয়া তাহার ব্রত ভাঙ্গেন। এই প্রকারে বিধাতা দেবতাদের কাজ করেন। যখন সে স্ত্রী ঐ ব্যাপারের মর্ম বুঝিল তখন সে রাগিয়া শাপ দিল।

কাহিনীটি এই। জলন্ধর অসুর দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। তাহাকে জয় করা যায় না। তাহাকে মারিলেও মরে না। তাহার স্ত্রী পতিব্রতা। স্ত্রী সতী বলিয়া তাহার মৃত্যু হইতে পারিতেছিল না। এজন্য বিষ্ণু তাহার স্ত্রীর পতিব্রতা নষ্ট করার ফন্দি করেন। বিষ্ণু সাধু সাজিয়া জলন্ধরের স্ত্রীর নিকট গিয়া সংবাদ দেন যে, তাহার স্বামী মারা গিয়াছে, ও ছল করিয়া তাহার দেহের টুকরা টুকরা অংশ দেখান। স্ত্রীকে বলেন যে, তুমি যদি সতী হও, তবে ইহা জোড়াইলেই সে বাঁচিবে। তিনি ইহা জোড়া দেন ও জলন্ধরের কপট মূর্তি জীবিত হয়। তখন সকল স্ত্রীরা তাহার পদসেবা করিতে থাকে। বিষ্ণু ইহার পর কপট ভাঙ্গিয়া দেখাইয়া দেন যে, তাহার ব্রত নষ্ট হইয়াছে। পরে ব্রত নষ্ট হওয়ার ফলে জলন্ধরের মৃত্যু হয়। সতী স্ত্রী তখন অভিশাপ দেন যে, স্ত্রী-বিরহে তাঁহাকে বড় দুঃখী হইতে হইবে ও তাহার স্ত্রী চুরি যাইবে। সেইজন্য বিষ্ণু রাম-অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

এই উপাখ্যানে ইহাই দেখাইতেছে যে, সত্যই হইতেছে ভগবান। সত্য ত্যাগ করিলে বিষ্ণুরও ছাড়া নাই, ফল ভুগিতেই হইবে। অবশ্য এসকল উপাখ্যানে দেবতারাও মানুষের মত মরণশীল ও কাম-ক্রোধ-ঈর্ষা-দ্বেষাদি রিপুর বশ। নারদ শাপে রামের জন্মের অন্য উপাখ্যান পরে আছে।

১৫১, ১৫২। তাসু শাপ হরি দীন্হ প্রবানা।
কৌতুকনিধি কৃপাল ভগবানা॥
তহাঁ জলন্ধর রাবন ভয়উ।
রন হতি রাম পরম পদ দয়উ।

সেই শাপ বিষ্ণু স্বীকার করিয়া লইলেন। ভগবান কৌতুকনিধি ও কৃপালু। এদিকে জলন্ধর রাবণ হইল। রাম তাহাকে যুদ্ধে মারিয়া তাহাকে পরমগতি দিলেন।

এক জনম কর কারন এহা।
জেহি লগি রাম ধরী নর দেহা।
প্রতি অবতার কথা প্রভু কেরী।
সুনু মুনি বরনী কবিন্হ ঘনেরী॥

রাম যে সকল কারণে নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই একটি। রামের অবতার হওয়ার প্রতি কথাই কবিরা মুনিদিগের নিকট শুনিয়া অনেক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

নারদ শাপ দীন্হ এক বারা।
কলপ এক তেহি লগি অবতারা।
গিরিজা চকিত ভঈ সুনি বানী।
নারদ বিষ্ণুভগত পুনি জ্ঞানী।

আর একবার নারদ শাপ দেন, তাহাতেও এক কল্প-কালের জন্য অবতার লইতে হয়। একথা শুনিয়া গিরিজা আশ্চর্য হইলেন, কেননা নারদ যে বিষ্ণুভক্ত আবার জ্ঞানী মুনি।

কারন কবন সাপ মুনি দীন্হা।
কা অপরাধ রমাপতি কীন্হা॥
যহ প্রসঙ্গ মোহি কহহু পুরারী।
মুনিমন মোহ আচরজ ভারী॥

রমাপতি বিষ্ণু কি অপরাধ করিয়াছিলেন, কি সে কারণ যেজন্য মুনি শাপ দিলেন? হে প্রভু, সেই কথা আমাকে বলুন, কেননা মুনির মনে মোহ হওয়া বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।

বোলে বিহঁসি মহেস তব জ্ঞানী মূঢ় ন কোই।
জেহি জস রঘুপতি করহিঁ জব সো তস তেহি ছন হোই

তখন মহেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—জ্ঞানী ও মূঢ় বলিয়া নিশ্চিত কেহ নাই। ঈশ্বর যখন যাহাকে যাহা করেন, সে তখন তাহাই হয়।

ইহাতে কর্মফলের অপবাদ নাই, কর্মফলের সমর্থন রহিয়াছে। যে যেমন কাজ করে, সে সেই প্রকার ফল পায়, অর্থাৎ ঈশ্বর তখন তাহাকে সেইরূপ করেন।

তুলসীদাস প্রচলিত আখ্যানগুলির উল্লেখ করিয়া ভক্ত যে যে ভাবে রামকে দেখিয়া গিয়াছে, সেই সেই ভাবেই দেখাইতেছেন। কিন্তু তুলসীর প্রভু যিনি, তিনি শাশ্বত সত্য। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, ছল করেন না, বিলাপ করেন না। তিনিই রাম।

সোঃ—
কহউঁ রাম গুন গাথ ভরদ্বাজ সাদর সুনহু।
ভবভঞ্জন রঘুনাথ ভজু তুলসী তজি মান মদ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে ভরদ্বাজ, রাম-গুণ গান করিতেছি, উহা আদরের সহিত শুন, রঘুনাথ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করেন। তুলসী, মান মদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার ভজনা কর।

১৫৩॥ হিম গিরি গুহা এক অতি পাবনি।
বহ সমীপ সুরসরী সুহাবনি।
আশ্রম পরম পুনীত সুহাবা।
দেখি দেবরিষি মন অতি ভাবা॥

হিমগিরি গুহা—হিমালয়ের গুহা। দেবঋষি—নারদ॥ হিমালয়ে এক অতি পবিত্র গুহা আছে। তাহার নিকট দিয়াই সুন্দর গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। উহাতে এক সুন্দর পরম পবিত্র আশ্রম দেখিয়া নারদের বড় ভাল লাগিল।

নিরখি শৈল সরি বিপিন বিভাগা।
ভয়উ রমাপতি পদ অনুরাগা॥
সুমিরত হরিহি শাপগতি বাধী।
সহজ বিমল মন লাগি সমাধী॥

সাপ গতি বাধী—দক্ষ প্রজাপতি শাপ দিয়াছিলেন যে, নারদকে কেবল ঘুরিতেই হইবে। সেই শাপের ক্রিয়া নষ্ট হইল। নারদ নিশ্চল হইলেন॥ পর্বত, নদী, বন ভাগে ভাগে দেখিয়া প্রকৃতিক সৌন্দর্যে নারদের মনে বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির উদয় হইল। হরিকে স্মরণ করিতেই তাঁহার উপর যে শাপ ছিল, তাহাতে বাধা পড়িল। নারদের মন সহজেই পবিত্র, তিনি সমাধিস্থ হইলেন।

মুনিগতি দেখি সুরেস ডরানা।
কামহিঁ বোলি কীন্হ সনমানা॥
সহিত সহায় জাহু মম হেতু।
চলেউ হরষি হিয় জল চর কেতু॥

ডরানা—ভয় পাইলেন। সনমানা—মান দিলেন, কাজে নিয়োগ করিলেন। জলচর কেতু—কামদেব॥

মুনির অবস্থা দেখিয়া ইন্দ্রের ভয় হইল। তিনি নারদের সমাধি ভাঙ্গিবার জন্য কামকে ডাকিয়া তাঁহার সম্মান করিলেন ও তাঁহাকে সঙ্গীর সহিত ইন্দ্রের কাজে যাইতে বলিলেন। কাম আনন্দিত হইয়া চলিলেন।

স্বর্গের রাজা ইন্দ্র মানুষ রাজার মতই ক্ষমতা-প্রিয় অথচ ভীরু। কে কখন তাঁহার আসন কাড়িয়া লইল এই তাঁহার ভয়। নারদ সমাধিতে বসিয়াছেন, তিনি ত নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরের ধ্যানই করিবেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? ইন্দ্রের মনে ভয়। তিনি ভাবিলেন, নারদ এত পর ধ্যান বলে যদি ইন্দ্রত্বই কাড়িয়া লয়েন। সেইজন্য কামকে পাঠাইলেন। এই দেবতারা অনেকাংশেই মানুষ, আবার নিকৃষ্ট মানুষের মত। ইন্দ্র কেমন তাহার পরিচয় পরে আসিতেছে।

সুনাসীরমন মহঁ অসি ত্রাসা।
চহত দেবরিষি মম পুর বাসা॥
জে কামী লোলুপ জগ মাহীঁ।
কুটিল কাক ইব সবহিঁ ডেরাহীঁ॥

সুনাসীর—ইন্দ্র। মমপুরবাসা—স্বর্গপুরের বাস॥ ইন্দ্রের মনে এই ভয় যে, নারদ স্বর্গপুরেই বাস চাহেন। সংসারে যে কামী ও লোভী সে কুটিল কাকের মত সকলকেই ডরায়।

সুখ হাড় লেই ভাগ সঠ স্বান নিরখি মৃগরাজ।
ছীনি লেই জনি জানি জড় তিমি সুরপতিহি ন লাজ॥

সুখ—শুক্না। স্বান—কুকুর। জনি—না॥

মূর্খ কুকুর সিংহকে দেখিয়া শুক্না হাড় লইয়া পলায়। মূর্খের এই ভয় যে, পাছে সিংহ উহা কাড়িয়া লয়। সুরপতিও তেমনি (কুকুরের মত) নির্লজ্জ। নারদের কাছে দেবরাজপুরী যে শুক্না হাড়ের মত, সে জ্ঞান নাই।

১৫৪। তেহি আশ্রমহি মদন জব গয়উ।
নিজ মায়া বসন্ত নিরময়উ॥
কুসুমিত বিবিধ বিটপ বহুরঙ্গা।
কূজহিঁ কোকিল গুঞ্জহিঁ ভৃঙ্গা॥

সেই আশ্রমে মদন পহুঁছিয়া নিজ মায়ায় বসন্ত ঋতু উপস্থিত করিল। নানা গাছে নানা রঙের ফুল ফুটিল, কোকিল ডাকিতে লাগিল, ভ্রমর গুন্ গুন্ করিতে লাগিল।

চলী সুহাবনি ত্রিবিধ বয়ারী।
কামকৃশানু বঢ়াবনিহারী॥
রম্ভাদিক সুর নারি নবীনা।
সকল অসমসর কলা প্রবীনা॥

বঢ়াবনিহারী—বাড়াইয়া থাকে। বয়ারী—বাতাস। অসমসর—কাম। সুন্দর শীতল মন্দ ও সুগন্ধ বাতাস বহিল। উহাতে কামাগ্নি বাড়িয়া উঠে। রম্ভাদি নবীন সুরনারী, যাহারা কামকলায় চতুর।

করহিঁ গান বহু তান তরঙ্গা।
বহু বিধি ক্রীড়হিঁ পানি পতঙ্গা॥
দেখি সহাই মদন হরষানা।
কীন্হেসি পুনি প্রপঞ্চ বিধি নানা॥

পানি পতঙ্গা—গোলাপী রংয়ের হাত। প্রপঞ্চ—মিথ্যা মায়া॥ তাহারা, সুরের ঢেউ তুলিয়া গান করিতেছিল, আর গোলাপী রংয়ের হাত নানা ভঙ্গীতে খেলাইতেছিল। এই সাহায্যকারীদিগকে দেখিয়া মদনের আনন্দ হইল। আর সে নানা প্রকার মিথ্যা মায়ার সৃষ্টি করিল।

কামকলা কছু মুনিহি ন ব্যাপী।
নিজ ভয় ডরেউ মনোভব পাপী॥
সীম কি চাঁপি সকই কোউ তাসু।
বড় রখবার রমাপতি জাসু॥

সীম চাঁপি—মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে॥ কামকলা মুনিকে স্পর্শ করিল না। তখন পাপী কাম নিজের ভয়ে ভীত হইল। যাহাকে বড় রক্ষক বিষ্ণু রক্ষা করেন, তাহার মর্যাদা কি কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে?

(ভক্তের এই বিশ্বাস ভক্তবৎসল ভগবান সর্বদা রাখিয়া থাকেন। ঈশ্বর রক্ষা করিলে রক্ষা, নচেৎ দুর্বল পুরুষ নিজের চেষ্টায় কতক্ষণ সংযম রাখিতে পারে? সুকৃত কর্মফল ও ভক্তি পতন হইতে ভক্তকে রক্ষা করে।)

সহিত সহাই সভীত অতি মানি হারি মন মৈন।
গহেসি জাই মুনিচরন তব কহি সুঠি আরত বৈন॥

গহেসি—ধরিল। আরত বৈন—আর্ত্ত বাক্য। সুঠি—অতিশয়॥ হার মানিয়া কামদেব নিজের সহায়কগণ সহিত বড় ভয় পাইল। তখন মুনিবরের পা ধরিয়া বড় আর্ত্তস্বরে মিনতি করিতে লাগিল।

১৫৫॥ ভয়উ ন নারদ মন কছু রোষা।
কহি প্রিয় বচন কাম পরিতোষা॥
নাই চরণ সিরু আয়সু পাঈ।
গয়উ মদন তব সহিত সহাঈ।

নারদের মনে মাত্রও রাগ হইল না, তিনি প্রিয়বাক্যে কামকে তুষ্ট করিলেন। তখন কাম তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার আজ্ঞা লইয়া সহায়কদিগের সহিত চলিয়া গেল।

মুনি সুসীলতা আপনি করনী।
সুরপতি সভা জাই সব বরনী॥
সুনি সব কে মন অচরজু আবা।
মুনিহি প্রসংসি হরিহি সিরু নাবা॥

মুনির সুশীলতা ও নিজের কীর্তি, এ সকল কথা দেবসভায় গিয়া কাম বলিল। সে কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য হইল। তাহারা মুনিকে প্রশংসা করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।

তব নারদ গবনে সিব পাহীঁ।
জিতা কাম অহমিতি মন মাহীঁ।
মারচরিত শঙ্করহি শুনায়ে।
অতি প্রিয় জানি মহেস সিখায়ে।

তখন নারদ শিবের নিকট গেলেন। তিনি কাম জয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে বড় অহঙ্কার। কামের কাণ্ডটা শঙ্করকে শুনাইলেন। তখন নারদকে অতিশয় প্রিয় মনে করিয়া শিব উপদেশ দিলেন।

বার বার বিনবউঁ মুনি তোহী।
জিমি যহ কথা শুনায়হু মোহী॥
তিমি জনি হরিহি শুনায়হু কবহুঁ।
চলেহু প্রসঙ্গ দুরায়হু তবহুঁ।

শিব নারদকে বলিলেন—হে মুনি, তোমাকে বার বার মিনতি করিতেছি, আমাকে যেমন একথা শুনাইলে তেমনি আবার বিষ্ণুকে যেন কখনও শুনাইও না। যদি কথা-প্রসঙ্গে এ কথা উঠে তবুও লুকাইও।

সম্ভু দীন্হ উপদেস হিত নহিঁ নারদহি সুহান।
ভরদ্বাজ কৌতুক শুনহু হরিইচ্ছা বলবান।

সুহান—শোভা পাওয়া, ভাল লাগা॥ শম্ভু হিতের জন্য উপদেশ দিলেন; কিন্তু নারদের তাহা ভাল লাগিল না। ভরদ্বাজ, তারপর যে কৌতুক হইল তাহা শোন। বিষ্ণুর ইচ্ছাই বলবান।

১৫৬॥ রাম কীন্হ চাহহিঁ সোই হোঈ।
করই অন্তথা অস নহিঁ কোঈ।
সম্ভুবচন মুনি মন নহিঁ ভায়ে।
তব বিরঞ্চি কে লোক সিধায়ে॥

কীন্হ চাহহিঁ—করিতে চান। ভায়ে—ভাল লাগা॥ রাম যাহা করিতে চাহিবেন তাহাই হইবে, উহার অন্তথা করে এমন ত কেহই নাই। শিবের কথা নারদের মনে ভাল লাগিল না। তিনি তাহার পর ব্রহ্মলোকে গেলেন।

এক বার করতল বরবীনা।
গাবত হরিগুন গানপ্রবীনা॥
ছীরসিন্ধু গবনে মুনিনাথা।
জহঁ বস শ্রীনিবাস শ্রুতিমাথা॥

একবার সুন্দর বীনা হাতে লইয়া হরিনাম গানে পটু নারদ মুনি গাইতে গাইতে ক্ষীরসমুদ্রে গেলেন। সেখানে বেদের পূজ্য লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু বাস করেন।

হরষি মিলেউ উঠি রুপানিকেতা।
বৈঠে আসন রিষিহি সমেতা॥
বোলে বিহঁসি চরাচররায়া।
বহুতে দিনন্হ কীন্হি মুনি দায়া॥

কৃপানিধি বিষ্ণু আনন্দিত হইয়া দাঁড়াইয়া আলিঙ্গন করিলেন, তার পর ঋষির সহিত একত্রে বসিলেন। চরাচরের স্বামী হাসিয়া বলিলেন—মুনি, অনেক দিন পরে আপনি দয়া করিলেন।

কামচরিত নারদ সব ভাখে।
জত্তপি প্রথম বরজি সিব রাখে॥
অতি প্রচণ্ড রঘুপতি কৈ মায়া।
জেহি ন মোহ অস কো জগ জায়া॥

ভাখে—বলে। বরজি—নিষেধ করিয়া। জায়া—জন্মিয়াছে॥ যদিও শিব পূর্বেই বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি নারদ কামচরিত সমস্ত বলিলেন। রঘুনাথের মায়া বড় প্রবল, যাহার মোহ হয় না এমন কে আছে?

রুখ বদন করি বচন মৃদু বোলে শ্রীভগবান।
তুম্হরে সুমিরন তেঁ মিটহিঁ মোহ মার মদ মান॥

উদাসীন ভাবে কোমল মৃদুবাক্যে শ্রীভগবান বলিলেন—তোমার স্মরণে কামের মোহ, মদ ও অভিমান মিটে। (তোমার উপর আবার কামের কি প্রভাব হইবে?)

১৫৭। সুনু মুনি মোহ হোই মন তাকে।
জ্ঞান বিরাগ হৃদয় নহিঁ জাকে।

ব্রহ্মচরজ ব্রত রত মতিধীরা।
তুমহহিঁ কি করই মনোভব পীরা॥

নারদ শোন, তাহারই মনে মোহ হয়, যাহার হৃদয়ে জ্ঞান ও বৈরাগ্য নাই। তুমি ব্রহ্মচর্যব্রতশীল, ও ধীরবুদ্ধি; তোমাকে কাম কি পীড়া দিতে পারে?

নারদ কহেউ সহিত অভিমানা।
কৃপা তুম্হারি সকল ভগবানা।
করুনানিধি মন দীখ বিচারী।
উর অঙ্কুরেউ গর্বতরু ভারী॥

অভিমানের সহিত নারদ বলিলেন—ভগবান, সে সকল তোমার কৃপা। এদিকে কৃপানিধি হরি মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, নারদের হৃদয়ে গর্ব-তরুর একটা বড় অঙ্কুর উঠিয়াছে।

বেগি সো মৈ ডারিহউঁ উখারী।
পন হমার সেবক হিতকারী॥
মুনি কর হিত মম কৌতুক হোঈ।
অবসি উপায় করব মৈঁ সোঈ॥

বেগি—শীঘ্র। ডারিহউ উখারী—উপারিয়া ফেলিব॥ আমি তাড়াতাড়ি উহা উপাড়িয়া ফেলিব। সেবকের হিত করাই আমার পণ। মুনির হিত হয় আর আমার কৌতুক হয় এরকম একটা উপায় অবশ্যই করিব।

তব নারদ হরিপদ সির নাঈ।
চলে হৃদয় অহমিতি অধিকাঈ॥
শ্রীপতি নিজ মায়া তব প্রেরী।
সুনহু কঠিন করনী তেহি কেরী।

তারপর নারদ হরিপদে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। হৃদয়ে তাঁহার অহঙ্কার ভরিয়া রহিল। তখন হরি নিজের মায়া প্রেরণ করিলেন। তাহার কষ্টদায়ক কাণ্ড শোন—

বিরচেউ মগু মহুঁ নগর তেহি সতজোজন বিস্তার।
শ্রীনিবাস পুর তেঁ অধিক রচনা বিবিধ প্রকার।

সেই মায়া পথের মধ্যে শত যোজন ব্যাপিয়া নগর তৈয়ারী করিয়া ফেলিল॥ সে পুরী বৈকুণ্ঠপুরী হইতেও অধিক সুন্দর ও নানাপ্রকারে সজ্জিত।

১৫৮॥ **বসহিঁ নগর সুন্দর নর নারী।**
জনু বহু মনসিজ রতি তনুধারী।
তেহি পুর বসই সীলনিধি রাজা।
অগনিত হয় গয় সেন সমাজা।

সেই নগরে সুন্দর নরনারীর বাস। মনে হয় যেন কত কাম ও কত রতি শরীর ধরিয়া আছে। সেই পুরীতে শীলনিধি রাজা বাস করেন। তাঁহার হাতী, ঘোড়া ও সেনা গণনা করা যায় না।

সত সুরেস সম বিভব বিলাসা।
রূপ তেজ বল নীতি নিবাসা।
বিশ্বমোহনী তাসু কুমারী।
শ্রী বিমোহ জেহি রূপু নিহারী।

তাঁহার ঐশ্বর্য শত ইন্দ্রের মত। আর এদিকে রূপ, তেজ, বল, ও নীতিরও তিনি যেন আবাস ভূমি। তাঁহার কুমারীর নাম বিশ্ববিমোহিনী। তাঁহার রূপ এমন যে স্বয়ং লক্ষ্মীও তাহা দেখিয়া মোহিত হয়েন।

সোই হরি মায়া সব গুন খানী।
সোভা তাসু কি জাই বখানী॥
করই স্বয়ম্বর সো নৃপবালা।
আয়ে তহঁ অগনিত মহিপালা।

হরিরই মায়াতে সে সমস্ত গুণের উৎপত্তি। তাহার শোভা বর্ণনা করা যায় না। সেই রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভা রচনা হইলে সেখানে অগণিত রাজারা আসিল।

মুনি কৌতুকী নগর তেহি গয়উ।
পুরবাসিন্হ সব পুছত ভয়উ॥
সুনি সব চরিত ভূপগৃহ আয়ে।
করি পূজা নৃপ মুনি বৈঠায়ে।

কৌতুকী—কৌতুহল বশে॥ নারদও কৌতুকবশতঃ সেই নগরে গেলেন ও পুরবাসীদিগকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সব কথা শুনিয়া রাজার বাড়ী আসিলেন। রাজা তাঁহাকে পূজা করিয়া বসাইলেন।

আনি দেখাঈ নারদহি ভূপতি রাজকুমারি।
কহহু নাথ গুন দোষ সব এহি কে হৃদয় বিচারি॥

রাজা রাজকুমারীকে আনিয়া দেখাইলেন, বলিলেন—হে প্রভু, বিচার করিয়া ইহার গুণ দোষের কথা বলুন।

১৫৯॥ **দেখি রূপ মুনি বিরতি বিসারী।**
বড়ী বার লগি রহে নিহারী।
লচ্ছন তাসু বিলোকি ভুলানে।
হৃদয় হরষ নহিঁ প্রগট বখানে॥

বিরতি—বৈরাগ্য। বড়ীবার—অনেক্ষণ॥ মুনি তাঁহার রূপ দেখিয়া ব্রহ্মচর্য ভুলিয়া গেলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার মনভুলানো লক্ষণ দেখিয়া মনে আনন্দ হইল, কিন্তু মুখে কিছু প্রাকাশ করিলেন না।

জো এহি বরই অমর সোই হোঈ।
সমরভূমি তেহি জীত ন কোঈ।
সেবহিঁ সকল চরাচর তাহী।
বরই সীলনিধি কন্যা জাহী।

মুনি দেখিলেন, এই শীলনিধির কন্যা যাহাকে বরণ

করিবে, সে অমর হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না। সকল চরাচর তাহার সেবা করিবে।

লচ্ছন সব বিচারি উর রাখে।
কছুক বনাই ভূপসন ভাখে॥
সুতা সুলচ্ছন কহি নৃপ পাহীঁ।
নারদ চলে সোচ মন মাহীঁ॥

বিচার করিয়া যে সকল লক্ষণ দেখিলেন, তাহা মনেই রাখিলেন। কিছু বানাইয়া রাজাকে জানাইলেন। কন্যা সুলক্ষণা এ কথা রাজাকে বলিয়া তাহার পর নারদ চিন্তা করিতে করিতে চলিলেন।

করউ জাই সোই জতন বিচারী।
জেহি প্রকার মোহি বরই কুমারী॥
জপ তপ কছু ন হোই তেহি কালা।
হে বিধি মিলই কবন বিধি বালা॥

করউ—করিব। বরই—বরণ করে॥ রাজকুমারী যাহাতে আমাকে বরণ করে, বুদ্ধি করিয়া সেই চেষ্টাই করি। সে সময় নারদের আর জপতপ কিছুই হয় না। তিনি বলিতে থাকেন—হে বিধাতা ঐ কন্যাকে কি করিয়া পাওয়া যায়?

এহি অবসর চাহিয় পরম শোভা রূপ বিসাল।
জো বিলোকি রীঝই কুঅঁরি তব মেলই জয়মাল॥

রীঝই—আনন্দিত হয়॥ এই সময়ে চাই পরম সুন্দর শোভন রূপ, যাহাতে কন্যা সন্তুষ্ট হইয়া জয় মালা দিয়া দেয়।

১৬০॥ হরিসন মাগউঁ সুন্দরতাঈ।
হোইহি জাত গহরু অতি ভাঈ॥
মোরে হিত হরি সম নহিঁ কোউ।
এহি অবসর সহায় সোই হোউ।

এখন যদি হরির নিকট সৌন্দর্য চাহিতে যাই, তবে যাতায়াতের বড় বিলম্ব হইবে। হরির মত আমার হিতকারী আর কেহ নাই, তিনি এই সময়ে আমার সহায় হউন।

বহু বিধি বিনয় কীন্হি তেহি কালা।
প্রগটেউ প্রভু কৌতুকী কৃপালা॥
প্রভু বিলোকি মুনি নয়ন জুড়ানে।
হোইহি কাজু হিয়ে হরষানে॥

সেই সময় নারদ নানা প্রকারে ঈশ্বরের নিকট বিনীত করিলেন। কৌতুকময় দয়াল প্রভু তখন দেখা দিলেন। প্রভুকে দেখিয়া মুনির চোখ জুড়াইল। এই ভাবিয়া হৃদয়ে আনন্দ হইল যে, কাজ হইবে।

অতি আরতি কহি কথা সুনাঈ।
করহু কৃপা করি হোহু সহাঈ॥
আপন রূপ দেহু প্রভু মোহী।
আন ভাঁতি নহিঁ পাবউঁ ওহী।

অতিশয় আর্ত হইয়া নারদ নিজের মনের কথা শুনাইলেন ও বলিলেন—হে প্রভু, কৃপা কর, সহায় হও। তোমার নিজের রূপ আমাকে দাও, অন্য প্রকারে এই কন্যা পাওয়া যাইবে না।

জেহি বিধি নাথ হোই হিত মোরা।
করহু সো বেগি দাস মৈঁ তোরা।
নিজ মায়াবল দেখি বিসালা।
হিয় হঁসি বোলে দীনদয়ালা॥

হে নাথ, যাহাতে আমার ভাল হয় শীঘ্রই তাহা কর। আমি ত তোমার দাস। নিজের বিশাল মায়ার বল দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া দীন দয়াল বলিলেন—

জেহি বিধি হোইহি পরমহিত নারদ সুনহু তুম্হার।
সোই হম করব ন আন কছু বচন ন মৃষা হমার।

হে নারদ, শোন, যাহাতে তোমার কেবল পরমহিত হয় তাহাই করির, অন্য কিছু নয়। আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না।

১৬১॥ কুপথ মাগ রুজব্যাকুল রোগী।
বৈদ ন দেই সুনহু মুনি জোগী।
এহি বিধি হিত তুম্হার মৈঁ ঠয়উ।
কহি অস অন্তরহিত প্রভু ভয়উ।

কুপথ—কুপথ্য। রুজ ব্যাকুল—রোগে অস্থির। ঠয়উ—স্থির করিয়াছি। অন্তরহিত—অন্তর্হিত॥

হে যোগী মুনি, শোন, যদি রোগে অস্থির রোগী কুপথ্য চায়, তবে বৈদ্য তাহাকে তাহা দেয় না। এইভাবেই আমি তোমার ভাল করিব ঠিক করিয়াছি। এই কথা বলিয়া প্রভু অন্তর্হিত হইলেন।

মায়াবিবস ভয়ে মুনি মূঢ়া।
সমুঝী নহিঁ হরিগিরা নিগূঢ়া।
গবনে তুরত তহাঁ রিষিরাঈ।
জহাঁ স্বয়ম্বরভূমি বনাঈ।

মায়াবিবশ হইয়া নারদ মূর্খের মত হইলেন, ভগবানের বাক্যের গূঢ় অর্থ বুঝাইলেন না। তখন ঋষিরাজ নারদ যেখানে স্বয়ম্বর-সভা সাজান হইয়াছিল, তাড়াতাড়ি সেখানে গেলেন।

নিজ নিজ আসন বৈঠে রাজা।
বহু বনাব করি সহিত সমাজা॥

মুনিমন হরষ রূপ অতি মোরে।
মোহি তজি আনহি বরিহি ন ভোরে॥

বনাবকরি—সাজ করিয়া। আন—অন্যকে। ভোরে—ভুলে। রাজারা নিজ নিজ আসনে বহু সাজ সজ্জা করিয়া নিজের সমাজের লোকের সহিত গিয়া বসিল। মুনির মনে

এই বলিয়া আনন্দ যে আমার খুব সুরূপ হইয়াছে, আমাকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও এই কন্যা ভুলিয়াও বরণ করিবে না।

মুনিহিত কারন কৃপানিধানা।
দীন্হ কুরূপ ন জাই বখানা।
সো চরিত্র লখি কাহু ন পাবা।
নারদ জানি সবহি সির নাবা।

মুনির ভালর জন্য কৃপাল তাহাকে এমন কুরূপ দিলেন যে, বলা যায় না। কিন্তু নারদের ঐ কুরূপ কাহারও চক্ষে পড়িল না। নারদ মুনি জানিয়া সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিল।

রহে তহাঁ দুই রুদ্রগন তে জানহিঁ সব ভেউ।
বিপ্রবেষ দেখত ফিরহিঁ পরম কৌতুকী তেউ।

সেখানে মহাদেবের দুইজন গণ ছিল, তাহারা সকল ভেদ জানিত। তাহারা ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সব দেখিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারাও পরম কৌতুকী।

১৩২॥ **জেহি সমাজ বৈঠে মুনি জাই।**
হৃদয় রূপঅহমিতি অধিকাই॥
তহঁ বৈঠে মহেসগন দোউ।
বিপ্রবেষ গতি লখই ন কোউ॥

নারদের হৃদয়ে বড়ই রূপের অহঙ্কার হইয়াছে। তিনি যে সমাজে গিয়া বসিলেন, সেইখানেই শিবের দুই গণ ও গিয়া বসিল। তাহারা ব্রাহ্মণের বেশে ছিল, কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিল না।

করহিঁ কূটি নারদহি সুনাই।
নীকি দীন্হি হরি সুন্দরতাই॥
রীঝিহি রাজকুঅঁরি ছবি দেখী।
ইন্হহিঁ বরিহি হরি জানি বিসেখী॥

কূটি—ঠাট্টা। নীকি—খুব। রীঝিহি—মোহিত হইবে॥ তাহারা নারদকে শুনাইয়া ঠাট্টা করিতেছিল যে, হরি ইঁহাকে খুব সৌন্দর্য দিয়াছেন। ইঁহার শোভা দেখিয়া রাজকুমারী মোহিত হইবে, বিশেষতঃ ইহাকে বিষ্ণু মনে করিয়া বরণ করিবে।

মুনিহি মোহ মন হাথ পরায়ে।
হঁসহি সম্ভুগন অতি সচুপায়ে॥
জদপি সুনহি মুনি অটপটি বানী।
সমুঝি ন পরই বুদ্ধিভ্রম সানী।

মন হাথ পরায়ে—মন পরের হাতে, বশে। সচুপায়ে —চুপে চুপে। অটপটি—খাপছাড়া॥

মুনির মোহ হইয়াছিল, তাহার মনের উপরও বশ ছিল না। শিবের গণ খুব চুপি চুপি হাসিতেছিল। যদিও মুনি তাহাদের খাপছাড়া কথা শুনিতেছিলেন, তথাপি বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ার জন্য বুঝিতে পারিতেছিলেন না।

কাহু ন লখা সো চরিত বিসেখা।
সো সরূপ নৃপকন্যা দেখা॥
মর্কটবদন ভয়ঙ্কর দেহী।
দেখত হৃদয় ক্রোধ ভা তেহী।

নারদের এই বিশেষ রূপ (চরিত) কেহই দেখে নাই, কিন্তু সেই রূপ রাজকুমারী দেখিলেন। মর্কটের মুখ, ভয়ঙ্কর দেহ। তাহাকে দেখিয়া রাজকুমারীর বড় রাগ হইল।

সখী সঙ্গ লেই কুঅঁরি তব চলি জনু রাজমরাল।
দেখত ফিরই মহীপ সব করসরোজ জয়মাল॥

রাজকুমারী তখন সখীর সঙ্গে রাজহাঁসের মত চলিতে-ছিলেন। তিনি রাজাদিগকে দেখিয়া ফিরিতেছিলেন। তাঁহার পদ্মহাতে জয় মালা।

১৩৩॥ **জেহি দিসি বৈঠে নারদ ফুলী।**
সো দিসি তেহি ন বিলোকী ভুলী॥
পুনি পুনি মুনি উকসহিঁ অকুলাহীঁ।
দেখি দসা হরগন মুসুকাহীঁ।

যেদিকে নারদ অহঙ্কারে মুখ ফিরাইয়া বসেন, সেইদিকে ভুলিয়াও কন্যা তাকায় না। পুনঃ পুনঃ নারদ ছটফট্ করিতেছেন ও ব্যাকুল হইতেছেন দেখিয়া শিবের গণ হাসিতে লাগিল।

ধরি নৃপতনু তহঁ গয়উ কৃপালা।
কুঅঁরি হরষি মেলেউ জয়মালা॥
দুলহিনি লেই গে লচ্ছিনিবাসা।
নৃপসমাজ সব ভয়উ নিরাসা।

দয়াল সেখানে রাজার বেশে গিয়াছিলেন। কুমারী আনন্দে তাঁহাকে বরমালা দিল। তিনি কন্যাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন। রাজারা সকলে নিরাশ হইলেন।

মুনি অতি বিকল মোহমতি নাঁঠী।
মনি গিরি গঈ ছুটি জনু গাঁঠী॥
তব হরগন বোলে মুসুকাঈ।
নিজ মুখ মুকুর বিলোকহু জাঈ॥

নারদ মুনি বড় বিকল হইলেন। তাঁহার বুদ্ধি মোহবশে বিগড়াইয়া গিয়াছিল। গাঁট হইতে মণি খুলিয়া পড়িয়া গেলে যেমন অবস্থা হয়, মুনির সেই অবস্থা হইল। তখন শিবের গণ হাসিয়া বলে—নারদ, একবার আরসীতে নিজের মুখ দেখুন।

অস কহি দোউ ভাগে ভয় ভারী।
বদন দীখ মুনি বারি নিহারী॥
বেষু বিলোকি ক্রোধ অতি বাঢ়া।
তিন্হহিঁ সরাপ দীন্হ অতি গাঢ়া॥

এই বলিয়া দুইজনে ভয়ে পালাইয়া গেল। তখন নারদ জলের উপর মুখ দেখিলেন। নিজের মূর্তি দেখিয়া বড় রাগ হইল। তাহাদিগকে বড় কঠিন শাপ দিলেন,

হোহু নিসাচর জাই তুম্‌হ কপটী পাপী দোউ।
হঁসেহু হমহিঁ সো লেহু ফল বহুরি হঁসেহু মুনি কোউ।

তোমরা দুই কপটী পাপী গিয়া রাক্ষস হও। আমাকে দেখিয়া হাসার ফল ভোগ কর। কোনও মুনি দেখিয়া আবার হাসিও।

১৬৪॥ পুনি জল দীখ রূপ নিজ পাবা।
তদপি হৃদয় সন্তোষ ন আবা॥
ফরকত অধর কোপ মন মাহীঁ।
সপদি চলে কমলাপতি পাহীঁ॥

ফরকত—কাঁপিতেছিল। সপদি—তখনই॥ নারদ পুনরায় জলের দিকে তাকাইয়া দেখেন যে, নিজের রূপ পাইয়াছেন। তাহা হইলেও মনে সন্তোষ আসিল না। মনের রাগে ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি বিষ্ণুর নিকট চলিলেন।

দেইহউঁ সাপ কি মরিহউঁ জাঈ।
জগত মোরি উপহাস করাঈ।
বীচহি পন্থ মিলে দনুজারী।
সঙ্গ রমা সোই রাজকুমারী।

নারদ ভাবেন—কি করিব? শাপ দিব, কি নিজেই মরিব? হরি আমাকে জগতের কাছে উপহাসের পাত্র করিলেন। পথের মাঝেই বিষ্ণুর সহিত দেখা হইল। তাঁহার সঙ্গে আছেন লক্ষ্মী আর সেই রাজকন্যা।

বোলে মধুর বচন সুরসাঈঁ।
মুনি কহঁ চলে বিকল কী নাঈঁ।
সুনত বচন উপজা অতি ক্রোধা।
মায়াবস ন রহা মন বোধা।

হরি তখন তাঁহাকে মধুর বাক্যে বলিলেন—মুনি, বিকলের ন্যায় কোথায় যাইতেছ? কথা শুনিয়া নারদের রাগ আরো বাড়িয়া গেল। মায়ার বশে তাঁহার আর জ্ঞান রহিল না।

পরসম্পদা সকহু নহিঁ দেখী।
তুম্‌হরে ইরিষা কপট বিসেষী।
মথত সিন্ধু রুদ্রহি বৌরায়হু।
সুরন্‌হ প্রেরি বিষপান করায়হু।

তিনি বলিলেন—তুমি পরের ভাল দেখিতে পার না। তোমার মনে অতিশয় ঈর্ষা ও কপটতা আছে। তুমি সিন্ধু মন্থন করার সময় দেবতাদিগকে পাঠাইয়া রুদ্রকে বিষ পান করাও, তাহাকে পাগল করাও।

অসুর সুরা বিষ শঙ্করহিঁ আপু রমা মনি চারু।
স্বারথসাধক কুটিল তুম্‌হ সদা কপটব্যবহারু।

তুমি অসুরদিগকে দিলে মদ, শঙ্করকে দিলে বিষ, আর নিজে লইলে সুন্দর মণির মত লক্ষ্মীকে। তুমি স্বার্থ-সাধক, তুমি কুটিল, তোমার ব্যবহার সদাই কপট।

১৬৫॥ পরম স্বতন্ত্র ন সির পর কোঈ।
ভাবই মনহিঁ করহু তুম্‌হ সোঈ।
ভলেহি মন্দ মন্দেহি ভল করহু।
বিসময় হরষ ন হিয় কছু ধরহু॥

তুমি বড়ই স্বাধীন, তোমার মাথার উপর কেহ নাই। মনে যা ভাল লাগে তাই কর, ভালকে মন্দ আর মন্দকে ভাল কর। তোমার না আছে বিস্ময়, না আছে হর্ষ।

ডহঁকি ডহঁকি পরিচেহু সব কাহূ।
অতি অসঙ্ক মন সদা উছাহূ॥
করম সুভাসুভ তুম্‌হহিঁ ন বাধা।
অব লগি তুম্‌হহিঁ ন কাহু সাধা॥

ডহঁকি—ঠকাইয়া। পরচেহু—পরীক্ষা কর। অসঙ্ক—নিডর। উছাহূ—উৎসাহ। সাধা—সিধা॥

তুমি ঠকাইয়া ঠকাইয়া সকলের পরীক্ষা কর। তুমি একেবারে নির্ভয়, আর উৎসাহ ত তোমার লাগিয়াই আছে। শুভাশুভ কর্মে তোমার বাধে না। আজ পর্যন্ত কেহ তোমাকে সিধা করে নাই।

ভলে ভবন অব বায়ন দীন্‌হা।
পাবহুগে ফল আপন কীন্‌হা।
বঞ্চেহু মোহি জবনি ধরি দেহা।
সো তনু ধরহু সাপ মম এহা॥

এখন ভাল ঘরে বায়না দিয়াছে, নিজের কাজের ফল তুমি পাইবে। তুমি যে রূপ ধরিয়া আমাকে ঠকাইয়াছ, সেই শরীরই তুমি ধারণ কর, এই আমার শাপ।

কপিআকৃতি তুম্‌হ কীন্‌হি হমারী।
করিহহিঁ কীস সহায় তুম্‌হারী।
মম অপকার কীন্‌হ তুম্‌হ ভারী।
নারিবিরহ তুম্‌হ হোব দুখারী।

কীস—বানর। দুখারী—দুঃখী॥

তুমি আমাকে বানরের আকৃতি দিয়াছিলে, সেই বানরই তোমার সহায় হইবে। তুমি আমার বড় অপকার করিয়াছ, তুমি নারী বিরহে দুঃখী হইবে।

সাপ সীস ধরি হরষি হিয় প্রভু বহু বিনতী কীন্‌হি।
নিজ মায়া কৈ প্রবলতা করষি কৃপানিধি লীন্‌হি॥

আনন্দিত মনে হরি শাপ মাথায় করিয়া লইলেন

(স্বীকার করিলেন) ও অনেক মিনতি করিলেন। তার পর নিজের মায়ার প্রবলতা আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

১৬৬॥ জব হরিমায়া দূর নিবারী।
নহিঁ তহঁ রমা ন রাজকুমারী॥
তব মুনি অতি সভীত হরিচরনা।
গহে পাহি প্রনতারতিহরনা॥

হরির মায়া দূর হওয়ায় না থাকিলেন রমা, না থাকিল রাজকুমারী। তখন মুনি অতি ভীত হইয়া হরির পা ধরিয়া বলিলেন—হে প্রণতের আর্তি-হরণকারী, আমাকে রক্ষা কর।

মৃষা হোউ মম সাপ কৃপালা।
মম ইচ্ছা কহ দীনদয়ালা॥
মৈঁ দুর্বচন কহে বহুতেরে।
কহ মুনি পাপ মিটিহি কিমি মেরে॥

মৃষা—মিথ্যা। কহ মুনি—মুনি বলে॥

নারদ বলিলেন—হে কৃপাল, আমার শাপ মিথ্যা হউক। হে দীন দয়াল, ইহাই আমার ইচ্ছা আমি অনেক দুর্বাক্য বলিয়াছি। এখন আমার শাপ কি করিয়া দূর হইবে?

জপহু জাই শঙ্কর সত নামা।
হোইহি হৃদয় তুরত বিশ্রামা॥
কোউ নহিঁ সিব সমান প্রিয় মোরে।
অসি পরতীতি তজহু জনি ভোরে॥

হরি বলিলেন—তুমি গিয়া শঙ্করের শতনাম জপ কর, তাহাতে শীঘ্রই হৃদয় শান্ত হইবে। আমার নিকট শিবের মত প্রিয় আর কেহ নাই, ভুলিয়াও এ বিশ্বাস ত্যাগ করিও না।

জেহি পর কৃপা ন করহি পুরারী।
সো ন পাব মুনি ভগতি হমারী॥
অস উর ধরি মহি বিচরহু জাঈ।
অব ন তুম্হহি মায়া নিয়রাঈ॥

উর—বুক। বিচরহু—বিচরণ কর। নিয়রাঈ—নিকটে আসা॥ শিব যাঁহার উপর কৃপা করিবেন না, সে আমার প্রতি ভক্তি পাইবে না। এই কথা মনে রাখিয়া পৃথিবীতে চলা ফেরা কর। এখন মায়া আর তোমার নিকট আসিবে না।

বহু বিধি মুনিহি প্রবোধি প্রভু তব ভয়ে অন্তরধান।
সত্যলোক নারদ চলে করত রাম গুন গান।

নারদকে নানা রকমে প্রবোধ দিয়া তার পর প্রভু অদৃশ্য হইলেন। নারদ রামগুণ গান করিতে করিতে সত্যলোকে চলিলেন।

[নারদের মোহ ও শাপ দেওয়ার আখ্যানের ভিতর দিয়া ভক্তের প্রতি ভগবানের প্রীতির সম্পর্ক ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভগবান নারদকে অহঙ্কার হইতে বাঁচাইবার জন্য শিক্ষা দিতে চাহিলেন। তিনি সর্বজ্ঞ, নারদ যে তাঁহাকে অভিশাপ দিবে তাহা জানিয়াও এই লীলা করিলেন। ইহাতে নারদের অহঙ্কার চূর্ণ হইলেও নারদ শাপ দিলেন। বিষ্ণু সে শাপ স্বীকার করিলেন। যাহা হইবে তাহা ত জানিয়াই আছেন। শাপ উপলক্ষ মাত্র, তাহা নারদ জুটাইলেন। নারদের শাপে বিষ্ণু হাসিলেন, আনন্দিত হইলেন, পাল্টা অভিশাপ দিলেন না। ইহা দ্বারাই প্রভু ও ভক্তের সম্বন্ধে স্পষ্ট হইতেছে। ভক্ত স্তুতি করিতে পারে, কুপিত হইতে পারে, কিন্তু প্রভুর সন্তোষ অটুট।]

১৬৭॥ হরগন মুনিহি জাত পথ দেখী।
বিগত মোহ মন হরষ বিসেখী।
অতি সভীত নারদ পহিঁ আয়ে।
গহি পদ আরত বচন সুনায়ে॥

শম্ভুর গণ মুনিকে যাইতে দেখিল। তখন তাঁহার মোহ দূর হইয়াছে, মনে খুব আনন্দ। তাহারা অতি ভয়ে ভয়ে নারদের নিকট আসিয়া পায়ে পড়িয়া মিনতি করিয়া বলিল—

হরগন হম ন বিপ্র মুনিরায়া।
বড় অপরাধ কীন্হ ফল পায়া॥
সাপ অনুগ্রহ করহু কৃপালা।
বোলে নারদ দীনদয়ালা॥

হে মুনীশ্বর, আমারা ব্রাহ্মণ নহি, আমরা শম্ভুর গণ, আমরা বড় অপরাধ করিয়াছি ও তাহার ফল পাইয়াছি। শাপের সম্বন্ধে অনুগ্রহ করুন, আপনি কৃপালু। তখন দীনদয়াল নারদ বলিলেন—

নিসিচর জাই হোহু তুম্হ দোউ।
বৈভব বিপুল তেজ বল হোউ।
ভুজবল বিশ্ব জিতব তুম্হ জহিআ।
ধরিহহিঁ বিষ্ণু মনুজতনু তহিআ॥

তোমারা দুইজন যাইয়া রাক্ষস হও। তোমাদের বিপুল সম্পদ তেজ ও বল হউক। তোমরা যখন বাহুবলে বিশ্ব জিতিবে, তখন বিষ্ণু মানুষের দেহ ধারণ করিবেন।

সমর মরন হরিহাথ তুম্হারা।
হোইহহু মুকুত ন পুনি সংসারা॥
চলে জুগল মুনিপদ সির নাঈ।
ভয়ে নিসাচর কালহি পাঈ।

যুদ্ধে হরির হাতে তোমাদের মরণ হইবে। তাহাতেই মুক্ত হইবে, আর পুনর্জন্ম হইবে না। সে দুইজন তখন মুনিকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল ও কালক্রমে মরিয়া রাক্ষস হইল।

এক কলপ এহি হেতু প্রভু লীন্হ মনুজঅবতার।
সুররঞ্জন সজ্জনসুখদ হরি ভঞ্জন ভুবি ভার॥

এইজন্য প্রভু এককল্প মানুষ দেহে অবতার হইলেন। হরি দেবতাদিগকে আনন্দিত করেন। তিনি সজ্জনের সুখের হেতু, পৃথিবীর ভার হরণকারী।

১৬৮। এহি বিধি জনম করম হরি কেরে।
সুন্দর সুখদ বিচিত্র ঘনেরে।
কলপ কলপ প্রতি প্রভু অবতরহীঁ।
চারু চরিত নানা বিধি করহীঁ॥

হরি কেরে—হরির। ঘনেরে—খুব। অবতরহীঁ—অবতার হন॥ এই প্রকার হরির জন্ম ও কর্মের কথা সুন্দর, সুখদায়ক ও বড় বিচিত্র। প্রতি কল্পে প্রভু অবতার হয়েন ও নানা প্রকার সুন্দর চরিত্র দেখান।

তব তব কথা মুনীসন্হ গাঈ।
পরম পুনীত প্রবন্ধ বনাঈ।
বিবিধ প্রসঙ্গ অনূপ বখানে।
করহিঁ ন সুনি আচরজু সয়ানে॥

সেই সেই সময়কার পরম পবিত্র ও বিচিত্র সুন্দর কথা মুনীশ্বরগণ গাহিয়াছেন। তাঁহারা অনেক অনুপম কথা বলিয়াছেন। বুদ্ধিমান লোকেরা শুনিয়া আশ্চর্য হন না।

হরি অনন্ত হরি কথা অনন্তা।
কহহিঁ সুনহিঁ বহুবিধি সব সন্তা॥
রামচন্দ্র কে চরিত সুহায়ে।
কলপ কোটি লগি জাহিঁ ন গায়ে।

সন্তা—সাধুগণ। সুহায়ে—সুন্দর॥ বেদ ও সাধুগণ অনেক প্রকারে একথা বলিয়া ও শুনিয়া গিয়াছেন যে, হরি অনন্ত, হরিকথাও অনন্ত। রামচন্দ্রের সুন্দর চরিত্রের কথা কোটি কল্পেও গাহিয়া উঠা যায় না।

যহ প্রসঙ্গ মৈঁ কহা ভবানী।
হরিমায়া মোহহিঁ মুনি জ্ঞানী॥
প্রভু কৌতুকী প্রনত হিতকারী।
সেবত সুলভ সকল দুখহারী॥

ভবানী, আমি একথা বলিতেছি যে, হরির মায়া, জ্ঞানী মুনিকেও মোহিত করে। প্রভু কৌতুক করেন, তিনি আশ্রিতের হিত করেন। সেবা দ্বারা তিনি সুলভ, তিনি সকল দুঃখ হরণ করেন।

সোঃ—
সুর নর মুনি কোউ নাহিঁ জেহি ন মোহ মায়া প্রবল।
অস বিচারি মন মাহিঁ ভজিয় মহা মায়া পতিহি॥

ঈশ্বরের প্রবল মায়াতে মোহিত হয় না এমন সুর, নর, মুনি কেহ নাই। সেই কথা হৃদয়ে বিচার করিয়া মহামায়া পতিকে ভজনা করিবে।

১৬৯॥ অপর হেতু সুনু সৈলকুমারী।
কহউঁ বিচিত্র কথা বিস্তারী॥
জেহি কারন অজ অগুন অনূপা।
ব্রহ্ম ভয়উ কোসল পুর ভূপা॥

হে পার্বতী, ভগবানের অবতার হওয়ার অপর কারণ বলিতেছি। যে কারণে অজ অখণ্ড অনুপ ব্রহ্ম কোশলপুরীর রাজা হইলেন, সেই বিচিত্র কথা বিস্তার করিয়া বলিব।

জো প্রভু বিপিন ফিরত তুম্হ দেখা।
বন্ধু সমেত ধরে মুনিবেখা॥
জাসু চরিত অবলোকি ভবানী।
সতীসরীর রহিহু বৌরানী॥

বন্ধু—ভাই। মুনিবেখা—মুনিবেশে। বৌরানী—পাগলের মত, নির্বোধ॥ ভবানী, তুমি যে প্রভু রামকে ভাই লক্ষ্মণের সহিত বনে বনে মুনির বেশে ঘুরিতে দেখিয়াছিলে, যাহার চরিত্র দেখিয়া সতী-শরীরে তুমি নির্বোধের মত হইয়া পড়িয়াছিলে,

অজহুঁ ন ছায়া মিটতি তুম্হারী।
তাসু চরিত সুনু ভ্রম রুজ হারী॥
লীলা কীন্হি জো তেহি অবতারা।
সো সব কহিহউঁ মতি অনুসারা॥

তাসু—তাহার। রুজ—ব্যাধি, রোগ॥ যাহার মোহের ছায়া আজও তোমার যায় নাই, তাঁহারই ভ্রম-রূপী-রোগ-হরণকারী চরিতকথা শোন। তিনি অবতার হইয়া যে লীলা করিলেন, সে সকল কথা আমার বুদ্ধি অনুসারে আমি বলিতেছি—

ভরদ্বাজ সুনি শঙ্করবানী।
সকুচি সপ্রেম উমা মুসুকানী॥
লগে বহুরি বরনই বৃষকেতু।
সো অবতার ভয়উ জেহি হেতু॥

যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বলিলেন—হে ভরদ্বাজ, শঙ্করের কথা শুনিয়া উমা সঙ্কুচিত হইয়া সপ্রেমে হাসিলেন। আবার শিব কেমন করিয়া রাম অবতার হইলেন তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

সো মৈঁ তুম্হ সন কহউঁ সব সুনু মুনীস মন লাই।
রামকথা কলি মল হরনি মঙ্গলকরনি সুহাই॥

সে কথা আমি তোমার নিকট সমস্তই বলিব। হে মুনীশ্বর ভরদ্বাজ, মন দিয়া শোন। রামকথা কলির মল হরণ করে; উহা সুন্দর ও মঙ্গলকারী।

১৭০ ॥ **স্বায়ম্ভুমনু অরু সতরূপা।**
জিন্হ তেঁ ভই নরসৃষ্টি অনুপা॥
দম্পতি ধরম আচরন নীকা।
অজহু গাব শ্রুতি জিন্হ কৈ লীকা॥

দম্পতি—স্বামী-স্ত্রী। নীকা—ঠিক, সুন্দর। লীকা—মর্যাদা॥ স্বায়ম্ভুব-মনু ও শতরূপা, ইঁহাদের দ্বারা অনুপম নর সৃষ্টি হইয়াছিল। এই দম্পতি ঠিক-মত ধর্ম পালন করেন। তাঁহাদের মর্যাদার কথা বেদ আজও গান করেন।

নৃপ উত্তানপাদ সুত তাসু।
ধ্রুব হরিভগত ভয়উ সুত জাসু॥
লঘুসুত নাম প্রিয়ব্রত তাহী।
বেদ পুরান প্রসংসহিঁ জাহী॥

তাঁহাদের পুত্র ছিলেন রাজা উত্তানপাদ, তাঁহারাই পুত্র ধ্রুব হরিভক্ত হন। ছোট ছেলের নাম প্রিয়ব্রত, সেও বেদ ও পুরাণে প্রশংশিত হইয়াছে।

দেবহুতি পুনি তাসু কুমারী।
জো মুনি কর্দম কৈ প্রিয় নারী॥
আদি দেব প্রভু দীনদয়ালা।
জঠর ধরেউ জেহি কপিল কৃপালা॥

তাহার কন্যা হইলেন দেবহুতি, তিনি কর্দমের প্রিয়া স্ত্রী ছিলেন। প্রভু দীনদয়াল আদি দেব কৃপাময় কপিলকে তিনি গর্ভে ধারণ করেন।

সাংখ্যসাস্ত্র জিন্হ প্রগট বখানা।
তত্ত্ব বিচার নিপুন ভগবানা॥
তেহি মনু রাজ কীন্হ বহু কালা।
প্রভুআয়সু সব বিধি প্রতিপালা॥

তিনি সাংখ্য-শাস্ত্র নির্মাণ করেন। ভগবান কপিল তত্ত্ব বিচারে নিপুণ ছিলেন। সেই মনু স্বায়ম্ভুব বহুকাল রাজত্ব করেন ও ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল রকমে প্রতিপালন করেন।

সোঃ
হোই ন বিষয় বিরাগ ভবন বসত ভা চৌথপনু।
হৃদয় বহুত দুখ লাগ জনম গয়উ হরিভগতি বিনু॥

বাড়ীতে বসিয়াই চতুর্থকাল অর্থাৎ সংসার ত্যাগের কাল আসিল, অথচ বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত হইল না। ইহাতে বড় দুঃখ হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, হরিভক্তি বিনা জন্মটাই গেল।

১৭১ ॥ **বরবস রাজ সুতহি তব দীন্হা।**
নারি সমেত গবন বন কীন্হা॥
তীরথবর নৈমিষ বিখ্যাতা।
অতি পুনীত সাধক সিধি দাতা॥

নারি—স্ত্রী। গবন কীন্হা—গমন করিলেন॥ তখন জোর করিয়াই পুত্রকে রাজ্য দিলেন ও স্ত্রী লইয়া বন গমন করিলেন। নৈমিষ বিখ্যাত তীর্থ। উহা অতি পবিত্র ও সাধকের সিদ্ধি দান করে।

বসহিঁ তহাঁ মুনি সিদ্ধ সমাজা।
তহঁ হিয় হরষি চলেউ মনুরাজা॥
পন্থ জাত সোহহিঁ মতিধীরা।
জ্ঞান ভগতি জনু ধরে সরীরা॥

সেই নৈমিষ তীর্থে, যেখানে মুনি ও সিদ্ধগণ বাস করেন সেইখানে, মনুরাজা আনন্দে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে এই ধীরমতি এমন শোভা পাইতেছিলেন, যেন জ্ঞান ও ভক্তি শরীর ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে।

পহুঁচে জাই ধেনুমতি তীরা।
হরষি নহানে নিরমল নীরা॥
আয়ে মিলন সিদ্ধ মুনি জ্ঞানী।
ধরমধুরন্ধর নৃপরিষি জানী॥

ধেনুমতি—গোমতি। নৃপরিষি—রাজর্ষি॥ গোমতী নদীতীরে পঁহুছিয়া আনন্দে নির্মল জলে স্নান করিলেন। তাঁহাকে ধর্মরক্ষাকারী রাজর্ষি জানিয়া সিদ্ধ মুনি ও জ্ঞানীরা দেখিতে আসিলেন।

জহঁ জহঁ তীরথ রহে সুহায়ে।
মুনিন্হ সকল সাদর করবায়ে॥
কৃসসরীর মুনিপট পরিধানা।
সত সমাজ নিত সুনহিঁ পুরানা॥

যেখানে যেখানে সুন্দর তীর্থ ছিল, মুনিগণ তাহা আদরের সহিত দর্শন করাইলেন। তাঁহাদের শরীর কৃশ হইল, তাঁহারা কৌপিন পরিলেন ও প্রতিদিন সাধুদের সভায় পুরাণ শুনিতে লাগিলেন।

দ্বাদস অচ্ছর মন্ত্র পুনি জপহিঁ সহিত অনুরাগ।
বাসুদেব পদ পঙ্করুহ দম্পতিমন অতি লাগ॥

তাঁহারা অতি অনুরাগের সহিত দ্বাদশ অক্ষর "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়", এই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এই দুই স্ত্রী-পুরুষের মন বাসুদেবের পদকমলে বড় অনুরক্ত হইল।

১৭২ ॥ **করহিঁ অহার সাক ফল কন্দা।**
সুমিরহিঁ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দা॥
পুনি হরি হেতু করন তপ লাগে।
বারিঅধার মুল ফল ত্যাগে॥

তাঁহারা শাক, ফল, মূল আহার করিয়া সচ্চিদানন্দের স্মরণ করিতেছিলেন। ঈশ্বর লাভের জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়া ফল, মূল ত্যাগ করিয়া কেবল জলই পান করিতে লাগিলেন।

উর অভিলাষ নিরন্তর হোঈ।
দেখিয় নয়ন পরম প্রভু সোঈ॥
অগুন অখণ্ড অনন্ত অনাদী।
জেহি চিন্তহিঁ পরমারথবাদী॥

সর্বদাই তাঁহাদের হৃদয়ে ইচ্ছা হইত, যিনি অগুণ, অখণ্ড, অনন্ত, অনাদি, যাঁহাকে পরমার্থবাদীরা চিন্তা করে, সেই পরম পুরুষকে চোখে দেখিবেন।

নেতি নেতি জেহি বেদ নিরূপা।
চিদানন্দ নিরূপাধি অনুপা।
সম্ভু বিরঞ্চি বিষ্ণু ভগবানা।
উপজহিঁ জাসু অংস তেঁ নানা॥

বেদ যাঁহাকে "নেতি নেতি" "ইহা নয়, ইহা নয়" এই বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ, যাঁহার উপমা নাই, উপাধি নাই, যাঁহার নানা অংশ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর জন্মিয়াছেন।

ঐসেউ প্রভু সেবকবস অহঈ।
ভগত হেতু লীলা তনু গহঈ॥
জৌ যহ বচন সত্য শ্রুতি ভাষা।
তৌ হমার পূজিহি অভিলাষা॥

অহঈ—হয়েন। গহঈ—গ্রহণ করেন। ভাষা—বলিয়াছে। পূজিহি—পূর্ণ হইবে॥ এমন প্রভুও সেবকের বশ হন, ভক্তের জন্য লীলা-দেহ ধরেন। যদি বেদের এই কথা সত্য হয়, তবে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই।

যহি বিধি বীতে বরষ ষট সহস বারিআহার।
সংবত সপ্ত সহস্র পুনি রহে সমীর অধার॥

এইভাবে ছয় হাজার বছর জল খাইয়া কাটিল, সাত হাজার বছর আবার হাওয়া খাইয়া রহিলেন।

১৭৩॥ **বরষ সহস দস ত্যাগেউ সোউ।**
ঠাঢ়ে রহে এক পগ দোউ।
বিধি হরি হর তপ দেখি অপারা।
মনু সমীপ আয়ে বহু বারা॥

দশ হাজার বছর বায়ু-আহার করাও ছাড়িয়া দিলেন, এক পায়ে ভর দিয়া দুইজনে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই অপার তপস্যা দেখিয়া অনেকবার মনুর নিকট আসিলেন।

মাঁগহু বর বহু ভাঁতি লোভায়ে।
পরম ধীর নহিঁ চলহিঁ চলায়ে॥
অস্থিমাত্র হোই রহে সরীরা।
তদপি মনাগ মনহিঁ নহি পীরা॥

লোভায়ে—লোভ দেখানো। মনাগ—নাম মাত্র॥ "বর চাও" বলিয়া নানা রকমে তাঁহাদিগকে লোভ দেখাইলেন, কিন্তু তাঁহারা পরম ধীর, বিচলিত করিলেও বিচলিত হইলেন না। দুই জনের শরীরে কেবল হাড় মাত্র রহিল, তবুও তাঁহারা কিছুমাত্রও ক্লেশ বোধ করিলেন না।

প্রভু সর্বজ্ঞ দাস নিজ জানী।
গতি অনন্য তাপস নৃপ রানী॥
মাঁগু মাঁগু বর ভই নভবানী।
পরম গঁভীর কৃপামৃত সানী॥

সর্বজ্ঞ প্রভু জানিলেন যে, তপস্বী রাজারাণী অনন্যগতি, তাঁহার নিজ দাস। তখন দয়ার অমৃতে পূর্ণ অতিশয় গম্ভীর দৈববাণী হইল, "বর চাও, বর চাও"।

মৃতকজিআবনি গিরা সুহাঈ।
শ্রবনরন্ধ্র হোই উর জব আঈ॥
হৃষ্ট পুষ্ট তন ভয়ে সুহায়ে।
মানহুঁ অবহিঁ ভবন তেঁ আয়ে॥

মৃতকজিআবনি—মৃত সঞ্জীবনী। উর—বুক। মানহুঁ—যেন॥ যখন মৃতসঞ্জীবনীর মত এই দৈববাণী কানের ভিতর দিয়া হৃদয় স্পর্শ করিল, তখনই তাঁহাদের শরীর সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল, যেন এখনি বাড়ী হইতে তাঁহারা অসিয়াছেন।

শ্রবন সুধা সম বচন সুনি পুলক প্রফুল্লিত গাত।
বোলে মনু করি দণ্ডবত প্রেম ন হৃদয় সমাত॥

অমৃতের ন্যায় এই কথা কানে শুনিয়া মনুর পুলক হইল, তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ধরে না। তিনি দণ্ডবৎ হইয়া বলিলেন—

১৭৪॥ **সুনু সেবক সুরতরু সুরধেনু।**
বিধি হরি হর বন্দিত পদরেনু॥
সেবত সুলভ সকল সুখ দায়ক।
প্রনতপাল স চরাচর নায়ক॥

হে সেবকের কল্পতরু, হে কামধেনু, তোমার পায়ের ধূলা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের বন্দিত। তোমাকে সেবা করা সহজ। তুমি সকল সুখদাতা, ভক্তপ্রতিপালক ও চরাচরের কর্তা, তুমি শোন।

জৌঁ অনাথহিত হম পর নেহু।
তৌ প্রসন্ন হোই যহ বর দেহু॥
জো সরূপবস সিবমন মাহীঁ।
জেহি কারন মুনি জতনকরাহীঁ॥

হে অনাথের হিতকারী, যদি আমাদের উপর স্নেহ থাকে, তবে প্রসন্ন হইয়া এই বর দাও যে, যে স্বরূপে তুমি শিবের মনে বাস কর, যাহাকে পাওয়ার জন্য মুনিরা চেষ্টা করেন।

জোভুসুণ্ডি মন মানস হংসা।
সগুন অগুন জেহি নিগম প্রসংসা॥
দেখহিঁ হম সো রূপ ভরি লোচন।
কৃপা করহু প্রনতারতি মোচন॥

আর যে স্বরূপে তুমি কাক ভুষণ্ডীর মনরূপ মানস-সরোবরে হংস, যাহাকে সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া বেদপুরাণ

প্রশংসা করে, হে ভক্তবৎসল, কৃপা কর, আমরা সেই রূপ চোখ ভরিয়া দেখি।

দম্পতিবচন পরম প্রিয় লাগে।
মৃদুল বিনীত প্রেমরস পাগে॥
ভগতবছল প্রভু কৃপানিধানা।
বিস্ববাস প্রগটে ভগবানা॥

পাগে—ভরা। বছল—বৎসল॥ দম্পতির মৃদু বিনীত ও প্রেমরসপূর্ণ এই বাক্য প্রভুর বড় ভাল লাগিল। ভক্তবৎসল কৃপানিধান বিশ্বব্যাপী ভগবান তখন দেখা দিলেন।

নীল সরোরুহ নীল মনি নীল নীরধর স্যাম।
লাজহিঁ তনুসোভা নিরখি কোটি কোটি সত কাম॥

তাঁহার নীলপদ্ম, নীলমনি ও নীলমেঘের মত শ্যামবর্ণ দেহের শোভা দেখিয়া শতকোটি কামও লজ্জা পায়।

১৭৫॥ সরদ ময়ঙ্ক বদন ছবিসীবাঁ।
চারু কপোল চিবুকদর গ্রীবাঁ॥
অধর অরুন রদ সুন্দর নাসা।
বিধু কর নিকর বিনিন্দক হাসা॥

শরদ—শরৎ। ময়ঙ্ক—চাঁদ। ছবি—শোভা। সীবাঁ—সীমা। দর—শঙ্খ॥ শরৎচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার মুখ, অসীমশোভাময় কপোল ও চিবুক এবং সুন্দর শঙ্খের ন্যায় গ্রীবা। লাল লাল ঠোঁট এবং সুন্দর দাঁত ও নাক। তাঁহার হাসি চন্দ্রকিরণ অপেক্ষাও মিষ্ট।

নব অম্বুজ অম্বক ছবি নীকী।
চিতবনি ললিত ভাবতী জী কী॥
ভৃকুটি মনোজ চাপ ছবি হারী।
তিলক ললাটপটল দ্যুতিকারী॥

ভাবতী—প্রিয়। জীকী—হৃদয়ের। ভৃকুটি—ভ্রূ-দুইটি। মনোজ—মদন॥ তাঁহার চোখের শোভা নূতন পদ্মের ন্যায় সুন্দর, দৃষ্টি এমন ললিত যে দেখিতে ভাল লাগে। ভ্রূযুগল কামদেবের ধনুকের শোভাকে হারায়। তাঁহার তিলক প্রশস্ত কপাল উজ্জল করিয়া ছিল।

কুণ্ডল মকর মুকুট সির ভ্রাজা।
কুটিল কেস জনু মধুপসমাজা॥
উর শ্রীবৎস রুচির বনমালা।
পদিক হার ভূষন মনিজালা॥

কুণ্ডলমকর—মকরমুখো কুণ্ডল। ভ্রাজা—শোভিত। কুটিল—কুঞ্চিত॥ তাঁহার কানে মকরাকৃতি কুণ্ডল ছিল। সুন্দর মাথায় মুকুট ছিল। তাঁহার চূর্ণ কেশ যেন ভোমরার রাশি। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীবৎসের চিহ্ন, গলায় হীরার হার ও মণির কণ্ঠি শোভা পাইতেছিল।

কেহরিকন্ধর চারু জনেউ।
বাহুবিভূষণ সুন্দর তেউ॥
করি কর সরিস সুভগ ভুজদণ্ডা।
কটি নিষঙ্গ কর সর কোদণ্ডা॥

জনেউ—পৈতা, উপবিত। নিষঙ্গ—তূণীর॥ তাঁহার সিংহের ন্যায় কাঁধে সুন্দর উপবীত ছিল। বাহুতেও সুন্দর ভূষণ ছিল। তাঁহার দুই বাহু হাতীর শুঁড়ের ন্যায়। তাঁহার কোমরে তূনীর ও হাতে ধনুকবান ছিল।

তড়িতবিনিন্দক পীতপট উদর রেখ বর তীনি।
নাভি মনোহর লেতি জনু জমুন ভবঁর ছবি ছীনি॥

তাঁহার পীত রংয়ের কাপড় বিদ্যুতের অপেক্ষাও উজ্বল। উদরে তিনটি সুন্দর রেখা। তাঁহার মনোহর নাভি এমন সুন্দর যে যমুনার জলের ঘূর্ণীর সৌন্দর্যকেও হারাইয়া দেয়।

১৭৬॥ পদরাজীব বরনি নহিঁ জাহীঁ।
মুনি মন মধুপ বসহিঁ জিন্হ মাহীঁ॥
বামভাগ সোভতি অনুকূলা।
আদিসক্তি ছবিনিধি জগমূলা॥

চরণকমলের বর্ণনাই করা যায় না। সে চরণে মুনির মন-ভোমরা বাস করিয়া থাকে। যিনি শোভার সাগর ও জগতের উৎপত্তির কারণ সেই আদিশক্তি তাঁহার বাম ভাগে শোভা পাইতেছিলেন।

জাসু অংস উপজহিঁ গুনখানী।
অগনিত লচ্ছি উমা ব্রহ্মানী॥
ভৃকুটি বিলাস জাসু জগ হোঈ।
রাম বামদিসি সীতা সোঈ॥

গুণের আকরস্বরূপ যাঁহার অংশ হইতে অগণিত রমা, পার্বতী ও ব্রহ্মাণী উৎপন্ন হয়, যাঁহার ভ্রূকুটি হেলনে জগৎ উৎপন্ন হয়, রামের বাম দিকে সীতা রহিয়াছেন।

ছবিসমুদ্র হরিরূপ বিলোকী।
একটক রহে নয়নপট রোকী॥
চিতবহিঁ সাদর রূপ অনুপা।
তৃপ্তি ন মানহিঁ মনু সতরূপা॥

শোভার সাগর হরির রূপ দেখিয়া, তাঁহারা পলক না ফেলিয়া একদৃষ্টিতে সাদরে সেই অনুপম রূপ দেখিতে থাকেন। দেখিয়া দেখিয়া মনু ও শতরূপার তৃপ্তি হয় না।

হরষবিবস তনুদসা ভুলানী।
পরে দণ্ড ইব গহি পদ পানী।
সির পরসে প্রভু নিজ কর কঞ্জা।
তুরত উঠায়ে করুনাপুঞ্জা।

তাঁহারা আনন্দে অবশ হইলেন, শরীরের অবস্থা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহারা প্রভুর পা ধরিয়া দণ্ডবৎ হইয়া

পড়িলেন। করুণাপুঞ্জ প্রভু নিজ পদ্মহস্ত দিয়া তাঁহাদের মাথা ছুঁইলেন ও তাড়াতাড়ি তাঁহাদিগকে উঠাইয়া লইলেন।

বোলে কৃপানিধান পুনি অতি প্রসন্ন মোহি জানি।
মাঁগহু বর জোই ভাব মন মহাদানি অনুমানি॥

ভাব মন—মনে ভাল লাগে॥ কৃপালু তখন বলিলেন—আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি জানিও। আমি মহাদানী, ইহা বুঝিয়া যাহা মনে ভাল লাগে সেই 'বর চাও'

১৭৭॥ **সুনি প্রভু বচন জোরি জুগ পানী।**
ধরি ধীরজ বোলে মৃদু বানী॥
নাথ দেখি পদকমল তুম্হারে।
অব পূরে সব কাম হমারে॥

জুগপানী—দুইহাত। ধীরজ—ধৈর্য॥ ভগবানের বাক্য শুনিয়া দুই হাত জোড় করিয়া ধৈর্য ধরিয়া মৃদু বাক্যে বলিলেন—হে নাথ, তোমার চরণকমল দেখিয়া এখন আমাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ হইল।

এক লালসা বড়ি উর মাহীঁ।
সুগম অগম কহি জাতি সো নাহীঁ॥
তুম্হহিঁ দেত অতি সুগম গোসাঈঁ।
অগম লাগ মোহি নিজ কৃপনাঈঁ॥

আমার হৃদয়ে একটা বড় আকাঙ্ক্ষা আছে, উহা মিটাইবার পথ সুগম ও দুর্গম দুইই বলা যাইতে পারে। হে প্রভু, তুমি দিলে ত সুগমই হয়, আবার আমার নিজের অক্ষমতার জন্য উহা দুর্গম লাগে।

জথা দরিদ্র বিবুধতরু পাঈ।
বহু সম্পতি মাঁগত সকুচাঈ॥
তাসু প্রভাউ জান নহিঁ সোঈ।
তথা হৃদয় মম সংসয় হোঈ।

দরিদ্র যদি কল্পতরু পায়, তখন তাহার বেশী ধন চাহিতে সঙ্কোচ হয়; কারণ উহার শক্তি সে জানে না। আমার হৃদয়ে যে সংশয় হইতেছে তাহাও সেই প্রকার।

সো তুম্হ জানহু অন্তরজামী।
পুরবহু মোর মনোরথ স্বামী॥
সকুচ বিহাই মাঁগু নৃপ মোহী।
মোরে নহিঁ অদেয় কছু তোহী॥

হে অন্তর্যামী, তুমিও সে কথা জান। হে স্বামী, আমার মনোরথ পূর্ণ কর। ঈশ্বর বলিলেন—হে রাজা, সঙ্কোচ ছাড়িয়া আমার নিকট বর চাও, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।

দানিসিরোমনি কৃপানিধি নাথ কহউ সতভাউ।
চাহউঁ তুম্হহিঁ সমান সুত প্রভু সন কবন দুরাউ।

হে দাতাশ্রেষ্ঠ, হে দয়ার সাগর, সত্য করিয়া বলিতেছি, তোমার মত পুত্র চাই। প্রভুর নিকট আর কি লুকাইব?

১৭৮॥ **দেখি প্রীতি সুনি বচন অমোলে।**
এবমস্তু করুনানিধি বোলে॥
আপু সরিস খোজউঁ কহঁ জাঈ।
নৃপ তব তনয় হোব মৈঁ আঈ॥

তাঁহার প্রেম দেখিয়া ও অমূল্য কথা শুনিয়া দয়ার সাগর প্রভু বলিলেন—তাহাই হইবে। আমার নিজের মত আর কোথায় খুঁজিব? হে রাজা, আমিই গিয়া তোমার পুত্র হইবে।

সতরূপহি বিলোকি করজোরে।
দেবি মাগু বরু জো রুচি তোরে॥
জো বরু নাথ চতুর নৃপ মাঁগা।
সোই কৃপালু মোহি অতি প্রিয় লাগা।

শতরূপা হাত জোড় করিয়া আছেন দেখিয়া বলিলেন—দেবী, তোমার যা রুচি চাহিয়া লও। শতরূপা বলিলেন—বুদ্ধিমান স্বামী যে বর চাহিয়াছেন, হে দয়ানিধি, সেই বর আমার কাছে বড় ভাল লাগিয়াছে।

প্রভু পরন্তু সুঠি হোতি ঢিঠাঈ।
জদপি ভগত হিত তুম্হহিঁ সুহাঈ।
তুম্হ ব্রহ্মাদিজনক জগস্বামী।
ব্রহ্ম সকল উর অন্তরজামী।

কিন্তু, হে প্রভু, উহা বড় ধৃষ্টতা হইয়াছে। তবে ভক্তের হিত চাও বলিয়া তোমার নিকট উহা ভাল লাগিয়াছে। তুমি ব্রহ্মাদির পিতা, জগতের কর্তা, তুমিই পরব্রহ্ম। তুমি সকলের হৃদয়ের কথা জান।

অস সমুঝত মন সংসয় হোঈ।
কহা জো প্রভু প্রবান পুনি সোঈ।
জে নিজ ভগত নাথ তব অহহীঁ।
জো সুখ পাবহিঁ জো গতি লহহীঁ।

তুমি ঐরূপ, ইহা বুঝিলে মনে সন্দেহ হয় যে, তুমি কি করিয়া পুত্র হইবে? তবে তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই সত্য। হে নাথ, যে তোমার নিজ ভক্ত সে যে সুখ, যে গতি পায়,

সোই সুখ সোই গতি সোই ভগতি সোই নিজ চরন সনেহু।
সোই বিবেক সোই রহনি প্রভু হমহিঁ কৃপা করি দেহু॥

সেই সুখ, সেই গতি, সেই ভক্তি, তোমার নিজ চরণে সেই প্রেম, সেই কর্তব্যাকর্তব্য বিচার শক্তি, সেই জীবনযাত্রা, হে প্রভু, দয়া করিয়া আমাকে দাও।

১৭৯॥ **সুনি মৃদু গূঢ় রুচির বচরচনা।**
কৃপাসিন্ধু বোলে মৃদুবচনা।
জো কছু রুচি তুম্হরে মন মাহীঁ।
মৈঁ সো দীন্হ সব সংসয় নাহীঁ॥

শতরূপার সেই গূঢ়, মৃদু ও সুন্দর কথা শুনিয়া কৃপাসিন্ধু মৃদু বচনে বলিলেন—তোমার মনে যাহা ভাল লাগে, সে সমস্ত আমি দিলাম, ইহাতে সন্দেহ নাই।

মাতু বিবেক অলৌকিক তোরে।
কবহুঁ ন মিটিহি অনুগ্রহ মোরে॥
বন্দি চরন মনু কহেউ বহোরী।
অউর এক বিনতী প্রভু মোরী।

হে মাতা, আমার কৃপায় তোমার অলৌকিক জ্ঞান কখনো দূর হইবে না। তারপর মনু পুনরায় চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন—আমার একটা মিনতি আছে।

সুত বিষয়িক তব পদ রতি হোউ।
মোহি বড় মূঢ় কহই কিন কোউ।
মনি বিনু ফনি জিমি জল বিনু মীনা।
মম জীবন তিমি তুম্হহিঁ অধীনা।

তুমি পুত্ররূপে আমার ঘরে আসিলে, সেইরূপে যেন তোমার চরণে ভক্তি থাকে, তাহাতে লোকে মূর্খ বলে ত বলিবে। সাপ মণি হারাইলে যেমন হয়, মাছ জল না পাইলে যেমন হয়, তেমনি তোমাকে না পাইলে আমার যেন সেই অবস্থা হয়। আমার জীবন যেন তোমারই অধীন হয়।

অস বরু মাঁগি চরন গহি রহেউ।
এবমস্তু করুনানিধি কহেউ।
অব তুম্হ মম অনুসাসন মানী।
বসহু জাই সুরপতি রজধানী॥

এই বর চাহিয়া পায়ে পড়িয়া রহিলেন। দয়ার সাগর তখন বলিলেন—তথাস্তু, এখন তুমি আমার কথামত ইন্দ্রলোকে গিয়া বাস কর।

সোঃ—
তহঁ করি ভোগ বিলাস তাত গয়ে কছু কাল পুনি।
হোইহহু অবধ ভুআল তব মৈঁ হোব তুম্হার সুত॥

সেখানে ভোগবিলাসে কিছু কাল কাটাইবার পরে তুমি অযোধ্যার রাজা হইবে, তখন আমি তোমার পুত্র হইব।

১৮০॥ **ইচ্ছাময় নরবেষ সঁবারে।**
হোইহউঁ প্রগট নিকেত তুম্হারে॥
অংসন্হ সহিত দেহ ধরি তাতা।
করিহউঁ চরিত ভগত সুখ দাতা॥

আমি স্বেচ্ছায় মানুষের বেশে সাজিয়া তোমার ঘরে আসিব। আমার অংশের সহিত (শক্তির সহিত) দেহ ধারণ করিয়া, হে তাত, আমি ভক্তের সুখদানকারী লীলা করিব।

জেহি সুনি সাদর নর বড়ভাগী।
ভব তরিহহিঁ মমতা মদ ত্যাগী॥
আদিশক্তি জেহি জগ উপজায়া।
সোউ অবতরিহি মোরি যহ মায়া॥

আমার সেই লীলাকথা সাদরে শুনিয়া বহু ভাগ্যবান লোকে মমতা ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া সংসার পার হইবে। আমারই মায়ায় যে আদি শক্তি জগৎ উৎপন্ন করিয়াছে সে জন্ম লইবে।

পুরউব মৈঁ অভিলাষ তুম্হারা।
সত্য সত্য পন সত্য হমারা॥
পুনি পুনি অস কহি কৃপানিধানা।
অন্তরধান ভয়ে ভগবানা॥

আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব, ইহাই আমার তিন-সত্য প্রতিজ্ঞা। বার বার এই কথা বলিয়া দয়াল হরি অদৃশ্য হইলেন।

দম্পতি উর ধরি ভগতি কৃপালা।
তেহি আশ্রমনি বসে কছু কালা॥
সময় পাই তনু তজি অনয়াসা।
জাই কীন্হ অমরাবতিবাসা।

ঈশ্বরের ভক্তি হৃদয়ে রাখিয়া, দম্পতি মনু-শতরূপা সেই আশ্রমে কিছু কাল বাস করেন। সময় হইলে অনায়াসে দেহ ত্যাগ করিয়া অমরাবতীতে বাস লইলেন।

[মনু-শতরূপার আখ্যানে আমরা মানবজন্মের তত্ত্ব পাই। মনু ত স্বয়ম্ভু, অর্থাৎ নিজেই হইয়াছেন। মানুষ নিজেই জন্মিয়াছে, সে অনাদি। সে স্বয়ং উৎপন্ন। তাহার পর সে সহস্র সহস্র বৎসর তপশ্চর্যা করিতেছে রামকে পাওয়ার জন্য। রামকে সে পুত্ররূপে চায়, দেহধারী মানুষের রূপে চায়, আবার তাহাকেই ভক্তি করিয়া সংসার মার্গের পার হইতে চায়। ভগবান তাহাই আশীর্বাদ দিয়াছেন। তাই তিনি মানুষদেহে অবতীর্ণ হইতেছেন, ভক্তি পাইতেছেন, ভক্তের মুক্তি দিতেছেন। মনু-শতরূপা সকলের জন্য, মানবজাতির জন্য, অপার তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। অল্পকাল নয়, বহু হাজার বছর তপস্যা করিয়াছেন। কে জানে সে কত দিন, তাহার মাপ ত বছরে হয় না। তাঁহাদের তপস্যার দ্বারা সমস্ত মানুষ-জাতির মুক্তির পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। যুগে যুগে রাবণ দেখা দিতেছে, যুগে যুগে রাম আসিয়া তাহাকে বধ করিয়া বিভীষণকে রাজ্য দিতেছেন। দিন দিন মুহূর্তে

মুহূর্তে, মানুষের হৃদয়ে অন্যায় রাবণ দশমাথার দশ ইন্দ্রিয় লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। রাম সেই দশমুণ্ডই কাটিয়া ইন্দ্রিয় সংযম করাইয়া রাবণকে নিজের বশে আনিয়া ভক্তের হৃদয় পবিত্র করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে রাবণ হৃদয়ে বসিয়া সীতা হরণ করিতেছে। সীতাকে ত সে অপবিত্র করিতে পারে না, সত্যকে মলিন করিতে ইচ্ছা থাকিলেও পারে না, নিজেই মলিন হয়। রাম আসিয়া রাবণ মারিয়া সীতার উদ্ধার করেন ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বার বার একই প্রশ্ন হইতেছে। পার্বতী জন্মে জন্মে প্রশ্ন করিতেছেন যে, ভগবান অনাদি অখণ্ড অনন্ত অব্যক্ত অবিনাশী অজন্মা। তিনি কেমন করিয়া দশরথপুত্র রাম হইবেন? বার বার, জন্মে জন্মে, সেই একই উত্তর আসিয়াছে যে, সেই অব্যক্ত পুরুষই রাম আকারে মানুষ হইয়া দেখা দেন, নারীবিরহে কাতর হয়েন, বানর হনুমানের সাহায্য লইয়া সীতা উদ্ধার করেন। না হইবে কেন? আদিতে মনু-শতরূপার যে যুগ যুগান্তর ধরিয়া করা তপস্যা রহিয়া গিয়াছে। তাঁহারা পুত্ররূপে রামকে চাহিয়াছিলেন। রামকে ত বার বার আসিতেই হইবে, মনু-শতরূপার নিকট তাঁহার যে তিন সত্য করা প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে তার পর শতরূপার প্রতি ভগবানের বিশেষ আশীর্বাদ রহিয়াছে। যেন সেই ভক্তি সেই সুখ তাঁহারা পান, যাহা পাওয়ার যোগ্য। সৌভাগ্যবানেরা মনু-শতরূপার পাওয়া আশীর্বাদের ফল আজও ভোগ করিতেছে। মনু-শতরূপায় বা তাহাদের সন্তানই ত পৃথিবী ভরিয়া মানুষ হইয়া রহিয়াছে।]

যহ ইতিহাস পুনীত অতি উমহি কহা বৃষকেতু।
ভরদ্বাজ সুনু অপর পুনি রামজনম কর হেতু॥

এই অতি পবিত্র ইতিহাস শিব পার্বতীকে বলেন। হে ভরদ্বাজ, রাম জন্মের অপর কারণ শোন।

১৮১॥ সুনু মুনি কথা পুনীত পুরানী।
জো গিরিজা প্রতি সম্ভু বখানী॥
বিস্ববিদিত এক কৈকয় দেসু।
সত্যকেতু তহঁ বসই নরেসু॥

হে মুনি, শিব এই কথা গিরিজাকে বলেন, সেই পবিত্র পুরাতন কথা শোন। কেকয় নামে এক দেশ জগতে বিখ্যাত। সেখানে সত্যকেতু নামে এক রাজা বাস করেন।

ধরমধুরন্ধর নীতিনিধানা।
তেজ প্রতাপ সীল বলবানা॥
তেহি কে ভয়ে জুগলসুত বীরা।
সব গুন ধাম মহারন ধীরা।

তিনি ধর্ম-রক্ষাকারী, নীতির আদর্শ, তেজ ও প্রতাপশালী ও বলবান। তাঁহার দুই বীর পুত্র হয়, তাহারা সকল গুণের আকর ও অতিশয় রণধীর।

রাজধনী জো জেঠ সুত আহী।
নাম প্রতাপভানু অস তাহী।
অপর সুতহি অরি মর্দন নামা।
ভুজবল অতুল অচল সংগ্রামা॥

জেঠ সুত—জ্যেষ্ঠ পুত্র। আহী—ইহার॥ তাঁহার বড় ছেলের নাম প্রতাপভানু, রাজা তাহাকে রাজ্য দেন। অন্য ছেলের নাম অরিমর্দন, সে বাহুবলে অতুলনীয়, যুদ্ধে অটল।

ভাইহি ভাইহি পরম সমীতী।
সকল দোষ ছল বরজিত প্রীতী॥
জেঠে সুতহি রাজ নৃপ দীন্হা।
হরি হিত আপু গবন বন কীন্হা॥

সমীতী—স্নেহ। জেঠে—জ্যেষ্ঠ॥ ভাইয়ে ভাইয়ে বড়ই মিত্রতা। তাহাদের ভালবাসা সকলপ্রকার দোষ ও ছলনা-শূন্য ছিল। রাজা বড় ছেলেকে রাজ্য দিয়া হরির জন্য, ঈশ্বরের সহিত মিলনের জন্য, নিজে বন গমন করিলেন।

জব প্রতাপরবি ভয়উ নৃপ ফিরী দোহাঈ দেশ।
প্রজা পাল অতি বেদ বিধি কতহুঁ নহীঁ অঘলেস॥

দোহাঈ—নামের প্রভাব। অঘ—পাপ॥ যখন প্রতাপরবি রাজা হইলেন, তখন তাহার দোহাই দেশে দেশে ফিরিত, অর্থাৎ লোকে তাঁহার দোহাই দিত। তিনি অতিশয় বেদবিধি মানিয়া প্রজাপালন করিতেন। রাজ্যে কোথাও পাপের লেশও রহিল না।

১৮২॥ নৃপ হিত কারক সচিব সয়ানা।
নাম ধরমরুচি সুক্র সমানা।
সচিব সয়ান বন্ধু বলবীরা।
আপু প্রতাপপুঞ্জ রনধীরা।

রাজার ধর্মরুচি নামে চতুর হিতকারী মন্ত্রী ছিল, সে শুক্রের সমান ছিল। এদিকে প্রতাপভানুর যেমন চতুর মন্ত্রী এবং বীর ও বলশালী ভাই ছিল, তিনি নিজেও তেমনি রণধীর ও মহাপ্রতাপশালী ছিলেন।

সেনসঙ্গ চতুরঙ্গ অপারা।
অমিত সুভট সব সমর জুঝারা॥
সেন বিলোকি রাউ হরষানা।
অরু বাজে গহগহে নিসানা॥

রাজার সঙ্গে অপার চতুরঙ্গ সৈন্য ছিল, যুদ্ধে পটু অগণিত বড় বড় যোদ্ধা ছিল। সৈন্য দেখিয়া রাজার আনন্দ হইল, বড় জোড় বাজনা বাজিল।

বিজয় হেতু কটকঈ বনাঈ।
সুদিন সাধি নৃপ চলেউ বজাঈ।
জহঁ তহঁ পরী অনেক লরাঈ।
জীতে সকল ভূপ বরিআঈ।

তিনি বিজয় করিবার জন্য ভাল দিন দেখিয়া সৈন্য সাজাইয়া রওনা হইলেন। এখানে সেখানে অনেক লড়াই হইল, গায়ের জোরেতে সকল যুদ্ধেই রাজা জিতিলেন।

[জোর হইলেই যুদ্ধ করার ইচ্ছা পূর্বেও ছিল এখনো আছে। ইহা রাজসিক ভাবের নিতান্ত সাধারণ রূপ। গায়ের জোর আছে, অতএব জয় করিব, আমি বড় হইব, আমাকে সকলে স্তুতি করিবে এই অহঙ্কার, নয়ত আমার দেশকে বড় করিব এই লোভ। দেশের জন্য জয় করিব এই অহঙ্কার শক্তিশালীর মনে হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া উহার বিরুদ্ধে করিয়া, ভক্তেরা নানা চেষ্টা করিয়া ভারতবাসীকে সজাগ ও সংযত রাখিয়াছেন। আখ্যানে গল্পে চড়াও হইয়া রাজ্যজয়ের গল্প করিয়া দেখাইয়াছেন যে উহা কেবল দুঃখই দিয়াছে—রাজার, মন্ত্রীর, পুরোহিতের, সৈন্যের, দেশবিদেশের লোকের কেবল দুঃখ ও অকল্যাণেরই কারণ হইয়াছে। রাজা প্রতাপভানুর আখ্যানও এইমত। বেশ ধার্মিক সমর্থ রাজা ছিলেন, সুখে নিজের দেশে বসিয়া রাজত্ব করুন। তাহা না করিয়া তাঁহার সকলকে জয় করার ইচ্ছা হইল। উহাতেই অকল্যাণের বীজ বোনা হইল। তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না, অপরকেও দুঃখী করিলেন। অন্যায় এত হইল যে যাহাতে লোকে সত্য ধর্ম জানে ও আচরণ করে ও নিজের গৌরবের জন্য অপরের পীড়া না সৃষ্টি করে, তাহা দেখাইবার জন্য রামকে অবতাররূপে আসিতে হইল।]

সপ্ত দীপ ভুজবল বস কীন্হে।
লেই লেই দণ্ড ছোড়ি নৃপ দীন্হে॥
সকল অবনি মণ্ডল তেহি কালা।
এক প্রতাপভানু মহিপালা।

তিনি বাহুবলে সপ্তদ্বীপ পৃথিবীকে বশে আনিলেন। রাজাদের নিকট হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। সেই সময় সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র প্রতাপভানুই রাজা হইলেন।

স্ববস বিশ্ব করি বাহুবল নিজপুর কীন্হ প্রবেসু।
অরথ ধরম কামাদি সুখ সেবই সময় নরেসু॥

রাজা নিজের বাহুবলে বিশ্ব বশে আনিয়া নিজের পুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং কালক্রমে অর্থ, ধর্ম ও কামাদি ভোগ করিতে লাগিলেন।

১৮৩॥ ভূপ প্রতাপভানু বল পাঈ।
কামধেনু ভই ভূমি সুহাঈ।
সব দুখ বরজিত প্রজা সুখারী।
ধরমসীল সুন্দর নর নারী।

রাজা প্রতাপভানুর বল পাইয়া পৃথিবী যেন সুন্দর কামধেনুর মত হইল। প্রজারা সকলে সুখী হইল, দুঃখ রহিল না। নরনারী ধর্ম-পরায়ণ ও সুন্দর হইল।

সচিব ধরমরুচি হরি পদ প্রীতী।
নৃপ হিত হেতু সিখব নিত নীতী॥
গুরু সুর সন্ত পিতর মহিদেবা।
করই সদা নৃপ সব কৈ সেবা।

মন্ত্রী ধর্মরুচির হরিভক্তি ছিল, রাজার হিতের জন্য তিনি তাঁহাকে নীতি শিক্ষা দিতেন। গুরু, দেবতা, সাধু পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণ, এ সকলকে রাজা সর্বদা সেবা করিতেন।

ভূপ ধরম জে বেদ বখানে।
সকল করই সাদর সুখ মানে॥
দিন প্রতি দেই বিবিধ বিধি দানা।
সুনই সাস্ত্রবর বেদ পুরানা॥

বেদে যাহা রাজধর্ম বলা হইয়াছে, রাজা সে সকল সুখে ও যত্নের সহিত পালন করিতেন। দীনদিগকে দান দিতেন, শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদ ও পুরাণ শুনিতেন।

নানা বাপী কূপ তড়াগা।
সুমনবাটিকা সুন্দর বাগা॥
বিপ্রভবন সুরভবন সুহায়ে।
সব তীরথন্হ বিচিত্র বনায়ে॥

সুমন বাটিকা—ফুলের বাগান। সুর ভবন—দেব মন্দির। তীরথন্হ—তীর্থ সমূহে॥ সকল তীর্থ স্থানে জন-হিতের জন্য বিচিত্র ভাবে নানা জলাশয়, কূপ ও পুকুর, ফুলের বাগান, বাগ, ব্রাহ্মণদের বাসস্থান, সুন্দর দেব-মন্দির বানাইয়াছিলেন।

জহঁ লগি কহে পুরান শ্রুতি এক এক সব জাগ।
বার সহস্র সহস্র নৃপ কিয়ে সহিত অনুরাগ॥

এক এক—প্রত্যেক। জাগ—যজ্ঞ॥ পুরাণে ও শ্রুতিতে যেখানে যত সব যজ্ঞ করার কথা আছে, রাজা অনুরাগের সহিত হাজার হাজার বার সেই যজ্ঞ করেন।

১৮৪॥ হৃদয় ন কছু ফল অনুসন্ধানা।
ভূপ বিবেকী পরমসুজানা।
করই জে ধরম করম মন বানী।
বাসুদেব অরপিত নৃপ জ্ঞানী।

রাজা যে সকল সৎকার্য করিতেন, তাহার ফল খুঁজিতেন না, তিনি চতুর ও পরম বিবেকী ছিলেন। এই জ্ঞানী রাজা মন, কার্য ও বাক্য দ্বারা যে ধর্ম আচরণ করিতেন, তাহা বাসুদেবকেই উদ্দেশ্য করিয়া করিতেন।

চঢ়ি বরবাজি বার এক রাজা।
মৃগয়া কর সব সাজি সমাজা॥
বিন্ধ্যাচল গঁভীর বন গয়উ।
মৃগ পুনীত বহু মারত ভয়উ॥

একবার রাজা ভাল ঘোড়ায় চড়িয়া সকল সঙ্গী লইয়া শিকার করিতে বিন্ধ্যাচলের গভীর বনে গেলেন। অনেক পবিত্র হরিণ মারিলেন।

ফিরত বিপিন নৃপ দীখ বরাহূ।
জনু বন দুরেউ সসিহি গ্রসি রাহূ॥
বড় বিধু নহিঁ সমাত মুখ মাহীঁ।
মনহুঁ ক্রোধবস উগলিত নাহীঁ॥

বনে ঘুরিতে ঘুরিতে রাজা এক শূকর দেখিলেন। বনে লুকান চাঁদকে যেন রাহু গ্রাস করিতে আসিতেছে। শূকরের ভাব এমনি। চাঁদ বড় বলিয়া রাহুর মুখে ধরিতেছে না, মনে হয় যেন রাগ করিয়া উহা বাহির করিয়াও ফেলিতে পারিতেছে না।

কোল করাল দসন ছবি গাঈ।
তনু বিসাল পীবর অধিকাঈ॥
ঘুরঘুরাত হয় আরব পায়ে।
চকিত বিলোকত কান উঠায়ে॥

পীবর—মোটা। হয় আরব—ঘোড়ার শব্দ॥ শূকরের ভীষণ দাঁতের ঐরূপ শোভা হইয়াছিল। তাহার দেহ বিশাল ও খুব মোটা। ঘোড়ার শব্দে সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল ও কান উঠাইয়া ত্রস্ত হইয়া দেখিতে লাগিল।

নীল মহীধর সিখর সম দেখি বিসাল বরাহু।
চপরি চলেউ হয় সুটুকি নৃপ হাঁকি ন হোই নিবাহু।

চপরি—চাবকাইয়া। হাঁকি—চালাইয়া। নির্বাহূ—নির্বাহ॥ নীল পর্বতের শিখরের ন্যায় বিশাল বরাহ দেখিয়া রাজা ঘোড়া চাবকাইয়া ছুটাইলেন, হাঁকাইয়া না গেলে পারিয়া উঠিবেন না।

১৮৫॥ আবত দেখি অধিক রব বাজী।
চলেউ বরাহ মরুতগতি ভাজী॥
তুরত কীন্হ নৃপ সরসন্ধানা।
মহি মিলি গয়উ বিলোকত বানা॥

মরুত গতি—বায়ুবেগে। ভাজী—পালাইয়া॥ ঘোড়ার পায়ের শব্দ বেশী আসিতেছে দেখিয়া বরাহ বায়ু বেগে চলিল। রাজা তখনই বাণ ছাড়িলেন, কিন্তু বাণ দেখিয়াই বরাহ মাটিতে মিলাইয়া গেল।

তকি তকি তীর মহীস চলাবা।
করি ছল সুঅর সরীর বচাবা॥
প্রগটত দুরত জাই মৃগ ভাগা।
রিসবস ভূপ চলেউ সঁগ লাগা॥

তাক করিয়া রাজা তীর চালাইতেছিলেন আর বরাহ ছল করিয়া শরীর বাঁচাইতেছিল। কখন দেখা দিয়া, কখন অদৃশ্য হইয়া শিকার পালাইতেছিল। রাগে রাজা উহার পিছু লইয়া চলিতে লাগিলেন।

গয়উ দূরি ঘন গহন বরাহু।
জহঁ নাহিঁন গজ বাজি নিবাহু॥
অতি অকেল বন বিপুল কলেসু।
তদপি ন মৃগমগ তজই নরেসু॥

নাহিঁ নিবাহূ—চলে না। কলেসূ—ক্লেশ। মৃগমগ—শিকারের পিছন॥ বরাহ ভারি গহন বনে পালাইল। সেখানে হাতী ঘোড়ার যাওয়ার পথ নাই। রাজা একেবারে একেলা। বনে বিশেষ ক্লেশ হইল, তবুও রাজা শিকারের পিছু ছাড়িলেন না।

কোল বিলোকি ভূপ বড় ধীরা।
ভাগি পৈঠ গিরিগুহা গঁভীরা॥
অগম দেখি নৃপ অতি পছিতাঈ।
ফিরেউ মহাবন পরেউ ভুলাঈ॥

শূকর দেখিল, রাজার বড়ই ধৈর্য্য। তখন সে পালাইয়া গভীর পর্বত-গুহায় প্রবেশ করিল। রাজা দেখিলেন, সে পথে যাওয়া যায় না। তাঁহার বড় দুঃখ হইল, তিনি ফিরিলেন। কিন্তু মহাবনে পথ ভুলিয়া গেলেন।

খেদ খিন্ন ছুদ্ধিত তৃষিত রাজা বাজিসমেত।
খোজত ব্যাকুল সরিত সর জল বিনু ভয়উ অচেত॥

ঘোড়া সহিত রাজা পরিশ্রান্ত, ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া ব্যাকুলভাবে নদী, পুকুর খুঁজিতে লাগিলেন জল বিনা অচেতন হইয়া পড়িলেন।

১৮৬॥ ফিরত বিপিন আশ্রম এক দেখা।
তহঁ বস নৃপতি কপট মুনি বেখা॥
জাসু দেস নৃপ লীন্হ ছুড়াই।
সমর সেন তজি গয়উ পরাঈ॥

বনে ঘুরিতে ঘুরিতে রাজা এক আশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেখানে এক রাজা কপটতা করিয়া মুনির বেশ ধরিয়া বাস করিতেছিল। প্রতাপভানু ইহার দেশ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সে যুদ্ধে সেনাদিগকে ত্যাগ করিয়া পালাইয়াছিল।

সময় প্রতাপভানু কর জানী।
আপন অতি অসময় অনুমানী॥
গয়উ ন গৃহ মন বহুত গলানী।
মিলা ন রাজহি নৃপ অভিমানী॥

প্রতাপভানুর সুদিন ও নিজের দুর্দিন পড়িয়াছে অনুমান করিয়া সে বাড়ী যায় নাই। তাহার মনে ধিক্কার আসিয়াছিল।

আর রাজা প্রতাপভানুর সহিতও সে অভিমান করিয়া দেখা করিল না।

রিস উর মারি রঙ্ক জিমি রাজা।
বিপিন বসই তাপস কে সাজা॥
তাসু সমীপ গবন নৃপ কীন্‌হা।
যহ প্রতাপরবি তেহি তব চীন্‌হা॥

রাগটা নিজের মনেই রাখিয়া, সে দরিদ্রের মত হইয়া তপস্বীর বেশে বনে বাস করিতে লাগিল। তাহার কাছেই রাজা প্রতাপভানু গিয়াছিলেন। সে তখন চিনিল যে, ইনিই প্রতাপভানু।

রাউ তৃষিত নহিঁ সো পহিচানা।
দেখি সুবেস মহামুনি জানা॥
উতরি তুরগ তেঁ কীন্‌হ প্রনামা।
পরম চতুর ন কহেউ নিজ নামা॥

রাজা প্রতাপভানু তৃষিত ছিলেন, তিনি ইহাকে চিনিলেন না। বরঞ্চ সুন্দর মুনির বেশ দেখিয়া মহামুনি মনে করিলেন। ঘোড়া হইতে নামিয়া প্রণাম করিলেন। বড় চতুর মুনি নিজের নাম বলিল না।

ভূপতি তৃষিত বিলোকি তেহি সরবরু দীন্‌হ দেখাই।
মজ্জন পান সমেত হয় কীন্‌হ নৃপতি হরষাই॥

রাজাকে তৃষ্ণার্ত দেখিয়া সে সরোবর দেখাইয়া দিল। রাজা তখন আনন্দিত হইয়া নিজে স্নান করিলেন ও জলপান করিলেন, ঘোড়াকেও করাইলেন।

১৮৭, ১৮৮॥ **গৈ শ্রম সকল সুখী নৃপ ভয়উ।**
নিজ আশ্রম তাপস লেই গয়উ॥
আসন দীন্‌হ অস্ত রবি জানী।
পুনি তাপস বোলেউ মৃদুবানী॥

শ্রম দূর হইলে রাজা সুখ বোধ করিলেন। তখন কপট মুনি তাঁহাকে নিজের আশ্রমে লইয়া গেল ও আসন দিল। সূর্য ডুবিতেছে দেখিয়া মৃদুবাক্যে তপস্বী বলিল :—

কো তুম্‌হ কস বন ফিরহু অকেলে।
সুন্দর জুবা জীব পরহেলে॥
চক্রবর্তি কে লচ্ছন তোরে।
দেখত দয়া লাগিঅতি মোরে॥

কস—কেন। জীবপর—জীবনের উপর॥ তুমি কে? কেনই বা বনে একলা ঘুরিতেছ? তুমি যুবক, দেখিতে সুন্দর; কিন্তু জীবনের উপর তোমার অবহেলা দেখিতেছি। তোমাতে চক্রবর্তীর লক্ষণ দেখিতেছি। তোমাকে দেখিয়া আমার বড় দয়া হইতেছে।

নাম প্রতাপভানু অবনীসা।
তাসু সচিব মৈঁ সুনহু মুনীসা॥
ফিরত অহেরে পরেউঁ ভুলাঈ।
বড়ে ভাগ দেখেউঁ পদ আঈ॥

আমি প্রতাপভানু নামক রাজার মন্ত্রী। আমি শিকার করিতেছিলাম, পথ ভুলিয়াছি ও সৌভাগ্যবশতঃ আপনার চরণ দর্শন পাইয়াছি।

হম কহঁ দুরলভ দরস তুম্‌হারা।
জানত হৌঁ কছু ভল হোনিহারা॥
কহ মুনি তাত ভয়উ অঁধিআরা।
জোজন সত্তরি নগরু তুম্‌হারা॥

আপনাদের দর্শন আমাদের দুর্লভ। এখন জানিলাম, কিছু ভালই হয়ত হইবে। মুনি বলিল—হে তাত, এখন অন্ধকার হইয়াছে, আর তোমার নগর সত্তর যোজন দূরে।

নিসা ঘোর গম্ভীর বন পন্থ ন সুনহু সুজান।
বসহু আজু অস জানি তুম্‌হ জায়হু হোত বিহান॥

ন সুঝ—খুঁজিয়া পায় না। সুজান—চতুর॥ বন যেমন গভীর, তেমনি সেখানে ঘোর নিশাচর আছে। এমন পথ যে, চতুর লোকেও চিনিয়া ধরিতে পারে না। আজ তুমি এখানে বাস কর, ভোর হইলে যাইবে।

তুলসী জসি ভবিতব্যতা তৈসী মিলই সহাই।
আপু ন আবই তাহি পহিঁ তাহি তহাঁ লেই জাই॥

তুলসী বলেন, যেমন ভবিতব্যতা, তেমনি তাহার সহায় জোটে। যদি নিজে না আসিতে চায়, তবুও ভবিতব্যতা তাহাকে সেইখানেই লইয়া যায়।

১৮৯॥ **ভলেহি নাথ আয়সু ধরি সীসা।**
বাঁধি তুরগ তরু বৈঠ মহীসা॥
নৃপ বহু ভাঁতি প্রসংসেউ তাহী।
চরন বন্দি নিজ ভাগ্য সরাহী॥

হে নাথ, ভালই বলিয়াছেন, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য, এই বলিয়া গাছে ঘোড়া বাঁধিয়া রাজা বসিলেন। তাহার চরণ বন্দনা করিয়া তাহাকে নানা প্রকারে প্রশংসা করিলেন ও নিজের ভাগ্য ভাল এ কথা বলিলেন।

পুনি বোলেউ মৃদু গিরা সুহাঈ।
জানি পিতা প্রভু করউঁ ঢিঠাঈ।
মোহি মুনীস সুত সেবক জানী।
নাথ নাম নিজ কহহু বখানী॥

তার পর মৃদু মধুর বাক্যে বলিলেন—আপনাকে পিতা মনে করিয়া ধৃষ্টতা করিতেছি। হে মুনীশ্বর, আমাকে আপনার পুত্র ও সেবক বলিয়া জানিয়া নিজের নাম বলুন।

তেহি ন জান নৃপ নৃপহি সো জানা।
ভূপ হৃদয় সো কপট সয়ানা॥
বৈরী পুনি ছত্রী পুনি রাজা।
ছল বল কীন্হ চহই নিজ কাজা॥

তাহাকে প্রতাপভানু চিনেন নাই সে তাঁহাকে চিনিয়াছে। রাজা সহৃদয়, আর সে কপট ও চতুর। একে শত্রু তাহাতে ক্ষত্রিয়, তাহাতে আবার রাজা সে ছলে বলে কৌশলে নিজ কার্য করিয়া লইতে চাহিতেছিল।

সমুঝি রাজসুখ দুখিত অরাতী।
অবাঁ অনল ইব সুলগই ছাতী॥
সরলবচন নৃপ কে সুনি কানা।
বয়র সঁভারি হৃদয় হরষানা॥

অবাঅনল—কুমারের উটির মৃদু আগুন, তুষানল॥ রাজার শত্রু সেই কপট মুনি, রাজার সুখ দেখিয়া দুঃখিত হইল। তাহার বুক যেন তুষের আগুনে পুড়িতে লাগিল। রাজার সরল বাক্য শুনিয়া শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়া তাহার আনন্দ হইল।

কপট বোরি বানী মৃদুল বোলেউ জুগুতিসমেত।
নাম হমার ভিখারি অব নির্ধন রহিত নিকেত।

সে কপটতায় ভরা যুক্তি সহকারে মৃদুবাক্যে বলিল—আমার নাম এখন ভিখারী, আমি ধনহীন গৃহহীন।

১৯০, কহ নৃপ জে বিজ্ঞাননিধানা।
১৯১॥ তুম্হ সারিখে গলিতঅভিমানা।
রহহিঁ অপনপৌ সদা দুরায়ে।
সব বিধি কুসল কুবেষ বনায়ে॥

তুম্হ সারিখে—তোমার মত। গলিত অভিমানা—অভিমান শূন্য। আপনপৌ—নিজেকে। দুরায়ে—গোপন করে॥ রাজা বলিলেন—যাঁহারা আপনার মত জ্ঞানী ও অভিমান-শূন্য, তাঁহারা সর্বদাই নিজেদিগকে গোপন রাখেন, সকল দিকে কুশল হইলেও কুবেশ ধারণ করেন।

তেহি তে কহহিঁ সন্ত শ্রুতি টেরে।
পরম অকিঞ্চন প্রিয় হরি কেরে॥
তুম্হ সম অধন ভিখারি অগেহা।
হোত বিরঞ্চি সিবহি সন্দেহা॥

টেরে—ডাকিয়া, উচ্চৈঃস্বরে। অকিঞ্চন—দরিদ্র, দীন॥ সেইজন্যই ত সাধুরা ও বেদ জোর করিয়া বলেন যে, যাহারা অতিশয় দীন তাহারাই হরির প্রিয়। আপনার মত ধনহীন ভিখারী ও গৃহহীনকে দেখিয়া ব্রহ্মা ও শিবেরও সন্দেহ হয় যে (এ সামান্য লোক নয়)।

জোহসি সোহসি তব চরন নমামী।
মো পর কৃপা করিয় অব স্বামী॥
সহজ প্রীতি ভূপতি কৈ দেখী।
আপু বিষয় বিস্বাস বিসেখী॥

জোহসি সোহসি—আপনি যেই হন না কেন। আপু বিষয়—নিজের বিষয়ে॥

আপনি যেই হন, আপনাকে নমস্কার। হে স্বামী, এখন আমার উপর কৃপা রাখিবেন। ভূপতির সহজ প্রেম দেখিয়াও তাঁহার মুনির উপর বিশেষ বিশ্বাস দেখিয়া।

সব প্রকার রাজহি অপনাঈ।
বোলেউ অধিক সনেহ জনাঈ॥
সুনু সতিভাউ কহউ মহিপালা।
ইহাঁ বসত বীতে বহু কালা॥

আপনাঈ—নিজের করিয়া। সতিভাউ—সত্য করিয়া॥

সব প্রকারে রাজাকে আপনার করিয়া, বেশী করিয়া ভালবাসা জানাইয়া কপট মুনি বলিল—হে মহীপাল, শোন। সত্য করিয়া বলিতেছি, এখানে বাস করিতে করিতে বহুকাল কাটিল।

অব লগি মোহি ন মিলেউ কোউ মৈঁ ন জনাবউঁ কাহু।
লোকমান্যতা অনল সম কর তপকানন দাহু॥

এ পর্যন্ত কেহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। আমিও কাহাকেউ জানাই নাই। লোকের দেওয়া মান আগুনের মত তপস্যারূপ বনকে পোড়াইয়া ফেলে।

সোঃ—
তুলসী দেখি সুবেষু ভূলহিঁ মূঢ় ন চতুর নর।
সুন্দর কেকিহি পেখু বচন সুধাসম অসন অহি॥

তুলসীদাস বলেন—সুবেশ দেখিয়া মূঢ়েরা ভোলে, চতুর লোকেরা ভোলে না। চেহারা কেমন ভুলায় তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। ময়ূর দেখিতে সুন্দর, তাহার বাক্য অমৃতের মত সে সাপের মত বিষাক্ত জীব খায়।

১৯২॥ তা তেঁ গুপুত রহউ জগ মাহীঁ।
হরি তজি কিমপি প্রয়োজন নাহীঁ॥
প্রভু জানত সব বিনহিঁ জনায়ে।
কহহু কবন সিধি লোক রিঝায়ে॥

সেইজন্যই ত জগতে গুপ্ত থাকিতেছি। এক হরি ছাড়া আমার জগতে কিছুতেই প্রয়োজন নাই। প্রভুকে না জানাইলেও তিনি সব জানিতেছেন। লোকের মন রাখিয়া আর কি সিদ্ধি হইবে বল।

তুম্হ সুচি সুমতি পরমপ্রিয় মোরে।
প্রীতি প্রতীতি মোহি পর তোরে॥
অব জৌ তাত দুরাবউ তোহী।
দারুন দোষ ঘটই অতি মোহী॥

তুমি পবিত্র সুন্দর বুদ্ধিমানও আমার অতিশয় প্রিয়। আমার প্রতি তোমার ভালবাসা ও বিশ্বাস আছে। এখন হে প্রিয়, যদি তোমাকেও লুকাই, তবে আমার বড় দোষ হইবে।

জিমি জিমি তাপস কথই উদাসা।
তিমি তিমি নৃপহি উপজ বিশ্বাসা॥
দেখা স্ববস করম মন বানী।
তব বোলা তাপস বগধ্যানী॥

সেই তপস্বী যতই উদাসীনতার কথা বলিতেছিল, রাজার ততই বিশ্বাস বাড়িতেছিল। যখন দেখিল যে রাজা মনে, বাক্যে ও কর্মে তাহার বশে আসিতেছেন, তখন কপট তাপস বলিল—

নাম হমার এক তনু ভাঈ।
সুনি নৃপ বোলেউ পুনি সিরু নাঈ॥
কহহু নাম কর অরথ বখানী।
মোহি সেবক অতি আপন জানী॥

আমার নাম একতনু। রাজা শুনিয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিলেন—ঐ নামের অর্থ পরিষ্কার করিয়া বলুন। জানিবেন, আমি একান্তই আপনার সেবক।

আদি সৃষ্টি উপজী জবহি তব উতপতি ভই মোরি।
নাম একতনু হেতু তেহি দেহ ন ধরী বহোরি॥

প্রথম যখন সৃষ্টি হয়, তখনই আমার জন্ম হয়। সেই জন্যই আমার নাম একতনু। আমি আর অন্য শরীর ধারণ করি নাই।

১৬৩॥ জনি আচরজু করহু মন মাহীঁ।
সুত তপ তেঁ দুর্লভ কছু নাহীঁ॥
তপবল তেঁ জগ সৃজই বিধাতা।
তপবল বিষ্ণু ভয়ে পরিত্রাতা॥

ইহাতে মনে মনে যেন আশ্চর্য হইও না। তপস্যার দ্বারা কিছুই দুর্লভ নয়। বিধাতা তপস্যার বলেই জগৎ সৃষ্টি করেন। তপোবলেই বিষ্ণু সকলের পালনকারী হইয়াছেন।

তপবল সম্ভু করহিঁ সংহারা।
তপ তেঁ অগম ন কছু সংসারা॥
ভয়উ নৃপহি সুনি অতি অনুরাগা।
কথা পুরাতন কহই সো লাগা॥

তপস্যার বলেই শিব সংহার করেন। তপস্যায় সংসারে কিছুই অপ্রাপ্য নাই। এ কথায় রাজা বড় আকৃষ্ট হইলেন। মুনি পুরানো কথা বলিতে লাগিলেন—

করম ধরম ইতিহাস অনেকা।
করই নিরূপন বিরতি বিবেকা॥
উদ্ভব পালন প্রলয় কহানী।
কহেসি অমিত আচরজ বখানী॥

তিনি কর্ম, ধর্ম, ইতিহাস, বৈরাগ্য ও জ্ঞানের কথা বলিল। সৃষ্টি, পালন ও প্রলয়ের কাহিনী অতি আশ্চর্য ভাবে ব্যাখ্যা করিল।

সুনি মহীপ তাপসবস ভয়উ।
আপন নাম কহন তব লয়উ॥
কহ তাপস নৃপ জানউ তোহী।
কীন্হেহু কপট লাগ ভল মোহী॥

সে কথা শুনিয়া রাজা তপস্বীর বশীভূত হইয়া পড়িলেন ও নিজের নাম বলিলেন। তপস্বী বলিল—রাজা, তোমাকে আমি জানি। তুমি যে নাম গোপন করিয়াছিলে তাহা আমার কাছে ভালই লাগিয়াছিল।

সোঃ—
সুনু মহীস অসি নীতি জহঁ তহঁ নাম ন কহহিঁ নৃপ।
মোহি তোহি পর অতি প্রীতি সোই চতুরতা বিচারি তব॥

হে রাজা, এই নীতি-উপদেশ শোন। রাজাদের যেখানে সেখানে নাম বলিতে নাই। তোমার অতিশয় চতুরতা দেখিয়াই ত তোমার উপর আমার অতিশয় প্রীতি হইয়াছে।

১৬৪॥ নাম তুম্হার প্রতাপ দিনেসা।
সত্যকেতু তব পিতা নরেসা॥
গুরুপ্রসাদ সব জানিয় রাজা।
কহিয় ন আপন জানি অকাজা॥

তোমার নান প্রতাপভানু, তোমার পিতার নাম সত্যকেতু। হে রাজা, গুরুর কৃপায় সকলই জানি, নিজের ক্ষতি হইবে বলিয়া কাহাকেও বলি না। (সিদ্ধির ব্যবহারে হানি হয়।)

দেখি তাত তব সহজ সুধাঈ।
প্রীতিপ্রতীতি নীতি নিপুনাঈ॥
উপজি পরী মমতা মন মোরে।
কহউঁ কথা নিজ পুছে তোরে॥

সুধাই—সিধাভাব, সরলতা॥ হে প্রিয়, তোমার সহজ সরলতা দেখিয়া, তোমার বিশ্বাস, ভালবাসা, নীতি ও কুশলতা দেখিয়া, তোমার উপর আমার মমতা জন্মিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়াছ বলিয়া তোমাকে আমার নিজের কথা বলিলাম।

অব প্রসন্ন মৈঁ সংসয় নাহীঁ।
মাঁগু জো ভূপ ভাব মন মাহীঁ॥
সুনি সুবচন ভূপতি হরষানা।
গহি পদ বিনয় কীন্হি বিধি নানা॥

এখন আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে রাজা, তোমার যাহা ইচ্ছা চাও। এই সুন্দর কথা শুনিয়া রাজা খুশী হইলেন ও প্রণাম করিয়া নানা প্রকারে বিনয় করিয়া বলিলেন।

কৃপাসিন্ধু মুনি দরসন তোরে।
চারি পদারথ করতল মোরে॥
প্রভুহি তথাপি প্রসন্ন বিলোকী।
মাঁগি অগম বর হোউঁ অসোকী॥

হে কৃপাসিন্ধু মুনি, তোমার দেখা পাওয়াতেই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। তবুও প্রভুকে সন্তুষ্ট দেখিয়া একটা কঠিন বর চাইতেছি, পাইয়া শোকহীন হইতে চাই।

জরা মরন দুখ রহিত তনু সমর জিতই জনি কোউ।
একছত্র রিপুহীন মহি রাজ কলপ সত হোউ॥

আমি যেন জরা ও মরণের দুঃখ না পাই, কেহ যেন আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে না পারে। আমি যেন পৃথিবীতে একাধিপতি রাজা হই। আমার কোনও শত্রু যেন না থাকে, আর শত কল্প ধরিয়া আমি যেন রাজত্ব করি।

১৯৫॥ কহ তাপস নৃপ ঐসেই হোউ।
কারন এক কঠিন সুনু সোউ॥
কালউ তব পদ নাইহি সীসা।
এক বিপ্রকুল ছাড়ি মহীসা॥

তাপস বলিল—তথাস্তু, কিন্তু ইহার মধ্যে এক কঠিন সর্ত আছে, তাহা শোন। হে রাজা, এক ব্রাহ্মণেরা ছাড়া কালও তোমার পায়ে মাথা নত করিবে।

তপবল বিপ্র সদা বরিআরা।
তিন্হ কে কোপ ন কোউ রখবারা॥
জৌঁ বিপ্রন্হ বস করহু নরেসা।
তৌ তব বস বিধি বিষ্ণু মহেসা॥

বরিআরা—বলবান। রখবারা—রক্ষক। বিপ্রন্হ—ব্রাহ্মণগণ॥

ব্রাহ্মণেরা সর্বদা তপোবলে বলবান, তাঁহাদের কোপ হইতে কেহই বাঁচাইতে পারে না। হে রাজা, যদি বিপ্রদিগকে বশ করিতে পার, তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তোমার বশ হইবেন।

চল ন ব্রহ্মকুল সন বরিআঈ।
সত্য কহউঁ দোউ ভুজা উঠাঈ॥
বিপ্রসাপ বিনু সুনু মহিপালা।
তোর নাস নহিঁ কবনেহুঁ কালা॥

দুই হাত তুলিয়া সত্য বলিতেছি, ব্রাহ্মণকুলের সহিত জোর চলে না। হে রাজা, শোন। ব্রাহ্মণের শাপ ছাড়া কোনও কালে তোমার নাশ নাই।

হরষেউ রাউ বচন সুনি তাসু।
নাথ ন হোই মোর অব নাসু॥
তব প্রসাদ প্রভু কৃপানিধানা।
মো কহুঁ সর্বকাল কল্যানা॥

রাজা তাহার কথা শুনিয়া খুসি হইয়া বলিলেন—হে নাথ, এখন আমার আর বিনাশ হইবে না। হে কৃপাময় প্রভু, তোমার সন্তোষই আমাকে সর্বকালে কল্যাণ দিবে।

এবমস্তু কহি কপটমুনি বোলা কুটিল বহোরি।
মিলব হমার ভুলাব নিজ কহহু ত হমহিঁ ন খোরি॥

কুটিল কপট মুনি বলিল—তথাস্তু, তারপর আবার বলিল—হে রাজা, তোমার ও আমার দেখা হওয়ার কথা কাহাকেও বলিও না। যদি বল তবে আমার দোষ নাই। (তবে বর ফলিবে না।)

১৯৬॥ তাতেঁ মৈঁ তোহি বরজউঁ রাজা।
কহেঁ কথা তব পরম অকাজা॥
ছঠেঁ শ্রবন যহ পরত কহানী।
নাস তুম্হার সত্য মম বানী॥

ছঠেঁশ্রবন—ছয় কান, তিনজন॥ রাজা, তোমাকে প্রথমেই বারণ করিতেছি, তুমি যদি (দেখা হওয়ার) কথা বল তবে বড় ক্ষতি হইবে। যদি ছয় কানে এই কথা যায় তবে তোমার নাশ হইবে, আমার এ কথা সত্য।

যহ প্রগটেঁ অথবা দ্বিজসাপা।
নাস তোর সুনু ভানুপ্রতাপা॥
আন উপায় নিধন তব নাহীঁ।
জৌঁ হরি হর কোপহিঁ মন মাহীঁ॥

হে প্রতাপভানু, শোন। যদি এই কথা প্রকাশ হয় অথবা ব্রাহ্মণ শাপ দেন, তবে তোমার বিনাশ হইবে। অন্য উপায়ে তোমার মৃত্যু নাই। যদি বিষ্ণু মহেশ্বর কোপ করে তবুও না।

সত্য নাথ পদ গহি নৃপ ভাখা।
দ্বিজ গুরু কোপ কহহু কো রাখা॥
রাখই গুরু জৌঁ কোপ বিধাতা।
গুরুবিরোধ নহিঁ কোউ জগত্রাতা॥

মুনির পা ছুঁইয়া রাজা বলিলেন—একথা সত্য। দ্বিজ ও গুরুর কোপে কে রক্ষা করিতে পারে? বিধাতা কুপিত হইলেও গুরু বাঁচাইতে পারেন কিন্তু গুরু বিরোধী হইলে জগতে রক্ষক আর কেহ নাই।

জৌঁ ন চলব হম কহে তুম্হারে।
হোউ নাস নহিঁ সোচ হমারে।
একহি ডর ডরপত মন মোরা।
প্রভু মহি দেব সাপ অতি ঘোরা।

যদি তোমার কথা শুনিয়া না চলি এবং সেজন্য আমার মৃত্যু হয় তবে শোক নাই। কিন্তু একটা বিষয়েই আমার মনে ভয় হইতেছে। হে প্রভু, সে অতি ঘোর ব্রহ্মশাপের সম্বন্ধে।

হোহিঁ বিপ্র বস কবন বিধি কহহু কৃপা করি সোউ।
তুম্হ তজি দীনদয়াল নিজ হিতু ন দেখউ কোউ।

হে দয়াল, ব্রাহ্মণদিগকে কি করিয়া বশ করা যায় সেই কথা কৃপা করিয়া বল। হে দীনদয়াল, তোমাকে ছাড়া আমার হিতকারী ত কাহাকেও দেখি না।

১৯৭॥ সুনু নৃপ বিবিধ জতন জগ মাহীঁ।
কষ্টসাধ্য পুনি হোহিঁ কি নাহীঁ।
অহই এক অতি সুগম উপাঈ।
তহাঁ পরন্তু এক কঠিনাঈ।

জতন—উপায়। কঠিনাঈ—মুস্কিল॥ হে রাজা, শোন। পৃথিবীতে বিবিধ উপায় আছে, সেগুলি একে ত কষ্টসাধ্য আর তাহাতে ফল হইবে কিনা ঠিক নাই। একটা বড় সহজ উপায় আছে, কিন্তু তাহাতে আবার একটা মুস্কিলও আছে।

মম আধীন জুগুতি নৃপ সোঈ।
মোর জাব তব নগর ন হোঈ।
আজু লগে অরু জব তেঁ ভয়উঁ।
কাহু কে গৃহ গ্রাম ন গয়উঁ।

সে উপায় আমার হাতেই আছে, কিন্তু আমার ত তোমার নগরে যাওয়া হয় না। যে হইতে জন্মিয়াছি সেই হইতে আজ পর্যন্ত কাহারও ঘরে বা গ্রামে যাই নাই।

জৌঁ ন জাউঁ তব হোই অকাজু।
বনা আই অসমঞ্জস আজু।
সুনি মহীস বোলেউ মৃদু বানী।
নাথ নিগম অসি নীতি বখানী।

যদি না যাই তবে কাজ পণ্ড হইবে। সেইজন্য আজ দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। রাজা শুনিয়া মৃদুভাবে বলিলেন—হে নাথ, বেদে এই নীতির কথা বলে—

বড়ে সনেহ লঘুন্হ পর করহীঁ।
গিরি নিজ সিরন্হি সদা তৃন ধরহীঁ॥
জলধি অগাধ মৌলি বহ ফেনু।
সন্তত ধরনি ধরত সির রেনু।

লঘুন্হ—লঘুদিগের, ছোটদের। সিরন্হি—মাথায়। মৌলী—মাথায়। বহ—বহন করা॥ বড় যে সে ছোটর উপর স্নেহই করিয়া থাকে। পর্বত সর্বদাই নিজের মাথায় ঘাস ধারণ করে। অগাধ সমুদ্র মাথার উপর ফেনা বহন করে। পৃথিবী সর্বদা মাথায় ধূলা রাখে।

অস কহি গহে নরেস পদ স্বামী হোহু কৃপাল।
মোহি লাগি দুখ সহিয় প্রভু সজ্জন দীনদয়াল॥

এই কথা বলিয়া রাজা, মুনির পা ধরিলেন। বলিলেন—হে স্বামী, দয়া করুন। হে প্রভু দীন-দয়াল সজ্জন, আপনাকে আমার জন্য কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।

১৯৮॥ জানি নৃপহি আপন আধীনা।
বোলা তাপস কপটপ্রবীনা।
সত্য কহউঁ ভূপতি সুনু তোহী।
জগ নাহিঁন দুর্লভ কছু মোহী॥

রাজা তাহার বশে আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তখন কপটতায় পাকা তপস্বী বলিল—হে রাজা, সত্য করিতেছি, তুমি শোন। জগতে আমার দুর্লভ কিছুই নাই।

অবসি কাজ মৈঁ করিহউঁ তোরা।
মন তন বচন ভগত তৈঁ মোরা॥
জোগ জুগুতি তপ মন্ত্রপ্রভাউ।
ফলই তবহিঁ জব করিয় দুরাউ।

প্রভাউ—প্রভাব। দুরাউ—গোপন॥ আমি তোমার কাজ অবশ্যই করিব। তুমি মনে, কর্মে ও বাক্যে আমার ভক্ত। যোগের যুক্তি, তপ আর মন্ত্র গোপন করিলেই ফলে।

জৌঁ নরেস মৈঁ করউঁ রসোঈ।
তুম্হ পরুসহু মোহি জান ন কোঈ।
অন্ন সো জোই জোই ভোজন করঈ।
সোই সোই তব আয়সু অনুসরঈ।

হে রাজা, যদি আমি রান্না করি, আর তুমি পরিবেশন কর, আর আমাকে যদি কেহ না জানে, তবে সে অন্ন যে যে খাইবে তাহারাই তোমার আজ্ঞা পালন করিবে।

পুনি তিন্হ কেহ গৃহ জেবই জোউ।
তব বস হোই ভূপ সুনু সোউ॥
জাই উপায় রচহু নৃপ এহু।
সম্বত ভরি সঙ্কলপ করেহু।

আবার তাহার ঘরে যে আহার করিবে, হে রাজা, সেও তোমার বশ হইবে। তুমি গিয়া উপায় ঠিক কর ও বৎসরকাল এই সঙ্কল্প লও।

নিত নূতন দ্বিজ সহস সত বরেহু সহিত পরিবার।
মৈঁ তুম্হরে সঙ্কলপ লগি দিন্হিঁ করব জেবনার॥

বরেহু—নিমন্ত্রণ কর। জেবনার—রসুই॥ নিত্য নূতন শত সহস্র ব্রাহ্মণ সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াও। আমি তোমার সঙ্কল্প পূরণের প্রতিদিনই রসুই করিব।

১৯৯॥ এহি বিধি ভূপ কষ্ট অতি থোরে।
হোইহহিঁ সকল বিপ্র বস তোরে॥
করিহহিঁ বিপ্র হোম মখ সেবা।
তেহি প্রসঙ্গ সহজহিঁ বস দেবা।

এইভাবে তোমার কষ্ট কমই হইবে, আর সকল ব্রাহ্মণই তোমার বশ হইবে। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ ও হোমও করিবেন। সেইজন্য সহজেই দেবতা বশ হইয়া যাইবে।

অউর এক তোহি কহউঁ লখাউ।
মৈঁ এহি বেষ ন আউব কাউ॥
তুম্হরে উপরোহিত কহঁ রায়া।
হরি আনব মৈঁ করি নিজ মায়া॥

আর একটা কথা তোমাকে বলিতেছি, লক্ষ্য করিও। আমি এই বেশে কখনো আসিব না। তোমারই পুরোহিতকে আমার নিজ মায়ায় হরণ করিয়া আনিব।

তপবল তেহি করি আপু সমানা।
রখিহউঁ ইহাঁ বরষ পরবানা॥
মৈঁ ধরি তাসু বেষু সুনু রাজা।
সব বিধি তোর সবাঁরব কাজা॥

তপোবলে তাহাকে আমার সমান করিয়া তাহাকে এই স্থানে বর্ষকাল রাখিব। আমি তাহার বেশ ধরিয়া সকল রকমে তোমার কাজ সম্পন্ন করিব।

গই নিসি বহুত সয়ন অব কীজে।
মোহি তোহি ভূপ ভেঁট দিন তীজে॥
মৈঁ তপবল তোহি তুরগ সমেতা।
পহুঁচইহউঁ সোবতহিঁ নিকেতা॥

এখন রাত অনেক হইল, শয়ন কর। তোমার সহিত আমার তৃতীয় দিন দেখা হইবে, আমি ঘোড়া সমেত তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তপোবলে বাড়ী পহুঁছাইয়া দিব।

মৈঁ আউব সোই বেষ ধরি পহিচানেউ তব মোহি।
জব একান্ত বুলাই সব কথা সুনাবউঁ তোহি॥

আমি সেই পুরোহিতের রূপ ধরিয়াই আসিব। তোমাকে নিরিবিলি ডাকিয়া লইয়া সকল কথা যখন শুনাইব, তখন তুমি আমাকে চিনিবে।

২০০॥ **সয়ন কীন্হ নৃপ আয়সু মানী।**
আসন জাই বৈঠ ছলজ্ঞানী॥
শ্রমিত ভূপ নিদ্রা অতি আঈ।
সো কিমি সোব সোচ অধিকাঈ॥

রাজা আজ্ঞা পাইয়া শুইলেন, কপট জ্ঞানী তখন আসনে গিয়া বসিল। পরিশ্রান্ত রাজা খুব ঘুমাইয়া পড়িলেন, কিন্তু যাহার চিন্তা বেশী সে কেমন করিয়া ঘুমাইবে?

কালকেতু নিসিচর তহঁ আবা।
জেহিঁ সূকর হোই নৃপহি ভুলাবা॥
পরমমিত্র তাপস নৃপ কেরা।
জানই সো অতি কপট ঘনেরা॥

সেখানে কালকেতু রাক্ষস আসিল, সেই শূকর সাজিয়া রাজাকে ভুলাইয়াছিল। সে তাপস রাজার বড় বন্ধু, সে খুব কপট করিতে জানে।

তেহি কে সত সুত অরু দস ভাঈ।
খল অতি অজয় দেব দুখ দাঈ॥
প্রথমহিঁ ভূপ সমর সব মারে।
বিপ্র সন্ত সুর দেখি দুখারে॥

তাহারা শত পুত্র ও দশ ভাই অতিশয় খল ছিল, তাহারা অজেয় ছিল ও দেবতাদিগকে দুঃখ দিত। ইহাদের দ্বারা ব্রাহ্মণ, সাধু ও দেবতার দুঃখ হইতেছে দেখিয়া রাজা প্রথমেই ইহাদিগকে যুদ্ধে মারেন।

তেহি খল পাছিল বয়রু সঁভারা।
তাপস নৃপ মিলি মন্ত্র বিচারা॥
জেহি রিপুছয় সোই রচেন্হি উপাউ।
ভাবী বস ন জান কছু রাউ॥

সেই দুষ্ট কালকেতু পূর্বেকার শত্রুতা স্মরণ করিল; তাপস রাজার সহিত মিলিয়া মন্ত্রণা করিয়া ঠিক করিল যে, যাহাতে রিপুক্ষয় হয় সেই উপায় করা যাউক। ভবিতব্যতার বশে রাজা এ সকল কিছু জানিলেন না।

রিপু তেজসী অকেল অপি লঘু করি গনিয় ন তাহু।
অজহুঁ দেত দুখ রবিসসিহি সির অবসেষিত রাহু॥

তেজস্বী শত্রু যদি একলাও হয়, তথাপি ছোট মনে করিতে নাই। শিরমাত্র-অবশিষ্ট রাহু আজও সূর্য চন্দ্রকে দুঃখ দিতেছে।

২০১॥ **তাপস নৃপ নিজ সখহি নিহারী।**
হরষি মিলেউ উঠি ভয়উ সুখারী॥
মিত্রহি কহি সব কথা সুনাঈ।
জাতুধান বোলা সুখ পাঈ॥

তপস্বী রাজা নিজের সখাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া মিলিত হইল ও সুখ বোধ করিল। সে মিত্রকে সকল কথা বলিল। তাহাতে সুখী হইয়া রাক্ষস বলিল—

অব সাধেউ রিপু সুনহু নরেসা।
জৌ তুম্হ কীন্হ মোর উপদেসা॥
পরিহরি সোচ রহহু তুম্হ সোঈ।
বিনু ঔষধ বিআধি বিধি খোঈ॥

হে রাজা, শোন। যদি আমার উপদেশ মত কাজ কর তবে এখন শত্রুতা সাধিব। চিন্তা ত্যাগ করিয়া তুমি এখন শুইয়া থাক। বিনা ঔষধেই বিধাতা রোগ শেষ করিয়াছেন।

কুলসমেত রিপুমূল বহাঈ।
চৌথে দিবস মিলব মৈ আঈ॥
তাপস নৃপহি বহুত পরিতোষী।
চলা মহাকপটী অতি রোষী॥

কুল সমেত শত্রুকে সমূলে নাশ করিয়া চতুর্থ দিনে আমি আসিয়া জুটিব। তাপস রাজা বড় তুষ্ট হইল। অত্যন্ত ক্রোধে মহাছলনাকারী কালকেতু চলিল।

তাসু প্রতাপহি বাজিসমেতা।
পহুচায়েসি ছন মাঁঝ নিকেতা॥
নৃপহি নারি পহিঁ সয়ন করাঈ।
হয়গৃহ বাঁধেসি বাজি বনাঈ॥

নারিপহিঁ—স্ত্রীর নিকট। বনাই—ঠিক করিয়া॥

সে ঘোড়া সহিত রাজা প্রতাপভানুকে মুহূর্ত মধ্যেই বাড়ী পহুঁছাইয়া আসিল। রাজাকে রাণীর নিকট শোয়াইয়া দিয়া ঘোড়াশালে গিয়া ঘোড়া ঠিক করিয়া বাঁধিয়া রাখিল।

রাজা কে উপরোহিতহি হরি লেই গয়উ বহোরি।
লেই রাখেসি গিরিখোহ মহঁ মায়া করি মতি ভোরি॥

উপরোহিত—পুরোহিত॥ তারপর সে রাজার পুরোহিতকে অতি ঘোর মায়া করিয়া ভুলাইয়া হরণ করিয়া লইয়া গিয়া, গিরি-গুহায় রাখিয়া দিল।

২০২॥ **আপু বিরচি উপরোহিতরূপা।**
পরেউ জাই তেহি সেজ অনূপা॥
জাগেউ নৃপ অনভয়ে বিহানা।
দেখি ভবন অতি অচরজু মানা॥

আপু—নিজে। পরেউ—শুইয়া পড়িল। অনভয়ে—না হইতে॥ কালকেতু পুরোহিতের রূপ লইয়া তাহার সুন্দর বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। এ দিকে ভোর না হইতেই রাজা জাগিয়া বাড়ী দেখিয়া বড় আশ্চর্য হইলেন।

মুনিমহিমা মন মহঁ অনুমানী।
উঠেউ গবহিঁ জেহি জান ন রানী॥
কানন গয়উ বাজি চঢ়ি তেহী।
পুর নরনারি ন জানেউ কেহী॥

মনে মনে মুনির মহিমা জানিয়া, যাহাতে রাণী না জানিতে পারেন এমন ভাবে উঠিয়া গেলেন। সেই ঘোড়ায় চড়িয়াই বনে গেলেন, নগরের নরনারী কেহ জানিল না।

গয়ে জামজুগ ভূপতি আবা।
ঘর ঘর উৎসব বাজ বধাবা॥
উপরোহিতহি দেখ জব রাজা।
চকিত বিলোক সুমির সোই কাজা॥

দুপুরবেলায় রাজা আসিলেন। তখন ঘরে ঘরে উৎসব হইল, বাদ্য বাজিল। রাজা যখন পুরোহিতকে দেখিলেন, তখন আশ্চর্য হইয়া তাকাইতে তাঁহার সেই কাজের কথা মনে আসিল।

জুগসম নৃপহি গয়ে দিন তীনী।
কপটী মুনিপদ রহি মতি লীনী॥
সময় জানি উপরোহিত আবা।
নৃপহি মতে সব কহি সমুঝাবা॥

রাজার নিকট তিনটি দিন তিন যুগের মত লাগিল। কপট মুনি রাজার বুদ্ধি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। সময় হইলে পুরোহিত আসিলেন ও রাজাকে সঙ্কেত অনুসারে সকল কর্তব্য বুঝাইলেন।

নৃপ হরষেউ পহিচানি গুরু ভ্রমবস রহা ন চেত।
বরে তুরত সতসহস বর বিপ্র কুটুম্বসমেত॥

রাজা গুরুকে চিনিতে পারিয়া খুসী হইলেন। মোহের বশে তাঁহার জ্ঞান রহিল না। তিনি তখন একলক্ষ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে কুটুম্বদিগের সহিত নিমন্ত্রণ করিলেন।

২০৩॥ **উপরোহিত জেবনার বনাঈ।**
ছরস চারি বিধি জসি শ্রুতি গাঈ॥
মায়াময় তেহি কীন্হ রসোঈ।
বিঞ্জন বহু গনি সকই ন কোঈ॥

ছয়প্রকার রসের চারি প্রকারের খাদ্য পদার্থ বেদবিধি অনুসারে পুরোহিত তৈয়ার করিল। মায়াবলে সে এতপ্রকার ব্যঞ্জন রান্না করিল যে কেহ তাহা গুনিয়া উঠিতে পারে না।

বিবিধ মৃগন্হ কর আমিষ রাঁধা।
তেহি মহঁ বিপ্রমাংসু খল সাঁধা॥
ভোজন কহঁ সব বিপ্র বোলায়ে।
পদ পখারি সাদর বৈঠায়ে॥

সেই দুষ্ট বহুপ্রকার পশুর মাংস রাঁধিয়াছিল, আর তাহার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণের মাংসও দিয়াছিল। রাজা খাইবার জন্য সকল ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া পা ধোয়াইয়া আদরের সহিত খাইতে বসাইলেন।

পরুসন জবহিঁ লাগ মহিপালা।
ভই অকাসবানী তেহি কালা॥
বিপ্রবৃন্দ উঠি উঠি গৃহ জাহু।
হৈ বড়ি হানি অন্ন জনি খাহু॥

যখন রাজা পরিবেশন করিতে লাগিলেন, তখন দৈববাণী হইল—ব্রাহ্মণগণ, উঠিয়া বাড়ী যাও। অন্ন গ্রহণ করিও না, করিলে বড় অন্যায় হইবে।

ভয়উ রসোঈ ভূ সুর মাসু।
সব দ্বিজ উঠে মানি বিশ্বাসু॥
ভূপ বিকল মতি মোহ ভুলানী।
ভাবী বস ন আব মুখ বানী॥

ব্রাহ্মণের মাংস রান্না হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা উহা বিশ্বাস করিয়া উঠিয়া পড়িল। রাজার বুদ্ধি মোহ-গ্রস্ত ও বিকল, ভবিতব্যতার বশে তাঁহার মুখে কথা আসিল না।

বোলে বিপ্র সকোপ তব নহিঁ কছু কীন্হ বিচার।
জাই নিসাচর হোহু নৃপ মূঢ় সহিত পরিবার॥

তখন ব্রাহ্মণেরা রাগ করিয়া বলিলেন—হে রাজা, তোমার কোনও জ্ঞান নাই। হে মূর্খ, তুমি পরিবার সহিত রাক্ষস হও।

২০৪॥ ছত্রবন্ধু তৈঁ বিপ্র বোলাঈ।
ঘালৈ লিএ সহিত সমুদাঈ॥
ঈশ্বর রাখা ধরম হমারা।
জইহসি তৈঁ সমেত পরিবারা॥

হে রাজা, নিমন্ত্রণ করিয়া ব্রাহ্মণ ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে নাশ করিতে গিয়াছিলে। ঈশ্বর আমাদের ধর্ম রাখিয়াছেন। তুমি সপরিবারে নষ্ট হইবে।

সংবত মধ্য নাস তব হোঊ।
জলদাতা ন রহিহি কুল কোঊ॥
নৃপ সুনি সাপ বিকল অতি ত্রাসা।
ভই বহোরি বরগিরা অকাসা॥

বৎসরের মধ্যেই তোমার নাশ হইবে, তোমার কুলে জল দান করারও কেহ থাকিবে না। রাজা শাপ শুনিয়া অতি ভয়ে বিকল হইলেন। আবার দৈববাণী হইল—

বিপ্রহু সাপ বিচারি ন দীন্হা।
নহিঁ অপরাধ ভূপ কছু কীন্হা॥
চকিত বিপ্র সব সুনি নভবানী।
ভূপ গয়উ জহঁ ভোজনখানী॥

ব্রাহ্মণগণ, বিচার না করিয়াই তোমারা শাপ দিয়াছ। রাজা কোনও অপরাধ করেন নাই। ব্রাহ্মণেরা দৈববাণী শুনিয়া ত্রস্ত হইল। রাজা পাকশালায় গেলেন।

তহঁ ন অসন নহিঁ বিপ্র সুআরা।
ফিরেউ রাউ মন সোচ অপারা॥
সব প্রসঙ্গ মহিসুরন্হ সুনাঈ।
ত্রসিত পরেউ অবনী অকুলাঈ॥

পাকশালায় না আছে খাদ্য, না ব্রাহ্মণ রসুইয়ারা। রাজা ফিরিলেন। তাঁহার মনে বড় দুঃখ হইল। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সকল কথা শুনাইলেন এবং ভয়ে আকুল হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

ভূপতি ভাবী মিটই নহিঁ জদপি ন দূষন তোর।
কিয়ে অন্যথা হোই নহিঁ বিপ্র সাপ অতি ঘোর॥

হে রাজা, ভবিতব্যতা বদলাইবার নয়। তোমার দোষ না থাকিলেও বিপ্র-শাপ অতি ভয়ানক, উহার অন্যথা হইতে পারে না।

২০৫॥ অস কহি সব মহিদেব সিধায়ে।
সমাচার পুরলোগন্হ পায়ে॥
সোচহিঁ দূষন দৈবহি দেহীঁ।
বিচরত হংস কাগ কিয় জেহীঁ॥

এই বলিয়া ব্রাহ্মণেরা চলিয়া গেলেন। পুরবাসীরা এই সংবাদ পাইয়া বিধাতাকেই দোষ দিতে লাগিল। তিনি হাঁস সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার কাকও সৃষ্টি করিয়াছেন।

উপরোহিতহি ভবন পহুঁচাঈ।
অসুর তাপসহি খবরি জনাঈ॥
তেহি খল জহঁ তহঁ পত্র পঠায়ে।
সজি সজি সেন ভূপ সব ধায়ে॥

তখন সেই অসুর তাপসকে খবর দিয়া পুরোহিতকে বাড়ী পাঠাইয়া দিল। তার পর ঐ দুষ্ট যেখানে সেখানে পত্র পাঠাইতে থাকিল ও রাজারা সকলে সৈন্য সাজাইয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল।

ঘেরেন্হি নগর নিসান বজাঈ।
বিবিধ ভাঁতি নিত হোই লরাঈ॥
জূঝে সকল সুভট করি করনী।
বন্ধু সমেত পরেউ নৃপ ধরনী॥

ডঙ্কা বাজাইয়া তাহারা নগর ঘিরিয়া ফেলিল। প্রতিদিনই নানা লড়াই হইতে থাকে। সুযোদ্ধারা সকলে বীরের মত যুদ্ধ করিল ও ভাই সহিত রাজা মাটিতে পড়িয়া গেলেন (মারা গেলেন)।

সত্য কেতু কুল কোউ নহিঁ বাঁচা।
বিপ্রসাপ কিমি হোই অসাচা॥
রিপু জিতি সব নৃপ নগর বসাঈ।
নিজ পুর গবনে জয় জসু পাঈ॥

সত্যকেতুর কুলে কেহই বাঁচিল না। ব্রাহ্মণের শাপ আর কেমন করিয়া মিথ্যা হইবে? শত্রু জয় করিয়া, নগর বশ করিয়া, জয় ও যশ লইয়া রাজারা নিজ পুরীতে চলিয়া গেল।

ভরদ্বাজ সুনু জাহি জব হোই বিধাতা বাম।
ধূরি মেরুসম জনক জম তাহি ব্যালসম দাম॥

ধূরি—ধুলা। ব্যাল—সাপ। দাম—দড়ি॥ হে ভরদ্বাজ, শোন। যখন যাহার প্রতি বিধাতা বাম হন, তখন তাহার কাছে ধুলা মেরুর মত হয়, পিতা যমের মত হয়, আর দড়ি সাপের মত হয়।

২০৬॥ কাল পাই মুনি সুনু সোই রাজা।
ভয়উ নিসাচর সহিত সমাজা॥
দস সির তাহি বীস ভুজদণ্ডা।
রাবন নাম বীর বরিবণ্ডা॥

হে মুনি, শোন। মৃত্যুর পর সেই রাজা সমাজ সহিত রাক্ষস হইল। তাহার দশটা মাথা ও বিশটা হাত হইল। সে রাবণ নামে মস্ত বীর হইল।

নৃপ অনুজ অরিমর্দন নামা।
ভয়উ সো কুম্ভকরন বলধামা॥
সচিব জো রহা ধরমরুচি জাসু।
ভয়উ বিমাত্র বন্ধু লঘু তাসু॥

রাজার ছোট ভাই, যাহার নাম ছিল অরিমর্দন সে বলবান কুম্ভকর্ণ হইল, আর ধর্মরুচি নামে যে মন্ত্রী ছিল সে বৈমাত্র ছোট ভাই হইল।

নাম বিভীষণ জেহি জগ জানা।
বিষ্ণুভগত বিজ্ঞান নিধানা॥
রহে জে সুত সেবক নৃপ কেরে।
ভয়ে নিসাচর ঘোর ঘনেরে॥

তাহার নাম জগদ্‌বিখ্যাত বিভীষণ। তিনি বিষ্ণু-ভক্ত ও জ্ঞানের খনি। রাজার যে সকল পুত্র ও সেবক ছিল, তাহারা অতি ভীষণ রাক্ষস হইল।

কামরূপ খল জিনিস অনেকা।
কুটিল ভয়ঙ্কর বিগত বিবেকা।
কৃপারহিত হিংসক সব পাপী।
বরনি ন জাই বিশ্বপরিতাপী।

ইহারা সকলে হইল কাম-রূপ, ইচ্ছা মত যে কোন চেহারা করিতে পারে। ইহারা দুষ্ট, কুটিল, ভয়ঙ্কর, জ্ঞানহীন, নিষ্ঠুর, হিংস্র ও পাপী। বিশ্বকে ইহারা যে দুঃখ দিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

উপজে জদপি পুলস্ত্যকুল পাবন অমল অনুপ।
তদপি মহী সুর সাপ বস ভয়ে সকল অঘরূপ।

যদিও তাহারা পবিত্র, নিষ্পাপ ও অনুপম পুলস্ত্য মুনির কুলে জন্ম হইল, তথাপি ব্রহ্মশাপের জন্য সকলেই পাপের মূর্তি হইল।

২০৭॥ কীন্হ বিবিধ তপ তীনিউঁ ভাঈ।
পরম উগ্র নহিঁ বরনি সো জাঈ।
গয়উ নিকট তপ দেখি বিধাতা।
মাঁগহু বর প্রসন্ন মৈঁ তাতা॥

তিন ভাই-ই নানাপ্রকারে এত উগ্র তপস্যা করিল যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাহারা তপস্যা করিতেছে দেখিয়া বিধাতা নিকটে আসিলেন, বলিলেন—হে তাত, বর চাও, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

করি বিনতী পদ গহী দসসীসা।
বোলেউ বচন সুনহু জগদীসা।
হম কাহু কে মরহিঁ ন মারে।
বানর মনুজ জাতি দুই বারে।

তখন বিনয় করিয়া পায়ে ধরিয়া রাবণ বলিল—হে জগদীশ্বর, শোন। কেবল মানুষ ও বানর এই দুই জাতি ছাড়া কেহ মারিলে আমি যেন না মরি।

এবমস্তু তুম্হ বড় তপ কীন্হা।
মৈঁ ব্রহ্মা মিলি তেহি বর দীন্হা॥
পুনি প্রভু কুম্ভকরন পহিঁ গয়উ।
তেহি বিলোকি মন বিসময় ভয়উ॥

শঙ্কর বলিলেন—তথাস্তু, তুমি বড় তপস্যা করিয়াছ। ব্রহ্মা ও আমি একত্রে তোমাকে বর দিলাম। তারপর প্রভু কুম্ভকর্ণের নিকট গেলেন ও তাহাকে দেখিয়া বড় আশ্চর্য হইলেন।

জৌঁ এহি খল নিত করব অহারূ।
হোইহি সব উজার সংসারূ॥
সারদ প্রেরি তাসু মতি ফেরী।
মাঁগেসি নীঁদ মাস ষট কেরী॥

সারদ—সরস্বতী। ফেরী—ফিরাইয়া দেন॥ এই দুষ্ট যদি প্রতিদিন এত খায়, তবে সকল সংসার উজাড় হইবে। তখন সরস্বতীকে পাঠাইয়া তাহার বুদ্ধি পাল্টাইয়া দিলেন। সে ছয়মাস ঘুমাইবার বর চাইল।

গএ বিভীষণ পাস পুনি কহেউ পুত্র বর মাঁগু।
তেহি মাঁগেউ ভগবন্ত পদ কমল অমল অনুরাগু।

তার পর বিভীষণের কাছে গিয়া বলিলেন—হে পুত্র, বর চাও। ভগবানের অমল-কমল-চরণে অনুরাগ চাই, তিনি এই বর চাহিলেন।

২০৮, তিন্হহিঁ দেই বর ব্রহ্ম সিধায়ে।
২০৯॥ হরষিত তে অপনে গৃহ আয়ে॥
ময়তনুজা মন্দোদরিনামা।
পরমসুন্দরী নারিললামা॥

তাঁহাকে বর দিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্ম-লোকে গেলেন ও রাবণেরা আনন্দিত মনে নিজ ঘরে গেল। ময়দৈত্যের মন্দোদরী নামে পরম সুন্দরী রূপবতী কন্যা ছিল।

সোই ময় দীন্হ রাবনহি আনী।
হোইহি জাতুধানপতি জানী॥
হরষিত ভয়উ নারি ভলি পাঈ।
পুনি দোউ বন্ধু বিআহেসি জাঈ।

ময় সেই কন্যা আনিয়া রাবণকে দিল। সে জানিতে পারিয়াছিল, রাবণ রাক্ষসপতি হইবে। ভাল স্ত্রী পাইয়া রাবণ সুখী হইল, পরে আর দুই ভাইকেও গিয়া বিবাহ করাইল।

গিরি ত্রিকূট এক সিন্ধু মঝারী।
বিধিনির্মিত দুর্গম অতি ভারী।
সোই ময়দানব বহুরি সবাঁরা।
কনক রচিত মনিভবন অপারা।

সমুদ্রমধ্যে ত্রিকূট পর্বতের উপর ব্রহ্মার এক অতি দুর্গম

দুর্গ ছিল। ময়দানব সেইটা আবার ঠিক করিল ও সেখানে সোনার-মণি-ভবন গড়িল।

ভোগাবতি জস অহি কুল বাসা।
অমরাবতি জসি সক্রনিবাসা।
তিন্হ তেঁ অধিক রম্য অতি বঙ্কা।
জগবিখ্যাত নাম তেহি লঙ্কা॥

সাপের বাসস্থান ভোগাবতী, আর ইন্দ্রের বাসস্থান অমরাবতী হইতেও অধিক দৃঢ় ও জগদ্‌বিখ্যাত সেই পুরীর নাম লঙ্কা।

খাঈঁ সিন্ধু গঁভীর অতি চারিহু দিসি ফিরি আব।
কনককোট মনিখচিত দৃঢ় বরনি ন জাই বনাব।

সমুদ্রের গভীর খাত উহার চারিদিক ঘিরিয়া আছে। উহার গড় সোনা ও মণি দ্বারা শোভিত ও এত মজবুত যে বলা যায় না।

হরিপ্রেরিত জেহি কলপ জোই জাতুধানপতি হোই।
সূর প্রতাপী অতুলবল দলসমেত বস সোই।

হরির ইচ্ছায় যে কল্পে যে রাক্ষসপতি হয়, সেই প্রতাপশালী অতুল বলবান বীর তখন দল সমেত ঐ স্থানে বাস করে।

২১০॥ **রহে তহাঁ নিসিচর ভট ভারে।**
তে সব সুরন্হ সমর সংহারে।
অব তহঁ রহহিঁ সক্র কে প্রেরে।
রচ্ছক কোটি জচ্ছপতি কেরে॥

সেখানে রাক্ষসদের অনেক সৈন্য ছিল। দেবতারা তাহাদিগকে যুদ্ধে মারিয়া শেষ করেন। এখন সেখানে ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে যক্ষপতির কোটি রক্ষক ছিল।

দসমুখ কতহুঁ খবর অসি পাঈ।
সেন সাজি গঢ় ঘেরেসি জাঈ।
দেখি বিকট ভট বড়ি কটকাঈ।
জচ্ছ জীব লই গয়উ পরাঈ।

যখন রাবণ কোথাও হইতে এই খবর পাইল, তখন সে সৈন্য সাজাইয়া গড় ঘিরিয়া ফেলিল। বিকট যোদ্ধা ও বড় সৈন্য-শ্রেণী দেখিয়া যক্ষ প্রাণ লইয়া পালাইল।

ফিরি সব নগর দসানন দেখা।
গয়উ সোচ সুখ ভয়উ বিসেষা।
সুন্দর সহজ অগম অনুমানী।
কীন্হ তহাঁ রাবন রজধানী।

রাবণ সমস্ত নগরটা ঘুরিয়া দেখিল। তাহার চিন্তা গেল, খুব আনন্দ হইল। রাবণ দেখিল লঙ্কা সুন্দর ও স্বভাবতঃই অগম্য। তখন সে ইহাতে রাজধানী করিল। [ধনের ঘর যেখানে সেইখানেই রাবণের ঘর বসিল। মানুষের হৃদয়েও ধনই রাবণকে ডাকিয়া আনে।]

জেহি জস জোগ বাটি গৃহ দীন্হে।
সুখী সকল রজনীচর কীন্হে।
এক বার কুবের পর ধাবা।
পুষ্পক জান জীতি লেই আবা॥

যাহার যেমন উপযুক্ত তাহাকে তেমনি বাড়ী দিয়া সে সকল রাক্ষসকে সুখী করিল। একবার কুবেরের উপর ধাওয়া করিয়া তাহার পুষ্পক রথ কাড়িয়া আনিল।

কৌতুকহী কৈলাস পুনি লীন্হেসি জাই উঠাই।
মনহু তৌলি নিজ বাহুবল চলা বহুত সুখ পাই।

রাবণ একবার খেলার ছলে কৈলাস পর্বতকেই হাতে উঠাইয়া লইল। মনে হয় যেন যোদ্ধা রাবণ তাহার বাহুবল মাপিয়া দেখিল। তার পর অতিশয় আনন্দিত হইয়া চলিয়া আসিল।

২১১। **সুখ সম্পতি সুত সেন সহাঈ।**
জয় প্রতাপ বল বুদ্ধি বড়াঈ।
নিত নূতন সব বাঢ়ত জাঈ।
জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ।

সুখ, সম্পত্তি, পুত্র, সৈন্য, জয়, প্রতাপ, বল, বুদ্ধি ও দম্ভ, এ সকল রাবণের দিনদিনই বাড়িয়া যাইতেছিল, যেমন লাভ হইলেই লোভ বাড়িয়া যায় তেমনি।

অতিবল কুম্ভকরন অস ভ্রাতা।
জেহি কহুঁ নহিঁ প্রতিভট জগ জাতা॥
করই পান সোবই ষটমাসা।
জাগত হোই তিহুঁ পুর ত্রাসা॥

সোবই—ঘুমায়। ষটমাসা—ছয় মাস। তিহুঁপুর—ত্রিলোক॥ তাহার ভাই কুম্ভকর্ণ অতি বলবান, জগতে তাহার সমান যোদ্ধা নাই। মদ খাইয়া সে ছয় মাস শুইয়া থাকে। যখন জাগে তখনই স্বর্গ, মর্ত, পাতালে ভয় আরম্ভ হয়।

জৌঁ দিন প্রতি অহার কর সোঈ।
বিস্ব বেগি সব চৌপট হোঈ॥
সমরধীর নহিঁ জাই বখানা।
তেহি সম অমিত বীর বলবানা॥

বেগি—তাড়াতাড়ি। চৌপট—ধ্বংস। সে প্রতিদিন যাহা খায়, তাহাতে শীঘ্রই বিশ্ব শেষ হইয়া যাইতে পারে। সে যুদ্ধেও খুব ধৈর্যশীল, আবার তেমনি অসীম বলবান বীর।

বারিদনাদ জেঠ সুত তাসু।
ভট মহঁ প্রথম লীক জগ জাসু।
জেহি ন হোই রন সনমুখ কোঈ।
সুরপুর নিতহিঁ পরাবন হোঈ।

রাবণের বড় ছেলে মেঘনাদ। জগতে যোদ্ধাদের মধ্যে সে প্রথম বলিয়া গণ্য। কেহই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে এগোয় না। তাহার কাছে দেবতাদের প্রতিদিনই পরাজয় হইত।

কুমুখ অকম্পন কুলিসরদ ধূমকেতু অতিকায়।
এক এক জগ জীতি সক ঐসে সুভট নিকায়।

কুমুখ, অকম্পন, কুলিশরদ (বজ্রদন্ত), ধূমকেতু, অতিকায় প্রভৃতির বহু যোদ্ধা ছিল, যাহাদের একজনই জগৎ জয় করিতে পারিত।

২১২॥ কামরূপ জানহিঁ সব মায়া।
সপনেহুঁ জিন্‌হ কে ধরম ন দায়া॥
দসমুখ বৈঠ সভা এক বারা।
দেখি অমিত আপন পরিবারা।

ইহারা যেমন ইচ্ছা রূপ ধরিতে পারিত। সমস্ত মায়াই ইহাদের জানা ছিল। ধর্ম বা দয়া বলিয়া ইহারা স্বপ্নেও জানিত না। একবার রাবণ সভা করিয়া বসিয়া নিজের অগণিত পরিবার দেখিল।

সুতসমূহ জন পরিজন নাতী।
গনই কো পার নিসাচরজাতী॥
সেন বিলোকি সহজ অভিমানী।
বোলা বচন ক্রোধ মদ সানী॥

পুত্রেরা, আত্মীয়স্বজন, নাতি—এই সকল রাক্ষসদিগকে গুনিয়া কে শেষ করিতে পারে? স্বভাবতঃই অহঙ্কারী রাবণ সৈন্য দেখিয়া অহঙ্কারে ও রাগে বলিল—

সুনহু সকল রজনী চর জুথা।
হমরে বৈরী বিবুধ বরূথা॥
তে সনমুখ নহিঁ করহিঁ লরাঈ।
দেখি সবল রিপু জাহিঁ পরাঈ॥

বিবুধ—দেবতা। বরূথা—দল। পরাঈ—পালাইয়া॥ হে রাক্ষসগণ, শোন। দেবতারা আমাদের শত্রু। তাহারা সম্মুখ যুদ্ধ করে না। আমরা বলশালী বলিয়া শত্রুরা পলাইয়া যায়।

তিন্‌হ কর মরন এক বিধি হোঈ।
কহউঁ বুঝাই সুনহু অব সোঈ॥
দ্বিজভোজন মখ হোম সরাধা।
সব কৈ জাই করহু তুম বাধা।

তাহাদিগের মরণ এক রকমে হইতে পারে। বুঝাইয়া বলিতেছি, এখন শোন। ব্রাহ্মণভোজন, যজ্ঞ, হোম ও শ্রাদ্ধ, এ সকল স্থানেই যাইয়া তোমরা বাধা দাও।

ছুধাছীন বলহীন সুর সহজহিঁ মিলিহহিঁ আই।
তব মারিহউঁ কি ছাড়িহউঁ ভলী ভাঁতি অপনাই॥

ক্ষুধায় কাতর দুর্বল দেবতারা স্বভাবতঃই আমাদের কাছে আসিবে। তখন মারিব, কি ভাল করিয়া নিজের বশ করিয়া ছাড়িয়া দিব তাহা দেখা যাইবে।

২১৩, মেঘনাদ কহুঁ পুনি হঁকরাবা।
২১৪। দীন্‌হী সিখ বলু বয়রু বঢ়াবা॥
জে সুর সমরধীর বলবানা।
জিন্‌হ কে লরিবে কর অভিমানা।

হঁকরাবা—ডাকিল। সিখ—শিক্ষা। বয়রু—শত্রুতা॥ রাবণ পুনরায় মেঘনাদকে ডাকিল ও শত্রুতা বাড়াইবার শিক্ষাই দিল, বলিল—যে সব দেবযোদ্ধা যুদ্ধে ধীর ও বলবান এবং যোদ্ধা বলিয়া যাহাদের অভিমান আছে।

তিন্‌হহিঁ জীতি রন আনেসু বাঁধী।
উঠি সুত পিতু অনুসাসন কাঁধী।
এহি বিধি সবহীঁ আজ্ঞা দীন্‌হী।
আপুন চলেউ গদা কর লীন্‌হী।

তাহাদিগকেই যুদ্ধে জয় করিয়া বাঁধিয়া আনিবে। পুত্র পিতার আজ্ঞা মাথায় লইয়া উঠিল। এমনি করিয়া রাবণ সকলকেই বিভিন্ন আদেশ দিল এবং নিজেও গদা হাতে লইয়া চলিল।

চলত দসানন ডোলতি অবনী।
গর্জত গর্ভ স্রবহিঁ সুররবনী।
রাবন আবত সুনেউ সকোহা।
দেবন্‌হ তকে মেরু গিরি খোহা॥

রবনী—রমণী। দেবন্‌হ—দেবতারা। তকে—লক্ষ্য করিয়া পালাইল॥ রাবণ যখন চলে তখন পৃথিবী দুলিয়া উঠে, যখন গর্জন করে তখন ভয়ে দেবতার স্ত্রীদিগের গর্ভপাত হয়। রাবণ রাগ করিয়া আসিতেছে শুনিলে দেবতারা মেরুপর্বতের গুহার দিকে পালায়।

দিগপালন্‌হ কে লোক সুহায়ে।
সূনে সকল দসানন পায়ে॥
পুনি পুনি সিংহনাদ করি ভারী।
দেই দেবতন্‌হ গারি প্রচারী॥

দিক্‌পালদের দেশে গিয়া রাবণ সকল স্থান খালি দেখিতে পাইল। পুনঃপুনঃ জোরে সিংহ-নাদ করিয়া সে দেবতাদের গালি দিয়া যুদ্ধে ডাকিতে লাগিল।

রন মদ মত্ত ফিরই জগ ধাবা।
প্রতিভট খোজত কতহুঁ ন পাবা॥
রবি সসি পবন বরুন ধনধারী।
অগিনি কাল জম সব অধিকারী॥

যুদ্ধ করার জন্য মত্ত হইয়া পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল

ও কোথাও প্রতিযোদ্ধা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সূর্য, চন্দ্র, পবন, বরুণ, কুবের, অগ্নি কাল যম ইত্যাদি অধিকারী

কিন্নর সিদ্ধ মনুজ সুর নাগা।
হঠিসবহী কে পন্থহী লাগা॥
ব্রহ্মসৃষ্টি জহঁ লগি তনুধারী।
দশ মুখ বস বর্তী নর নারী॥
আয়সু করহিঁ সকল ভয়ভীতা।
নবহিঁ আই নিত চরন বিনীতা॥

এবং কিন্নর, সিদ্ধ, মানুষ, দেবতা ও নাগগণের উপরে রাবণ জুলুম করিতে লাগিল। ব্রহ্মার সৃষ্টিতে যত নরনারী ছিল, তাহারা সকলেই রাবণের আজ্ঞাকারী হইল। সকলেই ভয়ে ভয়ে রাবণের আজ্ঞা পালন করিত, আর প্রতিদিন বিনীতভাবে চরণে নমস্কার করিত।

ভুজবল বিশ্ব বশ্য করি রাখেসি কোউ ন স্বতন্ত্র।
মণ্ডলীকমনি রাবন রাজ করই নিজ মন্ত্র॥

রাবণ বাহুবলে সকলকে বশ করিয়া কাহাকেও স্বাধীন রাখে নাই। পৃথিবীতে রাবণ চক্রবর্তী রাজা হইয়া নিজের ইচ্ছা অনুসারে রাজ্য করিতে লাগিল।

দেব জচ্ছ গন্ধর্ব নরকিন্নর নাগ কুমারি।
জীতি বরী নিজ বাহুবল বহু সুন্দর বর নারি॥

জীতি—জয় করিয়া। বরী—বিবাহ করিল॥ অনেক সুন্দরী দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব, মানুষ, কিন্নর ও নাগ-কন্যাকে বাহুবলে জয় করিয়া রাবণ বিবাহ করিল।

২১৫। ইন্দ্রজীত সন জো কছু কহেউ।
সো সব জনু পহিলেহি করি রহেউ॥
প্রথমহিঁ জিনকহঁ আয়সু দীন্‌হা।
তিনহ কর চরিত সুনহু জো কীনহা॥

রাবণ মেঘনাদকে যাহা কিছু আজ্ঞা দিল, সে সকল যেন পূর্ব হইতেই করা শেষ হইয়াছে বলিয়া ধরা যায়। প্রথমে যাহাদের আদেশ দিয়াছিল তাহারা কি করিল শোন।

দেখত ভীমরূপ সব পাপী।
নিসিচর নিকর দেবপরিতাপী॥
করহিঁ উপদ্রব অসুরনিকায়া।
নানারূপ ধরহিঁ করি মায়া॥

নিকায়া—সমূহ, সকল॥ ভীষণদর্শন পাপী রাক্ষসেরা দেবতাদিগকে কষ্ট দিতেছিল। অসুরেরা উপদ্রব করিতেছিল ও মায়া করিয়া নানা রূপ ধরিতেছিল।

জেহি বিধি হোই ধরম নির্মূলা।
সো সব করহিঁ বেদপ্রতিকূলা॥
জেহি জেহি দেস ধেনু দ্বিজ পাবহিঁ।
নগর গাউঁ পুর আগি লগাবহিঁ॥

যাহাতে ধর্ম নির্মূল হয়, বেদের প্রতিকূল সেই কার্যই ইহারা করিতেছিল। যেখানে যেখানে গরু ও ব্রাহ্মণ পাইতেছিল, সেই সেই নগর, গ্রাম ও পুরীতে আগুন লাগাইতেছিল।

সুভ আচরন কতহুঁ নহিঁ হোঈ।
দেব বিপ্রগুরু মান ন কোঈ॥
নহিঁ হরিভগতি জজ্ঞ জপ দানা।
সপনেহু সুনিয় ন বেদ পুরানা॥

কোথাও আর সদাচরণ ছিল না। কেহ আর বেদ, ব্রাহ্মণ ও গুরুকে মানিত না। হরিভক্তি, যজ্ঞ, জপ ও দান ছিল না। বেদ পুরাণ ত স্বপ্নেও শোনা যাইত না।

ছন্দ—

জপ জোগ বিরাগা তপ মখভাগা শ্রবন সুনই দসসীলা।
আপুন উঠি ধাবই রহই ন পাবই ধরি সব ঘালইখীসা।
অস ভ্রষ্ট অচারা ভা সংসারা ধরম সুনিয় নহিঁ কানা।
তেহি বহু বিধি ত্রাসই দেস নিকাসই জো কহ বেদ পুরানা॥

রাবণ যদি কানে শোনে যে, জপ, যোগ, বিরাগ, তপ, বা যজ্ঞ হইতেছে, তখন নিজে উঠিয়া ছোটে, কিছুই থাকিতে দেয় না। সমস্তই নষ্ট করিয়া দেয়। দেশ এমন ভ্রষ্টাচার হইল যে, ধর্ম কানেও শোনা যায় না। আর বেদ পুরাণের কথা বলে এমন যাহারা ছিল, তাহাদিগকে নানা ভয় দেখাইয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল।

সোঃ—

বরনি ন জাই অনীতি ঘোর নিসাচর জো করহিঁ।
হিংসা পর অতি প্রীতি তিন্‌হ কে পাপহিঁ কবনি মিতি॥

ভীষণ রাক্ষসেরা যে দুর্নীতির আচরণ করিতেছিল, তাহা বলা যায় না। যেখানে হিংসার উপর অতি প্রীতি, সেখানে পাপের শেষ কোথায়?

২১৬॥ বাঢ়ে খল বহু চোর জুআরা।
জে লম্পট পর ধন পর দারা॥
মানহিঁ মাতু পিতা নহিঁ দেবা।
সাধুন্‌হ সন করবাবহিঁ সেবা॥

তখন খুব খল, চোর আর জুয়াড়ী বাড়িতে লাগিল। যাহারা লম্পট, যাহারা পরের ধন, পরের স্ত্রী, পিতামাতা, দেবতা কিছুই মানে না, তাহারাই বাড়িতেছিল। তাহারা সাধুদের দ্বারা সেবা করাইয়া লইতেছিল।

জিন্‌হ কে যহ আচরন ভবানী।
তে জানহু নিসিচর সব প্রানী॥
অতিসয় দেখি ধরম কৈ গ্লানী।
পরমসভীত ধরা অকুলানী॥

হে ভবানী, যাহার আচরণ এইপ্রকার তাহারাই রাক্ষস বলিয়া জানিও। ধর্মের অতিশয় গ্লানি দেখিয়া পৃথিবী দেবী অতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইলেন।

গিরি সরি সিন্ধু ভার নহিঁ মোহী।
জস মোহী গরুঅ এক পরদ্রোহী॥
সকল ধরম দেখই বিপরীতা।
কহি ন সকই রাবন ভয়ভীতা॥

পর্বত, নদী, সমুদ্র, এ সকল আমার কাছে ভার বোধ হয় না, কিন্তু একজন পরপীড়কও ভার বোধ হয়। ধর্মের বিপরীত কার্যই হইতেছে, ইহা পৃথিবী দেখিতেছিল, কিন্তু রাবণের ভয়ে ভীত হইয়া কিছুই বলিতে পারিতেছিল না।

ধেনুরূপ ধরি হৃদয় বিচারী।
গঈ তহাঁ জহঁ সুর মুনি ঝারী॥
নিজ সন্তাপ সুনায়সি রোঈ।
কাহু তেঁ কছু কাজ ন হোঈ॥

মনে মনে ভাবিয়া গো-রূপ ধরিয়া পৃথিবী যেখানে দেবতা ও মুনিরা ছিলেন সেইখানে গেলেন ও কাঁদিয়া দুঃখের কথা শুনাইলেন। কিন্তু কাহারও দ্বারা কোনও কাজ পাইলেন না।

ছন্দ—

সুর মুনি গন্ধর্বা মিলি করি সর্বা গে বিরঞ্চি কে লোকা।
সঁগ গো তনু ধারী ভূমি বিচারী পরম বিকল ভয় সোকা।
ব্রহ্মা সব জানা মন অনুমানা মোর কছূ ন বসাঈ।
জা করি তৈঁ দাসী সো অবিনাসী হমরেউ তোর সহাঈ।

দেবতা, মুনি ও গন্ধর্বগণ মিলিত হইয়া সকলে ব্রহ্মলোকে গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে গো-রূপ ধারণ করিয়া বেচারী বসুন্ধরা ভয়ে, শোকে অতিশয় বিকল হইয়া চলিলেন। ব্রহ্মা সবই জানিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, তাঁহার বশে কিছুই নাই। বলিলেন—বসুন্ধরা যাঁহার দাসী, সেই অবনাশীই তাঁহার ও পৃথিবীর সহায়।

সোঃ—

ধরনি ধরহি মনধীর কহ বিরঞ্চি হরিপদ সুমিরু।
জানত জন কী পীর প্রভু ভঞ্জিহি দারুন বিপতি॥

সুমিরু—স্মরণ কর। জনকী—জনের, ভক্ত জনের। ভঞ্জহি—দূর করিবেন॥ ব্রহ্মা বলিলেন—পৃথিবী তুমি ধৈর্য ধর, হরির চরণ স্মরণ কর। প্রভু ভক্তের ব্যথা জানেন, তিনিই দারুণ বিপদ ভঞ্জন করিবেন।

২১৭॥ **বৈঠে সুর সব করহিঁ বিচারা।**
কহঁ পাইয় প্রভু করিয় পুকারা।
পুর বৈকুণ্ঠ জান কহ কোঈ।
কোউ কহ পয়নিধি মহঁ বস সোঈ।

দেবতারা বসিয়া ভাবিতেছিলেন, কোথায় ভগবানকে পাইব যে ডাকিব। কেহ বলেন—বৈকুণ্ঠপুরী যাই, কেহ বলেন—তিনি সমুদ্রে বাস করেন।

জা কে হৃদয় ভগতি জস প্রীতী।
প্রভু তহঁ প্রগট সদা তেহি রীতী॥
তেহি সমাজ গিরিজা মৈঁ রহেউঁ।
অবসর পাই বচন এক কহেউঁ॥

এই রীতিই সর্বদা চলিতেছে, যাহার হৃদয়ে ভক্তি ও প্রীতি যে রকম, প্রভু তাহার নিকট সেইরকমই প্রত্যক্ষ হন। গিরিজা, সেই দেব-সমাজে আমি ছিলাম। অবসর পাইয়া একটা কথা বলিলাম।

হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা।
প্রেম তেঁ প্রগট হোহিঁ মৈঁ জানা।
দেস কাল দিসি বিদিসহু মাহীঁ।
কহহু সো কহাঁ জহাঁ প্রভু নাহীঁ॥

হরি ব্যাপক ও সর্বত্র সমান। ভগবান প্রেমেই প্রত্যক্ষ হন। দেশ কাল ও দিক্ বিদিকে এমন কোন্ স্থান আছে বল ত যেখানে প্রভু নাই।

অগ জগ ময় সবরহিত বিরাগী।
প্রেম তেঁ প্রভু প্রগটই জিমি আগী॥
মোর বচন সব কে মন মানা।
সাধু সাধু করি ব্রহ্ম বখানা।

অগ—স্থাবর, অচল। জগ—জঙ্গম, চলনশীল॥ যিনি অচলে ও সচলে সর্বত্র আছেন, যিনি সর্বশূন্য ও বৈরাগী, তিনি প্রেমে আপনা-আপনি প্রত্যক্ষ হন। যেমন কাঠ হইতে আপনা-আপনি আগুন হয়, তেমনি। আমার এই কথা সকলের ভাল লাগিল। ব্রহ্মা সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিলেন।

সুনি বিরঞ্চি মন হরষ তন পুলকি নয়ন বহ নীর।
অস্তুতি করত জোর কর সাবধান মতিধীর॥

কথা শুনিয়া ব্রহ্মার আনন্দ হইল, তাঁহার শরীরে পুলক ও চোখে জল দেখা দিল। ব্রহ্মা হাত জোড় করিয়া বুদ্ধি একাগ্র করিয়া সাবধানে স্তুতি করিতে লাগিলেন—

ছন্দ—

জয় জয় সুরনায়ক জন সুখ দায়ক প্রনতপাল ভগবন্তা।
গো দ্বিজ হিতকারী জয় অসুরারী সিন্ধু সুতা প্রিয় কন্তা॥
পালন সুর ধরনী অদভুতকরনী মরম ন জানই কোঈ।
জো সহজ কৃপালা দীনদয়ালা করউ অনুগ্রহ সোঈ॥

হে দেবতাদিগের পতি, হে লোকসুখদায়ক, ভক্ত-

প্রতিপালক, হে গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, অসুরদিগের শত্রু, তোমার জয় হউক। হে লক্ষ্মীর প্রিয় পতি, তুমি দেবতা ও পৃথিবীর পালনকারী। তোমার কার্য অদ্ভুত, কেহ তাহার মর্ম বুঝে না। হে স্বভাবতঃ কৃপাময় দীনদয়াল, তুমি আমাদের প্রতি কৃপা কর।

জয় জয় অবিনাসী সব ঘট বাসী ব্যাপক পরমানন্দা।
অবিগত গোতীতং চরিত পুনীতং মায়ারহিত মুকুন্দা॥
জেহি লাগি বিরাগী অতি অনুরাগী বিগতমোহ মুনিবৃন্দা।
নিসি বাসর ধ্যাবহিঁ গুনগন গাবহিঁ জয়তি সচ্চিদানন্দা॥

হে অবিনাশী, সকল পদার্থে বাসকারী ব্যাপক পরমানন্দস্বরূপ, তোমার জয় হউক। তুমি ইন্দ্রিয়ের অতীত, তুমি পবিত্রচরিত, মায়ারহিত, মোক্ষদানকারী। যে সকল মুনিদের মোহ দূর হইয়াছে, তাঁহারা তোমারই জন্য বিরাগী ও তোমাতেই অনুরাগী হইয়া দিনরাত তোমাকেই ধ্যান করেন। হে সচ্চিদানন্দ, তোমার জয় হউক।

জেহি সৃষ্টি উপাঈ ত্রিবিধ বনাঈ সঙ্গ সহায় ন দুজা।
সো করউ অঘারী চিন্ত হমারী জানিয় ভগতি ন পূজা॥
জো ভব ভয় ভঞ্জন মুনি মন রঞ্জন খণ্ডন বিপতি-বরূথা।
মন বচ ক্রম বানী ছাড়ি সয়ানী সরন সকল সুর যুথা॥

যিনি আর কাহারও সঙ্গ ও সাহায্য না লইয়া, সৃষ্টির তিন উপায় (ত্রিগুণ) উৎপন্ন করেন, সেই পাপহরণকারী ভগবান আমাদের জন্য চিন্তা করুন। আমাদের ভক্তি ও পূজা নাই। হে ভবভয়-মোচনকারী, হে মুনি-গণের আনন্দদায়ক, হে বিপদ-ভঞ্জন, সকল দেবতা সরলভাবে মনে, বাক্যে ও কর্মে তোমার শরণ লইতেছে।

সারদ শ্রুতি সেষা রিষয় অসেষা জা কহুঁ কোউ নহিঁ জানা।
জেহি দীন পিয়ারে বেদ পুকারে দ্রবউ সো শ্রীভগবানা॥
ভব বারিধি মন্দর সব বিধি সুন্দর গুনমন্দির সুখপুঞ্জা।
মুনি সিদ্ধ সকল সুর পরম ভয়াতুর নমত নাথ পদকঞ্জা॥

সরস্বতী, বেদ, শেষ নাগ ও নানা ঋষিরা কেহই যাঁহাকে জানে নাই, যাঁহাকে দীনদয়াল বলিয়া বেদ বলে, সেই শ্রীভগবান, দয়া কর। তুমি ভবসাগরে অবলম্বন, তুমি সর্বসুন্দর, গুণময়, সুখময়। মুনি, সিদ্ধি ও দেবতাগণ বড় ভয়াতুর হইয়া তোমার চরণ-পদ্মে নমস্কার করিতেছে।

জানি সভয় সুর ভূমি সুনি বচন সমেত সনেহ।
গগনগিরা গম্ভীর ভই হরনি সোক সন্দেহ॥

পৃথিবী ও দেবতাকে ভয়াতুর জানিয়া ও তাঁহাদের স্নেহ-যুক্ত বাক্য শুনিয়া শোক ও সন্দেহ-হরণকারী এই গম্ভীর দৈববাণী হইল—

২১৮, জনি ডরপহু মুনি সিদ্ধ সুরেসা।
২১৯॥ তুম্হহিঁ লাগি ধরিহউঁ নরবেসা॥
অংসন্হ সহিত মনুজঅবতারা।
লেইহউঁ দিন কর বংস উদারা॥

জনি ডরপহু—ডরাইও না। অংসন্হ—অংশের বা মায়ার সহিত॥ মুনি, সিদ্ধ ও সুরেশ, তোমারা ভয় পাইও না। তোমাদেরই জন্য অংশ (মায়া) সহিত মানুষবেশ ধরিয়া উদার সূর্যবংশে মানব-অবতার হইতেছি।

কস্যপ অদিতি মহাতপ কীন্হা।
তিন্হ কহুঁ মৈঁ পূরব বর দীন্হা॥
তে দসরথ কৌসল্যা রূপা।
কোসলপুরী প্রগট নর ভূপা॥

কশ্যপ ও অদিতি মহাতপ করায়, তাঁহাদিগকে আমি পূর্বেই বর দিয়াছি। তাঁহারা দশরথ ও কৌশল্যারূপে কোশলপুরীতে রাজা হইয়াছেন।

তিন্হ কে গৃহ অবতরিহউঁ জাঈ।
রঘুকুল তিলক সো চারিউ ভাঈ॥
নারদ বচন সত্য সব করিহউঁ।
পরম সক্তিসমেত অবতরিহউঁ।

সূর্যবংশের তিলকস্বরূপ তাঁহাদের ঘরে চার ভাইয়ের মধ্যে আমি অবতীর্ণ হইব। নারদের বাক্য সত্য করিব, আমি পরম শক্তি লক্ষ্মী সমেত অবতার হইব।

হরিহউঁ সকল ভূমি গরুআঈ।
নির্ভয় হোহু দেবসমুদাঈ॥
গগন ব্রহ্মবানী সুনি কানা।
তুরত ফিরে সুর হৃদয় জুড়ানা॥
তব ব্রহ্মা ধরনিহি সমুঝাবা।
অ য ভঈ ভরোস জিয় আবা॥

গরুআঈ—ভার। (পৃথিবীর ভার তাহারই, যাহারা পাপী)॥ পৃথিবীর সকল ভার হরণ করিব। দেবগণ, নির্ভয় হও। দৈববাণী কানে শুনিয়া আনন্দিত মনে দেবতারা তখনই ফিরিল। তখন ব্রহ্মা পৃথিবীকে বুঝাইলেন। পৃথিবীর হৃদয়ে ভরসা আসিল, তিনি নির্ভয় হইলেন।

নিজ লোকহি বিরঞ্চি গে দেবন্হ ইহই সিখাই।
বানরতনু ধরি ধরনি মহঁ হরিপদ সেবহু জাই॥

ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এই শিখাইয়া ব্রহ্মলোকে গেলেন যে, পৃথিবীর বানরদেহ ধরিয়া হরিপদসেবা কর গিয়া।

২২০॥ গয়ে দেব সব নিজ নিজ ধামা।
ভূমিসহিত মন কহুঁ বিশ্রামা॥
জো কছু আয়সু ব্রহ্মা দীন্হা।
হরষে দেব বিলম্ব ন কীন্হা॥

বিশ্রামা—শান্তি। আয়সু—আজ্ঞা॥ দেবতারা নিজ নিজ বাড়ীতে গেলেন। তাঁহারা ও পৃথিবী মনে শান্তি পাইলেন। যে কিছু আদেশ ব্রহ্মা দিয়াছেন, তাহাতে দেবতারা আনন্দিত হইলেন ও তাহা বিলম্ব না করিয়া পালন করিলেন।

বনচর দেহ ধরী ছিতি মাহীঁ।
অতুলিত বল প্রতাপ তিন্হ পাহীঁ॥
গিরি তরু নখ আয়ুধ সব বীরা।
হরিমারগ চিতবহিঁ মতিধীরা।

আয়ুধ—অস্ত্র। চিতবহিঁ—দেখিতে লাগিল॥ দেবতারা বানরদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অতুল বল পাইল। এই বীরদের অস্ত্র হইল পর্বত, গাছ ও নখ। ইহারা যুদ্ধে ধীর হইল ও হরির পথ চাহিয়া রহিল।

গিরি কানন জহঁ তহঁ ভরি পূরী।
রহে নিজ নিজ অনীক রচি রূরী॥
যহ সব রুচির চরিত মৈঁ ভাষা।
অব সো সুনহু জো বীচহিঁ রাখা॥

ইহারা পর্বতে, বনে যেখানে সেখানে নিজেদের সুন্দর সৈন্য রচনা করিয়া স্থান ভরিয়া রহিল। এই সকল সুন্দর চরিতের কথা আমি বলিয়াছি। মাঝে যে কথা রহিয়া গিয়াছিল এখন তাহা শোন—

অবধপুরী রঘু কুল মনি রাউ।
বেদবিদিত তেহি দসরথ নাউ॥
ধরম ধুরন্ধর গুননিধি জ্ঞানী॥
হৃদয় ভগতি মতি সারঙ্গপানী॥

অবধপুরী—অযোধ্যা। সরঙ্গপানী—ধনুর্ধর॥

অযোধ্যাপুরীতে দশরথ নামে রাজা রঘুকুলের মণি। তিনি বেদে প্রসিদ্ধ, ধর্মরক্ষাকারী, জ্ঞানী ও গুণের সাগর। দশরথের ভক্তি ছিল ধনুর্ধর বিষ্ণুর উপর, বুদ্ধিও তাঁহাতেই অর্পিত ছিল।

কৌসল্যাদি নারি প্রিয় সব আচরন পুনীত।
পতি অনুকূল প্রেম দৃঢ় হরি পদ কমল বিনীত॥

কৌশল্যাদি তাঁহার প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের সকল আচরণ পবিত্র ছিল, তাঁহারা স্বামীর অনুকূল ছিলেন এবং হরির পাদপদ্মে তাঁহাদের বিনয় ও প্রেম দৃঢ় ছিল।

২২১॥ একবার ভূপতি মন মাহীঁ।
ভই গলানি মোরে সুত নাহীঁ।
গুরুগৃহ গয়েউ তুরত মহিপালা।
চরন লাগি করি বিনয় বিসালা॥

একবার রাজার মনে এই বলিয়া খেদ হইল যে, আমার পুত্র নাই। রাজা তখন শীঘ্রই গুরুগৃহে গেলেন ও প্রণাম করিয়া অতিশয় বিনয় জানাইলেন।

নিজ দুখ সুখ সব গুরুহিঁ সুনায়উ।
কহি বসিষ্ঠ বহু বিধি সমুঝায়উ॥
ধরহু ধীর হোইহহিঁ সুত চারী।
ত্রিভুবন বিদিত ভগত ভয়হারী॥

রাজা নিজের সুখদুঃখের কথা গুরুকে শুনাইলেন। গুরু বশিষ্ঠও রাজাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন—ধৈর্য ধর, তোমার চারি পুত্র হইবে। তাহারা ভক্তের ভয়-হরণকারী ও ত্রিভুবনবিখ্যাত হইবে।

সৃঙ্গী রিষিহি বসিষ্ঠ বোলাবা।
পুত্রকাম সুভ জজ্ঞ করাবা॥
ভগতিসহিত মুনি আহুতি দীন্হে।
প্রগটে অগিনি চরু কর লীন্হে॥

সৃঙ্গীরিষি—ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। প্রগটে অগিনি—আগুন-মূর্তি ধরিয়া॥ বশিষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ডাকাইলেন ও তাঁহাকে দিয়া পুত্রের জন্য শুভ যজ্ঞ করাইলেন। মুনি ভক্তির সহিত আহুতি দিলেন। তখন অগ্নি চরু হাতে লইয়া প্রত্যক্ষ প্রকাশিত হইলেন।

জো বসিষ্ঠ কছু হৃদয় বিচারা।
সকল কাজু ভা সিদ্ধ তুম্হারা॥
যহ হবি বাঁটি দেহু নৃপ জাঈ।
জথাজোগ জেহি ভাগ বনাঈ॥

অগ্নি বলিলেন—বশিষ্ঠের মনে যাহা ইচ্ছা ছিল, সে সকলই সিদ্ধ হইয়াছে। এই ঘি লও, রাণীদিগকে যথাযোগ্য ভাগ করিয়া দিও।

তব অদৃশ্য ভয়ে পাবক সকল সভহি সমুঝাই।
পরমানন্দমগন নৃপ হরষ ন হৃদয় সমাই॥

সভার সকলকে বুঝাইয়া তার পর অগ্নি অদৃশ্য হইলেন। রাজা পরমানন্দে মগ্ন হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না।

২২২॥ তবহি রায় প্রিয়নারি বোলাঈ।
কৌসল্যাদি তহাঁ চলি আঈ॥
অরধভাগ কৌসল্যাহি দীন্হা।
উভয় ভাগ আধে কর কীন্হা॥

রাজা প্রিয়া স্ত্রীদিগকে ডাকিলেন। কৌশল্যাদি স্ত্রীরা সেখানে আসিলেন। অর্ধেকটা ভাগ কৌশল্যাকে দিলেন, বাকী অর্ধেক দুই ভাগ করিলেন।

কৈকেঈ কহঁ নৃপ সো দয়উ।
রহেউ সো উভয় ভাগ পুনি ভয়উ॥
কৌসল্যা কৈকঈ হাথ ধরি।
দীনহ সুমিত্রহি মন প্রসন্ন করি॥

রাজা কৈকেয়ীকে এক ভাগ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ দিলেন। যাহা রহিল তাহা দুই ভাগ করিলেন। কৌশল্যা কৈকেয়ীর হাত ধরিয়া সন্তুষ্ট মনে উহা সুমিত্রাকে দিলেন।

এহি বিধি গর্ভসহিত সব নারী।
ভঈ হৃদয় হরষিত সুখ ভারী॥
জা দিন তেঁ হরি গর্ভহি আয়ে।
সকল লোক সুখ সম্পতি ছায়ে॥

এইভাবে রাণীরা গর্ভবতী হইলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে বড় সুখ হইল। যেদিন হরি গর্ভে আসিলেন সেদিন সকল ভুবনে সুখ ও সম্পদ ছাইয়া গেল।

মন্দির মহঁ সব রাজহিঁ রানী।
সোভা সীল তেজ কী খানী॥
সুখজুত কছুক কাল চলি গয়উ।
জেহি প্রভু প্রগট সো অবসর ভয়উ॥

মন্দির—রাজমন্দির॥ শোভা, শীলতা ও তেজের আকর রাজারাণী রাজবাটিতে শোভা পাইতে লাগিলেন। কিছুকাল সুখে চলিয়া গেল। তার পর প্রভু যখন আভির্ভূত হইবেন সে সময় আসিল।

জোগ লগন গ্রহ বার তিথি সকল ভয়ে অনুকুল।
চর অরু অচর হরষযুত রামজনম সুখমুল॥

যোগ, লগ্ন, গ্রহ, বার, তিথি সমস্ত যখন সহায়ক, সেই সময় চরাচরের আনন্দ হইল, কেননা শ্রীরামের জন্ম সুখের মূলস্বরূপ।

২২৩॥ নবমী তিথি মধুমাস পুনীতা।
সুকল পচ্ছ অভিজিত হরিপ্রীতা॥
মধ্য দিবস অতি সীত ন ঘামা।
পাবন কাল লোকবিশ্রামা॥

পবিত্র চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে শুক্ল পক্ষে ভগবানের প্রিয় অভিজিত মুহূর্তে দুপুর বেলায় যখন না বেশী শীত, না বেশী গ্রীষ্ম, এমন পবিত্র ও লোকের শান্তির সময়,

সীতল মন্দ সুরভি বহ বাউ।
হরষিত সুর সন্তনহ মন চাউ॥
বন কুসুমিত গিরিগন মনিআরা।
স্রবহিঁ সকল সরিতামৃতধারা॥

শীতল মন্দ সুরভি বাতাস বহিতে লাগিল, দেবতাদের মনে আনন্দ হইল ও সাধুর মন ভরিয়া উঠিল। বন ফুলে ছাইল। পর্বতেরা মণিময় হইল, নদীসকল হইতে অমৃত বহিয়া যাইতে লাগিল।

সো অবসর বিরঞ্চি জব জানা।
চলে সকল সুর সাজি বিমানা।
গগন বিমল সঙ্কুল সুরজূথা।
গাবহিঁ গুন গন্ধর্ববরূথা।

এই সময় যখন ব্রহ্মা জানিলেন, তখন সকল দেবতারা বিমানে চড়িয়া বাহির হইলেন। বিমল আকাশ দেবতাময় হইয়া গেল, গন্ধর্বেরা গুণগান করিতে লাগিল।

বরষহিঁ সুমন সুঅঞ্জলি সাজী।
গহগহি গগন দুন্দুভী বাজী॥
অস্তুতি করহিঁ নাগ মুনি দেবা।
বহু বিধি লাবহিঁ নিজ নিজ সেবা॥

দেবতারা সুন্দর অঞ্জলি সাজাইয়া ফুল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আকাশে জোরে দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। নাগ, মুনি ও দেবগণ স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নানাভাবে নিজ নিজ সেবার অর্ঘ্য দিতে আসিলেন।

সুরসমূহ বিনতী করি পহুঁচে নিজ নিজ ধাম।
জগনিবাস প্রভু প্রগটে অখিল লোক বিশ্রাম॥

দেবতারা বিনয় জানাইয়া নিজ নিজ বাড়ী গেলেন। তখন জগতের আশ্রয়, সকল ভুবনের বিশ্রামস্থল প্রভু প্রকাশিত হইলেন।

২২৪॥ ছন্দ—

ভয়ে প্রগট কৃপালা পরমদয়ালা কৌসল্যা হিতকারী।
হরষিত মহতারী মুনি মনহারী অদভুতরূপ বিচারী।
লোচন অভিরামং তনুঘনশ্যামং নিজ আয়ুধ
ভুজ চারি।
ভূষন বনমালা নয়ন বিসালা সোভাসিন্ধু খরারী।

কৌশল্যাহিতকারী দীনদয়াল কৃপাল প্রত্যক্ষ হইলেন। মুনিদের মন হরণ করে, এমন অদ্ভুত রূপ দেখিয়া মা আনন্দিত হইলেন। তিনি দেখিতে মনোরম, তাঁহার শরীর ঘননীল এবং চার হাতে তাঁহার নিজের চার অস্ত্র (শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম)। তাঁহার বনমালার ভূষণ, তাঁহার বিশাল চোখ। সেই খরারি সৌন্দর্যের সাগর।

কহ দুই কর জোরী অস্তুতি তোরী কেহি বিধি
করউঁ অনন্তা।
মায়া গুন জ্ঞানাতীত অমানা বেদ পুরান ভনন্তা॥
করুনা সুখ সাগর সব গুন আগর জেহি গাবহিঁ
স্রুতি সন্তা।
সো মম হিত লাগী জনঅনুরাগী ভয়উ প্রগট শ্রীকন্তা॥

কৌশল্যা দুই হাত জোড় করিয়া বলিলেন—হে অনন্ত, জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার স্তুতি কি করিয়া করিব? তুমি মায়া, গুণ ও জ্ঞানের অতীত ও মানহীন, এই কথাই বেদ পুরাণ বলে। তুমি করুণার ও সুখের সাগর, সমস্ত গুণের ভাণ্ডার। বেদ ও সাধুগণ তোমারই গান করিয়া থাকেন। সেই ভক্তের অনুরাগী লক্ষ্মীকান্ত হরি, আমার হিতের জন্য প্রকাশিত হইলে।

ব্রহ্মাণ্ডনিকায়া নির্মিত মায়া রোম রোম প্রতি বেদ কহৈ।
মম উর সো বাসী যহ উপহাসী সুনত ধীরমতি থির ন রহৈ।
উপজা জব জ্ঞানা প্রভু মুসুকানা চরিত বহুত বিধি কীন্হ চহৈ।
কহি কথা সুহাঈ মাতু বুঝাঈ জেহি প্রকার সুতপ্রেম লহৈ॥

বেদ তাঁহার কথা এই বলে যে, মায়ানির্মিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ তাঁহার প্রত্যেক লোমে রহিয়াছে। সেই ভগবান আমার গর্ভে হইয়াছে, এই উপহাসের কথা শুনিলে কোনও ধীরবুদ্ধি ব্যক্তিই স্থির থাকিবে না। মায়ের এইরূপ জ্ঞান যখন হইল তখন ভগবান অল্প হাসিলেন, তিনি যে নানাপ্রকার লীলা করিবেন। তিনি মাকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া যাহাতে মা তাঁহাকে পুত্রস্নেহ দেন তাহা করিলেন।

মাতা পুনি বোলী সো মতি ডোলী তজহু তাত যহ রূপা।
কীজিয় সিসুলীলা অতি প্রিয় সীলা যহ সুখ পরম অনুপা॥
সুনি বচন সুজানা রোদন ঠানা হোই বালক সুরভূপা।
যহ চরিত জে গাবহিঁ হরিপদ পাবহিঁ তে ন পরহিঁ ভবকূপা।

মতি পরিবর্তন করিয়া মা পুনরায় বলিলেন—হে পুত্র, এই রূপ (নারায়ণ-মূর্তি) ত্যাগ কর। অতিশয় প্রিয় সদাচারসম্মত বাললীলা কর, যাহাতে পরম অনুপম সুখ পাওয়া যায়। মায়ের এই কথা শুনিয়া জ্ঞানময় দেবতাদের প্রভু বালক হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এই চরিতকথা যে গান করিবে সে হরির পদ পাইবে, সে ভব-কূপে পড়িবে না।

বিপ্র ধেনু সুর সন্ত হিত লীন্হ মনুজঅবতার।
নিজ ইচ্ছা নির্মিত তনু মায়া গুন গো পার॥

ভগবান গো-ব্রাহ্মণ, দেবতা ও সাধুর হিতের জন্য মানব-দেহ লইয়া অবতার হইলেন। তাঁহার দেহ মায়ার অতীত, ত্রিগুণের অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অতীত। নিজ ইচ্ছায় তিনি এই দেহ তৈয়ারী করিয়াছেন।

২২৫। সুনি সিসুরুদন পরম প্রিয় বানী।
সম্ভ্রম চলি আঈঁ সব রানী।
হরষিত জহঁ তহঁ ধাঈঁ দাসী।
আনঁদমগন সকল পুরবাসী॥

শিশুর কান্নার অতি মধুর শব্দ শুনিয়া সকল রাণীরা সসম্ভ্রমে চলিয়া আসিলেন। দাসীরা সন্তুষ্ট মনে এদিকে সেদিকে ছুটিতে লাগিল। সকল পুরবাসী আনন্দে মগ্ন হইল।

দসরথ পুত্রজনম সুনি কানা।
মানহুঁ ব্রহ্মানন্দসমানা॥
পরমপ্রেম মন পুলক সরীরা।
চাহত উঠন করত মতি ধীরা।

দশরথ পুত্রের জন্মের কথা যখন কানে শুনিলেন, তখন তাঁহার যেন ব্রহ্মলাভের আনন্দ হইল। তাঁহার হৃদয় পরম প্রেমে পূর্ণ হইল। তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইল। তিনি বুদ্ধি স্থির করিয়া উঠিতে ইচ্ছা করিলেন।

জা কর নাম সুনত সুভ হোঈ।
মোরে গৃহ আবা প্রভু সোঈ॥
পরমানন্দ পূরি মন রাজা।
কহা বোলাই বজাবহু বাজা।

যাঁহার নাম শুনিলেই কল্যাণ হয় সে প্রভু আমার গৃহে আসিয়াছেন। আনন্দে রাজার মন ভরিয়া উঠিল। তিনি বাদ্যকরদের ডাকিয়া বাদ্য বাজাইতে বলিলেন।

গুরু বসিষ্ঠ কহঁ গয়উ হঁকারা।
আয়ে দ্বিজন্হ সহিত নৃপদ্বারা॥
অনুপম বালক দেখিন্হি জাঈ।
রূপরাসি গুন কহ ন সিরাঈ॥

গুরু বশিষ্ঠকে ডাকিয়া আনিতে গেল। তিনি ব্রাহ্মণদের সহিত রাজবাড়ীতে আসিলেন। এমন অনুপম বালক দেখা যায় না। রূপের শেষ নাই, গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না

তব নন্দীমুখ শ্রাদ্ধ করি জাতকরম সব কীন্হ।
হাটক ধেনু বসন মনি নৃপ বিপ্রন্হ কহঁ দীন্হ॥

তখন রাজা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া জাতকর্মসকল করিলেন, ব্রাহ্মণদিগকে সোনা, গাই, কাপড় ও মণি দিলেন।

২২৬॥ ধ্বজ পতাক তোরন পুর ছাবা।
কহি ন জাই জেহি ভাঁতি বনাবা॥
সুমনবৃষ্টি অকাস তেঁ হোঈ।
ব্রহ্মানন্দমগন সব লোঈ॥

নগর ধ্বজা, পতাকা ও তোরণে ছাইয়া গেল। কেমন করিয়া যে সাজান হইল তাহা বলাই যায় না। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, সকল লোক ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইল।

বৃন্দ বৃন্দ মিলি চলী লোগাঈঁ।
সহজ সিঁগার কিয়ে উঠি ধাঈঁ।
কনককলস মঙ্গল ভরি থারা।
গাবত পৈঠহিঁ ভূপদুআরা॥

দলে দলে স্ত্রীরা কোনও রকমে বেশ করিয়া উঠিয়া দৌড়াইল। সোনার কলস ও মঙ্গলদ্রব্যে থালা সাজাইয়া গাহিতে গাহিতে রাজার দুয়ারে আসিতে লাগিল।

করি আরতি নেবছাবরি করহীঁ।
বার বার সিসুচরননহি পরহীঁ।
মাগধ সুত বন্দি গুন গায়ক।
পাবন গুন গাবহিঁ রঘুনায়ক॥

তাহারা আরতি করিয়া মঙ্গল উদ্দেশ্যে দান করিতে লাগিল ও বার বার শিশুকে প্রণাম করিতে লাগিল। মাগধ, পুরাণ-গায়ক, ভাট ও গায়কেরা রঘুনাথের পবিত্র গুণগান করিতে লাগিল।

সরবসদান দীন্হ সব কাহূ।
জেহি পাবা রাখা নহিঁ তাহূ॥
মৃগ মদ চন্দন কুঙ্কুম কীচা।
মচী সকল বীথিন্হ বিচ বীচা॥

সকলে সর্বস্ব দান করিয়া ফেলিল। যে যাহা পাইল তাহাই দিল, কিছুই রাখিল না। কস্তরী, চন্দন, কুঙ্কুম এত ঢালা হইল যে, সকল গলিতে গলিতে কাদা হইয়া গেল।

গৃহ গৃহ বাজ বধাব সুভ প্রগটে সুখমাকন্দ।
হরষবন্ত সব জহঁ তহঁ নগর নারি নর বৃন্দ॥

সুখমাকন্দ—সুষমাকন্দ, শোভার মূল॥ সুখের আকর ভগবান প্রকট হইয়াছেন বলিয়া ঘরে ঘরে বাজনা বাজিতে লাগিল। নগরের নরনারীরা যেখানে সেখানে আনন্দ করিতে লাগিল।

২২৭॥ **কৈকয়সুতা সুমিত্রা দোউ।**
সুন্দর সুত জনমত ভইঁ ওউ॥
বোহ সুখ সম্পতি সময় সমাজা।
কহি ন সকই সারদ অহিরাজা॥

কৈকেয়ী ও সুমিত্রা দুইজনেরই সুন্দর পুত্র হইল। সেই সময়ে সমাজে যে সুখ ও সম্পদ হইয়াছিল তাহা সরস্বতী ও শেষ নাগ বলিয়া উঠিতে পারেন না।

অবধপুরী সোহই এহি ভাঁতী।
প্রভুহি মিলন আঈ জনু রাতী॥
দেখি ভানু জনু মন সকুচানী।
তদপি বনী সন্ধ্যা অনুমানী॥

ধূপের ধোঁয়ায় অন্ধকার হওয়ায় অযোধ্যার শোভা এমন হইয়াছিল যে, মনে হইল যেন প্রভুর সহিত মিলনের জন্য রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সূর্যকে দেখিয়া রাত্রির মনে সঙ্কোচ উপস্থিত হওয়ায়, তখন সে সন্ধ্যার মত হইয়া গিয়াছে।

অগরধূপ বহু জনু অঁধিয়ারী।
উড়ই অবীর মনহুঁ অরুনারী।
মন্দির মনি সমূহ জনু তারা।
নৃপ গৃহ কলস সো ইন্দু উদারা।

অগুরুর ধূপ অযোধ্যাকে সন্ধ্যার অন্ধকার দিয়াছিল। আবীর উড়িতেছিল, উহা সন্ধ্যার রক্তাভ আকাশের মত দেখাইতেছিল। ঘরে ঘরে মণিগুলি যেন সন্ধ্যা-তারার মত জ্বলিতেছিল। রাজপুরীর সোনার কলস সুন্দর চাঁদের মত দেখাইতেছিল।

ভবন বেদ ধুনি অতি মৃদু বানী।
জনু খগ মুখর সময় জনু সানী॥
কৌতুক দেখি পতঙ্গ ভুলানা।
এক মাস তেই জাত ন জানা॥

খগমুখর—পাখীর ডাক। পতঙ্গ—সূর্য। জাত ন জানা—যাওয়ার হুঁস হইল না॥ ঘরে ঘরে যে অতি মৃদু বেদমন্ত্রের ধ্বনি উঠিতেছিল, উহা যেন পাখীদের সন্ধ্যাকালের ডাকের কোলাহল। এই কৌতুক দেখিয়া সূর্যদেব ভুলিয়া গেলেন। এক মাস কোথায় দিয়া গেল তিনি জানিলেন না।

মাসদিবস কর দিবস ভা মরম ন জানই কোই।
রথসমেত রবি থাকেউ নিসা কবন বিধি হোই॥

থাকেউ—দাঁড়াইয়া গিয়াছিল॥ এক মাস ধরিয়া দিন রহিল, উহার মর্ম কেহই জানিল না। রথ সমেত রবি দাঁড়াইয়া গিয়াছিলেন, রাত্রি হইবে কি প্রকারে?

২২৮॥ **যহ রহস্য কাহূ নহিঁ জানা।**
দিনমনি চলে করত গুনগানা।
দেখি মহোৎসব সুর মুনি নাগা।
চলে ভবন বরনত নিজ ভাগা॥

এই রহস্য কেহ জানিল না। সূর্য নিজ গুণগান করিতে লাগিয়াছিলেন। সুর, মুনি ও নাগগণ মহোৎসব দেখিয়া নিজেদের সৌভাগ্যের কথা বলিতে বলিতে চলিলেন।

অউরউ এক কহউ নিজ চোরী।
সুনু গিরিজা অতিদৃঢ় মতি তোরী॥
কাকভুসুণ্ডি সঙ্গ হম দোউ।
মনুজরূপ জানই নহিঁ কোউ॥

পার্বতী, তোমার বুদ্ধি অতি দৃঢ়, সেইজন্য আমার নিজের একটা চুরির কথা বলিতেছি। কাক ভুসুণ্ডী ও আমি, আমরা, দুইজনে মানুষ রূপ ধরিয়া উৎসবে সঙ্গ লই। সে কথা কেহই জানে না।

পরমানন্দ প্রেম সুখ ফূলে।
বীথিন্হ ফিরহিঁ মগন মন ভূলে॥
যহ সুভ চরিত জান পৈ সোঈ।
কৃপা রাম কৈ জাপর হোঈ॥

পরমানন্দে প্রেমসুখে ভরিয়া মনের ভুলে আমরা গলিতে গলিতে ঘুরিয়াছি। এই সকল চরিত সেই জানে যাহার উপর রামের কৃপা হয়।

তেহি অবসর জো জেহি বিধি আবা।
দীন্হ ভূপ জো জেহি মন ভাবা॥
গজ রথ তুরগ হেম গো হীরা।
দীন্হে নৃপ নানা বিধি চীরা।

সেই সময় যে যেমন করিয়াই আসিয়া থাকুক, যাহার যাহা ভাল লাগিয়াছে রাজা তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। হাতী, রথ, ঘোড়া, সোনা গাভী, হীরা নানারকম বসন সমস্তই রাজা দান করিয়াছিলেন।

মন সন্তোষ সবন্হি কৈ জহঁ তহঁ দেহিঁ অসীস।
সকল তনয় চির জীবহু তুলসিদাস কে ঈস॥

সকলের মনই সন্তুষ্ট, যেখানে সেখানে সকলের আশীর্বাদ করিতে লাগিল, তুলসীদাসের প্রভু সহ দশরথের সকল পুত্রই চিরজীবী হউক।

২২৯॥ **কছুক দিবস বীতে এহি ভাঁতি।**
জাত ন জানিয় দিন অরু রাতী॥
নামকরন কর অবসরু জানী।
ভূপ বোলি পঠয়ে মুনি জ্ঞানী।

এইভাবে কিছুদিন কাটিল। দিনরাত কোথায় দিয়া যাইতেছে তাহা জানা গেল না। নামকরণের সময় দেখিয়া রাজা জ্ঞানী মুনি বশিষ্ঠকে সংবাদ দিলেন।

করি পূজা ভূপতি অস ভাখা।
ধরিয় নাম জো মুনি গুনি রাখা॥
ইন্হ কে নাম অনেক অনূপা।
মৈঁ নৃপ কহব স্বমতি অনুরূপা॥

মুনিকে পূজা করিয়া রাজা বলিলেন—হে মুনি, রাশি গুনিয়া নাম রাখিবেন। মুনি বলিলেন—ইহার নাম অনেক ও অনুপম। হে রাজা, আমি নিজের বুদ্ধি মত বলিব।

জো আনন্দসিন্ধু সুখরাসী।
সীকর তেঁ ত্রৈলোক সুপাসী।
সো সুখধাম রাম অস নামা।
অখিললোক দায়ক বিশ্রামা॥

যে আনন্দসাগর সুখময় ভগবানের কৃপার কণায় তিন লোকের লোকেরা সুখী হয়, ইনি সেই সুখধাম, অখিল লোকের বিশ্রাম-দায়ক। ইঁহার নাম রাম।

বিস্বভরন পোষন কর জোঈ।
তা কর নাম ভরত অস হোঈ।
জা কে সুমিরন তেঁ রিপুনাসা।
নাম সত্রুহন বেদ প্রকাসা॥

যিনি বিশ্ব ভরণ ও পোষণ করেন, তাঁহার নাম ভরত হউক। যাঁহাকে স্মরণ করিলেই শত্রু নাশ হয়, তাঁহার নাম হউক শত্রু-হন। বেদ এইরূপ বলিয়া থাকে।

লচ্ছন ধাম রাম প্রিয় সকল জগত আধার।
গুরু বসিষ্ঠ তেহি রাখা লছিমন নাম উদার।

সুলক্ষণের নিবাসস্থান, সকল জগতের আশ্রয়স্থল ও রামের প্রিয় বলিয়া গুরু বশিষ্ঠ তাঁহার লক্ষ্মণ এই উদার নাম রাখেন।

২৩০॥ **ধরে নাম গুরু হৃদয় বিচারী।**
বেদতত্ত্ব নৃপ তব সুত চারী॥
মুনিধন জনসরবস সিব প্রানা।
বাল কেলি রস তেহি সুখ মানা॥

মনে মনে বিচার করিয়া নাম রাখিয়া গুরু বলিলেন—হে রাজা, তোমার চারি পুত্র বেদের তত্ত্ব। উহারা মুনিদিগের সর্বস্ব ধন এবং যিনি বাল্যলীলায় সুখ পান সেই শিবের প্রাণস্বরূপ।

বারেহি তেঁ নিজ হিত পতি জানী।
লছিমন রাম চরন রতি মানী॥
ভরত সত্রুহন দূনউ ভাঈ।
প্রভু সেবক জসি প্রীতি বড়াঈ॥

বাল্যকাল হইতে লক্ষ্মণ রামকে নিজের হিতকারী প্রভু বলিয়া জানিয়া রাম-চরণে ভক্তি করিতে লাগিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন দুই ভাই প্রভুসেবকের মত প্রীতির সম্বন্ধ বাড়াইয়া দিল।

স্যাম গৌর সুন্দর দোউ জোরী।
নিরখহিঁ ছবি জননী তৃন তোরী॥
চারিউ সীল রূপ গুন ধামা।
তদপি অধিক সুখসাগর রামা॥

শ্যাম আর গৌর, এই দুই জোড়া ছেলের শোভা দেখিয়া মা তৃণ ছিঁড়িতেন (পাছে কু-নজর লাগে)। চার ছেলে শীল, রূপ ও গুণের ধাম, তাহার মধ্যেও রামচন্দ্র অধিক সুখের সাগর।

হৃদয় অনুগ্রহ ইন্দু প্রকাসা।
সূচত কিরন মনোহর হাসা॥
কবহুঁ উছঙ্গ কবহুঁ বর পলনা।
মাতু দুলারহিঁ কহি প্রিয় ললনা॥

তাঁহার মনোহর হাসিতে বুঝা যাইতে যে, তাঁহার হৃদয়ের অনুগ্রহ-রূপ চাঁদের উহা কিরণ। মা তাঁহাকে দুলাল বলিয়া, প্রিয় বলিয়া, কখনো কোলে, কখনো সুন্দর পালঙ্কে রাখিয়া আদর করিতেন।

ব্যাপক ব্রহ্ম নিরঞ্জন নির্গুন বিগত বিনোদ।
সো অজ প্রেম ভগতি বস কৌসল্যা কে গোদ॥

যিনি সকল স্থান জুড়িয়া আছেন, যাঁহাতে মায়ার রঙ লাগে না, যিনি গুণের অতীত, যাঁহার সুখ দুঃখ নাই, সেই জন্ম-রহিত প্রভু প্রেম ও ভক্তির বশীভূত হইয়া কৌশল্যার কোলে রহিয়াছেন।

২৩১॥ কাম কোটি ছবি শ্যাম সরীরা।
নীল কঞ্জ বারিদ গম্ভীরা ॥
অরুন চরন পঙ্কজ নখ জোতী।
কমলদলন্হি বৈঠে জনু মোতী ॥

তাঁহার রূপ কোটি কামদেবের ন্যায়, শরীর নীলপদ্ম ও গম্ভীর মেঘের ন্যায় শ্যাম, তাঁহার লাল পাদপদ্মের নখের জ্যোতিতে মনে হয়, যেন পদ্মফুলের উপর মতি বসান রহিয়াছে।

রেখ কুলিস ধ্বজ অঙ্কুস সোহই।
নূপুর ধুনি সুনি মুনি মন মোহই ॥
কটি কিঙ্কিনী উদর ত্রয় রেখা।
নাভি গঁভীর জান জিন্হ দেখা ॥

পায়ের তলায় ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশের রেখা রহিয়াছে। তাঁহার নূপুরের শব্দে মুনির মনে মোহ হয়। কোমরের পেটী, পেটের তিনটি রেখা ও গভীর নাভী যে দেখিয়াছে সেই জানে সে কেমন।

ভুজ বিসাল ভূষন জুত ভূরী।
হিয় হরিনখ অতি সোভা রূরী ॥
উর মনিহার পদিক কী সোভা।
বিপ্রচরন দেখত মন লোভা ॥

অনেক অলঙ্কারে সাজান বিশাল বাহু, বুকের উপর সিংহের নখের মাদুলি ও গলায় মণিহারের শোভা অতি সুন্দর। বুকে ভৃগু-পদের চিহ্ন দেখিলে মন মুগ্ধ হয়।

কম্বু কণ্ঠ অতি চিবুক সুহাঈ।
আনন অমিত মদন ছবি ছাঈ ॥
দুই দুই দসন অধর অরুনারে।
নাসা তিলক কো বরনই পারে ॥

কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায়, চিবুক অতি সুন্দর, মুখের চেহারায় মদনের অসীম শোভা। দুই দুইটা মাত্র দাঁত। রাঙ্গা ঠোঁট, নাক আর তিলক কে বর্ণনা করিতে পারে?

সুন্দর শ্রবন সুচারু কপোলা।
অতি প্রিয় মধুর তোতরে বোলা ॥
চিক্কন কচ কুঞ্চিত গভুআরে।
বহু প্রকার রচি মাতু সবাঁরে ॥

তোতর বোলা—আধ আধ কথা। গভুআরে—জন্মের সময়কার॥ তাঁহার কান সুন্দর, আর গাল রমণীয়। মুখে যে আধ আধ কথা তাহা বড় মিষ্টি ও প্রিয়। জন্মের সময়কারই কাল কুঞ্চিত চুল মা নানা রকমে সাজাইয়া দিয়াছেন।

পীত ঝগুলিয়া তনু পহিরাঈ ॥
জানু পানি বিচরনি মোহি ভাঈ ॥
রূপ সকহিঁ নহিঁ কহি শ্রুতি সেখা।
সো জানহিঁ সপনেহুঁ জিন্হ দেখা।

গায়ে হলুদ রঙের জামা। হামাগুড়ি দিয়া মাটিতে চলায় তাঁহাকে সুন্দর লাগিতেছিল। বেদ ও শেষ নাগ সে রূপের বর্ণনা করিতে পারে না। স্বপ্নেও যদি কেহ দেখিয়া থাকে তবে সেই জানে।

সুখসন্দোহ মোহপর জ্ঞান গিরা গোতীত।
দম্পতি পরম প্রেমবস কর সিসুচরিত পুনীত।

যিনি সুখের আলয়, যাঁহার মোহ নাই, যাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা, ইন্দ্রিয় দ্বারা ও বাক্য দ্বারা জানা যায় না, সেই ভগবান দশরথ কৌশল্যার প্রেমে পবিত্র শিশুলীলা করিতে লাগিলেন।

২৩২॥ এহি বিধি রাম জগত পিতু মাতা।
কোসল পুর বাসিন্হ সুখদাতা ॥
জিন্হ রঘুনাথচরন রতি মানী।
তিন্হ কী যহ গতি প্রগট ভবানী ॥

জগতের পিতামাতাস্বরূপ রামচন্দ্র কোশল-পুরবাসীকে এইভাবে সুখ দিতেছিলেন। হে ভবানী, যাহার রামচরণে ভক্তি আছে, তাহার প্রত্যক্ষ এই দশাই হয়, সে রামকে পুত্ররূপে পায়।

রঘুপতি বিমুখ জতন কর কোরী।
কবন সকই ভববন্ধন ছোরী ॥
জীব চরাচর বস কৈ রাখে।
সো মায়া প্রভু সোঁ ভয় ভাখে ॥

যে জন রামবিমুখ সে কোটিপ্রকার চেষ্টা করিলেও ভববন্ধন ছাড়িতে পারে না। যে মায়া চরাচরের সকল জীবকে বশ করিয়া রাখে, সেই মায়াও প্রভুকে ডরায়।

ভৃকুটিবিলাস নচাবই তাহী।
অস প্রভু ছাড়ি ভজিয় কহু কাহী।
মন ক্রম বচন ছাড়ি চতুরাঈ
ভজত কৃপা করিহহিঁ রঘুরাঈ।

সেই মায়াকে প্রভু চোখের ঘুরানিতে নাচাইয়া বেড়ান। এই প্রভুকে ছাড়িয়া আর কাহাকে ভজনা করিবে? যদি মনে, বাক্যে ও কর্মে ছলনা ত্যাগ করিয়া ভজনা করা যায় তাহা হইলেই রঘুপতি কৃপা করেন।

এহি বিধি সিসু বিনোদ প্রভু কীন্হা।
সকল নগর বাসিন্হ সুখ দীন্হা ॥
লেই উছঙ্গ কবহুঁক হলরাবই।
কবহুঁ পালনে ঘালি ঝুলাবই।

উছঁঙ্গ—কোল। হলরাবই—দোলান। পালনে—পালঙ্ক। ঘালি—ফেলিয়া॥ এইভাবে প্রভু বাললীলা করিয়া নগরবাসীকে সুখ দিতে লাগিলেন। মা কখনো বা তাঁহাকে কোলে তুলিয়া নাচাইতেন, কখনো বা পালঙ্কে ফেলিয়া দোল দিতেন।

প্রেমমগন কৌসল্যা নিসি দিন জাত ন জান।
সুত সনেহ বস মাতা বালচরিত কর গান।

কৌশল্যা প্রেমে মগ্ন হইয়া গেলেন। কোথায় দিয়া দিন রাত যাইত জানিতেন না। মায়েরা পুত্রস্নেহে বাললীলার গান করিতেন।

২৩৩। একবার জননী অন্হবায়ে।
করি সিঁগার পলনা পৌঢ়ায়ে॥
নিজ কুল ইষ্ট দেব ভগবানা।
পূজা হেতু কীন্হ অসনানা॥

অন্হবায়ে—স্নান করেন। সিঁগার—সাজসজ্জা। পৌঢ়াযে—শোয়ান॥ একবার মা কৌশল্যা রামচন্দ্রকে স্নান করাইয়া সাজসজ্জা করাইয়া পালঙ্কে শোয়াইয়া রাখিলেন। নিজে ভগবান ইষ্টদেবের পূজার জন্য স্নান করিলেন।

করি পূজা নৈবেদ্য চঢ়াবা।
আপু গঈ জহঁ পাক বনাবা॥
বহুরি মাতু তহবাঁ চলি আঈ।
ভোজন করত দেখ সুত জাঈ॥

পূজা করিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া নিজে ভোগ রান্না করিতে গেলেন। মা সেখানে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, পুত্র ভোজন করিতেছেন।

গঈ জননী সিসু পহিঁ ভয়ভীতা।
দেখা বাল তহাঁ পুনি সুতা॥
বহুরি আই দেখা সুত সোঈ।
হৃদয় কম্প মন ধীর ন হোঈ॥

মা ভয়ভীত হইয়া পুনরায় শিশুর নিকট গিয়া দেখেন, সে শুইয়া আছে। ফিরিয়া আসিয়াও পুত্রকেই দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, মনে ধৈর্য রহিল না।

ইহাঁ উহাঁ দুই বালক দেখা।
মতিভ্রম মোর কি আন বিসেখা॥
দেখি রাম জননী অকুলানী।
প্রভু হঁসি দীন্হ মধুর মুসুকানী॥

এখানে ও ওখানে দুই বালক দেখিলেন, ভাবিলেন—আমারই কি মতিভ্রম হইয়াছে, না অন্য বিশেষ কিছু? রামচন্দ্র জননীকে আকুল দেখিয়া মধুর হাসি হাসিলেন।

দেখরাবা মাতহিঁ নিজ অদভুত রূপ অখণ্ড।
রোম রোম প্রতি লাগে কোটি কোটি ব্রহ্মণ্ড॥

মাকে নিজের অদ্ভুত অখণ্ড রূপ, যে রূপে তাঁহার রোমে রোমে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড শোভা পাইতেছে সেই রূপ দেখাইলেন।

২৩৪॥ অগনিত রবি সসি সিব চতুরানন।
বহু গিরি সরিত সিন্ধু মহি কানন॥
কাল করম গুন জ্ঞান সুভাউ।
সোউ দেখা জো সুনা ন কাউ॥

মা তাঁহার দেহে অসংখ্য চন্দ্র, সূর্য, শিব ও ব্রহ্মা, অনেক পর্বত, নদী, সমুদ্র, পৃথিবী ও বন এবং কাল, কর্ম, গুণ, জ্ঞান ও স্বভাব দেখিলেন। আর যাহা কেহ দেখে নাই বা শোনে নাই এমন জিনিষও দেখিলেন।

দেখী মায়া সব বিধি গাঢ়ী।
অতি সভীত জোরে কর ঠাঢ়ী॥
দেখা জীব নচাবই জাহী।
দেখী ভগতি জো ছোরই তাহী॥

সকলের চেয়ে প্রবল মায়াকে দেখিলেন। মায়া অতি ভয়ে করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। জীব দেখিলেন, যে জীবকে মায়া নাচায়। ভক্তি দেখিলেন, যে ভক্তি জীবকে মায়ার জাল হইতে ছাড়ায়।

তন পুলকিত মুখ বচন ন আবা।
নয়ন মূঁদি চরননহি সিরু নাবা॥
বিসময়বন্তি দেখি মহতারী।
ভয়ে বহুরি সিসুরূপ খরারী॥

মায়ের শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখে কথা সরে না। চোখ বুজিয়া পায়ের কাছে মাথা নত করিলেন। মা আশ্চর্য হইয়াছেন দেখিয়া বিষ্ণু আবার শিশুর রূপ ধরিলেন।

অস্তুতি করি ন জাই ভয় মানা।
জগত পিতা মৈঁ সুত করি জানা॥
হরি জননী বহু বিধি সমুঝাঈ।
যহ জনি কতহুঁ কহসি সুনু মাঈ॥

মায়ের অবস্থা এই হইল যে, তিনি ভয়ে স্তুতিও করিতে পারিতেছিলেন না। ভাবিলেন যে, আমি জগতের পিতাকে পুত্র মনে করিয়া আসিতেছি। বিষ্ণু মাকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন এবং বলিলেন—মা, শোন। এ কথা যেন কাহাকেও বলিও না।

বার বার কৌসল্যা বিনয় করই কর জোরি।
অব জনি কবহুঁ ব্যাপঈ প্রভু মোহিমায়া তোরি॥

কৌশল্যা বার বার বিনয় করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন—হে প্রভু, তোমার মায়া আর এখন হইতে যেন কখনও আমার উপর প্রভাব না করে।

২৩৫॥ বালচরিত হরি বহুবিধি কীন্হা।
অতি আনন্দ দাসন্হ কহঁ দীন্হা॥
কছুক কাল বীতে সব ভাঈ।
বড়ে ভয়ে পরিজন সুখ দাঈ॥

হরি নানা প্রকারে বাললীলা করিলেন ও ভক্তদিগকে অতি আনন্দ দিলেন। কিছুদিন গেলে পরিবারের সুখের কারণস্বরূপ সব কয়টি ভাই বড় হইল।

চূড়াকরন কীন্হ গুরু জাঈ।
বিপ্রন্হ পুনি দছিনা বহু পাঈ॥
পরম মনোহর চরিত অপারা।
করত ফিরত চারিউ সুকুমারা॥

গুরু আসিয়া চূড়াকরণ করিলেন, ব্রাহ্মণেরা অনেক দক্ষিণা পাইলেন। চারি সুকুমার বালক পরম সুন্দর ও অশেষ লীলা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

মন ক্রম বচন অগোচর জোঈ।
দসরথ অজির বিচর প্রভু সোঈ॥
ভোজন করত বোল জব রাজা।
নহিঁ আবত তজি বালসমাজা॥

যাঁহাকে মন দিয়া ধারণা করা যায় না, কার্য দ্বারা ও বাক্য দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না, সেই প্রভু দশরথের আঙ্গিনায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাজা যখন খাইতে ডাকিতেন, প্রভু তখন ছেলেদের দল ছাড়িয়া আসিতে চাহিতেন না।

কৌসল্যা জব বোলন জাঈ।
ঠুমুকি ঠুমুকি প্রভু চলহি পরাঈ॥
নিগম নেতি সিব অন্ত ন পাৰা।
তাহি ধরই জননী হঠি ধাৰা॥
ধুসর ধুরি ভরে তনু আয়ে।
ভূপতি বিহঁসি গোদ বৈঠায়ে॥

কৌশল্যা-মা যখন ডাকিতে যান, তখন নাচিয়া নাচিয়া পালাইয়া যান। বেদ বা শিব যাঁহার নাগাল পান নাই "ইহা নয়, ইহা নয়," এই বলিয়াছেন, মা জোরে দৌড়াইয়া তাঁহাকেই ধরিতেছেন। ধূলায় ধূসর শরীরে ছেলে আসিলে রাজা হাসিয়া তাঁহাকে কোলে বসাইলেন।

ভোজন করত চপল চিত ইত উত অৰসরু পাই।
ভাজি চলে কিলকত মুখ দধিওদন লপটাই॥

ভাজি—পালাইয়া। কিলকত—খল খল করিয়া॥ চঞ্চল মনে খাইতে খাইতে অবসর পাইলেই দই আর ভাত জোবড়ান মুখেই খল খল করিয়া হাসিতে হাসিতে পালাইয়া যান।

২৩৬॥ বালচরিত অতি সরল সুহায়ে।
সারদ সেষ সম্ভু শ্রুতি গায়ে॥
জিন্হ কর মন ইন্হ সন নহিঁ রাতা।
তে জন বঞ্চিত কয়ে বিধাতা॥

সরস্বতী, শেষ নাগ, শিব ও বেদ অতি সুন্দর সরল বাল-লীলা গান করিয়াছেন। যাহার মন ইহাতে লাগে না (রত নয়), তাহাকে বিধাতা জগতে বঞ্চিত করিয়াই পাঠাইয়াছেন।

ভয়ে কুমার জবহিঁ স ভ্রাতা।
দীন্হ জনেউ গুরু পিতু মাতা॥
গুরুগৃহ গয়ে পঢ়ন রঘুরাঈ।
অলপ কাল বিদ্যা সব আঈ॥

সব কয়টি ভাই কুমার হইলে গুরু ও বাপ মা তাঁহাদিগকে পৈতা দিলেন। রঘুরাজ গুরুগৃহে পড়িতে গেলেন। অল্পকালেই সকল বিদ্যা আয়ত্ত হইল।

জাকী সহজ স্বাস শ্রুতি চারী।
সো হরি পঢ় যহ কৌতুক ভারী॥
বিদ্যা বিনয় নিপুন গুনসীলা।
খেলহিঁ খেল সকল নৃপলীলা॥

নিশ্বাস যেমন স্বভাবতঃই পড়ে তেমনি চারি বেদ যাঁহার নিকট হইতে স্বভাবতঃই প্রকট হইয়াছে, সেই হরি পড়েন, এ বড় মজা। রাম বিদ্যা বিনয়ে নিপুণ ও গুণবান। তিনি রাজলীলার সকল খেলা খেলিতে লাগিলেন।

করতল বান ধনুষ অতি সোহা।
দেখত রূপ চরাচর মোহা॥
জিন্হ বীথিন্হ বিহরহিঁ সব ভাঈ।
থকিত হোহিঁ সব লোগ লুগাঈ॥

বীথিন্হ—বীথিতে। থকিত—দাঁড়াইয়া। লোগলুগাই—নরনারী॥ হাতে অতি সুন্দর ধনুকবাণ। তাঁহাদের সে রূপ দেখিয়া চরাচর মোহিত হয়। যে পথে চার ভাই খেলা করেন, সেখানকার সব নরনারী স্তম্ভিত হইয়া দেখে।

কোসল পুর বাসী নর নারী বৃদ্ধ অরু বাল।
প্রানহুঁ তেঁ প্রিয় লাগত সব কহঁ রাম কৃপাল॥

করুণাময় রামচন্দ্রকে কোশলপুরীর সকল স্ত্রী-পুরুষ ও বালকের নিকট প্রাণের চেয়েও প্রিয় লাগিত।

২৩৭॥ বন্ধু সখা সঁগ লেহিঁ বোলাঈ।
বন মৃগয়া নিত খেলহিঁ জাঈ॥
পাৰনমৃগ মারহিঁ জিয় জানী।
দিন প্রতি নৃপহিঁ দেখাৰহিঁ আনী॥

রাম প্রতিদিন ভাইদিগকে আর সখাদিগকে ডাকিয়া লইয়া বনে শিকার খেলিতে যাইতেন। পবিত্র বলিয়া হরিণ মারিতেন ও প্রতিদিন আনিয়া রাজাকে দেখাইতেন।

জে মৃগ রামবান কে মারে।
তে তনু তজি সুরলোক সিধারে॥
অনুজ সখা সঁগ ভোজন করহীঁ।
মাতু পিতা অজ্ঞা অনুসরহীঁ॥

যে হরিণ রামের হাতে মারা পড়িত, সে দেহ ত্যাগ করিয়া দেবলোকে যাইত। ভাইদের ও সখাদের সঙ্গে রাম ভোজন করিতেন ও পিতামাতার আজ্ঞা অনুসরণ করিতেন।

জেহি বিধি সুখী হোহিঁ পুরলোগা।
করহিঁ কৃপানিধি সোই সঁজোগা॥
বেদ পুরান সুনহিঁ মন লাঈ।
আপু কহহিঁ অনুজন্হ সমুঝাঈ॥

যাহাতে পুরবাসীরা সুখী হয়, কৃপানিধি সেই কার্যই করিতেন। তিনি মন দিয়া বেদ পুরাণ শুনিতেন ও ছোট ছোট ভাইদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন।

প্রাতকাল উঠি কৈ রঘুনাথা।
মাতু পিতা গুরু নাবহিঁ মাথা॥
আয়সু মাঁগি করহিঁ পুরকাজা।
দেখি চরিত হরষই মন রাজা॥

রঘুনাথ প্রাতে উঠিয়াই মাতাপিতা ও গুরুকে প্রণাম করিতেন। পুরীর কাজের জন্য আজ্ঞা লইয়া তাহা করিতেন। রাজা তাঁহার লীলা দেখিয়া মনে মনে আনন্দিত হইতেন।

ব্যাপক অকল অনীহ অজ নির্গুন নাম ন রূপ।
ভগত হেতু নানা বিধি করত চরিত্র অনুপ॥

যিনি সর্বব্যাপ্ত, কলা-রহিত, ইচ্ছাশূন্য, জন্মরহিত ও গুণ-রহিত, যাঁহার নাম ও রূপ নাই, তিনি ভক্তের জন্য নানাপ্রকার অনুপম লীলা করিতে লাগিলেন।

২৩৮॥ যহ সব চরিত কহা মৈঁ গাঈ।
আগিলি কথা সুনহু মনলাঈ।
বিশ্বামিত্র মহামুনি জ্ঞানী।
বসহিঁ বিপিন সুভ আশ্রম জানী॥

এ সকল চরিতকথা আমি গাহিলাম। এখন পরে কি হইল মন দিয়া শোন। বিশ্বামিত্র জ্ঞানী ও মহামুনি ছিলেন। তিনি বনেই এক শুভ আশ্রমে বাস করিতেন।

জহঁ জপ জগ্য জোগ মুনি করহীঁ।
অতি মারীচ সুবাহুহি ডরহীঁ॥
দেখত যজ্ঞ নিসাচর ধাবহিঁ।
করহিঁ উপদ্রব মুনি দুখ পাবহিঁ॥

সেখানে মুনি জপ, যজ্ঞ ও যোগ করিতেন, কিন্তু মারীচ ও সুবাহুর উপদ্রবের বড় ভয় ছিল। যজ্ঞ হইতেছে দেখিলেই রাক্ষসেরা ছুটিত, উপদ্রব করিত ও মুনিরা ক্লেশ পাইতেন।

গাধি তনয় মন চিন্তা ব্যাপী।
হরি বিনু মরিহি ন নিসিচর পাপী।
তব মুনিবর মন কীন্হ বিচারা।
প্রভু অবতরেউ হরন মহিভারা॥

বিশ্বামিত্র ভাবিতে লাগিলেন, হরি বিনা পাপী রাক্ষস মারিবে না। তখন মুনি মনে বিচার করিলেন যে, ভগবান পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য অবতার হইয়াছেন।

এহু মিস দেখউঁ পদ জাঈ।
করি বিনতী আনউঁ দোউ ভাঈ॥
জ্ঞান বিরাগ সকল গুন অয়না।
সো প্রভু মৈঁ দেখব ভরি নয়না।

মিস—বাহানা, উপলক্ষ। গুনঅয়না—গুণের নিবাস॥ এই উপলক্ষে গিয়া প্রভুর চরণ দেখিয়া আসি, আর বিনয় করিয়া দুই ভাইকে লইয়া আসি। যে ভগবান জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলগুণধাম, তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিব।

বহু বিধি করত মনোরথ জাত লাগি নহিঁ বার।
করি মজ্জন সরজু জল গয়ে ভূপ দরবার॥

জাত—যাইতে। বার—বিলম্ব॥ এই প্রকার ইচ্ছা করিয়া বিলম্ব না করিয়াই মুনি চলিলেন ও সরযূ নদীতে স্নান করিয়া রাজদরবারে গেলেন।

২৩৯॥ মুনি আগমন সুনা জব রাজা।
মিলন গয়উ লেই বিপ্র সমাজা॥
করি দণ্ডবত মুনিহিঁ সনমানী।
নিজ আসন বৈঠারেন্হি আনী॥

রাজা যখন শুনিলেন যে, মুনি আসিয়াছেন, তখন ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া তিনি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন। দণ্ডবৎ হইয়া মুনিকে সম্মান জানাইলেন ও তাঁহাকে লইয়া নিজের আসনে বসাইলেন।

চরন পখারি কীন্হি অতি পূজা।
মো সম আজু ধন্য নহিঁ দুজা॥
বিবিধ ভাঁতি ভোজন করবাবা।
মুনিবর হৃদয় হরষ অতি পাবা॥

পা ধোওয়াইয়া অতিশয় অভ্যর্থনা করিলেন, বলিলেন—আমার ন্যায় ধন্য আর কেহ নাই। নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য খাওয়াইলেন। মুনিবর বিশ্বামিত্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

পুনি চরনন্হি মেলে সুত চারী।
রাম দেখি মুনি দেহ বিসারী॥
ভয়ে মগন দেখত মুখ সোভা।
জনু চকোর পুরনসসি লোভা॥

চরন—পদযুগল। মেলে—সাক্ষাৎ করে॥ তাঁহার চার পুত্র আসিয়া প্রণাম করিল। রামকে দেখিয়া মুনি দেহের জ্ঞান ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার মুখের সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে এত মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে, চকোর যেমন করিয়া মুগ্ধ হইয়া পূর্ণ চাঁদ দেখে, তেমনি করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

তব মন হরষি বচন কহ রাউ।
মুনি অস কৃপা ন কীন্হেহু কাউ।
কেহি কারন আগমন তুমহারা।
কহহু সো করত ন লাবউঁ বারা॥

তখন রাজা আনন্দিত মনে তাঁহাকে বলিলেন—আপনি এত কৃপা কখন করেন নাই। আপনি কেন আসিয়াছেন বলুন। আমি অবিলম্বে আপনার আদেশ পালন করিব।

অসুরসমূহ সতবাহিঁ মোহী।
মৈঁ জাচন আয়উঁ নৃপ তোহী॥
অনুজসমেত দেহু রঘুনাথা।
নিসিচর বধ মৈঁ হোব সনাথা॥

মুনি বলিলেন—রাজা, অসুরসমূহ আমার শত্রুতা করিতেছে। সেইজন্য তোমার নিকট এই চাহিতে আসিয়াছি যে, রামের সহিত লক্ষ্মণকে দাও, তাহারা রাক্ষস বধ করিয়া আমাকে মুক্ত করুক।

দেহু ভূপ মন হরষিত তজহু মোহ অজ্ঞান।
ধর্ম সুজস প্রভু তুম কৌঁ ইন্হকহঁ অতি কল্যান॥

হে রাজা, আনন্দিত মনে তাহাদিগকে যাইতে দাও, মোহ ও অজ্ঞান ত্যাগ কর। তাহা হইলে তোমার ধর্ম হইবে, যশ থাকিবে, ইহাদেরও অতিশয় মঙ্গল হইবে।

২৪০, **সুনি রাজা অতি অপ্রিয় বানী।**
২৪১॥ **হৃদয় কম্প মুখদুতি কুমুহিলানী॥**
চৌথেপন পায়উঁ সুত চারী।
বিপ্র বচন নহিঁ কহেহু বিচারী॥

মুখদুতি—মুখের জ্যোতি। কুমুহিলানী—শুখাইয়া গেল॥ এই অতি অপ্রিয় কথা শুনিয়া রাজার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, ও মুখ শুখাইয়া গেল। শেষ বয়সে আমি চার পুত্র পাইয়াছি। হে ব্রাহ্মণ, তুমি বিচার করিয়া কথা বল নাই।

মাঁগহু ভূমি ধেনু ধন কোসা।
সরবস দেউঁ আজু সহ রোসা॥
দেহ প্রান তেঁ প্রিয় কছু নাহীঁ।
সোউ মুনি দেউঁ নিমিষ এক মাহীঁ॥

তুমি ভূমি, গাভী, ধন ও অর্থ এ সকল চাও, আজ আনন্দে সর্বস্ব দিয়া দিব। মানুষের দেহ ও প্রাণ হইতে কিছুই প্রিয় নাই। হে মুনি, তাহাও এক মুহূর্তে দিয়া দিব।

সব সুত প্রিয় প্রান কী নাইঁ।
রাম দেত নহিঁ বনই গোসাইঁ।
কহঁ নিসিচর অতি ঘোর কঠোরা।
কহঁ সুন্দর সুত পরম কিসোরা॥

সব ছেলেই আমার প্রাণের মত প্রিয়। হে গোসাই, রামকে দেওয়া চলে না। কোথায় ঘোর কঠোর রাক্ষস, আর কোথায় অতি কিশোর সুন্দর আমার পুত্র রাম?

সুনি নৃপগিরা প্রেম রস সানী।
হৃদয় হরষ মানা মুনি জ্ঞানী॥
তব বসিষ্ঠ বহু বিধি সমুঝাবা।
নৃপসন্দেহ নাস কহঁ পাবা।

রাজার এই ভালবাসার কথায় জ্ঞানী মুনি বিশ্বামিত্রের আনন্দ হইল। বশিষ্ঠ রাজাকে অনেক প্রকারে বুঝাইলে, রাজার সন্দেহ গেল।

অতি আদর দোউ তনয় বোলায়ে।
হৃদয় লাই বহু ভাঁতি সিখায়ে॥
মেরে প্রাননাথ সুত দোউ।
তুম্হ মুনি পিতা আন নহিঁ কোউ॥

অতি আদরে দুই ছেলেকে ডাকা হইলে রাজা তাহাদিগকে বুকে লইয়া নানা রকমে শিখাইলেন। রাজা মুনিকে বলিলেন—হে প্রভু, এই দুই ছেলেই আমার প্রাণ। তুমিই ইহাদের পিতা, অন্য কেহ পিতা নয়।

সৌপে ভূপরিষিহি সুত বহু বিধি দেই অসীস।
জননীভবন গয়ে প্রভু চলে নাই পদ সীস॥

রাজা ছেলেদিগকে নানা প্রকারে আশীর্বাদ করিয়া ঋষির নিকট সমর্পণ করিলেন। রাম মায়ের ঘরে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিলেন।

সোঃ—
পুরুষসিংহ দোউ বীর হরষি চলে মুনি ভয় হরন।
কৃপাসিন্ধু মতিধীর অখিল বিশ্ব কারন করন॥

দয়ার সাগর, ধীরমতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ ও উপায়, পুরুষ-সিংহ দুই বীর মুনির ভয় দূর করার জন্য আনন্দে চলিলেন।

২৪২॥ **অরুন নয়ন উর বাহু বিসালা।**
নীলজলজ তনু স্যাম তমালা॥
কটি পট পীত কসে বরভাথা।
রুচির চাপ সায়ক দুহুঁ হাথা।

রামচন্দ্রের চক্ষু পদ্মের মত। তাঁহার দুই বাহু বিশাল, তাঁহার দেহ নীলপদ্মের মত নীল ও তমাল গাছের মত শ্যাম। তাঁহার কাপড় হলুদ-রঙের, কোমরে কোমরবন্ধ ও দুই হাতে ধনুক ও বান।

স্যাম গৌর সুন্দর দোউ ভাঈ।
বিশ্বামিত্র মহানিধি পাঈ॥
প্রভু ব্রহ্মন্য দেব মৈঁ জানা।
মোহি নিতি পিতা তজেউ ভগবানা॥

একজন শ্যাম, আর একজন গৌর। এই সুন্দর দুই ভাইকে দুই মহারত্নস্বরূপ বিশ্বামিত্র পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, প্রভু যে ব্রহ্মণ্যদেব তাহা জানিয়াছি। আমার জন্যই ভগবান পিতাকে ছাড়িয়া আসিলেন।

চলে জাত মুনি দীন্হি দেখাঈ।
সুনি তাড়কা ক্রোধ করি ধাঈ॥
একহি বান প্রান হরি লীন্হা।
দীন জানি তেহি নিজ পদ দীন্হা॥

চলিতে চলিতে বিশ্বামিত্র তাড়কা রাক্ষসীকে দেখাইয়া দিলেন। সেও দেখিয়াই ক্রোধে দৌড়াইয়া আসিল।

এক বাণেই প্রভু তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন ও তাহাকে কাতর জানিয়া পরম ধামে তাহার স্থান দিলেন।

তব রিষি নিজনাথহি জিয় চিন্হী।
বিদ্যানিধি কহুঁ বিদ্যা দীন্হী॥
জা তেঁ লাগ ন ছুধা পিপাসা।
অতুলিত বল তন তেজ প্রকাসা।

ঋষি তখন নিজের প্রভুকে চিনিলেন ও যিনি সকল বিদ্যার মূল তাঁহাকে সেই বিদ্যা শিখাইলেন যাহাতে ক্ষুধা পিপাসা না লাগে ও শরীরের অতুল বল ও তেজ প্রকাশ হয়।

আয়ুধ সর্ব সমর্পি কৈ প্রভু নিজআশ্রম আনি।
কন্দ মুল ফল ভোজন দীন্হ ভগত হিত জানি॥

অস্ত্র-শস্ত্র সকল সমর্পণ করিয়া, নিজ আশ্রমে আনিয়া বিশ্বামিত্র ভক্তহিতকারী রঘুনাথকে কন্দ ফল মূল খাইতে দিলেন।

২৪৩॥ প্রাত কহা মুনি সন রঘুরাঈ।
নির্ভয় জগ্য করহু তুম্হ জাঈ।
হোম করন লাগে মুনিঝারী।
আপু রহে মখ কী রখবারী।

প্রাতঃকালে রাম মুনিকে বলিলেন—আপনি গিয়া নির্ভয়ে যজ্ঞ করুন। তখন মুনিরা হোম করিতে লাগিলেন, রাম যজ্ঞের রক্ষাকারী হইয়া রহিলেন।

সুনি মারীচ নিসাচর কোহী।
লেই সহায় ধাবা মুনিদ্রোহী॥
বিনু ফর বান রাম তেহি মারা।
সত জোজন গা সাগরপারা॥

যজ্ঞ হইতেছে শুনিয়া ক্রোধী, মুনিদিগের শত্রু, রাক্ষস মারীচ সঙ্গী লইয়া দৌড়াইয়া আসিল। রাম তাহাকে অক্লেশে ফলা ছাড়াই এমন বাণ মারিলেন যে, সে শতযোজন সাগর পার হইয়া গেল।

পাবকসর সুবাহু পুনি মারা।
অনুজ নিসাচর কটকু সংহারা॥
মারি অসুর দ্বিজ নির্ভয় কারী।
অস্তুতি করহিঁ দেব মুনি ঝারী॥

রাম সুবাহু রাক্ষসকে অগ্নি-বাণ মারিলেন। লক্ষ্মণ রাক্ষসদের সৈন্য নাশ করিলেন। তখন অসুর মারিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নির্ভয় করার জন্য দেব ও মুনিগণ স্তুতি করিতে লাগিলেন।

তহঁ পুনি কছুক দিবস রঘুরায়া।
রহে কীন্হি বিপ্রন্হ পর দায়া॥
ভগতিহেতু বহু কথা পুরানা।
কহে বিপ্র জদ্যপি প্রভু জানা॥

ব্রাহ্মণদের উপর দয়া করিয়া সেইখানেই রাম কিছুকাল রহিয়া গেলেন। যদিও প্রভুর জানা ছিল, তবুও ব্রাহ্মণেরা ভক্তিবশে অনেক পুরাণকথা বলিলেন।

তব মুনি সাদর কহা বুঝাঈ।
চরিত এক প্রভু দেখিয় জাঈ॥
ধনুষজগ্য সুনি রঘুকুল নাথা।
হরষি চলে মুনিবর কে সাথা॥

তার পর মুনি রামকে সাদরে বুঝাইয়া বলিলেন যেন তিনি গিয়া একটা লীলা দেখেন। রঘুকুলনাথ ধনুর্যজ্ঞের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া মুনিনায়ক বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চলিলেন।

আশ্রম এক দীখ মগ মাহীঁ।
খগ মৃগ জীব জন্তু তহঁ নাহীঁ॥
পূছা মুনিহি সিলা প্রভু দেখী।
সকল কথা মুনি কহি বিসেখী॥

পথে এক আশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেখানে পশু-পক্ষী বা কোনও জীব-জন্তু নাই। পাথর-খণ্ড দেখিয়া মুনিকে জিজ্ঞাসা করায় মুনি সকল কথা বিশেষ করিয়া বলিলেন।

গৌতমনারী সাপবস উপল দেহ ধরি ধীর।
চরন কমল রজ চাহতি কৃপা করহু রঘুবীর॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন—গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যা শাপের ফলে পাথর-দেহ ধরিয়া তোমার চরণকমলের ধূলির স্পর্শ চাহিতেছে। হে রঘুবীর, কৃপা কর।

২৪৪॥ ছন্দ—
পরসত পদপাবন সোকনসাবন প্রগট ভঈ তপপুঞ্জ সহী।
দেখত রঘুনায়ক জন সুখদায়ক সনমুখ হোই কর জোরি রহী॥
অতি প্রেম অধীরা পুলক সরীরা মুখ নহিঁ আবই বচন কহী।
অতিসয় বড়ভাগী চরনন্হি লাগী জুগল নয়ন জলধার বহী॥

শোকহরণ শ্রীভগবানের পায়ের স্পর্শেই তপস্বী নারী, অহল্যা প্রত্যক্ষ হইলেন। ভক্তসুখদাতা রঘুনাথকে দেখিয়া সম্মুখে আসিয়া হাত জোড় করিয়া রহিলেন। তিনি ভক্তিতে অধীর হইয়াছিলেন। তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিয়াছিল, মুখে কথা ফুটিতেছিল না। বড় ভাগ্যবতী অহল্যা রঘুনাথের পায়ে পড়িলেন, তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

ধীরজু মন কীন্হা প্রভু কহুঁ চীন্হা রঘুপতিকৃপা ভগতি পাঈ।

অতি নির্মল বাণী অস্তুতি ঠানী জ্ঞানগম্য জয় রঘুরাঈ।
মৈ নারি অপাবন প্রভু জগপাবন রাবনরিপু জন সুখ দাঈ।
রাজীব বিলোচন ভব ভয় মোচন পাহি পাহি সরনহি আঈ॥

প্রভুকে চিনিতে পারিয়া অহল্যা শান্ত হইলেন ও রঘুপতির কৃপায় তাঁহার মনে রাম-ভক্তি জাগিল। তিনি তখন অতি পবিত্র বাক্যে জয় রঘুপতি বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন—হে রঘুপতি, আপনি জ্ঞান-গম্য, আপনার জয় হউক। আপনি জগতের উদ্ধারকর্তা, রাবণের শত্রু ও লোকের সুখদাতা। হে পদ্মআঁখি; আমি অপবিত্র নারী। আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার শরণ লইতেছি।

মুনি সাপ জো দীন্‌হা অতি ভল কীন্‌হা পরম অনুগ্রহ মৈঁ মানা।
দেখেউঁ ভরি লোচন হরি ভবমোচন ইহই লাভ শঙ্কর জানা।
বিনতী প্রভু মোরী মৈঁ মতিভোরী নাথ ন মাঁগউঁ বর আনা।
পদ কমল পরাগা রস অনুরাগা মম মন মধুপ করই পানা॥

হে প্রভু, মুনি শাপ দিয়া আমার বড়ই উপকার করিয়াছিলেন। আমি উহা বড় অনুগ্রহ বলিয়া মনে করি। হে সংসার-ভয়-মোচন হরি, তোমাকে দেখা শিব বড় লাভ বলিয়া মনে করেন। সেই তোমাকে আমি চোখ ভরিয়া দেখিতেছি। হে প্রভু, আমি অন্য কোনও বর চাই না। আমি মন্দবুদ্ধি, আমার কেবল এই মিনতি যে, তোমার চরণপদ্মের পরাগের রস আমার মন-ভোমরা যেন অনুরাগের সহিত পান করে।

জেহি পদ সুরসরিতা পরমপুনীতা প্রগট ভঈ সিব সীস ধরী।
সোঈ পদপঙ্কজ জেহি পূজত অজ মম সির ধরেউ কৃপাল হরী॥
এহি ভাঁতি সিধারী গৌতমনারী বার বার হরিচরন পরী।
জো অতি মন ভাবা সো বর পাবা গই পতিলোক অনন্দ ভরী॥

হে কৃপাল, যে চরণ হইতে গঙ্গা—যে গঙ্গাকে শিব মাথায় রাখেন সেই গঙ্গা—উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহা ব্রহ্মা পূজা করেন, তুমি আমার মাথায় সেই চরণ-কমল ছোঁয়াইয়াছ। অহল্যা এইভাবে বার বার হরির চরণে পড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রিয় বর পাইয়া যে ভুবনে স্বামী আছেন আনন্দে সেই ভুবনে গেলেন।

অস প্রভু দীনবন্ধু হরি কারনরহিত দয়াল।
তুলসিদাস সেঠ তাহি ভজু ছাড়ি কপট জঞ্জাল॥

এমন স্বামী, এমন দীনের বন্ধু হরি, যিনি অকারণ দয়া করেন, ওরে মূর্খ তুলসীদাস, কপট জঞ্জাল ছাড়িয়া তাঁহাকে ভজনা কর।

২৪৫॥ **চলে রাম লছিমন মুনি সঙ্গা।**
গয়ে জহাঁ জগপাবনি গঙ্গা॥
গাধিসুনু সব কথা সুনাঈ।
জেহি প্রকার সুরসরি মহি আঈ॥

রাম লক্ষ্মণ মুনির সঙ্গে চলিলেন এবং জগৎ-পাবন গঙ্গা তীরে পঁহুছিলেন। বিশ্বামিত্র গঙ্গা-আগমনের সকল কথা শুনাইলেন।

তব প্রভু রিষিন্‌হ সমেত নহায়ে।
বিবিধ দান মহিদেবন্‌হ পায়ে।
হরষি চলে মুনিবৃন্দ সহায়া।
বেগি বিদেহ নগর নিয়রায়া॥

তখন প্রভু ঋষিদিগের সহিত স্নান করিলেন ও ব্রাহ্মণ-দিগকে নানা দান দিলেন। তার পর মুনিদিগের সহিত দ্রুত চলিয়া প্রভু বিদেহ নগরের নিকট আসিলেন।

পুররম্যতা রাম জব দেখী।
হরষে অনুজ সমেত বিসেখী।
বাপী কূপ সরিত সর নানা।
সলিল সুধাসম মনিসোপানা॥

নগরের শোভা দেখিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ বিশেষ আনন্দ পাইলেন। সেখানে দীর্ঘিকা, কূপ, নদী ও নানা সরোবর দেখিলেন। উহাদের পৈঠা মণি দিয়া বাঁধান।

গুঞ্জত মঞ্জু মত্ত রস ভৃঙ্গা।
কূজত কল বহুবরন বিহঙ্গা।
বরন বরন বিকসে বনজাতা।
ত্রিবিধ সমীর সদা সুখদাতা॥

মধুতে মত্ত হইয়া মৌমাছিরা গুন গুন করিতেছিল। নানা রঙের পাখী ডাকিতেছিল, নানা রঙের পদ্ম ফুটিয়াছিল, আর সর্বদা সুখদায়ক মৃদু-মন্দ মধুর বাতাস বহিতেছিল।

সুমনবাটিকা বাগ বন বিপুল বিহঙ্গনিবাস।
ফুলত ফলত সুপল্লবত সোহত পুর চহুঁ পাস॥

ফুলে ফলে পল্লবে ভরা, অনেক পাখীর আবাস স্থান ফুলের বাগিচা, ফলের বাগ ও বন নগরের চারিদিকে শোভা পাইতেছিল।

২৪৬। **বনই ন বরনত নগরনিকাঈ।**
জহাঁ জাই মন তহঁই লোভাঈ।
চারু বজারু বিচিত্র অঁবারী।
মনিময় বিধি জনু স্বকর সবাঁরী।

নগরের সুন্দর বাজার ও বিচিত্র মণিময় অট্টালিকা দেখিয়া মনে হয়, যেন বিধাতা নিজ হাতে তৈয়ার করিয়াছেন। নগরের শোভা বর্ণনা করা যায় না। যেখানে যাওয়া যায় সেখানেই মন লুব্ধ হয়।

ধনিক বনিক বর ধনদ সমানা।
বৈঠে সকল বস্তু লেই নানা॥
চৌহট সুন্দর গলী সুহাঈ।
সন্তত রহহিঁ সুগন্ধ সিঁচাঈ॥

কুবেরের মত ধনী বণিকেরা নানা জিনিষ লইয়া আছে। সুন্দর সুন্দর চৌরাস্তা ও গলিতে সর্বদা সুগন্ধ জল ছিটান হয়।

মঙ্গলময় মন্দির সব কেরে।
চিত্রিত জনু রতিনাথ চিতেরে।
পুর নর নারি সুভগ সুচি সন্তা।
ধরমসীল জ্ঞানী গুনবন্তা।

সকল বাড়ীই মঙ্গলালয়। সেগুলি এমন চিত্রিত যেন কামদেব নিজ হাতে চিত্র করিয়াছেন। নগরের নরনারী সুন্দর, পবিত্র, সৎ, ধর্মাত্মা, জ্ঞানী ও গুণবান।

অতি অনুপ জহঁ জনকনিবাসু।
বিথকহিঁ বিবুধ বিলোকি বিলাসু॥
হোত চকিত চিত কোট বিলোকী।
সকল ভুবন সোভা জনু রোকী॥

বিথকহিঁ—চকিত হয়। কোট—গড়। রোকী—বদ্ধ করিয়া রাখা আছে॥ যেখানে জনক রাজার বাসভবন সে জায়গা অতি অনুপম, এত সুন্দর যে দেবতারাও দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যান। আর গড়টি এমনি আশ্চর্য যে মনে হয় বিশ্ব ভুবনের সকল শোভাই যেন উহাতে বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

ধবলধাম মনি পুরট পটু সুঘটিত নানা ভাঁতি।
সিয়নিবাস সুন্দর সদন সোভা কিমি কহি জাতি॥

স্বর্ণ ও মণিময়-কপাট-যুক্ত সাদা রাজবাড়ী নানা সুন্দর চিত্রে চিত্রিত। আর সীতার সুন্দর বাড়ীর শোভার কথা ত বলাই যায় না।

২৪৭॥ সুভগ দ্বার সব কুলিস কপাটা।
ভূপ ভীর নট মাগধ ভাটা।
বনী বিসাল বাজি গজ সালা।
হয় গয় রথ সঙ্কুল সব কালা॥

রাজপুরীর সুন্দর দ্বারে বজ্রের কপাট, সেখানে রাজা, নট, মাগধ ও ভাটের ভিড় লাগিয়া আছে। বিশাল হাতীশালা ও ঘোড়াশালা রহিয়াছে, তাহা সকল সময়ই ঘোড়া, হাতী ও রথে পূর্ণ।

সুর সচিব সেনপ বহুতেরে।
নৃপগৃহসরিস সদন সব কেরে।
পুর বাহির সর সরিত সমীপা।
উতরে জহঁ তহঁ বিপুল মহীপা।

যোদ্ধা, মন্ত্রী ও সেনাপতিদের বাড়ীগুলি রাজার বাড়ীরই মত। নগরের বাহিরে নদী ও সরোবরের নিকট এখানে সেখানে নানা বড় বড় রাজারা অতিথি হইয়াছেন।

দেখি অনুপ এক অঁবরাঈ।
সব সুপাস সব ভাঁতি সুহাঈ॥
কৌসিক কহেউ মোর মন মানা।
ইহাঁ রহিয় রঘুবীর সুজানা॥

অবরাঈ—আমের বন। মন মানা—ভাল লাগিয়াছে॥ সব রকমে শোভাময় ও সুন্দর এক অনুপম আমের বন দেখিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন—এই স্থান ভাল লাগিতেছে। হে জ্ঞানবান রামচন্দ্র, এখানেই থাকা যাউক।

ভলেহি নাথ কহি কৃপানিকেতা।
উতরে তহঁ মুনিবৃন্দ সমেতা॥
বিশ্বামিত্র মহামুনি আয়ে।
সমাচার মিথিলাপতি পায়ে।

কৃপানিধান রামচন্দ্র "আচ্ছা, তাহাই ভাল" এই বলিয়া মুনিদিগের সহিত সেই স্থানে উঠিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন এ সংবাদ মিথিলাপতি জনক পাইলেন।

সঙ্গ সচিব সুচি ভূরিভট ভূসুর বর গুরু জ্ঞাতি।
চলে মিলন মুনিনায়কহি মুদিত রাউ এহি ভাঁতি॥

রাজা তখন পুণ্যাত্মা মন্ত্রী, অনেক সৈন্য ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গুরু ও জ্ঞাতিদিগকে লইয়া মুনিরাজ বিশ্বামিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সন্তুষ্ট মনে রওনা হইলেন।

২৪৮॥ কীন্হ প্রনামু চরন ধরি মাথা।
দীন্হি অসীস মুদিত মুনিনাথা।
বিপ্রবৃন্দ সব সাদর বন্দে।
জানি ভাগ্য বড় রাউ অনন্দে॥

রাজা মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। মুনিবর বিশ্বামিত্র খুসী হইয়া আশীর্বাদ করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণদিগকে সাদরে বন্দনা করিলেন এবং নিজের ভাগ্য ভাল বলিয়া আনন্দ বোধ করিলেন।

কুসল প্রশ্ন কহি বারহিঁ বারা।
বিশ্বামিত্র নৃপহি বৈঠারা॥
তেহি অবসর আয়ে দোউ ভাঈ।
গয়ে রহে দেখন ফুলবাঈ।

বিশ্বামিত্র রাজাকে বার বার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বসাইলেন। রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই ফুল-বাগিচা দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সময় ফিরিলেন।

স্যাম গৌর মৃদু বয়স কিসোরা।
লোচন সুখদ বিস্ব চিত চোরা॥
উঠে সকল জব রঘুপতি আয়ে।
বিস্বামিত্র নিকট বৈঠায়ে॥

কিশোরবয়স রামচন্দ্রের শরীর শ্যাম, আর লক্ষ্মণ গৌর-বর্ণ। তাঁহারা দেখিতে অতি সুন্দর। বিশ্ব-চিত্ত তাঁহারা চুরি করিয়া রাখিয়াছেন। যখন রাম আসিলেন তখন সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে নিকটে বসাইলেন।

ভয়ে সব সুখী দেখি দোউ ভ্রাতা।
বারি বিলোচন পুলকিত গাতা।
মুরতি মধুর মনোহর দেখী।
ভয়উ বিদেহু বিদেহু বিসেখী।

দুই ভাইকে দেখিয়া সকলে সুখী হইলেন। সকলের চোখে জল আসিল ও শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। মনোহর মধুর মূর্তি দেখিয়া বিদেহ-রাজ বিশেষ করিয়া দেহ-জ্ঞান-শূন্য হইলেন।

প্রেমমগন মন জানি নৃপু করি বিবেকু ধরি ধীর।
বোলেউ মুনিপদ নাই সিরু গদগদ গিরা গঁভীর॥

রাজা নিজের হৃদয় প্রেমের রসে ভরিয়া উঠিয়াছে জানিয়া, বিবেচনা করিয়া ধৈর্য ধরিয়া মুনির পদে প্রণাম করিয়া গদগদ কণ্ঠে গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

২৪৯॥ কহহু নাথ সুন্দর দোউ বালক।
মুনি কুল তিলক কি নৃপ কুল পালক॥
ব্রহ্ম জো নিগম নেতি কহি গাবা।
উভয় বেষ ধরি কী সোই আবা।

হে নাথ, বলুন, এই দুই সুন্দর বালক কি কোন মুনিকুল-শ্রেষ্ঠ অথবা কোন রাজকুলের পালক? অথবা, বেদ যে পরব্রহ্মকে "নেতি নেতি" বলিয়া গান করিয়াছেন, তিনিই কি এই দুইজনের বেশ ধরিয়া আসিয়াছেন?

সহজ বিরাগরূপ মনু মোরা।
থকিত হোত জিমি চন্দচকোরা॥
তা তেঁ প্রভু পূছউঁ সতিভাউ।
কহহু নাথ জনি করহু দুরাউ॥

চকোরের চাঁদ দেখিলে যেমন হয়, স্বভাবতঃ বিরাগী আমার মন ইঁহাদিগকে দেখিয়া তেমনি স্তম্ভিত হইয়াছে। হে প্রভু, সেইজন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইঁহারা কে সত্য করিয়া তাহা বলুন, গোপন করিবেন না।

ইন্হহিঁ বিলোকত অতি অনুরাগা।
বরবস ব্রহ্মসুখহি মন ত্যাগা॥
কহ মুনি বিহঁসি কহেহু নৃপ নীকা।
বচন তুম্হার ন হোই অলীকা।

ইঁহাদিগকে অতিশয় ভালবাসার সহিত দেখিতে দেখিতে মন অবশ হইয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ব্রহ্মসুখ ত্যাগ করিয়াছে। মুনি হাসিয়া বলিলেন—রাজা, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, আপনার কথা মিথ্যা নয়।

যে প্রিয় সবহি জহাঁ লগি প্রানী।
মন মুসুকাহিঁ রামু সুনি বানী॥
রঘু কুল মনি দসরথ কে জায়ে।
মম হিত লাগি নরেস পঠায়ে॥

মুনি বলিলেন—যেখানে যে জীব আছে তাহাদের সকলের কাছেই ইঁহারা প্রিয়। রাম একথা শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন। ইঁহারা রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথের পুত্র। রাজা আমার হিতের জন্য ইঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন।

রামু লখনু দোউ বন্ধু বর রূপ সীল বল ধাম।
মখ রাখেউ সবু সাখি জগু জিতে অসুর সংগ্রাম॥

মখ—যজ্ঞ। সাখি—সাক্ষী॥ রূপ, শীল ও বলের আশ্রয়স্থান রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই যুদ্ধে অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছেন, সকল জগৎ তাহার সাক্ষী।

২৫০॥ মুনি তব চরন দেখি কহ রাউ।
কহি ন সকউঁ নিজ পুন্যপ্রভাউ॥
সুন্দর স্যাম গৌর দোউ ভ্রাতা।
আনন্দহু কে আনন্দদাতা॥

তখন রাজা বলিলেন—হে মুনি, আপনার চরণ দর্শন পাইয়াছি, আমার পুণ্যের যে কত জোর তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। সুন্দর শ্যাম ও গৌর এই দুই ভাই স্বয়ং আনন্দকেও আনন্দ দেন।

ইন্হ কৈ প্রীতি পরস্পর পাবনি।
কহি ন জাই মন ভাব সুহাবনি॥
সুনহু নাথ কহ মুদিত বিদেহু।
ব্রহ্ম জীব ইব সহজ সনেহু॥

ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে পবিত্র ভালবাসা ও সুন্দর মনোভাব যে কিরূপ তাহা বলা যায় না। আনন্দিত হইয়া রাজা বলিলেন—হে নাথ, শুনুন। ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক প্রেম, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যে স্বাভাবিক প্রেম, তাহারই মত।

পুনি পুনি প্রভুহি চিতব নরনাহু।
পুলক গাত উর অধিক উছাহু॥
মুনিহি প্রসংসি নাই পদ সীসু।
চলেউ লবাই নগর অবনীসু॥

রাজা বার বার প্রভুকে দেখিতেছিলেন। তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইতেছিল ও মনে উৎসাহ হইতেছিল। মুনিকে প্রশংসা করিয়া ও প্রণাম করিয়া রাজা তাঁহাদিগকে নগরে লইয়া চলিলেন।

সুন্দর সদন সুখদ সব কালা।
তহাঁ বাসু লেই দীন্‌হ ভুআলা॥
করি পূজা সব বিধি সেবকাঈ।
গয়উ রাউ গৃহ বিদা করাঈ॥

সকল ঋতুতে যে স্থান সুখকর সেইখানেই ভূপতি ইঁহাদের বাসস্থান দিলেন। সকলরূপে তাঁহাদের সেবা করিয়া ও সম্মান করিয়া, রাজা গৃহে যাওয়ার জন্য বিদায় লইলেন।

রিষয় সঙ্গ রঘু বংস মনি করি ভোজন বিশ্রামু।
বৈঠে প্রভু ভ্রাতাসহিত দিবসু রহা ভরি জামু॥

ঋষিদের সহিত রামচন্দ্র যখন আহার ও বিশ্রাম শেষ করিয়া ভাইয়ের সহিত বসিলেন তখন দিনের আর এক প্রহর মাত্র ছিল।

২৫১॥ লষনহৃদয় লালসা বিসেষী।
জাই জনকপুর আইয় দেখী॥
প্রভুভয় বহুরি মুনিহি সকুচাহী।
প্রগট ন কহহিঁ মনহিঁ মুসুকাহীঁ॥

লক্ষ্মণের মনে বড় ইচ্ছা, গিয়া জনকরাজপুরী একবার দেখিয়া আসেন। এক দিকে প্রভুর ভয়, অপর দিকে মুনি কি বলিবেন বলিয়া সঙ্কোচ, এই দুইয়ের জন্য প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতেছেন না। মনে মনেই হাসিতেছেন।

রাম অনুজ মন কী গতি জানী।
ভগতবছলতা হিয় হুলসানী॥
পরমবিনীত সকুচি মুসুকাঈ।
বোলে গুরুঅনুসাসন পাঈ॥

ভাইয়ের মনের অবস্থা জানিয়া, রামের ভক্তবৎসল হৃদয় উথলিয়া উঠিল। গুরুর অনুমতি লইয়া বিনীতভাবে সঙ্কোচের সহিত হাসিয়া বলিলেন—

নাথ লষনু পুর দেখন চহহীঁ।
প্রভুসকোচ ডর প্রগট ন কহহীঁ॥
জৌ রাউর আয়সু মৈঁ পাবউ।
নগর দেখাই তুরত লেই আবউঁ॥

হে নাথ, লক্ষ্মণ নগর দেখিতে চাহিতেছেন, প্রভুর জন্য সঙ্কোচ করিয়া মনের কথা প্রকাশ করিতেছেন না। যদি আমি আপনার আজ্ঞা পাই, তবে নগর দেখাইয়া শীঘ্রই ফিরাইয়া আনি।

সুনি মুনীশু কহ বচন সপ্রীতী।
কস ন রাম তুম্‌হ রাখহু নীতী॥
ধরম সেতু পালক তুম্‌হ তাতা।
প্রেমবিবস সেবক সুখ দাতা॥

মুনিবর তাঁহার কথা শুনিয়া প্রীতিভরে বলিলেন—হে রাম, তুমি কেন নীতি অনুযায়ী চলিবে না? হে প্রিয়, তুমি ধর্মের মর্যাদা পালন কর। তুমি প্রেমিক, তুমি ভক্তকে সুখ দিয়া থাক।

জাই দেখি আবহু নগরু সুখনিধান দোউ ভাই।
করহু সুফল সবকে নয়ন সুন্দর বদন দেখাই।

তোমরা দুই ভাই সকলের সুখকর। তোমরা যাও, নগর দেখিয়া আইস। তোমাদের সুন্দর মুখ দেখাইয়া সকলের নয়ন সার্থক কর।

২৫২॥ মুনি পদ কমল বন্দি দোউ ভ্রাতা।
চলে লোক লোচন সুখ দাতা॥
বালকবৃন্দ দেখি অতি সোভা।
লগে সঙ্গ লোচন মনু লোভা॥

যাঁহাদিগকে দেখিলে লোকের সুখ হয়, সেই দুই ভাই মুনির চরণ-কমল বন্দনা করিয়া চলিলেন। বালকেরা ইঁহাদের সৌন্দর্য দেখিয়া ইঁহাদের সঙ্গে চলিল। তাহাদের চোখ ও মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

পীতবসন পরিকর কটি ভাথা।
চারু চাপসর সোহত হাথা॥
তন অনুহরত সুচন্দন খোরী।
স্যামল গৌর মনোহর জোরী॥

তাঁহাদের কাপড় হলুদ রঙের। কোমরে কোমরবন্ধ ও হাতে সুন্দর ধনুকবাণ শোভা পাইতেছিল। শরীর চন্দন-লেপের শোভায় শোভিত। শ্যাম ও গৌর রঙের ছেলে দুইটিতে মনোহর দেখাইতেছিল।

কেহরিকন্ধর বাহু বিসালা।
উর অতি রুচির নাগ মনি মালা॥
সুভগ সোন সরসী রুহ লোচন।
বদন ময়ঙ্ক তাপ ত্রয় মোচন॥

সিংহের মত তাঁহাদের স্কন্ধ, বিশাল তাঁহাদের বাহু, বুকে সুন্দর গজমুক্তার মালা। তাঁহাদের সুন্দর কান, পদ্মের ন্যায় চক্ষু, চাঁদের মত মুখ। তাঁহারা ত্রিতাপহরণকারী।

কানন্‌হি কনকফুল ছবি দেহীঁ।
চিতবত চিতহি চোরি জনু লেহীঁ॥
চিতবনি চারু ভৃকুটি বর বাঁকী।
তিলক রেখ সোভা জনু চাকী।

কানন্‌হি—কান দুইটিতে। চাকী—বিদ্যুৎ॥ তাঁহাদের কানে সোনার ফুল। দেখিয়া মনে হয় যেন হৃদয় চুরি

করিয়া লইবে। তাঁহাদের সুন্দর দৃষ্টি ও বাঁকা ভ্রূ। বিদ্যুতের মত তিলকের শোভা।

রুচির চৌতনী সুভগ সির মেচক কুঞ্চিত কেস।
নখ সিখ সুন্দর বন্ধু দোউ সোভা সকল সুদেস॥

সুন্দর মাথায় সুন্দর টুপি, কালো কোঁকড়ানো চুল, পা হইতে মাথা পর্যন্ত সুন্দর দুই ভাই সকল শোভার ভাণ্ডার।

২৫৩॥ **দেখন নগর ভূপসুত আয়ে।**
সমাচার পুরবাসিন্হ পায়ে॥
ধায়ে ধাম কাম সব ত্যাগী।
মনহুঁ রঙ্ক নিধি লূটন লাগী॥

রাজার ছেলে নগর দেখিতে আসিতেছেন, এ সংবাদ যখন পুরবাসীরা পাইল, তখন তাহারা কাজকর্ম ও বাড়ীঘর ফেলিয়া ছুটিল। মনে হইল দরিদ্রেরা যেন ধন লুট করিতে ছুটিতেছে।

নিরখি সহজ সুন্দর দোউ ভাঈ।
হোহিঁ সুখী লোচন ফলু পাঈ॥
জুবতী ভবনঝরোখন্হি লাগীঁ।
নিরখহিঁ রামরূপ অনুরাগীঁ॥

ঝরোখন্হি—খড়খড়িগুলি॥ স্বভাবতঃই সুন্দর দুই ভাইকে পাইয়া লোকে চক্ষু সার্থক করিয়া সুখী হইল। যুবতীরা বাড়ীর খড়খড়ীর ফাঁক দিয়া প্রেমের সহিত রামের রূপ দেখিতে লাগিল।

কহহিঁ পরস্পর বচন সপ্রীতী।
সখি ইন্হ কোটি কাম ছবি জীতী॥
সুর নর অসুর নাগ মুনি মাহীঁ।
সোভা অসি কহুঁ সুনিয়তি নাহীঁ।

তাহারা পরস্পর প্রীতির সহিত বলিতেছিল—সখী, ইঁহার সৌন্দর্য কোটি কামকেও পরাজয় করিয়াছে। দেবতা, মানুষ, অসুর, নাগ ও মুনিদের মধ্যে এমন সৌন্দর্যের কথা কখনো শুনি নাই।

বিষ্ণু চারি ভুজ বিধি মুখ চারী।
বিকটবেখ মুখপঞ্চ পুরারী॥
অপর দেব অস কোউ ন আহী।
যহ ছবি সখী পটতরিয় জাহী॥

বিষ্ণুর চারটা হাত, ব্রহ্মার চারটা মুখ, আর শিবের বেশ বিকট এবং মুখও পাঁচটা। অপর এমন কোনও দেবতাই নাই যাঁহার সহিত ইঁহাদের সৌন্দর্যের তুলনা করা যায়।

বয়কিসোর সুখমাসদন স্যামগৌর সুখধাম।
অঙ্গ অঙ্গ পর বারিঅহি কোটিকোটিসত কাম।

এই শ্যামল ও গৌর দুই কিশোর সৌন্দর্যের আলয়, ইঁহারা সুখেরও আলয়। ইঁহাদের প্রতি অঙ্গ শত শত কোটি কাম যেন বরণ করিয়া রাখিয়াছে।

২৫৪॥ **কহহু সখী অস কো তনু ধারী।**
জো ন মোহ অস রূপ নিহারী॥
কোউ সপ্রেম বোলী মৃদুবানী।
জো মৈঁ সুনা সো সুনহু সয়ানী॥

সখী, বল দেহধারী এমন কে আছে যে এমন রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হয়। কোনও একজন মৃদুবাক্যে সপ্রেমে বলিল—চতুরা সখী, আমি যাহা শুনিয়াছি, সে কথা শোন।

এ দোউ দসরথ কে ঢোটা।
বালমরালন্হ কে কল জোটা॥
মুনি কৌসিক মখ কে রখবারে।
জিন্হ রনঅজির নিসাচর মারে॥

কল—সুন্দর। নিশাচর—রাক্ষস॥ এই দুইজন রাজা দশরথের ছেলে, যেন ছোট একজোড়া সুন্দর হাঁস। ইঁহারা বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষাকারী। ইঁহারা যুদ্ধে অনেক রাক্ষস-দিগকে মারিয়াছেন।

স্যামগাত কল কঞ্জবিলোচন।
জো মারীচ সুভুজ মদ মোচন॥
কৌসল্যাসুত সো সুখখানী।
নামু রামু ধনুসায়ক পানী।

যাঁহার গায়ের বর্ণ শ্যামল, যাঁহার পদ্মচক্ষু, যিনি মারীচ ও সুবাহুর অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন, যাঁহার হাতে ধনুকবাণ, তিনি কৌশল্যার পুত্র, তিনি সুখদাতা, তাঁহার নাম রাম।

গৌর কিসোর বেষু বর কাছে।
কর সরচাপ রাম কে পাছে॥
লছিমনু নামু রামু লঘু ভ্রাতা।
সুনু সখি তাসু সুমিত্রা মাতা॥

সুন্দরবেশ গৌর রঙের যে কিশোর রামের পিছনে আছেন, যাঁহার হাতে ধনুকবাণ রহিয়াছে, তাঁহার নাম লক্ষ্মণ। তিনি রামের ছোট ভাই। সখী, শোন, সুমিত্রা তাঁহার মাতা।

বিপ্রকাজু করি বন্ধু দোউ মগ মুনিবধু উধারি।
আয়ে দেখন চাপমখ সুনি হরষীঁ সব নারি॥

এই দুই ভাই ব্রাহ্মণদের কাজ করিয়া দিয়া, পথে অহল্যাকে উদ্ধার করিয়া এখানে ধনুক-যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া সকল স্ত্রীলোকেরা আনন্দিত হইল।

২৫৫॥ **দেখি রাম ছবি কোউ এক কহঈ।**
জোগু জানকিহি যহ বরু অহঈ॥
জো সখি ইন্হহিঁ দেখ নরনাহু।
পন পরিহরি হঠি করই বিবাহু॥

রামের সৌন্দর্য দেখিয়া কোনও একজন বলিলেন—হে সখী, ইনিই জানকীর যোগ্য বর। রাজা যদি ইঁহাকে দেখিতেন তবে প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া জেদ করিয়া ইঁহার সহিত বিবাহ দিতেন।

কোউ কহ এ ভূপতি পহিচানে।
মুনিসমেত সাদর সনমানে॥
সখি পরন্তু পনু রাউ ন তজঈ।
বিধিবস হঠি অবিবেকহি ভজঈ॥

কেহ বলিল—রাজা ইঁহাদিগকে জানেন, মুনির সহিত সাদরে ইঁহাদিগকে সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু, হে সখী, রাজা ত প্রতিজ্ঞা ছাড়িবেন না, দৈববশতঃ জেদ করিয়া অন্যায়ই করিয়া ফেলিবেন।

কোউ কহ জৌঁ ভল অহই বিধাতা।
সব কহঁ সুনিয় উচিত ফল দাতা॥
তৌ জানকিহি মিলিহি বর এহূ।
নাহিঁন আলি ইহাঁ সন্দেহূ॥

কেহ বলিল—শুনিয়া থাকি যে বিধাতা ভাল এবং সকলকেই উপযুক্ত ফল দেন। যদি তাহাই হয়, তবে ত এই বরই জানকীর মিলিবে। সখী, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জৌঁ বিধিবস অস বনই সঁজোগূ।
তৌ কৃতকৃত্য হোহিঁ সব লোগূ॥
সখি হমরে আরতি অতি তা তে।
কবহুঁক এ আবহিঁ এহি নাতে॥

যদি ভাগ্যক্রমে এমন ঘটনাই ঘটে, তবে সকল লোক কৃতার্থ হইবে। তাহা ছাড়া, আমার এজন্য আরো বিশেষ ব্যাকুলতা এই যে, তাহা হইলে এই সম্পর্কে কোনও দিন ত ইনি এখানে আসিবেন।

নাহিঁ ত হম কহুঁ সুনহু সখি ইন্হ কর দরসন দূরি।
যহ সংঘট তব হোই জব পুন্য পুরাকৃত ভূরি॥

হে সখী, তাহা না হইলে, ইঁহার দর্শন পাওয়া আমাদের পক্ষে দুর্লভ হইবে। তবে যদি পূর্বজন্মের যথেষ্ট পুণ্য থাকে তাহা হইলেই এই সংযোগ ঘটিবে।

২৫৬॥ বোলী অপর কহেহু সখি নীকা।
এহি বিবাহ অতি হিত সবহী কা॥
কোউ কহ শঙ্করচাপ কঠোরা।
এ স্যামল মৃদুগাত কিসোরা॥

অপর সখী বলিল—সখী, ঠিক বলিয়াছ, এই বিবাহ হইলে সকলেরই খুব ভাল হয়। আবার কেহ বলিল—শিবের ধনুক অতিশয় কঠোর, আর ইঁহার শ্যামল শরীর কোমল।

সবু অসমঞ্জস অহই সয়ানী।
যহ সুনি অপর কহই মৃদুবানী॥
সখি ইন্হ কহঁ কোউ কোউ অস কহহীঁ।
বড় প্রভাউ দেখত লঘু অহহীঁ॥

হে চতুরা সখী, এ সকলই দ্বিধার বিষয়। ইহা শুনিয়া অপর একজন মৃদু বাক্যে বলিল—দেখিতে ছোট হইলেও ইঁহাদের বড় প্রভাব দেখা যাইতেছে।

পরসি জাসু পদ পঙ্কজ ধূরী।
তরী অহিল্যা কৃত অঘ ভূরী॥
সো কি রহিহি বিনু সিবধনু তোরে।
যহ প্রতীতি পরিহরিয় ন ভোরে॥

প্রতীতি—বিশ্বাস। ন ভোরে—ভুলিয়াও না॥ যাঁহার পায়ের ধূলার স্পর্শে বড় পাপী অহল্যা অনেক পাপ করিয়াও তরিয়া গেল, সে কি আর শিবধনু না ভাঙ্গিয়া ছাড়িবে? ভুলিয়াও এ বিশ্বাস ছাড়িও না।

জেহি বিরঞ্চি রচি সীয় সবাঁরী।
তেহি স্যামল বরু রচেউ বিচারী॥
তাসু বচন সুনি সব হরষানী।
ঐসই হোউ কহহিঁ মৃদুবানী॥

যে বিধাতা বিশেষ করিয়া শোভিত করিয়া সীতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি বিচার করিয়া তাহার জন্য শ্যামল বর সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার কথা শুনিয়া সকলে সুখী হইল ও মৃদুবাক্যে বলিল—তাহাই হউক।

হিয় হরষহিঁ বরষহিঁ সুমন সুমুখি সুলোচনি বৃন্দ।
জাহিঁ জহাঁ জহঁ বন্ধু দোউ তহঁ তহঁ পরমানন্দ॥

সুন্দরী স্ত্রীরা মনের আনন্দে ফুল বর্ষণ করিতেছিল। যেখানে যেখানে দুই ভাই যাইতেছিলেন, সেই সেইখানেই পরমানন্দ হইতেছিল।

২৫৭॥ পুর পুরব দিসি গে দোউ ভাঈ।
জহঁ ধনু মখ হিত ভূমি বনাঈ॥
অতি বিস্তার চারু গচ ঢারি।
বিমলবেদিকা রুচির সবাঁরী॥

নগরের পূর্বদিকে যেখানে ধনুক-যজ্ঞের স্থান হইয়াছে সেখানে দুই ভাই গেলেন। সেখানে সুন্দর সুন্দর বিস্তৃত ঢালু মেঝের চকচকে বেদী তৈয়ারী হইয়াছিল।

চহুঁ দিসি কঞ্চনমঞ্চ বিসালা।
রচে জহাঁ বৈঠহিঁ মহিপালা॥
তেহি পাছে সমীপ চহুঁ পাসা।
অপর মঞ্চমণ্ডলী বিলাসা॥

উহার চারিদিকে রাজাদের বসার জন্য সোনা দিয়া বিশাল মঞ্চ তৈয়ার হইয়াছিল। তাহার পিছনে চারিদিকে

মণ্ডলাকারে ঘিরিয়া আর একটি বিশাল মঞ্চ তৈয়ারী হইয়াছিল।

কছুক ঊঁচি সব ভাঁতি সুহাঈ।
বৈঠহিঁ নগর লোক জহঁ জাঈ॥
তিন্হ কে নিকট বিসাল সুহায়ে।
ধবলধাম বহুবরন বনায়ে॥

নগরের সকল লোক আসিয়া যাহাতে বসিতে পারে, সেজন্য কিছু উঁচু করিয়া সকল প্রকারে সুন্দর মঞ্চ তৈয়ারী হইয়াছিল। তাহারই কাছে সুন্দর বিশাল নানা রঙের উজ্জ্বল মণ্ডপ তৈয়ার করা হইয়াছিল।

জহঁ বৈঠে দেখহিঁ সব নারী।
জথাজোগ নিজকুল অনুহারী॥
পুর বালক কহি কহি মৃদুবচনা।
সাদর প্রভুহি দেখাবহিঁ রচনা॥

উহা কুল অনুযায়ী নারীদিগের বসিয়া দেখার জন্য। পুরবালকেরা মৃদুবাক্যে সাদরে প্রভুকে যজ্ঞস্থলের সমস্ত গঠন দেখাইতেছিল।

সব সিসু এহি মিস প্রেমবস পরসি মনোহর গাত।
তন পুলকহিঁ অতি হরষ হিয় দেখি দেখি দোউ ভ্রাত॥

এই সুযোগে সব ছেলেরা দুই ভাইকে দেখিতেছিল ও তাঁহাদের মনোহর শরীর স্পর্শ করিয়া অতি আনন্দিত হইতেছিল। তাহাদের শরীরে রোমাঞ্চ হইতেছিল।

২৫৮॥ সিসু সব রাম প্রেমবস জানে।
প্রীতিসমেত নিকেত বখানে॥
নিজ নিজ রুচি সব লেহিঁ বোলাঈ।
সহিত সনেহ জাহিঁ দোউ ভাঈ॥

শিশুরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, রামচন্দ্র তাহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়াছেন। তাহারা প্রীতির সহিত নিজেদের বাড়ী দেখাইতেছিল ও যেদিকে ইচ্ছা তাঁহাকে ডাকিয়া লইতেছিল। দুই ভাই তাহাদের প্রতি স্নেহবশতঃ সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলেন।

রামু দেখাবহিঁ অনুজহিঁ রচনা।
কহি মৃদু মধুর মনোহর বচনা॥
লবনিমেষ মহঁ ভুবননিকায়া।
রচই জাসু অনুসাসন মায়া॥

যাঁহার আজ্ঞায় নিমেষ মধ্যে মায়া ভুবনসমূহ রচনা করে, সেই রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে মৃদু মধুর মনোহর বাক্যে যজ্ঞস্থলের গঠন দেখাইতেছিলেন।

ভগতি হেতু সোই দীনদয়ালা।
চিতবত চকিত ধনুষ মখ সালা॥
কৌতুক দেখি চলে গুরু পাহীঁ।
জানি বিলম্বু ত্রাস মন মাহীঁ॥

সেই দীনদয়াল ভক্তের জন্য আশ্চর্যান্বিতচিত্তে ধনুক-যজ্ঞশালা দেখিতেছেন। তাঁহারা কৌতুক দেখিয়া গুরুর নিকট গেলেন। বিলম্ব হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের মনে ভয় হইল।

জাসু ত্রাস ডর কহুঁ ডর হোঈ।
ভজনপ্রভাব দেখাবত সোঈ॥
কহি বাতেঁ মৃদু মধুর সুহাঈ।
কিয়ে বিদা বালক বরিআঈ॥

যাঁহার ভয়ে ভয়ও ভয় পায়, তিনি নিজে ভয় পাইয়া ভজনের শক্তি দেখাইতেছিলেন। বালকদিগকে সুন্দর মৃদু মধুর কথা বলিয়া জোর করিয়াই বিদায় করিয়া দিলেন।

সভয় সপ্রেম বিনীত অতি সকুচ সহিত দোউ ভাই।
গুরু পদ পঙ্কজ নাই সির বৈঠে আয়সু পাই॥

দুই ভাই সসঙ্কোচে ভয়ে ভয়ে অথচ অতি বিনয় ও প্রেমের সহিত গুরুর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া বসিলেন।

২৫৯॥ নিসিপ্রবেস মুনি আয়সু দীন্হা।
সবহীঁ সন্ধ্যাবন্দনু কীন্হা॥
কহত কথা ইতিহাস পুরানী।
রুচির রজনি জুগজাম সিরানী॥

রুচির—সুন্দর। যুগজাম—দুই প্রহর। সিরানী—কাটিয়া গেল॥ রাত্রি আসিতেছে দেখিয়া মুনি সকলকে সন্ধ্যা বন্দনার আদেশ দিলেন। তাহার পর পুরাণ ও ইতিহাসের কথা বলিতে বলিতে সেই সুন্দর রাতের দুই প্রহর হইয়া গেল।

মুনিবর সয়ন কীন্হ তব জাঈ।
লগে চরন চাঁপন দোউ ভাঈ॥
জিন্হ কে চরনসরোরুহ লাগী।
করত বিবিধ জপ জোগ বিরাগী॥

তখন মুনিবর গিয়া শয়ন করিলেন। দুই ভাই গুরুর পা টিপিতে লাগিলেন। যাঁহাদের চরণপদ্মের জন্য যোগী বৈরাগীরা নানা তপ করে,

তেই দোউ বন্ধু প্রেম জনু জীতে।
গুরু পদ কমল পলোটত প্রীতে॥
বার বার মুনি অজ্ঞা দীন্হী।
রঘুবর জাই সয়ন তব কীন্হী॥

সেই দুই ভাই প্রেমের বশে আনন্দে গুরুর পাদপদ্ম সেবা করিতেছিলেন। মুনি বার বার আজ্ঞা দিলেন, রাম তখন শুইতে গেলেন।

চাঁপত চরন লখন্থ উর লাগে।
সভয় সপ্রেম পরম সচুপায়ে॥
পুনি পুনি প্রভু কহ সোবহু তাতা।
পৌঢ়ে ধরি উর পদজলজাতা॥

চাঁপত—টিপিয়া। উর—বুক। পৌঢ়ে—শুইয়া পড়িলেন॥ ভয়ে ভয়ে প্রেমের সহিত অতি চুপে চুপে লক্ষ্মণ রামের পা টিপিতে টিপিতে বুকে লাগাইলেন। রাম পুনঃ পুনঃ বলিলেন—ভাই, শোও। তখন লক্ষ্মণ পাদপদ্ম বুকে ঠেকাইয়া শুইলেন।

উঠে লখন্থ নিসি বিগত সুনি অরুন সিখা ধুনি কান।
গুরু তেঁ পহিলেহি জগতপতি জাগে রামু সুজান॥

অরুনসিখা—মোরগ। ধুনি—ধনি॥ মোরগের শব্দ শুনিয়া রাত্রি শেষ হইয়াছে জানিয়া লক্ষ্মণ উঠিলেন। জগৎপতি রামও গুরুর পূর্বেই উঠিলেন।

২৬০॥ সকল সৌচ করি জাই নহায়ে।
নিত্য নিবাহি মুনিহি সির নায়ে॥
সময় জানি গুরুআয়সু পাঈ।
লেন প্রসূন চলে দোউ ভাঈ॥

দুই ভাই শৌচাদি করিয়া স্নান ও নিত্যকর্ম সারিয়া মুনিকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর সময় হইয়াছে জানিয়া গুরুর আজ্ঞা লইয়া ফুল তুলিতে চলিলেন।

ভূপবাগু বর দেখেউ জাঈ।
জহঁ বসন্তরিতু রহী লোভাঈ॥
লাগে বিটপ মনোহর নানা।
বরন বরন বর বেলিবিতানা॥

তাঁহারা রাজার সুন্দর বাগান দেখিলেন। সেখানে বসন্ত ঋতু লোভে থাকিয়াই যায়। সেখানে নানাপ্রকার গাছ ও রঙ বেরঙের লতার মণ্ডপ সাজান ছিল।

নব পল্লব ফল সুমন সুহায়ে।
নিজ সম্পতি সুররাখ লজায়ে॥
চাতক কোকিল কীর চকোরা।
কূজত বিহগ নটত কল মোরা॥

গাছে গাছে নূতন পল্লব, ফল, ফুল যেমন ছিল, তাহাতে কল্পতরুরও নিজের সম্পদ লইয়া লজ্জা হইতে পারে। চাতক, কোকিল, তোতা ও চকোর গাহিতেছিল, সুন্দর ময়ূর নাচিতেছিল।

মধ্য বাগ সরু সোহ সুহাবা।
মনিসোপান বিচিত্র বনাবা॥
বিমলসলিলু সরসিজ বহুরঙ্গা।
জলখগ কূজত গুঞ্জত ভৃঙ্গা॥

বাগানের মধ্যস্থলে সুন্দর সরোবর ছিল। তাহাতে বিচিত্র মণি দিয়া সাজান পৈঠা ছিল। সরোবরের নির্মল জলে নানা রঙের পদ্ম ফুটিয়া ছিল। জলচর পক্ষীরা খেলা করিতেছিল। ভোমরা গুন গুন গান করিতেছিল।

বাগু তড়াগু বিলোকি প্রভু হরষে বন্ধুসমেত।
পরমরম্য আরামু যহু জো রামহি সুখ দেত॥

প্রভু ও লক্ষ্মণ বাগান ও সরোবর দেখিয়া আনন্দ পাইলেন। যে বাগান রামকেও সুখ দিয়াছে, তাহা খুবই সুন্দর হওয়ার কথা।

২৬১॥ চহুঁ দিসি চিতই পুছি মালীগন।
লগে লেন দল ফুল মুদিতমন॥
তেহি অবসর সীতা তহঁ আঈ।
গিরিজাপূজন জননি পঠাঈ॥

চারিদিক দেখিয়া মালীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দুই ভাই ফুল, পাতা তুলিতে লাগিলেন। সেই অবকাশে সীতা আসিলেন। পার্বতীর পূজার জন্য মা তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন।

সঙ্গ সখী সব সুভগ সয়ানী।
গাবহিঁ গীত মনোহর বানী॥
সরসমীপ গিরিজাগৃহ সোহা।
বরনি ন জাই দেখি মন মোহা॥

সুন্দরী চতুরা সখীরা তাঁহার সঙ্গে ছিল। তাহারা মনোহর গান করিতেছিল। সরোবরের কাছেই সুন্দর পার্বতীমন্দির। তাহার সৌন্দর্যের বর্ণনা করা যায় না, দেখিলেই মন মুগ্ধ হয়।

মজ্জন করি সর সখিন্হ সমেতা।
গঈ মুদিতমন গৌরি নিকেতা॥
পূজা কীন্হি অধিক অনুরাগা।
নিজ অনুরূপ সুভগ বরু মাঁগা॥

সীতা সখী সমেত সরোবরে স্নান করিয়া প্রসন্ন মনে পার্বতীমন্দিরে গেলেন। বড় ভক্তির সহিত পূজা করিলেন ও নিজের উপযুক্ত সুন্দর বর চাহিলেন।

এক সখী সিয় সঙ্গু বিহাঈ।
গঈ রহী দেখন ফুলবাঈ॥
তেই দোউ বন্ধু বিলোকে জাঈ।
প্রেমবিবস সীতা পহিঁ আঈ॥

বিহাঈ—ছাড়িয়া। ফুলবাঈ—বাগান। বন্ধু—ভাই॥ এক সখী সীতার সঙ্গ ছাড়িয়া ফুলবাগান দেখিতে গিয়াছিল। সে রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইকে দেখিল ও ভালবাসায় বিবশ হইয়া সীতার নিকট ফিরিয়া আসিল।

তাসু দসা দেখী সখিন্হ পুলক গাত জলু নয়ন।
কহু কারনু নিজহরষ কর পূছহিঁ সব মৃদুবয়ন॥

তাহার শরীরে রোমাঞ্চ, চোখে জল। এই দশা দেখিয়া সখীরা মৃদুবাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কিসের আনন্দে তাহার এমন দশা হইয়াছে।

২৬২॥ **দেখন বাগু কুঅঁর দুই আয়ে।**
বয়কিসোর সব ভাঁতি সুহায়ে॥
স্যাম গৌর কিমি কহউঁ বখানী।
গিরা অনয়ন নয়ন বিনু বানী॥

দুই কুমার বাগান দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের কিশোর বয়স আর তাঁহারা সকল প্রকারে সুন্দর। শ্যাম ও গৌর সেই দুইজনের কথা কেমন করিয়া বলিব? বাক্যের ত চোখ নাই, আর চোখের ত বাক্‌শক্তি নাই।

সুনি হরষীঁ সব সখী সয়ানী।
সিয়হিয় অতি উতকণ্ঠা জানী॥
এক কহই নৃপসুত তেই আলী।
সুনে জে মুনি সঙ্গ আয়ে কালী॥

চতুরা সখীরা ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইল। সীতার মনে অতিশয় উৎকণ্ঠা হইয়াছে জানিয়া একজন বলিল—সখী, উহারা রাজপুত্র। শুনিয়াছি কাল মুনির সঙ্গে আসিয়াছেন।

জিন্‌হ নিজ রূপ মোহনী ডারী।
কীন্‌হে স্ববস নগর নর নারী॥
বরনত ছবি জহঁ তহঁ সব লোগূ।
অবসি দেখিঅহি দেখন জোগূ॥

ইঁহারা নিজেদের রূপের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ করিয়া নগরের নরনারীকে নিজের বশে আনিয়াছেন। ইঁহাদের সৌন্দর্যের কথা যেখানে সেখানে সকলে বলিতেছে। ইঁহাদিগকে অবশ্যই দেখিতে হয়, ইঁহারা দেখার যোগ্য।

তাসু বচন অতি সিয়হি সুহানে।
দরস লাগি লোচন অকুলানে॥
চলী অগ্র করি প্রিয়সখি সোঈ।
প্রীতি পুরাতনি লখই ন কোঈ॥

তাঁহার কথা সীতার বড় ভাল লাগিল, দেখার জন্য চক্ষু ব্যাকুল হইল। তিনি প্রিয় সখীকে আগে লইয়া চলিলেন। রাম সীতার পূর্বজন্মের প্রেম ছিল, তাহা ত কেহ লক্ষ্য করিতে পারে নাই।

সুমিরি সীয় নারদবচন উপজী প্রীতি পুনীত।
চকিত বিলোকতি সকল দিসি জনু সিসু মৃগী সভীত॥

[একদিন এই বাগানের পথে পূজায় আসার সময় নারদের সহিত সীতার দেখা হয়। নারদ আশীর্বাদ করেন, এই বাগানেই তোমার সহিত রামচন্দ্রের দেখা হইবে, আর তিনিই তোমার স্বামী হইবেন। সীতা কেমন করিয়া চিনিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন, নারদ বলেন—যাঁহাকে দেখিয়া তুমি মোহিত হইবে তিনি সেই।]

নারদের কথা মনে আসায় সীতার বড় প্রেম উপস্থিত হইল। তিনি ত্রস্ত হইয়া ভীতা শিশু হরিণীর মত চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন।

২৬৩॥ **কঙ্কন কিঙ্কিনি নূপুর ধুনি সুনি।**
কহত লখন সন রামু হৃদয় গুনি॥
মানহুঁ মদন দুন্দুভী দীন্‌হী।
মনসা বিস্ববিজয় কহঁ কীন্‌হী॥

কঙ্কণ, কিঙ্কিণী ও নূপুরের শব্দ শুনিয়া রাম মনে মনে ভাবিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—মনে হয় যেন মদন বিশ্ব জয় করার ইচ্ছায় নাগরা পিটাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

অস কহি ফিরি চিতয়ে তেহি ওরা।
সিয় মুখ সসি ভয়ে নয়ন চকোরা॥
ভয়ে বিলোচন চারু অচঞ্চল।
মনহুঁ সকুচি নিমি তজে দৃগঞ্চল॥

এই বলিয়া রাম ফিরিয়া সেই দিকে তাকাইলেন। রামের নয়নচকোরের কাছে সীতার মুখ চন্দ্রের মত হইল। তাঁহার সুন্দর চক্ষু স্থির হইয়া গেল। মনে হয় যেন নিমেষ সঙ্কোচ করিয়া পলক ফেলা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, রাম চাহিয়াই রহিলেন।

দেখি সীয়সোভা সুখু পাবা।
হৃদয় সরাহত বচনু ন আবা॥
জনু বিরঞ্চি সব নিজ নিপুনাঈ।
বিরচি বিস্ব কহঁ প্রগটি দেখাঈ॥

সীতার রূপ দেখিয়া রামচন্দ্রের আনন্দ হইল। মনে মনে প্রশংসা করিলেন, মুখে কথা ফুটিল না। মনে হইল যেন বিধাতা তাঁহার সমস্ত নিপুণতা দিয়া এই রূপ গড়িয়া বিশ্বকে তাহা প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছেন।

সুন্দরতা কহুঁ সুন্দর করঈ।
ছবিগৃহ দীপসিখা জনু বরঈ॥
সব উপমা কবি রহে জুঠারী।
কেহি পটতরউঁ বিদেহকুমারী॥

সীতার রূপ সুন্দরতাকেও সুন্দর করিয়াছিল। শোভার গৃহে সীতা যেন দীপশিখা। সমস্ত শোভাই অন্ধকার, সীতার রূপে যেন তাহারা আলোকিত হয়। কবিরা সকল উপমা ব্যবহার করিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, কিসের সহিত বিদেহকুমারীর উপমা দেওয়া যায়?

সিয়সোভা হিয় বরনি প্রভু আপনি দসা বিচারি।
বোলে সুচি মন অনুজ সন বচন সময় অনুহারি॥

প্রভু রামচন্দ্র সীতার শোভা মনে মনে বর্ণনা করিয়া ও নিজের যে অবস্থা হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া পবিত্র মনে লক্ষ্মণকে সময়োচিত কথা বলিলেন—

২৬৪॥ তাত জনকতনয়া যহ সোঈ।
ধনুষজগ্য জেহি কারন হোঈ॥
পূজন গৌরি সখী লেই আঈ।
করত প্রকাসু ফিরই ফুলবাঈ॥

হে প্রিয়, ইনিই সেই জনককন্যা, যাঁহার জন্য ধনুক-যজ্ঞ হইতেছে। গৌরীপূজার জন্য সখীরা ইঁহাকে লইয়া আসিয়াছেন, ইনি ফুলবাগান উজ্জ্বল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

জাসু বিলোকি অলৌকিক সোভা।
সহজ পুনীত মোর মনু ছোভা॥
সো সবু কারন জান বিধাতা।
ফরকহিঁ সুভগ অঙ্গ সুনু ভ্রাতা॥

ইঁহার অমানুষিক শোভা দেখিয়া আমার সহজ-পবিত্র মনেও ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ বিধাতা জানেন। আর শোন, ভাই, আমার শুভ অঙ্গ নাচিতেছে।

রঘুবংসিন্হ কর সহজ সুভাউ।
মনু কুপন্থ পগু ধরৈ ন কাউ॥
মোহি অতিসয় প্রতীতি মন কেরী।
জেহি সপনেহু পরনারি ন হেরী॥

রঘুবংশের লোকের এই সহজ স্বভাব যে তাহারা কখনও মন্দ পথ লয় না। আমার ত হৃদয়ের সম্বন্ধে বড় বিশ্বাস যে আমি স্বপ্নেও পরস্ত্রী দেখি নাই।

জিন্হ কৈ লহহিঁ ন রিপু রন পীঠী।
নহিঁ লাবহিঁ পরতিয় মন ডীঠী॥
মঙ্গন লহহিঁ ন জিন্হ কৈ নাহীঁ।
তে নরবর থোরে জগ মাহীঁ॥

মঙ্গন—ভিক্ষু। জিন্হ কৈ নাহীঁ ন লহহিঁ—যাহার নিকট লয় না॥ যে ব্যক্তি যুদ্ধে শত্রুকে পিঠ দেখায় না, মনেও পরস্ত্রী দেখে না, যাহার কাছে কিছু চাহিয়া কেহ ফিরে না, এমন লোক জগতে অল্পই আছে।

করত বতকহী অনুজ সন মন সিয়রূপ লুভান।
মুখ সরোজ মকরন্দ ছবি করই মধুপ ইব পান॥

রাম যখন লক্ষ্মণের সহিত কথা বলিতেছিলেন তখনও সীতার রূপের দিকে তাঁহার মন মুগ্ধ হইয়া যেন ভ্রমরের মত সীতার মুখ-পদ্মের মধু পান করিতেছিল।

২৬৫। চিতবতি চকিত চহূঁ দিসি সীতা।
কহঁ গয়ে নৃপকিসোর মন চিংতা॥
জহঁ বিলোকি মৃগ সাবক নয়নী।
জনু তহঁ বরিস কমল সিত শ্রেনী॥

সীতা ত্রস্ত হইয়া চারিদিকে দেখিতেছিলেন, যে রাজকুমার মন হরণ করিয়াছে, সে কোথায় গেল। সীতার হরিণশাবকের মত চক্ষু যে দিকে তাকাইতেছিল সেই দিকেই যেন শ্বেতপদ্মের বৃষ্টি পড়িতেছিল।

লতা ওট তব সখিন লখায়ে।
স্যামল গৌর কিসোর, সুহায়ে॥
দেখি রূপ লোচন ললচানে।
হরষে জনু নিজ নিধি পহিচানে॥

তখন সখীরা লতার দিকে দেখাইয়া দিল যে, শ্যামল ও গৌর সুন্দর কিশোর সেখানে রহিয়াছেন। নয়ন-মোহন রূপ দেখিয়া তাঁহার আনন্দ হইল, যেন চোখ তাহার নিজের ধন চিনিয়া লইয়াছে।

থকে নয়ন রঘুপতি ছবি দেখে।
পলকন্হিহূ পরিহরীঁ নিমেখে॥
অধিক সনেহ দেহ ভই ভোরী।
সরদসসিহি জনু চিতব চকোরী॥

রামচন্দ্রের মুখ দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখ স্তম্ভিত হইয়া গেল। অত্যন্ত প্রেমবশে পলক পড়িতেও যেন ভুল হইয়া যাইতেছিল। মনে হয় যেন চকোরী শরৎ কালের চন্দ্রকে দেখিতেছিল।

লোচনমগ রামহিঁ উর আনী।
দীন্হে পলককপাট সয়ানী॥
জব সিয় সখিন্হ প্রেমবস জানী।
কহি ন সকহিঁ কছু মন সকুচানী॥

চতুরা জানকী চোখের পলককপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। সখীরা যখন সীতাকে প্রেমের বশীভূত বলিয়া জানিল, তখন মনে মনে সঙ্কুচিত হইল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না।

লতাভবন তেঁ প্রগট ভয়ে তেহি অবসর দোউ ভাই।
নিকসে জনু জুগ বিমলবিধু জলদপটল বিলগাই॥

নিকসে—বাহির হইল। জুগ—যোড়া। বিলগাই—আলগা হইয়া॥ এই সময় লতাগৃহ হইতে দুই ভাই বাহির হইয়া পড়িলেন। মনে হইল যেন মেঘের আড়াল হইতে দুই নির্মল চাঁদ বাহির হইল।

২৬৬॥ সোভাসীবঁ সুভগ দোউ বীরা।
নীল পীত জলজাভ সরীরা॥
মোরপঙ্খ সির সোহত নীকে।
গুচ্ছা বিচ বিচ কুসুমকলী কে॥

সোভাসীঁব—শোভার সীমা। জলজাভ—পদ্মের মত॥ দুই সুন্দর বীর যেন শোভার সীমা। তাঁহাদের শরীর নীল ও হলুদ পদ্মের ন্যায়। মাথায় ময়ূরের পালক, আর তাহার মাঝে মাঝে ফুলের কুঁড়ির গোছা শোভা পাইতেছে।

ভাল তিলক শ্রম বিন্দু সুহায়ে।
শ্রবন সুভগ ভূষন ছবি ছায়ে॥
বিকট ভৃকুটি কচ ঘুঘরবারে।
নবসরোজ লোচন রতনারে॥

কপালে তিলক। তাহাতে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিতেছে। কানে সুন্দর কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। ভ্রূ দুইটি বাঁকা, চুল কোঁকড়ান, আর চোখ যেন পদ্মের মত সুন্দর।

চারু চিবুক নাসিকা কপোলা।
হাসবিলাস লেত মনু মোলা॥
মুখছবি কহি ন জাই মোহি পাহীঁ।
জো বিলোকি বহু কাম লজাহীঁ॥

চিবুক, গাল ও নাক দেখিতে সুন্দর, আর হাসি এমন যে তাহাতেই মন যেন কিনিয়া লয়। মুখের শোভায় অনেক কামদেব লজ্জা পায়। আমি সে শোভার কথা কি আর বলিব?

উর মনিমাল কম্বুকল গ্রীবাঁ।
কাম কলভ কর ভুজ বলসীবাঁ॥
সুমনসমেত বামকর দোনা।
সাঁবর কুঅঁর সখী সুঠি লোনা॥

বুকে মণির মালা, কণ্ঠ দেখিতে শাঁখের মত সুন্দর, হাত বাচ্চা হাতীর শুঁড়ের মত সুন্দর ও বলশালী, বাম হাতে ফুলের তোড়া। হে সখী, শ্যামবর্ণ কুমারই অতি সুন্দর।

কেহরিকটি পট পীত ধর সুখমা সীল নিধান।
দেখি ভানু কুল ভূষনহি বিসরা সখিন্হ অপান॥

সিংহের মত স্কন্ধ, হলুদ কাপড় পরা, সৌন্দর্য ও শীলের আশ্রয় সূর্য-কুলের মণিকে দেখিয়া সখীরা আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল।

২৬৭॥ ধরি ধীরজ এক আলি সয়ানী
সীতা সন বোলী গহি পানী॥
বহুরি গৌরি কর ধ্যান করেহু।
ভূপকিসোর দেখি কিন লেহু॥

ধৈর্য ধরিয়া এক চতুর সখী সীতার হাত ধরিয়া বলিল—পরে না হয় গৌরীর ধ্যান করিও, কিন্তু এখন কেন রাজকুমারকে দেখিয়া লও না।

সকুচি সীয় তব নয়ন উঘারে।
সনমুখ দোউ রঘুসিংহ নিহারে॥
নখসিখ দেখি রাম কৈ সোভা।
সুমিরি পিতাপনু মনু অতি ছোভা॥

সঙ্কোচের সহিত সীতা চোখ খুলিলেন ও রঘুবংশের দুই সিংহকে দেখিতে পাইলেন। পা হইতে মাথা পর্যন্ত রামের সৌন্দর্য দেখিয়া ও পিতার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া সীতার মনে বড় দুঃখ হইল।

পরবস সখিন্হ লখী জব সীতা।
ভই গহরু সব কহহিঁ সভীতা॥
পুনি আউব এহি বিরিয়াঁ কালী।
অস কহি মন বিহঁসী এক আলী॥

আউব—আসিবে। বিরিয়াঁ—পাখী। আলী—সখী॥ সখীরা যখন দেখিল যে সীতা পরবশ হইয়া পড়িয়াছেন, তখন সকলে ভীত হইয়া বলিল—বড় বিলম্ব হইয়াছে। এক সখী বলিল—এই পাখী কাল আবার আসিবে। এই কথা বলিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল।

গূঢ় গিরা সুনি সিয় সকুচানী।
ভয়েউ বিলম্ব মাতুভয় মানী॥
ধরি বড়ি ধীর রাম উর আনে।
ফিরি আপনপৌ পিতুবস জানে॥

গূঢ় বাক্য শুনিয়া সীতা হাসিলেন। বিলম্ব হইয়া গেল বলিয়া মায়ের জন্য ভয় হইল। তাহার পর ধৈর্য ধরিয়া রামকে হৃদয়ে আনিয়া নিজের অদৃষ্ট পিতার হাতে ইহা ভাবিয়া ফিরিলেন।

দেখন মিস মৃগ বিহঁগ তরু ফিরই বহোরি বহোরি।
নিরখি নিরখি রঘুবীরছবি বাঢ়ই প্রীতি ন থোরি॥

পাখী, হরিণ এবং গাছ দেখার অছিলায় ফিরিয়া ফিরিয়া সীতা রামের শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রেম বাড়িতে লাগিল।

২৬৮॥ জানি কঠিন সিবচাপ বিসুরতি।
চলি রাখি উর স্যামলমূরতি॥
প্রভু জব জাত জানকী জানী।
সুখ সনেহ সোভা গুন খানী॥

শিবের ধনু ভাঙ্গা কঠিন জানিয়া, হৃদয়ে রামের শ্যামল মূর্তি রাখিয়া সীতা চলিলেন। প্রভু যখন জানিলেন, সুখ প্রেম ও শোভার ভাণ্ডার সীতা যাইতেছেন, তখন

পরম প্রেম ময় মৃদুমসি কীন্হী।
চারু চিত্ত ভীতী লিখি লীন্হী॥
গঈ ভবানীভবন বহোরী।
বন্দি চরন বোলী করজোরী॥

তিনি পরমপ্রেমের মৃদু কালি করিয়া নিজের সুন্দর চিত্তে লিখিয়া লইলেন। সীতা পুনরায় পার্বতী-মন্দিরে গেলেন এবং পার্বতীর চরণ বন্দনা করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন—

জয় জয় গিরি বর রাজ কিসোরী।
জয় মহেস মুখ চন্দ চকোরী॥
জয় গজ বদন ষড়ানন মাতা।
জগতজননি দামিনি দুতি গাতা॥

হে গিরিরাজকন্যা, তোমার জয় হউক। মহেশের মুখচন্দ্রের চকোরীস্বরূপা পার্বতী, তোমার জয় হউক। হে কার্তিক-গণেশ জননী, বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বলশরীর জগৎমাতা, তোমার জয় হউক।

নহিঁ তব আদি মধ্য অবসানা।
অমিতপ্রভাব বেদ নহিঁ জানা॥
ভব ভব বিভব পরাভব কারিনি।
বিশ্ববিমোহনি স্ব বস বিহারিনি॥

তোমার আদি, মধ্য ও শেষ নাই। তোমার অসীম প্রভাবের কথা বেদও সম্পূর্ণ জানিতে পারে নাই। সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি, নাশ তুমিই কর। তুমি বিশ্ব-সংসার মুগ্ধ করিয়া আছ। তুমি নিজের শক্তিতে বিরাজ কর।

পতিদেবতা সুতীয় মহঁ মাতু প্রথম তব রেখ।
মহিমা অমিত ন কহিঁ সকহিঁ সহস সারদা সেখ॥

পতিব্রতা স্ত্রীদের মধ্যে তুমিই প্রথম বলিয়া গণ্য। তোমার অসীম মহিমার কথা হাজার হাজার সরস্বতী ও শেষ নাগ বলিয়া শেষ করিতে পারে না।

২৬৯॥ সেবত তোহি সুলভ ফল চারী।
বরদায়িনি ত্রিপুরারি পিয়ারী॥
দেবি পূজি পদকমল তুম্হারে।
সুর নর মুনি সব হোহিঁ সুখারে॥

তোমার সেবা দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার ফলই সুলভ হয়। হে পার্বতী, তুমি বর দিয়া থাক। তুমি শিবের প্রিয়। হে দেবী, তোমার চরণকমল পূজা করিয়া সুর, নর ও মুনি সুখী হয়।

মোর মনোরথ জানহু নীকে।
বসহু সদা উরপুর সবহী কে॥
কীন্হেউঁ প্রগট ন কারন তেহী।
অস কহি চরন গহে বৈদেহী॥

আমার মনের ভাব যে কি তাহা তুমি ঠিক জান, কেন না তুমি সকলের হৃদয়েই সর্বদা বাস কর। আমি তোমার কাছে সেইজন্য সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম না। এই কথা বলিয়া বৈদেহী পার্বতীকে প্রণাম করিলেন।

বিনয় প্রেম বস ভঈ ভবানী।
খসী মাল মুরতি মুসুকানী॥
সাদর সিয় প্রসাদ সির ধরেউ।
বোলী গৌরি হরষু উর ভরেউ॥

পার্বতী সীতার এই মিনতিতে ও প্রেমে বশীভূত হইয়া পড়িলেন। মূর্তি মৃদু হাসিল, মূর্তির গলার মালা খসিয়া পড়িয়া গেল। সেই উপহার সাদরে তুলিয়া সীতা বুকে রাখিলেন। তখন গৌরী আনন্দিত হইয়া বলিলেন—

সুনু সিয় সত্য অসীস হমারী।
পূজিহি মনকামনা তুম্হারী॥
নারদবচন সদা সুচি সাচা।
সো বর মিলিহি জাহি মনু রাচা॥

সীতা, আমার আশীর্বাদ শোন। তোমার মনের কামনা পূর্ণ হইবে। নারদের বাক্য সর্বদাই সত্য হয়। যাঁহার প্রতি তোমার মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তুমি সেই বরই পাইবে।

ছন্দ—
মন জাহি রচেউ মিলিহি সো বর সহজ সুন্দর সাঁবরো।
করুনানিধান সুজান সীলসনেহ জানত রাবরো॥
এহি ভাঁতি গৌরি অসীস সুনি সিয়সহিত হিয় হরষিত অলী।
তুলসী ভবানিহি পূজি পুনি পুনি মুদিতমন মন্দির চলী॥

যাঁহার প্রতি তোমার মন লাগিয়াছে, সেই সহজ সুন্দর শ্যামল বর মিলিবে। করুণানিধান চতুর সদাচারী রাম তোমার প্রেমের কথা জানেন। এই প্রকার আশীর্বাদ শুনিয়া সখী সমেত সীতা আনন্দিত হইলেন। তুলসী বলে, সীতা বার বার ভবানীর পূজা করিয়া প্রসন্ন মনে ঘরে চলিলেন।

সোঃ—
জানি গৌরি অনকূল সিয় হিয় হরষ ন জাত কহি।
মঞ্জুল মঙ্গল মূল বাম অঙ্গ ফরকন লগে॥

গৌরী অনুকূল আছেন, এ কথা জানিয়া সীতার যে আনন্দ হইল তাহা বলিয়া উঠা যায় না। সুমঙ্গলের মূলস্বরূপ বাম অঙ্গ নাচিতে লাগিল।

২৭০॥ হৃদয় সরাহত সীয় লোনাঈ।
গুরুসমীপ গবনে দোউ ভাঈ॥
রাম কহা সব কৌসিক পাহীঁ।
সরল সুভাব ছুআ ছল নাহীঁ॥

লোনাঈ—সৌন্দর্য। গবনে—গমন করিল। ছুআছল—কপটতা॥ সীতার শোভার মনে মনে প্রশংসা করিতে করিতে দুই ভাই গুরুর নিকটে গেলেন। রাম সমস্ত কথা বিশ্বামিত্রের নিকট বলিলেন। তাঁহার স্বভাব সরল, তাহাতে কপটতা নাই।

সুমন পাই মুনি পূজা কীন্হী।
পুনি অসীস দুহুঁ ভাইন্হ দীন্হী॥
সুফল মনোরথ হোহিঁ তুম্হারে।
রাম লখন সুনি ভয়ে সুখারে॥

মুনি বিশ্বামিত্র ফুল লইয়া পূজা করিলেন ও দুই ভাইকে আশীর্বাদ করিলেন—তোমাদের মনের ইচ্ছা সফল হউক। আশীর্বাদ পাইয়া রাম লক্ষ্মণ সুখী হইলেন।

করি ভোজন মুনিবর বিজ্ঞানী।
লগে কহন কছু কথা পুরানী॥
বিগতদিবস গুরু আয়সু পাঈ।
সন্ধ্যা করন চলে দোউ ভাঈ॥

পরম জ্ঞানী মুনি ভোজন করিয়া কিছু পুরাণের কথা বলিলেন। দিন শেষ দেখিয়া গুরুর আজ্ঞা লইয়া দুই ভাই সন্ধ্যা বন্দনা করিতে চলিলেন।

প্রাচীদিসি সসি উয়েউ সুহাবা।
সিয় মুখ সরিস দেখি সুখ পাবা॥
বহুরি বিচার কীন্হ মন মাহীঁ।
সীয় বদন সম হিমকর নাহীঁ॥

উয়েউ—উদিত হইল। সুহাবা—সুন্দর। হিমকর—চাঁদ।

পূর্বদিকে সুন্দর চাঁদ উঠিল। উহা সীতার মুখের মত বলিয়া রাম সুখ পাইলেন। পুনরায় মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন, চাঁদ ত সীতার মুখের মত নয়।

জনম সিন্ধু পুনি বন্ধু বিষ দিন মলীন সকলঙ্ক।
সিয় মুখ সমতা পাব কিমি চন্দ বাপুরো রঙ্ক॥

চাঁদের জন্ম সমুদ্রে, আবার বিষ উহার ভাই। দিনের বেলায় মলিন থাকে, আবার কলঙ্কও রহিয়াছে। এই বেচারা চাঁদ সীতার মুখের সমান কি করিয়া হইবে?

২৭১॥ **ঘটই বঢ়ই বিরহিনি দুখ দাঈ।**
গ্রসই রাহু নিজ সন্ধিহি পাঈ॥
কোক সোক প্রদ পঙ্কজদ্রোহী।
অবগুন বহুত চন্দ্রমা তোহী॥

চাঁদ বাড়ে কমে ও বিরহিণীকে দুঃখ দেয়। সন্ধি অনুসারে রাহু ইহাকে গ্রাস করে। হে চাঁদ, তুমি চখার দুঃখদায়ক, পদ্মফুলের শত্রু। তোমার কত দোষ!

বৈদেহী মুখ পটতর দীন্হে।
হোই দোষ বড় অনুচিত কীন্হে॥
সিয় মুখ ছবি বিধুব্যাজ বখানী।
গুরু পহিঁ চলে নিসা বড়ি জানী॥

সীতার মুখের সমান বলিয়া তোমার তুলনা দেওয়া বড় অনুচিত, বড় দোষ হইবে। এইপ্রকার সীতার মুখের সৌন্দর্য ও চাঁদের কলঙ্ক ব্যাখ্যা করিয়া, রাত বেশী হইল জানিয়া রাম গুরুর নিকট চলিলেন।

করি মুনি চরন সরোজ প্রনামা।
আয়সু পাই কীন্হ বিশ্রামা॥
বিগতনিসা রঘুনায়ক জাগে।
বন্ধু বিলোকি কহন অস লাগে॥

মুনির পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন। রাত্রি শেষ হইলে রঘুপতি জাগিলেন ও ভাইকে দেখিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন—

উয়েউ অরুন অবলোকহু তাতা।
পঙ্কজ লোক কোক সুখ দাতা॥
বোলে লখন জোরি জুগ পানী।
প্রভু প্রভাব সুচক মৃদুবানী॥

হে প্রিয়, দেখ। পদ্ম চখা ও লোকের সুখদানকারী সূর্য উঠিতেছে। লক্ষ্মণ হাত জোড় করিয়া রামের প্রভাবসূচক মৃদুবাণী বলিলেন।

অরুন উদয় সকুচে কুমুদ উড়ু গন জোতি মলীন।
তিমি তুম্হার আগমন সুনি ভয়ে নৃপতি বলহীন॥

সকুচে—সঙ্কুচিত হয়। উড়ুগন—তারা॥ সূর্য উঠায় কুমুদ সঙ্কুচিত হয়, তারার জ্যোতি মলিন হয়। তেমনি তোমার আসার কথা শুনিয়া রাজারা বলহীন হইয়া পড়িয়াছেন।

২৭২॥ **নৃপ সব নখত করহিঁ উজিয়ারী।**
টারি ন সকহিঁ চাপতম ভারী॥
কমল কোক মধুকর খগনানা।
হরষে সকল নিসা অবসানা॥

[নক্ষত্রেরা উজ্জ্বল হইতে পারে, কিন্তু চাঁদের কাজ ত করিতে পারে না।] তেমনি রাজারা নক্ষত্রের মত নিজেরা উজ্জ্বল কিন্তু ধনুকরূপ ঘোর অন্ধকার দূর করিতে পারিবে না। যেমন রাত্রি প্রভাত হইলে পদ্ম, চখা, ভোমরা ও নানা পক্ষীর আনন্দ হয়,

ঐসেহি প্রভু সব ভগত তুম্হারে।
হোইহহিঁ টুটে ধনুষ সুখারে॥
উয়েউ ভানু বিনু শ্রম তম নাসা।
দুরে নখত জগ তেজু প্রকাসা॥

তেমনি, হে প্রভু, ধনুক ভাঙ্গিলে তোমার ভক্তগণ সুখী হইবে। যখন সূর্য উঠে তখন বিনাশ্রমেই অন্ধকার নাশ হয়ে, সূর্যের তেজ জগতে প্রকাশ হয়।

রবি নিজ উদয় ব্যাজ রঘুরায়া।
প্রভুপ্রতাপু সব নৃপন্হ দিখায়া॥
তব ভুজ বল মহিমা উদঘাটী।
প্রগটী ধনু বিঘটন পরিপাটী॥

হে রঘুপতি, সূর্য এই ছলে উঠিতেছেন যে, তুমি তোমার শক্তি সকল রাজাকে প্রকাশ করিয়া দেখাইবে ও ধনুকের বিরয় অঘটন ঘটাইয়া তিনি তোমার বাহুবলের মহিমা প্রকাশ করিয়া দেখাইবেন।

বন্ধুবচন সুনি প্রভু মুসুকানে।
হোই সুচি সহজ পুনীত নহানে॥
নিত্যক্রিয়া করি গুরু পহিঁ আয়ে।
চরনসরোজ সুভগ সির নায়ে॥

ভাইয়ের কথা শুনিয়া রাম মৃদু হাসিলেন। স্বভাবতঃই শুচি রাম স্নান করিয়া শুদ্ধ হইলেন, নিত্যকর্ম করিয়া গুরুর নিকট আসিয়া সুন্দর পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন।

সতানন্দ তব জনক বোলায়ে।
কৌসিক মুনি পহিঁ তুরত পঠায়ে॥
জনকবিনয় তিন্হ আনি সুনাঈ।
হরষে বোলি লিয়ে দোউ ভাঈ॥

এই সময় রাজা জনক শতানন্দকে ডাকিয়া বিশ্বামিত্র মুনির নিকট তাড়াতাড়ি পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া রাজা জনকের মিনতি শুনাইলেন। তখন বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হইয়া দুই ভাইকে ডাকিয়া আনিলেন।

সতানন্দপদ বন্দি প্রভু বৈঠে গুরু পহিঁ জাই।
চলহু তাত মুনি কহেউ তব পঠএউ জনক বোলাই॥

প্রভু শতানন্দের পদ বন্দনা করিয়া গুরুর নিকট গিয়া বসিলেন। মুনি বলিলেন—হে তাত, চল জনক ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

২৭৩॥ সীয়স্বয়ম্বর দেখিয় জাঈ।
ঈস কাহি ধোঁ দেই বড়াঈ॥
লষন কহা জসভাজন সোঈ।
নাথ কৃপা তব জা পর হোঈ॥

সীয়—সীতা। ধোঁ—দেখা যাক। জস—যশ॥ তোমরা সীতার স্বয়ম্বর দেখিতে যাও। দেখা যাক শিব কাহাকে সফলতা দেন। লক্ষ্মণ বলিল—প্রভু, আপনার কৃপা যাহার উপর সেই যশ পাইবে।

হরষে মুনি সব সুনি বরবানী।
দীন্হ অসীস সবহি সুখ মানী॥
পুনি মুনি বৃন্দ সমেত কৃপালা।
দেখন চলে ধনুষ মখ সালা॥

মুনিরা সকলে এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন ও সকলে সুখে আশীর্বাদ দিলেন। তখন মুনিদিগকে লইয়া রামচন্দ্র ধনুক-যজ্ঞশালা দেখিতে চলিলেন।

রঙ্গভূমি আয়ে দোউ ভাঈ।
অসি সুধি সব পুরবাসিন্হ পাঈ॥
চলে সকল গৃহকাজ বিসারী।
বাল জুবান জরঠ নর নারী॥

দুই ভাই যজ্ঞক্ষেত্র দেখিতে আসিয়াছেন, এই সংবাদ যখন পুরবাসীরা পাইল, তখন বালক, যুবা, বৃদ্ধ, নরনারী সকলে গৃহকাজ ভুলিয়া চলিল।

দেখী জনক ভীর ভই ভারী।
সুচি সেবক সব লিয়ে হঁকারী॥
তুরত সকল লোগন্হ পহিঁ জাহু।
আসন উচিত দেহু সব কাহু॥

সুচি—শুচি, শুদ্ধচরিত্র। হঁকারী—ডাকিয়া॥ জনক দেখিলেন, বড় ভিড় হইতেছে। তখন শুদ্ধচরিত্র সেবকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—শীঘ্র সকল লোকের কাছে যাও, সকলকে উপযুক্ত আসন দাও।

কহি মৃদুবচন বিনীত তিন্হ বৈঠারে নর নারী।
উত্তম মধ্যম নীচ লঘু নিজ নিজ থল অনুহারী॥

তাঁহারা বিনয়ের সহিত মৃদুবাক্য বলিয়া উত্তম, মধ্যম, নীচ ও লঘু বিচার করিয়া স্থান অনুসারে সকল নরনারীকে বসাইয়া দিলেন।

২৭৪॥ রাজকুঁঅর তেহি অবসর আয়ে।
মনহুঁ মনোহরতা তন ছায়ে॥
গুনসাগর নাগর বরবীরা।
সুন্দর স্যামল গৌর সরীরা॥

এই সময় রাজকুমারেরা আসিলেন। মনে হইল যেন তাঁহাদের শরীরে সৌন্দর্য ছাইয়া আছে। এই দুই শ্রেষ্ঠবীর গুণ-সাগর ও চতুর। তাঁহাদের দেহ সুন্দর, শ্যামল ও গৌর।

রাজসমাজ বিরাজত রূরে।
উড়ুগন মহঁ জনু জুগ বিধু পূরে॥
জিনহ কৈ রহী ভাবনা জৈসী।
প্রভুমূরতি তিনহ দেখী তৈসী॥

রাজাদের সভার ইঁহাদের এমনি সুন্দর দেখাইতেছিল যেন তাহাদের মধ্যে এক জোড়া চন্দ্র। যাহার যে প্রকার ভাবনা, প্রভুর মূর্তি সে তেমনি দেখিল।

দেখহিঁ ভূপ মহা রনধীরা।
মনহুঁ বীররস ধরে সরীরা॥
ডরে কুটিল নৃপ প্রভুহি নিহারী।
মনহুঁ ভয়ানক মূরতি ভারী॥

মহাযোদ্ধা রাজারা রামচন্দ্রকে দেখিলেন যেন বীররস শরীর ধরিয়া আসিয়াছে। কুটিল রাজারা রামকে দেখিয়া ভয় পাইল, যেন তাঁহার মূর্তি ভয়ানক।

রহে অসুর ছল ছোনিপ বেখা।
তিন্হ প্রভু প্রগট কালসম দেখা॥
পুরবাসিন্হ দেখে দোউ ভাঈ।
নরভূষন লোচন সুখ দাঈ॥

প্রগট—প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ॥ যে সকল অসুর ছল করিয়া রাজার বেশ ধরিয়াছিল তাহারা প্রভুকে সাক্ষাৎ যমের মত দেখিল। পুরবাসীরা দুই ভাইকে চোখের তৃপ্তিদায়ক মানুষের ভূষণস্বরূপ দেখিল।

নারি বিলোকহিঁ হরষি হিয় নিজ নিজ রুচি অনুরূপ।
জনু সোহত সৃঙ্গার ধরি মূরতি পরমঅনূপ॥

পুরলোকেরাও প্রসন্ন হইয়া নিজ নিজ রুচিমত রামকে দেখিতেছিল। তাহাদের মনে হইতেছিল যেন সুন্দর বেশ পরম অনুপম মূর্তি ধরিয়া শোভা পাইতেছিল।

২৭৫॥ **বিদুষন প্রভু বিরাটময় দীসা।**
বহু মুখ কর পগ লোচন সীসা॥
জনকজাতি অবলোকহিঁ কৈসে।
সজন সগে প্রিয় লাগহিঁ জৈসে॥

দীসা—দীখা, দেখিল। সীসা—মাথা। সগে—মিত্র॥ পণ্ডিতেরা প্রভু রামকে বিরাট পুরুষ আকারে দেখিলেন যেন তাঁহার অনেক মুখ, হাত, পা, চোখ ও মাথা রহিয়াছে। জনকের জ্ঞাতিদের নিকট রাম যেন তাহাদের মিত্র ও স্বজনের মত প্রিয় বলিয়া মনে হইল।

সহিত বিদেহ বিলোকহিঁ রানী।
সিসুসম প্রীতি ন জাই বখানী॥
জোগিন্‌হ পরম তত্ত্ব ময় ভাসা।
সান্ত সুদ্ধ সম সহজ প্রকাসা॥

রাণীরা জনকের সহিত রামকে দেখিতেছিলেন যেন একটি শিশু। তাঁহাদের প্রেমের কথা বলা যায় না। যোগীরা তাঁহাকে পরমতত্ত্বময় দেখিতেছিলেন, আর শুদ্ধমন সাধুরা তাঁহাকে স্বভাবতঃই প্রকাশক বা জ্ঞানময় বলিয়া দেখিতেছিলেন।

হরিভগতন দেখে দোউ ভ্রাতা।
ইষ্টদেব ইব সব সুখদাতা॥
রামহিঁ চিতব ভাব জেহি সীয়া।
সো সনেহু সুখ নহিঁ কথনীয়া॥

হরিভক্তেরা দুই ভাইকে সকলসুখদাতা ইষ্টদেবের মত দেখিলেন। যে ভাব হইতে সীতা রামকে দেখিতেছিলেন, সে প্রেম মুখে বলা যায় না।

উর অনুভবতি ন কহি সক সোউ।
কবন প্রকার কহই কবি কোউ॥
জেহি বিধি রহা জাহি জস ভাউ।
তেহি তস দেখেউ কোসলরাউ॥

সীতাও নিজে মনের অনুভব প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তবে কোন কবি আর কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে? যে ভাব যাহার মনে ছিল সে সেই ভাবেই রামচন্দ্রকে দেখিতেছিল।

রাজত রাজসমাজ মহঁ কোসল রাজ কিসোর।
সুন্দর স্যামল গৌর তনু বিস্ব বিলোচন চোর॥

রাজাদের সমাজে অযোধ্যার এই দুই রাজকুমারকে দেখাইতেছিল যেন শ্যামল ও গৌরবর্ণ দুই সুন্দর কিশোর বিশ্বের চোখ চুরি করিয়া লইয়াছেন। সমস্ত চোখই বাধ্য হইয়া তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া থাকে।

২৭৬॥ **সহজ মনোহর মূরতি দোউ।**
কোটি কাম উপমা লঘু সোউ॥
সরদ চন্দ নিন্দক মুখ নীকে।
নীরজনয়ন ভাবতে জী কে॥

এই দুই মূর্তি স্বভাবতঃই মনোহর। কোটি কামের সঙ্গে উপমা দিলেও তাহা খাটো হয়। তাঁহাদের মুখ যেন শরৎকালের চন্দ্রকেও নিন্দা করে, আর তাঁহাদের কমলচক্ষু প্রাণেরই প্রিয়।

চিতবনি চারু মার মদ হরনী।
ভাবত হৃদয় জাত নহিঁ বরনী॥
কলকপোল শ্রুতিকুণ্ডল লোলা।
চিবুক অধর সুন্দর মৃদুবোলা॥

তাঁহাদের দৃষ্টি কামদেবের দর্প চূর্ণ করার মত সুন্দর। তাহা হৃদয়ে ভালবাসিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। তাঁহাদের কপোল সুন্দর, কান কুণ্ডলশোভিত, চিবুক ও অধর সুন্দর, বাক্যও মৃদুমধুর।

কুমুদ বন্ধু কর নিন্দক হাঁসা।
ভৃকুটী বিকট মনোহর নাসা॥
ভাল বিসাল তিলক ঝলকাহীঁ।
কচ বিলোকি অলি অবলি লজাহীঁ॥

কুমুদবন্ধু—চাঁদ। ভৃকুটি—জ্রদুইটি। বিকট—বাঁকা॥ তাঁহাদের হাসি চাঁদের চাইতেও সুন্দর। বাঁকা ভুরু ও মনোহর নাসিকা। বিশাল কপাল, তাহাতে তিলক ঝক্ ঝক্ করিতেছে। চুল এত কালো যে কালো ভোমরাও লজ্জা পায়।

পীত চৌতনী সিরন্‌হ সুহাঈ।
কুসুমকলী বিচ বীচ বনাঈ॥
রেখা রুচির কম্বু কলগ্রীবাঁ।
জনু ত্রিভুবনসোভা কী সীবাঁ॥

চৌতনী—টুপি। সিরন্‌হ—শির দুইটিতে। কম্বু—শাঁখ। সীবাঁ—সীমা॥ তাঁহাদের মাথায় হলুদ টুপি, তাহার মাঝে মাঝে কুসুমকলি সাজান। সুন্দর গ্রীবা শঙ্খের মত, তাহাতে রেখা রহিয়াছে। এই সকল লইয়া যেন ত্রিভুবনের সৌন্দর্যের সীমা দেখা যাইতেছে।

কুঞ্জর মনি কণ্ঠাকলিত উরন্‌হ তুলসিকামাল।
বৃষভকন্ধ কেহরিঠবনি বলনিধি বাহু বিসাল॥

তাঁহাদের গলায় গজমতির সুন্দর কণ্ঠি আর বুকের উপর তুলসীর মালা, ষাঁড়ের মত কাঁধ, সিংহের মত চলন ও অসীম বলশালী বিশাল বাহু।

২৭৭॥ **কটি তুনীর পীত পট বাঁধে।**
কর সর ধনুষ বাম বর কাঁধে॥
পীত জগ্য উপবীত সোহায়ে।
নখসিখ মঞ্জু মহা ছবি ছায়ে॥

কোমরে বাণ রাখার তূণীর ও পরনে হলদে কাপড়, হাতে বাণ আর বাম কাঁধে ধনুক। (গলায়) হলুদ রঙের সুন্দর যজ্ঞোপবীত। পা হইতে শিখা পর্যন্ত সমস্ত দেহই শোভা ও সৌন্দর্যে ছাইয়া রহিয়াছে।

দেখি লোগ সব ভয়ে সুখারে।
একটক লোচন টরত ন টারে॥
হরষে জনকু দেখি দোউ ভাঈ।
মুনি পদ কমল গহে তব জাঈ॥

সকলে তাঁহাদিগকে দেখিয়া সুখী হইল। চোখ তাঁহাদের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, ফিরাইলেও ফিরিতে চাহে না। জনক আনন্দিত হইয়া দুই ভাইকে দেখিয়া পরে মুনির পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন।

করি বিনতী নিজকথা সুনাঈ।
রঙ্গ অবনি সব মুনিহি দেখাঈ॥
জহঁ জহঁ জাহিঁ কুঅঁর বর দোউ।
তহঁ তহঁ চকিত চিতব সব কোউ॥

বিনয়ের সহিত নিজের কথা বলিলেন ও যেস্থানে ধনুকযজ্ঞ হইবে, সে রঙ্গভূমি দেখাইলেন। দুই কুমার যেদিকেই যাইতেছিলেন, সেই স্থানেই আশ্চর্য হইয়া সকলে তাঁহাদিগকে দেখিতেছিল।

নিজ নিজ রুখ রামহিঁ সবু দেখা।
কোউ ন জান কছু মরমু বিসেখা॥
ভলি রচনা মুনি নৃপ সন কহেউ।
রাজা মুদিত মহাসুখ লহেউ॥

সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী রামকে দেখিল, কেহই ইহার মর্ম বিশেষ করিয়া জানিল না। বিশ্বামিত্র বলিলেন—যজ্ঞক্ষেত্রের গঠন পরিপাটি হইয়াছে। সে কথায় আনন্দিত হইয়া রাজা বড় সুখ পাইলেন।

সব মঞ্চন্‌হ তেঁ মঞ্চ এক সুন্দর বিসদ বিসাল।
মুনিসমেত দোউ বন্ধু তহঁ বৈঠারে মহিপাল॥

সকল মঞ্চ হইতে সুন্দর উজ্জ্বল ও বিশাল এক মঞ্চ ছিল। রাজা মুনি সহিত দুই ভাইকে সেখানে বসাইলেন।

২৭৮॥ প্রভুহি দেখি সব নৃপ হিয় হারে।
জনু রাকেস উদয় ভয়ে তারে॥
অস প্রতীতি সব কে মন মাহীঁ।
রাম চাপ তোরব সক নাহীঁ॥

রাকেস—পূর্ণচন্দ্র। তারে—তারা। সক—সন্দেহ॥

রামকে দেখিয়া সকল রাজারই হৃদয় দমিয়া গেল। চাঁদ উঠিলে তারাগণের যে অবস্থা হয় তাঁহাদেরও তাহাই হইল। সকলের মনেই এই বিশ্বাস হইল যে, রাম ধনুক ভাঙ্গিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিনু ভঞ্জেহু ভবধনুষ বিসালা।
মেলিহি সীয় রামউর মালা॥
অস বিচারি গবনহু ঘর ভাঈ।
জস প্রতাপ বল তেজ গবাঁঈ॥

ভাই, যদি ধনুক ভাঙ্গা না হয় তথাপি সীতা রামের গলায় জয়মালা দিবেন, এ কথা বুঝিয়া যশ, প্রতাপ, বল ও তেজ বিসর্জন দিয়া ঘরে চল।

বিহঁসে অপর ভূপ সুনি বানী।
জে অবিবেক অন্ধ অভিমানী॥
তোরেহু ধনুষ ব্যাহু অবগাহা।
বিনু তোরে কো কুঅরি বিয়াহা॥

কথা শুনিয়া অন্য রাজারা, যাহারা অজ্ঞান, অন্ধ ও অভিমানী তাহারা, হাসিল। বলিল—ধনুক ভাঙ্গিলেও বিবাহ করা কঠিন, না ভাঙ্গিয়া আবার কুমারীকে বিবাহ করিতে পাইবে কে?

এক বার কালহু কিন হোউ।
সিয়হিত সমর জিতব হম সোউ॥
যহ সুনি অপর ভূপ মুসুকানে।
ধরমসীল হরিভগত সয়ানে॥

যমও একবার আসুক না কেন, সীতার জন্য আমি তাহারও সহিত লড়িব এবং লড়িয়া জিতিব। ধার্মিক হরিভক্ত চতুর অন্য রাজারা এ কথা শুনিয়া হাসিল।

সীয় বিয়াহব রাম গরবু দূরি করি নৃপন্‌হ কো।
জীতি কো সক সংগ্রাম দসরথ কে রনবাঁকুরে॥

সক—পারে। রনবাঁকুরে—রণে বাঁকা বা অপটু॥

রাজাদের গর্ব দূর করিয়া রামই সীতাকে বিবাহ করিবেন। দশরথের পুত্র যুদ্ধে পটু, তাঁহাকে জিতিবে কে?

২৭৯॥ বৃথা মরহু জনি গাল বজাঈ।
মনমোদকনহি কি ভূখ বুতাঈ॥
সিখ হমার সুনি পরম পুনীতা।
জগদম্বা জানহু জিয় সীতা॥

ভূখ—ক্ষুধা। বুতাঈ—মিটান॥ বৃথা বড়াই করিয়া মরিও না, মনে মনে কলা খাইলে পেট ভরিবে না। আমাদের পরম পুণ্য কথা শোন, জানিও সীতা স্বয়ং জগদম্বা।

জগতপিতা রঘুপতিহি বিচারী।
ভরি লোচন ছবি লেহু নিহারী॥
সুন্দর সুখদ সকল গুন রাসী।
এ দোউ বন্ধু সম্ভু উর বাসী॥

রামকে জগতের পিতা বলিয়া জানিয়া, চোখ ভরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া লও। সুন্দর, সুখদায়ক ও সকলগুণময় এই দুই ভাই শিবের হৃদয়ে বাস করেন।

সুধাসমুদ্র সমীপ বিহাঈ।
মৃগজল নিরখি মরহু কত ধাঈ॥
করহু জাই জা কহঁ জোই ভাবা।
হম তৌ আজু জনমফল পাবা॥

বিহাঈ—ত্যাগ করিয়া। মৃগজল—মরীচিকা। কত—কেন॥ ভাই, সুধার সমুদ্র কাছে ফেলিয়া মরীচিকা দেখিয়া কেন দৌড়াইয়া মর। যাহার যাহা ভাল লাগে কর, আমি ত আজ জন্মফল লাভ করিলাম।

অস কহি ভলে ভূপ অনুরাগে।
রূপ অনুপ বিলোকন লাগে॥
দেখহিঁ সুর নভ চঢ়ে বিমানা।
বরষহিঁ সুমন করহিঁ কল গানা॥

এই কথা বলিয়া ভাল রাজারা প্রসন্ন হইয়া রামের অনুপম রূপ দেখিতে লাগিল। দেবতারা রথে চড়িয়া আকাশ হইতে দেখিতে লাগিল, পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল ও গান করিতে লাগিল।

জানি সুঅবসর সীয় তব পঠঈ জনক বোলাই।
চতুর সখী সুন্দর সকল সাদর চলীঁ লেবাই॥

পঠঈ—পাঠাইলেন। লিবাঈ—লইয়া॥ উপযুক্ত সময় জানিয়া রাজা জনক সীতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। চতুরা সুন্দরী সখীরা তাঁহাকে সাদরে লইয়া চলিল।

২৮০॥ **সিয়সোভা নহিঁ জাই বখানী।**
জগদম্বিকা রূপ গুন খানী॥
উপমা সকল মোহি লঘু লাগী।
প্রাকৃত নারি অঙ্গ অনুরাগী॥

জগতের মাতা রূপ ও গুণের আকর সীতার শোভা বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা যায় না। সকল উপমাই সংসারের সাধারণ স্ত্রীদিগের জন্য ব্যবহার হওয়ায় আমার কাছে সে সকলই খাটো লাগে।

সীয় বরনি তেহি উপমা দেঈ।
কুকবি কহাই অজস কো লেঈ॥
জৌঁ পটতরিয় তীয় মহঁ সীয়া।
জগ অস জুবতি কহাঁ কমনীয়া॥

সীতাকে বর্ণনা করিয়া, তাঁহার উপমা দিয়া কোন্ কবি কুকবি বলিয়া অপযশ লইবে? যদি সাধারণ স্ত্রীদের মধ্যে কাহারও সহিত সীতার উপমা দিতে হয়, তবে জগতে এমন সুন্দর যুবতী কোথায়?

গিরা মুখর তনুঅরধ ভবানী।
রতি অতি দুখিত অতনু পতি জানী।
বিষ বারুনী বন্ধু প্রিয় জেহী।
কহিয় রমাসম কিমি বৈদেহী॥

গিরা—সরস্বতী। অতনু পতি—স্বামী অনঙ্গ, দেহরহিত॥ সংসারের স্ত্রীর কথা ছাড়িয়া যদি দেবীদিগের কথা ধরা যায়, তাহা হইলেও সরস্বতী বাচাল, ভবানী অর্ধাঙ্গী এবং রতি তাহার স্বামীর দেহ নাই বলিয়া দুঃখী। আর লক্ষ্মীর বিষ ও মদ হইতেছে দুই প্রিয় ভাই, তাহার সহিতই বা সীতার তুলনা কেমন করিয়া হয়?

জৌঁ ছবি সুধা পয়ো নিধি হোঈ।
পরম রূপ ময় কচ্ছপ সোঈ॥
সোভা রজু মন্দর সিঙ্গারূ।
মথই পানিপঙ্কজ নিজ মারূ॥

[সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন। এখানে সৌন্দর্য সমুদ্রের মন্থন করিয়া যে শোভা-লক্ষ্মী উৎপন্ন হইতে পারেন, তাঁহার সহিত সীতার তুলনা দেওয়া হইতেছে।]

যদি অমৃতময় সৌন্দর্য সমুদ্র হয়, পরমরূপময় লাবণ্য কচ্ছপ হয়, শোভা রশি হয়, সাজসজ্জা মন্থন দণ্ড হয়, আর কামদেব যদি নিজ পদ্মহস্তে মন্থন করেন,

এহি বিধি উপজই লচ্ছি জব সুন্দরতা সুখ মূল।
তদপি সকোচসমেত কবি কহহিঁ সীয় সম তূল॥

তাহা হইলে যদি সৌন্দর্য ও সুখের মূল শোভা-লক্ষ্মী উৎপন্ন হন, তবুও তাঁহার সহিত সীতাকে সমান বলিতে কবির সঙ্কোচ হইবে।

২৮১॥ **চলীঁ সঙ্গ লই সখীঁ সয়ানী।**
গাবতি গীত মনোহর বানী॥
সোহ নবলতনু সুন্দর সারী।
জগতজননি অতুলিত ছবি ভারী॥

নবল—নতুন॥ চতুরা সখী তাঁকে সঙ্গে করিয়া মধুর স্বরে গীত গাহিতে গাহিতে আনিতেছিল। তাঁহার নবীন দেহে সুন্দর সাড়ী শোভা পাইতেছিল। সীতা জগৎ-জননী তাঁহার শোভার তুলনা নাই।

ভূষন সকল সুদেস সুহায়ে।
অঙ্গ অঙ্গ রচি সখিন্হ বনায়ে॥
রঙ্গভূমি জব সিয় পগু ধারী।
দেখি রূপ মোহে নর নারী॥

সীতার গায়ে যেখানে যাহা শোভা পায়, সেইপ্রকার অলঙ্কার সখীরা দিয়াছিল। রঙ্গভূমিতে যখন সীতা পা দিলেন, তখন তাঁহার রূপ দেখিয়া সকল নরনারী মোহিত হইল।

হরষি সুরন্হ দুন্দুভী বজাঈ।
বরষি প্রসূন অপছরা গাঈ॥
পানি সরোজ সোহ জয়মালা।
অবচট চিতয়ে সকল ভুআলা॥

সীতার প্রবেশ কালে আনন্দে দেবতারা নাগরা বাজাইলেন, পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, অপ্সরারা গাহিল। সীতার করকমলে জয়মালা। তিনি অন্যমনস্কভাবে সকল রাজার দিকে তাকাইলেন।

সীয় চকিত চিত রামহি চাহা।
ভয়ে মোহবস সব নরনাহা॥
মুনি সমীপ দেখে দোউ ভাঈ।
লগে ললকি লোচন নিধি পাঈ॥

লগে—লাগিয়া রহিল। ললকি—দৌড়াইয়া, ছুটিয়া। নিধি—ধন॥ যখন সীতা ত্রস্তচিত্তে রামের দিকে চাহিলেন, তখন সমস্ত রাজার মোহ উপস্থিত হইল। মুনির নিকট দুই ভাই বসিয়াছিলেন, সীতার চক্ষু নিজ রত্ন পাইয়া সেই দিকে ছুটিয়া লাগিয়া রহিল।

গুরু জন লাজ সমাজ বড় দেখি সীয় সকুচানি।
লাগি বিলোকন সখিন্হ তন রঘুবীরহি উর আনি॥

বড় সমাজ দেখিয়া গুরুজনের লজ্জায় সীতা সঙ্কুচিত হইলেন এবং রামকে হৃদয়ে আনিয়া চোখে সখীদের দেহ দেখিতে লাগিলেন।

২৮২॥ রামরূপু অরু সিয়ছবি দেখী।
নরনারিন্হ পরিহরী নিমেখী॥
সোচহিঁ সকল কহত সকুচাহীঁ।
বিধি সন বিনয় করহিঁ মন মাহীঁ॥

রামের রূপ ও সীতার শোভা নরনারী নিমেষশূন্য হইয়া দেখিতে লাগিল। সকলেই একটা কথা ভাবিতেছিল, কিন্তু বলিতে সঙ্কোচ হইতেছিল বলিয়া মনে মনে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছিল।

হরু বিধি বেগি জনকজড়তাঈ।
মতি হমারি অসি দেহি সুহাঈ।
বিনু বিচারি পন তজি নরনাহু।
সীয় রাম কর করই বিয়াহু॥

হে বিধাতা, জনকরাজার মোহ দূর কর, আর আমাদের মত সুবুদ্ধি তাঁহাকে দাও, যাহাতে বিনা বিচারে প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া রামের সহিত সীতার বিবাহ দেন।

জগ ভল কহিহি ভাব সব কাহু।
হঠ কীন্হে অন্তহু উর দাহু॥
এহি লালসা মগন সব লোগু।
বরু সাঁবরো জানকী জোগু॥

জগতের লোক ভাল বলিবে, সকলের ভালও লাগিবে। আর জিদ করিলে পরে হৃদয় দগ্ধ হইবে। সকল লোক এই লালসায় ডুবিয়া ছিল যে, শ্যামলবর্ণ রামই জানকীর যোগ্য বর।

তব বন্দীজন জনক বোলায়ে।
বিরদাবলী কহত চলি আয়ে॥
কহ নৃপ জাই কহহু পন মোরা।
চলে ভাট হিয় হরষ ন থোরা॥

বিরদাবলী—যশসমূহ। ন থোরা—অল্প নয়, খুব॥ রাজা জনক তখন বন্দীদিগকে ডাকিলেন, তাহারা যশোগান করিতে করিতে আসিতে লাগিল। রাজা বলিলেন—যাও, প্রতিজ্ঞার কথা গিয়া বল। ভাটগণ খুব আনন্দিত মনে চলিল।

বোলে বন্দী বচনবর সুনহু সকল মহিপাল।
পন বিদেহ কর কহহিঁ হম ভুজা উঠাই বিসাল॥

তখন ভাট মিষ্ট কথায় বলিল—হে রাজাগণ, শোন। আমি হাত উচ্চ করিয়া জনকরাজার প্রতিজ্ঞার কথা বলিতেছি।

২৮৩॥ নৃপ ভুজ বলু বিধু সিবধনু রাহু।
গরুঅ কঠোর বিদিত সব কাহু॥
রাবনু বানু মহাভট ভারে।
দেখি সরাসন গবহিঁ সিধারে॥

রাজাদের বাহুবল যদি চন্দ্র হয়, তবে এই শিবধনু তাহার রাহুর মত। উহা যে অত্যন্ত ভারি তাহা সকলেই জানে। মহাযোদ্ধা রাবণ ও বাণাসুর এই ধনুক দেখিয়াই ঘরে চলিয়া গিয়াছে।

সোই পুরারি কোদণ্ড কঠোরা।
রাজসমাজ আজু জেই তোরা॥
ত্রিভুবন জয় সমেত বৈদেহী।
বিনহিঁ বিচার বরই হঠি তেহী॥

সেই কঠোর শিবধনু এই রাজসমাজে আজ যিনি ভাঙ্গিতে পারিবেন, তাঁহার ত্রিভুবন জয় করা হইবে এবং বৈদেহী বিনা বিচারে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে বরণ করিবেন।

সুনি পন সকল ভূপ অভিলাষে।
ভট মানী অতিসয় মন মাষে॥
পরিকর বাঁধি উঠে অকুলাঈ।
চলে ইষ্টদেবন্হ সিরু নাঈ॥

ভট মানী—অভিমানী যোদ্ধা। মন মাষে—মনে ক্রোধ হইল॥ এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সমস্ত রাজাদের সীতাকে লাভ করিবার ইচ্ছা হইল। অভিমানী যোদ্ধা রাজাদের ক্রোধ হইল, তাহারা কোমর বাঁধিয়া আকুল হইয়া উঠিল ও ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া চলিল।

তমকি তাকি তকি সিবধনু ধরহীঁ।
উঠই ন কোটি ভাঁতি বল করহীঁ॥
জিন্হ কে কছু বিচার মন মাহীঁ।
চাপসমীপ মহীপ ন জাহীঁ॥

তমকি—রাগ দেখাইয়া বা অহঙ্কারের সহিত। তাকি তকি—লক্ষ্য করিয়া॥ অহঙ্কারের সহিত লক্ষ্য করিয়া শিবধনু ধরিল, কিন্তু নানাপ্রকারে জোর করিয়াও উঠাইতে পারিল না। যাহাদের কিছুও বুদ্ধি ছিল তাহারা ধনুকের নিকটেই গেল না।

তমকি ধরহিঁ ধনু মূঢ় নৃপ উঠই ন চলহিঁ লজাই।
মনহুঁ পাই ভট বাহু বল অধিক অধিক গরুআই॥

মূর্খ রাজারা অহঙ্কারে ধনু ধরিল কিন্তু উঠাইতে না পারিয়া লজ্জায় ফিরিয়া চলিল। মনে হইল যেন যোদ্ধাদের বাহুবল পাইয়া ধনুক আরো বেশী বেশী ভারি হইয়াছে।

২৮৪॥ ভূপ সহসদস একহিঁ বারা।
লগে উঠাবন টরই ন টারা॥
ডগই ন সম্ভুসরাসন কৈসে।
কামীবচন সতীমনু জৈসে॥

দশহাজার রাজা একে একে উঠাইতে গেল কিন্তু নড়াইতে পারিল না। কামীর কথা যেমন সতীর মন টলাইতে পারে না, শিবের ধনুককে রাজারা তেমনি টলাইতে পারিল না।

সব নৃপ ভয়ে জোগ উপহাসী।
জৈসে বিনু বিরাগ সংন্যাসী॥
কীরতি বিজয় বীরতা ভারী।
চলে চাপকর বরবস হারী॥

বৈরাগ্যশূন্য সন্ন্যাসী যেমন উপহাসের যোগ্য সমস্ত রাজারাও তেমনি উপহাসের যোগ্য হইল। কীর্তি, বিজয় ও বড় বীরত্ব—সর্বস্ব ধনুকের কাছে হারাইয়া তাহারা চলিয়া গেল।

শ্রীহত ভয়ে হারি হিয় রাজা।
বৈঠে নিজ নিজ জাই সমাজা॥
নৃপন্হ বিলোকি জনক অকুলানে।
বোলে বচন রোষ জনু সানে॥

হৃদয়ের সহিত হার মানিয়া রাজাদের মুখ শুকাইল, তাহারা নিজ নিজ সমাজে গিয়া বসিল। রাজাদিগকে দেখিয়া জনক ব্যাকুল হইলেন ও যেন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

দীপ দীপ কে ভূপতি নানা।
আয়ে সুনি হম জো পনু ঠানা॥
দেব দনুজ ধরি মনুজসরীরা।
বিপুলবীর আয়ে রনধীরা॥

ঠানা—রাখিয়াছি। মনুজ—মানুষ॥ আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা শুনিয়া দেশ দেশান্তর হইতে নানা রাজা আসিয়াছেন। রণধীর বিপুলবীর দেবতা দৈত্য মানুষের শরীর ধরিয়া আসিয়াছেন।

কুঅঁরি মনোহর বিজয় বড়ি কীরতি অতি কমনীয়।
পাবনিহার বিরঞ্চি জনু রচেউ ন ধনুদমনীয়॥

মনোহর কুমারী, বড় বিজয় ও রমণীয় কীর্তি, ধনুকে গুণ পরাইয়া এই সকল পাওয়ার যোগ্য কাহাকেও বিধাতা যেন সৃষ্টি করেন নাই বলিয়া মনে হয়।

২৮৫॥ কহহু কাহি যহ লাভু ন ভাবা।
কাহু ন শঙ্করচাপ চঢ়াবা॥
রহউ চঢ়াউব তোরব ভাঈ।
তিলু ভরি ভূমি ন সকে ছুড়াঈ॥

ঐ সকল লাভ করা কাহার না ভাল লাগে? কিন্তু কেহই শিবের ধনুকে গুণ চড়াইতে পারিল না। বন্ধুগণ, গুণ চড়ান বা ভাঙ্গা দূরে থাকুক, ধনু যেখানে পড়িয়া আছে সেখান হইতে এক তিলও কেহ নড়াইতে পারিল না।

অব জনি কোউ মাখনই ভট মানী।
বীরবিহীন মহী মৈঁ জানী॥
তজহু আস নিজ নিজ গৃহ জাহূ।
লিখা ন বিধি বৈদেহিবিবাহূ॥

এখন যেন কোনও অভিমানী যোদ্ধা অহঙ্কার না করেন। আমি জানিলাম পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছে। এখন আশা ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ ঘরে যান। বিধাতা বৈদেহীর বিবাহ লেখেন নাই।

সুকৃত জাই জৌঁ পনু পরিহরঊঁ।
কুঅঁরি কুআঁরি রহউ কা করঊঁ॥
জৌঁ জনতেউঁ বিনু ভট ভুবি ভাঈ।
তৌ পন করি হোতেউঁ ন হঁসাঈ॥

যদি প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করি, তবে সুকৃতি নষ্ট হইবে। কি করিব, কুমারী সীতা চিরকুমারীই থাকিয়া যাইবে। যদি জানিতাম পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছে, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি উপহাসের পাত্র হইতাম না।

জনকবচন সুনি সব নরনারী।
দেখি জানকিহি ভয়ে দুখারী॥
মাখে লখন কুটিল ভই ভৌহেঁ।
রদপট ফরকত নয়ন রিসৌহেঁ॥

মাখে—রাগ করে। ভৌহেঁ—ভ্রূ। রদপট—ওষ্ঠ, ফরকত—কাঁপা॥ জনকের কথা শুনিয়া সকল নরনারী জানকীর দিকে চাহিয়া দুঃখ বোধ করিল। লক্ষ্মণ ক্রোধ করিলেন। তাঁহার ভ্রূ কুঁচকিয়া গেল, ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, চোখ রাগে ভরিয়া গেল।

কহি ন সকত রঘুবীর ডর লগে বচন জনু বান।
নাই রাম পদ কমল সির বোলে গিরা প্রমান॥

রামের ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না, কিন্তু কথাগুলি কানে বাণের মত লাগিল। রামের পায়ে মাথা নত করিয়া উপযুক্ত বাক্য বলিলেন—

২৮৬॥ রঘুবংসিন্হ মহঁ জহঁ কোউ হোঈ।
তেহি সমাজ অস কহই ন কোঈ॥
কহী জনক জসি অনুচিত বানী।
বিদ্যমান রঘু কুল মনি জানী॥

রঘুকুলমণি রাম উপস্থিত আছেন জানিয়াও রাজা জনক যে অনুচিত বাক্য বলিলেন, তেমন কথা রঘুবংশীয়েরা যেখানে থাকে সেখানে কেহ বলে না।

সুনহু ভানু কুল পঙ্কজ ভানু।
কহউঁ সুভাব ন কছু অভিমানু॥
জৌ তুমহার অনুসাসন পাবউঁ।
কন্দুক ইব ব্রহ্মাণ্ড উঠাবউঁ॥

হে সূর্যবংশরূপ কমলের সূর্য, শোন, স্বাভাবিক ভাবেই বলিতেছি, অভিমান করিয়া নয়। যদি তোমার আজ্ঞা পাই তবে ব্রহ্মাণ্ডকে ভাঁটার মত উঠাইতে পারি।

কাঁচে ঘট জিমি ডারউঁ ফোরী।
সকউঁ মেরু মূলক ইব তোরী॥
তব প্রতাপমহিমা ভগবানা।
কা বাপুরো পিনাক পুরানা॥

কাচের ঘটের মত উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি, সুমেরু পর্বতকে মূলার মত ভাঙ্গিতে পারি। হে ভগবান, কোথায় তোমার প্রতাপ আর কোথায় এই বেচারা পুরান ধনুকটা?

নাথ জানি অস আয়সু হোউ।
কৌতুক করউঁ বিলোকিয় সোউ॥
কমলনাল জিমি চাপ চঢ়াবউঁ।
জোজন সত প্রমান লেই ধাবউঁ॥

হে নাথ, এই কথা জানিয়া আজ্ঞা দিন। আমি খেলা করি, আপনি দেখুন। পদ্মফুলের নালের মত বাঁকাইয়া ধনুকে গুণ চড়াইব, শত যোজন উহা লইয়া দৌড়াইব।

তোরউঁ ছত্রক দণ্ড জিমি তব প্রতাপ বল নাথ।
জৌঁ ন করউঁ প্রভু পদ সপথ কর ন ধরউঁ ধনু ভাথ॥

ছত্রদণ্ড—ব্যাঙের ছাতা॥ হে নাথ, আপনার শক্তির প্রভাবে ধনুককে ব্যাঙের ছাতায় ডাঁটার মত ভাঙ্গিয়া ফেলিব। যদি না পারি তবে আপনার পায়ে শপথ লইতেছি, আর কখনো ধনুকবাণ ও তূণীর হাতে লইব না।

২৮৭॥ লখন সকোপ বচন জব বোলে।
ডগমগানি মহি দিগ্ গজ ডোলে॥
সকল লোক সব ভূপ ডেরানে।
সিয়হিয় হরষু জনক সকুচানে॥

ক্রোধের সহিত লক্ষ্মণ যখন এই কথা বলিলেন, তখন দিগ্‌গজগণ দুলিতে লাগিল, পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। সকল লোক, সকল রাজা ভয় পাইলেন, সীতার হৃদয়ে আনন্দ হইল ও জনক সঙ্কোচ বোধ করিলেন।

গুরু রঘুপতি সব মুনি মন মাহীঁ।
মুদিত ভয়ে পুনি পুনি পুলকাহীঁ॥
সয়নহিঁ রঘুপতি লখন নিবারে।
প্রেমসমেত নিকট বৈঠারে॥

সয়নহিঁ—ইসারা করিয়া॥ গুরু, রঘুপতি ও সকল মুনির মনেই লক্ষ্মণের কথায় সন্তোষ উপস্থিত হইল। শরীরে বার বার রোমাঞ্চ হইল। রঘুপতি ইসারা করিয়া লক্ষ্মণকে বারণ করিলেন ও প্রেমের সহিত নিকটে বসাইলেন।

বিস্বামিত্র সময় সুভ জানী।
বোলে অতি সনেহ ময় বানী॥
উঠহু রাম ভঞ্জহু ভবচাপা।
মেটহু তাত জনক পরিতাপা॥

বিশ্বামিত্র শুভ সময় জানিয়া অতি স্নেহের সহিত মৃদু-বাক্যে বলিলেন—হে রাম, উঠ, শিবের ধনুক ভাঙ্গ, জনকের পরিতাপ মিটাও।

সুনি গুরুবচন চরন সির নাবা।
হরষু বিষাদু ন কছু উর আবা॥
ঠাঢ় ভয়ে উঠি সহজ সুভায়ে।
ঠবনি জুবা মৃগরাজ লজায়ে॥

রাম গুরুর বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে না হইল হর্ষ না হইল বিষাদ। সহজ স্বাভাবিকতায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহার চলনে যুবা সিংহও লজ্জা পায়।

উদিত উদয় গিরি মঞ্চ পর রঘুবর বালপতঙ্গ।
বিকসে সন্তসরোজ সব হরষে লোচন ভৃঙ্গ॥

রাম মঞ্চের উপর উঠিলেন, যেন উদয় গিরিতে বাল সূর্যদেব দেখা দিলেন। সূর্য উদয়ে কমলবনের ন্যায় সাধুরা প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সকলের লোচন-ভৃঙ্গও আনন্দিত হইল। (সকলে দেখিয়া সুখী হইল।)

২৮৮॥ নৃপন্হ কেরি আসা নিসি নাসী।
বচন নখত অবলী ন প্রকাসী॥
মানী মহিপ কুমুদ সকুচানে।
কপটী ভূপ উলূক লুকানে॥

নখত—নক্ষত্র। অবলী—সমূহ। উলূক—পেচক॥ রাজাদিগের আশারূপ রাত্রি নষ্ট হইল। তাঁহাদের বাক্য-

রূপ নক্ষত্রও লোপ পাইল, তাঁহাদের কথা ফুটিল না। রাত্রি গেলে কুমুদ যেমন সঙ্কুচিত হয়, অভিমানী রাজারাও তেমনি হইলেন। কপটী রাজারা পেঁচার মত লুকাইয়া গেল।

ভয়ে বিসোক কোক মুনি দেবা।
বরষহিঁ সুমন জনাবহিঁ সেবা॥
গুরুপদ বন্দি সহিত অনুরাগা।
রাম মুনিন্হ সন আয়সু মাঁগা॥

সূর্য উদয়ের চখা যেমন আনন্দিত হয়, মুনিগণ ও দেবতাগণ তেমনি আনন্দিত হইলেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সেবা জানাইলেন। অনুরাগের সহিত গুরুর পদ বন্দনা করিয়া রাম মুনিদিগের নিকট আজ্ঞা চাহিলেন।

সহজহি চলে সকল জগ স্বামী।
মত্ত মঞ্জু বর কুঞ্জর গামী॥
চলত রাম সব পুর নর নারী।
পুলক পূরি তন ভয়ে সুখারী॥

সকল জগতের স্বামী মত্ত হাতীর ন্যায় স্বাভাবিক গতিতে চলিতে লাগিলেন। রাম চলিতেছেন দেখিয়া পুরনারীর শরীরে পুলক দেখা দিল, তাহারা সুখী হইল।

বন্দি পিতর সব সুকৃত সঁভারে।
জৌঁ কছু পুন্য প্রভাব হমারে॥
তৌ সিবধনু মৃনাল কী নাঈঁ।
তোরহিঁ রামু গনেস গোসাঈঁ॥

তাহারা পিতা, দেবতা ও পুণ্যসমূহকে বন্দনা করিয়া বলিল—আমাদের যদি কিছু পুণ্যের বল থাকে, তবে, হে গণেশ, প্রভু রাম যেন মৃণালের মত শিব-ধনু ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

রামহিঁ প্রেম সমেত লখি সখিন্হ সমীপ বোলাই।
সীতামাতু সনেহবস বচন কহই বিলখাই॥

সীতার মাতা রামকে প্রেমের সহিত দেখিয়া সখীদিগকে ডাকিয়া স্নেহবশে দুঃখের সহিত বলিলেন—

২৮৯॥ সখি সব কৌতুক দেখনিহারে।
জেউ কহাবত হিতু হমারে॥
কোউ ন বুঝাই কহই নৃপ পাহীঁ।
এ বালক অস হঠ ভল নাহীঁ॥

সখী, যাহারা আমার হিতকারী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, তাহারা সকলেই তামাসা দেখিতেছে। কেহই রাজাকে এ কথা বুঝাইয়া বলিতেছে না যে, রাম বালক। এইপ্রকার জিদ করা (ধনুক ভাঙ্গিলে তবে কন্যা দিব) ভাল নয়।

রাবন বান ছুআ নহিঁ চাপা।
হারে সকল ভূপ করি দাপা॥
সো ধনু রাজ কুঅঁর কর দেহীঁ।
বালমরাল কি মন্দর লেহীঁ॥

রাবণ ও বাণ রাক্ষস এই ধনুক ছুঁইতেই পারে নাই, সকল রাজা দাপাদাপি করিয়া পরে হার মানিয়াছে। সেই ধনুক রাজকুমারকে দেওয়া হইতেছে। শিশুহাঁস কি মেরুপর্বত লঙ্ঘন করিতে পারে?

ভূপসয়ানপ সকল সিরানী।
সখি বিধিগতি কছু জাতি ন জানী॥
বোলী চতুর সখী মৃদু বানী।
তেজবন্ত লঘু গনিয় ন রানী॥

সয়ানপ—চতুরতা। সিরানী—চলিয়া গিয়াছে॥

রাজার সকল বুদ্ধি শেষ হইয়া গিয়াছে। হে সখী, বিধাতার গতি কিছু জানা যায় না। এক বুদ্ধিমতী সখী মৃদুবাক্যে বলিল—হে রাণী, তেজস্বীদিগকে ছোট মনে করিও না।

কহঁ কুম্ভজ কহঁ সিন্ধু অপারা।
সোখেউ সুজস সকল সংসারা॥
রবিমণ্ডল দেখত লঘু লাগা।
উদয় তাসু ত্রিভুবন তম ভাগা॥

কোথায় অগস্ত্য আর কোথায় অপার সমুদ্র, তবুও অগস্ত্য সমুদ্র শুষিয়া লইয়াছিলেন। সকল সংসার তাঁহার সুযশ গাহিতেছে। সূর্যমণ্ডল দেখিতে ছোট, কিন্তু সেই সূর্যের উদয়ে ত্রিভুবনের অন্ধকার দূর হয়।

মন্ত্র পরমলঘু জাসু বস বিধি হরি হর সুর সর্ব।
মহা মত্ত গজ রাজ কহঁ বস কর অঙ্কুস খর্ব॥

মন্ত্র খুবই ছোট কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সকল দেবতা তাহারই বশ। ছোট একটা অঙ্কুশ মহামত্ত হাতীকেও বশ করে।

২৯০॥ কামকুসুম ধনু সায়ক লীন্হে।
সকল ভুবন অপনে বস কীন্হে॥
দেবি তজিয় সংসয় অস জানী।
ভঞ্জব ধনুষু রাম সুনু রানী॥

কাম কেবল ফুলের ধনুক ও বাণ দ্বারাই সকল ভুবন নিজের বশে রাখিয়াছে। হে দেবী, আপনি এই সকল কথা মনে করিয়া সন্দেহ করিবেন না। আপনি শুনুন, রাম ধনুক ভাঙ্গিবেন।

সখীবচন সুনি ভই পরতীতী।
মিটা বিষাদু বঢ়ী অতিপ্রীতী॥
তব রামহিঁ বিলোকি বৈদেহী।
সভয় হৃদয় বিনবতি জেহি তেহী॥

সখীর বাক্য শুনিয়া রাণীর বিশ্বাস হইল। বিষাদ দূর হইল, অতিশয় প্রীতি বাড়িল। এই সময় সীতা রামকে

দেখিলেন। তিনি সভয়ে যে সে দেবতাকে মনে মনে মিনতি করিতে লাগিলেন।

মনহীঁ মন মনাব অকুলানী।
হোউ প্রসন্ন মহেস ভবানী॥
করহু সুফল আপন সেবকাঈ।
করি হিত হরহু চাপগরুআঈ॥

আকুল হইয়া মনে মনে বলিলেন—হে মহেশ, হে ভবানী, প্রসন্ন হও, তোমার সেবিকার ইচ্ছা পূর্ণ কর, অনুগ্রহ করিয়া ধনুক হাল্কা করিয়া দাও।

গননায়ক বরদায়ক দেবা।
আজু লগে কীন্হেউঁ তব সেবা॥
বার বার সুনি বিনতী মোরী।
করহু চাপগুরুতা অতি থোরী॥

হে বরদানকারী দেবতা গণেশ, আজ পর্যন্ত তোমার সেবা করিয়া আসিয়াছি। আমার কাতর মিনতি শুনিয়া ধনুকের ভার কমাইয়া দাও।

দেখি দেখি রঘু বীর তন সুর মনাব ধরি ধীর।
ভরে বিলোচন প্রেমজল পুলকাবলী সরীর॥

সীতা রামচন্দ্রের শরীর দেখিয়া দেখিয়া ধৈর্য ধরিয়া দেবতাদিগকে মানত করিতেছিলেন। তাঁহার চোখে প্রেমাশ্রু ভরিয়া উঠিয়াছিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইতেছিল।

২৯১॥ নীকে নিরখি নয়ন ভরি সোভা।
পিতুপনু সুমিরি বহুরি মন ছোভা॥
অহহ তাত দারুন হঠ ঠানী।
সমুঝত নহিঁ কছু লাভু ন হানী॥

হঠঠানী—জেদ করিয়া॥ তিনি চোখ ভরিয়া শোভা দেখিলেন বটে, কিন্তু পিতার প্রতিজ্ঞা মনে করিয়া আবার দুঃখ হইল। হে পিতা, তুমি জেদ করিয়া কি কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, লাভ ক্ষতি কিছুই বোঝ নাই।

সচিব সভয় সিখ দেই ন কোঈ।
বুধসমাজ বড় অনুচিত হোঈ॥
কহঁ ধনু কুলিসহু চাহি কঠোরা।
কহঁ স্যামল মৃদুগাত কিসোরা॥

মন্ত্রীও ভয়ে ভয়ে কিছু উপদেশ দিতেছেন না, আর পণ্ডিতেরাও বড় অন্যায় করিতেছেন। কোথায় বজ্রের অপেক্ষাও কঠিন ধনুক, আর কোথায় শ্যামল-কোমল-শরীর কিশোর রামচন্দ্র।

বিধি কেহি ভাঁতি ধরউঁ উর ধীরা।
সিরিস সুমন কন বেধিয় হীরা॥
সকল সভা কৈ মতি ভই ভোরী।
অব মোহি সম্ভু চাপ গতি তোরী॥

হে বিধাতা, কি করিয়া ধৈর্য রাখি, শিরীষ ফুলের কণা কি করিয়া হীরা বিঁধিতে পারে? সভাশুদ্ধ সকলেরই বুদ্ধির ভুল হইয়া গিয়াছে। হে হরধনু, এখন তুমিই আমার গতি।

নিজ জড়তা লোগন্হ পর ডারী।
হোহু হরুঅ রঘুপতিহি নিহারী॥
অতি পরিতাপ সীয়মন মাহীঁ।
লবনিমেষ জুগসয় সম জাহীঁ॥

ডারী—ফেলিয়া, ছড়াইয়া। হোহু হরুঅ—হাল্কা হও॥ নিজের জড়তা সকল লোকের উপর ছড়াইয়া দিয়া রামকে দেখিয়া তুমি হাল্কা হও। সীতার মনে অতিশয় পরিতাপ, তাঁহার নিকট নিমেষও যুগের মত কাটিতেছিল।

প্রভুহি চিতই পুনি চিতই মহি রাজত লোচন লোল।
খেলত মনসিজ মীন জুগ জনু বিধুমণ্ডল ডোল॥

সীতা চঞ্চল চক্ষুতে একবার প্রভুর দিকে, একবার মাটির দিকে দেখিতেছিলেন। মনে হইল যেন চন্দ্রমণ্ডলের তলে দুইটী কামরূপ মাছ খেলিতেছে।

২৯২॥ গিরাঅলিনি মুখপঙ্কজ রোকী।
প্রগট ন লাজনিসা অবলোকী॥
লোচনজলু রহ লোচনকোনা।
জৈসে পরম কৃপন কর সোনা॥

রাত হইলে পদ্মফুলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসার পূর্বেই পদ্ম বন্ধ হওয়ায় মৌমাছি যেমন পদ্মের ভিতর বন্ধ হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, তেমনি লজ্জারূপ রাত্রি আসায় সীতার মুখপদ্ম বন্ধ হইয়া গেল, মুখের ভিতর হইতে বাক্যরূপ মৌমাছি আর বাহির হইতে পারিল না। কৃপণের সোনা যেমন কৃপণের হাতছাড়া হইতে চায় না, তেমনি চোখের জল চোখের কোনেই রহিয়া গেল।

সকুচী ব্যাকুলতা বড়ি জানী।
ধরি ধীরজ প্রতীতি উর আনী॥
তন মন বচন মোর পনু সাচা।
রঘু পতি পদ সরোজ চিতু রাচা॥

নিজের ব্যাকুলতাতে নিজেই সঙ্কোচ বোধ করিলেন, ধৈর্য ধরিয়া এই বিশ্বাস হৃদয়ে আনিলেন যে, যদি আমার মন, দেহ ও বাক্য খাটি হয় ও আমার মন রঘুপতির পদকমলে পড়িয়া থাকে,

তৌ ভগবান সকল উর বাসী।
করিহহিঁ মোহি রঘুবর কৈ দাসী॥
জেহি কে জেহি পর সত্য সনেহু।
সো তেহি মিলই ন কছু সন্দেহু॥

তবে সকলের হৃদয়বাসী ভগবান আমাকে রঘুপতির দাসী করিবেন। যাহার উপর যাহার সত্য প্রেম আছে তাহার সহিত তাহার মিল হইবে, সন্দেহ নাই।

প্রভুতন চিতই প্রেমপন ঠানা।
কৃপানিধান রাম সব জানা॥
সিয়হি বিলোকি তকেউ ধনু কৈসে।
চিতৰ গরুড় লঘু ব্যালহি জৈসে॥

প্রভুর দিকে দেখিয়া সীতা যে প্রেম প্রতিজ্ঞা করিলেন, কৃপানিধি রাম সে সকল জানিলেন। সীতাকে দেখিয়া যেমন করিয়া গরুড় ছোট সাপের দিকে তাকায়, তিনি ধনুকের দিকে তেমনি করিয়া তাকাইলেন।

লষন লখেউ রঘু বংশ মনি তাকেউ হরকোদণ্ড।
পুলকি গাত বোলে বচন চরন চাঁপি ব্রহ্মণ্ড॥

লক্ষ্মণ দেখিতে পাইল যে, রাম ধনুকের দিকে তাকাইয়াছেন তখন তিনি পা দিয়া ব্রহ্মাণ্ড চাপিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া বলিল—

২৯৩॥ দিসিকুঞ্জরহু কমঠ অহি কোলা।
ধরহু ধরনি ধরি ধীর ন ডোলা॥
রাম চহহিঁ শঙ্করধনু তোরা।
হোহু সজগ সুনি আয়সু মোরা॥

দিগ্‌গজগণ, কচ্ছপ, শেষনাগ ও বরাহ পৃথিবীকে ধীরে ধরিয়া রাখ, দোলাইও না। রাম শঙ্করধনু ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন, আমার আজ্ঞা শুনিয়া সজাগ হও।

চাপসমীপ রাম জব আয়ে।
নরনারিন্হ সুর সুকৃত মনায়ে॥
সব কর সংসয় অরু অজ্ঞানু।
মন্দমহীপন্হ কর অভিমানু॥

রাম যখন ধনুকের নিকট আসিলেন, তখন নরনারী ও দেবতারা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিলেন। সকলের সন্দেহ ও অজ্ঞান, মন্দ রাজাদের অভিমান,

ভৃগুপতি কেরি গরবগরুআঈ
সুর মুনি বরন্হ কেরি কদরাঈ॥
সিয় কর সোচ জনকপছিতাৰা।
রানিন্হ কর দারুন দুখ দাৰা॥

পরশুরামের বড় গর্ব, সুর ও মুনিদিগের ভীরুতা, সীতার দুঃখ, জনকের অনুতাপ ও রাণীদিগের দারুণ দুঃখের জ্বালা,

সম্ভুচাপ বড় বোহিত পাঈ।
চঢ়ে জাই সব সঙ্গু বনাঈ॥
রাম বাহু বল সিন্ধু অপারু।
চহত পার নহিঁ কোউ কনহারু॥

এই সকলে মিলিয়া হরধনুকে বড় নৌকা করিয়া নিয়া সকলে চড়িল। রামের বাহুবল অপার সমুদ্র, তাহাই উহার পার হইতে চায় কিন্তু কোনও মাঝি নাই।

রাম বিলোকে লোগ সব চিত্র লিখে সে দেখি।
চিতঈ সীয় কৃপায়তন জানী বিকল বিসেখি॥

রাম সকল লোকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যেন তাহার চিত্রিত ছবির মত দাঁড়াইয়া আছে। কৃপানিধি সীতার দিকে যখন তাকাইলেন, তখন সীতাকে বিশেষ বিকল দেখিলেন।

২৯৪॥ দেখা বিপুল বিকল বৈদেহী।
নিমিষ বিহাত কলপসম তেহী॥
তৃষিত বারি বিনু জো তনু ত্যাগা।
মুয়ে করই কা সুধাতড়াগা॥

তিনি যখন দেখিলেন যে সীতা অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার নিমেষকালও যেন এক কল্প বলিয়া মনে হইতেছিল। সীতার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, যে ব্যক্তি পিপাসায় মরিয়া গিয়াছে তাহার মৃতদেহের নিকট অমৃতের পুষ্করিণীই বা কোন্ কাজে আসে?

কা বরষা জব কৃষী সুখানে।
সময় চুকে পুনি কা পছতানে॥
অস জিয় জানি জানকী দেখী।
প্রভু পুলকে লখি প্রীতি বিসেখী॥

যদি ক্ষেতই শুকাইয়া গেল, তবে বর্ষা হইলে আর কোন্ লাভ? সময় যদি চলিয়া গেল, তবে অনুতাপে আর কি ফল? এই কথা ভাবিয়া প্রভু সীতাকে দেখিলেন ও তাঁহার পরম প্রীতির কথা জানিয়া আনন্দিত হইলেন।

গুরুহিঁ প্রনাম মনহিঁ মন কীন্হা।
অতিলাঘব উঠাই ধনু লীনহা॥
দমকেউ দামিনি জিমি জব লয়উ।
পুনি ধনু নভ মণ্ডল সম ভয়উ॥

মনে মনে গুরুকে প্রণাম করিয়া হাল্কা ভাবে ধনু তুলিয়া লইলেন। বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিতে যেমন মুহূর্ত মাত্র লাগে, ধনু তেমনি দ্রুতই রাম উঠাইলেন। তার পর ধনুকখানা আকাশের মত গোলাকার হইল।

লেত চঢ়াবত খৈঁচত গাঢ়ে।
কাহু ন লখা দেখ সব ঠাঢ়ে॥
তেহি ছন রাম মধ্য ধনু তোরা।
ভরেউ ভুবন ধুনি ঘোর কঠোরা॥

যদিও সকলেই লক্ষ করিয়াছিল, তবুও কখন যে রাম ধনু উঠাইলেন, খুব টানিয়া গুণ চড়াইলেন তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। সেই সময়েই ধনুকের মধ্য ভাগ রাম

ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সে ঘোর ও কঠোর শব্দে পৃথিবী ভরিয়া উঠিল।

ছন্দ—ভরে ভুবন ঘোর কঠোর রব রবিবাজি তজি মারগু চলে।
চিক্করহিঁ দিগ্‌গজ ডোল মহি অহি কোল কূরম কলমলে॥
সুর অসুর মুনি কর কান দীন্হে সকল বিকল বিচারহীঁ।
কোদণ্ড খণ্ডেউ রাম তুলসী জয়তি বচন উচারহীঁ॥

সকল ভুবনে ঘোর কঠোর শব্দ হইল। সে শব্দে চম্‌কাইয়া সূর্যের ঘোড়াগুলি পথ ছাড়িয়া চলিল, দিগ্‌গজগণ চীৎকার করিতে লাগিল, পৃথিবী দুলিতে লাগিল, শেষনাগ বরাহ ও কচ্ছপ কলরব করিয়া উঠিল। সুর, অসুর ও মুনিরা সে শব্দে কানে হাত দিলেন। সকলে বিকল হইয়া কি হইল ভাবিতে লাগিলেন। রাম ধনুক ভাঙ্গিয়াছেন। তুলসী জয় বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, বলিতেছে—জয় রামচন্দ্রের জয়।

সোঃ—
শঙ্করচাপ জহাজ সাগর রঘুবর বাহু বল।
বুড় সো সকল সমাজ চঢ়ে জো প্রথমহিঁ মোহবস॥

হরধনু জাহাজ, আর রামের বাহুবল হইতেছে সাগর। জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেল, বাহুবল সাগরে ডুবিয়া গেল। যাঁহারা প্রথম হইতে ঐ জাহাজে মোহবশে চড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সমাজ সহিত ডুবিলেন। যাঁহারা হরধনু ভাঙ্গিবেন বলিয়া নিজেরা আশা করিতেছিলেন, তাঁহাদের আশা ডুবিল।

২৯৫॥ প্রভু দোউ চাপখণ্ড মহি ডারে।
দেখি লোগ সব ভয়ে সুখারে॥
কৌসিক রূপ পয়োনিধি পাবন।
প্রেমবারি অবগাহ সুহাবন॥

প্রভু ধনুকের দুইখণ্ড মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া লোকে সুখী হইল। বিশ্বামিত্র যেন পবিত্র সমুদ্র আর তাঁহার ভালবাসা হইতেছে উহার গভীর জল।

রাম রূপ রাকেস নিহারী।
বঢ়ত বীচি পুলকাবলি ভারী॥
বাজে নভ গহগহে নিসানা।
দেববধূ নাচহিঁ করি গানা॥

বিশ্বামিত্রের প্রেমসাগর রামরূপ পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া উথলিয়া উঠিল। উহা শরীরে রোমাঞ্চের আকারে দেখা দিল। আকাশে নাগরা দমদম বাজিতে লাগিল, দেববধূরা নাচিয়া নাচিয়া গান করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মাদিক সুর সিদ্ধ মুনীসা।
প্রভুহিঁ প্রসংসহিঁ দেহিঁ অসীসা॥
বরষহিঁ সুমন রঙ্গ বহু মালা।
গাবহিঁ কিন্নর গীত রসালা॥

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, সিদ্ধ ও মুনীশ্বরগণ রামের প্রশংসা করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। নানা রঙের ফুল ও অনেক মালা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্নরগণ মধুর গীত গাহিতে লাগিল।

রহী ভুবন ভরি জয় জয় বানী।
ধনুষ ভঙ্গ ধুনি জাত ন জানী॥
মুদিত কহহিঁ জহঁ তহঁ নর নারী।
ভঞ্জেউ রাম সম্ভুধনু ভারী॥

ধনুক ভাঙ্গার যে শব্দ হইয়াছিল, তাহা যেন ডুবিয়া গেল। ভুবনময় যে (জয় জয়) রব উঠিয়াছিল তাহা শুনিয়াই আনন্দে যেখানে সেখানে নরনারীরা বলিতে লাগিল—রাম গুরুভার হরধনু ভাঙিয়াছেন।

বন্দী মাগধ সুতগন বিরদ বদহিঁ মতিধীর।
করহিঁ নিছাবরি লোগ সব হয় গয় মনি ধন চীর॥

ধীরমতি বন্দী, মাগধ ও ভাটেরা যশোগান করিতে লাগিল। সকল লোকে হাতীঘোড়া, ধন, মণি ও বস্ত্র দান করিতে লাগিল।

২৯৬॥ ঝাঁঝি মৃদঙ্গ সঙ্খ সহনাঈ।
ভেরি ঢোল দুন্দুভী সুহাঈ॥
বাজহিঁ বহু বাজনে সুহায়ে।
জহঁ তহঁ জুবতিন্হ মঙ্গল গায়ে॥

ঝাঁঝ, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, সানাই, ভেরী, ঢোল, নাগরা ইত্যাদি অনেক সুন্দর বাজনা বাজিতে লাগিল। যুবতীরা যেখানে সেখানে মঙ্গল গান গাহিতে লাগিল।

সখিন্হ সহিত হরষীঁ সব রানী।
সুখত ধান্ন পরা জনু পানী॥
জনক লহেউ সুখ সোচ বিহাঈ।
পৈরত থকে থাহ জনু পাঈ॥

যে ধান (জল অভাবে) শুকাইয়া যাইতেছিল, তাহাতে জল পড়িলে যেমন হয়, রাণীরা সখিদের সহিত তেমনি সুখী হইলেন। জনক রাজা শোক দূর করিয়া সুখ পাইলেন। জলে সাঁতরাইতে সাঁতরাইতে যে শ্রান্ত হইয়াছে সে যদি থৈ পায়, তবে তাহার যে অবস্থা হয় সকলের তাহাই হইল।

শ্রীহত ভয়ে ভূপ ধনু টুটে।
জৈসে দিবস দীপ ছবি ছূটে॥
সীয়সুখহি বরনিয় কেহি ভাঁতী।
জনু চাতকী পাই জলু স্বাতী॥

ধনুক ভাঙাতে রাজারা মলিন হইলেন। দিনের বেলায় যেমন প্রদীপের সৌন্দর্য চলিয়া যায়, তাহাদের তেমনি হইল। সীতার সুখের কথা আর কি বর্ণনা করা যাইবে? স্বাতী নক্ষত্রে চাতকী জল পাইলে তাহার যে অবস্থা হয়, সীতার অবস্থা তেমনি হইল।

রামহি লখহু বিলোকত কৈসে।
সসিহি চকোরকিসোরকু জৈসে॥
সতানন্দ তব আয়সু দীন্হা।
সীতা গমন রাম পহিঁ কীন্হা॥

লক্ষ্মণ এমনভাবে রামের দিকে দেখিতেছিলেন, যেন চকোর কিশোর চাঁদের দিকে দেখিতেছে। তখন শতানন্দ আজ্ঞা দিলে সীতা রামের নিকট গমন করিলেন।

সঙ্গ সখী সুন্দর চতুর গাবহিঁ মঙ্গলচার।
গবানী বাল মরাল গতি সুখমা অঙ্গ অপার॥

তাঁহার সহিত সুন্দর চতুর সখীরা ছিল, তাহারা মঙ্গলগান গাহিতেছিল। তাঁহার গমনের গতি ছিল বাল মরালের মত, তাঁহার অঙ্গে অপার সুষমা ছিল।

২৯৭॥ সখিন্হ মধ্য সিয় সোহতি কৈসী।
ছবি গন মধ্য মহা ছবি জৈসী॥
করসরোজ জয়মাল সুহাঈ।
বিশ্ব বিজয় সোভা জনু ছাঈ॥

সুন্দরের মধ্যে মহাসুন্দর যেমন শোভা পায়, সখীদের মধ্যে সীতা তেমনি শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার করপদ্মে সুন্দর জয়মালা ছিল। বিশ্ববিজয় করার সৌন্দর্য যেন তাঁহাকে ছাইয়াছিল।

তন সকোচ মন পরমউছাহু।
গূঢ়প্রেম লখি পরই ন কাহু॥
জাই সমীপ রামছবি দেখী।
রহি জনু কুঁঅরি চিত্রঅবরেখী॥

দেহে ছিল সঙ্কোচ আর মনে পরম উৎসাহ। সীতার গোপন প্রেম কেহ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। সীতা নিকটে গিয়া রামের শোভা দেখিয়া, তিনি যেন চিত্রে আঁকা রহিয়াছেন এমনিভাবে স্থির হইয়া রহিলেন।

চতুর সখি লখি কহা বুঝাঈ।
পহিরাবহু জয়মাল সুহাঈ॥
সুনত জুগল কর মাল উঠাঈ।
প্রেমবিবস পহিরাই ন জাঈ॥

চতুর সখী সীতার অবস্থা দেখিয়া বুঝাইয়া বলিল—সুন্দর জয়মালাখানি পরাইয়া দাও। তাহা শুনিয়া দুই হাতে মালা তুলিলেন, কিন্তু প্রেমে বিহ্বল বলিয়া পরাইতে পারিলেন না।

সোহত জনু জুগজলজ সনালা।
সসিহি সভীত দেত জয়মালা॥
গাবহিঁ ছবি অবলোকি সহেলী।
সিয় জয়মাল রামউর মেলী॥

সীতা হাতে মালা উঠাইয়া ধরিয়াছেন। যেন নাল সহিত দুইটি পদ্ম চন্দ্রকে ভয়ে ভয়ে জয়মালা দিতেছে এইরূপ শোভা হইল। সখীরা এই শোভা দেখিয়া গাহিতে লাগিল। সীতা রামের গলায় জয়মালা দিলেন।

রঘুবরউর জয়মাল দেখি দেব বরষহিঁ সুমন।
সকুচে সকল ভুআল জনু বিলোকি রবি কুমুদগন॥

রামের বুকে জয়মালা দেখিয়া দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। রাজারা সকলেই সঙ্কোচ বোধ করিলেন। সূর্য উঠিলে কুমুদগণের যে অবস্থা হয়, তাঁহাদের সেই অবস্থা হইল।

২৯৮॥ পুর অরু ব্যোম বাজনে বাজে।
খল ভয়ে মলিন সাধু সব রাজে॥
সুর কিন্নর নর নাগ মুনিসা।
জয় জয় জয় কহি দেহিঁ অসীসা॥

নগরে ও আকাশে বাদ্য বাজিতে লাগিল। দুষ্টেরা মলিন হইল, সাধুরা সন্তুষ্ট হইল। দেবতা, কিন্নর, নর, নাগ ও মুনিরা সকলে জয়জয় বলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

নাচহিঁ গাবহিঁ বিবুধবধূটী।
বার বার কুসুমাবলি ছুটী॥
জহঁ তহঁ বিপ্র বেদধুনি করহীঁ।
বন্দী বিরদাবলি উচ্চরহীঁ॥

দেবতাদের স্ত্রীরা নাচিতে ও গাহিতে লাগিল। বার বার ফুল বর্ষণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা যেখানে সেখানে বেদ উচ্চারণ করিতে লাগিল। বন্দীরা যশোগান করিতে লাগিল।

মহি পাতাল নাক জসু ব্যাপা।
রাম বরী সিয় ভঞ্জেউ চাপা॥
করহিঁ আরতি পুর নর নারী।
দেহিঁ নিছাবরি বিত্ত বিসারী॥

নাক—আকাশ। বরী—বরণ করিয়াছেন॥ পৃথিবীতে, পাতালে, আকাশে যশ ছাইয়া গেল, রামচন্দ্র ধনুক ভাঙিয়া সীতাকে বিবাহ করিয়াছেন। পুরনরনারী আরতি করিতে লাগিল। নিজেদের কত ধন আছে, সে কথা ভুলিয়া উৎসর্গ করিতে লাগিল।

সোহতি সীয় রাম কৈ জোরী।
ছবি শৃঙ্গার মনহুঁ এক ঠোরী॥
সখী কহহিঁ প্রভুপদ গহু সীতা।
করত ন চরনপরস অতিভীতা॥

শোভা ও শৃঙ্গার একত্র মিলিলে যেরূপ হয়, রামের সহিত সীতার মিলন সেইরূপ দেখাইতেছিল। সখী বলিল—সীতা, রামকে প্রণাম কর। সীতা অতিভয়ে রামের চরণ স্পর্শ করিতে পারিতেছিলেন না।

গৌতম তিয় গতি সুরতি করি নহিঁ পরসতি পগ পানি।
মন বিহঁসে রঘু বংস মনি প্রীতি অলৌকিক জানি॥

সীতা যেন অহল্যার অবস্থা স্মরণ করিয়াই হাত দিয়া পা ছুঁইতেছিলেন না, ছুঁইলেই যদি ব্রহ্মলোকে যাইতে হয়। সীতার অসাধারণ প্রীতির কথা জানিয়া রাম মনে মনে হাসিলেন।

২৯৯॥ তব সিয় দেখি ভূপ অভিলাষে।
কুর কপূত মূঢ় মন মাষে॥
উঠি উঠি পহিরি সনাহ অভাগে।
জহঁ তহঁ গাল বজাবন লাগে॥

সনাহ—কবচ, বর্ম॥ রাজাদের সীতাকে দেখিয়া লোভ হইতেছিল। ক্রূর, কুপুত্র ও মূর্খরা মনে মনে রাগ করিতেছিল। অভাগা রাজারা বর্ম পড়িয়া যেখানে সেখানে আস্ফালন করিতেছিল।

লেহু ছঁড়াই সীয় কহ কোউ।
ধরি বাঁধহু নৃপবালক দোউ॥
তোরে ধনুষ চাঁড় নহিঁ সরঈ।
জীবত হমহিঁ কুআঁরি কো বরঈ॥

চাঁড়—সর্ত। সরঈ—পূরণ হওয়া॥ কেহ বলিল—সীতাকে ছিনাইয়া লও, রাজপুত্র দুইজনকে বাঁধিয়া ফেল। ধনুক ভাঙ্গাতেই সর্ত পূরণ হয় নাই। আমি বাঁচিয়া থাকিতে কুমারীকে কে বিবাহ করিতে পারে?

জৌঁ বিদেহ কছু করই সহাঈ।
জীতহু সমর সহিত দোউ ভাঈ॥
সাধুভূপ বোলে সুনি বানী।
রাজসমাজহিঁ লাজ লজানী॥

যদি জনক রাজা উহাদিগকে সাহায্য করে, তবে জনকের সহিতই দুই ভাইকে যুদ্ধে জিতিব। এই কথা শুনিয়া সাধু রাজারা বলিল—তুমি রাজা সম্প্রদায়ের লজ্জার কারণ।

বলু প্রতাপু বীরতা বড়াঈ।
নাক পিনাকহি সঙ্গ সিধাঈ॥
সোই সুরতা কি অব কহুঁ পাঈ।
অসি বুধি তৌ বিধি মুহ মসি লাঈ॥

তোমার বল, প্রতাপ, বীরত্ব, বড়াই ধনুকের সাথে সাথেই স্বর্গলাভ করিয়াছে। সে বীরত্ব এখন আর কোথায় পাইবে? বুদ্ধি এমন বলিয়াই বিধাতা তোমার মুখ কালো করিয়াছেন।

দেখহু রামহিঁ নয়ন ভরি তজি ইরষা মদ কোহু।
লষন রোষ পাবক প্রবল জানি সলভ জনি হোহু॥

এখন ঈর্ষা, অহঙ্কার ও মোহ ত্যাগ করিয়া নয়ন ভরিয়া রামকে দেখ। লক্ষ্মণের ক্রোধ প্রবল আগুনের ন্যায়, উহাতে পতঙ্গের মত পড়িও না।

৩০০। বৈনতেয়বলি জিমি চহ কাগূ।
জিমিসস চহই নাগ অরি ভাগূ॥
জিমি চহ কুসল অকারনকোহী।
সব সম্পদা চহই সিবদ্রোহী॥

সস—শশক, খরগোস। নাগ অরি—সিংহ। কোহী—ক্রোধী॥ কাক যদি গরুড়ের জন্য উৎসর্গীকৃত দ্রব্য চায়, খরগোস যদি সিংহের ভাগ চায়, অকারণ ক্রোধী যদি মঙ্গল চায়, শিবদ্রোহী যদি সুখ সম্পদ চায়,

লোভী লোলুপ কীরতি চহঈ।
অকলঙ্কতা কি কামী লহঈ॥
হরি পদ বিমুখ পরমগতি চাহা।
তস তুমহার লালচু নর নাহা॥

লোভী ও লোলুপ যদি কীর্তি চায়, কামী যদি অকলঙ্কতা চায়, হরিপদবিমুখ যদি মোক্ষ চায়, তবে তাহা যেমন হয় হে রাজা, তোমার লালসাও তেমনি।

কোলাহল সুনি সীয় সকানী।
সখী লেবাই গঈঁ জহঁ রানী॥
রাম সুভায় চলে গুরু পাহীঁ।
সিয়সনেহু বরনত মন মাহীঁ॥

সকানী—সঙ্কুচিতা॥ গোলমাল শুনিয়া সীতা সঙ্কুচিতা হইলেন। সখী তখন তাঁহাকে যেখানে রাণী ছিলেন সেইখানে লইয়া গেল। রাম সন্তুষ্ট মনে সীতার প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে গুরুর নিকট গেলেন।

রানিন্হ সহিত সোচবস সীয়া।
অব ধৌঁ বিধিহি কাহ করনীয়া॥
ভূপবচন সুনি ইত উত তকহীঁ।
লষন রামডর বোলি ন সকহীঁ॥

রাণীরা ও সীতা ভাবিতে লাগিলেন, বিধাতা এখন কি করেন। লক্ষ্মণ রাজাদের কথা শুনিয়া এদিক সেদিক দেখিতেছিলেন, রামের ভয়ে কিছু বলিতেছিলেন না।

অরুননয়ন ভৃকুটী কুটিল চিতবত নৃপন্হ সকোপ।
মনহুঁ মত্ত গজ গন নিরখি সিংহকি সোরহি চোপ॥

লক্ষ্মণ চোখ লাল করিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া ক্রোধের সহিত রাজাদিগকে দেখিতেছিলেন। মনে হইল যেন, সিংহ-শাবকের মত্ত হাতীসমূহ দেখিয়া লাফাইয়া পড়ার ইচ্ছা হইয়াছে।

৩০১। খরভর দেখি বিকল পুরনারী।
সব মিলি দেহিঁ মহীপন্হ গারী॥
তেহি অবসর সুনি সিব ধনু ভঙ্গা।
আয়ে ভৃগু কুল কমল পতঙ্গা॥

চঞ্চলতা দেখিয়া পুরনারীরা বিকল হইল। সকলে মিলিয়া রাজাদিগকে গালি দিতে লাগিল। সেই সময় হরধনু ভাঙ্গা হইয়াছে শুনিয়া ভৃগুকুলপদ্মের সূর্য পরশুরাম আসিলেন।

দেখি মহীপ সকল সকুচানে।
বাজ ঝপট জনু লবা লুকানে॥
গৌরসরীর ভূতি ভলি ভ্রাজা।
ভালবিসাল ত্রিপুণ্ড বিরাজা॥

লবা—একপ্রকার চড়ুইয়ের মত ছোট পাখী॥

বাজপাখীর পাখার শব্দে যেমন লবা পাখী লুকায়, তেমনই পরশুরামকে দেখিয়া সকলেই সঙ্কুচিত হইল। পরশুরামের গৌর শরীরে ভস্ম শোভা পাইতেছিল, তাঁহার বিশাল কপালে ত্রিপুণ্ড তিলকরেখা আঁকা ছিল।

সীস জটা সসিবদন সুহাবা।
রিসি বস কছুক অরুন হোই আবা॥
ভৃকুটীকুটিল নয়ন রিস রাতে।
সহজহু চিতবত মনহুঁ রিসাতে॥

মাথায় জটাযুক্ত তাঁহার সুন্দর চন্দ্রমুখ রাগে কতকটা লাল দেখাইতেছিল। স্বাভাবিকভাবে তাকাইলেই মনে হইত রাগিয়া আছেন, তাহাতে জ্র বাঁকা ও চোখ রাগে লাল হইয়াছিল।

বৃষভ কন্ধ উর বাহু বিসালা।
চারু জনেউ মাল মৃগছালা॥
কটি মুনিবসন তূন দুই বাঁধে।
ধনু সর কর কুঠার কল কাঁধে॥

তাঁহার কাঁধ বৃষের মত, বুক বিশাল, বাহুও বিশাল, গলায় সুন্দর মালা ও যজ্ঞোপবীত, গায় মৃগছাল, পরনে কৌপীন, কোমরে বাঁধা দুই তূণীর, হাতে ধনুর্বাণ ও সুন্দর কাঁধের উপর কুঠার।

সান্ত বেষ করনী কঠিন বরনি ন জাই সরূপ।
ধরি মুনিতনু জনু বীররসু আয়উ জহঁ সব ভূপ॥

তাঁহার বেশ ছিল সাধুর মত কিন্তু আচরণ ছিল কঠোর। তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। বীররস যেন মুনির দেহ ধরিয়া সকল রাজাদের মধ্যে উপস্থিত হইল।

৩০২॥ দেখত ভৃগু পতি বেষু করালা।
উঠে সকল ভয়বিকল ভুআলা॥
পিতুসমেত কহি নিজ নিজ নামা।
লগে করন সব দণ্ডপ্রনামা॥

পরশুরামের ভয়ঙ্কর বেশ দেখিয়া, সকল রাজারা ভয়ে ব্যাকুল হইল। সকলে পিতার নামের সহিত নিজ নিজ নাম বলিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল।

জেহি সুভায় চিতবহিঁ হিতু জানী।
সো জানই জনু আই খুটানী॥
জনক বহোরি আই সিরু নাবা।
সীয় বোলাই প্রনাম করাবা॥

পরশুরাম যাহার দিকে ভাল মনে স্বাভাবিকভাবে তাকান, সেও মনে করে যেন আয়ু শেষ হইল। পরে জনক আসিয়া প্রণাম করিলেন ও সীতাকে ডাকিয়া প্রণাম করাইলেন।

আসিষ দীনহি সখী হরষানী।
নিজ সমাজ লেই গঈ সয়ানী॥
বিস্বামিত্র মিলে পুনি আঈ।
পদসরোজ মেলে দোউ ভাঈ॥

পরশুরাম আশীর্বাদ করিলেন। তখন চতুর সখী সন্তুষ্ট হইয়া সীতাকে নিজের স্থানে লইয়া গেলেন। পরে বিশ্বামিত্র আসিয়া দেখা করিলেন ও দুই ভাই তাঁহার চরণপদ্মে প্রণাম করিলেন।

রাম লখন দসরথ কে ঢোটা।
দেখি অসীস দীন্হ ভলি জোটা॥
রামহিঁ চিতই রহে ভরি লোচন।
রূপ অপার মার মদ মোচন॥

দশরথের পুত্র রাম লক্ষ্মণ ভাল জুড়ী জানিয়া আশীর্বাদ দিলেন। মদনের গর্বহারী রামের অজেয় রূপ দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ভরিয়া উঠিল।

বহুরি বিলোকি বিদেহ সন কহহু কাহ অতি ভীর।
পূছত জানি অজান জিমি ব্যাপেউ কোপ সরীর॥

তারপর জনক রাজার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এত ভীড় কেন বলুন ত। জানিয়াও যেন জানেন না এই-ভাবে প্রশ্ন করিলেন। এদিকে শরীর রাগে ভরিয়া উঠিল।

৩০৩॥ সমাচার কহি জনক সুনায়ে।
জেহি কারন মহীপ সব আয়ে॥
সুনত বচন তব অনত নিহারে।
দেখে চাপখণ্ড মহি ডারে॥

যেজন্য রাজারা সকলে আসিয়াছিলেন, সে কথা জনক শুনাইলেন। সেই কথা শুনিতে শুনিতে অন্য দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে, ধনুকখানা ভাঙ্গা অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছে।

অতি রিস বোলে বচন কঠোরা।
কহু জড় জনক ধনুষ কেই তোরা॥
বেগি দেখাউ মূঢ় ন ত আজু।
উলটউঁ মহি জহঁ লগি তব রাজূ॥

অতিশয় রাগ করিয়া কঠোর বাক্যে বলিলেন—হে মূর্খ জনক, বল কে ধনুক ভাঙ্গিয়াছে। হে মূর্খ, শীঘ্র তাহাকে দেখাও, না হইলে তোমার রাজ্য যতদূর, ততদূর পৃথিবী উল্টাইয়া ফেলিব।

অতি ডর উতর দেত নৃপ নাহীঁ।
কুটিলভূপ হরষে মন মাহীঁ॥
সুর মুনি নাগ নগর নর নারী।
সোচহিঁ সকল ত্রাসউর ভারী॥

অতিশয় ভয়ে রাজা উত্তর দিতেছিলেন না। কুটিল রাজাদের মনে ইহাতে বড় আনন্দ হইল। দেবতা, মুনি, নাগ ও নগরের স্ত্রী-পুরুষ চিন্তিত হইল। তাহাদের বড় ত্রাস হইল।

মন পছিতাতি সীয়মহতারী।
বিধি অব সবরী বাত বিগারী॥
ভৃগুপতি কর সুভাব সুনি সীতা।
অরধনিমেষ কলপসম বীতা॥

সবরী—সাজান, নিষ্পন্ন। অরধ—অর্ধ। বীতা—কাটিল॥ সীতার মাতা এই বলিয়া অনুতাপ করিতেছিলেন যে, বিধাতা সাজান কাজ এখন সমস্ত পণ্ড করিলেন। পরশুরামের স্বভাবের কথা শুনিয়া সীতার নিকট আধ নিমেষ কালও এক কল্পের সমান বোধ হইতে লাগিল।

সভয় বিলোকে লোগ সব জানি জানকী ভীরু।
হৃদয় ন হরষ বিষাদু কছু বোলে শ্রীরঘুবীরু॥

শ্রীরামচন্দ্র সকলকে ভয়ভীত দেখিয়া ও সীতা ভীত হইয়াছেন জানিয়া এই কথা বলিলেন। তাঁহার না ছিল হর্ষ, না ছিল বিষাদ।

৩০৪॥ **নাথ সম্ভু ধনু ভঞ্জনি হারা।**
হোইহি কোউ এক দাস তুম্হারা॥
আয়সু কাহ কহিয় কিন মোহী।
সুনি রিসাই বোলে মুনি কোহী॥

হে নাথ, হরধনু যে ভাঙ্গিয়াছে, সে আপনারই কোনও এক দাস। এখন আপনার কি আজ্ঞা আমাকে বলুন না কেন। এ কথা শুনিয়া ক্রোধী মুনি রাগিয়া বলিলেন—

সেবক সো জো করই সেবকাঈ।
অরিকরনী করি করিয় লরাঈ॥
সুনহু রাম জেই সিবধনু তোরা।
সহস বাহু সম সো রিপু মোরা॥

সেবক তাহাকেই বলে যে সেবা করে, শত্রুর কাজ করিলে লড়াই করিতে হয়। হে রাম, শোন, যে হরধনু ভাঙ্গিয়াছে সে সহস্র-বাহুর মতই আমার শত্রু।

সো বিলগাউ বিহাই সমাজা।
ন ত মারে জইহৈঁ সব রাজা॥
সুনি মুনিবচন লখন মুসুকানে।
বোলে পরসুধরহি অপমানে॥

সে ব্যক্তি সকল হইতে আলাদা হউক, নচেৎ সকল রাজাই মারা যাইবে। মুনির কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ মৃদু হাসিলেন ও পরশুরামকে এই অপমানকর বাক্য বলিলেন—

বহু ধনুহীঁ তোরী লরিকাঈঁ।
কবহুঁ ন অসি রিস কীন্হি গোসাঈঁ॥
এহি ধনু পর মমতা কেহি হেতু।
সুনি রিসাই কহ ভৃগু কুল কেতু॥

হে গোসাঁই, ছেলেবেলায় ত অনেক ধনুকই ভাঙ্গিয়াছি কোনও দিন ত এত রাগ করেন নাই। এই ধনুকটার জন্যই বা এত মমতা কেন? এই কথা শুনিয়া পরশুরাম রাগিয়া বলিলেন—

রে নৃপবালক কালবস বোলত তোহি ন সভার।
ধনুহীঁসম ত্রিপুরারি ধনু বিদিত সকল সংসার॥

ওরে রাজার ছেলে, তোর মৃত্যু আসিয়াছে বলিয়া সাম্‌লাইয়া কথা বলিতেছিস্ না। সকল সংসারে বিখ্যাত এই ত্রিপুরারির ধনুক যে কোন ধনুকের সমান কি?

৩০৫॥ **লখন কহা হঁসি হমরে জানা।**
সুনহু দেব সব ধনুষ সমানা॥
কা ছতি লাভু জুন ধনু তোরে।
দেখা রাম নয়ে কে ভোরে॥

জুন—পুরানা। ভোরে—ভুলে॥ লক্ষ্মণ হাসিয়া বলিলেন—হে দেব, শুনুন। আমি জানি সকল ধনুকই সমান, একটা পুরানো ধনুক ভাঙ্গায় লাভই বা কি আর ক্ষতিই বা কি? রামচন্দ্র উহা নূতন বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন।

ছুবত টুট রঘুপতিহু ন দোষূ।
মুনি বিনু কাজ করিয় কত রোষূ॥
বোলে চিতই পরসু কী ওরা।
রে সঠ সুনেহি সুভাউ ন মোরা॥

চিতই—তাকাইয়া। ওরা—দিকে। সঠ—দুষ্ট। সুভাউ—স্বভাব॥ ওটা ছুঁইতেই ভাঙিয়া গিয়াছে, রঘুপতির দোষ নাই। দেখুন ত, মুনি, মিছামিছি কত রাগ করিলেন। পরশুরাম কুঠারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—ওরে মূর্খ, তুই আমার স্বভাবের কথা শুনিস্ নাই।

বালক বোলি বধউঁ নহিঁ তোহী।
কেবল মুনি জড় জাহহি মোহী॥
বালব্রহ্মচারী অতিকোহী।
বিশ্ববিদিত ছত্রিয় কুল দ্রোহী॥

তোকে বালক বলিয়াই বধ করিলাম না। ওরে মূর্খ, তুই আমাকে কেবল মুনি বলিয়াই জানিস, কিন্তু আমি অতিশয় রাগী বাল-ব্রহ্মচারী। আমি ক্ষত্রিয় কুলের শত্রু বলিয়া বিশ্ববিখ্যাত।

ভুজবল ভূমি ভূপ বিনু কীন্হী।
বিপুল বার মহিদেবন্হ দীন্হী॥
সহস বাহু ভুজ ছেদনি হারা।
পরসু বিলোকু মহীপকুমারা॥

বিপুলবার—অনেকবার। ছেদনিহারা—যে ছেদন করে॥ আমার বাহুবলে আমি পৃথিবীকে রাজাশূন্য করিয়া বার বার ব্রাহ্মণদিগকে দিয়াছি। আমি সহস্রবাহুর হাত কাটিয়াছি। ওরে রাজার ছেলে, আমার কুঠার দেখ ?

মাতুপিতহি জনি সোচবস করসি মহীপকিসোর।
গরভন কে অরভকদলন পরসু মোর অতি ঘোর॥

ওরে রাজপুত্র, বাপ মার শোকের কারণ হইস্ না। আমার এই অতিঘোর কুঠারে গর্ভবতীর গর্ভ ভ্রূণও নষ্ট হয়।

৩০৬॥ **বিহঁসি লষন বোলে মৃদুবানী।**
অহো মুনীস মহাভট মানী॥
পুনি পুনি মোহি দেখাব কুঠারূ।
চহত উড়াবন ফূঁকি পহারূ॥

হাসিয়া মৃদুবাক্যে লক্ষ্মণ বলিলেন—মুনীশ্বর, মহাযোদ্ধা বলিয়া আপনার অভিমান। আপনি আমাকে বার বার কুঠার দেখাইতেছেন। ফুঁ দিয়াই পাহাড় উড়াইতে চাহেন ;

ইহাঁ কুম্হড়বতি কোউ নাহীঁ।
জে তরজনী দেখি মরি জাহীঁ॥
দেখি কুঠার সরাসন বানা।
মৈঁ কছু কহেঁউ সহিত অভিমানা॥

বতিয়া—কুমড়ার ফুলের সহিত যে ফল থাকে॥ এখানে কচি কুমড়ার ফল কেউ নাই, যে আপনি আঙ্গুল দেখাইলেই মরিয়া যাইবে। আপনার কুঠার, ধনুক ও বাণ দেখিয়া আমি অভিমানভরে কিছু বলিয়াছি।

ভৃগুকুল সমুঝি জনেউ বিলোকী।
জো কছু কহেহু সহউঁ রিস রোকী॥
সুর মহিসুর হরিজন অরু গাঈ।
—মরে কুল ইন্হ পর ন সুরাঈ॥

আপনি ভৃগুকুলজাত জানিয়া ও আপনার উপবীত দেখিয়া আপনি যাহা কিছু বলিবেন, না রাগিয়া তাহাই সহিব। আমাদের বংশে দেবতা, ব্রাহ্মণ, ভগবদ্‌ভক্ত ও গাইয়ের উপর বীরত্ব খাটায় না।

বধে পাপ অপকীরতি হারে।
মারতহু পা পরিয় তুম্হারে॥
কোটি কুলিস সম বচন তুম্হারা।
ব্যর্থ ধরহু ধনু বান কুঠারা॥

ইহাদিগকে মারিলে পাপ, হারাইলে অপকীর্তি। সেইজন্য আপনি মারিতে থাকিলেও আপনার পায়ে পড়িব। আপনার বাক্য কোটি বজ্রের সমান কঠোর, আপনি ধনুর্বাণ ও কুঠার বৃথাই ধরিতেছেন।

জো বিলোকি অনুচিত কহেউ ছমহু মহামুনি ধীর।
সুনি সরোষ ভৃগু বংস মান বোলে গিরা গঁভীর॥

হে ধীর মুনীশ্বর, যদি আপনার বাহিরের চিহ্ন দেখিয়া কিছু অন্যায় বলিয়া থাকি, তবে ক্ষমা করিবেন। এ কথা শুনিয়া পরশুরাম রাগিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

৩০৭॥ **কৌসিক সুনহু মন্দ যহ বালক।**
কুটিল কালবস নিজ কুল ঘালক॥
ভানু বংস রাকেস কলঙ্কু।
নিপট নিরঙ্কুস অবুধ অসঙ্কু॥

রাকেস—চাঁদ। নিপট—নিতান্ত। নিরঙ্কুস—শাসনের বাহিরে। অবুধ—অজ্ঞান॥ হে বিশ্বামিত্র, শোন। এই ছেলে কুটিল ও মন্দ, কালবশে নিজের কুল নাশ করিতে বসিয়াছে। এ ছেলে সূর্যবংশ রূপ চন্দ্রের কলঙ্ক। এ ছেলে অবোধ ও ভয়হীন এবং শাসনের সম্পূর্ণ বাহিরে গিয়াছে।

কালকবলু হোইহি ছন মাহীঁ।
কহউঁ পুকারী খোরি মোহি নাহীঁ॥
তুম্হ হটকহু জৌঁ চহহু উবারা।
কহি প্রতাপ বল রোষ হমারা॥

পুকারী—ডাকিয়া। খোরি—দোষ। হটকহু—ঠেকাও। উবারা—বাঁচান॥ এ মুহূর্তের মধ্যেই মারা যাইবে। হাঁক দিয়া বলিতেছি, আমার দোষ নাই। যদি তুমি বাঁচাইতে চাও, তবে আমার প্রতাপ, বল ও ক্রোধের কথা বলিয়া উহাকে ঠেকাও।

লষন কহেউ মুনি সুজস তুম্হারা।
তুম্হহিঁ অছত কো বরনই পারা॥
অপনে মুহ তুম্হ আপনি করনী।
বার অনেক ভাঁতি বহু বরনী॥

লক্ষ্মণ বলিল—হে মুনি, আপনি থাকিতে আপনার সুযশের কথা কে বর্ণনা করিতে পারে ? আপনি নিজের মুখেই আপনার নিজের কীর্তির কথা অনেকবার অনেক প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

নহি সন্তোষু তৌ পুনি কছু কহহূ।
জনি রিস রোকি দুসহ দুখ সহহূ॥
বীরবৃত্তি তুম্হ ধীর অছোভা।
গারী দেত ন পাবহু সোভা॥

যদি তাহাতেও সন্তোষ না হইয়া থাকে, তবে আরো কিছু বলুন, রাগ চাপিয়া রাখিয়া দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিবেন না। আপনার বীরোচিত আচরণ হইবে। আপনি হইবেন ধীর ও ক্ষোভশূন্য। আপনার ত গাল দেওয়া শোভা পায় না।

সূর সমর করনী করহিঁ কহি ন জনাবহি আপু।
বিদ্যমান রিপু পাই রন কায়র করহিঁ প্রলাপু॥

বীর যে সে কাজের বেলায় যুদ্ধই করে, নিজের কথা মুখে বলিয়া বেড়ায় না। যুদ্ধে শত্রু সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পাইয়া কাপুরুষই আবোল-তাবোল বলে।

৩০৮॥ **তুম্হ তৌ কাল হাঁক জনু লাবা।**
বার বার মোহি লাগি বোলাবা॥
সুনত লষন কে বচন কঠোরা।
পরসু সুধারি ধরেউ কর ঘোরা॥

আপনি ত যেন যমকে ডাকের মাথায় রাখিয়াছেন, আমার জন্য বার বারই ডাকিয়া আনিতেছেন। লক্ষ্মণের কঠোর বাক্য শুনিয়া পরশুরাম তাঁহার ভীষণ কুঠার হাতে ঠিক করিয়া ধরিলেন।

অব জনি দোষ দেই মোহি লোগূ।
কটুবাদী বালকু বধজোগূ॥
বাল বালোকি বহুত মৈঁ বাঁচা।
অব যহ মরনহার ভা সাঁচা॥

এখন যেন আমাকে লোকে দোষ না দেয়, কটুবাদী বালক বধেরই যোগ্য। ছেলে মানুষ দেখিয়া আমি অনেক বাঁচাইয়া চলিয়াছি কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, এ সত্যই মরণের পথে চলিয়াছে।

কৌসিক কহা ছমিয় অপরাধু।
বাল দোষ গুন গনহিঁ ন সাধু॥
কর কুঠার মৈঁ অকরুনকোহী।
আগে অপরাধী গুরুদ্রোহী॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন—অপরাধ ক্ষমা করিও, সাধুরা বালকের দোষ গুণ ধরেন না। পরশুরাম বলিলেন—আমি বিনা কারণে ক্রোধ করিয়া থাকি। এখন ত সম্মুখে গুরুদ্রোহী অপরাধীই রহিয়াছে, আবার আমার হাতেও কুঠার আছে।

উতর দেত ছাঁড়উ বিনু মারে।
কেবল কৌসিক সীল তুম্হারে॥
ন তু এহি কাটি কুঠার কঠোরে।
গুরুহি উরিন হোতেউঁ শ্রম থোরে॥

হে বিশ্বামিত্র, কেবল তোমার খাতিরেই উত্তর দেওয়াতেও না মারিয়া ছাড়িয়াছি। তাহা না হইলে কঠোর কুঠারে কাটিয়া গুরুর নিকট অঋণী হইতে অল্পই পরিশ্রম লাগে।

গাধিসূনু কহ হৃদয় হঁসি মুনিহি হরি অরই সুঝি।
অজগব খণ্ডেউ ঊখ জিমি অজহু ন বুঝ অবুঝ॥

বিশ্বামিত্র শুনিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন—মুনি হরিকেই শত্রু মনে করিয়াছেন। ধনুকটা যে আশ্চর্যভাবে আঁকের মতই ভাঙ্গিয়াছেন, অবুঝ ইহাতে এখনও বুঝিতেছেন না।

৩০৯॥ **কহেউ লষন মুনি সীল তুম্হারা।**
কো নহি জান বিদিত সংসারা॥
মাতহি পিতহি উরিন ভয়ে নীকে।
গুরুরিনু রহা সোচ বড় জী কে॥

পরশুরাম মাকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া লক্ষ্মণ শ্লেষ করিয়া বলিলেন—হে মুনি, আপনার সদাচরণের কথা সংসারে বিখ্যাত, কে আর না জানে? আপনি পিতা-মাতার ঋণ ঠিক শোধ করিয়াছেন, এখন গুরুঋণটা বাকী আছে বলিয়া মনে বড় দুঃখ আছে।

সো জনু হমরে মাথে কাঢ়া।
দিন চলি গয়উ ব্যাজ বড় বাঢ়া॥
অব আনিয় ব্যবহরিয়া বোলী।
তুরত দেউঁ মৈঁ থৈলী খোলী॥

সে ঋণ শোধের জন্য আমার মাথাই বাহির হইয়াছে। দিন গেল, বিলম্ব অনেক হইয়াছে। এখন ঋণ বুঝিয়া লইবার জন্য খাজাঞ্চি ডাকুন, আমি থলি খুলিয়া এখনই ঋণ শোধ দিয়া দিব।

সুনি কটুবচন কুঠার সুধারা।
হায় হায় সব সভা পুকারা॥
ভৃগুবর পরসু দেখাবহু মোহী।
বিপ্র বিচারি বচেউ নৃপদ্রোহী॥

কটুবচন শুনিয়া মুনি কুঠার ঠিক করিয়া ধরিলেন, সভার সকল লোক হায় হায় করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। লক্ষ্মণ বলিলেন—ভৃগুবর আমাকে কুঠার দেখাইতেছেন, কিন্তু এই রাজদ্রোহীকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই বাঁচিতে দিলাম।

মিলে ন কবহুঁ সুভট রন গাঢ়ে।
দ্বিজ দেবতা ঘরহিঁ কে বাঢ়ে॥
অনুচিত কহি সব লোগ পুকারে।
রঘুপতি সৈনহিঁ লখন নিবারে॥

লড়াইয়ে খাটি যোদ্ধা কখন পান নাই। দ্বিজ ও দেবতার ঘরেই বড় বীর হয়। সমস্ত লোক "অন্যায়, অন্যায়" এই বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, রঘুপতি ইসারা করিয়া লক্ষ্মণকে থামিতে বলিলেন।

লখনউতর আহুতিসরিস ভৃগু বর কোপ কৃসানু।
বঢ়ত দেখি জলসম বচন বোলে রঘু কুল ভানু॥

পরশুরামের কোপরূপ আগুনে লক্ষ্মণের কথা আহুতির মত হইল। ক্রোধ তাহাতে বাড়িয়াই চলিল দেখিয়া রঘুপতি জলের মত (ঠাণ্ডা) কথা বলিলেন, যাহাতে ক্রোধের আগুন নিভে।

৩১০॥ নাথ করহু বালক পর ছোহূ।
সুধ দুধমুখ করিয় ন কোহূ॥
জৌঁ পৈ প্রভু প্রভাউ কছু জানা।
তৌ কি বরাবরি করত অয়না॥

হে নাথ, বালকের উপর দয়া কর, শুদ্ধ দুধ-মুখ, দুধের শিশুর উপর রাগ করিও না। যদি সে প্রভুর শক্তির কথা কিছু জানিত, তবে কি সমানে সমানে কথা বলিত?

জৌঁ লরিকা কছু অগচরি করহীঁ।
গুরু পিতু মাতু মোদ মন ভরহীঁ॥
করিয় কৃপা সিসু সেবকু জানী।
তুম্হ সম সীল ধীর মুনি জ্ঞানী॥

যদি ছেলে কিছু দুষ্টামি করে, তবে গুরু, পিতা ও মাতা তাহাতে আমোদই পান। বালক ও সেবক জানিয়া কৃপা করিবেন, আপনি সমদর্শী, সদাচারী, ধীর ও জ্ঞানী মুনি।

রামবচন সুনি কছুক জুড়ানে।
কহি কছু লখন বহুরি মুসকানে॥
হঁসত দেখি নখসিখ রিস ব্যাপী।
রাম তোর ভ্রাতা বড় পাপী॥

রামের বাক্য শুনিয়া পরশুরাম যখন কতকটা জুড়াইয়াছেন তখন লক্ষ্মণ আবার কিছু বলিয়া মৃদু হাসিলেন। হাসিতে দেখিয়া মুনির পা হইতে মাথা পর্যন্ত রাগে ছাইয়া গেল, মুনি বলিলেন—রাম, তোমার ভাই বড় পাপী।

গৌর সরীর শ্যাম মন মাহীঁ।
কাল কূট মুখ পয়মুখ নাহীঁ॥
সহজ টেঢ় অনুহরই ন তোহী।
নীচ মীচসম দেখ ন মোহীঁ॥

কালকূট—বিষ। পয়মুখ—দুধমুখ। টেঢ়—টেড়া। মীচ—মৃত্যু॥ উহার শরীর গৌর হইলেও মনে কালি রহিয়াছে। তুমি বলিতেছ দুধমুখ, কিন্তু ও বিষমুখ। স্বভাবতঃই ও কুটিল তোমার অনুসরণ করে না। আমি যে যমের মত তাহা ওই নীচ বুঝিতে পারিতেছে না।

লখন কহেউ হঁসি সুনহু মুনি ক্রোধ পাপ কর মূল।
জেহি বস জন অনুচিত করহিঁ চরহিঁ বিশ্বপ্রতিকূল॥

লক্ষ্মণ হাসিয়া বলিলেন—হে মুনি, শুনুন ক্রোধ হইতেছে পাপের মূল। উহার বশীভূত হইয়া লোকে অন্যায় কাজ করে, ও বিশ্বের সকলের বিরুদ্ধ হইয়া চলে।

৩১১॥ মৈঁ তুম্হার অনুচর মুনিরায়া।
পরিহরি কোপ করিয় অব দায়া॥
টুট চাপ নহিঁ জুরহি রিসানে।
বৈঠিয় হোইহহিঁ পায় পিরানে॥

হে মুনি শ্রেষ্ঠ, আমি আপনার সেবক। এখন রাগ ছাড়িয়া দয়া করুন। রাগ করিলে ত আর ভাঙ্গা ধনুক জোড়া লাগিবে না। এখন বসুন, পায়ে ব্যথা ধরিয়া যাইবে।

জৌঁ অতিপ্রিয় তৌ করিয় উপাঈ।
জোরিয় কোউ বড় গুনী বোলাঈ॥
বোলত লখনহিঁ জনক ডেরাহীঁ।
মষ্ট করহু অনুচিত ভল নাহীঁ॥

মষ্ট—তামাসা। ডেরাহীঁ—ডরাইলেন॥ যদি ধনুকটা আপনার প্রিয় হয়, তবে কোনও উপায় করুন, কোনও গুণী ডাকিয়া জুড়িয়া ফেলুন। লক্ষ্মণের কথায় জনক ভয় পাইলেন, বলিলেন—তামাসা করিতেছ কিন্তু অনুচিত বলা ভাল নয়।

থর থর কাঁপহিঁ পুর নর নারী।
ছোট কুমার খোট অতি ভারী॥
ভৃগুপতি সুনি সুনি নির্ভয় বানী।
রিস তন জরই হোই বলহানী॥

পুরনরনারী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, বলিল—ছোট কুমার বড় ভারি দুষ্ট। নির্ভয় কথা শুনিতে শুনিতে রাগে ভৃগুপতির গা জ্বলিতে লাগিল, তাহাতে শরীরের বল ক্ষয় হইল।

বোলে রামহিঁ দেই নিহোরা।
বচউঁ বিচারি বন্ধু লঘু তোরা॥
মন মলীন তনু সুন্দর কৈসে।
বিষ রস ভরা কনকঘট জৈসে॥

রামকে ধন্যবাদ দিয়া মুনি বলিলেন—তোমার ছোট ভাই বলিয়া বেচারা বাঁচিয়া গেল। সুন্দর শরীরে মলিন মন কেমন? উহা বিষরস ভরা সোনার কলসের মত।

সুনি লছিমন বিহঁসে বহুরি নয়ন তরেরে রাম।
গুরু সমীপ গবনে সকুচি পরিহরি বানী বাম॥

পরশুরামের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ আবার হাসিল, রাম তখন চোখ ইসারা করিলেন। তাহাতে লক্ষ্মণ সঙ্কুচিত হইয়া মন্দ কথা ছাড়িয়া গুরুর নিকট গেলেন।

৩১২॥ অতিবিনীত মৃদু সীতল বানী।
বোলে রাম জোরি জুগপানী॥
সুনহু নাথ তুম্হ সহজ সুজানা।
বালকবচন করিয় নহিঁ কানা॥

রাম হাতজোড় করিয়া অতি বিনয়ের সহিত মৃদু ও শীতল বাক্যে বলিলেন—হে নাথ, আপনি স্বভাবতঃই জ্ঞানী, বালকের কথা কানে তুলিবেন না।

বররৈ বালকু একু সুভাউ।
ইন্হহিঁ ন সন্ত বিদুষহিঁ কাউ॥
তেহি নাহীঁ কছু কাজ বিগারা।
অপরাধী মৈঁ নাথ তুম্হারা॥

বররৈ—বোলতা॥ বোলতা ও বালকের একই স্বভাব, সাধুরা ইহাদিগের দোষ ধরেন না। আর লক্ষ্মণ কোন ক্ষতিও করে নাই। হে নাথ, আমিই আপনার নিকট অপরাধী।

কৃপা কোপু বধু বন্ধ গোসাঈঁ।
মো পর করিয় দাস কী নাঈঁ॥
কহিয় বেগি জেহি বিধি রিস জাঈ।
মুনিনায়ক সোই করউঁ উপাঈ॥

বন্ধ—বন্ধন। বেগি—শীঘ্র। রিসি—রোষ, রাগ॥ আমার উপর কৃপা করুন, বা রাগ করুন, আমাকে বধ করুন বা বাঁধিয়া ফেলুন, আমাকে সেবক বলিয়া জানিয়া শীঘ্র বলুন, কিসে আপনার ক্রোধ যায়। মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি সেই উপায়ই করিব।

কহ মুনি রাম জাই রিস কৈসে।
অজহুঁ অনুজ তব চিতব অনৈসে॥
এহি কে কণ্ঠ কুঠার ন দীন্হা।
তো মৈঁ কাহ কোপ করি কীন্হা॥

পরশুরাম বলিলেন—হে রাম, রাগ আমার যায় কি করিয়া? এখনো তোমার ভাই রাগের সহিত দেখিতেছে। উহার গলায় কুড়াল না মারিলে আর রাগ করিয়া আমি কিই বা করিলাম।

গর্ভ স্রবহিঁ অবনিপরবনি সুনি কঠারগতি ঘোর।
পরসু অছত দেখউঁ জিয়ত বৈরী ভূপকিসোর॥

অবনিপরবনি—রাজার স্ত্রী। অছত—থাকিতে।

এই কুঠারের শব্দেই রাজরাণীদের গর্ভস্রাব হইয়া যায়। সেই কুঠার হাতে থাকিতেও আমার শত্রু এই রাজপুত্র বাঁচিয়া রহিয়াছে।

৩১৩॥ বহই ন হাথু দহই রিস ছাতী।
ভা কুঠার কুণ্ঠিত নৃপঘাতী॥
ভয়েউ বাম বিধি ফিরেউ সুভাউ।
মোরে হৃদয় কৃপা কসি কাউ॥

রাগে বুক পুড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু হাত উঠিতেছে না। আমার এই নৃপঘাতী কুঠার হত্যা করিতে চাহিতেছে না। বিধি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, আমার স্বভাব বদলাইয়া গেল। আমার মনে এমন কৃপা কেন আসিল?

টিপ্পনী—পরশুরামের মুখ দিয়া কবি অহিংসার প্রভাবের কথাই শুনাইয়াছেন। অহিংসা প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার সম্মুখে কাহারও বৈরভাব থাকিতে পারে না। রামচন্দ্র অহিংসার মূর্তি। তিনি বিনয়ের সহিত ও প্রেমের সহিতই ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার মনে ক্ষোভ নাই, রোষ নাই, কেবল প্রেম আছে। পরশুরামের কুঠারের বল অপেক্ষা এই সর্বব্যাপী প্রেমের বল অধিক। পরশুরামের কুঠার অকেজো হইয়া গেল, তাঁহার হাতই উঠিল না। উপরন্তু পরশুরামের পাষাণ হৃদয়ে প্রেমও দেখা দিল। এই দয়াবৃত্তি কঠোরহৃদয় পরশুরামের নিকট অজানা। তাই তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কে তাঁহার স্বভাব বদলাইয়া দিল, তাঁহার মনে দয়ার-ভাব কি করিয়া আসিল?

কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ পরাজয় হয় নাই—এখনো বাকী আছে। আরো দুই-চারটা বাক্যবাণের আঘাত রামকে করার পরও প্রতিদানে কেবল প্রেম পাইয়া পরশুরামের জ্ঞান হইল। তখন রামের ভিতর সত্য ও অহিংসার রূপে যে হরি আছেন, তাঁহার প্রসন্ন মূর্তিকে প্রণাম করিয়া পরশুরাম হাসিমুখে অহিংসার নিকট হিংসার পরাজয় স্বীকার করিয়া চলিলেন।

আজু দৈব দুখু দুসহ সহাবা।
সুনি সৌমিত্রি বহুরি সির নাবা॥
বাউ কৃপা মুরতি অনুকূলা।
বোলত বচন ঝরত জনু ফূলা॥

আজ বিধাতা দুঃসহ দুঃখ দিলেন। একথা শুনিয়া লক্ষ্মণ আবার বলিলেন—হে স্বামী, আপনি কৃপার মূর্তি এবং সেইরূপ কথা বলিতেছেন। আর আপনার কথায় যেন ফুল ঝরে, উহা এমনই মিষ্ট।

জৌঁ পৈ কৃপা জরহিঁ মুনি গাতা।
ক্রোধু ভয়ে তন রাখু বিধাতা॥
দেখু জনক হঠি বালক এহূ।
কীনহ চহত জড় জমপুর গেহূ॥

হে মুনি, দয়া উপস্থিত হইলে যদি আপনার গা জলে, তবে ক্রোধ হইলে শরীর ঈশ্বর (ঠাণ্ডা) রাখিবেন। পরশুরাম বলিলেন—দেখ জনক, এই মূর্খ জেদী ছেলে যমপুরীতেই বাড়ী করিতে চায়।

বেগি করহু কিন আঁখিন ওটা।
দেখত ছোট খোট নৃপঢোটা॥
বিহঁসে লখন কহা মুনি পাহী।
মূঁদে আঁখি কতহুঁ কোউ নাহীঁ॥

ওটা—আড়াল। খোট—মন্দ। ঢোটা—পুত্র। কতহু—কোথাও। শীঘ্র ইহাকে চক্ষের সম্মুখ হইতে দূর কর না কেন? রাজার ছোট ছেলে দেখিতেছি মন্দ। লক্ষ্মণ হাসিয়া মুনিকে বলিলেন—যদি চক্ষু বোজেন, তবে কোথাও কেহ নাই।

পরসুরাম তব রাম প্রতি বোলে উর অতি ক্রোধ।
সম্ভুসরাসন তোরি সঠ করসি হমার প্রবোধ॥

পরশুরাম তখন বড় ক্রোধে রামকে বলিলেন—ওরে মূর্খ, হরধনু ভাঙিয়া আমাকে প্রবোধ দিতেছিস্।

৩১৪॥ **বন্ধু কহই কটু সম্মত তোরে।**
তু ছল বিনয় করসি কর জোরে॥
করু পরিতোষ মোর সংগ্রামা।
নাহিঁ ত ছাড় কহাউব রামা॥

তোর ছোট ভাই কটু কথা বলিতেছে। ইহাতে তোর সম্মতি আছে, আবার তুই হাতজোড় করিয়া কপট বিনয় দেখাইতেছিস্। আমার যুদ্ধ করার ইচ্ছা তৃপ্ত কর, আর নয় ত নিজের নাম যে রাম তাহা বল ছাড়িয়া দে।

ছল তজি সমর করহি সিবদ্রোহী।
বন্ধুসহিত ন ত মারউঁ তোহী॥
ভৃগুপতি বকহিঁ কুঠার উঠায়ে।
মন মুসুকাহিঁ রাম সির নায়ে॥

হে শিবদ্রোহী, ছলনা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, নইলে ভাইয়ের সহিত তোকেও মারিয়া ফেলিব। যখন পরশুরাম কুঠার তুলিয়া এই কথা বলিলেন, তখন রাম মনে মনে হাসিয়া মাথা নামাইয়া দিলেন।

গুনহু লখন কর হম পর রোষু।
কতহুঁ সুধাইহু তেঁ বড় দোষু॥
টেঢ় জানি বন্দই সব কাহু।
বক্র চন্দ্রমহি গ্রসই ন রাহু॥

সুধাই—সিধাপনা, সরলতা। টেঢ়—বাঁকা॥ লক্ষ্মণ দোষ করিল, আর আমার উপর রুষ্ট হইলেন। কখন কখন সিধা ব্যবহারে বড় দোষ হয়। বাঁকা লোককে সকলেই স্তুতি করে, যেমন বাকা চাঁদকে পর্যন্ত রাহু গ্রাস করে না।

রাম কহেউ রিস তজিঅ মুনীসা।
কর কুঠারু আগে যহ সীসা॥
জেহি রিস জাই করিঅ সোই স্বামী।
মোহি জানিঅ আপন অনুগামী॥

রাম বলিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ, ক্রোধ ত্যাগ করুন। আপনার হাতে কুড়াল আছে, আমার মাথাও এই সামনেই রহিয়াছে, আমাকে আপনার সেবক বলিয়া জানিবেন এবং যাহাতে রাগ পড়ে তাহাই করিবেন।

প্রভু সেবকহি সমর কস তজহু বিপ্রবর রোষু।
বেষ বিলোকি কহেসি কছু বালকহূ নহিঁ দোষু॥

প্রভুতে সেবকে যুদ্ধ কেমন করিয়া হয়? হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, ক্রোধ ত্যাগ করুন। আপনার বেশ দেখিয়া বালক কিছু বলিয়াছে, উহার দোষ নাই।

৩১৫। **দেখি কুঠার বান ধনু ধারী।**
ভই লরিকহি রিস বীরু বিচারী॥
নাম জান পৈ তুম্হহিঁ ন চীন্হা।
বংসসুভাব উতরু তেই দীন্হা॥

আপনাকে কুঠার, বাণ ও ধনুক ধারণ করিতে দেখিয়া যোদ্ধা মনে করিয়া বালকের ক্রোধ হইয়াছে। আপনার নাম জানে, কিন্তু আপনাকে চিনে নাই, সে কারণ বংশের স্বভাব অনুযায়ী উত্তর দিয়াছে।

জৌ তুম্হ অবতেহু মুনি কী নাইঁ।
পদরজ সির সিসু ধরত গোসাঈঁ॥
ছমহু চুক অনজানত কেরী।
চহিঅ বিপ্রউর কৃপা ঘনেরী॥

হে গোঁসাই, যদি আপনি মুনির বেশে আসিতেন, তবে এ শিশু আপনার পায়ের ধূলা মাথায় লইত। জানে না বলিয়া যে দোষ হইয়াছে তাহা ক্ষমা করুন। ব্রাহ্মণের হৃদয়ে ত বিশেষ কৃপা থাকা চাই।

হমহিঁ তুম্হহিঁ সরবর কস নাথা।
কহহু ন কহাঁ চরন কহঁ মাথা॥
রাম মাত্র লঘু নাম হমারা।
পরসুসহিত বড় নাম তুম্হারা॥

আমাতে আপনাতে সমান কি করিয়া হয়? কোথায় পা, আর কোথায় মাথা? আমার নাম ছোট, কেবল 'রাম'। আপনার নাম বড়, 'পরশু' সহিত 'রাম'।

দেব একগুন ধনুষ হমারে।
নবগুন পরম পুনীত তুম্হারে॥
সব প্রকার হম তুম্হ সন হারে।
ছমহু বিপ্র অপরাধ হমারে॥

হে দেব, আমার ধনুকে একটা গুণ, আপনার পরম

পবিত্র ধনুকে নয়টা গুণ। সকল রকমেই আমি আপনার নিকট হারিয়া আছি। হে বিপ্র, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

বার বার মুনি বিপ্রবর কহা রাম সন রাম।
বোলে ভৃগুপতি সরুষ হোই তহুঁ বন্ধুসম বাম॥

রামচন্দ্র পরশুরামকে বার বার মুনি ও বিপ্রবর বলিতেছিলেন। ইহাতে পরশুরাম ক্রোধে বলিলেন—তুমিও তোমার ভাইয়ের মতই বিরোধী।

৩১৬॥ নিপটহি দ্বিজ করি জানহি মোহী।
মৈঁ জস বিপ্র সুনাৱউঁ তোহী॥
চাপ স্রুবা সর আহুতি জানু।
কোপ মোর অতিঘোর কৃসানু॥

আমাকে খাঁটি ব্রাহ্মণই জানিয়া রাখিয়াছ। আমি কেমন ব্রাহ্মণ তাহা তোমাকে শুনাইতেছি। আমার ধনুক হইতেছে যজ্ঞের স্রুব্য, বাণ হইতেছে আহুতি। আর আমার অতি ভীষণ ক্রোধকেই আগুন বলিয়া জানিও।

সমিধ সেন চতুরঙ্গ সুহাঈ।
মহামহীপ ভয়ে পসু আঈ॥
মৈঁ যহ পরসু কাটি বলি দীন্হে।
সমরজগ্য জগ কোটিক কীন্হে॥

যজ্ঞের কাঠ হইতেছে সুন্দর চতুরঙ্গ সেনা, আর যজ্ঞের পশু হইতেছে মহারাজাসমূহ। আমি তাহাদিগকে এই কুঠারে কাটিয়া বলি দিয়া কোটি সমর-যজ্ঞ করিয়াছি।

মোর প্রভাৱ বিদিত নহিঁ তোরে।
বোলসি নিদরি বিপ্র কে ভোরে॥

ভঞ্জেউ চাপ দাপ বড় বাঢ়া।
অহমিতি মনহুঁ জীতি জগ ঠাঢ়া।

আমার ক্ষমতার কথা তোমার অজানা নাই, তবুও আমাকে অনাদর করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া (ভুল) করিতেছ। ধনুক ভাঙ্গিয়া অভিমান বড় বাড়িয়াছে। অহঙ্কারে মনে করিতেছ, জগৎ জয় করিয়া খাড়া হইয়াছ।

রাম কহা মুনি কহহু বিচারী।
রিস অতি বড়ি লঘু চুক হমারী॥
ছুৱতহি টুট পিনাক পুরানা।
মৈঁ কেহি হেতু করউঁ অভিমানা॥

রাম বলিলেন—হে মুনি, বিচার করিয়া দেখুন, আমার দোষ খুবই সামান্য, আর আপনার সেজন্য ক্রোধ বড় বেশী হইয়াছে। পুরাণো ধনুকখানা ছুঁইতেই ভাঙ্গিয়া গেল। ইহা লইয়া আমার অভিমান করার কি হেতু আছে?

জৌঁ হম নিদরহিঁ বিপ্র বদি সত্য সুনহু ভৃগুনাথ।
তৌ অস কো জগ সুভট জেহি ভয়বস নাৱহিঁ মাথ॥

হে পরশুরাম, যদি আমি আপনাকে 'ব্রাহ্মণ' এইকথা বলিয়া অনাদরই করিয়া থাকি, তবে শুনুন, জগতে এমন যোদ্ধা কে আছে, যে ভয়ে আপনার কাছে মাথা না নামায়?

৩১৭॥ দেব দনুজ ভূপতি ভট নানা।
সমবল অধিক হোউ বলৱানা॥
জৌঁ রন হমহিঁ প্রচারই কোউ।
লরহিঁ সুখেন কাল কিন হোউ॥

দেবতা, দৈত্য, রাজা বা নানা যোদ্ধা, সমান বলশালী বা অধিক বলশালী যে-ই হউক না কেন, যদি কেহ আমার সহিত যুদ্ধ চায় তবে আনন্দের সহিতই আমি যুদ্ধ করিয়া থাকি। স্বয়ং যমই কেন যুদ্ধে ডাকুক না?

ছত্রিয়তনু ধরি সমর সকানা।
কুলকলঙ্ক তেহি পাৱর জানা॥
কহউঁ সুভাব ন কুলহি প্রসংসী॥
কালহু ডরহিঁ ন রন রঘুবংসী॥

ক্ষত্রিয়ের দেহ ধরিয়া যে যুদ্ধে ডরায়, তাহাকে কুলের কলঙ্ক ও নীচই বলা হয়। আমি আমাদের স্বভাবের কথা বলিতেছি, কুলের প্রশংসা করিতেছি না। রঘুবংশীয়েরা যমকেও ডরায় না।

বিপ্রবংস কৈ অসি প্রভুতাঈ।
অভয় হোই জো তুম্হহিঁ ডেরাঈ॥
সুনি মৃদুবচন গূঢ় রঘুপতি কে।
উঘরে পটল পরসু ধর মতি কে॥

ব্রাহ্মণবংশের এমনই প্রভুত্ব, আপনাদিগকে যে ডরায় সে অভয় হয়। রঘুপতির অর্থযুক্ত মৃদুবাক্য শুনিয়া পরশুরামের বুদ্ধির পরদার আড়াল খুলিয়া গেল।

রাম রমাপতি কর ধনু লেহু।
খৈঁচহু মিটই মোর সন্দেহু॥
দেত চাপ আপুহি চলি গয়েউ।
পরসুরাম মন বিসময় ভয়েউ॥

হে রাম, রমাপতি বিষ্ণুর দেওয়া এই ধনুক লও, ইহা বাঁকাও আমার সন্দেহ মিটুক। ধনুক দিলে উহাতে গুণ আপনি চড়িয়া গেল, পরশুরাম বিস্মিত হইলেন।

অহিংসার নিকট হিংসার সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। এই যুদ্ধ এমনই আশ্চর্য যে, যে জিতে আর যে হারে দুই জনাই সমান লাভবান হয়। রাম যে কে তাহা এই ঘটনায় সভাস্থ সকলে জানিল। এই বাক্‌যুদ্ধ না হইলে জানিত না। ইহাতে রাম যে কাজে আসিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হইল, আর

অপর দিকে পরশুরাম হারিয়া গিয়া বিনয় শিখিলেন। ব্রাহ্মণের ক্রোধ করা যে কত অন্যায় তাহা দেখিলেন, করুণা কি পদার্থ তাহা পরশুরাম জানিলেন। পাষাণ গলিল, বিপক্ষেরও এই লাভ হইল।

জানা রামপ্রভাব তব পুলক প্রফুল্লিত গাত।
জোরি পানি বোলে বচন হৃদয় ন প্রেম সমাত॥

রামের ক্ষমতা জানিয়া তাঁহার শরীরে পুলক দেখা দিল। হৃদয়ে ভালবাসা যেন আর ধরে না। তিনি যুক্তকরে বলিলেন—

৩১৮॥ **জয় রঘুবংস বনজ বন ভানূ।**
গহনদনুজ কুল দহন কসানূ॥
জয় সুর বিপ্র ধেনু হিত কারী।
জয় মদ মোহ কোহ ভ্রম হারী॥

রঘুবংশ-পদ্মবনে সূর্য রাম, তোমার জয় হউক, তুমি দৈত্যকুলরূপ বনদহনকারী আগুন। হে গো, ব্রাহ্মণ, দেবতার হিতকারী, তোমার জয় হউক। হে অহঙ্কার, ক্রোধ মোহও ভ্রমহরণকারী, তোমার জয় হউক।

বিনয় সীল করুনা গুন সাগর।
জয়তি বচনরচনা অতি নাগর॥
সেবকসুখদ সুভগ সব অঙ্গা।
জয় সরীর ছবি কোটি অনঙ্গা॥

বিনয়, শীল, করুণা ও গুণের সাগর, যাহার বাক্য রচনা অতি সুন্দর সেই রামের জয় হউক। তুমি সেবকের সুখদাতা, তোমার সকল অঙ্গ সুন্দর। তোমার শরীরের সৌন্দর্য কোটি অনঙ্গের মত, তোমার জয় হউক।

করউঁ কাহ মুখ এক প্রসংসা।
জয় মহেস মম মানস হংসা॥
অনুচিত বচন কহেউঁ অজ্ঞাতা।
ছমহু ছমামন্দির দোউ ভ্রাতা॥

এক মুখে তোমার কি প্রশংসা করিব। হে মহেশ্বরের মনরূপ মানসসরোবরবিহারী হংস, তোমার জয় হউক। না জানিয়া অবাচ্য বলিয়াছি। হে ক্ষমার নিবাস দুই ভাই, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।

কহি জয় জয় জয় রঘু কুল কেতূ।
ভৃগুপতি গয়ে বনহিঁ তপ হেতূ॥
অপভয় সকল মহীপ ডেরানে।
জহঁ তহঁ কায়র গবহিঁ পরানে॥

পরশুরাম "জয় জয় জয় রঘুকুলপতি" বলিয়া তপস্যার জন্য বনে চলিয়া গেলেন। সকল রাজাদের ভয় গেল, কাপুরুষেরা যেথানে সেথানে পালাইল।

দেবন দীন্হী দুন্দুভী প্রভু পর বরষহিঁ ফুল।
হরষে পুর নর নারি সব মিটী মোহময় সূল॥

দেবতারা ও নাগগণ দুন্দুভী বাজাইলেন ও রামের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। নগরের নরনারীর আনন্দ হইল, মোহের জন্য যে দুঃখ হইয়াছিল তাহা দূর হইল।

৩১৯॥ **অতি গহগহে বাজনে বাজে।**
সবহিঁ মনোহর মঙ্গল সাজে॥
জুথ জুথ মিলি সুমুখি সুনয়নী।
করহিঁ গান কল কোকিলবয়নী॥

উচ্চশব্দে বাজনা বাজিতে লাগিল। সকলে মনোহর মঙ্গল সাজে সাজিল। দলে দলে সুন্দরী সুনয়নী কোকিলকণ্ঠী স্ত্রীরা সুন্দর গান করিতে লাগিল।

সুখ বিদেহ কর বরনি ন জাঈ।
জনমদরিদ্র মনহুঁ নিধি পাঈ॥
বিগতত্রাস ভই সীয় সুখারী।
জিমু বিধু উদয় চকোরকুমারী॥

জনকরাজার সুখের কথা বর্ণনা করা যায় না। মনে হয়, জন্মদরিদ্র সম্পদ পাইল। চন্দ্রের উদয়ে চকোরের শিশুরা যেমন সুখী হয়, সীতাও তেমনি ভয় ত্যাগ করিয়া সুখী হইলেন।

জনক কীন্হ কৌসিকহি প্রনামা।
প্রভুপ্রসাদ ধনু ভঞ্জেউ রামা॥
মোহি কৃতকৃত্য কীন্হ দুহুঁ ভাই।
অব জো উচিত সো কহিয় গোসাঈঁ॥

জনকরাজা বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—আপনার কৃপায় রাম ধনুক ভাঙ্গিয়াছেন। দুই ভাই আমাকে কৃতকৃতার্থ করিলেন। এখন যাহা করা উচিত, হে প্রভু, সে কথা বলুন।

কহ মুনি সুনু নরনাথ প্রবীনা।
রহা বিবাহ চাপআধীনা॥
টুটতহী ধনু ভয়উ বিবাহূ।
সুর নর নাগ বিদিত সব কাহূ॥

মুনি বলিলেন—হে প্রবীণ নরনাথ, শুনুন। বিবাহ ধনুক ভাঙ্গার উপর নির্ভর করিত। ধনুক ভাঙ্গাতেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং দেবতা, নর, নাগ সকলে ইহা জানিয়াছে।

তদপি জাই তুম্হ করহু অব জথা বংস ব্যবহারু।
বুঝি বিপ্র কুল বৃদ্ধ গুরু বেদবিদিত আচারু॥

বুঝি—পুছি, জিজ্ঞাসা করিয়া। আচার—অনুষ্ঠান॥ তথাপি আপনি এখন গিয়া বংশ-অনুযায়ী ব্যবহার করুন। ব্রাহ্মণগণ, বৃদ্ধ ও গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেদ সম্মত অনুষ্ঠান করুন।

৩২০॥ দূত অবধ পুর পঠবহু জাঈ।
আনহিঁ নৃপ দসরথহি বোলাঈ॥
মুদিত রাউ কহি ভলেহি কৃপালা।
পঠয়ে দূত বোলি তেহি কালা॥

অযোধ্যা পুরীতে দূত পাঠান, রাজা দশরথকে সংবাদ দিয়া আসুন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—হে কৃপাল, ভালই বলিয়াছেন। তিনি তখনই দূত ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বহুরি মহাজন সকল বোলায়ে।
আই সবন্হি সাদর সির নায়ে॥
হাট বাট মন্দির সুরবাসা।
নগর সবাঁরহু চারিহু পাসা॥

আবার মহাজন সকলকে ডাকিলেন, তাঁহারা নতশিরে সকলে আসিলেন। বলিলেন—হাটঘাট, মন্দির, দেবস্থান সমূহ ও নগরের চারিপাশে সাজাও।

হরষি চলে নিজ নিজ গৃহ আয়ে।
পুনি পরিচারক বোলি পঠায়ে॥
রচহু বিচিত্র বিতান বনাঈ।
সির ধরি বচন চলে সচুপাঈ॥

তাহারা আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ ঘরে আসিল। জনক আবার পরিচারকদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন—বিচিত্র মণ্ডপ রচনা কর। সকল নম্রভাবে তাঁহার আজ্ঞা লইয়া চলিল।

পঠয়ে বোলি গুনী তিন্হ নানা।
জে বিতান বিধি কুসল সুজানা॥
বিধিহি বন্দি তিন্হ কীন্হ অরম্ভা।
বিরচে কনককদলি কে খম্ভা॥

মণ্ডপ-রচনায় কুশল, নানা গুণীকে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা ব্রহ্মার পূজা করিয়া কার্য আরম্ভ করিল। তাহারা সোনার কলাগাছের থাম তৈয়ার করিল।

হরিতমনিন্হ কে পত্র ফল পদুমরাগ কে ফূল।
রচনা দেখি বিচিত্র অতি মনু বিরঞ্চি কর ভূল॥

হরিৎ মণির (পান্নার) পাতা ও ফল, পদ্মরাগ মণির ফুল তৈয়ার করিল। অতি বিচিত্র গঠন দেখিয়া উহা বিধাতার তৈয়ারী বলিয়াই ভুল হইল।

৩২১॥ বেনু হরিত মনি ময় সব কীন্হে।
সরল সপরন পরহিঁ নহিঁ চীন্হে॥
কনককলিত অহিবেলি বনাঈ।
লখি নহিঁ পরই সপরন সুহাঈ॥

সবুজ মণি দিয়া এমন পাতা সমেত বাঁশ তৈয়ার করা হইয়াছিল যে চিনিতে পারা যায় না। সোনা দিয়া এমন পাতা সহিত সুন্দর নাগবেলী তৈয়ারী হইয়াছিল যে বোঝা যায় না।

তেহি কে রচি পচি বন্ধ বনায়ে।
বিচ বিচ মুকুতা দাম সুহায়ে॥
মানিক মরকত কুলিস পিরোজা।
চীর কোরি পচি রচে সরোজা॥

সেই নাগবেলীতে কারুকার্য করা হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে মুক্তাসমূহ দিয়া শোভিত করা হইয়াছিল। পদ্ম তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহাতে মাণিক, মরকত, হীরা ও পিরোজার কারুকার্য।

কিয়ে ভৃঙ্গ বহুরঙ্গ বিহঙ্গা।
গুঞ্জহিঁ কূজহিঁ পবনপ্রসঙ্গা॥
সুরপ্রতিমা খম্ভন্হি গঢ়ি কাঢ়ী।
মঙ্গলদ্রব্য লিয়ে সব ঠাঢ়ী॥
চৌকে ভাঁতি অনেক পুরাঈ।
সিন্ধুর মনি ময় সহজ সুহাঈ॥

নানা রঙের পাখী ও ভোমরা তৈয়ারী হইয়াছিল। হাওয়ায় দুলিয়া তাহারা গুঞ্জন ও কূজন করিত। মঙ্গলদ্রব্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এমন দেবমূর্তি থামে খোদাই করা হইয়াছিল।

স্বভাবতঃই সুন্দর আঙ্গিনায় গজমতি মুক্তা দিয়া অনেক প্রকারের আলপনা সাজান হইয়াছিল।

সৌরভপল্লব সুভগ সুঠি কিয়ে নীল মনি কোরি।
হেমবৌর মরকত ঘবরি লসত পাটুময় ডোরি॥

নীলমণি দ্বারা সুন্দর সুদৃশ্য আমের পল্লব বানান হইয়াছিল, সোনার ও মরকতের গুচ্ছ বানাইয়া রেশমী সূতায় ঝুলান হইয়াছিল।

৩২২॥ রচে রুচির বর বন্দনবারে।
মনহুঁ মনোভব ফন্দ সবাঁরে॥
মঙ্গল কলস অনেক বনায়ে।
ধ্বজপতাক পট চঁবর সুহায়ে॥

ফটকের উপরে এমন সুন্দর মনোহর মালা তৈয়ারী হইয়াছিল যে, মনে হয় যেন কামদেবের ফাঁদ সাজান হইয়াছে। অনেক মঙ্গলঘট বসান হইয়াছিল। ধ্বজপতাকা, বস্ত্র ও চামর সুন্দর করিয়া সর্বত্র সাজান হইয়াছিল।

দীপ মনোহর মনিময় নানা।
জাই ন বরনি বিচিত্র বিতানা॥
জেহি মণ্ডপ দুলহিনি বৈদেহী।
সো বরনই অস মতি কবি কেহী॥

নানা মণিময় মনোহর প্রদীপ সাজান হইয়াছিল। সে বিচিত্র মণ্ডপের বর্ণনা করা যায় না। যেখানে স্বয়ং সীতা কন্যা, সে বিবাহমণ্ডপ বর্ণনা করিবে এমন কবি কে আছে?

দুলহ রামু রূপ গুন সাগর।
সো বিতানু তিহুঁ লোক উজাগর॥
জনকভবন কৈ সোভা জৈসী।
গৃহ গৃহ প্রতি পুর দেখিয় তৈসী॥

যেখানে রূপ ও গুণের সাগর রামচন্দ্র বর, সে মণ্ডপ তিন-লোক-উজ্জ্বলকারী হইবেই। জনকের রাজবাড়ীর যেমন শোভা, নগরের প্রতি ঘরেই সেইরূপ শোভা দেখা যাইতেছিল।

জেই তিরহুতি তেহি সময় নিহারী।
তেহি লঘু লগত ভুবন দস চারী॥
জো সম্পদা নীচগৃহ সোহা।
সো বিলোকি সুরনায়ক মোহা॥

যে ব্যক্তি সেই সময় ত্রিহুত দেখিয়াছে, তাহার কাছে চতুর্দশ ভুবনও খাটো মনে হইয়াছে। তখন যে সম্পদ দরিদ্র লোকের ঘরে শোভা পাইত, তাহা দেখিয়া ইন্দ্রেরও মোহ হইত।

বসই নগর জেহি লচ্ছি করি কপট নারিবর বেষু।
তেহি পুর কৈ সোভা কহত সকুচহিঁ সারদ সেষু॥

যে নগরে স্বয়ং লক্ষ্মী ছলনা করিয়া স্ত্রী-বেশে বাস করেন, সে নগরের শোভার কথা বর্ণনা করিতে সরস্বতী এবং শেষনাগও সঙ্কোচ বোধ করিবেন।

৩২৩॥ **পহুঁচে দুত রামপুর পাবন।**
হরষে নগর বিলোকি সুহাবন॥
ভূপদ্বার তিন্হ খবর জনাঈ।
দসরথ নৃপ সুনি লিয়ে বোলাঈ॥

দূত গিয়া রামের পবিত্র পুরীতে পহুঁছিল ও সুন্দর নগর দেখিয়া আনন্দ পাইল। রাজদ্বারে পহুঁছিয়া সে সংবাদ দিলে রাজা দশরথ শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইলেন।

করি প্রনাম তিন্হ পাতী দীন্হী।
মুদিত মহীপ আপু উঠি লীন্হী॥
বারি বিলোচন বাঁচত পাতী।
পুলক গাত আঈ ভরি ছাতী॥

দূত প্রণাম করিয়া রাজাকে পত্র দিল। সন্তুষ্ট হইয়া রাজা স্বয়ং উঠিয়া পত্র লইলেন। পত্র পড়িতে পড়িতে রাজার চোখে জল আসিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, বুক ভরিয়া উঠিল।

রাম লখন উর কর বর চীঠী।
রহি গয়ে কহত ন খাটী মীঠী॥
পুনি ধরি ধীর পত্রিকা বাঁচী।
হরষী সভা বাত সুনি সাঁচী॥

রাজা দশরথের হৃদয়ের মধ্যে রাম লক্ষ্মণ, আর হাতে রহিল সেই শ্রেষ্ঠ চিঠি। তিনি চুপ করিয়া গেলেন, ভাল মন্দ কিছু বলিলেন না। আবার ধৈর্য ধরিয়া পত্র পড়িলেন। সভার সকলে ঠিক সংবাদ জানিয়া সুখী হইল।

খেলত রহে তহাঁ সুধি পাঈ।
আয়ে ভরত সহিত হিত ভাঈ॥
পুছত অতিসনেহ সকুচাঈ।
তাত কহাঁ তেঁ পাতী আঈ॥

খেলা করিতে করিতে সেইখানে সংবাদ পাইয়া ভরত শত্রুঘ্ন আসিল ও অতিশয় প্রেমবশে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল—বাবা, পত্র কোথা হইতে আসিল?

কুসল প্রানপ্রিয় বন্ধু দোউ অহহিঁ কহহু কেহি দেস।
সুনি সনেহসানে বচন বাঁচী বহুরি নরেস॥

আমাদের প্রাণপ্রিয় দুই ভাই কি কুশলে আছেন? তাহারা কোন্ দেশে? স্নেহময় বাক্য শুনিয়া রাজা আবার চিঠি পড়িলেন।

৩২৪॥ **সুনি পাতী পুলকে দোউ ভ্রাতা।**
অধিক সনেহ সমাত ন গাতা॥
প্রীতি পুনীত ভরত কৈ দেখী।
সকল সভা সুখ লহেউ বিসেখী॥

চিঠি শুনিয়া দুই ভাইয়ের পুলক হইল, এত আনন্দ হইল যে, শরীরে আর তাহা ধরিল না। ভরতের পবিত্র ভালবাসা দেখিয়া সভার সকলে বিশেষ সুখ পাইল।

তব নৃপ দুত নিকট বৈঠারে।
মধুর মনোহর বচন উচারে॥
ভৈয়া কহহু কুসল দোউ বারে।
তুম্হ নীকে নিজ নয়ন নিহারে॥

রাজা তখন দূতকে নিকটে বসাইয়া মধুর মনোহর বাক্য উচ্চারণ করিলেন—ভাই, বল, দুই বালকেরই কুশল ত? তুমি নিজের চোখেই দেখিয়াছ ত?

স্যামল গৌর ধরে ধনুভাথা।
বয় কিসোর কৌসিকমুনি সাথা॥
পহিচানহু তুম্হ কহহু সুভাউ।
প্রেমবিবস পুনি পুনি কহ রাউ॥

রাজা প্রেমবিবশ হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন—একজন শ্যামল, একজন গৌর, হাতে তাহাদের ধনুক, তাহাদের কিশোর বয়স, সঙ্গে তাহাদের বিশ্বামিত্র মুনি। তুমি কি তাহাদিগকে চেন? সত্য করিয়া বল।

জা দিন তেঁ মুনি গয়ে লেবাঈ।
তব তেঁ আজু সাঁচি সুধি পাঈ॥
কহহু বিদেহ কবন বিধি জানে।
সুনি প্রিয় বচন দুত মুসুকানে॥

যে দিন তাহাদিগকে মুনি লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার

পর আজ খাটি সংবাদ পাইলাম। বল ত জনক রাজা কেমন করিয়া তাহাদিগকে চিনিলাম? প্রিয় বাক্য শুনিয়া দূত হাসিল।

সুনহু মহীপতি মুকুট মনি তুম্হ সম ধন্য ন কোউ।
রাম লষনু জিন্হ কে তনয় বিশ্ববিভূষন দোউ॥

হে রাজকুলশ্রেষ্ঠ, শুনুন। আপনার মত ধন্য আর কেহ নাই, বিশ্বের অলঙ্কার রাম লক্ষ্মণ দুইজন আপনার পুত্র।

৩২৫॥ পূছন জোগ ন তনয় তুম্হারে।
পুরুষসিংহ তিহুঁ পুর উঁজিয়ারে॥
জিন কে জস প্রতাপ কে আগে।
সসি মলীন রবি সীতল লাগে॥

আপনার পুত্রদের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। তাঁহারা পুরুষ-সিংহ, ত্রিলোক উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতাপ ও যশের কাছে চাঁদ মলিন হয়, সূর্য শীতল মনে হয়।

তিন্হ কহঁ কহিয় নাথ কিমি চীন্হে।
দেখিয় রবি কি দীপ কর লীন্হে॥
সীয়স্বয়ম্বর ভূপ অনেকা।
সিমিটে সুভট এক তেঁ একা॥

হে নাথ, আপনি বলিতেছেন, তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া চিনিলেন। হাতে প্রদীপ লইয়া কি সূর্য দেখিতে হয়? সীতার স্বয়ম্বরে অনেক রাজা একত্র হইয়াছিল, তাহারা একে অন্য হইতে বড় যোদ্ধা।

সম্ভুসরাসন কাহু ন টারা।
হারে সকল বীর বরিয়ারা॥
তীনি লোক মহঁ জে ভট মানী।
সব কৈ সকতি সম্ভুধনু ভানী॥

হরধনু কেহই নড়াইতে পারিল না, সকল বলবান রাজাই হারিয়া গেল। ত্রিলোকে যাহারা বড় যোদ্ধা বলিয়া গণ্য ছিল, হরধনু তাহাদের সকলকার শক্তিই ভাঙ্গিয়া দিল।

সকই উঠাই সুরাসুর মেরু।
সোউ হিয় হারে গয়েউ করি ফেরু॥
জেই কৌতুক সিবসৈল উঠাবা।
সোউ তেহি সভা পরাভব পাবা॥

যে দেব দানবেরা মেরু উঠাইতে পারে, তাহারাও হারিয়া ফিরিয়া গেল। কৌতুক করিয়া যে রাবণ কৈলাস পর্বত উঠাইতে পারে, সেও সে সভায় পরাভব মানিল।

তহাঁ রাম রঘু বংস মনি সুনিয় মহামহিপাল।
ভঞ্জেউ চাপ প্রয়াস বিনু জিমি গজু পঙ্কজনাল॥

হে মহামহীপাল, শুনুন। সেই স্থানে সূর্যকুলের মণি রাম বিনা চেষ্টায় যেমন করিয়া হাতী পদ্মের নাল ভাঙ্গে, তেমনি করিয়া ধনুক ভাঙ্গিলেন।

৩২৬॥ সুনি সরোষ ভৃগুনায়কু আয়ে।
বহুত ভাঁতি তিন্হ আঁখি দেখায়ে॥
দেখি রামবলু নিজ ধনু দীন্হা।
করি বহু বিনয় গবন বন কীন্হা॥

ধনুক ভাঙ্গার কথা শুনিয়া পরশুরাম আসিলেন। তিনি নানারকমে চোখ রাঙ্গাইলেন। শেষে রামের বল দেখিয়া নিজের ধনুক দিলেন। অনেক বিনয় জানাইয়া বনে গেলেন।

রাজন রামু অতুলবল জৈসে।
তেজনিধান লষনু পুনি তৈসে॥
কম্পহিঁ ভূপ বিলোকত জা কে।
জিমি গজ হরিকিসোর কে তাকে॥

হে রাজন, রাম যেমন অতুল বলশালী, লক্ষ্মণও তেমনি তেজস্বী। সিংহ শাবক দেখিয়া হাতী যেমন কাঁপে, তেমনি রাজারা লক্ষ্মণকে দেখিয়া কাঁপে।

দেব দেখি তব বালক দোউ।
অব ন আঁখি তর আবত কোউ॥
দূত বচন রচনা প্রিয় লাগী।
প্রেম প্রতাপ বীর রস পাগী॥

হে দেব, আপনার দুই ছেলে দেখিয়া চোখে আর কাহাকেও লাগে না। দূতের এই প্রেম, প্রতাপ ও বীররসপূর্ণ কথা রাজার ভাল লাগিল।

সভাসমেত রাউ অনুরাগে।
দূতন্হ দেন নিছাবরি লাগে॥
কহি অনীতি তে মূদহিঁ কানা।
ধরমু বিচারি সবহি সুখ মানা॥

সভা সহিত রাজা দূতকে ভাল বাসিলেন ও তাহাকে উপহার দিতে গেলেন। সে কানে আঙ্গুল দিয়া বলিল—ইহা (কন্যাপক্ষের দূত হইয়া উপহার লওয়া) বড় অনীতি হইবে। ধর্মসম্মত এই কথা শুনিয়া সকলেই সুখী হইলেন।

তব উঠি ভূপ বসিষ্ঠ কহঁ দীন্হি পত্রিকা জাই।
কথা সুনাঈ গুরুহি সব সাদর দূত বোলাই॥

রাজা তখন বশিষ্ঠের নিকট গিয়া পত্র দিলেন এবং সাদরে দূতকে ডাকিয়া সকল কথা গুরুকে শুনাইলেন।

৩২৭॥ সুনি বোলে গুরু অতি সুখ পাঈ।
পুন্যপুরুষ কহঁ মহি সুখ ছাঈ॥
জিমি সরিতা সাগর মহঁ জাহীঁ।
জদ্যপি তাহি কামনা নাহীঁ॥

সে কথা শুনিয়া গুরু অতিশয় সুখী হইয়া বলিলেন—পুণ্যাত্মার নিকট পৃথিবী সুখে ছাইয়া থাকে। নদী যেমন সাগরের বিনা কামনাতেও সাগরে গিয়া পড়ে,

তিমি সুখ সম্পতি বিনহিঁ বোলায়ে।
ধরমসীল পহিঁ জাহিঁ সুভায়ে॥
তুম্হ গুরু বিপ্র ধেনু সুর সেবী।
তসি পুনীত কৌসল্যা দেবী॥

তেমনি সুখ সম্পত্তি না ডাকিলেও ধর্মচারীর নিকট স্বভাবতঃই যায়। তুমি গুরু, ব্রাহ্মণ, গাভী ও দেবতার সেবা কর, কৌশল্যা দেবীও তেমনি পবিত্র।

সুকৃতী তুম্হ সমান জগ মাহীঁ।
ভয়েউ ন হৈ কোউ হোনউ নাহীঁ॥
তুম্হ তেঁ অধিক পুন্য বড় কা কে।
রাজন রাম সরিস সুত জা কে॥

তোমার মত পুণ্যবান জগতে কেহ হয় নাই, কেহ নাই, হইবেও না। যাহার রামের মত পুত্র তাহার থেকে পুণ্যবান আর কেই বা হইতে পারে?

বীর বিনীত ধরম ব্রত ধারী।
গুনসাগর বর বালক চারী॥
তুম্হ কহঁ সর্বকাল কল্যানা।
সজহু বরাত বজাই নিসানা॥

তোমার চার পুত্রই বীর, বিনয়ী, ধর্মরত ও গুণসাগর। সকল সময়েই তোমার কল্যাণ হইবে। এখন বাজনা বাজাইয়া বরযাত্রা সাজাও।

চলহু বেগি সুনি গুরুবচন ভলেহি নাথ সিরু নাই।
ভূপতি গবনে ভবন তব দূতন্হ বাসু দেবাই॥

ভলেহি নাথ—যে আজ্ঞা॥ "যে আজ্ঞা", বলিয়া রাজা গুরুকে প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি চলিলেন। দূতদিগকে বাসস্থান দেওয়াইয়া রাজবাড়ীতে গেলেন।

৩২৮॥ রাজা সব রনিবাস বোলাঈ।
জনকপত্রিকা বাঁচ সুনাঈ॥
সুনি সন্দেস সকল হরষানী।
অপরকথা সব ভূপ বখানী॥

রনিবাস—অন্তঃপুর। বাঁচ—পড়িয়া। সন্দেস—সংবাদ॥

রাজা রাণীদিগকে ডাকিয়া জনকের পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। সংবাদ শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইলেন। রাজা অন্যান্য সকল কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন।

প্রেমপ্রফুল্লিত রাজহিঁ রানী।
মনহুঁ সিখিনি সুনি বারিদবানী॥
মুদিত অসীস দেহিঁ গুরুনারী।
অতি আনন্দ মগন মহতারী॥

সিখিনি—ময়ূরী। বারিদবানী—মেঘের ডাক॥ মেঘের ডাক শুনিয়া ময়ূর যেমন সুখী হয়, রাণীরা তেমনি ভালবাসায় উৎফুল্ল হইলেন। গুরুপত্নী প্রসন্ন হইয়া আশীর্বাদ করিলেন, মা অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

লেহিঁ পরসপর অতিপ্রিয় পাতী।
হৃদয় লগাই জুড়াবহিঁ ছাতী॥
রাম লখন কৈ কীরতি করনী।
বারহিঁ বার ভূপ বর বরনী॥

সেই অতি প্রিয় পত্রখানা একের নিকট হইতে অন্যে লইতেছিলেন ও বুকে রাখিয়া বুক জুড়াইতেছিলেন। রাম লক্ষ্মণের কীর্তিকর্ম রাজা বার বার বর্ণনা করিলেন।

মুনিপ্রসাদু কহি দ্বার সিধায়ে।
রানিন্হ তব মহিদেব বোলায়ে॥
দিয়ে দান আনন্দ সমেতা।
চলে বিপ্রবর আসিষ দেতা॥

দ্বার—রাজদ্বার। সিধায়ে—চলিলেন। মহিদেব—ব্রাহ্মণ॥ "এ সকলই গুরুর কৃপায়" এই কথা বলিয়া রাজা দ্বারের বাহির হইলেন। রাণীরা তখন ব্রাহ্মণ ডাকিয়া, আনন্দিত হইয়া দান দিলেন। ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করিতে করিতে গেলেন।

সোঃ—
জাচক লিয়ে হঁকারি দীন্হি নিছাবরি কোটি বিধি।
চিরজীবহু সুত চারি চক্রবর্তি দসরথ কে॥

রাণীরা যাচক ডাকাইয়া কোটি প্রকার দান দিলেন। তাহারা আশীর্বাদ করিল—রাজচক্রবর্তী দশরথের চারিপুত্র চিরজীবী হউক।

৩২৯॥ কহত চলে পহিরে পট নানা।
হরষি হনে গহগহে নিসানা॥
সমাচার সব লোগন্হ পায়ে।
লাগে ঘর ঘর হোন বধায়ে॥

পট—কাপড়। গহগহে—ধমাধম। নিসানা—নাগরা॥ তাহারা নানারকম বস্ত্র পরিয়া ঐ প্রকার বলিতে বলিতে চলিতে লাগিল। লোকে যখন সংবাদ পাইল, তখন ঘরে ঘরে উৎসব হইতে লাগিল।

ভুবন চারি দস ভয়উ উছাহূ।
জনক সুতা রঘুবীর বিবাহূ॥
সুনি সুভকথা লোগ অনুরাগে।
মগ গৃহ গলী সঁবারন লাগে॥

উছাহূ—উৎসব। মগ—পথ। সঁবারন—সাজান॥ সীতা ও রামের বিবাহ হইবে, এই সংবাদে চতুর্দশভুবন আনন্দে ভরিয়া গেল। এই শুভ সংবাদ শুনিয়া লোকে সুখী হইল, পথঘাট, বাড়ীঘর সাজাইতে লাগিল।

জদ্যপি অবধ সদৈব সুহাবনি।
রামপুরী মঙ্গলময় পাবনি॥
তদপি প্রীতি কৈ রীতি সুহাঈ।
মঙ্গলরচনা রচী বনাঈ॥

যদিও রামপুরী অযোধ্যা সর্বদাই সুন্দর, মঙ্গলময় ও পবিত্র, তথাপি তাহারা ভালবাসার সুন্দর রীতি অনুসারে অনেক মঙ্গলরচনা করিল।

ধ্বজ পতাক পট চামর চারু।
ছাবা পরমবিচিত্র বজারু॥
কনককলস তোরন মনি জালা।
হরদ দুব দধি অচ্ছত মালা॥

ধ্বজা, পতাকা, বস্ত্র ও সুন্দর চামরে হাটবাট ছাইয়া ফেলিল। সোনার কলস, তোরণের মালা, মণিজাল, হলুদ, দূর্বা, দধি, চাউল ও মালা, এই সকল মঙ্গলবস্তু একত্র করিল।

মঙ্গলময় নিজ নিজ ভবন লোগন্হ রচে বনাই।
বীথী সীচী চতুরসম চৌকে চারু পুরাই॥

বীথী—গলি। সিচি—জল ছিটাইয়া, লেপিয়া। চৌকে পুরাই—আলিপনা দিল॥ লোকেরা নিজ নিজ বাড়ী মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়া সাজাইল, গলিগুলি লেপিয়া সমচতুষ্কোণ করিয়া সুন্দর আলপনা দিল।

৩৩০॥ জহঁ তহঁ জূথ জূথ মিলি ভামিনি।
সজি নবসপ্ত সকল দুতি দামিনি॥
বিধুবদনী মৃগ সাবক লোচনী।
নিজ সরূপ রতি মানু বিমোচনি॥

জূথ জূথ—দলে দলে। ভামিনী—স্ত্রী। নবসপ্ত—ষোল॥ যাহাদের রূপ রতির সৌন্দর্যের অতি মান ঘুচাইয়া দেয় এমন বিদ্যুতের মত দীপ্তিমতী, চন্দ্রবদনী, হরিণ-শাবক-নয়নী স্ত্রীলোকেরা দলে দলে যেখানে সেখানে ষোড়শ সাজে সাজিয়া,

গাবহিঁ মঙ্গল মঞ্জুল বানী।
সুনি কলরব কলকণ্ঠ লজানী॥
ভূপ ভবন কিমি জাই বখানা।
বিশ্ববিমোহন রচেউ বিতানা॥

মধুর স্বরে মঙ্গলগান গাইতেছিল; তাহাদের গানের শব্দে কোকিলও লজ্জা পায়। রাজবাড়ী কি করিয়া বর্ণনা করা যায়? সেখানে জগতভুলান মণ্ডপ রচনা করা হইয়াছিল।

মঙ্গলদ্রব্য মনোহর নানা।
রাজত বাজত বিপুল নিসানা॥
কতহুঁ বিরদ বন্দী উচ্চরহীঁ।
কতহুঁ বেদধুনি ভূসুর করহীঁ॥

বিরদ—যশ। ভূসুর—ব্রাহ্মণ॥ সেখানে নানা মনোহর মঙ্গলদ্রব্য সাজান হইয়াছিল। নানা বাজনা বাজিতেছিল। কোথাও ভাট বংশের যশের কথা বলিতেছিল, কোথাও বা ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করিতেছিলেন।

গাবহিঁ সুন্দরি মঙ্গলগীতা।
লেই লেই নামু রামু অরু সীতা॥
বহুত উছাহু ভবনু অতি থোরা।
মানহুঁ উমগি চলা চহুঁ ওরা॥

উছাহু—উৎসাহ, আনন্দ উৎসব। উমগি—উপছাইয়া॥ সুন্দরীরা রাম ও সীতার নাম লইয়া লইয়া মঙ্গলগান গাহিতেছিল। আনন্দ খুব বেশী, আর রাজবাড়ী সে তুলনায় ছোট। সেইজন্য আনন্দ যেন বাড়ীতে না ধরিয়া উপচিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

সোভা দসরথ ভবন কৈ কো কবি বরনই পার।
জহাঁ সকল সুর সীস মনি রাম লীন্হ অবতার॥

সীস মনি—মাথার মণি॥ যে বাড়ীতে সকল বীরের শিরোভূষণ রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে দশরথ-ভবনের শোভা কোন কবি বর্ণনা করিতে পারে?

৩৩১॥ ভূপ ভরত পুনি লিয়ে বোলাঈ।
হয় গয় স্যন্দন সাজহু জাঈ॥
চলহু বেগি রঘুবীর বরাতা।
সুনত পুলক পূরে দোউ ভ্রাতা॥

রাজা আবার ভরতকে ডাকিয়া আনিলেন ও বলিলেন—যাও, হাতী, ঘোড়া, রথ সাজাও। রঘুবীরের বরযাত্রা লইয়া শীঘ্র চল। এ কথা শুনিয়া দুই ভাই রোমাঞ্চিত হইলেন।

ভরত সকল সাহনী বোলায়ে।
আয়সু দীন্হ মুদিত উঠি ধায়ে॥
রচি রুচি জীন তুরগ তিন্হ সাজে।
বরন বরন বরবাজি বিরাজে॥

সাহনী—সরদার, প্রধান। তুরগ—ঘোড়া॥ ভরত সব প্রধানদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাদিগকে আজ্ঞা দিলে তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল ও ঘোড়ায় জিন সাজাইল। নানা রঙের ঘোড়া তৈয়ার হইল।

সুভগ সকল সুঠি চঞ্চলকরনী।
অয় ইব জরত ধরত পগ ধরনী॥
নানা জাতি ন জাহিঁ বখানে।
নিদরি পবনু জনু চহত উড়ানে॥

ঘোড়াগুলি বড়ই সুন্দর। তাহাদের চলা এমন চঞ্চল যে, তাহারা যখন মাটিতে পা ফেলিতেছিল, তখন মনে হইতেছিল জ্বলন্ত লোহার উপর পা ফেলিতেছে। কত রকমের ঘোড়া তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহারা বায়ু-বেগকেও লজ্জা দিয়া যেন উড়িয়া যাইতে চায়।

তিন্হ সব ছৈল ভয়ে অসবারা।
ভরতসরিস বয় রাজকুমারা॥
সব সুন্দর সব ভূষনধারী।
কর সরচাপ তূন কটি ভারি॥

কর সরচাপ—হাতে ধনুকবাণ॥ ভরতের সমানবয়সী সুন্দর রাজকুমারেরা সেই ঘোড়ায় সওয়ার হইল। তাহারা সকলেই সুন্দর ও সুসজ্জিত। তাহাদের হাতে ধনুকবাণ ও কটিতে ভারি তূণ।

ছুরি ছবীলে ছৈল সব সুর সুজান নবীন।
জুগ পদ চর অসবারপ্রতি জে অসি কলা প্রবীন॥

তাহারা সকলেই সজ্জিত, বীর ও জ্ঞানী যুবক। সওয়ার প্রতি দুইজন করিয়া তরবার চালনায় সুদক্ষ লোক হাঁটিয়া সঙ্গে যাইতেছিল।

৩৩২॥ বাঁধে বিরদ বীর রনগাঢ়ে।
নিকসি ভয়ে পুর বাহির ঠাঢ়ে॥
ফেরহিঁ চতুর তুরগ গতি নানা।
হরষহিঁ সুনি সুনি পনব নিসানা॥

রণোন্মত্ত বীরেরা যুদ্ধের ধাঁচ বাঁধিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইল ও ঘোড়াগুলিকে নানাভাবে চালাইতে লাগিল। ঢোলের শব্দে তাহারা আনন্দিত হইল।

রথ সারথিন্হ বিচিত্র বনায়ে।
ধ্বজ পতাক মনি ভূষন লায়ে॥
চবঁর চারু কিঙ্কিনি ধুনি করহীঁ।
ভানু জান সোভা অপহরহীঁ॥

কিঙ্কিনি—ঘণ্টি। ভানুজান—সূর্যের রথ॥ ধ্বজা-পতাকা ও মণির ভূষণ দিয়া সারথিরা রথকে নানা ভাবে সাজাইয়াছিল। সুন্দর চামর ছিল ও সুন্দর ছোট ছোট ঘণ্টা শব্দ করিতেছিল। শোভা এমন হইয়াছিল যে, সূর্যের রথের শোভাকেও হারাইয়া দিয়াছিল।

স্যামকরন অগনিত হয় হোতে।
তে তিন্হ রথন্হ সারথিন্হ জোতে॥
সুন্দর সকল অলঙ্কৃত সোহে।
জিন্হহিঁ বিলোকত মুনিমন মোহে॥

শ্যামল বর্ণের কানওয়ালা অগণিত ঘোড়া ছিল। সারথিরা সেগুলি ঐ সকল রথে জুড়িল। ঘোড়াগুলি সাজান হওয়ায় এমন শোভা হইল, যাহাতে মুনির মন ও মুগ্ধ হয়।

জে জল চলহিঁ থলহি কী নাঈ।
টাপ ন বুড় বেগ অধিকাঈ॥
অস্ত্র সস্ত্র সব সাজু বনাঈ।
রথী সারথিন্হ লিয়ে বোলাঈ॥

সেগুলি জলে ও স্থলের মতই চলিতে পারে, বেগ অধিক বলিয়া ডুবে না। অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ সাজাইয়া সারথিরা রথীদিগকে ডাকিয়া আনিল।

চঢ়ি চঢ়ি রথ বাহির নগর লাগী জুরন বরাত।
হোত সগুন সুন্দর সবনহি জো জেহি কারজ জাত॥

রথীরা রথে চড়িয়া চড়িয়া নগরের বাহিরে বরের শোভাযাত্রা সাজাইতে লাগিল। যে যে কাজেই যাইতেছিল তাহাতেই শুভ লক্ষণ দেখা দিতেছিল।

৩৩৩॥ কলিত করিবরন্হি পরী অঁবারী।
কহি ন জাই জেহি ভাঁতি সবাঁরী॥
চলে মত্তগজ ঘণ্ট বিরাজী।
মনহুঁ সুভগ সাবন ঘন রাজী॥

সুন্দর হাতীদের উপর এমনভাবে ঝুল সাজান হইয়াছিল যে, তাহা বলা যায় না। মত্ত হাতীরা ঘণ্টার শব্দ করিতে করিতে চলিতেছিল, মনে হইল যেন শ্রাবণ মাসের সুন্দর মেঘসমূহ চলিয়াছে।

বাহন অপর অনেক বিধানা।
সিবিকা সুভগ সুখাসন জানা॥
তিন্হ চঢ়ি চলে বিপ্র বর বৃন্দা।
জনু তনু ধরে সকল শ্রুতি ছন্দা॥

অন্য আরো অনেকপ্রকার বাহন, সুন্দর পাল্কী এবং আরামে চলার মত যান সব সাজান হইল। তাহাতে চড়িয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা চলিলেন। মনে হইল যেন বেদের ছন্দসমূহ দেহ ধরিয়া চলিয়াছে।

মাগধ সুত বন্দি গুনগায়ক।
চলে জান চঢ়ি জো জেহি লায়ক॥
বেসর ঊঁট বৃষভ বহু জাতি।
চলে বস্তু ভরি অগনিত ভাঁতি॥

মাগধ—যাহারা ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়॥ মাগধ পৌরাণিক, ভাট ও গুণগানকারীরা যে যাহার উপযুক্ত যান চড়িয়া চলিল। নানা জাতের খচ্চর, উট ও বলদ অগণিত জিনিষপত্র লইয়া চলিল।

কোটিন্হ কাবঁরি চলে কহারা।
বিবিধ বস্তু কো বরনই পারা॥
চলে সকল সেবক সমুদাঈ।
নিজ নিজ সাজু সমাজু বনাঈ॥

ভারীরা কোটি ভার লইয়া জিনিষপত্র কত যে সাজাইয়া চলিল কে তাহা বলিবে? চাকরেরা নিজ নিজ দল বাঁধিয়া চলিল।

সব কে উর নির্ভর হরষু পূরিত পুলক সরীর।
কবহি দেখিবই নয়ন ভরি রামু লখনু দোউ বীর॥

রাম লক্ষ্মণ দুই বীরকে কখন নয়ন ভরিয়া দেখিবে এই ভাবিয়া সকলের হৃদয়েই পরিপূর্ণ আনন্দ, শরীরে পুলক।

৩৩৪॥ গরজহিঁ গজ ঘণ্টা ধুনি ঘোরা।
রথরব বাজি হিঁস চহুঁ ওরা॥
নিদরি ঘনহিঁ ঘুম্মরহিঁ নিসানা।
নিজ পরাই কছু সুনিয় ন কানা॥

চারিদিকে হাতীরা গর্জন করিতেছিল ও ঘণ্টার ভীষণ শব্দ করিতেছিল। রথের শব্দ হইতেছিল, ঘোড়া চিঁহিঁ করিতেছিল, আর ডঙ্কার শব্দ মেঘগর্জন ছাপাইয়া উঠিতেছিল। এমন কোলাহল হইতেছিল যে, নিজের বা পরের কোন কথা কানে শোনা যাইতেছিল না।

মহাভীর ভূপতি কে দ্বারে।
রজ হোই জাই পষান পবারে॥
চঢ়ী অটারিন্হ দেখহিঁ নারী।
লিয়ে আরতী মঙ্গলথারী॥

রাজার দ্বারে এমন মহা ভিড় হইয়াছিল যে, পায়ের চাপে পাথর ধূলা হইয়া যাইতেছিল। স্ত্রীলোকেরা মঙ্গল-আরতির থালা লইয়া অট্টালিকায় চড়িয়া দেখিতেছিল।

গাবহিঁ গীত মনোহর নানা।
অতি আনন্দু ন জাই বখানা॥
তব সুমন্ত্র দুই স্যন্দন সাজী।
জোতে রবি. হয় নিন্দক বাজী॥

নারীরা নানা মনোহর গীত গাহিতেছিল। তাহাদের আনন্দের কথা বলা যায় না। তখন সুমন্ত্র দুই রথ সাজাইয়া তাহাতে এমন ঘোড়া জুড়িয়া আনিলেন যে, সূর্যের ঘোড়াকেও হার মানায়।

দোউ রথ রুচির ভূপ পহিঁ আনে।
নহিঁ সারদ পহিঁ জাহিঁ বখানে॥
রাজসমাজ এক রথ সাজা।
দূসর তেজপুঞ্জ অতি ভ্রাজা॥

দুইখানা সুন্দর রথ রাজার নিকট আনা হইল। সরস্বতীও তাহাদের বর্ণনা করিতে পারিবেন না। রাজঠাটে রাজার জন্য একখানা রথ সাজান হইয়াছিল, আর একখানা চাকচিক্যশালী ও অতিশয় তেজঃপূর্ণ ছিল।

তেহি রথ রুচির বসিষ্ঠ কহঁ হরষি চঢ়াই নরেসু।
আপু চঢেউ স্যন্দন সুমিরি হর গুরু গৌরি গনেসু॥

সেই সুন্দর রথে রাজা আনন্দিত হইয়া বশিষ্ঠকে চড়াইলেন। আর হরগৌরী ও গণেশকে স্মরণ করিয়া নিজে অপর রথে চড়িলেন।

৩৩৫॥ সহিত বসিষ্ঠ সোহ নৃপ কৈসে।
সুর গুরু সঙ্গ পুরন্দর জৈসে॥
করি কুলরীতি বেদবিধি রাউ।
দেখি সবহি সব ভাঁতি বনাউ॥

দেবগুরু বৃহস্পতির সহিত ইন্দ্র যেমন শোভা পান, বশিষ্ঠের সহিত রাজা তেমনি শোভা পাইতেছিলেন। রাজা দেখিলেন যে, কুলরীতি ও বেদবিধি অনুসারে সমস্তই ঠিক আছে।

সুমিরি রাম গুরুআয়সু পাঈ।
চলে মহীপতি সঙ্খ বজাঈ॥
হরষে বিবুধ বিলোক বরাতা।
বরষহিঁ সুমন সুমঙ্গল দাতা॥

গুরুর আদেশ লইয়া রামকে স্মরণ করিয়া রাজা শঙ্খ বাজাইয়া চলিলেন। দেবতারা বরযাত্রা দেখিয়া আনন্দ পাইলেন ও সুমঙ্গলদানকারী পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

ভয়উ কোলাহল হয় গয় গাজে।
ব্যোম বরাত বাজনে বাজে।
সুর নর নাগ সুমঙ্গল গাঈ।
সরস রাগ বাজহিঁ সহনাঈ॥

কোলাহল হইল। হাতী ঘোড়া শব্দ করিতে লাগিল, বর-যাত্রার বাজনার শব্দ আকাশে উঠিল, দেবতা ও মানুষেরা সুমঙ্গল গাহিতে লাগিল, সানাইয়ে রসের রাগ বাজিয়া উঠিল।

ঘণ্ট ঘণ্টি ধুনি বরনি ন জাহীঁ।
সরব করহিঁ পায়ক ফহরাহীঁ॥
করহিঁ বিদূষক কৌতুক নানা।
হাসকুসল কলগান সুজানা॥

ঘণ্টি ঘণ্টার শব্দ বর্ণনা করা যায় না। পাইক সশব্দে নিশান উড়াইতেছিল। হাসাইতে ও গান করিতে ওস্তাদ চতুর বিদূষকেরা নানা কৌতুক করিতেছিল।

তুরগ নচাবহিঁ কুঅঁর বর অকনি মৃদঙ্গ নিসান।
নাগর নট চিতবহিঁ চকিত ডগহিঁ ন তাল বঁধান॥

সুন্দর কুমার মৃদঙ্গ নাগরার শব্দের সঙ্গে তাল রাখিয়া ঘোড়া নাচাইতেছিলেন, ও নগরের নট আশ্চর্য হইয়া দেখিতেছিল যে, উহাদের তাল ভাঙ্গিতেছে না।

৩৩৬॥ বনই ন বরনত বনী বরাতা।
হোহিঁ সগুন সুন্দর সুভদাতা॥
চারা চাষু বাম দিসি লেঈ।
মনহুঁ সকল মঙ্গল কহি দেঈ॥

চারা—খাদ্য। চাষু—চাষ, নীলকণ্ঠ॥ বরযাত্রার গঠনশোভা বলিয়া উঠা যায় না। সুন্দর শুভদায়ক চিহ্ন হইতেছিল। নীলকণ্ঠ পাখী বামদিকে খাইতেছিল। তাহাতে সকলই মঙ্গল হইবে, ইহাই যেন বলিয়া দিতেছিল।

দাহিন কাগ সুখেত সুহাবা।
নকুলদরসু সব কাহু পাবা॥
সানুকূল বহ ত্রিবিধ বয়ারী।
সঘট সবাল আব বরনারী॥

সঘট—কলসী লইয়া। সবাল—সন্তান সহিত॥ ডানদিকে সুন্দর ক্ষেত্রে কাক দেখা গেল। সকলেই বেজী

দেখিতে পাইল। তিন রকমের বাতাস অনুকূল হইয়া বহিতেছিল। সুন্দরী নারীরা ঘট লইয়া ও সন্তান লইয়া উপস্থিত হইল।

লোবা ফিরি ফিরি দরস্তু দেখাবা।
সুরভী সনমুখ সিস্তুহি পিয়াবা॥
মৃগমালা ফিরি দাহিনি আঈ।
মঙ্গলগন জনু দীন্হ দেখাঈ॥

লোবা পাখী বার বার দেখা দিতেছিল। সুরভী গাই সম্মুখেই বাছুরকে দুধ দিতেছিল। ডান দিকে হরিণের দল দেখা দিয়াছিল। ইহাতে মঙ্গল হইবে, ইহাই যেন দেখাইয়া দিতেছিল।

ছেমকরী কহ ছেম বিসেষী।
স্যামা বাম সুতরু পর দেখী
সনমুখ আয়উ দধি অরু মীনা।
করপুস্তক দুই বিপ্র প্রবীনা॥

ক্ষেমকরী পাখী বিশেষ মঙ্গলচিহ্ন করিতেছিল। শ্যামাপাখী বামদিকে সুন্দর গাছে দেখা দিল। সম্মুখে দই ও মাছ লইয়া আসিল। দুই জ্ঞানী পণ্ডিত বই হাতে লইয়া আসিলেন।

মঙ্গলময় কল্যানময় অভিমত ফল দাতার।
জনু সব সাঁচে হোন হিত ভয়ে সগুন এক বার॥

মনের মত কল্যাণময় ও মঙ্গলময় ফল দেয় এমন সকল শুভচিহ্ন, সকলই সত্য হইবে বলিয়া, যেন একসাথে দেখা দিল।

৩৩৭॥ **মঙ্গল সগুন সুগম সব তাকে।**
সগুন ব্রহ্ম সুন্দর সুত জা কে॥
রামসরিস বর দুলহিনি সীতা।
সমধী দসরথু জনকু পুনীতা॥

সগুণব্রহ্মস্বরূপ সুন্দর রামচন্দ্র যাঁহার পুত্র, তাঁহার জন্য মঙ্গল-সূচক শকুন (চিহ্ন) হওয়াই স্বাভাবিক। যেখানে রাম ও সীতার মত বর কনে, সেখানে দশরথ ও জনকের মত পবিত্র বেয়াই—

সুনি অস ব্যাহু সগুন সব নাচে।
অব কীন্হে বিরঞ্চি হম সাঁচে॥
এহি বিধি কীন্হ বরাত পয়ানা।
হয় গয় গাজহিঁ হনে নিসানা॥

এই প্রকার বিবাহের কথা শুনিয়া শুভচিহ্ন সকল নাচিতে লাগিল ও ভাবিতে লাগিল এইবার বিধাতা আমাদিগকে সাচ্চা করিয়াছেন। এইভাবে বরযাত্রী রওনা হইয়া গেল। হাতী, ঘোড়া শব্দ করিতে লাগিল, ডঙ্কা বাজিতে লাগিল।

আবত জানি ভানুকুল কেতু।
সরিতন্হি জনক বঁধায়ে সেতু॥
বীচ বীচ বরবাস বনায়ে।
সুর পুর সরিত সম্পদা ছায়ে॥

সরিতন্হি—নদীগুলিতে। বরবাস—সুন্দর পান্থনিবাস॥ সূর্যবংশের ধ্বজাস্বরূপ রাজা দশরথ আসিবেন বলিয়া জনক নদীর উপর সেতু বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে সুন্দর পান্থনিবাস তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন এবং সে সকল স্থানে দেবপুরীর মত সম্পদ সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন।

অসন সয়ন বর বসন সুহায়ে।
পাবহিঁ সব নিজ নিজ মন ভায়ে॥
নিত নুতন সুখ লখি অনুকূলে।
সকল বরাতিন্হ মন্দির ভূলে॥

সকলে নিজ পছন্দমত সুন্দর খাবার, ভাল শয্যা ও পরিচ্ছদ পাইলেন। প্রতিদিনই মনোমত নূতন সুখ পাইতেছে দেখিয়া বরযাত্রীরা বাড়ীর কথা ভুলিয়া গেল।

আবত জানি বরাতবর সুনি গহগহে নিসান।
সজি গজ রথ পদচর তুরগ লেন চলে অগবান॥

বরযাত্রী আসিতেছে জানিয়া, নাগরার শব্দ শুনিয়া, লোকে হাতী, রথ, পদাতিক ও ঘোড়া সাজাইয়া আগাইয়া নিতে আসিল।

৩৩৮॥ **কনককলস ভরি কোপর থারা।**
ভাজন ললিত অনেক প্রকারা॥
ভরে সুধাসম সব পকবানে।
ভাঁতি ভাঁতি নহিঁ জাহিঁ বখানে॥

সোনার কলস, নারিকেল-যুক্ত পরাত, আরো নানা প্রকারের শ্রেষ্ঠ বাসনে অমৃতের মত সুস্বাদু খাদ্য ছিল। কত রকমের যে ছিল তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

ফল অনেক বরবস্তু সুহাঈ।
হরষি ভেঁট হিত ভূপ পঠাঈ॥
ভূষন বসন মহামনি নানা।
খগ মৃগ হয় গয় বহু বিধি জানা॥

রাজা আনন্দিত হইয়া ভেটের জন্য অনেকরকম ফল ও সুন্দর জিনিষ পাঠাইলেন। বসন, ভূষণ ও নানা মহামণি, পশুপাখী, হাতী ঘোড়া ও যানবাহন পাঠাইলেন।

মঙ্গল সগুন সুগন্ধ সুহায়ে।
বহুত ভাঁতি মহিপাল পঠায়ে॥
দধি চিউরা উপহার অপারা।
ভরি ভরি কাঁবরি চলে কহারা॥

রাজ মঙ্গলচিহ্ন ও নানা প্রকারের সুন্দর সুগন্ধদ্রব্য পাঠাইলেন। কাহারেরা বাঁকে করিয়া অপরিমিত দই চিড়া লইয়া চলিল।

অগৰানন্হ জব দীখি বরাতা।
উর আনন্দু পুলক ভর গাতা॥
দেখি বনাৰ সহিত অগৰানা।
মুদিত বরাতিন্হ হনে নিসানা॥

বনাব—সাজসজ্জা। মুদিত—আনন্দিত। হনে—পিটে॥ আগুয়ানেরা যখন বরযাত্রী দেখিল, তখন তাহাদের মনে আনন্দ হইল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল। এদিকে বরযাত্রীরাও আগুয়ানদের সাজসজ্জার সহিত দেখিয়া আনন্দে নাগরা পিটিতে লাগিল।

হরষি পরসপর মিলনহিত কছুক চলে বগমেল।
জনু আনন্দসমুদ্র দুই মিলত বিহাই সুবেল॥

বগমেল—এলোমেলো। সুবেল—বেলাভূমি, তীর॥ সকলে আনন্দে পরস্পর মিলনের জন্য কিছুদূর এলোমেলো হইয়া চলিল, যেন দুই আনন্দের সমুদ্র কূল ত্যাগ করিয়া মিশিল।

৩৩৯॥ বরষি সুমন সুরসুন্দরি গাৰহিঁ।
মুদিত দেৰ দুন্দুভী বজাৰহিঁ॥
বস্তু সকল রাখী নৃপ আগে।
বিনয় কীন্হ তিন্হ অতি অনুরাগে॥

পুষ্প-বর্ষণ করিয়া সুর-সুন্দরীরা গান করিতেছিল। দেবতারা প্রসন্ন হইয়া নাগরা পিটাইতেছিল। আগুয়ানেরা রাজা দশরথের সম্মুখে সমস্ত জিনিষ রাখিয়া অতি আনন্দে তাঁহাকে বিনয় জানাইল।

প্রেমসমেত রায় সব লীন্হা।
ভই বকসীস জাচকন্হি দীন্হা॥
করি পূজা মান্যতা বড়াঈ।
জনৰাসে কহুঁ চলে লেৰাঈ॥

রাজা সে সকল জিনিষ আদর করিয়া লইলেন ও যাচক-দিগকে বক্‌শিস বিতরণ করিলেন। আগুয়ানেরা রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া, সম্মান করিয়া ও আড়ম্বর করিয়া বাসাবাটীতে লইয়া চলিল।

বসন বিচিত্র পাঁৰড়ে পরহীঁ।
দেখি ধনদ ধনমদ পরিহরহীঁ॥
অতি সুন্দর দীন্হেউ জনৰাসা।
জহঁ সব কহঁ সব ভাঁতি সুপাসা॥

তাহারা পা দেওয়ার জন্য বিচিত্র কাপড় পাতিয়া দিতেছিল। এই সকল দেখিয়া কুবেরও ধনগর্ব ত্যাগ করিল। রাজা অতি সুন্দর বাসাবাটী দিলেন, সেখানে সকলের সকল প্রকারে সুবিধা হইল।

জানী সিয় বরাত পুর আঈ।
কছু নিজ মহিমা প্রগটি জনাঈ॥
হৃদয় সুমিরি সব সিদ্ধি বোলাঈ।
ভূপ পহুনঈ করন পঠাঈ॥

প্রগটি—প্রকাশ করিয়া। পহুনঈ—আতিথ্য। বরযাত্রী আসিতেছে জানিয়া সীতা নিজের মহিমা কিছু প্রকাশ করিয়া জানাইলেন। মনে মনে স্মরণ করিয়া সকল সিদ্ধিকে ডাকিলেন ও রাজার আতিথ্যের জন্য পাঠাইলেন।

সিধি সব সিয় আয়সু অকনি গঈঁ জহাঁ জনৰাস।
লিয়ে সম্পদা সকলসুখ সুর পুর ভোগ বিলাস॥

অকনি—শুনিয়া। জনবাস—বাসাবাটী॥ সীতার আজ্ঞা শুনিয়া, যেখানে বাসাবাটী, সিদ্ধিরা সেখানে গেল। সঙ্গে সকল সুখ সম্পদ ও দেবপুরীর ভোগ বিলাস লইয়া গেল।

৩৪০॥ নিজ নিজ বাস বিলোকি বরাতী।
সুরসুখ সকল সুলভ সব ভাঁতী॥
বিভৰভেদ কছু কোউ ন জানা।
সকল জনক কর করহিঁ বখানা॥

বরযাত্রীরা নিজের নিজের বাসস্থানে দেখিল যে, যে সুখ দেবতারা পায় তাহাও সব রকমে সুলভ হইয়াছে। ধন সম্পদের তফাৎ কেহই দেখিতে পাইল না, সকলেই জনক রাজার প্রশংসা করিল।

সিয় মহিমা রঘুনায়ক জানী।
হরষে হৃদয় হেতু পহিচানী॥
পিতুআগমনু সুনত দোউ ভাঈ।
হৃদয় ন অতি আনন্দু অমাঈ॥

রঘুপতি রাম সীতার মহিমা জানিতে পারিলেন এবং কারণ বুঝিয়া সুখী হইলেন। দুই ভাই পিতার আসার কথা শুনিয়া এত আনন্দ পাইলেন যে, তাহা আর হৃদয়ে ধরে না।

সকুচন্হ কহি ন সকত গুরু পাহীঁ।
পিতু দরসন লালচু মন মাহীঁ॥
বিশ্বামিত্র বিনয় বড়ি দেখী।
উপজা উর সন্তোষু বিসেখী॥

সঙ্কোচে গুরুর নিকট বলিতে পারিতেছিলেন না যে, মনে পিতাকে দেখার লালসা হইয়াছে। বিশ্বামিত্র অতিশয় নম্রতা দেখিয়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।

হরষি বন্ধু দোউ হৃদয় লগায়ে।
পুলক অঙ্গ অম্বক জল ছায়ে॥
চলে জহাঁ দসরথু জনৰাসে।
মনহুঁ সরোবর তকেউ পিপাসে॥

অম্বক—চক্ষু। তকেউ—দেখিতে পাইল। পিপাসে—পিপাসিত॥ বিশ্বামিত্র আনন্দিত হইয়া দুই ভাইকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার চোখে জল আসিল, শরীর পুলকিত হইল। তাঁহারা দশরথের বাসাবাড়ীতে চলিলেন, মনে হইল যেন পিপাসিত ব্যক্তি সরোবর দেখিতে পাইল।

ভূপ বিলোকে জবহিঁ মুনি আৰত সুতন্হসমেত।
উঠেউ হরষি সুখসিন্ধু মহুঁ চলে থাহ সী লেত॥

রাজা দেখিলেন, বিশ্বামিত্র ছেলেদিগকে লইয়া আসিতেছেন। তখন তিনি আনন্দিত হইয়া যেন সুখ—সিন্ধুতে থৈ নিতে নিতে চলিলেন।

৩৪১॥ মুনিহিঁ দণ্ডবত কীন্‌হ মহীসা।
বার বার পদরজ ধরি সীসা॥
কৌসিক রাউ লিয়ে উর লাঈ।
কহি অসীস পুছী কুসলাঈ॥

রাজা মুনিকে দণ্ডবৎ করিলেন, বার বার পায়ের ধুলা লইলেন। বিশ্বামিত্র রাজাকে বুকে লইলেন ও আশীর্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

পুনি দণ্ডবত করত দোউ ভাঈ।
দেখি নৃপতি উর সুখ ন সমাঈ॥
সুত হিয় লাই দুসহ দুখ মেটে।
মৃতক সরীর প্রান জনু ভেঁটে॥

আবার দুই ভাই দণ্ডবৎ করিতেছে দেখিয়া রাজার হৃদয়ে আনন্দ ধরিল না। পুত্রকে বুকে ধরিয়া দুঃসহ দুঃখ মিটাইলেন। তাঁহার মৃতদেহে যেন প্রাণ আসিল।

পুনি বসিষ্টপদ সির তিন্‌হ নায়ে।
প্রেমমুদিত মুনিবর উর লায়ে॥
বিপ্রবৃন্দ বন্দে দুহুঁ ভাঈ।
মনভাবতি অসীসৈঁ পাঈ॥

আবার তাঁহারা বশিষ্ঠের পদে প্রণাম করিলেন, প্রেমে মগ্ন হইয়া মুনিবর তাঁহাদিগকে বুকে লইলেন। দুই ভাই ব্রাহ্মণদিগকে বন্দনা করিলেন এবং মনোমত আশীর্বাদ পাইলেন।

ভরত সহানুজ কীন্‌হ প্রনামা।
লিয়ে উঠাই লাই উর রামা॥
হরষে লখন দেখি দোউ ভ্রাতা
মিলে প্রেম পরি পুরিত গাতা॥

ভরত ছোট ভাই শত্রুঘ্নকে লইয়া প্রণাম করিলে রামচন্দ্র তাহাদিগকে উঠাইয়া বুকে লইলেন। লক্ষ্মণ দুই ভাইকে দেখিয়া আনন্দে প্রেমমগ্ন শরীরে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন।

পুরজন পরিজন জাতিজন জাচক মন্ত্রী মীত।
মিলে জথাবিধি সবহি প্রভু পরমকৃপালু বিনীত॥

পরমদয়ালু বিনয়ী প্রভু, নগরবাসীদের সহিত, পরিজন, জ্ঞাতি, যাচক, মন্ত্রী ও মিত্রদিগের সহিত যথাযোগ্যভাবে সাক্ষাৎ করিলেন।

৩৪২॥ রামহি দেখি বরাত জুড়ানী।
প্রীতি কি রীতি ন জাতি বখানী॥
নৃপসমীপ সোহহিঁ সুত চারী।
জনু ধনধরমাদিক তনুধারী॥

রামচন্দ্রকে দেখিয়া বরযাত্রা জুড়াইল, প্রীতির রীতি বর্ণনা করা যায় না। রাজার নিকট চারিপুত্র শোভা পাইতে লাগিল, যেন ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ শরীর ধরিয়া আছে।

সুতন্‌হ সমেত দসরথহি দেখী।
মুদিত নগর নর নারি বিসেখী॥
সুমন বরষি সুর হনহিঁ নিসানা।
নাকনটী নাচহি করি গানা॥

মুদিত—প্রসন্ন, আনন্দিত। বিসেখী—বিশেষ। নাকনটী—স্বর্গের অপ্সরা॥ ছেলেদের সহিত দশরথকে দেখিয়া নগরের স্ত্রী-পুরুষ বিশেষ সুখী হইল। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন ও নাগরা বাজাইলেন। অপ্সরারা নাচিয়া গান করিতে লাগিল।

সতানন্দ অরু বিপ্র সচিবগন
মাগধ সুত বিদুষ বন্দীজন॥
সহিত বরাত রাউ সনমানা।
আয়সু মাঁগি ফিরে অগবানা॥

সতানন্দ, ব্রাহ্মণগণ ও মন্ত্রীগণ, মাগধ, সূত, বিদূষক ও বন্দীরা বরযাত্রী সহিত রাজাকে সম্মান করিলেন। তখন যাহারা আগাইয়া আনিতে গিয়াছিল, তাহারা আজ্ঞা লইয়া ফিরিল।

প্রথম বরাত লগন তেঁ আঈ।
তা তেঁ পুর প্রমোদ অধিকাঈ॥
ব্রহ্মানন্দ লোগ সব লহহীঁ।
বঢ়হুঁ দিবস নিসি বিধি সন কহহীঁ॥

প্রথম—পূর্বে। বঢ়হুঁ—বাড়ুক॥ লগ্নের পূর্বেই বরযাত্রা আসিয়াছে বলিয়া নগর আনন্দের আতিশয্যে ছাইয়া গেল। লোকেরা ব্রহ্মানন্দের মত আনন্দ পাইতে লাগিল ও বিধাতার নিকট বলিতে লাগিল যে, দিন রাত্রি বাড়াইয়া দাও।

রামু সীয় সোভা অবধি সুকৃত অবধি দোউ রাজ।
জহঁ তহঁ পুরজন কহহিঁ অস মিলি নর নারী সমাজ॥

যেখানে সেখানে নগরবাসী স্ত্রী-পুরুষেরা মিলিয়া বলিতেছিল—রাম ও সীতার শোভা অসীম, আর দুই রাজার পুণ্য অসীম।

৩৪৩॥ জনক সুকৃত মুরতি বৈদেহী।
দসরথসুকৃত রামু ধরে দেহী॥
ইন্‌হ সম কাহু ন সিব অবরাধে।
কাহু ন ইন্‌হ সমান ফল লাধে॥

জনকের পুণ্য সীতার মূর্তি পাইয়াছে, দশরথের পুণ্য রাম হইয়া দেহ ধারণ করিয়াছে। ইহাদের মত কেহই শিব আরাধনা করে নাই, ইঁহাদের সমান ফলও কেহ পায় নাই।

ইন্‌হ সম কোউ ন ভয়উ জগ মাহী ।
হৈ নহিঁ কতহূঁ হোনেউ নাহী ॥
হম সব সকল সুকৃত কৈ রাসী।
ভয়ে জগ জনমি জনক পুর বাসী ॥

জগতে ইঁহাদের মত কেহ হয় নাই, কোথাও নাই, আর হইবেও না। আমরাও সকলে পুণ্যবান কারণ আমরা পৃথিবীতে জন্মিয়া জনকপুরবাসী হইয়াছি।

জিন্‌হ জানকী রাম ছবি দেখী।
কো সুকৃতী হম সরিস বিসেখী ॥
পুনি দেখব রঘু বীর বিবাহু।
লেব ভলী বিধি লোচনলাহু ॥

আমরা সীতা ও রামের শোভা দেখিতে পাইলাম, আমাদের মত বিশেষ পুণ্যবান আর কে আছে ? আবার আমরা রঘুবীরের বিবাহ দেখিব, ভাল করিয়া চক্ষু সার্থক করিব।

কহহিঁ পরস্পর কোকিলবয়নী।
এহি বিবাহ বড় লাভু সুনয়নী ॥
বড়ে ভাগ বিধি বাত বনাঈ।
নয়ন অতিথি হোইহহিঁ দোউ ভাঈ ॥

কোকিলকণ্ঠী স্ত্রীরা পরস্পর বলিতেছিল—হে সুনয়নী, এই বিবাহে বড়ই ভাল হইল। বিধাতা আমাদিগকে বড় সৌভাগ্য দিয়াছেন যে দুই ভাই রাম লক্ষ্মণ আমাদের চক্ষের অতিথি হইয়াছেন।

বারহিঁ বার সনেহবস জনক বোলাউব সীয়।
লেন আইহহিঁ বন্ধু দোউ কোটি কাম কমনীয় ॥

স্ত্রীরা বলিতে লাগিল—বার বার রাজা জনক স্নেহবশে সীতাকে জনকপুরে আনিবেন, আর তাঁহাকে লইতে কোটি কামের মত সুন্দর দুই ভাই বার বার আসিবেন।

৩৪৪ ॥ বিধি ভাঁতি হোইহি পহুনাঈ।
প্রিয় ন কাহি অস সাসুর মাঈ ॥
তব তব রাম লখনহিঁ নিহারী।
হোইহহিঁ সব পুরলোগ সুখারী ॥

পহুনাঈ—আতিথ্য। সাসুর—শ্বশুরবাড়ী॥ নানারকম আতিথ্য করা যাইবে। আর এমন শ্বশুরবাড়ী কাহারই বা ভাল না লাগে ? যখন ইঁহারা আসিবেন তখন রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া নগরের লোক সুখী হইবে।

সখি জস রাম লখন কর জোটা।
তৈসেই ভূপ সঙ্গ দুই ঢোটা ॥
স্যাম গৌর সব অঙ্গ সুহায়ে।
তে সব কহহিঁ দেখি জে আয়ে ॥

সখী, রাম লক্ষ্মণের যেমন জুড়ী, রাজার সঙ্গে তেমনি আরো দুই পুত্র আসিয়াছে। তাহাদের একজন শ্যাম, একজন গৌর। যাহারা দেখিয়া আসিয়াছে, তাহারাই এ কথা বলিতেছে।

কহা এক মৈ আজু নিহারে।
জনু বিরঞ্চি নিজ হাথ সবাঁরে ॥
ভরতু রামহী কী অনুহারী।
সহসা লখি ন সকহিঁ নরনারী ॥

কহা এক—একজন বলিল। অনুহারী—অনুরূপ (একে অন্যের মত)। লখি সকহিঁ—লক্ষ্য করিতে পারে, তফাৎ বুঝিতে পারে॥ একজন বলিল—আমি আজই দেখিয়া আসিয়াছি, এমন সুন্দর যেন বিধাতা নিজ হাতে গড়িয়াছেন। ভরত ও রাম দেখিতে এতই একরকম যে, কে কোন্‌টি সহসা কোনও স্ত্রী বা পুরুষ তাহা ধরিতে পারিবে না।

লখন সত্রুসূদন একরূপা।
নখ সিখ তেঁ সব অঙ্গ অনূপা ॥
মন ভাবহিঁ মুখ বরনি ন জাহীঁ।
উপমা কহঁ ত্রিভুবন কোউ নাহীঁ ॥

লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের রূপ একইরকম। পা হইতে মাথা পর্যন্ত সমস্ত দেহই অনুপম সুন্দর। মনে ভাল লাগে কিন্তু মুখে তাহা বলিয়া উঠা যায় না। ত্রিভুবনে উহাদের কোন উপমাই নাই।

ছন্দ—
উপমা ন কোউ কহ দাস তুলসী কতহুঁ
কবিকোবিদ কহহিঁ।
বল বিনয় বিদ্যা সীল সোভা সিন্ধু ইন্‌হ
সে এই অহহিঁ ॥
পুরনারি সকল পসারি অঞ্চল বিধিহি
বচন সুনাবহীঁ।
ব্যাহিঅহু চারিউ ভাই এহি পুর হম
সুমঙ্গল গাবহীঁ ॥

তুলসীদাস বলে—বল, বিনয়, বিদ্যা, শীল ও শোভার সিন্ধু ইঁহাদের মত ইঁহারাই। আর উপমা দেওয়ার যোগ্য কোথাও নাই। সেজন্য কবি ও পণ্ডিতেরা কোথা হইতে উপমা দিবে ? নগরের নারীরা অঞ্চল মেলিয়া বিধাতার কাছে এই প্রার্থনা শুনাইল যে, এই চার ভাইকে যেন এই পুরীতেই বিবাহ দিয়া দেন, আমরা সকলে মঙ্গলগান গাহিব।

সোঃ—
কহহিঁ পরসপর নারি বারিবিলোচন পুলকতন।
সখি সবু করব পুরারি পুন্য পয়োনিধি ভূপ দোউ ॥

স্ত্রীরা জলভরা চোখে পুলকিত হইয়া একে অন্যকে বলিতেছিল—হে সখী, শিব মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন, কেননা এই দুই রাজা পুণ্যের সাগর।

৩৪৫॥ এহি বিধি সকল মনোরথ করহীঁ।
আনন্দ উমগি উমগি উর ভরহীঁ॥
জে নৃপ সীয়স্বয়ম্বর আয়ে।
দেখি বন্ধু সব তিন্হ সুখ পায়ে॥

এইভাবে সকলে মনোরথ পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিতেছিল, তাহাদের হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছিল। যে সকল রাজা স্বয়ম্বরে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাদিগকে দেখিয়া সুখী হইয়াছিলেন।

কহত রামজসু বিসদ বিসালা।
নিজ নিজ ভবন গএ মহিপালা॥
গয়ে বীতি কছু দিন এহি ভাঁতী।
প্রমুদিত পুরজন সকল বরাতী॥

রামের নির্মল বিশাল যশের কথা বলিতে বলিতে রাজারা নিজ নিজ পুরীতে গেলেন। এইভাবে কিছু দিন কাটিয়া গেল, পুরজন ও সকল বরযাত্রী আনন্দ পাইল।

মঙ্গলমূল লগনদিনু আবা।
হিমরিতু অগহনু মাসু সুহাবা॥
গ্রহ তিথি নখতু জোগু বর বারূ।
লগন সোধি বিধি কীন্হ বিচারূ॥

শীতকালে সুন্দর অগ্রহায়ণ মাসে আনন্দদায়ক লগ্নদিন আসিল। বিধাতা গ্রহ, তিথি, নক্ষত্র ও উপযুক্ত বারে শুদ্ধ লগ্ন বিচার করিয়া স্থির করিলেন,

পঠই দীন্হি নারদ সন সোঈ।
গনী জনক কে গনকন্হ জোঈ॥
সুনী সকল লোগন যহ বাতা।
কহহিঁ জোতিষী আহি বিধাতা॥

ও নারদের হাতে সেই লগ্ন সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। উহাই জনকের গণকেরা গুণিয়া স্থির করে। লগ্ন সময় শুনিয়া লোকেরা বলিল যে, জ্যোতিষী যেন আর একজন বিধাতার মত।

ধেনু ধূলি বেলা বিমল সকল সুমঙ্গল মূল।
বিপ্রন্হ কহেউ বিদেহ সন জানি সগুন অনুকূল॥

ধেনু ধূলি—গোধূলি। বিপ্রন্হ—ব্রাহ্মণেরা॥ গোধূলি সময়ই নির্দোষ ও সকল মঙ্গলের মূল বলিয়া ঐ সময়ই অনুকূল, এ কথা ব্রাহ্মণেরা জনককে বলিলেন।

৩৪৬॥ উপরোহিতহি কহেউ নরনাহা।
অব বিলম্ব কর কারন কাহা॥
সতানন্দ তব সচিব বোলায়ে।
মঙ্গল কলস সাজি সব ল্যায়ে॥

রাজা পুরোহিতকে বলিলেন—তবে আর দেরী করার কারণ কি? তখন শতানন্দ মন্ত্রীকে ডাকিলেন। তাঁহারা মঙ্গল কলস ও মঙ্গলদ্রব্যাদি সাজাইয়া আনিলেন।

সঙ্খ নিসান পনৰ বহু বাজে।
মঙ্গল কলস সগুন সুভ সাজে॥
সুভগ সুআসিনি গাৰহিঁ গীতা।
করহিঁ বেদধুনি বিপ্র পুনীতা॥

নিসান—নাগরা। পনব—ঢোল। সুআসিনি—সোহাগিনী॥ শঙ্খ, নাগরা ও ঢোল অনেক বাজিতে লাগিল। মঙ্গলকলস ও অন্যান্য শুভচিহ্ন সাজান হইল। সুন্দর সোহাগিনী স্ত্রীরা গীত গাহিতে লাগিল, পুণ্যবান ব্রাহ্মণেরা বেদ উচ্চারণ করিতে লাগিল।

লেন চলে সাদর এহি ভাঁতী।
গয়ে জহাঁ জনৰাস বরাতী॥
কোসলপতি কর দেখি সমাজু।
অতি লঘু লাগ তিন্হহিঁ সুররাজু॥

এইভাবে আদরের সহিত যেখানে বরযাত্রী ছিল, তাহারা সেখানে আনিতে চলিল। যাহারা গিয়াছিল, রাজা দশরথের সমাজ দেখিয়া দেবরাজের সমাজকে তাহাদের খাটো মনে হইল।

ভয়উ সময় অব ধারিয় পাউ।
যহ সুনি পরা নিসানহি ঘাউ॥
গুরুহি পূছি করি কুলবিধি রাজা।
চলে সঙ্গ মুনি সাধু সমাজা॥

ধারিয় পাউ—পদার্পণ করুন, চলুন॥ "এখন সময় হইয়াছে চলুন" এই কথা শোনার পরই নাগরায় ঘা পড়িল। রাজা গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া কুলাচার করিয়া মুনি ও সাধুদিগকে লইয়া চলিলেন।

ভাগ্যবিভব অৰধেস কর দেখি দেব ব্রহ্মাদি।
লগে সরাহন সহসমুখ জানি জনম নিজ বাদি॥

অবধেসকর—অযোধ্যাপতি দশরথের। সরাহন—প্রশংসা। বাদি—ব্যর্থ॥ ব্রহ্মাদি দেবতারা অযোধ্যাপতির ভাগ্য ও সম্পদ দেখিয়া নিজেদের জন্ম ব্যর্থ জানিয়া সহস্রমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৩৪৭॥ সুরন্হ সুমঙ্গল অবসরু জানা।
বরষহিঁ সুমন বজাই নিসানা॥
সিব ব্রহ্মাদিক বিবুধবরূথা।
চঢ়ে বিমানন্হি নানা জূথা॥

দেবতারা সুমঙ্গল অবসর জানিয়া নাগরা বাজাইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। শিব ব্রহ্মাদি দেবতারা নানা দলে আকাশ-রথে চড়িলেন।

প্রেম পুলক তন হৃদয় উছাহু।
চলে বিলোকন রামবিআহু॥
দেখি জনকপুর সুর অনুরাগে।
নিজ নিজ লোক সবহি লঘু লাগে॥

দেবতারা প্রেমানন্দে উৎসাহের সহিত রামের বিবাহ দেখিতে চলিলেন। জনকপুরী দেখিয়া দেবতাদের ভাল লাগিল। তাঁহারা নিজ নিজ ভুবনকে খাটো মনে করিতে লাগিলেন।

চিতবহিঁ চকিত বিচিত্র বিতানা।
রচনা সকল অলৌকিক নানা॥
নগর নারি নর রূপনিধানা।
সুঘর সুধরম সুসীল সুজানা॥

দেবতারা আশ্চর্য হইয়া বিচিত্র মণ্ডপ দেখিতেছিলেন, উহার রচনা সকল প্রকারে অলৌকিক। নগরের স্ত্রী-পুরুষকে দেখিতেছিলেন, তাহারা সুন্দর, ভাল ঘরের, ধর্মরত, সুশীল ও চতুর।

তিন্হহিঁ দেখি সব সুর সুর নারী।
ভয়ে নখত জনু বিধু উঁজিয়ারী॥
বিধিহি ভয়উ আচরজু বিসেখী।
নিজ করনী কছু কতহুঁ ন দেখী॥

ইহাদিগকে দেখিয়া দেবতাদের স্ত্রী-পুরুষদের অবস্থা, চাঁদ উঠিলে নক্ষত্রের মত হইল। সবার বেশী আশ্চর্য হইলেন ব্রহ্মা। তিনি নিজের সৃষ্টি কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

সিব সমুঝায়ে দেব সব জনি আচরজ ভুলাহু।
হৃদয় বিচারহু ধীর ধরি সিয় রঘুবীর বিআহু॥

শিব সকল দেবতাদিগকে বুঝাইলেন যে, ভুলিয়াও আশ্চর্য হইও না। ধৈর্য ধরিয়া মনে মনে বিচার কর যে, এ সীতা ও রামের বিবাহ।

৩৪৮॥ জিন্হ কর নামু লেত জগ মাহীঁ।
সকল অমঙ্গল মূল নসাহীঁ॥
করতল হোহিঁ পদারথ চারী।
তেই সিয় রামু কহেউ কামারী॥

শিব বলিলেন—যাঁহাদের নাম লওয়াতেই জগতে সকল অমঙ্গলের মূল নষ্ট হয়, এবং চারি পদার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ করতলগত হয়, তাঁহারাই সীতা রাম।

এহি বিধি সম্ভু সুরন্হ সমুঝাবা।
পুনি আগে বরবসহ চলাবা॥
দেবন্হ দেখে দসরথু জাতা।
মহামোদ মন পুলকিত গাতা॥

এইভাবে শম্ভু দেবতাদিগকে বুঝাইলেন ও বৃষভ আগে চালাইয়া লইলেন। দেবতারা দেখিলেন যে, দশরথ মহানন্দে ও পুলকিত শরীরে যাইতেছেন।

সাধু সমাজু সঙ্গ মহিদেবা।
জনু তনু ধরে করহিঁ সুখ সেবা॥
সোহত সাথ সুভগ সুত চারী।
জনু অপবরগ সকল তনুধারী॥

দশরথের সঙ্গে সাধু ও ব্রাহ্মণদের সমাজ। দেখিয়া দেখিয়া মনে হয় যেন সুখ শরীর ধারণ করিয়া সেবা করিতেছে। তাঁহাদের সঙ্গে চার জন সুন্দর পুত্র শোভা পাইতেছিল, যেন মোক্ষই শরীর ধারণ করিয়া আছে। মোক্ষ চারিপ্রকার—সাযুজ্য, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সালোক্য।

মরকত কনক বরন বর জোরী।
দেখি সুরন্হ ভই প্রীতি ন থোরী॥
পুনি রামহিঁ বিলোকি হিয় হরষে।
নৃপহি সরাহি সুমন তিন্হ বরষে॥

মরকত মণি ও সোনার বর্ণ দুই জুড়ী (চার ভাই) দেখিয়া দেবতাদের বড় আহ্লাদ হইল। আবার রামকে দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দ হইল। রাজাকে প্রশংসা করিয়া দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

রামরূপ নখ সিখ সুভগ বারহিঁ বার নিহারি।
পুলক গাত লোচন সজল উমাসমেত পুরারি॥

পা হইতে মাথা পর্যন্ত সুন্দর রামের রূপ বার বার দেখিয়া হর-পার্বতীর শরীরে পুলক হইল, চক্ষে জল আসিল।

৩৪৯॥ কেকি কণ্ঠ দুতি স্যামল অঙ্গা।
তড়িতবিনিন্দক বসন সুরঙ্গা॥
ব্যাহবিভূষন বিবিধ বনায়ে।
মঙ্গলময় সব্ ভাঁতি সুহায়ে॥

শ্যাম অঙ্গে ময়ূরকণ্ঠের আভা। পরনে যে কেশরী রঙের কাপড়, তাহা তড়িৎকেও লজ্জা দেয়। তাঁহার গায়ে বিবাহের জন্য নানা মঙ্গলময় অলঙ্কার, সেগুলি সকল প্রকারেই সুন্দর।

সরদ বিমল বিধু বদনু সুহাবন।
নয়ন নবল রাজীব লজাবন॥
সকল অলৌকিক সুন্দরতাঈ।
কহি ন জাই মনহীঁ মন ভাঈ॥

শরৎকালের নির্মল চাঁদের মত সুশোভন মুখ। চোখ দুটি যেন নূতন ফোটা পদ্মকেও হারায়। সকল সৌন্দর্যই অলৌকিক, তাহা কথায় ব্যক্ত করা যায় না, ভাই, মনে মনেই রাখিতে হয়।

বন্ধু মনোহর সোহহিঁ সঙ্গা।
জাত নচাবত চপল তুরঙ্গা॥
রাজকুঅঁর বরবাজি দেখাবহিঁ।
বংসপ্রসংসক বিরদ সুনাবহিঁ॥

ভরতাদি সুন্দর ভাই সঙ্গে শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহারা চঞ্চল ঘোড়া নাচাইয়া চলিতেছিলেন। রাজকুমার সুন্দর ঘোড়া নাচাইয়া চলিতেছিলেন। বংশ প্রশংসাকারী ভাটেরা তাঁহাকে বংশের প্রশংসা শুনাইতেছিল।

জেহি তুরঙ্গ পর রামু বিরাজে।
গতি বিলোকি খগনায়কু লাজে॥
কহি ন জাই সব ভাঁতি সুহাবা।
বাজিবেষু জনু কাম বনাবা॥

যে ঘোড়ায় রাম চড়িয়াছিলেন, তাহার গতি দেখিয়া গরুড়েরও লজ্জা হয়। এমন সম্পূর্ণ সুন্দর যে তাহা বলা যায় না, মনে হয় যেন কামদেব ঘোড়া সাজিয়া আছে।

ছন্দ—
জনু বাজিবেষু বনাই মনসিজু রামহিত অতি সোহঈ।
আপনে বয় বল রূপ গুন গতি সকল ভুবন বিমোহঈ॥
জগমগত জীন জরাব জোতি সুমোতি মনি মানিক লগে।
কিঙ্কিনি ললাম লগামু ললিত বিলোকি সুর নর মুনি ঠগে॥

ঠগে—মোহিত হয়॥ মনে হয় যেন রামের জন্য ঘোড়ার রূপ ধরিয়া কামদেব শোভা পাইতেছে ও নিজের সুন্দর অবস্থা, বল, রূপ, গুণ ও গতিতে সকল ভুবন মুগ্ধ করিতেছে। চকমকে জিনে জড়োয়ার কাজ তাহাতে মতি, মণি, মাণিক বসানো। সুন্দর ঘুঁঘুর ও দিব্য লাগাম দেখিয়া সুর, নর, মুনি মোহিত হইয়া পড়িল।

প্রভুমনসহিঁ লয়লীন মনু চলত বাজি ছবি পাব।
ভূষিতউড়গন তড়িত ঘনু জনু বর বরহি নচাব॥

উড়গন—তারা। বরহি—ময়ূর॥ প্রভুর মনের সহিত নিজের মন একেবারে এক করিয়া ঘোড়া চলিতেছিল। তাহারা এমনভাবে বরকে নাচাইতেছিল যে, মনে হইতেছিল যেন তারাগণ ও বিদ্যুতে শোভিত মেঘ সুন্দর ময়ূর নাচাইতেছিল।

৩৫০॥ জেহি বর বাজি রামু অসবারা।
তেহি সারদউ ন বরনই পারা॥
শঙ্কর রাম রূপ অনুরাগে।
নয়ন পঞ্চদস অতিপ্রিয় লাগে॥

যে সুন্দর ঘোড়ায় রাম সওয়ার হইয়াছিলেন, সরস্বতীও তাহার রূপ বর্ণনা করিতে পারিবে না। শঙ্কর রামের রূপে অনুরক্ত হইলেন, তাঁহার পনেরটা চক্ষু ছিল বলিয়া বড় ভাল লাগিল। (শঙ্করের পঞ্চ মুখ, এক এক মুখে তিন তিন চোখ।)

হরি হিতসহিত রামু জব জোহে।
রমাসমেত রমাপতি মোহে॥
নিরখি রামছবি বিধি হরষানে।
আঠৈ নয়ন জানি পছিতানে॥

হিত—হেতু, প্রেম। জোহে—দেখেন॥
বিষ্ণু যখন প্রেমের সহিত রামকে দেখিলেন, তখন লক্ষ্মীর সহিত তিনি মুগ্ধ হইলেন। রামের রূপ দেখিয়া বিধাতা সুখী হইলেন। মাত্র আটটা চক্ষু দিয়া দেখিতেছেন বলিয়া তাঁহার অনুতাপ হইল।

সুর সেনপ উর বহুত উছাহু।
বিধি তেঁ ডেবঢ় সুলোচন লাহু॥
রামহিঁ চিতব সুরেস সুজানা।
গৌতমসাপু পরমহিত মানা॥

সুর সেনপ—কার্তিক। বিধি তেঁ ডেবঢ়—বিধির দেড়া, বিধির আটটা চক্ষু, কার্তিকের ছয় মুখে বারোটা চক্ষু॥ দেব সেনাপতি কার্তিকের মনে খুব আনন্দ, কেননা তাঁহার চক্ষু বিধাতার দেড়া অর্থাৎ বারোটা। ইন্দ্র যখন রামকে তাঁহার হাজার চক্ষু দিয়া দেখিতেছিলেন, তখন গৌতম যে শাপ দিয়াছিলেন তাহাতে অতি উপকার হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল।

দেব সকল সুরপতিহি সিহাহীঁ।
আজু পুরন্দরসম কোউ নাহীঁ॥
মুদিত দেবগন রামহিঁ দেখী।
নৃপসমাজ দুহুঁ হরষ বিসেখী॥

সিহাহীঁ—বড়াই॥ সকল দেবতারাই এই বলিয়া ইন্দ্রের সৌভাগ্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, আজ তাঁহার সমান কেহ নাই। দেবতারা রামকে দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন। দুই রাজার সমাজেই বিশেষ আনন্দ হইল।

ছন্দ—
অতিহরষ রাজসমাজু দুহু দিসি দুন্দুভী বাজহিঁ ঘনী।
বরষহিঁ সুমন সুর হরষি কহি জয় জয়তি জয় রঘু কুল মনী॥
এহি ভাঁতি জানি বরাত আবত বাজনে বহু বাজহীঁ।
রানী সুআসিনি বোলি পরিছন হেতু মঙ্গল সাজহীঁ॥

সুআসিনি—সোহাগিনী, সৌভাগ্যবতী। পরিছন—বরণ আরতি॥ দুই দিকের সমাজেই অতিশয় আনন্দ হইতেছিল ও নাগরা বাজিতেছিল। দেবতারা "জয় জয় জয় রঘুকুলমণি" বলিয়া ফুলবৃষ্টি করিতেছিলেন। এই প্রকারে বরযাত্রী আসিতেছে জানিয়া অনেক বাজনা বাজিতে লাগিল। রাণী সোহাগিনী স্ত্রীদিগকে ডাকিয়া আরতির বা বরণ করার জন্য বরণ-ডালা সাজাইতে লাগিল।

সজি আরতী অনেক বিধি মঙ্গল সকল সবাঁরি।
চলীঁ মুদিত পরিছন করন গজগামিনি বরনারি॥

অনেক প্রকার আরতি (বরণ-ডালা) সাজাইয়া ও মঙ্গল দ্রব্য গুছাইয়া গজগামিনী সুন্দরী স্ত্রীরা আনন্দিত মনে আরতি করিতে চলিল।

৩৫১॥ বিধুবদনী সব সব মৃগ লোচনি।
সব নিজতন ছবি রতি মদ মোচনি॥
পহিরে বরন বরন বর চীরা।
সকল বিভূষন সজে সরীরা॥

সুমুখী হরিণ-নয়নী স্ত্রীলোকেরা, যাহাদের দেহের শোভায় রতিরও অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া দেয়, তাঁহারা সুন্দর সুন্দর নানা রঙের কাপড় পরিয়া ও গায় গহনা দিয়া সাজিয়াছিল।

সকল সুমঙ্গল অঙ্গ বনায়ে।
করহিঁ গান কলকণ্ঠ লজায়ে॥
কঙ্কন কিঙ্কিনি নূপুর বাজহিঁ।
চাল বিলোকি কামগজ লাজহিঁ॥

তাঁহাদের শরীর সকলপ্রকার মঙ্গলবেশে সাজাইয়া কোকিলের চাইতেও মধুর স্বরে গাহিতে গাহিতে ও কাঁকন, ঘুঁঘুর ও নূপুর বাজাইয়া এমন চালে চলিতেছিল যে, মত্ত হাতীর চাল অপেক্ষাও তাহা সুন্দর।

বাজহিঁ বাজন বিবিধ প্রকারা।
নভ অরু নগর সুমঙ্গলচারা॥
সচী সারদা রমা ভবানী।
জে সুরতিয় সুচি সহজ সয়ানী॥

সুমঙ্গলচারা—মঙ্গলাচার। সুরতিয়—দেবতাদের স্ত্রী॥ নানা প্রকারের বাজনা বাজিতে লাগিল, আকাশ ও নগর সুমঙ্গলাচারে ভরিয়া উঠিল। ইন্দ্রানী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্বতী এবং অন্য পবিত্র ও স্বভাবতঃই বুদ্ধিমতী দেবস্ত্রীরা,

কপট নারি বর বেষ বনাঈ।
মিলীঁ সকল রনিবাসহিঁ জাঈ॥
করহিঁ গান কল মঙ্গলবানী।
হরষবিবস সব কাহু ন জানী॥

কপট নারীবেশ করিয়া সকলে রাজার অন্তঃপুর মহলে আসিয়া একত্র হইল ও সুন্দর মঙ্গলগান করিতে লাগিল। সকলে আনন্দে বিহ্বল হওয়ায় কেহ ইহা জানিল না।

ছন্দ—
কো জান কেহি আনন্দবস সব ব্রহ্ম বর পরিছন চলীঁ।
কলগান মধুর নিসান বরষহিঁ সুমন সুর সোভা ভলীঁ॥
আনন্দকন্দ বিলোকি দুলহ সকল হিয় হরষিত ভঈঁ।
অম্ভোজ অম্বক অম্বু উমগি সুঅঙ্গ পুলকাবলি ছঈঁ॥

ব্রহ্মবর—ব্রহ্মরূপ বর। আনন্দকন্দ—আনন্দের-মূল। দুলহ—বর। অম্ভোজ—পদ্ম। অম্বক—চক্ষু। অম্বু—জল। উমগি—উপছাইয়া।

তখন আনন্দে কে আর কাহাকে চিনে? সকলে ব্রহ্মরূপ বর রামচন্দ্রকে বরণ করিতে চলিল। সুন্দর গান হইতে লাগিল, বাজনা বাজিতে লাগিল, পুষ্পবৃষ্টি হইল, দেবতাদের সুন্দর শোভা হইল। সকলেই আনন্দের মূল বরকে দেখিয়া সুখী হইল। স্ত্রীদের পদ্মের মত চোখে জল উপছাইয়া পড়িল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল।

জো সুখ ভা সিয় মাতু মন দেখি রাম বর বেষু।
সো ন সকহিঁ কহি কলপ সত সহস সারদা সেষু॥

রামকে বরবেশে দেখিয়া সীতার মায়ের মনে যে সুখ হইয়াছিল, তাহা সহস্র সরস্বতী ও শেষনাগ শতকল্প ধরিয়াও বলিয়া শেষ করিতে পারিবে না।

৩৫২॥ নয়ন নীর হঠি মঙ্গল জানী।
পরিছন করহিঁ মুদিত মন রানী॥
বেদবিহিত অরু কুল আচারূ।
কীন্হ ভলী বিধি সব ব্যবহারূ॥

মঙ্গল সময় বলিয়া জোর করিয়াই চোখের জল সরাইয়া আনন্দে রাণীরা বরণ করিতে লাগিল। স্ত্রীরা শাস্ত্রানুযায়ী সকল ব্যবহার ও সমস্ত কুলাচার ভালভাবে করিল।

পঞ্চ সবদ ধুনি মঙ্গল গানা।
পট পাবঁড়ে পরহিঁ বিধি নানা॥
করি আরতী অরঘ তিন্হ দীন্হা।
রাম গবনু মণ্ডপ তব কীন্হা॥

পট পাবঁড়ে—উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য পথ ঢাকা কাপড়॥ পাঁচরকম বাজনার শব্দ হইল, মঙ্গলগান হইতে লাগিল। চলিয়া যাওয়ার পথে নানা প্রকারের বস্ত্র পাতা হইতে লাগিল। আরতি করিয়া স্ত্রীরা অর্ঘ দিলেন। তখন রাম বিবাহমণ্ডপে গেলেন।

দসরথ সহিত সমাজ বিরাজে।
বিভব বিলোকি লোকপতি লাজে॥
সময় সময় সুর বরষহিঁ ফূলা।
সাঁতি পঢ়হিঁ মহিসুর অনুকূলা॥

সমাজের লোকের সহিত দশরথ শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার সম্পদ দেখিয়া ইন্দ্রেরও লজ্জা হইতেছিল। মাঝে মাঝে দেবতারা ফুল বর্ষণ করিতেছিলেন, ব্রাহ্মণেরা অনুকূল শান্তি পাঠ করিতেছিলেন।

নভ অরু নগর কোলাহল হোঈ।
আপন পর কছু সুনই ন কোঈ॥
এহি বিধি রামু মণ্ডপহিঁ আয়ে।
অরঘু দেই আসন বৈঠায়ে॥

নগরে ও আকাশে এমন কোলাহল হইতে লাগিল যে, নিজের কথা বা পরের কথা কানে শোনা যায় না। এই ভাবে রাম মণ্ডপে আসিলেন। তাঁহাকে অর্ঘ দিয়া আসনে বসান হইল।

ছন্দ –

বৈঠারি আসন আরতী করি নিরখি বরু সুখু পাবহীঁ।
মনি বসন ভূষন ভূরি বারহিঁ নারি মঙ্গল গাবহীঁ॥
ব্রহ্মাদি সুরবর বিপ্রবেষ বনাই কৌতুক দেখহীঁ।
অবলোকি রঘু কুল কমল রবি ছবি সুফল জীবন লেখহীঁ॥

রামচন্দ্রকে স্ত্রীরা আরতি করিয়া আসনে বসাইল ও তাঁহাকে দেখিয়া বড় সুখী হইল। তাহারা মণি ও বসন ভূষণ উৎসর্গ করিতে লাগিল ও বার বার মঙ্গলগান করিতে লাগিল। ব্রহ্মাদি দেবতারা ব্রাহ্মণের বেশ পরিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন ও রঘুকুলপদ্মের সূর্যস্বরূপ রামচন্দ্রের শোভা দেখিয়া জীবন সফল করিলেন।

নাউ বারী ভাট নট রামনিছাবরি পাই।
মুদিত অসীসহিঁ নাই সির হরষু ন হৃদয় সমাই॥

নাপিত, বারী, ভাট ও নট রামের উৎসর্গ করা জিনিষ পাইয়া আনন্দে মাথা নত করিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিল। তাহাদের মনে আনন্দ ধরিতেছিল না।

৩৫৩॥ **মিলে জনকু দসরথু অতি প্রীতী।**
করি বৈদিক লৌকিক সব রীতী॥
মিলত মহা দোউ রাজ বিরাজে।
উপমা খোজি খোজি কবি লাজে॥

রাজা জনক, রাজা দশরথকে অতি প্রীতির সহিত বৈদিক ও লৌকিক আচার অনুযায়ী অভ্যর্থনা করিলেন। দুই মহারাজার এই মিলনের উপমা খুঁজিয়া খুঁজিয়া কবি লজ্জা পায়।

লহী ন কতহুঁ হারি হিয় মানী।
ইন্‌হ সম এই উপমা উর আনী॥
সামধ দেখি দেব অনুরাগে।
সুমন বরষি জসু গাবন লাগে॥

কবি উপমা না পাইয়া হার মানিয়া এই কথা মনে মনে বলিল যে ইঁহারাই ইঁহাদের উপমা। দুই বৈবাহিককে দেখিয়া দেবতাদের ভাল লাগিল। তাঁহারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়া এই বলিয়া যশ গান করিতে লাগিলেন—

জগু বিরঞ্চি উপজাবা জব তেঁ।
দেখে সুনে ব্যাহ বহু তব তেঁ॥
সকল ভাঁতি সম সাজু সমাজূ।
সম সমধী দেখে হম আজূ॥

যখন হইতে বিধাতা জগতে জন্ম দিয়াছেন তখন হইতেই অনেক বিবাহের কথা শুনিয়াছি, অনেক বিবাহ দেখিয়াছি। কিন্তু আজই কেবল উভয় পক্ষে সমান সজ্জা ও সমাজ এবং সমান বৈবাহিক সম্বন্ধী আমরা দেখিলাম।

দেবগিরা সুনি সুন্দর সাঁচী।
প্রীতি অলৌকিক দুহুঁ দিসি মাঁচী॥
দেত পাবঁড়ে অরঘু সুহায়ে।
সাদর জনকু মণ্ডপহিঁ ল্যায়ে॥

সুন্দর সত্য দেববাণী শুনিয়া দুই পক্ষেই অলৌকিক প্রেম দেখা দিল। রাজা জনক দশরথকে সাদরে পা রাখিবার বস্ত্র পাতিয়া অর্ঘ দিয়া মণ্ডপে আনিলেন।

ছন্দ –

মণ্ডপু বিলোকি বিচিত্ররচনা রুচিরতা মুনিমন হরে।
নিজ পানি জনক সুজান সব কহুঁ আনি সিংহাসন ধরে॥
কুল ইষ্ট সরিস বসিষ্ঠ পূজে বিনয় করি আসিষ লহী।
কৌসিকহিঁ পূজত পরমপ্রীতি কি রীতি তৌ ন পরই কহী॥

মণ্ডপের বিচিত্র গঠন ও সৌন্দর্য মুনিরও মন হরণ করে। রাজা জনক নিজ হাতে ধরিয়া সকলকে আনিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। বশিষ্ঠদেবকে কুলের ইষ্টদেবের ন্যায় পূজা করিয়া বিনয় করিয়া আশীর্বাদ লইলেন। বিশ্বামিত্রের পূজা যে প্রেমের সহিত করিলেন, তাহার কথা ত বলাই যায় না।

বামদেবআদিক রিষয় পূজে মুদিত মহীস।
দিয়ে দিব্য আসন সবহি সব সন লহী অসীস॥

প্রসন্ন মনে রাজা বামদেব আদি ঋষিদিগকে দিব্য আসন দিয়া আনন্দিত মনে পূজা করিলেন ও সকলের আশীর্বাদ লইলেন।

৩৫৪॥ **বহুরি কীন্‌হ কোসলপতি পূজা।**
জানি ঈসসম ভাব ন দূজা॥
কীন্‌হি জোরি কর বিনয় বড়াঈ।
কহি নিজ ভাগ্য বিভব বহুতাঈ॥

তারপর প্রভু জ্ঞানে কোশলপতি দশরথের পূজা করিলেন, অন্য ভাব তাঁহার মনে ছিল না। অনেক বিনয় করিয়া, হাতজোড় করিয়া দশরথের আগমনে নিজের ভাগ্য ও সম্পদ যে কত বেশী হইয়াছে, সে কথা বলিলেন।

পূজে ভূপতি সকল বরাতী।
সমধীসম সাদর সব ভাঁতী॥
আসন উচিত দিয়ে সব কাহূ।
কহউঁ কহা মুখ এক উছাহূ॥

রাজা সকল বরযাত্রীকে পূজা করিলেন, সকলকে যোগ্য

আসন দিয়া সকল প্রকারে বেহাই দশরথের মত আদর করিলেন। সে আনন্দের কথা এক মুখে কি বলিব?

সকল বরাত জনক সনমানী।
দান মান বিনতী বর বানী॥
বিধি হরিহর দিসিপতি দিনরাউ।
জে জানহিঁ রঘু বীর প্রভাউ॥

সকল বরযাত্রীকেই জনক দান দিয়া, মান দিয়া বিনয়-সহ সুন্দর কথায় সম্মান করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দিক্‌পালগণ ও সূর্য, যাঁহারা রামের প্রভাবের কথা জানিতেন তাঁহারা,

কপট বিপ্র বর বেষু বনায়ে।
কৌতুক দেখহিঁ অতি সচুপায়ে॥
পূজে জনক দেবসম জানে।
দিয়ে সুআসন বিনু পহিচানে॥

ব্রাহ্মণেরা ছদ্মবেশে অতি চুপে চুপে তামাসা দেখিতে-ছিলেন। জনক তাঁহাদিগকেও বিনা পরিচয়েই দেবতার সমান জ্ঞানে সুন্দর আসন দিয়া পূজা করিলেন।

ছন্দ—
পহিচান কো কেহি জান সবহি অপান সুধি ভোরী ভঈ।
আনন্দকন্দ বিলোকি দূলহ উভয় দিসি আনন্দ মঈ।
সুর লখে রাম সুজান পূজে মানসিক আসন দয়ে।
অবলোকি সীল সুভাউ প্রভু কো বিবুধমন প্রমুদিত ভয়ে॥

কেই বা কাহার পরিচয় রাখে, সকলে নিজের কথাই ভুলিয়া গিয়াছিল। আনন্দের মূল রামচন্দ্রকে দেখিয়া দুইদিকেই আনন্দ ছাইয়া গিয়াছিল। জ্ঞানবান রামচন্দ্র দেবতাদিগকে দেখিয়া মনে মনে আসন দিয়া পূজা করিলেন। দেবতারা প্রভুর শীল স্বভাব দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন।

রামচন্দ্র মুখ চন্দ্র ছবি লোচন চারুচকোর॥
করত পান সাদর সকল প্রেমু প্রমোদু ন থোর।

চকোর যেমন সুন্দর চাঁদের দিকে তাকাইয়া থাকে, তেমনি চোখ রামের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। সাদরে সে মুখের শোভা দেখিতেছিল, তাহার আনন্দের শেষ ছিল না।

৩৫৫। সময় বিলোকি বসিষ্ঠ বোলায়ে।
সাদর সতানন্দু সুনি আয়ে॥
বেগি কুঅঁরি অব আনহু জাঈ।
চলে মুদিত মুনি আয়সু পাঈ॥

সময় হইয়াছে দেখিয়া বশিষ্ঠ শতানন্দকে ডাকিলেন ও তিনি শুনিয়া সসম্ভ্রমে আসিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন— শীঘ্র কুমারীকে লইয়া আসুন। তখন শতানন্দ মুনির আদেশে আনন্দিত হইয়া চলিলেন।

রানী সুনি উপরোহিতবানী।
প্রমুদিত সখিন্‌হ সমেত সয়ানী॥
বিপ্রবধূ কুলবৃদ্ধ বোলাঈ।
করি কুলরীতি সুমঙ্গল গাঈ॥

বুদ্ধিমতী রাণী পুরোহিত শতানন্দের কথা শুনিয়া প্রসন্ন মনে সখী, ব্রাহ্মণের স্ত্রী ও বৃদ্ধাদিগকে ডাকিয়া মঙ্গলগানের সহিত কুলাচার করিলেন।

নারিবেষ জে সুর বর বামা।
সকল সুভায় সুন্দরী স্যামা॥
তিন্‌হহিঁ দেখি সুখু পাবহিঁ নারী।
বিনু পহিচানি প্রান তেঁ প্যারী॥

সুভায়—স্বভাবতঃ। শ্যামা—ষোড়শী॥ নারীর ছদ্মবেশ ধরিয়া যে সকল দেব-স্ত্রী আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্বভাবতঃ সুন্দরী ষোড়শী ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিনা পরিচয়েই স্ত্রীরা সুখ পাইয়াছিল, প্রাণাধিক ভাল বাসিয়াছিল।

বার বার সনমানহিঁ রানী।
উমা রমা সারদ সম জানী॥
সিয় সবাঁরি সব সাজু বনাঈ।
মুদিত মণ্ডপহিঁ চলী লেবাঈ॥

রাণী তাঁহাদিগকে, পার্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতীর সমান জ্ঞানে বারবার সম্মান করিতেছিলেন। সীতাকে সাজাইয়া স্ত্রীরা দল বাঁধিয়া আনন্দিত মনে মণ্ডপে লইয়া চলিল।

ছন্দ—
চলি ল্যাই সীতহি সখী সাদর সজি সুমঙ্গল ভামিনী।
নবসপ্ত সাজে সুন্দরী সব মত্ত কুঞ্জর গামিনী॥
কলগান সুনি মুনি ধ্যান ত্যাগহিঁ কাম কোকিল লাজহীঁ।
মঞ্জীর নূপুর কলিত কঙ্কন তালগতি বর বাজহীঁ॥

স্ত্রীরা ও সখীরা সুমঙ্গল সাজে সাজিয়া সাদরে সীতাকে লইয়া আসিল। সুন্দরীরা ষোড়শ সাজে সাজিয়াছিল ও তাহাদের চাল মত্ত হাতীর চালের মত ছিল। তাহাদের সুন্দর গান শুনিয়া মুনি ধ্যান ত্যাগ করে, মত্ত কোকিল লজ্জা পায়। তাহাদের পায়ের নূপুর ও হাতের কঙ্কণ তালের গতির সাথে সাথে বাজিতেছিল।

সোহতি বনিতাবৃন্দ মহঁ সহজ সুহাবনি সীয়।
ছবি ললনা গন মধ্য জনু সুখমাতিয় কমনীয়॥

সুখমা—সুষমা॥ স্বভাব-সুন্দরী সীতা স্ত্রীদের মধ্যে শোভা পাইতেছিলেন, যেন শোভারূপ স্ত্রীদের মধ্যে অতি কমনীয় শোভা স্ত্রীরূপ ধরিয়া রহিয়াছে।

৩৫৬॥ **সিয় সুন্দরতা বরনি ন জাঈ।**
লঘুমতি বহুত মনোহরতাঈ॥
আবত দীখি বরাতিন্হ সীতা।
রূপরাসি সব ভাঁতি পুনীতা॥

সীতার সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না। সৌন্দর্য বেশী আর আমার বুদ্ধি কম। বরযাত্রীরা রূপরাশি ও সকল প্রকারে পবিত্র সীতাকে আসিতে দেখিয়া,

সবহি মনহি মন কিয়ে প্রনামা।
দেখি রাম ভয়ে পূরনকামা॥
হরষে দসরথ সুতন্হ সমেতা।
কহি ন জাই উর আনন্দ জেতা॥

সকলেই মনে মনে প্রণাম করিল, আর রামচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া পূর্ণকাম হইলেন। ছেলেদের সহিত রাজা দশরথ আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদের যে আনন্দ হইয়াছিল তাহা বলা যায় না।

সুর প্রনামু করি বরিষহিঁ ফূলা।
মুনি অসীস ধুনি মঙ্গল মূলা॥
গান নিসান কোলাহলু ভারী।
প্রেম প্রমোদ মগন নরনারী॥

দেবতারা প্রণাম করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, মুনিরা মঙ্গলদায়ক আশীর্বাদ উচ্চারণ করিলেন। গান হইতে লাগিল। নাগরা বাজিল, ভারি কোলাহল হইল। নগরের নর-নারী প্রেমে মগ্ন হইল।

যহি বিধি সীয় মণ্ডপহি আঈ।
প্রমুদিত সান্তি পঢ়হিঁ মুনিরাঈ॥
তেহি অবসর কর বিধি ব্যবহারূ।
দুহুঁ কুলগুরু সব কীন্হ অচারূ॥

এইভাবে সীতা মণ্ডপে আসিলে মুনীশ্বরেরা আনন্দিত হইয়া শান্তি পাঠ করিলেন। সে সময় দুই কুলগুরু রীতি অনুসারে সকল ব্যবহার ও আচার করিলেন।

ছন্দ—
আচার করি গুরু গৌরি গনপতি মুদিত বিপ্র পুজাবহীঁ।
সুর প্রগটি পূজা লেহিঁ দেহিঁ অসীস অতি সুখু পাবহীঁ॥
মধুপর্ক মঙ্গলদ্রব্য জো জেহি সময় মুনি মন মহুঁ চহহিঁ।
ভরে কনককোপর কলস সো তব লিয়ে পরিচারক রহহিঁ॥

ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্টমনে গণেশ, পার্বতী ও গুরুর পূজা করিলেন। দেবতারা প্রত্যক্ষ হইয়া পূজা লইয়া অতিশয় সুখী হইলেন ও আশীর্বাদ দিলেন। মুনিদের মধ্যে যিনি সে সময় মনে মনে মধুপর্ক ও মঙ্গলদ্রব্য চাহিতেছিলেন, তখনই দেখা যাইতেছিল ভৃত্যেরা অনেক সোনার কলস ও পরাত ভরিয়া সেই দ্রব্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কুলরীতি প্রীতিসমেত রবি কহি দেত সবু সাদর কিয়ো।
এহি ভাঁতি দেব পুজাই সীতহি সুভগ সিংহাসন দিয়ো॥
সিয় রাম অবলোকনি পরসপর প্রেম কাহু ন লখি পরই।
মন বুদ্ধি বর বানী অগোচর প্রগট কবি কৈসে করই॥

সূর্য নিজে অতি প্রেমের সহিত কুলের রীতি বলিয়া দিতেছিলেন, আর সকলে সাদরে সেইরূপ করিতেছিলেন। এই ভাবে দেবতারা পূজা করিয়া সীতাকে সিংহাসন দিলেন। সীতারাম একে অন্যের দিকে যে সপ্রেমে দেখিতেছিলেন, তাহা কাহারও লক্ষ্য হয় নাই। যাহা মন বাক্য বুদ্ধির অগোচর তাহা কবি কি করিয়া প্রকাশ করিবে?

হোম সময় তনু ধরি অনলু অতি সুখ আহুতি লেহিঁ।
বিপ্রবেষ ধরি বেদ সব কহি বিবাহবিধি দেহিঁ॥

হোমের সময় অগ্নি শরীর ধারণ করিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত আহুতি লইলেন। ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া বেদ সকল বিবাহ বিধি বলিয়া দিতেছিলেন।

৩৫৭॥ **জনক পাট মহিষী জগ জানী।**
সীয়মাতু কিমি জাই বখানী॥
সুজস সুকৃত সুখ সুন্দরতাঈ।
সব সমেটি বিধি রচী বনাঈ॥

সমেটি—একত্র করিয়া॥ জনকের পাট-মহিষী, সীতার মাতা বলিয়া যিনি জগতে খ্যাত, তাঁহার কথাই বা কি বর্ণনা করিব? সুযশ, পুণ্য, সুখ ও সৌন্দর্য একত্র করিয়া যেন বিধাতা তাঁহাকে গড়িয়াছিলেন।

সময় জানি মুনিবরন্হ বোলাঈ।
সুনত সুআসিনি সাদর ল্যাঈ॥
জনক বাম দিসি সোহ সুনয়না।
হিমগিরি সঙ্গ বনী জনু ময়না॥

সময় হইলে মুনিরা তাঁহাকে ডাকাইলেন। সোহাগিনী সখীরা শুনিবামাত্র সাদরে তাঁহাকে আনিলেন। সুনয়না রাণী জনকের বামদিকে বসিলেন, যেন হিমালয়ের সঙ্গে মেনকা রাণী শোভা পাইল।

কনককলস মনিকোপর রূরে।
সুচি সুগন্ধ মঙ্গল জল পূরে॥
নিজ কর মুদিত রায় অরু রানী।
ধরে রাম কে আগে আনী॥

মণির পরাতের উপর সুন্দর সোনার কলসে সুগন্ধ মঙ্গল জল পূর্ণ করিয়া প্রসন্ন মনে রাজা রাণী নিজ হাতে আনিয়া তাহা রামের সম্মুখে রাখিলেন।

পঢ়হিঁ বেদ মুনি মঙ্গল বানী।
গগন সুমন ঝরি অবসর জানী॥
বর বিলোকি দম্পতি অনুরাগে।
পায় পুনীত পখারন লাগে॥

মুনি বেদের মঙ্গলাচারের বাণী পাঠ করিলেন। সময় বুঝিয়া আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। বর দেখিয়া স্বামী স্ত্রী সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহার পবিত্র পা ধোয়াইতে লাগিলেন।

ছন্দ—

লাগে পখারন পায়পঙ্কজ প্রেম তনু পুলকাবলী।
নভ নগর গান নিসান জয় ধুনি উমগি জনু চহুঁ দিসি চলী॥
জে পদসরোজ মনোজঅরি-উর-সর সদৈব বিরাজহীঁ।
জে সুকৃত সুমিরত বিমলতা মন সকল কলিমল ভাজহীঁ॥

উমগি—উছলিয়া। মনোজঅরি—শিব। উর—বুক। ভাজহীঁ—পালায়॥ রাজা-রাণী যখন পা ধোয়াইয়া দিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের শরীরে প্রেমে রোমাঞ্চ হইতেছিল। আকাশে ও নগরে গান হইতেছিল। জয়ধ্বনি যেন চারিদিকে উপচাইয়া পড়িতেছিল। কামারি শিবের হৃদয়সরোবরে যে পদকমল সর্বদা শোভা পায়, যে পুণ্য চরণের স্মরণে মন বিমল হয়, কলির পাপ দূর হয়,

জে পরসি মুনিবনিতা লহী গতি রহী জো পাতকমঈ।
মকরন্দু জিন্হ কো সম্ভুসির সুচিতাঅবধি সুর বরনঈ॥
করি মধুপ মুনি মন জোগিজন জে সেই অভিমত গতি লহহিঁ।
তে পদ পখারত ভাগ্যভাজনু জনকু জয় জয় সব কহহিঁ॥

যে পদ ছুঁইয়া মুনির স্ত্রী অহল্যা পাতকী হইলেও তরিয়া গেল, যাহার মধু শিব মাথায় ধারণ করেন, যাহার অসীম পবিত্রতা দেবতারা বর্ণনা করেন, মুনিগণ যে চরণ-মধুর মৌমাছি লইয়া আছেন, যোগীগণও যাহাতে মোক্ষ পায়, সেই পা ধোওয়াইবার ভাগ্য জনকের হইয়াছে, তাহার জয় জয় হউক, এ কথা সকলেই বলিলেন।

বর কুঁঅরি করতল জোরি সাখোচ্চারু দোউ কুলগুরু করহিঁ।
ভয়ো পানিগহন বিলোকি বিধি সুর মনুজ মুনি আনন্দ ভরহিঁ॥
সুখমূল দুলহু দেখি দম্পতি পুলক তনু হুলস্যো হিয়ো।
করি লোক বেদ বিধানু কন্যাদানু নৃপভূষন কিয়ো॥

দুই কুলগুরু বরকন্যার হাত একত্র করিয়া শাঁখ বাজাইলেন। পাণিগ্রহণ হইয়া গেল দেখিয়া বিধাতা, দেবগণ এবং মানুষ ও মুনিরা সকলে আনন্দিত হইলেন। সুখের মূল বর দেখিয়া পুরুষ ও স্ত্রীরা পুলকিত শরীরে আনন্দে উথলিয়া উঠিল। এইরূপে নৃপভূষণ জনক বেদবিধান ও লোকাচার অনুসারে কন্যাদান করিলেন।

হিমবন্ত জিমি গিরিজা মহেসহি হরিহি শ্রীসাগর দঈ॥
তিমি জনক রামহি সিয় সমরপী বিস্ব কল কীরতি নঈ॥
ক্যোঁ করহিঁ বিনয় বিদেহু কিয়ো বিদেহু মূরতি সাবঁরী।
করি হোমু বিধিবত গাঁঠি জোরী হোন লাগী ভাবঁরী॥

হিমালয় যেমন শিবকে পার্বতী দিয়াছিলেন, সাগর যেমন বিষ্ণুকে লক্ষ্মী দিয়াছিলেন, তেমনি রাজা জনক রামকে সীতা দিয়া জগতে নূতন সুন্দর কীর্তি লাভ করিলেন। বিদেহ জনককে (রামের) শ্যামল মূর্তি বিদেহ অর্থাৎ দেহ-জ্ঞান-শূন্য করিয়া ফেলিল। তিনি আর কি করিয়া বিনয় করিবেন? শাস্ত্র বিধি অনুসারে হোম করিয়া গাঁঠছড়া বাঁধিয়া সাত-পাক হইতে লাগিল।

জয়ধুনি বন্দী বেদ ধুনি মঙ্গলগান নিসান।
সুনি হরষহিঁ বরষহিঁ বিবুধ সুর তরু সুমন সুজান॥

বন্দীর জয়ধ্বনি, ব্রাহ্মণের বেদধ্বনি, মঙ্গলাচার ও বাজনা শুনিয়া জ্ঞানী দেবতারা আনন্দে কল্পতরুর ফুল বর্ষণ করিল।

৩৫৮॥ কুঅঁরু কুঅঁরি কল ভাবঁরি দেহীঁ।
নয়নলাভু সব সাদর লেহীঁ॥
জাই ন বরনি মনোহর জোরী।
জো উপমা কছু কহউঁ সো থোরী॥

কুমার ও কুমারী সুন্দর পাক দিতেছিলেন। সকলে আদরে উহা চোখ ভরিয়া দেখিতেছিল। এই মনোহর জুড়ীর কথা বলা যায় না, উপমাতে যাহাই বলি তাহাই সামান্য হইবে।

রাম সীয় সুন্দর প্রতিছাহীঁ।
জগমগাতি মনি খম্ভন্হ মাহীঁ॥
মনহুঁ মদন রতি ধরি বহু রূপা।
দেখত রামবিবাহু অনূপা॥

মণ্ডপের থামের গায় যে মণি ছিল, তাহাতে রাম সীতার সুন্দর মূর্তির প্রতিবিম্ব ঝকমক করিতেছিল। অনেক থামে অনেক প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছিল। তাহাতে মনে হইতেছিল যেন মদন ও রতি বহু রূপ ধরিয়া অতুলনীয় রামের বিবাহ দেখিতেছিল।

দরসলালসা সকুচ ন থোরী।
প্রগটত দুরত বহোরি বহোরী॥
ভয়ে মগন সব দেখনিহারে।
জনকসমান অপান বিসারে॥

কামদেবের দর্শনলালসা যেমন ছিল সঙ্কোচও তেমনি ছিল। রাম সীতার প্রতিমূর্তি একবার দেখা যায়, একবার দেখা যায় না। ইহাতে মনে হইল যেন কামদেব একবার প্রকাশ্যে দেখিতেছে, একবার লুকাইতেছে। ইহা দেখিয়া দর্শকেরা মুগ্ধ হইল, সকলে জনকের মতই নিজেদিগকে ভুলিয়া গেল।

প্রমুদিত মুনিন্হ ভাবঁরী ফেরী।
নেগসহিত সব রীতি নিবেরী॥
রামু সীয়সির সেন্দুর দেহীঁ।
সোভা কহি ন জাতি বিধি কেহীঁ॥

মুনিরা সন্তুষ্ট মনে পাক ঘুরিলেন, যথারীতি সমস্ত আচার পালন করিলেন। সীতার কপালে রাম সিন্দুর দিলেন। সে শোভার কথা ব্রহ্মাও বলিতে পারেন না।

অরুনপরাগ জলজু ভরি নীকে।
সসিহি ভূষ অহি লোভ অমী কে॥
বহুরি বসিষ্ঠ দীন্হি অনুসাসন।
বরু দুলহিনি বৈঠে এক আসন॥

সাপ যেন অমৃতের লোভে পদ্ম ফুলের পরাগ লইয়া চাঁদের মুখে লাগাইয়া দিল। (রাম সাপের মত বাহু দিয়া পদ্মের মত হাতে পরাগের মত সিন্দুর চন্দ্রের ন্যায় সীতার কপালে দিলেন।) তারপর বশিষ্ঠ আজ্ঞা দিলে রাম সীতা এক আসনে বসিলেন।

ছন্দ –

বৈঠে বরাসন রামু জানকি মুদিত মন দসরথু ভয়ে।
তনু পুলক পুনিপুনি দেখি অপনে সুকৃত সুর
তরু ফল নয়ে॥
ভরি ভুবন রহা উছাহু রামবিবাহু ভা সবহী কহা।
কেহিভাঁতি বরনি সিরাত রসনা এক যহ মঙ্গল মহা॥

রাম সীতা সুন্দর আসনে বসিলেন। দশরথের আনন্দ হইল। তাঁহার শরীরে পুলক হইতেছিল। বার বার তিনি নিজের পুণ্যরূপ কল্পতরুর যে নতুন ফল ফলিল তাহা দেখিতেছিলেন। সকল ভুবন আনন্দে ভরিয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল, রামের বিবাহ হইয়াছে। এই মহা-মঙ্গলের কথা এক মুখে বলিয়া জিহ্বা কি করিয়া শেষ করিতে পারে?

তব জনক পাই বসিষ্ঠ আয়সু ব্যাহসাজু সবাঁরিকৈ।
মাণ্ডবী শ্রুতিকীর্তি উর্মিলা কুঅঁরি লঈ হঁকারিকৈ॥
কুস কেতু কন্যা প্রথম জো গুন সীল সুখ সোভা মঈ।
সব রীতি প্রীতি সমেত করি সো ব্যাহি নৃপ
ভরতহি দঈ॥

তখন জনক বশিষ্টের আজ্ঞা পাইয়া আবার বিবাহের আয়োজন করিয়া কুমারী মাণ্ডবী শ্রুতকীর্তি উর্মিলাকে ডাকিয়া আনিলেন। প্রথমা মাণ্ডবী কুশকেতুর কন্যা, তিনি গুণশীল, সুখ ও শোভাময়ী। রাজা আনন্দে যথারীতি ভরতের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

জানকী লঘু ভগিনী সকল সুন্দরি সিরোমনি
জানি কৈ।
সো তনয় দীন্হী ব্যাহি লষনহি সকল বিধি
সনমানি কৈ॥
জেহি নামু শ্রুতকীরতি সুলোচনি সুমুখি সব
গুনআগরী।
সো দঈ রিপুসূদনহি ভূপতি রূপ সীল উজাগরী॥

সীতার ছোট ভগ্নী উর্মিলা সুন্দরী-শিরোমণি বলিয়া জনক বিধি অনুসারে ও সম্মানের সহিত লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। আর যাঁহার নাম শ্রুতকীর্তি তিনি সুলোচনী, সুমুখী, সকল গুণের আধার, রূপ ও শীলে উজ্জ্বল। রাজা শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

অনুরূপ বর দুলহিনি পরসপর লখি সকুচি
হিয় হরষহীঁ।
সব মুদিত সুন্দরতা সরাহহিঁ সুমন সুরগন বরষহীঁ॥
সুন্দরী সুন্দর বরন্হ সহ সব এক মণ্ডপ রাজহীঁ।
জনু জীবউর চারিউ অবস্থা বিভুন সহিত বিরাজহীঁ॥

উপযুক্ত বর উপযুক্ত কন্যা, পরস্পরকে দেখিয়া মনে মনে সুখী হইতেছিল ও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। সকলে সন্তুষ্ট মনে সৌন্দর্যের প্রশংসা করিতেছিল। দেবতারা ফুল বর্ষণ করিতেছিলেন। সুন্দর সুন্দরী বর-কনেরা একই মণ্ডপে শোভা পাইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন জীবের হৃদয়ে চার অবস্থা (জাগ্রতি, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়) নিজ নিজ স্বামীর সহিত উপস্থিত রহিয়াছে।

মুদিত অবধপতি সকলসুত বধুন্হ সমেত নিহারি।
জনুপায়ে মহিপাল মনি ক্রিয়ন্হ সহিত ফল চারি॥

সকল ছেলেদিগকে বধূদের সহিত দেখিয়া দশরথ আনন্দিত হইলেন। মনে হইল যেন রাজা (শ্রদ্ধা, সেবা, তপস্যা ও ভক্তি) ক্রিয়া সহিত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারিফল পাইলেন।

৩৫৯॥ জসি রঘুবীর ব্যাহবিধি বরনী।
সকলকুঅঁর ব্যাহে তেহি করনী॥
কহি ন জাই কছু দাইজ ভূরী।
রহা কনকমনি মণ্ডপ পূরী॥

রামের বিবাহ-বিধির যে বর্ণনা করা হইয়াছে, সকল কুমারের বিবাহেই সেই প্রকার হইয়াছিল। দান সামগ্রী এত হইয়াছিল যে, বলা যায় না। মণ্ডপ সোনায় মণিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

কম্বল বসন বিচিত্র পটোরে।
ভাঁতি ভাঁতি বহুমোল ন থোরে॥
গজ রথ তুরগ দাস অরু দাসী।
ধেনু অলঙ্কৃত কামদুহা সী॥

নানা প্রকারের বহুমূল্য কম্বল, রেশমী কাপড়, হাতী, রথ, ঘোড়া, দাসদাসী, অলঙ্কার-পরা কামধেনু—

বস্তু অনেক করিয় কিমি লেখা।
কহি ন জাই জানহিঁ জিন্হ দেখা॥
লোকপাল অবলোকি সিহানে।
লীন্হ অবধপতি সবু সুখু মানে॥

অনেকরকম বস্তু, তাহার হিসাব করা যায় না। যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই জানে, কিন্তু বলিয়া উহা শেষ করা যায় না। দেখিয়া লোকপালেরা প্রশংসা করিতে লাগিল। দশরথ সুখী হইয়া সমস্তই লইলেন।

দীন্হ জাচকন্হি জো জেহি ভাবা।
উবরা সো জনবাসহিঁ আবা॥
তব কর জোরি জনকু মৃদুবানী।
বোলে সব বরাত সনমানী॥

উবরা—উর্দ্ধত। বরাত—বরযাত্রা॥ যাচকদের যাহার যাহা ভাল লাগিল তাহাকে তাহাই দিলেন। আর যাহা বাঁচিল তাহা বাসাবাড়ীতে আসিল। তখন যুক্তকরে জনকরাজা বরযাত্রীদিগকে সম্মান করিয়া মৃদুবাক্যে বলিলেন—

ছন্দ -

সনমানি সকল বরাত আদর দান বিনয় বড়াই কৈ।
প্রমুদিত মহামুনিবৃন্দ বন্দে পূজি প্রেম লড়াই কৈ॥
সিরনাই দেব মনাই সব সন কহত করসম্পুট কিয়ে।
সুর সাধু চাহত ভাব সিন্ধু কি তোষজলঅঞ্জলি দিয়ে॥

রাজা জনক সকল বরযাত্রীকে সাদরে সম্মান করিয়া তাহাদের প্রশংসা করিয়া বিনয় করিলেন। প্রসন্ন মনে পূজনীয় মুনীশ্বরদিগকে সমাজ সহিত প্রীতির পূজায় বন্দনা করিলেন। প্রণাম করিয়া, দেবতাকে মানত করিয়া হাত জোড় করিয়া, সকলের নিকট বলিলেন—দেবতা ও সাধু প্রীতিই চাহেন, সমুদ্র যেমন জলাঞ্জলিতে তুষ্ট হন তেমনি। (সমুদ্র হইতেছে রত্নাকর। তাহাকে রত্ন উপঢৌকন দিয়া সন্তুষ্ট করার চেষ্টা বৃথা। যাহার অগাধ জল তাহাকে জল অঞ্জলি দিয়া যেমন পূজা করা হয়, তেমনি সাধু ও দেবতাদের কোনও দ্রব্য দিয়া পূজা করা যায় না, কেবল প্রীতি দিয়াই পূজা করা যায়)।

করজোরি জনকু বহোরি বন্ধুসমেত কোসলরায় সোঁ।
বোলে মনোহর বয়ন সানি সনেহ সীল সুভায় সোঁ॥
সনবন্ধ রাজন রাবরে হম বড়ে অব সব বিধি ভয়ে।
যহি রাজ সাজ সমেত সেবক জানিবী বিনু গথ লয়ে॥

রাবরে—আপনার। গথ—মূল্য॥ পুনরায় হাতজোড় করিয়া ভাইয়ের সহিত রাজা জনক কোশলপতি দশরথকে স্বাভাবিক স্নেহশীলপূর্ণ মনোহর বাক্যে বলিলেন—হে রাজন, আপনার সহিত সম্বন্ধ করিয়া আমরা সব রকমে বড় হইলাম। এখন রাজ-সাজ সমেত আমাদিগকে বিনা মূল্যে কেনা আপনার দাস বলিয়া জানিবেন।

এ দারিকা পরিচারিকা করি পালবী করুনামই।
অপরাধু ছমিবো বোলি পঠয়ে বহুত হোঁ ঢীঠ্যো কই॥
পুনি ভানু কুল ভূষন সকল সনমান নিধি সমধী কিয়ে।
কহি জাতি নহিঁ বিনতী পরসপর প্রেম পরিপূরন হিয়॥

জনক আরো বলিলেন—এই কন্যাদিগকে দাসী বলিয়া দয়া করিয়া পালন করিবেন। আপনাকে যে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম, সে ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আবার সূর্যকুলভূষণ দশরথ সম্বন্ধীকে সকল প্রকারে যে সম্মান করিলেন ও পরস্পর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে যে বিনয় করিলেন তাহা বলা যায় না।

বৃন্দারকাগন সুমন বরষহিঁ রাউ জনবাসহিঁ চলে।
দুন্দুভী জয়ধুনি বেদধুনি নভ নগর কৌতূহল ভলে॥
তব সখী মঙ্গলগান করত মুনীআয়সু পাই কৈ।
দূলহ দুলহিনিন্হ সহিত সুন্দরি চলীঁ কোহবর ল্যাই কৈ॥

বৃন্দারকাগণ—দেবতারা॥ দেবতারা পুষ্প বর্ষণ করিলেন। রাজা বাসাবাড়ীতে গেলেন। নাগরার শব্দ ও বেদের শব্দ নগরকে ও আকাশকে কৌতূহলে ভরিয়া দিল। সুন্দরী সখীরা মুনিদের আজ্ঞা পাইয়া তখন মঙ্গলগান করিতে করিতে বর-কন্যাকে কোহবরে (স্ত্রী আচার করিতে) লইয়া চলিল।

পুনি পুনি রামহিঁ চিতব সিয় সকুচতি মন সকুচৈ ন।
হরত মনোহর মীন ছবি প্রেম পিয়াসে নৈন॥

সীতা বার বার রামকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে সঙ্কোচ ছিল না। সীতার প্রেম-পিয়াসী চোখ মনোহর মাছের সৌন্দর্যকে হারাইয়া দিল। (মাছ যেমন জলের জন্য ছটফট করে, সীতার চোখও রামকে দেখার জন্য তেমনি করিতেছিল।)

৩৬০॥ স্যাম সরীর সুভায় সুহাবন।
সোভা কোটি মনোজ লজাবন॥
জাবকজুত পদ কমল সুহায়ে।
মুনি মনি মধুপ রহত জিন্হ ছায়ে॥

স্বভাবতঃ সুন্দর রামের শ্যাম শরীরের শোভাতে কোটি কাম লজ্জা পায়। তাঁহার মেহেদির রঙে রঙীন পদকমলে মুনির মনরূপ মৌমাছি পড়িয়া থাকে।

পীত পুনীত মনোহর ধোতী।
হরতি বাল রবি দামিনি জোতী॥
কল কিঙ্কিনি কটিসূত্র মনোহর।
বাহু বিসাল বিভূষন সুন্দর॥

তাঁহার পীত বর্ণের বস্ত্র প্রাতঃকালের সূর্য ও বিদ্যুতের জ্যোতিকে পরাস্ত করিল। তাঁহার কটিতে সুন্দর কিঙ্কিনী ও মনোহর কটিসূত্র ছিল। তাঁহার বিশাল বাহুতে অলঙ্কার শোভা পাইতেছিল।

পীত জনেউ মহাছবি দেঈ।
করমুদ্রিকা চোরি চিত লেঈ॥
সোহত ব্যাহসাজ সব সাজে।
উর আয়ত ভূষন উর রাজে॥

তাঁহার হলুদে উপবীতে বড় শোভা করিয়াছিল, হাতের আংটি চিত্ত চুরি করিয়া লইতেছিল। বিবাহের সাজে তাঁহার সকল শরীর সাজান ছিল, প্রশস্ত বুকে সকল রকম অলঙ্কার ছিল।

পিয়র উপরনা কাঁখা সোতী।
দুহুঁ আচরন্হি লগে মনি মোতী॥
নয়ন কমল কল কুণ্ডল কানা।
বদনু সকল সৌন্দর্জ নিধানা॥

উপরণা—উত্তরীয়, দোপাট্টা। আচরন্হি—আচল॥ হলুদে উত্তরীয় উপবীতের মত করিয়া গায়ে ফেলা ছিল, উত্তরীয়ের দুই আচলাতেই মণি ও মুক্তা ছিল। তাঁহার চোখ পদ্মের মত, কানে সুন্দর কুণ্ডল। তাঁহার মুখ সকল শোভার আধার।

সুন্দর ভৃকুটি মনোহর নাসা।
ভালতিলকু রুচিরতা নিবাসা॥
সোহত মৌর মনোহর মাথে।
মঙ্গলময় মুকুতামনি গাথে॥

ভ্রূ দুইটি সুন্দর, নাক মনোহর। কপালে সুন্দর শোভাময় তিলক ও মাথায় মনোহর মাঙ্গলিক মুক্তামণি গাথা ময়ূর-পুচ্ছ ছিল।

ছন্দ—
গাথে মহামনি মৌর মঞ্জুল অঙ্গ সব চিতচোরহীঁ।
পুরনারি সব সুরসুন্দরী বরহি বিলোকি সব তৃন তোরহীঁ॥
মনি বসন ভূষন বারি আরতি করহিঁ মঙ্গল গাবহীঁ।
সুর সুমন বরিষহিঁ সূত মাগধ বন্দি সুজস সুনাবহীঁ॥

তাঁহার সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে বড় বড় মণি গাঁথা। রামের শরীর সকলের মন চুরি করিয়া লয়। পুরনারীরা ও দেবতার স্ত্রীরা বরের শোভা দেখিয়া অমঙ্গল না হয় এজন্য তৃণ ছিঁড়িতেছিল। মণিময় কাপড় ও অলঙ্কার দিয়া বার বার আরতি করিতেছিল, মঙ্গলগান গাহিতেছিল। দেবতারা ফুল বর্ষণ করিতেছিলেন। পৌরাণিক মাগধ ও ভাটেরা যশের কথা শুনাইতেছিল।

কোহবরহিঁ আনে কুঅঁর কুঅঁরি সুআসিনিন্হ সুখ পাই কৈ।
অতি প্রীতি লৌকিক রীতি লাগীঁ করন মঙ্গল গাই কৈ॥
লহকৌরি গৌরি সিখাব রামহিঁ সীয় সন সারদ কহহিঁ।
রনিবাসু হাস বিলাস রস বস জনম কো ফল সব লহহিঁ॥

সোহাগিনীরা (এয়োরা) বর-কন্যাকে সুখে অন্তঃপুরে আনিল ও মঙ্গলগান করিয়া অতি প্রেমের সহিত মঙ্গলাচার করিল। পার্বতী রামকে ও সরস্বতী সীতাকে লহকৌরী খেলা শিখাইতেছিলেন। এই হাসি-বিলাসে অন্তঃপুরের সকলে যেন জন্মের ফল লাভ করিল।

নিজ পানি মনি মহঁ দেখি প্রতিমূরতি সুরূপ নিধান কী।
চালতি ন ভুজবল্লী বিলোকনি বিরহ ভয় বস জানকী॥
কৌতুক বিনোদ প্রমোদু প্রেমু ন জাই কহি জানহিঁ অলী।
বর কুঅঁরি সুন্দর সকল সখী লিবাই জনবাসহিঁ চলী॥

নিজের আঙ্গুলের মণিতে শ্রীরামের প্রতিমূর্তি দেখিয়া পাছে হাত সরাইলে আর না দেখা যায় এই বিরহ-ভয়ে সীতা হাত নড়াইতেছিলেন না, তাহা জানিত সখিরাই। সেখানে যে কৌতুক আমোদ প্রমোদ হইল, তাহা আর বলা যায় না। সখীরা সুন্দর বর-কন্যাকে লইয়া তখন বাসাবাড়ীতে চলিল।

তেহি সময় সুনিয় অসীস জহঁ তহঁ নগর নভ আনন্দ মহা।
চিরজিঅহু জোরী চারু চারয়ো মুদিতমন সবহী কহা॥
জোগীন্দ্র সিদ্ধ মুনীস দেব বিলোকি প্রভু দুন্দুভি হনী।
চলে হরষি বরষি প্রসূন নিজ নিজ লোক জয় জয় জয় ভনী॥

সে সময় যেখানে সেখানে আশীর্বাদ উচ্চারণ হইতেছিল, নগরে মহানন্দ হইতেছিল। "চারি জুড়ী চিরজীবী হও", সকলে সন্তুষ্ট মনে এই কথা বলিতেছিল। যোগীন্দ্র, সিদ্ধ, মুনীশ্বর ও দেবতারা রামকে দেখিয়া, নাগরা বাজাইয়া, ফুল বর্ষণ করিয়া, 'জয় জয় জয়' বলিতে বলিতে নিজ নিজ লোকে চলিয়া গেলেন।

সহিত বধূটিন্হ কুঅঁর সব তব আয়ে পিতু পাস।
সোভা মঙ্গল মোদ ভরি উমগেউ জনু জনবাস॥

তারপর বধূদিগকে লইয়া কুমারেরা পিতার নিকট আসিলেন। তখন শোভায়, মঙ্গলে ও আমোদে জনবাস উচ্ছলিয়া উঠিল।

৩৬১॥ **পুনি জেবনার ভঈ বহু ভাঁতী।**
পঠয়ে জনক বোলাই বরাতী॥
পরত পাবঁড়ে বসন অনূপা।
সুতন্হ সমেত গবন কিয় ভূপা॥

জেবনার—রসুই, রান্না। সুতন্হ—পুত্রসকল॥ তারপর নানারকম রান্না হইল। জনক বরযাত্রীদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অতি সুন্দর কাপড় দিয়া রাস্তা ঢাকিয়া দেওয়া হইল। তাহার উপর দিয়া রাজা দশরথ পুত্রদের সহিত চলিলেন।

সাদর সব কে পায় পখারে।
যথাযোগ পীঢ়ন বৈঠারে॥
ধোয়ে জনক অবধ পতি চরনা।
সীলু সনেহু জাই নহিঁ বরনা॥

আদরের সহিত সকলের পা ধোয়াইয়া যথাযোগ্য পিঁড়িতে বসান হইল। জনক অযোধ্যাপতির পা ধোয়াইয়া দিলেন, সেই সময়ের শীল ও স্নেহের কথা বলা যায় না।

বহুরি রাম পদ পঙ্কজ ধোয়ে।
জে হর হৃদয়কমলু মহঁ গোয়ে॥
তীনিউ ভাই রামসম জানী।
ধোয়ে চরন জনক নিজ পানী॥

গোয়ে—গুপ্ত রাখে॥ পরে জনক রামের যে পাদ পদ্ম মহাদেবের হৃদয়ে গোপনে থাকে সেই পা ধোয়াইলেন। রাজা জনক তিন ভাইকেই রামের সমান জানিয়া নিজ হাতে পা ধোয়াইলেন।

আসন উচিত সবহি নৃপ দীন্হে।
বোলি সূপকারী সব লীন্হে॥
সাদর লগে পরন পনবারে।
কনককীল মনিপান সবাঁরে॥

রাজা সকলকে যোগ্য আসন দিলেন, ও সকল পাচককে ডাকিয়া আনিলেন। সাদরে পাতা পাতিতে লাগিল। পাতাগুলি মণির পাতায় সোনার খিল দিয়া সাজান।

সূপোদন সুরভী সরপি সুন্দর স্বাদু পুনীত।
ছন মহঁ সব কে পরুসি গে চতুর সুআর বিনীত॥

সূপোদন—ডালভাত। সুআর—রসুইয়া, যে রান্না করে। সরপি—ঘি॥ চতুর পরিবেশনকারীরা ক্ষণেকের মধ্যেই সকলকে সুন্দর স্বাদু পবিত্র গব্য ঘৃত দেওয়া ডালভাত পরিবেশন করিল।

৩৬২॥ **পঞ্চকবলি করি জেবন লাগে।**
গারি গান সুনি অতি অনুরাগে॥
ভাঁতি অনেক পরে পকবানে।
সুধাসরিস নহিঁ জাহিঁ বখানে॥

সকলে পঞ্চ গ্রাস করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল ও অতি অনুরাগে গালির গান শুনিতে লাগিল। অমৃতের মত অনেক পাকান্ন পরিবেশন করা হইল, কে তাহা বর্ণনা করে?

পরুসন লগে সুআর সুজানা।
বিঞ্জন বিবিধ নাম কো জানা॥
চারি ভাঁতি ভোজন বিধি গাঈ।
এক এক বিধিবরনি ন জাঈ॥

নিপুন পরিবেশনকারীরা নানা ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কেই বা তাহার নাম জানে? খাদ্য চার প্রকারের হইয়া থাকে, উহাদের এক প্রকারেরও বর্ণনা করা যায় না।

ছরস রুচির বিঞ্জন বহু জাতী।
এক এক রস অগনিত ভাঁতী॥
জেঁবত দেহিঁ মধুর ধুনি গারী।
লেই লেই নাম পুরুষ অরু নারী॥

সুন্দর ছয় প্রকার রসের ব্যঞ্জন ছিল, তাহার মধ্যে এক এক রসেরই নানারকম ছিল। যাহারা খাইতেছিল, পুরুষ ও নারীর নাম লইয়া নারীরা তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় গালি দিতেছিল।

সময় সুহাবনি গারি বিরাজা।
হঁসত রাউ সুনি সহিত সমাজা॥
এহি বিধি সবহী ভোজনু কীন্হা।
আদরসহিত আচমনু দীন্হা॥

সময়োপযোগী মিষ্ট গালি শুনিয়া রাজা সমাজ সহিত হাসিতেছিলেন। এই ভাবে সকলেই ভোজন করিলে জনক আদরে আচমন করাইলেন।

দেই পান পূজে জনক দসরথ সহিত সমাজ।
জনবাসে গবনে মুদিত সকল ভূপ সিরতাজ॥

জনক পান দিয়া সমাজ সহিত দশরথের পূজা করিলেন। সকল রাজার মাথার ভূষণ দশরথ তখন সন্তুষ্ট মনে জনবাসে চলিলেন।

৩৬৩॥ **নিত নূতন মঙ্গল পুর মাহী।**
নিমিষসরিস দিন জামিনি জাহীঁ॥
বড়ে ভোর ভূপতি মনি জাগে।
জাচক গুনগন গাবন লাগে॥

নগরে নিত্য নূতন মঙ্গল হইতেছিল। দিবারাত্রি যেন নিমেষে কাটিয়া যাইতেছিল। রাজাদের শিরোমণি অতি ভোরে জাগিলে, যাচকেরা গুণগান করিতে লাগিল।

দেখি কুঅঁর বর বধুন্হ সমেতা।
কিমি কহি জাত মোদু মন জেতা॥
প্রাতক্রিয়া করি গে গুরু পাহীঁ।
মহাপ্রমোদু প্রেমু মন মাহীঁ॥

বধূ সমেত পুত্রদিগকে দেখিয়া রাজার মনে যে আনন্দ হইয়াছিল, সে আর কি বলিব? রাজা প্রাতঃক্রিয়া করিয়া বড় আনন্দিত মনে গুরুর নিকটে গেলেন।

করি প্রনামু পূজা কর জোরী।
বোলে গিরা অমিয় জনু বোরী॥
তুম্হরী কৃপা সুনহু মুনিরাজা।
ভয়উঁ আজু মৈঁ পূরনকাজা॥

প্রণাম ও পূজা করিয়া হাতজোড় করিয়া অমৃতমাখা বাক্যে বলিলেন—হে মুনিরাজ, শুনুন, আপনারই কৃপায় আজ আমার কামনা পূর্ণ হইল।

অব সব বিপ্র বোলাই গোসাঈঁ।
দেহু ধেনু সব ভাঁতি বনাঈ॥
সুনি গুরু করি মহিপাল বড়াঈ।
পুনি পঠয়ে মুনিবৃন্দ বোলাঈ॥

হে গোসাই, এখন সকল ব্রাহ্মণ ডাকিয়া সব রকমে সাজাইয়া গাভী দিয়া দিন। একথা শুনিয়া গুরু রাজার প্রশংসা করিলেন ও মুনিদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বামদেব অরু দেবরিষি বালমীক জাবালি।
আয়ে মুনিবর নিকর তব কৌসিকাদি তপসালি॥

তখন বামদেব, নারদ, জাবালি ও বিশ্বামিত্র আদি শ্রেষ্ঠ তপস্বীরা আসিলেন।

৩৬৪॥ দণ্ড প্রনাম সবহি নৃপ কীন্হে।
পূজি সপ্রেম বরাসন দীন্হে॥
চারি লচ্ছ বরধেনু মগাঈ।
কাম সুরভি সম সীল সুহাঈ॥

রাজা সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ও পূজা করিয়া ভাল আসন দিলেন। তারপর কামধেনুর মত শীলবতী সুন্দর চার লক্ষ গাই আনাইলেন।

সব বিধি সকল অলঙ্কৃত কীন্হী।
মুদিত মহিপ মহিদেবন দীন্হী।
করত বিনয় বহু বিধি নরনাহু।
লহেউঁ আজু জগ জীবনলাহু॥

রাজা সকলগুলিকে সকল প্রকারের অলঙ্কারে সাজাইলেন, এবং সন্তুষ্ট মনে উহা ঋষিদিগকে দিলেন। রাজা নানা প্রকারে বিনয় করিয়া জানাইলেন যে, আজ তিনি জীবনের ফল লাভ করিলেন।

পাই অসীস মহীসু অনন্দা।
লিয়ে বোলি পুনি জাচকবৃন্দা॥
কনক বসন মনি হয় গয় স্যন্দন।
দিয়ে বুঝি রুচি রবি কুল নন্দন॥

রাজা আশীর্বাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া যাচকদিগকে ডাকিলেন। তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে সোনা, কাপড়, মণি, ঘোড়া, হাতী, রথ, এই সকল দিলেন।

চলে পঢ়ত গাবত গুনগাথা।
জয় জয় জয় দিন কর কুল নাথা॥
এহি বিধি রাম বিবাহ উছাহু।
সকই ন বরনি সহসমুখ জাহু॥

তাহারা গুণগান করিতে করিতে চলিল ও দশরথের বারংবার জয় দিতে লাগিল। যাহার হাজার মুখ আছে, সেও রাম-বিবাহের এইপ্রকার উৎসব বর্ণনা করিতে পারে না।

বার বার কৌসিকচরন সীস নাই কহ রাউ।
যহ সবু সুখু মুনিরাজ তব কৃপা কটাচ্ছ প্রভাউ॥

রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রের চরণে বারবার প্রণাম করিয়া বলিলেন—হে মুনিরাজ, এ সমস্তই আপনার কৃপা-দৃষ্টির ফল।

৩৬৫॥ জনক সনেহ সীলু করতূতী।
নৃপু সব ভাঁতি সরাহ বিভূতী॥
দিন উঠি বিদা অবধপতি মাঁগা।
রাখহিঁ জনকু সহিত অনুরাগা॥

করতূতী—কার্য। দিন—প্রতিদিন॥ রাজা দশরথের জনকের প্রেম, শীল, কার্য ও বিভবের সকলপ্রকার প্রশংসা করিলেন। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া দশরথ বিদায় চাহিতেন কিন্তু জনক প্রেমবশে তাঁহাকে রাখিয়া দিতেন।

নিত নূতন আদরু অধিকাঈ।
দিনপ্রতি সহস ভাঁতি পহুনাঈ॥
নিত নব নগর অনন্দ উছাহু।
দসরথগবঁন সুহাই ন কাহু॥

দিন দিন বেশী বেশী নতুন আদর হইতেছিল। প্রতিদিনই হাজারো রকম আতিথ্য হইতেছিল। প্রতিদিন নগরে নূতন আনন্দ উৎসব হইতেছিল। ইহার মধ্যে দশরথের চলিয়া যাওয়া কাহারও ভাল লাগিতেছিল না।

বহুত দিবস বীতে এহি ভাঁতী।
জনু সনেহরজু বঁধে বরাতী॥
কৌসিক সতানন্দ তব জাঈ।
কহা বিদেহ নৃপহি সমুঝাঈ॥

এইভাবে অনেকদিন চলিয়া গেল। মনে হয় যেন, স্নেহডোরে বরযাত্রীদিগকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। তখন শতানন্দ ও বিশ্বামিত্র গিয়া জনককে বুঝাইয়া বলিলেন—

অব দসরথ কহঁ আয়সু দেহূ।
জদ্যপি ছাঁড়ি ন সকহু সনেহূ॥
ভলেহিঁ নাথ কহি সচিব বোলায়ে।
কহি জয় জীব সীস তিন্হ নায়ে॥

যদিও আপনি প্রীতি ছাড়িতে পারিবেন না, তথাপি আপনি এখন দশরথকে আজ্ঞা দিন। হে স্বামী, তাহাই হউক, এই কথা বলিয়া জনক মন্ত্রীকে ডাকিলেন, মন্ত্রী আসিয়া জয় জীব বলিয়া প্রণাম করিল।

অবধনাথ চাহত চলন ভীতর করহু জনাউ।
ভয়ে প্রেমবস সচিব সুনি বিপ্র সভাসদ রাউ॥

জনক বলিলেন—অন্দর-মহলে জানাইয়া দাও যে, দশরথ চলিয়া যাইতে চাহেন। ব্রাহ্মণ, সভাসদ ও রাজা, মন্ত্রী সকলেই এ কথায় প্রেম-মগ্ন হইলেন।

৩৬৬॥ **পুরবাসী সুনি চলিহি বরাতা।**
পুছত বিকল পরসপর বাতা॥
সত্য গবনু সুনি সব বিলখানে।
মনহুঁ সাঝ সরসিজ সকুচানে॥

নগরবাসী যখন শুনিল যে, বরযাত্রী চলিয়া যাইবে, তখন ব্যাকুল হইয়া পরস্পর কথা বলিতে লাগিল। সত্য সত্যই যাইতেছেন শুনিয়া সকলেই দুঃখিত হইল, সন্ধ্যা বেলায় যেমন পদ্ম মুদিয়া আসে, সেইরকম।

জহঁ জহঁ আবত বসে বরাতী।
তহঁ তহঁ সিদ্ধ চলা বহু ভাঁতি॥
বিবিধ ভাঁতি মেবা পকবানা।
ভোজনসাজু ন জাই বখানা॥

পথে চলিতে যেখানে যেখানে বর-যাত্রী আসিয়াছিল, সেই সেই স্থানে সিদ্ধিরা গিয়াছিল। নানা রকমের দেওয়া, পক্কান্ন ও ভোজ্য দ্রব্য এত ছিল যে বলা যায় না।

ভরি ভরি বসহ অপার কহারা।
পঠয়ে জনক অনেক সুআরা॥
তুরগ লাখ রথ সহস পচীসা।
সকল সবাঁরে নখ অরু সীসা॥

জনক অগণিত জিনিষ-পত্র সহ ভারী, বলদ ও পাচক পাঠাইলেন। এক লক্ষ ঘোড়া ও ২৫ হাজার রথ আগাগোড়া সাজাইয়া পাঠাইলেন।

মত্ত সহস দস সিন্ধুর সাজে।
জিন্হহিঁ দেখি দিসিকুঞ্জর লাজে॥
কনক বসন মনি ভরি ভরি,জানা।
মহিষী ধেনু বস্তু বিধি নানা॥

সিন্ধুর—হাতী। দশ হাজার মত্ত হাতী এমন সাজান হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে দেখিয়া দিগ্‌গজদিগেরও লজ্জা হয়। গাড়ী-গাড়ী সোনা বস্ত্র ও মণি-মাণিক্য গাই ও মহিষ ও নানা প্রকার বস্তু,

দাইজ অমিত ন সকিয় কহি দীন্হ বিদেহ বহোরি।
জো অবলোকত লোকপতি লোক সম্পদা থোরি॥

জনক এত অপার দান সামগ্রী দিলেন যে, তাহা বলা যায় না, আর তাহা দেখিয়া লোকপতিরা, ইন্দ্র কুবেরাদি, নিজ নিজ ধন সম্পদ সামান্য মনে করিলেন।

৩৬৭॥ **সব সমাজু এহি ভাঁতি বনাঈ।**
জনক অবধপুর দীন্হ পঠাঈ॥
চলিহি বরাত সুনত সব রানী।
বিকল মীনগন জনু লঘু পানী॥

এইভাবে বরযাত্রীকে দল-বল সাজাইয়া জনক অযোধ্যাপুরী পাঠাইয়া দিলেন। রাণীরা যখন শুনিলেন যে, বরযাত্রীরা চলিয়া যাইতেছে, তখন অল্প জলে মাছের যে অবস্থা হয় সেই প্রকার ছটফট করিতে লাগিলেন।

পুনি পুনি সীয় গোদ করি লেহীঁ।
দেই অসীস সিখাবন দেহীঁ॥
হোয়হু সন্তত পিয়হি পিয়ারী।
চিরু অহিবাত অসীস হমারী॥

বারবার সীতাকে কোলে লইতেছিলেন ও আশীর্বাদ ও উপদেশ করি, চিরায়ুষ্মতী হও।

সাসু সসুর গুরু সেবা করেহূ।
পতিরুখ লখি আয়সু অনুসরেহূ॥
অতি সনেহ বস সখী সয়ানী।
নারিধরমু সিখবহিঁ মৃদুবানী॥

রুখ—মনের ইচ্ছা। আয়সু—আজ্ঞা। শ্বশুর শাশুড়ী ও গুরুর সেবা করিও, স্বামীর মনের ইচ্ছা বুঝিয়াই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিও। বুদ্ধিমতী সখীরা অতি স্নেহের সহিত মৃদুবাক্যে নারীধর্ম শিক্ষা দিতেছিলেন।

সাদর সকল কুঅঁরি সমুঝাঈ।
রানিন্হ বার বার উর লাঈ॥
বহুরি বহুরি ভেটহিঁ মহতারী।
কহহিঁ বিরঞ্চি রচী কত নারী॥

রাণীরা আদর করিয়া কন্যাদিগকে বুঝাইলেন, বারবার বুকে লইলেন। বারবার মা গিয়া দেখিতেছিলেন ও বলিতেছিলেন যে, ব্রহ্মা স্ত্রী কেন গড়িয়াছিলেন?

তেহি অবসর ভাইন্হ সহিত রামু ভানু কুল কেতু।
চলে জনক মন্দির মুদিত বিদা করাবন হেতু॥

সেই সময় সূর্যবংশের ধ্বজা রামচন্দ্র ভাইদের সহিত সন্তুষ্ট মনে বিদায় লওয়ার জন্য জনক-রাজপুরীতে চলিলেন।

৩৬৮॥ চারিউ ভাই সুভায় সুহায়ে।
নগর নারি নর দেখন ধায়ে॥
কোউ কহ চলন চহত হহিঁ আজু।
কীন্হ বিদেহ বিদা কর সাজু॥

স্বভাবতঃই সুন্দর চারভাইকে নগরের স্ত্রী পুরুষেরা দেখিতে গেল, কেহ বলিল আজ ইঁহারা যাইবেন, জনক বিদায় দেওয়ার সাজসজ্জা করিতেছেন।

লেহু নয়ন ভরি রূপ নিহারী।
প্রিয় পাহুনে ভূপসুত চারী॥
কো জানই কেহি সুকৃত সয়ানী।
নয়নঅতিথি কীন্হে বিধি আনী॥

রাজার চারিপুত্রকে অতিথিদিগকে চোখ ভরিয়া দেখিয়া লও, কে জানে কোন পুণ্য বলে বিধাতা ইঁহাদিগকে চোখের সম্মুখে আনিয়াছিলেন।

মরনসীল জিমি পাব পিয়ূখা।
সুরতরু লহই জনম কর ভূখা॥
পাব নারকী হরিপদ জৈসে।
ইন্হ কর দরসন হম কহঁ তৈসে॥

যে মরিতে বসিয়াছে সে যদি অমৃত পায়, যে আজন্ম ক্ষুধিত আছে সে যদি কল্পতরু পায়, নারকী যদি হরিপদ পায়, তাহা হইলে যেমন হয়, তেমনি আমরা ইঁহাদের দর্শন পাইয়াছি।

নিরখি রামসোভা উর ধরহূ।
নিজ মন ফনি মূরতি মনি করহূ॥
এহি বিধি সবহি নয়নফল দেতা।
গয়ে কুঁঅর সব রাজনিকেতা॥

রামচন্দ্রের শোভা দেখিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখ; উহা নিজের মনরূপ সাপের মাথার মণি কর। এইভাবে সকলের চোখ জুড়াইয়া কুমারেরা রাজপুরীতে গেলেন।

রূপসিন্ধু সব বন্ধু লখি হরষি উঠেউ রনিবাসু।
করহিঁ নিছাবরি আরতী মহামুদিত মন সাসু॥

রূপের সাগর ভাইদিগকে দেখিয়া রাজঅন্তঃপুরে আনন্দ উঠিল। শাশুড়ী মনে উপহার সাজাইয়া আরতি করিলেন।

৩৬৯॥ দেখি রামছবি অতি অনুরাগীঁ।
প্রেমবিবস পুনি পুনি পদ লাগীঁ॥
রহী ন লাজ প্রীতি উর ছাঈ।
সহজ সনেহু বরনি কিমি জাঈ॥

রামের অতি প্রিয় চেহারা দেখিয়া ভালবাসায় বিকল হইয়া বারবার পা ধরিতেছিলেন। লজ্জা চলিয়া গেল, ভালবাসাই মনে রহিল। এই স্বাভাবিক প্রেমের কথা কি বর্ণনা করা যায় না।

ভাইন্হ সহিত উবটি অন্হবায়ে।
ছরস অসন অতিহেতু জেবায়ে॥
বোলে রামু সুঅবসর জানি।
সীল সনেহ সকুচময় বানী॥

রামকে ভাইদের সহিত হলুদ দিয়া স্নান করাইয়া ষড়রসের খাদ্য অতি প্রীতির সহিত খাওয়াইলেন। উপযুক্ত সময় জানিয়া রাম শীল, প্রেম ও সঙ্কোচের সহিত বলিলেন।

রাউ অবধপুর চহত সিধায়ে।
বিদা হোন হম ইহাঁ পঠায়ে॥
মাতু মুদিত মন আয়সু দেহূ।
বালক জানি করব নিত নেহূ॥

সিধারে—চলিতেছে। বিদাহোন—বিদায় লওয়ার জন্য॥ রাজা দশরথ অযোধ্যায়, আমাদিগকে বিদায় লওয়ার জন্য পাঠাইয়াছেন। হে মাত, প্রসন্ন মনে আজ্ঞা দাও, বালক জানিয়া যেন সর্বদা স্নেহ রাখিও।

সুনত বচন বিলখেউ রনিবাসু।
বোলি ন সকহিঁ প্রেমবস সাসু॥
হৃদয় লগাই কুঁঅরি সব লীন্হী।
পতিন্হ সৌঁপি বিনতী অতি কীন্হী॥

কথা শুনিয়া অন্তঃপুরবাসীরা দুঃখিত হইল, শাশুড়ী ভালবাসার বশে কথাই বলিতে পারিলেন না। কুমারী-দিগকে বুকে ধরিলেন ও পতিদের হাতে সঁপিয়া দিয়া অনেক বিনয় জানাইলেন।

ছন্দ—

করি বিনয় সিয় রামহিঁ সমরপী জোরি কর পুনি পুনি কহই।
বলি জাউঁ তাত সুজান তুম কহ বিদিত গতি সব কী অহই॥
পরিবার পুরজন মোহি রাজহিপ্রানপ্রিয় সিয় জানবী।
তুলসী সুসীল সনেহ লখি নিজ কিঙ্করী করিমানবী॥

তুলসীদাস বলেন—বিনয় করিয়া রাণী সীতাকে রামের হাতে সমর্পণ করিয়া জোড়হাত করিয়া বারবার বলিলেন—হে প্রিয়, আমার শপথ, তুমি বুদ্ধিমান, আর সকলের গতিই তোমার জানা আছে। জানিও যে, পরিবারের, নগরবাসীর, আমার ও রাজার নিকট সীতা প্রাণপ্রিয়। আর উহার সুন্দর শীল ও প্রেম লক্ষ্য করিয়া নিজের দাসী বলিয়া গণ্য করিও।

সোঃ—

তুম পরিপূরন কাম জান সিরোমনি ভাব প্রিয়।
জন গুন গাহক রাম দোষদলন করুনায়তন॥

হে রাম, তুমি কামনা পরিপূরণ কর, তুমি জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ও ভালবাসা তোমার প্রিয়, তুমি ভক্তের গুণ গ্রহণ কর, তুমি দোষ নাশ কর, তুমি করুণার সাগর।

৩৭০॥ **অস কহি রহী চরন গহি রানী।**
প্রেমপঙ্ক জনু গিরা সমানী॥
সুনি সনেহসানী বরবানী।
বহু বিধি রাম সাসু সনমানী॥

এই কথা বলিয়া রাণী এমনভাবে পায়ে পড়িয়া রহিলেন যেন, ভালবাসার পঙ্কের মধ্যে তাঁহার বাক্য ডুবিয়া গেল। রাণীর স্নেহময় কথা শুনিয়া রাম শাশুড়ীকে নানা প্রকারে মান দেখাইলেন।

রাম বিদা মাঁগা কর জোরী।
কীন্হ প্রনাম বহোরি বহোরী॥
পাই অসীস বহুরি সিরু নাঈ।
ভাইন্হ সহিত চলে রঘুরাঈ॥

রাম হাত জোড় করিয়া বিদায় চাহিলেন ও বার বার প্রণাম করিলেন। আশীর্বাদ পাইয়া আবার প্রণাম করিয়া ভাইদের সহিত রামচন্দ্র চলিলেন।

মঞ্জু মধুর মূরতি উর আনী।
ভঈঁ সনেহ সিথিল সব রানী।
পুনি ধীরজু ধরি কুঅঁরি হঁকারী।
বার বার ভেটহিঁ মহতারী॥

কোমল মধুর মূর্তি হৃদয়ে লইয়া সকল রাণীরা স্নেহে অবশ হইয়া পড়িলেন। পরে ধৈর্য ধরিয়া কুমারীদিগকে আনিয়া মা বার বার দেখিতে লাগিলেন।

পহুঁচাবহিঁ ফিরি মিলহিঁ বহোরী।
বঢ়ী পরসপর প্রীতি ন থোরী॥
পুনি পুনি মিলতি সখিন্হ বিলগাঈ।
বাল বচ্ছ জিমি ধেনু লবাঈ॥

বিলগাই—আলগা করিয়া, সরাইয়া। ধেনুলবাঈ—নূতন প্রসূতি গাই॥ মায়েরা একবার পঁহুছাইয়া দিতেছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া আবার দেখা করিতেছিলেন, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা বড় বাড়িয়া গিয়াছিল। আবার সখীদিগকে সরাইয়া মায়েরা তেমনি করিয়া কন্যার সহিত মিলিতেছিল, নূতন প্রসূতি গাই যেমন বাছুরের জন্য করে।

প্রেমবিবস নরনারি সব সখিন্হ সহিত রনিবাসু।
মানহুঁ কীন্হ বিদেহপুর করুনা বিরহ নিবাসু॥

সকল নরনারী ও সখীদের সহিত রাজ অন্তঃপুর বিকল হইয়া গেল, মনে হইল যেন জনকপুরীতে করুণা ও বিরহই বাড়ী করিয়া বসিল।

৩৭১॥ **সুক সারিকা জানকী জ্যায়ে।**
কনক পিঞ্জরন্হি রাখি পঢ়ায়ে॥
ব্যাকুল কহহিঁ কহাঁ বৈদেহী।
সুনি ধীরজু পরিহরই ন কেহী॥

সীতা সোনার পিঞ্জরে যে তোতা ময়না পালিতেন ও পড়াইতেন, তাহারা ব্যাকুল হইয়া বলে সীতা কোথায়, উহা শুনিয়া কে আর ধৈর্য না ত্যাগ করে?

ভয়ে বিকল খগ মৃগ এহি ভাঁতী।
মনুজদসা কৈসে কহি জাতী॥
বন্ধুসমেত জনকু তব আয়ে।
প্রেম উমগি লোচন জল ছায়ে॥

পশু পক্ষীই এইভাবে ব্যাকুল হইয়াছিল, মানুষের অবস্থা আর কি বলিব? তারপর জনক ভাইয়ের সহিত আসিলেন। তাহাদের হৃদয়ে ভালবাসা উপচাইয়া চোখে জল দেখা দিয়াছিল।

সীয় বিলোকি ধীরতা ভাগী।
রহে কহাবত পরমবিরাগী।
লীন্হি রায় উর লাই জানকী॥
মিটী মহামরজাদ জ্ঞান কী॥

যদিও পরম বিরাগী বলিয়া জনকের খ্যাতি ছিল, তথাপি সীতাকে দেখিয়া তাঁহার ধৈর্য পালাইল। রাজা জানকীকে বুকে ধরিলেন, জ্ঞানের যে বড় মর্য্যাদা ছিল তাহা মিটিল। জ্ঞানীরা সুখে দুঃখে বিচলিত হ'ন না; কিন্তু জনক বিচলিত হইলেন।

সমুঝাবত সব সচিব সয়ানে।
কীন্হ বিচারু অনবসর জানে॥
বারহিঁ বার সুতা উর লাঈ।
সজি সুন্দর পালকী মঁগাঈ॥

বুদ্ধিমান সচিবেরা যখন বুঝাইলেন, তখন রাজা বিহ্বল হওয়ার উপযুক্ত সময় নয় বলিয়া বিচার করিলেন। বারবার সীতাকে বুকে ধরিলেন ও সুন্দর পাল্কী সাজাইয়া আনাইতে বলিলেন।

প্রেমবিবস পরিবারু সবু জানি সুলগন নরেস।
কুঅঁরি চঢ়াঈ পালকিন্হ সুমিরে সিদ্ধ গনেস॥

এমনি সমস্ত পরিবার প্রেমে বিবশ হইয়াছিল। রাজা উত্তম লগ্ন জানিয়া সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করিয়া পাল্কীতে সীতাকে চড়াইলেন।

৩৭২॥ **বহু বিধি ভূপ সুতা সমুঝাঈ।**
নারিধরমু কুলরীতি সিখাঈ॥
দাসী দাস দিয়ে বহুতেরে।
সুচি সেবক জে প্রিয় সিয় কেরে॥

রাজা সীতাকে নানা রকম বুঝাইলেন, নারীধর্ম ও কুলরীতি শিখাইলেন। সীতার যাহারা শুদ্ধ ও প্রিয় সেবক ছিল, সেই সকল দাস দাসী সঙ্গে দিলেন।

সীয় চলত ব্যাকুল পুরবাসী।
হোহিঁ সগুন সুভ মঙ্গলরাসী॥
ভূসুর সচিব সমেত সমাজা।
সঙ্গ চলে পহুঁচাবন রাজা॥

সীতা রওনা হইলে পুরবাসী ব্যাকুল হইল, শুভ ও মঙ্গলময় চিহ্ন দেখা দিল। ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও সমাজ সঙ্গে লইয়া রাজা পঁহুছাইয়া দিতে চলিলেন।

সময় বিলোকি বাজনে বাজে।
রথ গজ বাজি বরাতিন্হ সাজে॥
দসরথ বিপ্র বোলি সব লীন্হে।
দান মান পরিপূরন কীন্হে॥

সময় হইল দেখিয়া বরযাত্রীরা রথ, হাতী, ঘোড়া সাজাইল, বাজনা বাজাইল। দশরথ সকল ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া দান ও মান দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

চরন সরোজ ধুরি ধরি সীসা।
মুদিত মহীপতি পাই অসীসা॥
সুমিরি গজানন কীন্হ পয়ানা।
মঙ্গলমূল সগুন ভয়ে নানা॥

ব্রাহ্মণদের পাদ-পদ্মের ধুলা মাথায় লইয়া সন্তোষের সহিত রাজা আশীর্বাদ লইলেন, পরে গণেশকে স্মরণ করিয়া চলিলেন। তখন নানা মঙ্গলসূচক চিহ্ন হইল।

সুর প্রসূন বরষহিঁ হরষি করহিঁ অপছরা গান।
চলে অবধপতি অবধপুর মুদিত বজাই নিসান॥

দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, অপ্সরারা গান করিল, ডঙ্কা বাজাইয়া অযোধ্যাপতি অযোধ্যা রওনা হইলেন।

৩৭৩॥ নৃপ করি বিনয় মহাজন ফেরে।
সাদর সকল মাঁগনে টেরে॥
ভূষন বসন বাজি গজ দীন্হে।
প্রেম পোষি ঠাঢ়ে সব কীন্হে॥

রাজা বিনয় বাক্যে বড় বড় মহাশয়দিগকে ফিরাইলেন। আদরের সহিত সকল যাচক বিদায় করিলেন। তাহাদিগকে অলঙ্কার, বস্ত্র, ঘোড়া, হাতী দিলেন ও প্রেমে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া থামাইলেন।

বার বার বিরদাবলি ভাষী।
ফিরে সকল রামহি উর রাখী॥
বহুরি বহুরি কোসলপতি কহহীঁ।
জনকু প্রেমবস ফিরন ন চহহীঁ॥

তাহারা বার বার বংশের প্রশংসা করিয়া রামকে হৃদয়ে লইয়া ফিরিল। দশরথ বার বার ফিরিতে বলিলেও জনক প্রেমবশে ফিরিতে চাইতেছিলেন না।

পুনি কহ ভূপতি বচন সুহায়ে।
ফিরিয় মহীপ দূরি বড়ি আয়ে॥
রাউ বহোরি উতরি ভয়ে ঠাঢ়ে।
প্রেমপ্রবাহ বিলোচন বাঢ়ে॥

আবার রাজা সুন্দর বাক্যে বলিলেন—হে মহীপতি, ফিরুন, অনেক দূর আসিয়াছেন। রাজা তখন দশরথের নিকট হইতে নামিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার চোখ দিয়া ভালবাসার জল পড়িতে লাগিল।

তব বিদেহু বোলে কর জোরী।
বচন সনেহসুধা জনু বোরী॥
করউঁ কবন বিধি বিনয় বনাঈ।
মহারাজ মোহি দীন্হি বড়াঈ॥

তখন রাজা জনক হাতজোড় করিয়া স্নেহসুধাপূর্ণ বাক্যে বলিলেন—"বানাইয়া বানাইয়া কথা কি বলিব, মহারাজ ত আমাকে বাড়াইয়া দিয়া গেলেন।"

কোসলপতি সমধী সজন সনমানে সব ভাঁতি।
মিলনি পরসপর বিনয় অতি প্রীতি ন হৃদয় সমাতি॥

রাজা দশরথ সজ্জন ও সম্বন্ধীদিগকে সব রকমে সম্মান করিলেন, আর মিলনের সময় যে পরস্পরে অতি বিনয় ও প্রীতি দেখাইলেন তাহা হৃদয়ে ধরে না।

৩৭৪॥ মুনি মণ্ডলিহি জনক সিরু নাবা।
আসিরবাদ সবহি সন পাবা॥
সাদর পুনি ভেঁটে জামাতা।
রূপ সীল গুন নিধি সব ভ্রাতা॥

জনক মুনিদিগকে প্রণাম করিলেন ও সকলের নিকট হইতে আশীর্বাদ পাইলেন, পুনরায় রূপ শীল ও গুণনিধি জামাতা কয়টি ভাইয়ের সহিত মিলিলেন।

জোরি পঙ্ক রুহ পানি সুহায়ে।
বোলে বচন প্রেম জনু জায়ে॥
রাম করউ কেহি ভাঁতি প্রসংসা।
মুনি মহেস মন মানস হংসা॥

সুন্দর পদ্মহস্ত জোড় করিয়া ভালবাসায় ভরা কথায় বলিলেন—হে রাম, তোমার প্রশংসা কেমন করিয়া করিব ? তুমি মহেশ্বরের ও মুনিদিগের মানসের হংস স্বরূপ।

করহিঁ জোগ জোগী জেহি লাগী।
কোহু মোহু মমতা মদু ত্যাগী॥
ব্যাপকু ব্রহ্ম অলখু অবিনাসী।
চিদানন্দু নিরগুন গুনরাসী॥

যাঁহার জন্য যোগীরা ক্রোধ, মোহ, মমতা ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া যোগ করিয়া থাকেন, যিনি সর্বব্যাপক ব্রহ্ম, যাঁহাকে দেখা যায় না, যিনি অবিনশ্বর, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, যিনি নির্গুণ ও গুণরাশি,

মনসমেত জেহি জান ন বানী।
তরকি ন সকহিঁ সকল অনুমানী॥
মহিমা নিগম নেতি কহি কহঈ।
জো তিহুঁ কাল একরস অহঈ॥

যাঁহাকে বাক্য ও মন জানে না, যাঁহাকে বিতর্কেও জানা যায় না, যাঁহার মহিমা বেদ 'নেতি' বাক্যে বলিয়াছে, যিনি সকল কালে একই রূপ থাকেন,

নয়নবিষয় মো কহঁ ভয়উ সো সমস্ত সুখ মূল।
সবহি লাভ জগজীব কহঁ ভয়ে ঈস অনুকূল॥

সেই সকল সুখের মূল আমাকে চোখে দেখা দিলে ও মহেশ্বরের কৃপায় সকল জগতের জীবের নিকট সুলভ হইলে;

৩৭৫॥ **সবহি ভাঁতি মোহি দীন্হি বড়াঈ।**
নিজ জন জানি লীন্হ অপনাঈ॥
হোহিঁ সহস দস সারদ সেখা।
করহিঁ কলপকোটিক ভরি লেখা॥

সব রকমেই আমাকে বড় করিলে, ভক্ত জানিয়া আমাকে নিজের করিয়া লইলে, দশ সহস্র সরস্বতী বা শেষ নাগ, যদি কোটি কল্প ধরিয়া গুনিতে থাকে,

মোর ভাগ্য রাউর গুনগাথা।
কহি ন সিরাহিঁ সুনহু রঘুনাথা॥
মৈঁ কছু কহউঁ একু বল মোরে।
তুম্হ রীঝহু সনেহ সুঠি থোরে॥

তবে হে রাম, আমার ভাগ্য ও তোমার গুণ সমূহ শেষ করিয়া বলিতে পারিবেন না। আমি যাহা কিছু বলিতেছি তাহার জোর এই যে, তুমি সামান্য প্রেমেই মুগ্ধ হয়।

বার বার মাগউঁ কর জোরে।
মনু পরিহরই চরন জনি ভোরে॥
সুনি বরবচন প্রেম জনু পোষে।
পূরনকামু রামু পরিতোষে॥

হে নাথ, হাতজোড় করিয়া বারবার এই ভিক্ষা চাই যে, আমার মন ভুল করিয়াও যেন তোমার চরণ ত্যাগ না করে। প্রেমের জলে ভরা এই কথা শুনিয়া পূর্ণকাম রাম তুষ্ট হইলেন।

করি বর বিনয় সসুর সনমানে।
পিতু কৌসিক বসিষ্ঠ সম জানে॥
বিনতী বহুরি ভরত সন কীন্হী।
মিলি সপ্রেম পুনি আসিষ দীন্হী॥

অনেক বিনয় করিয়া শ্বশুরের সম্মান করিলেন, আর তাহাকে পিতা, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মত সমান জ্ঞান করিলেন। জনক ভরতের সহিত বিনয় করিলেন, প্রেমে মিলিত হইয়া পুনরায় আশীর্বাদ দিলেন।

মিলে লষন রিপুসূদনহি দীন্হি অসীস মহীস।
ভয়ে পরসপর প্রেমবস ফিরি ফিরি নাবহিঁ সীস॥

লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সহিত দেখা করিয়া রাজা জনক আশীর্বাদ দিলেন। পরস্পর প্রেমে বার বার মাথা নত করিলেন।

৩৭৬॥ **বার বার করি বিনয় বড়াঈ।**
রঘুপতি চলে সঙ্গ সব ভাঈ॥
জনক গহে কৌসিকপদ জাঈ।
চরনরেনু সির নয়নন্হি লাঈ॥

বার বার বিনয় করিয়া, প্রশংসা করিয়া, রাম ভাই-দিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। জনক বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় ও চোখে লাগাইলেন।

সুনু মুনীসবর দরসন তোরে।
অগমু ন কছু প্রতীতি মন মোরে॥
জো সুখু সুজসু লোকপতি চহহীঁ।
করত মনোরথ সকুচত অহহীঁ॥

হে মুনীশ্বর, শোন, আমার বিশ্বাস আছে যে, তোমার দেখা পাইলে আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। যে সুখ ও সুযশ ইত্যাদি চায় আর যাহা চাহিতে সঙ্কোচ বোধ করে,

সো সুখু সুজসু সুলভ মোহি স্বামী।
সব সিধি তব দরসন অনুগামী॥
কীন্হ বিনয় পুনি পুনি সিরু নাঈ।
ফিরে মহীস আসিষা পাঈ॥

হে স্বামী, সে সুখ সুযশও তোমার দেখা পাওয়ার ফলে আমার নিকট সুলভ। বার বার মাথা নত করিয়া এইরূপ বিনয় জানাইয়া ও আশীর্বাদ লইয়া রাজা জনক ফিরিলেন।

চলী বরাত নিসান বজাঈ।
মুদিত ছোট বড় সব সমুদাঈ॥
রামহিঁ নিরখি গ্রাম নর নারী।
পাই নয়নফলু হোহিঁ সুখারী॥

বরযাত্র নাগরা পিটিয়া চলিল। ছোট বড় সকলে সুখী হইল। গ্রামের নরনারী রামকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিল, সুখী হইল।

বীচ বীচ বর বাস করি মগলোগন্হ সুখু দেত।
অবধ সমীপ পুনীত দিন পহুঁচী আইজনেত॥

জনেত—বরযাত্র॥ রাস্তার লোককে সুখ দিয়া, পথের মাঝে মাঝে বাসা বাড়ীতে কাটাইয়া, পুণ্য দিনে বরযাত্র অযোধ্যার নিকট আসিয়া পহঁছিল।

৩৭৭॥ **হনে নিসান পনব বর বাজে।**
ভেরি সঙ্খ ধুনি হয় গয় গাজে॥
ঝাঁঝি ভেরি ডিণ্ডিমী সুহাঈ।
সরসরাগ বাজহিঁ সহনাঈ॥

নাগরা পিটান হইতেছিল, অনেক ঢোল বাজিতেছিল ও ভেরীর ও শঙ্খের ধ্বনি হইতেছিল। ঘোড়া, হাতী চিৎকার করিতেছিল। ভেরী ও ডুগডুগী বাজিতেছিল, ঝাঁঝ আর সানাইতে সুমিষ্ট রাগিনী বাজিতেছিল।

পুরজন আবত অকনি বরাতা।
মুদিত সকল পুলকাবলি গাতা॥
নিজ নিজ সুন্দর সদন সবাঁরে।
হাট বাট চৌহট পুর দ্বারে॥

সদন—বাড়ী। সবাঁরে—সাজাইয়াছিল। চৌহট—চৌরাস্তা॥ বরযাত্র আসিতেছে শুনিয়া নগরবাসীদের সকলের আনন্দ হইল, পুলক দেখা দিল। তাহারা যে যাহার বাড়ী ও হাটবাট চৌরাস্তা ও নগরের দ্বার সাজাইল।

গলী সকল অরগজা সিঁচাঈ।
জহঁ তহঁ চৌকে চারু পুরাঈ॥
বনা বজারু ন জাই বখানা।
তোরন কেতু পতাক বিতানা॥

অরগজা—এক প্রকার সুগন্ধ। চারু পুরাঈ—আলিপনা দিয়াছিল॥ গলিগুলিতে অরগজার সুগন্ধ জল ছিটান হইয়াছিল, যেখানে সেখানে আলিপনা হইয়াছিল। ধ্বজা পতাকা, তোরণ ও চাঁদোয়াতে বাজার এমন সাজান হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

সফল পূগফল কদলি রসালা।
রোপে বকুল কদম্ব তমালা॥
লগে সুভগ তরু পরসত ধরনী।
মনিময় আলবাল কলকরনী॥

পূগফল—সুপারি॥ ফল সহিত সুপারি, কলা, আম, বকুল, কদম্ব ও তমালের গাছ রোপা হইয়াছিল। সুন্দর গাছগুলি ঝুকিয়া মাটি ছুঁইতেছিল। তাহাদের গোড়ায় মণিময় ও চিত্রকার্য করা আলবাল দেওয়া হইয়াছিল।

বিবিধ ভাঁতি মঙ্গলকলস গৃহ গৃহ রচে সবাঁরি।
সুর ব্রহ্মাদি সিহাহিঁ সব রঘু বর পুরী নিহারি॥

নানাপ্রকারের মঙ্গল কলস ঘরে ঘরে রচনা করিয়া সাজান হইয়াছিল। দেবতা ও ব্রহ্মাদি অযোধ্যাপুরী দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৩৭৮॥ ভূপভবনু তেহি অবসর সোহা।
রচনা দেখি মদন মন মোহা॥
মঙ্গল সগুন মনোহরতাঈ।
রিধি সিধি সুখ সম্পদা সুহাঈ॥

সেই সময় রাজবাড়ীর এমন শোভা দেখাইতেছিল যে, দেখিয়া মদনেরও মনে মোহ হয়। মঙ্গল চিহ্ন, মনোহর দৃশ্য ঋদ্ধি, সিদ্ধি, সুখ ও সম্পদ শোভা পাইতেছিল।

জনু উছাহ সব সহজ সুহায়ে।
তনু ধরি ধরি দসরথগৃহ আয়ে॥
দেখন হেতু রামবৈদেহী।
কহহু লালসা হোই ন কেহী॥

ইহারা যেন স্বাভাবিক সৌন্দর্য লইয়া উৎসাহের সহিত শরীর ধরিয়া দশরথের ঘরে আসিয়াছিল। রাম ও সীতাকে দেখার জন্য কাহারই না লালসা হয়?

জুথ জুথ মিলি চলী সুআসিনি।
নিজ ছবি নিদরহিঁ মদনবিলাসিনি॥
সকল সুমঙ্গল সজে আরতী।
গাবহিঁ জনু বহুবেষ ভারতী॥

দলে দলে সোহাগিণী স্ত্রীরা চলিতে লাগিল, তাহাদের শোভায় রতিও লজ্জিত হয়। সকলে আরতি সাজাইয়া সুন্দর মঙ্গলাচার গঠন করিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন, সরস্বতি নানা বেশ ধারণ করিয়া গান করিতেছেন।

ভূপতিভবন কোলাহলু হোঈ।
জাই ন বরনি সমউ সুখু সোঈ॥
কৌসল্যাদি রামমহতারী।
প্রেমবিবস তনুদসা বিসারী॥

রাজবাড়ীতে এত কোলাহল হইতেছিল যে, সে সময়ের সুখের কথা বলা যায় না। কৌশল্যাদি রামের মাতারা প্রেমে নিজেদের দেহজ্ঞান ভুলিয়া গেলেন।

দিয়ে দান বিপ্রন্হ বিপুল পূজি গনেস পুরারি।
প্রমুদিত পরমদরিদ্র জনু পাই পদারথ চারি॥

তাঁহারা গণেশ ও শিবের পূজা করিয়া বিপুল দান ব্রাহ্মণদিগকে দিলেন। এমন তাহাদের সন্তোষ হইল যেন কোনও দরিদ্র চারিপদার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ হাতে হাতে পাইয়াছে।

৩৭৯॥ মোদ প্রমোদ বিবস সব মাতা।
চলহিঁ ন চরন সিথিল ভয়ে গাতা॥
রামদরস হিত অতি অনুরাগী।
পরিছনি সাজু সজন সব লাগী॥

পরিছন—বরণ করা, আরতি করা।

সকল মায়েরা প্রেমানন্দে বিবশ হইয়াছিলেন। পা চলিতেছিল না, শরীর এলাইয়া পড়িয়াছিল। রামের দর্শনের জন্য অতিশয় প্রেমে বরণের সজ্জা সাজাইতে লাগিলেন।

বিবিধ বিধান বাজনে বাজে।
মঙ্গল মুদিত সুমিত্রা সাজে॥
হরদ দুব দধি পল্লব ফুলা।
পান পূগফল মঙ্গলমূলা॥

নানা প্রকারের বাজনা বাজিতে লাগিল, সুমিত্রা প্রসন্ন মনে সাজিলেন। হলদি, দূর্বা, দই পল্লবে ফুল, পান সুপারি ইত্যাদি মঙ্গল দ্রব্য,

অচ্ছত অঙ্কুর রোচন লাজা।
মঞ্জুল মঞ্জরি তুলসি বিরাজা॥
ছুহে পুরটঘট সহজ সুহায়ে।
মদন সকুচ জনু নীড় বনায়ে॥

চাউল, অঙ্কুর, গোরোচনা, খই ও কোমল তুলসী মঞ্জরী ছিল। সোনার স্বাভাবিক সুন্দর ঘট চিত্র করা হইয়াছিল, এমন সুন্দর যেন মদন লজ্জায় উহাতেই নিজের বাসা বাঁধিয়াছে।

সগুন সুগন্ধ ন জাই বখানী।
মঙ্গল সকল সজহিঁ সব রানী॥
রচী আরতী বহুত বিধানা।
মুদিত করহিঁ কল মঙ্গল গানা॥

মুদিত—আনন্দিত। কল—সুন্দর॥ মঙ্গল দ্রব্য ও সুগন্ধাদির কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। রাণীরা সকলেই মঙ্গল দ্রব্য সাজাইয়া নানা আরতি রচনা করেন ও সন্তুষ্ট মনে মঙ্গল-গান করিতে থাকেন।

কনকথার ভরি মঙ্গলন্হি কমল করন লিয়ে মাত।
চলীঁ মুদিত পরিছন করন পুলকপল্লবিত গাত॥

মায়েরা সোনার থালে মঙ্গল দ্রব্য সাজাইয়া পদ্মহাতে তাহা লইয়া সন্তুষ্ট মনে আরতি করিতে চলিলেন, তাঁহাদের শরীর পুলকে কাঁপিতে লাগিল।

৩৮০॥ **ধূপধূপ নভ মেচক ভয়উ।**
সাবন ঘনঘমণ্ড জনু ঠয়উ॥
সুর তরু সুমন মাল সুর বরষহিঁ।
মনহুঁ বালক অবলি মনু করষহিঁ॥

মেচক—কালো। ঘমণ্ড—আড়ম্বর॥ ধূপের ধোঁয়ায় আকাশ কালো হইল, মনে হইল যেন শ্রাবণ মাসের মেঘ আড়ম্বর করিয়া আকাশ ছাইল। দেবতাগণ কল্পতরুর ফুলের মালা বর্ষণ করিলেন, মনে হইল যেন মালার আকারে বকের ঝাঁক উড়িয়া চলিয়াছে, উহা মনকে আকর্ষণ করিতেছিল।

মঞ্জুল মনিময় বন্দনবারে।
মনহুঁ পাক রিপু চাপ সবাঁরে॥
প্রগটহিঁ দুরহিঁ অটন পর ভামিনি।
চারু চপল জনু দমকহিঁ দামিনি॥

বন্দনবারা—ফুল পাতা পতাকা ইত্যাদি রশিতে বাঁধিয়া তোরণের দুই স্তম্ভ হইতে ঝুলান।

মণিময় সুন্দর বন্দনবার এমন ঝুলিতেছিল, মনে হয় যেন ইন্দ্রধনু সাজান হইয়াছিল। স্ত্রীরা একবার ছাদে দেখা দিতেছিল একবার আড়াল হইতেছিল, মনে হয় যেন চঞ্চল বিদ্যুৎ সুন্দর চমকাইতেছিল।

দুন্দুভিধুনি ঘনগরজনি ঘোরা।
জাচক চাতক দাদুর মোরা॥
সুর সুগন্ধ সুচি বরষহিঁ বারী।
সুখি সকল সসি পুর নর নারী॥

দাদুর—ভেক। সসি—শস্য॥ নাগরার শব্দ হইতেছিল যেন মেঘ গর্জনের মত, আর যাচকেরা যেন চাতক ভেক ও ময়ূরের মত ছিল। দেবতারা সুগন্ধ পবিত্র জল বর্ষণ করিতেছিলেন। বৃষ্টি পাইলে যেমন ধানের সুখ হয়, তেমনি এই বর্ষণে নগরের নরনারী রূপ শস্যের সুখ হইয়াছিল।

সময় জানি গুরু আয়সু দীন্হা।
পুর প্রবেসু রঘু কুল মনি কীন্হ॥
সুমিরি সম্ভু গিরিজা গনরাজা।
মুদিত মহীপতি সহিত সমাজা॥

উপযুক্ত সময় দেখিয়া গুরু আজ্ঞা দিলেন, হর-পার্বতী ও গণেশকে স্মরণ করিয়া রাম পুরে প্রবেশ করিলেন। দশরথ সমাজ সহিত সুখী হইলেন।

হোহিঁ সগুন বরষহিঁ সুমন সুর দুন্দুভী বজাই।
বিবুধবধূ নাচহিঁ মুদিত মঞ্জুল মঙ্গল গাই॥

শুভ লক্ষণ দেখা দিল, দেবতারা নাগরা বাজাইলেন। দেব-স্ত্রীরা আনন্দে মধুর গাহিয়া নাচিতে লাগিলেন।

৩৮১॥ **মাগধ সুত বন্দিনট নাগর।**
গাবহিঁ জস তিহুঁ লোক উজাগর॥
জয়ধুনি বিমল বেদ বর বানী।
দস দিসি সুনিয় সুমঙ্গল সানী॥

মাগধ, পৌরাণিক ভাট ও চতুর নট তিন লোক উজ্জ্বলকারী যশের কথা গাহিতেছিল। মঙ্গলময় জয়ধ্বনি ও নির্মল বেদধ্বনি দশদিকে শোনা যাইতেছিল।

বিপুল বাজনে বাজন লাগে।
নভ সুর নগর লোগ অনুরাগে॥
বনে বরাতী বরনি ন জাহীঁ।
মহামুদিত মন সুখ ন সমাহীঁ॥

বিপুল বাজনা বাজিতে লাগিল, আকাশে দেবতারা ও নগরে মানুষেরা প্রসন্ন হইল। বরযাত্র এমন সাজিয়াছিল যে বলা যায় না। তাহাদের মনে সন্তোষ আর ধরিতে ছিল না।

পুরবাসিন্হ তব রাউ জোহারে।
দেখত রামহিঁ ভয়ে সুখারে॥
করহিঁ নিছাবর মনিগন চীরা।
বারি বিলোচন পুলক সরীরা॥

জোহার—প্রণাম করা। নিছাবরি—উৎসর্গ। চীরা—বস্ত্র॥ পুরবাসীরা তখন রাজাকে প্রণাম করিল ও রামকে

দেখিয়াই সুখী হইল। তাহারা মণি সকল ও বস্ত্র উৎসর্গ করিল। তাহাদের চোখে জল ও শরীরে পুলক দেখা দিল।

আরতি করহিঁ মুদিত পুরনারী।
হরষহিঁ নিরখি কুঁঅর বরচারী॥
সিবিকা সুভগ উহার উঘারী।
দেখি দুলহিনিন্হ হোহিঁ সুখারী॥

প্রসন্ন মনে পুরনারীরা আরতি করিতেছিল। চার কুমারকে দেখিয়া আনন্দ হইতেছিল। শিবিকার পর্দা তুলিয়া কনেদিগকে দেখিয়া সুখী হইতেছিল।

এহি বিধি সবহী দেত সুখ আয়ে রাজদুআর।
মুদিত মাতু পরিছন করহিঁ বধুন্হ সমেত কুমার॥

এইভাবে সকলকে সুখ দিয়া বরযাত্রীরা রাজদ্বারে আসিল। আনন্দে মাতা বধূসমেত কুমারদিগকে বরণ করিয়া লইলেন।

৩৮২॥ করহিঁ আরতী বারহিঁ বারা।
প্রেমু প্রমোদু কহই কো পারা॥
ভূষন মনি পট নানা জাতী।
করহিঁ নিছাবরি অগনিত ভাঁতী॥

বার বার আরতি করিলেন। সে আনন্দ ও প্রেমের শেষ নাই। নানা প্রকার অলঙ্কার, মণি ও বস্ত্র কত যে উৎসর্গ করিলেন, তাহার আর সংখ্যা ছিল না।

বধুন্হ সমেত দেখি সুত চারী।
পরমানন্দমগন মহতারী॥
পুনি পুনি সীয় রাম ছবি দেখী।
মুদিত সুফল জগ জীবন লেখী॥

মুদিত—আনন্দিত। লেখী—গণ্য করিলেন॥ পুত্র-দিগকে বধূসমেত দেখিয়া মাতা পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। বার বার সীতা ও রামের শোভা দেখিয়া সকলে প্রসন্ন মনে জীবন সার্থক করিলেন।

সখী সীয়মুখ পুনি পুনি চাহী।
গান করহিঁ নিজ সুকৃত সরাহী॥
বরষহিঁ সুমন ছনহিঁ ছন দেবা।
নাচহিঁ গাবহিঁ লাবহিঁ সেবা॥

সখীরা সীতার মুখ বার বার দেখিয়া নিজ সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছিল। দেবতারা ক্ষণে ক্ষণে ফুল বৃষ্টি করিতেছিলেন ও নাচিয়া গাহিয়া সেবা দিতেছিলেন।

দেখি মনোহর চারিউ জোরী।
সারদ উপমা সকল ঢটোরী॥
দেত ন বনহিঁ নিপট লঘু লাগী।
একটক রহী রূপঅনুরাগী॥

ঢটোরী—খুঁজিয়াছিলেন॥ এই চার মনোহর জুড়ী দেখিয়া সরস্বতী উপমা খুঁজিয়া পাইলেন না। সকল উপমাই খাটো লাগিল, তখন ঐ রূপের দিকে নিজেই এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলেন।

নিগমনীতি কুলরীতি করি অরঘ পাবঁড়ে দেত।
বধুন্হ সহিত সুত পরিছি সব চলীঁ লেবাই নিকেত॥

বেদ ও কুলরীতি অনুসারে অর্ঘ্য দিলেন, তাঁহাদের পথে—বস্ত্র বিছাইয়া দিলেন ও পুত্রদিগকে বধূ সহিত আরতি করিয়া বাড়ী লইয়া চলিলেন।

৩৮৩, চারি সিংহাসন সহজ সুহায়ে।
৩৮৪॥ জনু মনোজ নিজ হাথ বনায়ে॥
তিন্হ পর কুঁঅরি কুঁঅর বৈঠারে।
সাদর পায় পুনীত পখারে॥

সহজ সুন্দর চার সিংহাসন, যেন মদন নিজ হাতে বানাইয়াছিলেন। তাহাতে কুমার ও কুমারীদিগকে বসান হইল ও সাদরে তাহাদের পুণ্য পদ ধোয়ান হইল।

ধূপ দীপ নৈবেদ্য বেদবিধি।
পূজে বরদুলহিনি মঙ্গলনিধি॥
বারহিঁ বার আরতী করহীঁ।
ব্যজন চারু চামর সির ঢরহীঁ॥

ধূপ দীপ নৈবেদ্য দিয়া বেদবিধি অনুসারে মঙ্গলালয় বরকন্যাদিগকে পূজা করা হইল। সুন্দর পাখা ও চামর মাথার উপর দুলাইয়া বার বার আরতি করা হইল।

বস্তু অনেক নিছাবরি হোহীঁ।
ভরী প্রমোদ মাতু সব সোহীঁ॥
পাবা পরমতত্ত্ব জনু জোগী।
অমৃত লহেউ জনু সন্তত রোগী॥

অনেক বস্তু উৎসর্গ করা হইতেছিল। মাতাদিগকে এতই আনন্দমগ্ন দেখাইতেছিল যেন যোগী পরমতত্ত্ব পাইয়াছেন, চিররোগী যেন অমৃত পাইয়াছে।

জনমরঙ্ক জনু পারস পাবা।
অন্ধহি লোচনলাভু সুহাবা॥
মূকবদন জস সারদ ছাঈ।
মানহু সমর সুর জয় পাঈ॥

জন্ম-দুঃখী পরশ পাথর পাইলে, অন্ধ সুন্দর চক্ষু পাইলে, মূকের মুখে সরস্বতী বসিলে, যোদ্ধারা জয়লাভ করিলে, যে সুখ হয়,

এহি সুখ তেঁ সত কোটি গুন পাবহিঁ মাতু অনন্দু।
ভাইন্হ সহিত বিআহি ঘর আয়ে রঘু কুল চন্দু॥

বিবাহ করিয়া রামচন্দ্র ভাইদিগের সহিত ঘরে ফিরিলে সে সকল সুখ অপেক্ষা শত কোটি গুণ আনন্দ মায়ের পাইলেন।

লোকরীতি জননী করহিঁ বরদুলহিনি সকুচাহিঁ।
মোদ বিনোদ বিলোকি বড় রামু মনহিঁ মুসুকাহিঁ॥

মাতা লোকাচার করিতেছিলেন, বরবধূরা সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। এই আমোদ আহ্লাদ দেখিয়া রাম মনে মনে হাসিলেন।

৩৮৫॥ দেব পিতর পূজে বিধি নীকী।
পূজী সকল বাসনা জী কী॥
সবহি বন্দি মাঁগহিঁ বরদানা।
ভাইন্হ সহিত রাম কল্যানা॥

নীকী—ঠিকমত। পূজী—পূর্ণ হইল॥ হৃদয়ের সকল বাসনা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে ভাল করিয়া পূজা করিলেন। সকলকে বন্দনা করিয়া ভাইদের সহিত রামের কল্যাণ হউক এই বর চাহিলেন।

অন্তরহিত সুর আসিষ দেহীঁ।
মুদিত মাতু অঞ্চল ভরি লেহীঁ॥
ভূপতি বোলি বরাতী লীন্হে।
জান বসন মনি ভূষন দীন্হে॥

আকাশ হইতে দেবতারা আশীর্বাদ দিলেন, সে আশীর্বাদ মা প্রসন্ন মনে আঁচল ভরিয়া লইলেন। রাজা বরযাত্রীদের ডাকিয়া লইলেন ও তাহাদিগকে যান, বসন, মণি ও ভূষণ দিলেন।

আয়সু পাই রাখি উর রামহিঁ।
মুদিত গয়ে সব নিজ নিজ ধামহিঁ॥
পুর নর নারি সকল পহিরায়ে।
ঘর ঘর বাজন লগে বধায়ে॥

আজ্ঞা পাইয়া রামকে হৃদয়ে রাখিয়া সন্তুষ্ট মনে সকলে নিজ নিজ বাড়ী গেল। নগরের নরনারীকে দশরথ সুন্দর বস্ত্র পরাইলেন। ঘরে ঘরে বাজনা ও উৎসব চলিতে লাগিল।

জাচক জন জাচহিঁ জোই জোঈ।
প্রমুদিত রাউ দেহিঁ সোই সোঈ॥
সেবক সকল বজনিয়া নানা।
পূরন কিয়ে দান সনমানা।

যাচকেরা যাহা যাহা চাহিতেছিল, আনন্দিত হইয়া রাজা তাহাই দিতেছিলেন। সেবক ও বাজনদারদিগকে তিনি দান ও সম্মান দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

দেহিঁ অসীস জোহারি সব গাবহিঁ গুন গন গাথ।
তব গুরু ভূসুর সহিত গৃহ গবনু কীন্হ নরনাথ॥

তাহারা প্রণাম করিয়া, গুণগাথা গাহিয়া আশীর্বাদ দিল। তখন রাজা ব্রাহ্মণদের সহিত ঘরে গেলেন।

৩৮৬॥ জো বসিষ্ঠ অনুসাসন দীন্হা।
লোক বেদ বিধি সাদর কীন্হা॥
ভূসুর ভীর দেখি সব রানী।
সাদর উঠী ভাগ্য বড় জানী॥

লোকাচার, বেদের বিধান ও বশিষ্ঠের অনুশাসন, রাজা সাদরে পালন করিলেন। রাণীরা ব্রাহ্মণের ভিড় দেখিয়া বহু ভাগ্য মনে করিয়া আদরের সহিত দাঁড়াইলেন।

পায় পখারি সকল অন্হবায়ে।
পূজি ভলী বিধি ভূপ জেবাঁয়ে॥
আদর দান প্রেম পরিপোষে।
দেত অসীস চলে মন তোষে॥

রাজা পা ধোয়াইয়া সকলকে স্নান করাইলেন, আর ভাল করিয়া পূজা করিয়া খাওয়াইলেন; আদর দিয়া, দান দিয়া ও প্রেম দিয়া তুষ্ট করিলেন। তাঁহারাও আশীর্বাদ দিয়া সন্তুষ্ট মনে চলিলেন।

বহু বিধি কীন্হ গাধি সুত পূজা।
নাথ মোহি সম ধন্য ন দূজা॥
কীন্হি প্রসংসা ভূপতি ভূরী।
রানিন্হ সহিত লীন্হ পগধূরী॥

বিশ্বামিত্রকে নানা ভাবে পূজা করিলেন, বলিলেন—হে নাথ, আমার মত ধন্য আর কেহ নাই। রাজা তাঁহার ভূরি প্রশংসা করিলেন। পরে রাজা ও রাণীরা তাঁহার পায়ের ধূলা লইলেন।

ভীতর ভবন দীন্হ বরবাসু।
মনু জোগবত রহ নৃপরনিবাসু॥
পূজে গুরু পদ কমল বহোরী।
কীন্হ বিনয় উর প্রীতি ন থোরী॥

ভীতর ভবন—অন্তঃপুরে। মনু যোগবত—মন যোগাইতে॥ তাঁহাকে অন্তঃপুরের ভিতরে স্থান দিলেন, রাজা বরণীরা একসঙ্গে তাঁহার মন যোগাইতে লাগিলেন। আবার গুরুর পদকমল পূজা করিয়া অতিশয় আনন্দে বিনয় জানাইলেন।

বধূন্হ সমেত কুমার সব রানিন্হ সহিত মহীসু।
পুনি পুনি বন্দত গুরুচরন দেত অসীস মুনীসু॥

বধূদের সহিত কুমারেরা, রাণীদিগের সহিত রাজা, পুনঃ পুনঃ গুরুর চরণ বন্দনা করিলেন, গুরুও আশীর্বাদ দিলেন।

৩৮৭॥ বিনয় কীন্হ উর অতি অনুরাগে।
সুত সম্পদা রাখি নৃপ আগে॥
নেগ মাঁগি মুনিনায়ক লীন্হা।
আসিরবাদ বহুত বিধি দীন্হা॥

নৃপ তাঁহার নিকট পুত্র ও ধন-সম্পদ রাখিয়া অতিশয় ভক্তিতে বিনয় জানাইলেন। মুনি প্রাপ্তব্য দক্ষিণা চাহিয়া লইলেন ও নানা প্রকারে আশীর্বাদ দিলেন।

উর ধরি রামহিঁ সীয়সমেতা।
হরষি কীন্হ গুরু গবন নিকেতা॥

বিপ্রবধূ সব ভূপ বোলাঈ।
চৈল চারুভূষন পহিরাঈ॥

চৈল—বস্ত্র॥ সীতার সহিত রামকে ধ্যানে হৃদয়ে ধরিয়া আনন্দে গুরু ঘরে গেলেন। রাজা ব্রাহ্মণপত্নীদিগকে ডাকিয়া সুন্দর কাপড় ও অলঙ্কার পরাইলেন।

বহুরি বোলাই সুআসিনি লীন্হী।
রুচি বিচারি পহিরাবনি দীন্হী॥
নেগী নেগ জোগ সব লেহীঁ।
রুচি অনুরূপ ভূপমনি দেহীঁ॥

নেগী—যাহারা বিবাহাদিতে উপঢৌকন পায়, এমন চাকর-বাকর ও অধীন লোক। নেগজোগ—যে উপঢৌকন পাওয়া যায়॥ আবার সোহাগিনী স্ত্রীদিগকে (এয়ো) ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের ইচ্ছানুরূপ কাপড়-চোপড় দিলেন। নেগীরা নেগজোগ পাওনা পাইল, রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত দিলেন।

প্রিয় পাহুনে পূজ্য জে জানে।
ভূপতি ভলী ভাঁতি সনমানে॥
দেব দেখি রঘুবীর বিবাহু।
বরষি প্রসূন প্রসংসি উছাহু॥

পাহুন—নিমন্ত্রিত॥ প্রিয় অভ্যাগত ও পূজনীয়দিগকে রাজা ভালরকম সৎকার করিলেন। দেবতারা রামের বিবাহ দেখিয়া ফুলবৃষ্টি করিয়া উৎসবের প্রশংসা করিলেন।

চলে নিসান বজাই সুর নিজ নিজ পুর সুখ পাই।
কহত পরসপর রামজসু প্রেম ন হৃদয় সমাই॥

দেবতারা সুখী হইয়া, নাগরা বাজাইয়া পরস্পর রামচন্দ্রের যশের কথা বলিতে বলিতে নিজ নিজ স্থানে চলিলেন। তাঁহাদের মনে আর আনন্দ ধরিতেছিল না।

৩৮৮॥ **সব বিধি সবহি সমদি নরনাহু।**
রহা হৃদয় ভরি পূরি উছাহু॥
জহঁ রনিবাস তহাঁ পগু ধারে।
সহিত বধুটিন্হ কুঅঁর নিহারে॥

সকলকে সকলপ্রকার সম্মান দিয়া রাজা হৃদয়ানন্দে ভরিয়া রহিলেন। তার পর অন্তঃপুরে যাইয়া বধূদিগের সহিত কুমারদিগকে দেখিলেন।

লিয়ে গোদ করি মোদসমেতা।
কো কহি সকই ভয়উ সুখ জেতা॥
বধূ সপ্রেম গোদ বৈঠারী।
বার বার হিয় হরষি দুলারী॥

আনন্দে তাহাদিগকে কোলে লওয়ায়, তাঁহার যে সুখ হইল তাহা কে বর্ণিতে পারে? বধূকে স্নেহের সহিত কোলে বসাইয়া বার বার আনন্দিত মনে আদর করিলেন।

দেখি সমাজু মুদিত রনিবাসু।
সব কে উর আনন্দ কিয়ো বাসু॥
কহেউ ভূপ জিমি ভয়উ বিবাহু।
সুনি সুনি হরষু হোই সব কাহু॥

সমাজ দেখিয়া অন্তঃপুরবাসীদের এত আনন্দ হইল যে সকলের হৃদয়ে আনন্দ যেন বাসা বাঁধিল। যেমন করিয়া বিবাহ হইয়াছিল রাজা তাহার বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া শুনিয়া সকলের আনন্দ হইল।

জনকরাজগুন সীলু বড়াঈ।
প্রীতি রীতি সম্পদা সুহাঈ॥
বহুবিধি ভূপ ভাট জিমি বরনী।
রানী সব প্রমুদিত সুনি করনী॥

জনক রাজার গুণ, শীল ও মহত্ত্ব, প্রীতি-রীতি ও সুন্দর সম্পদের কথা রাজা দশরথ নানা রকমে ভাটের মত করিয়া বলিলেন, আর তাঁহার কার্যের কথা শুনিয়া রাণীরা বড় খুশী হইলেন।

সুতন্হ সমেত নহাই নৃপ বোলি বিপ্রগুরু জ্ঞাতি।
ভোজন কীন্হ অনেক বিধি ঘরী পঞ্চ গই রাতি॥

রাজা পুত্রদিগকে ডাকিয়া স্নান করিলেন, গুরু ও জ্ঞাতিদিগকে লইয়া অনেকপ্রকার ভোজন করিলেন। উহাতে পাঁচ ঘণ্টা রাত্রি কাটিয়া গেল।

৩৮৯॥ **মঙ্গলগান করহিঁ বর ভামিনি।**
ভই সুখমূল মনোহর জামিনি॥
অঁচই পান সব কাহু পায়ে।
স্রগ সুগন্ধ ভূষিত ছবি ছায়ে॥

সুন্দরী স্ত্রীরা মঙ্গল গান করিল। রাতটা সুখময় ও মনোহর হইয়া উঠিল। আঁচাইয়া সকলে পান পাইল। মাল্য ও সুগন্ধে ভূষিত হওয়ায় সকলকে কান্তিমান দেখাইতে লাগিল।

রামহিঁ দেখি রজায়সু পাঈ।
নিজ নিজ ভবন চলে সির নাঈ॥
প্রেম প্রমোদ বিনোদ বড়াঈ।
সময় সমাজ মনোহরতাঈ॥

তাহারা রামকে দেখিয়া ও রাজার আজ্ঞা পাইয়া প্রণাম করিয়া নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল। সেই সমাজের ভালবাসা, আমোদ-প্রমোদ, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের কথা।

কহিন সকহিঁ সত সারদ সেসূ।
বেদ বিরঞ্চি মহেস গনেসূ॥
সো মৈঁ কহউঁ কবন বিধি বরনী।
ভূমিনাগু সির ধরই কি ধরনী॥

বেদ, সরস্বতী ও শেষ নাগও বলিতে পারিবে না, ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও গণেশও বলিতে পারিবে না। সে কথা আমি

কি করিয়া বলিব ? কেঁচো কি পৃথিবীকে মাথায় করিয়া রাখিতে পারে ?

নৃপ সব ভাঁতি সবহি সনমানী।
কহি মৃদুবচন বোলাঈ রানী॥
বধূ লরিকিনী পরঘর আঈঁ।
রাখেহু নয়নপলক কী নাঈঁ॥

বধূ লরকনী—বধূ-কন্যারা, ছোট ছোট বউরা॥ রাজা সকলকে সকল প্রকারে সৎকার করিলেন ও মিষ্ট কথায় রাণীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—এই বউরা ছেলে মানুষ, পরের ঘরে আসিয়াছে। চোখের পাতা যেমন চোখকে রাখে ইহাদিগকে তেমনি করিয়া রাখিবে।

লরিকা শ্রমিত উনীদবস সয়ন করাবহু জাই।
অস কহি গে বিশ্রামগৃহ রামচরন চিতু লাই॥

উনীদবস—ঘুম পাওয়া। ছেলেরা পরিশ্রান্ত হইয়াছে, উহাদের ঘুমও পাইয়াছে। গিয়া শয়ন করাও। এই বলিয়া তিনি রামের চরণ হৃদয়ে লইয়া বিশ্রামগৃহে গেলেন।

৩৯০॥ ভূপবচন সুনি সহজ সুহায়ে।
জটিত কনকমনি পলঙ্গ ডসায়ে॥
সুভগ সুরভি পয় ফেনু সমানা।
কোমল কলিত সুপেতী নানা॥

রাজার স্বাভাবিক ও সুন্দর কথা শুনিয়া, সোণামণি-জড়িত পালঙ্ক বিছান হইল। সুন্দর সুরভী গাইয়ের দুধের ফেনার মত কোমল কাজ করা নানা তোষক বিছান হইল।

উপবরহন বর বরনি ন জাহীঁ।
স্রগ সুগন্ধ মনিমন্দির মাহীঁ॥
রতন দীপ সুঠি চারু চন্দোবা।
কহত ন বনই জান জেই জোবা॥

উপবরহন—তাকিয়া। সুঠি—সুন্দর। জোবা—দেখিয়াছে॥ তাকিয়া এমন সুন্দর যে বলা যায় না। সেই মণিময় ঘরে ফুলের মালার সুগন্ধ ছিল। সুন্দর রত্নপ্রদীপ, সুন্দর চাঁদোয়া, যাহা ছিল সকলের কথা বলিতে পারা যায় না। যে দেখিয়াছে সেই জানে।

সেজ রুচির রচি রাম উঠায়ে।
প্রেমসমেত পলঙ্গ পৌঢ়ায়ে॥
আজ্ঞা পুনি পুনি ভাইন্হ দীন্হী।
নিজ নিজ সেজ সয়ন তিন্হ কীন্হী॥

সেজ—সজ্জা। পৌঢ়ায়ে—শোয়াইলেন॥ সুন্দর শয্যা সাজাইয়া রামকে উঠাইলেন, প্রেমের সহিত পালঙ্কে শোয়াইলেন। রামচন্দ্র ভাইদিগকে পুনঃপুনঃ আজ্ঞা দিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ শয্যায় শুইলেন।

দেখি স্যাম মৃদু মঞ্জুল গাতা।
কহহিঁ সপ্রেম বচন সব মাতা॥
মারগ জাত ভয়াবন ভারী।
কেহী বিধি তাত তাড়িকা মারী॥

রামের মৃদু-সুন্দর শ্যাম গা দেখিয়া মায়েরা সপ্রেমে বলিতেছিলেন—হে তাত, পথে যাইতে যাইতে অতি ভয়ানক তারকাকে কেমন করিয়া মারিলে ?

ঘোর নিসাচর বিকট ভট সমর গনহিঁ নহিঁ কাহু।
মারে সহিত সহায় কিমি খল মারীচ সুবাহু॥

বিকট যোদ্ধা ঘোর রাক্ষস, যাহারা যুদ্ধে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, সেই দুষ্ট মারীচ ও সুবাহুকে দল সহিত কি করিয়া মারিলে ?

৩৯১॥ মুনি প্রসাদ বলি তাত তুম্হারী।
ঈস অনেক করবরে টারী॥
মখরখবারী করি দুহুঁ ভাঈ।
গুরুপ্রসাদ সব বিদ্যা পাঈ॥

বলি—বালাই লইয়া। করবরে—বিঘ্ন। টারে—ঠেলিয়াছেন, দূর করিয়াছেন॥ হে তাত, তোমার বালাই লই। মুনির প্রসাদে শিব তোমার অনেক বিঘ্ন দূর করিয়াছেন। তোমরা দুই ভাই যজ্ঞ রক্ষা করিয়া গুরুর প্রসাদে সকল বিদ্যা পাইয়াছ।

মুনি তিয় তরী লগত পগ ধূরী।
কীরতি রহী ভুবন ভরি পূরী॥
কমঠ পীঠি পবিকূট কঠোরা।
নৃপ সমাজ মহঁ সিবধনু তোরা॥

কমঠ—কচ্ছপ। পবি—বজ্র॥ তোমার পায়ের ধূলা লাগিতেই অহল্যা উদ্ধার পাইল, এই যশ জগতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিল। আর কচ্ছপের পিঠের অপেক্ষা ও বজ্র অপেক্ষা কঠোর শিবধনু রাজাদের মধ্যে ভাঙ্গিলে।

বিশ্ব বিজয় জসু জানকি পাঈ।
আয়ে ভবন ব্যাহি সব ভাঈ॥
সকল অমানুষ করম তুম্হারে।
কেবল কৌসিককৃপা সুধারে॥

উহাতে বিশ্ববিজয়ের সমান জানকীকে পাইলে। চারি ভাই বিবাহ করিয়া বাড়ী আসিলে। তোমার সকলই অমানুষিক কাজ, কেবল বিশ্বামিত্রের কৃপায় উদ্ধার হইয়াছে।

আজু সুফল জগ জনম হমারা।
দেখি তাত বিধুবদন তুম্হারা॥
জে দিন গয়ে তুম্হহিঁ বিনু দেখে।
তে বিরঞ্চি জনি পারহিঁ লেখে॥

হে প্রিয়, আজ তোমার চন্দ্রমুখ দেখিয়া জগতে আমাদের জন্ম সফল হইল। যে ক'টা দিন তোমাকে না দেখিয়া কাটিয়াছে, উহা যেন ব্রহ্মা আমাদের হিসাবে না লিখেন।

রাম প্রতোষী মাতু সব কহি বিনীত বর বৈন।
সুমিরি সম্ভু গুরু বিপ্র পদ কিয়ে নীঁদবস নৈন॥

প্রতোষী—পরিতোষ দিলেন, তুষ্ট করিলেন। বৈন—বাক্য। নৈন—নয়ন॥ রামচন্দ্র নম্রতার সহিত সুন্দর বাক্যে মাতাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন ও শম্ভু, গুরু ও ব্রাহ্মণের চরণ শরণ করিয়া চোখকে নিদ্রার বশীভূত করিলেন।

৩৯২॥ **নীঁদহু বদনু সোহ সুঠি লোনা।**
মনহুঁ সাঁঝ সরসীরুহ সোনা॥
ঘর ঘর করহিঁ জাগরন নারী।
দেহিঁ পরসপর মঙ্গল গারী॥

ঘুমেও রামের মুখ সুন্দর মনে হয়, যেন সন্ধ্যার পদ্মের মত। সেই রাতে স্ত্রীরা ঘরে ঘরে জাগিতেছিল ও পরস্পর আনন্দের গালি দিতেছিল।

পুরী বিরাজতি রাজতি রজনী।
রানী কহহিঁ বিলোকহু সজনী॥
সুন্দরি বধুন্হ সাসু লেই সোঈ।
ফনিকন্হ জনু সির মনি উর গোঈ॥

রাণী বলিলেন—হে সখী, দেখ, পুরী শোভিত হওয়ায় রাতও কেমন সুন্দর লাগিতেছে। শাশুড়ী বধূদিগকে লইয়া এমন করিয়া শুইলেন, যেন নাগিনী নিজের মাথার মণিকে বুকে লুকাইয়া রাখিল।

প্রাত পুনীতকাল প্রভু জাগে।
অরুনচূড় বর বোলন লাগে॥
বন্দি মাগধন্হ গুনগন গায়ে।
পুরজন দ্বার জোহারন আয়ে॥

অরুণচূড়—মোরগ। জোহারন—প্রণাম করা॥

পুণ্য প্রাতঃকালে প্রভু জাগিলেন। মোরগ ডাকিতে লাগিল। বন্দী ও মাগধগণ গুন গুন গান করিতে লাগিল। পুরের লোকেরা দ্বারে প্রণাম করিতে আসিল।

বন্দি বিপ্র সুর গুরু পিতু মাতা।
পাই অসীস মুদিত সব ভ্রাতা॥
জননিন্হ সাদর বদন নিহারে।
ভূপতিসঙ্গ দ্বার পগু ধারে॥

সকল ভাই ব্রাহ্মণ, দেবতা, গুরু ও পিতামাতাকে বন্দনা করিয়া আশীর্বাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মায়েরা সাদরে তাঁহাদের মুখ দেখিলেন। তাঁহারা রাজার সহিত রাজদ্বারে প্রবেশ করিলেন।

কীন্হ সৌচ সব সহজ সুচি সরিত পুনীত নহাই।
প্রাতক্রিয়া করি তাত পহিঁ আয়ে চারিউ ভাই॥

স্বভাবতঃই পবিত্র চার ভাই শৌচাদি করিয়া পবিত্র নদী সরযূতে স্নান করিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি করিয়া পিতার নিকট আসিলেন।

৩৯৩॥ **ভূপ বিলোকি লিয়ে উর লাঈ।**
বৈঠে হরষি রজায়সু পাঈ॥
দেখি রাম সব সভা জুড়ানী।
লোচন লাভ অবধি অনুমানী॥

রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া বুকে লইলেন। তাঁহারাও রাজার আজ্ঞা পাইয়া বসিলেন। রামকে দেখিয়া সমস্ত সভা জুড়াইল ও সভাসদেরা চক্ষু সার্থক মনে করিল।

পুনি বসিষ্ঠ মুনি কৌসিক আয়ে।
সুভগ আসনন্হি মুনি বৈঠায়ে॥
সুতন্হ সমেত পূজি পদ লাগে।
নিরখি রাম দোউ গুরু অনুরাগে॥

পুনরায় বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ আসিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে সুন্দর আসনে বসাইলেন ও পুত্রদিগের সহিত তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া প্রণাম করিলেন। দুই মুনিই রামকে দেখিয়া সুখী হইলেন।

কহহিঁ বসিষ্ঠ ধরম ইতিহাসা।
সুনহিঁ মহীপ সহিত রনিবাসা॥
মুনিমন অগম গাধি সুত করনী।
মুদিত বসিষ্ঠ বিপুলবিধি বরনী॥

বশিষ্ঠ ধর্ম ও ইতিহাসের কথা বলিলেন, রাজা স্ত্রীগণের সহিত শুনিলেন। মুনিরা মনেও ধারণা করিতে পারেন না, বিশ্বামিত্রের এমন সকল কাজের কথা বশিষ্ঠ বিপুলভাবে বর্ণনা করিলেন।

বোলে বামদেব সব সাঁচী।
কীরতি কলিত লোক তিহুঁ মাঁচী॥
সুনি আনন্দ ভয়উ সব কাহূ।
রাম লষন উর অধিক উছাহূ॥

বামদেব বলিলেন—এ সকলই সত্য। তাঁহার উজ্জ্বল কীর্তি ত তিন লোকেই ছাইয়া রহিয়াছে। শুনিয়া সকলেরই আনন্দ হইল। রাম ও লক্ষ্মণের হৃদয়ই অধিক প্রসন্ন হইল।

মঙ্গল মোদ উছাহ নিত জাহিঁ দিবস এহি ভাঁতি।
উমগী অবধ অনন্দ ভরি অধিক অধিক অধিকাতি॥

এইভাবে আনন্দে মঙ্গলে উৎসাহে দিন যায়। অযোধ্যা বেশী বেশী আরো বেশী আনন্দে উথলিয়া পড়িল।

৩৯৪॥ **সুদিন সোধি কলকঙ্কন ছোরে।**
মঙ্গল মোদ বিনোদ ন থোরে॥
নিত নব সুখ সুর দেখি সিহাহীঁ।
অবধ জনম জাচহিঁ বিধি পাহীঁ॥

ভাল দিন দেখিয়া বরেরা হাতের কঙ্কণ খুলিয়া ফেলিলেন। সে উৎসবের আমোদ কম হইল না। প্রতিদিন নূতন সুখ দেখিয়া দেবতাদের লোভ হইত, তাঁহারা বিধাতার নিকট অযোধ্যায় জন্ম চাহিতেন।

বিশ্বামিত্র চলন নিত চহহীঁ।
রাম সনেহ বিনয় বস রহহীঁ॥
দিন দিন সয়গুন ভূপতিভাউ।
দেখি সরাহ মহামুনি রাউ॥

ভাউ—ভাব, ভালবাসা, ভক্তি॥ বিশ্বামিত্র প্রতিদিনই চলিয়া যাইতে চাহেন, কিন্তু রামের ভক্তিপূর্ণ অনুরোধে থাকিয়া যান। রাজার ভক্তি দিন দিন শতগুণ বাড়িতেছে দেখিয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহার প্রশংসা করিলেন।

মাঁগত বিদা রাউ অনুরাগে।
সুতন্হ সমেত ঠাঢ় ভয়ে আগে॥
নাথ সকল সম্পদা তুম্হারী।
মৈঁ সেবক সমেত সুত নারী॥

বিদায় চাহিতেই রাজা ভক্তির সহিত ছেলেদিগকে লইয়া সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন—হে নাথ, এ সমস্ত সম্পদ তোমারই, আমি স্ত্রী পুত্রের সহিত তোমারই সেবক।

করবি সদা লরিকন্হ পর ছোহূ।
দরসন দেত রহব মুনি মোহূ॥
অস কহি রাউ সহিত সুত রানী।
পরেউ চরন মুখ আব ন বানী॥

হে মুনিবর, ছেলেদের উপর সর্বদা স্নেহ রাখিবেন। আমাকেও দেখা দিতে থাকিবেন। এই কথা বলিয়া স্ত্রী ও পুত্র সহিত রাজা গিয়া পায়ে পড়িলেন, তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

দীন্হি অসীস বিপ্র বহু ভাঁতী।
চলে ন প্রীতি রীতি কহি জাতী॥
রাম সপ্রেম সঙ্গ সব ভাঈ।
আয়সু পাই ফিরে পহুঁচাঈ॥

ব্রাহ্মণেরা নানা প্রকারে আশীর্বাদ করিলেন। সেই সময়ে যেরূপ আনন্দ হইল তাহা বলা যায় না। আজ্ঞা পাইয়া ভাইদিগকে সঙ্গে লইয়া রাম প্রেমের সহিত ফিরিলেন।

রামরূপ ভূপতিভগতি ব্যাহ উছাহ অনন্দ।
জাত সরাহত মনহিঁ মন মুদিত গাধি কুল চন্দ॥

গাধিকুলচন্দ্র বিশ্বামিত্র রামের রূপ ও রাজার ভক্তির এবং রামের বিবাহের আনন্দ-উৎসবের মনে মনে প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দিত মনে চলিলেন।

৩১৫॥ বামদেব রঘু কুল গুরু জ্ঞানী।
বহুরি গাধিসুত কথা বখানী॥
সুনিমুনি সুজস মনহিঁ মন রাউ।
বরনত আপন পুন্যপ্রভাউ॥

বামদেব ও জ্ঞানী বশিষ্ঠ পুনরায় বিশ্বামিত্রের কথা বলিলেন। তাঁহার সুযশের কথা শুনিয়া রাজা নিজের পুণ্যের প্রভাবের কথা বলিলেন।

বহুরে লোগ রজায়সু ভয়উ।
সুতন্হ সমেত নৃপতি গৃহ গয়উ॥
জহঁ তহঁ রামব্যাহু সবু গাবা।
সুজস পুনীত লোক তিহুঁ ছাবা॥

পরে আজ্ঞা পাইয়া লোক ফিরিল, পুত্রদের সহিত রাজাও ঘরে আসিলেন। যেখানে সেখানে রামের বিবাহের পুণ্য যশোগাথা গান হইতে লাগিল। পবিত্র সুযশ তিন লোকে ছাইয়া গেল।

আয়ে ব্যাহি রাম ঘর জব তেঁ।
বসে অনন্দ অবধ সব তব তেঁ॥
প্রভু বিবাহ জস ভয়উ উছাহু।
সকহিঁ ন বরনি গিরা অহিনাহু॥

গিরা—সরস্বতী। অহিনাহু—অহিনাথ, শেষ নাগ॥ যখন রাম বিবাহ করিয়া ঘরে আসিলেন, তখন হইতে আনন্দ অযোধ্যায় বাস করিতে লাগিল। রামের বিবাহে যে প্রকার আনন্দ হইয়াছিল, সে কথা সরস্বতী ও শেষ নাগও বর্ণনা করিতে পারেন না।

কবি কুল জীবন পাবন জানী।
রাম সীয় জস মঙ্গলখানী॥
তেহি তেঁ মৈঁ কছু কহা বখানী।
করন পুনীত হেতু নিজ বানী॥

রামসীতার যশঃকথা মঙ্গলদায়ক ও উদ্ধারকারী এবং কবিকুলের জীবন পবিত্র করে, ইহা জানিয়া আমি নিজের বাণীকে পবিত্র করার জন্য কিছু বর্ণনা করিলাম।

ছন্দ—

নিজ গিরা পাবনি করন কারন রামজস তুলসী কহ্যো।
রঘুবীর চরিত অপার বারিধি পার করি কৌনে লহ্যো॥
উপবীত ব্যাহ উছাহ মঙ্গল সুনি জে সাদর গাবহীঁ।
বৈদেহি রাম প্রসাদ তেঁ জন সর্বদা সুখ পাবহীঁ।

নিজের বাণী পবিত্র করার জন্য তুলসী রামযশ কহিতেছে। রঘুবীরের চরিতরূপ অপার সাগরকে বর্ণনা করিয়া পার হইতে পারে? যে ব্যক্তি উপবীত ও বিবাহের মঙ্গল উৎসব শোনে ও সাদরে গান করে, সীতা ও রামের কৃপায় সর্বদা সুখ পায়।

সোঃ—
সিয় রঘুবীর বিবাহ জেসপ্রেম গাবহিঁ সুনহিঁ।
তিন কহঁ সদা উছাহ মঙ্গলায়তন রামজস॥

যে সীতা রামের বিবাহ ভক্তির সহিত গাহিবে ও শুনিবে, তাহার সর্বদাই আনন্দ থাকিবে। রামের যশ মঙ্গলের ধাম।

ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে বিমল-
বিজ্ঞানবৈরাগ্যসন্তোষসম্পাদনো নাম তুলসীকৃত-
বালকাণ্ডঃ প্রথমঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ।

শুভং ভবতু
ইতি বালকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ

রামচরিতমানস

অযোধ্যাকাণ্ড

বামাঙ্কে চ বিভাতি ভূধরসুতা দেবাপগা মস্তকে
ভালে বালবিধুর্গলে চ গরলং যস্যোরসি ব্যালরাট্।
সোঽয়ং ভূতিবিভূষণঃ সুরবরঃ সর্বাধিপঃ সর্বদা
শর্বঃসর্বগতঃ শিবঃ শশিনিভঃ শ্রীশঙ্করঃ পাতু মাম্॥

যাঁহার বাম কোলে পার্বতী শোভা পান, যাঁহার মস্তকে গঙ্গা, যাঁহার কপালে বালচন্দ্র, গলায় যাঁহার বিষ, যাঁহার বুকে সাপের যজ্ঞোপবীত, যিনি সকলেরই অধিপতি, যিনি সর্বকালে আছেন, যিনি সকলের ঈশ্বর, যিনি সর্বব্যাপ্ত, মঙ্গলস্বরূপ, চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, সেই বিভূতি-ভূষণ দেবতাশ্রেষ্ঠ শ্রীশঙ্কর আমাকে রক্ষা করুন।

প্রসন্নতাং যা ন গতাভিষেকতস্তথা ন মম্লৌ
বনবাসদুঃখতঃ।
মুখাম্বুজশ্রী রঘুনন্দনস্য মে সদাঽস্তু সা
মঞ্জুল-মঙ্গলপ্রদা॥

যিনি রাজ্যাভিষেকেও প্রসন্ন হন নাই, বনবাসদুঃখে যিনি মলিন হন নাই, সেই শ্রীরঘুনন্দনের মুখপদ্মের শোভা আমাকে সর্বদা শ্রেষ্ঠ কল্যাণ দান করুক।

নীলাম্বুজশ্যামলকোমলাঙ্গং সীতাসমারোপিত-
বামভাগম্।
পাণৌ মহাসায়কচারুচাপং নমামি রামং
রঘুবংশনাথম্॥

যাঁহার শরীর নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামল ও কোমল, যাঁহার বাম-ভাগে সীতা শোভা পান, যাঁহার হাতে মহাবাণ ও সুন্দর ধনুক রহিয়াছে, সেই রঘুবংশনাথ রামকে প্রণাম করি।

শ্রীগুরু চরন সরোজ রজ নিজ মনু মুকুরু সুধারি।
বরনউঁ রঘুবর বিমল জসু জো দায়কু ফল চারি॥

শ্রীগুরুর চরণপদ্মের ধূলায় নিজের মনরূপ আরসী সাফ্ করিয়া রঘুবরের বিমল যশ বর্ণনা করিব। উহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চারি ফল পাওয়া যায়।

১। **জব তেঁ রাম ব্যাহি ঘর আয়ে।**
নিত নবমঙ্গল মোদ বধায়ে॥
ভুবন চারি দস ভূধর ভারী।
সুকৃত মেঘ বরষহিঁ সুখবারী॥

যখন রামচন্দ্র বিবাহ করিয়া ঘরে আসিলেন, তখন হইতে নিত্য নূতন মঙ্গল-উৎসব হইতে লাগিল। চৌদ্দ-ভুবন যেন বড় পর্বত, আর পুণ্য যেন তাহাতে মেঘ, উহা হইতে সুখরূপ জল বর্ষিতে লাগিল। (চতুর্দশ ভুবন পুণ্যে ভরিয়া গেল ও সকলের সুখ হইতে লাগিল।)

রিধিসিধি সম্পতি নদী সুহাঈ।
উমগি অবধ অম্বুধি কহুঁ আঈ॥
মনিগন পুর নর নারি সুজাতী।
সুচি অমোল সুন্দর সব ভাঁতী॥

ঋদ্ধি সিদ্ধি যেন সম্পদের সুন্দর নদী। উহারা উপচাইয়া পড়িয়া অযোধ্যারূপ সমুদ্রে আসিয়া পড়িল। সেই সমুদ্ররূপ নগরের মণি হইতেছে সুচরিত্র, পবিত্র, অমূল্য ও সকল প্রকারে সুন্দর নর-নারী।

কহি ন জাই কছু নগরবিভূতী।
জনু এতনিঅ বিরঞ্চি করতুতী॥
সববিধি সব পুরলোগ সুখারী।
রামচন্দ মুখ চন্দু নিহারী॥

নগরের সৌন্দর্যের কথা বলা যায় না, ব্রহ্মা যেন ঐখানেই তাঁহার কীর্তির সীমা দেখাইয়াছেন। নগরের সমস্ত লোক রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দেখিয়া সকল প্রকারেই সুখে ছিল।

মুদিত মাতু সব সখী সহেলী।
ফলিত বিলোকি মনোরথ বেলী॥
রাম রূপ গুন সীলু সুভাউ।
প্রমুদিত হোহিঁ দেখি সুনি রাউ॥

মাতা ও সকল সখী তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। রাজা রামের রূপ, গুণ, শীল ও স্বভাব দেখিয়া শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

সব কে উর অভিলাষু অস কহহিঁ মনাই মহেসু।
আপু অছত জুবরাজ পদ রামহিঁ দেউ নরেসু॥

মহাদেবকে মানত করিয়া সকলেই হৃদয়ের এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল যে, রাজা নিজে বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই যেন রামকে যুবরাজপদ দেন।

৩। এক সময় সব সহিত সমাজা।
রাজসভা রঘুরাজু বিরাজা॥
সকল সুকৃত মুরতি নরনাহু।
রামসুজসু সুনি অতিহি উছাহু॥

এক সময় রাজা দশরথ সকল সমাজ সহিত রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। সকল পুণ্যের মূর্তিস্বরূপ রাজা দশরথ রামের সুযশের কথা শুনিয়া অতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

নৃপ সব রহহিঁ কৃপা অভিলাষে।
লোকপ করহিঁ প্রীতি রুখ রাখে॥
ত্রিভুবন তীনি কাল জগ মাহীঁ।
ভূরি ভাগ দসরথসম নাহীঁ॥

লোকপ—ইন্দ্র। রুখ—ইচ্ছা। রাখে—রাখেন। সকল রাজাই দশরথের কৃপা পাওয়ার ইচ্ছা করিতেন। এমন কি ইন্দ্রাদি লোকপালেরাও প্রীতির সহিত তাঁহার মনের ইচ্ছা পালন করিতেন। তিন লোকে তিন কালে দশরথের মত মহাভাগ্যবান কেহ ছিলেন না।

মঙ্গলমূল রামুসুত জাসু।
জো কছু কহিয় থোর সবু তাসু॥
রায় সুভায় মুকুরু কর লীন্হা।
বদনু বিলোকি মুকুট সম কীন্হা॥

মঙ্গলের মূল রাম যাঁহার পুত্র, তাঁহার সম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক না কেন, সে সমস্তই অল্প। রাজা অভ্যাসবশতঃ আরসী হাতে লইয়া মুখ দেখিয়া মুকুট ঠিক করিয়া বসাইলেন।

শ্রবন সমীপ ভয়ে সিতকেসা।
মনহুঁ জরঠপনু অস উপদেসা॥
নৃপ জুবরাজু রাম কহুঁ দেহু।
জীবন জনম লাহু কিন লেহু॥

দেখিলেন, তাঁহার কানের কাছে চুল সাদা হইয়াছে। তাঁহার মনে হইল তাঁহার শেষ বয়স উপস্থিত হইয়া এই উপদেশ দিতেছে, "হে রাজা, রামকে যৌবরাজ্য দিয়া জীবন ও জন্ম সফল করিয়া লও না কেন?"

যহ বিচারু উর আনি নৃপ সুদিনু সুঅবসরু পাই।
প্রেম পুলকি তন মুদিত মন গুরুহি সুনায়েউ জাই॥

এইমত ভাবিয়া রাজা সুদিন দেখিয়া উপযুক্ত সময়ে প্রেমপুলকিত শরীরে অতি আনন্দিত মনে গুরুকে গিয়া শুনাইলেন—

৪॥ কহই ভুআলু সুনিয় মুনিনায়ক।
ভয়ে রামু সব বিধি সব লায়ক॥
সেবক সচিব সকল পুরবাসী।
জে হমরে অরি মিত্র উদাসী॥

হে মুনিবর, রাম সকল প্রকারে সকল বিষয়েই যোগ্য হইয়াছে। সেবক, মন্ত্রী, নগরের সকল লোক যাহারা আমাদের শত্রু অথবা মিত্র বা যাহারা আমাদের প্রতি উদাসীন।

সবহিঁ রামু প্রিয় জেহি বিধি মোহী।
প্রভু অসীস জনু তনু ধরি সোহী॥
বিপ্র সহিত পরিবার গোসাঈঁ।
করহিঁ ছোহু সব রউরহিঁ নাঈঁ॥

সোহী—শোভা পাইতেছে। ছোহ—স্নেহ। রউরহিঁ—আপনারই। নাঈঁ—মত। তাহাদের সকলের নিকট রামচন্দ্র আমার কাছে যেমন প্রিয় তেমনি প্রিয়। প্রভুর আশীর্বাদ যেন সশরীরে শোভা পাইতেছে। হে প্রভু, সপরিবার ব্রাহ্মণেরা আপনার মতই তাহার প্রতি স্নেহ করেন।

জে গুরু চরন রেনু সির ধরহীঁ।
তে জনু সকল বিভব বস করহী॥
মোহি সম যহু অনুভয়উ ন দুজে।
সবু পায়উঁ রজ পাবনি পূজে॥

যে ব্যক্তি গুরুর চরণধূলা মাথায় লয়, সে যেন সকল সম্পদ বশে আনে। এই অনুভব আমার মত আর কেহ পায় নাই। আমি এ সকলই প্রভুর পবিত্র পদ-ধূলি পূজা করিয়া পাইয়াছি।

অব অভিলাষু একু মন মোরে।
পুজিহি নাথ অনুগ্রহ তোরে॥
মুনি প্রসন্ন লখি সহজ সনেহু।
কহেউ নরেস রজায়সু দেহু॥

পুজিহি—(পূরিহি) পূর্ণ হউক। রজায়সু—আজ্ঞা॥ এখন আমার মনে একটা ইচ্ছা আছে, আপনার অনুগ্রহ হইলে তাহা পূর্ণ হয়। সহজ ভক্তি দেখিয়া মুনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—হে রাজা, আজ্ঞা করুন।

রাজন রাউর নামু জসু সব অভিমতদাতার।
ফল অনুগামী মহিপমনি মন অভিলাষু তুম্হার॥

হে রাজন্, আপনার নাম ও যশ সকল মনোরথই দেওয়ায়। হে রাজশ্রেষ্ঠ, আপনার মনের ইচ্ছার পিছনে ফল চলিয়া বেড়ায়। (আপনার ইচ্ছামাত্রই ফল লাভ হয়।)

৫॥ সব বিধি গুরুপ্রসন্ন জিয় জানী।
বোলেউ রাউ রহসি মৃদুবানী॥
নাথ রামু করিয়হি জুবরাজু।
কহিয় কৃপা করি করিয় সমাজু॥

সকল রকমে গুরু প্রসন্ন আছেন বুঝিয়া রাজা আনন্দময় কোমল বাক্যে বলিলেন—হে নাথ, রামকে যুবরাজ করুন, আর অনুগ্রহ করিয়া সমাজ ডাকিবার অনুমতি দিন।

মোহি অছত যহু হোই উছাহু।
লহহিঁ লোগ সব লোচন লাহু॥
প্রভুপ্রসাদ সিব সবই নিবাহীঁ।
যহ লালসা এক মন মাহীঁ॥

আমি বাঁচিয়া থাকিতেই এই উৎসব হউক, সকলে চক্ষু সার্থক করুক। আপনার অনুগ্রহে মহেশ্বর সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করিয়াছেন। এখন এই এক ইচ্ছা মনে রহিয়াছে।

পুনি ন সোচু তনু রহউ কি জাউ।
জেহি ন হোই পাছে পছিতাউ॥
সুনি মুনি দসরথ বচন সুহায়ে।
মঙ্গল মোদ মূল মন ভায়ে॥

সোচ—শোক। মনভায়ে—মনে ভাল লাগিল॥ তার পর শরীর থাকুক কি যাউক, কোন দুঃখ নাই। দশরথের সুন্দর, মঙ্গল ও আনন্দদায়ক কথা শুনিয়া মুনির ভাল লাগিল।

সুনু নৃপ জাসু বিমুখ পছিতাহীঁ।
জাসু ভজনু বিনু জরনি ন জাহীঁ॥
ভয়উ তুম্হার তনয় সোই স্বামী।
রামু পুনীত প্রেম অনুগামী॥

হে রাজন্, শোন। যিনি বিমুখ হইলে লোকের অনুতাপ হয়, ভজন না করিলে বুকের জ্বলনি যায় না, সেই প্রভুই আপনার পবিত্র প্রেমের বশীভূত হইয়া আপনার পুত্র হইয়াছেন।

বেগি বিলম্বু ন করিয় নৃপ সাজিয় সবুই সমাজু।
সুদিন সুমঙ্গলু তবহিঁ জব রামু হোহিঁ জুবরাজু॥

হে রাজা, শীঘ্র সকল সমাজ প্রস্তুত করিয়া ফেলুন, বিলম্ব করিবেন না। যে সময় রাম যুবরাজ হইবেন সেই দিনই সুদিন, সেই সময়ই সুমঙ্গল সময়।

৬॥ মুদিত মহীপতি মন্দির আয়ে।
সেবক সচিব সুমন্ত্র বোলায়ে॥
কহি জয় জীব সীস তিন্হ নায়ে।
ভূপ সুমঙ্গল বচন সুনায়ে॥

আনন্দিত হইয়া রাজা ঘরে ফিরিলেন ও সেবক মন্ত্রী সুমন্ত্রকে ডাকাইলেন। তিনি আসিয়া "জয় জীব" বলিয়া প্রণাম করিলেন। রাজা তাঁহাকে মঙ্গলময় সংবাদ দিলেন।

প্রমুদিত মোহি কহেউ গুরু আজু।
রামহিঁ রায় দেহু জুবরাজু॥
জৌ পাঁচহি মত লাগই নীকা।
করহু হরষি হিয় রামহিঁ টীকা॥

পাঁচহি—পঞ্চের, পাঁচজনের। নীকা—ভাল। টীকা—অভিষেক॥ আজ গুরু খুসী হইয়াই আমাকে বলিয়াছেন যে, রামকে যুবরাজ কর। যদি পঞ্চায়েতের নিকট এই মত ভাল বোধ হয়, তবে আনন্দে রামকে রাজতিলক দাও।

মন্ত্রী মুদিত সুনত প্রিয়বানী।
অভিমত বিরব পরেউ জনু পানী॥
বিনতী সচিব করহিঁ কর জোরী।
জিয়হু জগতপতি বরিস করোরী॥

বিরব—চারা গাছ॥ মন্ত্রী এই মধুর কথা শুনিয়া খুসী হইলেন। তাঁহার মনোবাঞ্ছারূপ চারা গাছে যেন জল পড়িল। তিনি হাতজোড় করিয়া বিনয় করিয়া বলিলেন—হে জগৎপতি, আপনি কোটি বৎসর বাঁচিয়া থাকুন।

জগমঙ্গল ভল কাজু বিচারা।
বেগিয় নাথ ন লাইয় বারা॥
নৃপহিঁ মোদু সুনি সচিব সুভাখা।
বঢ়ত বৌড় জনু লহী সুসাখা॥

বৌড়—গাছ, লতা। সুশাখা—বড় ডাল॥ হে নাথ, আপনার এইরূপ স্থির করা ভালই হইয়াছে॥ উহাতে জগতের মঙ্গল হইবে। আপনি বিলম্ব করিবেন না, তাড়াতাড়ি করুন। মন্ত্রীর এই ভাল কথা শুনিয়া রাজা খুসী হইলেন। তাঁহার ইচ্ছারূপ গাছে যেন সুন্দর ডাল দেখা দিল।

কহেউ ভূপ মুনিরাজ কর জোই জোই আয়সু হোই।
রাম রাজ অভিষেক হিত বেগি করহু সোই সোই॥

রাজা বলিলেন—মুনি বশিষ্ঠ রামের রাজ্যাভিষেকের জন্য যে যে আজ্ঞা দেন সেই সেই কাজ শীঘ্র কর।

৭॥ হরষি মুনীস কহেউ মৃদুবানী।
আনহু সকল সুতীরথ পানী॥
ঔষধ মূল ফূল ফল পানা।
কহে নাম গনি মঙ্গল নানা॥

সুতীরথ পানী—তীর্থজল। পানা—পাতা॥ মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ খুসী হইয়া মিষ্ট কথায় বলিলেন—সকল তীর্থের জল আন, আর নাম গুনিয়া গুনিয়া ওষধি, মূল, ফুল, ফল পাতা ইত্যাদি নানা মাঙ্গলিক দ্রব্যের কথা বলিলেন।

চামর চরম বসন বহু ভাঁতী।
রোম পাট পট অগনিত জাতী॥
মনিগন মঙ্গল বস্তু অনেকা।
জো জগ জোগু ভূপঅভিষেকা॥

রাজার অভিষেকে যে সকল জিনিষ লাগে, যথা—চামর, হরিণের চামড়া, নানাপ্রকারের অসংখ্য পশমী ও রেশমি বস্ত্র, অনেক প্রকারের মণি ও মঙ্গল দ্রব্য, সব আন।

বেদবিহিত কহি সকল বিধানা।
কহেউ রচহু পুর বিবিধ বিতানা॥
সফল রসাল পুঁগফল কেরা।
রোপহু বীথিন্হ পুর চহুঁ ফেরা॥

মুনি বেদের সকল বিধির কথা বলিলেন, নগরে নানা প্রকার মণ্ডপ সম্বন্ধেও বলিলেন। বলিলেন—সহরের গলিতে গলিতে চারিদিকে ফলন্ত আম, সুপারী ও কলার গাছ লাগাইয়া দাও।

রচহু মঞ্জু মনি চৌকই চারূ।
কহহু বনাবন বেগি বজারূ॥
পূজহু গনপতি গুরু কুলদেবা।
সব বিধি করহু ভূমি সুর সেবা॥

সুন্দর মণিময় আলিপনা রচনা কর, তাড়াতাড়ি বাজার সাজাইয়া ফেলিতে বল। গনেশ, গুরু ও কুলদেবের পূজা কর, আর সকল প্রকারে ব্রাহ্মণদের সেবা কর।

ধ্বজ পতাক তোরন কলস সজহু তুরগ রথ নাগ।
সির ধরি মুনিবর বচন সবু নিজ নিজ কাজহিঁ লাগ॥

ধ্বজা, পতাকা, তোরণ, কলস, ঘোড়া, রথ ও হাতী সকল সাজাও। মুনি বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া সকলে নিজ নিজ কাজে লাগিয়া গেল।

৮॥ জো মুনীস জেহি আয়সু দীন্হা।
সো তেহি কাজু প্রথম জনু কীন্হা॥
বিপ্র সাধু সুর পূজত রাজা।
করত রামহিত মঙ্গলকাজা॥

মুনি বশিষ্ঠ যাহাকে যে আদেশ দিলেন, সে সেই কাজ এত শীঘ্র করিল যে মনে হইল, যেন পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছিল। রাজা, ব্রাহ্মণ, সাধু ও দেবতাদিগকে পূজা করিতে লাগিলেন ও রামের মঙ্গলের জন্য শুভকর্ম করিতে লাগিলেন।

সুনত রামঅভিষেক সুহাবা।
বাজ গহাগহ অবধ বধাবা॥
রামসীয় তন সগুন জনায়ে।
ফরকহিঁ মঙ্গল অঙ্গ সুহায়ে॥

রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিতেই অযোধ্যায় খুব উৎসবের বাজনা বাজিতে লাগিল। রামসীতার দেহে শুভ চিহ্ন হইল, মঙ্গলসূচক অঙ্গ নাচিতে লাগিল।

পুলকি সপ্রেম পরসপর কহহীঁ।
ভরত আগমনু সূচক অহহীঁ॥
ভয়ে বহুত দিন অতি অবসেরী।
সগুন প্রতীতি ভেঁট প্রিয় কেরী॥

রাম সীতা পুলকিত হইয়া একে অপরকে বলিতেছিলেন—এই শুভচিহ্নে ভরত আসিবে বুঝা যাইতেছে। অনেক দিন হইয়া গেল বলিয়া বড় চিন্তা হইতেছিল। শুভচিহ্নে বিশ্বাস হইতেছে যে, প্রিয়ের সহিত মিলন হইবে।

ভরতসরিস প্রিয় কো জগ মাহীঁ।
ইহই সগুনফলু দূসর নাহীঁ॥
রামহিঁ বন্ধুসোচু দিন রাতী।
অণ্ডন্হি কমঠ হৃদয় জেহি ভাঁতী॥

ভরতের মত জগতে আর কে প্রিয় আছে? সেই জন্য শুভচিহ্নের ফল ভরত আসা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। কচ্ছপের যেমন ডিমের জন্য চিন্তা থাকে রামের হৃদয়ে ভরতের জন্য সেইপ্রকার চিন্তা ছিল।

এহি অবসর মঙ্গলু পরম সুনি রহসেউ রনিবাসু।
সোভত লখি বিধু বঢ়ত জনু বারিধি বীচিবিলাসু॥

সেই সময় পরমমঙ্গলময় রামের অভিষেক-সংবাদ শুনিয়া

অন্তঃপুর আনন্দিত হইয়া উঠিল, যেমন পূর্ণ চন্দ্রকে দেখিয়া সমুদ্রের ঢেউ আনন্দে বাড়িয়া থাকে ঠিক তেমনি।

৯॥ প্রথম জাই জিন্হ বচন সুনায়ে।
ভূষন বসন ভূরি তিন্হ পায়ে॥
প্রেম পুলকি তন মন অনুরাগীँ।
মঙ্গলকলস সজন সব লাগীँ॥

যে প্রথমে এই সংবাদ শুনাইল, সে বসন ভূষণ অনেক পাইল। সকলের শরীর স্নেহে পুলকিত হইল, মনে অনুরাগ উপস্থিত হইল, সকলে মঙ্গলসাজে সাজিতে লাগিল।

চৌকই চারু সুমিত্রা পুরী।
মনিময় বিবিধ ভাঁতি অতি রূরী॥
আনন্দ মগন রামমহতারী।
দিয়ে দান বহু বিপ্র হঁকারী॥

সুমিত্রা আলপনা দিয়া সুন্দর ক্রিয়াস্থলী প্রস্তুত করিলেন। নানারূপ মণি দিয়া তাহা সুন্দর করিয়া সাজান হইল। রামের মাতা আনন্দমগ্ন হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ ডাকিয়া দান দিলেন।

পূজী গ্রামদেবি সুর নাগা।
কহেউ বহোরি দেন বলিভাগা॥
জেহি বিধি হোই রাম কল্যানূ।
দেহু দয়া করি সে বরদানূ॥
গাবহিঁ মঙ্গল কোকিলবয়নী।
বিধুবদনী মৃগ সাবক নয়নী॥

আবার গ্রাম্য দেবতা, সুর ও নাগ পূজা করিয়া বলির ভাগ দিতে বলিলেন। প্রার্থনা করিলেন, যাহাতে রামের কল্যাণ হয় পূজিতেরা যেন সেই বর দেন। কোকিলকণ্ঠী চন্দ্রমুখী হরিণ-নয়নী নারীসকল মঙ্গলগান গাহিতে লাগিল।

রাম রাজ অভিষেকু সুনি হিয় হরষে নরনারি।
লগে সুমঙ্গল সজন সব বিধি অনুকূল বিচারি॥

সমস্ত স্ত্রীপুরুষ রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া সুখী হইল ও বিধাতা সন্তুষ্ট আছেন জানিয়া সুন্দর মঙ্গলদ্রব্য সাজাইতে লাগিল।

১০॥ তব নরনাহ বসিষ্ঠ বোলায়ে।
রাম ধাম সিখ দেন পঠায়ে॥
গুরুআগমনু সুনত রঘুনাথা।
দ্বার আই পদ নায়েউ মাথা॥

রাজা তখন বশিষ্ঠকে ডাকিলেন ও রামের নিকট গিয়া উপদেশ দেওয়ার জন্য তাঁহাকে রামের গৃহে পাঠাইলেন। গুরু আসিয়াছেন শুনিয়া রামচন্দ্র দরজায় আসিয়া প্রণাম করিলেন।

সাদর অরঘ দেই ঘর আনে।
সোরহ ভাঁতি পূজি সনমানে॥
গহে চরন সিয়সহিত বহোরী।
বোলে রামু কমল কর জোরী॥

তাঁহাকে আদরের সহিত অর্ঘ্য দিয়া ঘরে আনিলেন ও ষোড়শ উপচারে পূজা করিয়া তাঁহার সম্মান করিলেন। পরে সীতার সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রাম নিজের পদ্মহাত জোড় করিয়া বলিলেন—

সেবকসদন স্বামিআগমনূ।
মঙ্গলমূল অমঙ্গলদমনূ॥
তদপি উচিত জন বোলি সপ্রীতী।
পঠইয় কাজ নাথ অসি নীতী॥

সেবকের ঘরে প্রভুর আসা মঙ্গলের হেতু হয়, উহাতে অমঙ্গল দূর হয়। তথাপি কাজের রীতি হইতেছে অনুগ্রহ করিয়া কাহাকেও দিয়া ডাকিয়া পাঠান।

প্রভুতা তজি প্রভু কীন্হ সনেহু।
ভয়উ পুনীত আজু যহ গেহু॥
আয়সু হোই সো করউঁ গোসাঈঁ।
সেবকু লহই স্বামিসেবকাঈ॥

প্রভু, আপনি প্রভুতা ছাড়িয়া স্নেহ করিলেন। আমার গৃহ আজ পবিত্র হইল। আপনার যাহা আজ্ঞা হয় করিব। আমি সেবক, স্বামীর সেবা যেন করিতে পারি।

সুনি সনেহসানে বচন মুনি রঘুবরহি প্রসংস।
রাম কস ন তুম্হ কহহু অস হংস বংস অবতংস॥

ভক্তি-পূর্ণ এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ রামকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—তুমি সূর্যবংশের ভূষণ। তুমি আর এমন না বলিবে কেন?

১১॥ বরনি রাম গুন সীল সুভাউ।
বোলে প্রেম পুলকি মুনিরাউ॥
ভূপ সজেউ অভিষেকসমাজূ।
চাহত দেন তুম্হহিঁ যুবরাজূ॥

রামের গুণ, শীল ও স্বভাব বর্ণনা করিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া বশিষ্ঠ বলিলেন—রাজা অভিষেকের সমাজ সাজাইতেছেন, তোমাকে যৌবরাজ্য দিতে চাহেন।

রাম করহু সব সংজম আজূ।
জৌঁ বিধি কুসল নিবাহই কাজূ॥
গুরু সিখ দেই রায় পহিঁ গয়উ।
রাম হৃদয় অস বিসময় ভয়উ॥

রাম, যাহাতে কাজ সুসম্পন্ন হয় সেজন্য আজ সকল সংযম পালন কর। গুরু এই উপদেশ দিয়া রাজার নিকট গেলেন। রামের নিকট ইহা আশ্চর্য বোধ হইল যে,

জনমে এক সঙ্গ সব ভাঈ।
ভোজন সয়ন কেলি লরিকাঈ॥
করনবেধ উপবীত বিয়াহা।
সঙ্গ সঙ্গ সব ভয়উ উছাহা॥

সকল ভাই একসঙ্গে জন্মিয়াছি, আর বাল্যকাল হইতেই একসঙ্গে খাওয়া, শোওয়া ও খেলা করিয়াছি। কর্ণবেধ, উপবীত ও বিবাহের উৎসবও সকলেরই একসঙ্গে হইয়াছে।

বিমলবংস যহ অনুচিত একূ।
বন্ধু বিহাই বড়েহিঁ অভিষেকূ॥
প্রভু সপ্রেম পছিতানি সুহাঈ।
হরউ ভগতমন কৈ কুটিলাঈ॥

এই বিমল বংশে একটা অন্যায় দেখিতেছি যে, ছোট ভাই ফেলিয়া বড় ভাইয়ের অভিষেক হয়। তুলসী বলে, প্রভুর মনের এই প্রকার শোভনীয় অনুতাপ ভক্তের মনের কুটিলতা দূর করে।

তেহি অবসর আয়ে লষন মগন প্রেম আনন্দ।
সনমানে প্রিয় বচন কহি রঘু কুল কৈরব চন্দ॥

সেই সময় প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া লক্ষ্মণ আসিলেন এবং সূর্যবংশরূপ কুমুদের চন্দ্র রামকে মিষ্ট কথায় সম্মান জানাইলেন।

১২॥ বাজহিঁ বাজন বিবিধ বিধানা।
পুর প্রমোদ নহিঁ জাই বখানা॥
ভরতআগমনু সকল মনাবহিঁ।
আবহিঁ বেগি নয়নফল পাবহিঁ॥

নানাপ্রকার বাজনা বাজিতে লাগিল। নগরে যে আমোদ আরম্ভ হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না। সকলেই ইচ্ছা করিতেছিল, যেন ভরত শীঘ্রই আসিয়া পড়েন, তাহারা যেন দেখিয়া চক্ষু সার্থক করে।

হাট বাট ঘর গলী অথাঈ।
কহহিঁ পরসপর লোগ লোগাঈ॥
কালি লগন ভলি কেতিক বারা।
পূজিহি বিধি অভিলাষু হমারা॥

অথাঈ—অতিথিশালা। লোগলোগাঈ—নর-নারী॥ যেখানে সেখানে হাটে বাটে সুন্দর গলি ও অতিথিশালায় নর-নারীরা বলাবলি করিতেছিল—কাল কখন সে লগ্ন আছে? কখন ঈশ্বর আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন?

কনক সিংহাসন সীয়সমেতা।
বৈঠহিঁ রামু হোই চিত চেতা॥
সকল কহহিঁ কব হোইহি কালী।
বিঘন মনাবহিঁ দেব কুচালী॥

সীতার সহিত রাম সোনার সিংহাসনে বসিলে, তবে হৃদয়ে আনন্দ হইবে। সকলেই বলিতেছিল—কালকার দিন কখন হইবে? এদিকে কুটিল দেবতা যাহাতে বিঘ্ন হয় সেই ইচ্ছা করিতেছিল।

তিন্হহিঁ সুহাই ন অবধ বধাবা।
চোরহিঁ চাঁদিনি রাতি ন ভাবা॥
সারদ বোলি বিনয় সুর করহীঁ।
বারহিঁ বার পাঁয় লৈ পরহীঁ

চোরের যেমন জ্যোৎস্না রাত অসহ্য হয়, তেমনি তাহাদের অযোধ্যার উৎসব সহ্য হইতেছিল না। দেবতারা সরস্বতীকে ডাকিয়া মিনতি করিয়া বার বার পায় পড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

বিপতি হমারি বিলোকি বড়ি মাতু করিয় সোই আজু।
রামু জাহিঁ বন রাজু তজি হোই সকল সুরকাজু॥

হে মাতা, আমাদের বড় বিপদ দেখিয়া আজ তাহাই করুন যাহাতে রাম রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যান। তাহা হইলে সকল দেবতার ভাল হইবে।

১৩॥ সুনি সুরবিনয় ঠাঢ়ি পছিতাতী।
ভইউঁ সরোজবিপিন হিমরাতী॥
দেখি দেব পুনি কহহিঁ নিহোরী।
মাতু তোহি নহিঁ থোরিউ খোরী॥

দেবতাদের মিনতি শুনিয়া তিনি উঠিলেন ও এই বলিয়া অনুতাপ করিলেন যে, আমি কমলবনে তুষারের রাতের মত হইতেছি। দেবতারা তাঁহাকে দেখিয়া আবার অনুনয় করিয়া বলিল—মা, ইহাতে তোমার কোনই দোষ নাই।

বিসময় হরষ রহিত রঘুরাউ।
তুম্হ জানহু সব রামপ্রভাউ॥
জীব করমবস সুখ দুখ ভাগী।
জাইয় অবধ দেবহিত লাগী॥

তুমি ত রামের স্বভাব জান। তাঁহার না আছে বিস্ময়, না আছে হর্ষ। জীব কর্মফলে সুখ-দুঃখের ভাগী হয়। অতএব তুমি দেবতাদের ভালর জন্য অযোধ্যায় যাও।

বার বার গহি চরন সঁকোচী।
চলী বিচারী বিবুধমতি পোচী॥
ঊঁচ নিবাসু নীচ করতূতী।
দেখি ন সকহিঁ পরাই বিভূতী॥

বিবুধ—দেবতা। মতি—বুদ্ধি। পোচী—মন্দ। করতূতী—কার্য॥ বার বার পায় পড়ায় সরস্বতী লজ্জায় পড়িলেন।

তিনি এই ভাবিয়া রওনা হইলেন যে, দেবতাদের বুদ্ধি ভাল নয়, তাহাদের নিবাস উঁচুতে স্বর্গে, কিন্তু কার্য ত নীচ। তাহারা পরের সম্পদ দেখিতে পারে না।

আগিল কাজু বিচারি বহোরী।
করিহহিঁ চাহ কুসল কবি মোরী॥
হরিষ হৃদয় দসরথপুর আঈ।
জনু গ্রহদসা দুসহ দুখদাঈ॥

আবার ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সরস্বতী ভাবিলেন যে, ইহার ফলে চতুর কবি (বাল্মীকি) আমার স্মরণ লইবেন। তখন তিনি আনন্দিত হইয়া অযোধ্যায় গেলেন। মনে হইল যেন তিনি বিষম দুঃখদায়ক গ্রহদশার রূপ লইয়া আসিতেছেন।

নামু মন্থরা মন্দমতি চেরী কৈকই কেরি।
অজস পেটারী তাহি করি গঈ গিরা মতি ফেরি॥

পেটারী—পেটরা॥ কৈকেয়ীর মন্থরা নামে নির্বোধ দাসী ছিল। তাহাকেই অপযশের পেটরী বানাইয়া সরস্বতী তাহার বুদ্ধি পাল্টাইয়া দিলেন।

১৪॥ **দীখ মন্থরা নগরু বনাবা।**
মঞ্জুল মঙ্গল বাজ বধাবা॥
পূছেসি লোগন্হ কাহ উছাহূ।
রামতিলকু সুনি ভা উরদাহূ॥

মন্থরা যখন দেখিল যে নগর সাজান হইতেছে, সুন্দর মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে, তখন সে লোককে জিজ্ঞাসা করিল—উৎসব কিসের? যখন শুনিল যে রামের অভিষেক, তখন তাহার বুক পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

করই বিচারু কুবুদ্ধি কুজাতী।
হোই অকাজু কবনি বিধি রাতী॥
দেখি লাগি মধু কুটিল কিরাতী।
জিমি গবঁ তকই লেউঁ কেহি ভাঁতী॥

কুজাত কুবুদ্ধি মন্থরা ভাবিতে লাগিল, আজ রাত্রের ভিতরেই কেমন করিয়া কাজ পণ্ড হয়। যেমন কুটিল কিরাতী মধুর জন্য চাকের দিকে তাকাইয়া থাকে এবং তাবে কোন সুবিধায় মধু লইবে তেমনি।

ভরতমাতু পহিঁ গই বিলখানী।
কা অনমনি হসি কহ হঁসি রানী॥
উতরু দেই নহিঁ লেই উসাসূ।
নারিচরিত করি ঢারই আঁসূ॥

বিলখানী—দুঃখিত। অনমান—অন্যমনস্ক, উদাস। হসি—হইয়াছ। আঁসূ—চোখের জল॥ সে দুঃখিত মনে ভরতের মাতার নিকট গেল। কৈকেয়ী হাসিয়া বলিলেন—তোমাকে উদাস দেখিতেছি কেন? উত্তর না দিয়া মন্থরা কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল ও স্ত্রীলোকেরা যাহা সাধারণতঃ করিয়া থাকে, সেইমত চোখের জল ফেলিতেছিল।

হঁসি কহ রানি গালু বড় তোরে।
দীন্হ লখন সিখ অস মন মোরে॥
তবহুঁ ন বোল চেরি বড়ি পাপিনি।
ছাড়ই স্বাস কারি জনু সাঁপিনি॥

রাণী হাসিয়া বলিলেন—তোমার যেমন মুখের জোর, লক্ষ্মণ তোমাকে শিক্ষা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাপী দাসী মন্থরা তবুও কথা কয় না, কালোসাপের মত দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে লাগিল।

সভয় রানি কহ কহসি কিন কুসল রামু মহিপালু।
লখনু ভরতু রিপুদমনু সুনি ভা কুবরী উর সালু॥

রাণী তখন ভয় পাইয়া বলিলেন—কথা বল না কেন? রামের, রাজার, লক্ষ্মণের, ভরতের ও শত্রুঘ্নের কুশল ত? সে কথা শুনিয়া কুব্জার বুকে কাঁটা বিঁধিল।

১৫॥ **কত সিখ দেই হমহিঁ কোউ মাঈ।**
গালু করব কেহি কর বলু পাঈ॥
রামহিঁ ছাড়ি কুসল কেহি আজু।
জিনহিঁ জনেসু দেই জুবরাজু॥

মা, আমাকে আর কে কি শিক্ষা দিবে, কাহার বলেই বা মুখের জোর চালাইব? রাম ছাড়া আজ আর কাহার কুশল হইবে? রাজা তাহাকে যৌবরাজ্য দিতেছেন।

ভয়উ কৌসিলহি বিধি অতি দাহিন।
দেখত গরব রহত উর নাহিন॥
দেখহু কস ন জাই সব সোভা।
জো অবলোকি মোর মনু ছোভা॥

কৌশল্যার উপর বিধাতার বড় অনুগ্রহ, তাহার বুকে আর গর্ব ধরে না। যাহা দেখিয়া আমার মনে দুঃখ হইয়াছে, সেই সব শোভা গিয়া দেখ না।

পূতু বিদেস ন সোচু তুম্হারে।
জানতি হহু বস নাহু হমারে॥
নীঁদ বহুত প্রিয় সেজ তুরাঈ।
লখহু ন ভূপ কপট চতুরাঈ॥

পূতু—পুত্র। নাহু—নাথ, স্বামী। বস—বশীভূত॥ তোমার ছেলে বিদেশে, সে চিন্তা তোমার নাই। স্বামী আমার বশে, এই তোমার বিশ্বাস। তোষক তাকিয়ায় ঘুমাইতে তোমার খুব ভাল লাগে। রাজার চতুর কপটতা তুমি লক্ষ্য কর না।

সুনি প্রিয় বচন মলিনমনু জানী।
ঝুকি রানি অব রহু অরগানী॥
পুনি অস কবহুঁ কহসি ঘরফোরী।
তব ধরি জীভ কঢ়াবউঁ তোরী॥

প্রিয় দাসীর কথা শুনিয়া, তাহার কুটিল মন বুঝিতে পারিয়া, রাগিয়া রাণী বলিলেন—এখন চুপ কর্। ওরে ঘর-ভাঙ্গানী, যদি আবার এমন কথা বলিস্ তবে তোর জিভটা কাটিয়া দিব।

কানা খোরে কুবরে কুটিল কুচালী জানি।
তিয়বিসেষি পুনি চেরি কহি ভরতমাতু মুসুকানি॥

কাণা, খোঁড়া আর কুঁজা ইহারা ত কুটিল কুচালই হয়, বিশেষ করিয়া যদি তাহারা স্ত্রীলোক হয়, আবার তাহার পর যদি দাসী হয়। এই কথা বলিয়া ভরতের মাতা হাসিলেন।

১৬॥ প্রিয়বাদিনি সিখ দীন্হিউঁ তোহী।
সপনেহু তো পর কোপু ন মোহী॥
সুদিনু সুমঙ্গল দায়কু সোঈ।
তোর কহা ফুর জেহি দিন হোঈ॥

মিষ্টমুখী, তোমাকে শিক্ষা দিলাম, কিন্তু তোমার উপর আমার স্বপ্নেও রাগ নাই। সেই দিনই সুদিন ও মঙ্গলের দিন হইবে, যে দিন তোমার কথা সত্য হইবে।

জেঠ স্বামি সেবক লঘু ভাঈ।
যহ দিনকর কুল রীতি সুহাঈ॥
রামতিলকু জোঁ সাচেহু কালী।
দেউঁ মাগু মনভাবত আলী॥

সূর্য-বংশের সুন্দর কুলরীতিই এই যে, বড় ভাই রাজা হয়, ছোট ভাই সেবক হয়। হে সখী, যদি সত্যই কাল রামের অভিষেক হয় তবে তোমার যাহা ভাল লাগে চাও, তাহাই দিব।

কৌসল্যাসম সব মহতারী।
রামহিঁ সহজ সুভায় পিয়ারী॥
মো পর করহিঁ সনেহু বিসেখী।
মৈঁ করি প্রীতি পরীছা দেখী॥

রামের নিকট সকল মাতাই কৌশল্যার মত সহজ স্বভাববশে প্রিয়। আমার উপর আবার তাহার বিশেষ ভালবাসা। আমি তাহার ভালবাসার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

জৌ বিধি জনমু দেই করি ছোহু।
হোহিঁ রামসিয় পুতপতোহু॥
প্রান তেঁ অধিক রামু প্রিয় মোরে।
তিন্হ কে তিলক ছোভু কস তোরে॥

বিধাতা যদি আবার কৃপা করিয়া জন্ম দেয়, তবে রাম যেন পুত্র আর সীতা যেন বধূ হয়। রাম আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। তাহার অভিষেকে তোমার ক্ষোভ কেন?

ভরতসপথ তোহি সত্য কহু পরিহরি কপট দুরাউ।
হরষ সময় বিসময় করসি কারন মোহি সুনাউ॥

তোমার ভরতের শপথ, কপট ও গোপন ভাব ছাড়িয়া সত্য করিয়া বল, আনন্দের সময় আশ্চর্য করিতেছ, ইহার কারণটা কি?

১৭॥ একহি বার আস সব পূজী।
অব কছু কহব জীভ করি দূজী॥
ফোরই জোগু কপারু অভাগা।
ভলেউ কহত দুখ রাউরেহিঁ লাগা॥

একবারেই আমার সকল আশা পূর্ণ করিয়া দিয়াছ। আবার আর একটা জিভ করিয়া লই, তখন বলিব। আমার কপাল ত ফাটাইবার মতই। ভাল কথা বলিলেও তোমার দুঃখ বোধ হয়।

কহহিঁ ঝুঠি ফুরি বাত বনাঈ।
তে প্রিয় তুম্হহিঁ করুই মৈঁ মাঈ॥
হমহুঁ কহব অব ঠকুরসোহাতী।
নাহিঁ ত মৌন রহব দিনু রাতী॥

যদি সত্য মিথ্যা বানাইয়া বানাইয়া বলিতাম, তবে আমি তোমার কাছে প্রিয় হইতাম। আমাকে ত তোমার কটুই লাগিবে। আমিও এখন ঠাকুর-সোহাতি বা মনরাখা কথা বলিব, নয় ত দিন রাত চুপ করিয়া থাকিব।

করি কুরূপ বিধি পরবস কীন্হা।
ববা সো লুনিয় লহিয় জো দীন্হা॥
কোউ নৃপ হোউ হমহিঁ কা হানী।
চেরি ছাঁড়ি অব হোব কি রানী॥

ববা—যাহা বোনা হইয়া॥ বিধাতা কুরূপ করিয়া পরের বশ করিয়াছেন। যেমন বীজ বুনিয়াছি তেমনি ফল পাইব, যেমন দিয়াছি তেমনি লইব। ইহাই কর্মফল। যেই রাজা হউক আমার ক্ষতিটা কি? আমি ত আর দাসী ছাড়া রাণী হইব না।

জারই জোগু সুভাউ হমারা।
অনভল দেখি ন জাই তুম্হারা॥
তা তেঁ কছুক বাত অনুসারী।
ছমিয় দেবি বড়ি চূক হমারী॥

অনভল—মন্দ। অনুসারী—উচিত কথা॥ আমার যেমন স্বভাব তাহাতে ত আমাকে জ্বলিতেই হইবে। আমি তোমার মন্দ দেখিতে পারি না। সেইজন্যই কিছু উচিত কথা বলিয়াছি। হে দেবি, আমার সে মহাদোষ ক্ষমা করিও।

গূঢ় কপট প্রিয় বচন সুনি তীয় অধর বুধি রানি।
সুরমায়া বস বৈরিনিহি সুহৃদ জানি পতিয়ানি॥

বৈরিনিহি—শত্রুকেই। পতিয়ানী—প্রত্যয় করিলেন, বিশ্বাস করিলেন॥ রাণী একে ত অধীরবুদ্ধি স্ত্রী, তার পর গূঢ় অর্থযুক্ত কপট মিষ্ট কথা শুনিয়া, দেবতার মায়াবশে শত্রুকেই হিতকারী বলিয়া তাহার উপর বিশ্বাস করিলেন।

১৮॥ সাদর পুনি পুনি পূছতি ওহী।
সবরীগান মৃগী জনু মোহী॥
তসি মতি ফিরী অহই জসি ভাবী।
রহসী চেরি ঘাত জনু ফাবী॥

কিরাতীর গানে হরিণীর মত মুগ্ধ হইয়া রাণী বার বার আদর করিয়া মন্থরাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভবিতব্য যাহা সেইমত বুদ্ধিও ফিরিল। ঠিক আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া দাসী খুসী হইল।

তুম্হ পুছহু মৈঁ কহত ডরাউঁ।
ধরেউ মোর ঘরফোরী নাউঁ॥
সজি প্রতীতি বহু বিধি গঢ়ি ছোলী।
অবধ সাঢ়সাতী তব বোলী॥

সাঢ়সাতী—সাড়ে সাত বৎসরের শনির দশা॥

তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, কিন্তু আমি বলিতে ভয় পাইতেছি। তুমি আমাকে ঘর-ভাঙ্গানী নাম দিয়াছ। এমনি করিয়া নানা রকমে কথা সাজাইয়া বিশ্বাস করাইয়া লইল। তখন যাহা বলিল, তাহা যেন আযোধ্যায় শনির দৃষ্টির মত হইল।

প্রিয় সিয়রামু কহা তুম্হ রানী।
রামহিঁ তুম্হ প্রিয় সো ফুরি বানী॥
রহা প্রথম তব তে দিন বীতে।
সমউ ফিরে রিপু হোহিঁ পিরীতে॥

হে রাণী, তুমি আমাকে বলিলে, সীতারাম তোমার প্রিয়, আর তুমিও রামের প্রিয়। সে কথা সত্য। কিন্তু তাহা আগে ছিল, আজ সেদিন চলিয়া গিয়াছে। সময় হইলে শত্রুও মিত্র হয়।

ভানু কমল কুল পোষনি হারা।
বিনু জল জারি করই সোই ছারা॥
জর তুম্হারি চহ সবতি উখারী।
রূঁধহু করি উপাউ বরবারী॥

জর—জল। জারি—পোড়াইয়া। ছারা—ছাই। জর—জড়-মূল। সবতি—সপত্নী, সতীন। রূঁধহু—রোধ, ঠেকাও॥ সূর্য পদ্মফুলকে পালন করে, আবার জল না থাকিলে সেই সূর্যই উহাকে জ্বালাইয়া ছাই করে। তোমার সতীন তোমাকে মূল সমেত তুলিয়া ফেলিতে চায়। এখন উপায় করিয়া ঠেকাও, গোড়ায় ঠিক জল দাও।

তুম্হহিঁ ন সোচু সোহাগ বল নিজবস জানহু রাউ।
মন মলীন মুহ মীঠ নৃপু রাউর সরল সুভাউ॥

তোমার ভালবাসার জোর কত তাহা তুমি ভাব না। তুমি রাজাকে নিজের বশে মনে কর। কিন্তু রাজার মন মলিন ও মুখ মিষ্ট, আর তোমার স্বভাব হইল সরল।

১৯॥ চতুর গঁভীর রাম মহতারী।
বীচু পাই নিজ বাত সবাঁরী॥
পঠয়ে ভরতু ভূপ ননিঅউরে।
রামমাতু মত জানব রউরে॥

ননিঅউরে—মামার বাড়ী। রউরে—তুমি॥ রামের মাতা যেমন চতুর তেমনি গভীরবুদ্ধি-সম্পন্ন, সময় পাইয়া নিজের কাজ গুছাইয়া লইয়াছে। রাজা যে ভরতকে মামার বাড়ীতে পাঠাইয়াছে, তাহা কৌশল্যার মতেই হইয়াছে, ইহা তুমি জানিও।

সেবহিঁ সকল সবতি মোহি নীকে।
গরবিত ভরতমাতু বল পী কে॥
সালু তুম্হার কৌসিলহি মাঈ।
কপট চতুর নহিঁ হোই জনাঈ॥

সবতি—সতীন। নীকে—ঠিক। পীকে—প্রিয়ের, রাজার॥ সে জানে সকল সতীনই আমার ঠিক সেবা করে, কেবল ভরতের মা রাজার বলে অহঙ্কারী। কৌশল্যাকেই তোমার কাঁটা বলিয়া জানিও। সে চতুর ও কপট, তাই ধরা পড়ে না।

রাজহিঁ তুম্হ পর প্রেমু বিসেষী।
সবতি সুভাউ সকই নহিঁ দেখী॥
রচি প্রপঞ্চু ভূপহিঁ অপনাঈ।
রাম তিলক হিত লগন ধরাঈ॥

রাজার যে তোমার উপর বিশেষ ভালবাসা, তাহা সতীনের স্বভাববশতঃই সে দেখিতে পারে না। রাজা দশরথকে ঠকাইয়া নিজের করিয়া লইয়াছে ও রামের জন্য লগ্ন স্থির করাইয়াছে।

যহ কুল উচিত রাম কহুঁ টীকা।
সবহি সোহাই মোহি সুঠি নীকা॥
আগিলি বাত সমুঝি ডরু মোহী।
দেউ দৈব ফিরি সো ফলু ওহী॥

রামের অভিষেক হওয়াই এই কুলের পক্ষে উচিত। সকলেরই উহা ভাল লাগে, আমার কাছেও তাহা খুব ঠিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই আমার ভয় হয়। ঈশ্বর যে ফল দিবেন, তাহা ভুগিতেই হইবে।

রচি পচি কোটিক কুটিলপন কীন্হেসি কপট প্রবোধু।
কহেসি কথা সত সবতি কৈ জেহি বিধি বাঢ় বিরোধু॥

নানা কুটিলপনা বানাইয়া বানাইয়া ফাঁকি দিয়া কৈকেয়ীকে বুঝাইল। সতীনদের নানা কথা কহিল যাহাতে শত্রুতা বাড়ে।

২০॥ ভাবীবস প্রতীতি উর আঈ।
পূছ রানি পুনি সপথ দেবাঈ॥
কা পূছহু তুম্হ অবহু ন জানা।
নিজ হিত অনহিত পসু পহিচানা॥

ভবিতব্যতার ফলে কৈকেয়ীর মনে বিশ্বাস হইল। রাণী নিজের শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। দাসী বলিল—তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? এখনও কি জান না? নিজের ভাল মন্দের কথা ত পশুও জানে।

ভয়উ পাখ দিন্ সজত সমাজু।
তুম্হ পাঈ সুধি মোহি সন আজু॥
খাইয় পহিরিয় রাজ তুম্হারে।
সত্য কহে নহিঁ দোষু হমারে॥

আজ এক পক্ষ হইল সমাজ সাজিতেছে, আর আজ তুমি আমার কাছে শুনিলে। রাজা তোমাকে খাইতে পরিতে দেন মাত্র (কিন্তু পরামর্শের সঙ্গী করেন না)। আমায় দোষ নাই, আমি সত্য কথা বলিতেছি।

জৌ অসত্য কছু কহব বনাঈ।
তৌ বিধি দেইহি হমহিঁ সজাঈ॥
রামহিঁ তিলকু কালি জৌঁ ভয়উ।
তুম্হ কহুঁ বিপতি বীজু বিধি বয়উ॥

যদি বানাইয়া কোনও মিছা কথা বলিয়া থাকি, তবে যেন বিধি আমাকে সাজা দেন। কাল যদি রামের অভিষেক হয়, তবে জানিও যে তোমার দুঃখের বীজ বিধাতা বুনিলেন।

রেখ খঁচাই কহউঁ বলু ভাখী।
ভামিনি ভইহু দুধ কহ মাখী॥
জৌঁ সুতসহিত করহু সেবকাঈ।
তৌ ঘর রহহু ন আন উপাঈ॥

আমি আঁচড় কাটিয়া (গণিয়া) প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—হে রাণী, তুমিই দুধে মাছি হইয়াছ। যদি পুত্রের সহিত সেবা কর, তবেই ঘরে স্থান পাইবে, অন্য উপায় নাই।

কদ্রূ বিনতহি দীন্হ দুখু তুম্হহি কৌসিলা দেব।
ভরতু বন্দিগৃহ সেইহহিঁ লখনু রাম কে নেব॥

কদ্রু যেমন বিনতাকে দুঃখ দিয়াছিল, কৌশল্যাও তোমাকে তেমনি দুঃখ দিবে। ভরত বন্দীশালায় থাকিবে, লক্ষ্মণ ত রামের নায়েব হইবে।

২১॥ কৈকয়সুতা সুনত কটুবানী।
কহি ন সকই কছু সহমি সুখানী॥
তন পসেউ কদলী জিমি কাঁপী।
কুবরী দসন জীভ তব চাঁপী॥

সহমি—শুখাইয়া যাওয়া। পসেউ—ঘাম হইতে লাগিল॥ কৈকেয়ী কটু কথা শুনিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখ শুখাইয়া গেল, শরীরে ঘাম হইতে লাগিল। তিনি কলাগাছের মত কাঁপিতে লাগিলেন। তখন কুঁজী জিভ দাঁতের মধ্যে নিল (মুখ বন্ধ করিল)।

কহি কহি কোটিক কপটকহানী।
ধীরজু ধরহু প্রবোধেসি রানী॥
কীন্হেসি কঠিন পঢ়াই কুপাঠু।
জিমি ন নবই ফিরি উকঠ কুকাঠু॥

কোটি রকমের মিথ্যা কথায় রাণীকে ধৈর্য ধরার জন্য প্রবোধ দিল। গেঁঠো কুকাঠ শুখাইয়া গেলে যেমন শক্ত হইয়া যায়, আর নোওয়ান যায় না, তেমনি কুমন্ত্রণা দিয়া তাহার মন শক্ত করিল।

ফিরা করমু প্রিয় লাগি কুচালী।
বকিহি সরাহই মানি মরালী॥
সুনু মন্থরা বাত ফুরি তোরী।
দহিনি আঁখি নিত ফরকই মোরী॥

যেমন কর্মের গতি ফিরিল তেমনি কুচালীর কথা কৈকেয়ীর কাছে ভাল লাগিল। তিনি যেন বককে হাঁস মনে করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন—মন্থরা, শোন। তোমার কথা সত্য, প্রতিদিন আমার ডান চোখ নাচিতেছে।

দিন প্রতি দেখউঁ রাতি কুসপনে।
কহউঁ ন তোহি মোহবস অপনে॥
কাহ করউঁ সখি সুধ সুভাউ।
দাহিন বাম ন জানউঁ কাউ॥

প্রতিদিন রাত্রেই কুস্বপ্ন দেখি। আমি মোহের বশে তোমাকে বলি নাই। হে সখী, বলিব কি, আমার ত সরল স্বভাব, ডাহিন বাম কি তাহা জানি না।

অপনে চলত ন আজু লগি অনভল কাহু ক কীন্হ।
কেহি অঘ একহি বার মোহি দৈব দুসহ দুখ দীন্হ॥

অঘ—পাপ। একহিবার—একসাথে॥ আমার ব্যবহারে আজ পর্যন্ত কাহারও মন্দ করি নাই। জানি না কি পাপে বিধাতা আমাকে একেবারে দুঃসহ দুঃখ দিলেন।

২২॥ নৈহর জনমু ভরব বরু জাঈ।
জিয়ত ন করব সবতি সেবকাঈ॥
অরিবস দৈব জিয়াবত জাহী।
মরনু নীক তেহি জীব ন চাহী॥

জন্মভর বাপের বাড়ী গিয়া থাকিব, তবুও প্রাণ থাকিতে সতীনের দাসীগিরি করিব না। যদি ঈশ্বর শত্রুতা করিয়া বাঁচাইয়াই রাখেন, তবে তেমন বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরাই ভাল।

দীনবচন কহ বহু বিধি রানী।
সুনি কুবরী তিয়মায়া ঠানী॥
অস কস কহহু মানি মন উনা।
সুখ সোহাগু তুম্হ কহুঁ দিন দুনা॥

উনা—ছোট। দূনা—দ্বিগুণ॥ রাণী নানাপ্রকার করুণ কথা বলিতে লাগিলেন। উহা শুনিয়া কুঁজী স্ত্রীসুলভ মায়া অবলম্বন করিল। সে বলিল—মন খারাপ করিয়া এ কি কথা বলিতেছ? তোমার সুখ, সোহাগ দিন দিন দ্বিগুণ হইবে।

জেই রাউর অতিহমভল তাকা।
সোই পাইহি যহ ফলু পরিপাকা॥
জব তেঁ কুমত সুনা মৈঁ স্বামিনি।
ভুখ ন বাসর নীঁদ ন জামিনি॥

যে তোমার এত হানি করিতে চাহিতেছে, সে তাহার উপযুক্ত ফল পাইবে। হে স্বামিনী, যখন হইতে আমি কুকথা শুনিয়াছি, তখন হইতে না আছে আমার ক্ষুধা, না আছে আমার ঘুম।

পূছেউঁ গুনিন্হ রেখ তিন্হ খাঁচী।
ভরত ভুআল হোহিঁ যহ সাঁচী॥
ভামিনি করহু ত কহউঁ উপাউ।
হৈ তুম্হরী সেবাবস রাউ॥

আমি জ্যোতিষাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাহারা গণনা করিয়া বলিয়াছে যে, ভরত রাজা হইবে ইহাই ঠিক। রাণী, এখন আমি যাহা বলি সেই উপায় কর, কেননা রাজা তোমার সেবার বশে আছে।

পরউঁ কূপ তব বচন পর সকউঁ পুত পতি ত্যাগি।
কহসি মোর দুখ দেখি বড় কস ন করব হিত লাগি॥

কৈকেয়ী বলিলেন—তোমার কথায় আমি কূয়ায় পড়িতে পারি, পতিপুত্রও ত্যাগ করিতে পারি। আমার বড় দুঃখ দেখিয়া তুমি আমার ভালর জন্য যাহা বলিতেছ, তাহা কেন করিব না?

২৩॥ কুবরী করি কবুলী কৈকেঈ।
কপটছুরী উরপাহন টেঈ॥
লখই ন রানি নিকট দুখু কৈসে।
চরই হরিত তিন বলিপশু জৈসে।

উরপাহন—হৃদয়-পাষাণে॥ কুঁজী কৈকেয়ীকে কুবলির পশু করিল। সেজন্য নিজের পাষাণ হৃদয়ে কপটতা রূপ ছুরি শানাইয়া লইল। যেমন বলির পশু সামনের কাঁচাঘাস খাইতে থাকে, মুহূর্তেই যে মরিবে সে বোধ নাই, তেমনি রাণীও তাঁহার নিকটেই কি দুঃখ আছে তাহা দেখিতে পাইলেন না।

সুনত বাত মৃদু অন্ত কঠোরী।
দেতি মনহুঁ মধু মাহুর ঘোরী॥
কহই চেরি সুধি অহই কি নাহীঁ।
স্বামিনি কহিহু কথা মোহি পাহীঁ॥

মন্থরার সে কথা শুনিতে মিষ্ট কাজে কঠোর, উহা যেন বিষ মিশান মধুর মত। দাসী বলিল—মা, তোমার মনে আছে কিনা জানি না, আমাকে একটা কথা বলিয়াছিলে।

দুই বরদান ভূপ সন থাতী।
মাঁগহু আজু জুড়াবহু ছাতী॥
সুতহি রাজু রামহি বনবাসু।
দেহু লেহু সব সবতিহুলাসু॥

থাতী—গচ্ছিত। সবতি—সপত্নী। হুলাসু—আনন্দ॥ রাজার দুই বর দেওয়ার কথা গচ্ছিত আছে, আজ তাহা চাহিয়া বুক জুড়াও। পুত্রকে রাজত্ব দাও, রামকে বনবাস দাও, সতীনের সকল আনন্দ কাড়িয়া লও।

ভূপতি রামসপথ জব করঈ।
তব মাঁগেহু জেহি বচনু ন টরঈ।
হোই অকাজু আজু নিসি বীতে।
বচনু মোর প্রিয় মানেহু জী তে॥

যখন রাজা রামের নামে শপথ লইবেন, তখনই চাহিও। তাহা হইলে আর কথা ফিরাইতে পারিবেন না। আজ রাত শেষ হইলে ক্ষতি হইবে। আমার কথা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বলিয়া জানিও।

বড় কুঘাতু করি পাতকিনি কহেসি কোপগৃহ জাহু।
কাজু সবাঁরেহু সজগ সব সহসা জনি পতিয়াহু॥

কুঘাত—ভীষণ আঘাত। সজগ—সাবধানে। জনি পতিয়াহু—বিশ্বাস করিও না॥ পাপিনী মন্থরা বড় ভয়ানক আঘাত করিল, বলিল—গোসা-ঘরে যাও। সাবধানে সব কাজ সামলাও, হঠাৎ রাজার কথায় বিশ্বাস করিও না।

২৪॥ কুবরিহি রানি প্রানপ্রিয় জানী।
বার বার বড়ি বুদ্ধি বখানী॥
তোহি সম হিতু ন মোর সংসারা।
বহে জাত কর ভইসি অধারা॥

বহে জাতকর—যে বহিয়া যাইতেছে। অধারা—আশ্রয়॥ রাণী মন্থরাকে প্রাণের মত প্রিয় বলিয়া জানিতেন। বার বার তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া বলিলেন—তোমার মত হিতকারী সংসারে আর আমার কেহ নাই। আমি ভাসিয়া যাইতেছিলাম, তুমিই আশ্রয় হইয়াছ।

জোঁ বিধি পুরব মনোরথু কালী।
করউ তোহি চখপুতরি আলী॥
বহু বিধি চেরিহি আদরু দেঈ।
কোপভবন গবনী কৈকেঈ॥

চখপুতরি—চক্ষের পুতুল। আলী—সখী। চেরিহি—দাসী॥ হে সখী, যদি ঈশ্বর কাল মনোরথ পূর্ণ করেন, তবে তোমাকে চোখের পুতুল করিব। এমনি করিয়া দাসীকে নানাভাবে আদর করিয়া কৈকেয়ী কোপভবনে চলিয়া গেলেন।

বিপতি বীজু বরষারিতু চেরী।
ভুইঁ ভই কুমতি কৈকেঈ কেরী॥
পাই কপটজলু অঙ্কুর জামা।
বর দোউ দল দুখফল পরিনামা॥

জামা—জন্মিল। দল—পাতা (অঙ্কুরের সংলগ্ন)॥ কৈকেয়ীর কুমতিরূপ মাটিতে বিপত্তির বীজ পড়িল। দাসী হইল বর্ষা ঋতু। কপটতারূপ জল পাইয়া অঙ্কুর জন্মিল। উহার পাতা হইল দুই বর, আর ফল হইল পরিণামে দুঃখ।

কোপসমাজু সাজি সব সোঈ।
রাজু করত নিজ কুমতি বিগোঈ॥
রাউরনগর কোলাহলু হোঈ।
যহ কুচালি কছু জান ন কোঈ॥

রাগের বেশে সাজিয়া কৈকেয়ী শুইয়া পড়িল। কেকেয়ী যখন রাজ্যভোগ করিতেছে, সেই সময় তাহার কুমতি তাহাকে নাশ করিল। ওদিকে রাজার নগরে উৎসবের কোলাহল চলিতেছে। এখানে যে এই অন্যায় চাল চলিল সে খবর কেহ কিছু জানিল না।

প্রমুদিত পুর নরনারি সব সজহিঁ সুমঙ্গলচার।
এক প্রবিসহিঁ এক নির্গমহিঁ ভীর ভূপদরবার॥

আনন্দমগ্ন নগরের নর-নারী সুন্দর মঙ্গলের বেশে সাজিয়া রাজার দরবারে ভিড় করিয়া কেহ বা আসিতেছে কেহ বা যাইতেছে।

২৫॥ বালসখা সুনি হিয় হরষাহীঁ।
মিলি দস পাঁচ রাম পহিঁ জাহীঁ॥
প্রভু আদরহিঁ প্রেমু পহিচানী।
পূছহিঁ কুসল খেম মৃদুবানী॥

খেম—ক্ষেম, মঙ্গল॥ রামচন্দ্রের বাল্য-সখারা অভিষেকের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া পাঁচ-দশজন করিয়া রামের নিকট যাইতেছিল। উহাদের ভালবাসার পরিচয় পাইয়া প্রভু আদর করিতেছিলেন। মৃদুবাক্যে তাহাদের কুশল ও মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।

ফিরহিঁ ভবন প্রিয় আয়সু পাঈ।
করত পরসপর রাম বড়াঈ॥
কো রঘুবীরসরিস সংসারা।
সীলু সনেহ নিবাহনিহারা॥

রামের আজ্ঞা পাইয়া তাহারা রামের মহত্ত্বের কথা বলিতে বলিতে বাড়ী ফিরিতেছিল। বলিতেছিল, রামের মত সংসারে স্নেহ ও শীলসম্পন্ন আর কে আছে?

জেহি জেহি জোনি করমবস ভ্রমহীঁ।
তহঁ তহঁ ঈসু দেউ যহ হমহীঁ॥
সেবক হম স্বামী সিয়নাহু।
হোউ নাত যহ ওর নিবাহু॥

ঈসু—ঈশ্বর। সিয়নাহু—সীতাপতি। নাত—সম্পর্ক। ওর নিবাহু—অন্ত পর্যন্ত॥ কর্মফলে যে যে যোনিতেই ভ্রমণ করি, ঈশ্বর যেন এই করেন যে, সীতাপতি রাম আমাদের প্রভু হইবেন, আর আমরা সেবক থাকিব, এবং এই সম্বন্ধ শেষ পর্যন্ত বজায় থাকিবে।

অস অভিলাষু নগর সব কাহু।
কৈকয়সুতা হৃদয় অতি দাহু॥
কো ন কুসঙ্গতি পাই নসাঈ।
রহই ন নীচমতে চতুরাঈ॥

এইরকম ইচ্ছাই সকলের মনে ছিল। কৈকেয়ীর হৃদয় জ্বলিতেছিল। কুসঙ্গ পাইলে কে না নাশ পায়? হীনবুদ্ধির সঙ্গে মিশিলে সুবুদ্ধি থাকে না।

সাঁঝ সময় সানন্দ নৃপু গয়উ কৈকঈ গেহ।
গবনু নিঠুরতানিকট কিয় জনু ধরি দেহ সনেহ॥

সন্ধ্যাবেলা আনন্দিত মনে রাজা কৈকেয়ীর ঘরে গেলেন। মনে হইল যেন প্রেম শরীর ধরিয়া নিষ্ঠুরতার নিকট উপস্থিত হইল।

২৬॥ কোপভবন সুনি সকুচেউ রাউ।
ভয়বস অগহুঁড় পরই ন পাউ॥
সুরপতি বসই বাঁহবল জাকে।
নরপতি সকল রহহিঁ রুখ তাকে॥

রুখ তাকে—মনের ইচ্ছার দিকে তাকাইয়া থাকে। রাজা কোপভবনের কথা শুনিয়াই শুকাইয়া গেলেন। ভয়ে তাঁহার পা আগে চলিতেছিল না। যাঁহার বাহুবলে ইন্দ্র বশীভূত, সকল রাজারা যাঁহার মনের ইচ্ছার দিকে তাকাইয়া থাকে,

সো সুনি তিয়রিস গয়উ সুখাঈ।
দেখহু কামপ্রতাপ বড়াঈ॥
সূল কুলিস অসি অঙ্গবনিহারে।
তে রতিনাথ সুমনসর মারে॥

তিয়রিস—স্ত্রীর রোষ, ক্রোধ॥ সেই রাজা দশরথ স্ত্রীর রাগের কথা শুনিয়া শুকাইয়া গেলেন। কামের প্রভাব ও বাহাদুরী দেখ। যাঁহার শরীর ত্রিশূল, বজ্র ও তলোয়ারের ঘা সহ্য করে, তাঁহাকেও রতিনাথ পুষ্পবাণে আঘাত করেন।

সভয় নরেসু প্রিয়া পহিঁ গয়উ।
দেখি দসা দুখু দারুন ভয়উ॥
ভূমিসয়ন পটু মোট পুরানা।
দিয়ে ডারি তন ভূষন নানা॥

রাজা ভয়ে ভয়ে প্রিয়ার নিকট গেলেন ও অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বড় ভয় হইল। রাণী মাটিতে শুইয়া আছেন, পরনে মোটা পুরানো কাপড়, শরীর হইতে সকল ভূষণ ফেলিয়া দিয়াছেন।

কুমতিহি কসি কুবেষতা ফাবী।
অন অহিবাতু সূচ জনু ভাবী॥
জাই নিকট নৃপু কহ মৃদুবানী।
প্রানপ্রিয়া কেহি হেতু রিসানি॥

ফাবী—ভাল লাগিয়াছিল॥ দুর্বুদ্ধি কৈকেয়ীর এই কুবেশ যে ভাল লাগিয়াছিল, তাহাতে ভবিতব্য যেন তাহার বৈধব্যই জানাইয়া দিতেছিল। রাজা কাছে গিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—প্রাণপ্রিয়', কেন রাগ করিয়াছ?

ছন্দ—
কেহি হেতু রানি রিসানি পরসত পানি পতিহি নিবারঈ।
মানহুঁ সরোষভুঅঙ্গভামিনি বিষম ভাঁতি নিহারঈ॥
দোউ বাসনা রসনা দসন বর মরম ঠাহরু দেখঈ।
তুলসী নৃপতিভবিতব্যতা বস কাম কৌতুক লেখঈ॥

"রাণী, কেন রাগ করিয়াছ?" এই কথা বলিয়া হাত ধরিতে যাইতেই রাণী মানা করিলেন। রাণীর ভাব দেখিয়া মনে হইল, যেন সাপিনী রাগিনী চোখ ফিরাইয়া বিষমভাবে দেখিতেছে। সাপিনীর জিভ হইতেছে দুইটি ইচ্ছা, আর দাঁত হইতেছে বর, সে যেন মর্মস্থান খুঁজিতেছে। তুলসী বলে, রাজা ভবিতব্যতার বশে যেন কামের কৌতুক দেখিতেছিলেন।

বার বার কহ রাউ সুমুখি সুলোচনি পিকবচনি।
কারন মোহি সুনাউ গজগামিনি নিজ কোপকর॥

রাজা বার বার এই কথা বলিলেন—অয়ি সুমুখী, সুলোচনী, কোকিলকণ্ঠী, গজ-গামিনী, তোমার রাগের কারণ আমাকে শুনাও।

২৭॥ অনহিত তোর প্রিয়া কেই কীন্হা।
কেহি দুই সির কেহি জমু চহ লীন্হা॥
কহু কেহি রঙ্কহি করউঁ নরেসু।
কহু কেহি নৃপহি নিকাসউঁ দেসূ॥

প্রিয়া, কে তোমার মন্দ করিল? কাহার দুইটা মাথা আছে? কে যমের বাড়ী যাইতে চায়? বল কোন্ দরিদ্রকে রাজা করিব, বল কোন্ রাজাকে দেশছাড়া করিব?

সকউঁ তোর অরি অমরউ মারী।
কাহ কীট বপুরে নরনারী॥
জানসি মোর সুভাউ বরোরু।
মনু তব আনন চন্দ চকোরু॥

দেবতাও তোমার শত্রু হইলে তাহাকে মারিতে পারি, তুচ্ছ নরনারী ত কোথাকার কীট। অয়ি সুজঙ্ঘা-শালিনী, তুমি ত আমার স্বভাব জান। আমার মন চকোর, আর তোমার মুখ আনন্দদানকারী চন্দ্র।

প্রিয়া প্রান সুত সরবসু মোরে।
পরিজন প্রজা সকল বস তোরে॥
জৌঁ কছু কহউঁ কপটু করি তোহী।
ভামিনি রাম সপথ সত মোহী॥

হে প্রিয়া, আমার প্রাণ, পুত্র, পরিবার, প্রজা, সর্বস্ব ও সকলেই তোমার হাতে। আমি রামের এক শত শপথ লইয়া বলিতেছি যে, কপটতা করিয়া তোমাকে কিছু বলি নাই।

বিহঁসি মাঁগু মনভাবতি বাতা।
ভূষন সজহি মনোহর গাতা॥
ঘরী কুঘরী সমুঝি জিয় দেখু।
বেগি প্রিয়া পরিহরহি কুবেষু॥

তোমার যাহা ভাল লাগে তাহা হাসিয়া চাও, তোমার মনোহর শরীরে অলঙ্কার পর, সময় অসময় বিবেচনা করিয়া দেখ। হে প্রিয়া, শীঘ্র কুবেশ ত্যাগ কর।

যহ সুনি মন গুনি সপথ বড়ি বিহঁসি উঠী মতিমন্দ।
ভূষন সজতি বিলোকি মৃগু মনহুঁ কিরাতিনিফন্দ॥

ইহা শুনিয়া দুষ্টবুদ্ধি কৈকেয়ী মনে মনে ভাবিলেন যে রাজা বড় বিষম শপথ করিয়াছেন। তিনি তখন হাসিয়া উঠিয়া পড়িলেন ও অলঙ্কার পরিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন কিরাতিনী ফাঁদের মধ্যে হরিণ পড়িয়াছে দেখিতে পাইল।

২৮॥ পুনি কহ রাউ সুহৃদ জিয় জানী।
প্রেম পুলকি মৃদু মঞ্জুল বানী॥
ভামিনি ভয়উ তোর মনভাবা।
ঘরঘর নগর অনন্দবধাবা॥

রাজা তাঁহাকে মনে মনে প্রিয়া বলিয়া জানিয়া, প্রেমপুলকিত হইয়া কোমল মিষ্টস্বরে বলিলেন—রাণী, তোমার মনের মত একটা কাজ হইয়াছে। নগরে ঘরে ঘরে আনন্দ-উৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

রামহিঁ দেউঁ কালি জুবরাজু।
সজহি সুলোচনি মঙ্গলসাজু॥
দলকি উঠেউ সুনি হৃদয় কঠোরূ।
জনু ছুই গয়উ পাক বরতোরূ॥

পাকবরতোরূ—পাকা বিষ ফোঁড়া॥ হে সুলোচনী, কাল রামকে যৌবরাজ্য দিব, মঙ্গলসাজে সাজ। এই কঠোর কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর মন চমকিয়া উঠিল, যেন কেহ পাকা বিষ ফোঁড়ার উপর কিছু ছোঁয়াইয়া গেল।

ঐসিউ পীর বিহঁসি তেই গোঈ।
চোরনারি জিমি প্রগটি ন রোঈ॥
লখীন ভূপ কপট চতুরাঈ।
কোটি কুটিল মনি গুরু পঢ়াঈ॥

গোঈ—গোপন করিল। রোঈ—কাঁদে॥ এমন মনের দুঃখও কৈকেয়ী হাসিয়া লুকাইয়া ফেলিলেন। যেমন চোরের স্ত্রী প্রকাশ্যে কাঁদে না তেমনি। কৈকেয়ী কপট করিয়া যে চতুরতা করিলেন, রাজা তাহা লক্ষ্য করিলেন না, কেননা কৈকেয়ীকে কোটি কুটিলের শিরোমণি শিক্ষা দিয়া রাখিয়াছিল।

জদ্যপি নীতিনিপুন নরনাহু।
নারিচরিত জলনিধি অবগাহু॥
কপটসনেহু বঢ়াই বহোরী।
বোলী বিহঁসি নয়ন মুঁহু মোরী॥

যদিও রাজা নীতি-শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন, তথাপি স্ত্রী চরিত্রও ত গভীর সমুদ্রের মত। কৈকেয়ী আবার কপট প্রেম বাড়াইয়া চোখ মুখ ঢাকিয়া হাসিয়া বলিলেন—

মাঁগু মাঁগু পৈ কহহু পিয় কবহুঁ ন দেহু ন লেহু।
দেন কহেহু বরদান দুই তেউ পাবত সন্দেহু॥

হে প্রিয়, "চাও, চাও" বলিতেছ কিন্তু কোনও দিন তুমিও দাও নাই, আমিও লই নাই। দুই বর দিবে বলিয়াছিলে, তাহাও পাইব কিনা সন্দেহ।

২৯॥ জানেউঁ মরম রাউ হঁসি কহঈ।
তুম্হহি কোহাব পরম প্রিয় অহঈ॥
থাতী রাখি ন মাঁগেহু কাউ।
বিসরি গয়উ মোহি ভোর সুভাউ॥

কোহাব—রাগ। থাতী—গচ্ছিত। ভোর—ভোলা॥ কথার মর্ম বুঝিয়া রাজা হাসিয়া বলেন,—তোমার রাগ করিতেই বড় ভাল লাগে। "এই দাও" বলিয়া ত গচ্ছিত বর কখন চাও নাই। আর আমার ভোলা স্বভাব, আমিও ভুলিয়া গিয়াছি।

ঝুঠেহু হমহিঁ দোষু জনি দেহু।
দুই কৈ চারি মাঁগি কিন লেহু॥
রঘুকুল রীতি সদা চলি আঈ।
প্রান জাহু বরু বচনু ন জাঈ॥

আমাকে মিছামিছি দোষ দিও না। দুই কেন, চারটা বর চাহিয়া লও না। রঘুকুলের এই রীতি বরাবর চলিয়া আসিতেছে যে, প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু কথা টলে না।

নহিঁ অসত্য সম পাতকপুঞ্জা।
গিরিসম হোহিঁ কি কোটিক গুঞ্জা॥
সত্যমূল সব সুকৃত সুহায়ে।
বেদ পুরান বিদিত মুনি গায়ে॥

যত পাপই হউক, অসত্যের মত কোনটাই নয়। যেমন কোটি কুঁচ একত্র করিলেও একটা পাহাড়ের সমান হয় না, তেমনি অন্য সকল পাপ জড় করিলেও অসত্যের সমান হয় না। যত কিছু পুণ্য ও সৎকার্য আছে, তাহার মূলে সত্য—এ কথা বেদ ও পুরাণে জানা আছে এবং মুনিরাও গান করিয়াছেন।

তেহি পর রাম সপথ করি আঈ।
সুকৃত সনেহ অবধি রঘুরাঈ॥
বাত দৃঢ়াই কুমতি হঁসি বোলী।
কুমত কুবিহঁগ কুলহ জনু খোলী॥

কুলহ—ঢাক্‌না। কুবিহঁগ—বাজপাখী॥ তাহার উপর আবার অনন্ত-পুণ্যময় ও অসীমপ্রেমময় যে রাম, সেই রামের নামে শপথ লইয়াছি। এইভাবে কথাটি আরো পাকা করিয়া লইয়া দুষ্টবুদ্ধি কৈকেয়ী হাসিয়া বলিলেন। মনে হইল যেন কুমতিরূপ বাজপাখীর ঢাকা খোলা হইল। [বাজের চোখ ঢাকিয়া রাখা হয়, শিকার দেখিয়া খুলিয়া দেওয়া হয়।]

ভূপ মনোরথ সুভগ বনু সুখ সুবিহঙ্গ সমাজু।
ভিল্লিনি জিমি ছাড়ন চহতি বচনু ভয়ঙ্কর বাজু॥

রাজার মনোবাঞ্ছা হইতেছে সুন্দর বন, তাহাতে সুখরূপ পাখীরা আছে। কিরাতিনী সেখানে তাহার বাক্যরূপ ভয়ঙ্কর বাজ ছাড়িতে যাইতেছে।

৩০॥ সুনহু প্রানপ্রিয় ভাবত জীকা।
দেহু এক বর ভরতহি টীকা॥
মাগউঁ দুসর বর করজোরী।
পুরবহু নাথ মনোরথ মোরী॥

হে প্রাণপতি, আমার মনের কথা শোন। এক বর এই দাও যে, ভরতকে রাজটীকা দেওয়া হইবে। হাত জোড় করিয়া দ্বিতীয় বর চাহিতেছি। হে নাথ, আমার মনোরথ পূর্ণ করিও।

তাপসবেষ বিসেষি উদাসী।
চৌদহ বরিস রামু বনবাসী॥
সুনি মৃদুবচন ভূপহিয় সোকূ।
সসিকর ছুঅত বিকল জিমি কোকূ॥

তপস্বীর বেশ ধরিয়া বিশেষ বৈরাগ্য নিয়া রাম চৌদ্দ বৎসর বনবাসী থাকিবে। তাহার মৃদু কথা শুনিয়া রাজার মনে শোক উপস্থিত হইল। চাঁদের কিরণ গায়ে লাগিলে চখা যেমন ব্যাকুল হয়, রাজা তেমনি হইলেন।

গয়উ সহমি নহিঁ কছু কহি আবা।
জনু সচান বন ঝপটেউ লাবা॥
বিবরন ভয়উ নিপট নরপালূ।
দামিনি হনেউ মনহুঁ তরু তালূ॥

গয়উ সহমি—শুকাইয়া গেলেন। সচান—ছোট পাখী॥ রাজা শুকাইয়া গেলেন, কিছু বলিতে পারিলেন না, যেন ছোট পাখী ভরা বনে বাজ ঝাপটিয়া পড়িল। রাজা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেলেন, যেন তাল গাছে বাজ পড়িল।

মাথে হাথ মূঁদি দোউ লোচন।
তনু ধরি সোচু লাগ জনু সোচন॥
মোর মনোরথু সুরতরু ফূলা।
ফরত করিনি জিমি হতেউ সমূলা॥
অবধ উজারি কীন্হি কৈকেঈ।
দীন্হেসি অচল বিপতি কৈ নেঈ॥

নেঈ—ভিত্তি॥ মাথায় হাত দিয়া দুই চক্ষু বুজিয়া রাজা যেন শোকের মূর্ত্তি হইয়া শোক করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন—আমার মনোরথরূপ কল্পতরুতে ফল দেখা দিয়াছিল, ফল ধরিতেই হাতী যেন উহাকে মূল সমেত নষ্ট করিয়া ফেলিল। কৈকেয়ী, তুমি অযোধ্যা উজাড় করিলে, আর বিপদের ভিত্তি গড়িলে।

কবনে অবসর কা ভয়উ গয়উ নারিবিশ্বাস।
জোগ সিদ্ধি ফল সময় জিমি জতিহি অবিদ্যানাস॥

কোন অবসরে কি হইল, স্ত্রী-জাতির উপর বিশ্বাস চলিয়া গেল, যেমন যোগসিদ্ধির ফল পাওয়ার সময় অজ্ঞান যতীর সমস্ত নাশ করিয়া দেয় তেমনই।

৩১॥ এহি বিধি রাউ মনহিঁ মন ঝাঁখা।
দেখি কুভাঁতি কুমতি মন মাখা॥
ভরত কি রাউর পূত ন হোহী।
আনেহু মোল বেসাহি কি মোহী॥

ঝাঁখা—ধুঁকিতেছিলেন। বেসাহি—জবরদস্তি॥ রাজা মনে মনে এই ভাবে ধুঁকিতেছিলেন। তখন দুর্বুদ্ধি কৈকেয়ী বিষ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে বড় রাগ হইল, বলিলেন—ভরত কি তোমার ছেলে নয়? আমাকে কি দাম দিয়া জোর করিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলে?

জো সুনি সর অস লাগ তুম্হারে।
কাহে ন বোলহু বচনু সঁভারে॥
দেহু উতরু অরু করহু কি নাহীঁ।
সত্যসন্ধ তুম্হ রঘুকুল মাহীঁ॥

যদি আমার কথা শুনিতেই তোমাকে বাণের মত বিঁধিয়াছে, তবে কথা দেওয়ার সময় সামলাইয়া বল নাই কেন? হয় উত্তর দাও, আর নয়ত বল দিব না। তুমি ত রঘুকুলে সত্যপ্রতিজ্ঞ।

দেন কহেহু অব জনি বরু দেহু।
তজহু সত্য জগ অপজস লেহু॥
সত্য সরাহি কহেহু বরু দেনা।
জানেহু লেইহি মাঁগি চবেনা॥

আগে বলিয়াছিলে বর দিবে, এখন দিতেছ না। তবে সত্য ত্যাগ করিয়া জগতে অপযশ লও। সত্যের প্রতিজ্ঞা করিয়া যখন বর দিতে চাহিয়াছিলে তখন কি ভাবিয়াছিলে যে, আমি চানা (ছোলা) চাহিয়া লইব?

সিবি দধীচি বলি জো কছু ভাষা।
তনুধনু তজেউ বচনপনু রাখা॥
অতি কটু বচন কহত কৈকেঈ।
মানহুঁ লোন জরে পর দেঈ॥

শিবি, দধীচি ও বলি যাহা কিছু বলিয়াছেন, শরীর ও সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াও সে কথা, সে প্রতিজ্ঞা রাখিয়াছেন। কৈকেয়ী অতি কটুবাক্য বলিতেছিলেন। মনে হয় যেন পোড়া ঘায়ের উপর নুন ছিটাইতেছিলেন।

ধরম ধুরন্ধর ধীর ধরি নয়ন উঘারে রায়।
সির ধুনি লীন্হি উসাস অসি মারেসি মোহিকুঠায়॥

ধর্মরক্ষক রাজা ধৈর্য ধরিয়া চোখ খুলিলেন, কপালে করাঘাত করিয়া দীর্ঘশ্বাস লইলেন ও বলিলেন—এ আমাকে বড় কুজায়গায় আঘাত করিয়াছে।

৩২॥ আগে দীখি জরতি রিস ভারী।
মনহুঁ রোষ তরবারি উঘারী॥
মুঠি কুবুদ্ধি ধার নিঠুরাঈ।
ধরী কুবরী সান বনাঈ॥

রাজা সম্মুখে দেখিলেন যে, রাণী বড় ক্রোধে জ্বলিতেছেন। মনে হইল যেন ক্রোধরূপ তলোয়ার খোলা রহিয়াছে। কুবুদ্ধি সে তলোয়ারের মুঠি, আর নিষ্ঠুরতা হইল ধার, মন্থরা উহা ধরিয়া শানাইয়াছে।

লখী মহীপ করাল কঠোরা।
সত্য কি জীবনু লেইহি মোরা॥
বোলেউ রাউ কঠিন করি ছাতী।
বানী সবিনয় তাসু সোহাতী॥

তাসু সোহাতী—তাঁহাকে খোসামোদ করিয়া॥ সেই ভয়ঙ্কর ও কঠোর ক্রোধরূপ তলোয়ার দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, সত্যই কি আমার প্রাণ লইবে? রাজা বুক শক্ত করিয়া তখন খোসামুদি করিয়া তাঁহাকে দুই কথা বলিলেন।

**প্রিয়া বচন কস কহসি কুভাতী।
ভীর প্রতীতি প্রীতি করি হাঁতী।
মোরে ভরতু রামু দুই আঁখী।
সত্য কহউ করি শঙ্কর সাখী॥**

প্রিয়া, যাহাতে তোমার উপর প্রীতি ও বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়, এমন কুকথা কেন তুমি বলিতেছ? ভরত ও রাম আমার দুই চোখের মত। শঙ্করকে সাক্ষী করিয়া সত্য করিয়া বলিতেছি।

**অবসি দূত মৈঁ পঠউব প্রাতা।
ঐহহিঁ বেগি সুনত দোউ ভ্রাতা॥
সুদিন সোধি সবু সাজু সজাঈ।
দেউঁ ভরত কহঁ রাজু বজাঈ॥**

কাল প্রাতে নিশ্চয়ই দূত পাটাইব। দুই ভাই সংবাদ পাইয়াই তাড়াতাড়ি আসিবে। সুদিন দেখিয়া, সব সাজ সজ্জা করিয়া, ধুমধাম করিয়া ভরতকে যৌবরাজ্য দিব।

**লোভু ন রামহিঁ রাজ কর বহুত ভরত পর প্রীতি।
মৈঁ বড় ছোট বিচারি জিয় করত রহেউঁ নৃপনীতি॥**

রামচন্দ্রের রাজ্যের উপর লোভ নাই, আর ভরতের উপর স্নেহও খুব। আমি ছোট বড় বিচার করিয়াই রাজনীতি অনুসারে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

**৩৩॥ রাম সপথ সত কহউঁ সুভাউ।
রামমাতু কছু কহেউ ন কাউ॥
মৈঁ সবু কীন্হ তোহি বিনু পুছে।
তেহি তেঁ পরেউ মনোরথু ছুছে॥**

তাঁতে—সেইজন্য। ছুছে—নিষ্ফল॥ রামের এক শত শপথ লইয়া সত্য করিয়া বলিতেছি, রামের মাতা আমাকে কখনো কিছু বলে নাই। আমি তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া সব করিয়া ফেলিয়াছিলাম। সেইজন্যই আমার ইচ্ছা নিষ্ফল হইতেছে।

**রিস পরিহরু অব মঙ্গল সাজূ।
কছু দিন গয়ে ভরত জুবরাজূ॥
একহি বাত মোহি দুখু লাগা।
বর দুসর অসমঞ্জস মাঁগা॥**

রাগ ছাড়িয়া এখন মঙ্গলসাজে সাজ। কিছুদিন গেলেই ভরতের যৌবরাজ্য হইবে। একটা কথাতেই আমার দুঃখ হইয়াছে। তুমি যে দ্বিতীয় বরটা চাহিয়াছ, উহাই দ্বিধার কারণ হইয়াছে।

**অজহুঁ হৃদয় জরত তেহি আঁচা।
রিস পরিহাস কি সাঁচেহু সাঁচা॥
কহু তজি রোষু রাম অপরাধু।
সব কোউ কহই রামু সুঠি সাধু॥**

তোমার সে কথার আঁচে আমার বুক এখনো জ্বলিতেছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি সত্যই চাহিয়াছ না তামাসা করিতেছ। তুমি রাগ ছাড়িয়া বল, রামের অপরাধটা কি? রামকে ত সকলেই খুব সাধু বলিয়া থাকে।

**তুহুঁ সরাহসি করসি সনেহু।
অব সুনি মোহি ভয়উ সন্দেহু॥
জাসু সুভাউ অরিহি অনুকূলা।
সো কিমি করিহি মাতুপ্রতিকূলা॥**

সরাহসি—প্রশংসা কর। মোহি—আমার। ভয়উ—হইল॥ তুমিও রামের প্রশংসা করিয়া থাক, তাহাকে স্নেহও কর। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে। যাহার স্বভাবে শত্রুও অনুকূল হয়, সে মায়ের বিরুদ্ধাচরণ কি করিয়া করিবে?

**প্রিয়া হাস রিস পরিহরহি মাঁগু বিচারি বিবেকু।
জেহি দেখউঁ অব নয়ন ভরি ভরত রাজ অভিষেকু॥**

প্রিয়া, হাসি তামাসা ছাড়, বুঝিয়া সুঝিয়া বর চাও। যাহাতে চক্ষু ভরিয়া এখন ভরতের রাজ্যাভিষেক দেখিতে পারি তাহা কর।

**৩৪॥ জিঅই মীন বরু বারি বিহীনা।
মনি বিনু ফনিক জিঅই দুখদীনা॥
কহউঁ সুভাউ ন ছল মন মাহীঁ।
জীবনু মোর রাম বিনু নাহীঁ॥**

সুভাউ—স্বভাব॥ জল ছাড়া মাছ বরঞ্চ বাঁচিতে পারে, দীন দুঃখী হইয়া সাপ মণি বিনা বাঁচিতে পারে। কিন্তু তোমাকে অকপটে বলিতেছি, রাম বিনা আমার জীবনই থাকিতে পারে না।

**সমুঝি দেখু জিয় প্রিয়া প্রবীনা।
জীবনু রাম দরস আধীনা॥
সুনি মৃদুবচন কুমতি অতি জরঈ।
মনহুঁ অনল আহুতি ঘৃত পরঈ॥**

প্রিয়া, তুমি বুদ্ধিমতী। বুঝিয়া দেখ, আমার জীবন রামের দর্শনের উপর নির্ভর করে। মৃদুবাক্য শুনিয়া কুমতি কৈকেয়ী বড় জ্বলিয়া উঠিলেন। মনে হইল যেন আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িয়াছে।

**কহই করহু কিন কোটি উপায়া।
ইহাঁ ন লাগিহি রাউরি মায়া॥
দেহু কি লেহু অজস করি নাহীঁ।
মোহি ন বহুত প্রপঞ্চ সুহাহীঁ॥**

লেহু অজস—অযশ লও। করি নাহীঁ—'না' বল॥ কৈকেয়ী বলিলেন—কোটী উপায় কর না কেন, এখানে

তোমায় মায়া খাটিবে না। হয় দাও, আর নয়ত 'না' বলিয়া অপযশ লও। আমার কাছে বেশী মিথ্যা ভাল লাগে না।

রামু সাধু তুম্হ সাধু সয়ানে।
রামমাতু ভলি সব পহিচানে॥
জস কৌসিলা মোর ভল তাকা।
তস ফলু উন্হহিঁ দেউঁ করি সাকা॥

তাকা—তাকাইয়াছে, দেখিয়াছে। সাকা—সংবৎ॥ রাম সাধু, তুমি বুদ্ধিমান ও সাধু, আর রামের মা যে ভাল, সে পরিচয় ত সকলের কাছেই আছে। কৌশল্যা যেমন আমার ভাল দেখিয়াছে, তেমনি ফল তাহাকেও দিব, যাহাতে অনেক দিন মনে থাকে।

হোত প্রাতু মুনিবেষু ধরি জৌঁ ন রামু বন জাহিঁ।
মোর মরনু রাউর অজসু নৃপ সমুঝিয় মন মাহিঁ॥

হে রাজা, মনে রাখিও, যদি প্রাতঃকাল হইলে রাম মুনি বেশ ধরিয়া বনে না যায়, তবে আমার মরণ ও তোমার অপযশ হইবে।

৩৫॥ অস কহি কুটিল ভঈ উঠি ঠাঢ়ী।
মানহুঁ রোষ তরঙ্গিনি বাঢ়ী॥
পাপ পহার প্রগট ভই সোঈ।
ভরী ক্রোধ জল জাই ন জোঈ॥

প্রগট—উৎপন্ন। জোঈ—দেখা॥ এই কথা বলিয়া কুটিল কৈকেয়ী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল যেন ক্রোধের নদীতে বান দেখা দিল। ঐ নদী পাপের পাহাড়ে উৎপন্ন ও এত ক্রোধের জলে ভরা যে তাকান যায় না।

দোউ বর কূল কঠিনহঠ ধারা।
ভবঁর কুবরী বচন প্রচারা॥
ঢাহত ভূপরূপ তরুমূলা।
চলী বিপতিবারিধি অনুকূলা॥

এই নদীর দুই পাড় হইতেছে বরদান, কঠিন জেদ স্রোত, মন্থরার বাক্য জলের পাক। রাজারূপ গাছকে ক্রোধ-নদী মূলসমেত তুলিয়া ফেলিয়া বিপদ-সমুদ্রের দিকে লইয়া চলিল।

লখী নরেস বাত সব সাঁচী।
তিয়মিস মীচু সীস পর নাঁচী॥
গহি পদ বিনয় কীন্হি বৈঠারী।
জনি দিন কর কুল হোসি কুঠারী॥

তিয়মিস—স্ত্রীর আকারে। মীচু—মৃত্যু। সীসপর—মাথার উপর। জনি হোসি—হইও না॥ রাজা যখন দেখিলেন, তামাসা নয়, কথা সত্যই, তখন বুঝিলেন স্ত্রীর হাতে মৃত্যু মাথার উপর নাচিতেছে। রাজা তাঁহার হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া বসাইলেন, বলিলেন—সূর্যবংশের কুঠারের মত হইও না।

মাঁগু মাথ অবহীঁ দেউঁ তোহী।
রামবিরহ জনি মারসি মোহী॥
রাখু রাম কহুঁ জেহি তেহি ভাঁতী।
নাহিঁত জরিহি জনমু ভরি ছাতী॥

যদি মাথা চাও ত এখনি তোমাকে দিতেছি। রামের বিরহে যেন আমাকে মারিও না। রামকে যেমন তেমন করিয়া রাখ, না হইলে জন্ম-ভর তোমার হৃদয় জ্বলিবে।

দেখী ব্যাধি অসাধি নৃপ পরেউ ধরনি ধুনি মাথ।
কহত পরম আরতবচন রাম রাম রঘুনাথ॥

রাজা যখন দেখিলেন যে এ ব্যাধি অসাধ্য, তখন মাথা চাপড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন, আর অতি দীন বাক্যে বলিতে লাগিলেন—হে রাম, হে রাম, হে রঘুনাথ।

৩৬॥ ব্যাকুল রাউ সিথিল সব গাতা।
করিনি কলপতরু মনহুঁ নিপাতা॥
কণ্ঠ সুখ মুখ আব ন বানী।
জনু পাঠীনু দীনু বিনু পানী॥

রাউ—রাজা। পাঠীনু—মাছ॥ রাজা ব্যাকুল হইলেন, তাঁহার সকল শরীর এলাইয়া পড়িল। মনে হইল যেন কল্পতরুকে হাতী উপড়াইয়া ফেলিয়াছে। কণ্ঠ শুকাইয়া গেল, মুখে কথা আসিল না। তাঁহার অবস্থা জল বিনা মাছের অবস্থার মত কষ্টকর হইল।

পুনি কহ কটু কঠোর কৈকেঈ।
মনহুঁ ঘায় মহুঁ মাহুর দেঈ॥
জৌঁ অন্তহু অস করতব রহেউ।
মাঁগু মাঁগু তুম্হ কেহি বল কহেউ॥

করতব রহেউ—কর্তব্য ছিল। কেহিবল—কি সব বল॥ আবার কৈকেয়ী কথা বলিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন ঘায়ে বিষ দেওয়া হইতেছে। বলিলেন—যদি শেষে এমনি কাতরতাই করিবে, তবে "চাও চাও" এ কথা কিসের জোরে বলিতেছিলে?

দুই কি হোই এক সময় ভুআলা।
হঁসব ঠঠাই ফুলাউব গালা॥
দানি কহাউব অরু কৃপনাঈ।
হোই কি খেম কুসল রৌতাঈ॥

হঁসব ঠঠাই—হাসি ঠাট্টা করিবে। কহাউব -বলাইবে। রৌতাঈ—শূর বীরত্ব॥ হে রাজন্, দুইই কি একসঙ্গে হয়? হাসি ঠাট্টা করিবে আবার গালও ফুলাইবে? দাতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবে আবার কৃপণও হইবে? শূরবীর হইবে আবার মঙ্গল কুশলও চাহিবে?

ছাড়হু বচনু কি ধীরজু ধরহু।
জনি অবলা জিমি করুনা করহু।

তজু তিয় তনয় ধামু ধনু ধরনী।
সত্যসন্ধ কহুঁ তৃনসম বরনী॥

হয় প্রতিজ্ঞা ত্যাগ কর, আর নয় ত ধৈর্য ধর। স্ত্রীলোকের মত কাতর হইও না। যে সত্যরক্ষাকারী তাহার কাছে শরীর, স্ত্রী, পুত্র, ধাম, ধন ও ধরণী তৃণের সমান গণ্য।

মরমবচন সুনি রাউ কহ কহু কছু দোষু ন তোর।
লাগেউ তোহি পিসাচ জিমি কাল কহাবত মোর॥

মর্মান্তিক কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—তোমার কোনও দোষ নাই। তোমার পিছনে পিশাচ লাগিয়াছে। আমার মৃত্যু তোমাকে দিয়া কথা বলাইতেছে।

৩৭॥ চহত ন ভরত ভূপতহি ভোরে।
বিধিবস কুমতি বসী জিয় তোরে॥
সো সব মোর পাপপরিনামু।
ভয়উ কুঠাহর জেহি বিধি বামু॥

কুঠাহর—কুসময়। বামু—বিরূপ॥ ভরত ত ভুলিয়াও রাজ্য চায় না, অদৃষ্টবশে তোমার মনেই কুমতি বাসা লইয়াছে। এ সকল আমারই পাপের পরিণাম। সেইজন্য কুসময়ে বিধি বিরূপ হইয়াছেন।

সুবস বসিহি ফিরি অবধ সুহাঈ।
সব গুনধাম রাম প্রভুতাঈ॥
করিহহিঁ ভাই সকল সেবকাঈ।
হোইহি তিহুঁ পুর রামবড়াঈ॥

কালে সকলই হইবে। সুন্দর অযোধ্যাপুরীতে পুনরায় সুন্দর বাস বসিবে। সকল গুণের আধার রামচন্দ্রের প্রভুত্বও হইবে। সকল ভাইয়েরা রামের সেবা করিবে। তিনলোকে রামের মহত্ব ছাইবে।

তোর কলঙ্কু মোর পছিতাউ।
মুয়হু ন মিটিহি ন জাইহি কাউ॥
অব তোহি নীক লাগ করু সোঈ।
লোচন ওট বৈঠু মুঁহু গোঈ॥

মুয়হু—করিলেও। কাউ—কখনো। নীক—ভাল। ওট—আড়াল। গোঈ—ঢাকিয়া॥ সকলই হইবে, কেবল তোমার কলঙ্ক, আর আমার মনস্তাপ মরিলেও মিটিবে না, কখনো যাইবে না। এখন তোমার যাহা ভাল লাগে তাহাই কর, আর মুখ ঢাকিয়া চোখের আড়ালে বইস।

জব লগি জিঅউঁ কহউঁ করজোরী।
তব লগি জনি কছু কহেসি বহোরী॥
ফিরি পছিতৈহসি অন্ত অভাগী।
মারসি গাই নহারুহি লাগী॥

মারসি—মারিতেছ। নহারু—তাঁত॥ তোমাকে হাত-জোড় করিয়া বলিতেছি, যতদিন বাঁচিব ততদিন আমাকে আর কিছু বলিও না। ও অভাগী, শেষকালে ত তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবেই। তুমি তাঁত (অস্ত্র) পাওয়ার জন্যই গাই মারিয়া ফেলিতেছ।

পরেউ রাউ কহি কোটিবিধি কাহে করসি নিদানু।
কপটসয়ানি ন কহতি কছু জাগতি মনহুঁ মসানু॥

রাজা কোটি প্রকারে বলিলেন—কেন সর্বনাশ করিতেছ? তার পর মাটিতে পড়িয়া গেলেন। কপটজ্ঞানী কৈকেয়ীর মুখে কথা নাই, যেন সে শ্মশানে সিদ্ধি পাওয়ার জন্য মৌনী হইয়া জাগিয়া আছে।

৩৮॥ রাম রাম রট বিকল ভুআলূ।
জনু বিনু পঙ্খ বিহঙ্গ বেহালূ॥
হৃদয় মনাব ভোরু জনি হোঈ।
রামহিঁ জাই কহই জনি কোঈ॥

মনাব—মানত করিতে লাগিলেন। জনি কোঈ—বলে না যেন॥ "রাম রাম" বলিয়া রাজা অবশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা পাখাশূন্য পাখীর মত বেহাল হইল। মনে মনে মানত করিলেন যে, প্রাতঃকাল যেন না হয়, রামকে যেন এ সংবাদ কেহ না দেয়।

উদয় করহু জনি রবি রঘুকুলগুর।
অবধ বিলোকি সূল হোইহি উর॥
ভূপপ্রীতি কৈকই কঠিনাঈ।
উভয় অবধি বিধি রচী বনাঈ॥

হে রঘুকুলগুরু সূর্য, তুমি যেন উদয় হইও না, কেননা উঠিলেই অযোধ্যার অবস্থা দেখিয়া তোমার বুকে বড় ব্যথা লাগিবে। রাজাকে প্রেমের ও কৈকেয়ীকে নিষ্ঠুরতার চরম সীমা করিয়া যেন বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বিলপত নৃপহি ভয়উ ভিনুসারা।
বীনা বেনু সঙ্খ ধুনি দ্বারা॥
পঢ়হিঁ ভাট গুন গাবহিঁ গায়ক।
সুনত নৃপহি জনু লাগহিঁ সায়ক॥

ভিনুসারা—প্রাতঃকাল। সায়ক—বাণ॥ রাজার বিলাপ করিতে করিতে ভোর হইল। বীণা, বেণু ও শঙ্খ-ধ্বনিতে ভোরের সূচনা করা হইল। ভাট যশ পাঠ করিতেছিল, গায়কেরা গুণগান করিতেছিল। সে সকল শব্দ রাজার কানে বাণের মত বিঁধিল।

মঙ্গল সকল সুহাহিঁ ন কৈসে।
সহগামিনিহিঁ বিভূষন জৈসে॥
তেহি নিসি নীঁদ পরী নহিঁ কাহূ।
রামদরস লালসা উছাহূ॥

যে সহমরণে যাইতেছে, তাহার গায়ের ভূষণ যেমন অশোভন দেখায়, এই সকল তেমনি অশোভন দেখাইতেছিল। সেই রাত্রে কেহই ঘুমায় নাই, সকলে রামের দর্শন পাওয়ার লালসায় উৎসাহিত হইয়াছিল।

দ্বার ভীর সেবক সচিব তহহিঁ উদিত রবি দেখি।
জাগে অজহুঁ ন অবধপতি কারন কবন বিসেখি॥

অজহুঁ—এখনও। বিসেখি—বিশেষ॥ সূর্য উঠিয়াছে দেখিয়া রাজদ্বারে সেবক ও মন্ত্রীর ভিড় হইল। সকলে ভাবিল, আজ এখনো অযোধ্যাপতি জাগিতেছেন না, ইহার বিশেষ কারণ কি?

৩৯॥ **পছিলে পহর ভূপু নিত জাগা।**
আজু হমহিঁ বড় অচরজু লাগা॥
জাহু সুমন্ত্র জগাবহু জাঈ।
কীজিয় কাজ রজায়সু পাঈ॥

রাজা প্রতিদিন শেষ প্রহরে জাগেন। আজ আমাদের কাছে বড় আশ্চর্য লাগিতেছে। যাও, সুমন্ত্র, রাজাকে গিয়া জাগাও, রাজার আজ্ঞা লইয়া কাজ কর।

গয়ে সুমন্ত্র তব রাউর পাহীঁ।
দেখি ভয়াবন জাত ডেরাহীঁ॥
ধাই খাই জনু জাই ন হেরা।
মানহুঁ বিপতি বিষাদ বসেরা॥

বসেরা—বাসা বাঁধিয়াছে॥ সুমন্ত্র রাজার মহলে গেলেন। রাজপুরী ভয়ানক বোধ হইতেছিল, তিনি ভয় পাইলেন। রাজপুরী যেন খাইয়া ফেলিবে বলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, তাকান যায় না। মনে হয় যেন রাজপুরীতে বিপদ ও দুঃখ বাসা বাঁধিয়াছে।

পূছে কোউ ন উতরু দেঈ।
গয়ে জেহি ভবন ভূপ কৈকেঈ॥
কহি জয় জীব বৈঠ সিরু নাঈ।
দেখি ভূপ গতি গয়উ সুখাঈ॥

জিজ্ঞাসা করিলেও কেহ কোনও উত্তর দিতেছে না। যে বাড়ীতে রাজা ও কৈকেয়ী ছিলেন সেই বাড়ীতে সুমন্ত্র গেলেন। "জয় জীব" বলিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। রাজার অবস্থা দেখিয়া মন্ত্রী শুকাইয়া গেলেন।

সোচ বিকল বিবরন মহি পরেউ।
মানহুঁ কমলমূলু পরিহরেউ॥
সচিব সভীত সকই নহিঁ পূছী।
বোলী অসুভভরী সুভছুছী॥

অসুভভরী—অশুভ ভরা। সুভছুছী—শুভশূন্য॥ রাজা শোকে ব্যাকুল ও বিবর্ণ হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছেন। মনে হয় যেন পদ্মফুল নাল-ছাড়া হইয়া পড়িয়া আছে। ভয়ে মন্ত্রী কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। শুভশূন্যা অশুভপূর্ণা কৈকেয়ী তখন কথা বলিলেন।

পরী ন রাজহি নীঁদ নিসি হেতু জান জগদীসু।
রামু রামু রটি ভোরু কিয় কহই ন মরমু মহীসু॥

পরী ন নীঁদ—ঘুম হয় নাই॥ রাজার রাত্রে ঘুম হয় নাই, ইহার কারণ ঈশ্বর জানেন। "রাম রাম" বলিয়া ভোর করিলেন। রাজা কাহাকেও দুঃখের কি কারণ তাহা বলিলেন না।

৪০॥ **আনহু রামহিঁ বেগি বোলাঈ।**
সমাচার তব পুছেহু আঈ॥
চলেউ সুমন্ত্র রায়রুখ জানী।
লখী কুচালী কীন্হি কছু রানী॥

রাজা বলিলেন—রামকে শীঘ্র ডাকিয়া দাও, যেন আসিয়া সমস্ত সংবাদ জানিয়া লয়েন। ইহাই রাজার ইচ্ছা, এই বুঝিয়া সুমন্ত্র চলিলেন। সুমন্ত্র ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, রাণী কিছু মন্দ চাল চালিয়াছেন।

সোচ বিকল মগ পরই ন পাউ।
রামহিঁ বোলি কহিহিঁ কা রাউ॥
উর ধরি ধীরজ গয়উ দুআরে।
পূছহিঁ সকল দেখি মনমারে॥

শোকবশে রাস্তায় তাঁহার পা পড়িতেছিল না। ভাবিতেছিলেন, রামকে ডাকিয়া রাজা কি বা বলিবেন। ধৈর্য ধরিয়া দুয়ারে গেলেন। তাঁহাকে মন-মরা দেখিয়া সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—কি হইয়াছে?

সমাধানু করি সো সবহী কা।
গয়উ জহঁ দিন কর কুল টীকা॥
রাম সুমন্ত্রহি আবত দেখা।
আদরু কীন্হ পিতাসম লেখা॥

সুমন্ত্র সকলের কথার জবাব দিয়া, যেখানে সূর্যবংশের তিলক রাম থাকেন সেখানে গেলেন। রাম সুমন্ত্রকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে পিতার ন্যায় আদর করিলেন।

নিরখি বদনু কহি ভূপরজাঈ।
রঘু কুল দীপহিঁ চলেউ লেবাঈ॥
রাম কুভাঁতি সচিব সঙ্গ জাহীঁ।
দেখি লোগ জহঁ তহঁ বিলখাহীঁ॥

রামের মুখ দেখিয়া ও রাজার আজ্ঞা জানাইয়া সুমন্ত্র তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। রামচন্দ্রের মন্ত্রীর সহিত যাওয়ার ধরনটা ভাল নয় দেখিয়া চারিদিকে সকল লোক দুঃখিত হইল।

জাই দেখি রঘু বংস মনি নরপতি নিপট কুসাজু।
সহমি পরেউ লখি সিংঘিনিহি মনহুঁ বৃদ্ধ গজরাজু॥

রাম গিয়া দেখিলেন, রাজা অত্যন্ত খারাপ সাজে রহিয়াছেন। মনে হইল যেন সিংহিনীকে দেখিয়া বুড়া হাতী মুসড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

৪১॥ **সুখহিঁ অধর জরহিঁ সবু অঙ্গূ।**
মনহুঁ দীন মনিহীন ভুঅঙ্গূ॥
সরুখ সমীপ দেখি কৈকেঈ।
মানহুঁ মীচু ঘরী গনি লেঈ॥

ভুঅঙ্গূ—ভুজঙ্গ, সাপ। সরুখ—ক্রুদ্ধ। মীচু—মৃত্যু॥ রাজার ঠোঁট শুকাইয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর জ্বলিতেছে, তিনি যেন মণিহীন সাপের মত দীন হইয়া আছেন। রাজার নিকটেই ক্রুদ্ধা কৈকেয়ী বসিয়া আছেন। মনে হইল যেন মৃত্যুই সময় গুনিতেছে।

করুনাময় মৃদু রাম সুভাউ।
প্রথম দীখ দুখ সুনা ন কাউ॥
তদপি ধীর ধরি সমউ বিচারী।
পূছী মধুর বচন মহতারী॥

করুণাময় রামচন্দ্রের স্বভাব নরম, আর এই প্রথম দুঃখ দেখিলেন। পূর্বে একূপ কখন শোনেনও নাই। তবুও ধৈর্য ধরিয়া সময় বিচার করিয়া মাতাকে মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—

মোহি কহু মাতু তাত দুখ কারন্থ।
করিয় জতন্থ জেহি হোই নিবারন্থ॥
সুনহু রাম সব কারন এহু।
রাজহিঁ তুম্হ পর বহুত সনেহু॥

মা, পিতার দুঃখের কারণ কি আমাকে বলুন। যাহাতে তাহা নিবারণ হয়, সেই চেষ্টাই করা যাউক। কৈকেয়ী বলিলেন—রাম, শোন। সে কারণ এই যে রাজার তোমার উপর বড়ই ভালবাসা।

দেন কহেন্হি মোহিঁ দুই বরদানা।
মাঁগেউঁ জো কছু মোহিঁ সুহানা॥
সো সুনি ভয়উ ভূপউর সোচূ।
ছাড়ি ন সকহিঁ তুম্হার সংকোচূ॥

আমাকে দুইটী বর দিবেন বলিয়াছিলেন। আমার যাহা ভাল লাগে আমি তাহা চাহিয়াছি। তাহা শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ হইয়াছে। তোমার জন্য সঙ্কোচ যাইতেছে না।

সুত সনেহু ইত বচনু উত সঙ্কট পরেউ নরেসু।
সকহু ত আয়সু ধরহু সির মেটহু কঠিন কলেসু॥

একদিকে ছেলের জন্য ভালবাসা, অপরদিকে নিজের দেওয়া প্রতিজ্ঞা, রাজা এই দুইয়ের মধ্যে সঙ্কটে পড়িয়াছেন। যদি পার তবে রাজার আজ্ঞা মাথায় লও, কঠিন দুঃখ মিটাও।

৪২॥ **নিধরক বৈঠি কহই কটুবানী।**
সুনত কঠিনতা অতি অকুলানী॥
জীভ কমান বচন সর নানা।
মনহুঁ মহিপু মৃদু লচ্ছ সমানা॥

নিধরক—বিনা শঙ্কায়॥ অক্লেশে সোজা বসিয়া কটুকথা বলিতে লাগিলেন। সে কঠিন কথা শুনিয়া কঠিনতা নিজেও আকুল হয়। কৈকেয়ীর জিহ্বা যেন ধনুক, তাঁহার কথা উহার বাণ, আর রাজার কোমল মন উহার লক্ষ্য।

জনু কঠোর পনু ধরে সরীরু।
সিখই ধনুষবিদ্যা বরবীরু॥
সব প্রসঙ্গু রঘুপতিহি সুনাঈ।
বৈঠি মনহুঁ তনু ধরি নিঠুরাঈ॥

যেন কঠোরতা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার শরীর ধারণ করিয়া ধনুর্বিদ্যা শিখিতেছিল। কৈকেয়ী শ্রীরামচন্দ্রকে সকল কথা শুনাইলেন। মনে হইল কঠোরতা শরীর ধরিয়া বসিয়া আছে।

মন মুসুকাই ভানু কুল ভানু।
রামু সহজ আনন্দ নিধানু॥
বোলে বচন বিগত সব দূষন।
মৃদুমঞ্জুল জনু বাগবিভূষন॥

স্বভাবতঃই আনন্দের আলয় সূর্যকুলের সূর্য রাম মনে মনে হাসিয়া সকলদোষশূন্য সরস্বতীর ভূষণস্বরূপ মৃদু মধুর বাক্যে বলিলেন—

সুনু জননী সোই সুত বড়ভাগী।
জো পিতু মাতু বচন অনুরাগী॥
তনয় মাতু পিতু তোষনি হারা।
দুর্লভ জননি সকল সংসারা॥

মা, শোন। সেই পুত্র বড় ভাগ্যবান, যে মাতাপিতার কথায় শ্রদ্ধা দেখায়। মাতাপিতার সেবা করে, এমন পুত্র সারা সংসারে দুর্লভ।

মুনিগন মিলনু বিসেষি বন সবহি ভাঁতি হিত মোর।
তেহি মহঁ পিতু আয়সু বহুরি সম্মত জননী তোর॥

মা, বন বিশেষ করিয়া মুনিগণের মিলনের স্থান। উহাতে আমার সকল রকমে ভাল হইবে। তাহাতে পিতার আজ্ঞা আছে, আবার তোমারও সম্মতি রহিয়াছে।

৪৩॥ **ভরতু প্রানপ্রিয় পাবহিঁ রাজু।**
বিধি সববিধি মোহিঁ সনমুখ আজু॥
জোঁ ন জাউঁ বন ঐসেহু কাজা।
প্রথম গনিয় মোহিঁ মূঢ় সমাজা॥

সম্মুখ—প্রসন্ন, সন্তুষ্ট। ঐসেহু—এমন॥ প্রাণপ্রিয় ভরত রাজ্য পাইবে। বিধাতা আজ সকল প্রকারেই আমার প্রতি সন্তুষ্ট। এমন কাজেই যদি বনে না যাই, তবে আমি মূর্খদের মধ্যে প্রথম বলিয়া গণ্য হইব।

সেবহিঁ অরণ্ড কলপতরু ত্যাগী।
পরিহরি অমৃতু লেহি বিষু মাঁগী॥
তেউ ন পাই অস সমউ চুকাহীঁ।
দেখু বিচারি মাতু মন মাহীঁ॥

আপনি মনে মনে বিচার করিয়া দেখুন, যদি কেহ কল্পতরু ত্যাগ করিয়া এরণ্ড লয়, যদি কেহ অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ চাহিয়া লয়, সেও এমন অবসর পাইলে ভুল করে না।

অম্ব এক দুখু মোহি বিসেখী।
নিপট বিকল নরনায়কু দেখী॥
থোরিহি বাত পিতহি দুখু ভারী।
হোতি প্রতীতি ন মোহি মহতারী॥

নিপট—সম্পূর্ণ। নর-নায়কু—রাজা। প্রতীতি—বিশ্বাস॥ মা, রাজাকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া আমার বিশেষ দুঃখ হইতেছে। কথাটা সামান্য, আর তাহার জন্য পিতার এত বিষম দুঃখ! মা, আমার বিশ্বাস হইতেছে না।

রাউ ধীরু গুন উদধি অগাধূ।
ভা মোহিঁ তেঁ কছু বড় অপরাধূ॥
তা তেঁ মোহিঁ ন কহত কছু রাঊ।
মোরি সপথ তোহি কহু সতিভাঊ॥

রাজা ধীর ও অগাধ গুণের সমুদ্রের মত। সেইজন্য তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া মনে হয়, যেন আমার কোনও বড় অপরাধ হইয়া থাকিবে। তাই রাজা আমার সহিত কথা বলিতেছেন না। আমার শপথ, তুমি সত্য করিয়া বল।

সহজ সরল রঘুবরবচন কুমতি কুটিল করি জান।
চলই জোঁক জিমি বক্রগতি জদ্যপি সলিল সমান॥

রামের কথা ত স্বভাবতঃই সরল, কিন্তু কুমতি কৈকেয়ী উহা বাঁকা বলিয়া ধরিয়া লইল। যেমন জল সমান, তবুও জোঁক জলের উপর বক্রগতিতে চলে।

৪৪॥ রহসী রানি রামরুখ পাঈ।
বোলী কপটসনেহু জনাঈ॥
সপথ তুম্হার ভরত কই আনা।
হেতু ন দুসর মৈঁ কছু জানা॥

রহসী—প্রসন্ন। রামরুখ—রামের ইচ্ছা॥ রাণী রামের সম্মতি পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কপট স্নেহ জানাইয়া বলিলেন—তোমার ও ভরতের শপথ, রাজার দুঃখের অন্য কোনও কারণ আমি জানি না।

তুম্হ অপরাধ জোগু নহিঁ তাতা।
জননী জনক বন্ধু সুখ দাতা॥
রাম সত্য সবু জো কছু কহহূ।
তুম্হ পিতু মাতু বচন রত অহহূ॥

হে তাত, তুমি অপরাধের যোগ্য নও, তুমি জননী, জনক ও ভাইদের সুখই দিয়া থাক। হে রাম, তুমি যাহা কিছু বল তাহাই সত্য, তুমি পিতামাতার কথার অনুরক্ত।

পিতহিঁ বুঝাই কহহু বলি সোঈ।
চৌথেপন জেহি অজসু ন হোঈ॥
তুম্হ সম সুঅন সুকৃত জেহি দীন্হে।
উচিত ন তাসু নিরাদরু কীন্হে॥

চৌথেপন—শেষ বয়সে। অজসু—অযশ। সুঅন—সুত, পুত্র। সুকৃত—পুণ্য॥ তোমার বালাই লইতেছি। পিতাকে বুঝাইয়া তাহাই কর, যাহাতে শেষ বয়সে অযশ না হয়। যে পুণ্য তোমার মত পুত্র দিয়াছে, সে পুণ্যের অনাদর করা উচিত নয়।

লাগহিঁ কুমুখ বচন সুভ কৈসে।
মগহ গয়াদিক তীরথ জৈসে॥
রামহিঁ মাতুবচন সব ভায়ে।
জিমি সুরসরিগত সলিল সুহায়ে॥

মগহ—মগধ। ভায়ে—ভাল॥ মগধাদি খারাপ দেশে গয়াদির মত সুতীর্থ যেমন লাগে, কৈকেয়ীর কুমুখ হইতে ভাল কথা তেমনি লাগিল। রামের নিকট মাতার সকল কথা ভাল লাগিল, যেমন গঙ্গার স্রোতে মন্দ জল পড়িলেও ভাল হইয়া যায় তেমনি।

গই মুরুছা রামহিঁ সুমিরি নৃপ ফিরি করবট লীন্হ।
সচিব রাম আগমনু কহি বিনয় সময়সম কীন্হ॥

করবট লীন্হ—পাশ ফিরিলেন। মূর্চ্ছা কাটিয়া গেলে রামকে স্মরণ করিয়া রাজা পাশ ফিরিলেন। সেই সময়ে সুমন্ত্র রাম আসিয়াছেন, এই সংবাদ দিয়া সময়-উপযোগী বিনয় করিলেন।

৪৫॥ অবনিপ অকনি রামু পগুধারে।
ধরি ধীরজু তব নয়ন উঘারে॥
সচিব সঁভারি রাউ বৈঠারে।
চরন পরত নৃপ রামু নিহারে॥

অবনিপ—রাজা। অকনি—শুনিয়া। পগুধারে—আসিয়াছে। উঘারে—খোলেন॥ রাজা যখন শুনিলেন যে, রাম আসিয়াছেন, তখন ধৈর্য ধরিয়া চোখ খুলিলেন। মন্ত্রী রাজাকে সামলাইয়া লইয়া বসাইলেন। তখন রাম প্রণাম করিতে রাজা তাঁহাকে দেখিলেন।

লিয়ে সনেহবিকল উর লাঈ।
গৈ মনি মনহুঁ ফনিক ফিরি পাঈ॥
রামহিঁ চিতই রহেউ নরনাহু।
চলা বিলোচন বারিপ্রবাহু॥

স্নেহে ব্যাকুলভাবে রামকে এমন করিয়া বুকে লইলেন, যেন সাপ তাহার হারান মণি ফিরিয়া পাইল। দশরথ

রামকে দেখিতেই লাগিলেন, চোখ দিয়া জলস্রোত পড়িতে লাগিল।

সোকবিবস কছু কহই ন পারা।
হৃদয় লগাবত বারহিঁ বারা।
বিধিহি মনাব রাউ মন মাহীঁ॥
জেহি রঘুনাথ ন কানন জাহীঁ।

শোকের জন্য কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, বারবার তাঁহাকে কেবল বুকে লইতে লাগিলেন। বিধাতার নিকট রাজা কেবল এই মিনতি করিতেছিলেন, রাম যেন বনে না যান।

সুমিরি মহেসহি কহই নিহোরী।
বিনতী সুনহু সদাসিব মোরী॥
আসুতোষু তুম্হ অবঢর দানী।
আরতি হরহু দীনজন জানী॥

নিহোরী—মিনতি করা। অবঢর—অসীম। জন—ভক্ত॥ মহেশ্বরকে স্মরণ করিয়া বিনয় করিয়া বলিলেন—হে সদাশিব, আমার মিনতি শোন। হে আশুতোষ, অপরে যাহা দিতে পারে না তুমি নিঃসঙ্কোচে তাহা দিয়া থাক, দীন ভক্তের দুঃখ নাশ কর।

তুম্হ প্রেরক সব কে হৃদয় সো মতি রামহি দেহু।
বচনু মোর তজি রহহিঁ ঘর পরিহরি সীলু সনেহু॥

তুমি সকলের হৃদয়ের ইচ্ছা প্রেরণ করিয়া থাক। রামকে এমন মতি দাও যে, আমার কথা অবহেলা করিয়া শীল ও ভক্তি ত্যাগ করিয়া যেন সে ঘরেই থাকে।

৪৬॥ অজস হোউ জগ সুজস নসাউ।
নরক পরউঁ বরু সুরপুরু জাউ॥
সব দুখ দুসহ সহাবহু মোহী।
লোচন ওট রামু জনি হোহী॥

ওট—আড়াল॥ সুযশ নাশ হউক, অপযশ হয় ত তাহাও ভাল। নরকেই পড়ি বা স্বর্গেই যাই, তাহাতে ক্ষতি নাই। আমাকে যত দুঃসহ দুঃখ সহাইতে হয়, তাহা সহাও। কিন্তু রাম যেন চক্ষের সম্মুখ হইতে আড়াল না হয়।

অস মন গুনই রাউ নহিঁ বোলা।
পীপর পাত সরিস মন ডোলা॥
রঘুপতি পিতহি প্রেম বস জানী।
পুনি কছু কহিহি মাতু অনুমানী॥

এইভাবে রাজা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কিছু বলিলেন না, তাঁহার মন পাতার মত কাঁপিতে লাগিল। রামচন্দ্র পিতাকে স্নেহমগ্ন দেখিয়া মনে করিলেন, মা হয়ত আবার কিছু (কটুবাক্য) বলিবেন।

দেস কাল অবসর অনুসারী।
বোলে বচন বিনীত বিচারী॥
তাত কহউঁ কছু করউঁ ঢিঠাঈ।
অনুচিত ছমব জানি লরিকাঈ॥

ঢিঠাঈ—ধৃষ্টতা। ছমব—ক্ষমা করিবেন। লরিকাঈ—ছেলেমানুষ॥ স্থান, কাল ও অবসরের উপযুক্ততা বিচার করিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন—হে পিতা, ধৃষ্টতা করিয়া কিছু বলিতেছি। যদি অনুচিত হয়, তবে ছেলেমানুষ বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

অতি লঘু বাত লাগি দুখু পাবা।
কাহু ন মোহি কহি প্রথম জনাবা॥
দেখি গোসাইহিঁ পুছিউঁ মাতা।
সুনি প্রসঙ্গু ভয়ে সীতল গাতা॥

আপনি অতি সামান্য কথার জন্য দুঃখ পাইয়াছেন। আমাকে প্রথমেই কেন শোনান নাই? আপনার অবস্থা দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ব্যাপার শুনিয়া শরীর শীতল হইল।

মঙ্গলসময় সনেহবস সোচু পরিহরিয় তাত।
আয়সু দেইয় হরষি হিয় কহি পুলকে প্রভুগাত॥

হে পিতা, মঙ্গলসময়ে স্নেহের বশে দুঃখ করিবেন না, আনন্দিত মনে আজ্ঞা দিন। এই কথা বলিতে বলিতে প্রভুর শরীরে পুলক হইল।

৪৭॥ ধন্য জনম জগতীতল তাসু।
পিতহি প্রমোদু চরিত সুনি জাসু॥
চারি পদারথ করতল তা কে।
প্রিয় পিতুমাতু প্রানসম জা কে॥

জগতে তাহারই জন্ম ধন্য, যাহার চরিত্রের কথা শুনিয়া পিতার সুখ হয়। যাহার পিতামাতা প্রাণের মত প্রিয়, তাহার চার পদার্থ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) হাতের মুঠার ভিতর।

আয়সু পালি জনমফলু পাঈ।
ঐহউঁ বেগিহি হোউ রজাঈ॥
বিদা মাতু সন আবউ মাঁগী।
চলিহউঁ বনহিঁ বহুরি পগ লাগী॥

আজ্ঞা পালন করিয়া ও জন্ম সার্থক করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিব। মায়ের নিকট বিদায় লইয়া আসিতেছি। তারপর আপনাকে প্রণাম করিয়া বনে যাইব।

অস কহি রামু গবনু তব কীন্হা।
ভূপ সোকবস উতরু ন দীন্হা॥
নগর ব্যাপি গই বাত সুতীছী।
ছুঅত চঢ়ী জনু সব তন বীছী॥

গুতীছা—সুতীক্ষ্ণ। ছুঅত—কাটিতেছিল। চঢ়ী—চড়িয়া। তন—শরীর॥ এই কথা বলিয়া তার পর রাম গেলেন। রাজা শোকে কোনই উত্তর দিলেন না। এই অতি পীড়াদায়ক সংবাদ নগরে রটিয়া গেল। বিছা যদি শরীরে উঠিয়া সারা শরীর কামড়ায় তাহা হইলে যে অবস্থা হয়, লোকের তাহাই হইল।

সুনি ভয়ে বিকল সকল নরনারী।
বেলি বিটপ জিমি দেখি দবারী॥
জো জহঁ সুনই ধুনই সির সোঈ।
বড় বিষাদু নহিঁ ধীরজু হোঈ॥

সকল স্ত্রী পুরুষ একথা শুনিয়া ব্যাকুল হইল, বৃক্ষ লতা দাবানল দেখিলে যেমন হয় তেমনি। যে যেখানে শোনে কপালে আঘাত করিতে থাকে। সকলেরই বড় দুঃখ হইল, কাহারও ধৈর্য রহিল না।

মুখ সুখাহিঁ লোচন স্রবহিঁ সোক ন হৃদয় সমাই।
মনহুঁ করুন রস কটকঈ উতরী অবধ বজাই॥

মুখ শুকাইয়া গেল, চোখে জল পড়িতে লাগিল। মনে হইল যেন করুণারসের সেনা ডঙ্কা বাজাইয়া অযোধ্যায় নামিল।

৪৮॥ **মিলহি মাঁঝ বিধি বাত বিগারী।**
জহঁ তহঁ দেহিঁ কৈকইহি গারী॥
এহি পাপিনিহি বুঝি কা পরেউ।
ছাই ভবন পর পাবকু ধরেউ॥

লোকে বলিতে লাগিল, বিধাতা তৈরী জিনিষটা মাঝখানে বিগড়াইয়া দিলেন। লোকে যেখানে সেখানে কৈকেয়ীকে গালি দিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল—এই পাপিনীর কি বুদ্ধি হইয়াছে যে, ছাওয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল।

নিজকর নয়ন কাঢ়ি চহ দীখা।
ডারি সুধা বিষু চাহত চীখা॥
কুটিল কঠোর কুবুদ্ধি অভাগী।
ভই রঘু বংস বেনু বন আগী॥

কাঢ়ি—উপড়াইয়া। চীখা—চাখিতে॥ কৈকেয়ীর কাণ্ডটা এমনই যেন নিজ হাতে চক্ষু উপাড়িয়া তাহা দেখিতে চায়, অমৃত ছাড়িয়া বিষ চাখিতে চায়। কৈকেয়ী বড়, কুটিল কঠোর, কুবুদ্ধি ও দুর্ভাগ্য। সে রঘুবংশরূপী বাঁশ বনে আগুনের মত হইল।

পালব বৈঠি পেড়ু এই কাটা।
সুখ মহঁ সোক ঠাটু ধরি ঠাটা॥
সদা রাম এহি প্রানসমানা।
কারন কবন কুটিলপনু ঠানা॥

কৈকেয়ী যে ডালে বসিয়া আছে, সেই ডালই কাটিল। আনন্দের মধ্যে দুঃখের আসন তৈয়ার করিয়া দিল। রাম সর্বদাই ইহার প্রাণের মত ছিলেন। এই কুটিলতা করার কারণ কি?

সত্য কহহিঁ কবি নারিসুভাউ।
সব বিধি অগম অগাধ দুরাউ॥
নিজপ্রতিবিম্বু বরুকু গহি জাঈ।
জানি ন জাই নারিগতি ভাঈ॥

দুরাউ—গুপ্ত। গহি জাঈ—ধরিতে পারা যায়॥ কবিরা স্ত্রী-স্বভাবের কথা ঠিকই বলিয়াছেন উহা সকল প্রকারে অগম্য, গভীর ও গোপন। আরসির উপরে যে নিজের ছায়া পড়ে, তাহা ধরাও যদি কাহারো সম্ভব হয়, তথাপি স্ত্রী-লোকের মনের গতি জানা সম্ভব নয়।

কাহ ন পাবকু জারি সক কা ন সমুদ্র সমাই।
কা ন করই অবলা প্রবলকেহি জগ কালু ন খাই॥

আগুন কি না জ্বালায়? সমুদ্রের ভিতরে কি না প্রবেশ করিতে পারে? স্ত্রী-লোক প্রবল হইলে কি না করে? জগতে কাল কি না নাশ করে?

৪৯॥ **কা সুনাই বিধি কাহ সুনাবা।**
কা দেখাই চহ কাহ দেখাবা॥
এক কহহিঁ ভল ভুপ ন কীন্হা।
বরু বিচারি নহিঁ কুমতিহি দীন্হা॥

বিধাতা কি কথা শুনাইয়া, এখন কি কথা শুনাইলেন, কি দেখাইতে চাহিয়া কি দেখাইলেন? কেহ বলিল—রাজা কৈকেয়ীকে চিন্তা করিয়া বর না দিয়া ভাল করেন নাই।

জো হঠি ভয়উ সকল দুখভাজনু।
অবলাবিবস গ্যান গুন গা জনু॥
এক ধরমপরমিতি পহিচানে।
নৃপহি দোসু নহিঁ দেহিঁ সয়ানে॥

ঐ বর জোর করিয়াই সকলকে দুঃখ দিল। অবলার জন্য বিবশ হইয়া রাজার জ্ঞান ও গুণ যেন চলিয়া গিয়াছিল। একজন বুদ্ধিমান লোক ধর্মের সীমা কি তাহা জানিত। সে রাজার দোষ দিল না।

সিবি দধীচি হরিচন্দ কহানী।
এক এক সন কহহিঁ বখানী॥
এক ভরত কর সম্মত কহহীঁ।
এক উদাস ভায় সুনি রহহীঁ॥

একজন আর একজনকে শিবি, দধীচি ও হরিশ্চন্দ্রের কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছিল। একজন বলিল—ইহাতে ভরতের সম্মতি আছে। আর একজন তাহা শুনিয়া উদাসভাবে রহিল।

কান মূঁদি কর রদ গহি জীহা।
এক কঁহহিঁ যহ বাত অলীহা॥
সুকৃত জাহিঁ অস কহত তুম্হারে।
রামু ভরত কহঁ প্রানপিয়ারে॥

রদগহি—দাঁতে কাটিয়া। অলীহা—অলীক॥ কেহ বা কানে আঙ্গুল দিয়া, দাঁতে জিভ কাটিয়া বলিল—এ কথা মিথ্যা। এরূপ কথা বলায় তোমার পুণ্য নাশ হইবে, ভরতের নিকট ত রাম প্রাণের মত প্রিয়।

চন্দ চবই বরু অনলকন সুধা হোই বিষ তুল।
সপনেহুঁ কবহুঁ ন করহিঁ কছু ভরতু রাম প্রতিকূল॥

চন্দ্র আগুনের কণা বর্ষণ করিতে পারে, সুধা বিষের মত হইতে পারে, তথাপি ভরত স্বপ্নেও কখন রামের প্রতিকূল কিছু করিবে না।

৫০॥ **এক বিধাতহি দূষন দেহীঁ।**
সুধা দেখাই দীন্হ বিষু জেহীঁ॥
খরভরু নগর সোচু সব কাহূ।
দুসহ দাহু উর মিটা উছাহূ॥

একজন বিধাতার দোষ দিতেছিলেন। বিধাতাই ত সুধা দেখাইয়া বিষ দিলেন। নগরে চঞ্চলতা দেখা দিল। সকলের হৃদয়েই দুঃসহ দুখ হইল, আনন্দ শেষ হইল।

বিপ্রবধূ কুলমান্য জঠেরী।
জে প্রিয় পরম কৈকঈ কেরী॥
লগীঁ দেন সিখ সীলু সরাহী।
বচন বানসম লাগহিঁ তাহী॥

যাঁহারা কৈকেয়ীর পরম প্রিয় সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীরা, কুলের মাননীয়া স্ত্রীরা ও বৃদ্ধারা কৈকেয়ীকে তাঁহারা শীলের প্রশংসা করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কিন্তু সেকথা কৈকেয়ীর নিকট বাণের মত বিঁধিল।

ভরত ন মোহি প্রিয় রামসমানা।
সদা কহহু যহু সব জগ জানা॥
করহু রাম পর সহজ সনেহূ।
কেহি অপরাধ আজু বন দেহূ॥

স্ত্রীরা বলিলেন—তুমি সর্বদাই বলিতে, আমার কাছে ভরত রামের মত প্রিয় নয়, এ কথা ত সকলেই জানে। রামের উপর স্বাভাবিক স্নেহ করিতে। আজ কি অপরাধে রামকে বনে দিলে?

কবহুঁ ন কিয়হু সবতি আরেসূ।
প্রীতিপ্রতীতি জান সবু দেসূ॥
কৌসল্যা অব কাহ বিগারা।
তুম্হ জেহি লাগি বজ্র পুর পারা॥

তুমি কখনও সতীনের দ্বেষ কর নাই, তোমাদের প্রীতি ও বিশ্বাসের কথা সকলেই জানে। কৌশল্যা আজ কি ক্ষতি করিয়াছে, যাহার জন্য তুমি এই পুরীতে বজ্রপাত করাইলে।

সীয় কি পিয় সঙ্গু পরিহরিহি লখনু কি রহিহহিঁ ধাম।
রাজু কি ভূঁজব ভরত পুর নৃপু কি জিইহি বিনু রাম॥

সীতা কি প্রিয় স্বামীর সঙ্গ ছাড়িবেন, লক্ষ্মণ কি ঘরে থাকিবেন, ভরত কি রাজ্য ভোগ করিবেন, আর রাজাই কি রাম বিনা বাঁচিবেন?

৫১॥ **অস বিচারি উর ছাড়হু কোহূ।**
সোক কলঙ্ক কোটি জনি হোহূ॥
ভরতহিঁ অবসি দেহু যুবরাজূ।
কানন কাহ রাম কর কাজূ॥

এই কথা মনে চিন্তা করিয়া ক্রোধ ছাড়, শোক ও অপার কলঙ্কের কারণ হইও না। ভরতকে অবশ্যই যৌবরাজ্য দিও, কিন্তু রামের বনে যাওয়ার কাজ কি আছে?

নাহিন রাম রাজ কে ভূখে।
ধরমধুরীন বিষয়রস রূখে॥
গুরুগৃহ বসহিঁ রাম তজি গেহূ।
নৃপ সন অস বর দূসর লেহূ॥

রাজ্য পাওয়ার জন্য রামের কিছু আকাঙ্খা নাই। তিনি ধর্মপরায়ণ ও বিষয় ভোগে নিস্পৃহ। রাম রাজ্য ছাড়িয়া গুরুগৃহে বাস করিবেন, এইপ্রকার দ্বিতীয় বর রাজার নিকট হইতে লও।

জৌঁ নহিঁ লগিহহু কহে হমারে।
নহিঁ লাগিহি কছু হাথ তুম্হারে॥
জৌঁ পরিহাস কীন্হি কছু হোঈ।
তৌ কহি প্রগট জনাবহু সোঈ॥

যদি আমাদের কথা না শোন, তবে তোমার কোন ফল লাভ হইবে না। যদি কিছু পরিহাসই করিয়া থাক, তবে সে কথা প্রকাশ করিয়া বল।

রামসরিস সুত কানন জোগূ।
কাহ কহিহি সুনি তুম কহুঁ লোগূ॥
উঠহু বেগি সোই করহু উপাঈ।
জেহি বিধি সোকু কলঙ্কু নসাঈ॥

রামের মত পুত্র বনে পাঠাইবার যোগ্য, এ কথা শুনিয়া লোক তোমাকে কি বলিবে? তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাহাতে শোক ও কলঙ্ক নাশ হয় সেই উপায় কর।

ছন্দ—
জেহি ভাঁতি সোকু কলঙ্কু জাই উপায়
করি কুল পালহী।
হঠি ফেরু রামহিঁ জাত বন জনি বাত দূসরি চালহী॥
জিমি ভানু বিনু দিনু প্রান বিনু তনু চন্দু বিনু
জিমি জামিনী॥
তিমি অবধ তুলসীদাস প্রভু বিনু সমুঝি ধৌঁ
জিয় ভামিনী

যেমন করিয়া শোক ও কলঙ্ক দূর হয়, তাহাই করিয়া কুল রক্ষা কর। জেদ করিয়া রামের বনে যাওয়া ঠেকাও, আর অন্য কথা নয়। সূর্য বিনা যেমন দিন, প্রাণ বিনা যেমন শরীর, চন্দ্র বিনা যেমন রাত্রি, তুলসীর প্রভু বিনা অযোধ্যাও তেমনি। হে রাণী, এ কথা বুঝিয়া দেখ।

সোঃ—

সখিন্হ সিখাবন দীন্হ সুনত মধুর পরিনাম হিত।
তেই কছু কান ন কীন্হ কুটিল প্রবোধী কূবরী॥

সখীরা যে শিক্ষা দিল তাহা শুনিতে মধুর ও পরিণামে হিতকর। কিন্তু কুটিল কুঁজী যে শিক্ষা দিয়াছিল তাহার জন্য রাণী উহাতে কোনও কাম দিলেন না।

৫২॥ **উতরু ন দেই দুসহ রিস রূখী।**
মৃগিন্হ চিতব জনু বাঘিনী ভূখী॥
ব্যাধি অসাধি জানি তিন্হ ত্যাগী।
চলীঁ কহত মতিমন্দ অভাগী॥

রাণী অসহ্য ক্রোধে উত্তর দিতে পারিলেন না। ক্ষুধিত বাঘিনী যেমন হরিণের দিকে তাকায়, তেমনি করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। রাণীর ব্যাধি অসাধ্য জানিয়া, তাহাকে ত্যাগ করিয়া, "নির্বোধ অভাগী" বলিতে বলিতে তাঁহারা চলিয়া গেল।

রাজু করত যহ দৈব বিগোঈ।
কীন্হেসি অস জস করই ন কোঈ॥
এহি বিধি বিলপহিঁ পুর নর নারী।
দেহিঁ কুচালিহি কোটিক গারী॥

রাণীগিরি করিতেছিল, কিন্তু দৈব তাহা শেষ করিল। এমন কাজ করিল যাহা কেহ করে না। পুরনরনারীরা এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে দুষ্টা কৈকেয়ীকে গালি দিতে লাগিল।

জরহিঁ বিষমজর লেহিঁ উসাসা।
কবনি রাম বিনু জীবন আসা॥
বিপুল বিয়োগ প্রজা অকুলানী।
জনু জল চর গন সূখত পানী॥

লোকে দীর্ঘশ্বাস লইয়া বিষম জ্বরের জ্বালায় যেন জ্বলিতেছিল, বলিতেছিল—রাম বিনা জীবনের আর কি আশা? বেশী দিনের বিরহের ভয়ে প্রজারা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। জল শুকাইয়া গেলে মাছ ইত্যাদির যে অবস্থা হয়, তাহাদেরও সেই অবস্থা হইয়াছিল।

অতিবিষাদবস লোগ লোগাঈ।
গয়ে মাতু পহিঁ রাম গোসাঈ॥
মুখপ্রসন্ন চিত চৌগুন চাউ।
মিটা সোচু জনি রাখই রাউ॥

চাউ—সন্তোষ। সোচু—চিন্তা॥ এদিকে লোকেরা যখন এইপ্রকার দুঃখে ডুবিয়া আছে, সে সময় রাম মায়ের নিকট গেলেন। তাঁহার মুখ প্রসন্ন, তাঁহার হৃদয়ে চারগুণ সন্তোষ। রাজা যে আটকাইয়া রাখিবেন না, সে আশঙ্কা গিয়াছে।

নবগয়ন্দু রঘুবংসমনি রাজু অলানসমান।
ছুট জানি বনগমনু সুনি উর অনন্দু অধিকান॥

গয়ন্দু—গজেন্দ্র, হাতী। অলান—বাঁধার দড়ি, বেড়ি॥ রাম যেন নূতন ধরা হাতী, আর রাজপদ যেন বেড়ি। বেড়ি হইতে ছুটি পাইয়া বনে যাইতে পারিবে শুনিলে সে হাতীর যেমন বড় আনন্দ হয়, রামচন্দ্রের রাজপদ হইতে ছুটি পাইয়া বনগমনসংবাদে তেমনি বড় আনন্দ হইয়াছিল।

৫৩॥ **রঘু কুল তিলক জোরি দোউ হাথা।**
মুদিত মাতুপদ নায়উ মাথা॥
দীন্হি অসীস লাই উর লীন্হে।
ভূষনবসন নিছাবরি কীন্হে॥

রাম দুই হাত জোড় করিয়া প্রসন্ন মনে মায়ের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। মা তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বুকে লইলেন ও বস্ত্র অলঙ্কার দিলেন।

বার বার মুখ চুম্বতি মাতা।
নয়ন নেহজলু পুলকিত গাতা॥
গোদ রাখি পুনি হৃদয় লগায়ে।
স্রবত প্রেম রস পয়দ সুহায়ে॥

মা বার বার তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন। চোখে স্নেহের জল দেখা দিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল। তাঁহাকে কোলে করিলেন ও বুকে লইলেন। তাঁহার স্তন হইতে ভালবাসার বশে টপ টপ করিয়া দুধ ক্ষরিতে লাগিল।

প্রেমু প্রমোদু ন কছু কহি জাঈ।
রঙ্ক ধনদপদবী জনু পাঈ॥
সাদর সুন্দরবদনু নিহারী।
বোলী মধুরবচন মহতারী॥

রামকে পাইয়া মায়ের ভালবাসার ও আনন্দের কথা বলা যায় না, মনে হইল গরীব যেন কুবের হইল। তাঁহার সুন্দর মুখ আদর করিয়া দেখিয়া মা মধুর বাক্যে বলিলেন—

কহহু তাত জননী বলিহারী।
কবহিঁ লগন মুদ মঙ্গল কারী॥
সুকৃত সীল সুখ সীঁব সুহাঈ।
জনমলাভ কই অবধি অঘাঈ॥

মুদ—আনন্দময়। সীব—সীমা। সুহাঈ—সুন্দর। অবধি—সীমা। অঘাঈ—পূর্ণ॥ হে প্রিয়, তোমার মা বলাই

লইতেছে। কখন সে আনন্দকর ও মঙ্গলময় সময়, যাহা পুণ্য, সদাচার ও সুখের সীমা, যাহা জন্মলাভের শ্রেষ্ঠ ফল,

জেহি চাহত নরনারি সব অতি আরত এহি ভাঁতি।
জিমি চাতক চাতকি তৃষিত বৃষ্টি সরদ রিতু স্বাতি॥

যাহা সমস্ত নরনারী তেমনি কাতরভাবে চাহিতেছে যেমনভাবে চাতক-চাতকী শরৎকালে তৃষ্ণাতুর হইয়া স্বাতীনক্ষত্রের বৃষ্টি চায়।

৫৪॥ তাত জাউঁ বলি বেগি নহাহূ।
জো মন ভাব মধুর কছু খাহূ॥
পিতুসমীপ তব জায়হু ভৈয়া।
ভই বড়ি বার জাই বলি মৈয়া॥

হে প্রিয়, তোমার বালাই লই। শীঘ্র স্নান কর, যাহা ভাল লাগে এমন মিষ্ট কিছু খাও, তার পর পিতার নিকট যাও। বড় বিলম্ব হইয়াছে। তোমার মা বালাই লইতেছে।

মাতুবচন সুনি অতি অনুকূলা।
জনু সনেহ সুর তরু কে ফূলা॥
সুখমকরন্দ ভরে শ্রিয়মূলা।
নিরখি রাম মন ভবঁরু ন ভুলা॥

মায়ের এই অতি প্রিয় বাক্য শুনিয়া রামের মন ভুলিল না। মায়ের কথা যেন স্নেহ-কল্পতরুর ফুল, রাজলক্ষ্মী সেই কল্পতরুর মূল, আর সেই ফুলে সুখরূপ মধু ভরা। কিন্তু ঐ ফুল দেখিয়াও রামের মন-ভোমরা ভুলিল না।

ধরমধুরীন ধরমগতি জানী।
কহেউ মাতু সন অতি মৃদু বানী॥
পিতা দীন্হ মোহি কাননরাজূ।
জহঁ সব ভাঁতি মোর বড় কাজূ॥

ধর্মরক্ষক রাম ধর্মপথ জানিয়া মাকে অতি কোমল বাক্যে বলিলেন—পিতা আমাকে বন-রাজ্য দিয়াছেন। সেখানে সব রকমে আমার বড় লাভ হইবে।

আয়সু দেহি মুদিতমন মাতা।
জেহি মুদমঙ্গল কানন জাতা॥
জনি সনেহ বস ডরপসি ভোরে।
আনন্দু অম্ব অনুগ্রহ তোরে॥

হে মাতা, প্রসন্ন মনে আজ্ঞা দাও, যাহাতে বনগমন মঙ্গলময় হয়। ভালবাসার বশে আমার জন্য ভুলিয়াও ভয় পাইও না। তোমার অনুগ্রহে আমার আনন্দই হইবে।

বরষ চারি দস বিপিন বসি করি পিতু বচন প্রমান।
আই পায় পুনি দেখিহউঁ মন জনি করসি মলান॥

চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিয়া পিতার কথা পালন করিয়া, পুনরায় আসিয়া তোমার চরণ দর্শন করিব। তুমি মনে দুঃখ পাইও না।

৫৫॥ বচন বিনীত মধুর রঘুবরকে।
সরসম লগে মাতুউর করকে॥
সহমি সুখি সুনি সীতলবানী।
জিমি জবাস পরে পাবস পানী॥

উর—বুক। সহমি—মুসড়াইয়া। পাবস—বর্ষা॥ রামের বিনয়পূর্ণ বাক্য মায়ের বুকে শেলের মত লাগিল। রামের শীতল কথাতেও মা মুসড়াইয়া শুকাইয়া গেলেন। জবাসের উপর বর্ষার জল পড়িলে তাহার যে অবস্থা হয়, কৌশল্যার সেই অবস্থা হইল। ['জবাস' নামে এক প্রকার জঙ্গলী গাছ আছে। বর্ষায় জলে তাহা মরিয়া যায়।]

কহি ন জাই কছু হৃদয় বিষাদূ।
মনহুঁ মৃগী সুনি কেহরিনাদূ॥
নয়ন সজল তন থরথর কাঁপী।
মাঁজহি খাই মীন জনু মাপী॥

তাঁহার দুঃখের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। সিংহের ডাকে হরিণী যেমন মুসড়াইয়া যায়, তাঁহার অবস্থা তেমনি হইল। চোখে জল আসিল ও শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, যেন মাছ মাঁজা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। [মাঁজা এক প্রকার রোগ]।

ধরি ধীরজু সুতবদনু নিহারী।
গদগদবচন কহতি মহতারী॥
তাত পিতহি তুম্হ প্রানপিয়ারে।
দেখি মুদিত নিত চরিত তুম্হারে॥

পুত্রের মুখ দেখিয়া ধৈর্য ধরিয়া গদগদ বাক্যে মা বলিলেন—হে পুত্র, তুমি পিতার প্রাণপ্রিয়, তোমার চরিত্রে তিনি সর্বদা সন্তুষ্ট।

রাজ দেন কহুঁ সুভদিন সাধা।
কহেউ জান বন কেহি অপরাধা॥
তাত সুনাবহু মোহি নিদানু।
কো দিন কর কুল ভয়উ কৃসানু॥

নিদান—মূল কারণ, শেষ কারণ। কৃসানু—আগুন॥ তিনি রাজ্য দিবেন বলিয়া শুভদিন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন আবার কি অপরাধে বনে যাইতে বলিলেন? হে প্রিয়, সূর্যবংশে কে আগুন লাগাইয়া দিল আর কেনই বা দিল, সে কারণ আমাকে শোনাও।

নিরখি রামরুখ সচিবসুত কারনু কহেউ বুঝাই।
সুনি প্রসঙ্গু রহি মূক জিমি দসা বরনি নহিঁ জাই॥

রামের ইচ্ছা বুঝিয়া সচিবের পুত্র মাকে কারণ শুনাইলেন। মা ঘটনা শুনিয়া বোবার মত হইয়া গেলেন। তাঁহার অবস্থা বর্ণনা করা যায় না।

৫৬॥ রাখি ন সকই ন কহি সক জাহূ।
দুহুঁ ভাঁতি উর দারুন দাহূ॥
লিখত সুধাকর গা লিখি রাহূ।
বিধিগতি বাম সদা সব কাহূ॥

সে কথা শুনিয়া রামকে মা রাখিতে পারিতেছেন না, আবার "যাও" এ কথাও বলিতে পারিতেছেন না ; তাঁহার দুই দিকেই হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। বিধাতা অদৃষ্টে যেন চাঁদ লিখিতে রাহু লিখিয়া রাখিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, সকলের পক্ষেই বিধাতা সকল সময়ে বাম।

ধরম সনেহ উভয় মতি ঘেরী।
ভই গতি সাঁপ ছুছুন্দরি কেরী॥
রাখউঁ সুতহি করউঁ অনুরোধূ।
ধরমু জাই অরু বন্ধুবিরোধূ॥

কৌশল্যাকে একই সময়ে ধর্মবুদ্ধি ও সন্তানের স্নেহ দুই দিকে টানিতেছিল। তাঁহার অবস্থা সাপে ছুঁচা গেলার মত হইল। যদি পুত্রকে থাকার অনুরোধ করা যায় তবে ধর্ম নষ্ট হয়, ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়।

কহউঁ জান বন তৌ বড়ি হানী।
সঙ্কট সোচ বিবস ভই রানী॥
বহুরি সমুঝি তিয়ধরমু সয়ানী।
রামু ভরত দোউ সুত সম জানী॥

যদি বনে যাইতে বলেন, তাহা হইলেও বড় ক্ষতি হয়। রাণী উভয় সঙ্কটে পড়িয়া চিন্তায় বিহ্বল হইলেন। পরে বুদ্ধিমতী বলিয়া স্ত্রীধর্ম বুঝিয়া এবং রাম ও ভরতকে দুই পুত্রের মত জানিয়া,

সরলসুভাউ রামমহতারী।
বোলী বচন ধীর ধরি ভারী॥
তাত জাউঁ বলি কীন্হেহু নীকা।
পিতু আয়সু সব ধরম ক টীকা॥

সরল-স্বভাব কৌশল্যা ধৈর্য ধরিয়া বলিলেন—হে প্রিয়, তোমার বালাই লই। তুমি ঠিকই করিয়াছ। পিতার আজ্ঞাই সকল ধর্মের সার।

রাজদেন কহি দীন্হ বন মোহি ন সো দুখলেসু।
তুম্হ বিনু ভরতহি ভূপতিহি প্রজহি প্রচণ্ড কলেসু॥

তিনি রাজ্য দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু দিলেন বনে। তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ নাই। কিন্তু দুঃখ এই যে তুমি না থাকিলে ভরতের, রাজার ও প্রজাদের ভয়ানক ক্লেশ হইবে।

৫৭॥ জৌঁ কেবল পিতুআয়সু তাতা।
তৌ জনি জাহু জানি বড়ি মাতা॥
জৌঁ পিতুমাতু কহেউ বন জানা।
তৌ কানন সত অবধ সমানা॥

হে প্রিয়, যদি কেবল পিতার আজ্ঞাই হইত, তবে মাকে বড় মনে করিয়া বনে না যাইতেও পারিতে। কিন্তু যখন বাপ মা দুইজনেই বনে যাইতে বলিতেছেন, তখন ত সে বন শত অযোধ্যার সমান।

পিতু বনদেব মাতু বনদেবী।
খগ মৃগ চরনসরোরুহ সেবী॥
অন্তহু উচিত নৃপহি বনবাসূ।
বয় বিলোকি হিয় হোই হরাসূ॥

সরোরুহ—পদ্ম॥ হরাস্—ব্যাকুলতা॥ বন-দেবতা তোমার পিতা ও বন-দেবী তোমার মাতার কাজ করিবেন। শেষ বয়সে ত রাজাদের বনে যাওয়াই উচিত। তোমার বয়স দেখিয়াই না ব্যাকুলতা আসে।

বড়ভাগী বন অবধ অভাগী।
জো রঘু বংস তিলক তুম্হ ত্যাগী॥
জৌঁ সুত কহউঁ সঙ্গ মোহি লেহূ।
তুম্হরে হৃদয় হোই সন্দেহূ॥

বনের বড় ভাগ্য, আর অযোধ্যা অভাগী, কেননা রঘু-বংশের রত্ন তুমি ইহাকে ত্যাগ করিলে। যদি তোমাকে বলি যে, আমাকে সঙ্গে লও, তাহা হইলেও (আমার সম্মতি নাই বলিয়া) তোমার সন্দেহ হইবে।

পূত পরমপ্রিয় তুম্হ সবহী কে।
প্রান প্রান কে জীবন জী কে॥
তে তুম্হ কহহু মাতু বন জাউঁ।
মৈঁ সুনি বচন বৈঠি পছিতাউঁ॥

হে পুত্র, তুমি সকলের পরম প্রিয়, প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন। সেই তুমি বলিতেছ—মা, বনে যাই। আমি শুনিয়া বসিয়া মাত্র বিলাপ করিতেছি।

যহ বিচারি নহিঁ করউঁ হঠ ঝূঠ সনেহ বঢ়াই।
মানি মাতু কর নাত বলি সুরতি বিসরি জনি জাই॥

নাত—সম্পর্ক। সুরতি—স্মৃতি। বিসরি—ভুলিয়া॥ এই মনে করিয়া মিথ্যা প্রীতি বাড়াইয়া আমি আর জেদ করিব না। তোমার বালাই লই। মায়ের সম্বন্ধ মনে রাখিও, যেন ভুলিয়া যাইও না।

৫৮॥ দেব পিতর সব তুম্হহিঁ গোসাঈঁ।
রাখহিঁ নয়ন পলক কী নাঈঁ॥
অবধি অম্বু প্রিয়পরিজন মীনা।
তুম্হ করুনাকর ধরমধুরীনা॥

অবধি—শেষ, নির্বাসনের শেষ দিন॥ হে প্রিয়, দেবতারা ও পিতৃগণ, পলক যেমন চোখ রক্ষা করে তেমনি করিয়া [illegible] তোমাকে রক্ষা করেন। অবধি অর্থাৎ নির্বা[illegible]শেষ দিন হইতেছে জল, প্রিয় পরিজন

হইতেছে নাহ, আর তুমি হইতেছ ধর্ম-ধুরন্ধর করুণাময়।

অস বিচারি সোই করহু উপাঈ।
সবহিঁ জিঅত জেহি ভেঁটহু আঈ॥
জাহু সুখেন বনহিঁ বলি জাউঁ।
করি অনাথ জন পরিজন গাউঁ॥

এই কথা মনে রাখিয়া তাহাই করিও, যাহাতে সকলে বাঁচিয়া থাকিতে তুমি আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে পার। তোমার বালাই লই। তুমি নিজের অনুরক্ত জনকে, পরিজনকে ও গ্রামকে অনাথ করিয়া সুখে বনে যাও।

সব কর আজু সুকৃতফল বীতা।
ভয়উ করাল কাল বিপরীতা॥
বহুবিধি বিলপি চরন লপটানী।
পরমঅভাগিনি আপুহি জানী॥

আজ সকলের পুণ্যফল শেষ হইয়াছে, ভয়ঙ্কর কাল বিরুদ্ধে গিয়াছে। এই বলিয়া বিলাপ করিয়া নিজেকে বড় অভাগিনী জানিয়া রামের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

দারুন দুসহ দাহ উর ব্যাপা।
বরনি ন জাই বিলাপকলাপা॥
রাম উঠাই মাতু উর লাঈ।
কহি মৃদুবচন বহুরি সমুঝাঈ॥

বুকে বিষম দুঃখদাহ বাজিল। সেই বিলাপের কথা বর্ণনা করা যায় না। রাম মাকে উঠাইয়া বুকে লইলেন মৃদুবাক্যে অনেক বুঝাইলেন।

সমাচার তেহি সময় সুনি সীয় উঠী অকুলাই।
জাই সাসু পদ কমল জুগ বন্দি বৈঠি সিরু নাই॥

সেই সময় সংবাদ শুনিয়া সীতা ব্যাকুল হইয়া আসিল শাশুড়ীর চরণকমলে প্রণাম করিয়া বসিলেন।

৫৯। দীন্হি অসীস সাসু মৃদুবানী।
অতি সুকুমারি দেখি অকুলানী॥
বৈঠি নমিত মুখ সোচতি সীতা।
রূপরাসি পতি প্রেম পুনীতা॥

শাশুড়ী সীতাকে মৃদুবাক্যে আশীর্বাদ করিলেন এবং তাঁহাকে সুকুমারী দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। স্বামীর প্রেমে পুণ্যবতী রূপবতী সীতা নীচু মুখে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চলন চহত বন জীবননাথূ।
কেহি সুকৃতী সন হোইহি সাথূ॥
কী তনু প্রান কি কেবল প্রানা।
বিধি করতবু কছু জাই ন জানা॥

প্রাণনাথ বনে যাইতে চাহিতেছেন। [illegible] পুণ্যে সঙ্গে যাইতে পারিব? বনে কি কেবল [illegible] প্রাণটাই যাইবে আর আমি দেহ লইয়া এখানে পড়িয়া থাকিব, অথবা দেহ ও প্রাণ দুইই তাঁহার সঙ্গে যাইবে? বিধাতা কি লিখিয়াছেন কিছুই জানি না।

চারু চরননখ লেখত ধরনী।
নূপুরমুখর মধুর কবি বরনী॥
মনহুঁ প্রেমবস বিনতী করহীঁ।
হমহিঁ সীয়পদ জনি পরিহরহীঁ॥

সীতা তাঁহার সুন্দর পায়ের নখ দিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতেছিলেন। কবি বলে, তাঁহার মুখর নূপুর মধুর শব্দ করিয়া যেন প্রেমের বশে মিনতি করিতেছিল যে, তাহাদিগকে যেন সীতা পরিত্যাগ না করেন।

মঞ্জু বিলোচন মোচতি বারী।
বোলী দেখি রামমহতারী॥
তাত সুনহু সিয় অতি সুকুমারী।
সাসু সসুর পরিজনহিঁ পিয়ারী॥

তাঁহার সুন্দর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া মাতা কৌশল্যা বলিলেন—রাম, শোন। সীতা অতি কোমল প্রকৃতি, শাশুড়ী, শ্বশুর ও পরিজনদের প্রিয়।

পিতা জনক ভূপালমনি সসুর ভানু কুল ভানু।
পতি রবি কুল কৈরব বিপিন বিধু গুন রূপ নিধানু॥

সীতার পিতা হইতেছেন রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জনক, আর শ্বশুর হইতেছেন সূর্যকুলের সূর্য এবং স্বামী হইতেছেন রূপ ও গুণের আকর সূর্যবংশরূপ কুমুদবনের চন্দ্রস্বরূপ।

৬০॥ মৈঁ পুনি পুত্রবধূ প্রিয় পাঈ।
রূপরাসি গুন সীল সুহাঈ॥
নয়নপুতরি করি প্রীতি বঢ়াঈ।
রাখেউঁ প্রান জানকিহিঁ লাঈ॥

আমি আবার রূপসী, গুণবতী ও সুশীলা প্রিয় পুত্রবধূ জানকীকে পাইয়া তাহাকে চোখের পুতুলের মত ভাল বাসিয়াছি। আমার প্রাণ জানকীর সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

কলপবেলি জিমি বহু বিধি লালী।
সীঁচি সনেহসলিল প্রতিপালী॥
ফূলত ফলত ভয়উ বিধি বামা।
জানি ন জাই কাহ পরিনামা॥

সীতাকে কল্পতরুর মত করিয়া স্নেহজল দিয়া নানা রকমে লালন পালন করিয়াছি। এখন যখন ফুল ফলের সময়, তখন বিধাতা বিরূপ হইলেন। পরিণাম যে কি হইবে জানি না।

পলঁগপীঠ তজি গোদ হিঁডোরা।
সিয় ন দীন্হ পগু অবনিকঠোরা॥

জিবনমূরি জিমি জোগবত রহউঁ।
দীপবাতি নহিঁ টারন কহউঁ॥

পালঙ্ক, সিংহাসন, কোল বা দোলনা, এ সকল ছাড়িয়া সীতাকে কখনো শক্ত মাটিতে পা ফেলিতে দিই নাই। সঞ্জীবনী লতার মত তাহার যাহা আবশ্যক জোগাইয়া আসিয়াছি। তাহাকে কখনও প্রদীপের পলিতাটা বাড়াইয়া দেওয়ার মত শ্রম করিতেও বলি নাই।

সোই সিয় চলন চহতি বন সাথা।
আয়সু কাহ হোই রঘুনাথা॥
চন্দ কিরন রস রসিক চকোরী।
রবিরুখ নয়ন সকই কিমি জোরী॥

সেই সীতা তোমার সাথে বনে যাইতে চায়। হে রাম, তোমার আদেশ কি? যে চকোরী চন্দ্রকিরণ ভোগ করিতে অভ্যস্ত সে সূর্যের দিকে কেমন করিয়া তাকাইবে?

করি কেহরি নিসিচর চরহিঁ দুষ্ট জন্তু বন ভূরি।
বিষবাটিকা কি সোহ সুত সুভগ সজীবনিমূরি॥

বনে হাতী, সিংহ ও রাক্ষসেরা বিচরণ করে, আর কত দুষ্ট জন্তু রহিয়াছে। হে পুত্র, সেখানে সীতাকে পাঠান কি শোভন হইবে? বিষবৃক্ষের বাগানে সঞ্জীবনী লতা কি শোভা পায়?

৬১॥ বনহিত কোল কিরাত কিসোরী।
রচী বিরঞ্চি বিষয় সুখ ভোরী॥
পাহন কৃমি জিমি কঠিন সুভাউ।
তিনহহিঁ কলেসু ন কানন কাউ॥

বিধাতা বিষয় ভোগে বঞ্চিত কোল ভীলের মেয়েদিগকে বনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়াছেন। পাথরের কীটের মত তাহাদের স্বভাব কঠিন, তাহারাই বনে ক্লেশ পায় না।

কৈ তাপসতিয় কাননজোগূ।
জিন্হ তপহেতু তজা সব ভোগূ॥
সিয় বন বসিহি তাত কেহি ভাঁতী।
চিত্রলিখিত কপি দেখি ডরাতী॥

অথবা যাঁহারা তপস্যার জন্য সকল ভোগ ত্যাগ করেন, সেইপ্রকার তপস্বী স্ত্রীরা বনে থাকার উপযুক্ত। হে প্রিয়, যে সীতা ছবিতে আঁকা বানর দেখিয়া ডরায়, সে কি করিয়া বনে বাস করিবে?

সুর সর সুভগ বনজ বন চারী।
ডাবর জোগ কি হংসকুমারী॥
অস বিচারী জস আয়সু হোঈ।
মৈঁ সিখ দেউঁ জানকিহি সোঈ॥

মানস-সরোবরের সুন্দর কমলবনে যে হাঁস চরে, সে কি কখনও পুকুরে চরার উপযুক্ত হয়? এই কথা বিবেচনা করিয়া তোমার যাহা আদেশ বল, আমি সীতাকে সেই উপদেশ দিব।

জৌঁ সিয় ভবন রহই কহ অম্বা।
মোহি কহঁ হোই বহুত অবলম্বা॥
সুনি রঘুবীর মাতু প্রিয় বানী।
সীল সনেহ সুধা জনু সানী॥

মা বলিলেন—যদি সীতা ঘরে থাকে তাহা হইলে আমাদের প্রাণে বাঁচার অবলম্বন হয়। রামচন্দ্র মায়ের শীতল ও স্নেহ-সুধামাখা কথা শুনিয়া

কহি প্রিয়বচন বিবেকময় কীন্হ মাতুপরিতোষ।
লগে প্রবোধন জানকিহি প্রগটি বিপিন গুন দোষ॥

ভালমন্দবিচারযুক্ত মিষ্ট কথা বলিয়া মাকে সন্তুষ্ট করিয়া, সীতাকে বনের গুণ ও দোষ প্রকাশ করিয়া শুনাইয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

৬২॥ মাতুসমীপ কহত সকুচাহীঁ।
বোলে সময় সমুঝি মন মাহীঁ॥
রাজকুমারি সিখাবন সুনহূ।
আন ভাঁতি জিয় জনি কছু গুনহূ॥

মায়ের সামনে বলিতে রামের সঙ্কোচ হইতেছিল। তথাপি এ সময় বলিতেই হইবে বুঝিয়া সীতাকে বলিলেন—রাজকুমারী উপদেশ শোন। আর যেন মনে অন্য কিছু করিও না।

আপন মোর নীক জৌঁ চহহূ।
বচনু হমার মানি গৃহ রহহূ॥
আয়সু মোর সাসুসেবকাঈ।
সব বিধি ভামিনি ভবন ভলাঈ॥

যদি তোমার নিজের ও আমার ভাল চাও, তবে আমার কথা শুনিয়া ঘরেই থাক। আমার আদেশ হইতেছে, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করা। সীতা, ঘরে থাকাই তোমার পক্ষে সকল দিকে ভাল।

এহি তেঁ অধিক ধরমু নহিঁ দূজা।
সাদর সাসু সসুর পদ পূজা।
জব জব মাতু করিহি সুধি মোরী।
হোইহি প্রেমবিকল মতিভোরী॥

আদরে শ্বশুর শাশুড়ীর পদসেবা করা অপেক্ষা বড় ধর্ম আর নাই। যখন মা আমার কথা মনে করিবেন, আর ভালবাসায় আকুল হওয়ায় তাঁহার বুদ্ধির ভুল হইয়া যাইবে,

তব তব তুম্হ কহি কথা পুরানী।
সুন্দরি সমুঝায়েহু মৃদুবানী।
কহউঁ সুভায় সপথ সত মোহী।
সুমুখি মাতুহিত রাখউঁ তোহী॥

তখন, হে সুন্দরী, তুমি মিষ্ট ভাষায় পুরাতন কাহিনী শুনাইবে। হে সুমুখী, আমার শত শপথ দিয়া তোমাকে সত্য বলিতেছি যে, মায়ের জন্যই তোমাকে ঘরে রাখিতেছি।

গুরু শ্রুতি সম্মত ধরমফলু পাইঅ বিনহিঁ কলেস।
হঠবস সব সঙ্কট সহে গালব নহুষ নরেস॥

বিনা ক্লেশে গুরুর ও বেদের উপদেশে যে ধর্মফল পাওয়া যায় তাহাই পাইবে। এ কথা মনে রাখিও যে, জেদ করিলে সঙ্কটে পড়িতে হয়। গালব ও নহুষ রাজা এইপ্রকার সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। [গালব বিশ্বামিত্রের শিষ্য হইয়া জেদ করিয়া গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে মুনি ৮০০ ঘোড়া চাহেন। উহা জোগাইতে গালবকে বেগ পাইতে হয়। নহুষ ইন্দ্র হইয়া জেদ করিয়া সপ্তর্ষি দ্বারা পাল্কী বহাইয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাকে শাপ-গ্রস্ত হইতে হয়।]

৬৩। মৈঁ পুনি করি প্রমান পিতুবানী।
বেগি ফিরব সুনি সুমুখি সয়ানী॥
দিবস জাত নহিঁ লাগিহি বারা।
সুন্দরি সিখবনু সুনহু হমারা॥

হে সুমুখী বুদ্ধিমতী সীতা, শোন। আমি আবার পিতার কথা রাখিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিব। দিন কাটিতে ত বিলম্ব হয় না। হে সুন্দরী, আমার উপদেশ মানিও।

জৌঁ হঠ করহু প্রেমবস বামা।
তৌ তুম্হ দুখ পাউব পরিনামা॥
কাননু কঠিন ভয়ঙ্করু ভারী।
ঘোর ঘাম হিম বারি বয়ারী॥

কিন্তু যদি ভালবাসার বশে জেদ কর, তবে তুমি পরিণামে দুঃখ পাইবে। বন বড় ভয়ঙ্কর কঠিন স্থান। সেখানে বড় গরম আবার বড় ঠাণ্ডা, খুব বাদল ও বাতাস।

কুস কণ্টক মগ কাঁকর নানা।
চলব পয়াদেহিঁ বিনু পদত্রানা॥
চরনকমল মৃদু মঞ্জু তুম্হারে।
মারগ অগম ভূমিধর ভারে॥

বনের পথে কুশ, কাঁটা ও কাঁকর পায় বিঁধে, কিন্তু শুধু পায়েই হাঁটিয়া চলিতে হইবে। তোমার চরণপদ্ম ত সুন্দর ও কোমল, আর এদিকে পথও পাহাড় ইত্যাদির জন্য অগম্য।

কন্দর খোহ নদী নদ নারে।
অগম অগাধ ন জাহিঁ নিহারে॥
ভালু বাঘ বৃক কেহরি নাগা।
করহিঁ নাদ সুনি ধীরজু ভাগা॥

গহ্বর, খাদ, নদী, নদ ও নালার পথ এমন অগম্য ও গভীর যে সেদিকে চাওয়া যায় না। ভালুক, বাঘ, নেকড়ে, সিংহ, হাতী ইত্যাদি এমন গর্জন করে যে, তাহা শুনিয়া ধৈর্য চলিয়া যায়।

ভূমিসয়ন বলকলবসন অসন কন্দ ফল মূল।
তে কি সদা সব দিন মিলহিঁ সময় সময় অনুকূল॥

মাটিতে শুইতে হয়, বাকল পরিতে হয়, আর খাওয়া ত কন্দ, ফল ও মূল। তাহাও কি সকল দিন জোটে? কখনও কখনও সুবিধা হইলে পাওয়া যায়।

৬৪॥ নরঅহার রজনীচর চরহীঁ।
কপটবেষ বিধি কোটিক করহীঁ॥
লাগই অতি পহার কর পানী।
বিপিন বিপতি নহিঁ জাই বখানী॥

রাক্ষসেরা মানুষ খায়, আর নানা প্রকারের ছদ্মবেশ ধরে। পাহাড় হইতে জোরে ঢল নামে। বনে কত যে বিপদ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ব্যাল করাল বিহঁগ বন ঘোরা।
নিসিচর নিকর নারি নর চোরা॥
ডরপহিঁ ধীর গহন সুধি আয়ে।
মৃগলোচনি তুম্হ ভীরু সুভায়ে॥

বনে ভীষণ সাপ আর পাখী আছে। রাক্ষসেরা পুরুষ ও স্ত্রীলোক চুরি করিয়া লইয়া যায়। বনের কথা ভাবিতে ধীর লোকের ও ভয় হয়, আর, মৃগনয়নী সীতা, তুমি ত স্বভাবতঃই ভীরু।

হংসগবনি তুম্হ নহিঁ বনজোগূ।
সুনি অপজসু মোহিঁ দেইহি লোগূ॥
মানস সলিল সুধা প্রতিপালী।
জিঅই কি লবনপয়োধি মরালী॥

মরাল-গমনী সীতা, তুমি বনে যাওয়ার যোগ্য নও। তোমাকে লইয়া গেলে লোকে আমারই নিন্দা করিবে। যে হাঁস মানস-সরোবরের অমৃতের মত জলে প্রতিপালিত হইয়াছে, সে কি লবণজলময় সাগরে গিয়া বাঁচিতে পারে?

নব রসাল বন বিহরনসীলা।
সোহ কি কোকিল বিপিন করীলা॥
রহহু ভবন অস হৃদয় বিচারী।
চন্দবদনি দুখ কানন ভারী॥

যে কোকিল নূতন আমের বনে বিহার করিয়া থাকে, সে কি করীলা বনে শোভা পায়? এই কথা চিন্তা করিয়া বাড়ীতেই থাক। অয়ি চন্দ্রবদনী, বনে ভারি দুঃখ।

সহজ সুহৃদ গুর স্বামি সিখ জো ন করই সির মানি।
সো পছিতাই অঘাই উর অবসি হোই হিতহানি॥

সীতা, যে সুহৃদ, গুরু ও স্বামীর স্বাভাবিক শিক্ষা ভেদ করিয়া মাথা পাতিয়া লয় না, তাহাকে বড় অনুতাপ করিতে হয়, তাহার অহিত অবশ্যই হয়।

৬৫॥ সুনি মৃদুবচন মনোহর পিয় কে।
লোচন ললিত ভরে জল সিয় কে॥
সীতল সিখ দাহক ভই কৈসে।
চকইহি সরদচন্দ নিসি জৈসে॥

প্রিয়ের মনোহর মিষ্ট বাক্য শুনিয়া সীতার সুন্দর চোখে জল ভরিয়া আসিল। এই শীতল উপদেশও সীতার নিকট জ্বালাময় লাগিল, যেমন শরৎকালের জ্যোৎস্না রাত্রি শীতল হইলেও চখার নিকট জ্বালাময় হয় তেমনি।

উতরু ন আব বিকল বৈদেহী।
তজন চহত সুচি স্বামি সনেহী॥
বরবস রোকি বিলোচনবারী।
ধরি ধীরজু উর অবনিকুমারী॥

সীতা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখে উত্তর আসিল না। তিনি বুঝিলেন, পবিত্র স্নেহময় প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন। জোর করিয়া চোখের জল ঠেকাইয়া ধৈর্য ধরিয়া সীতা বলিলেন।

লাগি সাসুপগ কহ কর জোরী।
ছমবি দেবি বড়ি অবিনয় মোরী॥
দীন্হি প্রানপতি মোহি সিখ সোঈ।
জেহি বিধি মোর পরমহিত হোঈ॥
মৈঁ পুনি সমুঝি দীখ মন মাহীঁ।
পিয় বিয়োগ সম দুখ জগ নাহীঁ॥

শাশুড়ীর পায় ধরিয়া হাত জোড় করিয়া সীতা বলিলেন—হে দেবী, আমার অবিনয় ক্ষমা করিবেন। প্রাণ-প্রিয় স্বামী আমার যাহাতে খুব ভাল হয় সেই শিক্ষাই দিয়াছেন। আমি কিন্তু বুঝিয়া দেখিলাম, জগতে প্রিয় বিরহের সমান দুঃখ নাই।

প্রাননাথ করুনায়তন সুন্দর সুখদ সুজান।
তুম্হ বিনু রঘু কুল কুমুদ বিধু সুরপুর নরকসমান॥

হে করুণাময়, সুন্দর, সুখদাতা, জ্ঞানী, হে সূর্যবংশ কুমুদের চাঁদ, হে প্রাণনাথ, তোমাকে ছাড়া স্বর্গও নরকের মত।

৬৬॥ মাতু পিতা ভগিনী প্রিয় ভাঈ।
প্রিয়পরিবারু সুহৃদ সমুদাঈ॥
সাস সসুর গুর সজন সহাঈ।
সুত সুন্দর সুসীল সুখদাঈ॥

মাতা, পিতা, ভগ্নী, প্রিয় ভ্রাতা, প্রিয় পরিজন, বন্ধুগণ, শাশুড়ী, শ্বশুর, গুরু, আত্মীয়, সহায়ক এবং সুন্দর সুশীল ও সুখদায়ক পুত্র।

জহঁ লগি নাথ নেহ অরু নাতে।
পিয় বিনু তিয়হি তরনিহু তে তাতে॥
তনু ধনু ধামু ধরনি পুররাজু।
পতিবিহীন সব সোকসমাজু॥

তিয়হি—স্ত্রীলোকের। তরনি—সূর্য॥ এই সকল এবং আর যে সকল স্নেহের সম্পর্ক আছে, সে সমস্তই স্বামী না থাকিলে স্ত্রীলোকের নিকট সূর্যের অপেক্ষা তপ্ত লাগে। শরীর, ধন, বাড়ী, পৃথিবী, নগর ও রাজ্য, পতিহীনার নিকট ইহারা সকলেই শোকের হেতু।

ভোগ রোগসম ভূষন ভারূ।
জম জাতনা সরিস সংসারূ॥
প্রাননাথ তুম্হ বিনু জগ মাহীঁ।
মো কহুঁ সুখদ কতহুঁ কছু নাহীঁ॥

ভোগ রোগের মত লাগে, ভূষণ ভার বোধ হয়, সংসার যম-যাতনার মত লাগে। প্রাণনাথ, তুমি ছাড়া জগতে আমার সুখ দিবার মত কোথাও কিছু নাই।

জিয় বিনু দেহ নদী বিনু বারী।
তইসিঅ নাথ পুরুষ বিনু নারী॥
নাথ সকল সুখ সাথ তুম্হারে।
সরদ বিমল বিধু বদন নিহারে॥

হে নাথ, যেমন প্রাণ-শূন্য দেহ, জল-শূন্য নদী, তেমনি পুরুষ বিনা স্ত্রী। হে নাথ, তোমার সঙ্গেই সকল সুখ, তোমার শরৎকালের নির্মল চাঁদের ন্যায় মুখ ত দেখিতে পাইব॥

খগ মৃগ পরিজন নগরু বনু বলকল বিমল দুকূল।
নাথসাথ সুর সদন সম পরনসাল সুখমূল॥

হে নাথ, তুমি সঙ্গে থাকিলে বনের পশুপক্ষীই আত্মীয় কুটুম্বের মত বোধ হইবে, বন নগরের মত লাগিবে, ছালের কাপড় রেশমী শাড়ী হইবে, পাতার ঘরও ইন্দ্রপুরীর মত সুখদায়ক মনে হইবে।

৬৭॥ বনদেবী বনদেব উদারা।
করিহহিঁ সাসু সসুর সম সারা॥
কুস কিসলয় সাথরী সুহাঈ।
প্রভুসঙ্গ মঞ্জু মনোজতুরাঈ॥

উদার বনদেবী ও বনদেবতা আমাকে শাশুড়ী ও শ্বশুরের মত আদর করিবেন। কুশ ও পাতা দিয়া যে শয্যা রচনা করা হইবে উহাই প্রভুর সঙ্গ পাইলে সুন্দর কোমল তোষকের বিছানার মত হইবে।

কন্দ মূল ফল অমিঅ অহারূ।
অবধ সৌধ সত সরিস পহারূ॥
ছিনু ছিনু প্রভু পদ কমল বিলোকী।
রহিহউঁ মুদিত দিবস জিমি কোকী॥

অবধ—অযোধ্যা। ছিনু ছিনু—ক্ষণে ক্ষণে॥ বনের কন্দ ফল মূলই অমৃতের মত লাগিবে। পাহাড়ই অযোধ্যার রাজবাড়ীর মত লাগিবে। ক্ষণে ক্ষণে প্রভুর চরণকমল দেখিয়া চখী যেমন দিনের বেলায় সুখী থাকে তেমনই সুখী থাকিব।

বনদুখ নাথ কহে বহুতেরে।
ভয় বিষাদ পরিতাপ ঘনেরে॥
প্রভু বিয়োগ লব লেস সমানা।
সব মিলি হোহিঁ ন কৃপানিধানা॥

হে নাথ, বনের ভয়, বিষাদ, দাহ ইত্যাদি অনেক কঠিন দুঃখের কথা অনেক বলিয়াছেন। কিন্তু হে প্রভু, সে সকল একত্র করিলেও তোমার বিরহের অনুমাত্রেরও সমান হইবে না।

অস জিয় জানি সুজান সিরোমনি।
লেইঅ সঙ্গ মোহি ছাড়িঅ জনি॥
বিনতী বহুত করউঁ কা স্বামী।
করুনাময় উর অন্তরজামী॥

হে বিজ্ঞপ্রধান, এ কথা বিচার করিয়া তুমি আমাকে সঙ্গে লইতে ছাড়িও না। হে স্বামী, তুমি করুণাময় ও অন্তর্যামী। বেশী আর কি মিনতি করিব?

রাখিঅ অবধ জো অবধি লগি রহত জানিঅহি প্রান।
দীনবন্ধু সুন্দর সুখদ সীল সনেহ নিধান॥

হে দীনবন্ধু, হে সুন্দর সুখদাতা, হে সুশীল স্নেহময় প্রভু, যদি বোঝ যে তোমার ফেরার সময় পর্যন্ত এই প্রাণ থাকিবে, তবেই অযোধ্যায় রাখিয়া যাইও।

৬৮॥ মোহি মগ চলত ন হোইহি হারী।
ছিনু ছিনু চরনসরোজ নিহারী॥
সবহি ভাঁতি পিয় সেবা করিহউঁ।
মারগজনিত সকল শ্রম হরিহউঁ॥

আমি পথ চলিতে কাতর হইব না, তোমার চরণ কমল যে সকল সময়ই দেখিতে পাইব। হে প্রিয়, সকল প্রকারেই তোমার সেবা করিব, তোমার সকল পথ-ক্লান্তি দূর করিব।

পায় পখারি বৈঠি তরুছাহীঁ।
করিহউঁ বাউ মুদিত মন মাহীঁ॥
শ্রম কন সহিত স্যাম তনু দেখে।
কহঁ দুখসময় প্রানপতি পেখে॥

গাছের ছায়ায় বসিলে তোমার পা ধোওয়াইয়া দিয়া সন্তুষ্ট মনে তোমাকে হাওয়া করিব। হে প্রাণপতি, ঘামের বিন্দু সহিত তোমার শ্যামল শরীর দেখিলে নিজের জন্য দুঃখ করার সময় কখন হইবে?

সম মহি তৃন তরু পল্লব ডাসী।
পায় পলোটিহি সব নিসি দাসী॥
বার বার মৃদুমূরতি জোহী।
লাগিহি তাতি বয়ারি ন মোহী॥

জোহী—দেখিয়া। বয়ারী—বাতাস॥ সমান মাটিতে ঘাস পাতা বিছাইয়া শয্যা করিয়া দাসী সারা রাত তোমার পদ সেবা করিবে। তোমার সুন্দর মূর্তি বার বার দেখিতে দেখিতে আমার গরম বা বাতাসের জন্য অসুবিধা বোধ হইবে না।

কো প্রভুসঙ্গ মোহি চিতবনি হারা।
সিংঘবধুহি জিমি সসক সিয়ারা॥
মৈঁ সুকুমারি নাথু বনজোগূ।
তুম্হহি উচিত তপু মো কহঁ ভোগূ॥

প্রভু সঙ্গে থাকিলে আমার দিকে তাকায় কে? সিংহিনীর দিকে কি শশক, শিয়াল তাকাইতে পারে? আমি কোমল আর তুমি বনের যোগ্য, তোমার শরীর তপস্যা করার যোগ্য, আর আমার শরীর ভোগ করারই যোগ্য,

ঐসেউ বচন কঠোর সুনি জৌঁ ন হৃদয় বিলগান।
তৌ প্রভু বিষম বিয়োগ দুখু সহিহহিঁ পাঁবর প্রান॥

এমন কঠোর কথা শুনিয়াও যখন আমার বুক ফাটিতেছে না, তখন বুঝিতেছি, এই পাপী প্রাণ তোমার বিরহের কঠিন দুঃখও সহ্য করিবে।

৬৯॥ অস কহি সীয় বিকল ভই ভারী।
বচন বিয়োগ ন সকী সঁভারী॥
দেখি দসা রঘুপতি জিয় জানা।
হঠি রাখে নহিঁ রাখিহি প্রানা॥

এই কথা বলিয়া সীতা বড় ব্যাকুল হইলেন, রাম ছাড়িয়া যাইতে পারেন, এই কথার বিরহও সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাম বুঝিলেন, যদি জেদ করিয়া ঘরে রাখা যায় তবে সীতার প্রাণ থাকিবে না।

কহেউ কৃপাল ভানুকুল নাথা।
পরিহরি সোচু চলহু বন সাথা॥
নহিঁ বিষাদ কর অবসরু আজূ।
বেগি করহু বন গবন সমাজূ॥

কৃপাল সূর্যকুলনাথ রাম বলিলেন—আশঙ্কা ছাড়িয়া সাথেই বনে চল। আজ দুঃখ করার অবকাশ নাই। শীঘ্রই বনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।

কহি প্রিয়বচন প্রিয়া সমুঝাঈ।
লগে মাতুপদ আসিষ পাঈ॥
বেগি প্রজাদুখ মেটব আঈ।
জননী নিঠুর বিসরি জনি জাঈ॥

প্রিয় বাক্য বলিয়া সীতাকে বুঝাইয়া মাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লইলেন। মা বলিলেন—রাম, তাড়াতাড়ি আসিয়া প্রজার দুঃখ দূর করিও, আর নিষ্ঠুর মাকে ভুলিও না।

ফিরিহি দসা বিধি বহুরি কি মোরী।
দেখিহউঁ নয়ন মনোহর জোরী॥
সুদিন সুঘরী তাত কব হোইহি।
জননী জিঅত বদনবিধু জোইহি॥

হে বিধাতা, আমার অবস্থা কি আর কখনও ফিরিবে? আর কি চোখ ভরিয়া এই সুন্দর যুগল মূর্তি দেখিব? হে প্রিয়, সে সুদিন সুসময় আবার কবে হইবে, যখন বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে তোমার চন্দ্রমুখ দেখিব?

বহুরি বচ্ছ কহি লালু কহি রঘুপতি রঘুবর তাত।
কবহিঁ বোলাই লগাই হিয় হরষি নিরখিহউঁ গাত॥

হে রাম, আবার কবে তোমাকে "বৎস" বলিয়া, "প্রিয়" বলিয়া, "রঘুপতি রঘুবর" বলিয়া ডাকিব? কবে তোমায় ডাকিয়া বুকে লইব, আনন্দে তোমার দিকে দেখিব?

৭০॥ **লখি সনেহ কাতরি মহতারী।**
বচন ন আব বিকল ভই ভারী॥
রাম প্রবোধু কীন্হ বিধি নানা।
সমউ সনেহ ন জাই বখানা॥

মা স্নেহে কাতর হইয়াছেন, আর এত ব্যাকুল হইয়াছেন যে কথা ফোটে না, ইহা দেখিয়া রাম তাঁহাকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন। সেই সময়ের ভালবাসার কথা বর্ণনা করা যায় না।

তব জানকী সাসুপগ লাগী।
সুনিয় মায় মৈঁ পরম অভাগী॥
সেবা সময় দৈব বন দীন্হা।
মোর মনোরথু সুফল ন কীন্হা॥

তখন সীতা শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—মা, শুনুন। আমি বড় অভাগিনী। যখন আপনাকে সেবা করার সময়, তখন বিধাতা আমাকে বনে পাঠাইয়া আমার সেবা করার ইচ্ছা সফল হইতে দিলেন না।

তজব ছোভু জনি ছাড়িঅ ছোহু।
করমু কঠিন কছু দোষ ন মোহু॥
সুনি সিয়বচন সাসু অকুলানী।
দসা কবনি বিধি কহউঁ বখানী।

ক্ষোভ ত্যাগ করুন, আর স্নেহ ছাড়িবেন না। কর্মফল কঠিন, ইহাতে কাহারও দোষ নাই। সীতার কথা শুনিয়া শাশুড়ী ব্যাকুল হইলেন। সে অবস্থা আর বর্ণনা করা যায় না।

বারহিঁ বার লাই উর লীন্হী।
ধরি ধীরজ সিখ আসিষ দীন্হী॥
অচল হোউ অহিবাত তুম্হারা।
জব লগি গঙ্গ জমুন জল ধারা॥

বারবার সীতাকে বুকে লইয়া ধৈর্য ধরিয়া সীতাকে উপদেশ দিলেন ও আশীর্বাদ করিলেন, যতদিন গঙ্গা যমুনার জলস্রোত বহিবে ততদিন যেন তোমার এয়োতি থাকে।

সীতহি সাসু অসীস সিখ দীন্হি অনেক প্রকার।
চলী নাই পদপদুম সিরু অতি হিত বারহিঁ বার॥

শাশুড়ী সীতাকে নানা প্রকারে উপদেশ ও আশীর্বাদ দিলেন এবং সীতাও অত্যন্ত ভক্তিভরে তাঁহার চরণকমলে বার বার প্রণাম করিয়া চলিলেন।

৭১॥ **সমাচার জব লছিমন পায়ে।**
ব্যাকুল বিলখবদন উঠি ধায়ে॥
কম্প পুলক তন নয়ন সনীরা।
গহে চরন অতি প্রেম অধীরা॥

লক্ষ্মণ এই সংবাদ শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া শুকনো মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, রোমাঞ্চ হইতেছিল, চোখে জল দেখা দিয়াছিল। তিনি অতিশয় প্রেমে রামের পায় প্রণাম করিলেন।

কহি ন সকত কছু চিতবত ঠাঢ়ে।
মীনু দীনু জনু জল তে কাঢ়ে॥
সোচু হৃদয় বিধি কা হোনিহারা।
সবু সুখু সুকৃত সিরান হমারা॥

তিনি ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। মাছ জল হইতে তুলিয়া লইলে তাহার যে দীন দশা হয় লক্ষ্মণের সেই অবস্থা হইল। তাঁহার মনে হইতেছিল, বিধাতা এ কি করিলেন, আমার সমস্ত সুখ ও পুণ্য শেষ করিলেন।

মো কহঁ কাহ কহব রঘুনাথা।
রখিহহিঁ ভবন কি লেইহহিঁ সাথা॥
রাম বিলোকি বন্ধু করজোরে।
দেহ গেহ সব সন তৃনু তোরে॥

রাম আমাকে কি বলিবেন? আমাকে সঙ্গে লইবেন অথবা রাখিয়া যাইবেন? রাম দেখিলেন, লক্ষ্মণ হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আর দেহের ও গৃহের সহিত সম্বন্ধ তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন।

বোলে বচন রামু নয়নাগর।
সীল সনেহ সরল সুখ সাগর॥
তাত প্রেমবস জনি কদরাহু।
সমুঝি হৃদয় পরিনাম উছাহু॥

সুশীল, সরল, স্নেহ ও সুখের সাগর, নয়নের পুত্তল রাম বলিলেন—হে প্রিয়, পরিণামে যে উৎসব হইবে, তাহা বুঝিয়া এখন প্রেমবশে কাতর হইও না।

মাতু পিতা গুরু স্বামি সিখ সির ধরি করহিঁ সুভায়।
লহেউ লাভু তিন্হ জনম কর ন তরু জনমু জগজায়॥

যে জন মাতাপিতা, গুরু ও স্বামীর শিক্ষা মান্য করে সেই জন্ম সার্থক করে, আর যে অন্যথা করে তাহার জগতে জন্ম বৃথাই যায়।

৭২॥ অস জিয় জানি সুনহু সিখ ভাঈ।
করহু মাতু পিতু পদ সেবকাঈ॥
ভবন ভরতু রিপুসূদনু নাহীঁ।
রাউ বৃদ্ধ মম দুখু মন মাহীঁ॥

এই কথা স্মরণ করিয়া এই উপদেশ লও, পিতামাতার সেবা কর। এখন ঘরে ভরত ও শত্রুঘ্ন নাই। রাজা একে বৃদ্ধ, তাহার উপর আমার বিরহ তাঁহার মনে রহিয়াছে।

মৈঁ বন জাউঁ তুম্হহিঁ লেই সাথা।
হোই সবহি বিধি অবধ অনাথা॥
গুরু পিতু মাতু প্রজা পরিবারূ।
সব কহুঁ পরই দুসহ দুখ ভারূ॥

আমি যদি তোমাকে সঙ্গে লইয়া বনে যাই, তবে সকল রকমেই অযোধ্যা অনাথ হইবে। পিতামাতা, প্রজা ও পরিবার এ সকলের উপর বড় দুঃখের বোঝা পড়িবে।

রহহু করহু সব কর পরিতোষু।
ন তরু তাত হোইহি বড় দোষু॥
জাসু রাজ প্রিয়প্রজা দুখারী।
সো নৃপু অবসি নরক অধিকারী॥

হে প্রিয়, তুমি থাক আর সকলকে সন্তুষ্ট কর, না হইলে বড় দোষ হইবে। যে রাজ্যে প্রজার দুঃখ, সে রাজ্যের রাজা অবশ্যই নরকে যাওয়ার যোগ্য।

রহহু তাত অসি নীতি বিচারী।
সুনত লখনু ভয়ে ব্যাকুল ভারী॥
সিঅরে বচন সুখি গয়ে কৈসে।
পরসত তুহিন তামরস জৈসে॥

সিঅরে—শীতল। তুহিন—তুষার। তামরস—পদ্ম॥ হে প্রিয়, এই নীতি বিবেচনা করিয়া থাকিয়া যাও। লক্ষ্মণ এ কথা শুনিয়া বড় ব্যাকুল হইলেন। রামের শীতল কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ একেবারে শুকাইয়া গেলেন, যেমন শীতের তুষার পড়িলে পদ্ম একেবারে শুকাইয়া যায় তেমনি।

উতরু ন আবত প্রেমবস গহে চরন অকুলাই।
নাথ দাস মৈ স্বামি তুম্হ তজহু ত কহা বসাই॥

লক্ষ্মণের মুখে প্রেমবশে উত্তর আসিতেছিল না। তিনি ব্যাকুল হইয়া পায়ে পড়িয়া বলিলেন,—হে নাথ, আমি দাস, তুমি স্বামী। তুমি যদি ত্যাগ কর তবে দাঁড়াই কোথায়?

৭৩॥ দীন্হি মোহি সিখ নীকি গোসাঈঁ।
লাগি অগম অপনী কদরাঈঁ॥
নরবর ধীর ধরম ধুর ধারী।
নিগম নীতি কহুঁ তে অধিকারী॥

হে প্রভু, তুমি আমাকে ঠিকই শিক্ষা দিয়াছ, তবে আমার নিজের ত্রুটিতেই সে কথা কঠিন লাগিতেছে। যে ব্যক্তি ধীর ও ধর্মধুরন্ধর সেই শাস্ত্র ও নীতির অধিকারী হয়।

মৈঁ সিসু প্রভু সনেহ প্রতিপালা।
মন্দরু মেরু কি লেহিঁ মরালা॥
গুরু পিতু মাতু ন জানউঁ কাহু।
কহউঁ সুভাউ নাথ পতিআহু॥

পতিআহু—প্রত্যয় কর, বিশ্বাস কর॥ হে প্রভু, আমি ত তোমার স্নেহে প্রতিপালিত শিশু মাত্র। যেমন হাঁস মন্দর পর্বত লঙ্ঘন করিতে পারে না, তেমনি আমিও শিশুর মত তোমার কঠিন উপদেশ পালন করিতে পারিতেছি না। আমি গুরু, পিতামাতা কাহাকেও জানি না। হে নাথ, সত্য করিয়াই আমার স্বভাবের কথা বলিলাম। তুমি বিশ্বাস করিও।

জহঁ লগি জগত সনেহ সগাঈ।
প্রীতিপ্রতীতি নিগম নিজু গাঈ॥
মোরে সবই এক তুম্হ স্বামী।
দীনবন্ধু উর অন্তরজামী॥

যে পর্যন্ত জগতে স্নেহ ও সম্বন্ধ আছে, যে পর্যন্ত বেদকথিত প্রীতি ও বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন, হে প্রভু, তুমি একাই আমার সব, তুমি দীনবন্ধু ও অন্তর্যামী।

ধরম নীতি উপদেসিঅ তাহী।
কীরতি ভূতি সুগতি প্রিয় জাহী॥
মন ক্রম বচন চরনরত হোঈ।
কৃপাসিন্ধু পরিহরিঅ কি সোঈ॥

যাহার নিকট কীর্তি বা সম্পদ বা মোক্ষ প্রিয় তাহাকে ধর্মনীতির উপদেশ দিও। কিন্তু যে কায়মনোবাক্যে তোমার চরণে অনুরক্ত তাহাকে কি পরিত্যাগ করিবে?

করুনাসিন্ধু সুবন্ধু কে সুনি মৃদুবচন বিনীত।
সমুঝায়ে উর লাই প্রভু জানি সনেহ সভীত॥

দয়ার সাগর রাম প্রিয় ভাইয়ের মৃদু বিনীত বাক্য শুনিয়া, এবং তাঁহাকে স্নেহের জন্য (ছাড়িয়া যাইবার ভয়ে) ভীত বলিয়া জানিয়া, বুকে লইয়া বুঝাইলেন।

৭৪॥ মাঁগহু বিদা মাতু সন জাঈ।
আবহু বেগি চলহু বন ভাঈ॥
মুদিত ভয়ে সুনি রঘুবর বানী।
ভয়উ লাভ বড় গই বড়ি হানী॥

মায়ের নিকট গিয়া বিদায় চাও ও তাড়াতাড়ি বনে চল। রামের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণের আনন্দ হইল, ভাবিলেন বড় লাভ হইল ও বড় ক্ষতির আশঙ্কা দূর হইল।

হরষিত হৃদয় মাতু পহিঁ আয়ে।
মনহুঁ অন্ধ ফিরি লোচন পায়ে॥
জাই জননি পগ নায়উ মাথা।
মনু রঘুনন্দন জানকি সাথা॥

যখন লক্ষ্মণ আনন্দিত মনে মায়ের কাছে আসিলেন, তখন তাঁহার মনে এমন সন্তোষ, যেন অন্ধ চক্ষু ফিরিয়া পাইয়াছে। তিনি গিয়া মাকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার মন রাম-সীতার সঙ্গে রহিয়াছে।

পুছে মাতু মলিন মনু দেখী।
লষন কহী সব কথা বিসেখী॥
গঈ সহমি সুনি বচন কঠোরা।
মৃগী দেখি দব জনু চহুঁ ওরা॥

লক্ষ্মণের মন উদাস দেখিয়া মা তাঁহাকে কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মণ সমস্ত কথা বিস্তার করিয়া বলিলেন। কঠোর কথা শুনিয়া তিনি মুসড়াইয়া গেলেন। চারিদিকেই দাবানল জ্বলিতেছে দেখিলে মৃগীর যে অবস্থা হয়, তাঁহার তাহাই হইল।

লষন লখেউ ভা অনরথ আজু।
এহি সনেহ বস করব অকাজু॥
মাঁগত বিদা সভয় সকুচাহীঁ।
জাই সঙ্গ বিধি কহিহি কি নাহীঁ॥

লক্ষ্মণ দেখিলেন, এখন অনর্থ ঘটিল, মা স্নেহবশে অকাজ করিয়া ফেলিবেন, আমাকে আটকাইয়া ফেলিবেন। মায়ের নিকট বিদায় চাহিতে ভয় ও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, ভাবিতেছিলেন বিধাতা সঙ্গে যাওয়া কপালে লিখিয়াছেন কি না কে জানে।

সমুঝি সুমিত্রা রাম সিয় রূপ সুসীলু সুভাউ।
নৃপসনেহু লখি ধুনেউ সির পাপিনি দীন্হ কুদাউ॥

সুমিত্রা রাম সীতার রূপ ও সুশীল স্বভাবের কথা স্মরণ করিয়া এবং তাহাদের উপর রাজার ভালবাসার কথা মনে করিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন—পাপিনী কৈকেয়ী দুষ্ট খেলা খেলিয়াছে।

৭৫॥ ধীরজ ধরেউ কুঅবসর জানী।
সহজ সুহৃদ বোলী মৃদুবানী॥
তাত তুম্হারি মাতু বৈদেহী॥
পিতা রামু সব ভাঁতি সনেহী॥

এখন উপযুক্ত সময় নয় জানিয়া তিনি মনে মনে ধৈর্য ধরিলেন। স্বভাবতঃই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুমিত্রা মিষ্টবাক্যে বলিলেন—হে প্রিয়, সীতাই তোমার মা, আর স্নেহময় রামই সকল রকমে তোমার পিতা।

অবধ তহাঁ জহঁ রামনিবাসু।
তহঁই দিবস জহঁ ভানুপ্রকাসু॥
জৌঁ পৈ সীয় রামু বন জাহীঁ।
অবধ তুম্হার কাজু কছু নাহীঁ॥

যেখানে রাম বাস করেন, সেইখানেই অযোধ্যা। যেখানে সূর্য প্রকাশ হয়, সেইখানেই দিন হয়। যদি সীতা ও রামই বনে যান, তবে অযোধ্যায় তোমার কোনও কাজ নাই।

গুরু পিতু মাতু বন্ধু সুর সাঈ।
সেইঅহি সকল প্রান কী নাঈ॥
রামু প্রানপ্রিয় জীবন জী কে।
স্বারথরহিত সখা সবহী কে॥

গুরু, পিতা, মাতা, ভাই, দেবতা ও প্রভু, এ সকলকেই প্রাণের মত সেবা করিও। রাম প্রাণের প্রিয়, জীবনেরও জীবন, সকলেরই নিঃস্বার্থ সখা।

পূজনীয় প্রিয় পরম জহাঁ তেঁ।
সব মানিঅহি রাম কে নাতেঁ॥
অস জিয় জানি সঙ্গ বন জাহূ।
লেহু তাত জগ জীবন লাহূ॥

পূজনীয় ও প্রিয় যে যেখানে আছে, সকলেই রামের সম্পর্কে আছে বলিয়া মানিও। এই কথা মনে রাখিয়া রামের সঙ্গে বনে যাও। হে প্রিয়, জগতে জীবন সার্থক কর।

ভূরি ভাগভাজন ভয়হু মোহি সমেত বলি জাউঁ।
জৌঁ তুম্হরে মন ছাড়ি ছলু কীন্হ রামপদ ঠাউঁ॥

আমি তোমাদের বালাই লই। তোমার মন যে অকপটে রামপদে স্থান লইয়াছে, ইহাতে তুমি নিজে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান হইয়াছ এবং আমাকেও করিয়াছ।

৭৬॥ পুত্রবতী জুবতী জগ সোঈ।
রঘুপতি ভগতু জাসু সুতু হোঈ॥
নতরু বাঁঝ ভলি বাদি বিআনী।
রামবিমুখ সুত তেঁ হিত হানী॥

জগতে তাহাকেই পুত্রবতী যুবতী বলা যায় যাহার পুত্র রামভক্ত। না হইলে মিথ্যা সন্তান প্রসব করা অপেক্ষা বাঁঝা থাকাও ভাল। পুত্র রামবিমুখ হইলে অকল্যাণই হয়।

তুম্হরেহি ভাগ রাম বন জাহীঁ।
দুসর হেতু তাত কছু নাহীঁ॥
সকল সুকৃত কর বড়ফল এহু।
রাম সীয় পদ সহজ সনেহু॥

তোমার সৌভাগ্যবশতঃই রাম বনে যাইতেছে। অন্য কারণ আর কিছু নাই। রাম সীতার পায়ে স্বাভাবিক ভক্তি সকল পুণ্যের বড় ফল বলিয়া জানিও।

রাগু রোষু ইরিষা মদু মোহু।
জনি সপনেহুঁ ইন্হ কে বস হোহু॥
সকল প্রকার বিকার বিহাঈ।
মন ক্রম বচন করেহু সেবকাঈ॥

অনুরাগ, ক্রোধ, ঈর্ষা, অহঙ্কার ও মোহ, স্বপ্নেও যেন এ সকলের বশে আসিও না। সকলপ্রকার বিকার ত্যাগ করিয়া মন, কার্য ও বাক্য দ্বারা রামের সেবা করিও।

তুম্হ কহঁ বন সব ভাঁতি সুপাসু।
সঙ্গ পিতু মাতু রামু সিয় জাসু॥
জেহি ন রামু বন লহহিঁ কলেসু।
সুত সোই করেহু ইহই উপদেসু॥

সুপাসু—সুবিধা। কলেসু—ক্লেশ॥ তোমার সঙ্গে যখন রাম-সীতার মত বাপ-মা, তখন ত তোমার বনে সব চাইতেই সুবিধা। বনে গিয়া রামের যাহাতে ক্লেশ না হয়, তাহাই করিও। হে পুত্র, ইহাই তোমার প্রতি আমার উপদেশ।

ছন্দ—উপদেসু যহ জেহি তাত তুম্হরে রামুসিয় সুখ পাবহীঁ।
পিতু মাতু প্রিয় পরিবারু পুর সুখ সুরতি বন বিসরাবহীঁ॥
তুলসী সুতহিঁ সিখ দেই আয়সু দীন্হ পুনি আসিষ দঈ।
রতি হোউ অবিরল অমল সিয় রঘু বীর পদ নিত নিতনঈ॥

হে প্রিয়, তোমাকে কেবল এই উপদেশই দিবার আছে যে রাম ও সীতা যেন তোমাদ্বারা সুখ পান। তুমি এমন করিও যাহাতে তাঁহারা পিতা, মাতা, প্রিয় পরিবার ও পুরের সুখ ও স্মৃতি বনে গিয়া ভুলিয়া যান। তুলসী বলে, মা ছেলেকে এমনি করিয়া শিক্ষা দিলেন, আদেশ দিলেন আবার আশীর্বাদ দিলেন, যেন সীতা-রামের পবিত্র চরণপদ্মে নিত্য নূতন অবিরল ভক্তি হইতে থাকে।

সোঃ—

মাতু চরন সিরু নাই চলে তুরত সঙ্কিত হৃদয়।
বাগুর বিষম তোরাই মনহুঁ ভাগ মৃগু ভাগবস॥

বাগুর—ফাঁদ। তোরাই—ছিঁড়িয়া। ভাগ বস—ভাগ্যের বশে॥ লক্ষ্মণ মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে দ্রুতপদে চলিলেন। মনে হইল যেন ভাগ্যবশে কঠিনফাঁদ ছিঁড়িয়া মৃগ পালাইল।

৭৭॥ গয়ে লখন জহঁ জানকিনাথু।
ভে মন মুদিত পাই প্রিয়সাথু॥
বন্দি রাম সিয় চরন সুহায়ে।
চলে সঙ্গ নৃপমন্দির আয়ে॥

যেখানে সীতাপতি রাম ছিলেন, লক্ষ্মণ সেইখানে গেলেন। প্রিয়সঙ্গ পাইয়া তাঁহার মন প্রসন্ন হইল। রাম-সীতার সুন্দর চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে রওনা হইয়া রাজ মন্দিরে আসিলেন।

কহহিঁ পরসপর পুর নর নারী।
ভলি বনাই বিধি বাত বিগারী॥
তন কৃস মন দুখু বদন মলীনে।
বিকল মনহুঁ মাখী মধু ছীনে॥

নগরের নর-নারী পরস্পর বলিতেছিল, বিধাতা ভাল করিতে গিয়া কাজ পণ্ড করিলেন। নগরের নর-নারীর শরীর কৃশ, মনে দুঃখিত ও মুখ মলিন। মৌচাক হইতে মধু কাটিয়া লইয়া গেলে মাছিদের যে অবস্থা হয় তাহাদের যেন সেই অবস্থা।

কর মীজহিঁ সিরুধুনি পছিতাহীঁ।
জনু বিনু পঙ্খ বিহঁগ অকুলাহীঁ॥
ভই বড়ি ভীর ভূপদরবারা।
বরনি ন জাই বিষাদু অপারা॥

নগরের লোকেরা হাত কচলাইতেছিল, মাথা চাপড়াইয়া অনুতাপ করিতেছিল। পাখীর পাখা গেলে সে যেমন আকুল হয় তাহারা তেমনি হইয়াছিল। রাজদরবারে বড় ভিড় হইল। সেখাকার অসীম বিষাদের কথা বলা যায় না।

সচিব উঠাই রাউ বৈঠারে।
কহি প্রিয়বচন রামু পগু ধারে॥
সিয়সমেত দোউ তনয় নিহারী।
ব্যাকুল ভয়উ ভূমিপতি ভারী॥

মন্ত্রী রাজাকে উঠাইয়া বসাইলেন ও এই মিষ্টকথা বলিলেন যে রাম আসিয়াছে। রাজা সীতা সহিত দুই পুত্রকে দেখিয়া বড়ই ব্যাকুল হইলেন।

সীয়সহিত সুত সুভগ দোউ দেখি দেখি অকুলাই।
বারহিঁ বার সনেহবস রাউ লেই উর লাই॥

সীতাকে ও দুই সুন্দর পুত্রকে দেখিয়া রাজা ব্যাকুল হইলেন। স্নেহভরে বার বার তাঁহাদিগকে লইয়া বুকে ধরিলেন।

৭৮॥ সকই ন বোলি বিকল নরনাহু।
সোক জনিত উর দারুন দাহু॥
নাই সীসু পদ অতিঅনুরাগা।
উঠি রঘুবীর বিদা তব মাঁগা॥

ব্যাকুল রাজা কথাই বলিতে পারিতেছিলেন না। শোকে তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল। অতি অনুরাগের সহিত প্রণাম করিয়া উঠিয়া রাম তখন বিদায় চাহিলেন।

পিতু অসীস আয়সু মোহি দীজৈ।
হরষসময় বিসমউ কত কীজৈ॥
তাত কিয়ে প্রিয় প্রেমপ্রমাদু।
জসু জগ জাই হোই অপবাদু॥

হে পিতা, আমাকে আশীর্বাদ করিয়া অনুমতি দিন। আনন্দের সময় কেন দুঃখ করিতেছেন। হে পিতা, এখন স্নেহের টানে মুগ্ধ হইয়া থাকিলে যশ যাইবে ও জগতে অপবাদ হইবে।

সুনি সনেহবস উঠি নরনাহা।
বৈঠারে রঘুপতি গহি বাঁহা॥
সুনহু তাত তুম্হ কহুঁ মুনি কহহীঁ।
রাম চরাচরনায়কু অহহীঁ॥

বাঁহা—বাহু, হাত। মুনি—বশিষ্ঠাদি। অহহীঁ—হয়েন॥ এ কথা শুনিয়া রাজা দশরথ প্রেমভরে রামের হাত ধরিয়া বসাইলেন। বলিলেন—হে প্রিয়, শোন। তোমার সম্বন্ধে মুনিরা বলেন যে রাম চরাচরের নায়ক।

সুভ অরু অসুভ করম অনুহারী।
ঈসু দেই ফলু হৃদয় বিচারী॥
করই জো করমু পাব ফলু সোঈ॥
নিগম নীতি অসি কহ সবু কোঈ॥

ঈশ্বর শুভাশুভ কর্ম বিচার করিয়া ফল দিয়া থাকেন। যে যেমন কাজ করে সে তেমন ফল পায়, ইহাই বেদ ও নীতিশাস্ত্রসম্মত বলিয়া সকলে বলে।

অউর করই অপরাধ কোউ অউর পাব ফল ভোগু।
অতি বিচিত্র ভগবন্তগতি কো জগ জানই জোগু॥

অউর—অপর। জোগু—যোগ্য॥ কিন্তু একজন অপরাধ করে আর অপরে তাহার ফল পায়, ইহা ঈশ্বরের বড় আশ্চর্য ব্যবস্থা, ইহার রহস্য জানার যোগ্য সংসারে কে আছে?

৭৯॥ রায় রামরাখন হিত লাগী।
বহুত উপায় কিয়ে ছলু ত্যাগী॥
লখী রামরুখ রহত ন জানে।
ধরম ধুরন্ধর ধীর সয়ানে॥

রাজা রামকে রাখার জন্য অকপটে নানা উপায় করিলেন, কিন্তু ধর্মরক্ষাকারী, ধীর ও জ্ঞানী রামচন্দ্রের ইচ্ছা দেখিয়া বুঝিলেন যে, রাম থাকিবেন না।

তব নৃপ সীয় লাই উর লীন্হি।
অতিহিত বহুত ভাঁতি সিখ দীন্হী॥
কহি বন কে দুখ দুসহ সুনায়ে।
সাসু সসুর পিতু সুখ সমুঝায়ে॥

তখন রাজা সীতাকে বুকে লইলেন, অতিশয় স্নেহের সহিত নানা উপদেশ দিয়া বনের দুঃসহ দুঃখের কথা শুনাইলেন, এবং শ্বশুর শাশুড়ী ও পিতার নিকট যে প্রকার সুখ তাহা বুঝাইলেন।

সিয়মনু রামচরন অনুরাগা।
ঘরু ন সুগমু বন বিষমু ন লাগা॥
অউরউ সবহি সীয় সমুঝাঈ।
কহি কহি বিপিন বিপতি অধিকাঈ॥

সীতার মনে রামচরণে ভক্তি থাকায় তাঁহার নিকট ঘর সুগম ও বন যে ভয়ানক এপ্রকার বোধ হইল না। অন্যান্য সকলেই সীতাকে বনে যে সকল ভয়ানক বিপদ আছে তাহা বলিয়া বুঝাইলেন।

সচিবনারি গুরনারি সয়ানী।
সহিত সনেহ কহহিঁ মৃদুবানী॥
তুম্হ কহুঁ তৌ ন দীন্হ বনবাসু।
করহু জো কহহিঁ সসুর গুরু সাসু॥

মন্ত্রীর স্ত্রী ও জ্ঞানী গুরুপত্নী স্নেহভরে মৃদুবাক্যে সীতাকে বলিলেন—তোমাকে ত বনবাস দেন নাই; সুতরাং শ্বশুর, গুরু ও শাশুড়ী যাহা বলিতেছেন তাহাই কর।

সিখ সীতলি হিত মধুর মৃদ সুনি সীতহি ন সোহানি।
সরদ চন্দ চন্দিনি লগত জনু চকঈ অকুলানি॥

এই শীতল, হিতকারী, মধুর, মৃদু উপদেশ সীতার নিকট ভাল লাগিল না। শরৎকালের চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় যেমন চকোরীর ব্যাকুলতা আসে তেমনি হইল।

৮০॥ সীয় সকুচবস উতরু ন দেঈ।
সো সুনি তমকি উঠী কৈকেঈ॥
মুনি পট ভূষন ভাজন আনী।
আগে ধরি বোলী মৃদুবানী॥

সীতা সঙ্কোচবশে উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। ইহাতে কৈকেয়ী রাগিয়া উঠিলেন। মুনিদের বসন, ভূষণ ও পাত্র আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া নরম স্বরে বলিলেন—

নৃপহিঁ প্রানপ্রিয় তুম্হ রঘুবীরা।
সীল সনেহ ন ছাড়িহি ভীরা॥
সুকৃতু সুজসু পরলোকু নসাঊ।
তুম্হহিঁ জান বন কহিহি ন কাউ॥

ভীরা—সঙ্কট॥ হে রাম, তুমি রাজার প্রাণপ্রিয়। সেইজন্য সঙ্কটে পড়িলেও তোমার জন্য শীল ও স্নেহ

ছাড়িতে পারিতেছেন না। যদি তাহাতে পুণ্য, যশ ও পরলোকও নষ্ট হয়, তথাপি তোমাকে রাজা বনে যাইতে বলিবেন না।

অস বিচারি সোই করহু জো ভাবা।
রাম জননি সিখ সুনি সুখু পাবা॥
ভূপহি বচন বাম সম লাগে।
করহিঁ ন প্রান পয়ান অভাগে॥

এই কথা বিচার করিয়া যাহা ভাল হয়, তাহা কর। মায়ের কথা শুনিয়া রামের সুখ বোধ হইল। রাজার কাছে কিন্তু উহা বাণের মত বিঁধিল। তিনি ভাবিলেন, হতভাগ্যের প্রাণ কেন যাইতেছে না।

লোগ বিকল মুরুছিত নরনাহু।
কাহ করিঅ কছু সূঝ ন কাহু॥
রাম তুরত মুনিবেষু বনাঈ।
চলে জনক জননিহিঁ সিরু নাঈ॥

রাজা শোকে বিকল হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন কে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। রাম শীঘ্র মুনির বেশ ধারণ করিয়া পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া চলিলেন।

সজি বন সাজু সমাজু সবু বনিতা বন্ধু সমেত।
বন্দি বিপ্র গুর চরন প্রভু চলে করি সবহি অচেত॥

স্ত্রী ও ভাই সহিত সকলে বনে যাওয়ার সাজে সাজিয়া ব্রাহ্মণ ও গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া সকলকে অচেতন করিয়া প্রভু চলিলেন।

৮১॥ নিকসি বসিষ্ঠদ্বার ভয়ে ঠাঢ়ে।
দেখে লোগ বিরহদব দাঢ়ে॥
কহি প্রিয়বচন সকল সমুঝায়ে।
বিপ্রবৃন্দ রঘুবীর বোলায়ে॥

রামচন্দ্র রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া বশিষ্ঠ মুনির বাড়ীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া লোকে বিরহ-আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিল। রাম সকলকে প্রিয় বাক্যে বুঝাইলেন ও ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিলেন।

গুর সন কহি বরষাসন দীন্হে।
আদর দান বিনয়বস কীন্হে॥
জাচক দান মান সন্তোষে।
মীত পুনীত প্রেম পরিতোষে॥

বরষাসন—বর্ষের জন্য অশন, এক বৎসরের খোরাক॥

গুরুর নিকট বলিয়া তাহাদিগকে এক বৎসরের খোরাক দেওয়াইলেন ও আদর করিয়া দান দিয়া বিনয় বাক্যে তাহাদিগকে বশ করিলেন। যাচকদিগকে দান দিয়া ও মান দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন ও মিত্রদিগকে পবিত্র ভালবাসায় সন্তুষ্ট করিলেন।

দাসী দাস বোলাই বহোরী।
গুরহি সৌঁপি বোলে কর জোরী॥
সব কৈ সার সঁভার গোসাঈঁ।
করবি জনক জননী কী নাঈঁ॥

পুনরায় দাসদাসীকে ডাকিয়া তাহাদিগকে গুরুর হাতে সঁপিয়া দিয়া জোড় হাতে বলিলেন—হে প্রভু, আপনি ইহাদিগের সকলকে পিতামাতার মত দেখাশোনা করিবেন।

বারহিঁ বার জোরি জুগ পানী।
কহত রামু সব সন মৃদুবানী॥
সোই সব ভাঁতি মোর হিতকারী।
জেহি তেঁ রহই ভুআল সুখারী॥

বারবার হাত জোড় করিয়া রাম সকলকে মৃদুবাক্যে বলিলেন—রাজা যাহাতে সুখী থাকেন তাহা যাঁহারা করিবেন, তাহারাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা হিতকারী।

মাতু সকল মোরে বিরহ জেহি ন হোহিঁ দুখ দীন।
সোই উপাউ তুম্হ করেহু সব পুরজন পরম প্রবীন॥

হে পরমজ্ঞানী পুরবাসীগণ, আপনারা সকলে সেই উপায় করিবেন, যাহাতে মায়েরা আমাদের বিরহদুঃখে কষ্ট না পান।

৮২॥ এহি বিধি রাম সবহিঁ সমুঝাবা।
গুর পদ পদুম হরষি সিরু নাবা॥
গনপতি গৌরি গিরীস মনাঈ।
চলে অসীস পাই রঘুরাঈ॥

এইভাবে রাম সকলকে বুঝাইলেন ও গুরুর পাদপদ্মে আনন্দে প্রণাম করিলেন। মনে মনে গণেশ, পার্বতী ও মহেশ্বরকে স্মরণ করিয়া আশীর্বাদ লইয়া রঘুনাথ চলিলেন।

রাম চলত অতি ভয়উ বিষাদূ।
সুনি ন জাই পুর আরতনাদূ॥
কুসগুন লঙ্ক অবধ অতি সোকূ।
হরষ বিষাদ বিবস সুরলোকূ॥

রাম বনে যাত্রা করিলে বড় দুঃখ উপস্থিত হইল। পুরীতে যে আর্তনাদ উপস্থিত হইল তাহা কানে শোনা যায় না। লঙ্কায় অশুভ চিহ্ন দেখা দিল, আর অযোধ্যা অতিশয় শোকে আচ্ছন্ন হইল। দেবতারা (তাঁহাদের কাজ হইবে ভাবিয়া) আনন্দিত হইলেন, আবার (অযোধ্যার অবস্থা দেখিয়া) দুঃখিত হইলেন।

গই মুরুছা তব ভূপতি জাগে।
বোলি সুমন্ত্রু কহন অস লাগে॥
রামু চলে বন প্রান ন জাহীঁ।
কেহি সুখ লাগি রহত তন মাহীঁ॥

তার পর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে রাজা জাগিয়া সুমন্ত্রকে ডাকিয়া এইপ্রকার বলিতে লাগিলেন—রাম বনে চলিয়া গেল, অথচ আমার প্রাণ গেল না। এই দেহে কি সুখের জন্য আর প্রাণ আছে?

এহি তেঁ কবন ব্যথা বলবানা।
জো দুখু পাই তজহিঁ তনু প্রানা॥
পুনি ধরি ধীর কহই নরনাহূ।
লেই রথু সঙ্গ সখা তুম্হ জাহূ॥

ইহা অপেক্ষা কঠিন আর কি ব্যথা থাকিতে পারে যাহা পাইলে প্রাণ দেহ ত্যাগ করে? আবার শান্ত হইয়া রাজা বলিলেন—হে সখা, তুমি রথ লইয়া সঙ্গে যাও।

সুঠি সুকুমার কুমার দোউ জনকসুতা সুকুমারি।
রথ চঢ়াই দেখরাই বনু ফিরেহু গয়ে দিন চারি॥

সুকুমার রামলক্ষ্মণ ও সুকুমারী সীতাকে রথে বসাইয়া বন দেখাইয়া দিন চার গেলে ফিরিয়া লইয়া আসিও।

৮৩। **জৌঁ নহিঁ ফিরহিঁ ধীর দোউ ভাঈ।**
সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত রঘুরাঈ॥
তৌ তুম্হ বিনয় করেহু কর জোরী।
ফেরিয় প্রভু মিথিলেসকিসোরী॥

রঘুরাজ রামচন্দ্র দৃঢ়ব্রত ও সত্যসন্ধ, সেইজন্য উহারা দুই ভাই যদি নাই ফিরে, তবে তুমি হাত জোড় করিয়া এই প্রার্থনা করিও যে, হে স্বামী, সীতাকে ফিরাইয়া দাও।

জব সিয় কানন দেখি ডেরাঈ।
কহেহু মোরি সিখ অবসরু পাঈ॥
সাসু সসুর অস কহেউ সঁদেসু।
পুত্রি ফিরিয় বন বহুত কলেসু॥

যখন সীতা বন দেখিয়া ভয় পাইবে সেই অবসরে তাহাকে আমার উপদেশ শুনাইও। বলিও, শ্বশুর শাশুড়ী এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, হে কন্যা, ফের, বনে বড় কষ্ট হইবে।

পিতুগৃহ কবহুঁ কবহুঁ সসুরারী।
রহেহু জহাঁ রুচি হোই তুম্হারী॥
এহি বিধি করেহু উপায়কদম্বা।
ফিরই ত হোই প্রানঅবলম্বা॥

কখন বা বাপের বাড়ীতে কখন বা শ্বশুর বাড়ীতে তোমার যেখানে ভাল লাগে সেই খানে থাকিও। এইভাবে কোনও কিছু উপায় করিও। যদি ফিরাইতে পার, তবে প্রাণের অবলম্বন হইবে।

নাহিঁ ত মোর মরনু পরিনামা।
কছু ন বসাই ভয়ে বিধি বামা॥
অস কহি মুরুছি পরা মহিরাঊ।
রামু লখনু সিয় আনি দেখাঊ॥

যদি ইহা না হয়, তবে পরিণামে আমার মরণ আছে। বিধাতা যেখানে বাম সেখানে কিছুই বশে আসে না। আমাকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে আনিয়া দেখাও। এই বলিয়া রাজা মাটিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পাই রজায়সু নাই সিরু রথু অতিবেগ বনাই।
গয়উ জহাঁ বাহর নগর সীয়সহিত দোউ ভাই॥

সুমন্ত্র রাজার আজ্ঞা পাইয়া, তাহাকে প্রণাম করিয়া খুব তাড়াতাড়ি রথ সাজাইয়া নগরের বাহিরে যেখানে সীতার সহিত রামলক্ষ্মণ দুই ভাই ছিলেন, সেখানে চলিয়া গেলেন।

৮৪॥ **তব সুমন্ত্র নৃপবচন সুনায়ে।**
করি বিনতী রথ রামু চঢ়ায়ে॥
চঢ়ি রথ সীয়সহিত দোউ ভাঈ।
চলে হৃদয় অবধহি সিরু নাঈ॥

তার পর সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে রাজার কথা বলিয়া মিনতি করিয়া রথে চড়াইলেন। রথে চড়িয়া সীতা সহিত দুই ভাই মনে মনে অযোধ্যাকে প্রণাম করিয়া চলিলেন।

চলত রামু লখি অবধ অনাথা।
বিকল লোগ সব লাগে সাথা॥
কৃপাসিন্ধু বহুবিধি সমুঝাবহিঁ।
ফিরহিঁ প্রেমবস পুনি ফিরি আবহিঁ॥

রাম চলিয়া যাইতে অযোধ্যাপুরী অনাথ হইল দেখিয়া নরনারী বিকল হইয়া সঙ্গে যাইতে লাগিল। কৃপাসিন্ধু তাহাদিগকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন। তাহারা বুঝিয়া ফিরে কিন্তু ভালবাসার টানে আবার ফিরিয়া আসে।

লাগতি অবধ ভয়াবন ভারী।
মানহুঁ কালরাতি অঁধিয়ারী॥
ঘোর জন্তুসম পুর নর নারী।
ডরপহিঁ একহিঁ এক নিহারী॥

অযোধ্যাকে বড় ভয়ানক বোধ হইতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন আঁধার হইয়া কাল রাত্রি নামিয়া আসিতেছে। পুর-নরনারীরা ভয়ানক জন্তুর মত একে অন্যকে দেখিয়া ভয় পাইতেছিল।

ঘর মসান পরিজন জনু ভূতা।
সুত হিত মীত মনহুঁ জমদূতা॥
বাগন্হ বিটপ বেলি কুম্হিলাহীঁ।
সরিত সরোবর দেখি ন জাহীঁ॥

ঘরকে শ্মশানের মত, স্বজনদিগকে ভূতের মত, হিতকারী পুত্র বা মিত্রদিগকে যমদূতের মত লাগিতেছিল। বাগানে বৃক্ষলতাদি মুসড়াইয়া গিয়াছিল, আর নদী সরোবরের দিকে তাকান যাইতেছিল না।

হয় গয় কোটিন্হ কেলিমৃগ পুর পশু চাতক মোর।
পিক রথাঙ্গ সুক সারিকা সারস হংস চকোর॥

নানা হাতী, ঘোড়া, পোষা হরিণ, নগরের পালিত পশু,পক্ষী, চাতক, ময়ূর, কোকিলা, চখাচখী, শুক, সারী, সারস, হাঁস ও চকোর

৮৫॥ রামবিয়োগ বিকল সব ঠাঢ়ে।
জহঁ তহঁ মনহুঁ চিত্র লিখি কাঢ়ে॥
নগরু সকল বনু গহবর ভারী।
খগ মৃগ বিপুল সকল নরনারী॥

রামের বিরহে সকলে আকুল হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মনে হইতেছিল, যেন যেখানে সেখানে ছবিতে আঁকা রহিয়াছে। সমস্ত শহরটা গভীর বনের মত হইয়াছিল, সকল নরনারী যেন সেই বনের পশুপক্ষী।

বিধি কৈকঈ কিরাতিনি কীন্হী।
জেহি দব দুসহ দসহুঁ দিসি দীন্হী॥
সহি ন সকৈ রঘু বর বিরহাগী।
চলে লোগ সব ব্যাকুল ভাগী॥

বিধাতা যেন কৈকেয়ীকে কিরাতিনী করিয়াছিলেন। সেই কৈকেয়ী দশ দিকে দুঃসহ দাবাগ্নি জ্বালাইয়া দিল। লোকেরা রামের বিরহের আগুন সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যাকুল হইয়া পালাইতে লাগিল।

সবহিঁ বিচারু কীন্হ মন মাহীঁ।
রাম লষন সিয় বিনু সুখ নাহীঁ॥
জহাঁ রামু তহঁ সবুই সমাজু॥
বিনু রঘুবীর অবধ নহিঁ কাজু॥

সকলেই মনে মনে এই ঠিক করিল যে, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ছাড়া সুখ নাই। যেখানে রাম সেখানেই সকলের বাসের স্থান, রাম না থাকিলে অযোধ্যায় আর কোন প্রয়োজন নাই।

চলে সাথ অস মন্ত্রু দৃঢ়াঈ।
সুরদুর্লভ সুখসদন বিহাঈ॥
রাম চরন পঙ্কজ প্রিয় জিন্হহীঁ।
বিষয়ভোগ বস করহিঁ কি তিন্হহীঁ॥

এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তাহারা দেবদুর্লভ সুখময় বাড়ী ঘর ছাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। যাহাদের কাছে রামের চরণপদ্ম প্রিয় তাহাদিগকে বিষয়-ভোগ কি বশীভূত করিতে পারে?

বালক বৃদ্ধ বিহায় গৃহ লগে লোগ সব সাথ।
তমসা তীর নিবাসু কিয় প্রথম দিবস রঘুনাথ॥

বালক ও বৃদ্ধেরা বাড়ী ঘর ছাড়িয়া সকলে সাথে সাথে যাইতে লাগিল। রামচন্দ্র প্রথম দিন তমসার তীরে বাস করিলেন।

৮৬॥ রঘুপতি প্রজা প্রেমবস দেখী॥
সদয় হৃদয় দুখু ভয়উ বিসেষী॥
করুনাময় রঘুনাথ গোসাঁঈ।
বেগি পাইঅহি পীর পরাঈ॥

রামচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, প্রজারা তাঁহার প্রেমের টানে রহিয়াছে, তখন তাঁহারা সদয় হৃদয়ে বিশেষ দুঃখ হইল। রঘুনাথ করুণাময়, পরের দুঃখ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পীড়া দেয়।

কহি সপ্রেম মৃদুবচন সুহায়ে।
বহুবিধি রাম লোগ সমুঝায়ে॥
কিয়ে ধরম উপদেস ঘনেরে।
লোগ প্রেমবস ফিরহিঁ ন ফেরে॥

সপ্রেমে সুন্দর মৃদুবাক্যে রাম নানা প্রকারে লোকদিগকে বুঝাইলেন, অনেক ধর্ম উপদেশ দিলেন। কিন্তু লোকে তাঁহাদের প্রেমের টানে ফিরিয়াও ফিরিতেছিল না।

সীল সনেহু ছাড়ি নহিঁ জাঈ।
অসমঞ্জসবস ভে রঘুরাঈ॥
লোগ সোগ শ্রম বস গয়ে সোঈ।
কছুক দেবমায়া মতি মোঈ॥

সুশীল ও স্নেহপূর্ণ স্বভাববশতঃ রাম তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। এই অবস্থায় রামচন্দ্র দ্বিধায় পড়িলেন। রাখিয়াও যাওয়া যায় না, লইয়াও যাওয়া উচিত হয় না। লোকেরা শোকে ও পরিশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িল। বিধাতার মায়ায় কতক লোকের বুদ্ধি মোহ প্রাপ্ত হইল।

জবহিঁ জামজুগ জামিনি বীতী।
রাম সচিব সন কহেউ সপ্রীতী॥
খোজু মারি রথ হাঁকহু তাতা।
আন উপায় বনিহি নহিঁ বাতা॥

খোজু মারি—চিহ্ন নষ্ট করিয়া। যখন দুপুর রাত্রি হইয়া গেল তখন রামচন্দ্র সচিবকে সপ্রেমে বলিলেন—হে প্রভু, এমন করিয়া রথ চালান যাহাতে চিহ্ন না থাকে। অন্য কোন উপায়ে কাজ চলিবে না।

রাম লষন সিয় জান চঢ়ি সম্ভুচরন সিরু নাই।
সচিব চলায়উ তুরত রথু ইত উত খোজ দুরাই॥

মহাদেবকে প্রণাম করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রথে চড়িলেন। মন্ত্রী তখনই রথ চালাইলেন ও এদিক সেদিক করিয়া চাকার চিহ্ন লুকাইয়া চলিলেন।

৮৭॥ জাগে সকল লোগ ভয়ে ভোর।
গে রঘুনাথ ভয়উ অতি সোর॥
রথ কর খোজ কতহু নহিঁ পাবহিঁ।
রাম রাম কহি চহুঁ দিসি ধাবহিঁ॥

ভোর হওয়ায় সকলে জাগিল। রাম চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া খুব গোলমাল উঠিল। কোথাও রথের খোঁজ পাওয়া গেল না। লোকে "রাম রাম" বলিয়া চারিদিকে ছুটিতে লাগিল।

মনহুঁ বারিনিধি বুড় জাহাজূ।
ভয়উ বিকল বড় বনিকসমাজূ॥
একহিঁ এক দেহিঁ উপদেসূ।
তজে রাম হম জানি কলেসূ॥

সমুদ্রে জাহাজ-ডুবি হইলে বণিকদলের যে বিকল অবস্থা হয়, সেখানকার লোকদের তাহাই হইল। একে অন্যকে বলিতেছিল—আমাদের কষ্ট হইবে বলিয়াই রাম আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

নিন্দহি আপু সরাহহিঁ মীনা।
ধিক জীবন রঘু বীর বিহীনা॥
জৌঁ পৈ প্রিয়বিয়োগু বিধি কীন্হা।
তৌ কস মরনু ন মাঁগে দীন্হা।

তাহারা নিজেদের দোষ দিয়া মাছের প্রশংসা করিয়া বলিতেছিল—রামচন্দ্রবিহীন জীবনে ধিক। (মাছ জলের অভাব সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু আমরা রামচন্দ্রের অভাব সহ্য করিয়া আছি।) যদি বিধাতা আমাদিগকে রামের বিরহই দিলেন, তবে মরণ চাহিলেই পাওয়া যায় এমন কেন করিলেন না।

এহি বিধি করত প্রলাপকলাপা।
আয়ে অবধ ভরে পরিতাপা॥
বিষমবিয়োগ ন জাই বখানা।
অবধি আস সব রাখহিঁ প্রানা॥

অবধি—চৌদ্দ বৎসর শেষ হওয়ার দিন। এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে তাহারা ব্যথাভরা বুক লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিল। বিরহের সে বিষম দুঃখের কথা বলিয়া উঠা যায় না। কেবল ১৪ বৎসরান্তে রামের দেখা হইবে এই আশায় জীবন রাখিল।

রাম দরস হিত নেম ব্রত লগে করন নরনারী।
মনহুঁ কোক কোকী কমল দীন বিহীন তমারি॥

কোককোকী—চখাচখী। তমারী—সূর্য। রামের দেখা পাওয়ার জন্য নরনারী নিয়ম ও ব্রত পালন করিতে লাগিল। সূর্যের অভাবে চখাচখী ও পদ্মফুলের যে প্রকার দুঃখদায়ক অবস্থা হয়, লোকের সেই অবস্থা হইল।

৮৮॥ সীতা সচিব সহিত দোউ ভাঈ।
শৃঙ্গবেরপুর পহুঁচে জাঈ॥
উতরে রাম দেবসরি দেখী।
কীন্হ দণ্ডবত হরষু বিসেখী॥

সীতা ও মন্ত্রীর সহিত দুই ভাই গিয়া শৃঙ্গবেরপুরে পঁহুছিলেন। গঙ্গা দেখিয়া রাম নামিলেন ও অতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রণাম করিলেন।

লখন সচিব সিয় কিয়ে প্রনামা।
সবহিঁ সহিত সুখ পায়উ রামা॥
গঙ্গ সকল মুদ মঙ্গল মূলা।
সব সুখকরনি হরনি সব সূলা॥

তার পর লক্ষ্মণ, মন্ত্রী ও সীতা গঙ্গাকে প্রণাম করিলে সকলের সহিত রাম সুখী হইলেন। গঙ্গা সকলের আনন্দের ও মঙ্গলের মূল, সকল সুখের হেতু। গঙ্গা সকল ব্যথা দূর করেন।

কহি কহি কোটিক কথাপ্রসঙ্গা।
রামু বিলোকহিঁ গঙ্গতরঙ্গা॥
সচিবহি অনুজহি প্রিয়হি সুনাঈ।
বিবুধ নদী মহিমা অধিকাঈ॥

নানা কথাপ্রসঙ্গ বলিয়া রাম গঙ্গার ঢেউ দেখিতে লাগিলেন। আর ঐ দেবনদীর মহামহিমার কথা মন্ত্রীকে, ভাইকে ও প্রিয়া সীতাকে শুনাইতে লাগিলেন।

মজ্জনু কীন্হ পন্থশ্রমু গয়উ।
সুচি জলু পিয়ত মুদিত মন ভয়উ॥
সুমিরত জাহি মিটই শ্রমু ভারু।
তেহি শ্রমু যহ লৌকিক ব্যবহারু॥

গঙ্গায় স্নান করিয়া পথশ্রম গেল। গঙ্গার পবিত্র জল পান করিয়া মনে আনন্দ হইল। যাঁহাকে স্মরণ করিলে ভব-যন্ত্রণা মিটে, তাঁহার আবার শ্রম। ইহা কেবল লৌকিক অথবা মানুষের অনুরূপ ব্যবহার।

শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় কন্দ ভানু কুল কেতু।
চরিত করত নর অনুহরত সংসৃতি সাগর সেতু॥

সূর্যকুলের ধ্বজাস্বরূপ রামচন্দ্র, যিনি শুদ্ধ সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ, যিনি সংসার সমুদ্রে পার হওয়ার সেতুর ন্যায়, তিনি মানুষের আচরণ করিতেছিলেন।

৮৯॥ যহ সুধি গুহ নিষাদ জব পাঈ।
মুদিত লিয়ে প্রিয় বন্ধু বোলাঈ॥
লিয়ে ফল মূল ভেট ভরি ভারা।
মিলন চলেউ হিয় হরষু অপারা॥

যখন গুহ নিসাদ এই সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি আনন্দে প্রিয় ভাইদের ডাকিলেন ও ভার ভরিয়া ফলমূলের ভেট লইয়া অপার আনন্দে মিলনের জন্য চলিলেন।

করি দণ্ডবত ভেঁট ধরি আগে।
প্রভুহি বিলোকত অতি অনুরাগে॥
সহজ সনেহ বিবস রঘুরাঈ।
পূছী কুসল নিকট বৈঠাঈ॥

দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভেট রামের সম্মুখে রাখিয়া প্রভুকে অতি প্রেমের সহিত দেখিতে লাগিলেন। রঘুপতি রাম স্বভাবতঃই প্রীতির বশ। তিনি নিষাদকে নিকটে বসাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

নাথ কুসল পদপঙ্কজ দেখে।
ভয়উঁ ভাগভাজন জন লেখে॥
দেব ধরনি ধনু ধাম তুম্হারা।
মৈঁ জন নীচ সহিত পরিবারা॥

গুহ বলিল—হে নাথ, তোমার চরণপদ্ম দেখিয়াই আমাদের কুশল। আজ আমরা ভাগ্যবানদের মধ্যে গণ্য হইলাম। হে দেব, আমাদের যাহা কিছু ধন সম্পদ বাড়ী ঘর আছে তাহা তোমার। সপরিবারে আমরা তোমার নীচ দাস।

কৃপা করিয় পুর ধারিয় পাউ।
থাপিয় জন সবু লোগু সিহাউ॥
কহেহু সত্য সব সখা সুজানা।
মোহি দীন্হ পিতু আয়সু আনা॥

সিহাউ—বড়াই। আয়সু—আজ্ঞা। আনা—অন্য॥ কৃপা করিয়া আমাদের পুরীতে আইস, আমাদিগকে দাস কর, সকল লোক আমাদের সুখে সুখী হউক। রাম বলিলেন—হে বিজ্ঞ সখা, তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য, কিন্তু পিতা আমাকে অন্য আদেশ দিয়াছেন।

বরষ চারিদস বাসু বন মুনি ব্রত বেষু অহারু।
গ্রামবাস নহিঁ উচিত সুনি গুহহি ভয়উ দুখভারু॥

আমাকে চৌদ্দ বৎসর মুনিব্রত লইয়া মুনির বেশে মুনির ন্যায় থাকিয়া বনে বাস করিতে হইবে। গ্রামে বাস করা উচিত নয়। এ কথা শুনিয়া গুহের বড় দুঃখ হইল।

১০॥ রাম লখন সিয় রূপ নিহারী।
কহহিঁ সপ্রেম গ্রাম নর নারী॥
তে পিতু মাতু কহহু সখি কৈসে।
জিন্হ পঠয়ে বন বালক ঐসে॥

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার রূপ দেখিয়া নগরের নরনারীরা সপ্রেমে বলিতে লাগিল—সখী, সে বাপ-মা কেমন যাঁহারা এই প্রকার বালকদের বনে পাঠাইয়াছেন?

এক কহহিঁ ভল ভূপতি কীন্হা।
লোচনলাহু হমহিঁ বিধি দীন্হা॥
তব নিষাদপতি উর অনুমানা।
তরু সিংসুপা মনোহর জানা॥

একজন বলিলেন—রাজা ভালই করিয়াছেন, বিধাতা আমাদের চক্ষু সার্থক করিয়া দিলেন। নিষাদরাজ মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন যে, শিশু গাছটা বড় সুন্দর।

লৈই রঘুনাথহি ঠাউঁ দেখাবা।
কহেউ রাম সব ভাঁতি সুহাবা॥
পুরজন করি জোহারু ঘর আয়ে।
রঘুবর সন্ধ্যাকরন সিধায়ে॥

রঘুনাথকে লইয়া তিনি থাকার স্থান দেখাইতে গেলেন। রাম বলিলেন—ইহা সকল প্রকারেই বেশ ভাল জায়গা। তখন পুরবাসীরা প্রণাম করিয়া ঘরে ফিরিল, রাম সন্ধ্যা করিতে গেলেন।

গুহ সবাঁরি সাথরী ডসাঈ।
কুস কিসলয় ময় মৃদুল সুহাঈ॥
সুচি ফল মূল মধুর মৃদু জানি।
দোনা ভরি ভরি রাখেসি আনী॥

কুশ ও অতি সুন্দর নরম পাতা সাজাইয়া গুহ শয্যা রচনা করিলেন। বাছিয়া বাছিয়া পবিত্র মধুর ফলমূল পাত্র ভরিয়া আনিয়া রাখিলেন।

সিয় সুমন্ত্র ভ্রাতা সহিত কন্দ মূল ফল খাই।
সয়ন কীন্হ রঘুবংস মনি পায় পলোটত ভাই॥

রঘুনাথ রাম সীতা সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের সহিত কন্দ ফল মূল খাইয়া শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ টিপিতে লাগিলেন।

১১॥ উঠে লখনু প্রভু সোবত জানী।
কহি সচিবহি সোবন মৃদুবানী॥
কছুক দূরি সজি বানসরাসন।
জাগন লগে বৈঠি বীরাসন॥

প্রভু ঘুমাইয়াছেন জানিয়া লক্ষ্মণ উঠিলেন ও মন্ত্রীকে শোওয়ার জন্য মৃদুস্বরে অনুরোধ করিলেন। কতকটা দূরে গিয়া ধনুক ও বাণ লইয়া জাগিয়া থাকার বীরাসনে বসিলেন।

গুহ বোলাই পাহরু প্রতীতি।
ঠাবঁ ঠাবঁ রাখে অতি প্রীতী॥
আপু লখন পহিঁ বৈঠেউ জাঈ।
কটি ভাথী সর চাপ চঢ়াঈ॥

গুহও বিশ্বাসী পাহারাদার ডাকিয়া স্থানে স্থানে প্রেমভরে নিযুক্ত করিলেন। নিজেও ধনুকবাণ ও তূণীরে সাজিয়া লক্ষ্মণের নিকট গিয়া বসিলেন।

সোবত প্রভুহি নিহারি নিষাদু।
ভয়উ প্রেমবস হৃদয় বিষাদু॥
তনু পুলকিত জল লোচন বহঈ।
বচন সপ্রেম লখন সন কহঈ॥

ঘুমন্ত রামচন্দ্রকে দেখিয়া নিষাদের মনে দুঃখ হইল। তাঁহার শরীরে পুলক উপস্থিত হইল, চোখে জল বহিতে লাগিল। তিনি প্রেমের সহিত লক্ষ্মণের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন।

নৃপতি ভবন সুভায় সুহাবা।
সুর পতি সদনু ন পটতর পাবা॥
মনি ময় রচিত চারু চৌবারে।
জনু রতি পতি নিজ হাথ সবাঁরে॥

নিষাদ বলিলেন—রাজপুরী স্বভাবতঃই এমন সুন্দর যে ইন্দ্রপুরীও তাহার সমান হয় না। উহার চারি কোণ মণি দিয়া গড়া, মনে হয় যেন মদন নিজের হাতে সাজাইয়াছে।

সুচি সুবিচিত্র সুভোগ ময় সুমন সুগন্ধ সুবাস।
পলঙ্গ মঞ্জু মনিদীপ জহঁ সব বিধি সকল সুপাস॥

উহা পবিত্র, অতি আশ্চর্য ও ভোগের জিনিষে পরিপূর্ণ। সেখানে বাতাস ফুলের সুগন্ধ বহিয়া চলে। সেখানে সুন্দর পালঙ্ক আছে আর সুন্দর মণির দীপ জ্বলে। সেখানে সকল রকমের আরাম।

৯২॥ **বিবিধ বসন উপধান তুরাঈ।**
ছীরফেন মৃদু বিসদ সুহাঈ॥
তহঁ সিয়রামু সয়ন নিসি করহীঁ।
নিজ ছবি রতি মনোজ মদ হরহীঁ॥

সেখানে নানা বস্ত্র, আর দুধের ফেনার মত সাদা কোমল ও সুন্দর তাকিয়া ও তোষকযুক্ত বিছানা। তাহাতে রামসীতা রাত্রে শুইয়া থাকেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য দেখিয়া রতির ও কামের অহঙ্কার দূর হয়।

তে সিয়রামু সাথরী সোয়ে।
শ্রমিত বসন বিনু জাহিঁ ন জোয়ে॥
মাতু পিতা পরিজন পুর বাসী।
সখা সুসীল দাস অরু দাসী॥

সেই রাম সীতা কুশের পাতার শয্যায় বিনা বিছানায় পরিশ্রান্ত হইয়া শুইয়া আছেন, ইহা দেখা যায় না। মাতাপিতা, পরিজন, পুরবাসী, সখা ও সুশীল দাসদাসী।

জোগবহিঁ জিনহহিঁ প্রান কী নাঈ।
মহি সোবত তেই রামু গোসাঈঁ।
পিতা জনক জগ বিদিত প্রভাঊ।
সসুর সুরেসসখা রঘুরাঊ॥

যাঁহাকে প্রাণের মত করিয়া আরাম জোগাইত সেই প্রভু রাম মাটিতে শুইয়া আছেন। যাঁহার পিতা জনকের প্রভাবের কথা পৃথিবীর সকলে জানে, যাঁহার শ্বশুর রাজা দশরথের সখা হইতেছেন ইন্দ্র।

রামচন্দ্রু পতি সো বৈদেহী।
সোবত মহি বিধি বাম ন কেহী॥
সিয় রঘুবীর কি কানন জোগূ।
করমু প্রধান সত্য কহ লোগূ॥

আর যাঁহার রামচন্দ্র হইতেছেন স্বামী, সেই বৈদেহী সীতা আজ মাটিতে শুইয়া ঘুমাইতেছেন। ঈশ্বর কাহার উপর না বিরূপ হয়? সীতা ও রাম কি বনবাসের উপযুক্ত? লোকে যে বলে কর্মই প্রধান তাহা ঠিক।

কৈকয়নন্দিনি মন্দমতি কঠিন কুটিলপন কীন্হ।
জেহি রঘুনন্দন জানকিহিঁ সুখঅবসর দুখু দীন্হ॥

কৈকেয়ী রঘুপতি রামকে ও জানকীকে সুখের সময় দুঃখ দিয়াছেন। দুষ্টবুদ্ধি কৈকেয়ী বড় কঠিন কুটিলতার কাজ করিয়াছেন।

৯৩॥ **ভই দিন কর কুল বিটপ কুঠারী।**
কুমতি কীন্হ সব বিস্ব দুখারি॥
ভয়উ বিষাদু নিষাদহি ভারি।
রামুসীয় মহিসয়ন নিহারী॥

কৈকেয়ী সূর্যবংশরূপ বৃক্ষের পক্ষে নাশকারী কুঠারের মত হইয়াছেন। দুর্বুদ্ধি কৈকেয়ী জগৎশুদ্ধ সকলকেই দুঃখী করিলেন। রাম ও সীতাকে মাটিতে শুইতে দেখিয়া নিষাদের বড় দুঃখ হইল।

বোলে লষনু মধুর মৃদু বানী।
জ্ঞান বিরাগ ভগতি রস সানী॥
কাহু ন কোউ সুখ দুখ কর দাতা।
নিজকৃত করম ভোগ সবু ভ্রাতা॥

লক্ষণ তখন তাহাকে আস্তে আস্তে মিষ্ট করিয়া জ্ঞানবৈরাগ্য ও ভক্তি-মাখা কথা বলিলেন—ভাই, কেহ কাহাকেও সুখ দুঃখ দেয় না, সকলেই নিজ নিজ কর্মের ফল ভোগ করে।

জোগ বিয়োগ ভোগ ভল মন্দা।
হিত অনহিত মধ্যম ভ্রম ফন্দা॥
জনমু মরনু জহঁ লগি জগজালু।
সম্পতি বিপতি করমু অরু কালু॥

মিলন ও বিচ্ছেদ, ভাল ও মন্দ ভোগ, হিতার্থী, অহিতার্থী ও উদাসীন, এ সকলই ভ্রম জন্ম ও মৃত্যু যাহা লইয়া সংসার, সম্পত্তি, বিপত্তি, কর্ম ও কাল,

ধরনি ধামু ধনু পুর পরিবারূ।
সরগু নরকু জহঁ লগি ব্যবহারূ॥
দেখিয় সুনিয় গুনিয় মন মাহীঁ।
মোহমূল পরমারথ নাহীঁ।

পৃথিবী, গৃহ, ধন, গ্রাম, পরিবার, স্বর্গ ও নরকাদি যে সম্পর্ক আছে, এগুলি দেখ, শোন ও মনে মনে জানিও যে এ সমস্তই মোহ। পরমার্থতঃ ইহারা নাই।

সপনে হোই ভিখারী নৃপু রঙ্কু নাকপতি হোই।
জাগে লাভ ন হানি কছু তিমি প্রপঞ্চ জিয় জোই॥

স্বপ্নে রাজা ভিখারী হয় আর দরিদ্র ইন্দ্রত্ব পায়, কিন্তু জাগিলে কিছুই লাভ ক্ষতি হয় না। তেমনি সংসারের মিথ্যা মোহ, ইহা বুঝা চাই।

১৪॥ অস বিচারি নহিঁ কীজিয় রোষূ।
কাহুহি বাদি ন দেইয় দোষূ॥
মোহনিসা সব সোবনিহারা।
দেখিয় সপন অনেক প্রকারা॥

এই কথা বুঝিয়া রাগ করিও না, মিথ্যা কাহাকেও দোষ দিও না। সকলেই যেন মোহ-রাত্রিতে ঘুমাইয়া আছে, আর নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখিতেছে।

এহি জগ জামিনি জাগহিঁ জোগী।
পরমারথী প্রপঞ্চবিয়োগী॥
জানিয় তবহিঁ জীব জগ জাগা।
জব সব বিষয় বিলাস বিরাগা॥

এই সংসাররূপ রাত্রিতে মোক্ষাকাঙ্খী সংসারবিরাগী যোগীই জাগিয়া থাকে। যখন সকল ইন্দ্রিয়বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত হয়, তখনই সংসারে জীব জাগিয়াছে বলিয়া জানিবে।

হোই বিবেকু মোহভ্রম ভাগা।
তব রঘুনাথ চরন অনুরাগা॥
সখা পরমপরমারথ এহূ।
মন ক্রম বচন রামপদ নেহূ॥

যখন জ্ঞান হয়, মোহ ও ভ্রম চলিয়া যায়, তখনই রামচন্দ্রের চরণে ভক্তি হয়। হে মিত্র, মন, কার্য ও বাক্যে রামপদে ভক্তি রাখাই হইতেছে পরম পরমার্থ।

রামু ব্রহ্ম পরমারথরূপা।
অবিগত অলখ অনাদি অনূপা॥
সকল বিকার রহিত গতভেদা।
কহি নিত নেতি নিরূপহিঁ বেদা॥

রামচন্দ্রই পরব্রহ্ম ও পরমমোক্ষরূপ। তিনি জ্ঞানের অগম্য, সর্বময়, অদর্শনীয়, অনাদি ও উপমা-রহিত। তিনি অবিকারী ও অভেদ। বেদ তাঁহাকে "নেতি নেতি" বলিয়া নিরূপণ করিয়াছে।

ভগত ভূমি ভূসুর সুরভি সুর হিত লাগি কৃপাল।
করত চরিত ধরি মনুজ তন সুনত মিটহিঁ জগজাল॥

সেই কৃপাময় পরব্রহ্ম রাম ভক্তের, ভূমির, গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতার হিতের জন্য মানুষের শরীর ধরিয়া মানুষের মত কার্য করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার চরিত্রকথা শুনিলেও সংসার-মোহ মিটে।

১৫॥ সখা সমুঝি অস পরিহরি মোহূ।
সিয় রঘুবীর চরন রত হোহূ॥
কহত রামগুন ভা ভিনুসারা।
জাগে জগমঙ্গল দাতারা॥

সখা, এই কথা বুঝিয়া মোহ ত্যাগ করিয়া সীতা ও রামের চরণে ভক্তি রাখ। রামের গুণের কথা বলিতে বলিতে প্রাতঃকাল হইল। জগতের মঙ্গলের কারণ রাম জাগিলেন।

সকল সৌচ করি রাম নহাবা।
সুচি সুজান বটছীর মঁগাবা॥
অনুজ সহিত সির জটা বনায়ে।
দেখি সুমন্ত্র নয়নজল ছায়ে॥

রাম শৌচাদি করিয়া স্নান করিলেন। শুচি হইয়া জ্ঞানবান রাম বটের আঠা আনাইলেন এবং ভাইয়ের ও নিজের মাথায় জটা বানাইলেন। ইহা দেখিয়া সুমন্ত্রের চোখে জল আসিল।

হৃদয় দাহু অতি বদন মলীনা।
কহ কর জোরি বচন অতি দীনা॥
নাথ কহেউ অস কোসলনাথা।
লেই রথু জাহু রাম কে সাথা॥

মন্ত্রীর বুকে বড় দাহ, মুখ মলিন। তিনি হাতজোড় করিয়া অতিশয় দীনভাবে বলিলেন—হে নাথ, রাজা দশরথ বলিয়াছেন যে, রথ লইয়া রামের সঙ্গে যাও।

বনু দেখাই সুরসরি অন্হবাঈ।
আনেহু ফেরি বেগি দোউ ভাঈ॥
লখনু রাম সিয় আনেহু ফেরী।
সংসয় সকল সঙ্কোচ নিবেরী॥

বন দেখাইয়া গঙ্গায় স্নান করাইয়া দুই ভাইকে তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া আন। সকল সংশয় ও সঙ্কোচ দূর করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে ফিরাইয়া আন।

নৃপ অস কহেউ গোসাইঁ জস কহিয় করউঁ বলি সোই।
করি বিনতী পায়ন্হ পরেউ দীন্হ বাল জিমি রোই॥

আমি তোমার বালাই লইতেছি। রাজা ঐ কথা বলিয়াছেন। এখন, প্রভু, যাহা বল তাহাই করিব। এই বলিয়া বিনয় করিয়া পায় পড়িয়া দীন বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

১৬॥ তাত কৃপা করি কীজিয় সোঈ।
জা তেঁ অবধ অনাথ ন হোঈ।
মন্ত্রিহি রামু উঠাই প্রবোধা।
তাত ধরমমত তুম্হ সবু সোধা॥

সুমন্ত্র বলিলেন—হে প্রিয়, কৃপা করিয়া তাহাই কর, যাহাতে অযোধ্যা অনাথ না হয়। রাম মন্ত্রীকে উঠাইয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—হে প্রিয়, আপনার ত ধর্মপথ সমস্তই জানা আছে।

সিবি দধীচ হরিচন্দ নরেসা।
সহে ধরমহিত কোটি কলেসা॥

রন্তিদেব বলি ভূপ সুজানা।
ধরম ধরেউ সহি সঙ্কট নানা॥

শিবি, দধীচি ও হরিশ্চন্দ্র রাজা ধর্মের জন্য কত কষ্ট না সহিয়াছেন। রন্তিদেব নামে জ্ঞানী রাজা নানা সঙ্কট সহ্য করিয়াও ধর্মই ধরিয়া ছিলেন।

ধরমু ন দুসর সত্যসমানা।
আগম নিগম পুরান বখানা॥
মৈঁ সোই ধরমু সুলভ করি পাবা।
তজে তিহুঁ পুর অপজস ছাবা॥

সত্যের সমান আর কোনও ধর্ম নাই, এ কথা বেদ পুরাণে বর্ণনা করা আছে। সেই ধর্ম আমি সহজেই পাইতেছি। যদি উহা ত্যাগ করি তবে ত্রিলোক অপযশে ভরিয়া যাইবে।

সম্ভাবিত কহুঁ অপজসলাহূ।
মরন কোটি সম দারুন দাহূ॥
তুম সন তাত বহুত কা কহউঁ।
দিয়ে উতরু ফিরি পাতকু লহউঁ॥

যাহার খ্যাতি আছে, তাহার অখ্যাতি লাভ করা কোটি বার মরার সমান কষ্টকর। হে তাত, আপনাকে বেশী আর কি বলিব? পাল্টা উত্তর দিলে পাপই হইবে।

পিতুপদ গহি কহি কোটি নতি বিনয় করিব কর জোরি।
চিন্তা কবনিহুঁ বাত কৈ তাত করিয় জনি মোরি॥

পিতার পায়ে ধরিয়া কোটি প্রণাম জানাইয়া হাতজোড় করিয়া মিনতি করিয়া বলিবেন, যেন কোন বিষয়েই তিনি আমার জন্য চিন্তা না করেন।

৯৭॥ তুম্হ পুনি পিতুসম অতি হিত মোরে।
বিনতী করউঁ তাত কর জোরে॥
সব বিধি সোই করতব্য তুম্হারে।
দুখু ন পাব পিতু সোচ হমারে॥

আপনি আমার পিতার মত হিতকাঙ্ক্ষী। আপনাকে হাত জোড় করিয়া মিনতি করিতেছি—যাহাতে আমার চিন্তায় রাজা দুঃখ না পান আপনাকে সকল রকমে তাহাই করিতে হইবে।

সুনি রঘুনাথ সচিব সম্বাদূ।
ভয়উ সপরিজন বিকল নিষাদূ॥
পুনি কছু লখন কহী কটুবানী।
প্রভু বরজেউ বড় অনুচিত জানি॥

বরজেউ—বর্জন করিলেন, বন্ধ করিলেন। রামের সহিত মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া নিষাদ সপরিবারে শোকে ব্যাকুল হইল। লক্ষ্মণ এই সময় সুমন্ত্রকে কিছু কটু কথা বলায়, উহা বড় অনুচিত জানিয়া প্রভু বন্ধ করিয়া দিলেন।

সকুচি রাম নিজ সপথ দেবাঈ।
লখনসঁদেসু কহিয় জনি জাঈ॥
কহ সুমন্ত্র পুনি ভূপ সঁদেসূ।
সহি ন সকিহি সিয় বিপিনকলেসূ॥

রাম সঙ্কোচবোধ করিয়া নিজের শপথ দিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন—লক্ষ্মণ যাহা বলিলেন তাহা যেন গিয়া না বলেন। তখন সুমন্ত্র রাজা যে কথা বলিতে বলিয়াছিলেন তাহা শুনাইলেন—সীতা বনের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না।

জেহি বিধি অবধ আব ফিরি সীয়া।
সোই রঘুবরহিঁ তুম্হহিঁ করনীয়া॥
ন তরু নিপট অবঅলম্ববিহীনা।
মৈঁ ন জিয়ব জিমি জল বিনু মীনা॥

সেইজন্য যাহাতে সীতা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসে রামের ও তোমার তাহাই করা চাই। আর তাহা যদি না হয়, তবে আমি একেবারে অবলম্বনশূন্য হইয়া জল বিনা মাছের মত হইয়া আর বাঁচিব না।

মইকে সসুরে সকল সুখ জবহিঁ জহাঁ মনু মান।
তহঁ তব রহিহি সুখেন সিয় জব লগি বিপত বিহান॥

মইকে—বাপের বাড়ী॥ যে পর্যন্ত না দুর্দিন শেষ হয় সে পর্যন্ত বাপের বাড়ীতে বা শ্বশুড়বাড়ীতে যেখানে যখন থাকার ইচ্ছা হইবে সীতা তখন সেইখানে ইচ্ছামত থাকিবে।

৯৮॥ বিনতী ভূপ কীন্হ জেহি ভাঁতী।
আরতি প্রীতি ন সো কহি জাতী॥
পিতুসঁদেসু সুনি কৃপানিধানা।
সিয়হি দীন্হ সিখ কোটি বিধানা॥

রাজা যেভাবে মিনতি করিয়াছেন তাহার প্রেমের ও কাতরতার কথা বলা যায় না। কৃপানিধান রাম পিতার সংবাদ শুনিয়া সীতাকে নানা প্রকার বুঝাইলেন।

সাসু সসুর গুরু প্রিয় পরিবারূ।
ফিরহু ত সব কর মিটাই খঁভারূ॥
সুনি পতিবচন কহতি বৈদেহী।
সুনহু প্রানপতি পরমসনেহী॥

রাম বলিলেন—যদি ফের তবে শ্বশুর, শাশুড়ী, গুরু ও আত্মীয়কুটুম্ব সকলের দুঃখ দূর হয়। পতির উপদেশ শুনিয়া সীতা বলিলেন—হে পরমস্নেহময় প্রাণপতি, শোন।

প্রভু করুনাময় পরমবিবেকী।
তনু তজি রহতি ছাঁহ কিমি ছেঁকী॥
প্রভা জাই কহঁ ভানু বিহাঈ।
কহঁ চন্দ্রিকা চন্দু তজি জাঈ॥

হে প্রভু, তুমি করুণাময় ও পরম-বিবেক-পরায়ণ। তুমি ত জান যে শরীরকে ত্যাগ করিয়া ছায়াটা আলাদা থাকিতে

পারে না, সূর্যকে ত্যাগ করিয়া তাহার প্রভা যাইতে পারে না। জ্যোৎস্নাই বা চাঁদকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে ?

পতিহিঁ প্রেমময় বিনয় সুনাঈ।
কহতি সচিব সন গিরা সুহাঈ॥
তুম্হ পিতু সসুর সরিস হিতকারী।
উতরু দেউ ফিরি অনুচিত ভারী॥

সীতা রামকে প্রেমময় মিনতি জানাইয়া মন্ত্রীকে সুন্দর ভাষায় বলিলেন—আপনি পিতা ও শ্বশুরের মত হিতকারী। আপনার কথার পাল্টা উত্তর দেওয়া আমার উচিত হয় না।

আরতিবস সনমুখ ভইউঁ বিলগু ন মানব তাত।
আরজ সুত পদ কমল বিনু বাদি জহাঁ লগি নাত॥

জহাঁলগি—যত। নাত—সম্বন্ধ॥ বিপদে পড়িয়াই সামনে বাহির হইয়া বলিতেছি। ইহাতে দোষ লইবেন না। আর্যপুত্রের চরণপদ্ম বিনা যত সম্বন্ধ আছে সে সকলই ব্যর্থ।

৯৯॥ **পিতু বৈভব বিলাসু মৈঁ ডীঠা।**
নৃপ মনি মুকুট মিলত পদপীঠা॥
সুখনিধান অস পিতুগৃহ মোরে।
পিয় বিহীন মন ভাব ন ভোরে॥

ভাব—ভাল লাগা॥ বাবার বিলাস ও বিভব আমি দেখিয়াছি। তাঁহার পাদান রাজাদের মণিময় মুকুট দিয়া তৈয়ারী। এমন সুখের বাপের বাড়ী স্বামী না থাকিলে, ভুলেও আমার কাছে ভাল লাগে না।

সসুর চক্কবই কোসলরাউ।
ভুবন চারিদস প্রগট প্রভাউ॥
আগে হোই জেহি সুরপতি লেঈ।
অরধসিংহাসন আসনু দেঈ॥

চক্কবই—চক্রবর্তী। রাউ—রাজা॥ শ্বশুর হইতেছেন রাজচক্রবর্তী কোশলরাজ। তাঁহার শক্তির কথা চতুর্দশ ভুবন জানে। তাঁহাকে ইন্দ্র আগ বাড়াইয়া সম্বর্ধনা করিয়া লইয়া থাকেন, বসার জন্য নিজের সিংহাসনের অর্ধেক দেন।

সসুর এতাদৃস অবধনিবাসু।
প্রিয় পরিবার মাতুসম সাসু॥
বিনু রঘুপতি পদ পদুম পরাগা।
মোহি কোউ সপনেহু সুখদ ন লাগা॥

এইপ্রকার শ্বশুর ও অযোধ্যার বাড়ী, সেখানকার প্রিয় পরিবার ও মায়ের মত শাশুড়ী থাকা সত্ত্বেও রঘুপতির পাদপদ্মের পরাগ বিনা এ সকল আমার নিকট স্বপ্নেও সুখ দিতে পারে না।

অগম পন্থ বন ভূমি পহারা।
করি কেহরি সর সরিত অপারা॥
কোল কিরাত কুরঙ্গ বিহঙ্গা।
মোহি সব সুখদ প্রান পতি সঙ্গা॥

দুর্গম পথ, বনভূমি ও পাহাড়, হাতী, সিংহ, সরোবর ও অপার নদী, ব্যাধ, কিরাত, হরিণ ও পাখী এই সকলই প্রাণপতির সঙ্গে থাকিলে আমাকে সুখ দিবে।

সাসু সসুর সন মোরি হুতি বিনয় করবি পরি পায়।
মোরি সোচু জনি করিয় কছু মৈঁ বন সুখী সুভায়॥

আপনি আমার জন্য শাশুড়ী শ্বশুরের পায়ে পড়িয়া মিনতি জানাইবেন যে, আমার জন্য যেন চিন্তা না করেন, আমি স্বভাবতঃই বনে সুখী থাকিব।

১০০॥ **প্রাননাথ প্রিয়দেবর সাথা।**
বীর ধুরীন ধরে ধনু ভাথা॥
নহিঁ মগ শ্রমু ভ্রমু দুখ মন মোরে।
মোহি লগি সোচু করিয় জনি ভোরে॥

প্রাণনাথ ও বীরশ্রেষ্ঠ ধনুর্বাণধারী দেবর আমার সাথে থাকিতে, আমার পথ-শ্রমের দুঃখ ভুলেও মনে হইবে না। আমার জন্য যেন ভুলেও শোক না করেন।

সুনি সুমন্ত্র সিয় সীতলবানী।
ভয়উ বিকল জনু ফনি মনিহানী॥
নয়ন সুঝ নহিঁ সুনই ন কানা।
কহি ন সকই কছু অতি অকুলানা॥

সুমন্ত্র সীতার শীতল কথা শুনিয়া যেন মণিহারা ফণীর মত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি চোখে দেখিতে পাইতেছিলেন না, কানে শুনিতে পাইতেছিলেন না। অতি ব্যাকুল হইয়া কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না।

রাম প্রবোধু কীন্হ বহু ভাঁতী।
তদপি হোতি নহিঁ সীতল ছাতী॥
জতন অনেক সাথহিত কীন্হে।
উচিত উতর রঘুনন্দন দীন্হে॥

রাম যদিও সুমন্ত্রকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিলেন, তথাপি তাঁহার বুক শীতল হইল না। সুমন্ত্র রামকে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাম তাঁহাকে যথোচিত উত্তর দিলেন।

মেটি জাই নহিঁ রামরজাঈ।
কঠিন করমগতি কছু ন বসাঈ॥
রাম লখন সিয় পদ সিরু নাঈ।
ফিরেউ বনিকু জিমি মূর গবাঁঈ॥

রজাঈ—আদেশ। বসাঈ—বসে। মূর—মূলধন॥ রামচন্দ্রের আজ্ঞা এড়ান যায় না, কঠিন কর্মের গতি কাহারও বশে নয়। মন্ত্রী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে প্রণাম করিয়া বণিক যেমন তাহার মূলধন পর্যন্ত হারাইয়া ঘরে ফিরে তেমনি ভাবে ফিরিলেন।

রথু হাঁকেউ হয় রামতন হেরি হেরি হিহিনাহিঁ।
দেখি নিষাদ বিষাদবস ধুনেহিঁ সীস পছিতাহিঁ॥

রথ চালাইলে ঘোড়াগুলি রামচন্দ্রকে দেখিয়া হিঁ হিঁ শব্দ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গুহকের দুঃখ হইল। সে কপালে আঘাত করিয়া শোক করিতে লাগিল।

১০১॥ **জাসু বিয়োগ বিকল পসু ঐসে।**
প্রজা মাতু পিতু জীহহিঁ কৈসে॥
বরবস রাম সুমন্ত্র পঠায়ে।
সুরসরিতীর আপু তব আয়ে॥

যাঁহাকে ছাড়িতে পশুরও এই অবস্থা হয়, তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রজা, পিতা ও মাতা কি করিয়া বাঁচিবে? রাম জোর করিয়া সুমন্ত্রকে ফেরৎ পাঠাইলেন। তার পর নিজে গঙ্গাতীরে আসিলেন

মাঁগী নাব ন কেবট আনা।
কহই তুম্হার মরমু মৈঁ জানা॥
চরন কমল রজ কহঁ সবু কহঈ।
মানুষকরনি মূরি কছু অহঈ॥

মূরি—ধূলি। মানুষ করনি—যাহাতে মানুষ করিয়া ফেলে॥ নৌকা চাহিলেও পাটনী নৌকা না আনিয়া বলিল—তোমার মর্ম আমি জানিয়াছি। সকলে বলে, তোমার চরণকমলের ধূলায় এমন কিছু আছে যাহাতে মানুষ করিয়া দেয়।

ছুঅত সিলা ভই নারি সুহাঈ।
পাহন তেঁ ন কাঠ কঠিনাঈ॥
তরনিউ মুনিঘরনী হোই জাঈ।
বাট পরই মোরি নাব উড়াঈ॥

পাহন—পাষাণ। বাটপরই—অবসর হইলে, সুবিধা পাইলে॥ তোমার ছোঁয়াতেই পাথর সুন্দরী স্ত্রী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাঠ ত পাথর হইতে শক্ত নয়। সুতরাং নৌকাখানাও মুনি-পত্নী হইয়া যাইবে। আর সুবিধা পাইলে তুমি আমার নৌকাখানা উড়াইয়া (লোপ করিয়া) দিবে।

এহি প্রতিপালউ সবু পরিবারূ।
নহিঁ জানউ কছু অউর কবারূ॥
জৌঁ প্রভু পার অবসি গা চহহূ।
মোহি পদপদুম পখারন কহহূ॥

এই নৌকাই সকল পরিবার প্রতিপালন করে, অন্য জীবিকা আর আমি জানি না। প্রভু, তুমি যদি নিতান্তই পার হইতে চাও, তবে আমাকে পাদপদ্ম খোওয়াইয়া দেওয়ার আজ্ঞা দাও।

ছন্দ পদকমল ধোই চঢ়াই নাব ন নাথ
উতরাঈ চহউঁ।
মোহি রাম রাউরি আন দসরথসপথ সব
সাঁচী কহউঁ॥
বরু তীর মারহু লখনু পৈ জব লগি ন
পায় পখারিহউঁ।
তব লগি ন তুলসীদাস নাথ কৃপালু পারু
উতারিহউঁ॥

হে প্রভু, তোমার পাদপদ্ম ধোয়াইয়া নৌকায় উঠাইব, পারের কড়ি চাই না। আমি তোমার ও দশরথের শপথ লইয়া সত্য বলিতেছি—লক্ষ্মণ যদি বাণও মারেন তবুও যতক্ষণ না পা ধোয়াইতেছি, ততক্ষণ তুলসীদাসের কৃপাল প্রভুকে পার করিব না।

সোঃ—
সুনি কেবট কে বৈন প্রেম লপেটে অটপটে।
বিহঁসে করুনা ঐন চিতই জানকী লখন তন॥

বৈন—বচন। অটপটে—অসংলগ্ন॥ পাটনীর প্রেমপূর্ণ অসংলগ্ন কথা শুনিয়া করুণাময় রাম সীতা ও লক্ষ্মণের দিকে তাকাইয়া হাসিলেন।

১০২॥ **কৃপাসিন্ধু বোলে মুসুকাঈ।**
সোই করু জেহি তব নাব ন জাঈ॥
বেগি আনু জলু পায় পখারূ।
হোত বিলম্বু উতারহি পারূ॥

কৃপাসিন্ধু হাসিয়া বলিলেন—যাহাতে নৌকা না যায় তাহাই কর। শীঘ্র জল আনিয়া পা ধোয়াও। বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, পার করিয়া দাও।

জাসু নাম সুমিরত এক বারা।
উতরহিঁ নর ভবসিন্ধু অপারা॥
সোই কৃপালু কেবটহি নিহোরা।
জেহি জগু কিয় তিহুঁ পগহুঁ তেঁ থোরা॥

যাঁহার নাম একবারমাত্র স্মরণ করিলেও মানুষ অপার ভবসিন্ধু পার হয়, যিনি জগতকে তিন পায়ের মাপ অপেক্ষাও ছোট করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই কৃপাল পাটনীকে মিনতি করিতে লাগিলেন।

পদনখ নিরখি দেবসরি হরষী।
সুনি প্রভুবচন মোহ মতি করষী॥
কেবট রামরজায়সু পাবা।
পানি কঠবতা ভরি লেই আবা॥

কঠবতা—পাত্র॥ পদনখ দেখিয়া গঙ্গার আনন্দ হইল। প্রভুর বাক্য শুনিয়া তাঁহার বুদ্ধির মোহ দূর হইল। পাটনী আজ্ঞা পাইয়া পাত্রে করিয়া জল আনিল। (গঙ্গা

ভাবিয়াছিলেন, রাম তাড়াতাড়ি পার হইতে চান, যদি জল স্পর্শ না করিয়াই পার হইয়া যান। এখন সে আশঙ্কা গেল।)

অতিআনন্দ উমগি অনুরাগা।
চরনসরোজ পখারন লাগা॥
বরষি সুমন সুর সকল সিহাহীঁ।
এহি সম পুন্যপুঞ্জ কোউ নাহীঁ॥

সিহাহীঁ—প্রশংসা করা, সুখে সুখ অনুভব করা॥ অতি আনন্দে প্রেমে উপচাইয়া পড়িয়া সে পাদপদ্ম ধুইতে লাগিল। পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সকল দেবতা তাহার সুখে এই বলিয়া সুখ অনুভব করিতে লাগিল যে, ইহার সমান পুণ্যবান কেহ নাই।

পদ পখারি জলু পান করি আপু সহিত পরিবার।
পিতর পারু করি প্রভুহিঁ পুনি মুদিত গয়উ লেই পার॥

পা ধুইয়া সেই জল পান করিয়া পূর্বপুরুষ সহিত সপরিবারে নিজেকে পার করিয়া আনন্দিত মনে প্রভুকে পারে লইয়া গেল।

১০৩ ॥ **উতরি ঠাঢ় ভয়ে সুরসরি রেতা।**
সীয় রামু গুহ লখন সমেতা॥
কেবট উতরি দণ্ডবত কীন্হা।
প্রভুহি সকুচ এহি নহিঁ কছু দীন্হা॥

সীতা, রাম, গুহ ও লক্ষ্মণ গঙ্গার বালিতে দাঁড়াইলেন। কেবট নামিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিল। ইহাকে কিছু দেওয়া হইল না বলিয়া প্রভু সঙ্কোচ বোধ করিলেন।

পিয়হিয় কী সিয় জাননিহারী।
মনিমুঁদরী মন মুদিত উতারী।
কহেউ কৃপাল লেহি উতরাঈ।
কেবট চরন গহেউ অকুলাঈ॥

সীতা রামের মনের ইচ্ছা বুঝিলেন। তিনি আনন্দে গলা হইতে মণির হার খুলিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন—পায়ের কড়ি লও। সে কথা শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া পাটনী পায়ে পড়িল।

নাথ আজু মৈঁ কাহ ন পাবা।
মিটে দোষ দুখ দারিদ দাবা॥
বহুত কাল মৈঁ কীন্হি মজুরী।
আজু দীন্হি বিধি বনি ভলি ভূরী॥

ভলি—ভাল। ভূরী—বহু, অনেক॥ হে প্রভু, আজ আমি কিই না পাইলাম। আমার দুঃখ ও দারিদ্র্যদোষ নষ্ট হইল। আমি ত কতকাল হইতে মজুরী করিতেছি। বিধাতা আজ ভাল করিয়া পরিপূর্ণ মজুরী দিয়াছেন।

অব কছু নাথ ন চাহিয় মোরে।
দীনদয়াল অনুগ্রহ তোরে॥
ফিরতী বার মোহি জো দেবা।
সো প্রসাদ মৈঁ সির ধরি লেবা॥

হে নাথ, হে দীনদয়াল, এখন আপনার অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু চাই না। ফিরিবার সময় আপনি আমাকে যাহা কিছু দিবেন, সে প্রসাদ আমি মাথায় করিয়া লইব।

বহুতু কীন্হ প্রভু লখন সিয় নহিঁ কছু কেবটু লেই।
বিদা কীন্হ করুনায়তন ভগতি বিমল বরু দেই॥

প্রভু, লক্ষ্মণ এবং সীতা অনেক জেদ করাতেও পাটনী কিছু লইল না। তখন "নির্মল ভক্তি হউক" বলিয়া বর দিয়া করুণাময় তাহাকে বিদায় করিলেন।

১০৪ ॥ **তব মজ্জনু করি রঘুকুলনাথা।**
পূজি পারথিব নায়উ মাথা॥
সিয় সুরসরিহিঁ কহেউ কর জোরী।
মাতু মনোরথ পুরউবি মোরী॥

তার পর রাম গঙ্গায় ডুব দিয়া উঠিয়া মহেশ্বরকে পূজা করিয়া প্রণাম করিলেন। সীতা গঙ্গাকে জোড়হাতে বলিলেন—হে মা, আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিও যে,

পতি দেবর সঙ্গ কুসল বহোরী।
আই করউঁ জেহি পূজা তোরী॥
সুনি সিয়বিনয় প্রেম রস সানী।
ভই তব বিমল বারি বরবানী॥

যেন স্বামী ও দেবরের সাথে পুনরায় কুশলে ফিরিয়া আসিয়া তোমার পূজা দিতে পারি। সীতার ভক্তিপূর্ণ মিনতি শুনিয়া তখন বিশুদ্ধ জল হইতে এই দৈববাণী হইল—

সুনু রঘুবীর প্রিয়া বৈদেহী।
তব প্রভাউ জগ বিদিত ন কেহী॥
লোকপ হোহিঁ বিলোকত তোরে।
তোহিঁ সেবহিঁ সব সিধি কর জোরে॥

হে রামপ্রিয়া বৈদেহী, শোন। তোমার প্রভাবের কথা পৃথিবীতে কে না জানে? তুমি যাহার দিকে কৃপা করিয়া তাকাও সেই ইন্দ্রের মত হয়। সকল সিদ্ধিরা হাত জোড় করিয়া তোমার সেবা করে।

তুম্হ জো হমহিঁ বড়ি বিনয় সুনাঈ।
কৃপা কীন্হি মোহি দীন্হি বড়াঈ॥
তদপি দেবি মৈঁ দেবি অসীসা।
সফল হোন হিত নিজবাগীসা॥

তথাপি তুমি যে আমাকে মিনতি জানাইলে ইহাতে কৃপা করিয়া আমারই খ্যাতি দিলে। তবুও, হে দেবী, আমি তোমার কথা সফল করার জন্য আশীর্বাদ দিতেছি যে—

প্রাননাথ দেবরসহিত কুসল কোসলা আই।
পূজিহি সব মনকামনা সুজসু রহিহি জগ ছাই॥

প্রভু রামচন্দ্র ও দেবরের সহিত কুশলে কোশলপুর আসিবে। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। জগতে তোমার যশ ছাইয়া থাকিবে।

১০৫ ॥ **গংগবচন সুনি মংগলমূলা।**
মুদিত সীয় সুরসরি অনুকূলা॥
তব প্রভু গুহহি কহেউ ঘর জাহূ।
সুনত সুখ মুখু ভা উর দাহূ॥

গঙ্গার মঙ্গলদায়ক কথা শুনিয়া ও গঙ্গা প্রসন্ন আছেন জানিয়া সীতা সুখী হইলেন। তখন রাম গুহকে বলিলেন—ঘরে ফিরিয়া যাও। সে কথা শুনিয়া তাহার মুখ শুকাইল, মনে দুঃখ হইল।

দীনবচন গুহ কহ কর জোরী।
বিনয় সুনহু রঘু কুল মনি মোরী॥
নাথ সাথ রহি পংথু দেখাঈ।
করি দিন চারি চরনসেবকাঈ॥

দীন বাক্যে গুহ হাত জোড় করিয়া বলিলেন—হে রঘুকুলমণি, আমার মিনতি শুনুন। আমি প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া পথ দেখাইব ও দিন চার চরণসেবা করিব।

জেহি বন জাই রহব রঘুরাঈ।
পরনকুটী মৈঁ করবি সুহাঈ॥
তব মোহি কহঁ জসি দেবি রজাঈ।
সোই করিহউঁ রঘুবীর দোহাঈ॥

হে রঘুনাথ, আপনি যে বনে গিয়া থাকিবেন সেখানে আমি সুন্দর পাতার কুটির তৈয়ার করিয়া দিব। তার পর আমাকে যে আজ্ঞা দিবেন, আপনার দোহাই, আমি তাহাই করিব।

সহজসনেহ রাম লখি তাসু।
সংগ লীন্হ গুহ হৃদয় হুলাসু॥
পুনি গুহ জ্ঞাতি বোলি সব লীন্হে।
করি পরিতোষু বিদা তব কীন্হে॥

রাম গুহের স্বাভাবিক প্রেম লক্ষ্য করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন। তাহার হৃদয়ে আনন্দ হইল। গুহ তখন নিজের জ্ঞাতিদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

তব গনপতি সিব সুমির প্রভু নাই সুরসরিহি মাথ।
সখা অনুজ সিয় সহিত বন গবনু কীন্হ রঘুনাথ॥

তখন গণেশ ও শিবকে স্মরণ করিয়া, গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া, রঘুনাথ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে গেলেন।

১০৬ ॥ **তেহি দিন ভয়উ বিটপ তর বাসু।**
লখন সখা সব কীন্হ সুপাসু॥
প্রাত প্রাতকৃত করি রঘুরাঈ।
তীরথরাজু দীখ প্রভু জাঈ॥

সেদিন গাছের তলায় বাস করিলেন। লক্ষ্মণ ও সখা নিষাদ সকলপ্রকার আরামের জোগাড় করিয়া দিলেন। প্রাতঃকালে রাম প্রাতঃকৃত্য করিয়া গিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগ দেখিলেন।

সচিব সত্য শ্রদ্ধা প্রিয়নারী।
মাধবসরিস মীতু হিতকারী॥
চারি পদারথ ভরা ভঁডারূ।
পুন্য প্রদেস দেস অতি চারু॥

সেই প্রয়াগ তীর্থরাজের সত্য হইতেছে মন্ত্রী, শ্রদ্ধা হইতেছে প্রিয় রাণী, আর মাধব হইতেছে হিতকারী মিত্র। তাহার ভাণ্ডারে চার পদার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—রহিয়াছে। তীর্থের পুণ্য স্থানই হইতেছে তাহার অতি সুন্দর দেশ।

ছেত্র অগম গঢ় গাঢ় সুহাবা।
সপনেহুঁ নহিঁ প্রতিপচ্ছিন্হ পাবা॥
সেন সকল তীরথ বরবীরা।
কলুষ অনীক দলন রণধীরা॥

স্বপ্নেও পাপরূপ প্রতিপক্ষ যাহাতে প্রবেশ না করিতে পারে সেজন্য এই ক্ষেত্র গড় ও গভীর খাত দিয়া অগম্য করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার সৈন্য হইতেছে অন্যান্য সকল তীর্থ যাহারা পাপরূপ শত্রু-সেনা নাশ করার কাজে ধীর যোদ্ধা,

সংগমু সিংহাসনু সুঠি সোহা।
ছত্রু অখয়বটু মুনিমন মোহা॥
চঁবর জমুন অরু গংগ তরংগা।
দেখি হোহিঁ দুখ দারিদ ভংগা॥

সুন্দর শোভাময় সিংহাসন হইতেছে সঙ্গমস্থল, আর রাজছত্র হইতেছে অক্ষয় বট যাহা দেখিয়া মুনিদিগের মনও মুগ্ধ হয়। রাজার চামর হইতেছে যমুনা ও গঙ্গার তরঙ্গ। উহা (প্রয়াগ) দেখিলে দুঃখ ও দারিদ্র্য নাশ হয়।

সেবহিঁ সুকৃতী সাধু সুচি পাবহিঁ সব মন কাম।
বন্দী বেদ পুরান গন কহহিঁ বিমল গুনগ্রাম॥

বড় বড় পুণ্যাত্মা সাধু উহার সেবা করেন ও তাঁহাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বেদ ও পুরাণ হইতেছে বন্দী, তাহারা উহার বিমল গুণসমূহের বন্দনা গাহিয়া থাকে।

১০৭ ॥ কো কহি সকই প্রয়াগপ্রভাউ।
কলুষ পুংজ কুংজর মৃগ রাউ ॥
অস তীরথপতি দেখি সুহাবা।
সুখসাগর রঘুবর সুখ পাবা ॥

প্রয়াগ তীর্থের প্রভাবের কথা কে বলিতে পারে? উহা হাতীর পক্ষে সিংহের মত পাপের নাশক। এই সুন্দর তীর্থ-পতিকে দেখিয়া সুখসাগর রামচন্দ্র সুখী হইলেন।

কহি সিয় লষনহিঁ সখহিঁ সুনাঈ।
শ্রীমুখ তীরথ রাজ বড়াঈ ॥
করি প্রনামু দেখত বন বাগা।
কহত মহাতম অতি অনুরাগা ॥

মহাতম—মাহাত্ম্য ॥ রামচন্দ্র তাঁহার শ্রীমুখে সীতা, লক্ষ্মণ ও গুহকে তীর্থরাজের প্রভাবের কথা বলিতেছিলেন, প্রণাম করিয়া প্রয়াগের বন-বাগ দেখিতেছিলেন ও অতি অনুরাগের সহিত তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছিলেন।

এহি বিধি আই বিলোকী বেনী।
সুমিরত সকল সুমঙ্গল দেনী।
মুদিত নহাই কীন্হি সিবসেবা।
পূজি জথাবিধি তীরথদেবা ॥

এইভাবে গিয়া, যে বেণীকে স্মরণ করাতে সকলপ্রকার মঙ্গল হয় তাঁহারা সেই বেণী দেখিলেন। আনন্দে স্নান করিয়া যথাবিধি তীর্থদেবের পূজা করিয়া শিবের সেবা করিলেন।

তব প্রভু ভরদ্বাজ পহিঁ আয়ে।
করত দণ্ডবত মুনি উর লায়ে ॥
মুনি মন মোদ ন কছু কহি জাঈ।
ব্রহ্মানন্দরাসি জনু পাঈ ॥

তার পর প্রভু ভরদ্বাজের নিকট আসিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিতে মুনি তাঁহাকে বুকে লইলেন। মুনির আনন্দের কথা বলা যায় না। মনে হয় তিনি যেন বিপুল ব্রহ্মানন্দ পাইলেন।

দীন্হ অসীস মুনীস উর অতি অনন্দু অস জানি।
লোচনগোচর সুকৃতফল মনহুঁ কিয়ে বিধি আনি ॥

মুনীশ্বর ভরদ্বাজ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার মনে এই বলিয়া অতিশয় আনন্দ হইল যে আজ যেন বিধি তাঁহার পুণ্যফল চক্ষের সম্মুখে লইয়া আসিয়াছেন।

১০৮ ॥ কুসলপ্রস্ন করি আসন দীন্হে।
পূজি প্রেম পরিপূরন কীন্হে ॥
কন্দ মূল ফল অঙ্কুর নীকে ॥
দিয়ে আনি মুনি মনহুঁ অমী কে ॥

কুশলপ্রশ্ন করিয়া আসন দিলেন ও পূজা করিয়া পরিপূর্ণ প্রেম প্রকাশ করিলেন। মুনি ভাল কন্দ মূল ফল ও অঙ্কুর আনিয়া দিলেন, সেগুলি যেন অমৃতের মত।

সীয় লষন জন সহিত সুহায়ে।
অতি রুচি রাম মূল ফল খায়ে ॥
ভয়ে বিগতশ্রম রাম সুখারে।
ভরদ্বাজ মৃদুবচন উচারে ॥

সীতা, লক্ষ্মণ ও অনুচরের সহিত রাম সুন্দর ফল মূল অতি রুচির সহিত খাইলেন। শ্রম দূর হওয়ায় সুখ বোধ করিলেন। ভরদ্বাজ আস্তে আস্তে বলিলেন—

আজু সুফল তপু তীরথু ত্যাগূ।
আজু সুফল জপু জোগ বিরাগূ ॥
সুফল সকল সুভ সাধন সাজূ।
রাম তুম্হহিঁ অবলোকত আজূ ॥

হে রাম, তোমাকে দেখিয়া আজ তপস্যা, তীর্থ ও সংসার-ত্যাগ, জপ, যোগ ও বৈরাগ্য, এ সকল সফল হইল। আজ শুভ চেষ্টার সমস্ত আয়োজনই তোমাকে দেখিয়া সফল হইল।

লাভ অবধি সুখ অবধি ন দূজী।
তুম্হরে দরস আস সব পূজী ॥
অব করি কৃপা দেহু বর এহূ।
নিজ পদ সরসিজ সহজসনেহূ ॥

ইহা অপেক্ষা বেশী লাভ ও সুখ আর কিছুই নাই। আজ তোমার দেখা পাওয়ায় সমস্ত আশা পূর্ণ হইল। এক্ষণে কৃপা করিয়া এই বর দাও যেন তোমার চরণ-কমলে স্বাভাবিক ভক্তি হয়।

করম বচন মন ছাঁড়ি ছলু জব লগি জন ন তুম্হার।
তব লগি সুখু সপনেহুঁ নহিঁ কিয়ে কোটি উপচার ॥

কর্মে, বাক্যে ও মনে ছলনা ত্যাগ করিয়া যে পর্যন্ত না তোমার ভক্ত হওয়া যায়, সে পর্যন্ত যতই চেষ্টা করা যাউক না কেন, স্বপ্নেও সুখ নাই।

১০৯ ॥ সুনি মুনিবচন রাম সকুচানে।
ভাব ভগতি আনন্দ অঘানে ॥
তব রঘুবর মুনি সুজস সুহাবা।
কোটি ভাঁতি কহি সবহিঁ সুনাবা ॥

অঘানে—সীমা, ভরা ॥ ভালবাসা, ভক্তি ও আনন্দ-ভরা মুনির কথা শুনিয়া রাম সঙ্কোচ বোধ করিলেন। তার পর রাম মুনির যশের কথা সকলকে নানা প্রকারে শুনাইলেন।

সো বড় সো সব গুন গন গেহু।
জেহি মুনীস তুম্হ আদর দেহু।
মুনি রঘুবীর পরসপর নবহীঁ।
বচন অগোচর সুখু অনুভবহীঁ॥

হে মুনীশ্বর, যাহাকে আপনি আদর দেন সেই বড় হয়, সেই সকল গুণের আধার হয়। মুনি ও রঘুনাথ একে অপরকে প্রণাম করিলেন ও বাক্যে বলা যায় না এমন সুখ পাইলেন।

যহ সুধি পাই প্রয়াগ নিবাসী।
বটু তাপস মুনি সিদ্ধ উদাসী॥
ভরদ্বাজ আশ্রম সব আয়ে।
দেখন দসরথ সুঅন সুহায়ে॥

এই সংবাদ পাইয়া দশরথপুত্র সুন্দর রামচন্দ্রকে দেখার জন্য প্রয়াগবাসী ব্রহ্মচারী, তাপস, মুনি, সিদ্ধ ও উদাসী সকলে ভরদ্বাজ-আশ্রমে আসিলেন।

রাম প্রনাম কীন্হ সব কাহু।
মুদিত ভয়ে লহি লোয়ন লাহু॥
দেহিঁ অসীস পরম সুখু পাঈ।
ফিরে সরাহত সুন্দরতাঈ॥

রাম সকলকে প্রণাম করিলেন। সকলে চক্ষু সার্থক করিয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা অতিশয় সুখী হইয়া আশীর্বাদ করিলেন ও তাঁহাদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করিতে করিতে ফিরিয়া গেলেন।

রাম কীন্হ বিশ্রাম নিসি প্রাত প্রয়াগ নহাই।
চলে সহিত সিয় লখন জন মুদিত মুনিহিঁ সিরুনাই॥

রামচন্দ্র রাত্রে (আশ্রমে) বিশ্রাম করিয়া, প্রাতে প্রয়াগে স্নান করিলেন এবং লক্ষ্মণ, সীতা ও গুহ সহিত মুনিকে প্রণাম করিয়া প্রসন্ন মনে চলিলেন।

১১০। **রাম সপ্রেম কহেউ মুনি পাহীঁ।**
নাথ কহিয় হম কেহি মগু জাহীঁ॥
মুনি মন বিহঁসি রাম সন কহহীঁ॥
সুগম সকল মগ তুম্হ কহঁ অহহীঁ॥

রাম সপ্রেমে মুনিকে বলিলেন—হে নাথ, বলুন, আমরা কোন পথে যাইব? মুনি কথা শুনিয়া হাসিয়া রামকে বলিলেন, তোমার পক্ষে সকল পথই ত সুগম।

সাথ লাগি মুনি সিষ্য বোলায়ে।
সুনি মন মুদিত পচাসক আয়ে॥
সবন্হি রাম পর প্রেম অপারা।
সকল কহহিঁ মগু দীখ হমারা॥

সাথে দেওয়ার জন্য যখন মুনি শিষ্যদিগকে ডাকিলেন, তখন প্রায় পঞ্চাশ শিষ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সকলেরই রামপদে অসীম প্রেম। সকলেই বলিলেন—আমাদের রাস্তা জানা আছে।

মুনি বটু চারি সঙ্গ তব দীন্হে।
জিন্হ বহু জনম সুকৃত সব কীন্হে॥
করি প্রনামু রিষি আয়সু পাঈ।
প্রমুদিত হৃদয় চলে রঘুরাঈ॥

তখন ভরদ্বাজ চারজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে দিলেন। যাহারা বহুজন্ম পুণ্য করিয়াছে, তাহাদেরই এই সৌভাগ্য হইল। প্রণাম করিয়া ঋষির আশীর্বাদ লইয়া আনন্দিত মনে রঘুরাজ চলিলেন।

গ্রাম নিকট নিকসহিঁ জব জাঈ।
দেখহিঁ দরসু নারি নর ধাঈ॥
হোহিঁ সনাথ জনমফলু পাঈ।
ফিরহিঁ দুখিত মনু সঙ্গ পঠাঈ॥

নিকসহিঁ—বাহির হইলেন॥ যখন তাঁহারা (বন ছাড়িয়া) গ্রামের নিকট বাহির হইলেন, তখন নরনারী তাঁহাদিগকে দেখার জন্য দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল। বলিতে লাগিল—আজ জন্ম সফল হইল। তাহারা দুঃখিত হইয়া মনকে রামের সঙ্গে সঙ্গে দিয়া ঘরে ফিরিতে লাগিল।

বিদা কিয়ে বটু বিনয় করি ফিরে পাই মন কাম।
উতরি নহায়ে জমুনজল জো সরীরসম স্যাম॥

রাম অনেক মিনতি করিয়া ব্রহ্মচারীদিগকে ফিরাইলেন। তাঁহারাও মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ফিরিলেন। রাম নিজের শরীরের মত শ্যাম যমুনার জলে নামিয়া স্নান করিলেন।

১১১॥ **সুনত তীরবাসী নরনারী।**
ধায়ে নিজ নিজ কাজ বিসারী॥
লখন রাম সিয় সুন্দরতাঈ।
দেখি করহিঁ নিজ ভাগ্য বড়াঈ॥

নদীতীরের লোকেরা রাম আসিয়াছেন শুনিয়া নিজ নিজ কাজ ভুলিয়া ছুটিল এবং লক্ষ্মণ, রাম ও সীতার সৌন্দর্য দেখিয়া নিজেদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

অতি লালসা সবহিঁ মন মাহীঁ।
নাউ গাউ বুঝত সকুচাহীঁ।
জে তিন্হ মহঁ বয়বৃদ্ধ সয়ানে।
তিন্হ করি জুগুতি রামু পহিচানে॥

সকলের মনেই এই আকাঙ্ক্ষা যে তাঁহাদের পরিচয়, নাম ও গ্রাম জানে কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হইতেছিল। উহাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানবৃদ্ধ তাহারা চেষ্টা করিয়া রামের পরিচয় বাহির করিল।

সকল কথা তিন্হ সবহিঁ সুনাঈ।
বনহি চলে পিতুআয়সু পাঈ॥
সুনি সবিষাদ সকল পছিতাহীঁ।
রানী রায় কীন্হ ভল নাহীঁ॥

তাহারা সকলকে এই সব কথা শুনাইল, বলিল—ইঁহারা পিতার আজ্ঞায় বনে যাইতেছেন। কথা শুনিয়া বিষণ্ণ হইয়া সকলে দুঃখ করিতে লাগিল এবং বলিল—রাজারাণী কাজটা ভাল করেন নাই।

তেহি অবসর এক তাপসু আবা।
তেজপুঞ্জ লঘুবয়স সুহাবা॥
কবি অলখিত গতি বেষু বিরাগী।
মন ক্রম বচন রাম অনুরাগী॥

এই সময় এক তাপস আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অল্প বয়স ও তেজঃপরিপূর্ণ শরীর। তাহার গতি কবিও জানে না। তাহার বৈরাগীর বেশ সে মনে বাক্যে ও কার্যে রামের ভক্ত।

সজল নয়ন তন পুলকি নিজ ইষ্টদেউ পহিচানি।
পরেউ দণ্ড জিমি ধরনিতল দসা ন জাই বখানি॥

নিজ ইষ্টদেব রামকে দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল, শরীর পুলক হইল এবং সে দণ্ডবৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার অবস্থার কথা বলা যায় না।

১১২ ॥ **রাম সপ্রেম পুলকি উর লাবা।**
পরমরঙ্ক জনু পারস পাবা॥
মনহুঁ প্রেমু পরমারথ দোউ।
মিলত ধরে তন কহ সব কোউ॥

পারস—স্পর্শমণি, পরশপাথর। রঙ্ক—দরিদ্র॥ রাম প্রেমে পুলকিত হইয়া তাহাকে বুকে লইলেন। মনে হইল পরম দরিদ্র যেন পরশপাথর পাইল। সকলে বলিল—মনে হইতেছে যেন প্রেম ও মোক্ষ শরীর ধরিয়া আসিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে।

বহুরি লখন পায়ন্হ সোই লাগা।
লীন্হ উঠাই উমগি অনুরাগা॥
পুনি সিয় চরন ধুরি ধরি সীসা।
জননি জানি সিসু দীন্হি অসীসা॥

সে আবার লক্ষ্মণের পায়ে পড়িল। প্রেমে উথলিয়া উঠিয়া লক্ষ্মণ তাহাকে তুলিয়া লইলেন। তার পর সে সীতার চরণে প্রণাম করিলে, সীতা তাহাকে পুত্র বলিয়া মনে করিয়া মায়ের মত আশীর্বাদ করিলেন।

কীন্হ নিষাদ দণ্ডবত তেহী।
মিলেউ মুদিত লখি রামসনেহী॥
পিয়ত নয়নপুট রূপু পিয়ূষা।
মুদিত সুঅসনু পাই জিমি ভূখা॥

নিষাদ তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল ও রামের ভক্ত দেখিয়া সে নিষাদকে আলিঙ্গন করিল। সে দুই চক্ষু দিয়া রামচন্দ্রের রূপ-সুধা পান করিতে লাগিল, যেন ক্ষুধিত ব্যক্তি সুখাদ্য পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে।

তে পিতু মাতু কহহু সখি কৈসে।
জিন্হ পঠয়ে বন বালক ঐসে॥
রাম লখন সিয় রূপ নিহারী।
হোহিঁ সনেহ বিকল নরনারী॥

সখীরা ইঁহাদিগকে দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল—বল ত সে বাপ-মা কেমন, যাহারা এমন বালককেও বনে পাঠায়। নরনারী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার রূপ দেখিয়া স্নেহে ব্যাকুল হইল।

তব রঘুবীর অনেক বিধি সখহি সিখাবন দীন্হ।
রামরজায়সু সীস ধরি ভবন গবন তেই কীন্হ॥

তখন রাম নিষাদ সখাকে অনেকপ্রকার উপদেশ দিলেন। তিনি রামের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

১১৩ ॥ **পুনি সিয় রাম লখন কর জোরী।**
জমুনহিঁ কীন্হ প্রনাম বহোরী॥
চলে সসীয় মুদিত দোউ ভাঈ।
রবিতনুজা কৈ করত বড়াঈ॥

তার পর সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ হাত জোড় করিয়া যমুনাকে আবার প্রণাম করিলেন। দুই ভাই সীতার সহিত যমুনার সুখ্যাতি করিতে করিতে চলিলেন।

পথিক অনেক মিলহিঁ মগ জাতা।
কহহিঁ সপ্রেম দেখি দোউ ভ্রাতা॥
রাজলখন সব অঙ্গ তুম্হারে।
দেখি সোচু অতি হৃদয় হমারে॥

পথ চলিতে অনেক পথিকের সহিত দেখা হইল। তাহারা দুই ভাইকে দেখিয়া প্রেমের সহিত বলিতে লাগিল—তোমাদের সকল অঙ্গে রাজচিহ্ন রহিয়াছে। তোমাদিগকে দেখিয়া আমাদের মনে দুঃখ হইতেছে।

মারগ চলহু পয়াদেহিঁ পায়ে।
জ্যোতিষু ঝুঠ হমারেহি ভায়ে॥
অগমু পন্থ গিরি কানন ভারী।
তেহি মহঁ সাথ নারি সুকুমারী॥

পায় হাঁটিয়াই পথ চলিয়াছ। আমাদের মনে হইতেছে, জ্যোতিষ মিথ্যা। বড় বড় বন ও পাহাড়ে পথ দুর্গম, আবার তোমাদের সাথে সুকুমারী নারীও রহিয়াছে।

করি কেহরি বন জাই ন জোঈ।
হম সঙ্গ চলহিঁ জো আয়সু হোঈ॥
জাব জহাঁ লগি তহঁ পহুঁচাঈ।
ফিরব বহোরি তুম্হহিঁ সির নাঈ॥

বনে হাতী ও সিংহ আছে, সেদিকে চাওয়া যায় না। যদি আজ্ঞা হয় তবে আমরা সঙ্গে যাই ও যতদূর যাইবেন ততদূর পঁহুছাইয়া তোমাদিগকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসি।

এহি বিধি পুছহিঁ প্রেমবস পুলকগাত জল নৈন।
কৃপাসিন্ধু ফেরহিঁ তিন্হহিঁ কহি বিনীত মৃদু বৈন॥

তাহারা চোখের জলে রোমাঞ্চিত হইয়া ভালবাসার বশে এমনি করিয়া প্রশ্ন করিতেছিল। কৃপাসিন্ধু রাম তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় মিনতি করিয়া ফিরাইয়া দিতেছিলেন।

১১৪॥ জে পুর গাঁব বসহিঁ মগমাহিঁ।
তিন্হহিঁ নাগ সুর নগর সিহাহিঁ॥
কেহি সুকৃতী কেহি ঘরী বসায়ে।
ধন্য পুন্যময় পরম সুহায়ে॥

পথে চলিতে চলিতে রাম যে গ্রামে যে নগরে বাস করেন, সে গ্রামকেই নাগ ও দেবতার নগরেরা প্রশংসা করে। বলে—কোন্ সময়ে কোন্ পুণ্যে কে ঐখানে নগর গ্রাম বসাইয়াছে, ঐ পরমশোভন পুণ্যময় নগর ও গ্রাম ধন্য।

জহঁ জহঁ রামচরন চলি জাহীঁ।
তিন্হ সমান অমরাবতি নাহীঁ॥
পুন্যপুঞ্জ মগ নিকট নিবাসী।
তিন্হহিঁ সরাহহি সুর পুর বাসী॥

যে যে স্থান দিয়া রামের চরণ চলিয়া গিয়াছে, অমরাবতীও সেই সকল স্থানের মত নয়। সে পথের কাছে যাহারা বাস করিয়াছে তাহারা পুণ্যময়। দেবলোক-বাসীরাও তাহাদিগকে প্রশংসা করে,

জে ভরি নয়ন বিলোকহিঁ রামহিঁ।
সীতা লখন সহিত ঘনস্যামহিঁ॥
জে সরসরিত রামঅবগাহহিঁ।
তিন্হহিঁ দেব সর সরিত সরাহহিঁ॥

যাহারা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ঘনশ্যামবর্ণ রামকে চোখ ভরিয়া দেখিয়াছে। যে সরোবর ও নদীতে রাম স্নান করিয়াছেন, সে সকলকে মানস-সরোবর ও মন্দাকিনী নদীও প্রশংসা করে।

জেহি তরুতর প্রভু বৈঠহিঁ জাঈ।
করহিঁ কলপতরু তাসু বড়াঈ॥
পরসি রাম পদ পদুম পরাগা।
মানতি ভূমি ভূরি নিজ ভাগা॥

যে গাছের তলায় প্রভু গিয়া বসেন, কল্পতরুও তাহার সুখ্যাতি করে। মাটিও রাম পাদপদ্মের রেণু ছুঁইয়া নিজকে বহু ভাগ্যবতী মনে করে।

ছাহঁ করহিঁ ঘন বিবুধগন বরষহিঁ সুমন সিহাহিঁ।
দেখত গিরি বন বিহঁগ মৃগ রামু চলে মগ জাহিঁ॥

মেঘ পথে ছায়া করিতেছিল, দেবতারা "ধন্য ধন্য" করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিলেন। এমনি করিয়া গিরি, বন পশু, পাখী দেখিতে দেখিতে রামচন্দ্র পথ চলিতেছিলেন।

১১৫॥ সীতা লখন সহিত রঘুরাঈ।
গাবঁ নিকট জব নিকসহিঁ জাঈ॥
সুনি সব বাল বৃদ্ধ নর নারী।
চলহিঁ তুরত গৃহ কাজ বিসারী॥

সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত রাম যখন (বন হইতে) গ্রামের নিকট বাহির হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাদের আসার কথা শুনিয়া বালক বৃদ্ধ নরনারী ঘরের কাজ ভুলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিল।

রাম লখন সিয় রূপ নিহারী।
পাই নয়নফলু হোহিঁ সুখারী॥
সজল বিলোচন পুলক সরীরা।
সব ভয়ে মগন দেখি দোউ বীরা॥

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার রূপ দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিয়া তাহারা সুখী হইল। সজল চোখে, অতি পুলকিত শরীরে, দুই ভাইকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

বরনি ন জাই দসা তিন্হ কেরী।
লহি জনু রঙ্কন্হি সুর মনি ঢেরী॥
একন্হ এক বোলি সিখ দেহী।
লোচনলাহু লেহু ছন এহী॥

তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। দেবলোকের মণির স্তূপ পাইলে দরিদ্রের যে অবস্থা হয়, তাহাদের সেই অবস্থা হইল। একে অপরকে এই উপদেশ দিতে লাগিল এইবার চক্ষু সার্থক করার সময়।

রামহিঁ দেখি এক অনুরাগে।
চিতবত চলে জাহিঁ সঙ্গ লাগে॥
এক নয়ন মগ ছবি উর আনী।
হোহিঁ সিথিল তন মন বরবানী॥

রামকে দেখিয়া কাহারও এমন ভালবাসা হইল যে, দেখিতে দেখিতে সঙ্গে চলিয়া যাইতে থাকিল। আবার কেহ বা নয়ন-পথে তাঁহার শোভা মনের মধ্যে আনিয়া শরীর, মন ও বাক্যে এলাইয়া পড়িল।

এক দেখি বটছাহঁ ভলি ডাসি মৃদুল তৃন পাত
কহহিঁ গবঁইয় ছিনুকু শ্রম গবনব অবহিঁ কি প্রাত॥

ডাসি—বিছাইয়া॥ একজন ভাল বটের ছায়া দেখিয়া কোমল ঘাস পাতা পাতিয়া বলিল—একটু শ্রম দূর করুন, এখনই যাইবেন, নয় ত কাল প্রাতে যাইবেন।

১১৬ ॥ এক কলস ভরি আনহিঁ পানী।
অঁচইয় নাথ কহহিঁ মৃদুবানী॥
সুনি প্রিয়বচন প্রীতি অতি দেখী।
রাম কৃপালু সুশীল বিসেখী॥

আর একজন কলস ভরিয়া জল আনিয়া মৃদুবাক্যে বলিল—হে নাথ, হাতমুখ ধুইয়া ফেলুন। তাহাদের মিষ্ট কথা শুনিয়া, তাহাদের বড় ভালবাসা দেখিয়া, বিশেষ করিয়া কৃপাময় ও সুশীল রাম।

জানী শ্রমিত সীয় মন মাহীঁ।
ঘরিক বিলম্ব কীন্হ বটছাহীঁ॥
মুদিত নারিনর দেখহিঁ সোভা।
রূপঅনূপ নয়ন মনু লোভা॥

সীতার পরিশ্রম হইয়াছে বুঝিয়া ঘণ্টাখানেক বটের ছায়ায় বিলম্ব করিলেন। নরনারী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের শোভা ও নয়ন-মন-হরণকারী অনুপম রূপ দেখিতে লাগিল।

এক টক সব সোহহিঁ চহুঁ ওরা।
রাম চন্দ্র মুখ চন্দ চকোরা॥
তরুন তমাল বরন তনু সোহা।
দেখত কোটি মদন মনু মোহা॥

চারিদিকের সকল লোক একদৃষ্টে চকোরের মত রামচন্দ্রের মুখচন্দ্রের শোভা দেখিতে লাগিল। তরুণ তমালের মত তাঁহার দেহ। উহা দেখিয়া কোটী কামেরও মন মুগ্ধ হয়।

দামিনিবরন লষন সুঠি নীকে।
নখসিখ সুভগ ভাবতে জীকে॥
মুনিপট কটিন্হ কসে তুনীরা।
সোহহিঁ করকমলনি ধনুতীরা॥

লক্ষ্মণ বিদ্যুতের মত সুন্দর ও উজ্জ্বল। তাঁহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত সুন্দর ও মনের আনন্দদায়ক। তাঁহার পরনে কৌপীন, কোমরে তূণীর ও করকমলে তীরধনু শোভা পাইতেছিল।

জটা মুকুট সীসনি সুভগ উর ভুজ নয়ন বিসাল।
সরদ পরব বিধু বদন পর লসত স্বেদ কন জাল॥

পরব—পূর্ণিমা। লসত—শোভা পায়॥ তাঁহার মাথায় জটার মুকুটের শোভা। তাঁহার বুক, বাহু ও চোখ বিশাল। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের মত মুখে ঘামের বিন্দু শোভা পাইতেছিল।

১১৭ ॥ বরনি ন জাই মনোহর জোরী।
সোভা বহুত থোরি মতি মোরী॥
রাম লষন সিয় সুন্দরতাঈ।
সব চিতবহিঁ চিত মন মতি লাঈ॥

এই মনোহর জুড়ীর কথা বর্ণনা করা যায় না। তাঁহাদের শোভা অসীম, আমার বুদ্ধি অল্প। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সৌন্দর্য সকলে বুদ্ধি মন ও চিত্ত দিয়া দেখিতেছিল।

থকে নারি নর প্রেম পিয়াসে।
মনহুঁ মৃগী মৃগ দেখি দিয়াসে॥
সীয়সমীপ গ্রামতিয় জাহীঁ।
পুছত অতি সনেহ সকুচাহীঁ॥

ভালবাসার বসে তাঁহাদিগকে দেখিয়া দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেছিল। মনে হইল, হরিণ হরিণী যেন দীপ দেখিতেছে। গ্রামের স্ত্রীরা সীতার নিকট যাইতেছিল। কিন্তু স্নেহবশে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল।

বার বার সব লাগহিঁ পায়ে।
কহহিঁ বচন মৃদুসরল সুভায়ে॥
রাজকুমারি বিনয় হম করহীঁ।
তিয় সুভায় কছু পুছত ডরহীঁ॥

তাহারা বার বার প্রণাম করিতেছিল। সীতাকে সরল সুন্দর মৃদুবাক্যে বলিতেছিল—রাজকুমারী, আমরা মিনতি করি। আমাদের স্ত্রীবুদ্ধিরবশে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভয় পাই।

স্বামিনি অবিনয় ছমবি হমারী।
বিলগু ন মানব জানি গবঁারী॥
রাজকুঅঁর দোউ সহজ সলোনে।
ইন্হ তেঁ লহ দুতি মরকত সোনে॥

বিলগু—দোষ। কুঁঅর—কুমার। সলোনে—সুন্দর॥ কর্ত্রী, আমাদের অবিনয় ক্ষমা করিও, গ্রামের মেয়ে বলিয়া দোষ লইও না। ঐ যে দুই সহজসুন্দর রাজকুমার রহিয়াছেন, সোনা মরকতও উঁহাদের নিকট হইতেই তাহাদের জ্যোতি লাভ করে।

স্যামল গৌর কিসোর বর সুন্দর সুষমা ঐন।
সরদ সর্বরী নাথ মুখ সরদসরোরুহ নৈন॥

একজন শ্যামল আর একজন গৌর, এই দুই কিশোর দেখিতে সুন্দর ও শোভার আলয়। ইঁহাদের মুখ শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায়, ইঁহাদের চোখ শরৎকালের পদ্মের ন্যায়।

১১৮ ॥ কোটি মনোজ লজাবনিহারে।
সুমুখি কহহু কো আহিঁ তুম্হারে॥

সুনি সনেহময় মঞ্জুল বানী।
সকুচি সীয় মন মহঁ মুসুকানী॥

ইঁহারা কোটি কামকেও লজ্জা দেন। হে সুমুখী, বল, ইঁহার তোমার কি হন। স্নেহময় কোমল কথা শুনিয়া সীতার সঙ্কোচ হইল। তিনি মনে মনে হাসিলেন।

তিন্হহিঁ বিলোকি বিলোকতি ধরনী।
দুহুঁ সকোচ সকুচতি বরবরনী॥
সকুচি সপ্রেম বাল মৃগ নৈনী।
বোলী মধুরবচন পিকবৈনী॥

তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া মাটির দিকে তাকাইলেন। সীতা সুন্দরীর দুই সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। তখন হরিণ-নয়না, কোকিল-কণ্ঠী সঙ্কোচের সহিত মধুর বাক্যে বলিলেন—

সহজ সুভায় সুভগ তন গোরে।
নামু লখনু লঘু দেবর মোরে॥
বহুরি বদনবিধু অঞ্চল ঢাঁকী।
পিয়তন চিতই ভৌঁহ করি বাঁকী॥

যিনি সরলস্বভাব ও সুন্দর গৌরবর্ণ, তাঁহার নাম লক্ষ্মণ, তিনি আমার দেবর। আবার নিজের চন্দ্রমুখ আঁচল দিয়া ঢাকিয়া প্রিয়ের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাইলেন।

খঞ্জনমঞ্জু তিরীছে নৈননি।
নিজ পতি কহেউ তিন্হহিঁ সিয় সৈননি॥
ভঈঁ মুদিত সব গ্রামবধুটী।
রঙ্কন্হ রতনরাসি জনু লুটী।

খঞ্জনের ন্যায় সুন্দর বাঁকা কটাক্ষের ইসারায় তাঁহাকে নিজের স্বামী বলিয়া জানাইয়া দিলেন। গ্রামের স্ত্রীরা খুসী হইল। তাহাদের এত আনন্দ হইল, যেন গরীব রত্নরাশি লুটিয়া লইল।

অতি সপ্রেম সিয়পায় পরি বহু বিধি দেহিঁ অসীস।
সদা সোহাগিনি হোহু তুম্হ জব লগি মহি অহিসীস॥

তাহারা অতিশয় প্রেমে সীতার পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার আশীর্বাদ করিল। বলিল—যতদিন নাগের মাথার উপর পৃথিবী থাকিবে ততদিন যেন তুমি স্বামি-সোহাগিনী থাক।

১১৯॥ **পারবতীসম পতিপ্রিয় হোহু।**
দেবি ন হম পর ছাড়ব ছোহু॥
পুনি পুনি বিনয় করিয় কর জোরী।
জৌঁ এহি মারগ ফিরিয় বহোরী॥

হে দেবী, তুমি পার্বতীর মত স্বামীর প্রিয় হও। আমাদের উপর দয়া ছাড়িও না। বার বার হাত জোড় করিয়া মিনতি করিতেছি, পুনরায় যখন এই পথে ফিরিবে,

দরসন দেব জানি নিজ দাসী।
লখী সীয় সব প্রেমপিয়াসী॥
মধুর বচন কহি কহি পরিতোষী।
জনু কুমুদিনী কৌমুদী পোষী॥

তখন আমাদিগকে তোমার দাসী জানিয়া দেখা দিও। সীতা দেখিলেন, ইহারা তাঁহার প্রেমের জন্য তৃষিত হইয়া আছে। তখন তিনি মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাদিগকে তুষ্ট করিলেন, যেন কুমুদিনীকে চন্দ্রকিরণ সন্তুষ্ট করিল।

তবহিঁ লখন রঘুবররুখ জানী।
পুছেউ মগু লোগন্হি মৃদুবানী॥
সুনত নারিনর ভয়ে দুখারী।
পুলকিত গাত বিলোচন বারী॥

তখন লক্ষ্মণ রামের ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া আস্তে আস্তে লোকদিগকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহা শুনিয়া সকল নরনারী দুঃখিত হইল। তাহাদের শরীরে রোমাঞ্চ হইল, চোখে জল দেখা দিল।

মিটা মোদু মন ভয়ে মলীনে।
বিধি নিধি দীন্হ লেত জনু ছীনে॥
সমুঝি করমগতি ধীরজু কীন্হা।
সোধি সুগম মগু তিন্হ কহি দীন্হা॥

দেখার আনন্দ শেষ হইল, তাহাদের মন মলিন হইল। বিধাতা যেন কাড়িয়া লওয়ার জন্য ধন দিয়াছিলেন। তাহারা কর্মের গতি বুঝিয়া ধৈর্য ধরিল এবং ভাল পথ কোনটা তাহা বলিয়া দিল।

লখন জানকী সহিত তব গবন কীন্হ রঘুনাথ।
ফেরে সব প্রিয়বচন কহি লিয়ে লাই মন সাথ॥

রঘুনাথ তখন লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত চলিলেন, আর গ্রামের নরনারীকে মিষ্ট বাক্য বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন, কিন্তু উহাদের মন সাথে করিয়া লইয়া চলিলেন।

১২০॥ **ফিরত নারিনর অতি পছিতাহীঁ।**
দৈবহি দোষু দেহিঁ মন মাহীঁ॥
সহিত বিষাদ পরসপর কহহীঁ।
বিধিকরতব উলটে সব অহহীঁ॥

নরনারীরা অতিশয় দুঃখ করিতে করিতে ফিরিতে লাগিল ও মনে মনে বিধাতাকে দোষ দিতে লাগিল। তাহারা খেদের সহিত একে অপরকে বলিতে লাগিল— বিধাতার কার্য সবই উল্টা।

নিপট নিরঙ্কুস নিঠুর নিসঙ্কু।
জেহি সসি কীন্হ সরুজ সকলঙ্কু॥
রূখু কলপতরু সাগরু খারা।
তেহি পঠয়ে বন রাজকুমারা॥

বিধাতা একেবারেই শাসনের বাহিরে, নিষ্ঠুর ও নিডর। যে বিধাতা চাঁদকে ব্যাধি ও কলঙ্কযুক্ত করিয়াছেন, কল্পতরু বানাইয়া গাছকে মনস্কামনাদাতা করিয়াছেন, আর সাগরকে লবণাক্ত করিয়াছেন, সেই বিধাতাই রাজকুমারদিগকে বনে পাঠাইয়াছেন।

জৌ পৈ ইন্হহি দীন্হ বনবাসূ।
কীন্হ বাদি বিধি ভোগবিলাসূ॥
এ বিচরহিঁ মগ বিনু পদত্রানা।
রচে বাদি বিধি বাহন নানা॥

বাদি—ব্যর্থ। মগু—পথ॥ যে বিধি ইঁহাদিগকে বনবাস দিয়াছেন, তিনি তাহা দ্বারাই ভোগবিলাস ব্যর্থ করিয়াছেন। যখন ইঁহারাই শুধু পায় পথ চলিতেছেন, তখন বিধাতা নানা বাহন বৃথাই রচনা করিয়াছেন।

এ মহি পরহিঁ ডাসি কুসপাতা।
সুভগসেজ কত সৃজত বিধাতা॥
তরু তর বাস ইন্হহিঁ বিধি দিন্হা।
ধবলধাম রচি রচি শ্রম কীন্হা॥

ইঁহারাই যখন মাটিতে কুশপাতা পাতিয়া শুইতেছেন, তবে বিধাতা সুন্দর শয্যা সৃষ্ট করিয়াছেন কেন? ইঁহাদিগকে যখন গাছতলায় বাসস্থান দিয়াছেন, তবে রাজপ্রসাদ পরিশ্রম করিয়া তৈয়ার করিয়াছেন কেন?

জৌঁ এ মুনি পট ধর জটিল সুন্দর সুঠি সুকুমার।
বিবিধ ভাঁতি ভূষন বসন বাদি কিয়ে করতার॥

যদি সুন্দর ও অতি সুকুমার হইয়াও ইঁহারাই মুনির বেশ ও জটা পরেন, তবে বিধাতা বৃথাই নানাপ্রকার বসন-ভূষন সৃষ্টি করিয়াছেন।

১২১ ॥ জৌ এ কন্দ মূল ফল খাহীঁ।
বাদি সুধাদি অসন জগ মাহীঁ॥
এক কহহিঁ এ সহজ সুহায়ে।
আপু প্রগট ভয়ে বিধি ন বনায়ে॥

যদি ইঁহারাই কন্দমূলফল খাইতেছেন, তবে অমৃতাদি খাদ্য জগতে বৃথা। একজন বলিলেন—ইঁহারা স্বভাবতঃ সুন্দর হইয়া নিজে নিজেই উৎপন্ন হইয়াছেন, বিধাতা ইঁহাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই।

জহঁ লগি বেদ কহী বিধিকরনী।
শ্রবন নয়ন মন গোচর বরনী॥
দেখহু খোজি ভুঅন দসচারী।
কহঁ অস পুরুষ কহাঁ অসি নারী॥

বেদে বিধির সৃষ্টির কথা যাহা কিছু বলিয়াছে, সে সকলই শ্রবন, নয়ন ও মনের গোচর, কিন্তু চতুর্দশ ভুবন খুঁজিয়া দেখ, এরকম পুরুষ কোথায়, এরকম নারী কোথায়?

ইন্হহিঁ দেখি বিধি মনু অনুরাগা।
পটতর জোগু বনাবই লাগা॥
কীন্হ বহুত শ্রম ঐক ন আয়ে।
তেহি ইরিষা বন আনি দুরায়ে॥

ইঁহাদিগকে দেখিয়া বিধির মনে ভাল লাগে, তিনি ইঁহাদের সমান বানাইতে চেষ্টা করেন। অনেক পরিশ্রম করিলেন কিন্তু একটাও সফল হইল না। তখন সেই ঈর্ষাতেই ইঁহাদিগকে বনে আনিয়া লুকাইয়া ফেলিয়াছেন।

এক কহহিঁ হম বহুত ন জানাহিঁ।
আপুহিঁ পরম ধন্য করি মানহিঁ॥
তে পুনি পুন্যপুঞ্জ হম লেখে।
জে দেখহিঁ দেখিহহিঁ জিন্হ দেখে॥

একজন বলিলেন—আমি বেশী কিছু জানি না, কেবল নিজেকে পরম ধন্য বলিয়া মানিতেছি। আর যাহারা ইঁহাদিগকে দেখিতেছে, দেখিবে বা দেখিয়াছে তাহারাও আমার বিবেচনায় বড় পুণ্যবান্।

এহ বিধি কহি কহি বচন প্রিয় লেহিঁ নয়ন ভরি নীর।
কিমি চলিহহিঁ মারগ অগম সুঠি সুকুমার সরীর॥

এইভাবে মিষ্ট কথা বলিয়া তাহারা তাহাদের চোখ জলে ভরিয়া ফেলিল। বলিল—ইঁহাদের, সুন্দর সুকোমল শরীর, ইঁহারা কেমন করিয়া দুর্গমপথে চলিবেন?

১২২ ॥ নারি সনেহ বিকলবস হোহীঁ।
চকঈ সাঁঝ সময় জনু সোহীঁ॥
মৃদু পদ কমল কঠিন মগু জানী।
গহবরি হৃদয় কহহিঁ বরবানী॥

গহবরি—গদ্গদ॥ স্ত্রীলোকেরা স্নেহে, সন্ধ্যাবেলার চখী যেমন ব্যাকুল হয়, তেমনি ব্যাকুল হইল। চরণ-পদ্ম কোমল আর মাটি কঠিন, এ কথা মনে করিয়া গদ্গদ হৃদয়ে আস্তে আস্তে তাহারা বলিতে লাগিল—

পরসত মৃদুলচরন অরুনারে।
সকুচতি মহি জিমি হৃদয় হমারে॥
জৌঁ জগদীস ইন্হহিঁ বনু দীন্হা।
কস ন সুমনময় মারগু কীন্হা॥

কোমল রাঙ্গা পায়ের স্পর্শে আমাদের হৃদয়ের মতই যেন ধরণীর সঙ্কোচ হইতেছে। ঈশ্বর যদি ইঁহাদিগকে বনেই দিলেন, তবে পথ কেন ফুলে ঢাকিয়া দিলেন না?

জৌঁ মাঁগা পাইয় বিধি পাহীঁ।
এ রখিঅহি সখি আখিন্হ মাহীঁ॥
জে নরনারি ন অবসর আয়ে।
তিন্হ সিয় রামু ন দেখন পায়ে॥

হে সখী, যদি বিধাতা যাহা চাই তাহাই দিতেন, তবে ইহাদিগকে চোখেই রাখিতে চাহিতাম। সে সকল নর-নারী সময় মত আসিতে পারে নাই, তাহারা সীতা রামকে দেখিতে পাইল না।

সুনি সুরূপ বুঝহিঁ অকুলাঈ।
অব লগি গয়ে কহাঁ লগি তাঈ॥
সমরথ ধাই বিলোকহিঁ জাঈ।
প্রমুদিত ফিরহিঁ জনমফলু পাঈ॥

বুঝহিঁ—পূছহি, জিজ্ঞাসা করে। অকুলাঈ—আকুল হইয়া॥ তাঁহাদের রূপের কথা শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ভাই, এতক্ষণে কতদূর গিয়াছেন? যাহাদের শক্তি আছে তাহারা দৌড়াইয়া গিয়া দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিয়া আনন্দিত মনে ফিরিল।

অবলা বালক বৃদ্ধজন কর মীজহিঁ পছিতাহিঁ।
হোহিঁ প্রেমবস লোগ ইমি রাম জহাঁ জহঁ জাহিঁ॥

স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধেরা হাত কচলাইয়া দুঃখ করিতে লাগিল। এমনি ভাবে, রাম যেখানে যেখানে যাইতেছিলেন, সেখানকার লোক ভালবাসায় বশীভূত হইয়া পড়িতেছিল।

১২৩ ॥ **গাবঁ গাব অস হোই অনন্দু।**
দেখি ভানু কুল কৈরব চন্দু॥
জে যহ সমাচার সুনি পাবহিঁ।
তে নৃপরানিহিঁ দোষ লগাবহিঁ॥

গ্রামে গ্রামে সূর্যবংশরূপ কুমুদবনের চন্দ্র রামকে দেখিয়া এইপ্রকার আনন্দ হইতেছিল। যাহারাই এই সংবাদ পাইতেছিল, তাহারাই রাজা ও রাণীর দোষ দিতেছিল।

কহহিঁ এক অতি ভল নরনাহু।
দীন্হ হমহিঁ জেহি লোচনলাহু॥
কহহিঁ পরসপর লোগ লুগাঈ।
বাতৈঁ সরল সনেহ সুহাঈ॥

একজন বলিল—রাজা বড় ভাল, তিনি আমাদের চক্ষু সার্থক করিয়া দিয়াছেন। আবার পুরুষ ও স্ত্রীরা রাজার প্রতি সরল সুন্দর প্রেমভরে পরস্পর বলিতে লাগিল—

তে পিতু মাতু ধন্য জিন্হ জায়ে।
ধন্য সো নগরু জহাঁ তেঁ আয়ে॥
ধন্য সো দেসু সৈলু বন গাউঁ।
জহঁ জহঁ জাহিঁ ধন্য সোই ঠাউঁ॥

যে পিতা-মাতা ইঁহাদিগকে জন্ম দিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য। যে নগর হইতে ইঁহারা আসিয়াছেন, সে নগর ধন্য। আর, যে যে স্থান দিয়া যাইতেছেন সে দেশ, পাহাড়, বন ও গ্রাম ধন্য।

সুখু পায়উ বিরঞ্চি রচি তেহী।
এ জেহি কে সব ভাঁতি সনেহী।

রাম লখন পথি কথা সুহাঈ।
রহী সকল মগ কানন ছাঈ॥

ইঁহারা সকল প্রকারেই ভালবাসাময়, তাই ইঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াও বিধাতা সুখ পাইয়াছেন। রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সুন্দর কথা সকল পথ ও বন ছাইয়া রহিল।

এহি বিধি রঘু কুল কমল রবি মগ লোগন্হ সুখদেত।
জাহিঁ চলে দেখত বিপিন সিয় সৌমিত্রি সমেত॥

এই ভাবে রঘুকুলপদ্মের সূর্যস্বরূপ রাম পথের লোককে সুখ দিতে দিতে, বন দেখিতে দেখিতে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চলিতে লাগিলেন।

১২৪ ॥ **আগে রামু লখনু বনে পাছে।**
তাপসবেষু বিরাজত কাছে॥
উভয় বীচ সিয় সোহতি কৈসী।
ব্রহ্ম জীব বিচ মায়া জৈসী॥

আগে রাম আর পাছে তপস্বীর বেশে লক্ষ্মণ শোভা পাইতেছিলেন। দুইয়ের মাঝখানে সীতা যেন ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়ার মত শোভা পাইতেছিলেন।

বহুরি কহউ ছবি জসি মন বসঈ।
জনু মধু মদন মধ্য রতি লসঈ॥
উপমা বহুরি কহউঁ জিয় জোহী।
জনু বুধ বিধু বিচ রোহিনি সোহী॥

পুনরায় তাঁহাদের সৌন্দর্যের এই তুলনা মনে লাগে যে, বসন্ত ও কামের মধ্যে যেন রতি শোভা পাইতেছে। আবার মনের দিকে তাকাইয়া এই উপমা দেই যে, চন্দ্র ও বুধের মধ্যে যেন রোহিণী শোভা পাইতেছে।

প্রভু পদ রেখ বীচ বিচ সীতা।
ধরতি চরন মগ চলতি সভীতা॥
সীয় রাম পদ অঙ্ক বরায়ে।
লখনু চলহিঁ মগু দাহিন বায়েঁ॥

বরায়ে—এড়াইয়া॥ রামের পায়ের চিহ্নের মাঝে মাঝে পা ফেলিয়া সভয়ে সীতা চলিতেছেন। লক্ষ্মণ রাম ও সীতার পায়ের চিহ্ন বাঁচাইয়া ডাইনে বাঁয়ে পা ফেলিয়া চলিতেছেন।

রাম লখন সিয় প্রীতি সুহাঈ।
বচনঅগোচর কিমি কহি জাঈ॥
খগ মৃগ মগন দেখি ছবি হোহীঁ।
লিয়ে চোরি চিত রাম বটোহী॥

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সুন্দর ভালবাসা বাক্যের অতীত, উহা কেমন করিয়া বলিব? বনের পশু-পক্ষী তাঁহাদিগকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়, পথিক রামচন্দ্র তাহাদের মন চুরি করিয়া লইয়া চলেন।

জিন্‌হ জিন্‌হ দেখে পথিক প্রিয় সিয়সমেত দোউ ভাই।
ভব মগু অগম অনন্দ তেই বিনু শ্রম রহে সিরাই॥

রহে সিরাই—শেষ করিয়াছে॥ সীতার সহিত দুই প্রিয় পথিক ভাইকে যে যে দেখিয়াছে, তাহারা অগম্য ভব-পথ আনন্দে বিনাশ্রমে পার হইয়াছে।

১২৫ ॥ **অজহুঁ জাসু উর সপনেহু কাউ।**
বসহিঁ লখন সিয় রামু বটাউ॥
রাম ধাম পথু পাইহি সোঈ।
জো পথু পাব কবহুঁ মুনি কোঈ॥

আজো যাহার হৃদয়ে পথিকের মতই রাম, সীতা, লক্ষ্মণ স্বপ্নেও বাস করেন, সে ব্যক্তি রাম-ধাম বা মোক্ষের পথ পায়। সে পথ কদাচ কোন মুনি পাইয়া থাকে।

তব রঘুবীর শ্রমিত সিয় জানী।
দেখি নিকট বটু সীতল পানী॥
তহঁ বসি কন্দ মুল ফল খাঈ।
প্রাত নহাই চলে রঘুরাঈ॥

তার পর সীতার পরিশ্রম হইয়াছে জানিয়া ও নিকটে সুন্দর শীতল জল দেখিয়া রাম সেইস্থানে আসিয়া কন্দ, মূল ও ফল আহার করিলেন ও প্রাতে স্নান করিয়া আবার যাত্রা করিলেন।

দেখত বন সর সৈল সুহায়ে।
বালমীকি আশ্রম প্রভু আয়ে॥
রামু দীখ মুনিবাস সুহাবন।
সুন্দর গিরি কানন জলু পাবন॥

বন, সরোবর ও সুন্দর পাহাড় দেখিতে দেখিতে রাম বাল্মীকির আশ্রমে আসিলেন। রাম মুনির সুন্দর বাসস্থান, পাহাড়, বন ও পবিত্র জল দেখিতে পাইলেন।

সরনি সরোজ বিটপ বন ফূলে।
গুঞ্জত মঞ্জু মধুপ রস ভূলে॥
খগ মৃগ বিপুল কোলাহল করহীঁ।
বিরহিত বৈর মুদিত মন চরহীঁ

সরোবরে পাথর, আর বনে ফুলভরা গাছ ছিল। মৌমাছিরা রস পান করার কথা ভুলিয়া গিয়া আনন্দে কেবল সুন্দর গুঞ্জন করিতেছিল। পশু-পক্ষী বড় কোলাহল করিতেছিল এবং শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া আনন্দিত মনে চরিয়া বেড়াইতেছিল।

সুচি সুন্দর আশ্রমু নিরখি হরষে রাজিবনৈন।
সুনি রঘুবর আগমনু মুনি আগে আয়উ লৈন॥

পবিত্র সুন্দর আশ্রম দেখিয়া কমলনয়ন রামের আনন্দ হইল। মুনিও রামের আসার কথা শুনিয়া তাঁহাকে আগাইয়া লইতে আসিলেন।

১২৬ ॥ **মুনি কহ রাম দণ্ডবত কীন্‌হা।**
আসিরবাদ বিপ্রবর দীন্‌হা॥
দেখি রামছবি নয়ন জুড়ানে।
করি সনমানু আশ্রমহিঁ আনে॥

রাম মুনিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে বিপ্রবর মুনি আশীর্বাদ করিলেন। রামের চোখ-জুড়ান শোভা দেখিলেন ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে আশ্রমে আনিলেন।

মুনিবর অতিথি প্রানপ্রিয় পায়ে।
তব মুনি আসন দিয়ে সুহায়ে॥
কন্দ মুল ফল মধুর মঁগায়ে।
সিয় সৌমিত্রি রাম ফল খায়ে॥

তারপর মুনি প্রাণপ্রিয় অতিথি পাইয়া সুন্দর আসন দিলেন ও মধুর কন্দ মূল ফল আনাইলেন। সীতা, লক্ষ্মণ ও রাম ফল খাইলেন।

বালমীকি মন আনন্দু ভারী।
মঙ্গলমূরতি নয়ন নিহারী॥
তব করকমল জোরি রঘুরাঈ।
বোলে বচন শ্রবন সুখ দাঈ॥

মঙ্গলমূর্তি রামকে চোখে দেখিয়া বাল্মীকির মনে বড় আনন্দ হইল। তখন রঘুরাজ তাঁহার পদ্মহস্ত জোড় করিয়া মিষ্টবাক্যে বলিলেন—

তুম্‌হ ত্রিকাল দরসী মুনিনাথা।
বিশ্ব বদর জিমি তুম্‌হরে হাথা॥
অস কহি প্রভু সব কথা বখানী।
জেহি জেহি ভাঁতি দীন্‌হ বনু রানী॥

হে মুনিনাথ, তুমি তিনকাল দেখিতে পাও, তোমার কাছে সমস্ত বিশ্ব হাতের উপরকার কুলের মত। এই বলিয়া প্রভু সকল ঘটনা, যেমন যেমন করিয়া রাণী বনে পাঠাইলেন সে সকল কথা, বলিলেন।

তাত বচন পুনি মাতু হিত ভাই ভরত অস রাউ॥
মো কহঁ দরস তুম্‌হার প্রভু সবু মম পুন্যপ্রভাউ॥

পিতার কথা রাখা, মায়ের ভাল করা, ভরতের মত ভাইয়ের রাজ্য পাওয়া, আর আমার তোমার দর্শন লাভ, এই সকলই আমার পুণ্যফল।

১২৭ ॥ **দেখি পায় মুনিরায় তুম্‌হারে।**
ভয়ে সুকৃত সব সুফল হমারে॥
অব জহঁ রাউর আয়সু হোঈ।
মুনি উদবেগ ন পাবই কোঈ॥

হে মুনি, আপনার চরন দর্শন করিয়া আমার সকল পুণ্য সফল হইল। এখন যেখানে গেলে মুনিদের উদ্বেগ হইবে না, সেইখানে থাকার আজ্ঞা দিন।

মুনি তাপস জিন্হ তেঁ দুখ লহহীঁ।
তে নরেস বিনু পাবক দহহীঁ॥
মঙ্গলমূল বিপ্রপরিতোষূ।
দহই কোটি কুল ভূসুর রোষূ॥

যাহার দ্বারা মুনি ও তপস্বীরা দুঃখ পায়, সে রাজা বিনা আগুনেই পুড়িতে থাকে। ব্রাহ্মণের সন্তোষ সকল মঙ্গলের মূল, ব্রাহ্মণের রোষে কোটিকুল দগ্ধ হয়।

অস জিয় জানি কহিয় সোই ঠাঊঁ।
সিয় সৌমিত্রি সহিত জহঁ জাঊঁ॥
তহঁ রচি রুচির পরন তৃন সালা।
বাসু করৌঁ কছু কাল কৃপালা॥

এই কথা স্মরণ করিয়া এমন স্থানের কথা বলিয়া দিন, সেখানে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত যাইতে পারি। হে কৃপাময়, সেখানে কিছুদিন বাস করিব।

সহজ সরল সুনি রঘুবরবানী।
সাধু সাধু বোলে মুনি জ্ঞানী॥
কস ন কহহু অস রঘু কুল কেতু।
তুম্হ পালক সন্তত শ্রুতিসেতু॥

রামের সহজ সরল কথা শুনিয়া জ্ঞানী মুনি "সাধু সাধু" বলিলেন। হে রাম, তুমি এমন বলিবেই না বা কেন? তুমি সর্বদা বেদের মর্যাদার পালনকারী।

ছন্দ—শ্রুতি সেতু পালক রাম তুম্হ জগদীস মায়া জানকী।
জো সৃজতি জগু পালতি হরতি রুখ পাই কৃপানিধান কী॥
জো সহসসীসু অহীসু মহি ধরু লখন সচরাচর ধনী।
সুরকাজ ধরি নররাজ তনু চলে দলন খল নিসিচর অনী॥

হে রাম, তুমি বেদের মর্যাদার পালক, তুমি জগদীশ্বর। হে কৃপানিধান, তোমার আজ্ঞায় যে মায়া সৃজন পালন ও সংহার করে, সেই মায়াই জানকী। যে সহস্রমুখ নাগ চরাচর সহিত পৃথিবী ধরিয়া আছে সেই লক্ষ্মণ। দেবতার কাজের জন্য নর-রাজের দেহ ধরিয়া খল ও রাক্ষসের সৈন্য দলন করিতে তোমরা চলিয়াছ।

সোঃ—রাম সরূপ তুম্হার বচনঅগোচর বুদ্ধিপর।
অবিগত অকথ অপার নেতি নেতি নিত নিগম কহ॥

হে রাম, তোমার স্বরূপ বাক্যের ও বুদ্ধির অতীত। তোমার গতি কেহ জানে না। বাক্য দ্বারা উহা প্রকাশ করা যায় না ও উহার সীমা নাই। নিগম উহাকে "নেতি নেতি" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে।

১২৮॥ **জগুপেখন তুম্হ দেখনিহারে।**
বিধি হরি সম্ভু নচাবনিহারে॥
তেউ ন জানহিঁ মরমু তুম্হারা।
অউর তুম্হহিঁ কো জাননিহারা॥

সংসারের খেলার তুমি হইতেছ দর্শক। তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকেও নাচাইয়া বেড়াও। তাহারাও তোমার মর্ম জানেন না। আর তবে তোমাকে কে জানিতে পারে?

সোই জানই জেহি দেহু জনাঈ।
জানত তুম্হহিঁ হোই জাঈ॥
তুম্হরিহি কৃপা তুম্হহিঁ রঘুনন্দন।
জানহিঁ ভগত ভগত উর চন্দন॥

তুমি যাহাকে জানাইয়া দাও সেই জানে। তোমাকে জানিলে তুমিই হইয়া যায়। হে রঘুনন্দন, হে ভক্তহৃদয়ের চন্দন, তোমার কৃপাতেই ভক্ত তোমাকে জানে।

চিদানন্দময় দেহ তুম্হারী।
বিগতবিকার জান অধিকারী॥
নরতনু ধরেউ সন্ত সুর কাজা।
কহহু করহু জস প্রাকৃত রাজা॥

তোমার দেহ জ্ঞান ও আনন্দময়। বিকাররহিত অধিকারীই উহা জানে। সাধু ও দেবতাদের কাজের জন্য মানুষের দেহ ধরিয়াছ, ও সাধারণ রাজার মত কথা বলিতেছ, কাজ করিতেছ।

রাম দেখি সুনি চরিত তুম্হারে।
জড় মোহহিঁ বুধ হোহিঁ সুখারে॥
তুম্হ জো করহু কহহু সবু সাঁচা।
জস কাছিয় তস চাহিয় নাচা॥

হে রাম, তোমার জীবন দেখিয়া জীবনকথা শুনিয়া নির্বোধের মোহ উপস্থিত হয়, পণ্ডিত সুখী হন। তুমি যাহা কর, যাহা বল সবই সত্য। তুমি যেমন সাজিয়াছ সেইরকমই নাচা চাই। (মানুষের রাজা সাজিয়াছ, সেইমতই কাজ করিতেছে।)

পূছেহু মোহি কি রহউঁ কহঁ মৈঁ পূছত সকুচাউঁ।
জহঁ ন হোহু তহঁ দেহুঁ কহি তুম্হহিঁ দেখাবউঁ ঠাউঁ॥

আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, কোথায় থাকিবে। কিন্তু আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হইতেছে—তুমি যে স্থানে নাই তাহা বলিয়া দাও, তুমিই স্থান দেখাইয়া দাও।

১২৯॥ **সুনি মুনিবচন প্রেমরস সানে।**
সকুচি রাম মনমহঁ মুসুকানে॥
বালমীকি হঁসি কহহিঁ বহোরী।
বানী মধুর অমিয়রস বোরী॥

মুনির প্রেমরসপূর্ণ বাক্য শুনিয়া রাম সঙ্কোচ বোধ করিলেন ও মনে মনে হাসিলেন। বাল্মীকি আবার হাসিয়া অমৃতময় মধুর বাক্যে বলিলেন—

সুনহু রাম অব কহউঁ নিকেতা।
জহাঁ বসহু সিয় লখন সমেতা॥
জিন্হ কে শ্রবণ সমুদ্রসমানা।
কথা তুম্হারি সুভগ সরি নানা॥

হে রাম, শোন। এখন সীতা ও লক্ষ্মণসহ যে স্থানে বাস করিবে সে স্থানের কথা বলিতেছি। যাহার কান সমুদ্রের মত, তোমার কথারূপ নানাপ্রকার সুন্দর নদী।

ভরহিঁ নিরন্তর হোহিঁ ন পূরে।
তিন্হ কে হিয় তুম্হ কহুঁ গৃহ রূরে॥
লোচন চাতক জিন্হ করি রাখে।
রহহিঁ দরসজলধর অভিলাষে॥

অনবরত আসিয়া যেখানে পড়িতেছে অথচ যাহা ভরিয়া উঠে না, তাহারই হৃদয় তোমার সুন্দর বাসস্থান। যে ব্যক্তি তাহার চক্ষু তোমার দর্শনরূপ মেঘের আশায় চাতকের মত করিয়া রাখে,

নিদরহিঁ সরিত সিন্ধু সর ভারী।
রূপবিন্দু জল হোহিঁ সুখারী॥
তিন্হ কে হৃদয়সদন সুখদায়ক।
বসহু বন্ধু সিয় সহ রঘুনায়ক॥

সমুদ্র, নদী ও সরোবরের জলের অনাদর করে, কেবল তোমার রূপ-জলের বিন্দু পাইলে সুখী হয়, তাহারই হৃদয় তোমার সুখের বাসস্থান। হে রঘুনাথ, সেইখানে তুমি লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বাস কর।

জসু তুম্হার মানস বিমল হংসিনি জীহা জাসু।
মুকুতাহল গুনগন চুনই রাম বসহু মন তাসু॥

হে রাম, যাহার জিহ্বারূপী হংসী তোমার যশরূপ মানস সরোবরের গুণাবলীরূপ মুক্তাফল খুঁজিয়া লয়, তুমি তাহারই হৃদয়ে বাস কর।

১৩০ ॥ **প্রভুপ্রসাদ সুচি সুভগ সুবাসা।**
সাদর জাসু লহই নিত নাসা॥
তুম্হহিঁ নিবেদিত ভোজন করহীঁ।
প্রভুপ্রসাদ পটু ভূষন ধরহীঁ॥

যাহার নাক সাদরে সকল সময় তোমার প্রসাদের পবিত্র সুন্দর গন্ধ লয়, যে তোমাকে নিবেদিত দ্রব্যই ভোজন করে, তোমার অনুগ্রহই যাহার বস্ত্র অলঙ্কার,

সীস নবহিঁ সুর গুরু দ্বিজ দেখী।
প্রীতিসহিত করি বিনয় বিসেখী॥
কর নিত করহিঁ রামপদ পূজা।
রামভরোস হৃদয় নহিঁ দূজা॥

যে দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ দেখিয়া বিশেষ প্রীতি ও বিনয়ের সহিত প্রণাম করে, যাহার হাত সর্বদা রামপদ পূজা করে, যাহার হৃদয়ে রামের ভরসা ছাড়া অন্য ভরসা নাই,

চরন রামতীরথ চলি জাহীঁ।
রাম বসহু তিন্হ কে মন মাহীঁ॥
মন্ত্ররাজু নিত জপহিঁ তুম্হারা।
পূজহিঁ তুম্হহিঁ সহিত পরিবারা॥

যাহার পা রাম-তীর্থের দিকেই চলে, হে রাম, তুমি তাহারই হৃদয়ে বাস কর। যে রাম নাম রূপ মন্ত্র-রাজ নিত্য জপ করে, পরিবার সহিত তোমার পূজা করে,

তরপন হোম করহিঁ বিধি নানা।
বিপ্র জেবাঁই দেহিঁ বহু দানা।
তুম্হ তেঁ অধিক গুরুহিঁ জিয় জানী।
সকল ভায় সেবহিঁ সনমানী॥

নানাপ্রকার তর্পণ হোম করে, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া বহু দান দেয়, গুরুকে তোমারও বড় জানিয়া সম্মানের সহিত সেবা করে,

সব করি মাঁগহিঁ এক ফলু রাম চরন রতি হোউ।
তিন্হ কে মনমন্দির বসহু সিয় রঘুনন্দন দোউ॥

সকল কাজের রামচরণে ভক্তি হউক এই একই ফল চায়, হে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত তুমি তাহারই মনো-মন্দিরে বাস কর।

১৩১ ॥ **কাম কোহ মদ মান ন মোহা।**
লোভ ন ছোভ ন রাগ ন দ্রোহা॥
জিন্হ কে কপট দম্ভ নহিঁ মায়া।
তিন্হ কে হৃদয় বসহু রঘুরায়া॥

যাহার কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, মান ও অজ্ঞান, লোভ ক্ষোভ, রাগ ও বৈর নাই, যাহার কপটতা, অহঙ্কার ও মায়া নাই, হে রাম তুমি তাহার হৃদয়ে বাস কর।

সব কে প্রিয় সব কে হিতকারী।
দুখ সুখ সরিস প্রসংসা গারী॥
কহহিঁ সত্য প্রিয়বচন বিচারী।
জাগত সোবত সরন তুম্হারী॥

যে জন সকলের প্রিয়, সকলের হিতকারী, যাহার নিকট সুখ দুঃখ প্রশংসা ও গালি সমান, যে সত্য ও প্রিয় বাক্য বিচার করিয়া বলে, যে জাগিয়া থাকিতে বা ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার শরণ লয়,

তুম্হহিঁ ছাড়ি গতি দুসরি নাহীঁ।
রাম বসহু তিন্হ কে মন মাহীঁ॥
জননীসম জানহিঁ পরনারী।
ধনু পরাব বিষ তেঁ বিষ ভারী॥

তোমাকে ছাড়া যাহার আর অন্য গতি নাই, হে রাম, তাহারই হৃদয়ে তুমি বাস কর। যে জন পরস্ত্রীকে মায়ের মত দেখে, যে পরের ধনকে বিষের চাইতে ভারি বিষ মনে করে,

জে হরষহিঁ পরসম্পতি দেখী।
দুখিত হোহিঁ পরবিপতি বিসেখী॥
জিন্হহিঁ রাম তুম্হ প্রান পিয়ারে।
তিন্হ কে মন শুভ সদন তুম্হারে॥

যে পরের সুসম্পদ দেখিয়া সুখী হয়, পরের দুঃখে বিশেষ দুঃখী হয়, হে রাম, তুমি যাহার প্রাণের প্রিয়, তাহার হৃদয়ই তোমার শুভ বাসস্থান।

স্বামি সখা পিতু মাতু গুরু জিন কে সব তুম্হ তাত।
মনমন্দির তিন্হ কে বসহু সীয়সহিত দোউ ভ্রাত॥

হে তাত, তুমি যাহার স্বামী সখা পিতা মাতা গুরু, তুমিই যাহার সকল, তাহারই মনোমন্দিরে সীতা সহিত দুই ভাই বাস কর।

১৩২ ॥ **অবগুন তজি সব কে গুন গহহীঁ।**
বিপ্র ধেনু হিত সঙ্কট সহহীঁ॥
নীতিনিপুন জিন্হ কই জগ লীকা।
ঘর তুম্হার তিন্হ কর মন নীকা॥

যে ব্যক্তি লোকের দোষ ত্যাগ করিয়া গুণ লয়, ব্রাহ্মণ ও গরুর জন্য সঙ্কট সহ্য করে, যে জগতে নীতি-নিপুণদের মধ্যে গণ্য, তাহার মনই হইতেছে তোমার সুন্দর বাসস্থান।

গুন তুম্হার সমুঝই নিজ দোসা।
জেহি সব ভাঁতি তুম্হার ভরোসা॥
রাম ভগত প্রিয় লাগহিঁ জেহী।
তেহি উর বসহু সহিত বৈদেহী॥

যে ব্যক্তি যাহা গুণের বিষয় তাহা তোমার ও যাহা দোষের বিষয় তাহা নিজের বলিয়া বুঝিতে পারে, যাহার নিকট রাম-ভক্তকে প্রিয় লাগে, তাহারই হৃদয়ে তুমি বৈদেহী সমেত বাস কর।

জাতি পাঁতি ধনু ধরমু বড়াঈ।
প্রিয় পরিবার সদন সুখদাঈ॥
সব তজি তুম্হহিঁ রহই লউ লাঈ।
তেহি কে হৃদয় রহহু রঘুরাঈ।

জাতি, শ্রেণী, ধন, ধর্ম, খ্যাতি, প্রিয় পরিবার, সুখের সংসার, এ সকল যে ত্যাগ করিয়া তোমাতেই লয় হইয়া থাকে, হে রঘুনাথ, তাহারই হৃদয়ে তুমি বাস কর।

সরগু নরকু অপবরগু সমানা।
জহঁ তহঁ দেখ ধরে ধনুবানা॥
করম বচন মন রাউর চেরা।
রাম করহু তেহি কে উর ডেরা॥

যাহার কাছে স্বর্গ নরক ও মোক্ষ সমান, যে যেখানে সেখানে ধনুর্বাণধারী তোমার মূর্তি দেখে, যে মনে বাক্যে ও কর্মে তোমার ভক্ত, হে রাম, তুমি তাহারই হৃদয়ে বাস কর।

জাহি ন চাহিয় কবহুঁ কছু তুম্হ সন সহজ সনেহু।
বসহু নিরন্তর তাসু মন সো রাউর নিজ গেহু॥

যাহার কোন কিছুই পাওয়ার ইচ্ছা নাই, যাহার তোমার উপর স্বাভাবিক ভক্তি রহিয়াছে, তুমি সর্বদা তাহার হৃদয়ে বাস কর, উহাই তোমার নিজের ঘর।

১৩৩ ॥ **এহি বিধি মুনিবর ভবন দেখায়ে।**
বচন সপ্রেম রামমন ভায়ে॥
কহ মুনি সুনহু ভানু কুল নায়ক।
আশ্রমু কহউঁ সময় সুখদায়ক॥

এইভাবে মুনিবর বাসস্থান দেখাইলে তাঁহার প্রেমময় কথা রামের ভাল লাগিল। মুনি বলিলেন—শোন। হে রঘুকুলনাথ, সময়োপযোগী সুখদায়ক আশ্রমের কথা বলিতেছি—

চিত্রকূট গিরি করহু নিবাসু।
তহঁ তুম্হার সব ভাঁতি সুপাসু॥
সৈল সুহাবন কানন চারু।
করি কেহরি মৃগ বিহঁগ বিহারু॥

চিত্রকূট পর্বতে বাস কর, এখানে তোমার সকল দিকেই সুবিধা। এখানে পাহাড় ও বন সুন্দর, এই বনে হাতী, সিংহ ও হরিণ বাস করে।

নদী পুনীত পুরান বখানী।
অত্রিপ্রিয়া নিজ তপ বল আনী॥
সুরসরিধার নাউঁ মন্দাকিনি।
জো সব পাতক পোতক ডাকিনি॥

পোতক—বালক॥ এখানকার পবিত্র নদীর কথা পুরাণে আছে। উহা অত্রি ঋষির স্ত্রী অনসূয়া তপস্যার বলে ঐ স্থানে আনিয়াছিলেন, ঐ নদী গঙ্গারই ধারা। উহার নাম মন্দাকিনী। উহা সকল পাপরূপ বালকের কাছে ডাকিনীর ন্যায়।

অত্রি আদি মুনিবর বহু বসহীঁ।
করহিঁ জোগ জপ তপ তন কসহীঁ॥
চলহু সফল শ্রম সব কর করহু।
রাম দেহু গৌরব গিরিবরহু॥

এখানে অত্রি আদি অনেক মুনিবর বাস করেন, এবং যোগ ও জপ করেন। কেহ বা তপস্যা দ্বারা শরীরকে কষ্ট দেন। হে রাম, চল, সকলের শ্রম সফল কর ও এই গিরিবর চিত্রকূটকে গৌরব দাও।

চিত্রকূট মহিমা অমিত কহী মহামুনি গাই।
আই নহায়ে সরিতবর সিয়সমেত দোউ ভাই॥

মহামুনি চিত্রকূটের অসীম মহিমা গান করিলেন। তার পর সীতা সহিত দুই ভাই নদীতে স্নান করিতে আসিলেন।

১৩৪॥ রঘুবর কহেউ লখন ভল ঘাটূ।
করহু কতহু অব ঠাহর ঠাটূ॥
লখন দীখ পয় উতর করারা।
চহুঁ দিসি ফিরেউ ধনুষ জিমি নারা॥

রাম বলিলেন—লক্ষ্মণ, স্থান ত ভাল। এখন কোথাও থাকার ব্যবস্থা কর। লক্ষ্মণ দেখিলেন, জলের উত্তর দিকে উত্তর তীরভূমি আছে এবং তাহার চার দিক দিয়া ধনুকের মত গোল হইয়া জলপ্রবাহ গিয়াছে।

নদী পনচ সর সম দম দানা।
সকলকলুষ কলিসাউজ নানা॥
চিত্রকূট জনু অচলু অহেরী।
চুকই ন ঘাত মার মুঠভেরী॥

সাউজ—লক্ষ্য। অহেরী—শিকারী॥ নদী হইতেছে ধনুক, বাণ হইতেছে শম দম দান ইত্যাদি, আর লক্ষ্য হইতেছে কলির নানা পাপ। চিত্রকূট যেন অচল শিকারী। তাহার আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, এক আঘাতেই শিকার মারিয়া ফেলে।

অস কহি লখন ঠাঁব দেখরাবা।
থলু বিলোকি রঘুবর সুখু পাবা॥
রমেউ রামমন দেবন্হ জানা।
চলে সহিত সুরপতি পরধানা॥

এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ স্থান দেখাইলেন। জায়গা দেখিয়া রঘুপতির আনন্দ হইল। রাম যে প্রসন্ন হইয়াছেন এ কথা দেবতারা জানিলেন ও ইন্দ্রকে প্রধান করিয়া রওনা হইলেন।

কোল কিরাত বেষ সব আয়ে।
রচে পরন তৃন সদন সুহায়ে॥
বরনি ন জাহিঁ মঞ্জু দুই সালা।
এক ললিত লঘু এক বিসালা॥

দেবতারা কোল ও কিরাতের বেশ ধরিয়া আসিয়া রামের বাসের জন্য সুন্দর পাতার ঘর তৈয়ার করিয়া দিলেন। সেই দুই ঘর এমন সুন্দর যে বর্ণনা করা যায় না। তাহাদের মধ্যে একখানা সুন্দর ও ছোট, আর একখানা বিশাল বড়।

লখন জানকী সহিত প্রভু রাজত রুচির নিকেত।
সোহ মদনু মুনিবেষ জনু রতি রিতুরাজ সমেত॥

লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত প্রভু সুন্দর কুটিরে শোভা পাইতে লাগিলেন। মনে হইল যেন মদন মুনিবেশ ধরিয়া রতি ও বসন্তের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন।

১৩৫॥ অমর নাগ কিন্নর দিসি পালা।
চিত্রকূট আয়ে তেহি কালা॥
রাম প্রনাম কীন্হ সব কাহূ।
মুদিত দেব লহি লোচনলাহূ॥

অমর নাগ কিন্নর ও দিকপালগণ সেই সময় চিত্রকূটে আসিলেন। রাম সকলকে প্রণাম করিলেন। দেবতারাও আনন্দিত হইয়া চক্ষু সার্থক করিলেন।

বরষি সুমন কহ দেবসমাজূ।
নাথ সনাথ ভয়ে হম আজূ॥
করি বিনতী দুখ দুসহ সুনায়ে।
হরষিত নিজ নিজ সদন সিধায়ে॥

দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়া বলিলেন—হে নাথ, আজ আমরা সনাথ হইলাম। মিনতি প্রকাশ করিয়া নিজেদের দুঃসহ দুঃখের কথা শুনাইয়া আনন্দিত মনে নিজ নিজ ঘরে প্রস্থান করিলেন।

চিত্রকূট রঘুনন্দন ছায়ে।
সমাচার সুনি সুনি মুনি আয়ে॥
আবত দেখি মুদিত মুনিবৃন্দা।
কীন্হ দণ্ডবত রঘু কুল চন্দা॥

চিত্রকূটে রামচন্দ্র আসিয়া বাস করিতেছেন, এই কথা শুনিয়া মুনিরা আসিলেন। মুনিরা আসিতেছেন দেখিয়া প্রসন্ন মনে রঘুকুলচন্দ্র রাম দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

মুনি রঘুবরহিঁ লাই উর লেহীঁ।
সুফল হোন হিত আসিষ দেহীঁ॥
সিয় সৌমিত্রি রাম ছবি দেখহিঁ।
সাধন সকল সফল করি লেখহিঁ॥

সফল হোনহিত—সফল হওয়ার জন্য॥ মুনিরা রামকে বুকে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন ও সফলকাম হওয়ার জন্য আশীর্বাদ দিলেন। তাঁহারা সীতা লক্ষ্মণ ও রামের শোভা দেখিয়া নিজেদের সাধনা সফল হইয়াছে বলিয়া জানিলেন।

জথাযোগ সনমানি প্রভু বিদা কিয়ে মুনিবৃন্দ।
করহিঁ যোগ জপ জাগ তপ নিজ আশ্রমনি সুছন্দ॥

প্রভু রাম মুনিদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহারাও নিজ নিজ আশ্রমে গিয়া স্বচ্ছন্দে যোগ জপ যজ্ঞ ও তপস্যা করিতে লাগিলেন।

১৩৬॥ যহ সুধি কোল কিরাতন্হ পাঈ।
হরষে জনু নবনিধি ঘর আঈ॥
কন্দ মূল ফল ভরি ভরি দোনা।
চলে রঙ্ক জনু লূটন সোনা॥

কোন কিরাতেরা এই সংবাদ পাইয়া এমন আনন্দ করিল যেন নূতন একটা কিছু সম্পদ ঘরে আসিয়াছে। কন্দ মূল ফল দোনা ভরিয়া লইয়া এমনভাবে চলিতে লাগিল যে, মনে হইল যেন কাঙ্গালেরা সোনা লুটিতে আসিয়াছে।

তিন্হ মহঁ জিন্হ দেখে দোউ ভ্রাতা।
অপর তিন্হহিঁ পূছহিঁ মগ জাতা॥
কহত সুনত রঘুবীর নিকাঈ।
আই সবন্হি দেখে রঘুরাঈ॥

তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্বেই দুই ভাইকে দেখিয়াছিল, তাহাদিগকে অপর সকলে পথ চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিতেছিল। রামের কথা বলা কহা করিতে করিতে সকলে আসিয়া দুই ভাইকে দেখিল।

করহিঁ জোহারু ভেঁট ধরি আগে।
প্রভুহি বিলোকহিঁ অতি অনুরাগে॥
চিত্র লিখে জনু জহঁ তহঁ ঠাঢ়ে।
পুলক সরীর নয়ন জল বাঢ়ে॥

সম্মুখে ভেট রাখিয়া তাহারা দণ্ডবৎ করিতেছিল এবং প্রভুকে অতি প্রেমের সহিত দেখিতেছিল। চিত্রার্পিতের ন্যায় তাহারা যেখানকার সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিল, চোখ জলে ভরিয়া গেল।

রাম সনেহমগন সব জানে।
কহি প্রিয়বচন সকল সনমানে॥
প্রভুহি জোহারি বহোরি বহোরী।
বচন বিনীত কহহিঁ কর জোরী॥

রাম জানিলেন যে, সকলে ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আছে। সম্মানের সহিত তাহাদের সহিত মিষ্ট কথা বলিলেন। তাহারাও প্রভুকে বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, হাত জোড় করিয়া বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল—

অব হম নাথ সনাথ সব ভয়ে দেখি প্রভুপায়।
ভাগ হমারে আগমনু রাউর কোসলরায়॥

হে নাথ, প্রভুর চরণ দেখিয়া আমরা সকলে এখন সনাথ হইলাম। হে কোশলরাজ, আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ তোমার আগমন হইয়াছে।

১৩৭॥ **ধন্য ভূমি বন পন্থ পহারা।**
জহঁ জহঁ নাথ পাউঁ তুম্হ ধারা॥
ধন্য বিহগ মৃগ কাননচারী।
সফল জনম ভয়ে তুম্হহিঁ নিহারী॥

পাউঁ—পা॥ হে স্বামী, তুমি যে যে স্থানে পা রাখিয়াছ, সেই সেই ভূমি, বন, পথ ও পাহাড় ধন্য। যে সকল পশু-পক্ষী তোমাকে দেখিয়াছে তাহারা ধন্য; তোমাকে দেখিয়া তাহারা জন্ম সফল করিয়াছে।

হম সব ধন্য সহিত পরিবারা।
দীখ দরসু ভরি নয়ন তুম্হারা॥
কীন্হ বাসু ভল ঠাঁউ বিচারী।
ইহাঁ সকল রিতু রহব সুখারী॥

আমরা সকলে সপরিবারে তোমাকে চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া ধন্য হইলাম। তুমি বিচার করিয়া ভাল স্থানেই বাস লইয়াছ, এখানে সকল ঋতুতেই সুখে থাকিতে পারিবে।

হম সব ভাঁতি করবি সেবকাঈ।
করি কেহরি অহি বাঘ বরাঈ॥
বন বেহড় গিরি কন্দর খোহা।
সব হমার প্রভু পগ পগ জোহা॥

আমরা সকল প্রকারে তোমার সেবা করিব। আমাদের এখানকার সব জানা আছে। হাতী, সিংহ, সাপ, বাঘ, শূকর, বন বাদাড়, পর্বত গহ্বর, খাদ, এ সকল আমরা পদে পদে দেখিয়াছি।

জহঁ তহঁ তুম্হহিঁ অহের খেলাউব।
সর নিরঝর জল ঠাউঁ দেখাউব॥
হম সেবক পরিবারসমেতা।
নাথ ন সকুচব আয়সু দেতা॥

সেই সকল স্থানে তোমাকে শিকার করাইব। তোমাকে সরোবর ঝরণা ইত্যাদি ভাল স্থান দেখাইব। আমরা সপরিবারে তোমার সেবক, তুমি আমাদিগকে আজ্ঞা করিতে সঙ্কোচ করিও না।

বেদবচন মুনিমন অগম তে প্রভু করুনা ঐন।
বচন কিরাতন্হ কে সুনত জিমি পিতু বালকবৈন॥

ঐন—অয়ন, স্থান। বৈন—বয়ন, বচন॥ যিনি বেদবাক্যের ও মুনির মনের অগোচর সেই করুণানিধান ভগবান, পিতা যেমন বালকদের কথা শোনেন তেমনি ভাবে, কিরাতদের কথা শুনিতেছিলেন।

১৩৮॥ **রামহিঁ কেবল প্রেম পিয়ারা।**
জানি লেউ জো জাননিহারা॥
রাম সকল বন চর তব তোষে।
কহি মৃদুবচন প্রেম পরিপোষে॥

যে জানিতে চাও সে জানিয়া লও যে রাম কেবল প্রেমেরই প্রিয়। তার পর রাম সকল বনের লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং প্রেমপূর্ণ মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে তৃপ্ত করিলেন।

বিদা কিয়ে সিরু নাই সিধায়ে।
প্রভুগুন কহত সুনত ঘর আয়ে॥

এহি বিধি সিয়সমেত দোউ ভাঈ।
বসহিঁ বিপিন সুর মুনি সুখদাঈ॥

বিদায় দিলে কোল কিরাতেরা প্রণাম করিয়া চলিল এবং প্রভুর গুণ বলিতে বলিতে ও শুনিতে শুনিতে ঘরে ফিরিল। এই ভাবে দেবতা ও মুনির সুখদানকারী দুই ভাই সীতার সহিত বনে বাস করিতে লাগিলেন।

জব তেঁ আই রহে রঘুনায়ক।
তব তেঁ ভয়উ বনু মঙ্গলদায়ক॥
ফুলহিঁ ফলহিঁ বিটপ বিধি নানা।
মঞ্জু বলিত বর বেলি বিতানা।

যখন হইতে রঘুনাথ বনে আসিয়াছিলেন, তখন হইতে বন মঙ্গলময় হইয়াছিল। নানা গাছে ফুল ফল ধরিতেছিল, আর সুন্দর কোমল লতায় মণ্ডপ তৈয়ার করিয়াছিল।

সুর তরু সরিস সুভায় সুহায়ে।
মনহুঁ বিবুধবন পরিহরি আয়ে॥
গুঞ্জ মঞ্জুতর মধুকর শ্রেনী।
ত্রিবিধ বয়ারী বহই সুখদেনী॥

সুভায়—স্বভাবতঃ। সুহায়ে—সুন্দর। বিবুধ—দেব। বয়ারি—বায়ু॥ গাছপালা কল্পতরুর মত স্বভাবতঃই সুন্দর। মনে হইল তাহারা যেন নন্দন কানন ছাড়িয়া আসিয়াছে। মৌমাছিরা মিষ্ট গুঞ্জন করিতেছিল ও সুখদানকারী শীতল মন্দ সুগন্ধ বাতাস বহিতেছিল।

নীলকণ্ঠ কলকণ্ঠ সুক চাতক চক্ক চকোর।
ভাঁতি ভাঁতি বোলহিঁ বিহঁগ শ্রবনসুখদ চিতচোর॥

নীলকণ্ঠ কোকিল তোতা চাতক চখা চকোর প্রভৃতি পক্ষীরা নানারকম মিষ্ট ও মনোহরণকারী শব্দ করিতেছিল।

১৩৯॥ করি কেহরি কপি কোল কুরঙ্গা।
বিগতবৈর বিচরহিঁ সব সঙ্গা॥
ফিরত অহের রামছবি দেখী।
হোহিঁ মুদিত মৃগবৃন্দ বিসেখী॥

হাতী সিংহ বানর বরাহ ও হরিণ শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া একসাথে চরিতেছিল। মৃগয়ার বেশে রামচন্দ্রের শোভা দেখিয়া বিশেষ করিয়া হরিণেরা আনন্দ পাইল।

বিবুধবিপিন জহঁ লগি জগ মাহীঁ।
দেখি রামবন সকল সিহাহীঁ॥
সুরসরি সরসই দিন কর কন্যা।
মেকলসুতা গোদাবরি ধন্যা॥

জগতে যেসব দেব-উদ্যান আছে, তাহারা সকলেই রামচন্দ্রের বন দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। গঙ্গা সরস্বতী যমুনা নর্মদা ও গোদাবরী প্রভৃতি ধন্য নদীরা,

সব সর সিন্ধু নদী নদ নানা।
মন্দাকিনি কর করহিঁ বখানা॥
উদয় অস্ত গিরি অরু কৈলাসু।
মন্দর মেরু সকল সুর বাসু॥

সরোবর সমুদ্র ও নানা নদ নদী, সকলেই মন্দাকিনীর প্রশংসা করিতে লাগিল। উদয়গিরি, অস্তগিরি, কৈলাস, পর্বত, মন্দর মেরু প্রভৃতি দেবতাদের বাসের পর্বত,

সৈল হিমাচল আদিক জেতে।
চিত্রকূটজসু গাবহিঁ তেতে॥
বিন্ধ্য মুদিতমন সুখু ন সমাঈ।
শ্রম বিনু বিপুল বড়াঈ পাঈ॥

হিমালয় আদি যত পর্বত, সকলেই চিত্রকূটের যশোগান করিতে লাগিল। বিন্ধ্য বড় আনন্দ পাইল, তাহার সুখ আর ধরে না, কেননা বিনা চেষ্টায় তাহার খ্যাতি রটিয়া গেল।

চিত্রকূট কে বিহঁগ মৃগ বেলি বিটপ তৃন জাতি।
পুন্যপুঞ্জ সব ধন্য অস কহহিঁ দেব দিনরাতি॥

দেবতারা দিবারাত্রি এই কথাই বলিতে লাগিলেন যে, চিত্রকূটের পশুপক্ষী বৃক্ষলতা ও ঘাস প্রভৃতি সকলই পুণ্যময় ও ধন্য।

১৪০॥ নয়নবন্ত রঘুবরহিঁ বিলোকী।
পাই জনমফল হোহিঁ বিসোকী॥
পরসি চরনরজ অচর সুখারী।
ভয়ে পরমপদ কে অধিকারী॥

যাহাদের চক্ষু ছিল তাহারা রামকে দেখিয়া জন্ম সার্থক করিয়া শোকরহিত অবস্থা পাইল। আর যাহারা অচর (জড়) তাহারা পায়ের ধূলা পাইয়া সুখী হইল ও মোক্ষের অধিকারী হইল।

সো বনু সৈল সুভায় সুহাবন।
মঙ্গলময় অতি পাবন পাবন॥
মহিমা কহিয় কবন বিধি তাসু।
সুখসাগর জহঁ কীন্হ নিবাসু॥

ঐ বন ও পর্বত স্বভাবতঃই সুন্দর। উহা মঙ্গলময় ও অতি পবিত্রকেও পবিত্র করে। যেখানে সুখসাগর রামচন্দ্র বাস করিয়াছেন, সে বন পর্বতের মহিমা কেমন করিয়া বলিব?

পয়পয়োধি তজি অবধ বিহাঈ।
জহঁ সিয় লখনু রামু রহে আঈ॥
কহি ন সকহিঁ সুখমা জসি কানন।
জোঁ সত সহস হোহিঁ সহসানন॥

পয়পয়োধি—ক্ষীরসমুদ্র। অবধ—অযোধ্যা। বিহাঈ—ছাড়িয়া॥ যেখানে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ ক্ষীরসাগর ও

অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, সে বনের কথা বলিতেই পারা যায় না। যদি শত সহস্র শেষ নাগ হয় তবুও বলিতে পারিবে না।

> সো মৈঁ বরনি কহৌঁ বিধি কেহীঁ।
> ডাবর কমঠ কি মন্দর লেহীঁ॥
> সেবহিঁ লখনু করম মন বানী।
> জাই ন সীল সনেহু বখানী॥

সে কথা আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? পুকুরের কচ্ছপ যেমন মন্দারের ভার বহিতে পারে না, আমার পক্ষেও তেমনি চিত্রকূটের সুখ বর্ণনা করা অসম্ভব। রাম সীতাকে লক্ষ্মণ কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা যেভাবে সেবা করিতেছিলেন, সে শীল ও ভক্তি বর্ণনা করা যায় না।

> ছিনু ছিনু লখি সিয় রাম পদ জানি আপু পর নেহু॥
> করত ন সপনেহুঁ লখনু চিত বন্ধু মাতু পিতু গেহু॥

ক্ষণে ক্ষণে সীতা ও রামের চরণ দর্শন করিয়া ও নিজের উপর উঁহাদের ভালবাসার কথা জানিয়া লক্ষ্মণ স্বপ্নেও ভাই পিতা মাতা বা বাড়ীর কথা মনে করিতেন না।

> ১৪১॥ রামসঙ্গ সিয় রহতি সুখারী।
> পুর পরিজন গৃহ সুরতি বিসারী॥
> ছিনু ছিনু পিয় বিধু বদনু নিহারী।
> প্রমুদিত মনহুঁ চকোরকুমারী॥

সীতা পুর, পরিজন ও ঘরের স্মৃতি ভুলিয়া গিয়া রামের সঙ্গে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে রামের চন্দ্রমুখ দেখিয়া চকোর-কুমারী যেমন চাঁদ দেখিয়া সুখী হয়, সেইরূপ সুখ পাইতেন।

> নাহনেহ নিত বঢ়ত বিলোকী।
> হরষিত রহতি দিবস জিমি কোকী॥
> সিয়মন রামচরন অনুরাগা।
> অবধ সহস সম বন প্রিয় লাগা॥

নাহ—নাথ, রামচন্দ্র। নেহ—সনেহ, স্নেহ। বঢ়ত—বাড়িতেছে॥ তাঁহার উপর নিত্য রামের ভালবাসা বাড়িতেছে দেখিয়া সীতা চখী দিনের বেলায় যেমন সুখে থাকে তেমনি সুখে থাকিতে লাগিলেন। সীতার মন রামচরণের ভক্তিতে ভরিয়া ছিল বলিয়া বনকেই তাঁহার সহস্র অযোধ্যার সমান ভাল লাগিতেছিল।

> পরনকুটী প্রিয় প্রিয়তম সঙ্গা।
> প্রিয় পরিবার কুরঙ্গ বিহঙ্গা॥
> সাসু সসুর সম মুনিতিয় মুনিবর।
> অসন অমিয়সম কন্দ মূল ফর॥

প্রিয়তম স্বামীর সঙ্গে থাকায় পাতার কুটির ভাল লাগিল। হরিণ ও পাখীরা প্রিয় পরিবার হইল এবং মুনি ও মুনিপত্নীরা শ্বশুর শাশুড়ীর মত হইলেন। আর কন্দ মূল ফলও খাইতে অমৃতের মত লাগিতেছিল।

> নাথসাথ সাথরী সুহাঈ।
> ময়ন সয়ন সয় সম সুখদাঈ॥
> লোকপ হোহিঁ বিলোকত জাসু।
> তেহি কি মোহ সক বিষয় বিলাসু॥

মোহ—মুগ্ধ করা। সক—পারে॥ রামের সহিত থাকায় শয্যা কুশ ও পাতার হইলেও শত কামদেবের শয্যার সমান সুখদায়ক হইল। যাঁহার কৃপা-দৃষ্টিতে লোকপতি ইন্দ্র হওয়া যায় তাঁহাকে কি বিষয়-ভোগ মুগ্ধ করিতে পারে?

> সুমিরত রামহিঁ তজহিঁ জন তৃনসম বিষয় বিলাসু।
> রামপ্রিয়া জগ জননি সিয় কছু ন আচরজু তাসু॥

যে রামকে স্মরণ মাত্রেই লোকে তৃণের মত বিষয়-ভোগ ত্যাগ করে, সীতা সেই রামের প্রিয়া ও জগতের জননী। তাঁহার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়।

> ১৪২। সীয়লখন জেহি বিধি সুখু লহহীঁ।
> সোই রঘুনাথু করহিঁ সোই কহহীঁ॥
> কহহিঁ পুরাতন কথা কহানী।
> সুনহিঁ লখনু সিয় অতিসুখু মানী॥

যে কাজ করিলে ও যে কথা বলিলে সীতা ও লক্ষ্মণের সুখ হইবে, রাম তাহাই করেন তাহাই বলেন। পুরাতন কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, লক্ষ্মণ ও সীতা অতি সুখে তাহা শোনেন।

> জব জব রাম অবধ সুধি করহীঁ।
> তব তব বারি বিলোচন ভরহীঁ॥
> সুমিরি মাতু পিতু পরিজন ভাঈ।
> ভরত সনেহু সীল সেবকাঈ॥

যখনই রামের মনে অযোধ্যার কথা উঠে, মাতা পিতা পরিজন ও ভাইয়ের কথা, ভরতের স্নেহ শীল ও সেবা-ভাবের কথা ভাবিয়া তখনই তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া আসে।

> কৃপাসিন্ধু প্রভু হোহিঁ দুখারী।
> ধীরজু ধরহিঁ কুসময়উ বিচারী॥
> লখি সিয় লখনু বিকল হোই জাহীঁ।
> জিমি পুরুষহিঁ অনুসর পরিছাহীঁ॥

কৃপাসিন্ধু রাম দুঃখিত হইলেও অসময় বুঝিয়া ধৈর্য ধরেন। রামের দুঃখ দেখিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ বিকল হইয়া যান। মানুষের ছায়া যেমন মানুষকে অনুসরণ করে, সীতা এবং লক্ষ্মণও রামের সুখ দুঃখ তেমনি অনুসরণ করেন।

> প্রিয়া বন্ধু গতি লখি রঘুনন্দনু।
> ধীর কৃপাল ভগত উর চন্দনু॥
> লগে কহন কছু কথা পুনীতা।
> সুনি সুখু লহহিঁ লখনু অরু সীতা॥

সীতার ও লক্ষ্মণের অবস্থা দেখিয়া, ধীর, দয়াল, ভক্ত হৃদয়ের চন্দনস্বরূপ রাম কোনও পবিত্র কথা বলিতে থাকেন। তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ ও সীতা সুখ পান।

রামু লষন সীতা সহিত সোহত পরননিকেত।
জিমি বাসব বস অমরপুর সচী জয়ন্ত সমেত॥

শচী জয়ন্ত সহিত ইন্দ্র যেমন অমরাপুরে বাস করেন, পাতার কুটিরে লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত রাম তেমনি শোভা পাইতেছিলেন।

১৪৩॥ **জোগবহিঁ প্রভু সিয়লষনহিঁ কৈসে।**
পলক বিলোচন গোলক জৈসে॥
সেবহিঁ লষন সীয় রঘুবীরহিঁ।
জিমি অবিবেকী পুরুষ সরীরহিঁ॥

চোখের পলক যেমন চোখের মণিকে রক্ষা করে, রাম তেমনি করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অজ্ঞান পুরুষ যেমন নিজের শরীরের সেবা করিয়া থাকে, লক্ষ্মণ তেমনি করিয়া সীতা রামের সেবা করিতে লাগিলেন।

এহি বিধি প্রভু বন বসহিঁ সুখারী।
খগ মৃগ সুর তাপস হিতকারী॥
কহেউঁ রাম বন গবন সুহাবা।
সুনহু সুমন্ত্র অবধ জিমি আবা॥

এইভাবে পশুপক্ষী দেবতা ও তাপসদিগের হিতকারী প্রভু রাম বনে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। রাম-বন-গমনের সুন্দর কথা বলিলাম। এখন সুমন্ত্র কেমন করিয়া অযোধ্যায় আসিলেন তাহা শোন।

ফিরেউ নিষাদু প্রভুহিঁ পহুঁচাঈ।
সচিব সহিত রথ দেখেসি আঈ॥
মন্ত্রী বিকল বিলোকি নিষাদূ।
কহি ন জাই জস ভয়উ বিষাদূ॥

প্রভুকে পঁহুছাইয়া নিষাদ ফিরিয়া আসিলেন এবং আসিয়া রথসহিত মন্ত্রীকে দেখিলেন। নিষাদকে দেখিয়া মন্ত্রী ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার যে প্রকার দুঃখ হইল তাহা বলা যায় না।

রাম রাম সিয় লষন পুকারী।
পরেউ ধরনিতল ব্যাকুল ভারী॥
দেখি দখিন দিসি হয় হিহিনাহীঁ।
জনু বিনু পঙ্খ বিহঁগ অকুলাহীঁ॥

মন্ত্রী "রাম সীতা লক্ষ্মণ" বলিয়া ডাকিয়া বড় ব্যাকুল হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। দক্ষিণ দিকে তাকাইয়া ঘোড়াগুলি চিঁহি চিঁহি করিতেছিল। ডানা না থাকিলে পাখী যেমন ব্যাকুল হয় তাহারা বেন তেমনি ব্যাকুল হইয়াছিল।

নহিঁ তৃন চরহিঁ ন পিয়হিঁ জলু মোচহিঁ লোচনবারি।
ব্যাকুল ভয়উ নিষাদ তব রঘুবর বাজি নিহারি॥

ঘোড়াগুলি ঘাস খায় না, জল পান করে না, কেবল চোখের জল ফেলে। রামের ঘোড়ার অবস্থা দেখিয়া নিষাদ তখন ব্যাকুল হইলেন।

১৪৪॥ **ধরি ধীরজু তব কহই নিষাদূ।**
অব সুমন্ত্র পরিহরহু বিষাদূ॥
তুম্হ পণ্ডিত পরমারথজ্ঞাতা।
ধরহু ধীর লখি বিমুখ বিধাতা॥

তখন নিষাদ ধৈর্য ধারণ করিয়া বলিলেন—সুমন্ত্র এখন বিষাদ ত্যাগ করুন। আপনি পণ্ডিত ও পরমার্থ-জ্ঞানী, বিধাতা বিমুখ বুঝিয়া ধৈর্য ধরুন।

বিবিধকথা কহি কহি মৃদুবানী।
রথ বৈঠারেউ বরবস আনী॥
সোকসিথিল রথু সকই ন হাঁকী।
রঘুবর বিরহ পীর উর বাঁকী॥

বরবস—জোর করিয়া। পীর—পীড়া। বাঁকী—গভীর, তীক্ষ্ণ॥ মৃদুবাক্যে নানা কথা বলিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া রথে আনিয়া বসাইলেন। শোকে শিথিল হওয়ায় তিনি রথ হাঁকাইতে পারিতেছিলেন না। রঘুপতির বিরহ তাঁহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ব্যথা দিতেছিল।

চরফরাহিঁ মগ চলহিঁ ন ঘোরে।
বনমৃগ মনহুঁ আনি রথ জোরে॥
অঢুকি পরহিঁ ফিরি হেরহিঁ পীছে।
রামবিয়োগ বিকল দুখ তীছে॥

ঘোড়াগুলি পথে না চলিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, মনে হইল যেন বনের হরিণ আনিয়া রথে জুড়িয়াছে। দাঁড়াইয়া গিয়া তাহারা পিছনে তাকাইতে লাগিল। রামবিরহের দুঃখ তাহাদিগকে তীক্ষ্ণভাবে বিঁধিয়াছিল।

জো কহ রামু লষনু বৈদেহী।
হিঁকরি হিঁকরি হিত হেরহিঁ তেহী॥
বাজিবিরহগতি কহি কিমি জাতী।
বিনু মনি ফনিক বিকল জেহি ভাঁতী॥

যে কেহ রাম লক্ষ্মণ বৈদেহীর নাম বলিতেছিল, হিঁ হিঁ করিয়া ঘোড়ারা তাহার দিকেই দেখিতেছিল। ঘোড়ার বিরহের কথা কি করিয়া বলা যায়? মণি হারাইলে সাপ যেমন হয় তাহারা সেইরকম হইয়াছিল।

ভয়উ নিষাদু বিষাদবস দেখত সচিবতুরঙ্গ।
বোলি সুসেবক চারি তব দিয়ে সারথীসঙ্গ॥

নিষাদ মন্ত্রীকে আর ঘোড়াগুলিকে দেখিয়া বিষন্ন হইলেন। তার পর চারজন ভাল সেবক ডাকিয়া সারথির সঙ্গে দিলেন।

১৪৫॥ গুহ সারথিহি ফিরেউ পহুঁচাঈ।
বিরহবিষাদু বরনি নহিঁ জাঈ॥
চলে অবধ লেই রথহি নিষাদা।
হোহিঁ ছনহিঁ ছন মগন বিষাদা॥

গুহ সারথিকে পঁহুছাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বিরহদুঃখের কথা বলা যায় না। নিষাদ চারজন রথ লইয়া অযোধ্যায় চলিল। তাহারাও ক্ষণে ক্ষণে বিষাদে মগ্ন হইতেছিল।

সোচ সুমন্ত্র বিকল দুখদীনা।
ধিগ জীবন রঘুবীর বিহীনা॥
রহিহি ন অন্তহু অধমু সরীরূ।
জসু ন লহেউ বিছুরত রঘুবীরূ॥

সুমন্ত্র বিকল ও দুঃখে উদাস হইয়া ভাবিলেন, রঘুবর-বিহীন জীবনে ধিক্। এই অধম শরীর ত শেষ পর্যন্ত টিকিবেই না, তবে কেন রামের বিচ্ছেদেই শেষ হইয়া যশ লইল না?

ভয়ে অজস অঘ ভাজন প্রানা।
কবন হেতু নহিঁ করত পয়ানা॥
অহহ মন্দ মনু অবসর চূকা।
অজহুঁ ন হৃদয় হোত দুই টূকা॥

হায়, আমার প্রাণ অপযশ ও পাপের ভাগী হইয়াও কেন প্রস্থান করিতেছে না? ওরে নির্বোধ, সময় ত হইয়া গিয়াছে, এখনও, ওরে হৃদয়, তুই দুই টুকরা হইতেছিস না।

মীঁজি হাথ সিরু ধুনি পছিতাঈ।
মনহুঁ কৃপিন ধনরাসি গবাঁঈ॥
বিরিদ বাঁধি বরবীরু কহাঈ।
চলেউ সমর জনু সুভট পরাঈ॥

সুমন্ত্র হাত কচলাইয়া, মাথা চাপড়াইয়া খেদ করিতেছিলেন। মনে হইল যেন কৃপণ ধনরাশি হারাইয়াছে অথবা শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া খ্যাত কেহ সাজগোজ করিয়া যুদ্ধে গিয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

বিপ্র বিবেকী বেদবিদ সম্মত সাধু সুজাতি।
জিমি ধোখে মদপান কর সচিব সোচ তেহি ভাঁতি॥

বিবেকী, বেদজ্ঞ, সাধু ও সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ যদি ভুলে পড়িয়া মদ খায়, তার পর তাহার যে খেদ হয়, মন্ত্রী সেইপ্রকার খেদ করিতে লাগিলেন।

১৪৬॥ জিমি কুলীনতিয় সাধু সয়ানী।
পতিদেবতা করম মন বানী॥
রহই করমবস পরিহরি নাহূ।
সচিবহৃদয় তিমি দারুনদাহু॥

মন-কর্ম-বাক্যে পতিই দেবতা বলিয়া জানিয়াও সতী সাধু জ্ঞানী কুলীন স্ত্রী যখন কর্মবশে স্বামীকে ছাড়িয়া থাকে, তখন তাহার যেমন হয়, সচিবের মনে সেইপ্রকার দারুণ দুঃখ হইল।

লোচন সজল ডীঠি ভই থোরী।
সুনই ন শ্রবন বিকল মতি ভোরী॥
সূখহিঁ অধর লাগি মুহ লাটী।
জিউ ন জাই উর অবধিকপাটী॥

তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠায় ঝাপসা দেখিতে লাগিলেন। তিনি কানে শুনিতে পাইতেছিলেন না। তাঁহার বুদ্ধি বিকল ও ভুল হইল। ঠোঁট শুকাইয়া গেল, হাঁফ আসিল। কিন্তু হৃদয়ে ১৪ বৎসরে ফিরিয়া আসার সম্ভাবনার কবাট লাগান আছে বলিয়া প্রাণ বাহির হইতে পারিল না।

বিবরন ভয়উ ন জাই নিহারী।
মারেসি মনহুঁ পিতা মহতারী॥
হানি গলানি বিপুল মন ব্যাপী।
জম পুর পন্থ সোচ জিমি পাপী॥

মন্ত্রী বিবর্ণ হইয়া গেলেন, তাঁহার দিকে তাকান যায় না, তিনি যেন পিতামাতাকে হত্যা করিয়াছেন। ক্ষতি ও দুঃখ মন ছাইয়া ফেলিল। পাপীর যমপুরের পথে যাইতে যে প্রকার খেদ হয়, তাঁহার সেই প্রকার খেদ হইল।

বচনু ন আব হৃদয় পছিতাঈ।
অবধ কাহ মৈঁ দেখব জাঈ॥
রামরহিত রথু দেখিহি জোঈ।
সকুচিহি মোহি বিলোকত সোঈ॥

তাঁহার মুখে কথা ফুটিতেছিল না, বুক খেদে ভরা ছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, আমি অযোধ্যায় গিয়া কি দেখিব? যেই রামশূন্য রথ দেখিবে সেই আমার দিকে তাকাইতে সঙ্কোচ করিবে।

ধাই পূছিহহিঁ মোহি জব বিকল নগর নরনারি।
উতরু দেব মৈঁ সবহিঁ তব হৃদয় বজ্রু বৈঠারি॥

যখন নগরের লোকে ব্যাকুল হইয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তখন হৃদয় বজ্রে বাঁধিয়া আমি সকলকে উত্তর দিব।

১৪৭॥ পুছিহহিঁ দীন দুখিত জব মাতা।
কহব কাহ মৈঁ তিন্হহিঁ বিধাতা॥
পুছিহি জবহিঁ লষনমহতারী।
কহিহউঁ কবন সন্দেস সুখারী॥

মায়েরা দীন দুঃখী হইয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, হে বিধাতা, আমি তখন তাঁহাদিগকে কি বলিব? যখন মাতা সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন কি সুখের সংবাদ তাঁহাকে দিব?

রামজননি জব আইহি ধাঈ।
সুমিরি বচ্ছু জিমি ধেনু লবাঈ॥
পুছত উতরু দেব মৈঁ তেহী।
গে বনু রাম লখনু বৈদেহী॥

সন্ত্রপ্রসূতা গাই বাছুরের কথা মনে করিয়া যেমন ছুটে রাম-মাতা যখন তেমনি করিয়া ছুটিয়া আসিবেন, তখন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর ত এই দিব যে, রাম লক্ষ্মণ বৈদেহী বনে গিয়াছেন।

জোই পুছিহি তেহি উতরু দেবা।
জাই অবধ অব যহু সুখু লেবা॥
পুছিহহি জবহিঁ রাউ দুখদীনা।
জিবনু জাসু রঘুনাথ অধীনা॥

যেই জিজ্ঞাসা করুক ঐ উত্তর দিব ; অযোধ্যায় যাইয়া আমার এই সুখ পাইবার আছে। যে রাজার জীবন রামের উপর নির্ভর করে, তিনি যখন দুঃখে পীড়িত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন,

দেইহউঁ উতরু কবনু মুঁহ লাঈ।
আয়উঁ কুসল কুঅঁর পহুঁচাঈ॥
সুনত লখন সিয় রাম সঁদেসূ।
তৃন জিমি তনু পরিহরিহি নরেসূ॥

তখন কোন মুখে উত্তর দিব যে, কুমারদিগকে বনে পঁহুছাইয়া কুশলে ফিরিয়াছি ? লক্ষ্মণ সীতা ও রামের সংবাদ পাইয়া রাজা তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া দেহ ত্যাগ করিবেন।

হৃদয় ন বিদরেউ পঙ্ক জিমি বিছুরত প্রীতমু নীরু।
জানত হৌঁ মোহি দীন্হ বিধি যহু জাতনা সরীরু॥

পাঁক যেমন জলকে ছাড়িলে ফাটিয়া যায়, আমার হৃদয় প্রিয়তমকে ছাড়িয়া তেমনি করিয়া ফাটিতেছে না। ইহাতেই জানিতেছি যে, বিধাতা আমাকে এই যাতনা ভোগ করার জন্যই শরীর দিয়াছেন।

১৪৮॥ **এহিবিধি করত পন্থ পছিতাবা।**
তমসাতীর তুরত রথু আবা॥
বিদা কিয়ে করি বিনয় নিষাদা।
ফিরে পাঁয় পরি বিকল বিষাদা॥

এইভাবে পথে শোক করিতে করিতে রথ শীঘ্রই আসিয়া তমসাতীরে পহুঁছিল। সুমন্ত্র নিষাদদিগকে বিনয়ের সহিত বিদায় দিলেন। তাহারাও বিষাদে ব্যাকুল হইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

পৈঠত নগর সচিব সকুচাঈ।
জনু মারেসি গুরু বাম্হন গাঈ॥
বৈঠি বিটপতর দিবস গবাঁবা।
সাঁঝ সময় তব অবসর পাবা॥

নগরে প্রবেশ করিতে মন্ত্রীর এমন সঙ্কোচ হইতেছিল যেন তিনি গুরু, ব্রাহ্মণ ও গো-হত্যা করিয়াছেন। দিনটা গাছতলায় বসিয়া কাটাইলেন। সন্ধ্যার সময় নগরে প্রবেশের অবসর পাইলেন।

অবধপ্রবেসু কীন্হ অঁধিয়ারে।
পৈঠ ভবন রথু রাখি দুআরে॥
জিন্হ জিন্হ সমাচার সুনি পায়ে।
ভূপদ্বার রথু দেখন আয়ে॥

আঁধারে আঁধারে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। রাজদ্বারে রথ রাখিয়া রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। যাহারা সংবাদ শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারা রাজদ্বারে রথ দেখিতে আসিল।

রথ পহিচানি বিকল লখি ঘোরে।
গরহিঁ গাত জিমি আতপ ওরে॥
নগর নারি নর ব্যাকুল কৈসে।
নিঘটত নীর মীনগন জৈসে॥

রথ চিনিয়া ও ঘোড়াগুলিকে ব্যাকুল দেখিয়া, রোদের তাপে তুষার যেমন গলিয়া যায়, লোকদের শরীর তেমনি গলিয়া গেল। জল কমিয়া গেলে মাছের যে অবস্থা হয়, নগরের নরনারীর সেই অবস্থা হইল।

সচিব আগমনু সুনত সবু বিকল ভয়উ রনিবাসু।
ভবনু ভয়ঙ্করু লাগ তেহি মানহুঁ প্রেতনিবাসু॥

মন্ত্রী আসিয়াছেন শুনিয়া সমস্ত রাজ-অন্তঃপুর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রাজবাড়ী যেন প্রেতপুরীর মত ভয়ঙ্কর বোধ হইল।

১৪৯॥ **অতি আরতি সব পুছহিঁ রানী।**
উতরু ন আব বিকল ভই বানী॥
সুনই ন শ্রবন নয়ন নহিঁ সুঝা।
কহহু কহাঁ নৃপ জেহি তেহি বুঝা॥

বুঝা—পুছা, জিজ্ঞাসা করা॥ রাণীর অতি আর্ত্তভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা বলিবার শক্তি চলিয়া গিয়াছিল, তিনি উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি কানে শুনিতে পাইতেছিলেন না, চোখেও দেখিতেছিলেন না। যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—বল রাজা কোথায়।

দাসিন্হ দীখ সচিববিকলাঈ।
কৌসল্যাগৃহ গঈঁ লেবাঈ॥
জাই সুমন্ত্র দীখ কস রাজা।
অমিয়রহিত জনু চন্দু বিরাজা॥

দাসীরা মন্ত্রীর ব্যাকুল ভাব দেখিল ও তাহারা তাঁহাকে কৌশল্যার ঘরে লইয়া গেল। সুমন্ত্র গিয়া দেখিলেন, রাজা অমৃতহীন চন্দ্রের মত হইয়া রহিয়াছেন।

আসন সয়ন বিভূষন হীনা।
পরেউ ভূমিতল নিপট মলীনা॥
লেই উসাস সোচ এহি ভাঁতী।
সুরপুর তেঁ জনু খঁসেউ জজাতী॥

রাজা পালঙ্ক ছাড়িয়া ও ভূষণ ত্যাগ করিয়া একেবারে মলিন হইয়া মাটিতে পড়িয়া ছিলেন। দীর্ঘশ্বাস লইয়া এমনভাবে খেদ করিতেছিলেন যেন যযাতি স্বর্গপুর হইতে খসিয়া পড়িয়াছেন।

লেত সোচ ভরি ছিনু ছিনু ছাতী।
জনু জরি পঙ্খ পরেউ সম্পাতী॥
রাম রাম কহ রাম সনেহী।
পুনি কহ রামু লখন বৈদেহী॥

মুহূর্তে মুহূর্তে বুক ভরিয়া দুঃখের নিঃশ্বাস লইতেছিলেন। পাখা পুড়িয়া গেলে সম্পাতি যে অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাঁহার সেই অবস্থা হইয়াছিল। রাজা বলিতেছিলেন—রাম, রাম, স্নেহময় রাম, আবার বলিতেছিলেন—রাম, লক্ষ্মণ, বৈদেহী।

দেখি সচিব জয় জীব কহি কীন্হেউ দণ্ড প্রনামু।
সুনত উঠেউ ব্যাকুল নৃপতি কহু সুমন্ত্র কহঁ রামু॥

সচিব তাঁহাকে দেখিয়া "জয় জীব" বলিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া রাজা বলিলেন—সুমন্ত্র, বল রাম কোথায়।

১৫০॥ **ভূপ সুমন্ত্রু লীন্হ উর লাঈ।**
বুড়ত কছু অধার জনু পাঈ॥
সহিত সনেহ নিকট বৈঠারী।
পূছত রাউ নয়ন ভরি বারী॥

যে ব্যক্তি ডুবিতেছে সে যেন কোন অবলম্বন পাইল, এমনিভাবে রাজা সুমন্ত্রকে আলিঙ্গন করিলেন ও স্নেহের সহিত নিকটে বসাইলেন। জলভরা চোখে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—

রামকুসল কহু সখা সনেহী।
কহঁ রঘুনাথ লখনু বৈদেহী॥
আনে ফেরি কি বনহিঁ সিধায়ে।
সুনত সচিবলোচন জল ছায়ে।

হে প্রেমময় সখা, রামের কুশলের কথা বল। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা কোথায় তাহা বল। তাহাদিগকে কি ফিরাইয়া আনিয়াছ, না তাহারা বনেই গিয়াছে? রাজার কথা শুনিয়া মন্ত্রীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

সোক বিকল পুনি পূছ নরেসু।
কহু সিয় রাম লখনু সন্দেসু॥
রাম রূপ গুন সীল সুভাউ।
সুমিরি সুমিরি উর সোচত রাউ॥

রাজা শোকে বিকল হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—লক্ষ্মণ, সীতা ও রামের সংবাদ বল। রাজা রামের শীল, রূপ ও গুণ স্মরণ করিয়া শোক করিতে লাগিলেন।

রাজ সুনাই দীন্হ বনবাসু।
সুনি মন ভয়উ ন হরষ হরাসু॥
সো সুত বিছুরত গয়ে ন প্রানা।
কো পাপী বড় মোহি সমানা॥

রাজ্য দিব বলিয়া বনবাস দিলাম, সে কথা শুনিয়াও তাহার মনে আনন্দ বা নিরাশা হইল না। এমন পুত্রকে ত্যাগ করিয়াও প্রাণ গেল না, আমার সমান বড় পাপী আর কে আছে?

সখা রামু সিয় লখনু জহঁ তহঁ মোহি পহুঁচাউ।
নাহিঁত চাহত চলন অব প্রান কহউ সতিভাউ॥

হে সখা, যেখানে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ আছে, আমাকে সেখানে পহুঁছাইয়া দাও। সত্য বলিতেছি, তাহা না হইলে এখনি প্রাণ যাইবে।

১৫১॥ **পুনি পুনি পূছত মন্ত্রিহি রাউ।**
প্রিয়তম সুঅন সন্দেস সুনাউ॥
করহি সখা সোই বেগি উপাউ।
রাম লখনু সিয় নয়ন দেখাউ॥

রাজা বার বার মন্ত্রীকে বলিতেছিলেন—প্রিয়তম পুত্রের সংবাদ শোনাও। হে সখা, শীঘ্র সেই উপায় কর, যাহাতে রাম লক্ষ্মণ সীতাকে চোখে দেখিতে পাই।

সচিব ধীর ধরি কহ মৃদুবানী।
মহারাজ তুম্হ পণ্ডিত জ্ঞানী॥
বীর সুধীর ধুরন্ধর দেবা।
সাধুসমাজ সদা তুমহ সেবা॥

সচিব ধৈর্য ধরিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন—হে মহারাজ, আপনি পণ্ডিত ও জ্ঞানী। হে দেব, আপনি বীর ও সুধীরদিগেরও ধারণ-কর্তা। আপনি সর্বদা সাধুদিগের সেবা করিয়া থাকেন।

জনম মরন সব দুখ সুখ ভোগা।
হানি লাভু প্রিয়মিলন বিয়োগা॥
কাল করম বস হোহিঁ গোসাঈঁ।
বরবস রাতি দিবস কী নাঈঁ॥

হে প্রভু, জন্ম ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ ভোগ, লাভ ও ক্ষতি প্রিয়ের মিলন ও বিচ্ছেদ, এ সকলই কাল ও কর্ম বশে দিনের পিছনে রাত্রির ন্যায় পরাধীনভাবে হইয়া থাকে।

সুখ হরষহিঁ জড় দুখ বিলখাহীঁ।
দোউ সম ধীর ধরহিঁ মন মাহীঁ॥
ধীরজু ধরহু বিবেক বিচারী।
ছাড়িয় সোচু সকল হিতকারী॥

মূর্খই সুখে আনন্দ করে, দুঃখে খিন্ন হয়। যে ব্যক্তি ধীর সেই দুই-ই মনে মনে সমান বলিয়া গণ্য করে। জ্ঞান অনুসারে বিচার করিয়া ধৈর্য ধারণ করুন। হে সকলের হিতকারী রাজা, আপনি শোক ত্যাগ করুন।

প্রথম বাস্থ তমসা ভয়উ দুসর সুরসরি তীর।
ন্হাই রহে জলপান করি সিয়সমেত দোউ বীর॥

সীতা সহিত দুই ভাই প্রথম দিন তমসাতীরে বাস করেন, দ্বিতীয় দিনে গঙ্গাতীরে বাস করেন ও পরে স্নান করিয়া জলপান করিয়া সেখানে থাকেন।

১৫২॥ **কেবট কীন্হ বহুত সেবকাঈ।**
সো জামিনি সিঙ্গরৌর গবাঈ॥
হোত প্রাত বটছীরু মঁগাবা।
জটামুকুট নিজ সীস বনাবা।

সেখানে পাটনী অনেক সেবা করে ও সে রাত্রি শৃঙ্গবেরপুরে কাটান। প্রাতঃকাল হইলে বটের আঠা আনিয়া নিজের মাথায় জটার মুকুট তৈয়ার করেন।

রামসখা তব নাব মঁগাঈ।
প্রিয়া চঢ়াই চঢ়ে রঘুরাঈ॥
লখন বানধনু ধরে বনাঈ।
আপু চঢ়ে প্রভুআয়সু পাঈ॥

তখন রাম-সখা নিষাদ নৌকা আনাইলে, রাম সীতাকে চড়াইয়া নিজে উঠেন। লক্ষ্মণ হাতে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া রামের আজ্ঞায় নৌকায় চড়েন।

বিকল বিলোকি মোহি রঘুবীরা।
বোলে মধুর বচন ধরি ধীরা॥
তাত প্রনাম তাত সন কহেহু।
বার বার পদপঙ্কজ গহেহু॥

রাম আমাকে ব্যাকুল দেখিয়া মিষ্ট বাক্যে ধীরে ধীরে বলেন—হে তাত, পিতাকে আমার হইয়া বার বার চরণকমল ছুঁইয়া প্রণাম জানাইবেন।

করবি পায় পরি বিনয় বহোরী।
তাত করিয় জনি চিন্তা মোরী॥
বনমগ মঙ্গল কুসল হমারে।
কৃপা অনুগ্রহ পুন্য তুম্হারে॥

আবার পায়ে ধরিয়া আমার হইয়া মিনতি করিয়া বলিবেন—হে তাত, আমাদের জন্য চিন্তা করিবেন না। আপনার কৃপায়, পুণ্যে ও অনুগ্রহে আমাদের পথে মঙ্গল ও কুশল হইবে।

ছন্দ—তুম্হরে অনুগ্রহ তাত কানন জাত সব সুখ পাইহউঁ।
প্রতিপালি আয়সু কুসল দেখন পায় পুনি ফিরি আ ইহউঁ॥
জননী সকল পরিতোষি পরি পরি পায় করি বিনতী ঘনী।
তুলসী করেহু সোই জতন জেহি কুসলী রহহিঁ কোসলধনী॥

হে পিতা, আপনার অনুগ্রহে বনে যাইয়া সকল সুখই পাইব। আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া আপনাকে কুশলে দেখার জন্য আবার আপনার চরণে ফিরিয়া আসিব। তুলসী বলে, জননীদিগকে পায়ে ধরিয়া ধরিয়া বিনয় করিয়া তাহাই করিতে বলিয়াছেন যাহাতে কোশলরাজের কুশল হয়।

সো ঃ—
গুরু সন কহব সন্দেসু বার বার পদপদুম গহি।
করব সোই উপদেসু জেহিন সোচ মোহি অবধপতি॥

গুরুর নিকট বার বার পায় ধরিয়া এই সংবাদ দিবেন যে, তিনি যেন সেই উপদেশ দেন যাহাতে রাজা আমার জন্য শোক না করেন।

১৫৩॥ **পুরজন পরিজন সকল নিহোরী।**
তাত সুনায়েহু বিনতী মোরী॥
সোই সব ভাঁতি মোর হিতকারী।
জা তেঁ রহ নরনাহ সুখারী।

পুরজন পরিজন সকলকে মিনতি করিয়া আমার অনুরোধ শুনাইবেন যে, যাহাতে পিতা সুখে থাকেন তাহা যে করিবে সেই সকল প্রকারে আমার হিতকারী হইবে।

কহব সন্দেসু ভরত কে আয়ে।
নীতি ন তজিয় রাজপদ পায়ে॥
পালেহু প্রজহি করম মন বানী।
সেয়েহু মাতু সকল সম জানী॥

ভরত আসিলে তাহাকে আমার এই সংবাদ দিবেন—রাজপদ পাইয়া যেন নীতি ত্যাগ করিও না। মন, কর্ম ও বাক্যে প্রজা প্রতিপালন করিও ও সকল মাতাকেই সমান জানিয়া সেবা করিও।

ওউর নিবাহেহু ভায়প ভাঈ।
করি পিতু মাতু সুজন সেবকাঈ॥
তাত ভাঁতি তেহি রাখব রাউ।
সোচ মোর জেহি করই ন কাউ॥

নিবাহেহু—নির্বাহ করিবে। ভায়প—ভাইয়ের মত কাজ॥ ভাই, পিতামাতা ও সজ্জনের সেবা করিয়া আমার ভাইয়ের মত কাজ করিও। রাজাকে এমন করিয়া রাখিও, যেন তিনি আমার জন্য কোনও শোক না করেন।

লখন কহে কছু বচন কঠোরা।
বরজি রাম পুনি মোহি নিহোরা॥
বার বার নিজ সপথ দেবাঈ।
কহবি ন তাত লখনলরিকাঈ॥

লক্ষ্মণ কিছু কঠোর কথা বলেন। কিন্তু রাম সে কথা ত্যাগ করার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়া বারবার নিজ শপথ দিয়া বলিয়াছেন, লক্ষ্মণের ছেলেমানুষির কথা যেন না বলি।

কহি প্রনাম কছু কহন লিয় সিয় ভই সিথিল সনেহ।
থকিত বচন লোচন সজল পুলক পল্লবিত দেহ।

প্রণাম করিয়া কিছু বলিতে গিয়া সীতা ভাবে অবশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কথা থামিয়া গেল, চোখে জল আসিল, শরীর রোমাঞ্চে কাঁপিতে লাগিল।

১৫৪॥ তেহি অবসর রঘুবররুখ পাঈ।
কেবট পারহিঁ নাব চলাঈ॥
রঘু কুল তিলক চলে এহি ভাঁতী।
দেখেউঁ ঠাঢ় কুলিস ধরি ছাতী॥

সেই অবকাশে রামের ইঙ্গিত পাইয়া পাটনী নৌকা ছাড়িয়া দেয়। এইভাবে রঘুকুলতিলক চলিয়া গেলেন এবং আমি বুকে বজ্র বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম।

মৈঁ আপন কিমি কহউঁ কলেসূ।
জিয়ত ফিরউঁ লেই রামসন্দেসূ।
অস কহি সচিব বচন রহি গয়উ।
হানি গলানি সোচ বস ভয়উ॥

আমার নিজের দুঃখের কথা আর কি বলিব? বাঁচিয়া থাকিয়া রামের বনে যাওয়ার সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। এই কথা বলার পর সচিবের কথা বন্ধ হইল, তিনি রামের বিয়োগ-জনিত দুঃখ ও গ্লানিতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

সুত বচন সুনতহি নরনাহূ।
পরেউ ধরনি উর দারুনদাহূ॥
তলফত বিষম মোহ মন মাপা।
মাজা মনহুঁ মীন কহুঁ ব্যাপা॥

সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া রাজার বুকে যে আঘাত লাগিল, তাহাতে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। মাঁজা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মাছ যেমন ছটফট করে তেমনি ছটফট করিতে লাগিলেন।

করি বিলাপ সব রোবহিঁ রানী।
মহাবিপতি কিমি জাই বখানী॥
সুনি বিলাপ দুখহূ দুখ লাগা।
ধীরজহূ কর ধীরজু ভাগা॥

রাণীরা বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহাবিপদের কথা বর্ণনা করা যায় না। রাণীদের বিলাপ শুনিয়া দুঃখেরও দুঃখ হইল, ধৈর্যের নিজেরও ধৈর্য চলিয়া গেল।

ভয়উ কোলাহলু অবধ অতি সুনি নৃপ রাউর সোরু।
বিপুল বিহঁগবন পরেউ নিসি মানহুঁ কুলিস কঠোরু॥

রাজপুরীর ও রাজার কান্না শুনিয়া অযোধ্যায় অতি ভয়ানক কোলাহল উঠিল, যেন রাত্রিকালে পাখী-ভরা মহাবনে কঠোর বজ্রপাত হইল।

১৫৫॥ প্রান কণ্ঠগত ভয়উ ভুআলূ।
মনিবিহীন জনু ব্যাকুল ব্যালূ॥
ইন্দ্রী সকল বিকল ভইঁ ভারী।
জনু সর সরসিজ বন বিনু বারী॥

রাজার প্রাণ কণ্ঠগত হইল, তিনি মণিহারা সাপের ন্যায় ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল একেবারে এলাইয়া পড়িল, পদ্মবনে জল শুকাইলে পদ্ম যেমন এলাইয়া পড়ে তেমনি।

কোসল্যা নৃপু দীখ মলানা।
রবি কুল রবি অথয়েউ জিয় জানা॥
উর ধরি ধীর রামমহতারী।
বোলী বচন সময় অনুসারী॥

কৌশল্যা দেখিলেন, রাজা মলিন হইয়া গিয়াছেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন রবিকুলের সূর্য রাজা দশরথ অস্ত যাইতেছেন। তখন তিনি ধৈর্য ধরিয়া সময়োপযোগী কথা বলিতে লাগিলেন—

নাথ সমুঝি মন করিয় বিচারু।
রাম বিয়োগ পয়োধি অপারু॥
করনধার তুম্হ অবধ জহাজূ।
চঢ়েউ সকল প্রিয় পথিক সমাজূ॥

হে স্বামী, বিচার করিয়া দেখ। রামের বিচ্ছেদ হইতেছে অপার সমুদ্র। যে দিন সে ফিরিয়া আসিবে সেই শেষের দিন হইতেছে জাহাজ এবং তুমি সেই জাহাজের কাণ্ডারী। ঐ জাহাজে পথিকদের ন্যায় তোমার পরিজনেরা চড়িয়াছেন।

ধীরজু ধরিয় ত পাইয় পারু।
নাহিঁ ত বুড়িহি সব পরিবারু॥
জৌঁ জিয় ধরিয় বিনয় পিয় মোরী।
রামু লখনু সিয় মিলহিঁ বহোরী।

যদি ধৈর্য ধর তবেই পার হইতে পারিবে, না হইলে সকল পরিবারই শোকসমুদ্রে ডুবিবে। হে প্রিয়, আমার এই মিনতি—যদি প্রাণ রাখ, তবে আবার রাম লক্ষ্মণ সীতার সাথে দেখা হইবে।

প্রিয়া বচন মৃদু সুনত নৃপ চিতয়উ আঁখি উঘারি।
তলফত মীন মলীন জনু সীচেউ সীতলবারি॥

রাজা দশরথ প্রিয়ার মৃদুবাক্য শুনিয়া চোখ খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে হইল, যে মাছ ছটফট করিতে ছিল তাহার গায়ে যেন ঠাণ্ডা জলের ছিটা পড়িয়াছে।

১৫৬॥ ধরি ধীরজু উঠি বৈঠি ভুআলু।
কহু সুমন্ত্র কহঁ রামু কৃপালু॥
কহাঁ লখনু কহঁ রামুসনেহী।
কহঁ প্রিয় পুত্রবধূ বৈদেহী॥

রাজা ধৈর্য ধরিয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—হে সুমন্ত্র, বল কৃপালু রাম কোথায়, লক্ষ্মণ কোথায়, স্নেহময় রাম কোথায়, প্রিয় পুত্রবধূ বৈদেহী কোথায় ?

বিলপত রাউ বিকল বহুভাঁতী।
ভই জুগসরিস সিরাতি ন রাতী॥
তাপস অন্ধ সাপ সুধি আঈ।
কৌসল্যহিঁ সব কথা সুনাঈ॥

ব্যাকুল হইয়া রাজা নানারূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সে রাত্রি আর কাটে না, এক রাত্রি যেন এক যুগ মনে হইতে লাগিল। রাজার মনে তাপস অন্ধ মুনির শাপের কথা উঠিল। কৌশল্যাকে সে কথা শুনাইলেন।

ভয়উ বিকল বরনত ইতিহাসা।
রামরহিত ধিগ জীবন আসা॥
সো তনু রাখি করব মৈঁ কাহা।
জেহি ন প্রেমপনু মোর নিবাহা॥

সে কাহিনী বলিতে বলিতে রাজা আকুল হইলেন, বলিলেন—রামহীন এই জীবনের আশা করা ধিক। যে শরীর দিয়া আমার স্নেহের প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারিলাম না, সে শরীর রাখিয়া আমি কি করিব ?

হা রঘুনন্দন প্রানপিরীতে।
তুম্হ বিনু জিয়ত বহুত দিন বীতে॥
হা জানকী লখন হা রঘুবর।
হা পিতু হিত চিত চাতক জলধর॥

হা রঘুনন্দন, হা প্রাণপ্রিয়, অনেক দিন হইয়া গেল, তোমাকে ছাড়া বাঁচিয়া আছি। হা জানকী, হা লক্ষ্মণ, হা রাম, হা পিতার চিত্তরূপ চাতকের জলধর রাম।

রাম রাম কহি রাম কহি রাম রাম কহি রাম।
তনু পরিহরি রঘুবরবিরহ রাউ গয়উ সুরধাম॥

রাজা দশরথ "রাম রাম, রাম রাম" বলিতে বলিতে রামের বিরহে দেহত্যাগ করিয়া দেবলোকে চলিয়া গেলেন।

১৫৭॥ জিয়ন মরন ফলু দসরথ পাবা।
অণ্ড অনেক অমল জস ছাবা॥
জিয়ত রাম বিধু বদন নিহারা।
রামবিরহ করি মরনু সবাঁরা॥

দশরথের জীবন ও মৃত্যু সফল হইল। তাঁহার অমল যশ সকল ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া গেল। বাঁচিয়া থাকিতে রামের চন্দ্রবদন দেখিতেন, আর রামবিরহে মরিয়া মরণকেও সুন্দর করিলেন।

সোকবিকল সব রোবহিঁ রানী।
রূপ সীলু বলু তেজু বখানী॥
করহিঁ বিলাপ অনেক প্রকারা।
পরহিঁ ভূমিতল বারহিঁ বারা॥

রাণীরা সকলে শোকে মগ্ন হইয়া রাজার রূপ শীল বল ও তেজের কথা বলিয়া বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নানা প্রকারে বিলাপ করিতে করিতে বার বার মাটিতে লুটাইতে লাগিলেন।

বিলপহিঁ বিকল দাস অরু দাসী।
ঘর ঘর রুদনু করহিঁ পুরবাসী॥
অথয়েউ আজু ভানু কুল ভানু।
ধরম অবধি গুন রূপ নিধানু॥

দাস দাসীরা ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। ঘরে ঘরে পুরবাসীরা কাঁদিতে লাগিল। অসীম ধর্মপরায়ণ, গুণ ও রূপের আকর সূর্যকুলের সূর্য আজ অস্ত গেলেন।

গারী সকল কৈকইহি দেহীঁ।
নয়নবিহীন কীন্হ জগ জেহীঁ॥
এহি বিধি বিলপত রৈনি বিহানী।
আয়ে সকল মহামুনি জ্ঞানী॥

যে কৈকেয়ী জগতকে অন্ধ করিলেন, সকলে তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে রাত্রি ভোর হইল। তখন জ্ঞানী মহামুনিরা সকলে আসিলেন।

তব বসিষ্ঠ মুনি সময়সম কহি অনেক ইতিহাস।
সোক নেবারেউ সবহিঁ কর নিজ বিজ্ঞান প্রকাস॥

তখন বশিষ্ঠ মুনি সময়োপযোগী অনেক কাহিনী বলিয়া নিজের জ্ঞানের দ্বারা সকলের শোক নিবারণ করিলেন।

১৫৮॥ তেল নাব ভরি নৃপতনু রাখা।
দূত বোলাই বহুরি অস ভাখা॥
ধাবহু বেগি ভরত পহিঁ জাহু।
নৃপ সুধি কতহুঁ কহহু জনি কাহু॥

নৌকায় তেল ভরিয়া তাহাতে দশরথের দেহ রাখাইলেন ও পরে দূত ডাকিয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন—তাড়াতাড়ি নন্দীগ্রামে যাও। রাজার কথা কোথাও কাহাকেও বলিও না।

এতনেই কহেহু ভরত সন জাঈ।
গুরু বোলাই পঠয়উ দোউ ভাঈ॥
সুনি মুনিআয়সু ধাবন ধায়ে।
চলে বেগ বর বাজি লজায়ে॥

ভরতের নিকট যাইয়া কেবল এই মাত্র বলিবে যে গুরু দুই ভাইকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। মুনির আজ্ঞা শুনিয়া হরকরা ছুটিল। এমনভাবে ছুটিল যে ভাল ঘোড়াও লজ্জা পায়।

অমরপু অবধ অরম্ভেউ জব তেঁ।
কুসগুন হোহিঁ ভরত কহঁ তব তেঁ॥
দেখহিঁ রাতি ভয়ানক সপনা।
জাগি করহিঁ কটু কোটি কলপনা॥

যখন হইতে অযোধ্যায় অনর্থ আরম্ভ হইল, তখন হইতেই ভরত অশুভচিহ্ন দেখিতেছিলেন। রাত্রে ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতেন, জাগিয়া নানা কল্পনা করিতেন।

বিপ্র জেবাঁই দেহিঁ দিন দানা।
সিব অভিষেক করহিঁ বিধি নানা॥
মাঁগহিঁ হৃদয় মহেস মনাঈ।
কুসল মাতু পিতু পরিজন ভাঈ॥

ভরত প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দান দিতে লাগিলেন, নানা প্রকারে শিবের পূজা করিতে লাগিলেন। মনে মনে শঙ্করের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যেন মাতাপিতা পরিজন ও ভাইদের কুশল হয়।

এহি বিধি সোচত ভরত মন ধাবন পহুঁচে আই।
গুরুঅনুসাসন শ্রবন সুনি চলে গনেসু মনাই॥

ভরত যখন মনে মনে এইপ্রকার চিন্তা করিতেছিলেন তখন হরকরা গিয়া পঁহুছিল। গুরুর আজ্ঞা শুনিয়া গণেশ স্মরণ করিয়া তিনি রওনা হইলেন।

১৫৯॥ **চলে সমীরবেগ হয় হাঁকে।**
নাঁঘত সরিত সৈল বন বাঁকে॥
হৃদয় সোচু বড় কছু ন সোহাঈ।
অস জানহিঁ জিয় জাউঁ উড়াঈ।

বায়ুবেগে ঘোড়া হাঁকাইয়া নদী পর্বত, বন বাদাড় অতিক্রম করিয়া ভরত চলিতেছিলেন। তাঁহার মনে বড় চিন্তা ছিল, কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। মনে ইচ্ছা হইতেছিল, যেন উড়িয়া যাই।

এক নিমেষ বরষসম জাঈ।
এহি বিধি ভরত নগর নিয়রাঈ॥
অসগুন হোহিঁ নগর পৈঠারা।
রটহিঁ কুভাঁতি কুখেত করারা॥

এক মুহূর্তও এক বৎসরের মত কাটিতেছিল। এমনি করিয়া ভরত অযোধ্যার নিকটে আসিয়া পড়িলেন। নগরে প্রবেশ করিতেই অশুভচিহ্ন দেখিলেন। কাক খারাপ স্থানে বসিয়া ডাকিতেছিল।

খর সিয়ার বোলহিঁ প্রতিকূলা।
সুনি সুনি হোই ভরতমন সূলা॥
শ্রীহত সর সরিতা বন বাগা।
নগরু বিসেষি ভয়াবন লাগা॥

গাধা ও শৃগাল বিরুদ্ধ ডাক ডাকিতেছিল, সে সকল শুনিয়া ভরতের হৃদয়ে ব্যথা হইতেছিল। নগরের সরোবর নদী, বন ও বাগ দেখিতে বিশ্রী লাগিতেছিল, নগরকে বিশেষ করিয়া ভয়ানক মনে হইতেছিল।

খগ মৃগ হয় গয় জাহিঁ ন জোয়ে।
রাম বিয়োগ কুরোগ বিগোয়ে॥
নগর নারি নর নিপট দুখারী।
মনহুঁ সবন্হি সব সম্পতি হারী॥

পশু, পক্ষী, হাতী, ঘোড়ার দিকে তাকান যাইতেছিল না। সকলেই রামবিরহরূপ কুরোগে যেন মরার মত হইয়া ছিল। নগরের নর-নারীরা দুঃখে একেবারেই মগ্ন ছিল, মনে হইতেছিল যেন সকলের সকল সম্পত্তি নাশ হইয়াছে।

পুরজন মিলহিঁ ন কহহিঁ কছু গবঁহিঁ জোহারহি জাহিঁ।
ভরত কুসল পূছি ন সকহিঁ ভয় বিষাদু মন মাহিঁ॥

পুরজন দেখা করিয়া কিছু বলিতেছিল না, কেবল দণ্ডবৎ হইয়া চলিয়া যাইতেছিল। ভরতের মনে এমন ভয় ও বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল যে তিনি কুশল প্রশ্নও করিতে পারিতে ছিলেন না।

১৬০॥ **হাট বাট নহিঁ জাহিঁ নিহারী।**
জনু পুর দহ দিসি লাগি দবারী॥
আবত সুত সুনি কৈকেয়নন্দিনি।
হরষী রবি কুল জলরুহ চন্দিনি॥

পথ ঘাটের দিকে তাকান যাইতেছিল না, যেন নগরের চারিদিকে দাবানল লাগিয়া গিয়াছে। সূর্যকুলপদ্মের চন্দ্রস্বরূপ কৈকেয়ী পুত্র আসিতেছে শুনিয়া সুখী হইলেন।

সজি আরতী মুদিত উঠি ধাঈ।
দ্বারহিঁ ভেঁটি ভবন লেই আঈ॥
ভরত দুখিত পরিবারু নিহারা।
মানহুঁ তুহিন বনজ বনু মারা॥

কৈকেয়ী আরতি সাজাইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি গেলেন ও দরজাতেই ভরতের সহিত দেখা করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। ভরত দেখিলেন—সব পরিবার দুঃখিত হইয়া আছে, যেন তুষারপাতে কমলবন নষ্ট হইয়াছে।

কৈকেঈ হরষিত এহি ভাঁতী।
মনহুঁ মুদিত দব লাই কিরাতী॥
সুতহি সসোচ দেখি মনু মারে।
পূছতি নৈহর কুসল হমারে॥

ব্যাধের স্ত্রী বনে আগুন লাগাইয়া যেমন খুসী হয়, কৈকেয়ী তেমনি খুসী হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে মন-মরা ও চিন্তাযুক্ত দেখিয়া তাঁহার বাপের বাড়ীর সকলে কুশলে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সকল কুসল কহি ভরত সুনাঈ।
পূছী নিজ কুল কুসল ভলাঈ॥

কহ কহঁ তাত কহাঁ সব মাতা।
কহঁ সিয় রামু লষন প্রিয়ভ্রাতা॥

ভরত সেখানকার কুশলের কথা শুনাইয়া নিজের কুলের কুশল ও মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—পিতা কই, আর, মাতারা কোথায়? আর সীতা ও প্রিয় ভাই রাম লক্ষ্মণ কোথায়?

সুনি সুতবচন সনেহময় কপটনীর ভরি নৈন।
ভরত শ্রবন মন সুল সম পাপিনি বোলী বৈন॥

পুত্রের ভালবাসা-ভরা প্রশ্ন শুনিয়া কপটতা করিয়া চোখে জল, আনিয়া, ভরতের কানে ও মনে শূল বিঁধাইয়া পাপিনী কৈকেয়ী বলিলেন—

১৬১ ॥ **তাত বাত মৈঁ সকল সবাঁরী।**
ভই মন্থরা সহায় বিচারী॥
কছুক কাজ বিধি বীচ বিগারেউ।
ভূপতি সুর পতি পুর পগু ধারেউ॥

হে পুত্র, আমি কাজ ঠিক ঠিক করিয়া আনিয়াছিলাম, বেচারী মন্থরা আমার সহায় হইয়াছিল। কিন্তু মাঝখানে বিধাতা কিছু গোল বাধাইয়াছেন, রাজা দেবলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

সুনত ভরত ভয়বিবস বিষাদা।
জনু সহমেউ করি কেহরিনাদা॥
তাত তাত হা তাত পুকারী।
পরে ভূমিতল ব্যাকুল ভারী॥

কথা শুনিয়াই ভরত দুঃখে অবশ হইয়া পড়িলেন। সিংহের ডাক শুনিয়া হাতী যেমন মুষড়াইয়া যায়, তাঁহার তেমনি হইল। "হা পিতা হা পিতা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ভরত মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

চলত ন দেখন পায়উ তোহী।
তাত ন রামহিঁ সৌঁপেহু মোহী॥
বহুরি ধীর ধরি উঠে সঁভারী।
কহু পিতুমরন হেতু মহতারী॥

হে পিতা, মৃত্যুকালে তোমাকে দেখিতেও পাইলাম না। হে পিতা, তুমি আমাকে রামের হাতেও সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলে না। তার পর ধৈর্য ধরিয়া সামলাইয়া উঠিয়া ভরত বলিলেন—মা, বাবার মরার কারণ কি, বল।

সুনি সুতবচন কহতি কৈকেঈ।
মরমু পাছি জনু মাহুর দেঈ॥
আদিহু তেঁ সব আপনি করনী।
কুটিল কঠোর মুদিতমন বরনী॥

পুত্রের কথা শুনিয়া কৈকেয়ী উত্তর দিলেন, যেন ঘা খুঁছিয়া তাহাতে বিষ লাগাইয়া দেওয়া হইল। কৈকেয়ী সন্তুষ্ট মনে প্রথম হইতে তাঁহার সকল কুটিল ও কঠোর কার্যের কথা বর্ণনা করিলেন।

ভরতহি বিসরেউ পিতুমরন সুনত রাম বন গৌন।
হেতু অপনপউ জানি জিয় থকিত রহে ধরি মৌন॥

রাম বনে গিয়াছেন শুনিয়া ভরত পিতার মরণের কথা ভুলিয়া গেলেন। বনে যাওয়ার কারণ তিনি নিজে, এ কথা মনে করিয়া স্তম্ভিত হইয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

১৬২ ॥ **বিকল বিলোকি সুতহি সমুঝাবতি।**
মনহুঁ জরে পর লোনু লগাবতি॥
তাত রাউ নহিঁ সোচন জোগু।
বিঢ়ই সুকৃত জসু কীন্হেউ ভোগু॥

পুত্রকে ব্যাকুল দেখিয়া কৈকেয়ী তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, যেন পোড়া ঘায়ে লবণ লাগান হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—হে পুত্র, রাজার জন্য শোক করা উচিত নয়। তিনি অনেক পুণ্য ও যশ ভোগ করিয়াছেন।

জীবত সকল জনম ফল পায়ে।
অন্ত অমর পতি সদন সিধায়ে॥
অস অনুমানি সোচু পরিহরহূ।
সহিত সমাজ রাজ পুর করহূ॥

বাঁচিয়া থাকিতে তিনি জন্ম সার্থক করিয়াছেন, মরিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। ইহা বিচার করিয়া শোক পরিত্যাগ কর ও সমাজের সহিত রাজকার্য কর।

সুনি সুঠি সহমেউ রাজকুমারূ।
পাকে ছত জনু লাগ অঁগারূ॥
ধীরজু ধরি ভরি লেহিঁ উসাসা।
পাপিনি সবহিঁ ভাঁতি কুল নাসা॥

কথা শুনিয়া রাজকুমার ভরত মুষড়াইয়া গেলেন, যেন পাকা ঘায়ে জলন্ত অঙ্গার লাগান হইল। ধৈর্য ধরিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস লইয়া ভাবিলেন—পাপিনী সকল প্রকারেই বংশ নাশ করিয়াছে।

জৌঁ পৈ কুরুচি রহী অতি তোহী।
জনমত কাহে ন মারেসি মোহী॥
পেড় কাটি তৈঁ পালউ সীঁচা।
মীনজিয়ন নিতি বারি উলীচা॥

পালউ—পল্লব, ডাল॥ তোমার মনে যদি এই দুর্বুদ্ধিই ছিল, তবে জন্মিতেই কেন আমাকে মারিয়া ফেল নাই? তুমি গাছ কাটিয়া ডালে জল দিতে চাও, তুমি মাছ বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য জল ফেলিয়া দিয়াছ।

হংসবংস দসরথু জনকু রাম লষন সে ভাই।
জননী তূঁ জননী ভঈ বিধি সন কছু ন বসাই॥

মা, সূর্যবংশে জন্ম, দশরথ পিতা, রাম লক্ষ্মণের মত ভাই, আর তুমি হইলে মা। বিধাতা কিছুরই বশে নহেন। (বশে হইলে এই পরিবারে তুমি মাতা হইতে পারিতে না।)

১৬৩॥ **জব তৈঁ কুমতি কুমত জিয় ঠয়ঊ।**
খণ্ড খণ্ড হোই হৃদয় ন গয়ঊ।
বর মাঁগত মন ভই নহিঁ পীরা।
গরি ন জীহ মুঁহ পরেউ ন কীরা॥

যখন তোমার মনে এই কুবুদ্ধি স্থান পাইল, তখনই তোমার বুক ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইল না কেন? বর চাহিতে তোমার কষ্ট হইল না, তোমার জিভ গলিয়া গেল না, মুখে পোকা পড়িল না?

ভূপ প্রতীতি তোরি কিমি কীন্হী।
মরনকাল বিধি মতি হরি লীন্হী॥
বিধিহু ন নারি হৃদয়গতি জানী।
সকল কপট অঘ অবগুন খানী॥

রাজা কেমন করিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিলেন? মরণকালে বিধাতা তাঁহার বুদ্ধি হরণ করিয়া থাকিবেন। বিধাতাও স্ত্রীলোকের মনের কথা জানেন না। তাহারা সকলে কপটতা, পাপ ও দোষের আকর।

সরল সুসীল ধরমরত রাউ।
সো কিমি জানই তীয়সুভাউ॥
অস কো জীব জন্তু জগ মাহীঁ।
জেহি রঘুনাথ প্রান প্রিয় নাহীঁ॥

রাজা সরল সুশীল ও ধর্মরত। তিনি স্ত্রীলোকের স্বভাব জানিবেন কেমন করিয়া? পৃথিবীতে এমন কোনও জীব জন্তুই নাই যাহার নিকট রঘুনাথ প্রাণপ্রিয় নয়।

ভে অতি অহিত রামু তেউ তোহী।
কো তূঁ অহসি সত্য কহু মোহী॥
জো হসি সো হসি মুঁহ মসি লাঈ।
আঁখি ওট উঠি বৈঠহি জাঈ॥

সেই রামচন্দ্রও কি তোমার বড় অপকার করিয়াছিলেন? তুমি কে আমাকে সত্য করিয়া বল ত। যেই হও না কেন, তোমার কালো মুখ আমার চোখের সম্মুখ হইতে আড়ালে লইয়া গিয়া বইস।

রাম বিরোধী হৃদয় তেঁ প্রগট কীন্হ বিধি মোহি।
মো সমান কো পাতকী বাদি কহউ কছু তোহি॥

তোমার রাম-বিরোধী বুক হইতেই বিধাতা আমাকে জন্ম দিলেন। আমার মত পাতকী আর কে আছে? আমি মিছামিছি তোমাকে দোষ দিতেছি।

১৬৪॥ **সুনি সত্রুঘন মাতুকুটিলাঈ।**
জরহিঁ গাত রিস কছু ন বসাঈ॥
তেহি অবসর কুবরী তহঁ আঈ।
বসন বিভূষন বিবিধ বনাঈ॥

মায়ের কুটিলতার কথা শুনিয়া শত্রুঘ্নের গা জ্বলিতে লাগিল। ক্রোধে অবশ হইয়া পড়িলেন। সেই সময় মন্থরা সেখানে নানা বস্ত্র অলঙ্কারে সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

লখি রিস ভরেউ লষন লঘু ভাঈ।
বরত অনল ঘৃতআহুতি পাঈ॥
হুমগি লাত তকি কুবর মারা।
পরি মুঁহ ভরি মহি করত পুকারা॥

তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণের ছোট ভাই (শত্রুঘ্ন), ঘৃতের আহুতি পাইয়া আগুন যেমন জ্বলিয়া উঠে, তেমনি রাগিয়া উঠিলেন। রাগিয়া কুঁজ লক্ষ্য করিয়া লাথি মারিলেন। সে মুখ থুবড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

কুবর টুটেউ ফুট কপারূ।
দলিতদসন মুখ রুধিরপ্রচারূ॥
আহ দইয় মৈঁ কাহ নসাবা।
করত নীক ফল অনইস পাবা॥

দইয়—দৈব॥ তাহার কুঁজ ভাঙ্গিয়া গেল, কপাল ফাটিল, দাঁত ভাঙ্গিয়া মুখ হইতে রক্ত বাহির হইল। সে বলিতে লাগিল—হে বিধাতা, আমি কি অপরাধ করিয়াছি? ভাল করিতে গিয়া মন্দ ফল পাইলাম।

সুনি রিপুহন লখি নখ সিখ খোটী॥
লগে ঘসীটন ধরি ধরি ঝোঁটী॥
ভরত দয়ানিধি দীন্হি ছুড়াঈ।
কৌসল্যা পহিঁ গে দোউ ভাঈ॥

শুনিয়া শত্রুঘ্ন তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত দুষ্টামি দেখিয়া, চুলের মুঠা ধরিয়া ঘসিতে লাগিলেন। দয়াল ভরত তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। পরে দুই ভাই কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলেন।

মলিনবসন বিবরন বিকল কৃস সরীর দুখভারু।
কনক কলপ বর বেলি বন মানহুঁ হনী তুষারু॥

কৌশল্যার বসন মলিন। তিনি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন ও দুঃখভারে তাঁহার শরীর কৃশ ও বিকল হইয়াছে। মনে হয় যেন সোনার কল্পলতার বন তুষারে মারিয়া ফেলিয়াছে।

১৬৫॥ **ভরতহিঁ দেখি মাতু উঠি ধাঈ।**
মুরুছিত অবনি পরী ঝই আঈ॥
দেখত ভরতু বিকল ভয়ে ভারী।
পরে চরন তনদসা বিসারী॥

ভরতকে দেখিয়া মা উঠিয়া ছুটিলেন ও মাথা ঘুরিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। মায়ের অবস্থা দেখিয়া ভরত

বড় ব্যাকুল হইলেন। দেহবুদ্ধি চলিয়া গেল, তিনি মায়ের পায়ে পড়িলেন।

মাতু তাত কহঁ দেহি দেখাঈ।
কহঁ সিয় রামু লখনু দোউ ভাঈ॥
কেকই কত জনমী জগ মাঁঝা।
জৌঁ জনমি ত ভই কাহে ন বাঁঝা॥

মা, বাবা কোথায় দেখাইয়া দিন, রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই ও সীতা কোথায় বলুন। সংসারে কৈকেয়ী কেন জন্মিয়াছিল? যদি জন্মিয়াছিল তবে সে কেন বাঁঝা হয় নাই?

কুলকলঙ্কু জেহি জনমেউ মোহী।
অপজসভাজন প্রিয় জন দ্রোহী॥
কো ত্রিভুবন মোহি সরিস অভাগী।
গতি অসি তোরি মাতু জেহি লাগী॥

সেই কৈকেয়ী হইতে অপযশভাজন, প্রিয়জনদ্রোহী, কুলকলঙ্ক আমি জন্মিয়াছি। আমার মত হতভাগ্য ত্রিভুবনে আর কে আছে? মা, আমা হইতে তোমার এই দশা হইয়াছে।

পিতু সুরপুর বন রঘুবর কেতু।
মৈঁ কেবল সব অনরথহেতু॥
ধিগ মোহি ভয়উঁ বেনু বন আগী।
দুসহ দাহ দুখ দূষন ভাগী॥

পিতা স্বর্গলোকে গিয়াছেন, রামচন্দ্র বনে গিয়াছেন। এই সকল অনর্থের হেতু কেবল আমিই। আমি রঘুকুলরূপ বাঁশ-বনের আগুন স্বরূপ হইয়াছি। আমাকে ধিক্, আমি দুঃসহ দুঃখ ও দোষের ভাগী হইয়াছি।

মাতু ভরত কে বচন মৃদু সুনি পুনি উঠী সঁভারি।
লিয়ে উঠাই লগাই উর লোচন মোচতি বারি॥

ভরতের মিষ্ট কথা শুনিয়া মা তখন সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া ভরতকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

১৬৬॥ সরল সুভায় মায় হিয় লায়ে।
অতি হিত মনহুঁ রাম ফিরি আয়ে॥
ভেঁটেউ বহুরি লখন লঘু ভাঈ।
সোকু সনেহু ন হৃদয় সমাঈ॥

মা সরলভাবে তাঁহাকে বুকে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার এত ভাল লাগিল যে, মনে হইল যেন রাম ফিরিয়া আসিয়াছে। পরে শত্রুঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাদের শোক ও ভালবাসা হৃদয়ে ধরিতেছিল না।

দেখি সুভাউ কহত সব কোঈ।
রামমাতু অস কাহে ন হোঈ।
মাতা ভরতু গোদ বৈঠারে।
আঁসু পোঁছি মৃদুবচন উচারে॥

মায়ের স্বভাব দেখিয়া সকলে বলিতেছিল, রামমাতা আর এমন হইবে না কেন? মা ভরতকে কোলে লইলেন ও চোখের জল মুছিয়া মৃদুবাক্যে বলিতে লাগিলেন—

অজহুঁ বচ্ছ বলি ধীরজু ধরহু।
কুসমউ সমুঝি সোক পরিহরহু॥
জনি মানহু হিয় হানি গলানী।
কাল করম গতি অঘটিত জানী॥

হে বৎস, ধৈর্য্য ধর। কুসময় বিবেচনা করিয়া শোক ত্যাগ কর। কাল ও কর্মের গতি অজানা বলিয়া ভাবিও এবং ক্ষতি ও গ্লানির কথা মনে রাখিও না।

কাহুহি দোস দেহু জনি তাতা।
ভা মোহি সব বিধি বাম বিধাতা॥
জো এতেহু দুখ মোহি জিয়াবা।
অজহুঁ কো জানই কা তেহি ভাবা॥

হে পুত্র, কাহারও দোষ দিও না। বিধাতাই আমার প্রতি সব রকমে বিমুখ, কেননা এত দুঃখেও তিনি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার মনে আর কি আছে তাহাই বা কে জানে?

পিতু আয়সু ভূষন বসন তাত তজে রঘুবীর।
বিসমউ হরষ ন হৃদয় কছু পহিরে বলকল চীর॥

হে পুত্র, পিতার আজ্ঞায় রাম বসন ভূষণ ত্যাগ করিয়া বাকলের কাপড় পরিল, কিন্তু তাহাতে তাহার মনে না হইল দুঃখ, না হইল সুখ। (সে নির্বিকার রহিল।)

১৬৭॥ মুখ প্রসন্ন মন রাগ ন রোষু।
সব কর সব বিধি করি পরিতোষু॥
চলে বিপিন সুনি সিয় সঁগ লাগী।
রহই ন রাম চরন অনুরাগী॥

রামের মুখ প্রসন্ন ছিল। তাহার মনে না ছিল অনুরাগ, না ছিল রোষ। সকলকে সকল রকমে সন্তুষ্ট করিয়া রাম বনে গেল। রাম-চরণে অনুরাগিণী সীতা তাহার সঙ্গে গেল, ঘরে থাকিল না।

সুনতহি লখনু চলে উঠি সাথা।
রহহিঁ ন জতন কিয়ে রঘুনাথা॥
তব রঘুপতি সবহী সিরু নাঈ।
চলে সঙ্গ সিয় অরু লঘু ভাঈ॥

সংবাদ শুনিয়াই লক্ষ্মণ উঠিয়া সঙ্গে রওনা হইল। রাম রাখার চেষ্টা করিলেও থাকিল না। তখন রাম সকলকে প্রণাম করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া চলিল।

রামু লখনু সিয় বনহিঁ সিধায়ে।
গইউঁ ন সঙ্গ ন প্রান পঠায়ে॥
এহু সব ভা ইন্হ আঁখিন্হ আগে।
তউ ন তজা তনু প্রান অভাগে॥

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনে গেল। আমি সঙ্গেও গেলাম না, প্রাণও ত্যাগ করিলাম না। চোখের সামনেই এই সকল হইল, তবুও অভাগা প্রাণ দেহ ত্যাগ করিল না।

মোহি ন লাজ নিজ নেহু নিহারী।
রামসরিস সুত মৈঁ মহতারী॥
জিঅই মরই ভল ভূপতি জানা।
মোর হৃদয় সত কুলিস সমানা॥

আমার দেহের প্রতি আমার আকর্ষণ দেখিয়াও আমার লজ্জা হয় না, কেননা, রামের মত পুত্রের ত আমি মা। রাজা কেমন করিয়া বাঁচিতে হয় আর কেমন করিয়া মরিতে হয় তাহা ভালরকম জানিতেন, কিন্তু আমার বুক শত বজ্রের মত কঠোর।

কৌসল্যা কে বচন সুনি ভরতসহিত রনিবাসু॥
ব্যাকুল বিলপত রাজগৃহ মানহুঁ সোকনিবাসু॥

কৌশল্যার কথা শুনিয়া ভরত ও রাজ-অন্তঃপুরের সকলে বিলাপ করিতে লাগিল। রাজবাড়ীটা শোকেরই বাড়ী বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

১৬৮॥ **বিলপহিঁ বিকল ভরত দোউ ভাঈ।**
কৌসল্যা লিয়ে হৃদয় লগাঈ॥
ভাঁতি অনেক ভরতু সমুঝায়ে।
কহি বিবেকময় বচন সুনায়ে॥

ভরতেরা দুই ভাই ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন। তখন কৌশল্যা তাঁহাদিগকে বুকে লইলেন, ভরতকে জ্ঞানপূর্ণ মিষ্ট কথা শুনাইয়া অনেক প্রকারে বুঝাইলেন।

ভরতহু মাতু সকল সমুঝাঈ।
কহি পুরান শ্রুতি কথা সুহাঈ॥
ছলবিহীন সুচি সরল সুবানী।
বোলে ভরত জোরি জুগপানী॥

ভরতও পুরাণ ও বেদের সুন্দর কথা শুনাইয়া মাতাদিগকে প্রবোধ দিলেন। ভরত হাত জোড় করিয়া এই অকপট, পবিত্র ও সরল সুন্দর কথাগুলি বলিলেন—

জে অঘ মাতু পিতা সুত মারে।
গাইগোঠ মহি সুর পুর জারে॥
জে অঘ তিয় বালক বধ কীন্হে।
মীত মহীপতি মাহুর দীন্হে॥

পিতামাতা ও পুত্রকে মারিলে যে পাপ হয়, গো, ব্রাহ্মণ, পৃথিবী ও দেবলোক জ্বালাইয়া দিলে যে পাপ হয়, স্ত্রী ও বালক বধ করিলে যে পাপ হয়, মিত্র রাজাকে বিষ খাওয়াইলে যে পাপ হয়,

জে পাতক উপপাতক অহহীঁ।
করম বচন মন ভব কবি কহহীঁ॥
তে পাতক মোহি হোহু বিধাতা।
জৌঁ এহু হোই মোর মত মাতা॥

সেই সকল পাতক ও যত উপপাতক আছে, অথবা কবিরা কর্ম বাক্য ও মন হইতে উৎপন্ন আর যে পাতকের কথা বলিয়া থাকেন, হে বিধাতা, যদি এই বনে পাঠানর কাজে আমার সম্মতি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সকল পাতকই যেন আমার হয়।

জে পরিহরি হরি হর চরন ভজহিঁ ভূতগন ঘোর।
তিন্হ কই গতি মোহি দেউ বিধি জৌঁ জননী মত মোর॥

মা, যদি ঐ বনে পাঠানর কাজে আমার সম্মতি থাকিয়া থাকে, তবে যে জন ভগবানে ভক্তি ছাড়িয়া ঘোর ভূতগণের ভজনা করে তাহার যে গতি হয়, আমার যেন সেই গতি হয়।

১৬৯॥ **বেচহিঁ বেদ ধরম দুহি লেহীঁ।**
পিসুন পরায় পাপ কহি দেহীঁ॥
কপটী কুটিল কলহপ্রিয় ক্রোধী।
বেদবিদূষক বিস্ববিরোধী॥

যে বেদ বেচিয়া খায় অর্থাৎ অর্থের জন্য বেদের আলোচনা করে বা ধর্মের নামে নিজের পেট ভরায়, যে পরের নিন্দা করে ও যে পরের পাপের কথা বলিয়া বেড়ায়, যে কপট, কুটিল, কলহ-প্রিয় ও ক্রোধী, যে বেদে দোষ দেখে, যে বিশ্বের সকলের সহিত বিরোধ করিয়া থাকে,

লোভী লম্পট লোলুপচারা।
জে তাকহিঁ পরধনু পরদারা॥
পাবউঁ মৈঁ তিন্হ কৈ গতি ঘোরা।
জৌঁ জননী এহু সম্মত মোরা॥

যে ব্যক্তি লোভী, লম্পট, লালসা-পরায়ণ, যে পরধন ও পরস্ত্রীর দিকে দেখে, মা, যদি এই বনগমনব্যাপারে আমার সম্মতি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার যেন তাহাদেরই মত ভীষণ দুর্গতি হয়।

জে নহিঁ সাধুসঙ্গ অনুরাগে।
পরমারথপথ বিমুখ অভাগে॥
জে ন ভজহিঁ হরি নরতনু পাঈ।
জিন্হহিঁ ন হরি হর সুজসু সুহাঈ॥

যে সাধুসঙ্গে অনুরক্ত হয় না, যে অভাগা মোক্ষের পথে বিমুখ, যে নরদেহ পাইয়া ভগবানের ভজনা করে না, যাহার কাছে বিষ্ণু মহেশ্বরের সুখ্যাতি ভাল লাগে না,

তজি শ্রুতিপন্থ বামপথ চলহীঁ।
বঞ্চক বিরচি বেষু জগু ছলহীঁ॥
তিন্হ কই গতি মোহি শঙ্কর দেউ।
জননী জৌঁ এহু জানউঁ ভেউ॥

যে ব্যক্তি বেদের পথ ছাড়িয়া উল্টা পথে চলে, যে প্রতারক ছদ্মবেশে বিশ্বকে ছলনা করিয়া বেড়ায়, যদি এই

বনগমনের কথা আভাসেও জানিয়া থাকি, তবে শিব যেন আমাকে উহাদের মত দুর্গতি দেন।

মাতু ভরত কে বচন সুনি সাঁচে সরল সুভায়।
কহতি রামপ্রিয় তাত তুম্হ সদা বচন মন কায়॥

ভরতের সত্য, সরল ও স্বাভাবিক কথা শুনিয়া মা বলিলেন—হে পুত্র, তুমি সর্বদা কায়মনোবাক্যে রামের প্রিয়।

১৭০॥ রাম প্রানহু তেঁ প্রান তুম্হারে।
তুম্হ রঘুপতিহি প্রান তেঁ প্যারে॥
বিধু বিষ চবই স্রবই হিমু আগী।
হোই বারিচর বারিবিরাগী॥

রাম তোমার প্রাণেরও প্রাণ, তুমিও রঘুপতির প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। যদি চাঁদ বিষ বর্ষণ করে, যদি আগুন হইতে শৈত্য বাহির হয়, যদি জলচল জলে বিরাগ দেখায়,

ভয়ে জ্ঞানু বরু মিটই ন মোহু।
তুম্হ রামহিঁ প্রতিকূল ন হোহু॥
মত তুম্হার এহ জো জগ কহহীঁ।
সো সপনেহু সুখ সুগতি ন লহহীঁ॥

যদি ইহা সম্ভব হয় যে কাহারও জ্ঞান হইয়াছে অথচ মোহ যায় নাই, তথাপি তুমি রামের বিরোধী হইবে, ইহা সম্ভব নয়। যদি জগতে কেহ এ কথা বলে যে, তোমার বনগমনে মত ছিল, তবে সে জগতে স্বপ্নেও সুখ এবং সদ্গতি পাইবে না।

অস কহি মাতু ভরতু হিয় লায়ে।
থনপয় স্রবহিঁ নয়নজল ছায়ে॥
করত বিলাপ বহুত এহি ভাঁতী।
বৈঠেহি বীতি গঈ সব রাতী॥

এই বলিয়া মা ভরতকে বুকে লইলেন। স্নেহে তাঁহার স্তন হইতে দুধ গড়াইতে লাগিল, চোখে জল আসিল। এইভাবে অনেক বিলাপ করিতে করিতে বসিয়া বসিয়াই রাত কাটিয়া গেল।

বামদেব বসিষ্ঠ তব আয়ে।
সচিব মহাজন সকল বোলায়ে॥
মুনি বহু ভাঁতি ভরত উপদেসে।
কহি পরমারথ বচন সুদেসে॥

তার পর বশিষ্ঠ ও বামদেব আসিলেন এবং মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান লোককে ডাকাইলেন। পরমার্থ বাক্য শুনাইয়া ভরতকে নানা প্রকারে মুনি সদুপদেশ দিলেন।

তাত হৃদয় ধীরজ ধরহু করহু জো অবসর আজু।
উঠে ভরতু গুরুবচন সুনি করন কহেউ সব কাজু॥

হে তাত, ধৈর্য ধর। এখনকার যে কাজ তাহা কর। গুরু যে কাজ করিতে বলেন, সে কাজ করার জন্য ভরত উঠিলেন।

১৭১॥ নৃপতনু বেদ বিহিত অন্হবাবা।
পরম বিচিত্র বিমান বনাবা॥
গহি পগ ভরত মাতু সব রাখীঁ।
রহীঁ রাম দরসন অভিলাষীঁ॥

বেদসম্মতভাবে রাজার দেহ স্নান করান হইল। অতি সুন্দর শবাধার তৈয়ার করান হইল। ভরত সকল মায়ের পায় ধরিয়া সহমরণ হইতে ঠেকাইয়া রাখিলেন। তাঁহারাও রাম-দর্শন করিতে পারিবেন, এই আশায় রহিলেন।

চন্দন অগর ভার বহু আয়ে।
অমিত অনেক সুগন্ধ সুহায়ে॥
সরজুতীর রচি চিতা বনাঈ॥
জনু সুর পুর সোপান সুহাঈ॥

অনেক ভার চন্দন অগুরু আসিল, অপরিমিত সুন্দর সুগন্ধ দ্রব্য আনা হইল। সরযূতীরে চিতা সাজান হইল। উহা স্বর্গপুরে যাওয়ার সিঁড়ির মত মনে হইতেছিল।

এহি বিধি দাহক্রিয়া সব কীন্হী।
বিধিবত ন্হাই তিলাঞ্জুলি দীন্হী॥
সোধি সুমৃতি সব বেদ পুরানা।
কীন্হ ভরত দসগাত বিধানা॥

এইভাবে দাহক্রিয়া সমাপ্ত করা হইল ও নিয়ম অনুসারে স্নান করিয়া ভরত তিলাঞ্জলি দিলেন। স্মৃতি, বেদ, পুরাণ অনুসারে শোধন করিয়া ভরত দশগাত্র বিধি পালন করিলেন।

জহঁ জস মুনিবর আয়সু দীনহা।
তহঁ তস সহস ভাঁতি সবু কীন্হা॥
ভয়ে বিসুদ্ধ দিয়ে সবু দানা।
ধেনু বাজি গজ বাহন নানা॥

মুনি যেখানে যাহাকে যে আজ্ঞা দিলেন, সেখানে তাহারা হাজারো রকমে সেই কাজ সম্পন্ন করিল। ভরত গাভী হাতী ঘোড়া ও নানাপ্রকার বাহন দান দিয়া শুদ্ধ হইলেন।

সিংহাসন ভূষন বসন অন্ন ধরনি ধন ধাম।
দিয়ে ভরত লহি ভূমিসুর তে পরিপূরন কাম॥

ভরত সিংহাসন, অলঙ্কার, বস্ত্র, অন্ন ভূমি, ধন ও বাড়ী প্রভৃতি দান দিলেন ও ব্রাহ্মণেরা তাহা লইলেন। ভরতের মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

১৭২॥ পিতুহিত ভরত কীন্হি জসি করনী।
সো মুখ লাখ জাই নহিঁ বরনী॥
সুদিন সোধি মুনিবর তব আয়ে।
সচিব মহাজন সকল বোলায়ে॥

পিতার গতির জন্ম ভরত যাহা করিলেন, তাহা লক্ষ মুখেও বলা যায় না। তার পর সুদিন দেখিয়া মুনিবর আসিলেন এবং মন্ত্রী ও প্রধানদিগকে ডাকিলেন।

বৈঠে রাজসভা সব জাঈ।
পঠয়ে বোলি ভরত দোউ ভাঈ॥
ভরতু বসিষ্ঠ নিকট বৈঠারে।
নীতি ধরমময় বচন উচারে॥

সকলে গিয়া রাজসভায় বসিলেন। বশিষ্ঠ ভরত ও শত্রুঘ্নকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বশিষ্ঠ ভরতকে নিজের কাছে বসাইয়া নীতিধর্মময় বাক্য উচ্চারণ করিলেন।

প্রথম কথা সব মুনিবর বরনী।
কেকই কুটিল কীন্হি জসি করনী॥
ভূপ ধরমব্রতু সত্য সরাহা।
জেহি তনু পরিহরি প্রেমু নিবাহা॥

বশিষ্ঠ প্রথমকার সকল কথা, যেমন করিয়া কৈকেয়ী কুটিল কার্য করিলেন সেই সকল কথা, বর্ণনা করিলেন। রাজা ধর্মব্রত। তাঁহার সত্য পরায়ণতার প্রশংসা করিলেন, তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া প্রেমের মর্যাদা রাখিয়াছেন।

কহত রাম গুন সীল সুভাউ।
সজল নয়ন পুলকেউ মুনিরাউ॥
বহুরি লখন সিয় প্রীতি বখানী।
সোক সনেহ মগন মুনিজ্ঞানী॥

বশিষ্ঠ যখন রামের গুণ, শীল ও স্বভাবের বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চোখে জল আসিল ও শরীরে পুলক দেখা দিল। আবার সীতা ও লক্ষ্মণের প্রীতির কথা বলিতে গিয়া জ্ঞানী মুনি শোক ও স্নেহে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।

সুনহু ভরত ভাবী প্রবল বিলখি কহেউ মুনিনাথ।
হানি লাভু জীবনু মরনু জসু অপজসু বিধি হাথ॥

ভাবী—ভবিতব্য। বিলখি—দুঃখিত হইয়া। জসু—যশ॥ মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ দুঃখিত হইয়া বলিলেন—হে ভরত, শোন। ভবিতব্যতা প্রবল, আর লাভ ক্ষতি, জীবন মরণ, ভাল মন্দ, এ সকলই বিধাতার হাতে।

১৭৩॥ অস বিচারি কেহি দেইঅ দোসু।
ব্যরথ কাহি পর কীজিয় রোসু॥
তাত বিচারু করহু মন মাহীঁ।
সোচজোগু দসরথু নৃপু নাহীঁ॥

এই কথা বিচার করিয়া কাহাকে আর দোষ দেওয়া যায়, মিছা কাহার উপর রাগ করা যায়? হে তাত, মনে মনে ভাবিয়া দেখ, রাজা দশরথ শোকের যোগ্য নহেন।

সোচিয় বিপ্র জো বেদবিহীনা।
তজি নিজ ধরমু বিষয় লয়লীনা॥
সোচিয় নৃপতি জো নীতি ন জানা।
জেহি ন প্রজা প্রিয় প্রানসমানা॥

যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানশূন্য ও নিজের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ত্যাগ করিয়া বিষয়ভোগে ডুবিয়া আছে, সে শোকের পাত্র। যে রাজা রাজকর্ম অনুসারে চলে না, যাহার কাছে প্রজা প্রাণের সমান প্রিয় নয়, সেই রাজা শোকের যোগ্য।

সোচিয় বয়সু কৃপিন ধনবানূ।
জো ন অতিথি সিব ভগতি সুজানূ॥
সোচিয় সূদ্র বিপ্র অপমানী।
মুখর মানপ্রিয় জ্ঞানগুমানী॥

যে বৈশ্য ধনবান হইয়াও কৃপণ, যে চতুর নয়, যে অতিথি ও শিবের ভক্ত নয়, সে শোকের পাত্র। যে শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণের অপমান করে, যে মুখর, যে মানের আকাঙ্ক্ষা করে ও জ্ঞানের অহঙ্কার করে, সে শোকের পাত্র।

সোচিয় পুনি পতিবঞ্চক নারী।
কুটিল কলহপ্রিয় ইচ্ছাচারী॥
সোচিয় বটু নিজ ব্রতু পরিহরঈ।
জো নহিঁ গুরুআয়সু অনুসরঈ॥

আবার যে স্ত্রী পতিকে বঞ্চনা করে, যে কুটিল কলহপ্রিয় ও স্বেচ্ছাচারী, সেই শোকের পাত্র। যে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্যব্রত ত্যাগ করে, যে গুরুর আদেশ পালন করে না, সে শোকের পাত্র।

সোচিয় গৃহী জো মোহবস করই করমপথ ত্যাগ।
সোচিয় জতী প্রপঞ্চরত বিগত বিবেক বিরাগ॥

সেই গৃহী শোকের পাত্র, যে মোহবশে কর্মপথ ত্যাগ করে। আর সেই যতি শোকের পাত্র, যে বিবেক বৈরাগ্য ছাড়িয়া সংসারে লিপ্ত হয়।

১৭৪॥ বৈখানস সোই সোচন জোগূ।
তপু বিহাই জেহি ভাবই ভোগূ॥
সোচিয় পিসুন অকারনক্রোধী।
জননি জনক গুরু বন্ধু বিরোধী॥

সেই তপস্বীই শোকের পাত্র, যে তপস্যা ত্যাগ করিয়া ভোগের কথা ভাবে। যে ব্যক্তি নিন্দুক ও অকারণ ক্রোধ করে, যে মাতাপিতা, গুরু ও ভাইয়ের সহিত বিরোধ করে, সে শোকের পাত্র।

সব বিধি সোচিয় পরঅপকারী।
নিজ তনুপোষক নিরদয় ভারী॥
সোচনীয় সবহী বিধি সোঈ।
জো ন ছাড়ি ছলু হরিজন হোঈ॥

যে পরের অপকারী, যে মাত্র নিজের শরীর পোষণ করে ও যে অতিশয় নির্দয়, সে সকল প্রকারেই শোক করার উপযুক্ত পাত্র। যে ছলনা ত্যাগ করিয়া হরিভক্ত হয় নাই, সে সকল প্রকারেই শোকের যোগ্য।

সোচনীয় নহিঁ কোসলরাউ।
ভুবন চারিদস প্রগট প্রভাউ॥
ভয়উ ন অহই ন অব হোনিহারা।
ভূপ ভরত জস পিতা তুম্হারা॥
বিধি হরি হর সুরপতি দিসিনাথা।
বরনহিঁ সব দসরথ গুন গাথা॥

ন অহই—নাই। জস—যেমন। দিসিনাথা—দিকপাল॥ কোশলরাজ ত শোকের যোগ্য নহেন। চৌদ্দ ভুবনে তাঁহার প্রভাব প্রকাশিত আছে। হে ভরত, তোমার পিতার মত রাজা হয় নাই, হইবেও না। বিষ্ণু শিব ইন্দ্র ও দিকপালগণ সকলেই দশরথের গুণগান করেন।

কহহু তাত কেহি ভাঁতি কোউ করিহি বড়াঈ তাসু।
রাম লখন তুম্হ সত্রুহন সরিস সুঅন সুচি জাসু॥

হে তাত, যাঁহার রাম লক্ষ্মণের মত এবং তোমার ও শত্রুঘ্নের মত পবিত্রচরিত্র পুত্র, কে কেমন করিয়া তাঁহার বড়াই করিতে পারে? (যাহাই বলা হউক তাহা খাটো হয়।)

১৭৫॥ সব প্রকার ভূপতি বড়ভাগী।
বাদি বিষাদ করিয় তেহি লাগী॥
এহু সুনি সমুঝি সোচু পরিহরহূ।
সির ধরি রাজরজায়সু করহূ॥

সকল রকমেই রাজা বড় ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁহার জন্য দুঃখ করা মিথ্যা। ইহা বুঝিয়া শোক ত্যাগ কর, রাজাজ্ঞা মাথায় লইয়া রাজত্ব কর।

রায় রাজপদু তুম্হ কহুঁ দীন্হা।
পিতাবচন ফুর চাহিয় কীন্হা॥
তজে রামু জেহি বচনহিঁ লাগী।
তনু পরিহরেউ রামবিরহাগী॥

রাজা রাজপদ তোমাকেই দিয়া গিয়াছেন। পিতার বাক্য তোমার সত্য করা উচিত। এই কথার জন্য তিনি রামকে ত্যাগ করেন ও রামের বিরহ-আগুনে দগ্ধ হইয়া মারা যান।

নৃপহিঁ বচন প্রিয় নহিঁ প্রিয় প্রানা।
করহু তাত পিতুবচন প্রমানা॥
করহু সীস ধরি ভূপরজাঈ।
হই তুম্হ কহঁ সব ভাঁতি ভলাঈ॥

রাজার কাছে তাঁহার কথার মর্য্যাদা রক্ষা করাই প্রিয় ছিল। তাঁহার প্রাণ তাঁহার কাছে প্রিয় ছিল না। সেই রাজার কথা মাথায় লইয়া পালন কর। তাহাতেই তোমার সকল রকমে ভাল হইবে।

পরসুরাম পিতুঅজ্ঞা রাখী।
মারী মাতু লোক সব সাখী॥
তনয় জজাতিহি জৌবনু দয়উ।
পিতুঅজ্ঞা অঘ অজসু ন ভয়উ॥

পরশুরাম পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া মাকে হত্যা করেন, সকল লোক ইহার সাক্ষী রহিয়াছে। যযাতির পুত্র তাঁহাকে যৌবন দিয়াছিল। পিতার আজ্ঞা পালনে পাপ বা অপযশ হয় নাই।

অনুচিত উচিত বিচারু তজি জে পালহিঁ পিতু বৈন।
তে ভাজন সুখ সুজস কে বসহিঁ অমরপতি ঐন॥

অমরপতি ঐন—অমরপতির স্থান, স্বর্গ॥ উচিত অনুচিত বিচার না করিয়া যে পিতার আজ্ঞা পালন করে, সে সকল সুখ ও যশ ভোগ করিয়া স্বর্গলাভ করে।

১৭৬॥ অবসি নরেস বচন ফুর করহূ।
পালহু প্রজা সোক পরিহরহূ॥
সুরপুর নৃপু পাইহিঁ পরিতোষূ।
তুম্হ কহুঁ সুকৃতু সুজসু নহিঁ দোষূ॥

রাজার কথা অবশ্যই রাখ, শোক পরিত্যাগ করিয়া প্রজা পালন কর। স্বর্গলোকে পিতা সন্তোষ পাইবেন। তোমারও ইহাতে পুণ্য ও যশ হইবে, ইহাতে কোন দোষ নাই।

বেদবিহিত সম্মত সবহী কা।
জেহি পিতু দেই সো পাবই টীকা॥
করহু রাজ পরিহরহু গলানী।
মানহু মোর বচনু হিত জানী॥

পিতা যাহাকে দেন সেই রাজ্য পায়। ইহা বেদেরও বিহিত এবং লোকাচারেরও সম্মত। গ্লানি ত্যাগ করিয়া রাজত্ব কর। আমার কথায় ভাল হইবে, ইহা জানিয়া কথা রাখ।

সুনি সুখু লহব রামবৈদেহী।
অনুচিত কহব ন পণ্ডিত কেহী॥
কৌসল্যাদি সকল মহতারী।
তেউ প্রজাসুখ হোহিঁ সুখারী॥

রাম ও সীতা তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইবেন। কোনও পণ্ডিতই ইহা অন্যায় বলিবেন না। কৌশল্যাদি সকল মাতাই প্রজার সুখে সুখী হইবেন।

প্রেম তুম্হার রাম কর জানিহি।
সো সব বিধি তুম্হ সন ভল মানিহি॥
সৌঁপেহু রাজ রাম কে আয়ে।
সেবা করেহু সনেহ সুহায়ে॥

রাম তোমার মর্ম জানেন। তিনি সকল রকমে তোমার যাহাতে ভাল হয় তাহাই চাহিবেন। রাম ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে রাজ্য দিয়া সুন্দর প্রেমের সহিত সেবা করিও।

কীজিয় গুরুআয়সু অবসি কহহিঁ সচিব কর জোরি।
রঘুপতি আয়ে উচিত জস তস তব করব বহোরি॥

মন্ত্রী সুমন্ত্র তখন হাত জোড় করিয়া বলিলেন—গুরুবাক্য অবশ্য পালন কর। তার পর রাম আসিলে যাহা উচিত হয় তাহাই করিও।

১৭৭॥ কৌসল্যা ধরি ধীরজু কহঈ।
পুত পথ্য গুরুআয়সু অহঈ॥
সো আদরিয় করিয় হিত মানী।
তজিয় বিষাদু কালগতি জানী॥

পূত—পবিত্র। পথ্য—করণীয়। আয়সু—আজ্ঞা॥ কৌশল্যা ধৈর্য ধারণ করিয়া বলিলেন—হে পুত্র, গুরু যে আজ্ঞা দিতেছেন উহাই করা উচিত। উহাতেই মঙ্গল হইবে জানিয়া তাঁহার কথা মান্য কর ও কালের বশে যাহা হওয়ার তাহা হইয়াছে জানিয়া বিষাদ ত্যাগ কর।

বন রঘুপতি সুরপুর নরনাহু।
তুম্হ এহি ভাঁতি তাত কদরাহু॥
পরিজন প্রজা সচিব সব অম্বা।
তুম্হহী সুত সব কহঁ অবলম্বা॥

হে পুত্র, রঘুপতি বনে গিয়াছে, রাজা স্বর্গে গিয়াছেন, আর তুমি এমন কাতরতা দেখাইতেছ। হে পুত্র, পরিজন প্রজা মন্ত্রী এবং মায়েরা, ইহাদের সকলের তুমিই অবলম্বন।

লখি বিধি বাম কালকঠিনাঈ।
ধীরজু ধরহু মাতু বলি জাঈ॥
সির ধরি গুরুআয়সু অনুসরহূ।
প্রজা পালি পুর জন দুখু হরহূ॥

বিধাতা বিমুখ হইয়াছে, সময়ও কঠিন, ইহা দেখিয়া ধৈর্য ধর। তোমার বালাই লই, তুমি গুরুর আজ্ঞা মাথায় রাখিয়া কাজ কর ও প্রজা পালন করিয়া পুরজনের দুঃখ দূর কর।

গুরু কে বচন সচিব অভিনন্দনু।
সুনে ভরত হিয় হিত জনু চন্দনু॥
সুনী বহোরি মাতু মৃদুবানী।
সীল সনেহ সরল রস সানী॥

গুরুর বাক্য ও মন্ত্রীর শুভ ইচ্ছা শুনিতেই উহা ভরতের গায়ে হিতকারী চন্দনপ্রলেপের ন্যায় কাজ করিল। আবার শীল স্নেহ ও সরলতা মাখা মায়ের মিষ্ট কথা শুনিলেন।

ছন্দ—সানী সরলরস মাতুবানী সুনি ভরত ব্যাকুল ভয়ে।
লোচনসরোরুহ স্রবত সীঁচত বিরহ উর অঙ্কুর নয়ে॥
সো দসা দেখত সময় তেহি বিসরী সবহি সুধি দেহ কী।
তুলসী সরাহত সকল সাদর সীবঁ সহজসনেহ কী॥

মায়ের সরলতামাখা কথা শুনিয়া ভরত ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার চোখের জল পড়িতে লাগিল, মনে হইল যেন ঐ জলে ভিজিয়া হৃদয়ে বিরহের নূতন অঙ্কুর বাহির হইল। সেই সময় ভরতের সে অবস্থা দেখিয়া সকলেই নিজ নিজ শরীরের বোধ ভুলিয়া গেলেন। তুলসী বলে, সকলে সাদরে সেই সহজ প্রেমের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সোঃ ভরতু কমল কর জোরি ধীর ধুরন্ধর ধীর ধরি।
বচন অমিয় জনু বোরি দেত উচিত উত্তর সবহিঁ॥

ধর্মধুরন্ধর ভরত ধৈর্য ধরিয়া তাঁহার পদ্মের মত হাত জোড় করিয়া অমৃতের মত বাক্যে সকলকে উচিত উত্তর দিলেন।

১৭৮॥ মোহি উপদেসু দীন্হ গুরু নীকা।
প্রজা সচিব সম্মত সবহী কা॥
মাতু উচিত ধরি আয়সু দীন্হা।
অবসি সীস ধরি চাহউঁ কীন্হা॥

আমাকে গুরু ভাল উপদেশ দিয়াছেন, উহা প্রজা মন্ত্রী ও অন্য সকলেরই পছন্দ হইয়াছে। মা পুনরায় উচিত আজ্ঞা দিয়াছেন। সে সকল অবশ্যই মাথায় লইয়া পালন করিতে চাই।

গুরু পিতু মাতু স্বামি হিতবানী।
সুনি মন মুদিত করিয় ভলি জানী।
উচিত কি অনুচিত কিয়ে বিচারূ।
ধরমু জায় সির পাতকভারূ॥

গুরু, পিতামাতা ও প্রভুর উপদেশ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া উহা ভাল মনে লইতে হয়। উহা উচিত কি অনুচিত ইহা বিচার করিলে ধর্ম যায় ও মাথায় পাপের বোঝা চাপে।

তুম্হ তউ দেহু সরল সিখ সোঈ।
জো আচরত মোর ভল হোঈ॥
জদ্যপি যহ সমুঝত হউঁ নীকে।
তদপি হোত পরিতোষু ন জী কে॥

তোমরা সেই সরল শিক্ষাই দিয়াছ, যাহা অনুসরন করিয়া চলিলে আমার হিত হইবে। যদিও আমি উহা ভাল করিয়াই বুঝিতেছি, তথাপি তাহাতে আমার মনের সন্তোষ হইতেছে না।

অব তুম্হ বিনয় মোরি সুনি লেহু।
মোহি অনুহরত সিখাবন দেহু॥
উতরু দেউঁ ছমব অপরাধূ।
দুখিত দোষ গুন গনহিঁ ন সাধূ॥

এখন তোমরা আমার মিনতি শোন ও আমাকে উচিত শিক্ষা দাও। তোমাদের কথার উত্তর দিতেছি বলিয়া ক্ষমা করিও। সজ্জনেরা দুঃখার্ত লোকের দোষ গুণ ধরেন না।

পিতু সুরপুর সিয় রাম বন করন কহহু মোহি রাজু।
এহি তে জানহু মোর হিত কৈ আপন বড় কাজু॥

পিতা স্বর্গে গিয়াছেন, সীতা ও রাম বনে রহিয়াছেন। তোমরা আমাকে রাজত্ব করিতে বলিতেছ। ইহাতে আমার ভাল হইবে ও তোমাদেরও বড় কাজ হইবে বলিয়া তোমরা মনে করিয়াছ।

১৭৯ ॥ **হিত হমার সিয় পতি সেবকাঈ।**
সো হরি লীন্হ মাতুকুটিলাঈ॥
মৈঁ অনুমানি দীখি মন মাহীঁ।
আন উপায় মোর হিত নাহীঁ॥

রামের সেবা করাই আমার ভাল ছিল, কিন্তু মায়ের কুটিলতা সে সুবিধা হরণ করিয়াছে। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, অন্য কোনও উপায়েই আমার হিত নাই।

সোকসমাজু রাজ কেহি লেখে।
লখন রাম সিয় পদ বিনু দেখে॥
বাদি বসন বিনু ভূষন ভারূ।
বাদি বিরতি বিনু ব্রহ্মবিচারূ॥

লক্ষ্মণ সীতা ও রামের চরণ দর্শন না করিয়া, এই শোকপূর্ণ রাজত্ব করার কি মূল্য আছে? পরণে কাপড় না থাকিলে অলঙ্কারের বোঝা যেমন ব্যর্থ, ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া বৈরাগ্য যেমন ব্যর্থ,

সরুজ সরীর বাদি বহু ভোগা।
বিনু হরিভগতি জায় জপ জোগা॥
জায় জীব বিনু দেহ সুহাঈ।
বাদি মোর সব বিনু রঘুরাঈ॥

রুগ্ন শরীরে ভোগ যেমন ব্যর্থ, হরিভক্তি বিনা জপ যোগ যেমন ব্যর্থ, জীবন বিনা সুন্দর শরীর যেমন ব্যর্থ, তেমনি রঘুপতি বিনা আমার সবই ব্যর্থ।

জাউ রাম পহিঁ আয়সু দেহু।
একহি আঁক মোর হিত এহু॥
মোহি নৃপু করি ভল আপন চহহু।
সোউ সনেহ জড়তাবস কহহু॥

আমার কল্যাণের একটা মাত্র পথে হইতেছে রামের নিকট যাওয়া, আজ্ঞা দাও ত সেখানে যাই। আমাকে রাজা করিয়া যে তোমাদের ভাল করিতে চাহিতেছ, সে কেবল তোমারা প্রেমে অন্ধ হইয়া বলিতেছ।

কৈকেইসুঅন কুটিল মতি রামবিমুখ গতলাজ।
তুম্হ চাহত সুখু মোহবস মোহি সে অধম কে রাজ॥

আমি কৈকেয়ীর পুত্র, কুটিলবুদ্ধি, রামবিমুখ ও নির্লজ্জ। আমার মত এমন অধমের রাজত্বে তোমরা সুখ কেবল মোহবশতঃই চাহিতেছ।

১৮০ ॥ **কহউঁ সাঁচু সব সুনি পতিয়াহূ।**
চাহিয় ধরমসীল নরনাহূ॥
মোহি রাজ হঠি দেইহহু জবহীঁ।
রসা রসাতল জাইহি তবহীঁ॥

তোমরা বিশ্বাস কর, আমি সত্য বলিতেছি—রাজার ধর্মশীল হওয়া চাই। যদি জেদ করিয়াও আমাকে রাজত্ব দাও, তাহা হইলে পৃথিবী রসাতলে যাইবে।

মোহি সমান কো পাপনিবাসূ।
জেহি লগি সীয়রাম বনবাসূ॥
রায় রাম কহঁ কানন দীন্হা।
বিছুরত গমন অমরপুর কীন্হা॥

আমার মত পাপী আর কে আছে? আমার জন্যই সীতারামের বনবাস। রাজা রামকে বনে পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহার বিচ্ছেদেই তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

মৈঁ সঠু সব অনরথ কর হেতু।
বৈঠ বাত সব সুনউঁ সচেতু॥
বিনু রঘুবীর বিলোকিয় বাসু।
রহে প্রান সহি জগ উপহাসু॥

মূর্খ এই আমিই সকল অনর্থের হেতু। আমি সজ্ঞানে বসিয়া সকল কথা শুনিতেছি। রঘুপতির বাসস্থান না দেখিয়াও যে প্রাণ আছে, সে কেবল জগতের উপহাস সহ্য করার জন্য।

রাম পুনীত বিষয়রস রূখে।
লোলুপ ভূমিভোগ কে ভূখে॥
কহঁ লগি কহউঁ হৃদয় কঠিনাঈ।
নিদরি কুলিসু জেহি লহী বড়াঈ॥

রাম পবিত্রচরিত্র ও বিষয়বাসনাশূন্য, আর আমি রাজত্ব ভোগ করার জন্য ক্ষুধিত ও লোলুপ। আমার হৃদয়ের কঠিনতা কত আর বলিব? উহা বজ্রকেও হার মানাইয়া দেয়।

কারন তেঁ কারজু কঠিন হোই দোসু নহিঁ মোর।
কুলিস অস্থি তেঁ উপল তেঁ লোহ করাল কঠোর॥

আমারও দোষ নাই কেননা কারণ হইতে কার্য কঠিন হয়, যেমন অস্থি হইতে উৎপন্ন বজ্র অস্থি হইতে বেশী কঠোর, যেমন পাথর হইতে উৎপন্ন লোহা পাথর হইতে বেশী কঠিন।

১৮১। **কৈকেঈভব তনু অনুরাগে।**
পাঁবর প্রান অঘাই অভাগে॥
জৌঁ প্রিয়বিরহ প্রান প্রিয় লাগে।
দেখব সুনব বহুত অব আগে।

কৈকেয়ী হইতে উৎপন্ন এই দেহের প্রতি অনুরক্ত পামর প্রাণ অতিশয় অভাগা। প্রিয় রামের বিরহ সত্ত্বেও এই দেহের নিকট প্রাণ প্রিয় লাগে। ভবিষ্যতে আরও অনেক দুঃখ ইহাকে দেখিতে ও শুনিতে হইবে।

লখন রাম সিয় কহঁ বন দীন্হা।
পঠই অমরপুর পতিহিত কীন্হা॥
দীন্হ বিধবপন অপজসু আপু।
দীন্হেউ প্রজহিঁ সোকু সন্তাপু॥

কৈকেয়ী লক্ষ্মণ, রাম ও সীতাকে বনে দিয়াছেন ও স্বামীকে স্বর্গে পাঠাইয়া তাঁহার হিত করিয়াছেন। নিজে বিধবা হইয়াছেন ও অপযশ লইয়াছেন এবং প্রজাদেরও সন্তাপের কারণ হইয়াছেন।

মোহি দীন্হ সুখু সুজসু সুরাজু।
কীন্হ কৈকঈ সব কর কাজু॥
এহি তেঁ মোর কাহ অব নীকা।
তেহি পর দেন কহহু তুম্হ টীকা॥

কৈকেয়ী আমাকে সুখ, যশ ও সুন্দর রাজ্য দিয়াছেন। তিনি সকলেরই ভাল করিয়াছেন। আমার আর ইহার অধিক কি ভাল হইতে পারে? তার পর তোমরা আবার রাজ্যাভিষেক করাইতে চাহিতেছ।

কৈকইজঠর জনমি জগ মাহীঁ।
যহ মো কহঁ কছু অনুচিত নাহীঁ॥
মোরি বাত সব বিধিহি বনাঈ।
প্রজা পাঁচ কত করহু সহাঈ॥

কৈকেয়ীর গর্ভে জন্ম লইয়া আর আমার কাছে জগতে অন্যায় বলিয়া কিছুই নাই। ভগবানই আমার জন্য সব সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রজা ও পঞ্চায়েৎ, আর কেন তাহার উপর সাহায্য কর?

গ্রহগ্রহীত পুনি বাতবস তেহি পুনি বীছী মার।
তাহি পিয়াইয় বারুনী কহহু কবন উপচার॥

যাহার উপর গ্রহের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তার পর সন্নিপাত রোগ হইয়াছে তাহার উপর আবার বিছায় কামড়াইয়াছে, তাহাকেও মদ পান করাইবার আর কি প্রয়োজন আছে বল।

১৮২॥ **কৈকইসুঅন জোগ জগ জোঈ।**
চতুর বিরঞ্চি দীন্হ মোহি সোঈ॥
দসরথ তনয় রাম লঘু ভাঈ।
দীন্হি মোহি বিধি বাদি বড়াঈ॥

কৈকেয়ীপুত্রের জন্য জগতে যাহা যোগ্য, চতুর বিধাতা আমাকে তাহাই দিয়াছেন, কিন্তু আমি যে দশরথের পুত্র ও রামচন্দ্রের ছোট ভাই এই খ্যাতি বিধাতা আমাকে মিথ্যা দিয়াছেন।

তুম্হ সব কহহু কঢ়াবন টীকা।
রায়রজায়সু সব কহঁ নীকা॥
উতরু দেউঁ কেহি বিধি কেহি কেহী।
কহহু সুখেন জথা রুচি জেহী॥

তোমরা সকলে রাজটীকা দেওয়ার কথা বলিতেছ। ইহাই রাজার আজ্ঞা, আর সকলের ইহা ভাল লাগিতেছে। কাহাকে আর কিই বা উত্তর দিব? আমাকে যাহার যাহা রুচি তাহা বল।

মোহি কুমাতু সমেত বিহাঈ।
কহহু কহিহি কে কীন্হি ভলাঈ॥
মো বিনু কো সচরাচর মাহীঁ।
জেহি সিয়রামু প্রাণপ্রিয় নাহীঁ॥

আমি আর আমার কুমাতা বাদে এত ভাল আর কে করিয়াছে বল। এই স্থাবর জঙ্গম সহ জগতে আমি ছাড়া আর এমন কে আছে, যাহার নিকট সীতা ও রাম প্রাণপ্রিয় নয়?

পরমহানি সব কহঁ বড় লাহু।
অদিনু মোর নহিঁ দূষন কাহু॥
সংসয় সীল প্রেম বস অহহু।
সবুই উচিত সব জো কছু কহহু॥

পরম ক্ষতির মধ্যে সকলেই বড় লাভ দেখিতেছে। কাহাকে দোষ দিব? ইহা আমারই দুরদৃষ্ট। সকলেই নিজ নিজ সন্দেহ, শীল ও প্রেমের দ্বারা অভিভূত হইয়া আছে। অতএব যে যাহা বলিতেছে তাহাই ঠিক।

রামমাতু সুঠি সরলচিত মো পর প্রেমু বিসেষী।
কহই সুভায় সনেহ বস মোরি দীনতা দেখি॥

রামচন্দ্রের মাতা কৌশল্যার সুন্দর সরল স্বভাব আর আমার উপর তাঁহার বিশেষ ভালবাসা আছে। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহবশে আমার দীন অবস্থা দেখিয়াই বলিতেছেন।

১৮৩॥ **গুরু বিবেকসাগর জগু জানা।**
জিন্হহি বিস্ব কর বদর সমানা॥
মো কহঁ তিলকসাজ সজ সোউ।
ভয়ে বিধিবিমুখ বিমুখ সব কোউ॥

গুরু পৃথিবীবিখ্যাত জ্ঞানী। তাঁহার কাছে বিশ্ব হস্তস্থিত কুলের মত। তিনিও আমারই জন্য রাজতিলক সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ইহা দেখিয়া বলিতে হয় যে বিধাতা বিমুখ হইলে সকলেই বিমুখ হয়।

পরিহরি রামু সীয় জগ মাহীঁ।
কোউ ন কহহিঁ মোর মত নাহীঁ॥
সো মৈঁ সুনব সহব সুখু মানী।
অন্তহু কীঁচ তহাঁ জহঁ পানী॥

জগতে এক রাম সীতা ছাড়া আর এমন কেহ নাই যে বলিবে না যে রামের বনে যাওয়ায় আমার সম্মতি ছিল না। আমি সে সকল কথা শুনিয়া সুখেই সহ্য করিব। বস্তুতঃ যেখানে জল সেইখানেই ত কাদা। (আমার জন্ম খারাপ, আমার দোষ ত হইবেই।)

ডর ন মোহি জগ কহহি কি পোচু।
পরলোকহু কর নাহিন সোচু॥
একই উর বস দুসহ দবারী।
মোহি লগি ভে সিয়রাম দুখারী॥

জগৎ আমার দোষ দিলেও সে ভয় আমি করি না। পরলোকে কি হইবে, সে চিন্তা আমার নাই। আমার মনে একটাই দুঃসহ দুঃখ হইতেছে যে আমা হইতেই রামসীতা দুঃখী হইয়াছেন।

জীবনলাহু লষহু ভল পাবা।
সব তজি রামচরন মনু লাবা॥
মোর জনম রঘুবরবন লাগী।
ঝূঠ কাহ পছিতাউঁ অভাগী॥

লক্ষ্মণ জীবন সার্থক করিয়াছে, সকল ত্যাগ করিয়া রামচরণে মন দিয়াছে। আমার জন্ম ত রঘুবরকে বনে দেওয়ার জন্যই হইয়াছে। আমি অভাগা, মিছাই কেন বা কথা বলিতেছি ও অনুতাপ করিতেছি?

আপনি দারুন দীনতা কহউঁ সবহি সির নাই।
দেখে বিনু রঘুনাথ পদ জিয় কৈ জরনি ন জাই॥

আমি নত মস্তকে আমার নিতান্ত দীন অবস্থার কথা সকলকেই বলিতেছি। রঘুবীরের চরণ দর্শন না করিলে আমার বুকের দাহ যাইবে না।

১৮৪॥ **আন উপাউ মোহি নহিঁ সুঝা।**
কো জিয় কৈ রঘুবর বিনু বুঝা॥
একহি আঁক ইহই মন মাহীঁ।
প্রাতকাল চলিহউঁ প্রভুপাহীঁ॥

আমার কাছে আর অন্য কোনও উপায় নাই। এক রামচন্দ্র ছাড়া আমার হৃদয়ের কথা কে বুঝিবে? আমার মনে একই সংকল্প রহিয়াছে যে, প্রাতঃকালে প্রভুর নিকট যাইব।

জদ্যপি মৈঁ অনভল অপরাধী।
ভই মোহি কারন সকল উপাধী॥
তদপি সরন সনমুখ মোহি দেখী।
ছমি সব করিহহিঁ কৃপা বিসেষী॥

যদিও আমি অন্যায়কারী ও দোষী, যদিও আমারই জন্য এই সকল কাণ্ড ঘটিল, তথাপি আমাকে সম্মুখে শরণাপন্ন দেখিয়া আমার সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তিনি বিশেষ দয়া করিবেন।

সীলু সকুচ সুঠি সরল সুভাউ।
কৃপা সনেহ সদন রঘুরাউ॥
অরিহুক অনভল কীন্হ ন রামা।
মৈঁ সিসু সেবক জদ্যপি বামা॥

রঘুরাজ শীল ও সঙ্কোচযুক্ত এবং তাঁহার স্বভাব সুন্দর ও সরল। তিনি কৃপা ও স্নেহের নিধান। রাম শত্রুরও অহিত করেন না। আমি বিমুখ হইলেও তাঁহার শিশু সেবক বই ত নই।

তুম্হ পৈ পাঁচ মোর ভল মানী।
আয়সু আসিষ দেহু সুবানী॥
জেহি সুনি বিনয় মোহি জনু জানী।
আবহিঁ বহুরি রাম রজধানী॥

তোমরা পাঁচজন (পঞ্চ বা পঞ্চায়েৎ) আমার ভালর জন্য ভাল কথায় আমাকে আশীর্বাদ ও আজ্ঞা দাও, যেন রঘুবর আমার মিনতি শুনিয়া আমাকে তাঁহার ভক্ত বলিয়া জানিয়া আবার রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন।

জদ্যপি জনম কুমাতু তেঁ মৈঁ সঠ সদা সদোস।
আপন জানি ন ত্যাগিহহিঁ মোহি রঘুবীর ভরোস॥

যদিও কুমাতার গর্ভে আমার জন্ম, যদিও আমি দুষ্ট ও সর্বদা দোষযুক্ত, তথাপি আমাকে নিজের বলিয়া জানিয়া আমাকে ত্যাগ করিবেন না। রঘুবীরই আমার ভরসা।

১৮৫॥ **ভরত বচন সব কহঁ প্রিয় লাগে।**
রাম সনেহ সুধা জনু পাগে॥
লোগ বিয়োগ বিষম বিষ দাগে।
মন্ত্র সবীজ সুনত জনু জাগে॥

ভরতের কথা সকলেরই ভাল লাগিল, কথাগুলি যেন রামভক্তি-রূপ অমৃতে ডোবান। লোকে রাম-বিরহের বিষম বিষে জ্বলিতেছিল, সঞ্জীবন মন্ত্র শুনিয়া যেন জাগিয়া উঠিল।

মাতু সচিব গুরু পুর নর নারী।
সকল সনেহ বিকল ভয়ে ভারী॥
ভরতহিঁ কহহিঁ সরাহি সরাহী।
রাম প্রেম মুরতি তনু আহী॥

মায়েরা এবং মন্ত্রী, গুরু ও পুরের নরনারী সকলেই ভালবাসায় বড় ব্যাকুল হইল। সকলে ভরতের প্রশংসা করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, সে যেন রামের প্রেমের প্রতিমূর্তি।

তাত ভরত অস কাহে ন কহহু॥
প্রানসমান রামপ্রিয় অহহু॥
জো পাবঁরু অপনী জড়তাঈ।
তুম্হহিঁ সুগাই মাতুকুটিলাঈ॥

পামর—নীচ। সুগাই—লাগায়, সংশয় করে॥ বলিল—তাত ভরত, তুমি এ কথা কেনই বা না

বলিবে? তুমি যে রামের প্রাণের সমান প্রিয়। যে পামর নিজের মূর্খতার জন্য মায়ের কুটিলতা তোমাতে লাগাইবে,

সো সঠ কোটিক পুরুষ সমেতা।
বসহিঁ কলপসত নরকনিকেতা॥
অহি অঘ অবগুন নহিঁ মনি গহঈ।
হরই গরল দুখ দারিদ দহঈ॥

সে দুষ্ট কোটি পুরুষ সমেত নরকে গিয়া শতকল্প বাস করিবে। সাপের মণিতে সাপের পাপ ও দোষ ত থাকেই না, বরঞ্চ মণি সর্পের বিষ ও দুঃখ দারিদ্র্য দূর করে। (তোমার মাতা সাপ হইলেও তুমি তাহার মণির সমান।)

অবসি চলিয় বন রামু জহঁ ভরত মন্ত্র ভল কীন্হ।
সোকসিন্ধু বূড়ত সবহিঁ তুম্হ অবলম্বনু দীন্হ॥

ভরত, ভাল বুদ্ধি দিয়াছ, রাম যেখানে আছে সেখানে অবশ্যই চল। সকলে যখন শোকসাগরে ডুবিতেছিল তখন তুমি অবলম্বন দিলে।

১৮৬॥ ভা সব কে মন মোদু ন থোরা।
জনু ঘনধুনি সুনি চাতক মোরা॥
চলত প্রাত লখি নিরনউ নীকে।
ভরতু প্রানপ্রিয় ভে সবহী কে॥

মেঘের ডাক শুনিলে যেমন চাতক ও ময়ূরের আনন্দ হয়, ভরতের প্রস্তাবে সকলের মনে তেমনি অতিশয় আনন্দ হইল। প্রাতঃকালেই যাওয়া ঠিক হইল। ভরত সকলেরই প্রাণপ্রিয় হইলেন।

মুনিহিঁ বন্দি ভরতহিঁ সিরু নাঈ।
চলে সকল ঘর বিদা করাঈ॥
ধন্য ভরত জীবনু জগ মাহীঁ।
সীলু সনেহু সরাহত জাহীঁ॥

মুনিকে বন্দনা করিয়া ভরতকে প্রণাম করিয়া সকলে বিদায় হইয়া ঘরে গেল। সকলে যাইতে যাইতে প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল, জগতে ভরতের জীবনই ধন্য।

কহহিঁ পরসপর ভা বড় কাজু।
সকল চলই কর সাজহিঁ সাজু॥
জেহি রাখহিঁ রহু ঘররখবারী।
সো জানই জনু গরদনি মারী॥
কোউ কহ রহন কহিয় নহিঁ কাহূ।
কো ন চহই জগ জীবনলাহূ॥

একে অন্যকে বলিতে লাগিল, বড় ভাল হইল। সকলেই যাওয়ার সাজসজ্জা করিতে লাগিল। যাহাকে বাড়ীঘর দেখার জন্য রাখা গেল, সে জানিল তাহার মাথা কাটা হইল। কেহ বা বলিতেছিল, কাহাকেও থাকিতে বলিয়া কাজ নাই, জগতে জীবন সার্থক করিতে কে না চায়?

জরউ সো সম্পতি সদনসুখু সুহৃদ মাতু পিতু ভাই।
সনমুখ হোত জো রামপদ করই ন সহজ সহাই॥

যে জন রামের চরণ সম্মুখে যাওয়ার স্বাভাবিক সাহায্য না করিবে তাহার সম্পত্তি, বাড়ী, সুখ, মিত্র, মাতা, পিতা ভাই জ্বলিয়া যাউক না কেন। (তাহাতে কি আসে যায়?)

১৮৭। ঘর ঘর সাজহিঁ বাহন নানা।
হরষু হৃদয় পরভাত পয়ানা॥
ভরত জাই ঘর কীন্হ বিচারূ।
নগরু বাজি গজ ভবনু ভঁডারূ॥

ঘরে ঘরে নানা বাহন সাজান হইতে লাগিল। সকলের মনেই এই আনন্দ যে সকালেই রওনা হইতে হইবে। ভরত ঘরে গিয়া এই ভাবিলেন যে নগর হাতী ঘোড়া বাড়ী ভাণ্ডার,

সম্পতি সব রঘুপতি কৈ আহী।
জৌঁ বিনু জতন চলউঁ তজি তাহী॥
তৌ পরিনাম ন মোরি ভলাঈ।
পাপসিরোমনি সাইঁ দোহাঈ॥

সমস্ত সম্পত্তিই রঘুপতির। যদি এ সকলের যত্ন না করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাই, তাহা হইলে পরিণামে আমার ভাল হইবে না। প্রভুর শপথ লইয়া বলিতেছি, তাহা হইলে আমি পাপীর শিরোমণি হইব।

করই স্বামিহিত সেবকু সোঈ।
দূষন কোটি দেই কিন কোঈ॥
অস বিচারি সুচি সেবক বোলে।
জে সপনেহুঁ নিজ ধরমু ন ডোলে॥

সেই সেবক যে, লোকে কোটি দোষ দিলেও, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া স্বামীর হিত করে। এই ভাবিয়া ভরত যাহারা শুদ্ধচরিত্র এবং স্বপ্নেও নিজ ধর্ম হইতে টলে না, এমন সেবক ডাকিলেন।

কহি সবু মরমু ধরমু সব ভাখা।
জো জেহি লায়ক সো তহঁ রাখা॥
করি সবু জতনু রাখি রখবারে।
রামমাতু পহিঁ ভরত সিধারে॥

সকলকে মর্ম বুঝাইয়া তাহাদের কর্তব্য কি তাহা বুঝাইলেন এবং যে যেখানকার উপযুক্ত, তাহাকে সেই স্থানে রাখিলেন। যত্ন করিয়া রক্ষক নিযুক্ত করিয়া রাম-মাতা কৌশল্যার নিকট গেলেন।

আরত জননী জানি সব ভরত সনেহসুজান।
কহেউ বনাবন পালকী সজন সুখাসন জান॥

জননীরা সকলে কাতর হইয়া আছেন জানিয়া, বিজ্ঞ প্রেমপরায়ণ ভরত পালকী ও আরামে চলা যায় এমন যান সাজাইতে বলিলেন।

১৮৮॥ **চক্ক চক্কি জিমি পুর নর নারী।**
চহত প্রাত উর আরত ভারী॥
জাগত সব নিসি ভয়উ বিহানা।
ভরত বোলায়ে সচিব সুজানা॥

প্রাতঃকালের জন্য চখাচখী যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে, নগরের নরনারী কখন প্রাতঃকাল হইবে, বলিয়া তেমনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ছিল। সকলে রাত জাগিয়াই ভোর করিল। তখন ভরত জ্ঞানী মন্ত্রীকে ডাকিলেন।

কহেউ লেহু সব তিলকসমাজূ।
বনহিঁ দেব মুনি রামহিঁ রাজূ॥
বেগি চলহু সুনি সচিব জোহারে।
তুরত তুরগ রথ নাগ সঁবারে॥

বলিলেন—অভিষেকের সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া চল। মুনি বনেই রামের রাজ্যাভিষেক করিবেন, অতএব শীঘ্র চল। মন্ত্রী শুনিয়া হাত জোড় করিলেন ও শীঘ্রই ঘোড়া রথ হাতী সাজাইলেন।

অরুন্ধতী অরু অগিনিসমাজূ।
রথ চঢ়ি চলে প্রথম মুনিরাজূ॥
বিপ্রবৃন্দ চঢ়ি বাহন নানা।
চলে সকল তপ তেজ নিধানা॥

মুনিরাজ বশিষ্ঠ ও তাঁহার স্ত্রী অরুন্ধতী অগ্নিহোত্রের সামগ্রী লইয়া প্রথমে রথে চড়িয়া চলিলেন। তপস্বী ও তেজস্বী ব্রাহ্মণেরা নানা বাহনে চড়িয়া চলিলেন।

নগর লোগ সব সজি সজি যানা।
চিত্রকূট কহঁ কীন্হ পয়ানা॥
সিবিকা সুভগ ন জাহিঁ বখানী।
চঢ়ি চঢ়ি চলত ভঈঁ সব রানী॥

নগরের লোকেরা সকলে যান সাজাইয়া চিত্রকূটের দিকে চলিল। বর্ণনা করা যায় না, এমন সুন্দর শিবিকায় চড়িয়া রাণীরা সকলে চলিলেন।

সৌঁপি নগর সুচি সেবকন্হি সাদর সবহিঁ চলাই।
সুমিরি রাম সিয় চরন তব চলে ভরতু দোউ ভাই॥

নগর পবিত্র-চরিত্র সেবকদের হাতে সমর্পণ করিয়া সাদরে সকলকে যাত্রা করাইয়া রাম-সীতার চরণ স্মরণ করিয়া ভরতেরা দুই ভাই চলিলেন।

১৮৯॥ **রাম দরস বস সব নরনারী।**
জনু করি করিনি চলে তকি বারী॥
বন সিয় রামু সমুঝি মন মাহীঁ।
সানুজ ভরত পয়াদেহি জাহীঁ॥

রামের দর্শনের জন্য সকল নরনারী এমনভাবে চলিলেন, যেন পিপাসাকাতর হাতী হাতিনী জলের দিকে চলিয়াছে। রামচন্দ্র ও সীতা বনে রহিয়াছেন, এ কথা স্মরণ করিয়া ভরত ভাইয়ের সহিত পায়ে হাঁটিয়াই চলিলেন।

দেখি সনেহু লোগ অনুরাগে।
উতরি চলে হয় গয় রথ ত্যাগে॥
জাই সমীপ রাখি নিজ ডোলী।
রামমাতু মৃদুবানী বোলী॥

ভরতের এই ভালবাসা দেখিয়া লোকে প্রেম-মুগ্ধ হইল। সকলে হাতী রথ ঘোড়া ত্যাগ করিয়া নামিয়াই চলিল। এই অবস্থা দেখিয়া রামের মাতা ভরতের নিকট গিয়া পান্কী রাখিয়া মিষ্টভাবে বলিলেন—

তাত চঢ়হু রথ বলি মহতারী।
হোইহি প্রিয় পরিবারু দুখারী॥
তুম্হরে চলত চলিহি সবু লোগূ।
সকল সোক কৃস নহিঁ মগ জোগূ॥

হে প্রিয় পুত্র, তোমার বালাই লই, তুমি রথে চড়, না হইলে প্রিয় পরিবারের দুঃখ হইবে। তুমি হাঁটিয়া চলিলে সকলেই হাঁটিয়া চলিবে। আর সকলেই শোকে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, কেহই পথ চলার যোগ্য নয়।

সির ধরি বচন চরন সিরু নাঈ।
রথ চঢ়ি চলত ভয়ে দোউ ভাঈ॥
তমসা প্রথম দিবস করি বাসূ।
দুসর গোমতিতীর নিবাসূ॥

মায়ের কথা মাথায় লইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দুই ভাই রথে চড়িয়া চলিতে লাগিলেন। প্রথম দিন তমসা-তীরে বাস করিয়া দ্বিতীয় দিন গোমতী-তীরে বাস করিলেন।

পয় অহার ফল অসন এক নিসি ভোজন এক লোগ।
করত রামহিত নেম ব্রত পরিহরি ভূষন ভোগ॥

সকলে একাহারী হইয়া রাত্রে দুধ বা ফল খাইতে লাগিল। আর রামের জন্য অলঙ্কার ও ভোগ ছাড়িয়া সকলে নিয়ম ও ব্রত পালন করিতে লাগিল।

১৯০॥ **সঈ তীর বসি চলে বিহানে।**
সৃঙ্গবের পুর সব নিয়রানে॥
সমাচার সব সুনে নিষাদা।
হৃদয় বিচার করই সবিষাদা॥

সঈ নদীতীরে বাস করিয়া প্রাতে রওনা হইয়া সকলে শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে আসিলেন। গুহক নিষাদ সকল কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া ভাবিল,

কারন কবন ভরতু বন জাহীঁ।
হৈ কছু কপটভাউ মন মাহীঁ॥

জৌঁ পৈ জিয় ন হোতি কুটিলাঈ।
তৌ কত লীন্হ সঙ্গ কটকাঈ॥

ভরত বনে যাইতেছেন, ইহার কারণটা কি? মনে কিছু কপট ভাব আছে। যদি কুটিল ভাব না থাকিত, তবে সঙ্গে এত সৈন্য লইতেছেন কেন?

জানহিঁ সানুজ রামহিঁ মারী।
করউঁ অকণ্টক রাজু সুখারী॥
ভরত ন রাজনীতি উর আনী।
তব কলঙ্কু অব জীবনহানী॥

ভরত ভাবিয়াছেন, ভাই সহিত রামকে মারিয়া, নিষ্কণ্টক হইয়া সুখে রাজ্য করিব! ভরত রাজনীতি অনুযায়ী কাজ করেন নাই। তখন কেবল কলঙ্ক হইয়াছে, এখন প্রাণহানি হইবে।

সকল সুরাসুর জুরহিঁ জুঝারা।
রামহিঁ সমর ন জীতনিহারা॥
কা আচরজু ভরতু অস করহীঁ।
নহিঁ বিষবেলি অমিয়ফল ফরহীঁ॥

যদি সকল সুর-অসুর যোদ্ধা একত্র হয়, তবুও রামকে যুদ্ধে জিতিতে পারিবে না। ভরত যে এমন করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য কি? বিষবৃক্ষে কখনও অমৃত ফল ফলে না।

অস বিচারি গুহ জ্ঞাতি সন কহেউ সজগ সব হোহু।
হথবাঁসহু বোরহু তরনি কীজিয় ঘাটারোহু॥

এইপ্রকার বিচার করিয়া গুহক জ্ঞাতিদিগকে বলিলেন—সকলে সাবধান থাক, লাঠি ধর, নৌকাগুলি ডুবাইয়া দিয়া ঘাট পার বন্ধ করিয়া দাও।

১৯১॥ হোহু সঁজোইল রোকহু ঘাটা।
ঠাটহু সকল মরই কে ঠাটা॥
সনমুখ লোহ ভরত সন লেউঁ।
জিয়ত ন সুরসরি উতরন দেউঁ॥

ঠাটা—সজ্জা। লোহ—অস্ত্র। ভরতসন—ভরতের বিরুদ্ধে। সাবধান হইয়া ঘাট আটকাও, সকলে মরণের জন্য তৈয়ার হও। ভরতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর। বাঁচিয়া থাকিতে গঙ্গা পার হইতে দিও না।

সমর মরন পুনি সুর সরি তীরা।
রাম কাজু ছনভঙ্গু সরীরা॥
ভরত ভাই নৃপু মৈঁ জন নীচু।
বড়ে ভাগ অসি পাইয় মীচু॥

ছনভঙ্গু—ক্ষণভঙ্গুর॥ একে যুদ্ধে মরণ, তার পর আবার গঙ্গাতীরে। একদিকে রামের কাজ, আর একদিকে এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর। একদিকে ভরত রাজা ও রামের ভাই, আর একদিকে আমি নীচ লোক। যদি মৃত্যু হয় তবে আমার বড়ই সৌভাগ্য।

স্বামিকাজ করিহউঁ রন রারী।
জস ধবলিহউঁ ভুবন দস চারী॥
তজউঁ প্রান রঘুনাথ নিহোরে।
দুহুঁ হাথ মুদমোদক মোরে॥

প্রভুর কাজে খুব লড়াই করিব। চতুর্দশ ভুবন উজ্জ্বল যশে ভরিয়া যাইবে, (নয় ত) রঘুনাথের জন্য প্রাণত্যাগ করিব। আমার দুই হাতেই মিষ্ট লাড্ডু।

সাধু সমাজ ন জা কর লেখা।
রাম ভগত মহুঁ জাসু ন রেখা॥
জায় জিয়ত জগ সো মহিভারূ।
জননী জৌবন বিটপ কুঠারূ॥

যে ব্যক্তি সাধু বলিয়া গণ্য নয়, রামভক্ত বলিয়া যাহাকে ধরা হয় না, তাহার বৃথা জীবন। সে ভূমির ভার, সে মায়ের যৌবন-বৃক্ষের কুঠারস্বরূপ।

বিগতবিষাদ নিষাদপতি সবহিঁ বঢ়াই উছাহু।
সুমিরি রাম মাঁগেউ তুরত তরকস ধনুষ সনাহু॥

তরকস—তূণ। সনাহু—কবচ॥ নিষাদ এই সকল কথা বলিয়া বিষাদ দূর করিয়া সকলের উৎসাহ বাড়াইয়া রামকে স্মরণ করিয়া তখনই তূণীর, ধনুক ও বর্ম চাহিলেন।

১৯২॥ বেগহি ভাইহু সজহু সঁজোউ।
সুনি রজাই কদরাই ন কোউ॥
ভলেহি নাথ সব কহহিঁ সহরষা।
একহিঁ এক বঢ়াবহিঁ করষা॥

বলিলেন—ভাই, তাড়াতাড়ি সৈন্যসাজে সাজ। আজ্ঞা শুনিয়া কেহ কাতর হইও না। সকলে সানন্দে বলিল—প্রভু, ঠিক বলিয়াছেন। আর একে অন্যের উৎসাহ বাড়াইতে লাগিল।

চলে নিষাদ জোহারি জোহারী।
সুর সকল রন রূচই রারী॥
সুমিরি রাম পদ পঙ্কজ পনহী।
ভাথা বাঁধি চঢ়াইন্হি ধনহী॥

তাহারা নিষাদকে প্রণাম করিয়া চলিল। সকলেই যোদ্ধা, আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছাও খুব ছিল। রামচন্দ্রের কমল-পদের পাদুকা স্মরণ করিয়া তূণীর বাঁধিয়া ধনুকে গুণ চড়াইল।

অঁগরী পহিরি কুঁড়ি সির ধরহীঁ।
ফরসা বাঁস সেল সম করহীঁ॥
এক কুসল অতি ওড়ন খাঁড়ে।
কূদহি গগন মনহুঁ ছিতি ছাঁড়ে॥

সাঁজোয়া পরিয়া মাথায় শিরস্ত্রাণ দিল, কুঠার বর্শা বল্লম ঠিক করিয়া লইল। একজন তলোয়ার চালাইতে চতুর ছিল। সে শূন্যে লাফাইতে লাগিল, মনে হয় যেন মাটি ছাড়িয়া চলিল।

নিজ নিজ সাজু সমাজু বনাঈ।
গুহরাউতহিঁ জোহারে জাঈ॥
দেখি সুভট সব লায়ক জানে।
লেই লেই নাম সকল সনমানে॥

তাহারা নিজ নিজ সাজে দল বাঁধিয়া, গুহকরাজকে দণ্ডবৎ করিতে লাগিল। সুযোদ্ধা দেখিয়া ও উপযুক্ত জানিয়া গুহ এক এক জনের নাম ধরিয়া সকলকে সম্মান জানাইলেন।

ভাইহু লাবহু ধোখ জনি আজু কাজ বড় মোহি।
সুনি সরোষ বোলে সুভট বীর অধীর ন হোহি॥

বলিলেন—ভাই, যেন ফাঁকিতে ফেলিও না, আজ আমার বড় কাজ। সে কথা শুনিয়া যোদ্ধারা সরোষে বলিল—হে বীর, অধীর হইও না।

১৯৩॥ রামপ্রতাপ নাথ বল তোরে।
করহিঁ কটকু বিনু ভট বিনু ঘোরে॥
জীবত পাউ ন পাছে ধরহীঁ।
রুণ্ড মুণ্ড ময় মেদিনি করহীঁ

পাউ—পা। রুণ্ডমুণ্ড—মাথা ও ধড়॥ হে নাথ, রামের প্রতাপ ও তোমার বলের সাহায্যে ভরতের সৈন্যকে যোদ্ধাশূন্য ও ঘোড়াশূন্য করিব। বাঁচিয়া থাকিতে পিছু-পা হইব না। ধড় ও মাথায় পৃথিবী ছাইয়া ফেলিব।

দীখ নিষাদনাথ ভল টোলু।
কহেউ বজাউ জুঝাউ ঢোলু॥
এতনা কহত ছীক ভই বাযেঁ।
কহেউ সগুনিঅন্হ খেত সুহায়ে॥

নিষাদপতি দেখিলেন যে দলের গঠন ভাল হইয়াছে। তখন যুদ্ধের ঢোল বাজাইতে বলিলেন। এই কথা বলিতেই বামে হাঁচি হইল। যাহারা চিহ্নবিচার জানে তাহারা বলিল—ভবিষ্যৎ ক্ষেত্র সুন্দর।

বুঢ় এক কহ সগুন বিচারী।
ভরতহি মিলিয় ন হোইহি রারী॥
রামহিঁ ভরত মনাবন জাহীঁ।
সগুন কহই অস বিগ্রহ নাহীঁ॥

রারী—যুদ্ধ। মনাবন—মানাইতে, সম্মান দিতে। এক বুড়া চিহ্ন বিচার করিয়া বলিল—ভরতের সহিত মিলন হইবে, যুদ্ধ হইবে না। ভরত রামকে সম্মান করিতে যাইতেছেন। চিহ্ন বলে যে, যুদ্ধ হইবে না।

সুনি গুহ কহই নীক কহ বুঢ়া।
সহসা করি পছিতাহিঁ বিমূঢ়া॥
ভরত সুভাউ সীল বিনু বুঝে।
বড়ি হিতহানি জানি বিনু জুঝে॥

গুহ সে কথা শুনিয়া বলিলেন—বুড়া ঠিকই বলিয়াছে, হঠাৎ (না ভাবিয়া) কাজ করিয়া মূর্খেরা অনুতাপ করে। ভরতের স্বভাব ও শীল না বুঝিয়া না জানিয়া যুদ্ধ করিলে বড় অন্যায় হইবে।

গহহু ঘাট ভট সিমিটি সব লেউঁ মরমু মিলি জাই।
বুঝি মিত্র অরি মধ্য গতি তব তস করিহউঁ আই॥

গহহু—ধর, রক্ষা কর। সিমিটি—একত্র হইয়া॥ হে যোদ্ধাগণ, সকলে একত্র হইয়া ঘাট রক্ষা করিতে যাও। আমি গিয়া মিশিয়া মর্ম বুঝি, ভরত মিত্র না শত্রু না সমভাবাপন্ন। যেমন বুঝি তখন আসিয়া তেমনি করিব।

১৯৪॥ লখব সনেহু সুভায় সুহায়ে।
বৈর প্রীতি নহিঁ দুরই দুরায়ে॥
অস কহি ভেঁট সঁজোবন লাগে।
কন্দ মূল ফল খগ মৃগ মাঁগে॥

তাঁহার প্রেম ও স্বভাব সুন্দর কিনা লক্ষ্য করিব। শত্রুতা ও প্রীতি লুকাইলেও লুকান যায় না। এই কথা বলিয়া কন্দ ফল মূল পশু পক্ষী আনিয়া ভেট সাজাইতে লাগিলেন।

মীন পীন পাঠীন পুরানে।
ভরি ভরি ভার কহারন্হ আনে॥
মিলন সাজু সজি মিলন সিধায়ে।
মঙ্গলমূল সগুন সুভ পায়ে॥

বাহকেরা ভার ভরিয়া পুরাতন মোটা মাছ লইয়া চলিল। এই ভাবে সাজসজ্জা করিয়া গুহ সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। মঙ্গলসূচক শুভচিহ্ন হইল।

দেখি দূরি তে কহি নিজ নামু।
কীন্হ মুনীসহিঁ দণ্ডপ্রনামু॥
জানি রামপ্রিয় দীন্হ অসীসা।
ভরতহিঁ কহেউ বুঝাই মুনীসা॥

দূর হইতে দেখিয়া নিজের নাম বলিয়া মুনীশ্বর বশিষ্ঠকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মুনি তাঁহাকে রামের প্রিয় জানিয়া আশীর্বাদ করিলেন। মুনি ভরতকে নিষাদের কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

রামসখা সুনি স্যন্দনু ত্যাগা।
চলে উতরি উমগত অনুরাগা॥
গাউ জাতি গুহ নাউঁ সুনাঈ।
কীন্হ জোহারু মাথ মহি লাঈ॥

রামের কথা শুনিয়া ভরত রথ ছাড়িয়া প্রেমে উথলিয়া চলিলেন। গুহ তাঁহাকে গ্রাম, জাতি ও নাম শুনাইলেন ও মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

করত দণ্ডবত দেখি তেহি ভরত লীন্হ উর লাই।
মনহুঁ লষন সন ভেঁট ভই প্রেমু ন হৃদয় সমাই॥

দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে দেখিয়াই ভরত তাঁহাকে বুকে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। মনে হইল যেন ভরতের লক্ষ্মণের সহিতই দেখা হইয়াছে। তাঁহার বুকে প্রেম যেন আর ধরে না।

১৯৫॥ ভেঁটত ভরতু তাহি অতি প্রীতী।
লোগ সিহাহিঁ প্রেম কৈ রীতী॥
ধন্য ধন্য ধুনি মঙ্গলমূলা।
সুর সরাহিঁ তেহি বরিসহিঁ ফূলা॥

ভরত অতি প্রীতির সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। লোকে প্রেমের রীতি দেখিয়া প্রশংসা করিল। দেবতারাও "ধন্য ধন্য" বলিয়া প্রশংসা করিয়া মঙ্গলসূচক পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

লোক বেদ সব ভাঁতিহিঁ নীচা।
জাসু ছাঁহ ছুই লেইয় সীঁচা॥
তেহি ভরি অঙ্ক রাম লঘু ভ্রাতা।
মিলত পুলকপরিপূরিত গাতা॥

লোকের আচার অনুসারে ও বেদের নির্দেশ অনুসারে যে (গুহক) সকল প্রকারে নীচ, যাহার ছায়া ছুঁইলেও স্নান করিতে হয়, তাহাকে ভরত বুকে লইলেন। মিলনে তাঁহার শরীরে পুলক হইল।

রাম রাম কহি জে জমুহাহীঁ।
তিন্হহিঁ ন পাপ পুঞ্জ সমুহাহীঁ॥
এহি তৌ রাম লাই উর লীন্হা।
কুলসমেত জগ পাবন কীন্হা॥

যে "রাম রাম" বলিয়া হাই তোলে, তাহার পাপ থাকে না। আর ইহাকে ত রাম বুকেই লইয়াছিলেন, জগতে ইহার কুল সমেত সকলকে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

করমনাস জলু সুরসরি পরঈ।
তেহি কো কহহু সীস নহিঁ ধরঈ॥
উলটা নামু জপত জগু জানা।
বালমীকি ভয়ে ব্রহ্মসমানা॥

গঙ্গায় যখন কর্মনাশার জল পড়ে, তখন সে জল কে না মাথায় লয়? জগতের লোক জানে যে উল্টা রাম নাম জপ করিয়া বাল্মীকি ব্রহ্মসমান হইয়াছিলেন।

স্বপচ সবর খস জমন জড় পাঁবর কোল কিরাত।
রাম কহত পাবন পরম হোত ভুবন বিখ্যাত॥

চণ্ডাল, শবর, খস, যবন, মূর্খ, নীচ, কোল, কিরাত, ইহারাও যদি "রাম রাম" বলে তবে পরম পবিত্র হয়, সংসারে বিখ্যাত হয়।

১৯৬॥ নহিঁ অচরজু জুগ জুগ চলি আঈ।
কেহি ন দীন্হি রঘুবীর বড়াঈ॥
রাম নাম মহিমা সুর কহহীঁ।
সুনি সুনি অবধ লোগ সুখ লহহীঁ॥

ঐপ্রকার হওয়ায় কিছু আশ্চর্য নাই। যুগ যুগ ইহাই চলিয়া আসিতেছে। রামচন্দ্র কাহাকেই না বড় করিয়া দিয়াছেন! দেবতারা রামনামের মহিমা গান করেন, শুনিয়া শুনিয়া অযোধ্যাবাসীরা সুখ পায়।

রামসখহিঁ মিলি ভরতু সপ্রেমা।
পূছী কুসল সুমঙ্গল খেমা॥
দেখি ভরত কর সীলু সনেহু।
ভা নিষাদ তেহি সময় বিদেহু॥

ভরত ভালবাসার সহিত রামের সখাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার শুভ ও মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরতের শীল ও ভালবাসা দেখিয়া নিষাদের সেই সময় দেহের জ্ঞান চলিয়া গেল।

সকুচ সনেহু মোদু মন বাঢ়া।
ভরতহিঁ চিতবত একটক ঠাঢ়া॥
ধরি ধীরজু পদ বন্দি বহোরী।
বিনয় সপ্রেম করত কর জোরী॥

তাঁহার মনে সঙ্কোচ, স্নেহ ও আনন্দ বাড়িল, এক দৃষ্টিতে ভরতকে দেখিতে লাগিলেন। ধৈর্য ধরিয়া চরণ বন্দনা করিয়া করজোড়ে প্রেমের সহিত বিনয় করিলেন।

কুসল মূল পদপঙ্কজ পেখী।
মৈঁ তিহুঁ কাল কুসল নিজ লেখী॥
অব প্রভু পরম অনুগ্রহ তোরে।
সহিত কোটি কুল মঙ্গল মোরে॥

কুশলের মূল আপনার চরণপদ্ম দেখিয়া আমি তিন কালেই নিজের কুশল বলিয়া জানিতেছি। হে প্রভু, এখন আপনার পরম অনুগ্রহে কোটিকুল সহ আমার মঙ্গল হইল।

সমুঝি মোরি করতুতি কুলু প্রভু মহিমা জিয় জোই।
জো ন ভজই রঘুবীর পদ জগ বিধিবঞ্চিত সোই॥

জিয় জোই—হৃদয়ে দেখিয়া, বিচার করিয়া॥ আমার কার্য ও কুল বুঝিয়াও এবং প্রভুর মহিমা মনে বিচার করিয়াও যে রঘুবীর-পদ ভজনা করে না, বিধাতা সে ব্যক্তিকে জগতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

১৯৭ ॥ **কপটী কায়রু কুমতি কুজাতী।**
লোক বেদ বাহের সব ভাঁতী॥
রাম কীন্‌হ আপন জবহী তেঁ।
ভয়উঁ ভুবন ভূষন তবহী তেঁ॥

আমি কপট ভীরু দুর্বুদ্ধি ও কুজাতি, সকল রকমেই লোকের ও বেদের বাহির। কিন্তু যখন হইতে রাম আমাকে নিজের করিয়া লইয়াছেন, তখন হইতেই আমি জগতের অলঙ্কার হইয়াছি।

দেখি প্রীতি সুনি বিনয় সুহাঈ।
মিলেউ বহোরি ভরত লঘু ভাঈ॥
কহি নিষাদ নিজ নামু সুবানী।
সাদর সকল জোহারী রানী॥

নিষাদের প্রেম দেখিয়া ও তাঁহার সুন্দর বিনয় লক্ষ্য করিয়া শত্রুঘ্ন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নিষাদ বিনয়বাক্যে নিজের নাম বলিয়া আদরের সহিত রাণীদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

জানি লষনসম দেহিঁ অসীসা।
জিয়হু সুখী সয় লাখ বরীসা॥
নিরখি নিষাদু নগর নর নারী।
ভয়ে সুখী জনু লষনু নিহারী॥

মায়েরা নিষাদকে লক্ষ্মণের সমান মনে করিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—শত লক্ষ বৎসর বাঁচিয়া থাক। লক্ষ্মণকে দেখিলে নগরের নরনারীর যে সুখ হইত, নিষাদকে দেখিয়া তাহাই হইল।

কহহিঁ লহেউ এহি জীবন লাহু।
ভেঁটেউ রামভদ্র ভরি বাহু॥
সুনি নিষাদু নিজ ভাগ বড়াঈ।
প্রমুদিত মন লৈ চলেউ লেবাঈ॥

তাহারা বলিল—এই ব্যক্তি জীবন সার্থক করিয়াছে। রামচন্দ্রকে বাহু ভরিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে। নিষাদ নিজ ভাগ্যের প্রশংসা শুনিয়া আনন্দিত মনে তাঁহাদিগকে লইয়া চলিলেন।

সনকারে সেবক সকল চলে স্বামি রুখ পাই।
ঘর তরু তর সর বাগ বন বাস বনায়ন্‌হি জাই॥

নিষাদ সেবকদিগকে ইঙ্গিত করিলে তাহারা প্রভুর ইচ্ছা জানিয়া চলিল এবং গিয়া ঘরে, গাছের তলায়, নদীতীরে, বাগানে ও বনে বাসের স্থান প্রস্তুত করিল।

১৯৮ ॥ **সৃঙ্গবের পুর ভরত দীখ জব।**
ভে সনেহবস অঙ্গ সিথিল তব॥
সোহত দিয়ে নিষাদহি লাগু।
জনু তনু ধরে বিনয় অনুরাগু॥

ভরত যখন শৃঙ্গবেরপুর দেখিলেন তখন প্রেমে তাঁহার শরীর শিথিল হইল। নিষাদের কাঁধে হাত দিয়া থাকায় এমন শোভা হইয়াছিল যে, মনে হইল বিনয় ও অনুরাগ শরীর ধরিয়া আছে।

এহি বিধি ভরত সেনু সব সঙ্গা।
দীখ জাই জগপাবনি গঙ্গা॥
রামঘাট কহঁ কীন্‌হ প্রনামু।
ভা মনু মগনু মিলে জনু রামু॥

এইভাবে ভরত সকল সেনা সঙ্গে লইয়া জগৎ-উদ্ধারিণী গঙ্গা দেখিলেন। রামঘাটকে প্রণাম করিলে মন মুগ্ধ হইল, মনে হইল যেন রামেরই সঙ্গ পাইয়াছেন।

করহিঁ প্রনাম নগর নর নারী।
মুদিত ব্রহ্মময় বারি নিহারী॥
করি মজ্জনু মাঁগহিঁ কর জোরী।
রামচন্দ্র পদ প্রীতি ন থোরী॥

নগরের নরনারীরা ব্রহ্মময় গঙ্গাজল দেখিয়া আনন্দিত হইয়া প্রণাম করিল। স্নান করিয়া হাত জোড় করিয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেন তাহাদের রামপদে অসীম ভালবাসা হয়।

ভরত কহেউ সুরসরি তব রেনু।
সকল সুখদ সেবক সুর ধেনু॥
জোরি পানি বর মাঁগউঁ এহু।
সীয় রাম পদ সহজ সনেহু॥

ভরত বলিলেন—হে গঙ্গা, তোমার বালিকণা সকল সুখদায়ক এবং সেবকের কামধেনুস্বরূপ। হাত জোড় করিয়া এই বর চাহিতেছি, সীতারামের চরণে যেন স্বাভাবিক ভালবাসা থাকে।

এহি বিধি মজ্জনু ভরতু করি গুরুঅনুসাসন পাই।
মাতু নহানীঁ জানি সব ডেরা চলে লেবাই॥

এইভাবে ভরত গুরুর আদেশ পাইয়া স্নান করিয়া ও মায়েরা স্নান করিয়াছেন দেখিয়া সকলকে বাসস্থানে লইয়া চলিলেন।

১৯৯ ॥ **জহঁ তহঁ লোগন্‌হ ডেরা কীন্‌হা।**
ভরত সোধু সবহী কর লীন্‌হা॥
সুর সেবা করি আয়সু পাঈ।
রামমাতু পহিঁ গে দোউ ভাঈ॥

যেখানে সেখানে লোকেরা বাসের স্থান করিল। ভরত সকলের খোঁজ লইলেন। দেবপূজা করিয়া গুরুর অনুমতি লইয়া দুই ভাই রামমাতা কৌশল্যার কাছে গেলেন।

চরন চাঁপি কহি কহি মৃদুবানী।
জননী সকল ভরত সনমানী॥

তাইহিঁ সৌঁপি মাতুসেবকাঈ।
আপু নিষাদহি লীন্হ বোলাঈ॥

মিষ্ট মিষ্ট কথা বলিয়া ও পা টিপিয়া ভরত মায়েদের সেবা করিলেন। পরে শত্রুঘ্নকে মায়েদের সেবায় লাগাইয়া নিজে নিষাদকে ডাকিয়া লইলেন।

চলে সখা কর সো কর জোরে।
সিথিল সরীর সনেহু ন থোরে॥
পুছত সখহি সো ঠাউঁ দেখাউ।
নেকু নয়ন মন জরনি জুড়াউ॥

ভরত মিত্রের হাতে হাত দিয়া চলিলেন। প্রবল স্নেহের ভরে তাঁহার শরীর শিথিল হইল। সখা নিষাদকে বলিলেন—সেই স্থান দেখাইয়া আমার শরীর চোখ ও মনের জ্বালা জুড়াও,

জহঁ সিয় রামু লখনু নিসি সোয়ে।
কহত ভরে জল লোচনকোয়ে॥
ভরতবচন সুনি ভয়উ বিষাদূ।
তুরত তহাঁ লেই গয়উ নিষাদূ॥

যেখানে সীতা রাম ও লক্ষ্মণ রাত্রে ঘুমাইয়াছিলেন। এই কথা বলিতেই তাঁহার চক্ষু-কোষ জলে ভরিয়া গেল। ভরতের কথা শুনিয়া নিষাদের দুঃখ হইল। নিষাদ তখনই তাঁহাকে সেইস্থানে লইয়া গেলেন।

জহঁ সিংসুপা পুনীততরু রঘুবর কিয় বিশ্রামু।
অতি সনেহ সাদর ভরত কীন্হে দণ্ড প্রনামু॥

যেখানে রঘুবর বিশ্রাম করিয়াছিলেন সেই পবিত্র শিশু গাছকে অতি প্রেমে, অতি আদরে ভরত দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন।

২০০ ॥ **কুস সাথরী নিহারি সুহাঈ।**
কীন্হ প্রনাম প্রদচ্ছিন জাঈ॥
চরন রেখ রজ আঁখিন্হ লাঈ।
বনই ন কহত প্রীতি অধিকাঈ॥

সুন্দর কুশের শয্যা দেখিয়া উহা প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন ও চরণচিহ্নের ধূলি চোখে লাগাইয়া লইলেন। সে প্রেমের প্রবলতা বলা যায় না।

কনকবিন্দু দুই চারিক দেখে।
রাখে সীস সীয়সম লেখে॥
সজল বিলোচন হৃদয় গলানী।
কহত সখা সন বচন সুবানী॥

সীতার বস্ত্রচ্যুত দুই চারিটা সোণার বিন্দু দেখিয়া উহাকে সীতার মত মনে করিয়া মাথায় রাখিলেন। তাঁহার মনে ব্যথা ও চোখে জল দেখা দিল। তিনি সখাকে মিষ্ট বাক্যে বলিতে লাগিলেন—

শ্রীহত সীয়বিরহ দুতিহীনা।
জথা অবধ নরনারি মলীনা॥
পিতা জনক দেউঁ পটতর কেহী।
করতল ভোগ জোগ জগ জেহী॥

সোণার বিন্দু কয়টি সীতার বিরহে অযোধ্যার নরনারীর মত শ্রীহীন, উজ্জ্বলতাশূন্য ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। কাহার সহিত সীতার তুলনা দিব? যাঁহার হাতের মধ্যে জগতের সকল ভোগ ও যোগ, সেই জনক সীতার পিতা।

সসুর ভানু কুল ভানু ভুআলু।
জেহি সিহাত অমরাবতিপালু॥
প্রানুনাথ রঘুনাথ গোসাঈঁ।
জো বড় হোত সো রামবড়াঈ॥

ইন্দ্রও যাঁহাকে ঈর্ষা করিতেন, সেই সূর্যকুলের সূর্যস্বরূপ রাজা দশরথ সীতার শ্বশুর, যাঁহার অনুগ্রহেই যে বড় হইবার সে বড় হয়, সেই প্রভু রঘুনাথ, সীতার প্রাণনাথ।

পতিদেবতা সুতীয় মনি সীয় সাথরী দেখি।
বিহরত হৃদয় ন হহরি হর পবি তেঁ কঠিন বিসেষি॥

পতিদেবতা—পতিব্রতা॥ পতিব্রতা ও উত্তম স্ত্রীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সীতার শয্যা দেখিয়াও যে আমার হৃদয় সশব্দে ফাটিতেছে না, তাহাতে বুঝি যে উহা বজ্র হইতেও কঠোর।

২০১ ॥ **লালনজোগু লখন লঘু লোনে।**
ভে ন ভাই অস অহহিঁ ন হোনে॥
পুরজন প্রিয় পিতু মাতু দুলারে।
সিয় রঘুবীরহিঁ প্রানপিয়ারে।

লক্ষ্মণের মত সুন্দর ছোট ভাই পালনের যোগ্য, এমন ভাই হয় নাই, হইবেও না। সে নগরবাসীদিগের প্রিয়, পিতা মাতার দুলাল ও সীতা রামের প্রাণপ্রিয়।

মৃদুমূরতি সুকুমার সুভাউ।
তাতি বাউ তন লাগ ন কাউ।
তে বন সহহিঁ বিপতি সব ভাঁতী।
নিদরে কোটি কুলিস এহি ছাতী॥

বাউ—বাতাস। তন—শরীর। কাউ—কখন॥ কোমল মধুর তাহার মূর্তি, সুকুমার তাহার স্বভাব, তাহার শরীরে গরম হাওয়াও কখনো লাগে নাই। সে বনে সকলরকম কষ্ট সহ্য করিতেছে। আমার বুক কোটি বজ্রের অপেক্ষাও কঠিন বলিয়াই ইহাতেও ফাটিতেছে না।

রাম জনমি জগু কীন্হ উজাগর।
রূপ সীল সুখ সব গুনসাগর॥
পুরজন পরিজন গুরু পিতু মাতা।
রামসুভাউ সবহিঁ সুখদাতা॥

রাম জন্মিয়া জগৎ উজ্জ্বল করিয়াছেন। রাম রূপ, শীল ও সকল গুণের সাগর। নগরের নরনারী, পরিজন, গুরু, পিতামাতা রামের স্বভাবে সকলেই সুখী।

বৈরিউ রামবড়াঈ করহীঁ।
বোলনি মিলনি বিনয় মন হরহীঁ॥
সারদ কোটি কোটি সত সেখা।
করি ন সকহিঁ প্রভু গুন গন লেখা॥

শত্রুও রামের সুখ্যাতি করে। রামের কথা মিলন ও বিনয় মন হরণ করে। কোটি কোটি সরস্বতী ও শেষনাগ প্রভুর গুণের সংখ্যা করিতে পারে না।

সুখসরূপ রঘু বংস মনি মঙ্গল মোদ নিধান।
তে সোবত কুস ডাসি মহি বিধিগতি অতিবলবান॥

রঘুকুলভূষণ রাম সুখের স্বরূপ, মঙ্গল ও আনন্দের খনি। তিনিও মাটিতে কুশ পাতিয়া শুইয়া থাকেন। বিধাতার গতি বড় বলবান।

২০২॥ রাম সুনা দুখ কান ন কাউ।
জীবনতরু জিমি জোগবই রাউ॥
পলক নয়ন ফনি মনি জেহি ভাঁতী।
জোগবহিঁ জননি সকল দিনরাতী॥

দুঃখের কথা রাম কখন কানেও শোনেন নাই। রাজা তাঁহাকে জীবনবৃক্ষের মত রক্ষা করিতেন। পলক যেমন চোখকে রক্ষা করে, সাপ যেমন মণিকে রক্ষা করে, মায়েরা রামকে তেমনি রক্ষা করিতেন।

তে অব ফিরত বিপিন পদচারী।
কন্দ মূল ফল ফূল অহারী॥
ধিগ কৈকেঈ অমঙ্গলমূলা।
ভইসি প্রান প্রিয়তম প্রতিকূলা॥

সেই রাম এখন পায় হাঁটিয়া বনে বনে ঘুরিতেছেন, কন্দ ফল মূল খাইয়া আছেন। অমঙ্গলের কারণ কৈকেয়ীকে ধিক্। সে প্রাণপ্রিয়তমের বিরুদ্ধ হইয়াছে।

মৈঁ ধিগধিগ অঁঘউদধি অভাগী।
সবু উতপাতু ভয়উ জেহি লাগী॥
কুলকলঙ্কু করি সৃজেউ বিধাতা।
সাইঁ দোহ মোহি কীন্হ কুমাতা॥

পাপের সমুদ্র হতভাগ্য আমাকে ধিক্। আমা হইতে সকল বিড়ম্বনার উৎপত্তি। বিধাতা আমাকে কুলের কলঙ্ক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কুমাতা আমাকে প্রভুদ্রোহী করিয়াছেন।

সুনি সপ্রেম সমুঝাব নিষাদূ।
নাথ করিয় কত বাদি বিষাদূ॥
রাম তুম্হহিঁ প্রিয় তুম্হ প্রিয় রামহিঁ।
এহ নিরজোসু দোসু বিধি বামহিঁ॥

তাঁহার কথা শুনিয়া নিষাদ আদর করিয়া বুঝাইলেন। বলিলেন—বৃথা দুঃখ করিবেন না। রাম আপনার প্রিয়, আপনি রামের প্রিয়। ইহাতে সকলেই নির্দোষ, দোষ কেবল বিরূপ বিধাতার।

ছন্দ ঃ—বিধি বাম কী করনী কঠিন জেহি মাতু কীন্হী বাবরী।
তেহি রাতি পুনি পুনি করহিঁ প্রভু সাদর সরাহন রাবরী॥
তুলসী ন তুম্হ সোঁ রাম প্রীতমু কহতু হৌঁ সৌঁহেঁ কিয়ে।
পরিনামু মঙ্গলু জানি অপনে আনিয়ে ধীরজু হিয়ে॥

বিরূপ বিধাতার কাজ কঠিন, বিধাতাই মাকে পাগল করিয়াছিলেন। সেই রাত্রে প্রভু বার বার সাদরে আপনার প্রশংসা করিয়াছেন। তুলসী শপথ করিয়া বলে যে, আপনার চেয়ে প্রিয় রামের কেহ নাই। পরিণামে মঙ্গল হইবে জানিয়া হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ করুন।

সোঃ অন্তরজামী রামু সকুচ সপ্রেম কৃপায়তন।
চলিয় করিয় বিশ্রামু যহ বিচার দৃঢ় আনি মন॥

রামচন্দ্র অন্তর্যামী, সঙ্কোচময়, প্রেমময় ও কৃপাময়। এই কথা মনে মনে স্থির করিয়া চলুন, বিশ্রাম করিবেন।

২০৩॥ সখাবচন সুনি উর ধরি ধীরা।
বাস চলে সুমিরত রঘুবীরা॥
যহ সুধি পাই নগর নর নারী।
চলে বিলোকন আরত ভারী॥

সখার কথা শুনিয়া ধৈর্য ধরিয়া রঘুবীরকে স্মরণ করিতে করিতে ভরত বাসস্থানে চলিলেন। নগরের নরনারী এ সংবাদ পাইয়া অতি দুঃখিত হইয়া দেখিতে চলিল।

পরদছিনা করি করহিঁ প্রনামা।
দেহিঁ কৈকেইহি খোরি নিকামা॥
ভরি ভরি বারি বিলোচন লেহীঁ।
বামবিধাতহি দূষন দেহীঁ॥

তাহারা ভরতকে প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রণাম করিয়া কৈকেয়ীকে মিথ্যা দোষ দিতে লাগিল। তাহাদের চোখ জলে ভরিয়া যাইতেছিল ও বিরূপ বিধাতাকে দোষ দিতেছিল।

এক সরাহহিঁ ভরতসনেহু।
কোউ কহ নৃপতি নিবহেউ নেহু॥
নিন্দহিঁ আপু সরাহি নিষাদহি।
কো কহি সকই বিমোহ বিষাদহি॥

কেহ ভরতের প্রেমের প্রশংসা করিতেছিল। কেহ বলিতেছিল, রাজা প্রেমের কার্য পূর্ণ করিয়াছেন। আবার

কেহ বা নিষাদকে প্রশংসা করিয়া নিজের নিন্দা করিতেছিল। দুঃখের মোহ যে কি প্রকার তাহা কে বলিবে ?

এহি বিধি রাতি লোগু সবু জাগা।
ভা ভিনুসারু গুদারা লাগা॥
গুরুহিঁ সুনাব চঢ়াই সুহাঈ।
নঈ নাব সব মাতু চঢ়াঈ॥
দণ্ড চারি মহঁ ভা সব পারা।
উতরি ভরত তব সবহি সঁভারা॥

এইভাবে সকলে রাত জাগিল। সকাল হইলে খেয়া নৌকা লাগিল। ভরত গুরুকে ভালভাবে সুন্দর নৌকায় চড়াইলেন। প্রণাম করিয়া মাতাদিগকে নৌকায় চড়াইলেন। চারিদণ্ডের মধ্যে সকলে পার হইলেন। ভরত পার হইয়া সকলকে সামলাইয়া লইলেন।

প্রাতক্রিয়া করি মাতুপদ বন্দি গুরুহি সির নাই।
আগে কিয়ে নিষাদগন দীন্হেউ কটক চলাই॥

প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া, মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া নিষাদদিগকে সম্মুখে দিয়া সৈন্যদল রওনা করাইলেন।

২০৪॥ কিয়েউ নিষাদনাথু অগুআঈ।
মাতু পালকী সকল চলাঈ॥
সাথ বোলাই ভাই লঘু দীন্হা।
বিপ্রন্হ সহিত গবনু গুরু কীন্হা॥

মায়েদের পাল্‌কীর আগে আগে গুহ নিষাদকে দিয়া পাল্‌কী চালাইলেন। শত্রুঘ্নকে ডাকিয়া সঙ্গে দিলেন। ব্রাহ্মণদের সহিত গুরু চলিলেন।

আপু সুরসরিহিঁ কীন্হ প্রনামূ।
সুমিরে লখনসহিত সিয়রামূ॥
গবনে ভরত পয়াদেহি পায়ে।
কোতল সঙ্গ জাহিঁ ডোরিআয়ে॥

গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মণ সহিত সীতা রামকে স্মরণ করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতেই ভরত চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে লাগাম বাঁধা ঘোড়া চলিতে লাগিল।

কহহিঁ সুসেবক বারহিঁ বারা।
হোইয় নাথ অস্ব অসবারা॥
রামু পয়াদেহি পায় সিধায়ে।
হম কহঁ রথ গজ বাজি বনায়ে॥

সেবকেরা বার বার বলিতেছিল—প্রভু, আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া চলুন। ভরত বলিলেন—রাম পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছেন, আমার জন্য রথ হাতী ঘোড়া সাজান হইয়াছে।

সিরভর জাউ উচিত অস মোরা।
সব তেঁ সেবকধরমু কঠোরা॥
দেখি ভরতগতি সুনি মৃদুবানী।
সব সেবকগন গরহিঁ গলানী॥

আমার ত উচিত (পায়ে না হাঁটিয়া) মাথা দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া। সেবকের ধর্ম সকলের অপেক্ষা কঠিন। ভরতের অবস্থা দেখিয়া ও তাঁহার মিষ্ট কথা শুনিয়া ভৃত্যেরা দুঃখে গলিয়া গেল।

ভরত তীসরে পহর কহঁ কীন্হ প্রবেসু প্রয়াগ।
কহত রাম সিয় রাম সিয় উমগি উমগি অনুরাগ॥

ভরত প্রেমে উথলিয়া উঠিয়া "রামসীতা, রামসীতা" বলিতে বলিতে তৃতীয় প্রহরে প্রয়াগে প্রবেশ করিলেন।

২০৫॥ ঝলকা ঝলকত পায়ন্হ কৈসে।
পঙ্কজকোস ওসকন জৈসে॥
ভরত পয়াদেহি আয়ে আজু।
ভয়উ দুখিত সুনি সকলসমাজু॥

ভরতের পায়ে ফোস্‌কা এমন ঝক্ ঝক্ করিতেছিল যেন পদ্ম-কুঁড়িতে শিশির জল্ জল্ করিতেছে। আজ ভরত পায়ে হাঁটিয়াই আসিয়াছেন শুনিয়া সকল লোক দুঃখিত হইল।

খবরি লীন্হ সব লোগ নহায়ে।
কীন্হ প্রনামু ত্রিবেনিহি আয়ে॥
সবিধি সিতাসিত নীর নহানে।
দিয়ে দান মহিসুর সনমানে॥

সিতাসিত—সাদা কালো, গঙ্গা-যমুনার জল॥ ভরত সংবাদ লইলেন যে, সকলের স্নান হইয়াছে। তখন ত্রিবেণীতে আসিয়া প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে দান দিয়া সম্মান করিয়া ত্রিবেণীর সাদাকালো জলে স্নান করিলেন।

দেখত স্যামল ধবল হলোরে।
পুলকি সরীর ভরত কর জোরে॥
সকল কামপ্রদ তীরথরাউ।
বেদবিদিত জগ প্রগট প্রভাউ॥

শ্যামল ও ধবল জলের ঢেউ দেখিয়া পুলকিত শরীরে হাত জোড় করিয়া ভরত বলিলেন—তীর্থরাজ, তুমি সকল কামপ্রদ, বেদে বিখ্যাত এবং জগতে তোমার প্রভাবের কথা জানা আছে।

মাগউঁ ভীখ ত্যাগি নিজ ধরমূ।
আরত কাহ ন করই কুকরমূ॥
অস জিয় জানি সুজান সুদানী।
সফল করহিঁ জগ জাচকবানী॥

নিজের ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। আর্তজন কত কুকর্মই না করিয়া থাকে, এই কথা মনে রাখিয়া জগতে বিখ্যাত দানশীল, তুমি যাচকের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

অরথ ন ধরম ন কাম রুচি গতি ন চহউঁ নিরবান।
জনম জনম রতি রামপদ যহ বরদানু ন আন॥

অর্থ, ধর্ম ও কামে আমার রুচি নাই। আমি নির্বাণ গতিও চাহি না। জন্ম জন্ম যেন রাম-চরণে ভক্তি থাকে, কেবল এই বর চাই, অন্য কিছু নয়।

২০৬ ॥ **জানহু রামু কুটিল করি মোহী।**
লোগু কহউ গুরু সাহিব দ্রোহী॥
সীতা রাম চরন রতি মোরে।
অনুদিন বঢ়উ অনুগ্রহ তোরে॥

রামচন্দ্র আমাকে কুটিল বলিয়াই জানুন। লোকে আমাকে গুরু ও প্রভুদ্রোহীই বলুক। হে তীর্থরাজ, তোমার অনুগ্রহে আমার যেন সীতারামের চরণে ভক্তি প্রতিদিন বাড়িতে থাকে।

জলদ জনম ভরি সুরতি বিসারউ।
জাচত জলু পবিপাহন ডারউ॥
চাতকু রটনি ঘটে ঘটি জাঈ।
বঢ়ে প্রেম সব ভাঁতি ভলাঈ॥

মেঘ যদি জন্ম জন্ম চাতককে ভুলিয়াই যায়, যদি জল চাহিতে বজ্র ও শিলা ফেলে, যদি চাতকেরও ডাকা কমিতে কমিতে কমিয়া যায়, তবুও প্রেম বাড়িলে সকল দিকেই ভাল হয়।

কনকহি বান চঢ়ই জিমি দাহে।
তিমি প্রিয় তম পদ নেম নিবাহে॥
ভরতবচন সুনি মাঁঝ ত্রিবেনী।
ভই মৃদুবানি সুমঙ্গল দেনী॥

সোনাকে পোড়াইতে পোড়াইতে যেমন উহাতে রং চড়িতে থাকে, তেমনি প্রিয়তমের পদে প্রেমেরও অবস্থা হইয়া থাকে। ভরতের কথা শুনিয়া ত্রিবেণীর মধ্য হইতে সুমঙ্গলদায়ক মিষ্ঠ দৈববাণী হইল—

তাত ভরত তুম্হ সব বিধি সাধূ।
রাম চরন অনুরাগ অগাধু॥
বাদি গলানি করহু মন মাহীঁ।
তুম্হ সম রামহিঁ কোউ প্রিয় নাহীঁ॥

হে পুত্র ভরত, তুমি সকল প্রকারেই সাধু, রামচরণে তোমার অগাধ অনুরাগ। মিথ্যা মনে কষ্ট পাইও না, তোমার মত রামের প্রিয় আর কেহই নাই।

তনু পুলকেউ হিয় হরষ সুনি বেনিবচন অনুকূল।
ভরত ধন্য কহি ধন্য সুর হরষিত বরষহিঁ ফূল॥

ত্রিবেণীর অনুকূল বাক্য শুনিয়া তাঁহার শরীরে পুলক হইল। ভরতকে "ধন্য ধন্য" বলিয়া স্বর্গ হইতে দেবতারা আনন্দে ফুল বর্ষণ করিলেন।

২০৭ ॥ **প্রমুদিত তীরথ রাজ নিবাসী।**
বৈখানস বটু গৃহী উদাসী॥
কহহিঁ পরসপর মিলি দস পাঁচা।
ভরত সনেহ সীলু সুচি সাঁচা॥

তীর্থরাজনিবাসী, বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী, গৃহী ও উদাসীরা সকলে সন্তুষ্ট হইল। পাঁচ দশজন একত্র হইয়া বলিতে লাগিল, ভরতের প্রেম ও শীল পবিত্র ও খাঁটি।

সুনত রাম গুন গ্রাম সুহায়ে।
ভরদ্বাজ মুনিবর পহিঁ আয়ে॥
দণ্ডপ্রনামু করত মুনি দেখে।
মুরতিবন্ত ভাগ নিজ লেখে॥

রামের সুন্দর গুণগ্রাম শুনিতে শুনিতে ভরত ভরদ্বাজ মুনির নিকট আসিলেন। তাঁহাকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতেই মুনি তাকাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সৌভাগ্য যেন মূর্তি লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ধাই উঠাই লাই উর লীন্হে।
দীন্হি অসীস কৃতারথ কীন্হে॥
আসন দীন্হ নাই সিরু বৈঠে।
চহত সকুচ গৃহ জনু ভজি পৈঠে॥

তাড়াতাড়ি উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, আশীর্বাদ দিয়া কৃতার্থ করিলেন ও আসন দিলেন। ভরত প্রণাম করিয়া এমন ভাবে সঙ্কোচের সহিত বসিলেন, যেন লাজঘরে ঢুকিতে চাহিতেছেন।

মুনি পুছব কিছু যহ বড় সোচু।
বোলে রিষি লখি সীলসঁকোচু॥
সুনহু ভরত হম সব সুধি পাঈ।
বিধিকরতব পর কিছু ন বসাঈ॥

ভরতের মনে বড় আশঙ্কা হইল পাছে মুনি কিছু জিজ্ঞাসা করেন। ভরতের শীল ও সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া ঋষি বলিলেন—হে ভরত, শোন। আমি সকল সংবাদ পাইয়াছি, বিধাতার কাজের উপর ত কোন হাত নাই।

তুম্হ গলানি জিয় জনি করহু সমুঝি মাতুকরতুতি।
তাত কৈকইহি দোসু নহিঁ গঈ গিরা মতিধুতি॥

মায়ের কাজ বুঝিয়া তুমি মনে কষ্ট পাইও না। হে তাত, কৈকেয়ীরও দোষ নাই। সরস্বতীই উহার বুদ্ধি বিগড়াইয়া দিয়াছিলেন।

২০৮ ॥ **যহউ কহত ভল কহিহি ন কোউ।**
লোকু বেদু বুধসম্মত দোউ॥
তাত তুম্হার বিমলজসু গাঈ।
পাইহি লোকউ বেদু বড়াই॥

তুমি যে দুঃখিত হইয়া আছ, উহা ত কেহ ভাল বলিবে না। লোকাচার ও বেদবিধি দুইটাই পণ্ডিতগণের সম্মত। হে তাত, তোমার বিমল যশের কথা গাহিয়া লোক ও বেদ খ্যাতি পাইবে।

লোক বেদ সম্মত সব কহঈ।
জেহি পিতু দেই রাজু সো লহঈ॥

রাউ সত্যব্রত তুম্হহিঁ বোলাঈ।
দেত রাজু সুখু ধরমু বড়াঈ॥

এ কথা ত লোকাচার ও বেদ সম্মত যে যাহাকে পিতা রাজ্য দিবেন, সেই লইবেন। সত্যব্রত রাজা তোমাকে ডাকিয়া রাজ্য দিতেন ত সুখ ও ধর্ম হইতে থাকিত এবং প্রশংসার বিষয়ও হইত।

রামগবনু বন অনরথমূলা।
জো সুনি সকল বিশ্ব ভই সূলা॥
সো ভাবীবস রানি অয়ানী।
করি কুচালি অন্তহু পছিতানী॥

রামের বনগমন অনর্থের মূল। বনগমনের কথা শুনিয়া জগতের সকলে ব্যথিত হইয়াছে। ভবিতব্যতার বশে অজ্ঞান রাণী কুচাল চালিয়া শেষে অনুতাপ করিতেছেন।

তহউঁ তুম্হার অলপ অপরাধু।
কহই সো অধমু অয়ান অসাধু॥
করতেহু রাজু ত তুম্হহিঁ ন দোষু।
রামহিঁ হোত সুনত সন্তোষু॥

তাহাতে তোমার এতটুকুও অপরাধ আছে, একথা যে বলে সে অধম, অজ্ঞানী অসাধু। যদি তুমি রাজত্ব করিতে তবে তোমার দোষ হইত না। রামেরও শুনিয়া সন্তোষ হইত।

অব অতি কীন্হহু ভরত ভল তুম্হহিঁ উচিত মত এহু।
সকল সুমঙ্গল মূল জগ রঘু বর চরন সনেহু॥

ভরত, তুমি এখন খুবই ভাল করিয়াছ। ইহা তোমারই উপযুক্ত হইয়াছে। রঘুবরের চরণে ভক্তি জগতে সকল মঙ্গলের কারণ।

২০৯॥ **সো তুম্হার ধনু জীবনপ্রানা।**
ভূরি ভাগ কো তুম্হহিঁ সমানা॥
যহ তুম্হার আচরজু ন তাতা।
দসরথসুঅন রাম প্রিয় ভ্রাতা॥

সেই রামচন্দ্রই তোমার জীবন ধন ও প্রাণ। তোমার সমান মহাভাগ্যবান আর কে আছে? হে তাত, তুমি দশরথের পুত্র ও রামের প্রিয় ভাই, তোমার পক্ষে ইহা কিছু আশ্চর্য নয়।

সুনহু ভরত রঘু পতি মন মাহীঁ।
প্রেমপাত্র তুম সম কোউ নাহীঁ॥
লখন রাম সীতহিঁ অতি প্রীতী।
নিসি সব তুম্হহিঁ সরাহত বীতী॥

হে ভরত, শোন। রঘুপতির নিকট তোমার মত প্রিয় আর কেহই নাই। লক্ষ্মণ রাম ও সীতারও তোমার প্রতি অতিশয় প্রীতি। তাঁহারা তোমার প্রশংসা করিয়া রাত কাটাইতেন।

জানা মরমু নহাত প্রয়াগা।
মগন হোহিঁ তুম্হরে অনুরাগা॥
তুম্হ পর অস সনেহু রঘুবর কে।
সুখ জীবন জগ জস জড় নর কে॥

আমি প্রয়াগে স্নান করার সময় উঁহাদের মর্ম জানিয়াছি। উঁহারা তোমার প্রতি প্রেমে মুগ্ধ ছিলেন। মূর্খ লোকেরা সাংসারিক জীবনের সুখের প্রতি যে প্রকার আসক্ত, রাম তোমার প্রতি তেমনি আসক্ত।

যহ ন অধিক রঘুবীরবড়াঈ।
প্রনত কুটুম্ব পাল রঘুরাঈ॥
তুম্হ তউ ভরত মোর মত এহু।
ধরে দেহ জনু রামসনেহু॥

ইহা রামের পক্ষে বড় বেশী কিছু নয়। তিনি ভক্ত ও পরিজনের পালনকারী। হে ভরত, আমার এই মত যে, তুমি যেন রামভক্তি দেহ ধারণ করিয়া আছ।

তুম কহঁ ভরত কলঙ্ক যহ হম সব কহঁ উপদেশু।
রাম ভগতি রস সিদ্ধি হিত ভা যহ সময় গনেসু॥

হে ভরত, তোমার এই কলঙ্ক আমাদের সকলের পক্ষে উপদেশের কাজ করিতেছে। আমাদের রামভক্তিরসের সিদ্ধির এখনই শ্রীগণেশ (অর্থাৎ আরম্ভ) হইল। [কার্য আরম্ভ করাকেই শ্রীগণেশ করা বলে, কেননা গণেশের নাম লইয়া সাধারণতঃ কার্য আরম্ভ হয়]

২১০॥ **নববিধু বিমল তাত জসু তোরা।**
রঘুবর কিঙ্কর কুমুদ চকোরা॥
উদিত সদা অথইহি কবহুঁ না।
ঘটিহি ন জগ নভ দিন দিন দুনা॥

হে তাত, তোমার বিমল যশ যেন নূতন চাঁদ। আর রামভক্তেরা হইতেছে কুমুদ ও চকোর। এই যশরূপ চাঁদ উঠিতেই থাকিবে, কখনই অস্ত যাইবে না। কখনও কমিবে না। জগতের আকাশে দিন দিন দ্বিগুণ বাড়িতে থাকিবে।

কোক তিলোক প্রীতি অতি করহী।
প্রভুপ্রতাপু রবি ছবিহি ন হরিহী॥
নিসি দিন সুখদ সদা সব কাহু।
গ্রসিহি ন কৈকই করতবু রাহু॥

ত্রিলোকরূপী চখা চখী ইহা দেখিয়া অতি আনন্দ পাইবে। রামের খ্যাতিরূপ সূর্য ঐ যশরূপ চন্দ্রের শোভা কখনও হরণ করিবে না। উহা রাতদিন সকলের সুখদায়ক হইবে। কৈকেয়ীর কুকার্যরূপ রাহু উহা গ্রাস করিবে না।

পুরন রাম সুপ্রেম পিয়ূষা।
গুরুঅবমান দোখ নহিঁ দূষা॥

রামভগত অব অমিয় অঘাহূ।
কীন্হেহু সুলভ সুধা বসুধাহূ॥

ঐ চাঁদে রামের প্রেমরূপ সুধা পূর্ণ, উহা গুরু-অপমান-দোষে দূষিত নয়। রামভক্ত এই অমৃত পানে তৃপ্ত হইবে। তুমি পৃথিবীতে এই অমৃত সুলভ করিলে।

ভূপ ভগীরথ সুরসরি আনী।
সুমিরত সকল সুমঙ্গল খানী॥
দসরথ গুন গন বরনি ন জাহীঁ।
অধিকু কহা জেহি সম জগ নাহীঁ॥

রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে আনিয়াছিলেন, সে গঙ্গার স্মরণই সকল মঙ্গলের খনিস্বরূপ। রাজা দশরথের গুণ বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার অপেক্ষা অধিক কেন, জগতে তাঁহার সমান গুণবানও কোথাও নাই।

জাসু সনেহ সকোচ বস রামু প্রগট ভয়ে আই।
জে হর হিয় নয়ননি কবহুঁ নিরখে নহীঁ অঘাই॥

যে রামকে শিব হৃদয়নেত্র দিয়া দেখিয়া তৃপ্ত হন না, দশরথের প্রেম ও আকিঞ্চনে সেই রাম আসিয়া দেহ ধারন করিলেন।

২১১ ॥ কীরতি বিধু তুম্হ কীন্হ অনুপা।
জহঁ বস রাম প্রেম মৃগ রূপা॥
তাত গলানি করহু জিয় জায়ে।
ডরহু দরিদ্রহি পারস পায়ে॥

তুমি যে অনুপম যশঃ-চন্দ্রমা করিয়াছ, তাহাতে রামপ্রেমরূপ হরিণ বাস করিতেছে। হে তাত, মনে বৃথা কষ্ট করিও না। তুমি যাহা করিতেছ তাহা যেন স্পর্শমণি পাইয়াও দারিদ্র্যের ভয় করার মত হইতেছে।

সুনহু ভরত হম ঝুঠন কহহীঁ।
উদাসীন তাপস বন রহহীঁ॥
সব সাধন্থ কর সুফল সুহাবা।
লখন রাম সিয় দরসন পাবা॥

ভরত, শোন। উদাসীন তপস্বী আমি বনে থাকি, মিথ্যা বলি না। আমি বলিতেছি, সকল সাধনার ফলই হইতেছে লক্ষ্মণ রাম সীতার দর্শন পাওয়া।

তেহি ফল কর ফল দরস তুম্হারা।
সহিত প্রয়াগ সুভাগ হমারা॥
ভরত ধন্য তুম্হ জগ জস জয়উ।
কহি অস প্রেম মগন মুনি ভয়উ॥

সেই ফলের আবার ফল তোমার দর্শন পাওয়া। তোমাকে দেখিয়া প্রয়াগ সহিত আমরা সকলে সৌভাগ্য পাইয়াছি। হে ভরত, তুমি ধন্য, জগতে যশ লইয়াছ। এই বলিয়া মুনি প্রেমমুগ্ধ হইলেন।

সুনি মুনিবচন সভাসদ হরষে।
সাধু সরাহি সুমন সুর বরষে॥
ধন্য ধন্য ধুনি গগন প্রয়াগা।
সুনি সুনি ভরত মগন অনুরাগা॥

মুনির কথা শুনিয়া সভাস্থ লোকেরা আনন্দিত হইলেন। সাধুরা প্রশংসা করিলেন ও দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। আকাশে "প্রয়াগ ধন্য ধন্য" শব্দ উঠিল। শুনিয়া ভরত অনুরাগে মগ্ন হইলেন।

পুলকগাত হিয় রাম সিয় সজল সরোরুহ নৈন।
করি প্রনামু মুনিমণ্ডলিহিঁ বোলে গদগদ বৈন॥

শরীরে পুলক, হৃদয়ে রামসীতা ও চোখে জল লইয়া মুনিমণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া ভরত গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন—

২১২ ॥ মুনিসমাজু অরু তীরথরাজু।
সাচিহু সপথ অঘাই অকাজু॥
এহি থল জৌঁ কছু কহিয় বনাঈ।
এহি সম অধিক ন অঘ অধমাঈ॥

ইহা মুনির সমাজ, তাহাতে আবার তীর্থস্থান। সত্য কথাও শপথ করিয়া বলা বড় পাপ। এখানে যদি সাজাইয়া কোনও কথা বলা হয়, তবে তাহার চেয়ে বড় পাপ ও নীচতা আর নাই।

তুম্হ সর্বজ্ঞ কহউঁ সতিভাউ।
উর অন্তরজামী রঘুরাউ॥
মোহি ন মাতুকরতব কর সোচু।
নহিঁ দুখ জিয় জগ জানহিঁ পোচু॥

আপনি সবজ্ঞ, আর রঘুরাজ অন্তর্যামী। আপনাকে সত্য বলিতেছি, মায়ের কাযের জন্য আমার দুঃখ নাই। লোকে আমাকে খারাপ বলিয়া জানিবে, সে জন্যও দুঃখ নাই।

নাহিন ডরু বিগরহি পরলোকু।
পিতহু মরন কর মোহি ন সোকু॥
সুকৃত সুজস ভরি ভুবন সুহায়ে।
লছিমন রাম সরিস সুত পায়ে॥

পরলোক নষ্ট হইবে, সে ভয় আমার নাই। পিতার মৃত্যুর জন্যও আমার শোক নাই। তাঁহার সুন্দর যশ ও পুণ্যে পৃথিবী ভরিয়া আছে। তিনি লক্ষ্মণ ও রামের মত পুত্র পাইয়াছিলেন।

রামবিরহ তজি তনু ছনভঙ্গ।
ভূপ সোচ কর কবন প্রসঙ্গু॥
রাম লখন সিয় বিনু পগ পনহীঁ।
করি মুনিবেষ ফিরহিঁ বন বনহীঁ॥

তিনি রামের বিরহে ক্ষণভঙ্গুর দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্য শোক করার কথা কি? রাম

লক্ষ্মণ ও সীতা বিনা পাদুকায় পায় হাঁটিয়া, মুনিবেশে বনে বনে ফিরিতেছেন।

অজিন বসন ফল অসন মহি সয়ন ডাসি কুস পাত।
বসি তরুতর নিত সহত হিম আতপ বরষা বাত॥

মৃগচর্ম পরিয়া ফল খাইয়া কুশপাতা বিছাইয়া মাটিতে শুইয়া, গাছের তলে বসিয়া নিত্য ঠাণ্ডা রৌদ্র বৃষ্টি ও বাতাসের বেগ সহ্য করিতেছেন।

২১৩ ॥ **এহি দুখদাহ দহই দিন ছাতী।**
ভূখ ন বাসর নীঁদ ন রাতী॥
এহি কুরোগ কর ঔষধু নাহীঁ।
সোধেউঁ সকল বিস্ব মন মাহীঁ॥

এই দুঃখে আমার বুক প্রতিদিন দগ্ধ হইতেছে। দিনে ক্ষুধা নাই, রাত্রে ঘুম নাই। মনে মনে সকল বিশ্ব ভুবন খুঁজিয়া দেখিয়াছি, এই কু-রোগের ঔষধ নাই।

মাতু কুমত বঢ়ঈ অঘমূলা।
তেহি হমার হিত কীন্হ বসূলা॥
কলি কুকাঠ কর কীন্হ কুজন্ত্রূ।
গাড়ি অবধি পঢ়ি কঠিন কুমন্ত্রূ॥

মাতার দুর্বুদ্ধি হইতেছে পাপের মলস্বরূপ। উহাই যেন ছুতার হইয়াছিল। সে আমার হিতের নাশে বাইস তৈয়ার করিয়াছে। কলিরূপ কুকাঠের দ্বারা কুযন্ত্র বানাইয়াছে এবং কঠিন কুমন্ত্র পড়িয়া উহা অযোধ্যায় গাড়িয়া দিয়াছে।

মোহি লগি যহু কুঠাটু তেহি ঠাটা।
ঘালিসি সবু জগু বারহ বাটা॥
মিটই কুজোগু রাম ফিরি আয়ে।
বসই অবধ নহিঁ আন উপায়ে॥

বারহ বাটা—খান খান, ছিন্নভিন্ন॥ আমার জন্য এই কুসজ্জা সাজাইয়া সকল জগৎকে আঘাত করিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। রাম ফিরিয়া আসিয়া অযোধ্যায় বসিলেই এই যোগ যাইবে, অন্য উপায় নাই।

ভরতবচন সুনি মুনি সুখু পাঈ।
সবহিঁ কীন্হ বহু ভাঁতি বড়াঈ॥
তাত করহু জনি সোচু বিসেষী।
সব দুখ মিটিহি রামপগ দেখী॥

ভরতের কথা শুনিয়া মুনি সুখী হইলেন ও সকলেই নানা প্রকারে সুখ্যাতি করিলেন। মুনি বলিলেন—হে তাত, বিশেষ কষ্ট করিও না, রামচরণ দেখিয়া সমস্ত দুঃখ দূর হইবে।

করি প্রবোধ মুনিবর কহেউ অতিথি প্রেমপ্রিয় হোহু।
কন্দ মূল ফল ফুল হম দেহিঁ লেহু করি ছোহু॥

সান্ত্বনা দিয়া মুনিবর বলিলেন—হে প্রাণপ্রিয় অতিথি, কন্দমূল ফলফুল দিতেছি, দয়া করিয়া লও।

২১৪ ॥ **সুনি মুনিবচন ভরত হিয় সোচু।**
ভয়উ কুঅবসর কঠিন সঁকোচু॥
জানি গরুই গুরুগিরা বহোরী।
চরন বন্দি বোলে কর জোরী॥

মুনির কথা শুনিয়া ভরতের মনে এই বলিয়া বড় কষ্ট হইল যে, সময় উপযুক্ত নয়। তাঁহার বড় সঙ্কোচ হইল। গুরু ভরদ্বাজের কথা রাখা গুরুতর কর্তব্য মনে করিয়া চরণ বন্দনা করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন—

সির ধরি আয়সু করিয় তুম্হারা।
পরমধরম যহ নাথ হমারা॥
ভরতবচন মুনিবর মন ভায়ে।
সুচি সেবক সিষ নিকট বোলায়ে॥

আপনার আজ্ঞা মাথায় লইয়া পালন করিব। হে নাথ, উহাই আমার পরমধর্ম। ভরতের কথা মুনিবরের ভাল লাগিল। তিনি পবিত্র সেবক ও শিষ্যদিগকে নিকটে ডাকিলেন।

চাহিয় কীন্হি ভরতপহুনাঈ।
কন্দ মূল ফল আনহু জাঈ॥
ভলেহি নাথ কহি তিন্হ সির নায়ে।
প্রমুদিত নিজ নিজ কাজ সিধায়ে॥

ভরতের আতিথ্য করিতে চাই, তোমরা গিয়া কন্দ মূল ফল আন। তাহারা "যে আজ্ঞা প্রভু" বলিয়া প্রণাম করিয়া আনন্দিত মনে নিজ নিজ কাজে গেল।

মুনিহি সোচু পাহুন বড় নেবতা।
তসি পূজা চাহিয় জস দেবতা॥
সুনি রিধিসিধি অনিমাদিক আঈঁ।
আয়সু হোই সো করহিঁ গোসাঈঁ॥

মুনির মনে চিন্তা হইল যে, বড় অতিথিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। যে যেমন দেবতা তাহার তেমনি পূজা চাই। তাঁহার চিন্তা বুঝিয়া ঋদ্ধি সিদ্ধি অণিমাদি আসিয়া বলিল—প্রভু, যাহা আজ্ঞা করেন করিতেছি।

রামবিরহ ব্যাকুল ভরতু সানুজ সহিত সমাজ।
পহুনাঈ করি হরহু শ্রমু কহা মুদিত মুনিরাজ॥

মুনিরাজ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—ভরত ছোট ভাই শত্রুঘ্ন সহিত সকল দল বল লইয়া রামবিরহে ব্যাকুল হইয়া আছে। আতিথ্য করিয়া তাঁহাদের শ্রম দূর কর।

২১৫ ॥ **রিধি সিধি সির ধরি মুনি বর বানী।**
বড় ভাগিনি আপুহি অনুমানী॥
কহহিঁ পরসপর সিধিসমুদাঈ।
অতুলিত অতিথি রাম লঘু ভাঈ॥

ঋদ্ধি সিদ্ধি মুনির আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া নিজদিগকে বড় ভাগ্যবতী মনে করিল। সিদ্ধিরা পরস্পর বলিতে লাগিল—রামের ভাই ভরতের মত অতিথি নাই।

মুনিপদ বন্দি করিয় সোই আজু।
হোই সুখী সব রাজসমাজু॥
অস কহি রচে রুচির গৃহ নানা।
জেহি বিলোকি বিলখাহিঁ বিমানা॥

রুচির—সুন্দর। বিলখাহিঁ—দুঃখিত॥ মুনির পদ বন্দনা করিয়া আজ তাহাই করা যাউক, যাহাতে রাজপরিবার সুখী হয়। এই কথা বলিয়া নানা সুন্দর ঘর তৈয়ার করিল, যাহা দেখিয়া বিমানও লজ্জা পাইল।

ভোগ বিভূত ভূরিভরি রাখে।
দেখত জিন্হহিঁ অমর অভিলাষে॥
দাসী দাস সাজু সব লীন্হে।
জোগবত রহহিঁ মনহিঁ মনু দীন্হে॥

তাঁহাদের জন্য ভোগের যোগ্য দ্রব্যাদি এত বেশী বেশী রাখিল, যাহা দেখিয়া দেবতাদেরও লোভ হয়। সকলে দাসদাসীর সাজ লইয়া মন দিয়া সকলের মন জোগাইতে লাগিল।

সবু সমাজু সজি সিধি পল মাহীঁ।
জে সুখ সুরপুর সপনেহুঁ নাহীঁ॥
প্রথমহিঁ বাস দিয়ে সব কেহী।
সুন্দর সুখদ জথারুচি জেহী॥

স্বর্গেও যে সুখ পাওয়া যায় না, সে সুখের সমস্ত সজ্জা সিদ্ধিরা মুহূর্তের মধ্যেই সাজাইল। প্রথমেই সকলকে সুন্দর সুখদায়ক, যাহার যাহা যোগ্য এরূপ বাসস্থান দিল।

বহুরি সপরিজন ভরত কহুঁ রিষি অস আয়সু দীন্হ।
বিধি বিসময় দায়কু বিভব মুনিবর তপবল কীন্হ॥

তার পর সপরিজন ভরতকে ঋষির আজ্ঞায় এমন সকল সামগ্রী দিল, যাহাতে বিধাতারও বিস্ময় লাগিতে পারে। মুনি তপস্যার বলেই এ মঙ্গল কথা বিভব সৃষ্টি করিলেন।

২১৬॥ মুনিপ্রভাউ জব ভরত বিলোকা॥
সব লঘু লগে লোকপতি লোকা॥
সুখসমাজু নহিঁ জাই বখানী।
দেখত বিরতি বিসারহিঁ জ্ঞানী॥

ভরত যখন মুনির প্রভাব দেখিলেন, তখন ইন্দ্রাদি-লোকপতির লোককেও খাটো মনে হইতে লাগিল। সুখ সুবিধার কথা বলা যায় না। উহা দেখিয়া জ্ঞানীরাও বৈরাগ্য ভুলিয়া যায়।

আসন সয়ন সুবসন বিতানা।
বন বাটিকা বিহগ মৃগ নানা॥
সুরভি ফুল ফল অমিয় সমানা।
বিমল জলাসয় বিবিধ বিধানা॥

আসন, শয্যা, সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও চাঁদোয়া, নানা রকম পশু পক্ষী সহিত বাগান বাড়ী, সুগন্ধ ফুল, অমৃতের মত ফল, নির্মল-জল-ভরা নানাপ্রকার সরোবর,

অসন পান সুচি অমিয় অমী সে।
দেখি লোগ সকুচাত জমী সে॥
সুরসুরভী সুরতরু সবহী কে।
লখি অভিলাষু সুরেস সচী কে॥

জমী—সংযমী॥ অমৃতের মত অনেক আহার্য ও পানীয় ছিল। তাহা দেখিয়া সংযমীর যেমন বিষয় ভোগে সঙ্কোচ হয়, লোকের তেমনি সঙ্কোচ হইল। সকলের জন্য কামধেনু ও কল্পতরু ছিল। দেখিয়া ইন্দ্র ও শচীরও উহা পাওয়ার ইচ্ছা হয়।

রিতু বসন্ত বহ ত্রিবিধ বয়ারী।
সব কহঁ সুলভ পদারথ চারী॥
স্রক চন্দন বনিতাদিক ভোগা।
দেখি হরষ বিসময়বস লোগা॥

বসন্ত ঋতু ও ত্রিবিধ বাতাস উপস্থিত হইল। চার পদার্থ সকলেরই সুলভ হইল। মালা চন্দন বনিতা ইত্যাদি ভোগ্য দেখিয়া লোকে আনন্দ ও বিস্ময়ের বশীভূত হইল।

সম্পতি চকঈ ভরতু চক মুনি আয়সু খেলবার।
তেহি নিসি আশ্রমপীঁজরা রাখে ভা ভিনুসার॥

সম্পত্তি চকী আর ভরত চকা, মুনির আজ্ঞা হইতেছে খেলোয়াড়। সেই রাত্রে ভোর না হওয়া পর্যন্ত আশ্রম পিঞ্জরায় এই দুইকে একত্র রাখা হইল। [চকা ও চকী রাত্রে একত্র থাকে না, দূরে দূরে থাকে। তেমনি ভরত ও সম্পত্তি একত্র থাকে না, ভরত বিষয়বিরাগী। কিন্তু যেমন চকা চকী পিঞ্জরায় বদ্ধ হইলে একত্র থাকিতে বাধ্য হয়, তেমনি ভরতও ভোগের মধ্যে থাকিতে বাধ্য হইলেন।]

২১৭॥ কীন্হ নিমজ্জনু তীরথরাজা।
নাই মুনিহিঁ সিরু সহিত সমাজা।
রিষিআয়সু অসীস সির রাখী।
করি দণ্ডবত বিনয় বহু ভাখী॥

মুনিকে প্রণাম করিয়া সমাজ সহিত ভরত প্রয়াগ সঙ্গমে স্নান করিলেন। ঋষির আজ্ঞা ও আশীর্বাদ মাথায় লইয়া দণ্ডবৎ করিয়া বিনয়ের সহিত কথা বলিলেন।

পথ গতি কুসল সাথ সব লীন্হে।
চলে চিত্রকূটহি চিতু দীন্হে॥
রামসখা কর দীন্হে লাগু।
চলত দেহ ধরি জনু অনুরাগু॥

দীন্হে লাগূ—কাঁধে হাত দিলেন ॥ পথের খবর ভাল রাখে এমন সকল লোক সঙ্গে লইলেন ও চিত্রকূট যাইতে মনস্থ করিলেন। রামসখার কাঁধে হাত দিয়া চলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন অনুরাগ দেহ ধরিয়া চলিতেছে।

নহিঁ পদত্রান সীস নহিঁ ছায়া।
প্রেমু নেমু ব্রতু ধরমু অমায়া॥
লখন রাম সিয় পন্থ কহানী।
পূছত সখহি কহত মৃদুবানী।

পায় জুতা নাই, মাথায় ছাতা নাই। প্রেম নিয়ম ব্রত ও ধর্ম অকপটে আচরণ করিতে করিতে চলিতেছিলেন। লক্ষ্মণ রাম ও সীতার পথের কথা সখাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। নিষাদও মিষ্ট কথায় তাহা শুনাইতেছিলেন।

রাম বাস থল বিটপ বিলোকে।
উরঅনুরাগ রহত নহিঁ রোকে॥
দেখি দসা সুর বরষহিঁ ফূলা।
ভই মৃদু মহি মগ মঙ্গলমূলা॥

রাম যে গাছতলায় বাস করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলেন। হৃদয়ের অনুরাগ আর দমাইয়া রাখিতে পারিলেন না। অবস্থা দেখিয়া দেবতারা ফুল বর্ষন করিলেন। মাটি কোমল হইল, পথ মঙ্গলময় হইল।

কিয়ে জাহিঁ ছায়া জলদ সুখদ বহই বরবাত।
তস মগ ভয়উ ন রাম কহঁ জস ভা ভরতহিঁ জাত॥

মেঘ ছায়া দিল, বাতাস সুখদায়ক হইয়া বহিতে লাগিল। ভরতের যাত্রাপথ যেমন হইয়াছিল রামের পথও সেরূপ হয় নাই।

২১৮॥ জড় চেতন মগ জীব ঘনেরে।
জে চিতয়ে প্রভু জিন্হ প্রভু হেরে॥
তে সব ভয়ে পরম পদ জোগূ।
ভরতদরস মেটা ভবরোগূ॥

জড় ও চেতন সকল জীবই যাহারা প্রভুকে দেখিয়াছে, বা প্রভু যাহাদিগকে দেখিয়াছেন, তাহারা সকলেই মোক্ষের অধিকারী হইল। ভরতের দর্শনে ভবদুঃখ দূর হইল।

যহ বড়ি বাত ভরত কই নাহীঁ।
সুমিরত জিনহিঁ রামু মন মাহীঁ॥
বারেক রাম কহত জগ জেউ।
হোত তরন তারন নর তেউ॥

ভরতের পক্ষে ইহা বড় কথা কিছু নয়। কেননা ভরতকে রাম মনে মনে স্মরণ করেন। যে ব্যক্তি জগতে একবারও রাম নাম লয় সে উদ্ধার হয় এবং অপরকে উদ্ধার করে।

ভরতু রাম প্রিয় পুনি লঘুভ্রাতা।
কস ন হোই মগু মঙ্গলদাতা॥
সিদ্ধ সাধু মুনিবর অস কহহীঁ।
ভরতহিঁ নিরখি হরষু হিয় লহহীঁ॥

ভরত রামের প্রিয়, তাহাতে আবার রামের ছোট ভাই। তাঁহার পক্ষে পথ মঙ্গলময় কেনই বা না হইবে? এ কথা সিদ্ধ সাধু ও মুনিশ্রেষ্ঠরা বলেন ও ভরতকে দেখিয়া মনে আনন্দ পান।

দেখি প্রভাউ সুরেসহি সোচূ।
জগু ভল ভলেহি পোচ কহঁ পোচূ॥
গুরু সন কহেউ করিয়প্রভু সোঈ।
রামহিঁ ভরতহিঁভেঁট ন হোঈ॥

সুরেস—ইন্দ্র। পোচ—দুষ্ট, মন্দ॥ ভরতের প্রভাব দেখিয়া ইন্দ্রের মনে আশঙ্কা হইল। জগতে ভালর কাছে ভাল, মন্দের কাছে মন্দ। ইন্দ্র গুরুর নিকট গিয়া বলিলেন—হে প্রভু, যাহাতে রাম ও ভরতে দেখা না হয়, তাহাই করুন।

রামু সঁকোচী প্রেমবস ভরতু সুপ্রেম পয়োধি।
বনী বাত বিগরন চহতি করিয় জতন ছল সোধি॥

বনীবাত—যাহা ঠিক। বিগরন—বিগরাইতে, পণ্ড করিতে॥ রামের সঙ্কোচ আছে আর তিনি প্রেমের বশীভূত। এদিকে ভরত প্রেমের সাগর, এখন যাহা ঠিক আছে তাহা পণ্ড করিতে চাহিতেছে। আপনি ছল খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করুন।

২১৯॥ বচন সুনত সুরগুরু মুসুকানে।
সহসনয়ন বিনু লোচন জানে॥
কহ গুরু বাদি ছোভু ছলু ছাড়ূ।
ইহাঁ কপট কর হোইহি ভাঁড়ূ॥

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া বৃহস্পতি হাসিলেন এবং ভাবিলেন, ইন্দ্র হাজার চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। গুরু বলিলেন—এখানে ক্ষোভ ব্যর্থ, ছল করা ছাড়। এখানে কপটতা করিতে গেলে কপটের আবরণ খুলিয়া যাইবে।

মায়াপতি সেবক সন মায়া।
করই ত উলটি পরই সুররায়া।
তব কিছু কীন্হ রামরুখ জানী।
অব কুচালি করি হোইহি হানী॥

হে ইন্দ্র, মায়াপতি রামের ভক্তের সহিত মায়া করিতে গেলে উল্টা ফলই হইবে। পূর্বে রামের ইচ্ছা জানিয়াই কিছু মায়া করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন কুচাল করিলে হানিই হইবে।

সুনু সুরেস রঘুনাথ সুভাউ।
নিজ অপরাধ রিসাহিঁ ন কাউ॥

জো অপরাধু ভগত কর করঈ।
রাম রোষ পাবক সো জরঈ॥

হে ইন্দ্র, রামের স্বভাব শোন। তিনি নিজের উপর অপরাধ করিলে তাহাতে কাহারও উপর রাগ করেন না। কিন্তু কেহ ভক্তের উপর অপরাধ করিলে সে জন রামরোষরূপ আগুনে জ্বলে।

লোকহু বেদ বিদিত ইতিহাসা।
যহ মহিমা জানহিঁ দুরবাসা।
ভরতসরিস কো রামসনেহী।
জগু জপ রাম রামু জপ জেহী॥

লোক, বেদ ও ইতিহাসে ইহা বিখ্যাত আছে, দুর্বাসা ইহার মহিমা জানেন। ভরতের মত রামের প্রিয় আর কে আছে? জগৎ রাম নাম জপ করে, আর রাম ভরতকে জপ করেন।

মনহুঁ ন আনিয় অমরপতি রঘুবর ভগত অকাজু।
অজসু লোক পরলোক দুখ দিন দিন সোকসমাজু॥

হে ইন্দ্র, রঘুবরের ভক্তের প্রতি খারাপ ব্যবহার করার কথা মনেও আনিও না। উহাতে ইহলোকে অযশ, পরলোকে দুঃখ ও দিন দিন নানা শোক হইবে।

২২০॥ **সুনু সুরেস উপদেসু হমারা।**
রামহিঁ সেবকু পরমপিয়ারা॥
মানত সুখু সেবকসেবকাঈ।
সেবকবৈর বৈরু অধিকাঈ॥

হে ইন্দ্র, আমার উপদেশ শোন। রামের নিকট তাঁহার ভক্ত অতি প্রিয়, সেবকের সেবা করিলে তিনি সুখ পান। ভক্তের সহিত শত্রুতা যে করে, সে তাঁহার বড় শত্রু হয়।

জদ্যপি সম নহিঁ রাগ ন রোষু।
গহহিঁ ন পাপ পুণ্য গুন দোষু॥
করম প্রধান বিস্ব করি রাখা।
জো জস করই সো তস ফলু চাখা॥

যদিও রামচন্দ্র সমদৃষ্টি, যদিও তাঁহার অনুরাগ বা রোষ নাই, যদিও তিনি পাপ পুণ্য গুণ বা দোষ গ্রহণ করেন না, যদিও তিনি বিশ্বকে কর্মপ্রধান করিয়া রাখিয়াছেন, সেখানে যে যেমন করে সে তেমন ফল পায়।

তদপি করহিঁ সম বিষম বিহারা।
ভগত অভগত হৃদয় অনুসারা॥
অগুন অলেখ অমান একরস।
রামু সগুন ভয়ে ভগত প্রেম বস॥

তবুও ভক্ত অভক্তের হৃদয় অনুসারে রাম সম ও অসম ব্যবহার করেন। তিনি গুণরহিত, দৃষ্টির অগোচর, মানরহিত ও একমাত্র শান্তরসময় হইয়াও ভক্তের প্রেমে সগুণ হইয়াছেন।

রাম সদা সেবকরুচি রাখী॥
বেদ পুরান সাধু সুর সাখী॥
অস জিয় জানি তজহু কুটিলাঈ।
করহু ভরত পদ প্রীতি সুহাঈ॥

রাম সর্বদা সেবকের ইচ্ছা পালন করেন, বেদ পুরাণ সাধু ও দেবতাগণ ইহার সাক্ষী আছেন। ইহা মনে রাখিয়া কুটিলতা ত্যাগ কর ও ভরতের চরণে সুশোভন প্রেম কর।

রামভগত পরহিতনিরত পরদুখ দুখী দয়াল।
ভগতসিরোমনি ভরত তেঁ জনি ডরপহু সুরপাল॥

ভরত রামের ভক্ত, পরহিতব্রত, পরের দুঃখে দুঃখী, দয়ালু এবং ভক্তের শিরোমণি। হে ইন্দ্র, ভরতকে ডরাইও না।

২২১॥ **সত্যসন্ধ প্রভু সুর হিতকারী।**
ভরত রাম আয়সু অনুসারী॥
স্বারথবিবস বিকল তুম্হ হোহূ।
ভরতদোসু নহিঁ রাউর মোহূ॥

রামচন্দ্র সত্যসন্ধ ও দেবতার হিতকারী। ভরত তাঁহারই আজ্ঞায় চলেন। তুমি স্বার্থবশে ব্যাকুল হইতেছ। ভরতের দোষ নাই। তুমি যে ব্যাকুল ও ভীত হইতেছ, সে তোমার মোহের জন্য।

সুনি সুরবর সুর গুরু বর বানী।
ভা প্রমোদু মন মিটী গলানী॥
বরষি প্রসূন হরষি সুররাঊ।
লগে সরাহন ভরতসুভাঊ॥

বৃহস্পতির কথা শুনিয়া ইন্দ্র মনে সান্ত্বনা পাইলেন ও গ্লানি মিটিল। সুররাজ ইন্দ্র আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া ভরতের স্বভাবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এহি বিধি ভরতু চলে মগ জাহীঁ।
দসা দেখি মুনি সিদ্ধ সিহাহীঁ॥
জবহিঁ রামু কহি লেহিঁ উসাসা।
উমগত প্রেম মনহুঁ চহুঁ পাসা॥

ভরত এইভাবে পথ চলিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মুনি ও সিদ্ধগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভরত যখনই "রাম" বলিয়া দীর্ঘশ্বাস লইতেছিলেন, তখনই চারিদিকে প্রেমে উছলিয়া উঠিতেছিল।

দ্রবহিঁ বচন সুনি কুলিস পষানা।
পুরজন প্রেম ন জাই বখানা॥
বীচ বাস করি জমনহিঁ আয়ে।
নিরখি নীরু লোচন জল ছায়ে॥

ভরতের কথা শুনিয়া বজ্র ও পাষাণও গলিয়া যায়। আর নগরবাসীদের প্রেমও বর্ণনা করা যায় না। পথের মাঝে মাঝে বাস করিয়া ভরত যমুনাতীরে আসিলেন। যমুনার জল দেখিয়া তাঁহার চোখে জল আসিল।

রঘুবর বরন বিলোকি বর বারি সমেত সমাজ।
হোত মগন বারিধি বিরহ চঢ়ে বিবেক জহাজ॥

রামের গায়ের রঙের মত শ্যামবর্ণ যমুনার জল দেখিয়া সদলবলে সকলেই বিরহসমুদ্রে ডুবিত, কিন্তু বিবেক জাহাজে চড়ায়, অর্থাৎ মোহ দূর হওয়ায় রক্ষা পাইল।

২২২॥ জমুনতীর তেহি দিন করি বাসূ।
ভয়উ সময়সম সবহিঁ সুপাসূ॥
রাতিহিঁ ঘাট ঘাট কী তরনী।
আঈঁ অগনিত জাহিঁ ন বরনী॥

সেইদিন যমুনা তীরে বাস করিয়া, সকলেরই সময় অনুযায়ী সন্তোষ হইল। রাত্রেই ঘাট ঘাট হইতে অনেক নৌকা আসিল। এত অসংখ্য নৌকা আসিল যে বর্ণনা করা যায় না।

প্রাত পার ভয়ে একহি খেবা।
তোষে রামসখা কী সেবা॥
চলে নহাই নদিহি সির নাঈ।
সাথ নিষাদনাথু দোউ ভাঈ॥

প্রাতঃকালে একই খেয়ায় সকলে পার হইল। রামসখা নিষাদ সেবা করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। নদী প্রণাম করিয়া স্নান করিয়া সঙ্গে নিষাদনাথ গুহ ও শত্রুঘ্নকে লইয়া ভরত চলিলেন।

আগে মুনিবর বাহন আছে।
রাজসমাজু জাই সবু পাছে॥
তেহি পাছে দোউ বন্ধু পয়াদে।
ভূষন বসন বেষ সুঠি সাদে॥

সবার আগে সুন্দর বাহনে বশিষ্ঠ মুনি চলিলেন, তারপর রাজপরিবারের লোক। তার পিছনে দুই ভাই সাদাসিধা বসন ভূষণ পরিয়া খালি পায়ে হাঁটিয়া যাইতে লাগিলেন।

সেবক সুহৃদ সচিবসুত সাথা।
সুমিরত লষনু সীয় রঘুনাথা॥
জহঁ জহঁ রাম বাস বিশ্রামা।
তহঁ তহঁ করহিঁ সপ্রেম প্রনামা॥

তাঁহারা সঙ্গে মিত্র ও মন্ত্রীপুত্র লইয়া লক্ষ্মণ সীতা ও রাম স্মরণ করিতে করিতে যাইতেছিলেন। যেখানে সেখানে রাম বাস বা বিশ্রাম করিয়া গিয়াছেন, সেই সেই স্থান ইঁহারা ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছিলেন।

মগবাসী নরনারি সুনি ধামকাম তজি ধাই।
দেখি সরূপ সনেহ সব মুদিত জনমফলু পাই॥

পথের ধারে যে সকল নরনারী বাস করিত, তাহারা ভরত আসার কথা শুনিয়া বাড়ীঘর ও কাজ ফেলিয়া দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল। প্রেমের সহিত ভরতের রূপ দেখিয়া জন্ম সার্থক করিল।

২২৩॥ কহহিঁ সপ্রেম এক এক পাহীঁ।
রামুলষনু সখি হোহিঁ কি নাহীঁ॥
বয় বপু বরন রূপু সোই আলী।
সীলু সনেহু সরিস সম চালী॥

ভালবাসার সহিত একে অন্যকে বলিতেছিল—"সখী, ইঁহারা কি রাম লক্ষ্মণ নয়? সখী, ইঁহাদের বয়স দেহ ও রূপ সেইরকমই। ইঁহাদের শীল প্রেম ও চাল-চলন একই প্রকার।

বেষু ন সো সখি সীয় ন সঙ্গা।
আগে অনী চলী চতুরঙ্গা॥
নহিঁ প্রসন্নমুখ মানস খেদা।
সখি সন্দেহু হোই যহি ভেদা॥

ইঁহাদের বেশ তেমন নয়, আর সীতা সঙ্গে নাই। ইঁহাদের আগে আগে চতুরঙ্গ সৈন্য চলিতেছে, আর মুখে সে সন্তোষ নাই, মনে খেদ দেখা যাইতেছে। সখী, এই পার্থক্য দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে"।

তাসু তরক তিয়গন মন মানী।
কহহিঁ সকল তোহি সম ন সয়ানী॥
তেহি সরাহি বানী ফুরি পূজী।
বোলী মধুরবচন তিয় দূজী॥

বানী ফুরি—সত্য কথা। পূজী—পূরণ, সমর্থন করিয়া॥ তাহার আলোচনা অন্য স্ত্রীদের মনোমত হইয়াছিল। তাহারা বলিল—তোমার মত চতুর কেহ নাই। তাহার প্রশংসা করিয়া তাহার সত্য কথা সমর্থন করিয়া, অপরা স্ত্রী মধুর ভাষায় বলিল।

কহি সপ্রেম সব কথাপ্রসঙ্গু।
জেহি বিধি রাম রাজ রস ভঙ্গু॥
ভরতহি বহুরি সরাহন লাগী।
সীল সনেহ সুভায় সুভাগী॥

সে প্রেমের সহিত রামের কাহিনী শুনাইল ও যেভাবে রামের রাজ্যাভিষেকের রসভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা বলিল। আবার ভরতের শীল স্বভাব ও সৌভাগ্যের প্রশংসা করিল।

চলত পয়াদেহি খাত ফল পিতা দীন্হ তজি রাজু।
জাত মনাবন রঘুবরহিঁ ভরতসরিস কো আজু॥

মনাবন—জানাইতে, রাজি করিতে॥ বলিল—পিতা যে রাজ্য দিয়াছিলেন তাহা ত্যাগ করিয়া পায় হাঁটিয়া ফল খাইয়া ভরত রঘুবরকে রাজি করিয়া আনিতে যাইতেছেন। আজ ভরতের সমান কে আছে?

২২৪ ॥ ভায়প ভগতি ভগত আচরনূ।
কহত সুনত দুখ দুষন হরনূ॥
জো কিছু কহব থোর সখি সোঈ।
রামবন্ধু অস কাহে ন হোঈ॥

ভরতের ভাইয়ের প্রতি ভক্তি ও আচরণের কথা বলিলে ও শুনিলে দুঃখ ও দোষ দূর হয়। ইঁহার কথা যাহাই বলা হউক না কেন, সব বলা হয় না, কম থাকিয়াই যায়। আর রামের ভাই এমন না হইবেই বা কেন?

হম সব সানুজ ভরতহিঁ দেখে।
ভইন্হ ধন্য জুবতীজন লেখে॥
সুনি গুন দেখি দসা পছিতাহীঁ।
কৈকেই জননি জোগু সুতু নাহীঁ॥

আমরা সকলে সানুজ ভরতকে দেখিয়া যুবতীদের মধ্যে ধন্য বলিয়া গণ্য হইলাম। ইঁহারা ভরতের কথা শুনিয়া ও তাহার দশা দেখিয়া এই বলিয়া অনুতাপ করিতেছিল যে, ভরত কৈকেয়ীর মত মাতার উপযুক্ত পুত্র নয়।

কোউ কহ দূষনু রানিহি নাহিন।
বিধি সবু কীন্হ হমহিঁ জো দাহিন॥
কহঁ হম লোক বেদ বিধি হীনী।
লঘুতিয় কুল করতুতি মলীনী॥

কেহ বলিল—রাণীরও দোষ নাই, বিধাতাই সকল প্রকারে আমাদের প্রতি প্রসন্ন। কোথায় আমরা লোক ও বেদবিধিহীন, হীন কুলের স্ত্রী, আমাদের কার্য মলিন,

বসহিঁ কুদেস কুগাবঁ কুবামা।
কহঁ যহ দরসু পুন্যপরিনামা॥
অস অনন্দু অচরজু প্রতিগ্রামা।
জনু মরুভূমি কলপতরু জামা॥

আমরা খারাপ স্থানে খারাপ গ্রামে খারাপ ভাবে বাস করি, আর কোথায় পুণ্যের ফলস্বরূপ এই ভরত দর্শন। প্রতি গ্রামেই এমন আশ্চর্য আনন্দ হইল, মনে হইল যেন মরুভূমিতে কল্পতরু জন্মিয়াছে।

ভরতদরসু দেখত খুলেউ মগ লোগন্হ কর ভাগু।
জনু সিংহলবাসিন্হ ভয়উ বিধিবস সুলভ প্রয়াগু॥

ভরতের দর্শন পাইতেই পথের লোকের ভাগ্য খুলিয়া গেল, যেন সিংহলবাসীর পক্ষে ভাগ্যক্রমে প্রয়াগতীর্থ সহজ প্রাপ্য হইয়া পড়িল।

২২৫ ॥ নিজ গুন সহিত রাম গুন গাথা।
সুনত জাহিঁ সুমিরত রঘুনাথা॥
তীরথ মুনিআশ্রম সুরধামা।
নিরখি নিমজ্জহিঁ করহিঁ প্রনামা॥

নিজের গুণের সহিত রামের গুণগান শুনিতে শুনিতে ও রঘুপতিকে স্মরণ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন এবং তীর্থ, মুনির আশ্রম ও মন্দির দেখিয়া স্নান করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।

মনহীঁ মন মাগহিঁ বরু এহূ।
সীয় রাম পদ পদুম সনেহূ॥
মিলহিঁ কিরাত কোল বনবাসী।
বৈখানস বটু জতী উদাসী॥

মনে মনে এই বর চাহিতেছিলেন, যেন সীতারামের চরণপদ্মে ভক্তি থাকে। কিরাত, কোল, বনবাসী বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী, যতি ও উদাসীর সহিত দেখা হইতেছিল।

করি প্রনাম পুছহিঁ জেহি তেহী।
কেহি বন লখনু রাম বৈদেহী॥
তে প্রভুসমাচার সব কহহীঁ।
ভরতহিঁ দেখি জনমফলু লহহীঁ॥

প্রণাম করিয়া যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, কোন বনে লক্ষ্মণ, রাম ও সীতা আছেন। তাহারা ভরতকে প্রভুর সকল সংবাদ দিতেছিল ও ভরতকে দেখিয়া জন্ম সার্থক করিতেছিল।

জে জন কহহিঁ কুসল হম দেখে।
তে প্রিয় রাম লখন সম লেখে।।
এহি বিধি বুঝত সবহিঁ সুবানী॥
সুনত রাম বন বাস কহানী

বুঝত—জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন॥ যাহারা বলিতেছিল যে তাহারা তাঁহাদিগকে কুশলে থাকিতে দেখিয়াছে, তাহাদিগকে ভরত রাম লক্ষ্মণের মত প্রেমের চক্ষে দেখিতেছিলেন। এইভাবে সকলকে মিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ও রামের বনবাসকাহিনী শুনিতেছিলেন।

তেহি বাসর বসি প্রাতহী চলে সুমিরি রঘুনাথ।
রামদরস কী লালসা ভরত সরিস সব সাথ॥

সেইদিন বাস করিয়া পরের দিন প্রাতেই ভরত রঘুনাথকে স্মরণ করিয়া রওনা হইলেন। সঙ্গের লোকদেরও রামদর্শনের আকাঙ্ক্ষা ভরতের মতই (তীব্র) ছিল।

২২৬ ॥ মঙ্গল সগুন হোহিঁ সব কাহূ।
ফরকহিঁ সুখদ বিলোচন বাহূ॥
ভরতহি সহিত সমাজ উছাহূ।
মিলিহহিঁ রামু মিটিহি দুখদাহূ॥

সকলেরই মঙ্গলসূচক শুভচিহ্ন হইতেছিল, চোখ ও হাত নাচিতেছিল। তাহাতে বুঝা যাইতেছিল যে সুখ হইবে, রামের সহিত দেখা হইবে, হৃদয়ের জ্বালা মিটিবে। সদলবলে ভরতের মনে এই লালসা ছিল।

করত মনোরথ জস জিয় জাকে।
জাহিঁ সনেহসুধা সব ছাকে॥

সিথিল অঙ্গ পগ মগ ডগি ডোলহিঁ।
বিহ্বল বচন প্রেমবস বোলহিঁ ॥

যাহার মনে যাহা আসে সে তাহাই করিতেছিল। তাহারা প্রেম-অমৃতে মগ্ন হইয়া চলিতেছিল, তাহাদের দেহ প্রেমে এলাইয়া পড়িতেছিল, পা ডগমগ করিয়া দুলিতেছিল। তাহারা—প্রেমবিহ্বল হইয়া কথা বলিতেছিল।

রামসখা তেহি সময় দেখাবা।
সৈলসিরোমনি সহজ সুহাবা ॥
জাসু সমীপ সরিত পয় তীরা।
সীয়সমেত বসহিঁ দোউ বীরা ॥

সেই সময় নিষাদ পর্বতশ্রেষ্ঠ চিত্রকূট দেখাইলেন। যে পর্বতের নিকট মন্দাকিনী নদীর তীরে সীতার সহিত দুই বীর বাস করিতেছেন।

দেখি করহিঁ সব দণ্ড প্রনামা।
কহি জয় জানকিজীবন রামা ॥
প্রেমমগন অস রাজসমাজূ।
জনু ফিরি অবধ চলে রঘুরাজূ ॥

পর্বত দেখিয়া সকলে "জানকীজীবন রামের জয়" বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। রাজ্যের লোক এত আনন্দিত হইল যে, মনে হইল যেন রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতেছেন।

ভরত প্রেম তেহি সময় জস তস কহি সকই ন সেষু।
কবিহি অগম জিমি ব্রহ্মসুখু অহ মম মলিন জনেষু ॥

সেই সময় ভরতের হৃদয়ে যে প্রেমের ভাব ছিল, তাহা শেষনাগও বর্ণনা করিতে পারিবে না। অহঙ্কার ও অসত্য দ্বারা মলিন লোকের পক্ষে ব্রহ্মসুখ পাওয়া যেমন অসম্ভব, কবির পক্ষে লোকের সে সময়ের সুখ বর্ণনা করাও তেমনি অসম্ভব।

২২৭ ॥ সকল সনেহ সিথিল রঘুবর কে।
গয়ে কোস দুই দিনকর ঢরকে ॥
জল থল দেখি বসে নিসি বীতে।
কীনহ গবনু রঘু নাথ পিরীতে ॥

রঘুবরের প্রেমে বিবশ হইয়া সকলে সূর্য অস্ত গেলেও ক্রোশ দুই চলিল এবং জল ও স্থল দেখিয়া বাস করিল। রাত্রি প্রভাত হইলে সকলে রামের প্রেমে মগ্ন হইয়া চলিতে লাগিল।

উহাঁ রামু রজনী অবসেখা।
জাগে সীয় সপন অস দেখা ॥
সহিত সমাজ ভরত জনু আয়ে।
নাথবিয়োগ তাপ তন তায়ে ॥

ওদিকে রাত থাকিতেই রাম যখন জাগিলেন, তখন সীতা এই স্বপ্ন দেখিতেছেন যে, ভরত যেন রাম বিরহের তাপে তপ্ত শরীর লইয়া সমাজ সহিত আসিতেছেন।

সকল মলিনমন দীন দুখারী।
দেখী সাসু আন অনুহারী ॥
সুনি সিয়সপন ভরে জল লোচন।
ভয়ে সোচবস সোচবিমোচন ॥

আন অনুহারী—অন্যরূপ, (বিধবার বেশে) ॥ দেখিলেন, সকলের মন মলিন ও সকলে দুঃখিত। শাশুড়ীদিগকে অন্যরূপ (বিধবার বেশে) দেখিলেন। সীতার স্বপ্ন শুনিয়া রামের চোখ জলে ভরিয়া আসিল, শোকবিমোচন শোকের বশ হইলেন।

লখন সপন যহ নীক ন হোঈ।
কঠিন কুচাহ সুনাইহি কোঈ ॥
অস কহি বন্ধুসমেত নহানে।
পূজি পুরারি সাধু সনমানে ॥

রাম বলিলেন—হে লক্ষ্মণ, এ স্বপ্ন ভাল নয়। কেহ কোন কঠিন কষ্টের কথা শুনাইবে। এই বলিয়া ভাই সমেত স্নান করিলেন ও শিবের পূজা করিয়া সাধুদের সৎকার করিলেন।

ছন্দ – সনমানি সুর মুনি বন্দি বৈঠে উত্তর দিসি দেখত ভয়ে।
নভ ধূরি খগ মৃগ ভূরি ভাগে বিকল প্রভু আশ্রম গয়ে।
তুলসী উঠে অবলোকি কারনু কাহ চিত সচকিত রহে।
সব সমাচার কিরাত কোলন্হি আই তেহি অবসর কহে ॥

দেবতা ও মুনিদের সৎকার ও বন্দনা করিয়া উঠিয়া বসিয়া উত্তর দিকে দেখিতে পাইলেন, আকাশে ধূলা, পশুপক্ষীরা বিকল হইয়া পালাইয়া প্রভুর আশ্রমে যাইতেছে। তুলসী বলে, রামচন্দ্র ইহা দেখিয়া উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইহার কারন কি হইতে পারে? এই সময় কোল ভীলেরা আসিয়া সকল সংবাদ বলিল।

সোঃ—
সুনত সুমঙ্গল বৈন মন প্রমোদ তন পুলক ভর।
সরদসরোরুহ নৈন তুলসী ভরে সনেহ জল ॥

মঙ্গলময় কথা শুনিয়া তাঁহার মনে আনন্দ হইল ও শরীরে পুলক আসিল। তুলসী বলে, তাঁহার শরৎকালের পদ্মের ন্যায় চক্ষু প্রেমজলে ভরিল।

২২৮ ॥ বহুরি সোচ বস ভে সিয়রবনু।
কারন কবন ভরতআগবনু ॥
এক আই অস কহা বহোরী।
সেন সঙ্গ চতুরঙ্গ ন থোরী ॥

আবার পরক্ষণেই সীতাপতির মন বিষণ্ণ হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ভরত কি কারণে আসিয়াছে? আবার একজন আসিয়া বলিল, সঙ্গে অনেক চতুরঙ্গ সৈন্য রহিয়াছে।

সো সুনি রামহিঁ ভা অতি সোচূ।
উত পিতুবচ ইত বন্ধুসঁকোচূ॥
ভরতস্বভাউ সমুঝি মন মাহীঁ।
প্রভুচিত হিতথিতি পাবত নাহীঁ॥

সে কথা শুনিয়া রামের বড় দুঃখ হইল। একদিকে পিতার বনবাসের আদেশ, অপর দিকে ভাইয়ের জন্য মমতা। ভরতের স্বভাব মনে মনে আলোচনা করিয়া প্রভু মনে স্থির হইতে পারিতেছিলেন না।

সমাধান তব ভা যহ জানে।
ভরতু কহে মহুঁ সাধু সয়ানে॥
লখন লখেউ প্রভু হৃদয় খভারূ।
কহত সময়সম নীতিবিচারূ॥

পরে এই ভাবিয়া মনের দ্বিধার সমাধান হইল যে ভরত সাধু ও জ্ঞানীদের মধ্যে গণ্য। লক্ষ্মণ লক্ষ্য করিলেন যে, প্রভুর হৃদয় চঞ্চল হইয়াছে, তখন সময়োচিত নীতি বিচার করিয়া বলিলেন—

বিনু পুছে কছু কহউঁ গোসাঈঁ।
সেবকুসময় ন ঢীঠ ঢিঠাঈ॥
তুম্হ সর্বজ্ঞ সিরোমনি স্বামী।
আপনি সমুঝি কহউঁ অনুগামী॥

হে প্রভু, তুমি না জিজ্ঞাসা করিতেই কিছু বলিতেছি, কেননা সময় হইলে সেবকের ধৃষ্টতা, ধৃষ্টতা বলিয়া ধরা হয় না। তুমি সর্বজ্ঞ, মাথার ভূষণ ও প্রভু, আমি তোমার সেবক হইয়াও যাহা বুঝিতেছি, তাহা বলি।

নাথ সুহৃদ সুঠি সরলচিত সীল সনেহ নিধান।
সব পর প্রীতি প্রতীতি জিয় জানিয় আপু সমান॥

হে নাথ, আপনি সুহৃদ ও অতি সরলচিত্ত, শীল ও প্রেমের আলয়। আপনার হৃদয়ে সকলের উপর প্রীতি ও বিশ্বাস রহিয়াছে এবং আপনি সকলকেই নিজের মত দেখেন।

২২৯॥ বিষয়ী জীব পাই প্রভুতাঈ।
মূঢ় মোহবস হোহিঁ জনাঈ॥
ভরতু নীতিরত সাধু সুজানা।
প্রভুপদ প্রেমু সকলজগু জানা॥

বিষয়ভোগে রত জীব ক্ষমতা পাইয়া মূর্খ ও মোহ-মুগ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া জানা যায়। ভরত নীতিপরায়ণ, সাধু ও জ্ঞানী। আপনার চরনে তাহার যে প্রেম আছে, তাহা সারা সংসার জানে।

তেউ আজু রাজপদু পাঈ।
চলে ধরমমরজাদ মেটাঈ॥
কুটিল কুবন্ধু কুঅবসরু তাকী।
জানি রামু বনবাস একাকী॥
করি কুমন্ত্র মন সাজি সমাজূ।
আয়ে করই অকণ্টক রাজূ॥
কোটিপ্রকার কলপি কুটিলাঈ।
আয়ে দল বটোরি দোউ ভাঈ॥

সেই ভরতও আজ রাজপদ পাইয়া ধর্মের সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে। কুটিল দুষ্ট ভাই খারাপ অবসর দেখিয়া, রাম বনবাসে একা আছেন জানিয়া, মনে মনে কুমন্ত্রণা করিয়া দলবল সাজাইয়া রাজ্য বিঘ্নশূন্য করিতে আসিয়াছে। দুই ভাই কোটিপ্রকার কুটিল কল্পনা করিয়া দল সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে।

জৌঁ জিয় হোতি ন কপট কুচালী।
কেহি সোহাতি রথ বাজি গজালী॥
ভরতহি দোষ দেই কো জায়ে।
জগ বৌরাই রাজপদ পায়ে॥

জায়ে—ব্যর্থ, মিছামিছি। বৌরাই—পাগল হয়॥ যদি ভরতের মনে কপটতা ও দুষ্ট চাল না থাকিবে, তবে হাতী ঘোড়া রথ কেন সাজাইয়াছে? আর, ভরতকেই বা বৃথা দোষ দেই কেন? রাজপদ পাইলে পৃথিবী শুদ্ধ সকলের মাথা খারাপ হইয়া যায়।

সসি গুরু তিয় গামী নহুষু চঢ়েউ ভূমি সুর জান।
লোকবেদ তেঁ বিমুখ ভা অধম ন বেনসমান॥

চন্দ্র গুরুস্ত্রীগামী, নহুষ ব্রাহ্মণ দিয়া পাল্কী বহান। লোকে ও বেদে বিমুখ বেণু রাজার মত অধম আর কে হইয়াছে? [বেণু রাজা বড় উপদ্রবী ছিল। বলে, বিষ্ণু দেবতার বদলে আমাকে পূজা কর। তখন ব্রাহ্মণেরা তাহাকে ভস্ম করিয়া দেন।]

২৩০॥ সহসবাহু সুরনাথু ত্রিসঙ্কু।
কেহি ন রাজমদ দীন্হ কলঙ্কু॥
ভরত কীন্হ যহ উচিত উপাউ।
রিপু রিন রঞ্চ ন রাখব কাউ॥

সহস্রবাহু, ইন্দ্র ও ত্রিশঙ্কু ইহাদের কাহাকে রাজপদ না কলঙ্ক দিয়াছে? ভরত ঠিকই করিয়াছে, শত্রু ও ঋণের অনুমাত্র শেষও রাখিতে নাই। [সহস্রবাহু কার্তবীর্য্যার্জুন জমদগ্নি মুনির অতিথি হইয়া তাহার কামধেনু জোর করিয়া আনেন। গাই পালাইয়া স্বর্গে যায়। জমদগ্নিকে সহস্রবাহু মারিয়া ফেলেন। তখন পরশুরাম যজ্ঞ করিয়া পিতাকে বাঁচান ও ২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন।]

এক কীন্হি নহিঁ ভরত ভলাঈ।
নিদরে রামু জানি অসহাঈ॥
সমুঝি পরিহি সোউ আজু বিসেষী।
সমর সরোষ রামমুখ পেখী॥

ভরত রামকে অসহায় মনে করিয়া যে অবজ্ঞা করিয়াছে এইটা ভাল করে নাই। যুদ্ধে ক্রুদ্ধ রামের মূর্তি দেখিয়া সে আজ উহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিবে।

এতনা কহত নীতিরস ভূলা।
রন রস বিটপু পুলক মিস ফূলা॥
প্রভুপদ বন্দি সীসরজ রাখী।
বোলে সত্য সহজ বল ভাখী॥

এই বলিতেই লক্ষ্মণ নীতিজ্ঞান ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইল, যেন রণরসের বৃক্ষে ফুল ধরিল। প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সত্য স্বাভাবিক বলের ভাষায় বলিতে লাগিলেন—

অনুচিত নাথ ন মানব মোরা।
ভরত হমহিঁ উপচার ন থোরা॥
কহঁ লগি সহিয় রহিয় মনু মারে।
নাথসাথ ধনু হাথ হমারে॥

হে নাথ, আমার কথা অনুচিত মনে করিবেন না। ভরত আমাদের বিরুদ্ধে কম আয়োজন করে নাই। কত আর সহিব, কত মনমরা হইয়া থাকিব? আমার সঙ্গে আপনি আছেন, আর আমার হাতে ধনুক আছে।

ছত্রিজাতি রঘু কুল জনমু রামঅনুজ জগু জান।
লাতহুঁ মারে চঢ়তি সির নীচ কো ধূরিসমান॥

আমি জাতিতে ক্ষত্রিয়, রঘুকুলে আমার জন্ম, আর রামের ছোট ভাই বলিয়া সকলে জানে। ধূলার সমান নীচ কেহ নাই, কিন্তু তাহাকেও লাথি মারিলে সে মাথায় উঠে।

২৩১॥ **উঠি কর জোরি রজায়সু মাঁগা।**
মনহুঁ বীররস সোবত জাগা॥
বাঁধি জটা সির কসি কটি ভাথা।
সাজি সরাসনু সায়কু হাথা॥

লক্ষ্মণ উঠিয়া হাত জোড় করিয়া রামের আজ্ঞা চাহিলেন। মনে হইল যেন বীররস ঘুমাইয়াছিল, এখন জাগিয়া মাথায় জটা বাঁধিয়া, কটিতে তূণীর আঁটিয়া, ধনুক ও বাণ হাতে লইয়া সাজিল।

আজু রামসেবক জসু লেউঁ।
ভরতহি সমর সিখাবন দেউঁ॥
রামনিরাদর কর ফলু পাঈ।
সোবহু সমরসেজ দোউ ভাঈ॥

আজ রামসেবকের যশ লইব, ভরতকে যুদ্ধে শিক্ষা দিব। রামকে অবজ্ঞা করার ফল পাইয়া দুই ভাই সমর শয্যায় শুইবে।

আই বনা ভল সকলসমাজু।
প্রগট করউঁ রিস পাছিল আজু॥
জিমি করিনিকর দলই মৃগরাজু।
লেই লপেটি লবা জিমি বাজু॥

ভাল দল বল বাঁধিয়া আজ আসিয়াছে। পূর্বেকার দিনের রাগ আজ আমি প্রকাশ করিব। সিংহ যেমন হাতীর দলকে দলন করে, বাজ যেমন লবা পাখীকে ঝাপটা দিয়া লয়,

তৈসেহি ভরতহি সেনসমেতা।
সানুজ নিদরি নিপাতউঁ খেতা॥
জৌঁ সহায় কর শঙ্কর আঈ।
তৌ মারউঁ রন রামদোহাঈ॥

তেমনি করিয়া সেনাসমেত ভরতকে অনাদর করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিনাশ করিব। যদি মহাদেবও সাহায্য করিতে আসেন, তবুও রামের দোহাই দিয়া বলিতেছি, যুদ্ধে মারিব।

অতিসরোষ মাখে লখনু লখি সুনি সপথপ্রবান।
সভয় লোক সব লোকপতি চাহত ভভরি ভগান॥

লক্ষ্মণ অতিশয় রাগের বশে কথা বলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া ও শপথ সত্য জানিয়া সমস্ত লোক ভয় ভীত হইল। আর ইন্দ্র ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পালাইবার ইচ্ছা করিল।

২৩২॥ **জগু ভয়মগন গগন ভই বানী।**
লখন বাহু বলু বিপুল বখানী॥
তাত প্রতাপ প্রভাউ তুম্হারা।
কো কহি সকই কো জাননিহারা॥

জগৎ ভয়ে মগ্ন হইল। লক্ষ্মণের বিশাল বাহুবলের প্রশংসা করিয়া দৈববাণী হইল—প্রিয়, তোমার শক্তি ও প্রভাবের কথা কে বলিয়া উঠিতে পারে, কেই বা জানে?

অনুচিত উচিত কাজু কছু হোউ।
সমুঝি করিয় ভল কহ সব কোউ॥
সহসা করি পাছে পছিতাহীঁ।
কহহিঁ বেদ বুধ তে বুধ নাহীঁ

যে কাজই হউক উচিত অনুচিত বুঝিয়া করা ভাল, এ কথা সকলেই বলে। হঠাৎ কাজ করিয়া যে অনুতাপ করে, বেদ ও পণ্ডিতের মতে সে জ্ঞানী নহে।

সুনি সুরবচন লখন সকুচানে।
রাম সীয় সাদর সনমানে॥
কহী তাত তুম্হ নীতি সুহাঈ।
সব তেঁ কঠিন রাজমদু ভাঈ॥

দৈববাণী শুনিয়া লক্ষ্মণ সঙ্কোচ বোধ করিলেন। রাম ও সীতা আদর করিয়া সম্মান করিলেন, বলিলেন—হে প্রিয়, তুমি ঠিক নীতিকথাই বলিয়াছ, রাজ্য পাইয়া যে অহঙ্কার হয় উহা বড় কঠিন জিনিস।

জো অঁচবত মাঁতহিঁ নৃপ তেঈ।
নাহিঁন সাধু সভা জেহি সেঈ॥
সুনহু লখন ভল ভরতসরীসা।
বিধিপ্রপঞ্চ মহঁ সুনা ন দীসা॥

অঁচবত—আচমন করিতেই, পাইয়াই॥

যে সাধুদিগকে সেবা করে নাই, সেই রাজা রাজপদ পাইয়াই মাতিয়া উঠে। হে লক্ষ্মণ, শোন। ভরতের মত ভাল মানুষ বিধাতার সৃষ্টিতে শোনা বা দেখা যায় না।

ভরতহি হোই ন রাজমদু বিধি হরি হর পদ পাই।
কবহুঁ কি কাঁজী সীকরনি ছীরসিন্ধু বিনসাই॥

ভরত যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহেশ্বরের পদ পায়, তথাপি তাহার রাজা হওয়ার অভিমান হইবে না। টক জলের ছিঁটা কি কখনও ক্ষীরসিন্ধুকে নষ্ট করিতে পারে?

২৩৩॥ তিমির তরুন তরনিহি মকু গিলঈ।
গগন মগন মকু মেঘহি মিলঈ॥
গোপদ জল বুড়হিঁ ঘটজোনী।
সহজ ছমা বরু ছাড়ই ছোনী॥

বাল সূর্যকে অন্ধকার যদি বা গ্রাস করে, আকাশ যদি বা খুসী হইয়া মেঘেই মিলাইয়া যায়, গোষ্পদের জলে যদি বা অগস্ত্য মুনি ডুবিয়া যায়, পৃথিবী যদি বা সহজ ক্ষমা ছাড়িয়া দেয়,

মসক ফুঁক মকু মেরু উড়াঈ।
হোই ন নৃপমদ ভরতহি ভাঈ॥
লখন তুম্হার সপথ পিতুআনা।
সুচি সুবন্ধু নহিঁ ভরতসমানা॥

মশার ফুঁতে যদি বা মেরু উড়িয়া যায়, ভাই, তবুও ভরতের রাজ্য পাওয়ার জন্য অহঙ্কার হইবে না। হে লক্ষ্মণ, তোমার শপথ ও পিতার শপথ লইয়া বলিতেছি, ভরতের মত পবিত্র-চরিত্র ভাই আর নাই।

সগুনুখীর অবগুনজলু তাতা।
মিলই রচই পরপঞ্চ বিধাতা॥
ভরতু হংস রবি বংস তড়াগা।
জনমি কীন্হ গুন দোষ বিভাগা॥

বিধাতা যদি সুগুণরূপ দুধ ও অপগুণরূপ জল মিশাইয়া সংসার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে সূর্যবংশরূপ সরোবরে ভরতরূপ হাঁসকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ভরত জন্মিয়া গুণ ও দোষ আলাদা করিয়া ফেলিয়াছে।

গহি গুন পয় তজি অবগুন বারী।
নিজ জস জগত কীন্হি উঁজিয়ারী॥
কহত ভরত গুন সীল সুভাউ।
প্রেমপয়োধি মগন রঘুরাউ॥

গুণরূপ দুধ লইয়া অপগুণরূপ জল ত্যাগ করিয়া ভরত নিজের যশে জগৎ উজ্জ্বল করিয়াছে। ভরতের গুণ, শীল ও স্বভাবের কথা বলিতে বলিতে রঘুরাজ প্রেম-সমুদ্রে মগ্ন হইলেন।

সুনি রঘুবর বানী বিবুধ দেখি ভরত পর হেতু।
সকল সরাহত রাম সোঁ প্রভু কো কৃপানিকেতু॥

দেবতারা রঘুবরের কথা শুনিয়া, ভরতের উপর তাঁহার ভালবাসা দেখিয়া সকলেই রামকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—রামের মত কৃপানিকেতন কে আছে?

২৩৪॥ জৌঁ ন হোত জগ জনম ভরত কো।
সকল ধরম ধুর ধরনি ধরত কো॥
কবি কুল অগম ভরত গুন গাথা।
কো জানই তুম্হ বিনু রঘুনাথা॥

যদি সংসারে ভরতের জন্ম না হইত, তবে পৃথিবীতে সম্পূর্ণ ধর্মের ভার কে ধারণ করিত? ভরতের গুণসমূহ কবিদের বর্ণনার অতীত। হে রঘুনাথ, তুমি বিনা তাহার গুণের কথা কে জানে?

লখনু রামু সিয় সুনি সুরবানী।
অতিসুখু লহেউ ন জাই বখানী॥
ইহাঁ ভরতু সবসহিত সহায়ে।
মন্দাকিনী পুনীত নহায়ে।

লক্ষ্মণ রাম ও সীতা দৈববাণী শুনিয়া যে গভীর সুখ পাইলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এদিকে ভরত সকলের সহিত সুন্দর পুণ্য মন্দাকিনীতে স্নান করিলেন।

সরিতসমীপ রাখি সব লোগা।
মাঁগি মাতু গুরু সচিব নিয়োগা॥
চলে ভরত জহঁ সিয়রঘুরাঈ।
সাথ নিষাদনাথু লঘুভাঈ॥

ভরত মায়ের, গুরুর ও মন্ত্রীর আজ্ঞা লইয়া নদীতীরে সকল লোক রাখিয়া নিষাদনাথ ও শত্রুঘ্নকে লইয়া যেখানে রঘুরাজ ও সীতা আছেন সেখানে চলিলেন।

সমুঝি মাতুকরতব সকুচাহীঁ।
করত কুতরক কোটি মন মাহীঁ॥
রামু লখনু সিয় সুনি মম নাউঁ।
উঠি জনি অনত জাহিঁ তজি ঠাউঁ।

মায়ের কাজের কথা ভাবিয়া ভরত সঙ্কোচ করিতেছিলেন। মনে মনে নানা কুতর্ক করিতেছিলেন,

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা আমার নাম শুনিয়াই স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া না যান।

মাতু মতে মহঁ মানি মোহি জো কিছু কহহিঁ সো থোর।
অঘঅবগুন ছমি আদরহিঁ সমুঝি আপনী ওর॥

মায়ের মতের ভিতর আমিও আছি বলিয়া আমার যা কিছু করুন তাহাই অল্প (সাজা) হইবে। কিন্তু নিজের দিকে দেখিয়া তিনি আমার পাপ ও দোষ ক্ষমা করিয়া আমাকে আদরই করিবেন।

২৩৫॥ **জৌঁ পরিহরহিঁ মলিন মন জানী।**
জৌঁ সনমানহিঁ সেবক মানী॥
মোরে সরন রাম কী পনহী।
রাম সুস্বামি দোষ সব জনহী॥

যদি মলিন মন বলিয়া পরিত্যাগ করেন, অথবা যদি সেবক বলিয়া সম্মান দেন, যাহাই করন, রামের পাদুকাই আমার শরণ। রাম ন্যায়পর প্রভু, যত দোষ সে সকলই এই সেবকের।

জগ জসভাজন চাতক মীনা।
নেম প্রেম নিজ নিপুন নবীনা॥
অস মন গুনত চলে মগ জাতা।
সকুচ সনেহ সিথিল সব গাতা॥

সংসারে চাতক ও মাছই যশভাজন। উহারা নিজেদের প্রেমের নিয়ম স্থির ও সর্বদা নূতন রাখে। এই রকম ভাবিতে ভাবিতে ভরত পথ চলিতে লাগিলেন। তাঁহার সকল শরীর হৃদয়ের কোমলতায় ও প্রেমে বিবশ হইয়া গেল।

ফেরতি মনহিঁ মাতুকৃত খোরী।
চলত ভগতিবল ধীরজধোরী॥
জব সমুঝত রঘুনাথসুভাউ।
তব পথ পরত উতাইল পাউ॥

মায়ের কৃত দুষ্কার্য্য মনের পিছনে পিছনে ফিরিতেছিল, কিন্তু ভক্তিবলে ধৈর্য ধরিয়া ভরত চলিতেছিলেন। যখন রঘুনাথের স্বভাবের কথা মনে হইতেছিল, তখন পথে উতলাভাবে তাড়াতাড়ি তাঁহার পা পড়িতেছিল।

ভরতদসা তেহি অবসর কৈসী।
জলপ্রবাহ জল অলি গতি জৈসী॥
দেখি ভরত কর সোচু সনেহূ।
ভা নিষাদ তেহি সময় বিদেহূ॥

সে সময় ভরতের দশা হইয়াছিল স্রোতের জলে জলের পোকার গতির মত। (একবার স্রোতে সরিয়া যায়, ফিরিয়া আবার সেই স্থানেই আসে।) ভরতের চিন্তা ও ভক্তি দেখিয়া নিষাদ সেই সময় নিজের দেহের কথা ভুলিয়া গেলেন।

লগে হোন মঙ্গল সগুন সুনি গুনি কহত নিষাদু।
মিটিহি সোচ হোইহি হরষু পুনি পরিনাম বিষাদু॥

মঙ্গলচিহ্ন হইতে লাগিল। উহা শুনিয়া নিষাদ গুণিয়া বলিলেন—আশঙ্কা দূর হইবে, ও আনন্দ হইবে, তবে পরিণামে আবার বিষাদ হইবে।

২৩৬॥ **সেবকবচন সত্য সব জানে।**
আশ্রমনিকট জাই নিয়রানে॥
ভরত দীখ বন সৈল সমাজূ।
মুদিত ছুদিত জনু পাই সুনাজূ॥

ভরত নিষাদের কথা সত্য বলিয়া মানিয়া আশ্রমের নিকট গিয়া পঁহুছিলেন। ভরত সেখানে বন ও পর্বত দেখিলেন। তাহা দেখিয়া ক্ষুধিত জন সুঅন্নাদি পাইলে তাহার যেমন হয় তেমনি আনন্দ হইল।

ঈতি ভীতি জনু প্রজা দুখারী।
ত্রিবিধ তাপ পীড়িত গ্রহ মারী॥
জাই সুরাজ সুদেস সুখারী।
হোহিঁ ভরতগতি তেহি অনুহারী॥

যে প্রজা শস্যের ক্ষতির কারণ উপস্থিত হওয়ায় দুঃখিত এবং তার পর ত্রিতাপ ও গ্রহদ্বারা পীড়িত আছে, সে যদি সুন্দর দেশে গিয়া সুখী হয় তাহা হইলে তাহার যে অবস্থা হয়, ভরতের তাহাই হইয়াছিল।

রামবাস বন সম্পতি ভ্রাজা।
সুখী প্রজা জনু পাই সুরাজা॥
সচিব বিরাগু বিবেকু নরেসূ।
বিপিন সুহাবন পাবন দেসূ॥

রামের বাসের জন্য বনে সম্পদ এমন শোভা পাইতেছিল, যেমন ভাল রাজা পাইয়া প্রজা সুখী হয়। বিবেক রাজা, মন্ত্রী বৈরাগ্য, সুন্দর বন হইতেছে পবিত্র দেশ,

ভট জমনিয়ম সৈল রজধানী।
সান্তি সুমতি সুচি সুন্দর রানী॥
সকল অঙ্গ সম্পন্ন সুরাউ।
রামচরনআশ্রিত চিত চাউ॥

যম নিয়ম হইতেছে যোদ্ধা, পর্বত রাজধানী, শান্তি ও সুমতি সুন্দর রাণী। এমনি সকল-অঙ্গ-সম্পন্ন সুন্দর রাজা। সে রামচরণাশ্রিত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়া আছে।

জীতি মোহ মহিপালু দল সহিত বিবেক ভুআলু।
করত অকণ্টক রাজ্য পুর সুখ সম্পদা সুকালু॥

বিবেক বা জ্ঞানরূপী রাজা মোহরূপ অন্যসকল রাজাদিগকে জয় করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য করিতেছে। সেখানে সুখ সম্পদে সুকাল বর্তমান রহিয়াছে।

২৩৭ ॥ বনপ্রদেস মুনিবাস ঘনেরে।
জনু পুর নগর গাউঁগন খেরে ॥
বিপুল বিচিত্র বিহঙ্গ মৃগ নানা।
প্রজাসমাজ ন জাই বখানা ॥

বনপ্রদেশে যে সকল মুনির আশ্রম, উহারা যেন নানা নগর ও বড় ছোট গ্রাম। সেখানকার নানাপ্রকার বিপুল ও বিচিত্র পশু পক্ষীই যেন প্রজার দল। তাহাদের বর্ণনা করা যায় না।

খগহা করি হরি বাঘ বরাহা।
দেখি মহিষ বৃষ সাজু সরাহা ॥
বয়রু বিহায় চরহিঁ এক সঙ্গা।
জহঁ তহঁ মনহুঁ সেন চতুরঙ্গা ॥

খরহা—শশক ॥ শশক, হাতী, সিংহ বাঘ, শূকর, মহিষ ও বৃষ দেখিয়া প্রশংসা করিলেন। উহারা শত্রুতা ভুলিয়া এক সাথে বিচরণ করিতেছে, মনে হয় যেন উহারা চতুরঙ্গ সেনা।

ঝরনা ঝরহিঁ মত্তগজ গাজহিঁ।
মনহুঁ নিসান বিবিধ বিধি বাজহিঁ ॥
চক চকোর চাতক সুক পিক গন।
কুজত মঞ্জু মরাল মুদিতমন ॥

ঝরণা ঝরিয়া পড়িতেছে, মত্ত গজ গর্জন করিতেছে। শুনিয়া মনে হয়, নানা বাজনা বাজিতেছে। চখা চকোর চাতক তোতা ও কোকিলেরা সুন্দর ডাকিতেছে, হাঁস আনন্দে চরিতেছে।

অলিগন গাবত নাচত মোরা।
জনু সুরাজ মঙ্গল চহুঁ ওরা ॥
বেলি বিটপ তৃন সফল সফুলা।
সব সমাজু মুদ মঙ্গল মুলা ॥

অলিরা গান করিতেছে, ময়ূরেরা নাচিতেছে, যেন চারিদিকে মঙ্গলময় সুন্দর রাজত্ব বসিয়াছে। লতা গাছ তৃণ সকলেই ফল ফুলে ভরা, সকল সমেত সুন্দর ও আনন্দদায়ক হইয়া রহিয়াছে।

রামসৈল সোভা নিরখি ভরতহৃদয় অতি প্রেমু।
তাপস তপফলু পাই জিমি সুখী সিরানে নেমু ॥

রাম-শৈল চিত্রকূটের শোভা দেখিয়া ভরতের হৃদয়ে বড় ভক্তি উপস্থিত হইল। তপস্বী তপস্যার ফল পাইয়া নিয়মাদি সমাপ্ত করিয়া যেমন সুখী হয়, তেমনি সুখী হইলেন।

২৩৮ ॥ তব কেবট উঁচে চঢ়ি ধাঈ।
কহেউ ভরত সন ভুজা উঠাঈ ॥
নাথ দেখিয়হি বিটপ বিসালা।
পাকরি জম্বু রসাল তমালা ॥

তখন নিষাদ উঁচুতে চড়িয়া হাত উঠাইয়া ভরতকে বলিলেন—নাথ, ঐ যে বড় বড় পাকুড় জাম আম ও তমালের গাছগুলি দেখিতেছেন,

তিন্হ তরুবরন্হ মধ্য বটু সোহা।
মঞ্জু বিসাল দেখি মনু মোহা ॥
নীল সঘন পল্লব ফল লালা।
অবিচল ছাঁহ সুখদ সব কালা ॥

ঐ গাছগুলির মধ্যে যে বড় সুন্দর বিশাল বট গাছ শোভা পাইতেছে, যাহা দেখিয়া মন মুগ্ধ হয়, যাহার পল্লব নীল ও ঘন, যাহার লাল লাল ফল হইয়াছে, যে গাছের ছায়া সব ঋতুতেই অবিচল ও সুখদায়ক থাকে,

মানহুঁ তিমির অরুন ময় রাসী।
বিরচী বিধি সকেলি সুখমাসী ॥
এ তরু সরিতসমীপ গোসাঁঈ।
রঘুবর পরনকুটী জহঁ ছাঈ ॥

সকেলি—সংগ্রহ, একত্র করিয়া। সুখমাসী—সুষমাময় ॥ মনে হয় (পাতার) অন্ধকার ও (ফলের) লালচে আভার শোভা একত্র করিয়া বিধাতা উহা সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ গাছ নদীর তীরে। হে প্রভু, ঐ খানেই রঘুবর পর্ণ-কুটির বাঁধিয়াছেন।

তুলসী তরুবর বিবিধ সুহায়ে।
কহুঁ কহুঁ সিয় কহুঁ লষন লগায়ে ॥
বটছায়া বেদিকা বনাঈ।
সিয় নিজ পানি সরোজ সুহাঈ ॥

সেখানে অনেক তুলসী গাছ শোভা পাইতেছে, উহার কোনটা সীতা আর কোনটা লক্ষ্মণ লাগাইয়াছেন। আর সীতা নিজের পদ্মহাতেই বটের ছায়ায় সুন্দর বেদী বানাইয়াছেন।

জহাঁ বৈঠি মুনি গন সহিত নিত সিয় রাম সুজান।
সুনহিঁ কথা ইতিহাস সব আগম নিগম পুরান ॥

সেখানে মুনিগণ সহিত প্রতিদিন সীতা ও জ্ঞানবান রাম বসেন ও কথা, ইতিহাস, বেদ ও পুরাণ শোনেন।

২৩৯ ॥ সখাবচন সুনি বিটপ নিহারী।
উমগে ভরত বিলোচন বারী ॥
করত প্রনাম চলে দোউ ভাঈ।
কহত প্রীতি সারদ সকুচাঈ ॥

সখার কথা শুনিয়া, গাছ দেখিয়া ভরতের চক্ষু জলে উপচাইয়া গেল। দুই ভাই প্রণাম করিয়া চলিলেন। তাঁহাদের মনে যে প্রেমের ভাব, তাহা প্রকাশ করিতে সরস্বতীও সঙ্কোচ বোধ করেন।

হরষহিঁ নিরখি রাম পদ অঙ্কা।
মানহুঁ পারসু পায়েউ রঙ্কা ॥

রজ সির ধরি হিয় নয়নন্হি লাবহিঁ॥
রঘু বর মিলন সরিস সুখ পাবহিঁ॥

রামের পায়ের চিহ্ন দেখিয়া এত আনন্দ হইল যে, মনে হইল দরিদ্র পরশপাথর পাইয়াছে। সে ধূলি মাথায় ছোঁয়াইয়া বুকে ও চোখে লাগাইলেন, তাহাতে রঘুবরের সহিত মিলনের মতই সুখ পাইলেন।

দেখি ভরতগতি অকথ অতীবা।
প্রেম মগন মৃগ খগ জড় জীবা॥
সখহিঁ সনেহবিবস মগ ভূলা।
কহি সুপন্থ সুর বরষহিঁ ফূলা॥

ভরতের অতিশয় অবর্ণনীয় অবস্থা দেখিয়া পশু পক্ষী জড় জীব প্রেমমুগ্ধ হইল। সখা নিষাদও প্রেমে মগ্ন হইয়া পথ ভুলিয়া গেলেন। তখন দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সুপথ দেখাইয়া দিলেন।

নিরখি সিদ্ধ সাধক অনুরাগে।
সহজ সনেহ সরাহন লাগে॥
হোত ন ভূতল ভাউ ভরত কো।
অচর সচর চর অচর করত কো॥

ভাউ—জন্ম॥ ভরতের অবস্থা দেখিয়া সিদ্ধ ও সাধকেরা অনুরক্ত হইল ও তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তির প্রশংসা করিতে লাগিল। যদি পৃথিবীতে ভরতের জন্ম না হইত, তবে অচেতনকে চেতন ও চেতনকে অচেতন কে করিত?

প্রেমু অমিয় মন্দরু বিরহু ভরতু পয়োধি গঁভীর।
মথি প্রগটে সুর সাধু হিত কৃপাসিন্ধু রঘুবীর॥

রঘুনাথের বিরহ মন্দর পর্বত, ভরত বিশাল সমুদ্র। উহা মন্থন করিয়া দেবতা ও সাধুদের হিতের জন্য কৃপাসিন্ধু রঘুবীরের প্রেম-অমৃত উৎপন্ন হইল।

২৪০॥ **সখাসমেত মনোহর জোটা।**
লখেউ ন লখন সঘন বন ওটা॥
ভরত দীখ প্রভু আশ্রমু পাবন।
সকল সুমঙ্গল সদন সুহাবন॥

ঘন বনের আড়াল হওয়ায় সখা নিষাদ সহিত এই মনোহর জোড়াকে লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন না। ভরত সকল মঙ্গলের আলয়, সুন্দর পবিত্র প্রভুর আশ্রম দেখিলেন।

করত প্রবেস মিটে দুখদাবা।
জনু জোগী পরমারথ পাবা॥
দেখে ভরত লখন প্রভুআগে।
পুছে বচন কহত অনুরাগে॥

প্রবেশ করিতেই দুঃখরূপ দাবানল মিটিল, যোগী যেন পরমার্থ পাইল। ভরত দেখিতে পাইলেন যেন প্রভুকে লক্ষ্মণ কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর তিনি প্রেমের সহিত উত্তর দিতেছেন।

সীস জটা কটি মুনিপট বাঁধে।
তূন কসে কর সর ধনু কাঁধে॥
বেদী পর মুনি সাধু সমাজূ।
সীয়সহিত রাজত রঘুরাজূ॥

মাথায় জটা, কোমরে কৌপীন, উহাতে তূণীর বাধা, হাতে বাণ, কাঁধে ধনুক, বেদীর উপর মুনি ও সাধুগণ ও সীতা সহিত রঘুরাজ রহিয়াছেন।

বলকল বসন জটিল তনু স্যামা।
জনু মুনিবেষু কীন্হ রতিকামা॥
করকমলনি ধনুসায়কু ফেরত।
জিয় কী জরনি হরত হঁসি হেরত॥

ছালের কাপড়, জটাযুক্ত শ্যাম শরীর দেখিয়া মনে হয়, রতি ও কাম মুনির বেশ পরিয়াছে। পদ্মহাতে ধনুকবাণ রহিয়াছে, আর হাসিতে হৃদয়ের জ্বালা দূর করে।

লসত মঞ্জু মুনি মণ্ডলী মধ্য সীয় রঘুচন্দু।
জ্ঞানসভাঁ জনু তনু ধরে ভগতি সচ্চিদানন্দু॥

সুন্দর মুনিমণ্ডলীর মধ্যে সীতা ও রঘুরাজ এমন শোভা পাইতেছিলেন যেন, জ্ঞানের সভায় ভক্তি ও সচ্চিদানন্দ শরীর ধারণ করিয়াছেন।

২৪১॥ **সানুজ সখা সমেত মগন মন।**
বিসরে হরষ সোক সুখ দুখ গন॥
পাহি নাথ কহি পাহি গোসাঈঁ।
ভূতল পরে লকুট কী নাঈঁ॥

শত্রুঘ্ন ও নিষাদের সহিত ভরত মুগ্ধ হইয়া হর্ষ-শোক, সুখ-দুঃখ, সব ভুলিয়া গেলেন। "হে নাথ, রক্ষা কর। প্রভু, রক্ষা কর" বলিতে বলিতে লাঠির মত পড়িয়া গেলেন।

বচন সপ্রেম লখন পহিচানে।
করত প্রনামু ভরত জিয় জানে॥
বন্ধুসনেহ সরস এহি ওরা।
উত সাহিবসেবা বরজোরা॥

সে প্রেমপূর্ণ কথা লক্ষ্মণ বুঝিলেন ও ভরত যে প্রণাম করিতেছেন তাহা জানিতে পারিলেন। এক দিকে ভাই ভরতের প্রতি সরল স্নেহ, অপর দিকে প্রভুর সেবার কঠিন কর্তব্য।

মিলি ন জাই নহিঁ গুদরত বনঈ।
সুকবি লখনমন কী গতি ভনঈ॥
রহে রাখি সেবা পর ভারূ।
চঢ়ী চঙ্গ জনু খৈঁচ খেলারূ॥

মিলনের জন্য যাওয়াও যায় না, আবার ছাড়াও যায় না। লক্ষ্মণের মনের এই অবস্থার কবি এই উপমা দিয়াছেন,

লক্ষ্মণের মন-ঘুড়ি উড়িতেছে, ভরতের প্রেম-খেলোয়াড় উহা টানিতেছে, কিন্তু সেবার ভারে সে টান মানিতেছে না।

কহত সপ্রেম নাই মহি মাথা।
ভরত প্রনাম করত রঘুনাথা॥।
উঠে রাম সুনি প্রেম অধীরা।
কহুঁ পট কহুঁ নিষঙ্গ ধনুতীরা॥

মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রেমভরে লক্ষ্মণ বলিলেন—হে রঘুনাথ, ভরত প্রণাম করিতেছেন। সে কথা শুনিয়া প্রেমে অধীর হইয়া রাম উঠিলেন। কোথায় বস্ত্র, কোথায় তূণীর, আর কোথায় গেল ধনুতীর।

বরবস লিয়ে উঠাই উর লায়ে কৃপানিধান।
ভরত রাম কী মিলনি লখি বিসরে সবহিঁ অপান॥

কৃপানিধান রাম ভরতকে জোর করিয়া উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভরত ও রামের মিলন দেখিয়া সকলেই নিজকে ভুলিয়া গেল।

২৪২ ॥ **মিলনিপ্রীতি কিমি জাই বখানী।**
কবি কুল অগমকরম মন বানী॥
পরম প্রেম পূরন দোউ ভাঈ।
মন বুধি চিত অহমিতি বিসরাঈ॥

সেই মিলন ও প্রেমের বর্ণনা কি করিয়া করা যাইবে? উহা কবিদিগের কর্ম, মন ও বাক্যের অতীত। দুই জনেই অতিশয় প্রেমে পূর্ণ হইয়া মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার ভুলিয়া গেলেন।

কহহু সুপ্রেমু প্রগট কো করঈ।
কেহি ছায়া কবি মতি অনুসরঈ॥
কবিহিঁ অরথ আখর বলু সাঁচা।
অনুহরি তাল গতিহি নট নাচা॥

সে প্রেম কেই বা ব্যক্ত করিতে পারে? কবির বুদ্ধি উহার ছায়াও অনুসরণ করিতে পারে না। কবির সত্য বল অর্থ ও অক্ষরে রহিয়াছে। নট যেমন তালের গতি অনুসরণ করিয়া নাচে, তেমনি কবির শক্তিও অক্ষর ও অর্থের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। (কিন্তু যেখানে অর্থ ও অক্ষর পহুঁছে না, অক্ষর ও অর্থ দিয়া যেখানে প্রকাশ করিতে পারা যায় না, সেখানে কবি অপারগ হয়।)

অগম সনেহ ভরতরঘুবর কো।
জহঁ ন জাই মনু বিধি হরি হর কো॥
সো মৈঁ কুমতি কহউঁ কেহি ভাঁতী।
বাজু সুরাগ কি গাঁডরতাঁতী॥

ভরত ও রঘুবরের প্রেম বুদ্ধির অগম্য। সেখানে ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরের মনও পহুঁছাইতে পারে না। আমি দুর্বুদ্ধি, আমি সে কথা কেমন করিয়া বলিব? গণ্ডারের তাঁতে কি সুন্দর রাগিণী বাজিয়া উঠিতে পারে?

মিলনি বিলোকি ভরত রঘুবর কী।
সুরগন সভয় ধকধকী ধরকী॥
সমুঝায়ে সুরগুরু জড় জাগে।
বরষি প্রসূন প্রসংসন লাগে॥

ভরত ও রঘুবরের মিলন দেখিয়া দেবতারা এত ভীত হইল যে তাহাদের বুকের ভিতর ধুক ধুক করিতে লাগিল। বৃহস্পতি বুঝাইলে তখন মূর্খ দেবতারা বুঝিল ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল।

মিলি সপ্রেম রিপুসূদনহিঁ কেবটু ভেঁটেউ রাম।
ভূরি ভায় ভেঁটে ভরত লছিমন করত প্রনাম॥

শত্রুঘ্নকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিয়া রাম কেবটকে আলিঙ্গন করিলেন। আর লক্ষ্মণ অতিশয় ভক্তিভরে ভরতকে প্রণাম করিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

২৪৩ ॥ **ভেঁটেউ লষন ললকি লঘুভাঈ।**
বহুরি নিষাদু লীন উর লাঈ॥
পুনি মুনিগন দুহুঁ ভাইন্হ বন্দে।
অভিমত আসিষ পাই অনন্দে॥

লক্ষ্মণ আগ্রহের সহিত ছোট ভাই শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিয়া তার পর নিষাদকে বুকে লইলেন। তার পর দুই ভাই মুনিদিগকে বন্দনা করিয়া আনন্দে মনোমত আশীর্বাদ পাইলেন।

সানুজ ভরত উমগি অনুরাগা।
ধরি সির সিয় পদ পদুম পরাগা॥
পুনি পুনি করত প্রনাম উঠায়ে।
সির কর কমল পরসি বৈঠায়ে॥

ছোট ভাই সহিত ভরত আনন্দে বিহ্বল হইয়া সীতার পাদপদ্মে মাথা ঠেকাইয়া বার বার প্রণাম করিলেন। সীতা তাঁহাদিগকে উঠাইয়া তাঁহার পদ্মহাতে তাঁহাদের মাথা ছুঁইলেন।

সীয় অসীস দীন্হি মন মাহীঁ।
মগন সনেহ দেহসুধি নাহীঁ॥
সব বিধি সানুকূল লখি সীতা।
ভে নিসোচ উর অপডর বীতা॥

সীতা তাঁহাদিগকে মনে মনে আশীর্বাদ করিলেন। তিনি স্নেহে মগ্ন হইলেন, তাঁহার দেহের বোধ রহিল না। সীতাকে সকল রকমে প্রসন্ন দেখিয়া ভরত শোকশূন্য হইলেন, তাঁহার ভয় চলিয়া গেল।

কোউ কছু কহই ন কোউ কিছু পুছা।
প্রেম ভরা মন নিজ গতি ছুছা॥
তেহি অবসর কেবটু ধীরজু ধরি।
জোরি পানি বিনবত প্রনামু করি॥

কেহ কিছু বলিতেছেন না, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন না। তাঁহাদের মন প্রেমের ভরে নিজের গতিশক্তি ত্যাগ করিয়াছিল। (মন অচল হইয়া গিয়াছিল।) সেই সময় নিষাদ ধৈর্য ধরিয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন—

নাথ সাথ মুনিনাথ কে মাতু সকল পুরলোগ।
সেবক সেনপ সচিব সব আয়ে বিকল বিয়োগ॥

হে নাথ, মুনিবর বশিষ্ঠের সহিত মায়েরা ও পুরের সকল লোক, সেবক সেনাপতি মন্ত্রী সকলেই বিরহে ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছেন।

২৪৪ ॥ **সীলসিন্ধু সুনি গুরুআগবনু।**
সিয়সমীপ রাখে রিপুদবনু॥
চলে সবেগ রাম তেহি কালা।
ধীর ধরম ধুর দীনদয়ালা॥

শীলের সমুদ্র ধর্মধুরন্ধর দীনদয়াল রাম গুরু আসিয়াছেন শুনিয়া তখনই শত্রুঘ্নকে সীতার নিকট রাখিয়া সবেগে চলিলেন।

গুরুহি দেখি সানুজ অনুরাগে।
দণ্ডপ্রনাম করন প্রভু লাগে॥
মুনিবর ধাই লিয়ে উর লাঈ।
প্রেম উমগি ভেঁটে দোউ ভাঈ॥

গুরুকে দেখিয়া লক্ষ্মণ সহিত রাম আনন্দিত হইলেন। রাম দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতে গেলে মুনিবর তাড়াতাড়ি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও প্রেমে উথলিয়া দুই ভাইয়ের সহিত মিলিত হইলেন।

প্রেম পুলকি কেবট কহি নামু।
কীন্হ দূরি তেঁ দণ্ডপ্রনামু॥
রামসখা রিষি বরবস ভেঁটা।
জনু মহি লুঠত সনেহ সমেটা॥

প্রেমে পুলকিত হইয়া নাম উচ্চারণ করিয়া গুহ নিষাদ দূর হইতেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। রামসখাকে ঋষি জোর করিয়াই আলিঙ্গন করিলেন। মনে হইল যেন মাটিতে লুণ্ঠিত ভক্তিকে সংগ্রহ করিলেন।

রঘুপতি ভগতি সুমঙ্গল মূলা।
নভ সরাহিঁ সুর বরিষহিঁ ফূলা।
এহি সম নিপট নীচ কোউ নাহীঁ।
বড় বসিষ্ঠসম কো জগ মাহীঁ॥

দেবতারা ফুল বর্ষণ করিয়া আকাশ হইতে মঙ্গলদায়ক রঘুপতি-ভক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন—সংসারে ইহার মত নিতান্ত নীচ কেহ নাই, আর বশিষ্ঠের সমান বড়ও জগতে কেহ নাই।

জেহি লখি লখনহুঁ তেঁ অধিক মিলে মুদিত মুনিরাউ।
সো সীতা পতি ভজন কো প্রগট প্রতাপপ্রভাউ॥

যাহাকে দেখিয়া মুনিরাজ বশিষ্ঠ লক্ষ্মণ অপেক্ষাও অধিক আলিঙ্গন করিলেন, সে কেবল সীতাপতি রাম ভজনের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ।

২৪৫ ॥ **আরত লোগ রাম সব জানা।**
করুনাকর সুজান ভগবানা।
জো জেহি ভায় রহা অভিলাখী।
তেহি তেহি কৈ তসি তসি রুখ রাখী॥

করুণাময় জ্ঞানবান রাম জানিলেন যে সকলেই আর্ত হইয়া আছে। যে যেভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহাকে সেই ইচ্ছামত রাখিলেন।

সানুজ মিলি পল মহুঁ সব কাহূ।
কীন্হ দূরি দুখু দারুন দাহূ॥
যহ বড়ি বাত রাম কৈ নাহীঁ।
জিমি ঘট কোটি এক রবি ছাহীঁ॥

লক্ষ্মণের সহিত রাম মুহূর্তমধ্যেই সকলের দারুণ দুঃখদাহ দূর করিলেন। যেমন কোটি ঘটে একই সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি রামের পক্ষে একই সঙ্গে সকলের দুঃখ দূর করা বড় বেশী কথা নয়।

মিলি কেবটহি উমগি অনুরাগা।
পুরজন সকল সরাহহিঁ ভাগা॥
দেখী রাম দুখিত মহতারী।
জনু সুবেলিঅবলী হিম মারী॥

পুরবাসীরা সকলে আনন্দে উথলিয়া কেবটকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছিল। রাম মাতাদিগকে দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। লতার পংক্তিকে তুষার মারিলে যে প্রকার হয়, মায়েদের অবস্থা সেইপ্রকার দুঃখময়।

প্রথম রাম ভেঁটী কৈকেঈ।
সরল সুভায় ভগতি মতি ভেঈ॥
পগ পরি কীন্হ প্রবোধু বহোরী।
কাল করম বিধি সির ধরি খোরী॥

স্বাভাবিক সরলতা ও ভক্তিবুদ্ধিতে রাম প্রথমেই কৈকেয়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কাল কর্ম বিধাতার মাথায় দোষ দিয়া পায় পড়িয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন।

ভেঁটী রঘুবর মাতু সব করি প্রবোধু পরিতোষু।
অম্ব ঈস আধীন জগু কাহু ন দেইয় দোষু॥

রাম মায়েদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন ও বলিলেন—মা, জগৎ ঈশ্বরের অধীন, কাহাকেও দোষ দিতে নাই।

২৪৬ ॥ **গুরু তিয় পদ বংদে দুহু ভাঈ।**
সহিত বিপ্রতিয় জে সঁগ আঈ॥
গংগ গৌরি সম সব সনমানী।
দেহিঁ অসীস মুদিত মৃদুবানী॥

দুই ভাই গুরুপত্নীর চরণ ও সঙ্গে যে ব্রাহ্মণ-পত্নীরা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলেন। তাঁহাদিগকে গঙ্গা ও গৌরীর মত সম্মান করিলেন। আনন্দিত হইয়া মিষ্টবাক্যে তাঁহারা আশীর্বাদ দিলেন।

গহি পদ লগে সুমিত্রাঅংকা।
জনু ভেঁটী সংপতি অতি রংকা॥
পুনি জননীচরননি দোউ ভ্রাতা।
পরে প্রেম ব্যাকুল সব গাতা॥

প্রণাম করিয়া সুমিত্রার কোলে এমনি করিয়া গেলেন, মনে হইল যেন অতি দরিদ্র সম্পত্তি পাইয়াছে। দুই ভাই প্রেমাকুল শরীরে মায়ের পায়ে পড়িলেন।

অতি অনুরাগ অংব উর লায়ে।
নয়ন সনেহ সলিল অন্হবায়ে॥
তেহি অবসর কর হরষ বিষাদূ।
কিমি কবি কহই মূক জিমি স্বাদূ॥

অতিশয় ভালবাসিয়া মাতা তাঁহাদিগকে বুকে লইলেন, চোখ স্নেহ-জলে ভিজিয়া গেল। সেই সময়ের আনন্দ ও বিষাদ কবি কেমন করিয়া বলিবে—বোবা কি তাহার স্বাদ প্রকাশ করিতে পারে?

মিলি জননিহিঁ সানুজ রঘুরাঊ।
গুরুসন কহেউ কি ধারিয় পাঊ॥
পুরজন পাই মুনীস নিয়োগূ।
জল থল তকি তকি উতরে লোগূ॥

ভাইয়ের সঙ্গে মায়েদের সহিত দেখা করিয়া রঘুরাজ গুরুকে বলিলেন—চলুন। নগরবাসীরা মুনির আজ্ঞা পাইয়া জল ও স্থল দেখিতে দেখিতে নামিতে লাগিল।

মহিসুর মংত্রী মাতু গুরু গনে লোগ লিয়ে সাথ।
পাবন আশ্রমু গবনু কিয় ভরত লখন রঘুনাথ॥

ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, মাতা, গুরু ও গণ্যমান্য লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া ভরত, লক্ষ্মণ ও রঘুনাথ পুণ্য আশ্রমে গেলেন।

২৪৭ ॥ **সীয় আই মুনি বর পগ লাগী।**
উচিত অসীস লহী মনমাগী॥
গুরুপতিনিহিঁ মুনিতিয়ন্হ সমেতা।
মিলী প্রেম কহি জায় ন জেতা॥

সীতা আসিয়া বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলেন এবং মনোমত উপযুক্ত আশীর্বাদ চাহিয়া লইলেন। মুনিপত্নীদের লইয়া গুরুপত্নীর সঙ্গে এমন প্রেমের সহিত মিলিত হইলেন যে, তাহা বলা যায় না।

বংদি বংদি পগ সিয় সবহী কে।
আসিরবচন লহে প্রিয় জী কে॥
সাসু সকল জব সীয় নিহারী।
মূঁদে নৈন সহমি সুকুমারী॥

সীতা সকলের পদ বন্দনা করিয়া করিয়া মনের মত আশীর্বাদ লইলেন। সুকোমল সীতা যখন শাশুড়ীদিগকে দেখিলেন, তখন মুষড়াইয়া গিয়া চক্ষু বুজিলেন।

পরী বধিকবস মনহুঁ মরালী।
কাহ কীন্হ করতার কুচালী॥
তিন্হ সিয় নিরখি নিপট দুখু পাবা।
সো সব সহিয় জো দৈব সহাবা॥

সীতার অবস্থা এমন হইল যে, হাঁস যেমন ব্যাধের হাতে পড়িয়াছে। সীতা বলিলেন—হে বিধাতা, একি অন্যায় করিয়াছ? মায়েরাও সীতাকে দেখিয়া বড় দুঃখ পাইলেন। দৈব যাহা সহান সে সকলই সহিতে হয়।

জনকসুতা তব উর ধরি ধীরা।
নীল নলিন লোয়ন ভরি নীরা॥
মিলী সকল সাসুন্হ সিয় জাঈ।
তেহি অবসর করুনা মহি ছাঈ॥

জানকী তখন ধৈর্য ধরিয়া তাঁহার নীলপদ্মের মত চোখে জল ভরিয়া শাশুড়ীদের সহিত মিলিত হইলেন। সে সময় জগৎ করুণায় ভরিয়া গেল।

লাগি লাগি পগ সবনি সিয় ভেঁটতি অতি অনুরাগ।
হৃদয় অসীসহিঁ প্রেমবস রহিঅহু ভরী সোহাগ॥

সীতা সকলের পায় পড়িয়া পড়িয়া অতি অনুরাগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা প্রেমবশে মনে মনে আশীর্বাদ দিলেন—চিরসোহাগিনী থাক।

২৪৮ ॥ **বিকল সনেহ সীয় সব রানী।**
বৈঠন সবহি কহেউ গুরু জ্ঞানী॥
কহি জগগতি মায়িক মুনিনাথা।
কহে কছুক পরমারথ গাথা॥

সীতাকে ও রানীদিগকে ব্যাকুল দেখিয়া গুরু বসিতে বলিলেন। মায়াময় জগতের গতি বর্ণনা করিয়া বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে কিছু পরমার্থ উপদেশ দিলেন।

নৃপ কর সুরপুর গবনু সুনাবা।
সুনি রঘুনাথ দুসহ দুখু পাবা॥
মরনহেতু নিজনেহু বিচারী।
ভে অতি বিকল ধীর ধুর ধারী॥

বশিষ্ঠ রাজার পরলোক গমনের কথা শুনাইলেন। শুনিয়া রঘুনাথ অসহ্য ব্যথা পাইলেন। তাঁহার প্রতি রাজার ভালবাসা তাঁহার মৃত্যুর কারণ জানিয়া ধৈর্যের ধুরন্ধর রাম অতিশয় ব্যাকুল হইলেন।

কুলিসকঠোর স্বনত কটুবানী।
বিলপত লষন সীয় সব রানী॥
সোক বিকল অতি সকল সমাজূ।
মানহুঁ রাজু অকাজেউ আজূ॥

বজ্রের মত কঠোর কটুবাণী শুনিয়া লক্ষ্মণ সীতা ও রাণীরা সকলে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সকল লোক শোকে বিকল হইল, মনে হইল যেন আজই রাজা দশরথ স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

মুনিবর বহুরি রাম সমুঝায়ে।
সহিত সমাজ স্বরসরিত নৃহায়ে॥
ব্রত নিরম্বু তেহি দিন প্রভু কীন্হা।
মুনিহু কহে জল কাহু ন লীন্হা॥

বশিষ্ঠ রামকে আবার বুঝাইলেন ও সকলের সহিত তাঁহাকে স্নান করাইলেন। সেদিন প্রভু নিরম্বুব্রত করিলেন এবং বশিষ্ঠ বলাতেও কেহ জল গ্রহণ করিলেন না।

ভোর ভয়ে রঘুনন্দনহিঁ জো মুনি আয়স্থ দীন্হ।
শ্রদ্ধা ভগতি সমেত প্রভু সো সবু সাদর কীন্হ॥

প্রাতঃকাল হইলে মুনি যে আদেশ দিলেন, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে প্রভু সে সকল সাদরে করিলেন।

২৪৯॥ **করি পিতুক্রিয়া বেদ জসি বরনী।**
ভে পুনীত পাতক তম তরনী॥
জাস্থ নাম পাবক অঘতুলা।
স্বমিরত সকল স্বমঙ্গল মূলা॥

তম তরনী—সূর্য॥ যিনি পাপরূপ অন্ধকারের নিকট সূর্যের ন্যায়, যাঁহার নাম পাপরূপ তুলায় আগুনের মত কাজ করে, যাঁহাকে স্মরণ করিলে সকল মঙ্গলময় হয়, সেই রাম বেদের বিধান অনুসারে পিতার পরলোকের ক্রিয়া করিয়া পবিত্র হইলেন।

স্বদ্ধ সো ভয়উ সাধু সম্মত অস।
তীরথ আবাহন স্বরসরি জস॥
স্বদ্ধ ভয়ে দুই বাসর বীতে।
বোলে গুরু সন রাম পিরীতে॥

স্বয়ং পবিত্র গঙ্গাকেও তীর্থ আবাহন করিয়া পবিত্র করা হয় ইহা যেমন, রাম যে শুদ্ধ হইলেন ইহাও তেমনি সাধুদের অভিপ্রেত। শুদ্ধ হওয়ার পর দুই দিন গেলে রাম প্রীতির সহিত গুরুকে বলিলেন—

নাথ লোগ সব নিপট দুখারী।
কন্দ মূল ফল অম্বু অহারী॥
সানুজ ভরত সচিব সব মাতা।
দেখি মোহি পল জিমি জুগ জাতা॥

হে নাথ, সমস্ত লোক বড় দুঃখিত হইয়া আছে। ভাইয়ের সহিত ভরত, মন্ত্রী ও মায়েরা সকলে কন্দ ফল মূল খাইয়া আছে। ইহা দেখিয়া আমার নিকট এক পলককে একযুগ বলিয়া মনে হইতেছে।

সবসমেত পুর ধারিয় পাউ।
আপু ইহাঁ অমরাবতি রাউ॥
বহুত কহেউঁ সব কিয়উঁ ঢিঠাঈঁ।
উচিত হোই তস করিয় গোসাঈঁ॥

সেজন্য সকলকে লইয়া নগরে ফিরিয়া যান। আপনি এখানে আর রাজা স্বর্গে। (পুরী খালি) আমি অনেক কিছু বলিয়া ধৃষ্টতা করিলাম; এখন, হে প্রভু, যাহা উচিত তাহা করুন।

ধর্মসেতু করুনায়তন কস ন কহহু অস রাম।
লোগ দুখিত দিন দুই দরস্থ দেখি লহেহু বিশ্রাম॥

গুরু বলিলেন—হে রাম, তুমি ধর্মের সেতু করুণাময়, তুমি ত এইরূপ বলিবেই। কিন্তু যাহারা দুঃখিত হইয়া ছিল, তাহারা দিন দুই তোমাকে দেখিয়া বিশ্রাম পাইয়াছে।

২৫০॥ **রামবচন স্বনি সভয় সমাজূ।**
জন্ম জলনিধি মহঁ বিকল জহাজূ॥
স্বনি গুরুগিরা স্বমঙ্গল মূলা।
ভয়উ মনহুঁ মারুত অনুকূলা॥

রামের কথা শুনিয়া, ফিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাবে, সকলে এত ভীত হইল, যেন জাহাজ সমুদ্রে বে-কায়দায় পড়িয়াছে। মুনির মঙ্গলময় বাক্য শুনিয়া মনে হইল যেন, অনুকূল বাতাস বহিয়াছে।

পাবন পয় তিহুঁ কাল নহাহীঁ।
জো বিলোকি অঘওঘ নসাহীঁ॥
মঙ্গলমূরতি লোচন ভরি ভরি।
নিরখহিঁ হরষি দণ্ডবত করি করি॥

যে জল দেখিলেই সকল পাপ নাশ হয়, সেই জলে লোকে তিনবার করিয়া স্নান করিতেছিল। আনন্দমূর্তি রামকে চোখ ভরিয়া দেখিয়া আনন্দে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছিল।

রাম সৈল বন দেখন জাহীঁ।
জহঁ স্বখ সকল সকল দুখ নাহীঁ॥
ঝরনা ঝরহিঁ স্বধাসম বারী।
ত্রিবিধ তাপ হর ত্রিবিধ বয়ারী॥

রামের বাসের পর্বত ও বন, সেখানে কেবলই সুখ, কোথাও দুঃখ নাই, তাহা লোকে দেখিতে যাইতেছিল। ঝরণায় অমৃতের মত জল ঝরিতেছিল, ত্রিতাপহরণকারী ত্রিবিধ বাতাস বহিতেছিল।

বিটপ বেলি তৃন অগনিত জাতী।
ফল প্রসুন পল্লব বহু ভাঁতী॥
স্বন্দর সিলা স্বখদ তরু ছাহীঁ।
জাই বরনি বন ছবি কেহি পাহীঁ॥

অসংখ্য জাতের লতা ও ঘাস, নানা ফল ফুল পাতা, সুন্দর পাথর, সুখদায়ক গাছের ছায়া। সে বনের শোভা কেমন করিয়া বর্ণনা করা যায়?

সরনি সরোরুহ জল বিহঙ্গ কূজত গুঞ্জত ভৃঙ্গ।
বৈরবিগত বিহরত বিপিন মৃগ বিহঙ্গ বহুরঙ্গ॥

সরনি—সরোবরে। সরোরুহ—পদ্ম। সরোবরে পদ্ম ছিল, জলচর পক্ষীরা ডাকিতেছিল ও ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছিল। বনে নানাজাতীয় পশুপক্ষী শত্রুতা ভুলিয়া বিচরণ করিতেছিল।

২৫১॥ কোল কিরাত ভিল্ল বনবাসী।
মধু সুচি সুন্দর স্বাদু সুধা সী॥
ভরি ভরি পরনপুটী রচি রূরী।
কন্দ মূল ফল অঙ্কুর জূরী॥

কোল কিরাত ও বনবাসী ভীলেরা, সুন্দর পাতার দোনা তৈয়ার করিয়া তাহাতে মধুর পবিত্র সুন্দর অমৃতের মত কন্দ মূল ফল ও অঙ্কুর ভরিয়া,

সবহিঁ দেহিঁ করি বিনয় প্রনামা।
কহি কহি স্বাদু ভেদ গুন নামা॥
দেহিঁ লোগ বহু মোল ন লেহীঁ।
ফেরত রাম দোহাঈ দেহীঁ॥

সকলকে বিনয় ও প্রণাম করিয়া উহাদের স্বাদের ভেদ, গুণ ও নাম বলিয়া দিতেছিল। লোকে উহার অনেক দাম দিলেও তাহারা না লইয়া রামের দোহাই দিয়া ফেরৎ দিতেছিল।

কহহিঁ সনেহমগন মৃদুবানী।
মানত সাধু প্রেম পহিচানী॥
তুম্হ সুকৃতী হম নীচ নিষাদা।
পাবা দরসনু রামপ্রসাদা॥

তাহারা প্রেমভরে মিষ্ট কথায় বলিতেছিল—আপনারা পুণ্যবান, আমরা নীচ নিষাদ; রামের অনুগ্রহেই আপনাদের দর্শন পাইয়াছি। তাহাদের কথায় প্রেমের পরিচয় পাইয়া উহা লোকে সত্য মানিয়া লইতেছিল।

হমহিঁ অগম অতি দরসু তুম্হারা।
জস মরুধরনি দেব সরি ধারা॥
রাম কৃপাল নিষাদ নেবাজা।
পরিজন প্রজউ চহিয় জস রাজা॥

আপনাদের দর্শন আমাদের নিকট দুর্লভ, যেমন মরুদেশে গঙ্গার ধারা দুর্লভ। রামচন্দ্র কৃপাল ও নিষাদদের উদ্ধার কর্তা। আপনারা তাঁহার পরিজন ও প্রজা। আপনাদিগের ও রাজার উপযুক্ত (দয়ালু) হওয়া চাই।

যহ জিয় জানি সঁকোচ তজি করিয় ছোহু লখি নেহু।
হমহিঁ কৃতারথ করন লগি ফল তৃন অঙ্কুর লেহু॥

ইহা মনে জানিয়া আমাদের আকিঞ্চন বুঝিয়া সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া কৃপা করিবেন। আমাদিগকে কৃতার্থ করার জন্য ফল তৃণ ও অঙ্কুর লউন।

২৫২॥ তুম্হ প্রিয় পাহুন বন পগ ধারে।
সেবাজোগু ন ভাগ হমারে॥
দেব কাহ হম তুম্হহিঁ গোসাঈঁ।
ঈন্ধনু পাত কিরাত মিতাঈ॥

ঈন্ধনু—কাঠ॥ আপনারা প্রিয় অতিথি বনে আসিয়াছেন। আপনাদের সেবা করার মত ভাগ্য আমাদের নাই। হে গোসাঁই, আমরা আপনাদিগকে কি দিব? কিরাতের মিত্রতা ত কেবল কাঠ ও পাতা দিয়াই হইয়া থাকে।

যহ হমারি অতি বড়ি সেবকাঈ।
লেহিঁ ন বাসন বসন চোরাঈ॥
হম জড় জীব জীব গন ঘাতী।
কুটিল কুচালী কুমতি কুজাতী॥

আমরা যে আপনাদের বাসন ও কাপড় চুরি করিয়া লই নাই, ইহাই হইতেছে আমাদের বড় রকমের সেবা। আমরা মূর্খ, আমরা প্রাণী হত্যা করিয়া থাকি। আমরা দুষ্ট, কুচাল নির্বোধ ও খারাপ জাতি।

পাপ করত নিসি বাসর জাহীঁ।
নহিঁ পট কটি নহিঁ পেট অঘাহীঁ॥
সপনেহুঁ ধরম বুদ্ধি কস কাউ।
যহ রঘু নন্দন দরস প্রভাউ॥

আমরা দিন রাতই পাপ করি, তবু পরনে কাপড় নাই, পেটে ভাত নাই। আমরা স্বপ্নেও ধর্মবুদ্ধি কাহাকে বলে জানি না। আজ যাহা দেখিতেছেন, সে কেবল রঘুনন্দনের দর্শন প্রভাবেই হইয়াছি।

জব তেঁ প্রভু পদ পদুম নিহারে।
মিটে দুসহ দুখ দোষ হমারে॥
বচন সুনত পুরজন অনুরাগে।
তিন্হ কে ভাগ সরাহন লাগে॥

যখন হইতে প্রভুর চরণপদ্ম দেখিয়াছি, তখন হইতেই আমাদের দুঃসহ দুঃখ ও দোষ দূর হইয়াছে। তাহাদের কথা শুনিয়া পুরজনেরা তাহাদিগকে ভালবাসিল ও তাহাদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

ছন্দ—লাগে সরাহন ভাগ সব অনুরাগ বচন সুনাবহীঁ।
বোলনি মিলনি সিয় রাম চরন সনেহু লখি সুখু পাবহীঁ।
নরনারি নিদরহিঁ নেহ নিজ সুনি কোল ভিল্লনি কী গিরা।
তুলসী কৃপা রঘু বংস মনি কী লোহ লেই নৌকা তিরা॥

লোকে এই বনবাসীদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল ও তাহাদিগকে ভালবাসার কথা শুনাইতে লাগিল। ইহাদের কথাবার্তা ব্যবহার ও সীতা রামের চরণে ভক্তি দেখিয়া তাহারা সুখ পাইল। এই কোল ভীলদিগের কথা শুনিয়া নিজেদের ভক্তিকে তুচ্ছ মনে করিতে লাগিল। তুলসী বলে—লোহা যেমন নৌকায় চড়িয়া পার হয়, তেমনি রঘুবংশমনির কৃপায় পার হইয়াছে।

সো ঃ—

বিহরহিঁ বন চহুঁ ওর প্রতিদিন প্রমুদিত লোগ সব।
জল জ্যোঁ দাদুর মোর ভয়ে পীন পাবস প্রথম॥

পাবস—বর্ষা॥ লোকেরা আনন্দ করিয়া প্রতিদিন বনের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। মনে হইল যেন প্রথম বর্ষার জল পাইয়া ভেক ও ময়ূর মোটা হইয়া গিয়াছে।

২৫৩॥ পুর নর নারি মগন অতি প্রীতী।
বাসর জাহিঁ পলকসম বীতী॥
সীয় সাসু প্রতি বেষ বনাঈ।
সাদর করই সরিস সেবকাঈ॥

নগরের নর-নারীরা অতি আনন্দে মগ্ন হইয়া রহিল। তাহাদের দিন পলকের মত কাটিতে লাগিল। সীতা (একই সময়ে) বিভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া সাদরে প্রতি শাশুড়ীকে একই রকমে সেবা করিতে লাগিলেন।

লখা ন মরম রাম বিনু কাহু।
মায়া সব সিয়মায়া মাহুঁ॥
সীয় সাসু সেবা বস কীন্হী।
তিন্হ লহি সুখ সিখ আসিষ দীন্হী॥

সীতার এই একই সময় বিভিন্ন মূর্তিতে থাকা, রাম ভিন্ন আর কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না। সকল মায়াই সীতার মায়ার মধ্যে থাকে। শাশুড়ীদিগকে সীতা সেবা দ্বারা বশ করিলেন। তাঁহারা আনন্দিত হইয়া সীতাকে উপদেশ ও আশীর্বাদ দিলেন।

লখি সিয় সহিত সরল দোউ ভাঈ।
কুটিল রানি পছিতানি অঘাঈ॥
অবনি জমহি জাঁচতি কৈকেঈ।
মহি ন বীচু বিধি মীচু ন দেঈ॥

সীতার সঙ্গে দুই সরল ভাইকে দেখিয়া কুটিল রাণী বড় অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এখন কৈকেয়ী মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—পৃথিবী কেন ফাটে না, বিধাতা আমাকে কেন মৃত্যু দেন না?

লোকহু বেদ বিদিত কবি কহহীঁ।
রাম বিমুখ থলু নরক ন লহহীঁ॥
যহ সংসউ সব কে মন মাহীঁ।
রামগবনু বিধি অবধ কি নাহীঁ॥

লোকেও প্রসিদ্ধ আছে এবং কবিরাও বলিয়া থাকেন, যে রাম বিমুখ তাহার নরকেও স্থান হয় না। এখন সকলের মনে এই সন্দেহ উঠিল যে, বিধাতা অযোধ্যায় রামের গমন ঘটাইবেন কি না।

নিসি ন নীঁদ নহিঁ ভূখ দিন ভরত বিকল সুচি সোচ।
নীচ কীচ বিচ মগন জস মীনহিঁ সলিল সঁকোচ॥

রামের অযোধ্যায় যাওয়া হইবে কিনা এই এক চিন্তায় ভরতের রাত্রে ঘুম ছিল না, দিনে ক্ষুধা ছিল না। জল শুকাইলে নীচের কাদার মধ্যে পড়িয়া মাছের যে অবস্থা হয়, ভরতের সেই অবস্থা হইয়াছিল।

২৫৪॥ কীন্হি মাতুমিস কাল কুচালী।
ঈতি ভীতি জস পাকত সালী॥
কেহি বিধি হোই রামঅভিষেকু।
মোহি অবকলত উপাউ ন একু॥

ভরত ভাবিতেছিলেন—মায়ের হাত দিয়া কাল এই কুচাল চালিয়াছেন। পাকাধানে পঙ্গপাল পড়িলে যে ভয়াবহ অবস্থা হয় তাহাই হইয়াছে। হে বিধি, রামের অভিষেক কেমন করিয়া হইবে, তাহার উপায় ত একটাও দেখিতে পাইতেছি না।

অবসি ফিরহিঁ গুরুআয়সু মানী।
মুনি পুনি কহব রামরুচি জানী॥
মাতু কহেউ বহুরহিঁ রঘুরাউ।
রামজননি হঠ করবি কি কাউ॥

গুরু আজ্ঞা দিলে তাহা মানিয়া অবশ্যই ফিরিবেন, কিন্তু মুনিও ত রামের ইচ্ছা জানিয়াই যাহা বলার বলিবেন। মা বলিলে রঘুরাজ অবশ্য ফিরিবেন, কিন্তু মাই কি কখনও জেদ করিবেন?

মোহি অনুচর কর কেতিক বাতা।
তেহি মহ কুসমউ বাম বিধাতা॥
জৌঁ হঠ করউঁ ত নিপট কুকরমু।
হরগিরি তেঁ গুরু সেবক ধরমু॥

আর আমার মত সেবকের কথার মূল্য কি? তার উপর আবার সময় মন্দ ও বিধাতা বাম হইয়া আছেন। যদি জেদ করি তবে তাহা সম্পূর্ণ কুকার্য করা হইবে, কেননা সেবকের ধর্ম কৈলাস পর্বত হইতেও ভারি।

একউ জুগুতি ন মন ঠহরানী।
সোচত ভরতহিঁ রৈনি বিহানী॥
প্রাত নহাই প্রভুহিঁ সিরনাঈ।
বৈঠত পঠয়ে রিষয় বোলাঈ॥

রৈনি—রজনী, রাত্রী॥ একটা পথও মনে লাগিল না। এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া প্রভুকে প্রণাম করিয়া বসিতেই ঋষি ডাকিয়া পাঠাইলেন।

গুরু পদ কমল প্রনাম করি বৈঠে আয়সু পাই।
বিপ্র মহাজন সচিব সব জুরে সভাসদ আই॥

গুরুর পাদ-পদ্ম প্রণাম করিয়া আজ্ঞা পাইয়া বসিলেন। সেখানে ব্রাহ্মণ মহাজনেরা, মন্ত্রীরা ও সভাসদেরা সকলে আসিয়া একত্র হইলেন।

২৫৫॥ **বোলে মুনিবরু সময় সমানা।**
সুনহু সভাসদ ভরত সুজানা॥
ধরমধুরীন ভানু কুল ভানু।
রাজা রামু স্ববস ভগবানু॥

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সময়োপযোগী কথা বলিলেন—হে সভাসদগণ ও জ্ঞানবান ভরত, শোন। ধর্মরক্ষক সূর্যকুলসূর্য রাজা রামচন্দ্র সম্পূর্ণ কর্তৃত্বসম্পন্ন ভগবান।

সত্যসন্ধ পালক শ্রুতিসেতু।
রামজনমু জগ মঙ্গলহেতু॥
গুরু পিতু মাতু বচন অনুসারী।
খল দল দলন দেব হিতকারী॥

রাম সত্যপ্রতিজ্ঞ, বেদের মর্যাদা রক্ষা কর্তা, জগতের মঙ্গলের জন্ম রামের জন্ম। রাম গুরু, পিতা ও মাতার আজ্ঞাকারী, দুষ্টের দমনকর্তা ও দেবতার হিতকারী।

নীতি প্রীতি পরমারথ স্বারথু।
কোউ ন রামসম জান জথারথু॥
বিধি হরি হরু সসি রবি দিসি পালা।
মায়া জীব করম কুলি কালা॥

নীতি ও প্রীতি, পরমার্থ ও স্বার্থের কথা রামের মত ঠিক ঠিক কেহ জানে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর চন্দ্র সূর্য দিকপালগণ, মায়া জীব কর্ম ও সকল কাল,

অহিপ মহিপ জহঁ লগি প্রভুতাঈ।
জোগসিদ্ধি নিগমাগম গাঈ॥
করি বিচার জিয় দেখহু নীকে।
রামরজাই সীস সবহী কে॥

শেষ নাগ, রাজা ইত্যাদি যে সকল ঐশ্বর্য ও যোগসিদ্ধির কথা বেদ ও শাস্ত্রে বলিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ, ইহাদের সবার মাথার উপর রামের আজ্ঞা রহিয়াছে।

রাখে রাম রজাই রুখ হম সব কর হিত হোই।
সমুঝি সয়ানে করহু অব সব মিলি সম্মত সোই॥

যদি আমরা রামের আদেশ, রামের ইচ্ছা, পালন করি তবে আমাদের সকলের হিত হইবে। তোমরা জ্ঞানবান এখন সকলে যাহা ভাল বোঝ তাহা কর।

২৫৬॥ **সব কহঁ সুখদ রামঅভিষেকু।**
মঙ্গল মোদ মূল মগ একু॥
কেহি বিধি অবধ চলহিঁ রঘুরাউ।
কহহু সমুঝি সোই করিঅ উপাউ॥

রামের রাজ্যাভিষেক সকলের সুখদায়ক, আনন্দ ও মঙ্গলের একমাত্র মূল। রঘুবর অযোধ্যায় কেমন করিয়া যাইবেন, তাহা বুঝিয়া বল ও সেই উপায় কর।

সব সাদর সুনি মুনি বর বানী।
নয় পরমারথ স্বারথ সানী॥
উতরু ন আব লোগ ভয়ে ভোরে।
তব সিরনাই ভরত কর জোরে॥

সকলে আদরের সহিত মুনিবরের পরমার্থ স্বার্থপূর্ণ বাক্য শুনিল। কিন্তু সকলেই যেন বোকা হইয়া গেল, কাহারও উত্তর আসিল না। তখন প্রণাম করিয়া করজোড়ে ভরত বলিলেন—

ভানুবংস ভয়ে ভূপ ঘনেরে।
অধিক এক তেঁ এক বড়েরে॥
জনম হেতু সব কহঁ পিতু মাতা।
করম সুভাসুভ দেই বিধাতা॥

সূর্যবংশে একের পর আরও অনেক রাজা হইয়াছেন। তাঁহারা এক হইতে অপরে বড় হইয়া গিয়াছেন। পিতা মাতা উৎপন্ন করিলেও বিধাতাই শুভাশুভ কর্ম দেন।

দলি দুখ সজই সকল কল্যানা।
অস অসীস রাউরি জগ জানা॥
সোই গোসাই বিধি গতি জেহি ছেকী।
সকই কো টারি টেক জো টেকী॥

হে প্রভু, আপনার আশীর্বাদের এমন জগদ্বিখ্যাত শক্তি যে দুঃখ দূর করিয়া সকল কল্যাণ করে। আপনি সেই প্রভু, যিনি বিধাতার গতিও ঠেকাইতে পারেন। আপনার ইচ্ছা কে নড়চড় করিতে পারে?

বুঝিয় মোহি উপাউ অব সো সব মোর অভাগু।
সুনি সনেহময় বচন গুরু উর উমগা অনুরাগু॥

বুঝিয়া—পুছিয়া, জিজ্ঞাসা করিতেছেন॥ আমাদিগকে যে এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা কেবল আমাদেরই দুর্ভাগ্য। এই ভক্তি-মাখা কথা শুনিয়া গুরুর আনন্দ উথলাইয়া উঠিল।

২৫৭॥ **তাত বাত ফুরি রাম কৃপাহীঁ।**
রামবিমুখ সিধি সপনেহুঁ নাহীঁ॥
সকুচউঁ তাত কহত এক বাতা।
অরধ তজহিঁ বুধ সরবস জাতা॥

হে প্রিয়, রামকৃপাই সত্য, রামবিমুখের সিদ্ধি স্বপ্নেও নাই। একটা কথা কহিতে সঙ্কোচ হইতেছে, যখন সকলই খোয়াইতে বসে তখন পণ্ডিতেরা অর্ধেক ত্যাগ করেন।

তুম্হ কানন গবনহু দোউ ভাঈ।
ফেরিয়হি লখন সীয় রঘুরাঈ॥
সুনি সুবচন হরষে দোউ ভ্রাতা।
ভে প্রমোদ পরি পূরন গাতা॥

তোমরা দুই ভাই বনে যাও, আর লক্ষ্মণ, সীতা ও রামকে ফিরাইয়া লও। এই শুভ কথা শুনিয়া দুই ভাই আনন্দিত হইলেন, শরীর প্রেমানন্দে পূর্ণ হইল।

মন প্রসন্ন তন্ন তেজু বিরাজা।
জনু জিয় রাউ রামু ভয়ে রাজা॥
বহুত লাভ লোগন্হ লঘু হানী।
সম দুখসুখ সব রোবহিঁ রানী॥

মনে আনন্দ হইল, শরীর তেজে ভরিয়া গেল। মনে হইল যেন রাজা বাচিয়া থাকিতেই রামের রাজ্যাভিষেক হইল। লোকেরা বুঝিল লাভ অনেক ক্ষতি অল্প, কিন্তু রাণীদের দুঃখ ও সুখ সমান হওয়ায় কাঁদিতে লাগিলেন।

কহহিঁ ভরত মুনি কহা সো কীন্হে।
ফলু জগ জীবন্হ অভিমত দীন্হে॥
কানন করউঁ জনম ভরি বাসূ।
এহি তেঁ অধিক ন মোর সুপাসূ॥

ভরত বলিলেন—হে মুনিরাজ, আপনি যাহা বলিলেন তাহা করিলে জন্ম সার্থক ও অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। জন্মভর বনে বাস করিব, ইহা অপেক্ষা আমার আনন্দের আর কিছু নাই।

অন্তরজামী রামসিয় তুম্হ সরবজ্ঞ সুজান।
জৌঁ ফুর কহহু ত নাথ নিজ কীজিয় বচন প্রমান॥

হে নাথ, রাম সীতা অন্তর্যামী, আপনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ যদি সত্য বলিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি যাহা বলিলেন, সেই অনুসারে কাজ হউক।

২৫৮॥ ভরত বচন সুনি দেখি সনেহু।
সভাসহিত মুনি ভয়উ বিদেহু॥
ভরত মহা মহিমা জলরাসী।
মুনিমতি ঠাঢ়ি তীর অবলা সী॥

ভরতের কথা শুনিয়া, ভরতের ভক্তি দেখিয়া সভা সহিত সকলে দেহের জ্ঞান ভুলিয়া গেলেন। মনে হইল ভরতের মহান মহিমা সাগর, মুনির বুদ্ধি তাহার তীরে দাঁড়ান অবলা স্ত্রী।

গা চহ পার জতনু হিয় হেরা।
পাবতি নাব ন বোহিত বেরা॥
অউর করহি কী ভরত বড়াঈ।
সর সীপী কী সিন্ধু সমাঈ॥

পার হইতে চাহিয়াছিল এবং চেষ্টাও করিতেছিল, কিন্তু নৌকা বা জাহাজ পাইল না। যখন এই অবস্থা তখন আর ভরতের বড়াই কে করিতে পারিবে? সরোবরের ঝিনুকের ভিতর কি সমুদ্র প্রবেশ করিতে পারে?

ভরতু মুনিহিঁ মনভীতর ভায়ে।
সহিতসমাজ রাম পহিঁ আয়ে॥

প্রভু প্রনাম করি দীন্হ সুআসনু।
বৈঠে সব সুনি মুনি অনুসাসনু

ভরতকে মুনির মনে ভাল লাগিল ও তিনি সমাজ সহিত রামের নিকট আসিলেন। প্রভু প্রণাম করিয়া সুন্দর আসন দিলেন, মুনির আজ্ঞা শুনিয়া সকলে বসিলেন।

বোলে মুনিবর বচন বিচারী।
দেস কাল অবসর অনুহারী॥
সুনহু রাম সরবজ্ঞ সুজানা।
ধরম নীতি গুন জ্ঞান নিধানা॥

মুনি বিচার করিয়া দেশ কাল ও অবসর উপযোগী এই বাক্য বলিলেন—হে রাম, শোন। তুমি সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানী। তুমি ধর্ম, নীতি, গুণ ও জ্ঞানের নিবাস।

সব কে উরঅন্তর বসহু জানহু ভাউ কুভাউ।
পুরজন জননী ভরত হিত হোই সো কহিয় উপাউ॥

হে রাম, তুমি সকলের হৃদয়ে বাস কর, তুমি মনের অবস্থা সৎ কি অসৎ তাহা জান। পুরজন, মা ও ভরতের জন্য যে উপায় হয় তাহা কর।

২৫৯॥ আরত কহহিঁ বিচারি ন কাউ।
সূঝ জুআরিহি আপুন দাউ॥
সুনি মুনিবচন কহত রঘুরাউ।
নাথ তুম্হারেহি হাথ উপাউ॥

আর্তজন বিচার করিয়া বলিতে পারে না, জ্বরে আক্রান্ত লোক নিজের তাপই দেখিতে পায়। মুনির কথা শুনিয়া রঘুরাজ বলিলেন—হে নাথ, আপনার হাতে উপায় আছে।

সব কর হিত রুখ রাউরি রাখে।
আয়সু কিয়ে মুদিত ফুর ভাখে॥
প্রথম জো আয়সু মো কহঁ হোঈ।
মাথে মানি করউঁ সিখ সোঈ॥

আপনার ইচ্ছা পালনে সকলেরই হিত, আর আজ্ঞা পালনেই সত্য প্রসন্নতা আসে। প্রথমেই আমার প্রতি যে আজ্ঞা দিবেন, আমি সেই শিক্ষা মাথায় লইয়া সেই মত করিব।

পুনি জেহি কহঁ জস কহব গোসাঈঁ।
সো সব ভাঁতি ঘটিহি সেবকাঈঁ॥
কহ মুনি রাম সত্য তুম্হ ভাখা।
ভরত সনেহ বিচারু ন রাখা॥

তার পর আর যাহাকে যাহা বলিবেন, সে সেইভাবেই সর্বপ্রকারে সেবা করিবে। মুনি বলিলেন—রাম, তুমি ঠিকই বলিয়াছ, কিন্তু ভরতের প্রতি স্নেহ-বশতঃ আমার বিচার শক্তি নাই।

তেহি তেঁ কহউঁ বহোরি বহোরী।
ভরত ভগতি বস ভই মতি মোরী॥
মোরে জান ভরতরুচি রাখী।
জো কীজিয় সো সুভ সিব সাখী॥

সেই জন্যই বার বার বলিতেছি যে আমার বুদ্ধি ভরতের ভক্তির বশীভূত হইয়াছে। আমার মনে হয়, ভরতের ইচ্ছানুসারে যাহা করা যাইবে, শিব সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তাহাতেই শুভ হইবে।

ভরত বিনয় সাদর সুনিয় করিয় বিচারু বহোরি।
করব সাধুমত লোকমত নৃপনয় নিগম নিচোরি॥

ভরতের বিনয় আদরের সঙ্গে শুনিও, পরে বিচার করিয়া দেখিও। তার পর রাজনীতি ও বেদের নির্দেশ অনুসারে যাহা সাধুসম্মত ও সংসারের হিতকর হয়, তাহা করিও।

২৬০॥ গুরুঅনুরাগু ভরত পর দেখী।
রামহৃদয় আনন্দু বিসেখী॥
ভরতহিঁ ধরম ধুরন্ধর জানী।
নিজ সেবক তন মানস বানী॥

ভরতের উপর গুরুর ভালবাসা দেখিয়া রামের বিশেষ আনন্দ হইল। ভরতকে ধর্মধুরন্ধর এবং শরীর মন ও বাক্যে নিজের সেবক বলিয়া জানিয়া,

বোলে গুরু আয়সু অনুকূলা।
বচন মঞ্জু মৃদু মঙ্গলমূলা॥
নাথ সপথ পিতু চরন দোহাঈ।
ভয়উ ন ভুবন ভরতসম ভাঈ॥

গুরুর আজ্ঞানুযায়ী রাম এই মিষ্ট কোমল মঙ্গলমূলক বাক্য বলিলেন—হে নাথ, আপনার শপথ, পিতার দোহাই, ভরতের মত ভাই পৃথিবীতে হয় নাই।

জে গুরু পদ অম্বুজ অনুরাগী।
তে লোকহুঁ বেদহুঁ বড়ভাগী॥
রাউর জা পর অস অনুরাগু।
কো কহি সকই ভরত কর ভাগু॥

যে গুরুর পাদপদ্মে ভক্তিমান, সে লোকমত ও বেদ অনুসারে বড় ভাগ্যবান। যে ভরতের উপর আপনার এত অনুরাগ, সে ভরতের ভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে?

লখি লঘু বন্ধু বুদ্ধি সকুচাঈ।
করত বদন পর ভরতবড়াঈ॥
ভরতু কহহিঁ সোই কিয়ে ভলাঈ।
অস কহি রামু রহে অরগাঈ॥

অরগাঈ—চুপ করিয়া। ছোট ভাই ভরতের মুখের উপর তাহার প্রশংসা করিলে সঙ্কোচ আসিবে মনে করিয়া বলিলেন—ভরত যাহা বলে তাহা করিলে ভাল হইবে। এই কথা বলিয়া রাম চুপ করিলেন।

তব মুনি বোলে ভরত সন সব সঁকোচু তজি তাত।
কৃপাসিন্ধু প্রিয়বন্ধু সন কহহু হৃদয় কই বাত॥

তখন মুনি ভরতকে বলিলেন—সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া দয়াময় প্রিয় ভাইয়ের নিকট মনের কথা বল :

২৬১॥ সুনি মুনিবচন রামরুখ পাঈ।
গুরু সাহিব অনুকূল অঘাঈ॥
লখি অপনে সির সবু ছরুভারু।
কহি ন সকহিঁ কছু করহিঁ বিচারু॥

মুনির কথা শুনিয়া ও রামের ইচ্ছা জানিয়া ভরত বুঝিলেন, গুরু এবং প্রভু অতিশয় অনুকূল। ভরত দেখিলেন যে তাঁহার মাথায়ই সকল দায়িত্বের ভার, তখন তিনি বিচার করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না।

পুলকি সরীর সভা ভয়ে ঠাঢ়ে।
নীরজনয়ন নেহজল বাঢ়ে॥
কহব মোর মুনিনাথ নিবাহা।
এহি তেঁ অধিক কহউঁ মৈঁ কাহা॥

সভায় দাঁড়াইয়া রোমাঞ্চিত শরীরে পদ্মচক্ষু জলে ভরাইয়া ভরত বলিলেন—মুনিনাথই ত আমার কথা বলিয়া দিয়াছেন। উহার বেশী আর আমি কি বলিব?

মৈঁ জানহুঁ নিজ নাথ সুভাঊ।
অপরাধিহু পর কোহ ন কাউ॥
মো পর কৃপা সনেহু বিসেখী।
খেলত খুনস ন কবহু দেখী॥

আমি তোমার স্বভাব জানি, অপরাধীর উপরেও তোমার ক্রোধ নাই। আমার উপর তোমার বিশেষ কৃপা ও স্নেহ, আমি খেলার সময়ও তোমার রাগ দেখি নাই।

সিসুপন তেঁ পরিহরেউ ন সঙ্গু।
কবহুঁ ন কীন্হ মোর মন ভঙ্গু॥
মৈঁ প্রভু কৃপারীতি জিয় জোহী।
হারেহু খেল জিতাবহিঁ মোহী॥

বাল্যকাল হইতে কখন তোমার সঙ্গ ছাড়ি নাই, তুমিও কখন মনে দুঃখ দাও নাই। তোমার দয়ার ধরণ ত আমি দেখিয়াছি। যে খেলায় আমার হার, তাহাতেও জিতাইয়া দিয়াছ।

মহূঁ সনেহ সকোচ বস সনমুখ কহে ন বৈন।
দরসন তৃপিত ন আজু লগি প্রেম পিয়াসে নৈন॥

আমি ভক্তি ও সঙ্কোচের জন্য তোমার সম্মুখে কথা বলিতে পারিতেছি না। আজ পর্যন্ত তোমাকে দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারি নাই। প্রেমের পাত্র তোমাকে দেখার জন্য চোখ পিপাসিত হইয়া আছে।

২৬২। বিধি ন সকেউ সহি মোর দুলারা।
নীচ বীচু জননী মিস পারা॥
যহউ কহত মোহি আজু ন সোভা।
অপনী সমুঝি সাধু সুচি কো ভা॥

বিধাতা আমার আদর সহ্য করিতে পারেন নাই। নীচ বিধাতা মায়ের অছিলায় আমাদের মধ্যে ভেদ ঢুকাইয়াছেন। আজ ইহা বলাও আমার পক্ষে শোভা পায় না, কেননা নিজে নিজেকে সাধু বা পবিত্র মনে করে বলিয়াই কে সাধু বা পবিত্র হইয়াছে?

মাতু মন্দ মৈঁ সাধু সুচালী।
উর অস আনত কোটি কুচালী॥
ফরই কি কোদব বালি সুসালী।
মুকতা প্রসব কি সম্বুক তালী॥

মা খারাপ, আর আমি সাধু ও সৎ একথা মনে আনাও অন্যায়ের সমান। কোদ নামক শস্যের শীষ হইতে কি শালীধান হইতে পারে? পুকুরের ঝিনুকে কি মুক্তা হয়?

সপনেহু দোসু কলেসু ন কাহু।
মোর অভাগ উদধি অবগাহু॥
বিনু সমুঝে নিজ অঘ পরিপাকু।
জারিউঁ জায় জননি কহি কাকু॥

আমার দুর্ভাগ্যসমুদ্রই অগাধ, স্বপ্নেও কাহাকেও দোষ দিয়া ক্লেশ দিতে চাই না। আমি আমার পাপের ফল না বুঝিয়া মাকে কুকথা বলিয়া বৃথা জ্বালাইয়াছি।

হৃদয় হেরি হারেউঁ সব ওরা।
একহি ভাঁতি ভলেহি ভল মোরা॥
গুরু গোসাইঁ সাহিব সিয়রামু।
লাগত মোহি নীক পরিনামু॥

আমি সকল দিক দেখিয়া মনে মনে হারিয়া গিয়াছি। কেবল একটা দিকে আমার ভালর ভাল দেখিতে পাইতেছি। সে হইতেছে এই যে আমার গুরু প্রভু ও স্বামী হইতেছেন, সীতা রাম। ইহাতেই আমার পরিণাম শুভ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

সাধু সভা গুরু প্রভু নিকট কহউঁ সুথল সতিভাউ।
প্রেম প্রপঞ্চু কি ঝূঠ ফুর জানহিঁ মুনি রঘুরাউ॥

সজ্জনসমাজে এবং স্বামী ও গুরুর সুস্থানে সত্য করিয়া বলিলাম। উহা প্রেম অথবা ছলনা, সত্য অথবা মিথ্যা, তাহা মুনি ও রঘুনাথ জানেন।

২৬৩॥ ভূপতি মরন প্রেমপনু রাখী।
জননী কুমতি জগতু সব সাখী॥
দেখি ন জাহিঁ বিকল মহতারী।
জরহিঁ দুসহ জর পুর নর নারী॥

রঘুপতির প্রতি প্রেমের জন্য ও প্রতিজ্ঞা রাখার জন্যই রাজার মৃত্যু হইয়াছে। সকল জগতেই মায়ের কুমতির সাক্ষী আছে। বিকল মাতাদিগকে দেখিতে পারা যায় না, পুরনরনারীরা দুঃসহ জ্বালায় জ্বলিতেছে।

মহীঁ সকল অনরথ কর মূলা।
সো সুনি সমুঝি সহেউঁ সব সূলা॥
সুনি বনগবনু কীন্হ রঘুনাথা।
করি মুনিবেষ লষন সিয় সাথা॥

আমিই সকল অনর্থের মূল, ইহা শুনিয়া ও বুঝিয়া সকল ব্যথা সহ্য করি। রঘুনাথ সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মুনিবেশ লইয়া বনে গিয়াছেন শুনিয়া,

বিনু পানহিন্হ পয়াদেহি পায়েঁ।
শঙ্করু সাখি রহেউঁ এহি ঘায়েঁ॥
বহুরি নিহারি নিষাদসনেহু।
কুলিস কঠিন উর ভয়উ ন বেহু॥

পাদুকা ছাড়াই পায়ে হাঁটিয়া এই দিকে দৌড়াইয়াছি। শঙ্কর সাক্ষী করিয়া এ কথা বলিতেছি। তার পর নিষাদের ভক্তি দেখিয়া আমার বজ্রকঠিন হৃদয় ভাঙ্গে নাই।

অব সবু আঁখিন্হ দেখেউঁ আঈ।
জিঅত জীব জড় সবই সহাঈ॥
জিন্হহিঁ নিরখি মগ সাঁপিনি বীছী।
তজহিঁ বিষমবিষু তামসতীছী॥

এখন আসিয়া চোখেই সব দেখিলাম, নির্বোধ আত্মা বাচাইয়া রাখিয়া সকলই সহাইয়াছে। যাঁহাকে দেখিয়া পথের সাপ বিছাও বিষম বিষ ও তমোগুণের স্বভাব ত্যাগ করে,

তেই রঘুনন্দন লষন সিয় অনহিত লাগে জাহি।
তাসু তনয় তজি দুসহ দুখ দৈব সহাবহি কাহি॥

সেই রঘুনন্দন লক্ষ্মণ ও সীতাকে যাহার মন্দ লাগে, তাহার পুত্রকে ছাড়া বিধাতা আর কাহাকে দুঃসহ দুঃখ সহাইবেন?

২৬৪॥ সুনি অতিবিকল ভরত বর বানী।
আরতি প্রীতি বিনয় নয় সানী॥
সোকমগন সব সভা খভারূ।
মনহুঁ কমলবন পরেউ তুষারূ॥

আরতি প্রীতি—বিনয় ও নীতি পূর্ণ॥ কথা শুনিয়া, সকলে শোকমগ্ন হইল। সভা ক্ষোভে ভরিয়া গেল ও চঞ্চল হইল। মনে হইল যেন কমলবনে তুষার পড়িল।

কহি অনেক বিধি কথা পুরানী।
ভরতপ্রবোধ কীন্হ মুনিজ্ঞানী॥
বোলে উচিত বচন রঘুনন্দু।
দিন কর কুল কৈরব বন চন্দু॥

অনেকপ্রকার পুরাতন কথা বলিয়া জ্ঞানী মুনি বশিষ্ঠ ভরতকে প্রবোধ দিলেন। তার পর সূর্যকুলরূপ কুমুদ বনের চন্দ্র রঘুনাথ এই উপযুক্ত বাক্য বলিলেন—

তাত জায় জিন করহু গলানী।
ঈসঅধীন জীবগতি জানী॥
তীনি কাল ত্রিভুবন মত মোরে।
পুন্যসিলোক তাত তর তোরে॥

পুণ্যসিলোক—পুণ্য শ্লোক। তর—তল, নীচে॥ হে প্রিয়, জীবনের গতি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন জানিয়া বৃথা মনে কষ্ট করিও না। আমার মতে তিন কালেও ত্রিভুবনে যত পুণ্যশ্লোক হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তোমার অধীন।

উর আনত তুন্হ পর কুটিলাঈ।
জাই লোকু পরলোকু নসাঈ॥
দোস দেহিঁ জননিহি জড় তেঈ।
জিন্হ গুরু সাধু সভা নহিঁ সেঈ॥

তোমাকে যে কুটিল ভাবে, তাহার ইহলোক পরলোক নষ্ট হইবে। যে মূর্খ, যে গুরু ও সাধুদের সেবা করে নাই, সেই মায়ের দোষ দিবে।

মিটিহহিঁ পাপ প্রপঞ্চ সব অখিল অমঙ্গল ভার।
লোক সুজস পরলোক সুখ সুমিরত নাম তুম্হার॥

তোমার নাম স্মরণে পাপ ও সংসারের মায়া দূর হইবে, সমস্ত অমঙ্গল দূর হইবে, ইহলোকে যশ ও পরলোকে সুখ হইবে।

২৬৫॥ কহউঁ সুভাউ সত্য সিব সাখী।
ভরত ভূমি রহ রাউরি রাখী॥
তাত কুতরক করহু জনি জায়ে।
বৈর প্রেম নহিঁ দুরই দুরায়ে॥

মহাদেবকে সাক্ষী করিয়া সদ্ভাবে সত্য বলিতেছি—হে ভরত, তুমি রাখিলে পৃথিবী রক্ষিত হইবে। হে প্রিয়, বৃথা দুঃখদায়ক চিন্তা করিও না, শত্রুতা ও ভালবাসা লুকাইলেও লুকানো যায় না।

মুনি গুনি নিকট বিহগ মৃগ জাহীঁ।
বাধক বধিক বিলোকি পরাহীঁ॥
হিত অনহিত পসু পচ্ছিউ জানা।
মানুষ তনু গুন গ্যান নিধানা॥

পশু-পক্ষী মুনিদের নিকট যায়, কিন্তু ব্যাধ-বালক দেখিয়াই তাহারা পালায়। ভাল মন্দ পশু-পক্ষীও বুঝে, মানুষের শরীর ত গুণ ও জ্ঞানের আলয়।

তাত তুম্হহিঁ মৈঁ জানউঁ নীকে।
করউঁ কাহ অসমঞ্জস জী কে॥
রাখেউ রায় সত্য মোহি ত্যাগী।
তনু পরিহরেউ প্রেমপন লাগী॥

হে প্রিয়, তোমাকে আমি ঠিকই জানি। মনে দ্বিধা রাখিও না। রাজা আমাকে ত্যাগ করিয়া সত্য রাখিয়াছেন, প্রেম ও প্রতিজ্ঞার জন্য দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

তাসু বচন মেটত মন সোচু।
তেহি তেঁ অধিক তুম্হার সঁকোচু॥
তা পর গুরু মোহি আয়সু দীন্হা।
অবসি জো কহহু চহউঁ সোই কীন্হা॥

তাঁহার কথা ফেলিতে আমার কষ্ট হয়, আরো কষ্ট হয় তোমার দুঃখ দেখিয়া। তাহার উপর গুরু আমাকে আজ্ঞা দিয়াছেন' তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিতে চাই।

মন প্রসন্ন করি সকুচ তজি কহহু করউঁ সোই আজু।
সত্য সন্ধ রঘুবর বচন সুনি ভা সুখী সমাজু॥

সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট মনে যাহা করিতে হয় বল, এখন তাহাই করিব। সত্যসন্ধ রঘুবরের কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে সুখী হইল।

২৬৬॥ সুর গন সহিত সভয় সুর রাজু।
সোচহিঁ চাহত হোন অকাজু॥
করত উপাউ বনত কছু নাহীঁ।
রামসরন সব গে মন মাহীঁ॥

দেবতাদের সহিত ইন্দ্র ভয় পাইয়া গেলেন এবং চিন্তিত হইলেন যে এইবার সব কাজ পণ্ড হইতে চলিল। ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু উপায় কিছু করিতে পারিলেন না। সকলে তখন মনে মনে রামের স্মরণ লইলেন।

বহুরি বিচারি পরসপর কহহীঁ।
রঘুপতি ভগত ভগতি বস অহহীঁ॥
সুধি করি অম্বরীষ দুরবাসা।
ভে সুর সুরপতি নিপট নিরাসা॥

তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বিচার করিয়া বলিতেছিলেন যে রঘুপতি ভক্তের ভক্তির বশীভূত। অম্বরীশ ও দুর্বাসার কথা স্মরণ করিয়া ইন্দ্র ও দেবতারা সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেন।

সহে সুরন্হ বহুকাল বিষাদা।
নরহরি কিয়ে প্রগট প্রহলাদা॥
লগি লগি কান কহহিঁ ধুনি মাথা।
অব সুরকাজ ভরত কে হাথা॥

দেবতারা অনেক কাল দুঃখ সহ্য করেন, তার পর প্রহ্লাদের জন্য নরহরি প্রকট হন। দেবতারা মাথা চাপড়াইয়া একে অন্যের কানে বলিতেছিলেন, এখন ভরতের হাতেই দেবতাদের কার্যসিদ্ধি রহিয়াছে।

আন উপাউ ন দেখিয় দেবা।
মানত রাম সুসেবক সেবা॥
হিয় সপ্রেম সুমিরহু সব ভরতহিঁ।
নিজগুন সীল রামবস করতহিঁ॥

দেবতারা আর অন্য কোনও উপায় পাইলেন না, কেননা রাম ভক্তের সেবাই লইয়া থাকেন। তখন তাঁহারা ভরতের স্মরণ লইলেন, যিনি নিজ গুণ ও শীল দ্বারা রামকে বশ করিয়াছেন।

সুনি সুরমত সুরগুরু কহেউ ভল তুম্হার বড়ভাগু।
সকল সুমঙ্গল মূল জগ ভরত চরন অনুরাগু॥

দেবতাদের এই মত শুনিয়া বৃহস্পতি বলিলেন—তোমাদের বড় সৌভাগ্য, কেননা ভরতের চরণে ভক্তি জগতে সকল মঙ্গলের কারণ।

২৬৭॥ সীতা পতি সেবক সেবকাঈ।
কাম ধেনু সয় সরিস সুহাঈ।
ভরতভগতি তুম্হরে মন আঈ।
তজহু সোচু বিধি বাত বনাঈ॥

রাম-ভক্তের সেবা করা কামধেনু পাওয়ার মত সুন্দর। তোমাদের মনে ভরতের প্রতি ভক্তি আসিয়াছে, এখন দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর, বিধাতা কার্যসিদ্ধি করিয়াছেন।

দেখু দেবপতি ভরতপ্রভাউ।
সহজ সুভায় বিবস রঘুরাউ॥
মন থির করহু দেব ডরু নাহীঁ।
ভরতহিঁ জানি রামপরিছাহীঁ

হে ইন্দ্র, ভরতের প্রভাব দেখ। রাম তাঁহার সহজ স্বভাবের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। দেবগণ, মন স্থির কর। তোমাদের ভয় নাই, ভরতকে রামের প্রতিবিম্ব জানিবে।

সুনি সুরগুরু সুর সম্মত সোচু।
অন্তরজামী প্রভুহিঁ সঁকোচু॥
নিজ সির ভারু ভরত জিয় জানা।
করত কোটি বিধি উর অনুমানা॥

বৃহস্পতির ও দেবতাদের মত ও তাঁহাদের আশঙ্কা জানিয়া অন্তর্যামী প্রভুর হৃদয় গলিল। নিজের মাথাতেই সকল ভার পড়িয়াছে জানিয়া ভরত মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

করি বিচারু মন দীন্হী ঠীকা।
রামরজায়সু আপন নীকা॥
নিজপন তজি রাখেউ পন মোরা।
ছোহু সনেহু কীন্হ নহিঁ থোরা॥

মনে মনে এই সমালোচনা করিলেন যে রামের আজ্ঞা পালনেই নিজের শুভ। রাম নিজ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া আমার কথাই রাখিতে চাহিতেছেন, ইহা কম কৃপা ও স্নেহের বিষয় নয়।

কীন্হ অনুগ্রহ অমিত অতি সব বিধি সীতানাথ।
করি প্রনামু বোলে ভরতু জোরি জলজ জুগ হাথ॥

সীতানাথ সকল রকমে আমার উপর অসীম অনুগ্রহ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া ভরত প্রণাম করিয়া পদ্মহস্ত জোড় করিয়া বলিলেন—

২৬৮॥ কহউঁ কহাবউঁ কা অব স্বামী।
কৃপা অম্বু নিধি অন্তরজামী॥
গুরু প্রসন্ন সাহিব অনুকূলা।
মিটী মলিন মনকলপিত সূলা॥

হে প্রভু, আমি কি বলিব, আর তোমাকেই বা কি বলিতে বলিব? তুমি দয়ার সাগর, অন্তর্যামী। গুরু আমার উপর সন্তুষ্ট ও তুমি সন্তুষ্ট। ইহাতেই আমি মনে মনে কল্পনা করিয়া যে ব্যথা পাইতেছিলাম, তাহা দূর হইয়াছে।

অপডর ডরেউঁ ন সোচ সমূলে।
রবিহি ন দোষ দেব দিসি ভূলে॥
মোর অভাগু মাতকুটিলাঈ।
বিধিগতি বিষম কালকঠিনাঈ॥

বৃথা ভয়ে আমি ভয় পাইয়াছি, যে খেদ করিয়াছি তাহার মূলে কিছু নাই। যদি কেহ দিক্‌ভুল করে, তবে সূর্যকে দোষ দেওয়া যায় না। আমার দুর্ভাগ্য, মায়ের কুটিলতা, বিধাতার বিষম ইচ্ছা ও কালের কঠোরতা,

পাউঁ রোপি সব মিলি মোহি ঘালা।
প্রনতপাল পন আপন পালা॥
যহ নই রীতি ন রাউরি হোঈ।
লোকহু বেদ বিদিত নহিঁ গোঈ॥

ইহারা সকলে মিলিয়া আমাকে পায়ের তলায় পিষিয়া মারিতেছিল। হে দীনজনপালক, তুমি নিজের প্রতিজ্ঞা রাখিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছ। তোমার ইহা নূতন নীতি নয়, লোকে বেদে ইহা জানা আছে, গোপন কিছু নাই।

জগু অনভল ভল একু গোসাঈঁ।
কহিয় হোই ভল কাসু ভলাঈ॥
দেব দেব তরু সরিস সুভাউ।
সনমুখ বিমুখ ন কাহুহি কাউ॥

হে প্রভু, জগৎ ত মন্দ, ভাল তুমি একা বল আর কাহার ভাল দ্বারা ভাল হইতে পারে? হে দেব, তোমার স্বভাব কল্প-বৃক্ষের মত, তুমি কাহারও উপর অনুকূল বা প্রতিকূল হও না।

জাই নিকট পহিচানি তরু ছাহঁ সমনি সব সোচ।
মাগত অভিমত পাব জগ রাউ রঙ্কু ভল পোচ॥

যে কল্পতরু চিনিয়া নিকটে যায়, উহার ছায়ায় তাহার সকল খেদ দূর হয়। জগতের রাজা, গরীব, ভাল, মন্দ সকলেই উহার কাছে যাহা চায় তাহা পায়।

২৬৯ ॥ **লখি সব বিধি গুরু স্বামি সনেহূ।**
মিটেউ ছোভু নহিঁ মন সন্দেহূ ॥
অব করুনাকর কীজিয় সোঈ।
জনহিত প্রভুচিত ছোভ ন হোঈ ॥

সকল প্রকারে গুরু ও প্রভুর স্নেহ দেখিয়া ক্ষোভ মিটিয়া গিয়াছে, মনে সন্দেহও নাই। হে করুণাময়, এখন যাহাতে ভক্তের ভাল হয়, আর প্রভুর চিত্তে দুঃখ না হয়, তাহাই কর।

জো সেবকু সাহিবহিঁ সংকোচী।
নিজ হিত চহই তাসু মতি পোচী ॥
সেবকহিত সাহিব সেবকাঈ।
করই সকল সুখ লোভ বিহাঈ ॥

যে সেবক প্রভুর মনে ক্লেশ দিয়া নিজের ভাল চায়, তাহার মতি মন্দ। সকল সুখ ও লোভ ত্যাগ করিয়া প্রভুর সেবাতেই সেবকের মঙ্গল হয়।

স্বারথু নাথ ফিরে সবহী কা।
কিয়ে রজাই কোটি বিধি নীকা ॥
যহ স্বারথ পরমারথ সারূ।
সকল সুকৃত ফল সুগতি সিঁগারূ ॥

হে নাথ, আপনি ফিরিলেই সকলের সার্থ সিদ্ধি হয়, আপনার আজ্ঞা পালনে সকল প্রকারে ভাল হয়। ইহাই স্বার্থ ও পরমার্থের সার। ইহাই সকল পুণ্যের ফল ও সকল সদ্‌গতির বেশভূষা।

দেব এক বিনতী সুনি মোরী।
উচিত হোই তস করব বহোরী ॥
তিলক সমাজু সাজি সবু আনা।
করিয় সুফল প্রভু জৌঁ মনু মানা ॥

হে দেব, আমার এক মিনতি শোন। আর যদি উচিত মনে কর, তবে কথা রাখ। অভিষেকের সমস্ত আয়োজন করিয়া আনিয়াছি, যদি তোমার পছন্দ হয়, তবে আমাদের ইচ্ছা সফল কর।

সানুজ পঠইয় মোহি বন কীজিয় সবহিঁ সনাথ।
ন তরু ফেরিয়হি বন্ধু দোউ নাথ চলউঁ মৈঁ সাথ ॥

আমাকে শত্রুঘ্নের সহিত বনে পাঠাইয়া সকলকে সনাথ কর, আর না হয় লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন দুই ভাই ফিরিয়া যাউক, হে নাথ, তোমার সহিত আমি যাই।

২৭০ ॥ **ন তরু জাহিঁ বন তীনিউ ভাঈ।**
বহুরিয় সীয় সহিত রঘুরাঈ ॥
জেহি বিধি প্রভু প্রসন্ন মন হোঈ।
করুনাসাগর কীজিয় সোঈ ॥

না হয় ত তিন ভাই-ই আমরা বনে যাই। হে রঘুরাজ, তুমি সীতার সহিত ফিরিয়া যাও। হে প্রভু, হে করুণাসাগর, যাহাতে তোমার সন্তোষ হয় তাহাই কর।

দেব দীন্হ সব মোহি অভারূ।
মোরে নীতি ন ধরম বিচারূ ॥
কহউঁ বচন সব স্বারথহেতু।
রহত ন আরত কে চিত চেতু ॥

হে দেব, তুমি আমার উপর সকল ভার দিয়াছ, কিন্তু আমার না আছে নীতিজ্ঞান, না আছে ধর্মবিচার। যাহা বলি তাহা স্বার্থবশেই বলি। আর্তের মনে বিচারভাব থাকে না।

উতর দেই সুনি স্বামিরজাঈ।
সো সেবক লখি লাজ লজাঈ ॥
অস মৈ অবগুন উদধি অগাধু।
স্বামি সনেহ সরাহত সাধু ॥

যে সেবক প্রভুর কথার উপর কথা বলে, তাহাকে দেখিয়া লজ্জাও লজ্জা পায়। আমি সেইপ্রকার অপগুণের অগাধ সমুদ্র, আর প্রভু, তুমি আমার ভক্তি ও সাধুতার প্রশংসা করিতেছ।

অব কৃপাল মোহি সো মত ভাবা ॥
সকুচ স্বামি মন জাই ন পাবা ॥
প্রভু পদ সপথ কহউঁ সতিভাউ।
জগ মঙ্গল হিত এক উপাউ ॥

হে কৃপাল, আমার কাছে এখন তাহাই ভাল লাগিবে, যাহাতে তোমার মনে সঙ্কোচ না উপস্থিত হয়। তোমার চরণ শপথ করিয়া আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, জগতের মঙ্গলের ইহাই একমাত্র উপায়।

প্রভু প্রসন্নমন সকুচ তজি জো জেহি আয়সু দেব।
সো সির ধরি ধরি করিহি সবু মিটিহি অনট অবরেব ॥

হে প্রভু, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া মন খুলিয়া যাহাকে যে আজ্ঞা দিবে উহাই মাথায় লইয়া সকলে সকলই করিবে, তাহাতে অন্যায় ও গোল মিটিয়া যাইবে।

২৭১ ॥ **ভরতবচন সুচি সুনি সুর হরষে।**
সাধু সরাহি সুমন সুর বরষে ॥
অসমঞ্জসবস অবধনিবাসী।
প্রমুদিত মন তাপস বন বাসী ॥

দেবতারা ভরতের পবিত্র কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং সাধুবাদ করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। অযোধ্যাবাসীরা দ্বিধায় পড়িলেন, তপস্বী ও বনবাসীরা আনন্দিত হইলেন।

চুপহি রহে রঘুনাথ সঁকোচী।
প্রভুগতি দেখি সভা সব সোচী ॥
জনকদূত তেহি অবসর আয়ে।
মুনি বসিষ্ঠ সুনি বেগি বোলায়ে ॥

তখন রঘুনাথ কি করিবেন ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া সভার সকলের মনে খেদ হইল। সেই সময় জনকের দূত আসিল, বশিষ্ঠ মুনি তখনই তাহাকে আনাইলেন।

করি প্রনামু তিন্হ রামু নিহারে।
বেষু দেখি ভয়ে নিপট দুখারে॥
দূতন্হ মুনিবর বূঝী বাতা।
কহহু বিদেহ ভূপ কুসলাতা॥

সে প্রণাম করিয়া রামের দিকে চাইতেই তাঁহার বেশ দেখিয়া বড় দুঃখ পাইল। বশিষ্ঠ দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—জনক রাজার কুশল ত?

সুনি সকুচাই নাই মহি মাথা।
বোলে চরবর জোরে হাথা॥
বূঝব রাউর সাদর সাঁঈ।
কুসলহেতু সো ভয়উ গোসাঁঈ॥

শুনিয়া সঙ্কোচে মাথা নীচু করিয়া হাত জোড় করিয়া দূত বলিল—হে প্রভু, আপনি যে আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহাই কুশলের কারণ।

নাহিঁ ত কোসলনাথ কে সাথ কুসল গই নাথ।
মিথিলা অবধ বিসেষ তেঁ জগু সব ভয়উ অনাথ॥

তাহা হইলে হে নাথ কোশলরাজের সহিতই কুশল চলিয়া গিয়াছে, সমস্ত জগত, বিশেষ করিয়া মিথিলা ও কোশল, অনাথ হইয়াছে।

২৭২॥ কোসলপতি গতি সুনি জনকৌরা।
ভে সব লোক সোকবস বৌরা॥
জেহি দেখে তেহি সময় বিদেহূ।
নামু সত্য অস লাগ ন কেহূ॥

জনকৌরা—জনকপুরী॥ জনকরাজ্যের সকল লোক কোশলপতির অবস্থা শুনিয়া শোকে পাগলের মত হয়। সে সময় যে বিদেহ রাজাকে দেখিয়াছে, তাহারই কাছে তাঁহার নাম সত্য বলিয়া লাগিয়াছে। (বিদেহ তখন সত্যই দেহজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন।)

রানি কুচালি সুনত নরপালহি।
সুঝ ন কছু জস মনি বিনু ব্যালহি॥
ভরতরাজু রঘুবর বন বাসু।
ভা মিথিলেসহি হৃদয় হরাসু॥

রাণীর মন্দচালের কথা শুনিয়া রাজা যেন মণিহারা ফণীর মত হইয়াছিলেন, কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। ভরতের রাজ্য পাওয়া ও রঘুবরের বনবাসের কথায় জনকের হৃদয়ে বড় খেদ হইল।

নৃপ বুঝে বুধ সচিব সমাজু।
কহহু বিচারি উচিত কা আজু॥
সমুঝি অবধ অসমঞ্জস দোউ।
চলিয় কি রহিয় ন কহ কছু কোউ॥

রাজা পণ্ডিত ও মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—কি করা উচিত, তাহা বিবেচনা করিয়া বলুন। অযোধ্যায় যাওয়া উচিত কি না যাওয়া উচিত, এই বিষয়েই দ্বিধা হওয়ায় তাঁহারা কিছু বলিতে পারিলেন না।

নৃপহিঁ ধীর ধরি হৃদয় বিচারী।
পঠয়ে অবধ চতুর চর চারী॥
বুঝি ভরত সতিভাউ কুভাউ।
আয়হু বেগি ন হোই লখাউ॥

রাজা তখন ধৈর্য ধরিয়া চারজন চতুর দূত অযোধ্যায় পাঠাইলেন। তাহারা ভরতের অবস্থা, তাঁহার সুভাব বা কুভাব দেখিয়া চলিয়া আসিবে, আর কেহ যেন তাহাদিগকে না জানে।

গয়ে অবধ চর ভরতগতি বূঝি দেখি করতূতি।
চলে চিত্রকূটহি ভরতু চার চলে তিরহূতি॥

দূতেরা অযোধ্যায় গিয়া ভরতের অবস্থা বুঝিল, ভরতও চিত্রকূট রওনা হইয়াছেন দেখিয়া দূত চারজন ত্রিহুতে জনকপুরীতে চলিয়া আসিল।

২৭৩॥ দূতনহ আই ভরত কই করনী।
জনকসমাজ জথামতি বরনী॥
সুনি গুরু পুরজন সচিব মহীপতি।
ভে সব সোচ সনেহ বিকল অতি॥

দূতেরা আসিয়া জনকসমাজে নিজেদের বুদ্ধিমত ভরতের কার্যের কথা বলিল। গুরু পুরজন সচিব ও রাজা সকলে উহা শুনিয়া শোকে ও ভালবাসায় বিহ্বল হইলেন।

ধরি ধীরজ করি ভরত বড়াঈ।
লিয়ে সুভট সাহনী বোলাঈ॥
ঘর পুর দেস রাখি রখবারে।
হয় গয় রথ বহু জান স বারে॥

ধৈর্য ধরিয়া ভরতের সুখ্যাতি করিয়া ভাল যোদ্ধা ও সেনাপতিকে ডাকিয়া লইলেন। বাড়ীতে নগরে ও দেশে রক্ষক রাখিয়া হাতী ঘোড়া রথ ও অনেক যান সাজাইলেন।

দুঘরী সাধি চলে ততকালা।
কিয় বিশ্রাম ন মগ মহিপালা॥
ভোরহিঁ আজু নহাই প্রযাগা।
চলে জমুন উতরন সবু লাগা॥

দ্বিপ্রহরের কর্তব্য শেষ করিয়া তখনই রওনা হইলেন। রাজা জনক পথে বিশ্রামও করেন নাই। আজ ভোরেই প্রয়াগে স্নান করিয়া যমুনা পার হইতে লাগিলেন।

খবরি লেন হম পঠয়ে নাথা।
তিন্‌হ কহি অস মহি নায়উ মাথা॥
সাথ কিরাত ছসাতক দীন্‌হে।
মুনিবর তুরত বিদা চর কীন্‌হে॥

প্রভু আমাকে সংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, এই বলিয়া দূত প্রণাম করিল। মুনিবর দূতের সঙ্গে ছয় সাত জন কিরাত দিয়া তখনই তাহাকে বিদায় করিলেন।

সুনত জনক আগবনু সবু হরষেউ অবধ সমাজু।
রঘুনন্দনহিঁ সকোচ বড় সোচবিবস সুররাজু॥

জনক আসিতেছেন শুনিয়া অযোধ্যার লোকেরা আনন্দিত হইল। রামের মনে সঙ্কোচ হইল ও সুররাজ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

২৭৪॥ **গরই গলানি কুটিল কৈকেঈ।**
কাহি কহই কেহি দূষনু দেঈ॥
অস মন আনি মুদিত নরনারী॥
ভয়উ বহোরি রহব দিন চারী॥

দুষ্টা কৈকেয়ী গ্লানিতে গলিয়া গেল, জনক আসিয়া কি বলিবেন আর কাকেই বা দোষ দিবেন। আবার এদিকে আরো দিন চার থাকা যাইবে ভাবিয়া নরনারী আনন্দিত হইল।

এহি প্রকার গত বাসর সোউ।
প্রাত নহান লাগ সবু কোউ॥
করি মজ্জনু পূজহিঁ নরনারী।
গনপতি গৌরি পুরারি তমারী॥

সে দিনটা ঐভাবেই কাটিল; পরদিন সকলে স্নান করিতে লাগিল, ডুব দিয়া সকলে গণেশ গৌরী মহাদেব ও সূর্যকে পূজা করিল।

রমা রমন পদ বন্দি বহোরী।
বিনবহিঁ অঞ্জলি অঞ্চল জোরী॥
রাজা রামু জানকী রানী।
আনন্দঅবধি অবধরজধানী॥

আবার বিষ্ণুর চরণ বন্দনা করিয়া অঞ্চল সহ অঞ্জলি বাড়াইয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিল, রাম রাজা হউন, সীতা রাণী হউন ও অযোধ্যাপুরী রাজধানী হউক।

সুবস বসউ ফিরি সহিত সমাজা।
ভরতহিঁ রামু করহু জুবরাজা॥
এহি সুখসুধা সীঁচি সব কাহু।
দেব দেহু জগ জীবন লাহু॥

সমাজ সহিত ইঁহারা ফিরিয়া ইচ্ছানুসারে বাস করুন, রাম ভরতকে যুবরাজ করুন। হে দেব, এই সুখরূপ অমৃতে সকলকে স্নান করাইয়া জীবন সার্থক করুন।

গুরুসমাজ ভাইন্‌হ সহিত রামরাজু পুর হোউ।
অছত রামরাজা অবধ মরিয় মাগ সব কোউ॥

গুরু সমাজ ও ভাইয়ের সহিত অযোধ্যা পুরই রামরাজ হউক ও রাম রাজা থাকিতে থাকিতেই যেন অযোধ্যায় মরি, এই বলিয়া সকলে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

২৭৫॥ **সুনি সনেহময় পুর জন বানী।**
নিন্দহিঁ জোগ বিরতি মুনি জ্ঞানী॥
এহি বিধি নিত্য করম করি পুরজন।
রামহিঁ করহিঁ প্রনাম পুলকি তন॥

পুরজনের প্রেমময় কথা শুনিয়া জ্ঞানী মুনিরা যোগ ও বিরতি তুচ্ছ করিলেন। এইভাবে পুরজন নিত্যকার্য করিয়া পুলকিত শরীরে রামকে প্রণাম করিতেছিল।

ঊঁচ নীচ মধ্যম নর নারী।
লহহিঁ দরসু নিজ নিজ অনুহারী॥
সাবধান সবহী সনমানহিঁ।
সকল সরাহত কৃপানিধানহিঁ॥

উচ্চ-নীচ ও মধ্যম স্ত্রী পুরুষ নিজ নিজ মত দর্শন লইতেছিল। রাম সকলকেই সাবধান হইয়া সম্মান করিতেছিলেন ও সকলে দয়ালকে প্রশংসা করিতেছিল।

লরিকাইহি তেঁ রঘুবর বানী।
পালত নীতি প্রীতি পহিচানী॥
সীল স কোচ সিন্ধু রঘুরাউ।
সুমুখ সুলোচন সরল সুভাউ॥

বাল্যকাল হইতে রঘুবরের স্বভাব এই যে, তিনি প্রীতি ও নীতি বুঝিয়া চলেন। রঘুরাজ শীল ও গাম্ভীর্যের সাগর, তিনি সুন্দর, সুলোচন ও সরলস্বভাব।

কহত রাম গুন গন অনুরাগে।
সব নিজ ভাগ সরাহন লাগে॥
হম সম পুন্যপুঞ্জ জগ থোরে।
জিন্‌হহিঁ রাম জানত করি মোরে॥

সকলে প্রীতির সহিত রামচন্দ্রের গুণের কথা বলিতে বলিতে নিজেদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল— আমাদিগকে রামচন্দ্র নিজের বলিয়া মনে করেন। আমাদের সমান পুণ্যবান জগতে অল্পই আছে।

প্রেমমগন তেহি সময় সব সুনি আবত মিথিলেসু।
সহিত সভা সংভ্রম উঠেউ রবি কুল কমল দিনেসু॥

সেই সময় রাজা জনক আসিতেছেন শুনিয়া রঘুকুলসূর্য সকলের সহিত প্রেমে মগ্ন হইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

২৭৬॥ **ভাই সচিব গুরু পুরজন সাথা।**
আগে গবনু কীন্‌হ রঘুনাথা॥
গিরিবরু দীখ জনকপতি জবহীঁ।
করি প্রনাম রথ ত্যাগেউ তবহীঁ॥

ভাই, মন্ত্রী, গুরু ও পুরজনের সহিত রঘুনাথ আগাইয়া গেলেন। জনকরাজা যখন চিত্রকূট দেখিলেন, তখনই প্রণাম করিয়া রথ ত্যাগ করিলেন।

রাম দরস্ লালসা উছাহু।
পথশ্রম লেসু কলেসু ন কাহু॥
মন তহঁ জহঁ রঘু বর বৈদেহী।
বিনু মন তন দুখ সুখ সুধি কেহী॥

রামের দর্শনের লালসায় ও উৎসাহে কাহারও পথশ্রমের কষ্টও বোধ হইতেছিল না। যেখানে রাম সীতা সেই খানেই তাঁহাদের মন ছিল। আর যদি মন দেহে না থাকে, তবে শরীরের দুঃখ সুখই বা কে বোধ করিবে?

আবত জনক চলে যহি ভাঁতী।
সহিত সমাজ প্রেম মতি মাঁতী॥
আয়ে নিকট দেখি অনুরাগে।
সাদর মিলন পরসপর লাগে॥

প্রেমমদে মত্ত হইয়া রাজা জনক এইভাবে চলিয়া আসিতেছিলেন। যখন নিকটে আসিলেন তখন সাদরে প্রেমের সহিত পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

লগে জনক মুনি জন পদ বন্দন।
রিষিন্হ প্রনামু কীন্হ রঘুনন্দন॥
ভাইন্হ সহিত রামু মিলি রাজহিঁ।
চলে লেবাই সমেত সমাজহিঁ॥

জনক রাজা মুনিগণকে ও রঘুপতি ঋষিগণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তখন ভাইদের সহিত রাম জনক রাজার সহিত মিলিত হইয়া সমাজ সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

আশ্রম সাগর সাংতরস পূরন পাবন পাথু।
সেন মনহুঁ করুনাসরিত লিয়ে জাত রঘুনাথু॥

আশ্রমরূপ সমুদ্র পবিত্র শান্তরস-জলে পূর্ণ, উহাতে রঘুনাথ যেন জনকের সেনারূপ করুণার নদী লইয়া চলিলেন।

২৭৭॥ বোরতি জ্ঞান বিরাগ করারে।
বচন সসোক মিলত নদ নারে॥
সোচ উসাস সমীরতরঙ্গা।
ধীরজ তট তরু বর কর ভঙ্গা॥

এই করুণানদী জ্ঞান ও বৈরাগ্যরূপ দুই তীর উপছাইয়া চলিতেছিল। উহাতে শোকযুক্ত বচনরূপ নদ নালা মিশ্রিত হইতেছিল, শোকের দীর্ঘশ্বাসরূপ হাওয়ায় যে ঢেউ উঠিতেছিল, তাহাতে তটের ধৈর্য রূপ গাছ ভাঙ্গিয়া লইয়া চলিতেছিল।

বিষম বিষাদ তোরাবতি ধারা।
ভয় ভ্রম ভবঁর অবর্ত অপারা॥
কেবট বুধ বিদ্যা বড়ি নাবা।
সকহিঁ ন খেই ওক নহিঁ পাবা॥

বিষম বিষাদ এই নদীর প্রচণ্ড ধারা, উহাতে ভয় ভ্রমরূপ বিষম ঘূর্ণী ছিল। নদীর পাটনী হইতেছেন পণ্ডিতগণ, বিদ্যা হইতেছে বড় নৌকা। কিন্তু খেঁয়া দিতে একজন কেহও পারিল না।

বনচর কোল কিরাত বেচারে।
থকে বিলোকি পথিক হিয় হারে॥
আশ্রম উদধি মিলী জব জাঈ।
মনহুঁ উঠেউ অম্বুধি অকুলাঈ॥

এই নদীর প্রবাহ বেচারা বনচর কোল-কিরাতরূপ পথিকেরা দেখিয়া শ্রান্ত হইয়া হারিয়া গেল, ধৈর্য রাখিতে পারিল না। এই নদী যখন আশ্রমরূপ শান্তরসের সমুদ্রে গিয়া পড়িল, তখন মনে হইল সমুদ্রও যেন উথলিয়া উঠিল।

সোক বিকল দোউ রাজ সমাজা।
রহা ন জ্ঞানু ন ধীরজু লাজা॥
ভূপ রূপ গুন সীল সরাহী।
রোবহিঁ সোকসিন্ধু অবগাহী॥

দুই রাজ সমাজ শোকে বিকল হইল, উহাদের জ্ঞান, ধৈর্য ও লজ্জা রহিল না। রাজার রূপ, গুণ ও সৎস্বভাবের প্রশংসা করিতে লাগিল ও কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই শোক সমুদ্রে যেন ডুব দিতে লাগিল।

ছন্দ - অবগাহি সোকসমুদ্র সোচহিঁ নারি নর ব্যাকুল মহা।
দেই দোষ সকল সরোষ বোলহিঁ বাম বিধি কীনহো কহা॥
সুর সিদ্ধ তাপস জোগিজন মুনি দেখি দসা বিদেহ কী।
তুলসী ন সমরথু কোউ জো তরি সকই সরিত সনেহ কী॥

নরনারী অতি ব্যাকুল হইয়া শোক সমুদ্রে ডুব দিয়া খেদ করিতেছিল, সকলে সরোষে বিরূপ বিধাতার দোষ দিয়া বলিতেছিল—'বিধাতা এ কি করিলে'? তুলসী বলে, দেবতা সিদ্ধ তাপস যোগী ও মুনি বিদেহ রাজার অবস্থা যে দেখিল, কেহই এমন শক্তিশালী ছিল না যে প্রেম নদী পার হইতে পারে।

সোঃ—

কিয়ে অমিত উপদেস জহঁ তহঁ লোগন্হ মুনিবরন্হ।
ধীরজু ধরিয় নরেস কহেউ বসিষ্ঠ বিদেহ সন॥

মুনিরা যেখানে সেখানে লোকদিগকে নানা উপদেশ দিতেছিলেন। বশিষ্ঠ মুনি জনক রাজাকে বলিলেন—হে নরেশ, ধৈর্য ধরুন।

২৭৮॥ জাসু জ্ঞানরবি ভবনিসি নাসা।
বচনকিরন মুনি কমল বিকাসা॥

তেহি কি মোহ মমতা নিয়রাঈ।
যহ সিয় রাম সনেহ বড়াঈ॥

যাঁহার জ্ঞান সূর্যে সংসাররূপ রাত্রির শেষ হয়, যাঁহার বাক্যরূপ সূর্যকিরণে মন-কমল ফুটিয়া উঠে, তাঁহার নিকট কি মোহ ও মমতা আসিতে পারে? কিন্তু তাহা ত দেখিতেছি—ইহা সীতারামের প্রেমেরই মহিমা।

বিষয়ী সাধক সিদ্ধ সয়ানে।
ত্রিবিধ জীব জগ বেদ বখানে॥
রাম সনেহ সরস মন জাসু।
সাধুসভা বড় আদর তাসু॥

সংসারে বিষয়ী, সাধক ও চতুরসিদ্ধ এই তিন প্রকারের জীব আছে বলিয়া বেদ বলে। কিন্তু যাহার মন রামের প্রেমে সরস তাহারই সাধু-সভায় বড় আদর।

সোহ ন রামপ্রেম বিনু জ্ঞানূ।
করনধার বিনু জিমি জলজানূ॥
মুনি বহুবিধি বিদেহু সমুঝায়ে।
রামঘাট সব লোগ নহায়ে॥

কর্ণধার বিনা যেমন নৌকা চলে না, তেমনি রাম ভক্তি বিনা জ্ঞান শোভা পায় না। মুনি নানা প্রকারে বিদেহকে বুঝাইলেন এবং সকলে রাম ঘাটে স্নান করিলেন।

সকল সোক সঙ্কুল নরনারী।
সো বাসর বীতেউ বিনু বারী॥
পসু খগ মৃগন্হ ন কীন্হ অহারূ।
প্রিয় পরিজন কর কবন বিচারূ॥

সকল নরনারী শোক-সঙ্কুল হইল, জল না খাইয়া সে রাত কাটাইল। পশু পক্ষী হরিণ পর্যন্ত আহার করিল না, প্রিয় পরিজনের কথা কি আর বলিব?

দোউ সমাজ নিমিরাজু রঘুরাজু নহানে প্রাত।
বৈঠে সব বট বিটপ তর মন মলীন কৃসগাত॥

রাজা জনক ও রঘুরাজ দুই জনের সমাজ মিলিয়া প্রাতে স্নান করিল। সকলে মলিন মনে কৃশ শরীরে বট গাছের তলায় বসিল।

২৭৯॥ জে মহিসুর দসরথ পুর বাসী।
জে মিথিলা পতি নগর নিবাসী॥
হংস বংস গুরু জনকপুরোধা।
জিন্হ জগ মগু পরমারথ সোধা॥

অযোধ্যার ও মিথিলার ব্রাহ্মণেরা, সূর্যবংশ গুরু বশিষ্ঠ ও জনকরাজ পুরোহিত শতানন্দ, যাঁহারা জগতে পরমার্থ পথ বিচার করিয়াছেন,

লগে কহন উপদেস অনেকা।
সহিত ধরম নয় বিরতি বিবেকা॥

কৌসিক কহি কহি কথা পুরানী।
সমুঝাঈ সব সভা সুবানী॥

ধর্ম, নীতি, বৈরাগ্য ও জ্ঞানের অনেক উপদেশ বলিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্রও পুরাতন কাহিনী বলিয়া সুন্দর কথায় সভার সকলকে বুঝাইলেন।

তব রঘুনাথ কৌসিকহিঁ কহেউ।
নাথ কালি জল বিনু সব রহেউ॥
মুনি কহ উচিত কহত রঘুরাঈ।
গয়উ বীতি দিন পহর অঢ়াঈ॥

তখন রঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন—হে নাথ, কাল হইতে সকলে নিরম্বু আছে। মুনি বলিলেন—ঠিক বলিয়াছ, আজ দিন আড়াই প্রহর হইয়া গেল।

রিষি রুখ লখি কহ তিরহুতিরাজূ।
ইহাঁ উচিত নহিঁ অসন অনাজূ॥
কহা ভূপ ভল সবহিঁ সোহানা।
পাই রজায়সু চলে নহানা॥

রাজা জনক ঋষির ইচ্ছা বুঝিয়া বলিলেন—এখানে অন্নাদি খাওয়া উচিত নয়। রাজার ভাল কথা সকলেরই ভাল লাগিল। তাঁহার আজ্ঞায় সকলে স্নান করিতে চলিল।

তেহি অবসর ফল ফূল দল মূল অনেক প্রকার।
লেই আয়ে বনচর বিপুল ভরি ভরি কাঁবরি ভার॥

সেই অবসরে অনেক প্রকারের বহু ফল মূল ফুল পাতা ইত্যাদি বাঁক ভরিয়া ভরিয়া বনচরেরা লইয়া আসিল।

২৮০॥ কামদ ভো গিরি রামপ্রসাদা।
অবলোকত অপহরত বিষাদা॥
সর সরিতা বন ভূমি বিভাগা।
জনু উমগত আনন্দ অনুরাগা॥

রামের কৃপায় পর্বত যাহা ইচ্ছা তাহাই দানকারী হইল। এমন সুন্দর হইল যে, উহা দেখিতেই বিষাদ দূর হয়। সরোবর নদী বন ভূমি ইত্যাদি যেন আনন্দে উছলিয়া পড়িল।

বেলি বিটপ সব সফল সফূলা।
বোলত খগ মৃগ অলি অনুকূলা॥
তেহি অবসর বন অধিক উছাহূ।
ত্রিবিধ সমীর সুখদ সব কাহূ॥

লতা ও গাছ পালা ফুলে ফলে ভরিল। পশু পক্ষীরা অতি সুমিষ্টভাবে ডাকিতে লাগিল, সেই সময় বনে বড় আনন্দ হইল। তিন প্রকারের বাতাস সকলকে সুখ দিতে লাগিল।

জাই ন বরনি মনোহরতাঈ।
জনু মহি করতি জনক পহুনাঈ॥
তব সব লোগ নহাই নহাঈ॥
রাম জনক মুনি আয়সু পাঈ॥

সৌন্দর্য এত যে, বর্ণনা করা যায় না, পৃথিবী যেন জনকের আতিথ্য করিতেছিল। তখন সকলে রামের, জনকের ও মুনির আজ্ঞা পাইয়া স্নান করিয়া,

দেখি দেখি তরুবর অনুরাগে।
জহঁ তহঁ পুরজন উতরন লাগে॥
দল ফল মূল কন্দ বিধি নানা॥
পাবন সুন্দর সুধাসমানা॥

ভাল ভাল গাছ দেখিয়া অনুরাগের সহিত যেখানে সেখানে নগরবাসীরা বসিতেছিল। অমৃতের মত সুন্দর নানা পাতা ফুল ও মূল।

সাদর সব কহঁ রামগুরু পঠয়ে ভরি ভরি ভার।
পূজি পিতর সুর অতিথি গুরু লগে করন ফলহার॥

বশিষ্ঠ, সকলকে ভার ভরিয়া ভরিয়া পাঠাইলেন। তাহারা পিতৃগণ দেবতা গুরু ও অতিথির পূজা করিয়া ফলাহার করিতে লাগিল।

২৮১॥ এহি বিধি বাসর বীতে চারী।
রামু নিরখি নরনারি সুখারী॥
দুহুঁ সমাজ অসি রুচি মন মাহীঁ।
বিনু সিয়রাম ফিরব ভল নাহীঁ॥

এই ভাবে দিন চার গেল। রামকে দেখিয়া নরনারী সুখী হইল। দুই রাজার সমাজেরই এই ইচ্ছা যে সীতা রামকে না লইয়া ফেরা ঠিক নয়।

সীতারাম সঙ্গ বনবাসূ।
কোটি অমর পুর সরিস সুপাসূ॥
পরিহরি লষন রামু বৈদেহী।
জেহি ঘরু ভাব বাম বিধি তেহী॥

সুপাসূ—সুখদায়ক। ভাব—ভাল লাগে॥ সীতা রামের সঙ্গে বনবাস কোটি ইন্দ্র লোকের সমান আনন্দদায়ক। লক্ষ্মণ, রাম ও বৈদেহীকে ছাড়িয়া যাহার বাড়ী ভাল লাগে, তাহার প্রতি বিধাতা বাম।

দাহিন দৈব হোই জব সবহী।
রামসমীপ বসিয় বন তবহীঁ॥
মন্দাকিনিমজ্জন তিহুঁ কালা।
রামদরসু মুদ মঙ্গল মালা॥

দৈব সকল রকমে অনুকূল হইলেই বনে রামের সহিত বাস হইতে পারে। ত্রি-সন্ধ্যা, মন্দাকিনী স্নান ও রামের দর্শন আনন্দদায়ক ও মঙ্গলময়।

অটন রাম গিরি বন তাপস থল।
অসনু অমিয়সম কন্দ মূল ফল॥
সুখসমেত সম্বত দুই সাতা।
পলসম হোহিঁ ন জনিয়হিঁ জাতা॥

চিত্রকূটের বনে তপস্বীদের আশ্রমে বেড়াইয়া, অমৃতের মত কন্দ মূল ফল খাইয়া চৌদ্দ বৎসর সুখে পলের মত কোথায় দিয়া কাটিবে জানাও যাইবে না।

এহি সুখ জোগ ন লোগ কহহিঁ কহঁ অস ভাগু।
সহজ সুভায় সমাজ দুহুঁ রাম চরন অনুরাগু॥

লোকেরা বলিতেছিল যে, তাহারা এই সুখের যোগ্য নয়, এ সৌভাগ্য তাহাদের কোথায়? দুই রাজপুরীর লোকেরই রাম চরণে সহজ স্বাভাবিক প্রীতি ছিল।

২৮২॥ এহি বিধি সকল মনোরথ করহীঁ।
বচন সপ্রেম সুনত মন হরহীঁ॥
সীয়মাতু তেহি সময় পঠাঈ।
দাসী দেখি সুঅবসরু আঈ॥

এইভাবে সকলে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল। তাহাদের প্রেমময় কথা শুনিলেই মন হরণ করে। সেই সময়ে সীতার মাতা যে দাসীকে পাঠাইয়াছিলেন, সে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সাবকাস সুনি সব সিয় সাসূ।
আয়উ জনক রাজ রনিবাসূ॥
কৌসল্যা সাদর সনমানী।
আসন দিয়ে সময়সম আনী॥

সীতার শাশুড়ীরা তখন অবসর আছেন জানিয়া জনক রাজের অন্তরপুরবাসিনীরা আসিলেন। কৌশল্যা তাহাদিগকে আদরের সহিত সম্মান করিয়া সময়োপযোগী আসন দিলেন।

সীলু সনেহু সকল দুহুঁ ওরা।
দ্রবহিঁ দেখি সুনি কুলিস কঠোরা।
পুলক সিথিল তনু বারি বিলোচন।
মহি নখ লিখন লগীঁ সব সোচন॥

উভয়পক্ষের ভালবাসা ও আনন্দদায়ক ব্যবহারে কঠিন বজ্রও গলিয়া যায়। সকলে পুলকে শিথিল শরীর হইয়া, চোখে জল লইয়া মাটিতে নখ দিয়া আঁচড় কাটিতেছিল ও শোক করিতেছিল।

সব সিয় রাম প্রীতি কিসি মূরতি।
জনু করুনা বহুবেষ বিসূরতি॥
সীয়মাতু কহ বিধিবুধি বাঁকী।
জো পয়ফেনু ফোর পবিটাঁকী॥

সকলেই সীতা ও রামের প্রেমের মূর্তি ছিল, যেন করুণা অনেক বেশ ধারণ করিয়া শোক করিতেছিল। সীতার মাতা বলিলেন—বিধাতার বুদ্ধি বাঁকা, তিনি দুধের ফেনা বজ্রের ছেনী দিয়া ফুঁড়িয়াছেন।

সুনিয় সুধা দেখিয় গরল সব করতুতি করাল।
জহঁ তহঁ কাক উলূক বক মানস সকৃত মরাল॥

বিধাতার সকল কার্যই কঠিন। শোনায় অমৃতের মত, দেখায় বিষ। যেখানে সেখানে কাক উলূক ও বক দেখা যায়, কিন্তু একমাত্র মানসসরোবরেই মরাল থাকে।

২৮৩॥ **সুনি সসোচ কহ দেবি সুমিত্রা।**
বিধিগতি বড়ি বিপরীত বিচিত্রা॥
জো সৃজি পালই হরই বহোরী।
বাল কেলি সম বিধিমতি ভোরী॥

ইহা শুনিয়া দেবী সুমিত্রা শোকের সহিত বলিলেন—বিধির গতি অতি বিপরীত ও বিচিত্র। কেননা বিধাতা সৃষ্টি করেন, পালন করেন, আবার তিনিই সংহার করেন। বিধাতার মতি ছেলেখেলার মত ভোলা।

কৌসল্যা কহ দোসু ন কাহু।
করমবিবস দুখ সুখ ছতি লাহু॥
কঠিন করমগতি জান বিধাতা।
জো সুভ অসুভ সকল ফলদাতা॥

কৌশল্যা বলিলেন—কাহারও দোষ নাই। কর্মবশেই সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি হয়। শুভ ও অশুভ কর্মের ফলদাতা বিধাতা, আর তিনিই কর্মের কঠিন গতি জানেন।

ঈস রজাই সীস সবহী কে।
উতপতি থিতি লয় বিষহু অমী কে॥
দেবি মোহবস সোচিয় বাদী।
বিধিপ্রপঞ্চু অস অচল অনাদী॥

ঈশ্বরের আজ্ঞা সকলের মাথায় রহিয়াছে—উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, বিষ ও অমৃত সকলের উপরেই। দেবি, মোহের বশে মিথ্যা শোক করিবেন না, বিধাতার এই মায়া অচল ও অনাদি।

ভূপতি জিয়ব মরব উর আনী।
সোচিয় সখি লখি নিজ হিত হানী॥
সীয়মাতু কহ সত্য সুবানী।
সুকৃতী অবধি অবধ পতি রানী॥

রাজার বাঁচা ও মরণের কথা হৃদয়ে আনিয়া যে শোক হয়, তাহা নিজের ভালর বিঘ্ন হইয়াছে বলিয়াই অর্থাৎ স্বার্থ নেই বলিয়াই। তখন সীতার মাতা বলিলেন—আপনার সুন্দর কথা সত্য। অযোধ্যার পতি অশেষ পুণ্যবান ছিলেন, আপনি তাহারই রাণী।

লখনু রামু সিয় জাহু বন ভল পরিনাম ন পোচু।
গহবরি হিয় কহ কৌসিলা মোহি ভরত কর সোচু॥

কৌশল্যা ব্যথিত হইয়া বলিলেন—লক্ষ্মণ রাম সীতা যে বনে যাইবেন, তাহার পরিণাম ভালই হইবে। তবে ভরতের জন্য আমার আশঙ্কা হয়।

২৮৪॥ **ঈসপ্রসাদ অসীস তুম্হারী।**
সুত সুত বধূ দেবসরি বারী॥
রামসপথ মৈঁ কীন্হ ন কাউ।
সো করি কহউঁ সখী সতিভাউ॥

ঈশ্বরের কৃপায় ও তোমার আশীর্বাদে আমার পুত্র ও পুত্রবধূ গঙ্গাজলের ন্যায় নির্মল। রামের শপথ আমি কখনও লই না। সখী, ঐ শপথ লইয়াই সত্য করিয়া বলিতেছি—

ভরত সীল গুন বিনয় বড়াঈ।
ভায়প ভগতি ভরোস ভলাঈ॥
কহত সারদহু কর মতি হীচে।
সাগর সীপ কি জাহিঁ উলীচে॥

সীপ—ঝিনুক। উলীচে—সেঁচা॥ ভরতের শীল গুণ বিনয় ও বড়াই, ভাইয়ের প্রতি ভক্তি ভরসা ও ভাল ব্যবহার, ইহার বর্ণনা করিতে সরস্বতীর বুদ্ধিও ঠেকে, সাগর কি কখনও ঝিনুক দিয়া সেঁচা যায়?

জানউ সদা ভরত কুলদীপা।
বার বার মোহি কহেউ মহীপা॥
কসে কনকু মনি পারিখি পায়ে।
পুরুষ পরিখিয়হি সময় সুভায়ে॥

রাজা আমাকে বার বার বলিয়াছেন যে ভরতকে সদা কুলপ্রদীপ বলিয়া জানিবে। কষ্টিপাথরে সোণার আর মণির পরীক্ষা হয়, পরীক্ষকের হাতে সময় উপস্থিত হইলে পুরুষের পরীক্ষা হয়।

অনুচিত আজু কহব অস মোরা।
সোক সনেহ সয়ানপ থোরা॥
সুনি সুর সরি সম পাবনি বানী।
ভঈঁ সনেহ বিকল সব রানী॥

আজ আমার একথা বলাও অনুচিত, কেননা শোকে ও ভালবাসায় আমার জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। গঙ্গার মত পবিত্র তাঁহার কথা শুনিয়া রাণীরা সকলে প্রেম-বিকল হইলেন।

কৌসল্যা কহ ধীর ধরি সুনহু দেবি মিথিলেসি।
কো বিবেক নিধি বল্লভহি তুম্হহিঁ সকই উপদেসি॥

কৌশল্যা ধৈর্য ধরিয়া বলিলেন—মিথিলেশ মহিষি, বিবেকের সমুদ্র জনক আপনার স্বামী, আপনাকে কে উপদেশ দিতে পারে?

২৮৫॥ **রানি রায় সন অবসরু পাঈ।**
অপনী ভাঁতি কহব সমুঝাঈ॥
রখিঅহিঁ লখন ভরত গবনহিঁ বন।
জৌঁ যহ মত মানই মহীপমন॥

হে রাণী, অবসর পাইলে রাজাকে আপনার দিক হইতে বুঝাইয়া বলিবেন যে এ কথা যদি রাজার মনের মত হয়, তবে যেন লক্ষ্মণকে রাখেন, ভরতকে বনে যাইতে দেন।

তৌ ভল জতন্নু করব সুবিচারী।
মোরে সোচু ভরত কর ভারী॥
গূঢ়সনেহ ভরত মন মাহীঁ।
রহে নীক মোহি লাগত নাহীঁ॥

তিনি যেন বেশ বিচার করিয়া সেজন্য যত্ন করেন। আমার ভরতের জন্য বড় কষ্ট হয়। ভরতের মনে দৃঢ় প্রেম রহিয়াছে, উহাকে ঘরে রাখিতে আমার ভাল লাগে না।

লখি সুভাউ সুনি সরল সুবানী।
সব ভই মগন করুনরস রানী॥
নভ প্রসূন ঝরি ধন্য ধন্য ধুনি।
সিথিল সনেহ সিদ্ধ জোগী মুনি॥

তাঁহার স্বভাব লক্ষ করিয়া, তাঁহার সরল সুন্দর কথা শুনিয়া, সকলে করুণরসে মগ্ন হইল। আকাশ হইতে "ধন্য ধন্য" ধ্বনি হইল ও পুষ্পবৃষ্টি হইল। সিদ্ধ যোগী ও মুনিরা শিথিল শরীর হইলেন।

সবু রনিবাসু বিথকি লখি রহেউ।
তব ধরি ধীর সুমিত্রা কহেউ॥
দেবি দণ্ডজুগ জামিনি বীতী।
রামমাতু সুনি উঠী সপ্রীতি॥

সমস্ত রাজ অন্তঃপুর স্তম্ভিত হইয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল। তখন ধৈর্য ধরিয়া সুমিত্রা বলিলেন—দেবি, দুই দণ্ড রাত হইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া রামের মাতা প্রীতির সহিত উঠিলেন।

বেগি পাউ ধারিয় থলহিঁ কহ সনেহ সতিভায়।
হমরে তৌ অব ঈসগতি কৈ মিথিলেস সহায়॥

কৌশল্যা সত্যকার প্রেমের সহিত বলিলেন—এই বার তাড়াতাড়ি নিজেদের ঘরে চলুন। এখন আমাদের ত ঈশ্বরই ভরসা, আর মিথিলেশ সহায়।

২৮৬॥ লখি সনেহ সুনি বচন বিনীতা।
জনকপ্রিয়া গহি পায় পুনীতা॥
দেবি উচিত অস বিনয় তুম্হারী।
দসরথ ঘরনি রাম মহতারী॥

জনকপ্রিয়া কৌশল্যার ভালবাসা দেখিয়া, তাঁহার বিনীত বচন শুনিয়া, তাঁহার পা ছুঁইয়া বলিলেন—দেবি, আপনার এই বিনয় আপনারই যোগ্য, আপনি যে দশরথের ঘরণী ও রামের মাতা।

প্রভু অপনে নীচহু আদরহীঁ।
অগিনি ধূম গিরি সির তৃন ধরহীঁ॥
সেবকু রাউ করম মন বানী।
সদা সহায় মহেস ভবানী॥

যিনি মহৎ তিনি নীচকেও আদর করেন, যেমন আগুন ধোঁয়াকে ও পর্বত ঘাসকে মাথার উপর বহন করে। রাজা কর্ম, মন ও বাক্যে আপনাদের সেবক, আর সর্বদা হরপার্বতী ত সহায় আছেন।

রউরে অঙ্গ জোগু জগ কো হৈ।
দীপ সহায় কি দিনকর সোহৈ॥
রামু জাই বন করি সুরকাজূ।
অচল অবধপুর করিহহিঁ রাজূ॥

আপনার সহায়ক হওয়ার জগতে কে আছে, প্রদীপের কি সূর্যের সহায় হওয়া শোভা পায়? রাম দেবতাদের কাজ করিতে বনে যাইবেন ও (ফিরিয়া) অচল হইয়া অযোধ্যার রাজত্ব করিবেন।

অমর নাগ নর রাম বাহু বল।
সুখ বসিহহিঁ অপনে অপনে থল॥
যহ সব জাগবলিক কহি রাখা।
দেবি ন হোই মুধা মুনি ভাখা॥

দেবতা, সর্প ও নর রামের বাহুবলে নিজ নিজ স্থানে সুখে বাস করিবেন। এ সকল কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়া গিয়াছেন, আর মুনির কথা হে দেবি, মিথ্যা হওয়ার নয়।

অস কহি পগ পরি প্রেম অতি সিয়হিত বিনয় সুনাই।
সিয়সমেত সিয়মাতু তব চলী সুআয়সু পাই॥

এই কথা বলিয়া পায় পড়িয়া অতি প্রেমে সীতাকে লইয়া যাওয়ার জন্য বিনয় করিলেন। তখন সীতাসহিত সীতার মাতা আজ্ঞা পাইয়া চলিলেন।

২৮৭॥ প্রিয় পরিজনহিঁ মিলী বৈদেহী॥
জো জেহি জোগু ভাঁতি তেহি তেহী॥
তাপসবেষ জানকী দেখী।
ভা সবু বিকল বিষাদ বিসেষী॥

যাহার সহিত যেমন উচিত, তেমনি ভাবে সীতা প্রিয় পরিজনের সহিত দেখা করিলেন। সীতার তাপসীর বেশে দেখিয়া সকলে বিশেষ দুঃখিত হইল।

জনক রামগুরু আয়সু পাঈ।
চলে থলহিঁ সিয় দেখী আঈ॥
লীন্হি লাই উর জনক জানকী।
পাহুনি পাবন প্রেম প্রান কী॥

থল—বাসস্থান, কুটীর॥ জনক বশিষ্ঠের আজ্ঞা পাইয়া বাসস্থানে আসিয়া সীতাকে দেখিলেন। জনক রাজা প্রেমের ও বুকের অতিথি জানকীকে বুকে লইলেন।

উর উমগেউ অম্বুধি অনুরাগূ।
ভয়উ ভূপমনু মনহু প্রয়াগূ॥
সিয়সনেহ বটু বাঢ়ত জোহা।
তাপর রাম প্রেম সিসু সোহা॥

জনকের হৃদয়ে প্রেম সমুদ্র উথলিয়া উঠিল, রাজার মন যেন প্রয়াগ ক্ষেত্র হইল। তিনি সীতার স্নেহ বট বাড়িতে দেখিলেন, তাহার উপর রামের প্রেম যেন বালকের ন্যায় রহিয়াছে।

চিরজীবী মুনি জ্ঞান বিকল জনু।
বুড়ত লহেউ বালঅবলম্বনু॥
মোহ মগনমতি নহিঁ বিদেহ কী।
মহিমা সিয় রঘু বর সনেহ কী॥

মার্কণ্ডেয় মুনি যেমন জ্ঞানশূন্য হইয়া ডুবিয়া যাইতে বসিয়া বালকের আশ্রয় লইয়াছিলেন, জনকও তেমনি সীতার প্রতি রামের প্রেম অবলম্বনে রক্ষা পাইলেন। জ্ঞানহীন হইলেন না। বিদেহ রাজার মতি মোহগ্রস্ত নহে, তবে তখনকার মোহ, উহা সীতারামের ভালবাসার মহিমামাত্র।

সিয় পিতু মাতু সনেহ বস বিকল ন সকী সঁভারি।
ধরনিসুতা ধীরজু ধরেউ সমউ সুধরমু বিচারি॥

সীতা, পিতামাতার প্রেমে ব্যাকুল হইয়া নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পরে সময় ধর্ম বিচার করিয়া ধৈর্য অবলম্বন করিলেন।

২৮৮॥ **তাপসবেষ জনক সিয় দেখী।**
ভয়উ প্রেমু পরিতোষু বিসেখী॥
পুত্রি পবিত্র কিয়ে কুল দোউ।
সুজস ধবল জগু কহ সব কোউ॥

সীতার তপস্বী বেশ দেখিয়া জনকের বিশেষ ভালবাসা ও সন্তোষ হইল। তিনি বলিলেন—হে পুত্রী, তুমি দুই কুল পবিত্র করিলে, জগতে সকলে তোমার নির্মল সুযশের কথা বলিবে।

জিতি সুরসরি কীরতিসরি তোরী।
গবনু কীন্হ বিধি অণ্ড করোরী॥
গঙ্গ অবনিথল তীনি বড়েরে।
এহি কিয় সাধুসমাজ ঘনেরে॥

গঙ্গার মত তোমার কীর্তি-নদী অনেক কোটি ব্রহ্মাণ্ডে গিয়াছে। গঙ্গা পৃথিবীতে তিনটা স্থান পবিত্র করিয়াছে, (গঙ্গোত্রী, হরিদ্বার ও প্রয়াগ) আর তোমার কীর্তি-নদী অনেক সাধু সমাজকে পবিত্র করিয়াছে।

পিতু কহ সত্য সনেহ সুবানী।
সীয় সকুচি মহি মনহুঁ সমানী॥
পুনি পিতু মাতু লীন্হি উর লাঈ।
সিখ আসিষ হিত দীন্হি সুহাঈ॥

পিতার সত্য ও প্রেমময় কথা শুনিয়া সীতা সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন। পিতামাতা আবার তাঁহাকে বুকে লইলেন ও তাঁহাকে সুন্দর হিতোপদেশ ও আশীর্বাদ দিলেন।

কহতি ন সীয় সকুচি মন মাহীঁ।
ইহাঁ বসব রজনী ভল নাহীঁ॥
লখি রুখ রানি জনায়েউ রাউ।
হৃদয় সরাহত সীলু সুভাউ॥

রাত্রী বাস করা এখানে ভাল নয়, এ কথা বলিতে সীতা মনে সঙ্কোচ করিতেছিলেন। সীতার ইচ্ছা বুঝিয়া রাণী মনে মনে তাঁহার শীল ও স্বভাব প্রশংসা করিয়া রাজাকে জানাইলেন।

বারবার মিলি ভেঁটি সিয় বিদা কীন্হি সনমানি।
কহী সময় সির ভরতগতি রানি সুবানি সয়ানি॥

বার বার আলিঙ্গন সাক্ষাৎ ও সৎকার করিয়া বিদায় করিলেন। পরে জ্ঞানবতী রাণী উপযুক্ত অবসরে ভরতের কথা মিষ্ট ভাষায় রাজাকে বলিলেন।

২৮৯॥ **সুনি ভূপাল ভরতব্যবহারূ।**
সোন সুগন্ধ সুধা সসিসারূ॥
মূঁদে সজল নয়ন পুলকে তন।
সুজস সরাহন লগে মুদিত মন॥

জনক ভরতের ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাঁহাকে সোণার মত সুগন্ধের মত ও চন্দ্রের সার অমৃতের মত ভাবিলেন। তাঁহার শরীর পুলকিত হইল ও তিনি সজল চক্ষু বুজিয়া আনন্দিত মনে তাঁহাকে সুযশের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সাবধান সুনু সুমুখি সুলোচনি।
ভরতকথা ভব বন্ধ বিমোচনি॥
ধরম রাজনয় ব্রহ্মবিচারূ।
ইহাঁ জথামতি মোর প্রচারূ॥

অয়ি সুমুখী সুলোচনি, সাবধান হইয়া শোন। ভরতের কথা সংসার-বন্ধন বিমোচনকারী। আমার বুদ্ধি যথাশক্তি ধর্মশাস্ত্র, রাজনীতি ও ব্রহ্ম-বিদ্যায় প্রবেশ করে,

সো মতি মোরি ভরত মহিমাহীঁ।
কহই কাহ ছলি ছুঅতি ন ছাহীঁ॥
বিধি গনপতি অহিপতি সিব সারদ।
কবি কোবিদ বুধ বুদ্ধিবিসারদ॥

সেই আমার বুদ্ধি ভরতের মহিমা কোথায় থাকে, ছল করিয়া তাহার ছায়াও ছুঁইতে পারে না। ব্রহ্মা, গণেশ, নাগ, শঙ্কর ও পার্বতী কবিশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বুদ্ধিবিশারদ,

ভরত চরিত কীরতি করতূতী।
ধরম সীল গুন বিমল বিভূতী॥
সমুঝত সুনত সুখদ সব কাহূ।
সুচি সুরসরি রুচি নিদর সুধাহূ॥

ভরতের চরিত্র, কীর্তি ও কার্য, তাঁহার ধর্মশীল গুণ ও বিমল সম্পদ সকলেরই শুনিতে ও বুঝিতে সুখকর। উহার পবিত্রতা গঙ্গার মত ও স্বাদ অমৃত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

নিরবধি গুন নিরুপম পুরুষু ভরতু ভরতসম জানি।
কহিয় সুমেরু কি সেরসম কবি কুল মতি সকুচানি।

ভরতের গুণের সীমা নাই। ভরতের উপমা নাই, ভরতের উপমা ভরত। উহা বর্ণনা করিতে গিয়া সুমেরু পর্বতকে যদি সেরের সমান ওজন বলিতে হয় তাহা যে সঙ্কোচ হয়, কবির সেই প্রকার সংকোচ হইল।

২৯০॥ **অগম সবহিঁ বরনত বর বরনী।**
জিমি জলহীন মীন গমু ধরনী॥
ভরত অমিত মহিমা সুনু রানী।
জানহিঁ রামু ন সকহিঁ বখানী॥

ভরতের শ্রেষ্ঠ কথা বলা সকলের পক্ষে সেই প্রকার কঠিন, যেমন জলহীন মাটি মাছের নিকট কঠিন লাগে। হে রাণী, ভরতের অসীম মহিমার কথা রাম জানেন, কিন্তু বর্ণনা করিতে পারেন না।

বরনি সপ্রেম ভরত অনুভাউ।
তিয়জিয় কী রুচি লখি কহ রাউ॥
বহুরহিঁ লখনু ভরত বন জাহীঁ।
সব কর ভল সব কে মন মাহীঁ॥

ভরতের সদ্ভাবের কথা সপ্রেমে বর্ণনা করিয়া স্ত্রীর হৃদয়ের রুচি দেখিয়া রাজা বলিলেন—যদি লক্ষ্মণ ফিরে আর ভরত বনে যায়, তবে সকলের ভাল হয়, সকলের মনেই এই কথাই আছে।

দেবি পরন্তু ভরত রঘুবর কী।
প্রীতি প্রতীতি জাই নহিঁ তরকী॥
ভরতু অবধি সনেহ মমতা কী।
জদ্যপি রামু সীঁব সমতা কী॥

হে দেবি, ভরত ও রামের পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও বিশ্বাস কত তাহা বুদ্ধি দ্বারা ধরা যায় না। যেমন রাম সমতার সীমা, ভরত তেমনি স্নেহ মমতার সীমা।

পরমারথ স্বারথ সুখ সারে।
ভরত ন সপনেহুঁ মনহুঁ নিহারে॥
সাধন সিদ্ধ রামপগ নেহু।
মোহি লখি পরত ভরতমত এহু॥

পরমার্থ-স্বার্থও সুখের সার, ভরত স্বপ্নেও একথা মনে ভাবে না। আমি দেখিতে পাই যে, রামপদে ভক্তিই সাধনার সিদ্ধি, ইহাই ভরতের মত।

ভোরেহুঁ ভরত ন পেলিহহিঁ মনসহুঁ রামরজাই।
করিয় ন সোচু সনেহবস কহেউ ভূপ বিলখাই॥

রাজা দুঃখিত হইয়া বলিলেন—রাণী, প্রেমের বশবর্তী হইয়া শোক করিও না। কেননা ভরত স্বপ্নেও রামের আদেশ ঠেলিবে না।

২৯১॥ **রাম ভরত গুন গনত সপ্রীতী।**
নিসি দম্পতিহিঁ পলকসম বীতী॥
রাজসমাজ প্রাত জুগ জাগে।
ন্হাই ন্হাই সুর পূজন লাগে॥

সে রাত্রি রাজা ও রাণীর রাম ও ভরতের গুণ গান করিতে করিতে পলকের মত কাটিয়া গেল। দুই রাজার সমাজই প্রাতঃকালে জাগিয়া, স্নান করিয়া দেবতার পূজা করিতে লাগিল।

গে নহাই গুরু পহিঁ রঘুরাঈ।
বন্দি চরন বোলে রুখ পাঈ॥
নাথ ভরতু পুরজন মহতারী।
সোকবিকল বনবাস দুখারী॥

স্নান করিয়া রঘুরাজ গুরুর নিকট গিয়া চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন—হে নাথ, ভরত পুরজন ও মাতারা শোকার্ত ও বনবাসের দুঃখ পাইতেছেন।

সহিতসমাজ রাউ মিথিলেসু।
বহুত দিবস ভয়ে সহত কলেসু॥
উচিত হোই সোই কীজিয় নাথা।
হিত সবহী কর রউরে হাথা॥

সমাজ সহিত মিথিলাপতি রাজা জনকও অনেক দিন ধরিয়া কষ্ট সহ্য করিতেছেন। যাহা উচিত হয় আপনি তাহা করুন। সকলেরই হিত আপনার হাতে।

অস কহি অতি সকুচে রঘুরাউ।
মুনি পুলকে লখি সীল সুভাউ॥
তুম্হ বিনু রাম সকল সুখ সাজা।
নরকসরিস দুহুঁ রাজসমাজা॥

রাম এই কথা বলিয়াই সঙ্কুচিত হইলেন। আর বশিষ্ঠ রামের স্বভাব ও শীল লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন—রাম, তোমাকে ছাড়া দুই সমাজের নিকটই সকল সুখের আয়োজন নরকের মত লাগে।

প্রান প্রান কে জীব কে জিব সুখ কে সুখ রাম।
তুম্হ তজি তাত সুহাত গৃহ জিন্হহিঁ তিনহহিঁ বিধিবাম॥

হে রাম, তুমি প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, সুখের সুখ। তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাহার গৃহ ভাল লাগে তাহার প্রতি বিধাতা বিরূপ।

২৯২॥ **সো সুখু ধরমু করমু জরি জাউ।**
জহঁ ন রাম পদ পঙ্কজ ভাউ॥
জোগ কুজোগ জ্ঞান অজ্ঞানূ।
জহঁ নহিঁ রামপ্রেম পরধানূ॥

যাহাতে রামের চরণকমলে ভক্তি হয় না, সে সুখ, সে ধর্ম ও কর্ম জ্বলিয়া যাউক। যেখানে রামের প্রতি ভক্তি প্রধান নয়, সে যোগ কুযোগ, সে জ্ঞান অজ্ঞান।

তুম্হ বিনু দুখী সুখী তুম্হ তেহী।
তুম্হ জানহু জিয় জো জেহি কেহী॥
রাউর আয়সু সির সবহী কে।
বিদিত কৃপালহিঁ গতি সব নীকে॥

তুমি বিনা দুঃখ, তোমাতেই সুখ, তুমি সকলের হৃদয়ে কি আছে, তাহা জান। তোমার আজ্ঞা, সকলে মাথা পাতিয়া লয়। কৃপাল, সকল গতি তুমিই ভাল জান।

আপু আশ্রমহিঁ ধারিয় পাউ।
ভয়উ সনেহসিথিল মুনিরাউ॥
করি প্রনামু তব রামু সিধায়ে।
রিষি ধরি ধীর জনক পহিঁ আয়ে॥

তুমি আশ্রমে যাও, এই কথা বলিয়া ঋষি প্রেমে বিহ্বল হইলেন। রাম তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। ঋষি ধৈর্য ধরিয়া জনকের নিকট আসিলেন।

রামবচন গুরু নৃপহিঁ সুনায়ে।
সীল সনেহ সুভায় সুহায়ে॥
মহারাজ অব কীজিয় সোঈ।
সব কর ধরমসহিত হিত হোঈ॥

বশিষ্ঠ রাজাকে রামের শীল স্নেহ ও সুন্দর স্বভাব ও রামের কথা শুনাইলেন। বলিলেন—হে মহারাজ, এখন তাহাই করুন, যাহাতে সকলের ধর্ম থাকে ও হিত হয়।

জ্ঞান নিধান সুজান সুচি ধরমধীর নরপাল।
তুম্হ বিনু অসমঞ্জস সমন কো সমরথ এহি কাল॥

হে নর-পালক, তুমি জ্ঞানের আকর বিজ্ঞ ও পবিত্র। তুমি ছাড়া এই কালে আর সংশয় কে দূর করিতে পারে?

২৯৩॥ সুনি মুনিবচন জনক অনুরাগে।
লখি গতি জ্ঞানু বিরাগু বিরাগে॥
সিথিল সনেহ গুনত মন মাহীঁ।
আয়ে ইহাঁ কীন্হি ভলি নাহীঁ॥

মুনির কথা শুনিয়া জনকের অনুরাগ হইল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া জ্ঞান বৈরাগ্যও বৈরাগী হইল। স্নেহে অবশ হইয়া শুনিতে শুনিতে ভাবিলেন যে, এখানে আসিয়া ভাল করেন নাই।

রামহিঁ রায় কহেউ বন জানা।
কীন্হ আপু প্রিয় প্রেমপ্রবানা॥
হম অব বন তেঁ বনহিঁ পঠাঈ।
প্রমুদিত ফিরব বিবেক বড়াঈ॥

রাজা রামকে বনে যাইতে বলিয়াছিলেন ও (প্রাণ ত্যাগ করিয়া) নিজের প্রিয়ের প্রতি ভালবাসাও মিটাইয়াছিলেন। আমরা এখন বন হইতে রামকে অন্য বনে পাঠাইয়া আমাদের বিবেক বাড়াইয়া আনন্দিত মনে ফিরিব।

তাপস মুনি মহিসুর সুনি দেখী।
ভয়ে প্রেমবস বিকল বিসেখী॥
সময় সমুঝি ধরি ধীরজু রাজা।
চলে ভরত পহিঁ সহিত সমাজা॥

তাপস, মুনি ও ব্রাহ্মণেরা জনকের এই অবস্থা দেখিয়া প্রেমের বশীভূত ও বিশেষ ব্যাকুল হইলেন। রাজা সময় বুঝিয়া ধৈর্য ধরিয়া সমাজ সহিত ভরতের নিকট চলিলেন।

ভরত আই আগে ভই লীন্হে।
অবসরসরিস সুআসন দীন্হে॥
তাত ভরত কহ তিরহুতিরাউ।
তুম্হহিঁ বিদিত রঘুবীরসুভাউ॥

ভরত আসিয়া আগাইয়া লইলেন ও সময়োপযোগী ভাল আসন দিলেন। ত্রিহুত-রাজ জনক বলিলেন—তাত, ভরত, তোমার ত রঘুবীরের স্বভাব জানা আছে।

রাম সত্যব্রত ধরমরত সব কর সীলু সনেহু।
সঙ্কট সহত সংকোচবস কহিয় জো আয়সু দেহু॥

রাম সত্যব্রত, ধর্মরত ও সকলের প্রতি শীল, প্রেম ও সঙ্কোচের বশে সঙ্কট সহ্য করিতেছেন। এখন তুমি যাহা চাও সে আজ্ঞা দাও।

২৯৪॥ সুনি তন পুলকি নয়ন ভরি বারী।
বোলে ভরতু ধীর ধরি ভারী॥
প্রভু প্রিয় পূজ্য পিতাসম আপু।
কুল গুরু সম হিত মায় ন বাপু॥

তাঁহার কথা শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া অথচ ধৈর্য ধরিয়া ভরত বলিলেন—হে প্রভু, আপনি পিতার মত প্রিয় ও পূজনীয় এবং কুল-গুরু বশিষ্ঠ দেবের মত মা-বাপও হিতকারী নহেন।

কৌসিকাদিমুনি সচিবসমাজু।
জ্ঞান অম্বু নিধি আপনু আজু॥
সিসু সেবক আয়সু অনুগামী।
জানি মোহি সিখ দেইয় স্বামী॥

কৌসিকাদি মুনিগণ, মন্ত্রীগণ ও জ্ঞান-সমুদ্র স্বরূপ আপনি আজ উপস্থিত আছেন। হে প্রভু, আমাকে বালক সেবক ও আজ্ঞাকারী জানিয়া শিক্ষা দিন।

এহি সমাজ থল বূঝব রাউর।
মৌন মলিন মৈঁ বোলব বাউর॥
ছোটে বদন কহউঁ বড়ি বাতা।
ছমব তাত লখি বাম বিধাতা॥

এমন সমাজে এমন স্থানে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমিত মলিন মন পাগলের মত। আমি ছোট মুখে বড় কথা বলিতেছি, বিধাতা বাম জানিয়া, হে দেব, ক্ষমা করিবেন।

আগম নিগম প্রসিদ্ধ পুরানা।
সেবাধরম কঠিন জগু জানা॥
স্বামি ধরম স্বারথহিঁ বিরোধু।
বৈরঅন্ধ প্রেমহিঁ ন প্রবোধু॥

এ কথা বেদপুরাণে প্রসিদ্ধ ও জগতের লোকও জানে যে, সেবা ধর্ম কঠিন। সেবা ধর্মের সহিত স্বার্থের বিরোধ রহিয়াছে। যেমন শত্রুতায় অন্ধ ব্যক্তি প্রেম বুঝে না, তেমনি স্বার্থী সেবা ধর্ম বুঝে না।

রাখি রাম রুখ ধরমব্রতু পরাধীন মোহি জানি।
সব কে সম্মত সর্বহিত করিয় প্রেমু পহিচানি॥

রামের ইচ্ছা রাখিয়া, ধর্ম ও ব্রত রাখিয়া, আমাকে পরাধীন জানিয়া সকলের সম্মত হয়, সকলের হিত হয়, আমার প্রেমের পরিচয় জানিয়া সেই প্রকার করিবেন।

২৯৫॥ **ভরতবচন সুনি দেখি সুভাউ।**
সহিত সমাজ সরাহত রাউ॥
সুগম অগম মৃদু মঞ্জু কঠোরে।
অরথু অমিত অতিআখর থোরে॥

ভরতের কথা শুনিয়া ও তাঁহার স্বভাব দেখিয়া সমাজ সহিত রাজা তাঁহার প্রশংসা করিলেন। ভরতের কথা শুনিতে সহজ, কিন্তু বুঝিতে দুর্বোধ্য। শুনিতে কোমল ও সুন্দর কিন্তু কঠোর, উহার অর্থ অসীম অথচ শব্দ অল্প।

জ্যোঁ মুখ মুকুর মুকুরু নিজ পানী।
গহি ন জাই অস অদভুত বানী॥
ভূপ ভরতু মুনি সাধু সমাজু।
গে জহঁ বিবুধ কুমুদ দ্বিজ রাজু॥

যেমন মুখের প্রতিচ্ছায়া আরসীতে পড়িলে আরসী হাতে থাকা সত্ত্বেও সে ছায়া ধরা যায় না, তেমনি ভরতের অদ্ভুত বাক্যের অর্থ বুঝা যায় না। রাজা, ভরত, মুনি ও সাধুরা, তখন যেখানে দেবতারূপ কুমুদের চন্দ্র রঘুপতি আছেন, সেখানে গেলেন।

সুনি সুধি সোচ বিকল সব লোগা।
মনহু মীনগন নবজল জোগা॥
দেব প্রথম কুল গুরু গতি দেখী।
নিরখি বিদেহ সনেহ বিসেখী॥

এ কথা শুনিয়া সকল লোক শোক-বিকল হইল। নূতন জল পাইলে মাছের যে অবস্থা হয়, সকলের সেই অবস্থা হইল। দেবতারা কুল-গুরুর অবস্থা দেখিলেন, বিশেষ করিয়া জনক রাজার প্রেম দেখিলেন।

রাম ভগতি ময় ভরত নিহারে।
সুর স্বারথী হহরি হিয় হারে॥
সব কোউ রাম প্রেমময় পেখা।
ভয়ে অলেখ সোচবস লেখা॥

দেবতারা রাম ভক্তিময় ভরতকে দেখিলেন। দেবতারা স্বার্থী, তাহারা ভয়ে হার মানিলেন। দেবতারা সকলে প্রেমময় রামকে দেখিলেন এবং অবর্ণনীয় আশঙ্কার ছবির মত হইয়া রহিলেন।

রাম সনেহ সকোচ বস কহ সসোচ সুররাজ।
রচহু প্রপঞ্চহি পঞ্চ মিলি নাহিঁ ত ভয়উ অকাজ॥

দেবরাজ আশঙ্কিত হইয়া বলিলেন—রাম স্নেহ ও সঙ্কোচের বশীভূত হইয়াছেন। এখন দেবতারা পাঁচ জনে মিলিয়া মায়ার সৃষ্টি কর, না হইলে অশুভ হইবে।

২৯৬॥ **সুরন্হ সুমিরি সারদা সরাহী।**
দেবি দেব সরনাগত পাহী॥
ফেরি ভরতমতি করি নিজ মায়া।
পালু বিবুধকুল করি ছলছায়া॥

দেবতারা সরস্বতীকে ডাকিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন, বলিলেন—দেবী, শরণাগতদিগকে রক্ষা কর। তোমার মায়ায় ভরতের বুদ্ধি বিগড়াইয়া দাও, ছলের ছায়া ফেলিয়া দেবতাদিগকে পালন কর।

বিবুধবিনয় সুনি দেবি সয়ানী।
বোলী সুর স্বারথ জড় জানী॥
মো সন কহহু ভরত মতি ফেরু।
লোচন সহস ন সুঝ সুমেরু॥

দেবতাদের মিনতি শুনিয়া, জ্ঞানময়ী দেবী দেবতাদিগকে স্বার্থী ও মূর্খ জানিয়া বলিলেন—আমাকে ভরতের বুদ্ধি বিগড়াইতে বলিতেছ, সহস্র-লোচন ইন্দ্র, তোমার হাজার চোখ থাকিতে তোমার চোখে যেন সুমেরু পর্বতও দেখিতে পাও না (এমনি তুমি অন্ধ)।

বিধি হরি হর মায়া বড়ি ভারী।
সোউ ন ভরতমতি সকই নিহারী॥
সো মতি মোহি কহত করু ভোরী।
চাঁদিনি কর কি চন্দ কর চোরী॥

ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরের মায়া বড় কঠিন, কিন্তু তাঁহারাও ভরতের বুদ্ধি (কত দূর তাহা) মাপিতে পারেন না। সেই বুদ্ধি আমাকে ভুলাইয়া দিতে বলিতেছ, কিন্তু চন্দ্র কিরণ কি কখনো চন্দ্রকে লুকাইতে পারে?

ভরতহৃদয় সিয় রাম নিবাসু।
তহঁ কি তিমির জহঁ তরনিপ্রকাসু॥
অস কহি সারদ গই বিধিলোকা।
বিবুধ বিকল নিসি মানহুঁ কোকা॥

ভরতের হৃদয়ে সীতা রাম বাস করেন। সেখানে সূর্য আছে, সেখানে কি অন্ধকার থাকিতে পারে? এই কথা বলিয়া সরস্বতী ব্রহ্মলোকে গেলেন। দেবতারা রাত্রিকালের চখার মত বিকল হইলেন।

সুর স্বারথী মলিন মন কীন্হ কুমন্ত্র কুঠাটু।
রচি প্রপঞ্চ মায়া প্রবল ভয় ভ্রম অরতি উচাটু॥

স্বার্থপর এবং মলিন মন দেবতারা কুমন্ত্রণা করিয়া উৎপাতের যোগাড় করিলেন। প্রবল মিথ্যা মায়া সৃষ্টি করিয়া লোকের মনে ভয় ভুল দুঃখ উদ্বেগ উপস্থিত করাইলেন।

২৯৭॥ করি কুচালি সোচত সুররাজু।
ভরতহাথ সবু অকাজু॥
গয়ে জনক রঘুনাথসমীপা।
সনমানে সব রবি কুল দীপা॥

কুচাল করিয়া সুররাজ ভাবিতে লাগিল, ভাল মন্দ এখন সব ভরতের হাতে। এদিকে জনক রঘুনাথের নিকট গেলেন, রঘুকুলদীপ সকলকে সম্মান করিলেন।

সময় সমাজ ধরম অবিরোধা।
বোলে তব রঘু বংস পুরোধা॥
জনক ভরত সম্বাদু সুনাঈ।
ভরত কহাউতি কহী সুহাঈ॥

তখন রঘুবংশের পুরোহিত বশিষ্ঠ সমাজ সময় ও ধর্ম অনুযায়ী কথা বলিলেন। জনক ও ভরতের বিষয় শুনাইলেন, ভরতের সুন্দর কাহিনী বলিলেন।

তাত রাম জস আয়সু দেহু।
সো সব করই মোর মত এহু॥
সুনি রঘুনাথু জোরি জুগপানী।
বোলে সত্য সরল মৃদু বানী॥

বলিলেন—আমার এই মত যে, তাত রাম যেমন আজ্ঞা দেন সেই প্রকারই সকলে করে। সে কথা শুনিয়া রঘুনাথ দুই হাত জোড় করিয়া সরল সত্য ও মিষ্ট বাক্যে বলিলেন—

বিদ্যমান আপুনু মিথিলেসু।
মোর কহব সব ভাঁতি ভদেসু॥
রাউর রায় রজায়সু হোঈ।
রাউরিসপথ সহী সির সোঈ॥

আপনি ও মিথিলেশ উপস্থিত থাকিতে আমার কিছু বলা সকল রকমেই অন্যায়। আপনার ও রাজার আজ্ঞা হউক, আপনার শপথ লইয়া বলিতেছি, উহাই আমার শিরোধার্য।

রামসপথ সুনি মুনি জনকু সকুচে সভাসমেত।
সকল বিলোকত ভরতমুখু বনই ন উতরু দেত॥

রামের শপথ শুনিয়া সভাসমেত মুনি ও জনক সঙ্কোচ বোধ করিলেন। সকলে ভরতের মুখের দিকে তাকাইলেন, কেহই উত্তর দিতে পারিলেন না।

২৯৮॥ সভা সকুচবস ভরত নিহারী।
রামবন্ধু ধরি ধীরজ ভারী॥
কুসমউ দেখি সনেহু সঁভারা।
বঢ়ত বিন্ধি জিমি ঘটজ নিবারা॥

সভার সকলে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে দেখিয়া, ভরত তখন অতিশয় ধৈর্য ধরিয়া কুসময় দেখিয়া অগস্ত্য মুনি যেমন বিন্ধ্য পর্বতের বাড় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া ভালবাসার আবেগ দমন করিলেন।

[বিন্ধ্যাচল বাড়িয়া সূর্যকে ঠেকাইবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তখন দেবতাদের অনুরোধে অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যের নিকট যান। বিন্ধ্য প্রণাম করিয়া আজ্ঞা চাহিলে অগস্ত্য বলেন, আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত এমনি থাক। অগস্ত্য সেই যে গেলেন আর আসেন নাই।]

সোক কনকলোচন মতি ছোনী।
হরী বিমল গুন গন জগ জোনী॥
ভরতবিবেক বরাহ বিসালা।
অনায়াস উধরী তেহি কালা॥

কনকলোচন—হিরণ্যাক্ষ। ছোনী—পৃথিবী। জগজোনী—ব্রহ্মা॥ শোকরূপ হিরণ্যাক্ষ যখন সভার বুদ্ধিরূপী পৃথিবীকে হরণ করিল, তখন বিমল গুণসমূহরূপ ব্রহ্মা ভরতের বিবেকরূপ বরাহ দ্বারা অনায়াসে সেই সময়েই বুদ্ধিরূপী পৃথিবীকে উদ্ধার করিল।

করি প্রনামু সব কহঁ কর জোরে।
রামু রাউ গুরু সাধু নিহোরে॥
ছমব আজু অতি অনুচিত মোরা।
কহউঁ বদন মৃদু বচন কঠোরা॥

প্রণাম করিয়া, হাত জোড় করিয়া, রামকে রাজাকে গুরু ও সাধুকে বন্দনা করিয়া বলিতেছি—এখন অতি অনুচিত হইলেও আমার কথা ক্ষমা করিবেন, কেননা কোমল মুখে কঠোর কথা বলিতেছি।

হিয় সুমিরী সারদা সুহাঈ।
মানস তেঁ মুখপঙ্কজ আঈ॥
বিমল বিবেক ধরম নয় সালী।
ভরতভারতী মঞ্জু মরালী॥

আনন্দে শোভাময়ী সরস্বতীকে স্মরণ করায়, সরস্বতী মনরূপী মানস সরোবর হইতে মুখ কমলে আসিলেন। ভরতের বাক্য সুন্দর হাঁসের ন্যায়, উহা বিনয় বিবেক, ধর্ম ও নীতিসম্মত ছিল।

নিরখি বিবেক বিলোচনন্হি সিথিল সনেহ সমাজু।
করি প্রনামু বোলে ভরতু সুমিরি সীয় রঘুরাজু॥

ভরত তাঁহার বিবেক চক্ষুতে সমাজকে প্রেমে বিবশ দেখিয়া সীতারামকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—

২৯৯॥ প্রভু পিতু মাতু সুহৃদ গুরু স্বামী।
পূজ্য পরমহিত অন্তরজামী॥
সরল সুসাহিবু সীলনিধানু।
প্রনতপাল সর্বজ্ঞ সুজানু॥

হে প্রভু, তুমিই আমার পিতামাতা, সুহৃদ, গুরু, স্বামী, পূজ্য, অতি হিতকারী, অন্তর্যামী। তুমি সরল উত্তম স্বামী ও শীলের নিবাস, ভক্তের প্রতিপালক সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানী।

সমরথু সরনাগত হিতকারী।
গুনগাহকু অব গুন অঘ হারী॥
স্বামি গোসাঁইহিঁ সরিস গোসাঈঁ।
মোহি সমান মৈঁ সাইঁ দোহাঈঁ॥

তুমি শক্তিমান শরণাগতের হিতকারী, গুণ গ্রাহক, পাপ ও দোষ নাশকারী। স্বামী, আপনার মত প্রভু ত আপনি একাই, আর আপনার শপথ লইতেছি, আমার সমান (হীন) আমিই।

প্রভু পিতু বচন মোহবস পেলী।
আয়েউঁ ইহাঁ সমাজু সকেলী॥
জগ ভল পোচ উঁচ অরু নীচু।
অমিয় অমরপদ মাহুর মীচু॥

আমি প্রভুর ও পিতার বাক্য মোহবশে ঠেলিয়া ফেলিয়া সমাজের সকল লোক একত্র করিয়া এখানে আসিয়াছি। জগতে ভাল মন্দ, উচ্চ ও নীচু সকলই আছে, অমৃত অমর-পদ, বিষ ও মৃত্যু সবই আছে।

রামরজাই মেট মন মাহীঁ।
দেখা সুনা কতহুঁ কোউ নাহীঁ॥
সো মৈ সব বিধি কীন্হি ঢিঠাঈ।
প্রভু মানী সনেহ সেবকাঈ॥

এমন কোথাও কেহ দেখে নাই, যে রামের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে। আমি সেই কাজ সকল রকমে ধৃষ্টতা বশে করিয়াছি, আর প্রভু উহা প্রেমের সেবা বলিয়া মানিয়াছেন।

কৃপা ভলাঈ আপনী নাথ কীন্হ ভল মোর।
দূষন ভে ভূষনসরিস সুজসু চারু চহুঁ ওর॥

হে স্বামী, তুমি দয়া ও ভাল ভাব হইতে আমার ভাল করিয়াছ। আমার সকল দোষ আমার অলঙ্কারের মত করিয়াছ, আমার যশ চারিদিকে ছড়াইয়াছ।

৩০০॥ রাউরিরীতি সুবানি বড়াঈ।
জগত বিদিত নিগমাগম গাঈ॥

কূর কুটিল খল কুমতি কলঙ্কী।
নীচ নিসীল নিরীস নিসঙ্কী॥

তোমার নীতি ও সুকথার খ্যাতি আছে, উহা জগৎ বিখ্যাত ও বেদাদিতে রহিয়াছে। যাহারা ক্রূর, কুটিল, খল, কুমতি ও কলঙ্কী, নীচ, শীল-হীন, ঈশ্বর-হীন ও নির্ভয়,

তেউ সুনি সরন সামুহে আয়ে।
সুকৃত প্রনাম কিয়ে অপনায়ে॥
দেখি দোষ কবহুঁ ন উর আনে।
সুনি গুন সাধুসমাজ বখানে॥

সুকৃত—তখনি। উর—হৃদয়॥ তাহারাও তোমার কথা শুনিয়া যদি তোমার শরণ লয়, যদি একবার প্রণাম করে, তবে তুমি তখনি আপনার করিয়া লও। তাহাদের দোষ দেখিয়া কখনও মনে আন না, আর উহাদের গুণ সাধু সমাজে ব্যাখ্যা কর।

কো সাহিব সেবকহি নেবাজী।
আপু সমান সাজ সব সাজী॥
নিজ করতুতি ন সমুঝিয় সপনে॥
সেবক সকুচ সোচ উর অপনে॥

এমন স্বামী কে আছে যে সেবকের উপর দয়া করিয়া নিজের সমান সাজে তাহাকে সাজাইয়া দেয়। নিজের কার্যের কথা স্বপ্নেও মনে না আনিয়া, সেবকের হৃদয়-ব্যথায় নিজের হৃদয়ে ব্যথা বোধ করে।

সো গোসাইঁ নহিঁ দূসর কোপী।
ভুজা উঠাই কহউঁ পন রোপী॥
পসু নাচত সুক পাঠ প্রবীনা।
গুনগতি নট পাঠক আধীনা॥

তেমন প্রভু তুমি ছাড়া কেহ নাই, এ কথা হাত তুলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিব। পশু নাচে, তোতা পড়িতে চতুর হয়, কিন্তু তাহাদের নাচা ও পড়া নটের ও পড়ানেওয়ালার অধীন।

যোঁ সুধারি সনমানি জন কিয়ে সাধু সিরমোর।
কো কৃপাল বিনু পালিহই বিরদাবলি বরজোর॥

বিরদাবলি—যশ। বরজোর—জোর করিয়া॥ এমনি করিয়া, শুদ্ধ করিয়া, সম্মান দিয়া নিজের ভক্তকে সাধু শিরোমণি কর। হে কৃপাল, তুমি বিনা জোর করিয়া যশ দিয়া পালন আর কে করে?

৩০১॥ সোক সনেহ কি বাল সুভায়ে।
আয়উঁ লাই রজায়সু বায়েঁ॥
তবহুঁ কৃপালু হেরি নিজ ওরা।
সবহি ভাঁতি ভল মানেউ মোরা॥

বায়েঁ—পরিত্যাগ করিয়া, ঠেলিয়া॥ শোকে, প্রেমে বা বালবুদ্ধিতে তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া আসিয়াছি, তবুও হে কৃপাময়, তুমি নিজের দিকে দেখিয়া সব দিক হইতেই আমার ভাল করিয়াছ।

দেখেউঁ পায় সুমঙ্গল মূলা।
জানেউ স্বামী সহজ অনুকূলা॥
বড়ে সমাজ বিলোকেউঁ ভাগূ।
বড়ী চুক সাহিবঅনুরাগূ॥

সকল মঙ্গলের মূল তোমার চরণ দর্শন করিলাম। জানিলাম যে, প্রভু স্বভাবতঃই প্রসন্ন, এই বড় সমাজে আমার সৌভাগ্য দেখিলাম। আমার বিষম ভুল এবং প্রভুর অনুরাগের কথাও জানিলাম।

কৃপা অনুগ্রহ অঙ্গু অঘাঈ।
কীনহি কৃপানিধি সব অধিকাঈ॥
রাখা মোর দুলার গোসাঈঁ।
অপনে সীল সুভায় ভলাঈ॥

তোমার কৃপা ও অনুগ্রহে আমার অঙ্গ ভরিয়া গিয়াছে। হে কৃপানিধান, তুমি সকলই বেশী বেশী করিয়াছ। হে প্রভু, তুমি তোমার শীল স্বভাব ও ভাল ভাব দ্বারা আমার প্রেম রক্ষা করিয়াছ।

নাথ নিপট মৈঁ কীন্হি ঢিঠাঈ।
স্বামি সমাজ সকোচু বিহাঈ॥
অবিনয় বিনয় জথারুচি বানী।
ছমহিঁ দেব অতি আরতি জানী॥

স্বামী ও সমাজের সঙ্কোচ ছাড়িয়া আমি বড় ধৃষ্টতা করিতেছি। হে দেব, আমার ইচ্ছামত নম্র বা কঠোর যাহা বলি, আমাকে দুঃখী জানিয়া তাহা ক্ষমা করিও।

সুহৃদ সুজান সুসাহিবহি বহুত কহব বড়ি খোরি।
আয়সু দেইয় দেব অব সবই সুধারিয় মোরি॥

প্রিয় বিজ্ঞ ও ভাল প্রভুর নিকট বেশী বলা বড় দোষের। হে দেব, এখন আজ্ঞা দাও ও আমার সকল শুধরাইয়া লও।

৩০২॥ **প্রভু পদ পদুম পরাগ দোহাঈ।**
সত্য সুকৃত সুখসীব সুহাঈ॥
সো করি কহউঁ হিয়ে অপনে কী।
রুচি জাগত সোবত সপনে কী॥

সত্য, পুণ্য ও সুখের সীমা স্বরূপ প্রভুর পাদপদ্মের ধূলির দোহাই দিয়া শপথ করিয়া আমার মনের কথা বলিতেছি—জাগিয়া থাকিতে, ঘুমে বা স্বপ্নে আমার রুচি হইতেছে,

সহজ সনেহ স্বামিসেবকাঈ।
স্বারথ ছল ফল চারি বিহাঈ॥
আজ্ঞাসম ন সুসাহিবসেবা।
সো প্রসাদু জন্মু পাবই দেবা॥

স্বার্থ, ছলনা ও ধর্ম অর্থাদি চারি ফল ত্যাগ করিয়া প্রভুর সেবায় স্বাভাবিক ভক্তি রাখা। প্রভুর আজ্ঞা পালন করার সমান সেবা নাই। হে দেব, সে অনুগ্রহ যেন পাই।

অস কহি প্রেমবিবস ভয়ে ভারী।
পুলক সরীর বিলোচন বারী॥
প্রভু পদ কমল গহে অকুলাঈ।
সমউ সনেহ ন সো কহি জাঈ॥

এই কথা বলার পর ভরতের শরীরে রোমাঞ্চ হইল, তাঁহার চোখে জল আসিল। ভরত ঐ কথা বলিয়া ব্যাকুল হইয়া প্রভুর পায় পড়িলেন, সে সময়কার প্রেমের কথা বলা যায় না।

কৃপাসিন্ধু সনমানি সুবানী।
বৈঠায়ে সমীপ গহি পানী॥
ভরতবিনয় সুনি দেখি সুভাউ।
সিথিল সনেহ সভা রঘুরাউ॥

কৃপাসিন্ধু রাম ভাল কথায় মান জানাইয়া হাত ধরিয়া ভরতকে নিকটে বসাইলেন। ভরতের বিনয় শুনিয়া ও দেখিয়া সভা সহিত রঘুরাজ প্রেমে বিহ্বল হইলেন।

ছন্দ—রঘুরাউ সিথিল সনেহ সাধু সমাজু মুনি মিথিলাধনী।
মন মহঁ সরাহত ভরত ভায়প ভগতি কী মহিমা ঘনী॥
ভরতহিঁ প্রসংসত বিবুধ বরষত সুমন মানস মলিন সে।
তুলসী বিকল সব লোগ সুনি সকুচে নিসাগম নলিন সে॥

রঘুরাজ, সাধুগণ, মুনি ও মিথিলাপতি প্রেমে বিহ্বল হইলেন। তাঁহারা মনে মনে ভরতের ভ্রাতৃত্ব ও ভক্তির মহিমার অনেক প্রশংসা করিলেন। দেবতারাও ভরতের প্রশংসা করিয়া মলিন মনে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। তুলসী বলে, সকল লোক ভরতের কথা শুনিয়া রাত্রি আসায় পদ্মের মত সঙ্কুচিত হইল।

সোঃ—
দেখি দুখারী দীন দুহুঁ সমাজ নরনারি সব।
মঘবা মহামলীন মুয়ে মারি মঙ্গল চহত॥

দুই সমাজের নরনারীকে দীন ও দুঃখী দেখিয়াও বড় ময়লা মন ইন্দ্র আরো দুঃখী করিতে চায়, মরাকেও মারিয়া নিজের ভাল চায়।

৩০৩॥ **কপট কুচালি সীবঁ সুররাজূ।**
পর অকাজ প্রিয় আপন কাজূ॥
কাকসমান পাক রিপু রীতী।
ছলী মলীন কতহুঁ ন প্রতীতী।

দেবরাজ ইন্দ্র কপট ও কুচালের শেষ। তাঁহার নিকট অপরের কাজ নষ্ট করা, আর নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করাই প্রিয়। পাক-রিপু ইন্দ্রের রীতিই হইতেছে মলিন ও ছলনাময়, কোথাও বিশ্বাস নাই।

প্রথম কুমত করি কপটু স কেলা।
সো উচাটু সব কে সির মেলা॥
সুরমায়া সব লোগ বিমোহে।
রামপ্রেম অতিসয় ন বিছোহে॥

সে প্রথমে কুমতি করিয়া ছল সংগ্রহ করিল। তখন সকলের মাথায় উদ্বেগ চড়াইয়া দিল, কিন্তু দেবমায়ার সকল লোক মুগ্ধ হইলেও রামের প্রেম হইতে বেশী বিছিন্ন হইল না।

ভয়ে উচাটবস মন থির নাহী।
ছন বন রুচি ছন সদন সুহাহী॥
দুবিধ মনোগতি প্রজা দুখারী।
সরিত সিন্ধু সঙ্গম জন্থ বারী॥

উদ্বেগ বশে লোকের মন অস্থির হইল, কখন বা বনই ভাল লাগে কখন বা বাড়ীই ভাল লাগে। দ্বিধায় পড়িয়া লোকের দুঃখ হইল, নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমে জলের যেমন অবস্থা, লোকের তাহাই হইল।

দুচিত কতহুঁ পরিতোষু ন লহহী।
এক এক সন মরমু ন কহহী॥
লখি হিয় হঁসি কহ কৃপানিধানূ।
সরিস স্বান মঘবান জুবানূ॥

দোমনা হওয়ায় কাহারও মনে সন্তোষ রহিল না, একে অপরের সহিত ধর্ম কথা বলিতেছে না। কৃপানিধান ইহা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন—ইন্দ্রের ক্ষুধা ও কুকুরের স্বভাব এক রকম।

ভরতু জনক মুনিজন সচিব সাধু সচেত বিহাই।
লাগি দেবমায়া সবহিঁ জথাজোগ জন পাই॥

ভরত, জনক, মুনিগণ, মন্ত্রী, সাধু ও মহাত্মাদিগকে বাদ দিয়া সকলেরই উপর দেবমায়া যে যেমন উপযুক্ত তেমনি ভাবে লাগিল।

৩০৪॥ **কৃপাসিন্ধু লখি লোগ দুখারে।**
নিজ সনেহ সুর পতি ছল ভারে॥
সভা রাউ গুরু মহিসুর মন্ত্রী।
ভরতভগতি সব কৈ মতি জন্ত্রী॥

কৃপাসিন্ধু লোককে তাঁহার প্রতি ভালবাসার জন্য ও ইন্দ্রের ছলনায় দুঃখী দেখিলেন। এদিকে সভা, রাজা, গুরু, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রী সকলেরই বুদ্ধি ভরতের ভক্তি যন্ত্রী হইয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল।

রামহিঁ চিতবত চিত্র লিখে সে।
সকুচত বোলত বচন সিখে সে॥
ভরত প্রীতি নতি বিনয় বড়াঈ।
সুনত সুখদ বরনত কঠিনাঈ॥

তাঁহারা ছবির মত রামের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। এমন সঙ্কোচের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন, যেন শেখান কথা বলিতেছেন। ভরতের বিনয়, প্রীতি ও নম্রতা ও খ্যাতি শুনিতে সুখদায়ক, বর্ণনা করা কঠিন।

জাসু বিলোকি ভগতি লবলেসু।
প্রেমমগন মুনিগন মিথিলেসু॥
মহিমা তাসু কহই কিমি তুলসী।
ভগতি সুভায় সুমতি হিয় হুলসী॥

যাহার ভক্তির অণুমাত্র দেখিয়া মুনিগণ ও মিথিলাপতি প্রেম-মুগ্ধ হইয়া গেলেন, তাঁহার মহিমা তুলসী কেমন করিয়া বলিবে? ভক্তির স্বভাব বশতঃ তুলসীর সুবুদ্ধিও হৃদয়ে উপছাইয়া পড়িতেছে।

আপু ছোটি মহিমা বড়ি জানী।
কবিকুল কানি মানি সকুচানী॥
কহি ন সকতি গুন রুচি অধিকাঈ।
মতিগতি বালবচন কী নাঈঁ॥

আপনাকে ছোট ও মহিমা বড় জানিয়া, ও কবিদিগের মর্যাদা জানিয়া আমার বুদ্ধি সঙ্কুচিত হইয়াছে। ইচ্ছা খুব থাকিলেও গুণের কথা বলার শক্তি নাই, বুদ্ধির অবস্থা বালকের কথার মত হইয়াছে—কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেছে, কিছু পারিতেছে না।

ভরত বিমল জসু বিমল বিধু সুমতি চকোর কুমারি॥
উদিত বিমল জনহৃদয় নভ একটক রহী নিহারি॥

ভরতের বিমল যশ অকলঙ্ক চন্দ্রের মত, ভক্ত জনের হৃদয় আকাশে উহা উদয় হইলে সুবুদ্ধি চকোর কুমারীর মত এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

৩০৫॥ **ভরতসুভাউ ন সুগম নিগমহূঁ।**
লঘুমতি চাপলতা কবি ছমহূঁ॥
কহত সুনত সতিভাউ ভরত কো।
সীয় রাম পদ হোই ন রত কো॥

ভরতের স্বভাব বেদের পক্ষেও কঠিন। কবির ক্ষুদ্র বুদ্ধির চপলতা ক্ষমা করিবেন। ভরতের সোজা কথা বলিতে শুনিয়া কে না সীতা-রামের চরণে ভক্ত হইবে?

সুমিরত ভরতহিঁ প্রেমু রাম কো।
জেহি ন সুলভ তেহি সরিস বাম কো॥
দেখি দয়াল দসা সবহী কী।
রাম সুজান জানি জন জী কী॥

ভরতকে স্মরণ করিতেই রামের প্রেম যাহার না সুলভ হয়, তাহার মত মন্দ ভাগ্য আর কে আছে? দয়াল জ্ঞানময় রাম সকলের দশা দেখিয়া এবং ভক্তের হৃদয় জানিয়া,

ধরমধুরীন ধীর নয়নাগর।
সত্য সনেহ সীল সুখ সাগর॥
দেস্থ কালু লখি সমউসমাজূ।
নীতি প্রীতি পালক রঘুরাজ॥

ধর্ম রক্ষক, ধীর ও নীতি-চতুর, সত্য প্রেম শীল ও সুখের সাগর, নীতি ও প্রীতিপালক রাম দেশ কাল ও সমাজ দেখিয়া,

বোলে বচন বানি সরবস্থ সে।
হিত পরিনাম সুনত সসিরস সে॥
তাত ভরত তুম্হ ধরমধুরীনা।
লোক বেদ বিদ প্রেমপ্রবীনা॥

সসিরস—শশীর রস, অমৃত॥ সরস্বতীর সর্বস্ব, পরিণাম হিতকারী ও শুনিতে অমৃতের মত কথা বলিলেন—হে ভরত, তুমি ধর্ম রক্ষক, তুমি লোক ও বেদ বিধিতে পরম পণ্ডিত।

করম বচন মানস বিমল তুম্হ সমান তুম্হ তাত।
গুরুসমাজ লঘু বন্ধু গুন কুসময় কিমি কহি জাত॥

হে প্রিয়, কর্ম, বাক্য ও মনে নির্মল তুমিই তোমার সমান, গুরুজনের সম্মুখে ছোট ভাইয়ের গুণ অনুপযুক্ত অবসরে কি করিয়া বলা যায়।

৩০৬॥ **জানহু তাত তরনি কুল রীতী।**
সত্যসন্ধ পিতু কীরতি প্রীতী॥
সমউ সমাজু লাজ গুরুজন কী।
উদাসীন হিত অনহিত মন কী॥

হে প্রিয়, তুমি ত সূর্যকুলের রীতি জান। তুমি সত্যসন্ধ, পিতার প্রীতি ও কীর্তির কথাও জান। সময়, সমাজ ও গুরুজনের লাজ, উদাসীন মিত্র ও শত্রুর মনের কথাও তুমি জান।

তুম্হহিঁ বিদিত সবহী কর করমূ।
আপন মোর পরমহিত ধরমূ॥
মোহি সব ভাঁতি ভরোস তুম্হারা।
তদপি কহউঁ অবসর অনুসারা।

তুমি সকলের মর্ম, তোমার ও আমার হিত ও ধর্ম কি তাহা জান। আমি সকল রকমেই তোমার ভরসা করি, তবুও সময় অনুযায়ী বলিতেছি—

তাত তাত বিনু বাত হমারী।
কেবল গুরু কুল কৃপা সঁভারী॥
ন তরু প্রজা পুরজন পরিবারূ।
হমহিঁ সহিত সবু হোত খুআরূ॥

হে প্রিয়, পিতার অভাবে আমাদের কাজ কেবল কুলগুরুর কৃপায় সম্পন্ন হইয়াছে। না হইলে প্রজা পুরজন, পরিবার ও আমি সকলেই দুঃখার্ত হইতাম।

জৌঁ বিনু অবসর অথব দিনেসূ।
জগ কেহি কহহু ন হোই কলেসূ॥
তস উতপাত তাত বিধি কীন্হা।
মুনি মিথিলেস রাখি সবু লীন্হা॥

যদি অসময়ে সূর্য অস্ত যায়, তবে জগতের দুঃখ আর না হইবে কেন? হে প্রিয়, বিধাতা সেই প্রকার উৎপাতই করিয়াছেন। আর মুনি বশিষ্ঠ ও মিথিলাপতি সকল রক্ষা করিয়াছেন।

রাজকাজ সব লাজ পতি ধরম ধরনি ধন ধাম।
গুরুপ্রভাউ পালিহি সবহিঁ ভল হোইহি পরিনাম॥

রাজ কার্য, সকল লজ্জা, প্রতিষ্ঠা, ধর্ম, ধরণী, ধন ও ধাম এ সকলই গুরুর প্রভাব পালন করিবে, পরিণাম ভালই হইবে।

৩০৭॥ **সহিত সমাজ তুম্হার হমারা।**
ঘর বন গুরুপ্রসাদ রখবারা॥
মাতু পিতা গুরু স্বামি নিদেসূ।
সকলধরম ধরনীধর সেসূ॥

গুরুর কৃপাই ঘরে ও বনে তোমাদিগকে ও আমাদিগকে রক্ষা করিবে। মাতা পিতা গুরু ও প্রভুর নির্দেশ পালন করিলে সকল ধর্ম তেমনি ভাবে ধারণ করা হইবে, যেমন শেষনাগ পৃথিবীকে ধারণ করে।

সো তুম্হ করহু করাবহু মোহূ।
তাত তরনি কুল পালক হোহূ॥
সাধক এক সকলসিধি দেনী।
কীরতি সুগতি ভূতিময় বেনী॥

সেই কাজ তুমি কর ও আমাকে দিয়া করাও। হে প্রিয়, তুমি সূর্যকুলের পালক হও। ঐ একই সাধনা সকল সিদ্ধি দিতে পারে। উহাই কীর্তি সদ্গতি ও সম্পদ পাওয়ার ত্রিবেণী।

সো বিচারি সহি সঙ্কটু ভারী।
করহু প্রজা পরিবার সুখারী॥
বাঢ়ী বিপতি সবহি মোহি ভাঈ।
তুমহহিঁ অবধি ভরি বড়ি কঠিনাঈ॥

উহা বিচার করিয়া কষ্ট সহ্য করিয়া পরিবার ও প্রজাকে সুখী কর। হে ভাই, এই বড় বিপদ সকলেরই উপর পড়িয়াছে, আমার উপরও পড়িয়াছে। তোমাদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত (১৪ বৎসর) থাকা খুবই কঠিন।

জানি তুম্হহিঁ মৃদু কহউঁ কঠোরা।
কুসময় তাত ন অনুচিত মোরা॥

হোহিঁ কুঠায় সুবন্ধু সহায়ে।
ওড়িয়হি হাথ অসনি কে ঘায়ে॥

হে প্রিয়, তোমাকে কোমল জানিয়াও কঠোর বলিতেছি, তবে সময় খারাপ বলিয়া ইহা অনুচিত মনে করিতেছি না। অসময়ে ভাল ভাই-ই সাহায্য করে, যখন তলোয়ারের ঘা পড়িতে আসে, তখন হাতই উহা ঠেকাইতে যায়।

সেবক কর পদ নয়ন সে মুখ সো সাহিব হোই।
তুলসী প্রীতি কি রীতি সুনি সুকবি সরাহহিঁ সোই॥

সেবকই স্বামীর হাত পা চক্ষু, প্রভু কেবল মুখ। তুলসী বলে, প্রীতির রীতি শুনিয়া সুকবি প্রশংসা করে। অর্থাৎ চক্ষু একটা ফল দেখে, পা তাহার দিকে যায়, হাত তাহা লয়, মুখ তাহা খায়, খাইয়া সকল শরীরে রস জোগায়। হাত পা চোখের সহিত মুখের যে সম্বন্ধ, সেবকের সহিত প্রভুর সেই সম্বন্ধ।

৩০৮॥ **সভা সকল সুনি রঘুবর বানী।**
প্রেম পয়োধি অমিয় জনু সানী॥
সিথিল সমাজু সনেহ সমাধী।
দেখি দসা চুপ সারদ সাধী॥

চুপ সাধী—চুপ করিল। সারদ—সরস্বতী॥ সভার সকলে রঘুবরের প্রেম সমুদ্রের অমৃত মাখা কথা শুনিয়া প্রেমে এমন শিথিল হইল, যেন সকল সমাজ সমাধিস্থ হইয়াছে। অবস্থা দেখিয়া সরস্বতীও মৌন থাকিলেন।

ভরতহিঁ ভয়উ পরম সন্তোষূ।
সনমুখ স্বামি বিমুখ দুখু দোষূ॥
মুখু প্রসন্ন মন মিটা বিষাদূ।
ভা জনু গূঁগেহি গিরাপ্রসাদূ॥

প্রভু সন্তুষ্ট, দুঃখ ও দোষ দূর হইয়া গিয়াছে। ভরতের বড় সন্তোষ হইল। তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইল, মন হইতে বিষাদ গেল। মনে হয় যেন বোবার উপর সরস্বতী প্রসন্ন হইলেন।

কীন্হ সপ্রেম প্রনামু বহোরী।
বোলে পানিপঙ্করুহ জোরী॥
নাথ ভয়উ সুখ সাথ গয়ে কো॥
লহেউঁ লাহু জগ জনমু ভয়ে কো।

ভরত সপ্রেমে আবার প্রণাম করিলেন, পদ্মহাত জোড় করিয়া বলিলেন—হে নাথ, সঙ্গে যাওয়ার যে সুখ তাহা পাইলাম। জগতে জন্ম সার্থক হইল।

অব কৃপাল জস আয়সু হোঈ।
করউ সীস ধরি সাদর সোঈ॥
সো অবলম্ব দেব মোহিঁ দেঈ।
অবধি পারু পাবউঁ জেহি সেঈ॥

সেই—সেবা করিয়া॥ হে দয়াময়, এখন আপনি যে প্রকার আজ্ঞা করিয়াছেন, আনন্দে তাহাই মাথায় ধরিয়া করিব। যাহা সেবা করিয়া চৌদ্দবৎসর পার হইতে পারি সেই অবলম্বন তুমি আমাকে দাও

দেব দেবঅভিষেক হিত গুরু অনুসাসন পাই।
আনেউ সব তীরথসলিলু তেহি কহঁ কাহ রজাই॥

হে দেব, তোমার অভিষেকের জন্য গুরুর অনুমতি লইয়া সকল তীর্থ-জল আনিয়াছিলাম, উহার সম্বন্ধে কি আজ্ঞা হয়, বল।

৩০৯॥ **এক মনোরথ বড় মন মাহীঁ।**
সভয় সকোচ জাত কহি নাহীঁ॥
কহহু তাত প্রভু আয়সু পাঈ।
বোলে বানি সনেহ সুহাঈ॥

মনে বড় একটা ইচ্ছা আছে, সময়ের অভাবে ও সঙ্কোচবশতঃ বলিতে পারি নাই। রাম বলিলেন—হে প্রিয়, বল। তখন প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া প্রেমময় বাক্য বলিলেন—

চিত্রকূট মুনি থল তীরথ বন।
খগ মৃগ সরি সরনির্ঝর গিরিগন॥
প্রভু পদ অঙ্কিত অবনি বিসেখী।
আয়সু হোই ত আবউঁ দেখী॥

চিত্রকূট মুনিদিগের আশ্রম তীর্থ ও বন পশু পক্ষী নদী সরোবর নির্ঝর ও পর্বতসমস্ত, আর বিশেষ করিয়া তোমার চরণের চিহ্ন যে ভূমির উপর পড়িয়াছে, সে সকল, যদি আজ্ঞা হয় তবে দেখিয়া আসি।

অবসি অত্রিআয়সু সির ধরহু।
তাত বিগত ভয় কানন চরহু॥
মুনিপ্রসাদু বন মঙ্গলদাতা।
পাবন পরম সুহাবন ভ্রাতা॥

হে প্রিয়, অত্রির আজ্ঞা শিরে লইয়া নির্ভয়ে কাননে অবশ্যই বেড়াইও। ভাই, মুনির কৃপায় এই বন মঙ্গলদায়ক, পরম পবিত্র ও সুশোভাময়।

রিষিনায়ক জহঁ আয়সু দেহী।
রাখেহু তীরথজল থল তেহী॥
সুনি প্রভুবচন ভরত সুখ পাবা।
মুনি পদ কমল মুদিত সির নাবা॥

যেখানে ঋষিরাজ অত্রি বলিবেন, তীর্থজল সেই স্থানেই রাখিবে। প্রভুর কথা শুনিয়া ভরতের সুখ হইল, তিনি মুনির পায় প্রণাম করিলেন।

ভরত রাম সম্বাদু সুনি সকল সুমঙ্গল মূল।
সুর স্বারথী সরাহি কুল বরষত সুর তরু ফুল॥

সকল মঙ্গলের মূলস্বরূপ রাম-ভরত সংবাদ শুনিয়া স্বার্থী দেবতারাও আনন্দিত হইয়া কল্প বৃক্ষের ফুলের বৃষ্টি করিয়া কুলের প্রশংসা করিলেন।

৩১০ ॥ **ধন্য ভরত জয় রাম গোসাঈঁ।**
কহত দেব হরষত বরিআঈঁ॥
মুনি মিথিলেস সভা সব কাহূ।
ভরত বচন সুনি ভয়উ উছাহূ॥

দেবতারা আনন্দিত হইয়া, "ধন্য ভরত, প্রভু রামের জয়" একথা বার বার বলিতে লাগিলেন। মুনি বশিষ্ঠের, মিথিলেশের ও সভার সকলের ভরতের বাক্য শুনিয়া উৎসাহ হইল।

ভরত রাম গুন গ্রাম সনেহূ।
পুলকি প্রসংসত রাউ বিদেহূ॥
সেবক স্বামি সুভাউ সুহাবন।
নেমু প্রেমু অতি পাবন পাবন॥

বিদেহ রাজা ভরত ও রামের গুণসমূহ ও প্রেমের কথা পুলকিত হইয়া প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন—সেবক ও প্রভু দুইয়েরই সুন্দর স্বভাব। নিয়ম ও প্রেম অতি পবিত্র কারীকেও পবিত্র করে।

মতিঅনুসার সরাহন লাগে।
সচিব সভাসদ সব অনুরাগে॥
সুনি সুনি রাম ভরত সম্বাদু।
দুহুঁ সমাজ হিয় হরষু বিষাদু॥

মন্ত্রী ও সভার সকলে বুদ্ধি অনুসারে ভালবাসার সহিত প্রশংসা করিতে লাগিল। রাম-ভরত সংবাদ শুনিয়া দুই সমাজের মনে আনন্দ ও বিষাদ দুইই দেখা দিল।

রামমাতু দুখু সুখু সম জানী।
কহি গুন রাম প্রবোধী রানী॥
এক কহহিঁ রঘুবীর বড়াঈ।
এক সরাহত ভরতভলাঈ॥

রামচন্দ্রের মাতা দুঃখ সুখ সমান গণ্য করিয়া ও রামের গুণের কথা বলিয়া, রাণীদিগকে প্রবোধ দিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন বা রঘুবীরের বড়াই করিতেছিল, একজন বা ভরতের সততার প্রশংসা করিতেছিল।

অত্রি কহেউ তব ভরত সন সৈলসমীপ সুকূপ।
রাখিয় তীরথতোয় তহঁ পাবন অমিয় অনূপ॥

অত্রি ঋষি ভরতকে বলিলেন—যে পর্বতের নিকট কূপ আছে, সেখানে তীর্থজল রাখিও। উহা অমল অনুপম ও পবিত্র।

৩১১ ॥ **ভরত অত্রিঅনুসাসন পাঈ।**
জলভাজন সব দিয়ে চলাঈ॥
সানুজ আপু অত্রি মুনি সাধু।
সহিত গয়ে জহঁ কূপ অগাধু॥

ভরত, অত্রির অনুমতি পাইয়া জলের পাত্র সমূহ পাঠাইয়া দিলেন। আর ছোট ভাই সহিত ভরত নিজে অত্রিমুনি ও অন্য সাধুগণ, যেখানে গভীর কূপ আছে সেখানে গেলেন।

পাবন পাথ পুন্য থল রাখা।
প্রমুদিত প্রেম অত্রি অস ভাখা॥
তাত অনাদি সিদ্ধ থল এহূ।
লোপেউ কাল বিদিত নহিঁ কেহূ॥

পবিত্র জল পুণ্যস্থানে রাখা হইল। তখন অত্রি ঋষি আনন্দিত হইয়া বলিলেন—হে প্রিয়, এই স্থান সর্বদা সিদ্ধ। কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কাহারও জানা ছিল না।

তব সেবকন্হ সরস থলু দেখা।
কীন্হ সুজল হিত কূপ বিসেখা॥
বিধিবস ভয়উ বিস্ব উপকারূ।
সুগম অগম অতি ধরম বিচারূ॥

তখন সেবকগণ জলপূর্ণ স্থান দেখিল ও তীর্থ জলের জন্য কূপকে বিশেষ (সাফ) করিল। ভাগ্যক্রমে বিশ্বের উপকার হইল, ধর্মবিচার যাহা অতি অগম তাহা সহজ হইয়া গেল।

ভরতকূপ অব কহিহহিঁ লোগা।
অতি পাবন তীরথ জলজোগা॥
প্রেম সনেম নিমজ্জত প্রানী।
হোইহহিঁ বিমল করম মন বানী॥

লোকে এখন ইহাকে ভরত কূপ বলিবে, ইহা তীর্থ জলের মিলনে অতি পবিত্র হইয়াছে। লোকে নিয়মের সহিত ও ভক্তি করিয়া ইহাতে ডুব দিলে, মনে কর্মে ও বাক্যে পবিত্র হইবে।

কহত কূপ মহিমা সকল গয়ে জহাঁ রঘুরাউ।
অত্রি সুনায়উ রঘুবরহিঁ তীরথ পুন্য প্রভাউ॥

সকল কূপের সুখ্যাতি করিতে করিতে যেখানে রঘুরাজ আছেন, সেখানে গেলেন। অত্রি রামকে তীর্থের পুণ্য প্রভাবের কথা শুনাইলেন।

৩১২ ॥ **কহত ধরম ইতিহাস সপ্রীতী।**
ভয়উ ভোরু নিসি সো সুখ বীতী॥
নিত্য নিবাহি ভরত দোউ ভাঈ।
রাম অত্রি গুরু আয়সু পাঈ॥

আনন্দে ধর্ম ও ইতিহাসের কথা বলিতে বলিতে সে রাত সুখে ভোর পর্যন্ত কাটিল। ভরতেরা দুই ভাই নিত্যকর্ম সারিয়া, রামচন্দ্র, অত্রি ও গুরুর আদেশ পাইয়া,

সহিত সমাজ সাজ সব সাদে।
চলে রাম বন অটন পয়াদে॥
কোমল চরন চলত বিনু পনহীঁ।
ভই মৃদু ভূমি সকুচি মন মনহীঁ॥

সমাজ সহিত সকলে সাজ সজ্জা করিয়া পায় হাঁটিয়া রাম-বনে বেড়াইতে চলিল। তাঁহাদের কোমল পা লইয়া বিনা পাদুকায় চলিতেছিল বলিয়া ভূমি মনে মনে ব্যথিত হইয়া কোমল হইল।

কুস কণ্টক কাঁকরী কুরাঈ।
কটুক কঠোর কুবস্তু দুরাঈ॥
মহি মঞ্জুল মৃদু মারগ কীন্হে।
বহত সমীর ত্রিবিধ সুখ লীন্হে॥

কুস কাঁটা ও কাঁকর আলাদা করিয়া, কটু কঠোর ও কুবস্তু লুকাইয়া পৃথিবী দেবী সুন্দর কোমল পথ করিয়া দিল, আর সুখদায়ক ত্রিবিধ হাওয়া বহিতে লাগিল।

সুমন বরষি সুর ঘন করি ছাহীঁ।
বিটপ ফূলি ফল তৃন মৃদুতাহীঁ॥
মৃগ বিলোকি খগ বোলি সুবানী।
সেবহিঁ সকল রামপ্রিয় জানী॥

দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মেঘ ছায়া করিতে লাগিল, গাছ ফুল ফল দিতে লাগিল, ঘাস কোমল হইতে লাগিল, পশু পক্ষীরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া মিষ্ট ডাক ডাকিতে লাগিল, এই রূপে সকলে ভরতকে রামপ্রিয় জানিয়া তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিল।

সুলভ সিদ্ধি সব প্রাকৃতহু রাম কহত জমুহাত।
রাম প্রান প্রিয় ভরত কহুঁ যহ ন হোই বড়ি বাত॥

সাধারণ লোকে হাই তুলিয়া রাম বলিতেই যেখানে সিদ্ধি সুলভ হয়, সেখানে রামের প্রাণপ্রিয় ভরতের জন্য ইহা বেশী কথা নয়।

৩১৩॥ **এহি বিধি ভরত ফিরত বন মাহীঁ॥**
নেমু প্রেমু লখি মুনি সকুচাহীঁ॥
পুন্য জলাশ্রয় ভূমি বিভাগা।
খগ মৃগ তরু তৃন গিরি বন বাগা॥

এইভাবে ভরত বনের মধ্যে ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার নিয়ম ও প্রেম লক্ষ্য করিয়া মুনিরাও সঙ্কোচ বোধ করিলেন। পুণ্য জলাশয়, ভূখণ্ড, পশুপক্ষী, গাছ ঘাস পর্বত বন ও বাগিচা।

চারু বিচিত্র পবিত্র বিসেখী।
বূঝত ভরতু দিব্য সবু দেখী॥
সুনি মনমুদিত কহত রিষিরাউ।
হেতু নাম গুন পুন্য প্রভাউ॥

বূঝত—পূছত, জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন॥ সুন্দর বিচিত্র ও বিশেষ পবিত্র, এই দিব্য স্থল দেখিয়া ভরত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষিরাজ মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া এ সকলের হেতু, নাম, গুণ ও পুণ্যের প্রভাবের কথা বলিলেন।

কতহুঁ নিমজ্জন কতহুঁ প্রনামা।
কতহুঁ বিলোকত মন অভিরামা॥
কতহুঁ বৈঠি মুনি আয়সু পাঈ।
সুমিরত সীয়সহিত দোউ ভাঈ॥

কোথাও বা ডুব দিতেছিলেন, কোথাও বা প্রণাম করিতেছিলেন। কোথাও সুদৃশ্য বন দেখিতেছিলেন, কোথাও বা মুনির আজ্ঞা পাইয়া বসিয়া রাম লক্ষ্মণ সীতাকে স্মরণ করিতেছিলেন।

দেখি সুভাউ সনেহু সুসেবা।
দেহিঁ অসীস মুদিত বনদেবা॥
ফিরহিঁ গয়ে দিন পহর অঢ়াঈ।
প্রভু পদ কমল বিলোকহিঁ আঈ॥

ভরতের স্বভাব, ভক্তি ও সেবাভাব দেখিয়া বনদেবতারা প্রসন্ন হইয়া আশীর্বাদ দিতেছিলেন। দিন আড়াই প্রহর হইলে ভরত ফিরিয়া রামের চরণ কমল দর্শন করিলেন।

দেখে থলতীরথ সকল ভরত পাঁচ দিন মাঝ।
কহত সুনত হরিহর সুজসু গয়উ দিবস ভই সাঁঝ॥

ভরত পাঁচ দিনে সেস্থান ও তীর্থ সমূহ দেখিলেন ও বিষ্ণু মহাদেবের গুণগান করিতে ও শুনিতে শুনিতে দিন গিয়া সন্ধ্যা হইল।

৩১৪॥ **ভোর নহাই সবু জুরা সমাজু।**
ভরত ভূমিসুর তিরহুতিরাজু॥
ভল দিন আজু জানি মনমাহীঁ।
রামু কৃপালু কহত সকুচাহীঁ॥

ভোর বেলায় স্নান করিয়া ভরত ব্রাহ্মণেরা রাজা ও সকলে একত্র হইলেন। দয়াল রাম আজ ভাল দিন একথা মনে মনে জানিলেন—তাঁহার সে কথা বলিতে সঙ্কোচ হইতেছিল।

গুরু নৃপ ভরত সভা অবলোকী।
সকুচি রাম ফির অবনি বিলোকী॥
সীলু সরাহি সভা সব সোচী।
কহুঁ ন রামসম স্বামি সঁকোচী॥

গুরু রাজা ভরত ও সভার দিকে দেখিয়া রাম সঙ্কোচে মাটির দিকে তাকাইলেন। তাঁহার শীলের প্রশংসা করিয়া সভার সকলে ভাবিতে লাগিল, এমন কোমল প্রাণ প্রভু কোথাও নাই।

ভরত সুজান রামরুখ দেখী।
উঠি সপ্রেম ধরি ধীর বিসেখী॥
করি দণ্ডবত কহত কর জোরী।
রাখী নাথ সকল রুচি মোরী॥

বুদ্ধিমান ভরত রামের ইচ্ছা বুঝিয়া, সপ্রেমে বিশেষ ধৈর্যের সহিত উঠিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন—প্রভু আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছ।

মোহি লগি সবহিঁ সহেউ সন্তাপূ।
বহুত ভাঁতি দুখ পাবা আপূ॥
অব গোসাঁই মোহি দেউ রজাঈ।
সেবউঁ অবধ অবধি ভরি জাঈ॥

তুমি আমার জন্য সকল সন্তাপ সহ্য করিয়াছ, অনেক প্রকার দুঃখ পাইয়াছ। হে প্রভু, এখন আমাকে আজ্ঞা দাও, অযোধ্যাতে গিয়া তোমার বনবাসের শেষ অবধি সেবা করি।

জেহি উপায় পুনি পায় জন দেখই দীনদয়াল।
সো সিখ দেইয় অবধি লগি কোসলপাল কৃপাল॥

হে দীনদয়াল, হে কৃপাল, হে কোশল-পাল, যে উপায়ে তোমার এই ভক্ত বনবাসের শেষ অবধি থাকিয়া তোমাকে পুনরায় পাইতে পারে, সেই শিক্ষা দাও।

৩১৫॥ পুরজন পরিজন প্রজা গোসাঈঁ।
সব সুচি সরস সনেহ সগাঈ॥
রাউর বদি ভল ভব দুখ দাহূ।
প্রভু বিনু বাদি পরম পদ লাহূ॥

হে প্রভু, পুরজন, কুটুম্ব ও প্রজা সকলের সহিত তোমার পবিত্র মনোরম স্নেহের সম্বন্ধ রহিয়াছে। তোমার কথায় সংসারের দুঃখদাহও ভাল, কিন্তু তুমি বিনা পরমার্থ লাভ বৃথা।

স্বামি সুজান জানি সব হী কী।
রুচি লালসা রহনি জন জী কী॥
প্রনত পালু পালহিঁ সব কাহু।
দেব দুহূঁ দিসি ওর নিবাহু॥

হে স্বামী, তুমি জ্ঞানবান, তুমি সকল ভক্তের রুচি, লালসা ও হৃদয়ের ভাব জান। প্রণতপাল তুমি সকলকে পালন করিয়া থাক। হে দেব, তুমিই দুই দিকের, অযোধ্যার ও বনের ব্যাপার নির্বাহ করিবে।

অস মোহি সব বিধি ভূরি ভরোসো।
কিয়ে বিচারু ন সোচ খরো সো॥
আরতি মোর নাথ কর ছোহূ।
দুহুঁ মিলি কীন্হ ঢীঠ হঠি মোহূ॥

এই বিষয় আমার সকল রকমেই পুরা ভরসা আছে। আর বিচার করিলেও কোনও চিন্তার কারণ নাই। আমার আর্তি ও তোমার দয়া এই দুই মিলিয়া আমাকে জোর করিয়া ধৃষ্টতা করাইয়াছে।

যহ বড় দোষ দূরি করি স্বামী।
তজি সকোচু সিখইয় অনুগামী॥
ভরতবিনয় সুনি সবহি প্রসংসী।
খীর নীর বিবরন গতি হংসী॥

হে প্রভু, আমার ঐ বড় দোষ দূর করিয়া, সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া, সেবককে শিক্ষা দাও। হাঁস যেমন দুধ ও জলকে পৃথক করে, তেমনি গুণ দোষ পৃথককারী ভরতের এই বিনয়ের কথা শুনিয়া সকলে প্রশংসা করিল।

দীনবন্ধু সুনি বন্ধু কে বচন দীন ছলহীন।
দেস কাল অবসর সরিস বোলে রামু প্রবীন॥

দীনবন্ধু বিজ্ঞ রাম ভরতের দীন ও অকপট কথা শুনিয়া দেশ কাল ও সময় উপযোগী কথা বলিলেন—

৩১৬॥ তাত তুম্হারি মোরি পরিজন কী।
চিন্তা গুরুহিঁ নৃপহিঁ ঘর বন কী॥
মাথে পর গুরু মুনি মিথিলেসূ।
হমহিঁ তুমহহিঁ সপনেহুঁ ন কলেসু॥

হে প্রিয়, তোমার আমার ও কুটুম্বদিগের ঘরের ও বনের চিন্তা গুরু বশিষ্ঠ মুনি ও মিথিলেশের মাথার উপর রহিয়াছে, তোমার আমার স্বপ্নেও ক্লেশ নাই।

মোর তুম্হার পরমপুরুষারথু।
স্বারথু সুজসু ধরমু পরমারথু॥
পিতু আয়সু পালিয় দুহুঁ ভাঈ।
লোক বেদ ভল ভূপভলাঈ॥

তোমার ও আমার, আমাদের দুই ভাইয়ের পক্ষে পিতার আজ্ঞা পালন করাতেই পরম পুরুষার্থ স্বার্থ যশ ধর্ম ও পরমার্থ রহিয়াছে। ইহাতেই লোক ও বেদ অনুসারে আমাদের ভাল ও পিতা দশরথের ভাল হইবে।

গুরু পিতু মাতু স্বামি সিখ পালে।
চলেহু কুমগ পগ পরহিঁ ন খালে॥
অস বিচারি সব সোচ বিহাঈ।
পালহু অবধ অবধি ভরি জাঈ॥

গুরু, পিতা, মাতা ও প্রভুর উপদেশ অনুসারে চলা সুন্দর রাস্তায় চলার মত, গর্তে পা পড়ে না। এই কথা মনে রাখিয়া সকল আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া বনবাসের শেষ পর্যন্ত অযোধ্যা পালন কর।

দেসু কোসু পুরজন পরিবারূ।
গুরুপদ রজহিঁ লাগ ছরু ভারূ॥
তুম্হ মুনি মাতু সচিব সিখ মানী।
পালেহু পুহুমি প্রজা রজধানী॥

দেশ ধনভাণ্ডার পুরজন ও পরিবারের মহা ভার গুরুর পায়ের ধূলায় রহিয়াছে। তুমি মুনির মাতার ও মন্ত্রীর উপদেশ মানিয়া পৃথিবী প্রজা ও রাজধানী পালন কর।

মুখিয়া মুখ সো চাহিয়ে খান পান কহুঁ এক।
পালই পোষই সকল অঁগ তুলসী সহিত বিবেক॥

রাজা প্রধান বা মুখিয়াকে মুখের মতই হওয়া চাই, খাওয়া দাওয়ার জন্য মুখ একটা অঙ্গ, কিন্তু সেই মুখ যাহা খায় তাহাতে সকল অঙ্গের পালন-পোষণ হয়।

৩১৭ ॥ **রাজ ধরম সরবস্থ এতনোঈ।**
জিমি মন মাঁহ মনোরথ গোঈ॥
বন্ধুপ্রবোধু কীন্হ বহু ভাঁতী।
বিনু অধার মন তোষ ন সাঁতী॥

রাজ ধর্মের ইহাই সর্বস্ব। মনের ভিতর যেমন ইচ্ছা গুপ্ত থাকে, তেমনি ইহাই রাজধর্মের রহস্য। রাম ভরতকে অনেক প্রকারে উপদেশ দিলেন। কিন্তু ভরত একটা অবলম্বন না হইলে সন্তোষ ও শান্তি পাইতেছিলেন না।

ভরত সীলু গুরু সচিব সমাজূ।
সকুচ সনেহ বিবস রঘুরাজূ॥
প্রভু করি কৃপা পাবঁরী দীন্হী।
সাদর ভরত সীস ধরি লীন্হী॥

তখন সুশীল ভরত, গুরু ও মন্ত্রী সমাজের সঙ্কোচ ও স্নেহে বিবশ হইয়া প্রভু রঘুরাজ খড়ম দিলেন, ভরত সাদরে উহা মাথায় লইলেন।

চরনপীঠ করুনানিধান কে।
জনু জুগ জামিন প্রজাপ্রান কে॥
সম্পুট ভরতসনেহ রতন কে।
আখর জুগ জনু জীবজতন কে॥

করুণা সাগর ভগবানের খড়ম প্রজাপ্রাণের যেন দুই প্রহরী হইল, উহা ভরতের স্নেহ রত্নের কোটা হইল। জীবের উদ্ধারের উহা দুই অক্ষর 'রা' ও 'ম' হইল।

কুলকপাট কর কুসল করম কে।
বিমলনয়ন সেবা সুধরম কে॥
ভরত মুদিত অবলম্ব লহে তেঁ।
অস সুখ জস সিয় রাম রহে তেঁ॥

এই খড়ম রঘুবংশের রক্ষার কপাটের মত, কুশল কর্মে হাতের মত, সেবা সুধর্মের নির্মল চক্ষুর মত। এই অবলম্বন পাইয়া ভরত সন্তুষ্ট হইলেন ও সীতারাম সাথে থাকিলে যে সুখ পাইতেন, সেই সুখ পাইলেন।

মাঁগেউ বিদা প্রনামু করি রাম লিয়ে উর লাই।
লোগ উচাটে অমরপতি কুটিল কুঅবসরু পাই॥

ভরত প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলেন, রাম তাঁহাকে বুকে লইলেন। কুটিল ইন্দ্র এই অসময় দেখিয়া লোককে উচাটন করিয়া তুলিল।

৩১৮ ॥ **সো কুচালি সব কহঁ ভই নীকী।**
অবধি আস সম জীবনি জী কী॥
ন তরু লখন সিয় রাম বিয়োগা।
হহরি মরত সবু লোগ কুরোগা॥

এই দুষ্ট চালেও সকল লোকের ভালই হইল, তাহারা বনবাসের শেষের আশায় বাঁচিয়া থাকিবে। না হইলে লক্ষ্মণ সীতা ও রামের বিরহ রূপ দুষ্ট রোগে সকল লোক ধড়ফড় করিয়া মারা যাইত।

রামকৃপা অবরেব সুধারী।
বিবুধধারি ভই গুনদ গোহারী॥
ভেঁটত ভুজ ভরি ভাই ভরত সো
রাম প্রেম রসু কহি ন পরত সো॥

রামের কৃপা বাঁকাকেও সোজা করিল, দেবতাদের মায়া লাভদায়ক ও সহায়ক হইল। শ্রীরামচন্দ্র দুই বাহু ভরিয়া ভরতকে আলিঙ্গন করিলেন, সে প্রেম রস ব্যক্ত করিতে পারা যায় না।

তন মন বচন উমগ অনুরাগা।
ধীর ধুরন্ধর ধীরজু ত্যাগা॥
বারিজলোচন মোচত বারী।
দেখি দসা সুরসভা দুখারী॥

দেহ মন বাক্যে ভালবাসা এমন উপছাইয়া পড়িতেছিল যে, ধৈর্যের ধুরন্ধর রামও ধৈর্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদ্মচক্ষু হইতে জল পড়িতেছিল, অবস্থা দেখিয়া দেবতাদের সভাও দুঃখিত হইল।

মুনিগন গুরু ধুর ধীর জনক সে।
জ্ঞানঅনল মন কসে কনক সে॥
জে বিরঞ্চি নিরলেপ উপায়ে।
পদুমপত্র জিমি জগ জলজায়ে॥

বিরিঞ্চি উপায়ে—ব্রহ্মার-মায়া। নিরলেপ—নির্লেপ॥ মুনিগণ গুরু ও জনকরাজা যিনি জ্ঞানের আগুনে মনকে সোনার মত কসিয়া রাখিয়াছেন, যিনি পদ্ম-পত্র জলে থাকিয়াও যেমন নির্লেপ, তেমনি ব্রহ্মার মায়িক সংসারে নির্লেপ—

তেউ বিলোকি রঘুবর ভরত প্রীতি অনুপ অপার।
ভয়ে মগন মন তন বচন সহিত বিরাগ বিচার॥

তিনিও রঘুবর ভরতের অসীম অনুপম ভালবাসা দেখিয়া কায়মনোবাক্যে বৈরাগ্য ও জ্ঞান সহিত মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

৩১৯ ॥ **জহঁা জনক গুরু গতি মতি ভোরী।**
প্রাকৃত প্রীতি কহত বড়ি খোরী॥
বরনত রঘুবর ভরত বিয়োগূ।
সুনি কঠোর কবি জানিহি লোগূ॥

যে ভাব জনক ও গুরু বশিষ্ঠের বুদ্ধি ভুল করিয়া ফেলে, ভরত ও রামের সে ভাবকে সাধারণ 'ভালবাসা' বলিয়া বলায় বড় দোষ হয়। রঘুবর ভরতের বিচ্ছেদ বর্ণনা করায় লোকে কবিকে কঠোর বলিয়া জানিবে।

সো সকোচু রসু অকথ সুবানী।
সমউ সনেহু সুমিরি সকুচানী॥

ভেঁটি ভরত রঘুবর সমুঝায়ে।
পুনি রিপুদবনু হরষি হিয় লায়ে॥

সেই সময়ের প্রেম স্মরণ করিয়া সঙ্কোচ বশে আমার বাণী নির্বাক হইয়াছে। রঘুবর ভরতের সহিত মিলিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন, আবার শত্রুঘ্নকে আনন্দে বুকে লইলেন।

সেবক সচিব ভরত রুখ পাঈ।
নিজ নিজ কাজ লগে সব জাঈ॥
সুনি দারুনদুখু দুহুঁ সমাজা।
লগে চলন কে সাজন সাজা॥

সেবক ও মন্ত্রী ভরতের ইচ্ছা বুঝিয়া সকলে নিজ নিজ কাজে লাগিল। দুই সমাজই বিদায়ের কথা শুনিয়া দারুণ দুঃখে সাজসজ্জা করিতে লাগিল।

প্রভু পদ পদুম বন্দি দোউ ভাঈ।
চলে সীস ধরি রামরজাঈ॥
মুনি তাপস বন দেব নিহোরী।
সব সনমানি বহোরি বহোরী॥

দুই ভাই (ভরত ও শত্রুঘ্ন) প্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া রাম আজ্ঞা মাথায় লইয়া মুনি তাপস ও বনদেবীকে মিনতি করিয়া বার বার সকলকে সমাদর করিয়া চলিলেন।

লখনহিঁ ভেঁটি প্রনামু করি সির ধরি সিয় পদ ধুরি।
চলে সপ্রেম অসীস সুনি সকল সুমঙ্গল মুরি॥

লক্ষ্মণের সহিত দেখা করিয়া, প্রণাম করিয়া, সীতার পদধুলি মাথায় লইয়া সকল মঙ্গলের মূল সপ্রেম আশীর্বাদ বাক্য শুনিয়া চলিলেন।

৩২০ ॥ **সানুজ রাম নৃপহি সির নাঈ।**
কীন্হি বহুত বিধি বিনয় বড়াঈ॥
দেব দয়াবস বড় দুখু পায়েউ।
সহিত সমাজ কাননহিঁ আয়েউ॥

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত রাজাকে প্রণাম করিয়া অনেক বিনয় ও সুখ্যাতি করিলেন। বলিলেন—হে দেব, দয়াবশতঃ সমাজ সহিত কাননে আসিয়া বড় দুঃখ পাইলেন।

পুর পগু ধারিয় দেই অসীসা।
কীন্হ ধীর ধরি গবনু মহীসা।
মুনি মহিদেব সাধু সনমানে।
বিদা কিয়ে হরি হর সম জানে॥

আশীর্বাদ দিয়া নগরে ফিরিয়া যাউন। রাজা ধৈর্য ধরিয়া গমন করিলেন। রামচন্দ্র মুনি বশিষ্ঠকে, ব্রাহ্মণ ও সাধুদিগকে বিষ্ণু মহেশ্বরের মত জানিয়া সম্মান করিয়া বিদায় করিলেন।

সাসু সমীপ গয়ে দোউ ভাঈ।
ফিরে বন্দি পগ আসিষ পাঈ॥
কৌসিক বামদেব জাবালী।
পরিজন পুরজন সচিব সুচালী॥

দুই ভাই শাশুড়ীর নিকট গেলেন, তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিয়া আশীর্বাদ লইলেন। বিশ্বামিত্র বামদেব জাবালি, কুটুম্ব নগরবাসী ও সুশীল মন্ত্রীকে।

জথাজোগু করি বিনয় প্রনামা।
বিদা কিয়ে সব সানুজ রামা॥
নারি পুরুষ লঘু মধ্য বড়েরে।
সব সনমানি কৃপানিধি ফেরে॥

কৃপানিধি সানুজ রাম স্ত্রীপুরুষ, ছোট মধ্যম ও বড়দিগকে যথাযোগ্য বিনয় ও প্রণাম করিয়া বিদায় করিয়া ফিরিলেন।

ভরত মাতু পদ বন্দি প্রভু সুচি সনেহ মিলি ভেঁটি।
বিদা কীন্হি সজি পালকী সকুচ সোচ সব মেটি॥

প্রভু কৈকেয়ী মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া পবিত্র প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার সকল সঙ্কোচ ও শোক মিটাইয়া পাল্কী সাজাইয়া বিদায় দিলেন।

৩২১ ॥ **পরিজন মাতু পিতহিঁ মিলি সীতা।**
ফিরী প্রান প্রিয় প্রেম পুনীতা॥
করি প্রনামু ভেঁটী সব সাসু।
প্রীতি কহত কবি হিয় ন হুলাসু॥

প্রাণপ্রিয় প্রেমে পুণ্যময়ী সীতা, পরিজন ও মাতাপিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শাশুড়ীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রণাম করিয়া ফিরিলেন। সে প্রেমের কথা বলিতে কবির হৃদয়ে উৎসাহ হয় না (অর্থাৎ কবি বলিতে সমর্থ হয় না)।

সুনি সিখ অভিমত আসিষ পাঈ।
রহী সীয় দুহুঁ প্রীতি সমাঈ॥
রঘুপতি পটু পালকী মঁগাঈ।
করি প্রবোধু সব মাতু চঢ়াঈ॥

উপদেশ শুনিয়া ও মনোমত আশীর্বাদ পাইয়া সীতা দুই প্রেমের (অযোধ্যা ও জনকপুরের) মধ্যে মগ্ন হইয়া রহিলেন। রঘুপতি সুন্দর পাল্কী আনাইয়া সান্ত্বনা দিয়া সকল মাতাকে চড়াইলেন।

বার বার হিলি মিলি দুহুঁ ভাঈ।
সম সনেহ জননী পহুঁচাঈ॥
সাজি বাজি গজ বাহন নানা।
ভূপ ভরতদল কীন্হ পয়ানা॥

দুই ভাই বার বার মিলিয়া মিশিয়া সমান প্রেমে মাতাদিগকে পালকীতে পঁহুচাইলেন। রাজা ও ভরতের দল হাতী ঘোড়া ও নানা বাহন সাজাইয়া প্রস্থান করিলেন।

হৃদয় রামু সিয় লখন সমেতা।
চলে জাহিঁ সব লোগ অচেতা॥

বসহ বাজি গজ পশু হিয় হারে।
চলে জাহিঁ পরবস মন মারে॥

লোকেরা রামসীতা লক্ষ্মণকে হৃদয়ে লইয়া অচেতন হইয়া চলিল। খচ্চর ঘোড়া হাতী ইত্যাদি পশুরা মনে মনে ব্যথিত হইয়া মন-মরা হইয়া বাধ্য হইয়া চলিতে লাগিল।

গুরু গুরু তিয় পদ বন্দি প্রভু সীতা লখন সমেত।
ফিরে হরষ বিসময় সহিত আয়ে পরননিকেত॥

গুরু এবং গুরুপত্নীর চরণ বন্দনা করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সমেত প্রভু আনন্দ ও দুঃখের সহিত পর্ণ কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন।

৩২২ ॥ **বিদা কীন্হ সনমানি নিষাদূ॥**
চলেউ হৃদয় বড় বিরহ বিষাদূ॥
কোল কিরাত ভিল্ল বনচারী।
ফেরে ফিরে জোহারি জোহারী॥

রঘুপতি নিষাদকে সম্মানের সহিত বিদায় করিলেন, নিষাদও হৃদয়ে বড় বিরহের দুঃখ লইয়া চলিলেন। বনবাসী কোল কিরাত ভীলদিগকেও রঘুনাথ বিদায় দিলেন, তাহারাও বার বার প্রণাম করিয়া ফিরিল।

প্রভু সিয় লখন বৈঠি বট ছাহীঁ।
প্রিয় পরিজন বিয়োগ বিলখাহীঁ।
ভরত সনেহু সুভাবু সুবানী।
প্রিয়া অনুজ সন কহত বখানী॥

প্রভু সীতা ও লক্ষ্মণ বটের ছায়ায় বসিয়া প্রিয় পরিজনদিগের বিরহব্যথা বোধ করিতেছিলেন। রঘুপতি সীতা ও লক্ষ্মণকে ভরতের প্রেম ও স্বভাব ও তাঁহার সুন্দর কথার বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতেছিলেন।

প্রীতি প্রতীতি বচন মন করনী।
শ্রীমুখ রাম প্রেম বস বরনী॥
তেহি অবসর খগ মৃগ জল মীনা।
চিত্রকূট চর অচর মলীনা॥

বাক্য, কর্ম ও মনে ভরতের প্রেম ও বিশ্বাসের কথা, প্রেমের সহিত রাম শ্রীমুখে বর্ণনা করিলেন। সে সময় চিত্রকূটের পশু পক্ষী মানুষ মাছ চর ও অচর সকলে দুঃখ বোধ করিল।

বিবুধ বিলোকি দসা রঘুবর কী।
বরষি সুমন কহি গতি ঘর ঘর কী॥
প্রভু প্রনামু করি দীন্হ ভরোসো।
চলে মুদিত মন ডর ন খরো সো॥

দেবতারা রঘুপতির অবস্থা দেখিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিয়া নিজ নিজ ঘরের কথা বলিতে লাগিলেন। প্রভু প্রণাম করিয়া দেবতাদিগকে ভরসা দিলেন। তখন তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিলেন। তাঁহাদের মনে আর মাত্রও ভয় রহিল না।

সানুজ সীয়সমেত প্রভু রাজত পরনকুটীর।
ভগতি জ্ঞানু বৈরাগ্য জনু সোহত ধরে সরীর॥

প্রভু সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত পাতার কুটিরে বাস করিতে লাগিলেন, মনে হয় যেন ভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্য শরীর ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিল।

৩২৩ ॥ **মুনি মহিসুর গুরু ভরত ভুআলূ।**
রামবিরহ সবু সাজু বিহালূ॥
প্রভু গুন গ্রাম গুনত মন মাহীঁ।
সব চুপচাপ চলে মগ জাহীঁ॥

মুনি, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং ভরত ও মিথিলাপতি, রাম বিরহে সকলেই দুঃখী হইলেন। তাঁহারা প্রভুর গুণ মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে চুপ চাপ পথ চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

জমুনা উতরি পারু সব ভয়উ।
সো বাসর বিনু ভোজন গয়উ॥
উতরি দেবসরি দূসর বাসূ।
রামসখা সব কীন্হ সুপাসূ॥

সকলে নামিয়া যমুনা পার হইলেন, সেদিন না খাইয়াই কাটাইলেন। দ্বিতীয় দিন গঙ্গাতীরে নামিলেন, রাম-সখা নিষাদ সকল সুবিধা করিয়া দিলেন।

সঈ উতরি গোমতী নহায়ে।
চৌথে দিবস অবধপুর আয়ে॥
জনকু রহে পুর বাসর চারী।
রাজ কাজ সব সাজ সঁভারী॥

সঈ নদী পার হইয়া গোমতীতে স্নান করিলেন ও চতুর্থ দিনে অযোধ্যায় পঁহুছিলেন। জনক রাজা সেখানে চার দিন থাকিয়া রাজকাজের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সৌঁপি সচিব গুরু ভরতহি রাজূ।
তিরহুতি চলে সাজি সব সাজূ॥
নগর নারি নর গুরু সিখ মানী।
বসে সুখেন রাম রজধানী॥

মন্ত্রী, গুরু ও ভরতের হাতে রাজ্য সমর্পণ করিয়া সকলে সাজসজ্জা করিয়া ত্রিহুত চলিলেন। নগরের নরনারী গুরুর উপদেশ মত চলিয়া সুখে রাম রাজধানীতে বাস করিতে লাগিল।

রামদরস লগি লোগ সব করত নেম উপবাস।
তজি তজি ভূষন ভোগ সুখ জিয়ত অবধি কী আস॥

রামের দেখা পাওয়ার জন্য সকলে নিয়ম ও উপবাস করিতেছিল। অলঙ্কারাদি, ভোগ ও সুখ ত্যাগ করিয়া বনবাস শেষ হওয়ার দিনের আশায় বাঁচিয়া থাকিতেছিল।

**৩২৪ ॥ সচিব সুসেবক ভরত প্রবোধে।
নিজ নিজ কাজ পাই সিখ ওধে॥
পুনি সিখ দীন্হি বোলি লঘু ভাঈ।
সৌঁপী সকল মাতুসেবকাঈ॥**

ভরত মন্ত্রীকে ও সেবকদিগকে সান্ত্বনা দিলেন, তাহারাও উপদেশ পাইয়া নিজ নিজ কাজ করিতে লাগিল। আবার ছোট ভাই শত্রুঘ্নকে ডাকিয়া শিক্ষা দিলেন ও তাঁহাকে মাতাদের সেবার কাজে লাগাইয়া দিলেন।

**ভূসুর বোলি ভরত কর জোরে।
করি প্রনাম বরবিনয় নিহোরে॥
ঊচ নীচ কারজু ভল পোচু।
আয়সু দেব ন করব সঁকোচু॥**

ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া প্রণাম করিয়া, বিনয় করিয়া, হাত জোড় করিয়া, মিনতি করিয়া বলিলেন—ছোট বড় কাজ ভাল লাগুক, বা মন্দ লাগুক, যে কাজই হউক, করার জন্য আজ্ঞা দিবেন উহাতে সঙ্কোচ করিবেন না।

**পরিজন পুরজন প্রজা বোলায়ে।
সমাধানু করি সুবস বসায়ে॥
সানুজ গে গুরুগেহ বহোরী।
করি দণ্ডবত কহত কর জোরী॥**

পরিজন, নগরবাসী ও প্রজাকে ডাকিয়া সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদিগকে ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পুনরায় শত্রুঘ্নের সহিত গুরুগৃহে গিয়া দণ্ডবৎ প্রনাম করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন—

**আয়সু হোই ত রহউঁ সনেমা।
বোলে মুনি তন পুলকি সপ্রেমা॥
সমুঝব কহব করব তুম্হ জোঈ।
ধরমসারু জগ হোইহি সোঈ॥**

আজ্ঞা করেন ত নিয়ম লইয়া থাকি। মুনি স্নেহে পুলকিত হইয়া বলেন যে, যাহা তুমি বুঝিবে ও করিবে, জগতে তাহাই ধর্মের সার হইবে।

**সুনি সিখ পাই অসীস বড়ি গনক বোলি দিনু সাধি।
সিংহাসন প্রভু পাদুকা বৈঠারে নিরুপাধি॥**

মুনির আজ্ঞা ও আশীর্বাদ পাইয়া ভরত গণক ডাকাইয়া দিন স্থির করিলেন এবং নির্গুণ ভগবান রামের পাদুকা সিংহাসনে বসাইলেন।

**৩২৫ ॥ রামমাতু গুরুপদ সিরু নাঈ।
প্রভু পদ পীঠ রজায়সু পাঈ॥
নন্দিগাবঁ করি পরনকুটীরা।
কীন্হ নিবাস ধরম ধুর ধীরা॥**

রামের মা ও গুরুর পায়ে প্রণাম করিয়া, প্রভুর চরণ পাদুকার আজ্ঞা পাইয়া নন্দীগ্রামে পাঁতার কুটির প্রস্তুত করিয়া ধর্মধুরন্ধর ধীর ভরত সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

**জটাজূট সির মুনিপট ধারী।
মহি খনি কুসসাথরী সবঁারী॥
অসন বসন বাসন ব্রত নেমা।
করত কঠিন রিষিধরম সপ্রেমা॥**

মাথায় জটাজুট ধারণ করিয়া কৌপীন পরিয়া মাটি খুঁড়িয়া তাহাতেই কুশের বিছানা বিছাইয়া লইলেন। খাওয়া পরায় ও তৈজসে ব্রত ও নিয়ম পালন ও কঠিন ঋষি-ধর্ম প্রেমের সহিত পালন করিতে লাগিলেন।

**ভূষন বসন ভোগ সুখ ভূরী।
মন তন বচন তজে তৃন তূরী॥
অবধরাজু সুররাজু সিহাঈ।
দসরথধনু সুনি ধনদ লজাঈ॥**

ভরত বসন ভূষণ ও প্রচুর ভোগসুখ তৃণের মত তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিলেন। অযোধ্যারাজকে দেবরাজও প্রশংসা করিতে লাগিলেন, দশরথের ধন কুবেরের ধনও ছাইয়া উঠিল।

**তেহি পুর বসত ভরত বিনু রাগা।
চঞ্চরীক জিমি চম্পক বাগা॥
রমাবিলাস রামঅনুরাগী।
তজত বমন জিমি জন বড় ভাগী॥**

সেই নগরে ভরত আসক্তি শূন্য হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মৌমাছি যেমন চাঁপার বাগানে বাস করে, কিন্তু চাঁপা ফুলের গন্ধ লয় না তেমনি। যে রাম অনুরাগী সে জন বড় ভাগ্যবান. সে লক্ষ্মীর ভোগাদি বমনের মত ত্যাগ করে।

**রাম প্রেম ভাজন ভরত বড়ে ন যহি করতুতি।
চাতক হংস সরাহিয়ত টেক বিবেক বিভূতি॥**

রামপ্রেম ভাজন ভরতের পক্ষে ইহা বেশী কিছু কাজ নয়। চাতক, হাঁসও তাহাদের দৃঢ়তা বিবেক ও সম্পদের জন্য প্রশংসাভাজন হইয়া থাকে।

**৩২৬ ॥ দেহ দিনহুঁ দিন দুবরি হোঈ।
ঘটই ন তেজু বল মুখছবি সোঈ॥
নিত নব রাম প্রেম পনু পীনা।
বঢ়ত ধরমদলু মনু ন মলীনা॥**

দিন দিন শরীর দুর্বল হইতেছিল, কিন্তু তেজ, বল ও মুখের শ্রী বাড়িতেছিল। রামচন্দ্রের প্রতি প্রেমের প্রতিজ্ঞা নিত্যই নূতন ও পুষ্ট হইতেছিল, ধর্মের দল বাড়িতেছিল, মনে ময়লা ছিল না।

**জিমি জল নিঘটত সরদ প্রকাসে।
বিলসত বেতস বনজ বিকাসে॥
সম দম সংজম নিয়ম উপাসা।
নখত ভরত হিয় বিমল অকাসা॥**

যেমন শরৎকাল প্রকাশে জল শুকাইতে থাকে, বেত বাড়ে ও পদ্ম ফোটে, তেমনি ভরতের হৃদয়রূপ নির্মল আকাশে নক্ষত্রের ন্যায় শান্তি, ইন্দ্রিয়রোধ, সংযম, নিয়ম ও উপবাস দেখা দিল।

ধ্রুব বিশ্বাসু অবধি রাকা সী।
স্বামিসুরতি সুরবীথি বিকাসী॥
রাম প্রেম বিধু অচল অদোখা।
সহিত সমাজ সোহ নিত চোখা॥

ভরতের বিশ্বাস ছিল ধ্রুবতারা, চৌদ্দ বৎসরের বনবাস-শেষ ছিল পূর্ণিমা। রামের স্মৃতি উহার ছায়াপথ, আর রামপ্রেম উহাতে অচল নির্দোষ চন্দ্র। সমাজ সহিত উহা নিত্য সুন্দর ভরতহৃদয়ে শোভা পাইত।

ভরত রহনি সমুঝনি করতুতী।
ভগতি বিরতি গুন বিমল বিভূতী॥
বরনত সকল সুকবি সকুচাহীঁ।
সেস গনেস গিরা গমু নাহীঁ॥

ভরতের স্থিতি, বুদ্ধি ও কার্য, তাঁহার ভক্তি, বৈরাগ্য ও নির্মল সম্পত্তি বর্ণনা করিতে সুকবির সঙ্কোচ হয়। উহা শেষ নাগ, গণেশ, সরস্বতীও বর্ণনা করিতে পারেন না।

নিত পূজত প্রভুপাবঁরী প্রীতি ন হৃদয় সমাতি।
মাঁগি মাঁগি আয়সু করত রাজকাজ বহু ভাঁতি॥

ভরত প্রতিদিন প্রভুর খড়ম পূজা করিতেন, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি যেন ধরিত না। তিনি (খড়মের) আজ্ঞা চাহিয়া লইয়া নানা প্রকারের রাজকাজ করিতেন।

৩২৭॥ **পুলক গাত হিয় সিয় রঘুবীরূ।**
জীহ নাম জপু লোচন নীরূ॥
লখনু রাম সিয় কানন বসহীঁ।
ভরতু ভবন বসি তপ তনু কসহীঁ॥

ভরতের শরীরে পুলক, হৃদয়ে সীতারাম, জিহ্বায় রামনাম জপ ও চোখে জল দেখা দিল। লক্ষ্মণ রাম সীতা বনে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে ভরত বাড়ীতে বসিয়া তপস্যায় শরীরকে কষ্ট দিতে লাগিলেন।

দোউ দিসি সমুঝি কহত সব লোগূ।
সব বিধি ভরত সরাহন জোগূ॥
সুনি ব্রত নেম সাধু সকুচাহীঁ।
দেখি দসা মুনিরাজ লজাহীঁ॥

দুই দিক বুঝিয়াই লোকে বলিত যে, ভরত সকল প্রকারে প্রশংসার যোগ্য। ভরতের ব্রতনিয়মের কথা শুনিয়া সাধুরা প্রশংসা করিতেন। ভরতের অবস্থা দেখিয়া বড় মুনিদিগেরও লজ্জা হইত।

পরমপুনীত ভরতআচরনু।
মধুর মঞ্জু মুদ মঙ্গল করনু॥
হরন কঠিন কলি কলুষ কলেসু।
মহা মোহ নিসি দলন দিনেসু॥

ভরতের পরম পবিত্র আচরণ মধুর, কোমল, আনন্দ-দায়ক ও মঙ্গলকারী। উহা কঠিন কলির ক্লেশহরণকারী, মহামোহ নাশ করার পক্ষে সূর্যের ন্যায়।

পাপ পুঞ্জ কুঞ্জর মৃগ রাজূ।
সমন সকল সন্তাপ সমাজূ॥
জনরঞ্জন ভঞ্জন ভবভারূ।
রামসনেহ সুধা কর সারূ॥

ভরত-চরিত্র পাপসমূহরূপ হাতীর পক্ষে সিংহের ন্যায়। উহা সকল প্রকারের সন্তাপ শান্ত করে, লোককে আনন্দ দেয়, ভবভার দূর করে। উহা রামভক্তিসুধার সার।

ছন্দ—সিয় রাম প্রেম পিযূষ পূরন হোত
জনমু ন ভরত কো।
মুনি মন অগম জম নিয়ম সম দম বিষম
ব্রত আচরত কো॥
দুখদাহ দারিদ দম্ভ দূষন সুজস মিস
অপহরত কো।
কলিকাল তুলসী সে সঠন্হি হঠি রাম-সনমুখ
করত কো।

যদি সীতারামের প্রেমসুধায় পূর্ণ ভরতের জন্ম না হইত, তবে মুনিদিগের মনেরও অগম্য যম-নিয়ম-শম-দমাদি বিষম ব্রত কে আচরণ করিত? তবে দুঃখ দাহ দারিদ্র্য ও যশের আবরণে দুষ্ট দম্ভ কে অপহরণ করিত? এই কলিকালে তুলসীদাসের মত মূর্খকে জোর করিয়া রামের সম্মুখে কে আনিত?

সোঃ—
ভরত চরিত করি নেম তুলসী জো সাদর সুনহিঁ।
সীয় রাম পদ প্রেম অবসি হোই ভব রস বিরতি।

তুলসীদাস বলে, যে জন নিয়ম পালন করিয়া আদর করিয়া ভরত-চরিত্র শোনে, তাহার সীতারামের পদে প্রেম হয়, সংসারের রসে অবশ্যই বৈরাগ্য হয়।

ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে
বিমলবিজ্ঞানবৈরাগ্যসম্পাদনো নাম
দ্বিতীয়ঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ
ইতি অযোধ্যাকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

রামচরিতমানস

অরণ্যকাণ্ড

মূলং ধর্মতরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদং
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং হ্যঘঘনধ্বান্তাপহং তাপহম্।
মোহাম্ভোধরপূগপাটনবিধৌ শ্বাসং ভবং শঙ্করং
বন্দে ব্রহ্মকুলং কলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্॥

ধর্মতরুর মূল, জ্ঞানসাগরের আনন্দদায়ক পূর্ণচন্দ্র, বৈরাগ্যরূপ কমলের সূর্য, পাপরূপী ঘন অন্ধকারের নাশকারী, তাপহারী মোহরূপ মেঘকে ছিন্নভিন্নকারী পবনস্বরূপ, কল্যাণরূপী, ব্রহ্মসম্ভূত, কলঙ্কদূরকারী, রাজা শ্রীরামের প্রিয় শঙ্করকে বন্দনা করি।

সান্দ্রানন্দপয়োদসৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরং
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসত্তূণীরভারং বরম্।
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজূটেন সংশোভিতং
সীতালক্ষ্মণসংযুতং পথিগতং রামাভিরামং ভজে॥

যাঁহার জলভরা মেঘের ন্যায় সুন্দর শরীর, সুন্দর পীত বস্ত্র, হাতে ধনুক ও বাণ, কটিতে বাঁধা সুন্দর তূণীর, পদ্মের মত আয়ত লোচন, মাথায় জটাজুট শোভিত, সীতালক্ষ্মণযুক্ত পথযাত্রী সুন্দর রামকে ভজনা করি।

সোঃ—১

উমা রামগুন গূঢ় পণ্ডিত মুনি পাবহিঁ বিরতি।
পাবহিঁ মোহ বিমূঢ় জে হরিবিমুখ ন ধরমরতি॥

শিব বলিলেন—উমা, রামের গুণ গূঢ়, তাঁহাকে জানিলে পণ্ডিত ও মুনিরা বৈরাগ্য লাভ করে। আর যে মূর্খ, যে হরি-বিমুখ, যাহার ধর্মে মতি নাই, সে রামচন্দ্রের গুণে মোহগ্রস্ত হয়।

২ ॥ **পুর নর ভরত প্রীতি মৈ গাঈ।**
মতিঅনুরূপ অনুপ সুহাঈ॥
অব প্রভুচরিত সুনহু অতি পাবন।
করত জে বন সুর নর মুনি ভাবন॥

তুলসীদাস বলে—অযোধ্যাপুরীর লোকদের ও ভরতের অনুপম সুন্দর প্রেমের কথা আমি বুদ্ধি অনুসারে বর্ণনা করিয়াছি। এখন প্রভু বনে সুর মুনি নরের প্রিয় যে লীলা করিলেন, সেই অতি পবিত্র কথা শোন।

এক বার চুনি কুসুম সুহায়ে।
নিজ কর ভূষন রাম বনায়ে॥
সিতহি পহিরায়ে প্রভু সাদর।
বৈঠে ফটিকসিলা পর সুন্দর॥

একবার সুন্দর ফুল তুলিয়া রাম নিজ হাতে উহা দিয়া অলঙ্কার বানাইয়া অতি আদরে সীতাকে পরাইয়া উত্তম স্ফটিক পাথরের উপর বসিয়াছিলেন।

সুর পতি সুত ধরি বায়স বেষা।
সঠ চাহত রঘুপতি বল দেখা॥
জিমি পিপীলিকা সাগর থাহা।
মহা মন্দ মতি পাবন চাহা॥

ইন্দ্রের পুত্র মূর্খ জয়ন্ত কাকের বেশ ধরিয়া শ্রীরামের বল পরীক্ষা করিতে চাহিল। পিপীলিকা যেমন সমুদ্রের থাই মাপিতে চায়, তেমনি অতি মন্দবুদ্ধি জয়ন্ত রামের বল মাপিতে চাহিল।

সীতাচরন চোঁচ হতি ভাগা।
মূঢ় মন্দমতি কারন কাগা॥
চলা রুধির রঘুনায়ক জানা।
সীক ধনুষ সায়ক সন্ধানা॥

মূর্খ কাক মন্দবুদ্ধিবশতঃ সীতার পায়ের নখে ঠোকর মারিয়া পালাইল। রক্ত বাহির হইলে রাম জানিতে পারিলেন ও ধনুকে খড়ের বাণ লাগাইয়া ছাড়িলেন।

অতি কৃপাল রঘুনায়ক সদা দীন পর নেহ।
তা সন আই কীন্হ ছল মূরখ অবগুনগেহ॥

রঘুনাথ অতি দয়াল, তিনি সর্বদা দীনের উপর প্রেম রাখেন। তাঁহার সঙ্গেও মূর্খ দোষের আলয় জয়ন্ত ছল করিল।

৩ ॥ **প্রেরিতমন্ত্র ব্রহ্মসর ধাবা।**
চলা ভাজি বায়স ভয় পাবা॥
ধরি নিজরূপ গয়উ পিতু পাহীঁ।
রামবিমুখ রাখা তেহি নাহীঁ।

মন্ত্র দেওয়া ব্রহ্মবাণ যেমন ছুটিল, অমনি কাক ভয় পাইয়া পালাইল। নিজের রূপ ধরিয়া পিতার নিকট গেল, কিন্তু তিনিও রামবিমুখ জানিয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন না।

ভা নিরাস উপজী মন ত্রাসা।
জথা চক্রভয় রিষি দুর্বাসা॥
ব্রহ্মধাম সিবপুর সব লোকা।
ফিরা শ্রমিত ব্যাকুল ভয় সোকা॥

সে নিরাশ হইয়া গেল। দুর্বাসা ঋষির সুদর্শন চক্রের ভয়ে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহারও সেইরূপ হইল। সে

অসীম ভয়ে ও শোকে ব্যাকুল হইয়া ব্রহ্মলোক শিবলোক ঘুরিতে লাগিল।

কাহু বৈঠন কহা ন ওহী।
রাখি কো সকই রাম কর দ্রোহী॥
মাতু মৃত্যু পিতু সমনসমানা।
সুধা হোই বিষ সুনু হরিজানা॥

তাহাকে রক্ষা করা ত দূরের কথা, কেহ বসিতেও বলিল না। রামদ্রোহীকে কে রক্ষা করিতে পারে? হে গরুড় শোন। রামদ্রোহীর পক্ষে মা মৃত্যুর মত, পিতা যমের মত, অমৃত বিষের মত হয়।

মিত্র করই সতরিপু কৈ করনী।
তা কহঁ বিবুধনদী বৈতরনী॥
সব জগ তেহি অনলহু তেঁ তাতা।
জো রঘুবীর বিমুখ সুনু ভ্রাতা॥

তাহার মিত্র তাহার সহিত শত শত্রুর মত ব্যবহার করে, তাহার নিকট গঙ্গা নদী বৈতরণীর মত হয়। হে ভাই, শোন। যে রামবিমুখ তাহার নিকট সকল জগৎ আগুনের চাইতেও অধিক তপ্ত লাগে।

জিমি জিমি ভাজত সক্রসুত ব্যাকুল অতি দুখদীন।
তিমি তিমি ধাবত রামসর পাছে পরম প্রবীন॥

ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত যেমন ব্যাকুল হইয়া অতি দুঃখে দীনভাবে পালাইতেছিল, পরম চতুর রামবাণও তেমনি তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতেছিল।

৪ ॥ **নারদ দেখা বিকল জয়ন্তা।**
লাগি দয়া কোমল চিত সন্তা॥
পঠবা তুরত রাম পহিঁ তাহী।
কহেসি পুকারি প্রনতহিত পাহী॥

নারদ জয়ন্তকে ব্যাকুল দেখিলেন। সাধুর কোমল চিত্তে দয়া হইল। তিনি তাহাকে শীঘ্র রামের নিকট পাঠাইলেন, বলিলেন—"ভক্তপ্রতিপালক, আমাকে রক্ষা কর", এই কথা ডাকিয়া বলিতে থাকিবে।

আতুর সভয় গহেসি পদ জাঈ।
ত্রাহি ত্রাহি দয়াল রঘুরাঈ॥
অতুলিত বল অতুলিত প্রভুতাঈ।
মৈঁ মতিমন্দ জানি নহিঁ পাঈ॥

জয়ন্ত সভয়ে গিয়া পড়িল, বলিল—হে দয়াল রঘুরাজ, রক্ষা কর, রক্ষা কর। তোমার বল অতুলনীয়, তোমার প্রভুত্ব অতুলনীয়। আমার বুদ্ধি খারাপ, আমি উহা জানিতাম না।

নিজ কৃত করম জনিত ফল পায়উঁ।
অব প্রভু পাহি সরন তকি আয়উঁ॥
সুনি কৃপাল অতি আরত বানী।
এক নয়ন করি তজা ভবানী॥

জয়ন্ত বলিল—হে প্রভু, এখন রক্ষা কর। আমি নিজের কৃত কর্মের ফল পাইতেছি। তোমার শরণ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। মহাদেব বলিলেন—হে ভবানী, দয়াল প্রভু তাহাকে একচক্ষু করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

সোঃ—কীন্‌হ মোহ বস দ্রোহ জদ্যপি তেহি কর বধ উচিত।
প্রভু ছাড়েউ করি ছোহ কো কৃপাল রঘুবীর সম॥

সে মোহবশে বিদ্রোহ করিয়াছিল। যদিও তাহাকে মারিয়া ফেলাই উচিত ছিল, তথাপি প্রভু দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। রঘুবীরের মত দয়ালু কে আছে?

৫—৬ ॥ **রঘুপতি চিত্রকূট বসি নানা।**
চরিত কিয়ে শ্রুতি সুধাসমানা॥
বহুরি রাম অস মন অনুমানা।
হোইহি ভীর সবহিঁ মোহি জানা॥

রঘুপতি চিত্রকূটে বাস করিতে করিতে নানাপ্রকার কর্ম দ্বারা এমন চরিত্র প্রকাশ করিতেছিলেন যাহা শুনিতে অমৃতের মত। পরে রাম মনে মনে ভাবিলেন এখানে সকলেই আমাকে জানিয়া গিয়াছে, এখানে ভিড় হইবে।

সকল মুনিন্‌হ সন বিদা করাঈ।
সীতা সহিত চলে দোউ ভাঈ॥
অত্রি কে আশ্রম জব প্রভু গয়উ।
সুনত মহামুনি হরষিত ভয়উ॥

সকল মুনিদের নিকট বিদায় লইয়া সীতার সহিত দুই ভাই চলিলেন। প্রভু অত্রির আশ্রমে গেলেন এবং তাঁহার আসার কথা শুনিয়া মুনি বড় আনন্দিত হইলেন।

পুলকিতগাত অত্রি উঠি ধায়ে।
দেখি রামু আতুর চলি আয়ে॥
করত দণ্ডবত মুনি উর লায়ে।
প্রেমবারি দোউ জন অন্‌হবায়ে॥

অত্রি পুলকিত শরীরে উঠিয়া দৌড়াইয়া আসিতে লাগিলেন, রাম ইহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন। দণ্ডবৎ হইতেই মুনি রামকে বুকে লইলেন ও দুই ভাইকে প্রেমপূর্ণ চক্ষের জলে স্নান করাইয়া তুলিলেন।

দেহি রামছবি নয়ন জুড়ায়ে।
সাদর নিজ আশ্রম তব আনে॥
করি পূজা কহি বচন সুহায়ে।
দিয়ে মূল ফল প্রভু মন ভায়ে॥

রামের চোখজুড়ান শোভা দেখিয়া আদরে নিজের আশ্রমে আনিলেন। তাঁহার পূজা করিয়া মিষ্ট কথা বলিয়া প্রভুর প্রিয় ফলমূল দিলেন।

দোঃ—

প্রভু আসন আসীন ভরি লোচন সোভা নিরখি।
মুনিবর পরম প্রবীন জোরি পানি অস্তুতি করত॥

প্রভু আসনে বসিলে প্রভুর শোভা চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া পরম বিজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ যুক্তকরে স্তুতি করিতে লাগিলেন—

ছন্দ—নমামি ভক্তবৎসলং কৃপালুশীলকোমলম্।
ভজামি তে পদাম্বুজং অকামিনাং স্বধামদম্॥
নিকামশ্যামসুন্দরং ভবাম্বুনাথমন্দরম্।
প্রফুল্লকঞ্জলোচনং মদাদিদোষমোচনম্॥

হে দয়াল, হে কোমলস্বভাব ভক্তবৎসল, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি নিষ্কাম পুরুষকে নিজের ধাম বৈকুণ্ঠ দাও। তুমি ইচ্ছারহিত, তুমি শ্যামসুন্দর। তুমি ভব-সমুদ্রের মন্দার পর্বত, তোমার চক্ষু প্রস্ফুটিত পদ্মের মত। তুমি অহঙ্কার-আদি দোষ নষ্ট কর, তোমার চরণকমল ভজনা করি।

প্রলম্ববাহুবিক্রমং প্রভোঽপ্রমেয়বৈভবম্।
নিষঙ্গচাপসায়কং ধরং ত্রিলোকনায়কম্॥
দিনেশবংশমণ্ডনং মহেশচাপখণ্ডনম্।
মুনীন্দ্রসন্তরঞ্জনং সুরারিবৃন্দভঞ্জনং॥

হে প্রভু, তুমি বিক্রমশালী দীর্ঘবাহুযুক্ত। তোমার সম্পদ অসীম, তুমি তূণীর ধনুক ও বাণ-ধারণকারী। তুমি ত্রিলোকের নায়ক, তুমি সূর্যবংশের ভূষণ। তুমি হরধনু ভঙ্গ করিয়াছ, তুমি মুনীন্দ্র ও সাধুদের মনোরঞ্জক, তুমি রাক্ষসের নাশকারী।

মনোজবৈরিবন্দিতং অজাদিদেবসেবিতম্।
বিশুদ্ধবোধবিগ্রহং সমস্তদূষণাপহম্॥
নমামি ইন্দিরাপতিং সুখাকরং সতাং গতিম্।
ভজে সশক্তিসানুজং শচীপতি প্রিয়ানুজম্॥

শঙ্কর বন্দিত, ব্রহ্মাদি দেব দ্বারা পূজিত, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ, সমস্ত দোষ ও দুঃখ-নাশকারী, লক্ষ্মীর পতি, সুখের আকর, সাধুর গতিস্থান, তুমি ইন্দ্রের প্রিয় ছোট ভাই। অনুজ সহিত ও শক্তিস্বরূপ সীতা সহিত তোমাকে প্রণাম করি, ভজনা করি।

ত্বদঙ্ঘ্রিমূল যে নরা ভজন্তি হীনমৎসরাঃ।
পতন্তি নো ভবার্ণবে বিতর্কবীচিসঙ্কুলে॥
বিবিক্তবাসিনঃসদা ভজন্তি মুক্তয়ে মুদা।
নিরস্য ইন্দ্রিয়াদিকং প্রয়ান্তি তে গতিং স্বকাম্॥

ঈর্ষাশূন্য হইয়া যাহারা তোমার চরণ ভজনা করে, তাহারা কুতর্করূপ ঢেউয়ে পরিপূর্ণ সংসারসাগরে পড়ে না। নির্জনবাসীরা মুক্তির জন্য আনন্দে ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া তোমার ভজনা করে, তাহারা তোমার গতি পায়।

ত্বমেকমদ্ভুতং প্রভুং নিরীহমীশ্বরং বিভুম্
জগদ্গুরুং চ শাশ্বতং তুরীয়মেব কেবলম্॥
ভজামি ভাববল্লভং কুযোগিনাং সুদুর্লভম্॥
স্বভক্তকল্পপাদপং সমং সুসেব্যমন্বহম্॥

তুমি এক, অদ্ভুত, প্রভু, ইচ্ছারহিত, ঈশ্বর, বিভু, জগদ্গুরু, শাশ্বত, ত্রিগুণাতীত, কেবল, তুরীয়, ভক্তবৎসল, কুযোগীদিগের নিকট দুর্লভ, ভক্তের নিকট কল্পতরুর মত ও প্রতিদিন সমানভাবে সেবা করার যোগ্য। তোমাকে ভজনা করি।

অনুপরূপভূপতিং নতোঽহমুর্বিজাপতিম্।
প্রসীদ মে নমামি তে পদাব্জভক্তি দেহি মে॥
পঠন্তি যে স্তবং ইদং নরাদরেণ তে পদম্।
ব্রজন্তি নাত্র সংশয়ঃ ত্বদীয়ভক্তিসংযুতাঃ॥

তুমি অনুপম রাজস্বরূপ। হে সীতাপতি, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তোমাকে নমস্কার করি, তোমার চরণকমলে ভক্তি দাও। যে লোক আদর করিয়া এই স্তব পাঠ করে, সে তোমার ভক্তিযুক্ত হইয়া তোমার লোক বৈকুণ্ঠে যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিনতী করি মুনি নাই সিরু কহ কর জোরি বহোরি।
চরনসরোরুহ নাথ জনি কবহুঁ তজই মতি মোরি॥

মুনীশ্বর বিনয় জানাইয়া প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন—হে নাথ, আমার বুদ্ধি যেন তোমার চরণ কখনও ত্যাগ না করে।

৭ ॥ **অনসুয়া কে পদ গহি সীতা।**
মিলী বহোরি সুসীল বিনীতা॥
রিষি পতনী মন সুখ অধিকাঈ।
আসিষ দেই নিকট বৈঠাঈ॥

সুশীলা বিনয়ী সীতা অনুসূয়াকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অনুসূয়ার বড় সুখ হইল, তিনি নিকটে বসাইয়া আশীর্বাদ দিলেন।

দিব্য বসন ভূষন পহিরায়ে।
জে নিত নূতন অমল সুহায়ে॥
কহ রিষিবধূ সরস মৃদু বানী।
নারিধরম কছু ব্যাজ বখানী॥

অনুসূয়া সীতাকে এমন সুন্দর বসন ভূষণ পরাইলেন, যাহা নিত্য নূতন ও অমল থাকে। ঋষিপত্নী রসযুক্ত মিষ্ট কথায় কোনও সূত্রে নারীধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

মাতু পিতা ভ্রাতা হিতকারী।
মিতপ্রদ সব সুনু রাজকুমারী॥
অমিতদানি ভর্তা বৈদেহী।
অধম সো নারি জেব ন তেহী॥

হে রাজকুমারী, শোন। বাপ মা ভাই হিতকারীরা যাহা দিতে পারে তাহার সীমা আছে, কিন্তু যে বৈদেহী, স্বামী অমিত দাতা, তাহার দানের সীমা নাই। যে সেই স্বামীর সেবা না করে, সে অধম।

ধীরজু ধরম মিত্র অরু নারী।
আপদকাল পরখিয়হি চারী॥
বৃদ্ধ রোগবস জড় ধনহীনা।
অন্ধ বধির ক্রোধী অতি দীনা॥

ধৈর্য, ধর্ম, মিত্র ও স্ত্রী আপদকালেই এই চারিটির পরীক্ষা হয়। বৃদ্ধ, রুগ্ন, মূর্খ, ধনহীন, অন্ধ, বধির, ক্রোধী, অতিশয় গরীব,

ঐসেহু পতি কর কিয়ে অপমানা।
নারি পাব জমপুর দুখ নানা॥
একই ধরম এক ব্রত নেমা।
কায় বচন মন পতিপদ প্রেমা॥
জগ পতিব্রতা চারি বিধি অহহীঁ।
বেদ পুরান সন্ত সব কহহীঁ॥

এইপ্রকার স্বামীরও অপমান করিলে নারী যমালয়ে গিয়া নানা দুঃখ পায়। স্ত্রীর একই ধর্ম ও একই ব্রত নিয়ম হইতেছে, কায়মনোবাক্যে পতির চরণে প্রেম রাখা। জগতে চার প্রকারের পতিব্রতা স্ত্রী আছে, এ কথা বেদ পুরাণ ও সাধুরা বলিয়া থাকেন।

উত্তম মধ্যম নীচ লঘু সকল কহউঁ সমুঝাই।
আগে সুনহিঁ তে ভব তরহিঁ সুনহু সীয় চিত লাই॥

উত্তম, মধ্যম, নিকৃষ্ট ও অধম, ইহাদের কথা বুঝাইয়া বলিতেছি। হে সীতা, ইহা মন দিয়া শোন। যে ইহা ভবিষ্যতে শুনিবে সেও সংসার পার হইবে।

৮-৯॥ উত্তম কে অস বস মন মাহীঁ।
সপনেহুঁ আন পুরুষ জগ নাহীঁ॥
মধ্যম পরপতি দেখই কৈসে।
ভ্রাতা পিতা পুত্র নিজ জৈসে॥

উত্তম পতিব্রতা স্ত্রীর স্বপ্নেও মনে এই ভাব থাকে যে, জগতে আর অন্য পুরুষ নাই। মধ্যম পরের স্বামীকে দেখে নিজের ভাই বা ছেলের মত।

ধরম বিচারি সমুঝি কুল রহঈ।
সো নিকিষ্ট তিয় শ্রুতি অস কহঈ॥
বিনু অবসর ভয় তেঁ রহ জোঈ।
জানহু অধম নারি জগ সোঈ॥

ধর্ম বিচার করিয়া ও বুঝিয়া যে কুলে থাকে সে স্ত্রী নিকৃষ্ট, ইহাই বেদ বলে। আর যে সুযোগ না পাইয়া বা ভয়ে বাঁচিয়া যায়, সে জগতে অধম নারী।

পতিবঞ্চক পর পতি রতি করঈ।
রৌরব নরক কলপসত পরঈ॥
ছন সুখ লাগি জনম সত কোটী।
দুখ ন সমুঝ তেহি সম কো খোটী॥

যে স্ত্রী স্বামীর সহিত ছলনা করে ও পরের স্বামীর সহিত প্রেম করে, সে শতকল্প রৌরব নরকে থাকে। ক্ষণিকের সুখের জন্য যে শত কোটি জন্মের দুঃখ বুঝিতে পারে না, তাহার মত মন্দ আর কে আছে?

বিনু শ্রম নারি পরম গতি লহঈ।
পতি ব্রত ধরম ছাড়ি ছল গহঈ॥
পতি প্রতিকূল জনম জহঁ জাঈ।
বিধবা হোই পাই তরুনাঈ॥

যে স্ত্রী পতিব্রত-ধর্ম অকপটে পালন করে, সে বিনাশ্রমে মোক্ষ পায়। যে স্বামীর বিমুখ, সে পরজন্মে যেখানে জন্ম লয় সেখানে যৌবনেই বিধবা হয়।

সোঃ -
সহজ অপাবনি নারি পতি সেবত সুভ গতি লহই।
জসু গাবত শ্রুতি চারি অজহুঁ তুলসিকা হরিহি প্রিয়॥

স্বভাবতঃই অপবিত্র স্ত্রী পতিসেবা দ্বারা শুভ গতি পায়। আজও তুলসীপত্র ভগবানের প্রিয়, চারি বেদ তাহার যশ গায়।

সুনু সীতা তব নাম সুমিরি নারি পতিব্রত করহিঁ।
তোহি প্রানপ্রিয় রাম কহেউঁ কথা সংসারহিত॥

সীতা, শোন। তোমার নাম স্মরণ করিয়া স্ত্রীরা পতিব্রত ধর্ম পালন করিবে। তুমি রামের প্রাণপ্রিয়। সংসারের হিতের জন্যই আমি এই কথা বলিলাম।

১০-১১॥ সুনি জানকী পরম সুখ পাবা।
সাদর তাসু চরন সিরু নাবা॥
তব মুনি সহ কহ কৃপানিধানা।
আয়সু হোই জাউঁ বন আনা॥

সীতা ইহা শুনিয়া বড় সুখ পাইলেন, সাদরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। তখন কৃপানিধান রাম মুনিকে বলিলেন—যদি আজ্ঞা হয় তবে অন্য বনে যাইব।

সন্তত মোপর কৃপা করেহু।
সেবক জানি তজেউ জনি নেহু॥
ধরম ধুরন্ধর প্রভু কৈ বানী।
সুনি সপ্রেম বোলে মুনি জ্ঞানী॥

আমার উপর সর্বদা দয়া রাখিও, সেবক জানিয়া স্নেহ ছাড়িও না। ধর্মধুরন্ধর প্রভুর বাণী শুনিয়া জ্ঞানী মুনি সপ্রেমে বলিলেন—

৫০

জাসু কৃপা অজ সিব সনকাদী।
চহত সকল পরমারথবাদী॥
তে তুম্হ রাম অকাম পিয়ারে।
দীনবন্ধু মৃদু বচন উচারে॥

যাঁহার কৃপা ব্রহ্মা শিব সনকাদি সকল পরমার্থবাদীরাই চায়, তুমি সেই রাম। তুমি বিনা কারণেই ভক্তের প্রিয়। তুমি দীনের বন্ধু বলিয়াই আমার সহিত এইপ্রকার কোমল কথা বলিলে।

অব জানী মৈঁ শ্রীচতুরাঈ।
ভজিয় তুম্হহিঁ সব দেব বিহাঈ॥
জেহি সমান অতিসয় নহিঁ কোঈ।
তা কর সীল কস ন অস হোঈ॥

আমি এখন লক্ষ্মীর চতুরতা বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি কেন তিনি সকল দেবতা ছাড়িয়া তোমারই ভজনা করিয়াছেন। যাহার অপেক্ষা বড় বা যাহার সমান কেহ নাই, তাহার স্বভাব এরূপ হইবে না কেন?

কেহি বিধি কহউঁ জাহু অব স্বামী।
কহহু নাথ তুম্হ অন্তরজামী॥
অস কহি প্রভু বিলোকি মুনি ধীরা।
লোচন জল বহ পুলক সরীরা॥

প্রভু, আমি কেমন করিয়া বলি, তুমি যাও? তুমি অন্তর্যামী, তুমিই বল। এই বলিয়া ধীর মুনি প্রভুর দিকে তাকাইলেন। তাঁহার চক্ষে জল বহিতে লাগিল, শরীরে পুলক হইল।

ছন্দ - তন পুলকনির্ভর প্রেমপূরন নয়ন মুখ পঙ্কজ দিয়ে।
মন জ্ঞান গুন গোতীত প্রভু মৈঁ দীখ জপ তপ কা কিয়ে॥
জপ জোগ ধরম সমূহ তে নর ভগতি অনুপম পাবহীঁ॥
রঘুবীর চরিত পুনীত নিসি দিন দাস তুলসী গাবহীঁ।

মুনির শরীর পুলকিত হইল ও তিনি পূর্ণ প্রেমে ভরিয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষু এক দৃষ্টে রামের মুখপদ্ম দেখিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি এমন কি জপতপ করিয়াছি যে মন, জ্ঞান, গুণ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অগ্রহণীয় প্রভুকে চোখে দেখিতে পাইতেছি? তুলসী বলে, পবিত্র রঘুবর-চরিত নিশিদিন যে গায়, সে জপ যোগ ধর্মসমূহ এবং অনুপম ভক্তি পায়।

কলি মল সমনদমন মন রামসুজস সুখমূল।
সাদর সুনহিঁ জে তিন্হহিঁ পর রাম রহহিঁ অনুকূল॥

কলির দোষনাশকারী, মনঃসংযমকারী ও সুখের মূল হইতেছে রামযশ। যে রামকথা সাদরে শোনে, রাম তাহার উপর প্রসন্ন থাকেন।

সোঃ –
কঠিন কাল মলকোস ধরম ন জ্ঞান ন জোগ জপ।
পরিহরি সকল ভরোস রামহিঁ ভজহিঁ তে চতুর নর

এই কলিকাল পাপের ভাণ্ডার, ইহাতে ধর্ম জ্ঞান যোগ বা তপস্যা কিছুই নাই। এজন্য ঐ সকলের ভরসা ছাড়িয় যে জন চতুর, সে রামকে ভজনা করে।

১২ ॥ **মুনি পদ কমল নাই করি সীসা।**
চলে বনহিঁ সুর নর মুনি ঈসা॥
আগে রাম অনুজ পুনি পাছে।
মুনি বর বেষ বনে অতি আছে॥

দেবতা, মানুষ ও মুনিদিগের প্রভু রাম অত্রি মুনির চরণ-কমলে প্রণাম করিয়া বনে চলিলেন। আগে রাম পিছনে লক্ষ্মণ সুন্দর মুনির বেশ ধারণ করিয়া চলিলেন।

উভয় বীচ সিয় সোহই কৈসী।
ব্রহ্ম জীব বিচ মায়া জৈসী॥
সরিতা বন গিরি অবঘট ঘাটা।
পতি পহিচানি দেহিঁ বর বাটা॥

দুইজনের মাঝে সীতা যেন ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়ার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। নদী, বন, পর্বত, উঁচু নীচু পথ, ইহারা নিজেদের প্রভুকে চিনিয়া সুন্দর পথ করিয়া দিতেছিল।

জহঁ জহঁ জাহিঁ দেব রঘুরায়া।
করহিঁ মেঘ তহঁ তহঁ নভছায়া॥
মিলা অসুর বিরাধ মগ জাতা।
আবতহী রঘুবীর নিপাতা॥

যেখানে যেখানে রঘুবর যাইতেছিলেন, আকাশে মেঘ সেই সেই স্থানে ছায়া করিতেছিল। পথে যাইতে বিরাধ অসুরের সহিত দেখা হইল, সে আসিতেই রঘুবীর তাহাকে নিপাত করিলেন।

তুরতহিঁ রুচির রূপ তেহি পাবা।
দেখি দুখী নিজ ধাম পঠাবা॥
পুনি আয়ে জহঁ মুনি সরভঙ্গা।
সুন্দর অনুজ জানকী সঙ্গা॥

তখনই সে সুন্দর রূপ পাইল। রাম তাহাকে দুঃখী দেখিয়া নিজধাম বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া দিলেন। পরে সুন্দর ভাই লক্ষ্মণ ও জানকী সহিত শরভঙ্গ মুনি যেখানে থাকেন সেখানে আসিলেন।

দেখি রাম মুখ পঙ্কজ মুনি বর লোচন ভৃঙ্গ।
সাদর পান করত অতি ধন্য জনম সরভঙ্গ॥

রামের মুখপদ্ম দেখিয়া মুনিবরের চক্ষুরূপ ভ্রমর অতি আদরে রসপান করিতে লাগিল। শরভঙ্গের জন্ম ধন্য।

১৩॥ **কহ মুনি সুনু রঘুবীর কৃপালা।**
শঙ্কর মানস রাজ মরালা॥
জাত রহেউঁ বিরঞ্চি কে ধামা।
সুনেউ শ্রবন বন অইহহিঁ রামা॥

মুনি বলিলেন—হে দয়াল রঘুবীর, হে শঙ্করের মানস-সরোবরের রাজহংস, শোন। অমি ব্রহ্মলোকে যাইতেছিলাম, তখন শুনিলাম যে রাম বনে আসিবেন।

চিতবত পন্থ রহেউঁ দিন রাতী।
অব প্রভু দেখি জুড়ানী ছাতী॥
নাথ সকল সাধন মৈঁ হীনা।
কীন্হী কৃপা জানি জন দীনা॥

দিন রাত পথ দেখিতেছি, এত দিনে প্রভুকে দেখিয়া বুক জুড়াইল। হে নাথ, আমি সকলসাধনহীন দীন ভক্ত জানিয়া তুমি কৃপা করিয়াছ।

সো কছু দেব ন মোহি নিহোরা।
নিজপন রাখেহু জন মন চোরা॥
তব লগি রহহু দীনহিত লাগী।
জব লগি মিলউঁ তুম্হহিঁ তনু ত্যাগী।

হে ভক্তের মনচোর, তুমি যে কৃপা করিয়াছ সে আমার মিনতির জন্য নয়, তুমি নিজের কথাই রাখিয়াছ। যতক্ষণ আমি দেহ ত্যাগ করিয়া তোমার সহিত মিলিত না হই, ততক্ষণ দীনের মঙ্গলের জন্য এখানে থাক।

জোগ জগ্য জপ তপ ব্রত কীন্হা।
প্রভু কহঁ দেই ভগতিবর লীনহা॥
এহি বিধি সর রচি মুনি সরভঙ্গা।
বৈঠে হৃদয় ছাড়ি সব সঙ্গা॥

যোগ যজ্ঞ জপ তপ যাহা কিছু করিয়াছিলেন, সে সকল প্রভুকে নিবেদন করিয়া ভক্তি পাওয়ার বর লইলেন। এই ভাবে শরভঙ্গ মুনি হৃদয় হইতে সকল আসক্তি ত্যাগ করিয়া চিতা রচনা করিয়া বসিলেন।

সীতা অনুজ সমেত প্রভু নীল জলদ তনু স্যাম।
মম হিয় বসহু নিরন্তর সগুনরূপ শ্রীরাম॥

মুনি বলিলেন—নীল মেঘের মত শ্যামলতনু সগুণরূপ প্রভু শ্রীরাম, তুমি সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত সর্বদা আমার হৃদয়ে বাস কর।

১৪॥ **অস কহি জোগঅগিনি তনু জারা।**
রামকৃপা বৈকুণ্ঠ সিধারা॥
তা তেঁ মুনি হরিলীন ন ভয়উ।
প্রথমহিঁ ভেদ ভগতিবর লয়উ॥

এই কথা বলিয়া যোগ আগুনে নিজের শরীর জ্বালাইয়া ফেলিলেন ও রামের কৃপায় বৈকুণ্ঠে গেলেন। মুনি প্রথমেই ভেদ-মূলক ভক্তি বর লইয়াছিলেন, সেইজন্য হরির সহিত লীন হইতে পারিলেন না।

রিষিনিকায় মুনিবর গতি দেখী।
সুখী ভয়ে নিজ হৃদয় বিসেখী॥
অস্তুতি করহিঁ সকল মুনিবৃন্দা।
জয়তি প্রনতহিত করুনাকন্দা॥

ঋষিসমূহ মুনিবরের অবস্থা দেখিয়া নিজ নিজ হৃদয়ে বিশেষ সুখী হইলেন। মুনিরা সকলে "হে ভক্তের মঙ্গলদাতা, করুণার মূল, তোমার জয় হউক", বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন।

পুনি রঘুনাথ চলে বন আগে।
মুনিবর বৃন্দ বিপুল সঙ্গ লাগে॥
অস্থিসমূহ দেখি রঘুরায়া।
পুছা মুনিন্হ লাগি অতি দায়া॥

রঘুনাথ বনে আরো আগাইয়া চলিতে লাগিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠদের বিপুল দল তাঁহার সঙ্গ লইল। হাড়ের স্তূপ দেখিয়া অতি দয়া হইল। রঘুরাজ মুনিদিগকে (হেতু) জিজ্ঞাসা করিলেন।

জানতহু পূছিয় কস স্বামী।
সবদরসী তুম্হ অন্তরজামী॥
নিসিচর নিকর সকল মুনি খায়ে।
সুনি রঘুনাথ নয়ন জল ছায়ে॥

হে প্রভু, তুমি সর্বদর্শী, তুমি অন্তর্যামী। তুমি জানিয়াও কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? রাক্ষসেরা সকল মুনিকে খাইয়া ফেলে। কথা শুনিয়া রঘুবরের নয়নে জল ছাইয়া আসিল।

নিসি চর হীন করউঁ মহি ভুজ উঠাই পন কীন্হ।
সকল মুনিন্হ কে আস্রমন্হি জাই জাই সুখ দীন্হ॥

রামচন্দ্র হাত ঊর্ধ্বে উঠাইয়া প্রতিজ্ঞা লইলেন যে, পৃথিবী রাক্ষস শূন্য করিব। তার পর রঘুনাথ সকল মুনির আশ্রমে গিয়া তাহাদের সুখ দিলেন।

১৫॥ **মুনি অগস্ত্য কর সিষ্য সুজানা।**
নাম সুতীক্ষ্ন রতি ভগবানা॥
মন ক্রম বচন রাম পদ সেবক।
সপনেহু আন ভরোস ন দেব ক॥

অগস্ত্যকর—অগস্ত্যের॥ অগস্ত্য মুনির সুতীক্ষ্ণ নামে এক জ্ঞানী শিষ্য ছিল, তাহার ভগবানে প্রেম ছিল। সে মনে কর্মে ও বাক্যে রামপদসেবক ছিল, স্বপ্নেও অন্য দেবতার ভরসা করিত না।

প্রভুআগবনু শ্রবন সুনি পাবা।
করত মনোরথ আতুর ধাবা।
হে বিধি দীনবন্ধু রঘুরায়া।
মো সে সঠ পর করিহহিঁ দায়া॥

প্রভুর আসার কথা শুনিতে পাইয়া সে অবশ হইয়া এই ভাবিতে ভাবিতে ছুটিল—হে বিধি, দীনবন্ধু রঘুরাজ আমার মত মূর্খের উপর দয়া করিবেন কি?

সহিত অনুজ মোহি রাম গোসাঈঁ।
মিলিহহিঁ নিজ সেবক কী নাঈঁ॥
মোরে জিয় ভরোস দৃঢ় নাহীঁ।
ভগতি বিরতি ন জ্ঞান মন মাহীঁ॥

লক্ষ্মণের সহিত প্রভু রাম কি আমাকে, নিজ ভক্তকে যেমনভাবে দেখা দেন তেমনি দেখা দিবেন? আমার মনের মধ্যে ভক্তি বৈরাগ্য ও জ্ঞান ত নাই।

নহিঁ সতসঙ্গ জোগ জপ জাগা।
নহিঁ দৃঢ় চরনকমল অনুরাগা॥
এক বানি করুনানিধান কী।
সো প্রিয় জা কে গতি ন আন কী॥

সৎসঙ্গ বা যোগ জপ যজ্ঞ আমার নাই, চরণকমলে দৃঢ় অনুরাগও নাই। দয়ালের এক অভ্যাস এই যে, যাহার আর কোন গতি নাই সে তাঁহার প্রিয় হয়।

হোইহহিঁ সুফল আজু মম লোচন।
দেখি বদনপঙ্কজ ভবমোচন॥
নির্ভর প্রেম মগন মুনি জ্ঞানী।
কহি ন জাই সো দসা ভবানী॥

মুনি চিন্তা করিতে লাগিল, যিনি সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি দেন তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া কি আজ আমার চক্ষু সার্থক হইবে? শঙ্কর বলিলেন—উমা, জ্ঞানী মুনি নির্ভরপরায়ণ প্রেমে এমন মগ্ন হইলেন যে, সে দশা বলা যায় না।

দিসি অরু বিদিসি পন্থ নহিঁ সুঝা।
কো মৈঁ চলেউঁ কহাঁ নহিঁ বুঝা॥
কবহুঁক ফির পাছে পুনি জাঈ।
কবহুঁক নৃত্য করই গুন গাঈ॥

মুনির দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নাই, পথ দেখিতে পাইতেছিল না। আমি কে, কোথায়ই বা যাইতেছি, ইহাও সে বুঝিতেছিল না। কখনো বা পিছে ফিরিয়া আসে, কখনো বা গুণ গাহিয়া নৃত্য করিতে থাকে।

অবিরল প্রেম ভগতি মুনি পাঈ।
প্রভু দেখহিঁ তরুওট লুকাঈ॥
অতিসয় প্রীতি দেখি রঘুবীরা।
প্রগটে হৃদয় হরন ভব ভীরা॥

মুনি অবিচল ভক্তি ও প্রেম পাইয়াছিল। প্রভু গাছের আড়ালে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতেছিলেন। তাহার অত্যন্ত প্রেম দেখিয়া ভবভয়-হরণ রঘুবীর তাহার হৃদয়ে দেখা দিলেন।

মুনি মগ মাঁঝ অচল হোই বৈসা।
পুলকসরীর পনসফল জৈসা॥
তব রঘুনাথ নিকট চলি আয়ে।
দেখি দসা নিজ জন মন ভায়ে॥

মুনি তখন পথের মধ্যে অচল হইয়া বসিয়া পড়িল, তাহার শরীর কাঁটা দিয়া উঠিয়া কাঁটালের মত হইল। তখন রঘুনাথ নিকটে চলিয়া আসিলেন। নিজের ভক্তের দশা দেখিয়া সুখী হইলেন।

মুনিহিঁ রাম বহু ভাঁতি জগাৱা।
জাগ ন ধ্যানজনিত সুখ পাৱা॥
ভূপরূপ তব রাম দুরাৱা।
হৃদয় চতুর্ভুজরূপ দিখাৱা॥

মুনিকে রাম নানা প্রকারে জাগাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ধ্যানসুখে মগ্ন বলিয়া মুনি জাগিল না। তখন তাহার হৃদয়ে রামরাজারূপ লুকাইয়া চতুর্ভুজরূপ দেখাইলেন।

মুনি অকুলাই উঠা পুনি কৈসে।
বিকল হীনমনি ফনিবর জৈসে॥
আগে দেখি রামতনু স্যামা।
সীতা অনুজ সহিত সুখধামা॥

তখন মণিহারা সাপ যেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তেমনি করিয়া মুনি ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সম্মুখে সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত সুখধাম রামের শ্যামল শরীর দেখিল।

পরেউ লকুট ইব চরনন্হি লাগী।
প্রেমমগন মুনিবর বড়ভাগী॥
ভুজবিসাল গহি লিয়ে উঠাঈ।
পরমপ্রীতি রাখে উর লাঈ॥

বড় ভাগ্যবান মুনি প্রেমে মগ্ন হইল, আর পায়ের কাছে দণ্ডবৎ পড়িয়া গেল। শ্রীরাম নিজ বিশাল বাহু দিয়া উঠাইয়া লইয়া অতি আদরে তাহাকে বুকে রাখিলেন।

মুনিহিঁ মিলত অস সোহ কৃপালা।
কনকতরুহি জনু ভেঁট তমালা॥
রামবদন বিলোকি মুনি ঠাঢ়া।
মানহুঁ চিত্র মাঝ লিখি কাঢ়া॥

মুনির সহিত মিলনের সময় কৃপালের এমন শোভা হইল যেন, কনকতরু তমালের সহিত মিশিল। রামের মুখ দেখিয়া মুনি খাড়া হইয়া গেল, মনে হইল যেন ছবিতে আঁকিয়া রাখিয়াছে।

তব মুনি হৃদয় ধীর ধরি গহি পদ বারহিঁ বার।
নিজ আশ্রম প্রভু আনি করি পূজা বিবিধ প্রকার॥

তখন মুনি হৃদয়ে ধৈর্য ধরিয়া, বার বার পায় পড়িয়া, প্রভুকে নিজ আশ্রমে আনিয়া অনেক প্রকারে পূজা করিল।

১৬। কহমুনি প্রভুসুনু বিনতী মোরী।
অস্তুতি করউঁ কবনি বিধি তোরী॥
মহিমা অমিত মোরি মতি থোরী।
রবিসনমুখ খদ্যোত অঁজোরী॥

মুনি বলিল—প্রভু, আমার মিনতি শোন। কেমন করিয়া তোমার স্তুতি করিব ? তোমার মহিমা অসীম, আর আমার বুদ্ধি সামান্য, সূর্যের কাছে যেমন খদ্যোতের প্রকাশ।

শ্যাম তামরস দাম সরীরং।
জটা মুকুট পরিধন মুনি চীরং॥
পানি চাপ সর কটি তূনীরং।
নৌমি নিরন্তর শ্রীরঘুবীরং॥

তোমার শরীর শ্যামল পদ্মের পাপড়ির মত, মাথায় জটার মুকুট, পরিধানে মুনির কৌপীন, হাতে ধনুকবাণ, কটিতে তূণীর। শ্রীরঘুবীর, তোমাকে নিরন্তর নমস্কার করি।

মোহ বিপিন ঘন দহন কৃসানুঃ।
সন্ত সরোরুহ কানন ভানুঃ॥
নিহি চর করি বরূথ মৃগরাজঃ।
ত্রাতু সদা নো ভব খগ বাজঃ॥

তুমি মোহরূপ ঘন বনকে দগ্ধ করার পক্ষে অগ্নিস্বরূপ, সাধুরূপ কমলবনের সূর্যস্বরূপ, রাক্ষসরূপ হাতীর দলের পক্ষে সিংহস্বরূপ, সংসাররূপ পক্ষীর নিকট বাজের মত। হে রাম, তুমি আমাদিগকে সদা রক্ষা কর।

অরুন নয়ন রাজীব সুবেসং।
সীতা নয়ন চকোর নিসেসং॥
হর হৃদি মানস রাজ মরালং।
নৌমি রাম উর বাহু বিসালং॥

তোমার লাল পদ্মের মত চোখ, তোমার বেশ সুন্দর, তুমি সীতার নয়নচকোরের নিকট চন্দ্রের ন্যায়, তুমি শিবের হৃদয়রূপ মানস সরোবরের তরুণ হাঁসের মত, তোমার বুক ও বহু বিশাল। তোমায় নমস্কার করি।

সংসয় সর্প গ্রসন উরগাদঃ।
সমন সুকর্কস তর্ক বিষাদঃ॥
ভব ভঞ্জন রঞ্জন সুর জুথঃ।
ত্রাতু সদা নো কৃপাবরূথঃ॥

তুমি সংসারসর্প গ্রাস করার পক্ষে গরুড়ের মত, সকল সন্তাপ ও বিষাদশান্তকারী, সংসারবন্ধনভঙ্গকা, দেবতাদিগকে আনন্দদানকারী। হে কৃপানিধান, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

নির্গুন সগুন বিষম সম রূপং।
জ্ঞান গিরা গো তীতমরূপং।
অমলমখিলমনবদ্যমপারং।
নৌমি রাম ভঞ্জন মহি ভারং॥

তুমি নির্গুণ, তুমি সগুণ, তুমি বিষম ও তুমি সম, আর তোমার অনুপম রূপ জ্ঞান বাক্য ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। তুমি নির্মল, তুমি অখণ্ড, দোষরহিত ও অসীম। হে পৃথিবীর ভারদূরকারী, তোমাকে নমস্কার করি।

ভক্ত কল্প পাদপ আরামঃ।
তর্জন ক্রোধ লোভ মদ কামঃ॥
অতি নাগর ভব সাগর সেতুঃ।
ত্রাতু সদা দিন কর কুল কেতুঃ॥

ভক্তের নিকট তুমি কল্পতরুর বাগানের মত, তুমি ক্রোধ লোভ মদ ও কামনা নাশ কর, তুমি অতি সুন্দর, তুমি ভব সংসার পার হওয়ার সেতুর মত। হে সূর্যকুলের ধ্বজা, তুমি সদা আমাদিগকে রক্ষা কর।

অতুলিত ভুজ প্রতাপ বল ধামা।
কলি মল বিপুল বিভঞ্জন নামা॥
ধর্মবর্ম নর্মদ গুনগ্রামঃ।
সন্তত সন্তনোতু মম রামঃ॥

তুমি অতুল বাহুবল ও প্রতাপের নিবাস, তোমার নাম বিপুল কলির দোষ নাশ করে। তোমার গুণসমূহ ধর্মের কবচের মত কল্যাণ দানকারী। হে রাম, তুমি সর্বদা আমাদের সুন্দর কল্যাণ কর।

জদপি বিরজব্যাপক অবিনাসী।
সব কে হৃদয় নিরন্তর বাসী॥
তদপি অনুজ শ্রীসহিত খরারী।
বসতু মনসি মম কাননচারী॥

যদিও তুমি মায়া রহিত, ব্যাপক ও নাশহীন ও সকলের হৃদয়ে সর্বদা বাস কর, তথাপি, হে খরারি, হে কানন-বিহারী, তুমি সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত আমার হৃদয়ে বাস কর।

জে জানহিঁ তে জানহু স্বামী।
সগুন অগুন উর অন্তরজামী॥
জো কোসলপতি রাজিবনৈনা।
করউ সো রাম হৃদয় মম ঐনা॥

হে প্রভু, তোমাকে নির্গুণ, সগুণ ও অন্তর্যামী বলিয়া যে জানে, সে ঠিকই জানে। তুমি আমার হৃদয়ে পদ্মলোচন কোশলপতি রামরূপেই বাস করিও।

অস অভিমান জায় জনি ভোরে।
মৈঁ সেবক রঘুপতি পতি মোরে॥
সুনি মুনিবচন রামমন ভায়ে।
বহুরি হরষি মুনিবর উর লায়ে॥

হে রঘুপতি, তুমি আমার স্বামী। আমি তোমার সেবক। আমার হৃদয় হইতে এ অভিমান ভুলেও যেন না যায়। মুনির কথা শুনিয়া রামের সন্তোষ হইল, আনন্দিত হইয়া আবার মুনিকে আলিঙ্গন করিলেন।

পরম প্রসন্ন জানু মুনি মোহী।
জো বর মাঁগহু দেউঁ সো তোহী॥
মুনি কহ মৈঁ বর কবহুঁ ন জাঁচা।
সমুঝি ন পরই ঝুঠ কা সাঁচা॥

রাম বলিলেন—হে মুনি, আমাকে অতিশয় সন্তুষ্ট বলিয়া জানিও। তুমি যে বর চাও, তোমাকে তাহাই দিব। মুনি বলিল—আমি কখনও বর চাই নাই, কেননা আমি বুঝিতেই পারি না কোন্‌টা মিথ্যা আর কোন্‌টা সত্য।

তুম্‌হহিঁ নীক লাগই রঘুরাঈ।
সো মোহি দেহু দাস সুখ দাঈ॥
অবিরল ভগতি বিরতি বিজ্ঞানা।
হোহু সকল গুন জ্ঞান নিধানা॥
প্রভু জো দীন্‌হ সো বর মৈঁ পাবা।
অব সো দেহু মোহিঁ জো ভাবা॥

হে রামচন্দ্র, হে ভক্তসুখদায়ক, তোমার নিকট যাহা ভাল লাগে তাহাই দাও। শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—অটল ভক্তি, বিরতি, বিজ্ঞান এবং সমস্ত গুণ ও জ্ঞানের ভাণ্ডার হও। মুনি বলিল—হে প্রভু, আপনি যে বর দিয়াছেন, উহা আমি পাইয়াছি। এখন আমার নিকট যাহা ভাল লাগে তাহাই দাও।

অনুজ জানকী সহিত প্রভু চাপ বান ধর রাম।
মম হিয়গগন ইন্দু ইব বসহু সদা নিঃকাম॥

হে ধনুকবাণশোভিত নিষ্কাম রাম, আমার হৃদয়-আকাশে চন্দ্রের মত লক্ষ্মণ ও জানকী সহিত সর্বদা বাস কর।

১৭॥ **এবমস্তু কহি রমানিবাসা।**
হরষি চলে কুম্ভজ রিষি পাসা॥
বহুত দিবস গুরুদরসনু পায়ে।
ভয়ে মোহিঁ এহি আশ্রম আয়ে॥

"তাহাই হউক", এই কথা বলিয়া শ্রীরাম আনন্দে অগস্ত্য মুনির নিকট চলিলেন। সুতীক্ষ্ণ বলিলেন—গুরুকে দর্শন করিয়া এই আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়াছি, সে অনেক দিন হইয়া গেল।

অব প্রভু সঙ্গ জাউঁ গুরু পাহীঁ।
তুম্‌হ কহঁ নাথ নিহোরা নাহীঁ॥
দেখি কৃপানিধি মুনিচতুরাঈ।
লিয়ে সঙ্গ বিহঁসে দোউ ভাঈ॥

হে নাথ, এখন প্রভুর সহিত গুরুর নিকট যাইব। ইহাতে তোমাকে কোনও কিছু করিতে অনুরোধ করিতেছি না। দয়াল মুনির চতুরতা দেখিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন ও দুই ভাই হাসিলেন।

পন্থ কহত নিজ ভগতি অনূপা।
মুনিআশ্রম পহুঁচে সুরভূপা॥
তুরত সুতীছন গুরু পহিঁ গয়ঊ।
করি দণ্ডবত কহত অস ভয়ঊ॥

পথে চলিতে নিজের অনুপম ভক্তির কথা কহিতে কহিতে দেবতাদের রাজা রাম আশ্রমে পঁহুছিলেন। সুতীক্ষ্ণ তাড়াতাড়ি গুরুর নিকট গিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই প্রকার বলিলেন—

নাথ কোসলাধীসকুমারা।
আয়ে মিলন জগতআধারা॥
রাম অনুজ সমেত বৈদেহী।
নিসি দিনু দেব জপত হহু জেহী॥

হে নাথ, কোশলপতির পুত্র জগতের আশ্রয়। হে দেব, যাহাকে তুমি নিশিদিন জপ কর, তিনি অনুজ লক্ষ্মণ ও বৈদেহী সমেত সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছেন।

সুনত অগস্ত তুরত উঠি ধায়ে।
হরি বিলোকি লোচন জল ছায়ে॥
মুনি পদ কমল পরে দোউ ভাঈ।
রিষি অতি প্রীতি লিয়ে উর লাঈ॥

ইহা শুনিয়া অগস্ত্য মুনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছুটিলেন। হরিকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল। রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই মুনির পায়ে পড়িলেন, ঋষি অতি প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন।

সাদর কুসল পুছি মুনি জ্ঞানী।
আসন পর বৈঠারে আনী॥
পুনি করি বহু প্রকার প্রভুপূজা।
মোহি সম ভাগবন্ত নহিঁ দূজা॥
জহঁ লগি রহে অপর মুনিবৃন্দা।
হরষে সব বিলোকি সুখকন্দা॥

জ্ঞানী মুনি তাঁহাকে সাদরে কুশল প্রশ্ন করিয়া আসনে আনিয়া বসাইলেন। পরে অনেক প্রকারে পূজা করিয়া বলিলেন—আমার মত ভাগ্যবান আর কেহ নাই। অপর মুনিরা যাহারা ছিল তাহারা সকলে সুখমূল শ্রীরামকে দেখিয়া আনন্দ পাইল।

মুনিসমূহ মহঁ বৈঠে সনমুখ সব কী ওর।
সরদইন্দু তন চিতবত মানহুঁ নিকর চকোর॥

মুনিদের সকলের সম্মুখে বসিলে, তাহারা সকলে এমনভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল যেন, চকোরেরা শরৎকালের চন্দ্র দেখিতেছে।

১৮॥ **তব রঘুবীর কহা মুনি পাহীঁ।**
তুম্‌হ সন প্রভু দুরাউ কছু নাহীঁ॥
তুম্‌হ জানহু জেহি কারন আয়উঁ।
তা তেঁ তাত ন কহি সমুঝায়উঁ॥

তখন রঘুবীর মুনিকে বলিলেন—হে প্রভু, তোমার নিকট কিছুই গোপন নাই। যেজন্য আসিয়াছি তাহা তুমি জান, সেজন্য উহা আর বলিয়া বুঝাইলাম না।

অব সো মন্ত্র দেহু প্রভু মোহী।
জেহি প্রকার মারউঁ মুনিদ্রোহী॥
মুনি মুসুকানে সুনি প্রভু বানী।
পুছেহু নাথ মোহি কা জানী॥

হে প্রভু, এখন আমাকে সেইপ্রকার পরামর্শ দিন, যাহাতে মুনিদ্রোহীদিগকে মারিতে পারি। প্রভুর কথা শুনিয়া মুনি অল্প হাসিলেন, বলিলেন—তুমি আমাকে কি মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ?

তুম্হরেই ভজনপ্রভাব অঘারী।
জানউঁ মহিমা কছুক তুম্হারী॥
ঊমরিতরু বিশাল তব মায়া।
ফল ব্রহ্মাণ্ড অনেক নিকায়া॥

হে পাপনাশন, তোমারই প্রভাবে তোমার মহিমা কিছু জানি। তোমার মায়া বিশাল ডুমুর গাছের ন্যায়, উহার ফল অনেক অনেক ব্রহ্মাণ্ড।

জীব চরাচর জন্তুসমানা।
ভীতর বসহিঁ ন জানহিঁ আনা॥
তে ফলভক্ষক কঠিন করালা।
তব ভয় ডরত সদা সোউ কালা॥

জীব, চরাচর ও জন্তুরা সকলেই ঐ ফলের ভিতর বাস করে, তাহারা আর কিছুই জানে না। কঠিন করাল কাল সেই ব্রহ্মাণ্ড ফল খাইয়া থাকে। সে কালও সর্বদা তোমাকে ডরায়।

তে তুম্হ সকল লোকপতি সাঈঁ।
পূছেহু মোহি মনুজ কী নাঈঁ॥
যহ বর মাঁগউঁ কৃপানিকেতা।
বসহু হৃদয় শ্রীঅনুজ সমেতা॥

সেই সকল লোকের পতি তুমি মানুষের মত আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। হে কৃপানিকেতন, তোমার নিকট এই বর চাই, যাহাতে তুমি সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত আমার হৃদয়ে বাস কর।

অবিরলি ভগতি বিরতি সতসঙ্গা।
চরনসরোরুহ প্রীতি অভঙ্গা॥
জদ্যপি ব্রহ্ম অখণ্ড অনন্তা।
অনুভবগম্য ভজহিঁ জেহি সন্তা॥

আমাকে অটল ভক্তি বিরতি ও সৎসঙ্গ এবং তোমার চরণে অটুট প্রেম দাও; যদিও ব্রহ্ম অখণ্ড ও অনন্ত তবুও যে সকল সাধুরা ভজনা করেন, তাঁহাদের নিকট তুমি অনুভবগম্য।

অস তব রূপ বখানউঁ জানউঁ।
ফিরি ফিরি সগুন ব্রহ্মরতি মানউঁ॥
সন্তত দাসন্হ দেহু বড়াঈ।
তা তেঁ মোহি পূছেহু রঘুরাঈ॥

আমি তোমার এই রূপের কথা জানি ও বর্ণনা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া ঘুরিয়া সগুণ ব্রহ্মেই আমার ভক্তি স্বীকার করি হে রঘুপতি, তুমি সর্বদা সাধুদিগকে সুখ্যাতি দিয়া থাক। সেইজন্যই তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ।

হৈ প্রভু পরম মনোহর ঠাউঁ।
পাবন পঞ্চবটী তেহি নাউঁ॥
দণ্ডক বন পুনীত প্রভু করহূ।
উগ্র সাপ মুনিবর কৈ হরহূ॥

হে প্রভু, এক পরম সুন্দর স্থান আছে, পবিত্র পঞ্চবটী উহার নাম। হে প্রভু তুমি দন্দকবন পুণ্য কর ও মুনিদিগের তীব্র শাপ দূর কর। [দণ্ডক রাজা বিষম ব্যভিচার করার পাপে এই অভিশাপ পান যে, তাঁহার রাজ্য অরণ্য হইবে। সে শাপে দণ্ডক রাজার রাজ্য দণ্ডকবন হইয়া আছে।]

বাস করহু তহঁ রঘু কুল রায়া।
কীজিয় সকল মুনিন্হ পর দায়া॥
চলে রাম মুনিআয়সু পাঈ॥
তুরতহিঁ পঞ্চবটী নিয়রাঈ॥

হে রঘুনাথ, তুমি সকল মুনির উপর দয়া করিয়া সেইখানে বাস কর। মুনির আজ্ঞা পাইয়া রাম রওনা হইলেন ও শীঘ্রই পঞ্চবটী বনের নিকটে গেলেন।

গীধরাজ সোঁ ভেঁট ভই বহু বিধি প্রীতি দৃঢ়াই।
গোদাবরী নিকট প্রভু রহে পরনগৃহ ছাই॥

সেখানে গৃধ্রদিগের রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সহিত খুব প্রীতি বাড়াইয়া প্রভু গোদাবরীর নিকট পাতার কুটির নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

১৯॥ **জব তেঁ রাম কীন্হ তহঁ বাসা।**
সুখী ভয়ে মুনি বীতী ত্রাসা॥
গিরি বন নদী তাল ছবি ছায়ে।
দিন দিন প্রতি অতি হোহিঁ সুহায়ে॥

যখন হইতে রাম সেখানে বাস করিতে লাগিলেন, তখন হইতে ভয় দূর হওয়ায় মুনিরা সুখী হইলেন। গিরি বন নদী ও সরোবর সকল শোভাময় হইল ও প্রতিদিন অতি সুন্দর হইতে লাগিল।

খগ মৃগ বৃন্দ অনন্দিত রহহীঁ।
মধুপ মধুর গুঞ্জত ছবি লহহীঁ॥
সো বন বরনি ন সক অহিরাজা।
জহঁা প্রগট রঘুবীর বিরাজা॥

সেখানে পশুপক্ষীরা আনন্দে ছিল, মৌমাছিরা মধুর গুঞ্জন করিতেছিল ও শোভা পাইতেছিল। যে বনে রঘুনাথ প্রত্যক্ষ উপস্থিত, শেষ নাগও সে বনের কথা বর্ণনা করিতে পারেন না।

একবার প্রভু সুখ আসীনা।
লছিমন বচন কহে ছলহীনা॥
সুর নর মুনি সচরাচর সাঈঁ।
মৈঁ পুছউঁ নিজ প্রভু কী নাঈঁ॥

একবার প্রভু সুখে বসিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ তাঁহাকে অকপটভাবে বলিলেন—হে দেবতা, নর, মুনি ও চরাচরের গোঁসাই, আমি তোমাকে নিজের প্রভু বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

মোহি সমুঝাই কহহু সোই দেবা।
সব তজি করউঁ চরন রজ সেবা॥
কহহু জ্ঞান বিরাগ অরু মায়া।
কহহু সো ভগতি করহু জেহি দায়া॥

হে দেব, আমি সকল ত্যাগ করিয়া যাহাতে তোমার চরণধূলার সেবা করিতে পারি, তাহাই আমাকে বুঝাইয়া বল। তুমি জ্ঞান বৈরাগ্য ও মায়ার কথা বল, আর যাহা দ্বারা তুমি দয়া প্রকাশ করিয়া থাক সেই ভক্তির কথা বল।

ঈশ্বর জীবহি ভেদ প্রভু কহহু সকল সমুঝায়।
জা তেঁ হোই চরন রতি সোক মোহ ভ্রম জাই॥

হে প্রভু, ঈশ্বর ও জীবে ভেদ বুঝাইয়া বল, যাহাতে শোক, মোহ ও ভ্রম গিয়া তোমার চরণে প্রেম হয়।

২০ ॥ **থোরেহি মহঁ সব কহউঁ বুঝাঈ।**
সুনহু তাত মতি মন চিত লাঈ॥
মৈঁ অরু মোর তোর তৈঁ মায়া।
জেহি বস কীন্হে জীবনিকায়া॥

হে প্রিয়, মন চিত্ত ও বুদ্ধি দিয়া শোন। অল্পের ভিতরই সকল বুঝাইয়া বলিতেছি। আমি ও আমার, তুমি ও তোমার, এই বোধই হইতেছে মায়া, ইহাই জীবকে বশ করিয়া রাখিয়াছে।

গো গোচর জহঁ লগি মন জাঈ।
সো সব মায়া জানেহু ভাঈ॥
তেহি কর ভেদ সুনহু তুম্হ সোউ।
বিদ্যা অপর অবিদ্যা দোউ॥

হে ভাই, যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর এবং মন যতদূর পঁহুছাইতে পারে, সে সকলই মায়া বলিয়া জানিবে। উহার যে ভেদ তাহাও শোন। এক হইতেছে বিদ্যা, আর এক হইতেছে অবিদ্যা।

একদুষ্ট অতিসয় দুখরূপা।
জা বস জীব পরা ভবকূপা॥
এক রচই জগ গুনবস জা কে।
প্রভু প্রেরিত নহিঁ নিজবল তা কে॥

ইহার মধ্যে অবিদ্যা দুষ্ট ও দুঃখরূপিণী, উহার বশে জীব ভবসংসাররূপ কূপে পড়ে। আর বিদ্যা গুণের বশ ও ইহাই জগত রচনা করে। এ সকলই প্রভুর প্রেরণাতে হয়, কেননা তাহার নিজের কোনও বল নাই।

জ্ঞান মান জহঁ একউ নাহীঁ।
দেখ ব্রহ্ম সমান সব মাহীঁ॥
কহিয় তাত সো পরম বিরাগী।
তৃনসম সিদ্ধি তীনি গুন ত্যাগী॥

যেখানে অভিমানমাত্রও নাই তাহাই জ্ঞান। জ্ঞানী সকলের মধ্যে সমানভাবে ব্রহ্মকে দেখে। হে তাত, তাহাকেই পরম বৈরাগী বলিবে, যে সকল সিদ্ধি ও তিন গুণ তৃণের মত ত্যাগ করিয়াছে।

মায়া ঈস ন আপু কহঁ জান কহিঅ সো জীব।
বন্ধ মোচ্ছপ্রদ সর্ব পর মায়া প্রেরক সীব॥

যে মায়া, ঈশ্বর ও নিজেকে জানে না, সেই হইতেছে জীব। আর যিনি সকলকে বন্ধন ও মোক্ষ দান করেন, যিনি মায়ার প্রেরক, তিনি হইতেছেন ঈশ্বর।

২১ ॥ **ধর্ম তেঁ বিরতি জোগ তেঁ জ্ঞানা।**
জ্ঞান মোচ্ছ প্রদ বেদ বখানা॥
জা তেঁ বেগি দ্রবউঁ মৈঁ ভাঈ।
সো মম ভগতি ভগত সুখ দাঈ॥

ধর্ম হইতে বৈরাগ্য হয়, যোগ হইতে জ্ঞান হয়। বেদ বলে, জ্ঞান মোক্ষপ্রদানকারী। যাহাতে আমি শীঘ্রই গলিয়া যাই, উহাই আমার প্রতি ভক্তি, উহা ভক্তের সুখদায়ক।

সো সুতন্ত্র অবলম্ব ন আনা।
তেহি আধীন জ্ঞান বিজ্ঞানা॥
ভগতি তাত অনুপম সুখমূলা।
মিলই জো সন্ত হোহিঁ অনুকূলা॥

এই ভক্তি স্বতন্ত্র, উহার অন্য কোনও অবলম্বন নাই। জ্ঞান বিজ্ঞান উহারই অধীন। হে তাত, ভক্তি অনুপম সুখের মূল। সাধুরা অনুকূল হইলে তবে উহা পাওয়া যায়।

ভগতি কে সাধন কহউঁ বখানী।
সুগম পন্থ মোহি পাবহিঁ প্রানী॥
প্রথমহিঁ বিপ্রচরন অতি প্রীতী।
নিজ নিজ ধরম নিরত শ্রুতিরীতী॥

ভক্তির সাধন বর্ণনা করিতেছি, উহা মানুষের পক্ষে আমাকে পাওয়ার সহজ পথ। প্রথম হইতেছে ব্রাহ্মণেরা পায় অত্যন্ত প্রেম, আর বেদ অনুসারে নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত থাকা।

এহি কর ফল পুনি বিষয়বিরাগা।
তব মম ধরম উপজ অনুরাগা॥
শ্রবনাদিক নব ভগতি দৃঢ়াহী।
মম লীলা রতি অতি মন মাহীঁ॥

ইহার ফলে যখন বিষয়বিরাগ উপস্থিত হয়, তখন আমার চরণে অনুরাগ উপস্থিত হয়। শ্রবণাদি নয় প্রকারের ভক্তি দৃঢ় হয় ও আমার লীলার প্রতি মনে বিশেষ প্রেম হয়।

[শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

শ্রবণাদি নয়প্রকার ভক্তি—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, চরণসেবা, পূজা, বন্দন, দাস্য, মিত্রতা এবং আত্ম-সমর্পণ।]

সন্ত চরন পঙ্কজ অতি প্রেমা।
মন ক্রম বচন ভজন দৃঢ় নেমা ॥
গুর পিতু মাতু বন্ধু পতি দেবা।
সব মোহি কহঁ জানৈ দৃঢ় সেবা ॥

সাধুদের চরণপদ্মে যাহার অতিশয় প্রেম, মন কর্ম ও বাক্য দ্বারা দৃঢ় নিয়মপূর্বক যে ভজন করে, গুরু, পিতামাতা, ভাই, পতি ও দেবতার সেবা যে আমারই সেবা বলিয়া জানে ও দৃঢ়তার সহিত সেবা করে,

মম গুন গাবত পুলক সরীরা।
গদগদ গিরা নয়ন বহ নীরা ॥
কাম আদি মদ দম্ভ ন জা কে।
তাত নিরন্তর বস মৈঁ তা কে ॥

আমার গুণগান করিতে যাহার শরীরে পুলক হয়, যাহার কথা গদগদ হইয়া যায় ও চোখ দিয়া জল পড়ে, যাহার কাম ইত্যাদি এবং অহঙ্কার ও দম্ভ নাই, হে প্রিয়, আমি সর্বদা তাহার বশ।

বচন করম মন মোরি গতি ভজন করহিঁ নিঃকাম।
তিন্হ কে হৃদয় কমল মহঁ করউঁ সদা বিশ্রাম ॥

যে বাক্য, কর্ম ও মনে আমারই শরণ লয় ও কামনারহিত হইয়া আমার ভজনা করে, আমি সর্বদা তাহারই হৃদয়কমলে বিশ্রাম করি।

১২ ॥ **ভগতি জোগ সুনি অতি সুখ পাবা।**
লছিমন প্রভুচরনন্হি সিরু নাবা ॥
এহি বিধি গয়ে কছুক দিন বীতী।
কহত বিরাগ জ্ঞান গুন নীতী ॥

ভক্তিযোগ শুনিয়া অতি সুখ পাইয়া লক্ষ্মণ প্রভুচরণে নমস্কার করিলেন। এই ভাবে বৈরাগ্য জ্ঞান ও গুণ এবং নীতির বিষয় চর্চা করিতে করিতে কিছু দিন কাটিয়া গেল।

সূপনখা রাবন কৈ বহিনী।
দুষ্টহৃদয় দারুন জসি অহিনী ॥
পঞ্চবটী সো গই এক বারা।
দেখি বিকল ভই জুগল কুমারা ॥

রাবণের ভগ্নী সূর্পণখার হৃদয় দুষ্ট, সে সাপের মত দারুণ। একবার সে পঞ্চবটী গিয়া দুই কুমারকে দেখিয়া বিকল হইল।

ভ্রাতা পিতা পুত্র উরগারী।
পুরুষ মনোহর নিরখত নারী ॥
হোই বিকল সক মনহিঁ ন রোকী।
জিমি রবিমনি দ্রব রবিহিঁ বিলোকী ॥

কাক ভুশুণ্ডী বলেন—হে গরুড়, ভাই পিতা পুত্র যেই হউক মনোহর পুরুষ দেখিলেই স্ত্রী বিকল হয় ও মন ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না, যেমন সূর্যকান্তমণি সূর্য দেখিয়া গলিয়া যায় তেমনি।

রুচির রূপ ধরি প্রভু পহিঁ জাঈ।
বোলী বচন বহুত মুসুকাঈ ॥
তুম্হ সম পুরুষ ন মো সম নারী।
যহ সঁজোগ বিধি রচা বিচারী ॥

সুন্দর রূপ ধরিয়া প্রভুর নিকট গিয়া সূর্পণখা হাসিয়া হাসিয়া বলিল—তোমার মত পুরুষ নাই, আর আমার মত নারী নাই। বিধি বিচার করিয়া এই সংযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন।

মম অনুরূপ পুরুষ জগ মাহীঁ।
দেখিউঁ খোজি লোক তিহুঁ নাহীঁ ॥
তা তেঁ অব লগি রহিউঁ কুমারী।
মন মানা কছু তুম্হহিঁ নিহারী ॥

আমি জগতে ও ত্রিভুবনে খুঁজিয়া দেখিয়াছি, আমার উপযুক্ত পুরুষ পাই নাই। সেইজন্যই এখন পর্যন্ত কুমারী আছি, তবে তোমাকে দেখিয়া মনে কিছু সন্তোষ হইয়াছে।

সীতহি চিতই কহী প্রভু বাতা।
অহই কুমার মোর লঘু ভ্রাতা ॥
গই লছিমন রিপুভগিনী জানী।
প্রভু বিলোকি বোলে মৃদু বানী ॥

সীতার দিকে তাকাইয়া প্রভু বলিলেন—আমার ছোট ভাই অবিবাহিত আছে। তখন সূর্পণখা লক্ষ্মণের নিকট গেল। লক্ষ্মণ তাহাকে শত্রুর ভগ্নী জানিয়া প্রভুর দিকে দেখিয়া মিষ্ট বাক্যে বলিলেন—

সুন্দরি সুনু মৈঁ উন্হ কর দাসা।
পরাধীন নহিঁ তোর সুপাসা ॥
প্রভু সমর্থ কোসলপুর রাজা।
জো কছু করহিঁ উন্হহিঁ সব ছাজা ॥

হে সুন্দরী, শোন। আমি উঁহার দাস, আমি পরাধীন, তোমার সুবিধা হইবে না। প্রভু শক্তিমান, উনি কোশলের রাজা, উনি যাহা করেন তাহাই সাজে।

সেবক সুখ চহ মান ভিখারী।
ব্যসনী ধন সুভগতি বিভিচারী ॥
লোভী জসু চহ চার গুমানী।
নভ দুহি দুধ চহত এ প্রানী ॥

দাস হইয়া সুখ চাওয়া, ভিখারী হইয়া মান চাওয়া, ব্যসনে যে ডুবিয়া আছে তাহার ধন চাওয়া, ব্যভিচারীর শুভগতি চাওয়া, লোভীর যশ চাওয়া ও চরের অভিমানী হওয়া, এসকল চাওয়াই আকাশ দুহিয়া দুধ চাওয়ার মত।

পুনি ফিরি রাম নিকট সো আঈ।
প্রভু লছিমন পহিঁ বহুরি পঠাঈ॥
লছিমন কহা তোহি সো বরঈ।
জো তৃন তোরি লাজ পরিহরঈ॥

সে ফিরিয়া রামের নিকট গেল। প্রভু আবার তাহাকে লক্ষ্মণের নিকটই পাঠাইলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন—তোমাকে সেই বিবাহ করিবে, যে কুটা ছেঁড়ার মত করিয়া লাজ ত্যাগ করিবে।

তব খিসিআনি রাম পহিঁ গঈ।
রূপ ভয়ঙ্কর প্রগটত ভঈ॥
সীতহি সভয় দেখি রঘুরাঈ।
কহা অনুজ সন সৈন বুঝাঈ॥

তখন সে রাগিয়া রামের নিকট গেল ও ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ করিল। রঘুনাথ সীতাকে ভীত দেখিয়া লক্ষ্মণকে ইসারা করিয়া বুঝাইলেন।

লছিমন অতিলাঘব সোঁ নাক কান বিনু কীন্হি।
তা কে কর রাবন কহঁ মনহুঁ চুনৌতী দীন্হি॥

লক্ষ্মণ অতি কুশলতার সহিত তাহাকে নাককানশূন্য করিলেন। মনে হয় যেন ইহাতেই তাহার হাতে রাবণের নিকট চিঠি পাঠান হইল।

২৩॥ **নাক কান বিনু ভই বিকরারা।**
জনু স্রব সৈল গেরু কৈ ধারা॥
খর দূষন পহিঁ গই বিলপাতা।
ধিগ ধিগ তব বল পৌরুষ ভ্রাতা॥

নাক-কান-বিহীন শূর্পণখার চেহারা বড় বিকট হইল। মনে হইল পর্বত হইতে যেন গৈরিক ধারা ঝরিতেছে। সে খর ও দূষণের নিকট গিয়া বলিতে লাগিল—ভাই, তোমাদের বল ও পৌরষে ধিক্, ধিক্।

তেহি পুছা সব কহেসি বুঝাই।
জাতুধান সুনি সেন বনাঈ॥
ধাএ নিসিচর বরূথ বরূথা।
জনু সপচ্ছ কজ্জল গিরি জূথা॥

জিজ্ঞাসা করিলে সে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিল। তখন রাক্ষস তাহার সৈন্য সজ্জা করিল। রাক্ষসদের সৈন্য এমন দৌড়িল যে, মনে হইল যেন কাজলগিরির দল পাখা তুলিয়া ছুটিল।

নানাবাহন নানাকারা।
নানায়ুধধর ঘোর অপারা॥
সুপনখা আগে করি লীন্হী।
অসুভরূপ স্রুতি নাসা হীনী॥

তাহারা নানা আকারের নানা বাহনে চড়িয়া ঘোর অপার সাজে নানা অস্ত্র ধরিয়া আসিল। নাক-কান-হীন অমঙ্গলের রূপ শূর্পণখা তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া আনিতেছিল।

অসগুন অমিত হোহিঁ ভয়কারী।
গনহিঁ ন মৃত্যুবিবস সব ঝারী॥
গর্জহিঁ তর্জহিঁ গগন উড়াহীঁ।
দেখি বিকট ভট অতি হরষাহীঁ॥

ভয়সূচক অনেক খারাপ চিহ্ন হইতে লাগিল, কিন্তু মরণের বশ বলিয়া উহারা তাহা গ্রাহ্য করিল না। রাক্ষসেরা তর্জন গর্জন করিতেছিল, আকাশে উড়িতেছিল ও বিকট যোদ্ধাদিগকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেছিল।

কোউ কহ জিয়ত ধরহু দোউ ভাঈ।
ধরি মারহু তিয় লেহু ছুড়াঈ॥
ধুরি পূরি নভমণ্ডল রহা।
রাম বোলাই অনুজ সন কহা॥

কেহ বলিল—জীবন্ত অবস্থায় দুই ভাইকে ধর, ধরিয়া মার ও স্ত্রীকে ছিনাইয়া লও। আকাশ ধূলায় পূর্ণ হইল। রাম লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন—

লেই জানকিহি জাহু গিরিকন্দর।
আবা নিসিচর কটকু ভয়ঙ্কর॥
রহেহু সজগ সুনি প্রভু কৈ বানী।
চলে সহিত শ্রী সর ধনু পানী॥
দেখি রাম রিপুদল চলি আবা।
বিহঁসি কঠিন কোদণ্ড চঢ়াবা॥

সীতাকে লইয়া পর্বতগুহায় যাও। রাক্ষসদের ভয়ঙ্কর সৈন্য আসিয়াছে, সতর্ক থাকিও। প্রভুর কথা শুনিয়া সীতাকে লইয়া ধনুক বাণ হাতে লক্ষ্মণ চলিলেন। শত্রুসৈন্য আসিতেছে দেখিয়া রাম হাসিয়া কঠিন ধনুক চড়াইলেন।

ছন্দ—কোদণ্ড কঠিন চঢ়াই সির জটজূট বাঁধত সোহ ক্যোঁ।
মরকত সৈল পর লরত দামিনি কোটি সোঁ জুগ ভুজগ জ্যোঁ॥
কটি কসি নিষঙ্গ বিসাল ভুজ গহি চাপ বিসিখ সুধারি কৈ।
চিতবত মনহুঁ মৃগরাজ প্রভু গজরাজ ঘটা নিহারি কৈ॥

কঠিন ধনুক চড়াইয়া মাথায় জটাজুট বাঁধিতেছিলেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন নীলমণির পর্বতে দুইটা হাতরূপ

সাপ কোটি বিদ্যুৎরূপ জটার সহিত খেলা করিতেছে। প্রভু কটিতে তূণীর কসিয়া, তাঁহার বিশাল হাতে ধনুক লইয়া বাণ ঠিক করিয়া লইয়া তাকাইয়া রহিলেন, মনে হইল যেন সিংহ গজরাজের ঘটা দেখিতেছে।

দোঃ—আই গয়ে বগমেল ধরহু ধরহু ধাবত সুভট।
জথা বিলোকি অকেল বালরবিহিঁ ঘেরত দনুজ॥

বালসূর্যকে একলা দেখিয়া যেমন দৈত্যেরা ঘিরিয়া ফেলে, তেমনি "ধর ধর" বলিতে বলিতে রাক্ষসদের বড় যোদ্ধারা আসিয়া পড়িল।

২৪—২৫॥ প্রভু বিলোকি সর সকহিঁ ন ডারী।
থকিত ভঈ রজনী চর ধারী॥
সচিব বোলি বোলে খরদূষন।
যহ কোউ নৃপবালক নরভূষন॥

রাক্ষসের দল প্রভুকে দেখিয়া বাণ ছাড়িতে পারিল না, তাহারা চকিত হইয়া রহিল। তখন খর ও দূষণ সচিবকে ডাকিয়া বলিল—এ মানুষের মধ্যে অলঙ্কারস্বরূপ কোনও রাজার ছেলে হইবে।

নাগ অসুর সুর নর মুনি জেতে।
দেখে জিতে হতে হম কেতে॥
হম ভরি জনম সুনহু সব ভাঈ।
দেখী নহিঁ অসি সুন্দরতাঈ॥

যত নাগ, অসুর, সুর ও মুনি আছে তাহাদিগকে আমি দেখিয়াছি, জয় করিয়াছি, কত বা মারিয়াছি। কিন্তু ভাই, শোন, এমন সৌন্দর্য আমি জন্মে দেখি নাই।

জদ্যপি ভগিনী কীন্হি কুরূপা।
বধ লায়ক নহিঁ পুরুষ অনূপা॥
দেহু তুরত নিজ নারি দুরাঈ।
জীবত ভবন জাহু দোউ ভাঈ॥

যদিও ইহারা ভগ্নীকে কুরূপ করিয়াছে, তথাপি এই অনুপম পুরুষ মারিয়া ফেলার যোগ্য নয়। এ নিজের যে স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহাকে দিক ও দুই ভাই প্রাণ লইয়া বাড়ী যাউক।

মোর কহা তুম্হ তাহি সুনাবহু।
তাসু বচন সুনি আতুর আবহু॥
দূতন্হ কহা রাম সন জাঈ।
সুনত রাম বোলে মুসুকাঈ॥

আমার কথা তোমরা তাহাকে শোনাও, ও তাহার কথা শুনিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আইস। দূতেরা রামকে গিয়া বলিলে রাম শুনিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

হম ছত্রী মৃগয়া বন করহীঁ।
তুম্হ সে খল মৃগ খোজত ফিরহীঁ॥
রিপু বলবন্ত দেখি নহিঁ ডরহীঁ।
এক বার কালহু সন লরহীঁ॥

আমি ক্ষত্রিয়, বনে মৃগয়া করি, তোমাদের মত খল মৃগই খুঁজিয়া ফিরি। বলবান শত্রু দেখিয়া ডরাই না, একেবারে যমের সঙ্গেও লড়াই করি।

জদ্যপি মনুজ দনুজ কুল ঘালক।
মুনিপালক খলসালক বালক॥
জৌঁ ন হোই বল ঘর ফিরি জাহু।
সমরবিমুখ মৈঁ হতউঁ ন কাহু॥

যদিও আমি মানুষ, তথাপি রাক্ষসকুল নাশ করিয়া থাকি। আমি মুনি পালন করি, আমি খলদিগের সংহারকারী বালক। যদি বল না থাকে, তবে ঘরে ফিরিয়া যাও। আমি কোনও যুদ্ধবিমুখকে মারি না।

রন চঢ়ি করিঅ কপট চতুরাঈ।
রিপু পর কৃপা পরম কদরাঈ॥
দূতন্হ জাই তুরত সব কহেউ।
সুনি খর দূষন উর অতি দহেউ॥

যুদ্ধ করিতে গেলে কপটতা ও চতুরতা করিতে হয়, কিন্তু শত্রুর উপর কৃপা দেখান বড় কাপুরুষতা। দূতেরা শীঘ্র গিয়া এ সকল বলিল, শুনিয়া খর দূষণের বুক জ্বলিতে লাগিল।

ছন্দ—উর দহেউ কহেউ কি ধরহু ধায়ে বিকট ভট রজনীচরা।
সর চাপ তোমর সক্তি সূল কৃপান পরিঘ পরসু ধরা॥
প্রভু কীন্হ ধনুষটঁকোর প্রথম কঠোর ঘোর ভয়াবহা।
ভয়ে বধির ব্যাকুল জাতুধান ন জ্ঞান তেহি অবসর রহা॥

হৃদয়ের জ্বালায় সে বলিল—হে বিকট রাক্ষস যোদ্ধা, তোমরা দৌড়াও, তোমরা ধনুকবাণ, তোমর, শক্তি, ত্রিশূল তলোয়ার, বর্শা, কুঠার ধর। প্রভু প্রথমে ঘোর ভয়াবহ ধনুষ্টঙ্কার করিলেন। তখন রাক্ষসেরা বধির হইয়া গেল, ব্যাকুল হইল, কাহারও জ্ঞান রহিল না।

দোঃ—সাবধান হোই ধায়ে জানি সবল আরাতি।
লাগে বরষন রাম পর অস্ত্র সস্ত্র বহু ভাঁতি॥

শত্রুকে সবল জানিয়া সাবধান হইয়া দৌড়িল। তাহারা রামের উপর নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল।

তিন্হ কে আয়ুধ তিল সম করি কাটে রঘুবীর।
তানি সরাসন স্রবন লগি পুনি ছাড়ে নিজ তীর॥

রঘুনাথ তাহাদের অস্ত্র তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন ও কান পর্যন্ত ধনুক টানিয়া তখন নিজের বাণ ছাড়িলেন।

২৬—২৭॥ তোমর ছন্দ—

তব চলে বাণ করাল।
ফুঙ্করত জনু বহু ব্যাল॥
কোপেউ সমর শ্রীরাম।
চলে বিসিখ নিসিত নিকাম॥

তখন রঘুনাথের বাণ এমন চলিতে লাগিল, যেন অনেক সাপ ফোঁস ফোঁস করিতেছে। শ্রীরাম যুদ্ধে রাগিয়া গেলেন, তখন অতি তীক্ষ্ণ বাণ চলিতে লাগিল।

অবলোকি খরতর তীর।
মুরি চলে নিসিচর বীর॥
ভয়ে ক্রুদ্ধ তীনিউ ভাই।
জো ভাগি রন তেঁ জাই॥

তীক্ষ্ণ তীর দেখিয়া রাক্ষস বীরেরা মুখ ঢাকিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল। তখন তিন ভাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—যে যুদ্ধ হইতে পালাইয়া যাইবে,

তেহি বধব হম নিজ পানি।
ফিরে মরন মন মহুঁ ঠানি॥
আয়ুধ অনেক প্রকার।
সনমুখ তেঁ করহিঁ প্রহার॥

তাহাকে আমরা নিজ হাতে মারিব। ইহা শুনিয়া রাক্ষসেরা নিজের মরণ নিশ্চয় জানিয়া ফিরিল। অনেক-প্রকার অস্ত্র দ্বারা সম্মুখ হইতে প্রহার করিতে লাগিল।

রিপু পরম কোপে জানি।
প্রভু ধনুষ সর সন্ধানি॥
ছাড়ে বিপুল নারাচ।
লগে কটন বিকট পিসাচ॥

শত্রুরা বড় রাগিয়াছে জানিয়া প্রভু ধনুকে বাণ চড়াইয়া বিপুল নারাচ অস্ত্র ছাড়িলেন, উহা বিকট পিশাচদিগকে কাটিতে লাগিল।

উর সীস ভুজ কর চরন।
জহঁ তহঁ লগে মহি পরন॥
চিক্করত লাগত বান।
ধর পরত কুধর সমান॥

বুক মাথা হাত পা যেখানে সেখানে মাটিতে পড়িতে লাগিল। বাণ লাগায় রাক্ষসেরা চীৎকার করিতে লাগিল ও পর্বতের মত উহাদের দেহ পড়িতে লাগিল।

ভট কটত তন সতখণ্ড।
পুনি উঠত করি পাষণ্ড॥
নভ উড়ত বহু ভুজ মুণ্ড।
বিনু মৌলি ধাবত রুণ্ড॥
খগ কঙ্ক কাক সৃগাল।
কটকটহিঁ কঠিন করাল॥

যোদ্ধাদের শরীর শতখণ্ড হইলেও পুনরায় মায়া করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। আকাশে অনেক হাত ও মাথা উড়িতে লাগিল ও মাথাশূন্য ধড় দৌড়াইতে লাগিল। পাখী সাদাচিল কাক শৃগাল ভয়ঙ্কর কটকট শব্দ করিতে লাগিল।

ছন্দ—কটকটহিঁ জম্বুক ভূত প্রেত পিসাচ খপ্পর সঞ্চহীঁ।
বেতাল বীর কপাল তাল বজাই জোগিনি নঞ্চহীঁ॥
রঘুবীর বান প্রচণ্ড খণ্ডহিঁ ভটন্হ কে উর ভুজ সিরা।
জহঁ তহঁ পরহিঁ উঠি লরহিঁ ধরু ধরু ধরু করহিঁ ভয়ঙ্কর গিরা॥

শিয়াল কটকট শব্দ করিতেছিল, ভূত প্রেত পিশাচেরা খপ্পর সাজাইতেছিল। বীরদের কপাল লইয়া বেতাল তাল বাজাইতেছিল, যোগিনীরা নাচিতেছিল। রঘুবীরের প্রচণ্ড বাণে যোদ্ধাদের বুক হাত মাথা কাটিয়া যেখানে সেখানে পড়িতেছিল। তাহারা উঠিয়া লড়িতেছিল ও ভয়ঙ্কর শব্দে "ধর ধর ধর" বলিতেছিল।

অন্তাবরী গহি উড়ত গীধ পিসাচ কর গহি ধাবহীঁ।
সংগ্রাম পুর বাসী মনহুঁ বহুবাল গুড়ী উড়াবহীঁ॥
মারে পছারে উর বিদারে বিপুল ভট কহরত পরে।
অবলোকি নিজ দল বিকট ভট তিসিরাদি খর দূষন ফিরে॥

গৃধ্র অন্ত্র লইয়া উড়িতেছিল ও পিশাচ তাহা ধরিয়া দৌড়াইতেছিল। উহাতে যুদ্ধনগরের বাসিন্দাদের বালকেরা যেন অনেক ঘুড়ী উড়াইতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল। অনেকে মরিয়া গেল, পড়িয়া গেল, কাহারও বুক কাটিয়া গেল। এমনি করিয়া বিপুল যোদ্ধারা ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল। নিজেদের সৈন্যদল বিকল দেখিয়া খর, দূষণ ও ত্রিশিরাদিরা রামের দিকে ফিরিল।

সর সক্তি তোমর পরসু সূল কৃপান একহিঁ বারহীঁ।
করি কোপ শ্রীরঘুবীর পর অগনিত নিসাচর ডারহীঁ॥
প্রভু নিমিষ মহুঁ রিপুসর নিবারি প্রচারি ডারে সায়কা।
দস দস বিসিখ উর মাঝ মারে সকল নিসি চর নায়কা॥

অসংখ্য রাক্ষসেরা রাগিয়া শ্রীরঘুবীরের উপর একই সাথে বাণ শক্তি তোমর কুঠার শূল ও কৃপাণ ছুড়িল। প্রভু নিমেষমধ্যে শত্রুদের শর আটকাইয়া বাণ ছাড়িলেন ও সকল রাক্ষসনায়কদের বুকে দশ দশ বাণ মারিলেন।

মহি পরত পুনি উঠি ভিরত মরত ন করত
মায়া অতি ঘনী।
সুর ডরত চৌদহসহস প্রেত বিলোকি
এক অবধধনী॥
সুর মুনি সভয় প্রভু দেখি মায়ানাথ অতি
কৌতুক করো্যৗ।
দেখহিঁ পরসপর রাম করি সংগ্রাম রিপুদল
লরি মরো্যৗ॥

যোদ্ধারা বার বার মাটিতে পড়িয়া উঠিয়া লড়িতেছিল, মরিতেছিল না, অতিঘোর মায়া করিতেছিল। দেবতারা দেখিলেন, শ্রীরঘুকুলমণি একা আর এদিকে চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস। দেখিয়া তাঁহারা ভয় পাইলেন। তখন দেবতা-দিগকে ভীত দেখিয়া মায়ানাথ অতি কৌতুক করিলেন। রাক্ষসেরা একে অন্যকে রাম বলিয়া দেখিতে লাগিল ও পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মরিল।

রাম রাম কহি তনু তজহিঁ পাবহিঁ পদ নির্বান।
করি উপায় রিপু মারে ছন মহুঁ কৃপানিধান॥

রাক্ষসেরা "ঐ রাম ঐ রাম" বলিয়া শরীর ত্যাগ করিতে ছিল বলিয়া মোক্ষ পাইতেছিল। এইভাবে উপায় করিয়া মুহূর্তমধ্যে কৃপানিধান শত্রু নাশ করিলেন।

হরষিত বরষহিঁ সুমন সুর বাজহিঁ গগন নিসান।
অস্তুতি করি করি সব চলে সোভিত বিবিধ বিমান॥

দেবতারা আনন্দিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, আকাশে বাজনা বাজিতে লাগিল। দেবতারা নানা বিমানে বসিয়া স্তুতি করিয়া করিয়া চলিয়া গেলেন।

২৮—২৯॥ জব রঘুনাথ সমর রিপু জীতে।
সুর নর মুনি সব কে ভয় বীতে॥
তব লছিমনু সীতহিঁ লেই আয়ে।
প্রভু পদ পরত হরষি উর লায়ে॥

যখন রঘুনাথ যুদ্ধে শত্রুকে জয় করিলেন, তখন দেবতা, মানুষ ও মুনি সকলের দুঃখ দূর হইল। সেই সময় লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া আসিলেন ও প্রভুকে প্রণাম করিতেই তিনি আনন্দিত হইয়া বুকে লইলেন।

সীতা চিতব স্যাম মৃদু গাতা।
পরম প্রেম লোচন ন অঘাতা॥
পঞ্চবটী বসি শ্রীরঘুনায়ক।
করত চরিত সুর মুনি সুখ দায়ক॥

ন অঘাতা—তৃপ্ত হয় না॥ রামের শ্যামল কোমল শরীর দেখিয়া সীতার পরমপ্রেমময় চক্ষু তৃপ্ত হইতেছিল না। পঞ্চবটীতে বসিয়া শ্রীরঘুনাথ দেবতা ও মুনিদিগের সুখদায়ক লীলা করিতেছিলেন।

ধুআঁ দেখি খরদূষন কেরা।
জাই সুপনখা রাবনু প্রেরা॥
বোলী বচন ক্রোধ করি ভারী।
দেস কোস কৈ সুরতি বিসারী॥

খর দূষণকে দাহ করার ধোঁয়া দেখিয়া তখন সূর্পণখা রাবণকে উসকাইল ও বড় ক্রোধে বলিতে লাগিল—তুমি যে দেশের কথা ভুলিয়া গিয়াছ।

করসি পান সোবসি দিনু রাতী।
সুধি নহিঁ তব সির পর আরাতী॥
রাজুনীতি বিনু ধন বিনু ধর্মা।
হরিহি সমর্পে বিনু সতকর্মা॥

মদ্যপান করিয়া দিন রাত শুইয়া থাক। তোমার মাথার উপর যে শত্রু, সে জ্ঞান তোমার নাই। নীতি বিনা রাজ্য, ধর্ম বিনা ধন, ভগবানকে সমর্পণ না করিয়া শুভকর্ম করা,

বিদ্যা বিনু বিবেক উপজায়ে।
স্রম ফল পঢ়ে কিয়ে অরু পায়ে॥
সঙ্গ তেঁ জতী কুমন্ত্র তেঁ রাজা।
মান তেঁ জ্ঞান পান তেঁ লাজা॥
প্রীতি প্রনয় বিনু মদ তেঁ গুনী।
নাসহিঁ বেগি নীতি অসি সুনী॥

যদি জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, তবে বিদ্যা পড়া ও পাওয়া, এ সকল কেবল শ্রমমাত্র। সঙ্গ করিলে যতীর নাশ হয়, কুমন্ত্রে রাজার নাশ হয়, অভিমানে জ্ঞান নাশ হয়, মদ্যাদি পানে লজ্জা নাশ হয়, নম্রতা বিনা প্রেম ও অহঙ্কার দ্বারা গুণ শীঘ্রই নাশ পায়, এইপ্রকার নীতিই শুনিয়াছি।

সোঃ—

রিপু রুজ পাবক পাপ প্রভু অহি গনিয় ন ছোট
করি।
অস কহি বিবিধ বিলাপ করি লাগী রোদন করন॥

হে রাবণ, শত্রু, ব্যাধি, পাপ ও সাপকে ছোট বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে নাই, এই বলিয়া সে নানা প্রকারে বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সভা মাঁঝ পরি ব্যাকুল বহু প্রকার কহ রোই।
তোহি জিঅত দসকন্ধর মোরি কি অসি গতি
হোই॥

সভার মধ্যে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়া অনেক কাঁদিয়া সূর্পণখা বলিল—হে দশানন, তুমি বাঁচিয়া থাকিতেই কি আমার এই দশা হইল?

৩০॥ সুনত সভাসদ উঠে অকুলাই।
সমুঝাই গহি বাহঁ উঠাই॥
কহ লঙ্কেস কহসি কিন বাতা।
কেইঁ তব নাসা কান নিপাতা॥

উহা শুনিয়া সভাসদেরা ব্যাকুল হইয়া উঠিল ও তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইল। তখন লঙ্কেশ রাবণ বলিল—নিজের কথা কেন বল না, তোমার নাক কান কে কাটিল ?

অবধনৃপতি দসরথ কে জায়ে।
পুরুষসিংহ বন খেলন আয়ে॥
সমুঝি পরী মোহি উন্হ কৈ করনী।
রহিত নিসাচর করিহহিঁ ধরনী॥

অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র, মানুষের মধ্যে সিংহের মত। সে বনে খেলা করিতে আসিয়াছে। তাহার কাজ দেখিয়া আমি বুঝিয়াছি, সে পৃথিবীকে রাক্ষসশূন্য করিতে চায়।

জিন্হ কর ভুজবল পাই দসানন।
অভয় ভয়ে বিচরত মুনি কানন॥
দেখত বালক কালসমানা।
পরমধীর ধন্বী গুন নানা॥

হে দশানন, ইহার বহুবলের জন্য মুনিরা নির্ভয়ে বনে বেড়াইতেছে। দেখিতে বালক হইলেও সে যমের মত। সে পরম ধীর ধনুকধারী ও তাহার নানা গুণ আছে।

অতুলিত বল প্রতাপ দোউ ভ্রাতা।
খল বধ রত সুর মুনি সুখ দাতা॥
সোভাধাম রাম অস নামা।
তিন্হ কে সঙ্গ নারি এক স্যামা॥

দুই ভাইয়ের অতুল বল ও প্রতাপ আছে। তাহারা রাক্ষসবধে রত ও দেবতামুনির সুখদানকারী। তাহার নাম রাম, সে অশেষ সুন্দর। তাহার সহিত এক সুন্দরী স্ত্রী আছে।

রূপরাসি বিধি নারি সঁবারী।
রতি সতকোটি তাসু বলিহারী॥
তাসু অনুজ কাটে শ্রুতিনাসা।
সুনি তব ভগিনি করহিঁ পরিহাসা॥

বিধাতা এই স্ত্রীকে এত রূপ দিয়া সাজাইয়াছেন যে, কোটি রতি হইতেও তাহার রূপ বেশী। তাহারই ছোট ভাই আমার নাক ও কান কাটিয়াছে ও তোমার ভগ্নী জানিয়া উপহাস করিয়াছে।

খরদূষন সুনি লগে পুকারা।
ছন মহঁ সকল কটক উন্হ মারা॥
খর দূষন তিসিরা কর ঘাতা।
সুনি দসসীস জরে সব গাতা॥

লগে—লড়িতে আরম্ভ করে॥ আমার চিৎকার শুনিয়া খর ও দূষণ লড়িতে লাগে, কিন্তু মুহূর্তমধ্যেই সকল সৈন্যকে সে মারিয়া ফেলে। খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে মারিয়াছে শুনিয়া রাবণের সকল শরীর জ্বলিয়া উঠিল।

সুপনখহি সমুঝাই করি বল বোলেসি বহু ভাঁতি।
গয়েউ ভবন অতি সোচ বস নীঁদ পরই নহিঁ রাতি॥

নিজের বলের নানাপ্রকার বর্ণনা করিয়া রাবণ সূর্পণখাকে প্রবোধ দিল ও চিন্তিত হইয়া বাড়ী গেল। সে রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিল না।

৩১॥ **সুর নর অসুর নাগ খগ মাহীঁ।**
মোরে অনুচর কহঁ কোউ নাহীঁ॥
খরদূষন মোহিঁ সম বলবন্তা।
তিন্হহিঁ কো মারই বিনু ভগবন্তা॥

জগতে দেবতা মানুষ অসুর নাগ বা পাখীর মধ্যে আমার অনুচরের সমান হয় এমন কেহই নাই। আর খর ও দূষণ আমারই মত বলবান। এক ভগবান ছাড়া তাহাদিগকে আর কে মারিতে পারে ?

সুররঞ্জন ভঞ্জন মহিভারা।
জৌঁ ভগবন্ত লীন্হ অবতারা॥
তৌ মৈ জাই বয়রু হঠি করউঁ।
প্রভুসর প্রান তজে ভব তরউঁ॥

দেবতাদের আনন্দদায়ক ও পৃথিবীর ভারহরণকারী জগদীশ্বর যদি অবতার হইয়াও আসিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আমি জোর করিয়া শত্রুতাই করিব ও প্রভুর হাতে মরিয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইব।

হোইহি ভজনু ন তামস দেহা।
মন ক্রম বচন মন্ত্র দৃঢ় এহা॥
জৌঁ নররূপ ভূপসুত কোউ।
হরিহউ নারি জীতি রন দোউ॥

এই তামস দেহে ভজন হয় না, অতএব মন কর্ম ও বাক্যে এই যুদ্ধ করার মন্ত্রণাই ঠিক রাখিব। আর যদি কোন রাজার ছেলে মানুষের বেশে আসিয়া থাকে, তবে উহাদের দুইজনকে যুদ্ধে জিতিয়া স্ত্রীকে হরণ করিয়া লইয়া আসিব।

চলা অকেল জান চঢ়ি তহবাঁ।
বস মারীচ সিন্ধুতট জহবাঁ॥
ইহাঁ রাম জসি জুগুতি বনাঈ।
সুনহু উমা সো কথা সুহাঈ॥

যেখানে সমুদ্রতটে মারীচ বাস করিত, রাবণ রথে চড়িয়া একাই সেইখানে গেল। শঙ্কর বলিলেন—উমা, এদিকে রাম যেপ্রকার যুক্তি স্থির করিয়াছেন, সে সুন্দর কথা শোন।

লছিমন গয়ে বনহিঁ জব লেন মূল ফল কন্দ।
জনকসুতা সন বোলে বিহঁসি কৃপা সুখ বৃন্দ॥

লক্ষ্মণ যখন ফল মূল কন্দ আনিবার জন্য বনে গেলেন, তখন কৃপা ও সুখস্বরূপ রামচন্দ্র হাসিয়া সীতাকে বলিলেন—

৩২ ॥ সুনহু প্রিয়া ব্রত রুচির সুসীলা।
মৈঁ কছু করবি ললিত নরলীলা॥
তুম্হ পাবক মহুঁ করহু নিবাসা।
জৌ লগি করউঁ নিসা চর নাসা॥

সুশীলা প্রিয়া, আমার এক সুন্দর ব্রতের কথা শোন। আমি কিছু সুন্দর মনুষ্যলীলা করিব। যতক্ষণ আমি রাক্ষস-দিগকে বধ না করি, ততক্ষণ তুমি আগুনের মধ্যে বাস কর।

জবহিঁ রাম সবু কহা বখানী।
প্রভুপদ ধরি হিয় অনল সমানী॥
নিজ প্রতিবিম্ব রাখি তহঁ সীতা।
তৈসই সীল রূপ সুবিনীতা॥

যখন রাম সকল কথা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, তখন প্রভুর পদ হৃদয়ে রাখিয়া সীতা আগুনে প্রবেশ করিলেন। সীতা নিজের প্রতিবিম্ব ঐখানে রাখিয়া গেলেন। সেও তাঁহারই মত শীল ও রূপবতী এবং সুবিনীতা।

লছিমনহূ যহ মরমু ন জানা।
জো কছু চরিত রচেউ ভগবানা॥
দসমুখ গয়উ জহাঁ মারীচা।
নাই মাথ স্বারথরত নীচা॥

ভগবান যে লীলা দেখাইবার আয়োজন করিলেন, লক্ষ্মণ সে সকলের মর্ম কিছুই জানিলেন না। এদিকে যেখানে মারীচ ছিল, স্বার্থপর রাবণ সেখানে গিয়া তাহাকে নমস্কার করিল।

নবনি নীচ কৈ অতি দুখদাঈ।
জিমি অঙ্কুস ধনু উরগ বিলাঈ॥
ভয়দায়ক খল কৈ প্রিয় বানী।
জিমি অকাল কে কুসুম ভবানী॥

হে ভবানী, নীচের নম্রতা বড় দুঃখদায়ক হয়, উহা অঙ্কুশ, ধনুক, সাপ ও বিড়ালের মত, মারিবার জন্যই নামে। খলের প্রিয় বাক্যও অকালের ফুলের মতই ভয়ানক।

করি পূজা মারীচ তব সাদর পূছী বাত।
কবন হেতু মন ব্যগ্র অতি অকসর আয়হু তাত॥

মারীচ আদরের সহিত রাবণের পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হে প্রিয়, তোমার মন অতিশয় উদ্বিগ্ন কেন, একাই বা কেন চলিয়া আসিয়াছ ?

৩৩ ॥ দসমুখ সকল কথা তেহি আগে।
কহী সহিত অভিমান অভাগে॥
হোহু কপটমৃগ তুম্হ ছলকারী।
জেহি বিধি হরি আনউঁ নৃপনারী॥

অভাগা রাবণ তাহার নিকট সকল কথা অভিমানের সহিত শুনাইয়া পরে বলিল—তুমি ছল করিতে পার। তুমি কপট হরিণ হও, যাহাতে রাজার স্ত্রীকে হরণ করিয়া আনিতে পারি।

তেহি পুনি কহা সুনহু দসসীসা।
তে নররূপ চরাচর ঈসা॥
তাসোঁ তাত বয়রু নহিঁ কীজৈ।
মারে মরিয় জিআয়ে জীজৈ।

তখন মারীচ বলিল—হে দশানন রাবণ, শোন। তিনি চরাচরের ঈশ্বর নররূপে আছেন। হে প্রিয়, তাঁহার সহিত শত্রুতা করিও না। তিনি মারিলে মরিবে বাঁচাইলে বাঁচিবে।

মুনিমখ রাখন গয়উ কুমারা।
বিনু ফর সর রঘুপতি মোহি মারা॥
সত জোজন আয়উঁ ছন মাহীঁ।
তিনহ সন বয়রু কিয়ে ভল নাহীঁ॥

তিনি যখন কুমার ছিলেন, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বিনা ফলার এমন বাণ আমাকে মারিয়াছিলেন যে, মুহূর্তমধ্যে শত যোজন আসিয়া পড়ি। তাঁহার সহিত শত্রুতা করিলে কল্যাণ নাই।

ভই মমি কীট ভৃঙ্গ কী নাঈঁ।
জহঁ তহঁ মৈঁ দেখউঁ দোউ ভাঈ॥
জৌঁ নর তাত তদপি অতি সূরা।
তিন্হহিঁ বিরোধি ন আইহি পূরা॥

তখন আমার বুদ্ধি ভৃঙ্গে ধরা পোকার মত হইয়া গেল। আমি যেখানে সেখানে দুই ভাইকে দেখিতে লাগিলাম। হে প্রিয়, মানুষ হইলেও উহারা অতিশয় বীর। উহাদের সহিত বিরোধ করিলে জয় হইবে না।

জেহি তাড়কা সুবাহু হতি খণ্ডেউ হরকোদণ্ড।
খর দূষন তিসিরা বধেউ মনুজ কি অস বরিবণ্ড॥

যে তাড়কা ও সুবাহুকে মারিয়াছে, যে হরধনু ভাঙিয়াছে, যে খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে মারিয়াছে, তাহার মত বলবান কি মানুষ হইতে পারে ?

৩৪ ॥ জাহু ভবন কুলকুসল বিচারী।
সুনত জরা দীন্হেসি বহু গারী॥
গুরু জিমি মূঢ় করসি মম বোধা।
কহু জগ মোহি সমান কো জোধা॥

নিজের বংশের কল্যাণের কথা বিবেচনা করিয়া বাড়ী যাও। ইহা শুনিয়াই রাবণ জ্বলিয়া উঠিয়া অনেক গালি দিল। বলিল—মূঢ়, গুরুর মত আমাকে উপদেশ দিতেছ। জগতে আমার সমান যোদ্ধা কে আছে ?

তব মারীচ হৃদয় অনুমানা।
নবহি বিরোধে নহিঁ কল্যানা॥
সস্ত্রী মর্মী প্রভু সঠ ধনী।
বৈদ্য বন্দি কবি মানস গুনী॥

তখন মারীচ মনে মনে ভাবিল যে, এই নয় জনের সহিত বিরোধ কল্যাণকর হয় না, যথা—শাস্ত্রী, যে মর্মভেদ করে, স্বামী, মূর্খ, ধনী, বৈদ্য, ভাট, কবি ও গুণবান মানুষ।

উভয় ভাঁতি দেখা নিজ মরনা।
তব তাকেসি রঘু নায়ক সরনা॥
উতরু দেত মোহি বধব অভাগেঁ।
কস ন মরউঁ রঘুপতি সর লাগেঁ॥

মারীচ দুই দিকেই নিজের মরণ দেখিল। তখন রঘুনাথেরই শরণ লইল। ভাবিল, যদি উত্তর দিই তবে এই অভাগা আমাকে মারিবে, তাহার চাইতে রঘুপতির বাণের আঘাতেই মরি না কেন?

অস জিয় জানি দসাননসঙ্গা।
চলা রাম পদ প্রেম অভঙ্গা॥
মন অতি হরষ জনাব ন তেহী।
আজু দেখিহউঁ পরমসনেহী॥

এইরূপ স্থির করিয়া রামের চরণে অটুট প্রেম রাখিয়া রাবণের সাথে চলিল। তাহার মনে এই বড় আনন্দ যে, আজ পরমপ্রেমিক রামকে দেখিব, কিন্তু সে কথা রাবণকে জানাইল না।

ছন্দ—নিজ পরম প্রীতম দেখি লোচন সুফল করি সুখ পাইহউঁ।
শ্রীসহিত অনুজসমেত কৃপা নিকেত পদ মন লাইহউঁ॥
নির্বানদায়ক ক্রোধ জা কর ভগতি অবসহি বস করী।
নিজ পানি সর সন্ধানি সো মোহি বধিহি সুখসাগর হরী॥

সে ভাবিল, নিজের পরম প্রিয়তমকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিব। সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত কৃপানিকেতন রামের চরণে মন লাগাইব। যাঁহার ক্রোধও মোক্ষ দিয়া থাকে, যাঁহার ভক্তি অবশকেও বশ করিয়া ফেলে, সেই সুখসাগর ভগবান নিজ হাতে বাণ ছাড়িয়া আমাকে মারিবেন।

মম পাছে ধর ধাবত ধরে সরাসন বান।
ফিরি ফিরি প্রভুহিঁ বিলোকিহউঁ ধন্য ন মো সম আন॥

আমাকে ধরার জন্য আমার পিছনে রঘুনাথ ধনুক বাণ লইয়া ছুটিবেন। আমি ফিরিয়া ফিরিয়া প্রভুকে দেখিব, আমার মত আর কেহ ধন্য নয়।

২৫॥ তেহি বন নিকট দসানন গয়উ।
তব মারীচ কপটমৃগ ভয়উ॥
অতিবিচিত্র কছু বরনি ন জাঈ।
কনকদেহ মনিরচিত বনাঈ॥

রাবণ সেই (দণ্ডক) বনের কাছে গেল, তখন মারীচ কপট মৃগ হইল। সে দেখিতে এমন সুন্দর হইল যে বলা যায় না। তাহার সোনার শরীর, তাহার উপর মণি সাজান।

সীতা পরমরুচির মৃগ দেখা।
অঙ্গ অঙ্গ সুমনোহর বেখা।
সুনহু দেব রঘুবীর কৃপালা।
এহি মৃগ কর অতিসুন্দর ছালা॥

সীতা এই অতি সুন্দর হরিণ দেখিলেন, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ মনোহর। বলিলেন—হে কৃপাল রঘুবর, হে দেব, এই হরিণের চামড়া অতি সুন্দর।

সত্যসন্ধ প্রভু বধ করি এহী।
আনহু চর্ম কহতি বৈদেহী॥
তব রঘুপতি জানত সব কারন।
উঠে হরষি সুরকাজ সঁবারন॥

সীতা বলিলেন—হে সত্যসন্ধ প্রভু, উহাকে বধ করিয়া উহার চামড়া আন। রঘুপতি সকল কারণই জানিতেন, তখন তিনি দেবতাদের কাজ সম্পন্ন হইবে বলিয়া আনন্দিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

মৃগ বিলোকি কটি পরিকর বাঁধা।
করতল চাপ রুচিরসর সাধা॥
প্রভু লছিমনহিঁ কহা সমুঝাঈ।
ফিরত বিপিন নিসিচর বহু ভাঈ॥

হরিণ দেখিয়া কোমরে কোমরবন্ধ বাঁধিলেন ও হাতে ধনুক লইয়া সুন্দর শর সন্ধান করিলেন। প্রভু লক্ষ্মণকে বুঝাইয়া বলিলেন—রাক্ষসেরা বনে ঘুরিতেছে।

সীতা কেরি করেহু রখবারী।
বুধি বিবেক বল সময় বিচারী॥
প্রভুহি বিলোকি চলা মৃগ ভাজী।
ধায়ে রাম সরাসন সাজী॥

তুমি বুদ্ধি জ্ঞান বল ও সময় বিচার করিয়া সীতার রক্ষকতা করিবে। প্রভুকে দেখিয়া হরিণ পালাইয়া গেল, রাম ধনুক বাণ সাজাইয়া ছুটিলেন।

নিগম নেতি সিব ধ্যান ন পাবা।
মায়ামৃগ পাছে সোই ধাবা॥
কবহুঁ নিকট পুনি দূরি পরাঈ।
কবহুঁক প্রগটই কবহুঁ ছপাঈ॥

যাঁহাকে বেদ "ইহা নয়, ইহা নয়" এই বলিয়া বুঝাইয়াছে, যাঁহাকে শিব ধ্যানেও পান না সেই রাম মায়াহরিণের পিছনে ছুটিতেছেন। হরিণ কখনো নিকটে থাকে, কখনো দূরে পালায়। কখনো দেখা যায়, কখনো বা অদৃশ্য হয়।

প্রগটত দুরত করত ছল ভূরী।
এহি বিধি প্রভুহি গয়উ লেই দূরী॥
তব তকি রাম কঠিন সর মারা।
ধরনি পরেউ করি ঘোর পুকারা॥

সে কখনো দেখা দিয়া, কখনো অদৃশ্য হইয়া ভারি ছল করিতে লাগিল ও এই প্রকারে তাঁহাকে অনেক দূরে লইয়া গেল। তখন রাম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কঠিন বাণ মারিলেন। সে ঘোর চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

> লছিমন কৈ প্রথমহিঁ লৈ নামা।
> পাছে সুমিরেসি মন মহুঁ রামা॥
> প্রান তজত প্রগটেসি নিজ দেহা।
> সুমিরেসি রাম সমেত সনেহা॥
> অন্তরপ্রেমু তাসু পহিচানা।
> মুনি দুর্লভ গতি দীন্হি সুজানা॥

প্রথমেই লক্ষ্মণের নাম লইল, পরে মনে মনে রাম স্মরণ করিল। প্রাণত্যাগ করার সময় নিজের শরীর প্রকাশ করিল ও সীতা সহিত রামের স্মরণ করিল। প্রভু তাহার অন্তরের প্রেমের পরিচয় পাইলেন। জ্ঞানী রামচন্দ্র তাহাকে মুনিদিগেরও দুর্লভ গতি দিলেন।

> বিপুল সুমন সুর বরষহিঁ গাবহিঁ প্রভু গুন গাথ।
> নিজ পদ দীন্হ অসুর কহুঁ দীনবন্ধু রঘুনাথ॥

দেবতারা খুব পুষ্পবৃষ্টি করিলেন ও প্রভুর গুণগান করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু রঘুনাথ রাক্ষসকেও নিজধামে পাঠাইলেন।

> ৩৬॥ খল বধি তুরত ফিরে রঘুবীরা
> সোহ চাপ কর কটি তূনীরা॥
> আরতগিরা সুনী জব সীতা।
> কহ লছিমন সন পরম সভীতা॥

রাক্ষস মারিয়া রঘুনাথ শীঘ্রই ফিরিলেন। তাঁহার হাতে ধনুক ও কোমরে তূণীর শোভা পাইতেছিল। এদিকে সীতা যখন আর্তশব্দ (হা লক্ষ্মণ) শুনিলেন, তখন অতি ভয় পাইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—

> জাহু বেগি সঙ্কট অতি ভ্রাতা।
> লছিমন বিহঁসি কহা সুনু মাতা॥
> ভৃকুটিবিলাস সৃষ্টিলয় হোঈ।
> সপনেহুসঙ্কট পরই কি সোঈ॥

শীঘ্র যাও, তোমার ভাই সঙ্কটে পড়িয়াছেন। লক্ষ্মণ হাসিয়া বলিল—মা, যিনি চোখ ঘুরাইলেই সংসার নাশ হয়, তিনি কি স্বপ্নেও কখন সঙ্কটে পড়িতে পারেন?

> মরমবচন জব সীতা বোলা।
> হরিপ্রেরিত লছিমন মন ডোলা॥
> বন দিসি দেব সৌঁপি সব কাহু।
> চলে জহাঁ রাবন সসি রাহু॥

সীতা যখন তাঁহাকে নিষ্ঠুর কথা বলিলেন, তখন ঈশ্বর-প্রেরণায় লক্ষ্মণের বুদ্ধিও টলিল। বন, দিক ও দেবতা সকলের নিকট সীতাকে সমর্পণ করিয়া যেখানে রাবণরূপ চন্দ্রের রাহু রাম ছিলেন সেই দিকে চলিলেন।

> সূন বীচ দসকন্ধর দেখা।
> আবা নিকট জতী কে বেখা।
> জা কে ডর সুর অসুর ডেরাহীঁ।
> নিসি ন নীঁদ দিন অন্ন ন খাহীঁ॥

ইতিমধ্যে রাবণ দেখিল যে সে স্থান শূন্য, তখন সে যতির বেশ লইয়া নিকটে আসিল। যাহার ভয়ে সুর ও অসুরেরা ভয় পাইয়া থাকে, রাত্রে ঘুমায় না, দিনে খাইতে পারে না,

> সো দসসীস স্বান কী নাঈঁ।
> ইত উত চিতই চলা ভড়িহাঈঁ॥
> ইমি কুপন্থ পগ দেত খগেসা।
> রহ ন তেজ তন বুধিলবলেসা॥

সেই রাবণ কুকুরের মত এদিক ওদিক চাহিয়া সাবধান হইয়া চলিতে লাগিল। হে গরুড়, কুপথে পা দিলে যেমন তেজ বল বুদ্ধি অণুমাত্রও থাকে না, রাবণের তাহাই হইয়াছিল।

> নানা বিধি কহি কথা সুহাঈ।
> রাজনীতি ভয় প্রীতি দেখাঈ॥
> কহ সীতা সুনু জতী গোসাঈঁ।
> বোলেহু বচন দুষ্ট কী নাঈঁ॥

রাবণ সীতাকে নানাবিধ সুন্দর কথা বলিল ও রাজনীতি ভয় ও প্রীতির কথা বলিল। সীতা বলিলেন—হে যতি প্রভু, শোন। তুমি দুষ্টের মত কথা বলিতেছ।

> তব রাবন নিজরূপ দেখাবা।
> ভঈ সভয় জব নাম সুনাবা॥
> কহ সীতা ধরি ধীরজু গাঢ়া।
> আই গয়উ প্রভু খল রহু ঠাঢ়া॥

তখন রাবণ সীতাকে নিজের রূপ দেখাইল। সীতা যখন তাহার নাম শুনিলেন, তখন ভীত হইলেন এবং খুব ধৈর্য ধরিয়া বলিলেন—দুষ্ট, তবে দাঁড়া। প্রভু আসিয়া পহুঁছিতেছেন।

> জিমি হরিবধুহি ছুদ্র সস চাহা।
> ভয়সি কালবস নিসিচর নাহা॥
> সুনত বচন দসসীস লজানা।
> মন মহুঁ চরন বন্দি সুখ মানা।

সস—শশক॥ হে রাক্ষসরাজ, যেমন শশক সিংহিনীকে চাহে তেমনি তুমি কালের বশ হইয়াছ। কথা শুনিয়া রাবণের লজ্জা হইল, সে মনে মনে চরণ বন্দনা করিয়া সুখী হইল।

ক্রোধবন্ত তব রাবন লীন্‌হেসি রথ বৈঠাই।
চলা গগনপথ আতুর ভয় রথ হাঁকি ন জাই॥

তখন রাবণ রাগিয়া সীতাকে রথে বসাইয়া লইল ও তাড়াতাড়ি গগনপথে রথ চালাইল, কিন্তু ভয়ে রথ হাঁকাইতে পারিতেছিল না।

৩১-৩৮॥ **হা জগদৈকবীর রঘুরায়া।**
কেহি অপরাধ বিসারেহু দায়া॥
আরতিহরন সরন সুখ দায়ক।
হা রঘু কুল সরোজ দিন নায়ক॥

সীতা বিলাপ করিতে লাগিলেন—হে জগতের একমাত্র বীর রঘুরাজ, হে দুঃখনাশন, শরণাগতের সুখদায়ক, হে রঘুকুলপদ্মের সূর্য!

হা লছিমন তুম্‌হার নহি দোসা।
সো ফল পায়েউঁ কীন্‌হেউ রোসা॥
বিবিধ বিলাপ করতি বৈদেহী।
ভূরিকৃপা প্রভু দূরি সনেহী॥

হা লক্ষ্মণ, তোমার দোষ নাই। তোমার উপর রাগ করিয়াছিলাম, তাহার ফল পাইতেছি। সীতা এই বলিয়া নানাপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন—স্বামীর ত অনেক কৃপা, কিন্তু প্রেমিক এখন লুকাইয়া রহিয়াছেন।

বিপতি মোরি কো প্রভুহিঁ সুনাবা।
পুরোডাস চহ রাসভ খাবা॥
সীতা কৈ বিলাপ সুনি ভারী।
ভয়ে চরাচর জীব দুখারী॥

আমার বিপদের কথা কে প্রভুকে শুনাইবে? গাধা যজ্ঞের ভাগ খাইতে চাহিতেছে। সীতার এত বিলাপ শুনিয়া বনের জীবেরা দুঃখিত হইল।

গীধরাজ সুনি আরত বানী।
রঘুকুল তিলক নারি পহিচানী॥
অধম নিসাচর লীন্‌হে জাঈ।
জিমি মলেছবস কপিলা গাঈ॥

গৃধ্ররাজ জটায়ু সীতার বিলাপ শুনিয়া তাঁহাকে রঘুকুল-তিলকের স্ত্রী বলিয়া চিনিল। দেখিল, কসাই যেমন করিয়া কপিলা গাই লয়, তেমনি করিয়া রাক্ষস তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে।

সীতে পুত্রি করসি জনি ত্রাসা।
করিহউঁ জাতুধান কৈ নাসা॥
ধাবা ক্রোধবন্ত খগ কৈসে।
ছূটই পবি পর্বত কহুঁ জৈসে॥

গৃধ্ররাজ জটায়ু বলিল—হে পুত্রী সীতা, ভয় পাইও না। আমি রাক্ষসকে মারিয়া ফেলিব। পক্ষী রাগ করিয়া বজ্র যেমন পর্বতের দিকে ছুটে তেমনিভাবে ছুটিল।

রে রে দুষ্ট ঠাঢ় কিন হোহী।
নির্ভয় চলেসি ন জানেসি মোহী॥
আবত দেখি কৃতান্তসমানা।
ফিরি দসকন্ধর কর অনুমানা॥

সে বলিল—ওরে দুষ্ট, দাঁড়াইতেছিস না কেন? নির্ভয়ে চলিতেছিস। আমাকে চিনিস না? তাহাকে যমের মত আসিতে দেখিয়া রাবণ মনে করিল,

কী মৈনাক কি খগপতি হোঈ।
মম বল জান সহিত পতি সোঈ॥
জানা জরঠ জটায়ু এহা।
মম করতীরথ ছাড়িহি দেহা॥

ইহা কি মৈনাক পর্বত হইবে অথবা এ গরুড়? গরুড় হইলে তাহার প্রভুর মত সেও ত আমার বলের কথা জানে। রাবণ দেখিল, এ বৃদ্ধ জটায়ু। তখন বলিল—এ আমার হাতরূপ তীর্থে দেহ ছাড়িতে আসিতেছে।

সুনত গীধ ক্রোধাতুর ধাবা।
কহ সুনু রাবন মোর সিখাবা॥
তজি জানকিহি কুসল গৃহ জাহু।
নাহিঁ ত অস হোইহি বহুবাহু॥

শুনিয়া গৃধ্র ক্রোধাতুর হইয়া ছুটিল। বলিল—হে রাবণ আমার উপদেশ শোন। জানকীকে ত্যাগ করিয়া ভালয় ভালয় ঘরে যাও। হে বহুবাহু রাবণ, তাহা না হইলে তোমার এই হইবে যে,

রাম রোষ পাবক অতি ঘোরা।
হোইহি সলভ সকলকুল তোরা॥
উতরু ন দেত দসানন জোধা।
তবহিঁ গীধ ধাবা করি ক্রোধা॥

রামের ক্রোধরূপ অতি ঘোর আগুনে তোমার সকল কুল পতঙ্গের মত পুড়িবে। রাবণ উত্তর না দেওয়ায়, গৃধ্র ক্রোধ করিয়া ছুটিল।

ধরি কচ বিরথ কীন্‌হ মহি গিরা।
সীতহিঁ রাখি গীধ পুনি ফিরা॥
চোচন্‌হ মারি বিদারেসি দেহী।
দণ্ড এক ভই মুরুছা তেহী॥

রাবণের চুল ধরিয়া তাহাকে রথ হইতে ফেলিয়া দিল। সে মাটিতে পড়িল। গৃধ্র সীতাকে রাখিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। নখের আঘাত করিয়া শরীর এমন ছিঁড়িয়া ফেলিল যে, রাবণ এক দণ্ডের জন্য মূর্ছা গেল।

তব সক্রোধ নিসিচর খিসিয়ানা।
কাঢ়েসি পরমকরাল কৃপানা॥
কাটেসি পঙ্খ পরা খগ ধরনী।
সুমিরি রাম করি অদভুত করনী॥

সে সময় রাক্ষস রাগে খিচাইয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তলোয়ার লইল ও পাখা কাটিয়া ফেলিল। পাখী রাম নাম স্মরণ করিয়া ও অদ্ভুত শক্তি দেখাইয়া মাটিতে পড়িল।

সীতহি জান চঢ়াই বহোরী।
চলা উতাইল ত্রাস ন থোরী॥
করতি বিলাপ জাতি নভ সীতা।
ব্যাধবিবস জনু মৃগী সভীতা॥

সীতাকে আবার রথে চড়াইয়া ব্যস্ত হইয়া রাবণ চলিল। তাহার মনে বড় কম ভয় ছিল না। সীতা আকাশপথে যাইতে যাইতে বিলাপ করিতেছিলেন। তাঁহার অবস্থা ব্যাধের হাতে অবশ ভীতা হরিণীর মত হইয়াছিল।

গিরি পর বৈঠে কপিন্হ নিহারী।
কহি হরিনাম দীন্হ পট ডারী॥
এহি বিধি সীতহি সো লেই গয়উ।
বন অসোক মহঁ রাখত ভয়উ॥

পর্বতের উপর বানরেরা বসিয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া হরিনাম করিয়া সীতা কাপড় ফেলিয়া দিলেন। এইভাবে রাবণ সীতাকে লইয়া গিয়া অশোকবনে রাখিল।

হারি পরা খল বহুবিধি ভয় অরু প্রীতি দেখাই।
তব অসোকপাদপ তর রাখেসি জতন করাই॥

যখন দুষ্ট নানাপ্রকারে ভয় ও ভালবাসা দেখাইয়া হারিয়া গেল, তখন সীতাকে অশোক গাছের তলায় যত্নে রাখিল।

জেহি বিধি কপটকুরঙ্গ সঙ্গ ধাই চলে শ্রীরাম।
সো ছবি সীতা রাখি উর রটতি রহতি হরিনাম।

যেভাবে মায়া-হরিণের সঙ্গে শ্রীরাম ছুটিয়া চলিয়াছিলেন, সেই দৃশ্য মনে রাখিয়া সীতা হরিনাম করিতে লাগিলেন।

৩১॥ **রঘুপতি অনুজহি আবত দেখী।**
বাহিজ চিন্তা কীন্হি বিসেখী॥
জনকসুতা পরিহরেহু অকেলী।
আয়হু তাত বচন মম পেলী।

শ্রীরাম ভাইকে আসিতে দেখিয়া বাহির হইতেই বিশেষ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বলিলেন—হে প্রিয়, আমার কথা ঠেলিয়া জানকীকে একলা ফেলিয়া আসিলে?

নিসিচর নিকর ফিরহিঁ বন মাহীঁ।
মম মন সীতা আস্রম নাহীঁ॥
গহি পদকমল অনুজ কর জোরী।
কহেউ নাথ কছু মোহি ন খোরী॥

রাক্ষসেরা বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমার মনে হয় সীতা আশ্রমে নাই। তখন চরণকমলে প্রণাম করিয়া ভাই লক্ষ্মণ হাত জোড় করিয়া বলিলেন—হে নাথ, আমার কোন দোষ নাই।

অনুজ সমেত গয়ে প্রভু তহবাঁ।
গোদাবরিতট আস্রম জহবাঁ॥
আস্রম দেখি জানকীহীনা।
ভয়ে বিকল জস প্রাকৃত দীনা॥

গোদাবরীতীরে যেখানে আশ্রম, ভাই সমেত রাম সেইখানে গেলেন। আশ্রম জানকীহীন দেখিয়া রাম সাধারণ লোকের মত দুঃখিত ও ব্যাকুল হইলেন।

হা গুনখানি জানকী সীতা।
রূপ সীল ব্রত নেম পুনীতা॥
লছিমন সমুঝায়ে বহু ভাঁতী।
পূছত চলে লতা তরু পাতী॥

হে গুণখনি জানকী সীতা, হে রূপ শীল ব্রত ও নিয়ম দ্বারা পবিত্র, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে নানা রকমে বুঝাইলেন ও তরু লতা পাতা সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন।

হে খগ মৃগ হে মধুকরশ্রেনী।
তুম্হ দেখী সীতা মৃগনৈনী॥
খঞ্জন সুক কপোত মৃগ মীনা।
মধুপনিকর কোকিলা প্রবীনা॥

হে পক্ষী ও মৃগগণ, হে মৌমাছিগণ, তোমরা কি হরিণ-নয়না সীতাকে দেখিয়াছ? খঞ্জন, তোতা, পায়রা, হরিণ, মাছ, ভ্রমরেরা, চতুর কোকিল,

কুন্দ কলী দাড়িম দামিনী।
কমল সরদ সসি অহিভামিনী॥
বরুনপাস মনোজধনু হংসা॥
গজ কেহরি নিজ সুনত প্রসংসা॥

কুন্দকলি, দাড়িম, বিদ্যুৎ, শরৎকালের পদ্ম, চাঁদ, সাপিনী, বরুণের পাশ, কামদেবের ধনুক, হাঁস, হাতী, সিংহ নিজ নিজ প্রশংসা শুনিতে লাগিল।

শ্রীফল কনক কদলি হরষাহীঁ।
নেকু ন সঙ্ক সকুচ মন মাহীঁ॥
সুনু জানকী তোহি বিনু আজু।
হরষে সকল পাই জনু রাজু॥

বেল, সোনা ও কলা আনন্দিত হইল, তাহাদের মনে কোনও ভয় রহিল না। হে জানকী, শোন। তোমা ছাড়া আজ সকলে যেন রাজ্য পাওয়ার মত আনন্দ করিতেছে।

কিমি সহি জাত অনখ তোহি পাহীঁ।
প্রিয়া বেগি প্রগটসি কস নাহীঁ॥
এহি বিধি খোজত বিলপত স্বামী।
মনহুঁ মহাবিরহী অতি কামী॥

ইহাদের এই ঈর্ষা তুমি কেমন করিয়া সহিতেছ? হে প্রিয়া, তুমি তাড়াতাড়ি কেন দেখা দিতেছ না? প্রভু এই

তাবে খুঁজিতেছিলেন ও বিলাপ করিতেছিলেন, মনে হইতেছিল যেন তিনি অতিকামী বিরহী।

পুরনকাম রাম সুখরাসী।
মনুজচরিত কর অজ অবিনাসী॥
আগে পরা গীধপতি দেখা।
সুমিরত রামচরন জিন্হ রেখা॥

সুখময় পূর্ণকাম রাম, অবিনাশী ও অজন্ম হইয়া মানুষের লীলা করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন সম্মুখে গৃধ্ররাজ পড়িয়া আছে। সে রামচরণচিহ্ন স্মরণ করিতেছিল।

করসরোজ সির পরসেউ কৃপাসিন্ধু রঘুবীর।
নিরখি রাম ছবি ধাম মুখ বিগত ভঈ সব পীর॥

কৃপাসিন্ধু রঘুবীর তাঁহার পদ্মহাত দিয়া তাহার মাথা স্পর্শ করিলেন। রামের শোভাময় মুখ দেখিয়া তাহার সমস্ত ব্যথা দূরে গেল।

৪০। **তব কহ গীধ বচন ধরি ধীরা॥**
সুনহু রাম ভঞ্জন ভবভীরা॥
নাথ দসানন যহ গতি কীন্হী।
তেহি খল জনকসুতা হরি লীন্হী॥

তখন গৃধ্র ধৈর্য ধরিয়া বলিল—হে ভবভয়ভঞ্জন রাম, হে নাথ, শোন। রাবণ আমার এই দশা করিয়াছে। সেই সীতাকে জোর করিয়া হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

লেই দচ্ছিন দিসি গয়উ গোসাঈঁ।
বিলপতি অতি কুররী কী নাঈঁ॥
দরস লাগি প্রভু রাখেউ প্রানা।
চলন চহত অব কৃপানিধানা॥

হে প্রভু, রাবণ তাহাকে লইয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। সীতা কুররী পাখীর মত বিলাপ করিতেছিলেন। হে কৃপানিধান, এখন প্রান বাহির হইতে চায়।

রাম কহা তনু রাখহু তাতা।
মুখ মুসুকাই কহী তেহি বাতা॥
জা কর নাম মরত মুখ আবা।
অধমউ মুকুত হোই শ্রুতি গাবা॥

রাম বলিলেন—হে প্রিয়, শরীরে প্রাণ রাখ। সে কথা শুনিয়া গৃধ্র হাসিয়া বলিল—যাহার নাম মরার সময় মুখে আনিলে অধমও মুক্তি পায় বলিয়া বেদে বলিয়া থাকে,

সো মম লোচন গোচর আগে।
রাখউঁ দেহ নাথ কেহি লাগে।
জল ভরি নয়ন কহহিঁ রঘুরাঈ।
তাত কর্ম নিজ তেঁ গতি পাঈ॥

সেই রাম আমার চোখের সম্মুখে। হে নাথ, আর কিসের জন্য দেহ রাখিব? চক্ষুতে জল ভরিয়া রাম বলিলেন—হে প্রিয়, তুমি নিজের কর্মের জন্যই গতি পাইবে।

পরহিত বস জিন্হ কে মন মাহীঁ।
তিন্হ কহুঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীঁ॥
তনু তজি তাত জাহু মম ধামা।
দেউঁ কাহ তুম্হ পুরনকামা॥

যাহার মনে পরের উপকারের ইচ্ছা বাস করে, জগতে তাহার নিকট কিছুই দুর্লভ নয়। হে প্রিয়, দেহ ত্যাগ করিয়া আমার স্থান বৈকুণ্ঠে যাও। আর কি দিব, তুমি পূর্ণকাম।

সীতাহরন তাত জনি কহেহু পিতা সন জাই।
জৌঁ মৈঁ রাম ত কুল সহিত কহিহি দসানন আই॥

হে প্রিয়, বৈকুণ্ঠে গিয়া পিতার নিকট সীতা হরণের কথা বলিও না। যদি আমি রাম হই তবে রাবণ সবংশে গিয়াই সে কথা বলিবে।

৪১॥ **গীধ দেহ তজি ধরি হরিরূপা।**
ভূষন বহু পট পীত অনূপা॥
স্যাম গাত বিসাল ভুজ চারী।
অস্তুতি করত নয়ন ভরি বারী॥

গৃধ্র দেহ ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর রূপ পাইল, অনেক অলঙ্কার ও অনুপম হলুদ বস্ত্র পাইল, শ্যামল শরীর ও বিশাল চার হাতে লইল। তখন জলভরা চোখে সে স্তুতি করিতে লাগিল—

ছন্দ—জয় রাম রূপ অনূপ নির্গুন সগুন গুন প্রেরক সহী।
দসসীস বাহু প্রচণ্ড খণ্ডন চণ্ডসর মণ্ডন মহী॥
পাথোদগাত সরোজমুখ রাজীব আয়ত লোচনং॥
নিত নৌমি রাম কৃপাল বাহুবিসাল ভব ভয় মোচনং॥

হে রাম, তোমার জয় হউক। তোমার রূপ অনুপম। তুমি নির্গুণ, তুমি সগুণ ও তুমিই গুণের প্রেরক। তোমার ধনুক ও বাণ রাবণের প্রচণ্ড বাহুকে কাটিয়া ফেলে, তুমি পৃথিবীর শোভা। তোমার শরীর মেঘের মত শ্যামল, তোমার মুখ পদ্মের ন্যায়, তোমার বিশাল চক্ষু পদ্মের ন্যায়। হে বিশাল বাহু, হে ভবভয় মোচন, তোমাকে সর্বদা নমস্কার করি।

বলমপ্রমেয়মনাদিমজমব্যক্তমেকমগোচরং।
গোবিন্দ গোপর দ্বন্দহর বিজ্ঞানঘন ধরনীধরং॥
জে রামমন্ত্র জপন্ত সন্ত অনন্ত জন মন রঞ্জনং।
নিত নৌমি রাম অকামপ্রিয় কামাদি খল দল গঞ্জনং॥

হে রাম, তোমার শক্তি মাপ করা যায় না। তুমি অনাদি অজ, অব্যক্ত, অগোচর, তুমি ইন্দ্রিয়ের ভোক্তা,

ইন্দ্রিয়ের অতীত, সংশয় হরণকারী, তুমি বিজ্ঞানময়, তুমি পৃথিবী ধারণ করিয়া আছ। হে অনন্ত, যে সাধুরা 'জয়রাম' মন্ত্র জপ করে, তুমি তাহাদের মনোরঞ্জন কর। হে নিষ্কাম, হে ভক্তের প্রিয়, হে কামাদি দুষ্টদলের নাশকারী রাম, তোমাকে নিত্য নমস্কার করি।

জেহি শ্রুতি নিরঞ্জন ব্রহ্ম ব্যাপক বিরজ
অজ কহি গাবহীঁ।
করি ধ্যান জ্ঞান বিরাগ জোগ অনেক
মুনি জেহি পাবহীঁ॥
সো প্রগট করুনাকন্দ সোভাবৃন্দ অগ
জগ মোহঈ।
মম হৃদয় পঙ্কজ ভৃঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ বহু ছবি
সোহঈ॥

যাঁহাকে বেদ নিরন্তর ব্রহ্ম ব্যাপক বিরাজ ও অজ বলিয়া থাকে, যাঁহাকে অনেক মুনি ধ্যান করিয়া ও জ্ঞান বৈরাগ্য যোগ দ্বারা পায়, করুণার মূল, শোভার মেলা, যিনি জড় ও চৈতন্য মোহনকারী, তিনিই প্রত্যক্ষ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহার শরীরে অনেক কামদেবের শোভা, সেই রাম আমার হৃদয় পদ্মের ভোমরা হউক।

জো অগম সুগম সুভাবনির্মল অসম সম
সীতল সদা।
পশ্যন্তি জে জোগী জতন্ন করি করত মন
গো বস জদা॥
সো রাম রমানিবাস সন্তত দাসবস
ত্রিভুবন ধনী।
মম উর বসউ সো সমন সংসৃতি জাসু
কীরতি পাবনী॥

যিনি অগম এবং সুগম, যাঁহার স্বভাব নির্মল, যিনি সর্বদা অসম ও সম, যিনি সর্বদা শীতল, যাঁহাকে যোগী যত্ন করিয়া কর্ম ও ইন্দ্রিয় বশে আনিলে তবে দেখিতে পায়, সেই লক্ষ্মীপতি রাম, সেই ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সর্বদাই ভক্তের বশীভূত। যাঁহার পবিত্র কীর্তি সংসারের তাপ শান্ত করে, সেই রাম আমার হৃদয়ে বাস করুন।

অবিরল ভগতি মাঁগী বর গীধ গয়উ হরিধাম।
তেহি কী ক্রিয়া জথাচিত নিজ কর কীন্হী রাম॥

অটল ভক্তি হউক, এই বর চাহিয়া গৃধ্র বৈকুণ্ঠে গেল। তাহার যথোচিত সংকার রাম নিজ হাতে করিলেন।

৪২॥ **কোমল চিত অতি দীনদয়ালা।**
কারন বিনু রঘুনাথ কৃপালা॥
গীধ অধমখগ আমিষভোগী।
গতি দীন্হী জো জাঁচত জোগী॥

রঘুনাথ কোমল চিত্ত, অতিশয় দীনদয়াল ও বিনা কারণে কৃপাময়। গৃধ্র নীচ আমিষ ভোজী পক্ষী, তাহাকে যোগীরা যে গতি চায়, তাহাই দিলেন।

সুনহু উমা তে লোগ অভাগী।
হরি তজি হোহিঁ বিষয়অনুরাগী॥
পুনি সীতহিঁ খোজত দোউ ভাঈ।
চলে বিলোকত বন বহুতাঈ॥

মহাদেব বলিলেন—হে পার্বতী, শোন। সেই লোকেরা অভাগা, যাহারা হরিকে ত্যাগ করিয়া বিষয়ে অনুরাগী হয়। তার পর দুই ভাই সীতাকে খুঁজিতে খুঁজিতে নানা বন দেখিতে দেখিতে চলিলেন।

সঙ্কুল লতা বিটপ ঘন কানন।
বহু খগ মৃগ তহঁ গজ পঞ্চানন॥
আবত পন্থ কবন্ধ নিপাতা।
তেহি সব কহী সাপ কৈ বাতা॥

ঘন লতা ও গাছ ভরা বন, উহাতে অনেক পশু পক্ষী হাতী ও সিংহ ছিল। রাম সেই বনপথে আসিতে আসিতে কবন্ধ নামক রাক্ষসকে মারিলেন। সে নিজের শাপ পাওয়ার সকল কথা বলিল।

দুর্বাসা মোহি দীন্হী সাপা।
প্রভুপদ দেখি মিটা সো পাপা।
সুনু গন্ধর্ব কহউঁ মৈঁ তোহী।
মোহি ন সুহাই ব্রহ্ম কুল দ্রোহী॥

গন্ধর্ব বলিল—দুর্বাসা আমাকে শাপ দিয়াছিলেন, আপনার চরণ দর্শন করায় সেই পাপ শেষ হইল। রামচন্দ্র বলিলেন—হে গন্ধর্ব, শোন। আমি তোমাকে বলিতেছি, ব্রাহ্মণ কুলের সহিত যে বিরোধ করে, তাহাকে আমার ভাল লাগে না।

মন ক্রম বচন কপট তজি জো কর ভূসুর সেব।
মোহি সমেত বিরঞ্চি সিব বস তা কে সব দেব॥

যে মন কর্ম ও বাক্যে কপটতা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের সেবা করে, আমার সহিত ব্রহ্মা, শিব ও সকল দেবতা তাহার বশ হন।

৪৩॥ **সাপত তাড়ত পরুষ কহন্তা।**
বিপ্রপূজ্য অস গাবহিঁ সন্তা॥
পূজিয় বিপ্র সীল গুন হীনা।
সূদ্র ন গুন গন জ্ঞান প্রবীনা॥

সাধুজনেরা বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ যদি শাপ দেন, মারেন ও কঠোর কথা বলেন, তবুও তিনি পূজনীয়। ব্রাহ্মণ শীল ও গুণহীন হইলেও তাহাকে পূজা করিবে, গুণ ও জ্ঞানে প্রবীণ হইলেও শূদ্রকে পূজা করিবে না।

কহি নিজ ধর্ম তাহি সমুঝাবা।
নিজ পদ প্রীতি দেখি মন ভাবা॥
রঘুপতি চরন কমল সিরু নাঈ।
গয়উ গগন আপনি গতি পাঈ॥

নিজ ধর্ম বলিয়া তাহাকে বুঝাইলেন ও নিজ চরণে তাহার ভক্তি দেখিয়া সুখী হইলেন। সে রঘুপতির চরণপদ্মে পূজা ও প্রণাম করিয়া নিজ গতি পাইয়া আকাশে গেল।

তাহি দেই গতি রাম উদারা।
শবরী কে আশ্রম পগু ধারা॥
সবরী দেখি রাম গৃহ আয়ে।
মুনি কে বচন সমুঝি জিয় ভায়ে॥

রাম তাহাকে উদার গতি দিলেন। তার পর শবরীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। শবরী যখন দেখিল যে, রাম ঘরে আসিলেন, তখন মতঙ্গ ঋষির কথা বুঝিতে পারিল ও তাহার মনে আনন্দ হইল। [এই ভীলনী মতঙ্গ ঋষির সেবা করিত। ঋষি স্বর্গে যাওয়ার সময় আশীর্বাদ দেন যে রামের সহিত দশ হাজার বৎসর পর দেখা হইবে।]

সরসিজলোচন বাহুবিসালা।
জটামুকুট সির উর বনমালা॥
স্যাম গৌর সুন্দর দোউ ভাই।
সবরী পরী চরন লপটাই॥

তাঁহাদের পদ্মের মত চক্ষু ও বিশাল বাহু, মাথায় জটার মুকুট ও বুকে বনফুলের মালা ছিল। শ্যামল ও গৌর, এই সুন্দর দুই ভাইকে দেখিয়া শবরী পা ধরিয়া পড়িয়া রহিল।

প্রেমমগন মুখ বচন ন আবা।
পুনি পুনি পদসরোজ সির নাবা॥
সাদর জল লেই চরণ পখারে।
পুনি সুন্দর আসন বৈঠারে॥

সে প্রেমে মগ্ন হইল, মুখে কথা আসিল না। পুনঃ পুনঃ পাদপদ্মে প্রণাম করিল। আদরে জল আনিয়া পা ধোয়াইল ও সুন্দর আসনে বসাইল।

কন্দ মূল ফল সুরস অতি দিয়ে রাম কহঁ আনি।
প্রেমসহিত প্রভু খায়ে বারম্বার বখানি॥

অতি রসাল কন্দমূল ও ফল সে রামকে আনিয়া দিল। প্রভু সেগুলির বার বার প্রশংসা করিয়া প্রেমের সহিত খাইলেন।

৪৪॥ পানি জোরি আগে ভই ঠাঢ়ী।
প্রভুহি বিলোকি প্রীতি অতি বাঢ়ী॥
কেহি বিধি অস্তুতি করউঁ তুম্হারী।
অধম জাতি মৈঁ জড়মতি ভারী॥

সে হাত জোড় করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভুকে দেখিয়া তাহার প্রীতি অতিশয় বাড়িল। সে বলিল—হে প্রভু, আমি কেমন করিয়া তোমার স্তুতি করিব। আমি জাতিতে অধম ও আমার বুদ্ধি জড়ের মত।

অধম তে অধম অধম অতি নারী।
তিন্‌হ মহঁ মৈঁ মতিমন্দ অঘারী॥
কহ রঘুপতি সুনু ভামিনি বাতা।
মানউঁ এক ভগতি কর নাতা॥

নীচ হইতে নীচ, আবার তাহা হইতেও নীচ হইতেছে স্ত্রীজাতি। আবার তাহার মধ্যে আমি অতিশয় মূর্খ ও পাপী। রঘুপতি বলিলেন—নারী, শোন। আমি একমাত্র ভক্তির সম্বন্ধই স্বীকার করিয়া থাকি।

জাতিপাঁতি কুল ধর্ম বড়াঈ।
ধন বল পরিজন গুন চতুরাঈ॥
ভগতিহীন নর সোহই কৈসা।
বিনু জল বারিদ দেখিয় জৈসা॥

জাতি শ্রেণী কুল ও ধর্মের খ্যাতি, ধনবল, পরিজন, গুণ ও চতুরতা এ সকল থাকিলেও ভক্তি যাহার নাই, সে তেমনি শোভা পায় যেমন জল বিনা মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়।

নবধা ভগতি কহউঁ তোহি পাহীঁ।
সাবধান সুনু ধরু মন মাহীঁ॥
প্রথম ভগতি সন্তন্‌হ কর সঙ্গা।
দুসরি রতি মম কথাপ্রসঙ্গা॥

তোমাকে নয় রকম ভক্তির কথা বলিতেছি, ইহা সাবধানে শুনিয়া মনে রাখিবে। প্রথম ভক্তি হইতেছে সাধু সঙ্গ করা, দ্বিতীয় আমার কথা আলোচনায় আনন্দিত হওয়া।

গুরু পদ পঙ্কজ সেবা তীসরি ভগতি অমান।
চৌথি ভগতি মম গুনগন করই কপট তজি গান॥

অভিমান ত্যাগ করিয়া গুরুর পাদপদ্ম সেবা করা, তৃতীয় ভক্তি ও চতুর্থ ভক্তি হইতেছে কপটতা ত্যাগ করিয়া আমার গুণগান করা।

৪৫॥ মন্ত্র জাপ মম দৃঢ় বিশ্বাসা।
পঞ্চম ভজন সো বেদ প্রকাসা॥
ছঠ দম সীল বিরতি বহু কর্মা।
নিরত নিরন্তর সজ্জন ধর্মা॥

আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও মন্ত্র জপ করা ও আমার ভজন করাই পঞ্চম ভক্তি বলিয়া বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় দমন করা, সদাচার পালন করা ও অনেক কর্ম হইতে বিরত হওয়া ও সজ্জনের ধর্মে সর্বদা নিযুক্ত থাকাই ষষ্ঠ ভক্তি।

সাতব সম মোহি ময় জগ দেখা।
মো তেঁ সন্ত অধিক করি লেখা॥
আঠব জথালাভ সন্তোষা।
সপনেহু নহিঁ দেখই পরদোষা॥

সপ্তম ভক্তিতে সমস্ত জগত আমা দ্বারাই পূর্ণ দেখে, সাধুদিগকে আমার অপেক্ষাও বড় বলিয়া জানে। অষ্টম ভক্তি হইতেছে যাহা লাভ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া ও পরের দোষ স্বপ্নেও না দেখা।

নবম সরল সব সন ছলহীনা।
মম ভরোস হিয় হরষ ন দীনা॥
নব মহুঁ একউ জিন্হ কে হোঈ।
নারি পুরুষ সচরাচর কোঈ॥

নবম ভক্তি হইতেছে সকলের সহিত ছলনাবিহীন হওয়া, আমার ভরসা রাখা, সুখ ও দুঃখ হৃদয়ে না আনা। এই নয়ের মধ্যে সচরাচর পুরুষ বা স্ত্রীর মধ্যে যাহার এক প্রকার ভক্তিও হয়,

সোই অতিসয় প্রিয় ভামিনি মোরে।
সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরে॥
জোগি বৃন্দ দুর্লভ গতি জোঈ।
তো কহুঁ আজু সুলভ ভই সোঈ॥

হে নারী, সেই আমার অতিশয় প্রিয়। আর তোমার ত সকল প্রকার দৃঢ় ভক্তি রহিয়াছে, যোগীদিগের যে দুর্লভ গতি আজ তাহাও তোমার সুলভ হইয়াছে।

মম দরসনফল পরম অনূপা।
জীব পাব নিজ সহজ সরূপা॥
জনক সুতা কৈ সুধি কহু ভামিনি।
জানহি কহু তো করি বর গামিনি॥

আমার দেখা পাওয়ার পরম অনুপম ফল এই যে, জীব নিজের স্বাভাবিক স্বরূপ পায়। হে নারী, গজগামিনী জানকীর সংবাদ যদি কিছু জান ত বল।

পম্পাসরহি জাহু রঘুরাঈ।
তহঁ হোইহি সুগ্রীবমিতাঈ॥
সো সব কহিহি দেব রঘুবীরা।
জানতহু পুছহু মতিধীরা॥
বার বার প্রভুপদ সিরু নাঈ।
প্রেমসহিত সব কথা সুনাঈ॥

শবরী বলিল—হে রঘুপতি, পম্পা সরোবরে যাও। সেখানে সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা হইবে, সেই সকল সংবাদ দিবে। হে ধীরবুদ্ধি, তুমি জানিয়াও জিজ্ঞাসা করিতেছ; এই বলিয়া প্রেমের সহিত সকল কথা শুনাইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিল।

ছন্দ—কহি কথা সকল বিলোকি হরিমুখ হৃদয় পদপঙ্কজ ধরে।
তজি জোগপাবক দেহ হরিপদ লীন ভই জহঁ নহিঁ ফিরে।
নর বিবিধ কর্ম অধর্ম বহু মত সোকপ্রদ সব ত্যাগহু।
বিশ্বাস করি কহ দাস তুলসী রামপদ অনুরাগহু॥

সকল কথা বলিয়া রামের মুখ দর্শন করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম বুকে রাখিল। আর যোগ অগ্নিতে দেহ ত্যাগ করিয়া যেখানে গেলে আর ফিরে না, সেই স্থানে লীন হইল। তুলসীদাস বলে—হে মানুষ, নানা কর্ম যাহা অধর্মের হেতু, নানা প্রকার মত যাহা শোকের হেতু, সে সকল ত্যাগ কর, আর বিশ্বাস করিয়া রাম চরণে অনুরাগ কর।

জাতিহীন অঘ জনম মহি মুক্তি কীন্হি অসি নারি।
মহা মন্দ মন সুখ চহসি ঐসে প্রভুহি বিসারি॥

যে স্ত্রী জাতিতে হীন ও পাপেই যাহার জন্ম, প্রভু তাহাকেও এমনি করিয়া মুক্ত করিলেন। ওরে মহামূর্খ মন, তুমি এইপ্রকার প্রভুকেও ভুলিয়া সুখ চাও।

৪৬-৪৭॥ **চলে রাম ত্যাগা বন সোউ।**
অতুলিত বল নরকেহরি দোউ॥
বিরহী ইব প্রভু করত বিষাদা।
কহত কথা অনেক সম্বাদা॥

সে বন ত্যাগ করিয়া রাম চলিলেন। তাঁহারা দুইজন যেন অতুল বলশালী পুরুষসিংহ। প্রভু বিরহীর ন্যায় দুঃখ করিতে করিতে ও অনেক কথোপকথন করিতে করিতে চলিলেন।

লছিমন দেখু বিপিন কই সোভা।
দেখত কেহি কর মন নহিঁ ছোভা॥
নারি সহিত সব খগ মৃগ বৃন্দা।
মানহুঁ মোরি করত হহিঁ নিন্দা॥

রাম বলিলেন—হে লক্ষ্মণ, বনের শোভা দেখ। উহা দেখিয়া কাহার মনে না আনন্দ হয়? নারী সহিত সকল পশু ও পক্ষী যেন আমারই নিন্দা করিতেছে।

হমহিঁ দেখি মৃগনিকর পরাহীঁ।
মৃগী কহহিঁ তুম্হ কহঁ ভয় নাহীঁ॥
তুম্হ আনন্দ করহু মৃগজায়ে।
কঞ্চনমৃগ খোজন এ আয়ে॥

আমাকে দেখিয়া হরিণেরা পালাইতেছে, আর হরিণী বলিতেছে—হে মৃগ, তোমাদের ভয় নাই। তোমরা সত্য মৃগ, তোমরা গিয়া আনন্দ কর। এ ব্যক্তি সোণার হরিণ খুঁজিতে আসিয়াছে।

সঙ্গ লাই করিনী করি লেহীঁ।
মানহুঁ মোহি সিখাবন দেহীঁ॥
সাস্ত্র সুচিন্তিত পুনি পুনি দেখিয়।
ভূপ সুসেবিত বস নহিঁ লেখিয়॥

হস্তিগুলি হস্তিনীদিগকে লইয়া এমনভাবে চলিতেছে মনে হয় যেন আমাকে শিক্ষা দিতেছে। যে শাস্ত্র ভাল

করিয়া পড়িলেও পুনঃ পুনঃ দেখিতে হয়, রাজাকে ভাল করিয়া সেবা করিলেই বশ হইয়াছে বলিয়া ধরিতে নাই।

রাখিয় নারি জদপি উর মাহীঁ।
জুবতী সাস্ত্র নৃপতি বস নাহীঁ॥
দেখউ তাত বসন্ত সুহাবা।
প্রিয়াহীন মোহি ভয় উপজাবা॥

স্ত্রীকে যদিও হৃদয়ের ভিতর রাখা যায়, তবুও স্ত্রী বশে থাকে না। স্ত্রী, শাস্ত্র ও রাজা বশে থাকার নয়। হে প্রিয়, দেখ। কেমন সুন্দর বসন্ত, কিন্তু প্রিয়াহীন হওয়ায় উহা আমার নিকট ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইতেছে।

বিরহবিকল বলহীন মোহি জানেসি নিপট অকেল।
সহিত বিপিন মধুকর খগ মদন কীন্হি বগমেল॥

আমাকে বিরহে বিকল দেখিয়া, আমাকে সম্পূর্ণ একেলা জানিয়া, মদন ভোমরা ও পাখী ইত্যাদি লইয়া বনে চারিদিক হইতে আমাকে আক্রমণ করিয়াছে।

দেখি গয়উ ভ্রাতা সহিত তাসু দূত সুনি বাত।
ডেরা কীন্হেউ মনহুঁ তব কটকু হটকি মনজাত॥

উহার দূত আমাকে ভাইয়ের সহিত দেখিয়া গিয়াছে, দূতের নিকট শুনিয়া মদন যেন জোর করিয়া সৈন্য লইয়া ছাউনি খাটাইয়া বসিয়াছে।

৪৮—৪৯॥ বিটপ বিসাল লতা অরুঝানী।
বিবিধ বিতান দিয়ে জনু তানী॥
কদলি তালবর ধ্বজা পতাকা।
দেখি ন মোহ ধীর মন জাকা॥

মদনের ছাউনিসজ্জার সমস্ত অঙ্গ এইপ্রকার—বিশাল গাছে যে লতা জড়িত আছে, উহাতেই যেন নানা তাঁবু খাটান হইয়াছে। কলা ও তালগাছ হইতেছে ধ্বজা পতাকা, উহা দেখিয়া যাহার মন মুগ্ধ না হয় সেই ধীর।

বিবিধ ভাঁতি ফূলে তরু নানা।
জনু বানৈত বনে বহু বানা॥
কহুঁ কহুঁ সুন্দর বিটপ সুহায়ে।
জনু ভট বিলগ বিলগ হোই ছায়ে॥

নানা গাছ অনেকপ্রকার ফুলে ভরিয়া আছে, মনে হয় যেন শোভায় শোভিত যোদ্ধা। কোথাও কোথাও সুন্দর গাছ শোভা পাইতেছে, মনে হয় যেন যোদ্ধারা আলাদা আলাদা দাঁড়াইয়া আছে।

কূজত পিক মানহুঁ গজ মাতে।
ঢেক মহোখ ঊঁট বিসরাতে॥
মোর চকোর কীর বর বাজী।
পারাবত মরাল সব তাজী॥

কোকিলের ডাক যুদ্ধমত্ত হাতীর গর্জন বলিয়া মনে হয়। ঢেক ও মহোখ পক্ষী যেন যুদ্ধ সজ্জার উট ও খচ্চর। ময়ূর চকোর ও তোতা যেন শ্রেষ্ঠ ঘোড়া, আর পায়রা ও হাঁস সব যেন তাজী ঘোড়া।

তীতর লাবক পদ চর জূথা।
বরনি ন জাই মনোজবরূথা॥
রথ গিরিসিলা দুন্দুভী ঝরনা।
চাতক বন্দী গুনগন বরনা॥

তিতির ও লাবা পাখী হইতেছে পদাতিক সৈন্যদল। কামদেবের সৈন্যসজ্জা বর্ণনা করা যায় না। পর্বতের শিলা হইতেছে রথ, ঝরণা হইতেছে নাগরা, আর চাতক হইতেছে গুণগানকারী ভাট।

মধুকর মুখর ভেরি সহনাঈ।
ত্রিবিধ বয়ারি বসীঠী আঈ॥
চতুরঙ্গিনি সেনা সঁগ লীন্হে।
বিচরত সবহিঁ চুনৌতী দীন্হে॥

মুখর মৌমাছি হইতেছে ভেরী ও সানাই, ত্রিবিধ বাতাস হইতেছে দূত। এমনি করিয়া চতুরঙ্গ সেনা সাজাইয়া লইয়া কামদেব বনে বিচরণ করিতে করিতে যেন যুদ্ধের নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতেছে।

লছিমন দেখত কামঅনীকা।
রহহিঁ ধীর তিন্হ কে জগ লীকা॥
এহি কে এক পরমবল নারী।
তেহি তেঁ উবর সুভট সোই ভারী॥

হে লক্ষ্মণ, কামের সেনা দেখিয়া যে ধীর থাকিতে পারে সেই সংসারে গণ্য। নারীই কামের হইতেছে এক মহাশক্তি। তাহার হাত হইতে যে বাঁচে, সে বড় যোদ্ধা।

তাত তীনি অতি প্রবল খল কাম ক্রোধ অরু লোভ।
মুনি বিজ্ঞানধাম মন করহিঁ নিমিষ মহুঁ ছোভ॥

হে প্রিয়, কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন বড় শক্তিশালী খল। ইহারা বিজ্ঞানবান মুনির মনেও ক্ষণেকের মধ্যে বিকার উৎপন্ন করে।

লোভ কে ইচ্ছা দম্ভ বল কাম কে কেবল নারি।
ক্রোধ কে পরুষ বচন বল মুনিবর কহহিঁ বিচারি॥

শ্রেষ্ঠ মুনিরা বিচার করিয়া এই কথা বলেন যে লোভের বল হইতেছে ইচ্ছা ও দম্ভ, কামের বল কেবলমাত্র স্ত্রী, ক্রোধের বল কঠোর কথা।

৫০—৫১॥ গুনাতীত সচরাচর স্বামী।
রামু উমা সব অন্তরজামী॥
কামিন্হ কৈ দীনতা দেখাঈ।
ধীরন্হ কে মন বিরতি দৃঢ়াঈ॥

শঙ্কর বলিলেন—হে পার্বতী, রাম গুণের অতীত। জড় ও জীবের প্রভু ও সকলের অন্তর্যামী। তিনি

কামীদিগের দীন অবস্থা দেখাইয়া ধীরদিগের মনে বৈরাগ্য দৃঢ় করিলেন।

ক্রোধ মনোজ লোভ মদ মায়া।
ছুটহিঁ সকল রাম কী দায়া।
সো নর ইন্দ্রজাল নহিঁ ভূলা।
জা পর হোই সো নট অনুকূলা॥

রামের দয়া হইলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মায়া ছাড়িয়া যায়। নট রাম যাহার উপর সন্তুষ্ট হন, ইন্দ্রজাল তাহাকে ভুলাইতে পারে না।

উমা কহউঁ মৈঁ অনুভব অপনা।
সত হরিভজন জগত্ সব সপনা॥
পুনি প্রভু গয়ে সরোবর তীরা।
পম্পা নাম সুভগ গম্ভীরা॥

শঙ্কর বলিলেন—হে পার্বতী, জগতে এক হরিভজনই সত্য, আর সকলই স্বপ্ন। ইহা আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। পরে প্রভু পম্পা নামে সুন্দর সরোবরের তীরে গেলেন।

সন্তহৃদয় জস নির্মল বারী।
বাঁধে ঘাট মনোহর চারী॥
জহঁ তহঁ পিয়হিঁ বিবিধ মৃগ নীরা।
জনু উদারগৃহ জাচকভীরা॥

পম্পা সরোবরের জল সাধুর হৃদয়ের মতই নির্মল। তাহাতে চারিটি মনোহর বাঁধান ঘাট। যেখানে সেখানে নানা পশুরা জলপান করিতেছিল, মনে হয় যেন কোনও দানশীল লোকের বাড়ীতে যাচকদের ভীড় হইয়াছে।

পুরইনি সঘন ওট জল বেগি ন পাইয় মর্ম।
মায়াচ্ছন্ন ন দেখিয়ে জৈসে নির্গুণ ব্রহ্ম॥

যেমন মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় নির্গুণ ব্রহ্ম দেখা যায় না, তেমনি ঘন কুমুদের পাতায় জল ঢাকা ছিল বলিয়া জলের মর্ম বুঝা যাইতেছিল না।

সুখী মীন সব একরস অতি অগাধ জল মাহিঁ।
জথা ধর্মসীলন্হ কে দিন সুখসংজুত জাহিঁ॥

যেমন ধর্মশীল লোকের দিন সুখে কাটে, তেমনি অতি অগাধ জলে মাছেরা একটানা সুখী হইয়া ছিল।

৫২ ॥ **বিকসে সরসিজ নানা রঙ্গা।**
মধুর মুখর গুঞ্জত বহু ভৃঙ্গা॥
বোলত জলকুক্কুট কলহংসা।
প্রভু বিলোকি জনু করত প্রসংসা॥

নানা রঙের পদ্ম ফুটিয়াছিল। ভোমরারা মিষ্টস্বরে গুঞ্জন করিতেছিল। জলচর মোরগ ও হাঁসেরা সুন্দর ডাকিতেছিল, যেন প্রভুকে দেখিয়া প্রশংসা করিতেছিল।

চক্রবাক বক খগ সমুদাঈ।
দেখত বনই বরনি নহিঁ জাঈ॥
সুন্দর খগ গন গিরা সুহাঈ।
জাত পথিক জনু লেত বোলাঈ॥

চক্রবাক বক ইত্যাদি পাখীদিগকে কেবল দেখাই চলে, উহাদের বর্ণনা আর করা যায় না। সুন্দর পাখীরা তাহাদের সুন্দর ভাষায় যেন পথিকদিগকে ডাকিয়া লইতে চায়।

তাল সমীপ মুনিন্হ গৃহ ছায়ে।
চহুঁ দিসি কানন বিটপ সুহায়ে॥
চম্পক বকুল কদম্ব তমালা।
পাটল পনস পরাস রসালা॥

সরোবরের নিকট মুনিদিগের আশ্রম। আর চার দিকে বন ও গাছের শোভা—চাঁপা, বকুল, কদম্ব, তমাল, পাটল, কাঁঠাল, পলাশ ও আম।

নবপল্লব কুসুমিত তরু নানা।
চঞ্চরীকপটলী কর গানা॥
সীতল মন্দ সুগন্ধ সুভাউ।
সন্তত বহই মনোহর বাউ॥
কুহূ কুহূ কোকিল ধুনি করহীঁ।
সুনি রব সরস ধ্যান মুনি টরহীঁ॥

নানা গাছে নূতন পাতা হইয়াছিল ও ফুল ফুটিয়াছিল, ভোমরার দল গুনগুন করিতেছিল। স্বভাবতঃই সর্বদা শীতল মন্দ সুগন্ধ ও সুন্দর বাতাস বহিতেছিল। কোকিলেরা কুহুকুহু ডাকিতেছিল। সে ডাক শুনিয়া মুনিদের মনও চঞ্চল হইয়া যায়।

ফল ভর নম্র বিটপ সব রহে ভূমি নিয়রাই।
পরউপকারী পুরুষ জিমি নবহিঁ সুসম্পতি পাই॥

গাছগুলি ফলের ভারে নুইয়া মাটি ছুঁইয়াছিল, যেমন পরোপকারী লোক সুন্দর সম্পত্তি পাইয়া অবনত হয় তেমনি।

৫৩ ॥ **দেখি রাম অতি রুচির তলাবা।**
মজ্জনু কীন্হ পরমসুখ পাবা॥
দেখী সুন্দর তরু বর ছায়া।
বৈঠে অনুজসহিত রঘুরায়া॥

রাম অতি সুন্দর সরোবর দেখিয়া স্নান করিয়া অতিশয় সুখ পাইলেন। সুন্দর গাছের ছায়া দেখিয়া রঘুনাথ লক্ষ্মণের সহিত বসিলেন।

তহঁ পুনি সকল দেব মুনি আয়ে।
অস্তুতি করি নিজধাম সিধায়ে॥
বৈঠে পরমপ্রসন্ন কৃপালা।
কহত অনুজ সন কথা রসালা॥

তখন দেবতারা ও মুনিরা সেখানে আসিলেন ও রামের স্তুতি করিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। পরম সন্তোষে রঘুপতি বসিয়া লক্ষ্মণের সহিত মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন।

বিরহবন্ত ভগবন্তহিঁ দেখী।
নারদমন ভা সোচ বিসেষী॥
মোর সাপ করি অঙ্গীকারা।
সহত রাম নানা দুখভারা॥

ভগবানকে বিরহকাতর দেখিয়া নারদ মুনির বিশেষ খেদ হইল। তিনি ভাবিলেন, আমার শাপ স্বীকার করিয়া লওয়াতেই রাম নানা দুঃখভার সহ্য করিতেছেন।

ঐসে প্রভুহিঁ বিলোকউ জাঈ।
পুনি ন বনিহি অস অবসরু আঈ॥
যহ বিচারি নারদ করবীনা।
গয়ে জহাঁ প্রভু সুখ আসীনা॥

এরকম অবকাশ আর হইবে না, এইবার গিয়া প্রভুকে দেখি। এইরূপ বিবেচনা করিয়া নারদ বীণা হাতে লইয়া প্রভু যেখানে সুখে আসীন ছিলেন সেইখানে আসিলেন।

গাবত রামচরিত মৃদুবানী।
প্রেমসহিত বহু ভাঁতি বখানী॥
করত দণ্ডবত লিয়ে উঠাঈ।
রাখে বহুত বার উর লাঈ॥
স্বাগত পূছি নিকট বৈঠারে।
লছিমন সাদর চরন পখারে॥

প্রেমের সহিত নানাপ্রকারে মিষ্ট ভাষায় রামচরিত গাহিতে গাইতে নারদ আসিলেন। দণ্ডবৎ করিয়া রাম তাঁহাকে বারবার আলিঙ্গন করিলেন ও স্বাগত বলিয়া নিকটে বসাইলেন। লক্ষ্মণ যত্ন করিয়া পা ধোয়াইয়া দিলেন।

নানা বিধি বিনতী করি প্রভু প্রসন্ন জিয় জানি।
নারদ বোলে বচন তব জোরি সরোরুহপানি॥

নানা প্রকারে নিয়ম জানাইয়া ও প্রভু প্রসন্ন আছেন জানিয়া নারদ তাঁহার পদ্মহাত জোড় করিয়া বলিলেন—

৫৪—৫৫॥ সুনহু পরম উদার রঘুনায়ক।
সুন্দর অগম সুগম বরদায়ক॥
দেহু এক বর মাঁগউঁ স্বামী।
জদ্যপি জানত অন্তরজামী॥

হে পরম উদার রঘুনাথ, হে সুন্দর, তুমি দুষ্প্রাপ্য ও সহজপ্রাপ্য, তুমি বরদানকারী। হে স্বামী, যদিও তুমি অন্তরের কথা জান, তবুও বলিতেছি একটা বর চাই, বর দাও।

জানহু মুনি তুম্হ মোর সুভাউ।
জন সন কবহুঁ কি করউঁ দুরাউ॥
কবন বস্তু অসি প্রিয় মোহি লাগী।
জো মুনিবর ন সকহু তুম্হ মাঁগী॥

রাম বলিলেন—হে মুনি, তুমি আমার স্বভাব জান। আমি ভক্তের নিকট কিছুই লুকাই না। হে মুনিরাজ, আমার কাছে এমন প্রিয় কোন বস্তু থাকিতে পারে যে তাহা তুমি চাহিতে পার না?

জন কহুঁ কছু অদেয় নহিঁ মোরে।
অস বিস্বাস তজহু জনি ভোরে॥
তব নারদ বোলে হরষাঈ।
অস বর মাগউঁ করউঁ ঢিঠাঈ॥

আমার ভক্তকে ত আমার কিছুই অদেয় নাই। ভুলেও এ বিশ্বাস যেন ত্যাগ করিও না। তখন আনন্দিত হইয়া নারদ বলিলেন—ধৃষ্টতা করিয়া এই বর চাহিতেছি,

জদ্যপি প্রভু কে নাম অনেকা।
স্রুতি কহ অধিক এক তেঁ একা॥
রাম সকল নামন্হ তেঁ অধিকা।
হোউ নাথ অঘ খগ গন বধিকা॥

হে প্রভু, যদিও তোমার নাম অনেক, আর বেদে বলে একটা নাম আর একটা হইতে শ্রেষ্ঠ, তবুও পাপরূপ পক্ষীকে বধ করার জন্য তোমার 'রাম' নাম সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ হউক।

রাকারজনী ভগতি তব রামনাম সোই সোম।
অপর নাম উড়গন বিমল বসহু ভগত উর ব্যোম॥

তোমার ভক্তি পূর্ণিমার রাত। তাহাতে 'রাম' নাম পূর্ণচন্দ্র হইয়া ও অপর তারাগুলির মত হইয়া ভক্তহৃদয়রূপ আকাশে বাস করুক।

এবমস্তু মুনি সন কহেউ কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ।
তব নারদ মন হরষ অতি প্রভুপদ নায়েউ মাথ॥

কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ মুনিকে বলিলেন—"তথাস্তু"। তখন নারদ অতি আনন্দিত মনে প্রভুকে প্রণাম করিলেন।

৫৬॥ অতি প্রসন্ন রঘুনাথহি জানী।
পুনি নারদ বোলে মৃদুবানী॥
রাম জবহিঁ প্রেরেহু নিজ মায়া।
মোহেহু মোহি সুনহু রঘুরায়া॥

রঘুনাথকে অতিশয় প্রসন্ন জানিয়া, নারদ আবার মিষ্ট কথায় বলিলেন—হে রাম, শোন। যখন তুমি নিজের মায়া পাঠাইয়া আমাকে মোহিত করিয়াছিলে,

তব বিবাহ মৈঁ চাহউঁ কীন্হা।
প্রভু কেহি কারন করই ন দীন্হা॥
সুনু মুনি তোহি কহউঁ সহরোসা।
ভজহিঁ জে মোহি তজি সকল ভরোসা॥

তখন আমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম। হে প্রভু, তুমি কি কারণে তাহা করিতে দিলে না? রাম বলিলেন—হে মুনি, তোমাকে সানন্দে বলিতেছি, যে সকল ,ভরসা ছাড়িয়া আমার ভজনা করে,

করউঁ সদা তিন্হ কৈ রখবারী।
জিমি বালকহিঁ রাখ মহতারী॥
গহ সিসু বচ্ছ অনল অহি ধাঈ।
তহঁ রাখই জননী অরু গাঈ॥

মা যেমন করিয়া শিশুকে রক্ষা করে, আমি তেমনি করিয়া তাহাকে সর্বদা রক্ষা করি। ছোট ছেলে বা বাছুর যদি আগুন বা সাপের কাছে যায়, মা ও গাই তখন তাহাকে জোর করিয়া আটকায়।

প্রৌঢ় ভয়ে তেহি সুত পর মাতা।
প্রীতি করই নহিঁ পাছিল বাতা॥
মোরে প্রৌঢ় তনয় সম জ্ঞানী।
বালক সুতসম দাস অমানী॥

যখন সেই ছেলেই প্রৌঢ় হয় তখন তাহার উপর মায়ের আগেকার সে টান থাকে না। জ্ঞানী আমার সেইরূপ প্রৌঢ় পুত্র, আর যে মানরহিত ভক্ত সে আমার শিশু পুত্র।

জনহিঁ মোর বল নিজ বল তাহী।
দুহু কহঁ কাম ক্রোধ রিপু আহী॥
যহ বিচারি পণ্ডিত মোহি ভজহীঁ।
পায়েহু জ্ঞান ভগতি নহিঁ তজহীঁ॥

আমার বলেই আমার ভক্তের বল, আর জ্ঞানীর বলে তাহার নিজের এবং এই দুই জনেরই কাম ক্রোধ হইতেছে শত্রু। ইহাই বিচার করিয়া পণ্ডিতেরা আমার ভজনা করে, জ্ঞান পাইলেও ভক্তি ত্যাগ করে না।

কাম ক্রোধ লোভাদি মদ প্রবল মোহ কৈ ধারি।
তিন্হ মহঁ অতি দারুন দুখদ মায়া রূপী নারি॥

কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার ইত্যাদি মোহের প্রবল সৈন্য, আর উহাদের মধ্যে মায়ারূপী স্ত্রী বড়ই দুঃখদায়ক।

৫৭॥ **সুনু মুনি কহ পুরান শ্রুতি সন্তা।**
মোহবিপিন কহুঁ নারি বসন্তা॥
জপ তপ নেম জলাশ্রয় ঝারী।
হোই গ্রীষম সোখই সব নারী॥

হে মুনি, শোন। পুরাণ বেদ ও সাধুরা বলেন যে মোহরূপ বনের নারীই হইতেছে বসন্ত। জপ তপ নিয়ম এ সকল যদি জলাশয় হয়, তবে নারী হইতেছে সকলশোষণকারী গ্রীষ্ম।

কাম ক্রোধ মদ মৎসর ভেকা।
ইনহিঁ হরষপ্রদ বরষা একা॥
দুর্বাসনা কুমুদসমুদাঈ।
তিন্হ কহঁ সরদ সদা সুখদাঈ॥

কাম ক্রোধ মদ ও ঈর্ষারূপ ভেকের নিকট নারী আনন্দদায়ক বর্ষা ঋতু, দুষ্ট ইচ্ছারূপ কুমুদের কাছে নারী সদাসুখদায়ক শরৎ ঋতু।

ধর্ম সকল সরসী রুহ বৃন্দা।
হোই হিম তিন্হহিঁ দহতি সুখ মন্দা॥
পুনি মমতা জবাস বহুতাঈ।
পলুহই নারি সিসিররিতু পাঈ॥

ধর্ম হইতেছে পদ্মফুলের মত, নারী হেমন্ত ঋতুর মত তাহাকে জ্বালাইয়া দেয়। আমার মমতারূপ আকন্দ বনে স্ত্রী শীত হইয়া উহাকে বাড়ায়।

পাপ উলূক নিকর সুখকারী।
নারি নিবিড় রজনী অঁধিয়ারী॥
বুধি বল সীল সত্য সব মীনা।
বংসী সম ত্রিয় কহহিঁ প্রবীনা॥

পাপরূপ পেঁচাদের নিকট স্ত্রী হইতেছে নিবিড় আঁধার রাত। বুদ্ধিবল শীল ও সত্য এ সকলকে যদি মাছ বলা যায়, তবে এগুলি নাশ করার বঁড়শী হইতেছে স্ত্রী, প্রবীণেরা এ কথা বলেন।

অবগুনমূল সুলপ্রদ প্রমদা দুখখানি।
তা তেঁ কীন্হ নিবারন মুনি মৈঁ যহ জিয় জানি॥

হে মুনীশ্বর, স্ত্রী পাপের মূল, ব্যথাদানকারী ও সকল দুঃখের খনি। আমি এই কথা জানিয়াই তোমার বিবাহ বন্ধ করিয়াছিলাম।

৫৮॥ **সুনি রঘুপতি কে বচন সুহায়ে।**
মুনিতন পুলক নয়ন ভরি আয়ে॥
কহহু কবন প্রভু কৈ অসি রীতী।
সেবক পর মমতা অরু প্রীতী॥

রঘুপতির সুন্দর কথা শুনিয়া মুনির শরীর পুলকিত হইল, চোখ জলে ভরিয়া আসিল। কোন্ প্রভুর এমন রীতি, সেবকের উপর এত প্রীতি ও মমতা আর কাহার আছে?

জে ন ভজহিঁ অস প্রভু ভ্রম ত্যাগী।
জ্ঞানরঙ্ক নর মন্দ অভাগী॥
পুনি সাদর বোলে মুনি নারদ।
সুনহু রাম বিজ্ঞান বিসারদ॥

ভুল ছাড়িয়া যে এমন প্রভুকে ভজনা করে না, সে ব্যক্তি জ্ঞানহীন মন্দ ও হতভাগ্য। তার পর নারদ মুনি আবার আদর করিয়া বলিলেন—হে বিজ্ঞান বিশারদ রাম, শোন।

সন্তন্হ কে লচ্ছন রঘুবীরা।
কহহু নাথ ভঞ্জন ভবভীরা॥
সুনু মুনি সন্তন্হ কে গুন কহউঁ।
জিন্হ তেঁ মৈঁ উন্হ কে বস রহউঁ॥

হে রঘুবীর, হে ভবদুঃখহারী, তুমি সাধুদিগের লক্ষণ বল। রাম বলিলেন—মুনি, শোন। সাধুদের যে গুণের জন্য আমি তাদের বশ, তাহা তোমাকে বলিতেছি।

ষট্‌ বিকার জিত অনঘ অকামা।
অচল অকিঞ্চন সুচি সুখধামা॥
অমিত বোধ অনীহ মিতভোগী।
সত্যসন্ধ কবি কোবিদ জোগী॥
সাবধান মানদ মদহীনা।
ধীর ভগতিপথ পরম প্রবীনা॥

সাধুরা ছয়প্রকার বিকার (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, মাৎসর্য) জয় করিয়াছে। তাহারা নিষ্পাপ, কামনাশূন্য, স্থিরচিত্ত, ধনহীন, পবিত্র, আনন্দময়, অতিশয় জ্ঞানী, ইচ্ছারহিত, পরিমিতভোগী, সত্যপ্রতিষ্ঠ, দ্রষ্টা, পণ্ডিত, যোগী, সতর্ক, মানদানকারী, অহঙ্কারশূন্য ও ভক্তি পথে অতিশয় প্রবীণ।

গুনাগার সংসার দুখ রহিত বিগতসন্দেহ।
তজি মম চরণসরোজ প্রিয় তিন্‌হ কহুঁ দেহ ন গেহ॥

সাধু গুণসমূহের নিবাসস্থান, সংসারের দুঃখশূন্য ও সন্দেহমুক্ত। তাহার কাছে আমার চরণপদ্মই প্রিয়, দেহ ও গৃহ প্রিয় নয়।

৫৯—৬০॥ নিজ গুন স্রবন সুনত সকুচাহীঁ।
পরগুন সুনত অধিক হরষাহীঁ॥
সম সীতল নহিঁ ত্যাগহিঁ নীতী।
সরল সুভাব সবহিঁ সন প্রীতী॥

নিজের গুণ কানে শুনিতে তাহার সঙ্কোচ হয় ও পরের গুণ শুনিয়া অতিশয় আনন্দ পায়। সে শত্রুমিত্রে সমবুদ্ধি ও শান্ত এবং নীতি ত্যাগ করে না। সে সরলস্বভাব এবং সকলের সহিতই তাহার ভালবাসার সম্পর্ক।

জপ তপ ব্রত দম সঞ্জম নেমা।
গুরু গোবিন্দ বিপ্র পদ প্রেমা॥
শ্রদ্ধা ছমা মইত্রী দায়া।
মুদিতা মম পদপ্রীতি অমায়া॥

যে জপ তপ ব্রত দম সংযম ও নিয়ম পালন করে এবং গুরু গোবিন্দ ও ব্রাহ্মণের চরণে প্রেম রাখে। শ্রদ্ধা, ক্ষমা, মৈত্রী, দয়া, সন্তোষ, আমার চরণে ভক্তি, মায়াশূন্যতা,

বিরতি বিবেক বিনয় বিজ্ঞানা।
বোধ জথারথ বেদপুরানা॥
দম্ভ মান মদ করহিঁ ন কাউ।
ভূলি ন দেহিঁ কুমারগ পাউ॥

বৈরাগ্য, জ্ঞান, নম্রতা, বিজ্ঞান ও বেদ পুরাণের যথার্থ জ্ঞান, এই সকল সাধুর লক্ষণ। সাধু দম্ভ ও অভিমান করে না এবং ভুলিয়াও কুপথে পা দেয় না।

গাবহিঁ সুনহিঁ সদা মম লীলা।
হেতুরহিত পরহিত রত সীলা॥
সুনু মুনি সাধুন্হ কে গুন জেতে।
কহি ন সকহিঁ সারদ শ্রুতি তেতে॥

সাধুরা সর্বদা আমার লীলা গান করে ও বিনাকারণে পরহিত ব্রত পালন করে। সাধুদের যত গুণ তাহা সরস্বতী ও বেদও বলিয়া উঠিতে পারে না।

ছন্দ—কহি সক ন সারদ সেষ নারদ সুনত পদপঙ্কজ গহে।
অস দীনবন্ধু কৃপাল পালক ভগতগুন নিজ মুখ কহে॥
সিরু নাই বারহিঁ বার চরনন্হি ব্রহ্মপুর নারদ গয়ে।
তে ধন্য তুলসীদাস আস বিহাই জে হরিরঙ্গ রয়ে॥

সরস্বতী ও শেষনাগও বলিয়া শেষ করিতে পারে না। এই পর্যন্ত শুনিয়া নারদ তাঁহার চরণপদ্মে প্রণাম করিলেন। এই প্রকারে দীনবন্ধু কৃপাল নিজের ভক্তের গুণ নিজমুখেই বলিলেন এবং নারদ তাঁহাকে বার বার প্রণাম করিয়া ব্রহ্মপুর গেলেন। তুলসীদাস বলে, সেই ধন্য, যে আশা ত্যাগ করিয়া হরির আনন্দে থাকে।

রাবনারিজস পাবন গাবহিঁ সুনহিঁ জে লোগ।
রামভগতি দৃঢ় পাবহি বিনু বিরাগ জপ জোগ॥

রামের পবিত্র যশের কথা যাহারা বলে ও শোনে, বৈরাগ্য জপ ও যোগ ছাড়াও তাহাদের রামভক্তি দৃঢ় হয়।

দীপ সিখা সম জুবতিজন মন জনি হোসি পতঙ্গ।
ভজহি রাম তজি কাম মদ করহি সদা সতসঙ্গ॥

যুবতী স্ত্রীলোক প্রদীপের শিখার মত। ওরে মন, উহাতে পতঙ্গের মত গিয়া পড়িতে চাহিও না। সর্বদা সাধুসঙ্গ কর ও কাম মদ ত্যাগ করিয়া রাম ভজনা কর।

ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে
বিমলবৈরাগ্যসম্পাদনো নাম
তৃতীয়ঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ

ইতি অরণ্যকাণ্ড সমাপ্তঃ

রামচরিতমানস

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

কুন্দেন্দীবরসুন্দরাবতিবলৌ বিজ্ঞানধামাবুভৌ।
শোভাঢ্যৌ বরধন্বিনৌ শ্রুতিনুতৌ গোবিপ্রবৃন্দপ্রিয়ৌ॥
মায়ামানুষরূপিণৌ রঘুবরৌ সদ্ধর্মবর্মৌ হিতৌ।
সীতান্বেষণতৎপরৌ পথি গতৌ ভক্তিপ্রদৌ তৌ হি নঃ॥

কুন্দফুলের মত গৌর ও নীলকমলের মত শ্যামল সুন্দর, অতিশয় বলশালী, বিজ্ঞানধাম, সুন্দরধনুকধারী, বেদের দ্বারা প্রশংসিত, গো ও ব্রাহ্মণের প্রিয়, মায়ায় মানুষরূপ-ধারণকারী, সংধর্মের রক্ষক, হিতকারী, সীতান্বেষণে নিযুক্ত, পথে বিচরণকারী, দুই রঘু কুলশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আমাদিগকে ভক্তি দান করুন।

ব্রহ্মাম্ভোধিসমুদ্ভবং কলিমলপ্রধ্বংসনং চাব্যয়ং
শ্রীমচ্ছম্ভুমুখেন্দুসুন্দরবরে সংশোভিতং সর্বদা।
সংসারাময়ভেষজং সুখকরং শ্রীজানকীজীবনং
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরামনামামৃতম্॥

ব্রহ্মরূপী সমুদ্র হইতে উৎপন্ন, কলির পাপনাশকারী, অব্যয়, শ্রীমৎ শম্ভুর মুখচন্দ্রে সর্বদা শোভিত, সংসাররোগের সুমধুর ঔষধ, সীতার জীবনস্বরূপ শ্রীরামনামামৃত যাহারা পান করে তাহারা ধন্য।

সোঃ ১—২॥

মুক্তিজনম মহি জানি জ্ঞানখানি অঘহানিকর।
জহঁ বস সম্ভুভবানি সো কাসী সেইয় কস ন॥

কাশী মুক্তির জন্মস্থল, জ্ঞানের খনি ও পাপনাশকারী। সেখানে শম্ভু ও ভবানী বাস করেন। সেই কাশীর সেবা কেন না করিবে?

জরত সকল সুরবৃন্দ বিষমগরল জেহি পান কিয়।
তেহি ন ভজসি মন মন্দ কো কৃপাল শঙ্করসরিস॥

ইন্দ্রাদি দেবতারা যে বিষে জ্বলিতেছিলেন সেই বিষম বিষ যিনি পান করেন, ওরে মূর্খ, তাহাকে কেন ভজনা কর না? শঙ্করের মত আর কৃপালু কে আছে?

১। আগে চলে বহুরি রঘুরায়া।
ঋষ্যমুক পর্বত নিয়রায়া॥
তহঁ রহ সচিব সহিত সুগ্রীবা।
আবত দেখি অতুল বল সীবাঁ॥

শ্রীরাম আরও আগে যাইতে লাগিলেন ও ঋষ্যমুক পর্বতের কাছে আসিলেন। সেখানে মন্ত্রীসহিত সুগ্রীব বাস করিতেছিল। সে অতুলনীয় বলের সীমাস্বরূপ ইঁহাদিগকে আসিতে দেখিল।

অতি সভীত কহ সুনু হনুমানা।
পুরুষ জুগল বল রূপ নিধানা॥
ধরি বটুরূপ দেখু তৈঁ জাঈ।
কহেসু জানি জিয় সৈন বুঝাঈ॥

অতিশয় ভীত হইয়া সে বলিল—হনুমান, শোন। ঐ দুইজন পুরুষ বল ও রূপের নিবাস। ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া তাহাদিগকে গিয়া দেখ। আর ইসারায় আমাকে বলিয়া দিও, উহারা কে।

পঠয়ে বালি হোহি মন মৈলা।
ভাগউঁ তুরত তজউ যহ সৈলা॥
বিপ্ররূপ ধরি কপি তহঁ গয়উ।
মাথ নাই পূছত অস ভয়উ॥

হয়ত মন্দহৃদয় বালীই ইহাদিগকে পাঠাইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে এখনই এই পাহাড় ত্যাগ করিয়া পালাই। হনুমান ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সেখানে গেল ও প্রণাম করিয়া এইরূপে জিজ্ঞাসা করিল—

কো তুম্হ স্যামল গৌর সরীরা।
ছত্রীরূপ ফিরহু বন বীরা॥
কঠিনভূমি কোমল পদ গামী।
কবন হেতু বিচরহু বন স্বামী॥

হে বীর, শ্যামল ও গৌরশরীর কে তোমরা ক্ষত্রিয়ের বেশ লইয়া বনে ঘুরিতেছ? তোমাদের পা কোমল, তোমরা কঠিন মাটির উপর দিয়া চলিতেছ। প্রভু, কেন বনে বিচরণ করিতেছ?

মৃদুল মনোহর সুন্দর গাতা।
সহত দুসহ বন আতপবাতা॥
কী তুম্হ তীনি দেব মহঁ কোউ।
নরনারায়ন কী তুম্হ দোউ॥

মৃদুল মনোহর ও সুন্দর তোমাদের শরীর। তোমরা বনের দুঃসহ রৌদ্র ও বাতাস সহ্য করিতেছ। তোমরা কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে কেহ অথবা তোমরা কি নর নারায়ণ?

জগকারন তারন ভব ভঞ্জন ধরনীভার।
কী তুম্হ অখিল ভুবন পতি লীন্হ মনুজঅবতার॥

সকল লোকের স্বামী, জগতের কারণ, সংসারের উদ্ধারকর্তা, তোমরা কি পৃথিবীর ভার দুর করার জন্য মানুষ দেহ লইয়া অবতার হইয়াছ ?

৪॥ **কোসলেসদসরথ কে জায়ে।**
হম পিতুবচন মানি বন আয়ে॥
নাম রাম লছিমন দোউ ভাঈ।
সঙ্গ নারি সুকুমারি সুহাঈ॥

রাম বলিলেন—আমরা কোশলের রাজা দশরথের পুত্র। পিতার কথায় বনে আসিয়াছি। আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। আমরা দুই ভাই। আমাদের সঙ্গে সুন্দরী সুকুমারী নারী ছিল।

ইহাঁ হরী নিসিচর বৈদেহী।
বিপ্র ফিরহিঁ হম খোজত তেহী॥
আপন চরিত কহা হম গাঈ।
কহহু বিপ্র নিজ কথা বুঝাঈ॥

এখানে রাক্ষসেরা বৈদেহীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। হে ব্রাহ্মণ, আমরা তাহাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছি। আমাদের পরিচয়ের কথা আমরা বলিলাম। হে ব্রাহ্মণ, তোমার পরিচয় বুঝাইয়া বল।

প্রভু পহিচানি পরেউ গহি চরনা।
সো সুখ উমা জাই নহিঁ বরনা॥
পুলকিত তন মুখ আব ন বচনা।
দেখত রুচিরবেষ কৈ রচনা॥

হনুমান প্রভুকে চিনিতে পারিয়া পায়ে পড়িল। হে পার্বতী, তাহার তখনকার সুখ বর্ণনা করা যায় না। তাহার শরীর পুলকিত, মুখে কথা আসে না। সে রামের সুন্দর বেশ দেখিতে লাগিল।

পুনি ধীরজু ধরি অস্তুতি কীন্হী।
হরষ হৃদয় নিজ নাথহিঁ চীনহী॥
মোর ন্যাউ মৈঁ পুছা সাঈঁ।
তুম্হ পুছহু কস নর কী নাঈঁ॥
তব মায়াবস ফিরউঁ ভুলানা।
তা তেঁ মৈঁ নহিঁ প্রভু পহিচানা॥

পরে ধৈর্য ধরিয়া স্তুতি করিতে লাগিল। নিজের প্রভুকে চিনিতে পারিয়াছে বলিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দ হইল। হনুমান বলিল—আমি যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সে আমার পক্ষে ন্যায্য হইয়াছে। তুমি মানুষের মত কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? প্রভু, তোমার মায়াবশে ভুলিয়া ফিরিতেছি, সেইজন্যই তোমাকে চিনিতে পারি নাই।

এক মন্দ মৈঁ মোহবস কুটিলহৃদয় অজ্ঞান।
পুনি প্রভু মোহি বিসারেউ দীনবন্ধু ভগবান॥

হে প্রভু, হে দীনবন্ধু ভগবান, আমি একে ত মূর্খ ও মোহগ্রস্ত, কুটিল অজ্ঞান, তার পর তুমি আমাকে ভুলিয়াছ।

৫॥ **জদপি নাথ বহু অবগুন মোরে।**
সেবক প্রভুহিঁ পরই জনি ভোরে॥
নাথ জীব তব মায়া মোহা।
সো নিস্তরই তুম্হারেহি ছোহা॥

হে প্রভু, যদিও আমার দোষ অনেক, তথাপি তোমার সেবককে যেন ভুলিয়া যাই না। হে নাথ, জীব তোমার মায়াতেই মোহিত হইয়া আছে, আর তোমার কৃপাতেই উহা হইতে নিস্তার পায়।

তা পর মৈঁ রঘুবীর দোহাঈ।
জানউঁ নহিঁ কছু ভজন উপাঈ॥
সেবক সুত পতি মাতু ভরোসে।
রহই অসোচ বনই পোসে॥

তার পর হে রঘুবীর, তোমার দোহাই দিয়া বলিতেছি, আমি ভজন দ্বারা তোমাকে পাওয়ার উপায় কিছুই জানি না। সেবক প্রভুকে, ছেলে যেমন মাকে ভরসা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, আমিও তেমনি নিশ্চিন্ত আছি। হে প্রভু, আমাকে তোমার পালন করিতেই হইবে।

অস কহি পরেউ চরন অকুলাঈ।
নিজ তনু প্রগটি প্রীতি উর ছাঈ॥
তব রঘুপতি উঠাই উর লাবা।
নিজ লোচন জল সীঁচি জুড়াবা॥

এই বলিয়া ব্যাকুল হইয়া হনুমান পায়ে পড়িল। অমনি তাহার নিজ শরীর প্রকাশ হইল ও হৃদয় প্রেমে ভরিয়া গেল। রঘুপতি তখন তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাহাকে চোখের জলে ভিজাইয়া তাহার দাহ জুড়াইলেন।

সুনু কপি জিয় মানসি জনি ঊনা।
তৈঁ মম প্রিয় লছিমন তেঁ দুনা॥
সমদরসী মোহি কহ সব কোউ।
সেবকপ্রিয় অনন্যগতি সোউ॥

রাম বলিলেন—হে কপি, তুমি নিজেকে ছোট মনে করিও না। তুমি আমার নিকট লক্ষ্মণ অপেক্ষাও দ্বিগুণ প্রিয়। আমাকে সকলে সমদর্শী বলিয়া থাকে, কিন্তু যে সেবক অনন্যগতি হয় সে আমার প্রিয়।

সো অনন্য জাকে অসি মতি ন টরই হনুমন্ত।
মৈঁ সেবক সচরাচর রূপ স্বামি ভগবন্ত॥

হে হনুমান, অনন্যগতি তাহাকেই বলে, যাহার বুদ্ধি বিচলিত না হইয়া কেবল এই কথাই স্বীকার করে যে আমি সেবক আর চরাচরের প্রভুরূপ স্বামী ভগবান আমার প্রভু।

৬॥ **দেখি পবনসুত পতি অনুকূলা।**
হৃদয় হরষ বীতী সব সূলা॥
নাথ সৈল পর কপিপতি রহঈ।
সো সুগ্রীব দাস তব অহঈ॥

পবনপুত্র হনুমান প্রভুকে অনুকূল দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দ পাইল। তাহার সকল ব্যথা দূর হইল। সে বলিল—হে নাথ, পর্বতের উপর কপিরাজ থাকে। তাহার নাম সুগ্রীব, সে তোমারই দাস।

তেহি সন নাথ মইত্রী কীজৈ।
দীন জানি তেহি অভয় করীজৈ॥
সো সীতা কর খোজ করাইহি।
জহঁ তহঁ মরকট কোটি পঠাইহি॥

হে নাথ, তাহার সহিত তুমি মিত্রতা করিও, তাহাকে দীন জানিয়া অভয় দিও। সে সর্বত্র কোটি মর্কট পাঠাইয়া সীতার খোঁজ করিয়া দিবে।

এহি বিধি সকল কথা সমুঝাঈ।
লিয়ে দুঅউ জন পীঠি চঢ়াঈ॥
জব সুগ্রীব রাম কহুঁ দেখা।
অতিসয় জনম ধন্য করি লেখা॥

হনুমান এইভাবে সকল কথা বুঝাইয়া, দুইজনকে পিঠে চড়াইয়া লইয়া গেল। সুগ্রীব যখন রামকে দেখিল, তখন নিজের জন্ম অতি ধন্য হইল বলিয়া মনে করিল।

সাদর মিলেউ নাই পদমাথা।
ভেঁটেউ অনুজসহিত রঘুনাথা॥
কপি কর মন বিচারি এহি রীতী।
করিহহিঁ বিধি মো সন যে প্রীতী॥

সুগ্রীব রামচরণে মাথা নত করিয়া সাদরে লক্ষ্মণ সহিত রামের সাক্ষাৎ করিল. কপির মনে এই ভাবনা চলিতেছিল, বিধাতা আমার সহিত ইঁহার প্রীতি করাইয়া দিবেন কি?

তব হনুমন্ত উভয় দিসি কহি সব কথা সুনাই।
পাবক সাখী দেই করি জোরী প্রীতি দৃঢ়াই॥

তখন হনুমান দুই দিকের কথা বুঝাইয়া বলিল। সুগ্রীবকে রামের কথা ও রামকে সুগ্রীবের কথা বলিল ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া প্রীতির সম্পর্ক পাকা করিয়া জুড়িয়া দিল।

৭॥ কীন্হি প্রীতি কছু বীচ ন রাখা।
লছিমন রামচরিত সব ভাখা॥
কহ সুগ্রীব নয়ন ভরি বারী।
মিলিহি নাথ মিথিলেসকুমারী॥

উভয়ের মধ্যে যে প্রেম হইল তাহার ভিতর আর কোনও কিছু গুপ্ত রহিল না। লক্ষ্মণ রামচরিত্র সমস্ত সুগ্রীবকে শুনাইলে, সে সাশ্রুনেত্রে বলিল—হে নাথ, মিথিলেশ কুমারী সীতাকে পাওয়া যাইবে।

মন্ত্রিন্হ সহিত ইহাঁ এক বারা।
বৈঠ রহেউঁ মৈঁ করত বিচারা॥
গগনপন্থ দেখী মৈঁ জাতা।
পরবস পরী বহুত বিলপাতা॥

একবার আমি মন্ত্রীদের সহিত এইখানে বসিয়া মন্ত্রণা করিতেছিলাম। তখন আমি গগনপথে সীতাকে কাঁদিতে কাঁদিতে পরবশ হইয়া যাইতে দেখিয়াছি।

রাম রাম হা রাম পুকারী।
হমহিঁ দেখি দীন্হেউ পট ডারী॥
মাঁগা রামতুরত তেহি দীন্হা।
পট উর লাই সোচ অতি কীন্হা॥

"হা রাম, হা রাম" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে আমার দিকে চাহিয়া কাপড় ফেলিয়া দিয়াছিলেন। রাম চাহিতেই সে শীঘ্র কাপড় আনিয়া দিল। রাম সে কাপড় বুকে লইয়া অতিশয় শোক করিলেন।

কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুবীরা।
তজহু সোচ মন আনহু ধীরা॥
সব প্রকার করিহউঁ সেবকাঈ।
জেহি বিধি মিলিহি জানকী আঈ॥

সুগ্রীব বলিল—হে রঘুবীর, শোন। মনে ধৈর্য আনিয়া শোক ছাড়। যাহাতে সীতাকে পাওয়া যায়, সেজন্য সকল প্রকার চেষ্টাই করিব।

সখাবচন সুনি হরষে কৃপাসিন্ধু বলসীবঁ।
কারন কবন বসহু বন মোহি কহহু সুগ্রীবঁ॥

অসীম বলশালী, কৃপাসিন্ধু রাম সখার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। পরে বলিলেন—হে সুগ্রীব, তুমি কি কারণে বনে বাস করিতেছ আমাকে বল।

৮॥ নাথ বালি অরু মৈঁ দোউ ভাঈ।
প্রীতি রহী কছু বরনি ন জাঈ॥
ময়সুত মায়াবী তেহি নাউঁ।
আবা সো প্রভু হমরে গাউঁ॥

সুগ্রীব বলিল—হে নাথ, বালী আর আমি আমরা দুই ভাই। আমাদের মধ্যে এত ভালবাসা ছিল যে বলা যায় না। ময়দানবের পুত্র, মায়াবী তাহার নাম। সে আমাদের দেশে পম্পাপুরে আসিল।

অর্ধরাতি পুরদ্বার পুকারা।
বালী রিপুবল সহই ন পারা॥
ধাবা বালি দেখি সো ভাগা।
মৈঁ পুনি গয়উঁ বন্ধু সঁগ লাগা॥

অর্ধরাত্রে নগরের দ্বারে আসিয়া হাঁক দিল। বালীও শত্রুর বল সহ্য করিতে পারিল না। বালী দৌড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া সে পালাইল, আমি তখন ভাইয়ের সঙ্গেই চলিয়া গেলাম।

গিরি বর গুহা পৈঠ সো জাঈ।
তব বালী মোহিঁ কহা বুঝাঈ॥
পরিখেসু মোহিঁ এক পখবারা।
নহিঁ আবউঁ তব জানেসু মারা॥

তখন মায়াবী পর্বতগুহায় গিয়া ঢুকিল। বালী আমাকে বুঝাইয়া বলিল—আমার জন্য এক পক্ষকাল অপেক্ষা করিবে। যদি না আসি তবে জানিবে আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

মাস দিবস তহঁ রহেউঁ খরারী।
নিসরী রুধিরধার তহঁ ভারী॥
বালি হতেসি মোহি মারিহি আঈ।
সিলা দেই তহঁ চলেউঁ পরাঈ॥

হে খরারি রাম, আমি মাসেক কাল সেখানে থাকিলাম। তখন গুহা হইতে খুব রক্তের ধারা বাহির হইতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, বালীকে মারিয়াছে, আমাকেও আসিয়া মারিবে। এই ভাবিয়া গুহার দ্বারে পাথর চাপা দিয়া পালাইয়া আসিলাম।

মন্ত্রীন্হ পুর দেখা বিনু সাঈঁ।
দীন্হেউঁ মোহি রাজ বরিআঈঁ॥
বালী তাহি মারি গৃহ আবা।
দেখি মোহি জিয় ভেদ বঢ়াবা॥

মন্ত্রীরা দেখিল যে নগর রাজাহীন, তখন আমাকে জোর করিয়াই রাজ্য দিল। এদিকে বালী তাহাকে মারিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল ও আমাকে জীবিত দেখিয়া তাহার মনে ভেদবুদ্ধি বাড়িয়া উঠিল।

রিপুসম মোহি মারেসি অতি ভারী।
হরি লীন্হেসি সর্বসু অরু নারী॥
তা কে ভয় রঘুবীর কৃপালা।
সকল ভুবন মৈঁ ফিরেউঁ বিহালা॥

আমাকে শত্রুর মত করিয়া খুব মারিল। আমার সর্বস্ব ও আমার স্ত্রীকে হরণ করিয়া লইল। হে কৃপাল রঘুবীর, তাহার ভয়ে আমি সকল ভুবনে কাতর হইয়া ঘুরিতেছি।

ইহাঁ সাপবস আবত নাহীঁ।
তদপি সভীত রহউঁ মন মাহীঁ॥
সুনি সেবকদুখ দীনদয়ালা।
ফরকি উঠীঁ দোউ ভুজা বিসালা॥

বালী শাপের জন্য এইখানে আসে না, তবুও আমি মনে মনে তাহার ভয়ে থাকি। দীন দয়াল রাম, সেবকের দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার দুই বিশাল বাহু কাঁপিয়া উঠিল।

সুনু সুগ্রীব মারিহউঁ বালিহি একহি বান।
ব্রহ্ম রুদ্র সরনাগত গয়ে ন উবরিহি প্রান॥

রাম বলিলেন—হে সুগ্রীব, শোন। আমি বালীকে এক বাণ মারিব, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের শরণ লইলেও তাহার প্রাণ বাঁচিবে না।

১॥ জে ন মিত্র দুখ হোহিঁ দুখারী।
তিন্হহি বিলোকত পাতক ভারী॥

নিজ দুখ গিরি সম রজ করি জানা।
মিত্র ক দুখরজ মেরুসমানা॥

যে মিত্রের দুঃখে দুঃখী হয় না, তাহাকে দেখিলেও বড় পাপ হয়। যদি নিজের দুঃখ পর্বতের মতও হয়, তবুও তাহা ধুলিকণার মত মনে করিবে। আর মিত্রের দুঃখ ধূলিকণার সমান হইলেও মেরু পর্বতের সমান মনে করিবে।

জিন্হ কে অসি মতি সহজ ন আঈ।
তে সঠ হঠি কত করত মিতাঈ॥
কুপথ নিবারি সুপন্থ চলাবা।
গুন প্রগটই অবগুনন্হি দুরাবা॥

যাহার এই সহজ বুদ্ধি আসে না সে মূর্খ, জেদ করিয়া কেন মিত্রতা করে? মিত্রের কাজ কুপথ হইতে ফিরাইয়া সুপথে চালান, দোষ ঢাকিয়া গুণ প্রকাশ করা।

দেত লেত মন সঙ্ক ন ধরঈ।
বল অনুমান সদা হিত করঈ॥
বিপতিকাল কর সতগুন নেহা।
শ্রুতি কহ সন্ত মিত্র গুন এহা॥

মিত্র দিতে নিতে মনে সন্দেহ রাখে না। শক্তি অনুসারে সর্বদা হিত করে, বিপদের সময় শত গুণ প্রেম দেখায়। বেদে বলে, সৎ মিত্রের ইহাই গুণ।

আগেঁ কহ মৃদুবচন বনাঈ।
পাছেঁ অনহিত মন কুটিলাঈ॥
জা কর চিত অহি গতি সম ভাঈ।
অস কুমিত্র পরিহরেহি ভলাঈ॥

যে সামনে মিষ্ট কথা সাজাইয়া বলে ও পিছনে মনের কুটিলতায় অহিত করিতে চায়, যাহার মন সাপের গতির মত, সে প্রকার কুমিত্র পরিত্যাগ করাই ভাল।

সেবক সঠ নৃপ কৃপিন কুনারী।
কপটী মিত্র সুলসম চারী॥
সখা সোচ ত্যাগহু বল মোরে।
সব বিধি ঘটব কাজ মৈঁ তোরে॥

মূর্খ সেবক, কৃপণ রাজা, দুষ্টা স্ত্রী ও কপট মিত্র, এই চারই শূলের মত। হে সখা, আমার বলের সম্বন্ধে আশঙ্কা ত্যাগ কর। আমি তোমার সকলরকম কাজই পূর্ণ করিব।

কহ সুগ্রীবঁ সুনহু রঘুবীরা।
বালি মহাবল অতি রনধীরা॥
দুন্দুভিঅস্থি তাল দেখরায়ে।
বিনু প্রয়াস রঘুনাথ ঢহায়ে॥

সুগ্রীব বলিল—হে রঘুবীর, শোন। বালী মহা বলশালী ও যুদ্ধে ধীর। তার পর সুগ্রীব দুন্দুভীর হাড় ও তালগাছ দেখাইলে রঘুনাথ অনায়াসে তাহা চুরমার করিয়া ফেলিলেন।

দেখি অমিতবল বাঢ়ী প্রীতী।
বালি বধব ইন্হ ভই পরতীতী॥
বার বার নাবই পদসীসা।
প্রভুহি জানি মন হরষ কপীসা॥

রঘুনাথের অসীম বল দেখিয়া সুগ্রীবের প্রেম বাড়িল ও বালী বধের সম্বন্ধে বিশ্বাস হইল। প্রভুকে জানিয়া সুগ্রীবের মনে আনন্দ হইল। সে বার বার তাঁহার চরণে মাথা নত করিল।

উপজা জ্ঞান বচন তব বোলা।
নাথ কৃপা মন ভয়উ অলোলা॥
সুখ সম্পতি পরিবার বড়াঈ।
সব পরিহরি করিহউঁ সেবকাঈ॥

তাহার জ্ঞান হইলে সে বলিল—হে নাথ, তোমার কৃপায় আমার মন স্থির হইয়াছে। সুখ সম্পত্তি পরিবার ও শ্রেষ্ঠত্ব এ সকলই ছাড়িয়া তোমার সেবা করিব।

এ সব রামভগতি কে বাধক।
কহহিঁ সন্ত তব পদ অবরাধক॥
সত্রু মিত্র সুখ দুখ জগ মাহীঁ।
মায়াকৃত পরমারথ নাহীঁ॥

তোমার চরণসেবক সাধুরা বলে, ঐ সকল রামভক্তির বাধা, শত্রু মিত্র সুখ দুঃখ এ জগতে মায়া দ্বারাই সৃষ্ট, উহাতে পরমার্থ নাই।

বালি পরমহিত জাসু প্রসাদা।
মিলেহু রাম তুম্হ সমন বিষাদা॥
সপনে জেহি সন হোই লরাঈ।
জাগে সমুঝত মন সকুচাঈ॥

হে দুঃখনাশন রাম, বালী আমার পরম হিতকারী, তাহারই প্রসাদে তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম। লড়াই এমন জিনিষ যে যদি কাহারও সহিত স্বপ্নেও করা যায়, তবে জাগিয়া উঠিলে মনে সঙ্কোচ হয়।

অব প্রভু কৃপা করহু যেহি ভাঁতী।
সব তজি ভজন করউঁ দিনরাতী॥
সুনি বিরাগসংযুত কপিবানী।
বোলে বিহঁসি রামু ধনুপানী॥

হে প্রভু, তুমি এমন কৃপা কর, যাহাতে সব ত্যাগ করিয়া দিন রাত তোমার ভজনা করি। সুগ্রীবের বৈরাগ্যভাবের কথা শুনিয়া, ধনুকধারী রাম হাসিয়া বলিলেন—

জো কছু কহেহু সত্য সব সোঈ।
সখা বচন মম মৃষা ন হোঈ॥
নট মরকট ইব সবহিঁ নচাবত।
রাম খগেস বেদ অস গাবত॥

হে সখা, যাহা কিছু বলিয়াছি সবই সত্য। আমার কথা মিথ্যা হইবে না। কাকভুষণ্ডী বলিলেন—হে গরুড়, নাচওয়ালা যেমন বাঁদর নাচায়, রাম সকলকে তেমনি নাচান, বেদ এই প্রকার বলে।

লেই সুগ্রীবঁ সঙ্গ রঘুনাথা।
চলে চাপসায়ক গহি হাথা॥
তব রঘুপতি সুগ্রীবঁ পঠাবা।
গর্জেসি জাই নিকট বল পাবা॥

রঘুনাথ সুগ্রীবের সঙ্গে ধনুকবাণ হাতে লইয়া চলিলেন। তারপর রঘুপতি সুগ্রীবকে পাঠাইলেন এবং সুগ্রীব রঘুনাথের বল পাইয়া (নগরের) নিকট গিয়া গর্জন করিতে লাগিল।

সুনত বালি ক্রোধাতুর ধাবা।
গহি কর চরন নারি সমুঝাবা॥
সুনু পতি জিন্হহিঁ মিলেউ সুগ্রীবঁ।
তে দোউ বন্ধু তেজবলসীবঁ॥
কোসলেসসুত লছিমনরামা।
কালহু জীতি সকহিঁ সংগ্রামা॥

শুনিয়াই বালী রাগিয়া দৌড়াইয়া আসিল, কিন্তু তাহার স্ত্রী তাহার হাতে পায়ে ধরিয়া বুঝাইল—হে স্বামী, শোন। সুগ্রীব যাহাদের সহিত যোগ দিয়াছে, সেই দুই ভাইয়ের তেজ ও বল অসীম। উহারা কোশলপতির পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ। উহারা যুদ্ধে কালকেও জয় করিতে পারিবে।

কহা বালি সুনু ভীরুপ্রিয় সমদরসী রঘুনাথ।
জৌঁ কদাচি মোহি মারহিঁ তৌ পুনি হোউঁ সনাথ॥

বালী বলিল—প্রিয়া, তুমি ভীরু, তুমি শোন। রঘুনাথের শত্রু মিত্রে সমদৃষ্টি, যদি আমাকে মারেনই তথাপি আবার তাঁহাকেই পাইয়া সনাথ হইব।

১০॥ অস কহি চলা মহা অভিমানী।
তৃনসমান সুগ্রীবহি জানী॥
ভিরে উভৌ বালী অতি তরজা।
মুঠিকা মারি মহাধুনি গরজা॥

এই কথা বলিয়া বড় অভিমানে বালী চলিল। সে সুগ্রীবকে তৃণের মত (তুচ্ছ) মনে করিল। দুই জনে লড়িতে লাগিল। বালী বড়ই রাগিয়া উঠিল এবং কিল মারিয়া জোরে শব্দ করিয়া গর্জিয়া উঠিল।

তব সুগ্রীবঁ বিকল হোই ভাগা।
মুষ্টিপ্রহার বজ্রসম লাগা॥
মৈঁ জো কহা রঘুবীর কৃপালা।
বন্ধু ন হোই মোর যহ কালা॥

তখন সুগ্রীব বিকল হইয়া পালাইল। মুষ্টির আঘাত তাহার বজ্রের মত লাগিল। সে বলিয়া উঠিল—হে কৃপাল

রঘুনাথ, আমি ত বলিয়াছি, বালী আমার ভাই নয়, সে আমার যম।

একরূপ তুম্হ ভ্রাতা দোউ।
তেহি ভ্রম তেঁ নহিঁ মারেউঁ সোউ॥
কর পরসা সুগ্রীব সরীরা।
তনু ভা কুলিস গঈ সব পীরা॥

রামচন্দ্র বলিলেন—তোমারা দুই ভাই একইরকম দেখিতে, সেইজন্য চিনিতে না পারায় উহাকে মারি নাই। হাত দিয়া রাম সুগ্রীবের শরীর ছুঁইলেন। সুগ্রীবের শরীর তখন বজ্রের মত শক্ত হইল, সকল ব্যথা দূর হইল।

মেলী কণ্ঠ সুমন কৈ মালা।
পঠবা পুনি বল দেই বিসালা॥
পুনি নানা বিধি ভঈ লড়াঈ।
বিটপওট দেখহিঁ রঘুরাঈ॥

রাম তাহার গলায় ফুলের মালা দিয়া (শরীরে) বিশাল বল দিয়া আবার পাঠাইলেন। আবার নানা প্রকারে লড়াই হইল। গাছের আড়াল হইতে রঘুরাজ দেখিলেন।

বহু ছলবল সুগ্রীব করি হিয় হারা ভয় মানি।
মারা বালী রাম তব হৃদয় মাঁঝ সর তানি॥

সুগ্রীব অনেক কৌশল করিল, কিন্তু ভয় পাইয়া হারিয়া গেল। তখন রাম ধনুক টানিয়া বালীর বুকের মাঝখানে বাণ মারিলেন।

১১॥ পরা বিকল মহি সর কে লাগে।
পুনি উঠি বৈঠ দেখি প্রভু আগে॥
স্যামগাত সির জটা বনায়ে।
অরুননয়ন সর চাপ চঢ়ায়ে॥

বাণের আঘাতে বালী বিকল হইয়া মাটিতে পড়িল, আবার উঠিয়া বসিয়া প্রভুকে সম্মুখে দেখিল। তাঁহার শরীর শ্যামল, মাথায় জটার বাঁধন। চোখ লাল, আর ধনুকে বাণ চড়ান।

পুনি পুনি চিতই চরন চিত দীন্হা।
সুফল জনম মানা প্রভু চীন্হা॥
হৃদয় প্রীতি মুখ বচন কঠোরা।
বোলা চিতই রাম কী ওরা॥

রামের চরণে মন দিয়া বার বার তাঁহাকে দেখিল ও প্রভু:ক চিনিয়া জন্ম সফল করিল। রামের দিকে তাকাইয়া হৃদয়ে ভক্তি লইয়া মুখে কঠোর কথায় বলিল—

ধর্মহেতু অবতরেহু গোসাঈঁ।
মারেহু মোহি ব্যাধা কী নাঈঁ॥
মৈঁ বৈরী সুগ্রীব পিয়ারা।
অবগুন কবন নাথ মোহি মারা॥

হে প্রভু, তুমি ধর্মের জন্য অবতার হইয়াছ। তবুও আমাকে ব্যাধের মত মারিলে। আমি শত্রু হইলাম আর সুগ্রীবই বা প্রিয় হইল কেন? হে নাথ আমাকে কেন মারিলে?

অনুজবধূ ভগিনী সুতনারী।
সুন সঠ কন্যা সম এ চারী॥
ইন্হহিঁ কুদৃষ্টি বিলোকই জোঈ।
তাহি বধে কছু পাপ ন হোঈ॥

রামচন্দ্র বলিলেন—ওরে মূর্খ, ভায়ের স্ত্রী, ভগ্নী, পুত্রবধূ ও কন্যা, এই চারজন সমান। যে ইহাদের প্রতি কুদৃষ্টিতে দেখে, তাহাদের বধ করিলে কোনও পাপ হয় না।

মূঢ় তোহি অতিসয় অভিমানা।
নারিসিখাবন করেসি. ন কানা॥
মম ভুজ বল আশ্রিত তেহি জানী।
মারা চহসি অধম অভিমানী॥

ওরে মূর্খ, তোমার বড় অভিমান, স্ত্রীর উপদেশ কানে তোল নাই। ওরে অধম অভিমানী, আমার বাহুবলের দ্বারা আশ্রিত জেনেও সুগ্রীবকে মারিতে চাহিয়াছিলে।

সুনহু রাম স্বামী সকল চলন চাতুরী মোরি।
প্রভু অজহূঁ মৈঁ পাতকী অন্তকাল গতি তোরি॥

বালী বলিল—হে সুন্দর প্রভু, আমার চাতুরী ও ছলনের কথা শোন। আমি এখনও পাপী আছি, কিন্তু অন্তকালে তোমার আশ্রয় লইতেছি।

১২॥ সুনত রাম অতি কোমল বানী।
বালিসীস পরসেউ নিজ পানী॥
অচল করউঁ তনু রাখহু প্রানা।
বালি কহা সুনু কৃপানিধানা॥

রাম তাহার অতি মৃদু কথা শুনিয়া নিজের হাতে তাহার মাথা ছুঁইলেন ও বলিলেন—তুমি প্রাণ রাখ। আমি তোমার শরীর অচল (অমর) করিয়া দিতেছি। বালি বলিল—হে কৃপানিধান, শোন।

জনম জনম মুনি জতন করাহীঁ।
অন্ত রাম কহি আবত নাহীঁ॥
জাসু নামবল শঙ্কর কাসী।
দেত সবহি সমগতি অবিনাসী।
মম লোচনগোচর সোই আবা।
বহুরি কি প্রভু অস বনিহি বনাবা॥

মুনি জন্ম জন্ম যত্ন করিয়াও অন্তকালে মুখে রাম নাম আনিতে পারে না। যাঁহার নামের বলে কাশীতে শিব সকলকে অক্ষয় ও সমান গতি দেন, তিনি স্বয়ং আমার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত। হে প্রভু, আর কখনো কি এমন ঘটনা হইবে?

ছন্দ—জো নয়নগোচর জাসু গুন নিত নেতি
কহি শ্রুতি গাবহীঁ।
জিতি পবন মন গো নিরস করি মুনি
ধ্যান কবহুঁক পাবহীঁ॥
মোহি জানি অতি অভিমান বস প্রভু
কহেহু রাখু সরীরহী।
অস কবন সঠ হঠি কাটি সুরতরু বারি
করিহি ববুরহী॥

শ্রুতি "নেতি নেতি" বলিয়া নিত্য যাঁহার গুণ গাহিয়া থাকে, মুনি শ্বাস রোধ করিয়া মন জয় করিয়া ইন্দ্রিয় বিষয়শূন্য করিয়া যাহাকে কদাচিৎ ধ্যানে পাইয়া থাকে, সেই তুমি আমার নয়নগোচর হইয়াছ। সে বলিল—হে প্রভু, তুমি আমাকে অভিমানের বশীভূত জানিয়া বলিতেছ, শরীর রাখ। কিন্তু এমন মূর্খ কে আছে যে জেদ করিয়া কল্পতরু কাটিয়া বাবলা গাছে জল ঢালিবে?

অব নাথ করি করুনা বিলোকহু দেহু
জো বর মাঁগউঁ।
জেহি জোনি জনমউঁ কর্মবস তহঁ রামপদ
অনুরাগউঁ॥
যহ তনয় মম সম বিনয়বল কল্যানপদ
প্রভু লীজিয়ে।
গহি বাহঁ সুর নর নাহ আপন দাস
অঙ্গদ কীজিয়ে॥

হে নাথ, এখন দয়া করিয়া দেখ। আর যে বর চাই তাহা দাও। আমি কর্মফলে যে যোনিতেই জন্মি না কেন, সেখানেই যেন রামপদে আমার অনুরাগ থাকে। আমার এই ছেলে আমারই মত বিনয়ী ও বলশালী। হে কল্যাণপ্রদ প্রভু, ইহাকে লও। হে দেবতা ও মানুষের স্বামী, এই অঙ্গদকে হাত ধরিয়া নিজের দাস করিয়া লও।

রামচরন দৃঢ়প্রীতি করি বালি কীন্হ তনুত্যাগ।
সুমনমাল জিমি কণ্ঠ তেঁ গিরত ন জানই নাগ॥

রামের চরণে দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া বালী দেহত্যাগ করিল। যেমন হাতীর গলা হইতে ফুলের মালা পড়িয়া গেলে সে টেরই পায় না, তেমনি বালীর দেহত্যাগ অক্লেশেই হইল।

১৩॥ রাম বালি নিজ ধাম পঠাবা।
নগরলোগ সব ব্যাকুল ধাবা॥
নানা বিধি বিলাপ কর তারা।
ছুটে কেস ন দেহ সঁভারা॥

রাম বালীকে নিজের স্থান বৈকুণ্ঠে পাঠাইলেন। বালীর মৃত্যু শুনিয়া নগরের লোকেরা ব্যাকুল হইয়া ছুটিল। তারা (বালীর স্ত্রী) নানা প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার কেশ বা দেহ কিছুই সামলাইতে পারিল না।

তারা বিকল দেখি রঘুরায়া।
দীন্হ জ্ঞান হরি লীন্হী মায়া॥
ছিতি জল পাবক গগন সমীরা।
পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা॥

রঘুনাথ তারাকে বিকল দেখিয়া তাহাকে জ্ঞান দিলেন ও তাহার মায়া দূর করিলেন। তিনি বলিলেন—মাটি, জল আগুন, আকাশ ও বাতাস এই পাঁচে রচিত শরীর অতি অধম।

প্রগট সো তনু তব আগে সোবা।
জীব নিত্য কেহি লগি তুম্হ রোবা॥
উপজা জ্ঞান চরন তব লাগী।
লীন্হেসি পরম ভগতি বর মাঁগী॥

সেই শরীর তোমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ শুইয়া আছে। কিন্তু ইহার ভিতরে যে জীব ছিল সে নিত্য। তবে কাহার জন্য তুমি কাঁদিতেছ? এই কথায় তারার জ্ঞান হইল। তখন সে তাঁহার পায় ধরিয়া 'পরম ভক্তি হউক' এই বর চাহিয়া লইল।

উমা দারু জোষিত কী নাঈঁ।
সবহিঁ নচাবত রামু গোসাঈঁ॥
তব সুগ্রীবহি আয়সু দীন্হা।
মৃতককর্ম বিধিবত সব কীন্হা॥

শঙ্কর বলেন—উমা, রাম গোসাঁই কাঠের পুতুলের মত সকলকেই নাচান। তখন রাম সুগ্রীবকে আজ্ঞা দিলেন এবং সে শাস্ত্রমতে মৃত সৎকার করিল।

রাম কহা অনুজহি সমুঝাঈ।
রাজু দেহু সুগ্রীবহি জাঈ॥
রঘুপতি চরন নাই করি মাথা।
চলে সকল প্রেরিত রঘুনাথা॥

রাম লক্ষ্মণকে বুঝাইয়া বলিলেন—এখন গিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য দাও। রঘুপতির চরণে প্রণাম করিয়া সকলে রঘুনাথের আজ্ঞায় চলিল।

লছিমন তুরত বোলায়ে পুরজন বিপ্রসমাজ।
রাজ দীন্হ সুগ্রীব কহঁ অঙ্গদ কহঁ যুবরাজ॥

লক্ষ্মণ শীঘ্রই নগরবাসী ও ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিলেন এবং সুগ্রীবকে রাজসিংহাসন ও অঙ্গদকে যৌবরাজ্য দিলেন।

১৪॥ উমা রামসম হিত জগ নাহীঁ।
গুরু পিতু মাতু বন্ধু প্রভু নাহীঁ॥
সুর নর মুনি সব কৈ যহ রীতী।
স্বারথ লাগি করহিঁ সব প্রীতী॥

শঙ্কর বলিলেন—উমা, জগতে গুরু পিতা মাতা ভাই কেহই রামের মত হিতকারী নয়। (কারণ) দেবতা মানুষ মুনি সকলেরই এই রীতি যে, স্বার্থের জন্যই সকলে প্রীতি করে।

বালি ত্রাস ব্যাকুল দিন রাতী।
তন্ু বহু ব্রন চিন্তা জর ছাতী॥
সোই সুগ্রীব কীন্হ কপিরাউ।
অতি কৃপাল রঘুবীর সুভাউ॥

সুগ্রীব বালীর ভয়ে দিন রাত ব্যাকুল ছিল। তাহার শরীর যেন অনেক ফোঁড়ার ব্যথায়, আর বুক চিন্তায় জলিয়া যাইতেছিল। সেই সুগ্রীবকে অতি কোমল স্বভাব রঘুবীর বানরদের রাজা করিলেন।

জানতহুঁ অস প্রভু পরিহরহীঁ।
কাহে ন বিপতিজাল নর পরহীঁ॥
পুনি সুগ্রীবহি লীন্হ বোলাঈ।
বহু প্রকার নৃপনীতি সিখাঈ॥

জানিয়াও এমন স্বামীকে পরিত্যাগ করিলে লোকে বিপত্তিজালে পড়িবেনা কেন? রাম সুগ্রীবকে আবার ডাকিয়া লইলেন ও নানাপ্রকার রাজনীতির উপদেশ দিলেন।

কহ প্রভু সুনু সুগ্রীব হরীসা।
পুর ন জাউঁ দস চারি বরীসা॥
গত গ্রীষম বরষারিতু আঈ।
রহিহউ নিকট সৈল পর ছাঈ॥

প্রভু বলিলেন—হে বানররাজ সুগ্রীব, শোন। আমি চৌদ্দ বৎসর নগরে যাইব না। গ্রীষ্মকাল চলিয়া গেল, বর্ষাঋতু আসিল। নিকটের পাহাড়েই কুটীর নির্মাণ করিয়া থাকিব।

অঙ্গদসহিত করহু তুম্হ রাজু।
সন্তত হৃদয় ধরেহু মম কাজু॥
জব সুগ্রীব ভবন ফিরি আয়ে॥
রামু প্রবরষন গিরি পর ছায়ে॥

সর্বদা আমার কাজের কথা মনে রাখিয়া অঙ্গদের সহিত তুমি রাজত্ব কর। তখন সুগ্রীব বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। রাম প্রস্রবণ গিরির উপর বাস করিতে লাগিলেন।

প্রথমহিঁ দেবন্হ গিরি গুহা রাখী রুচির বনাই।
রাম কৃপানিধি কছুক দিন বাস করহিঁগে আই॥

কৃপানিধি রাম আসিয়া দিনকতক বাস করিবেন বলিয়া পূর্বেই দেবতারা গিরিগুহা সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন।

১৫॥ সুন্দর বন কুসুমিত অতি সোভা।
গুঞ্জত মধুপনিকর মধুলোভা॥
কন্দ মূল ফল পত্র সুহায়ে।
ভয়ে বহুত জব তেঁ প্রভু আয়ে॥

সুন্দর বন ফুলেভরা গাছের শোভায় শোভিত হইল। ভোমরারা মধুর লোভে গুঞ্জন করিতে লাগিল। প্রভুর আসার সময় হইতে বহু সুন্দর কন্দ মূল ফল পাতার উদ্ভব হইল।

দেখি মনোহর সৈল অনূপা।
রহে তহঁ অনুজসহিত সুরভূপা॥
মধুকর খগ মৃগ তনু ধরি দেবা।
করহিঁ সিদ্ধ মুনি প্রভু কৈ সেবা॥

দেবতাদের প্রভু রঘুনাথ মনোহর অনুপম পর্বত দেখিয়া সেইখানে ভাইয়ের সহিত থাকিলেন। দেবতা, সিদ্ধ ও মুনিরা মধুকর পশু ও পক্ষীর শরীর ধরিয়া প্রভুর সেবা করিতে লাগিল।

মঙ্গলরূপ ভয়উ বন তব তেঁ।
কীন্হ নিবাস রমাপতি জব তেঁ॥
ফটিকসিলা অতিসুভ্র সুহাঈ।
সুখ আসীন তহাঁ দোউ ভাঈ॥

যখন হইতে লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু (রাম) বনে বাস করিতে লাগিলেন, তখন হইতেই বন আনন্দময় হইল। দুই ভাই সেখানে অতিশয় সাদা সুন্দর স্ফটিক শিলাতে সুখে বসিতেন।

কহত অনুজ সন কথা অনেকা।
ভগতি বিরতি নৃপনীতি বিবেকা॥
বরষাকাল মেঘ নভ ছায়ে।
গর্জত লাগত পরম সুহায়ে॥

রাম ভাইয়ের সহিত ভক্তি, বৈরাগ্য, রাজনীতি ও বিবেক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেন। বর্ষাকালে মেঘ আকাশ ছাইয়া গর্জন করিত, রামের উহা বড় ভাল লাগিত।

লছিমন দেখহু মোরগন নাচত বারিদ পেখি।
গৃহী বিরতিরত হরষ জস বিষ্ণুভগত কহুঁ দেখি॥

রামচন্দ্র বলিলেন—হে লক্ষ্মণ, দেখ। ময়ূরেরা মেঘ দেখিয়া নাচিতেছে। বৈরাগ্য ব্রত পালনকারী গৃহীর বিষ্ণুভক্তকে দেখিয়া যেমন অবস্থা হয়, ময়ূরগুলিরও মেঘকে দেখিয়া সেই অবস্থা হইয়াছে।

১৬॥ ঘন ঘমণ্ড নভ গরজত ঘোরা।
প্রিয়াহীন ডরপত মন মোরা॥
দামিনি দমকি রহ ন ঘন মাহীঁ।
খল কৈ প্রীতি যথা থির নাহীঁ॥

আকাশে মেঘ ঘর্ঘর গর্জন করিতেছে। প্রিয়াহীন হওয়ায় আমার মনে ভয় হইতেছে। বিদ্যুৎ চমকাইয়া মেঘের ভিতরেই থাকিয়া যাইতেছে না, খলের প্রীতির মতই উহা অস্থির।

বরষহিঁ জলদ ভূমি নিয়রায়ে।
জথা নবহিঁ বুধ বিদ্যা পায়ে॥
বুন্দ অঘাত সহহিঁ গিরি কৈসে।
খল কে বচন সন্ত সহ জৈসে॥

পণ্ডিত বিদ্যা পাইলে যেমন অবনত হয়, মেঘ তেমনি করিয়া মাটির নিকট নামিয়া আসিয়া (নত হইয়া) জল বর্ষণ করিতেছে। সাধু যেমন করিয়া খলের কথা সহ্য করে, পর্বত তেমনি করিয়া বৃষ্টির আঘাত সহ্য করিতেছে।

ছুদ্র নদী ভরি চলী তোরাঈ।
জস থোরেহু ধন খল ইতরাঈ॥
ভূমি পরত ভা ঢাবর পানী।
জনু জীবহি মায়া লপটানী॥

ক্ষুদ্র নদী ভরিয়া উপছাইয়া চলিয়াছে, যেমন অল্প ধন হইলে খল উন্মত্ত হইয়া যায় তেমনি। জীব যেমন মায়ায় জড়াইয়া মলিন হইয়া যায়, তেমনি জল মাটিতে পড়িতেই ঘোলা হইয়া যাইতেছে।

সিমিটি সিমিটি জল ভরহি তলাবা।
জিমি সদগুন সজ্জন পহিঁ আবা॥
সরিতাজল জলনিধি মহুঁ জাঈ।
হোই অচল জিমি জিউ হরি পাঈ॥

বৃষ্টির জল একত্র হইয়া হইয়া পুকুর ভরিয়া ফেলিতেছে, যেমন করিয়া সদ্‌গুণ একে একে সজ্জনের কাছে আসে তেমনি। নদীর জল সমুদ্রে যাইতেছে। হরিকে পাইলে ভক্ত যেমন নিশ্চল হয়, নদী সমুদ্রে পড়িয়া তেমনি নিশ্চল হইতেছে।

হরিত ভূমি তৃনসঙ্কুল সমুঝি পরহিঁ নহিঁ পন্থ।
জিমি পাখণ্ড বিবাদ তেঁ গুপ্ত হোহি সদগ্রন্থ॥

ঘাসে ছাইয়া ফেলায় মাটি সবুজ হইয়া গিয়াছে, পথ আর দেখা যায় না। ভক্তদিগের তর্কে সদ্‌গ্রন্থ যেমন লুপ্ত হয়, ঘাসে তেমনি পথ লুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

১৭-১৮॥ দাদুরধুনি চহুঁ দিসা সুহাঈ।
বেদ পঢ়হিঁ জনু বটুসমুদাঈ।
নবপল্লব ভয়ে বিটপ অনেকা।
সাধক মন জস মিলে বিবেকা॥

চারিদিকে ভেকের সুন্দর ডাক উঠিয়াছে, যেন ব্রাহ্মণেরা বেদ পড়িতেছে। সাধকের মনে যেমন জ্ঞান বিকশিত হয়, তেমনি অনেক গাছে নূতন পাতার বিকাশ হইয়াছে।

অর্ক জবাস পাত বিনু ভয়উ।
জস সুরাজ খল উদ্যম গয়উ॥
খোজত কতহুঁ মিলই নহিঁ ধূরী।
করই ক্রোধ জিমি ধর্মহিঁ দূরী॥

অর্ক ও জাবাসের পাতা শূন্য হইল, ভালবাক্যে যেমন খলের চেষ্টা বিফল হয় তেমনি। খুঁজিয়াও কোথাও ধূলা পাওয়া যাইতেছিল না। ক্রোধ যেমন ধর্মকে দূর করে, বর্ষাকাল তেমনি ধূলা দূর করিয়াছে।

সসিসম্পন্ন সোহ মহি কৈসী।
উপকারী কৈ সম্পতি জৈসী॥
নিসি তম ঘন খদ্যোত বিরাজা।
জনু দম্ভিন কর মিলা সমাজা॥

পরোপকারী মানুষের সম্পত্তি যেমন শোভা পায় শস্যপূর্ণ হইয়া পৃথিবী তেমনি শোভা পাইতেছিল। রাত্রের ঘন অন্ধকারে জোনাকি দেখা দেওয়ায় মনে হইল যেন দম্ভকারীদের দল একত্র হইয়াছে।

মহাবৃষ্টি চলি ফূটি কিয়ারী।
জিমি সুতন্ত্র ভয়ে বিগরহিঁ নারী॥
কৃষী নিরাবহিঁ চতুর কিসানা।
জিমি বুধ তজহিঁ মোহ মদ মানা॥

বড় বৃষ্টি হওয়ায় আলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল বাহির হইয়া যাইতেছিল, যেমন স্বাধীন হইলে স্ত্রীলোকেরা বিগড়াইয়া যায় তেমনি। পণ্ডিতেরা যেমন মোহ মদ মান মন হইতে উপড়াইয়া ফেলেন, তেমনি ক্ষেত হইতে কৃষাণেরা আগাছা উপড়াইয়া ফেলিতেছিল।

দেখিয়ত চক্রবাক খগ নাহীঁ।
কলিহি পাই জিমি ধর্ম পরাহীঁ॥
ঊষর বরষই তৃন নহিঁ জামা।
জিমি হরিজন হিয় উপজ ন কামা॥

চখা চখী দেখিতে পাওয়া যায় না, কলিকে পাইয়া যেমন ধর্ম পালায় বর্ষা আসায় তেমনি চখা চখী পালাইয়াছে। ঊষর ভূমিতে বর্ষাতেও ঘাস জন্মিতেছে না, যেমন সাধুর হৃদয়ে কাম জন্মে না তেমনি।

বিবিধ জন্তুসঙ্কুল মহি ভ্রাজা।
প্রজা বাঢ় জিমি পাই সুরাজা॥
জহঁ তহঁ রহে পথিক থকি নানা।
জিমি ইন্দ্রিয়গন উপজে জ্ঞানা॥

যেমন ভাল রাজা পাইয়া প্রজা বাড়ে, তেমনি পৃথিবী নানা জন্তুতে ভরিয়া গিয়া শোভা পাইতে লাগিল। যেখানে সেখানে স্থির হইয়া পথিকেরা বিশ্রাম করিতে লাগিল, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ইন্দ্রিয় যেমন স্থির হয় তেমনি।

কবহুঁ প্রবল চল মারুত জহঁ তহঁ মেঘ বিলাহিঁ।
জিমি কপূত কে উপজে কুল সদ্ধর্ম নসাহিঁ॥

কখনো প্রবল বায়ু বহিতেছিল। আর যেমন করিয়া কুপুত্র কুলে উৎপন্ন হইয়া সম্পত্তি ও ধর্মনাশ করে, তেমনি করিয়া মেঘকে যেখানে সেখানে ছিন্নভিন্ন করিতেছিল।

কবহুঁ দিবস মহঁ নিবিড় তম কবহুঁক প্রগট পতঙ্গ।
বিনসই উপজই জ্ঞান জিমি পাই কুসঙ্গ সুসঙ্গ।

কখনো বা দিনের বেলাতেই ঘন অন্ধকার হইতেছিল, কখনো বা সূর্য দেখা দিতেছিল। যেমন সুসঙ্গ ও কুসঙ্গ

পাইয়া জ্ঞান জন্মে ও নষ্ট হয়, তেমনি করিয়া আলো ও অন্ধকার হইতেছিল।

১৯॥ বরষা বিগত সরদরিতু আঈ
লছিমন দেখহু পরম সুহাঈ॥
ফূলে কাস সকল মহি ছাঈ।
জনু বরষারিতু প্রগট বুঢ়াঈ॥

রাম বলিলেন—হে লক্ষ্মণ, দেখ। বর্ষা গেল। পরম সুন্দর শরৎ ঋতু আসিল। কাশের ফুল সকল পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল। বর্ষা ঋতু যে বুড়া হইয়াছে, কাশের ফুল তাহাই যেন প্রকাশ করিয়া দিল।

উদিত অগস্ত পন্থজল সোখা।
জিমি লোভহি সোখই সন্তোষা॥
সরিতাসর নির্মলজল সোহা।
সন্তহৃদয় জস গত মদ মোহা॥

অগস্ত্য নক্ষত্র উঠিয়াছে। পথের জল শুকাইয়া গেল। লোভ যেমন করিয়া সন্তোষকে শুষিয়া লয়, তেমনি করিয়া শরৎ ঋতু পথের জল শুষিয়া লইয়াছে। নদী সরোবরের জল নির্মল হইল, সাধুর হৃদয় মদ মোহ চলিয়া গেলে যেমন নির্মল হয় তেমনি।

রস রস সুখ সরিত সর পানী।
মমতাত্যাগ করহিঁ জিমি জ্ঞানী॥
জানি সরদরিতু খঞ্জন আয়ে।
পাই সময় জিমি সুকৃত সুহায়ে॥

জ্ঞানী যেমন ধীরে ধীরে মমতা ত্যাগ করে, নদী সরোবর তেমনি করিয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতেছিল। শরৎ ঋতু আরম্ভ হওয়ায় খঞ্জন আসিয়া উপস্থিত হইল, যেমন সময় পাইয়া সুন্দর সৎকর্ম উপস্থিত হয়।

পঙ্ক ন রেনু সোহ অসি ধরনী।
নীতি নিপুন নৃপ কৈ জসি করনী॥
জলসঙ্কোচ বিকল ভই মীনা।
অবুধ কুটুম্বী জিমি ধনহীনা॥

জল ছিল না, কাদাও ছিল না। রাজনীতিতে নিপুণ রাজার কার্য যেমন শোভা পায়, ধরণী তেমনি শোভা পাইতেছিল। অজ্ঞান বহু-কুটুম্ব কোনও লোকের হাতে ধন না থাকিলে তাহার যেমন ব্যাকুল অবস্থা হয়, জল কমিয়া যাওয়ায় মাছেরাও তেমনি ব্যাকুল হইল।

বিনু ঘন নির্মল সোহ অকাসা।
হরিজন ইব পরিহরি সব আসা॥
কহুঁ কহুঁ বৃষ্টি সারদী থোরী।
কোউ এক পাব ভগতি জসি মোরী॥

সকল আশা ত্যাগ করিয়া হরিভক্ত যেমন শোভা পায়, আকাশ মেঘ-মুক্ত ও নির্মল হইয়া তেমনি শোভা পাইতে লাগিল। শরৎকালে কোথাও কোথাও অল্প বৃষ্টি হয়, যেমন কোনও কোনও লোকে আমার ভক্তি পায়, সকলে পায় না তেমনি।

চলে হরষি তজি নগর নৃপ তাপস বনিক ভিখারি।
জিমি হরিভগতি পাই শ্রম তজহিঁ আশ্রমী চারি॥

শরৎকালে নৃপ তাপস ও ভিখারী আনন্দে নগর ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল, ভক্তেরা হরিভক্তি পাইলে যেমন চার আশ্রমই ত্যাগ করে তেমনি।

২০॥ সুখী মীন জে নীর অগাধা।
জিমি হরিসরন ন একউ বাধা॥
ফূলে কমল সোহ সর কৈসা।
নির্গুন ব্রহ্ম সগুন ভয়ে জৈসা॥

যেখানে অগাধ জল সেখানকার মাছেরা সুখী হইল, যে ব্যক্তি হরির শরণ লইয়াছে তাহার যেমন কোনও বাধা থাকে না তেমনি। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলে যেমন হয় পদ্ম ফোটায় সরোবরের শোভা তেমনি হইল।

গুঞ্জত মধুকর মুখর অনূপা।
সুন্দর খগরব নানারূপা॥
চক্রবাকমন দুখ নিসি পেখী।
জিমি দুরজন পরসম্পতি দেখী॥

মৌমাছিরা অনুপম গুন গুন শব্দ করিতেছিল। অনেক রকমের পাখী ডাকিতে লাগিল। চখাচখী দুঃখময় রাত দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইল, দুর্জনেরা পরের সম্পত্তি দেখিয়া যেমন ক্ষুণ্ণ হয় তেমনি।

চাতক রটত তৃষা অতি ওহী।
জিমি সুখ লহই ন শঙ্করদ্রোহী॥
সরদাতপ নিসি সসি অপহরঈ।
সন্তদরস জিমি পাতক টরঈ॥

চাতক ডাকিতেছে, তাহার বড় তৃষ্ণা। শঙ্কর-দ্রোহীর যেমন সুখ থাকে না চাতকেরও তেমনি তৃষ্ণা মিটে না। শরৎকালে রাত্রের চাঁদ রৌদ্রের তাপ দূর করিয়া দেয়, যেমন সাধু দর্শন পাপ দূর করে তেমনি।

দেখি ইন্দু চকোরসমুদাঈ।
চিতবহিঁ জিমি হরিজন হরি পাঈ॥
মসকদংস বীতে হিমত্রাসা।
জিমি দ্বিজ দ্রোহ কিয়ে কুলনাসা॥

ভক্তেরা হরিকে পাইলে যেমন করিয়া দেখিয়া থাকে, চকোরেরা চাঁদকে তেমনি করিয়া দেখে। দ্বিজদ্রোহ যেমন করিয়া কুলনাশ করে শীতের ভয়ে মশার কামড় তেমনি করিয়া কমিয়া যায়।

ভূমি জীব সঙ্কুল রহে গয়ে সরদরিতু পাই।
সদগুরু মিলে জাহিঁ জিমি সংসয় ভ্রম সমুদাই॥

ভূমি জীবে পরিপূর্ণ ছিল। এখন শরৎকাল আসায় তাহারা তেমনি করিয়া চলিয়া গেল, যেমন সৎগুরু পাইলে (শিষ্যের) সমস্ত সংশয় ও ভুল চলিয়া যায়।

২১॥ বরষা গত নির্মল রিতু আঈ।
সুধি ন তাত সীতা কৈ পাঈ॥
এক বার কৈসেহুঁ সুধি জানউঁ।
কালহু জীতি নিমিষ মহুঁ আনউঁ॥

হে লক্ষ্মণ, বর্ষা গেল, নির্মল শরৎকালও আসিল, কিন্তু সীতার সংবাদ ত কিছু পাওয়া গেল না। একবার যদি কোনও প্রকারে সংবাদ পাই, কালকেও জয় করিয়া মুহূর্তের মধ্যে লইয়া আসি।

কতহুঁ রহউ জৌঁ জীবত হোঈ।
তাত জতনু করি আনউঁ সোঈ॥
সুগ্রীবঁহু সুধি মোরি বিসারী।
পাবা রাজ কোস পুর নারী॥

হে প্রিয়, সে যেখানেই থাকুক না কেন যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে যত্ন করিয়া তাহাকে আনিব। সুগ্রীবও রাজত্ব, অর্থ, নগর ও স্ত্রী পাইয়া আমার খবর ভুলিয়া গিয়াছে।

জেহি সায়ক মারা মৈঁ বালী।
তেহি সর হতউঁ মূঢ় কহুঁ কালী॥
জাসু কৃপা ছূটহিঁ মদ মোহা।
তা কহুঁ উমা কি সপনেহুঁ কোহা॥

যে বাণে আমি বালীকে মারিয়াছি, কাল সেই বাণেই মূঢ়কে মারিব। শঙ্কর বলিলেন—উমা, যাঁহার কৃপায় মদ মোহ দূর হয়, স্বপ্নেও কি তাঁহার ক্রোধ হইতে পারে?

জানহিঁ যহ চরিত্র মুনি জ্ঞানী।
জিন্হ রঘুবীর চরন রতি মানী॥
লছিমন ক্রোধবন্ত প্রভু জানা।
ধনুষ চঢ়াই গহে কর বানা॥

যাহারা রামচরণে ভক্তি রাখে সেই জ্ঞানীরা এই লীলার কথা জানে। লক্ষ্মণ প্রভুর ক্রোধ হইয়াছে জানিয়া ধনুক চড়াইয়া হাতে বাণ লইলেন।

তব অনুজহিঁ সমুঝাবা রঘুপতি করুনাসীবঁ।
ভয় দেখাই লেই আবহু তাত সখা সুগ্রীবঁ॥

তখন করুণানিধান রঘুনাথ ভাইকে বুঝাইয়া বলিলেন—হে প্রিয়, সখা সুগ্রীবকে ভয় দেখাইয়া লইয়া আইস।

২২॥ ইহাঁ পবনসুত হৃদয় বিচারা।
রামকাজু সুগ্রীবঁ বিসারা॥
নিকট জাই চরনন্হি সিরু নাবা।
চারিহু বিধি তেহি কহি সমুঝাবা॥

এদিকে হনুমান মনে মনে ভাবিল, সুগ্রীব রামের কাজ ভুলিয়া গিয়াছে। সে নিকটে গিয়া প্রণাম করিল এবং তাহাকে (সম দম দণ্ড ভেদ) চার রকমের কথা বলিয়া বুঝাইল।

সুনি সুগ্রীব পরমভয় মানা।
বিষয় মোর হরি লীন্হেউ জ্ঞানা॥
অব মারুতসুত দূতসমূহা।
পঠবহু জহঁ তহঁ বানরজূহা॥

শুনিয়া সুগ্রীবের বড় ভয় হইল। সে ভাবিল, বিষয় ভোগ আমার জ্ঞান হরণ করিয়া লইয়াছিল। বলিল—হে হনুমান, এখন দূতসকলকে চারিদিকে বানরদলের নিকট পাঠাও।

কহেহু পাখ মহু আব ন জোঈ।
মোরে কর তা কর বধ হোঈ॥
তব হনুমন্ত বোলায়ে দূতা।
সব কর করি সনমান বহূতা॥

বলিয়া দাও যে, এক পক্ষের মধ্যে যে না আসিবে, আমার হাতে তাহার মৃত্যু হইবে। তখন হনুমান দূতদের ডাকিয়া সকলকে অনেক সম্মান করিয়া,

ভয় অরু প্রীতি নীতি দেখরাঈ।
চলে সকল চরনন্হি সিরু নাঈ॥
এহি অবসর লছিমন পুর আয়ে।
ক্রোধ দেখি জহঁ তহঁ কপি ধায়ে॥

তাহাদিগকে ভয়, প্রীতি ও নীতির কথা বলিয়া দিল। সকলে তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সেই সময় লক্ষ্মণ নগরে আসিলেন এবং তাঁহার রাগ দেখিয়া বানরেরা যেখানে সেখানে ছুটিয়া পালাইতে লাগিল।

ধনুষ চঢ়াই কহা তব জারি করউঁ পুর ছার।
ব্যাকুল নগর দেখি তব আয়উ বালিকুমার॥

লক্ষ্মণ ধনুক চড়াইয়া বলিলেন—এ নগর জ্বালাইয়া ছাই করিয়া ফেলিব। তখন নগরের লোককে ব্যাকুল দেখিয়া বালীতনয় অঙ্গদ আসিল।

২৩॥ চরন নাই সিরু বিনতী কীন্হী।
লছিমন অভয় বাঁহ তেহি দীন্হী॥
ক্রোধবন্ত লছিমন সুনি কানা।
কহ কপীস অতিভয় অকুলানা॥

প্রণাম করিয়া বিনয় করিল। লক্ষ্মণ তাহার উপর অভয় হাত রাখিলেন। লক্ষ্মণ রাগ করিয়াছেন শুনিয়া সুগ্রীব অতিশয় ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিল—

সুনু হনুমন্ত সঙ্গ লেই তারা।
করি বিনতী সমুঝাউ কুমারা॥
তারা সহিত জাই হনুমানা।
চরন বন্দি প্রভু সুজস বখানা॥

হে হনুমান, শোন। তারাকে সঙ্গে লইয়া বিনয় করিয়া কুমার লক্ষ্মণকে বুঝাও। তারা সহিত হনুমান গিয়া লক্ষ্মণের চরণ বন্দনা করিয়া প্রভুর গুণগান করিল।

করি বিনতী মন্দির লৈই আয়ে।
চরন পখারি পলঙ্গ বৈঠায়ে॥
তব কপীস চরনন্হি সিরু নাবা।
গহি ভুজ লছিমন কণ্ঠ লগাবা॥

মিনতি করিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া আসিল, পা ধোওয়াইয়া পালঙ্কে বসাইল। তখন সুগ্রীব তাহার পায়ে মাথা নত করিল। লক্ষ্মণ হাত ধরিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

নাথ বিষয়সম মদ কছু নাহীঁ।
মুনিমন মোহ করই ছন মাহীঁ॥
সুনত বিনীতবচন সুখ পাবা।
লছিমন তেহি বহুবিধি সমুঝাবা॥
পবনতনয় সব কথা সুনাঈ।
জেহি বিধি গয়ে দূতসমুদাঈ॥

সুগ্রীব বলিল—হে নাথ, বিষয়ের মত অহঙ্কার দিবার জিনিষ আর কিছু নাই, মুহূর্ত মধ্যেই মুনির মনে মোহ জন্মায়। তাহার বিনীত কথায় লক্ষ্মণ সুখী হইলেন ও তাহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন। পরে যেভাবে দূত সকল পাঠান হইয়াছে, সে কথা হনুমান বলিল।

হরষি চলে সুগ্রীব তব অঙ্গদাদি কপি সাথ।
রামানুজ আগে করি আয়ে জহঁ রঘুনাথ॥

তখন সুগ্রীব অঙ্গদাদি বানরের সহিত আনন্দিত হইয়া লক্ষ্মণকে আগে রাখিয়া যেখানে রঘুনাথ আছেন সেখানে চলিল।

২৪॥ নাই চরন সিরু কহ কর জোরী।
নাথ মোহি কছু নাহিঁন খোরী॥
অতিসয়প্রবল দেব তব মায়া।
ছুটই রাম করহু জৌঁ দায়া॥

তাঁহার চরণে মাথা নত করিয়া, হাত জোর করিয়া বলিল—হে নাথ, আমার দোস নাই। তোমার মায়া অতিশয় প্রবল, যখন তুমি দয়া কর তখনি সে মায়া পালায়।

বিষয়বস্য সুর নর মুনি স্বামী।
মৈঁ পামর পসু কপি অতি কামী॥
নারিনয়ন সর জাহি ন লাগা।
ঘোর ক্রোধ তম নিসি জো জাগা॥

হে প্রভু, সুর নর মুনি সকলেই বিষয়ে অজ্ঞান হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আমি ত নীচ পশু, আমি অতি কামনাযুক্ত বানর মাত্র। যাহার উপর স্ত্রীর নয়নবাণ লাগে নাই, যে ক্রোধরূপ ঘোর অন্ধকার রাত্রে জাগিয়া থাকে, ব যে অক্রোধী,

লোভপাস জেহি গর ন বঁধায়া।
সো নর তুম্হ সমান রঘুরায়া॥
যহ গুন সাধন তেঁ নহিঁ হোঈ।
তুম্হরী কৃপা পাব কোই কোঈ॥

যে লোভের ফাঁস গলায় পরে না, হে রাম, সে জন ত তোমারই সমান। এই গুণ সাধনার দ্বারাও পাওয়া যায় না, কেহ কেহ তোমারই দয়াতে পাইয়া থাকে।

তব রঘুপতি বোলে মুসুকাঈ।
তুম্হ প্রিয় মোহি ভরত জিমি ভাঈ॥
অব সোই জতন করহু মন লাঈ।
জেহি বিধি সীতা কৈ সুধি পাঈ॥

তখন রঘুপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—হে ভাই, তুমি আমার নিকট ভরতের মত প্রিয়। এখন মন দিয়া সেই চেষ্টা কর, যাহাতে সীতার সন্ধান পাই।

এহি বিধি হোত বতকহী আয়ে বানরজূথ।
নানাবরন সকল দিসি দেখিয় কীসবরূথ॥

যখন এইভাবে কথাবার্তা হইতেছিল, তখন বানরের দল আসিয়া পড়িল। অতুল বলশালী নানা রঙ্গের বানরের দল দেখা যাইতে লাগিল।

২৫॥ বানরকটক উমা মৈঁ দেখা।
সো মূরখ জো করন চহ লেখা॥
আই রামপদ নাবহিঁ মাথা।
নিরখি বদনু সব হোহিঁ সনাথা॥

শিব বলিলেন—উমা, আমি বানর সেনা দেখিয়াছি। যে উহার গণতি করিতে চাহিবে সে মূর্খ। তাহারা আসিয়া রামকে প্রণাম করিতেছিল এবং রামের মুখ দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছিল।

অস কপি এক ন সেনা মাহীঁ।
রাম কুসল জেহি পূছী নাহীঁ॥
যহ কছু নহিঁ প্রভু কৈ অধিকাঈ।
বিস্বরূপ ব্যাপক রঘুরাঈ॥

সেই সেনার মধ্যে এমন একজন বানরও ছিল না, যাহার নিকট রাম কুশলপ্রশ্ন করেন নাই। প্রভুর পক্ষে ইহা বেশী কিছু না, তিনিই বিশ্বে নানারূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

ঠাঢ়ে জহঁ তহঁ আয়সু পাঈ।
কহ সুগ্রীব সবহিঁ সমুঝাঈ॥
রামকাজু অরু মোর নিহোরা।
বানরজূথ জাহু চহুঁ ওরা॥

আজ্ঞা পাইয়া বানর সেনা যেখানে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সুগ্রীব সকলকে বুঝাইয়া বলিল—ইহা রামের কাজ, আর আমার অনুরোধ। হে বানর দল, তোমরা চারিদিকে যাও।

জনকসুতা কহঁ খোজহু জাঈ।
মাসদিবস মহঁ আয়হু ভাঈ॥
অবধি মেটি জো বিনু সুধি পায়ে।
আবই বনিহি সো মোহি মরায়ে॥

হে ভাই সকল, তোমরা জনকসুতার খোঁজ করিয়া আজ হইতে এক মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। সময় শেষ করিয়া যে খোঁজ না পাইয়া ফিরিবে, তাহাকে আমার মারিয়া ফেলিতে হইবে।

বচন সুনত সব বানর জহঁ তহঁ চলে তুরন্ত।
তব সুগ্রীবঁ বোলায়ে অঙ্গদ নল হনুমন্ত॥

সে কথা শুনিয়া বানরেরা সকলে শীঘ্র যেখানে সেখানে চলিয়া গেল। তারপর সুগ্রীব অঙ্গদ, নল ও হনুমানকে ডাকাইল।

২৬॥ সুনহু নীল অঙ্গদ হনুমানা।
জামবন্ত মতিধীর সুজানা॥
সকল সুভট মিলি দচ্ছিন জাহু।
সীতাসুধি পুছেহু সব কাহু॥

নীল, অঙ্গদ, হনুমান, জাম্বুবান, তোমরা ধীরবুদ্ধি ও চতুর। এই সকল সুযোদ্ধা তোমরা একত্রে দক্ষিণ দিকে যাও। আর সকলকে সীতার খবর জিজ্ঞাসা করিতে থাক।

মন ক্রম বচন সো জতনু বিচারেহু।
রামচন্দ্র কর কাজু সঁবারেহু॥
ভানুপীঠি সেইয় উর আগী।
স্বামিহি সর্ব ভাব ছল ত্যাগী॥

মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা যত্ন করিয়া সেই বিচারই করিবে যাহাতে রামচন্দ্রের কাজ সম্পন্ন হয়। রোদ পোহাইতে হয় পীঠ দিয়া, আর আগুন সম্মুখে রাখিয়া পোহাইতে হয়। আর প্রভুর ভজনা করিতে হয় সকল ছল ত্যাগ করিয়া।

তজি মায়া সেইয় পরলোকা।
মিটহি সকল ভবসম্ভব সোকা॥
দেহ ধরে কর যহ ফলু ভাঈ।
ভজিয় রাম সব কাম বিহাঈ॥

মায়া ত্যাগ করিয়া পরলোক সেবা করিবে, যাহাতে সংসারের দরুণ সকল শোক মিটিতে পারে। দেহ ধারণ করার যে ফল তাহা লও। সকল কাজ ত্যাগ করিয়া রামের ভজনা কর।

সোই গুনজ্ঞ সোঈ বড়ভাগী।
জো রঘুবীর চরন অনুরাগী॥
আয়সু মাঁগি চরন সিরু নাঈ।
চলে হরষি সুমিরত রঘুরাঈ॥

সেই গুণজ্ঞ, সেই বড় ভাগ্যবান, যে রঘুনাথের চরণে ভক্তি করে। তাহারা আজ্ঞা লইয়া প্রণাম করিয়া আনন্দে রঘুনাথকে স্মরণ করিতে করিতে চলিল।

পাছে পবনতনয় সিরু নাবা।
জানি কাজু প্রভু নিকট বোলাবা॥
পরসা সীস সরোরুহপানী।
করমুদ্রিকা দীনহি জন জানী॥

হনুমান শেষে রামকে প্রণাম করিলে ইহা দ্বারাই কাজ হইবে জানিয়া প্রভু তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। তাঁহার পদ্মহস্তে হনুমানের মাথা স্পর্শ করিলেন এবং ভক্ত জানিয়া হাতের আংটি দিলেন।

বহু প্রকার সীতহি সমুঝায়েহু।
কহি বল বিরহ বেগি তুম্হ আয়েহু॥
হনুমত জনম সুফল করি মানা।
চলেউ হৃদয় ধরি কৃপানিধানা॥
জদ্যপি প্রভু জানত সব বাতা।
রাজনীতি রাখত সুরত্রাতা॥

নানা রকমে সীতাকে সান্ত্বনা দিও, ও আমার বল এবং পরাক্রমের কথা বলিয়া তুমি শীঘ্র চলিয়া আসিও। হনুমান তাহার জন্ম সফল বলিয়া জানিল ও হৃদয়ে কৃপানিধানকে রাখিয়া চলিল। যদিও প্রভু সকল কথাই জানিতেন, তথাপিও দেবতাদের উদ্ধারক কেবল রাজনীতি পালন করিতেছিলেন।

চলে সকল বন খোজত সরিতা সর গিরি খোহ।
রাম কাজ লয় লীন মন বিসরা তন কর ছোহ॥

বন নদী সরোবর পর্বত ও কন্দর খোঁজ করিতে করিতে সকলে চলিল। রাম কাজে মন লয়লীন রাখায় সকলে দেহের প্রতি মমতাও ভুলিয়া গেল।

২৭॥ কতহুঁ হোই নিসিচর সেঁা ভেঁটা।
প্রান লেহিঁ এক এক চপেটা॥
বহু প্রকার গিরি কানন হেরহিঁ।
কোউ মুনি মিলই তাহি সব ঘেরহিঁ॥

কোথাও বা রাক্ষসের সাথে দেখা হইয়া যায় এবং একই থাপ্পড়ে তাহার প্রাণ লয়। তাহারা নানা প্রকারের পর্বত ও বন দেখিতে লাগিল। যদি কোনও মুনির দেখা পায়, তবে তাহাকে সকলে ঘিরিয়া ফেলে।

লাগি তৃষা অতিসয় অকুলানে।
মিলই ন জল ঘন গহন ভুলানে॥

মন হনুমান কীন্হ অনুমানা।
মরন চহত সব বিনু জলপানা॥

বড়ই তৃষ্ণা লাগিল। গহন বন, পথ ভুলাইয়া দেয়, জল কোথাও পাওয়া যায় না। হনুমান ভাবিল, এইবার জল না খাইয়া সকলেরই মরণ হইতে চলিল।

চঢ়ি গিরিসিখর চহুঁ দিসি দেখা।
ভূমিবিবর এক কৌতুক পেখা॥
চক্রবাক বক হংস উড়াহীঁ।
বহুতক খগ প্রবিসহিঁ তেহি মাহীঁ॥

পর্বত শিখরে চড়িয়া চারদিক দেখিল। এক জায়গায় মাটির ভিতর এক গর্তে এক কৌতুক দেখিতে পাইল। চখা বক হাঁস উড়িতেছিল, আর অনেক পাখী উহাতে প্রবেশ করিতেছিল।

গিরি তেঁ উতরি পবনসুত আবা।
সব কহুঁ লেই সোই বিবর দেখাবা॥
আগে করি হনুমন্তহিঁ লীন্হা।
পৈঠে বিবর বিলম্বু ন কীন্হা॥

হনুমান পর্বত হইতে নামিয়া আসিয়া সকলকে লইয়া গিয়া সেই গর্ত দেখাইল। সকলে হনুমানকে আগে রাখিয়া আর বিলম্ব না করিয়া গর্তে ঢুকিল।

দীখ জাই উপবন বর সর বিকসিত বহু কঞ্জ।
মন্দির এক রুচির তহঁ বৈঠি নারি তপপুঞ্জ॥

উহার ভিতরে গিয়া সুন্দর উপবন দেখিল। সেখানে সরোবরে অনেক পদ্ম ফুটিয়া আছে, ও এক সুন্দর মন্দিরে তপস্বী এক স্ত্রী বসিয়া আছে।

২৮। দূরি তেঁ তাহি সবন্হি সিরু নাবা।
পূছে নিজ বৃত্তান্ত সুনাবা॥
তেহি তব কহা করহু জলপানা।
খাহু সুরস সুন্দর ফল নানা॥

দূর হইতেই তাহাকে সকলে প্রণাম করিল ও জিজ্ঞাসা করিলে নিজেদের কথা শুনাইল। তখন সে বলিল—জলপান কর, নানা রসাল সুন্দর ফল খাও।

মজ্জনু কীন্হ মধুর ফল খায়ে।
তাসু নিকট পুনি সব চলি আয়ে॥
তেহি সব আপনি কথা সুনাঈ।
মৈঁ অব জাব জহাঁ রঘুরাঈ॥

তাহারা স্নান করিয়া মিষ্ট ফল খাইল। তারপর সকলে তাহার কাছে চলিয়া আসিল। সে সকলকে নিজের কথা শুনাইল ও বলিল—আমি এখন যেখানে রাম আছেন, সেইখানে যাইব।

মূঁদহু নয়ন বিবর তজি জাহু।
পৈহহু সীতহিঁ জনি পছিতাহু॥
নয়ন মূঁদি পুনি দেখহিঁ বীরা।
ঠাঢ়ে সকল সিন্ধু কে তীরা॥

চোখ বুজিয়া গহ্বর ত্যাগ করিয়া যাও। সীতাকে পাইবে, ভয় পাইও না। বীরেরা চক্ষু বুজিয়া দেখিল যে সকলে সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আছে।

সো পুনি গঈ জহাঁ রঘুনাথা।
জাই কমলপদ নায়েসি মাথা॥
নানা ভাঁতি বিনয় তেহি কীন্হী।
অনপায়নী ভগতি প্রভু দীন্হী॥

যেখানে রঘুনাথ ছিলেন, সে সেখানে গিয়া তাঁহার চরণকমলে প্রণাম করিল। সে নানা ভাবে বিনয় করিল তখন রাম তাহাকে অনন্যভক্তি দিলেন। [ইনি গন্ধর্ব কন্যা স্বয়ংপ্রভা, ইনি মোক্ষ পাওয়ার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। ইঁহাকে একথা জানান ছিল যে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের স্ত্রী খুঁজিতে বানর আসিলে তাহাদিগকে সৎকার করিয়া বিদায় দিয়া রামদর্শনে মুক্ত হইবেন।]

বদরীবন কহুঁ সো গঈ প্রভুঅজ্ঞা ধরি সীস।
উর ধরি রাম চরন জুগ জে বন্দত অজ ঈস॥

সে প্রভুর আজ্ঞা মাথায় লইয়া ও প্রভুর যে চরণ দুইখানি ব্রহ্মা ও মহেশ্বর বন্দনা করেন, সেই চরণযুগলে প্রণাম করিয়া বদরী বনে গেল।

২৯॥ ইহাঁ বিচারহিঁ কপি মন মাহীঁ।
বীতী অবধি কাজু কছু নাহীঁ॥
সব মিলি কহহিঁ পরসপর বাতা।
বিনু সুধি লয়ে করব কা ভ্রাতা॥

এদিকে কপিরা মনে মনে বিচার করিতে লাগিল যে নির্দিষ্ট সময় শেষ হইল, কিন্তু কাজ কিছু হইল না। পরস্পর তাহারা এই কথাই বলিতেছিল যে খবর না পাইলে কি করা যায়।

কহ অঙ্গদ লোচন ভরি বারী।
দুহুঁ প্রকার ভই মৃত্যু হমারী॥
ইহাঁ ন সুধি সীতা কৈ পাঈ।
উহাঁ গয়ে মারিহি কপিরাঈ॥

অঙ্গদ চোখের জলে ভাসিয়া বলিল—দুই রকমেই মরণ। এদিকে সীতারও খোঁজ পাইতেছি না, আর ওদিকে সেখানে ফিরিলেও কপিরাজ মারিয়া ফেলিবে।

পিতা বধে পর মারত মোহী।
রাখা রাম নিহোর ন ওহী॥
পুনি পুনি অঙ্গদ কহ সব পাহীঁ।
মরন ভয়েউ কছু সংসয় নাহীঁ॥

পিতাকে বধ করার পরই আমাকেও মারিত, কিন্তু রাম রাখিয়াছেন, সে তাহার অনুগ্রহ নয়। অঙ্গদ

বারবার সকলকে বলিতেছিল, মৃত্যু ত হইবেই ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

অঙ্গদবচন সুনত কপিবীরা।
বোলি ন সকহিঁ নয়ন বহ নীরা॥
ছন এক সোচমগন হোই রহউ।
পুনি অস বচন কহত সব ভয়উ॥

অঙ্গদের কথা শুনিয়া কপিবীরেরা কথা বলিতে পারিল না। তাহাদের চোখ জলে ভরিয়া গেল। মুহূর্তের জন্য সকলে শোকমগ্ন হইল। পুনরায় সকলে এই প্রকার বলিতে লাগিল—

হম সীতা কৈ সোধ বিহীনা।
নহিঁ জৈহহিঁ যুবরাজ প্রবীনা॥
অস কহি লবন সিন্ধু তট জাঈ।
বৈঠে কপি সব দর্ভ ডসাঈ॥

হে বিজ্ঞ যুবরাজ, আমরা সীতার সংবাদ না লইয়া ফিরিব না। এই বলিয়া লবণ সমুদ্রের তটে আসিয়া ঘাস বিছাইয়া সকল বানরেরা বসিল।

জামবন্ত অঙ্গদদুখ দেখী।
কহী কথা উপদেসবিসেখী॥
তাত রাম কহুঁ নর জনি মানহু।
নির্গুনব্রহ্ম অজিত অজ জানহু॥
হম সব সেবক অতি বড় ভাগী।
সন্তত সগুন ব্রহ্ম অনুরাগী॥

জাম্বুবান অঙ্গদের দুঃখ দেখিয়া বিশেষ উপদেশ দিয়া অঙ্গদকে বলিল—হে প্রিয়, রামকে মানুষ বলিয়া ভাবিও না। রাম নির্গুণ ব্রহ্ম, তাঁহাকে কেহ জয় করিতে পারে না। তিনি জন্মরহিত। আমরা সেবকেরা বড় ভাগ্যবান, সর্বদা সগুণ ব্রহ্মের প্রতি আমাদের ভালবাসা রহিয়াছে।

নিজইচ্ছা অবতরই প্রভু সুর মহি গো দ্বিজলাগি।
সগুনউপাসক সঙ্গ তহঁ রহহিঁ মোচ্ছসুখ ত্যাগি॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গো ও পৃথিবীর জন্য প্রভু নিজের ইচ্ছায় যেখানে অবতার লয়েন, সেখানে সগুণ উপাসকের মোক্ষের সুখ ত্যাগ করিয়াও তাঁহার সঙ্গে থাকে।

৩০॥ এহি বিধি কথা কহহিঁ বহু ভাঁতী।
গিরিকন্দরা সুনী সম্পাতী॥
বাহের হোই দেখে বহু কীসা।
মোহি অহার দীন্হ জগদীসা॥

যখন তাহারা এইভাবে কথা বলিতেছিল, তখন পর্বতগুহা হইতে সম্পাতি শুনিতে পাইল। বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল সব বানর। তখন ভাবিল, আজ জগদীশ্বর আমাকে আহার যোগাইয়াছেন।

আজু সবহি কহঁ ভচ্ছন করউঁ।
দিন বহু চলে অহার বিনু মরউঁ॥
কবহুঁ ন মিল ভরি উদর অহারা।
আজু দীন্হ বিধি একহি বারা॥

আজ সবগুলিকে খাইয়া ফেলিব। অনেক দিন হইয়া গেল না খাইতে পাইয়া মরিতেছিলাম, কখনও পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই, আজ ঈশ্বর একবারে সব দিয়া দিয়াছেন।

ডরপে গীধবচন সুনি কানা।
অব ভা মরন সত্য হম জানা॥
কপি সব উঠে গীধ কহঁ দেখী।
জামবন্ত মন সোচ বিসেখী॥

গৃধ্রের কথা কানে শুনিয়া তাহারা ভয় পাইয়া ভাবিল, এবার বুঝিয়াছি সত্যই আমাদের মরণ। গৃধ্রকে দেখিয়া বানরেরা সকলে উঠিল, জাম্বুবানের মনে বিশেষ চিন্তা হইল।

কহ অঙ্গদ বিচারি মন মাহীঁ।
ধন্য জটায়ু সম কোউ নাহীঁ॥
রাম কাজ কারন তনু ত্যাগী।
হরিপুর গয়উ পরম বড় ভাগী॥

অঙ্গদ মনে মনে ভাবিয়া বলিতে লাগিল, জটায়ুর মত ধন্য কেহ নাই। রামের কাজে দেহত্যাগ করিয়া বড় ভাগ্যবান বিষ্ণুলোকে চলিয়া গিয়াছে।

সুনি খগ হরষ সোক যুত বানী।
আবা নিকট কপিন্হ ভয় মানী॥
তেহি দেখি সব চলে পরাঈ।
ঠাঢ় কীন্হ তেহি সপথ দেবাঈ॥
তিন্হহিঁ অভয় করি পুছেসি জাঈ।
কথা সকল তিন্হ তাহি সুনাঈ॥
সুনি সম্পাতি বন্ধু কৈ করনী।
রঘুপতি মহিমা বহুবিধি বরনী॥

এই আনন্দ ও শোকের সংবাদ শুনিয়া গৃধ্র নিকটে আসিল, আর বানরেরা ভয় পাইল। সকলে তাহাকে দেখিয়া পালাইল। গৃধ্র তাহাদিগকে শপথ দিয়া থামাইল। তাহাদিগকে অভয় দিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল ও তাহারা তাহাকে সকল কথা শুনাইল। সম্পাতি ভাইয়ের কার্য শুনিয়া নানাভাবে রঘুপতির মহিমার কথা বর্ণনা করিল।

মোহি লৈ জাহু সিন্ধুতট দেউঁ তিলাঞ্জলি তাহি।
বচনসহায় করবি মৈ পৈহহু খোজহু জাহি॥

আমাকে সমুদ্রতটে লইয়া চল, তাহার জন্য তিলাঞ্জলি দিব। আমি কিছু বলিয়া তোমাদিগকে সাহায্য করিব। তোমরা যাহাকে খুঁজিতেছ তাহাকে পাইবে।

৩১॥ অনুজক্রিয়া করি সাগরতীরা।
কহ নিজ কথা সুনহু কপিবীরা॥
হম দোউ বন্ধু প্রথম তরুনাঈ।
গগন গয়ে রবিনিকট উড়াঈ॥

সাগরতীরে ছোট ভাইয়ের (পারলৌকিক) ক্রিয়া করিয়া সম্পাতি নিজের কথা বলিল—হে কপিবীর, তোমরা শোন। আমরা দুই ভাই প্রথম তরুণ বয়সে আকাশে উড়িয়া সূর্যের নিকট গিয়াছিলাম।

তেজ ন সহি সক সো ফিরি আবা।
মৈঁ অভিমানী রবি নিয়রাবা॥
জরে পঙ্খ অতি তেজ অপারা।
পরেউঁ ভূমি করি ঘোরচিকারা॥

জটায়ু তেজ সহিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে। আমি ছিলাম অহঙ্কারী, আমি সূর্যের কাছে যাই। সূর্যের অসীম তেজে আমার পাখা জ্বলিয়া যায়, তখন ঘোর চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাই।

মুনি এক নাম চন্দ্রমা ওহী।
লাগী দয়া দেখি করি মোহী॥
বহুপ্রকার তেহি জ্ঞান সুনাবা।
দেহ জনিত অভিমান ছুড়াবা॥

চন্দ্রমা নামে এক মুনি ছিল। আমাকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি নানা প্রকারে আমাকে জ্ঞান উপদেশ দেন ও দেহের জন্ম অভিমান ছাড়ান।

ত্রেতা ব্রহ্ম মনুজতনু ধরহীঁ।
তাসু নারি নিসিচরপতি হরহীঁ॥
তাসু খোজ পঠইহি প্রভু দূতা।
তিন্হহিঁ মিলে তৈঁ হোব পুনীতা॥

ত্রেতাযুগে ভগবান মানুষের দেহ ধরিবেন। তাঁহার স্ত্রীকে রাক্ষসের রাজা হরণ করিয়া লইবে। প্রভু তাঁহার খোঁজে দূত পাঠাইবেন, তাহাদের সহিত দেখা হইলেই তুমি পবিত্র হইবে।

জমিহহিঁ পঙ্খ করসি জনি চিন্তা।
তিন্হহিঁ দেখাই দিহেহু তৈঁ সীতা॥
মুনি কই গিরা সত্য ভই আজূ।
সুনি মম বচন করহু প্রভু কাজূ॥

তোমার পাখা আবার হইবে, চিন্তা করিও না। তাহাদিগকে তুমি সীতার খোঁজ বলিয়া দিবে। আজ মুনির কথা সত্য হইল। আমার কথা শুনিয়া প্রভুর কাজ কর।

গিরি ত্রিকূট উপর বস লঙ্কা।
তহঁ রহ রাবন সহজ অসঙ্কা॥
তহঁ অসোকউপবন জহঁ রহঈ।
সীতা বৈঠি সোচরত অহঈ॥

ত্রিকূট পাহাড়ের উপর লঙ্কা আছে, সেখানে রাবণ নির্ভয়ে রাজত্ব করে। সেখানে অশোক বাগান আছে। সেইখানে বসিয়া সীতা শোকে মগ্ন আছেন।

মৈঁ দেখউঁ তুম্হ নাহীঁ গীধহি দৃষ্টি অপার।
বুঢ় ভয়উ ন ত করতেউ কছুক সহায় তুম্হার॥

গৃধ্রের দৃষ্টিশক্তি অসীম বলিয়া আমি দেখিতে পাইতেছি। তোমরা দেখিতে পাইতেছ না। বুড়া হইয়াছি, নয় ত তোমাদের কতক সাহায্য করিতাম।

৩২॥ জো নাঘই সতজোজন সাগর।
করই সো রামকাজ মতিআগর॥
মোহি বিলোকি ধরহু মন ধীরা।
রামকৃপা কস ভয়উ সরীরা।

যে শতযোজন সাগর লঙ্ঘন করিতে পারিবে, সেই বুদ্ধিমান রামের কাজ করিতে পারিবে। আমার দিকে তাকাইয়া মনে ধৈর্য রাখ। দেখ, রামের কৃপায় আমার শরীর কেমন হইয়াছে।

পাপিউ জা কর নাম সুমিরহীঁ।
অতি অপার ভবসাগর তরহীঁ॥
তাসু দূত তুম্হ তজি কদরাঈ।
রাম হৃদয় ধরি করহু উপাঈ॥

পাপীও যাহার নাম স্মরণ করিয়া অতি অপার ভবসাগর পার হয়, তাহারই দূত তোমরা। তোমরা কাতরতা ত্যাগ করিয়া রামকে স্মরণ করিয়া উপায় কর।

অস কহি উমা গীধ জব গয়উ।
তিন্হ কে মন অতি বিসময় ভয়উ॥
নিজ নিজ বল সব কাহূ ভাখা।
পার জাই কর সংসয় রাখা॥

শিব বলিলেন—পার্বতী, যখন এই কথা বলিয়া সম্পাতি চলিয়া গেল, তখন সকলের বড় আশ্চর্য বোধ হইল। সকলেই নিজ নিজ বলের কথা বলিল—কিন্তু ওপারে যাইতে পারিবে কিনা, সে বিষয় সন্দেহ থাকিল।

জরঠ ভয়উঁ অব কহই রিছেসা।
নহিঁ তনু রহা প্রথম বল লেসা॥
জবহিঁ ত্রিবিক্রম ভয়উ খরারী।
তব মৈঁ তরুন রহেউঁ বলভারী॥

ঋক্ষপতি জাম্বুবান বলিল—এখন বুড়া হইয়াছি, আমার শরীরের বিন্দুমাত্রও এখন নাই। যখন ভগবান (বলিকে ছলনা করার জন্ত) বামন অবতার লইয়াছিলেন, তখন আমার যৌবন ছিল ও খুব শক্তি ছিল।

বলি বাঁধত প্রভু বাঢ়েউ সো তনু বরনি ন জাই।
উভয় ঘরী মহঁ দীন্হী সাত প্রদচ্ছিন ধাই॥

যখন বলির বাঁধনে ভগবান নিজের শরীর বাড়াইয়াছিলেন, সে শরীরের কথা বর্ণনা করা যায় না। তখন আমি দুই ঘণ্টায় তাঁহাকে সাতবার দৌড়াইয়া প্রদক্ষিণ করি।

৩৩— অঙ্গদ কহই জাউঁ মৈঁ পারা।
৩৪॥ জিয় সংসয় কছু ফিরতী বারা॥
জামবন্ত কহ তুম্হ সব লায়ক।
পঠইয় কিমি সবহী কর নায়ক॥

অঙ্গদ বলিল—আমি পার হইয়া যাইতে পারিব, কিন্তু ফেরার বিষয় কিছু সন্দেহ আছে। জাম্বুবান বলিল—তুমি আমাদের সকল প্রকারে যোগ্য নেতা, তোমাকে কেমন করিয়া পাঠান যায়।

কহই রিছেস সুনহু হনুমানা।
কা চুপ সাধি রহেউ বলবানা॥
পবনতনয় বল পবনসমানা।
বুধি বিবেক বিজ্ঞান নিধানা॥

জাম্বুবান বলিল—হনুমান, শোন। হে বলবান, তুমি কেমন করিয়া চুপ করিয়া আছ। তুমি পবন পুত্র, তোমার বল পবনেরই মত। তুমি বুদ্ধি, বিবেক ও জ্ঞানের নিধান।

কবন সো কাজু কঠিন জগ মাহীঁ।
জো নহিঁ তাত হোই তুম্হ পাহীঁ।
রামকাজ লগি তব অবতারা।
সুনতহিঁ ভয়উ পর্বতাকারা॥

হে প্রিয় জগতে এমন কি কঠিন কাজ আছে, যাহা তোমারদ্বারা হয় না? তোমার জন্ম রামের কাজের জন্যই। এ কথা শুনিয়া হনুমান পর্বতাকার হইল।

কনক বরন তন তেজ বিরাজা।
মানহুঁ অপর গিরিন্হ কর রাজা॥
সিংহনাদ করি বারহিঁ বারা।
লীলহি নাঁঘউঁ জলধি অপারা॥

তাহার শরীরের বর্ণ সোনার মত, তাহার বিশাল তেজ। মনে হইল যেন সে পর্বতসমূহের আর একটি রাজা। বার বার সিংহনাদ করিয়া বলিতে লাগিল, 'এই অগাধ সমুদ্র অবহেলায় পার হইব'।

সহিত সহায় রাবনহিঁ মারী।
আনউঁ ইহাঁ ত্রিকূট উপারী॥
জামবন্ত মৈ পূছউঁ তোহী।
উচিত সিখাবন দীজেহু মোহী॥

সৈন্যসমেত রাবণকে মারিয়া ত্রিকূট উপড়াইয়া এখানে আনিব। জাম্বুবান, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে উপযুক্ত উপদেশ দাও।

এতনা করহু তাত তুমহ জাঈ।
সীতহি দেখি কহহু সুধি আঈ॥
তব নিজ ভুজ বল রাজিবনৈনা।
কৌতুক লাগি সঙ্গ কপিসেনা॥

জাম্বুবান বলিল—হে প্রিয়, তুমি এটুকু ত কর যে গিয়া সীতাকে দেখিয়া আসিয়া তাঁহার খোঁজ দাও। তারপর কমল-নয়ন রামচন্দ্র নিজের বাহুর বলে এবং তামাসা করার জন্য কপিসেনা লইয়া যাহা করার করিবেন।

ছন্দ কপি সেন সঙ্গ সঁঘারি নিসিচর রামু সীতহিঁ আনিহৈঁ।
ত্রৈলোক পাবন সুজস সুর মুনি নারদাদি বখানিহৈঁ॥
জো সুনত গাবত কহত সমুঝত পরমপদ নর পাবঈ।
রঘুবীর পদ পাথোজ মধুকর দাস তুলসী গাবঈ॥

রামচন্দ্র বানরসেনা সঙ্গে লইয়া রাক্ষস বধ করিয়া সীতাকে আনিবেন। এই পবিত্র কার্যের যশ দেবতা ও নারদাদি মুনিরা তিন লোকে গাহিবেন। যে ঐ কথা শুনিবে, গাহিবে, বলিবে ও বুঝিবে, সে মোক্ষ পাইবে। রঘুবীরের পাদপদ্মের ভোমরা তুলসীদাস এই কথাই গাহিতেছে।

ভবভেষজ রঘুনাথজসু সুনহিঁ জে নর অরু নারি।
তিন্হ কর সকলমনোরথ সিদ্ধ করহিঁ ত্রিসিরারি॥

রঘুনাথের যশগাথা ভবসংসারের দুঃখের পক্ষে ঔষধস্বরূপ। যে পুরুষ ও স্ত্রী উহা শুনে, শঙ্কর তাহাদের সকল বাসনা পূর্ণ করেন।

সোঃ—
নীলোৎপল তন স্যাম কামকোটি সোভা অধিক।
সুনিয় তাসু গুনগ্রাম জাসু নাম অঘ খগ বধিক॥

নীলপদ্মের মত শ্যাম দেহ। শত কামের অপেক্ষাও যাঁহার সৌন্দর্য অধিক, যাঁহার নাম পাপরূপ পাখীর নিকট ব্যাধের মত, তাঁহার গুণ সমূহের কথা শুনিও।

ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে
বিমলবৈরাগ্যসম্পাদনো নাম
চতুর্থঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ

রামচরিতমানস

সুন্দরকাণ্ড

**শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্বাণশান্তিপ্রদং
ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্।
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিং।
বন্দেঽহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণিম্॥**

শান্তিময় নিত্য, অপরিমেয় নিষ্পাপ, মোহ ও শান্তিদাতা, ব্রহ্মা মহেশ্বর ও শেষনাগ দ্বারা পূজিত, ব্যাপক বেদান্ত দ্বারা জানার যোগ্য, ভগবান, জগদীশ্বর, দেবতাদের গুরু, মায়াদ্বারা মানুষ দেহধারী, করুণাময় রাজাদিগের শ্রেষ্ঠ, রঘুবর রামনামধারী ঈশ্বরকে বন্দনা করি।

**নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসং চ॥**

হে রঘুপতি, আমার হৃদয়ে আর কোন ইচ্ছা নাই। সত্য বলিতেছি, তুমি অসীম বিশ্বের অন্তরাত্মা, আমার ইচ্ছা হে রঘুবর, আমাকে নির্ভরশীল ভক্তি দাও। আমার মন কামাদিদোষ-রহিত কর।

**অতুলিতবলধামং স্বর্ণশৈলাভদেহং
দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং
রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি॥**

অতুল বলবান, সোনার পর্বতের মত যাহার দেহের রং, রাক্ষসদিগের বন জ্বালাইতে আগুনের ন্যায়, জ্ঞানীদিগের মধ্যে প্রধান, সকলগুণের আকর, বানরদিগের প্রভু, রামের শ্রেষ্ঠ দূত, হে পবনের পুত্র, তোমাকে নমস্কার করি।

**১॥ জামবন্ত কে বচন সুহায়ে।
সুনি হনুমন্ত হৃদয় অতি ভায়ে॥
তব লগি মোহি পরিখেহু তুম্হ ভাঈ।
সহি দুখ কন্দ মূল ফল খাঈ॥**

জাম্বুবানের সুন্দর কথা শুনিয়া হনুমানের বড় ভাল লাগিল। বলিল—ভাই, তোমরা ততদিন এখানে দুঃখ সহ করিয়া কন্দমূল ফল খাইয়া আমার পথ দেখিও,

**জব লগি আবউঁ সীতহি দেখী।
হোই কাজ মোহি হরষ বিসেষী॥
অস কহি নাই সবন্হি কহুঁ মাথা।
চলেউ হরষি হিয় ধরি রঘুনাথা॥**

যতদিন না আমি সীতাকে দেখিয়া আসিতেছি আমার মনে বড় আনন্দ হইতেছে, কার্যসিদ্ধি হইবে। এই কথা বলিয়া সকলকে নমস্কার করিয়া আনন্দে রঘুনাথকে হৃদয়ে রাখিয়া হনুমান চলিল।

**সিন্ধুতীর এক ভূধর সুন্দর।
কৌতুক কূদি চঢ়েউ তা উপর।
বার বার রঘুবীর সঁভারী।
তরকেউ পবনতনয় বলভারী॥**

সমুদ্রতীরে একটা সুন্দর পাহাড়ের উপর হনুমান তামাসা করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বারবার রঘুনাথকে স্মরণ করিয়া অতিশয় বলবান পবনতনয় গর্জিয়া উঠিল।

**জেহি গিরি চরন দেই হনুমন্তা।
চলেউ সো গা পাতাল তুরন্তা॥
জিমি অমোঘ রঘুপতি কর বানা।
তেহী ভাঁতি চলা হনুমানা॥
জলনিধি রঘুপতি দূত বিচারী।
তৈঁ মৈনাক হোহি শ্রমহারী॥**

হনুমান যখন পর্বতে পা ঠেকাইল, তখনই তাহা পাতালে চলিয়া গেল। যেমন রঘুপতির বাণ অব্যর্থ তেমনি অব্যর্থগতিতে হনুমান চলিল। রামের দূত ভাবিয়া সমুদ্র মৈনাককে বলিল যে তুমি শ্রমহারী হও।

**হনুমান তেহি পরসা কর পুনি কীন্হ প্রনাম।
রামকাজু কীন্হে বিনু মোহি কহাঁ বিশ্রাম॥**

হনুমান মৈনাককে স্পর্শ করিল, তারপর তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—রামের কাজ শেষ না করা পর্যন্ত আমার আর বিশ্রাম কোথায় আছে?

**২॥ জাত পবনসুত দেবন্হ দেখা।
জানই কহুঁ বল বুদ্ধি বিসেখা॥
সুরসা নাম অহিন্হ কৈ মাতা।
পঠইন্হি আই কহী তেহি বাতা॥**

হনুমানকে দেবতারা যাইতে দেখিল ও তাহার বলবুদ্ধি বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করিল দেবতারা আসিয়া সাপদের মাতা সুরসাকে পাঠাইল। সে আসিয়া এইকথা বলিল—

**আজু সুরন্হ মোহি দীন্হ অহারা।
সুনত বচন কহ পবনকুমারা॥**

রামকাজু করি ফিরি মৈঁ আবউঁ।
সীতা কৈ সুধি প্রভুহি সুনাবউঁ॥

দেবতারা আজ আমাকে আহার দিলেন। সে কথা শুনিয়া হনুমান বলিল—রামের কাজ করিয়া আমি ফিরিয়া আসি। সীতার খোঁজ প্রভুকে শুনাই।

তব তব বদন পৈঠিহউঁ আঈ।
সত্য কহউঁ মোহি জান দে মাঈ॥
কবনেহু জতন দেই নহিঁ জানা।
গ্রসসি ন মোহি কহেউ হনুমানা॥

সত্য বলিতেছি, তার পর তোমার মুখে প্রবেশ করিব। মা, আমাকে যাইতে দাও। যতই চেষ্টা করুক কোনও রকমেই সুরসা হনুমানকে যাইতে দিল না। তখন হনুমান বলিল—আমাকে কেন খাইয়াই ফেল না?

জোজন ভরি তেহি বদনু পসারা।
কপি তনু কীন্হ দুগুন বিস্তারা॥
সোরহ জোজন মুখ তেহি ঠয়েউ।
তুরত পবনসুত বত্তিস ভয়েউ॥

সে এক যোজন হাঁ করিল, হনুমান তাহার শরীর ইহার দ্বিগুণ (দুই যোজন) বিস্তার করিয়া ফেলিল। তখন সুরসা ষোলযোজন হাঁ করিল, শীঘ্রই হনুমান বত্রিশ যোজন হইল।

জস জস সুরসা বদনু বঢ়াবা।
তাসু দুন কপি রূপ দেখাবা॥
সত জোজন তেহি আনন কীন্হা।
অতি লঘুরূপ পবনসুত লীন্হা॥

যেমন যেমন সুরসা মুখ বাড়াইতেছিল, তেমনি হনুমানও তাহার শরীর দ্বিগুন করিয়া দেখাইতেছিল। সুরসা মুখ একশত যোজন করিল, তখন হনুমান অতিশয় ছোট দেহ করিল।

বদন পইঠি পুনি বাহের আবা।
মাঁগা বিদা তাহি সিরু নাবা॥
মোহি সুরন্হ জেহি লাগি পঠাবা।
বুধি বল মরমু তোর মৈঁ পাবা॥

(সুরসার) মুখের ভিতর ঢুকিয়া ফের বাহির হইয়া আসিল ও তাহার নিকট মাথা নত করিয়া বিদায় চাহিল। সুরসা বলিল—তোমার বুদ্ধি ও বলের মর্ম বুঝার জন্য দেবতারা আমাকে পাঠাইয়াছিল, সে পরিচয় আমি পাইলাম।

রামকাজু সব করিহহু তুম্হ বল বুদ্ধি নিধান।
আসিষ দেই গঈ সো হরষি চলেউ হনুমান॥

হে হনুমান, তুমি বল ও বুদ্ধির ভাণ্ডার, তুমি রামের কাজ উদ্ধার করিবে। এই বলিয়া আশীর্বাদ দিয়া সুরসা চলিয়া গেল। হনুমানও আনন্দে চলিতে লাগিল।

৩ ॥ নিসিচরি এক সিন্ধু মহুঁ রহঈ।
করি মায়া নভ কে খগ গহঈ॥
জীব জন্তু জে গগন উড়াহীঁ।
জল বিলোকি তিন্হ কৈ পরিছাহীঁ।

এক রাক্ষসী সমুদ্রের মধ্যে বাস করে, সে মায়া করিয়া আকাশের পাখী ধরিত। যে সকল জীবজন্তু আকাশে উড়ে, জলে তাহাদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া

গহই ছাঁহ সক সো ন উড়াঈ।
এহি বিধি সদা গগনচর খাঈ॥
সোই ছল হনূমান কহঁ কীন্হা।
তাসু কপট কপি তুরতহিঁ চীন্হা॥

ছায়া ধরিয়া ফেলে, তখন সে আর উড়িতে পারে না। এমন করিয়া সর্বদা আকাশগামীদিগকে সে খাইত। সেই ছল সে হনুমানের উপরও করিল। হনুমান তাহার ছল তখনই ধরিয়া ফেলিল।

তাহি মারি মারুত সুত বীরা।
বারিধিপার গয়উ মতিধীরা॥
তহাঁ জাই দেখী বন সোভা।
গুঞ্জত চঞ্চরীক মধুলোভা॥

পবন পুত্র বীর ধীরবুদ্ধি হনুমান তাহাকে মারিয়া সমুদ্র পার হইয়া গেল। সেখানে বনের শোভা দেখিতে পাইল যে, মধুলোভে চঞ্চরীক গুঞ্জন করিতেছে।

নানা তরু ফল ফূল সুহায়ে।
খগ মৃগ বৃন্দ দেখি মন ভায়ে॥
সৈল বিসাল দেখি এক আগে।
তা পর ধাই চঢ়েউ ভয় ত্যাগে॥

নানা রকমের গাছে ফল ফুল শোভা পাইতেছে। পশু পক্ষী দেখিয়া মনে আনন্দ হয়। সম্মুখে এক বিশাল পর্বত দেখিতে পাইয়া তাহার উপর নির্ভয়ে লাফাইয়া গিয়া উঠিল।

উমা ন কছু কপি কৈ অধিকাঈ।
প্রভুপ্রতাপ জো কালহি খাঈ॥
গিরি পর চঢ়ি লঙ্কা তেহি দেখী।
কহি ন জাই অতি দুর্গ বিসেখী॥
অতিউতঙ্গ জলনিধি চহুঁ পাসা।
কনককোট কর পরমপ্রকাসা॥

শঙ্কর বলিলেন—উমা, ইহাতে হনুমানের কিছুই বড়াই করার নাই। এ সকলই প্রভুর শক্তিতে হইতেছে, যে প্রভু কালকেও নাশ করিয়া ফেলেন। হনুমান পর্বতে চড়িয়া লঙ্কা দেখিল। উহা বিশেষ কঠিন দুর্গ, উহার বর্ণনাই করা যায় না। চারিদিকে অতি উত্তাল সমুদ্র ও সোনার প্রাচীর বড় সুন্দর শোভা পাইতেছিল।

ছন্দ কনককোট বিচিত্র মনি কৃত সুন্দরায়তনা
ঘনা।
চউহট্ট হট্ট সুবট্ট বীথী চারু পুর বহু বিধি বনা॥
গজ বাজি খচ্চর নিকর পদচর রথ বরূথন্হি
কো গনই।
বহুরূপ নিসিচর জুথ অতিবল সেন বরনত
নহিঁ বনই॥

বিচিত্র মণি দ্বারা সাজান, সুন্দর লম্বা চওড়া সোনার প্রাচীর। চৌরাস্তায়, হাটে ঘাটে গলিতে নগর বড় সুন্দর সাজান ছিল। হাতী, ঘোড়া, খচ্চর, পদাতি, রথাদির কে গুণ্তি করে? নানা রূপের অতি বলশালী রাক্ষস সৈন্যও বর্ণনা করিতে পারা যায় না।

বন বাগ উপবন বাটিকা সর কূপ বাপী সোহহীঁ।
নর নাগ সুর গন্ধর্ব কন্যা রূপ মুনিমন মোহহীঁ॥
কহুঁ মাল দেহবিসাল সৈলসমান অতি বল গর্জহীঁ।
নানা অখারেন্হ ভিরহিঁ বহুবিধি এক
একন্হ তর্জহীঁ॥

বন, বাগিচা, উপবন, সরোবর, কূপ, পুকুর শোভা পাইতেছিল। মানুষ, নাগ, দেবতা ও গন্ধর্বদের কন্যাদের রূপ দেখিয়া মুনিগণেরও মোহ হয়। কোথাও পর্বতের মত বিশাল দেহ ও অতি বলশালী কুস্তিগীর গর্জন করিতেছিল ও নানা আখড়ায় লড়াইতে একে অপরকে ফেলিয়া দিতেছিল।

করি জতন ভট কোটিন্হ বিকটতন নগর চহু
দিসি রচ্ছহীঁ।
কহুঁ মহিষ মানুষ ধেনু খর অজ খল নিসাচর
ভচ্ছহীঁ॥
এহি লাগি তুলসীদাস ইন্হ কী কথা কছুয়ক
হৈ কহী।
রঘুবীর সর তীরথ সরীরন্হি ত্যাগি গতি
পইহহিঁ সহী॥

কোটি বিকট আকার যোদ্ধা যত্ন করিয়া নগরের চারিদিক রক্ষা করিতেছে। আর কোথাও বা রাক্ষসেরা মহিষ মানুষ গাই গাধা ছাগল খাইতেছে। এই জন্যই তুলসীদাস ইহাদের কথা সংক্ষেপেই বলিলেন। রামচন্দ্রের বাণরূপ তীর্থজলে ইহারা দেহ ত্যাগ করিয়া উত্তম গতিই পাইবে।

পুররখবারে দেখি বহু কপি মন কীন্হ বিচার।
অতি লঘু রূপ ধরউঁ নিসি নগর করউঁ পইসার॥

অনেক পুররক্ষক দেখিয়া হনুমান মনে মনে ঠিক করিল যে অতিশয় ছোট রূপ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে নগরে প্রবেশ করিব।

৪॥ মসকসমান রূপ কপি ধরী।
লঙ্কহি চলেউ সুমিরি নরহরী॥
নাম লঙ্কিনী এক নিসিচরী।
সো কহ চলেসি মোহি নিন্দরী॥

হনুমান মশার মত ছোট হইয়া নরহরি রামকে স্মরণ করিয়া লঙ্কায় চলিল। লঙ্কিনী নামে এক রাক্ষসী হনুমানকে বলে, আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া কোথায় যাইতেছ?

জানেহি নহীঁ মরম সঠ মোরা।
মোর অহার জহাঁ লগি চোরা॥
মুঠিকা এক মহা কপি হনী।
রুধির বমত ধরনী ঢনমনী॥

ওরে মূর্খ, আমার মর্ম জাননা। লঙ্কার চোরেরাই হইতেছে আমার খাদ্য। হনুমান তাহাকে এক কিল মারিলে সে রক্তবমন করিতে করিতে মাটিতে পড়িয়া গেল।

পুনি সম্ভার উঠী সো লঙ্কা।
জোরি পানি কর বিনয় সসঙ্কা॥
জব রাবনহি ব্রহ্ম বর দীন্হা।
চলত বিরঞ্চি কহা মোহি চীন্হা॥

তার পর সামলাইয়া উঠিয়া লঙ্কিনী হাত জোড় করিয়া সভয়ে সবিনয়ে বলিল—যখন ব্রহ্মা রাবণকে বর দিয়া যান, তখন তিনি আমাকে চিনিয়া বলিলেন,

বিকল হোসি তৈঁ কপি কে মারে।
তব জানেসু নিসিচর সংঘারে॥
তাত মোর অতি পুন্য বহুতা।
দেখেউঁ নয়ন রাম কর দূতা॥

যখন বানরের মারে বিকল হইবে, তখনই জানিবে যে রাক্ষসেরা মরিবে। হে প্রিয়, আমার বড়ই পুণ্য যে রামের দূতকে দেখিলাম।

তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ ধরিয় তুলা এক অঙ্গ।
তুল ন তাহি সকল মিলি জো সুখ লব সতসঙ্গ॥

হে প্রিয়, যদি তুলাদণ্ডের এক দিকে স্বর্গ ও মোক্ষের সুখ চাপান যায়, তবে তাহারা সকলে মিলিয়াও সৎসঙ্গের যে সুখ পাওয়া যায় তাহার সমান হয় না।

৫। প্রবিসি নগর কীজৈ সব কাজা।
হৃদয় রাখি কোসল পুর রাজা॥
গরল সুধা রিপু করই মিতাঈ।
গোপদ সিন্ধু অনল সিতলাঈ॥

কোশলপুর রাজা রামকে হৃদয়ে রাখিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া সকল কাজ করিও। বিষ অমৃত হয়, শত্রু মিত্র হয়, গোস্পদ সিন্ধু হয় ও আগুন শীতল হয়।

গরুঅ সুমেরু রেনুসম তাহী।
রাম কৃপা করি চিতবা জাহী॥
অতি লঘুরূপ ধরেউ হনুমানা।
পৈঠা নগর সুমিরি ভগবানা॥

তাহার কাছে গুরুভার সুমেরুও ধূলার কণার সমান হাল্কা হয় যাহার দিকে রাম কৃপা করিয়া তাকান। হনুমান অতি লঘুরূপ ধরিল ও ভগবানকে স্মরণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিল।

মন্দির মন্দির প্রতি করি সোধা।
দেখে জহঁ তহঁ অগনিত জোধা॥
গয়উ দসাননমন্দির মাহীঁ।
অতি বিচিত্র কহি জাত সো নাহীঁ॥

সকল ঘরেই গিয়া খোঁজ করিয়া দেখে, যেখানে সেখানে অগণিত যোদ্ধা রহিয়াছে। এইরূপে হনুমান রাবণের ঘরে গেল। সে বাড়ী অতি সুন্দর, উহার বর্ণনা করা যায় না।

সয়ন কিয়ে দেখা কপি তেহী।
মন্দির মহুঁ ন দীখি বৈদেহী॥
ভবন এক পুনি দীখ সুহাবা।
হরিমন্দির তহঁ ভিন্ন বনাবা॥

হনুমান দেখিল রাবণ শুইয়াছে, কিন্তু সে বাড়ীতে সীতাকে দেখিল না। আর একখানা সুন্দর বাড়ী দেখিল, সেখানে আলাদা করিয়া বিষ্ণুমন্দির তৈরী রহিয়াছে।

রামায়ুধঅঙ্কিত গৃহ সোভা বরনি ন জাই।
নব তুলসিকা বৃন্দ তহঁ দেখি হরষ কপিরাই॥

সে বাড়ীতে রামের অস্ত্র (ধনুর্বাণের) চিহ্ন আছে, উহার শোভা অবর্ণনীয়। সে বাড়ীতে অনেক নূতন তুলসী গাছ দেখিয়া কপিরাজ হনুমানের বড় আনন্দ হইল।

৬॥ লঙ্কা নিসিচর নিকর নিবাসা।
ইহাঁ কহাঁ সজ্জন কর বাসা॥
মন মহুঁ তরক করই কপি লাগা।
তেহী সময় বিভীষনু জাগা॥

লঙ্কা রাক্ষসদের বাসস্থান। এখানে সজ্জনের বাস কোথা হইতে আসিল? মনে এই প্রকার তর্ক করিতেছে, সেই সময়ে বিভীষণ জাগিল।

রাম রাম তেহি সুমিরন কীন্হা।
হৃদয় হরষ কপি সজ্জন চীন্হা॥
এহি সন হঠি করিহউঁ পহিচানী।
সাধু তেঁ হোই ন কারজহানী।

বিভীষণ "রাম রাম" স্মরণ করিল দেখিয়া হনুমান আনন্দে সজ্জন চিনিতে পারিল। ভাবিল, জেদ করিয়াই ইহার সহিত পরিচয় করিবে, কেননা সাধুর দ্বারা কাজের ক্ষতি হইবে না।

বিপ্ররূপ ধরি বচন সুনায়ে।
সুনত বিভীষন উঠি তহঁ আয়ে॥
করি প্রনামু পূছী কুসলাঈ।
বিপ্র কহহু নিজকথা বুঝাঈ॥

সে ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া কথা শুনাইল। শুনিতেই বিভীষণ উঠিয়া সেখানে আসিল, প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিল ও বলিল—হে ব্রাহ্মণ, নিজের কথা বুঝাইয়া বল।

কী তুম্হ হরিদাসন্হ মহঁ কোঈ।
মোরে হৃদয় প্রীতি অতি হোঈ॥
কী তুম্হ রাম দীন অনুরাগী।
আয়হু মোহি করন বড়ভাগী॥

তুমি কি হরির ভক্তদের মধ্যে কেহ? তোমাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে অতিশয় ভালবাসা উপস্থিত হইয়াছে, অথবা তুমি কি দীনের প্রতি অনুরাগী রাম, আমাকে বড় ভাগ্যবান করিতে আসিয়াছ।

তব হনুমন্ত কহী সব রামকথা নিজ নাম।
সুনত জুগলতন পুলক মন মগন সুমিরি গুনগ্রাম॥

তখন হনুমান সকল কথা বলিল, রামের কথা বলিল, নিজের নাম বলিল। উহা শুনিতেই দুইজনেরই শরীর পুলকে শিহরিয়া উঠিল, উভয়েই রামের গুণ স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইল।

৭॥ সুনহু পবনসুত রহনি হমারী।
জিমি দসনন্হি মহুঁ জীভ বিচারী॥
তাত কবহুঁ মোহি জানি অনাথা।
করিহহিঁ কৃপা ভানুকুল নাথা॥

হে হনুমান, দাঁতের মধ্যে বেচারা জিহ্বা যেমন থাকে, আমার অবস্থাও সেই রকম। হে প্রিয়, রঘুনাথ কবে আমাকে অনাথ জানিয়া কৃপা করিবেন।

তামসতনু কছু সাধন নাহীঁ।
প্রীতি ন পদসরোজ মন মাহীঁ॥
অব মোহি ভা ভরোস হনুমন্তা।
বিনু হরিকৃপা মিলহিঁ নহিঁ সন্তা॥

আমার শরীর তামসিক, কোনও সাধনা নাই, রামচন্দ্রের পাদপদ্মে ভক্তিও আমার নাই। হনুমান, তবুও আমার এখন এই বলিয়া ভরসা হইল যে হরির কৃপা ছাড়া সাধু সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

জৌঁ রঘুবীর অনুগ্রহ কীন্হা।
তৌ তুম্হ মোহি দরসু হঠি দীন্হা॥
সুনহু বিভীষন প্রভু কই রীতী।
করহিঁ সদা সেবক পর প্রীতী॥

রঘুবর দয়া করিয়াছেন বলিয়াই তুমি জোর করিয়াই আমাকে দর্শন দিলে। হনুমান বলিল—বিভীষণ, প্রভুর রীতি শোন। সর্বদাই তিনি সেবকদের ভালবাসিয়া থাকেন।

কহহু কবন মৈঁ পরম কুলীনা।
কপি চঞ্চল সবহী বিধিহীনা॥
প্রাত লেই জো নাম হমারা।
তেহি দিন তাহি ন মিলই অহারা॥

বল, আমিই কোথাকার পরম কুলীন ? অতি ত চঞ্চল বানর, সকল রকমেই হীন। প্রাতঃকালে আমার নাম কেহ লইলে সেদিন তাহার খাওয়াই জোটে না।

অস মৈঁ অধম সখা সুনু মোহূঁ পর রঘুবীর।
কীনহী কৃপা সুমিরি গুন ভরে বিলোচন নীর॥

হে সখা, শোন। এমন অধম যে আমি, আমার উপরই রঘুবীর কৃপা করিয়াছেন। রঘুবীরের গুণ স্মরণ করিয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল।

৮॥ জানতহূঁ অস স্বামি বিসারী।
ফিরহিঁ তে কাহে ন হোহিঁ দুখারী॥
এহি বিধি কহত রাম গুন গ্রামা।
পাবা অনির্বাচ্য বিশ্রামা॥

জানিয়াও যদি এই প্রকার স্বামীকে ত্যাগ করা যায়, তবে দুঃখী হইবে না কেন ? এই প্রকারে রামচন্দ্রের গুণ সমূহের কথা বলিতে বলিতে অনির্বচনীয় শান্তি পাইল।

পুনি সব কথা বিভীষন কহী।
জেহি বিধি জনকসুতা তহঁ রহী।
তব হনুমন্ত কহা সুনু ভ্রাতা।
দেখা চহউঁ জানকীমাতা।

আবার যেভাবে জানকী সেখানে আছেন, সে সকল কথা বিভীষণ বলিল। তখন হনুমান বলিল—ভাই, শোন। মা জানকীকে দেখিতে চাই।

জুগুতি বিভীষনু সকল সুনাঈ।
চলেউ পবনসুত বিদা করাঈ॥
করি সোই রূপ গয়উ পুনি তহবাঁ।
বন অসোক সীতা রহ জহবাঁ॥

বিভীষণ সকল যুক্তি শুনাইলেন হনুমান বিদায় লইয়া চলিল। পুনরায় সেই ছোট শরীর ধরিয়াই অশোক বনে যেখানে সীতা থাকেন সেইখানে গেল।

দেখি মনহিঁ মহুঁ কীন্হ প্রনামা।
বৈঠেহি বীতি জাত নিসি জামা॥
কৃসতন সীস জটা এক বেনী।
জপতি হৃদয়রঘুপতি গুন শ্রেনী॥

সীতাকে দেখিয়া হনুমান মনে মনে প্রণাম করিল। এক প্রহর রাত সীতা বসিয়াই কাটাইয়া দিলেন। সীতার শরীর কৃশ হইয়াছে, মাথায় বেণীর জটা হইয়াছে। তিনি মনে মনে রঘুপতির গুণ সমূহ জপ করিতেছিলেন।

নিজ পদ নয়ন দিয়ে মন রামচরন মহঁ লীন।
পরম দুখী ভা পবনসুত দেখি জানকী দীন॥

সীতা নিজের পায়ের দিকে চাহিয়াছিলেন ও রামের চরণে মন লয় করিয়া দিয়াছিলেন। সীতাকে দুঃখী দেখিয়া হনুমান বড় দুঃখ বোধ করিল।

৯॥ তরুপল্লব মহুঁ রহা লুকাঈ।
করই বিচার করউঁ কা ভাঈ॥
তেহি অবসর রাবনু তহঁ আবা।
সঙ্গ নারি বহু কিয়ে বনাবা॥

হনুমান গাছের পাতার ভিতর লুকাইয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, ভাই এখন করা যায় কি ? এই সময়ে রাবণ সেখানে আসিল, তাহার সঙ্গে অনেক নারী সাজাইয়া আনিয়াছিল।

বহু বিধি খল সীতহিঁ সমুঝাবা।
সাম দাম ভয় ভেদ দেখাবা॥
কহ রাবনু সুনু সুমুখি সয়ানী।
মন্দোদরী আদি সব রানী॥

দুষ্ট রাবণ সীতাকে নানাপ্রকারে বুঝাইল। তাহাকে সাম, লোভ, ভয় ও ভেদের নীতি অনুসারে উপদেশ দিল। রাবণ বলিল—হে সুমুখী চতুরা সীতা, শোন। মন্দোদরী আদি সকল রাণীকেই,

তব অনুচরী করউঁ পন মোরা।
একবার বিলোকু মম ওরা॥
তৃন ধরি ওট কহতি বৈদেহী।
সুমিরি অবধপতি পরমসনেহী॥

তোমার দাসী করিয়া দিব এই আমার পণ, একবার আমার দিকে তাকাও। সীতা তৃণের আড়াল করিয়া ও পরমস্নেহময় রঘুপতিকে স্মরণ করিয়া বলিলেন—

সুনু দসমুখ খদ্যোতপ্রকাসা।
কবহুঁ কি নলিনী করই বিকাসা॥
অস মন সমুঝু কহতি জানকী।
খল সুধি নহিঁ রঘুবীর বানকী॥
সঠ সূনে হরি আনেহি মোহী।
অধম নিলজ্জ লাজ নহিঁ তোহী॥

রাবণ, শোন। জোনাকি দেখা দিলে কি কখনও পদ্ম খোলে ? মনে মনে বুঝিয়া সীতা আরও বলিলেন—ওরে দুষ্ট, রঘুবীরের বাণের খবর রাখ না ? প্রবঞ্চক, আমাকে শূন্য

ঘরে পাইয়া তুমি চুরি করিয়া আনিয়াছ। অধম, নির্লজ্জ, তোমার লজ্জা নাই।

আপুহি তুমি খদ্যোত সম রামহি ভানুসমান।
পরুষবচন সুনি কাঢ়ি অসি বোলা অতি খিসিয়ান॥

রাবণকে জোনাকির মত ও রামকে সূর্যের মত বলা হইল। এই কঠোর কথা শুনিয়া রাবণ বড় চটিয়া গিয়া তরবারী বাহির করিয়া বলিল—

১০ ॥ **সীতা তৈঁ মম কৃত অপমানা।**
কটিহউঁ তব সির কঠিনকৃপানা॥
নাহিঁ ত সপদি মানু মম বানী।
সুমুখি হোত ন ত জীবনহানী।

সীতা, তুমি আমাকে অপমান করিলে। এই কঠিন তরবারী দিয়া তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব। অয়ি সুমুখী, যদি শীঘ্র আমার কথা না শোন, তবে তোমার প্রাণনাশ হইবে।

স্যাম সরোজ দাম সম সুন্দর।
প্রভুভুজ করি কর সম দসকন্ধর॥
সো ভুজ কণ্ঠ কি তব অসি ঘোরা।
সুনু সঠ অস প্রমান পন মোরা॥

সীতা বলিলেন—হে রাবণ, প্রভুর বাহু শ্যাম পদ্মের মালার মত ও হাতীর শুঁড়ের মত সুন্দর। আমার কণ্ঠে হয় তাঁহার সেই বাহু লগ্ন হইবে, আর না হয় ত তোমার কঠোর তরবারী পড়িবে। দুষ্ট, শোন। এই আমার সত্য প্রতিজ্ঞা।

চন্দ্রহাস হরু মম পরিতাপং।
রঘুপতি বিরহ অনল সঞ্জাতং॥
সীতল নিসি তব অসি বর ধারা।
কহ সীতা হরু মম দুখভারা।

চন্দ্রহাস তরবারী আমার দুঃখহরণ করুক। তোমার ঐ তরবারীর ধার শীতল রাত্রির ন্যায় রাম বিরহরূপ আগুনের তাপ দূর করুক। (সীতা বলিলেন—হে রাবণ, আমাকে কাটিয়া ফেলিয়াই আমার দুঃখভার দূর কর।)

সুনত বচন পুনি মারন ধাবা।
ময়তনয়াঁ কহি নীতি বুঝাবা॥
কহেসি সকল নিসিচরিন্‌হ বোলাঈ।
সীতহি বহু বিধি ত্রাসহু জাঈ॥
মাস দিবস মহুঁ কহা ন মানা।
তৌ মৈঁ মারব কাঢ়ি কৃপানা॥

তাহার কথা শুনিয়া রাবণ মারিতে দৌড়াইল। তখন ময়-তনয়া মন্দোদরী তাহাকে নীতি কথা বুঝাইয়া নিরস্ত করিল। তখন রাবণ রাক্ষসীদিগকে ডাকিয়া বলিল—তোমরা সীতাকে নানাপ্রকার ভয় দেখাও। যদি সে আজ হইতে একমাসের মধ্যে আমার কথা না শোনে, তবে আমি তাহাকে কঠিন তরবারীর আঘাতে মারিয়া ফেলিব।

ভবন গয়উ দসকন্ধর ইহাঁ পিসাচিনিবৃন্দ।
সীতহিঁ ত্রাস দেখাবহিঁ ধরহিঁ রূপ বহুমন্দ॥

তার পর রাবণ বাড়ী গেল। এদিকে রাক্ষসীরা সীতাকে ভয় দেখাইতে লাগিল ও নানাপ্রকার বিশ্রী চেহারা করিতে লাগিল।

১১ ॥ **ত্রিজটা নাম রাচ্ছসী একা।**
রাম চরন রতি নিপুন বিবেকা॥
সবন্‌হৌ বোলি সুনায়েসি সপনা।
সীতহিঁ সেই করহু হিত অপনা॥

ত্রিজটা নামে এক রাক্ষসী ছিল। তাহার রামচরণে মতি ছিল ও সে জ্ঞানে প্রবীণ ছিল। সে সকলকে ডাকিয়া নিজের স্বপ্নের কথা শুনাইয়া বলিল—সীতাকে সেবা করিয়া নিজের কল্যাণ কর।

সপনে বানর লঙ্কা জারী।
জাতুধানসেনা সব মারী॥
খরআরূঢ় নগন দসসীসা।
মুণ্ডিতসির খণ্ডিত ভুজ বীসা॥

সে স্বপ্নে দেখিয়াছে যে বানর লঙ্কা জ্বালাইয়া দিয়াছে ও রাক্ষসদের সকল সৈন্য মারিয়া ফেলিয়াছে। রাবণের মাথা মোড়ান, তাহার কুড়িটা হাতই কাটা, আর সে নগ্ন হইয়া গাধায় চড়িয়া আছে।

এহি বিধি সো দচ্ছিনদিসি জাঈ।
লঙ্কা মনহুঁ বিভীষন পাঈ॥
নগর ফিরী রঘুবীর দোহাঈ।
তব প্রভু সীতা বোলি পঠাঈ।

এইভাবে রাবণ দক্ষিণ দিকে যাইতেছে, আর লঙ্কার রাজত্ব যেন বিভীষণ পাইয়াছে। নগরে রঘুবীরের দোহাই উঠিয়াছে তখন প্রভু সীতাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

যহ সপনা মৈঁ কহউঁ পুকারী।
হোইহি সত্য গয়ে দিন চারী॥
তাসু বচন সুন তে সব ডরীঁ।
জনকসুতা কে চরনন্‌হিঁ পরীঁ॥

আমি এই স্বপ্ন বিচার করিয়া বলিতেছি যে চার দিন যাইতেই ইহা সত্য হইবে। তাহার কথা শুনিয়া সেই রাক্ষসীরা ভয় পাইল ও সীতার পায়ে গিয়া পড়িল।

জহঁ তহঁ গঈঁ সকল তব সীতা কর মন সোচ।
মাস দিবস বীতে মোহি মারিহি নিসিচর পোচ॥

সকলে যেখানে সেখানে চলিয়া গেল। সীতার মনে এই চিন্তা হইল, মাস গেলে দুষ্ট রাক্ষস আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

১২ ॥ ত্রিজটা সন বোলী কর জোরী।
মাতু বিপতিসঙ্গিনি তৈঁ মোরী॥
তজউঁ দেহ করু বেগি উপাঈ।
দুসহ বিরহ অব নহিঁ সহি জাঈ॥

সীতা হাত জোড় করিয়া ত্রিজটাকে বলিলেন—মা, বিপদকালে তুমিই আমার সঙ্গী হইয়াছ। আমি দেহ ত্যাগ করিব, তুমি শীঘ্র তাহার উপায় করিয়া দাও। এখন দুঃসহ বিরহ আর সহিতে পারা যায় না।

আনি কাঠ রচু চিতা বনাঈ।
মাতু অনল পুনি দেহি লগাঈ॥
সত্য করহি মম প্রীতি সয়ানী।
সুনই কো শ্রবন সূলসম বানী॥

মা, তুমি কাঠ লইয়া আসিয়া চিতা সাজাও এবং আগুন লাগাইয়া দাও। তুমি বুদ্ধিমতী, আমার প্রতি তোমার ভালবাসা সত্য কর। কর্ণে পীড়াদায়ক ঐ কথা কে শুনিতে পারে ?

সুনত বচন পদ গহি সমুঝায়েসি।
প্রভু প্রতাপ বল সুজসু সুনায়েসি॥
নিসি ন অনল মিল সুনু সুকুমারী।
অস কহি সো নিজ ভবন সিধারী॥

তাঁহার কথা শুনিয়া ত্রিজটা পায়ে ধরিয়া বুঝাইল। রামের প্রতাপ বল যশের কথা শুনাইল, আর বলিল—রাজকুমারী, রাত্রে ত আগুন পাওয়া যায় না। এই বলিয়া সে নিজের বাড়ীতে গেল।

কহ সীতা বিধি ভা প্রতিকূলা।
মিলিহি ন পাবক মিটিহি ন সূলা॥
দেখিয়ত প্রগট গগন অঙ্গারা।
অবনি ন আবত একউ তারা॥

সীতা বলিলেন—বিধাতা প্রতিকূল, আগুন পাওয়া গেল না, ব্যথাও দূর করা গেল না। আকাশে অঙ্গারের মত তারা জ্বলিতেছে, কিন্তু পৃথিবীতে তাহার একটাও ত আসিতেছে না।

পাবকময় সসি স্রবত ন আগী।
মানহুঁ মোহি জানি হতভাগী॥
সুনহি বিনয় মম বিটপ অসোকা।
সত্য নাম করু হরু মম সোকা॥

চাঁদ আগুনে ভরা হইলেও আগুন বর্ষণ করে না, বোধ হয় আমি হতভাগী জানিয়াই করে না। হে অশোকবন, আমার মিনতি শোন। তোমার নাম সত্য কর, আমার শোক হরণ কর।

নূতনকিসলয় অনলসমানা।
দেহি অগিনি জনি করহি নিদানা॥
দেখি পরমবিরহাকুল সীতা।
সো ছন কপিহি কলপসম বীতা॥

অশোক, তোমার নূতন পাতা আগুনের মত লাল, তুমি আমাকে আগুন লাগাইয়া দাও। আমায় শেষ কর। সীতাকে অতিশয় বিরহে আকুল দেখিয়া, সেই সময়টা হনুমানের নিকট যেন এক কল্প বলিয়া মনে হইতেছিল।

সোঃ—
কপি করি হৃদয় বিচার দীন্হি মুদ্রিকা ডারি তব।
জনু অসোক অঙ্গার দীন্হ হরষি উঠি কর গহেউ॥

হনুমান মনে মনে ভাবিয়া আংটি ফেলিয়া দিল। মনে হইল যেন অশোক আগুন দিল, আর সীতা আনন্দে উঠিয়া তাহা হাতে লইলেন।

১৩ ॥ তব দেখী মুদ্রিকা মনোহর।
রাম নাম অঙ্কিত অতি সুন্দর॥
চকিত চিতব মুঁদরী পহিচানী।
হরষ বিষাদ হৃদয় অকুলানী।

তখন মনোহর আংটি ও উহাতে রাম নাম আঁকা দেখিতে পাইলেন। ত্রস্তমনে আংটি চিনিয়া ফেলিলেন। তাঁহার হৃদয়ে অসীম আনন্দ ও দুঃখ হইল।

জীতি কো সকই অজয় রঘুরাঈ।
মায়া তেঁ অসি রচি নহিঁ জাঈ।
সীতা মন বিচার কর নানা।
মধুরবচন বোলেউ হনুমানা।

সীতা ভাবিলেন, অজেয় রঘুরাজকে কে জিতিতে পারে ? (যে কেহ এই আংটি জিতিয়া লইয়া আসিয়া থাকিবে ?) আর মায়াতেও এমন আংটি তৈয়ার করা যায় না। সীতা এইভাবে নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন হনুমান মধুরস্বরে কথা বলিল।

রামচন্দ্র গুন বরনই লাগা।
সুনতহি সীতা কর দুখ ভাগা॥
লাগী সুনই শ্রবন মন লাঈ।
আদিহু তেঁ সব কথা সুনাঈ॥

হনুমান রামচন্দ্রের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিল, তাহা শুনিতেই সীতার দুঃখ দূর হইল। সীতা কান দিয়া মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন। হনুমান প্রথম হইতে সকল কথা শুনাইল।

শ্রবণামৃত জেহি কথা সুহাঈ।
কহি সো প্রগট হোত কিন তাঈ॥
তব হনুমন্ত নিকট চলি গয়উ।
ফির বৈঠী মন বিসময় ভয়উ॥

সীতা বলিলেন—অমৃতের মত কথা যে কানে শুনাইল, কেন সে প্রত্যক্ষ হইতেছে না? শুনিয়া হনুমান নিকটে চলিয়া আসিল, কিন্তু সীতা হনুমানকে দেখিয়া ফিরিয়া বসিলেন। তাঁহার বিস্ময় হইল।

রামদূত মৈঁ মাতু জানকী।
সত্য সপথ করুনানিধান কী॥
যহ মুদ্রিকা মাতু মৈঁ আনী।
দীন্হি রাম তুম্হ কহঁ সহিদানী॥
নর বানরহি সঙ্গ কহু কৈসে।
কহী কথা ভই সঙ্গতি জৈসে॥

হনুমান বলিল—মা জানকী, করুণাময় রামের সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি রামের দূত। আমিই ঐ আংটি আনিয়াছি। রাম তোমাকে উহা চিহ্ন স্বরূপে দিয়াছেন। সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন—নর বানরে সম্পর্ক কি করিয়া হইল? যেমন যেমন করিয়া সম্পর্ক হইয়াছিল, হনুমান সে সকল কথা বলিল।

কপি কে বচন সপ্রেম সুনি উপজা মন বিশ্বাস।
জানা মন ক্রম বচন যহ কৃপাসিন্ধু কর দাস॥

বানরের প্রেমময় কথা শুনিয়া সীতার মনে বিশ্বাস হইল। হনুমান যে মনে, বাক্যে ও কর্মে কৃপাসিন্ধু রামের দাস তাহা তিনি জানিলেন।

১৪॥ হরিজন জানি প্রীতি অতি বাঢ়ী।
সজল নয়ন পুলকাবলি ঠাঢ়ী॥
বুড়ত বিরহজলধি হনুমানা।
ভয়উ তাত মো কহুঁ জলজানা॥

হনুমানকে রামের ভক্ত জানিয়া সীতার বড় ভালবাসা বাড়িল। তাঁহার চোখে জল আসিল ও শরীরে রোমাঞ্চ হইল। সীতা বলিলেন—হে প্রিয় হনুমান, আমি যখন বিরহসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছিলাম, তখন তুমি আমার নিকট নৌকার মত হইলে।

অব কহু কুসল জাউঁ বলিহারী।
অনুজসহিত সুখভবন খরারী॥
কোমলচিত কৃপালু রঘুরাঈ।
কপি কেহি হেতু ধরী নিঠুরাঈ॥

আমি তোমার বালাই লই। এখন লক্ষ্মণ সহিত সুখের আলয় খরারি রামচন্দ্রের কুশলের কথা বল। হনুমান, বল কোমলহৃদয় কৃপাল রঘুনাথ কেন নিষ্ঠুর হইয়াছেন।

সহজবানি সেবক সুখদায়ক॥
কবহুঁ ক সুরতি করত রঘুনায়ক॥
কবহুঁ নয়ন মম সীতল তাতা।
হোইহহিঁ নিরখি স্যাম মৃদু গাতা॥

সহজ স্বভাবেই যিনি ভক্তের সুখদানকারী, সেই রঘুনায়ক কি আমাকে কখনো স্মরণ করেন? হে প্রিয়, রামচন্দ্রের শ্যামল শরীর দেখিয়া আমার চোখ কখন শীতল হইবে?

বচন ন আব নয়ন ভরি বারী।
অহহ নাথ হৌঁ নিপট বিসারী॥
দেখি পরম বিরহাকুল সীতা।
বোলা কপি মৃদুবচন বিনীতা॥

চোখ জলে ভরিয়া গেল, কথা বাহির হইল না। পরে সীতা বলিলেন—হে নাথ, আমাকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ। তখন হনুমান সীতাকে বিরহে আকুল দেখিয়া বিনীত মৃদুবাক্যে বলিল—

মাতু কুসল প্রভু অনুজসমেতা।
তব দুখ দুখী সুকৃপা নিকেতা॥
জনি জননী মানহু জিয় ঊনা।
তুম্হ তেঁ প্রেম রাম কে দূনা॥

মা, লক্ষ্মণ সহিত প্রভু কুশলেই আছেন, তবে কৃপানিকেতন তোমার দুঃখে দুঃখী হইয়া আছেন। মা, মনে কিছু করিও না। রামচন্দ্রের তোমার উপর দু'গুণ প্রেম আছে।

রঘুপতি কর সন্দেস অব সুনু জননী ধরি ধীর।
অস কহি কপি গদগদ ভয়উ ভরে বিলোচন নীর॥

মা, এখন ধৈর্য ধরিয়া রঘুনাথের সংবাদ শোন। এই কথা বলিয়া হনুমান গদগদ হইল, তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল।

১৫॥ কহেউ রাম বিয়োগ তব সীতা।
মো কহঁ সকল ভয়ে বিপরীতা॥
নব তরু কিসলয় মনহুঁ কৃসানু।
কাল নিসা সম নিসি সসি ভানু॥

রঘুনাথ বলিয়াছেন—সীতা, তোমার বিরহে আমার সকলই উল্টা হইয়া গিয়াছে। নূতন পাতা আগুনের মত মনে হয়, রাত্রি কালরাত্রির মত, আর চন্দ্র সূর্যের মত মনে হয়।

কুবলয়বিপিন কুন্ত বন সরিসা।
বারিদ তপততেল জনু বরিসা॥
জে হিতু রহে করত তেই পীরা।
উরগ স্বাস সম ত্রিবিধ সমীরা॥

পদ্মবন ভালুকের বনের মত মনে হয়। মেঘ যেন তপ্ত তেল বর্ষণ করে। যে ভাল করিত সেই দুঃখ দেয়। শীতল মন্দসুগন্ধ বাতাস সাপের নিশ্বাসের মত লাগে।

কহেহু তে কছু দুখ ঘটি হোঈ।
কাহি কহউঁ যহ জান ন কোঈ॥
তত্ত্ব প্রেম কর মম অরু তোরা।
জানত প্রিয়া এক মন মোরা॥

বলিলেও কিছু দুঃখ দূর হয়, কিন্তু বলি কাহাকে? এ জিনিষ কেহ জানিতে পারে না। হে প্রিয়া, আমার প্রতি তোমার প্রেমের মর্ম এক আমার মনই জানিতে পারে।

সো মন সদা রহত তোহি পাহীঁ।
জানু প্রীতিরসু এতনহি মাহীঁ॥
প্রভুসন্দেসু সুনত বৈদেহী।
মগন প্রেম তন সুধি নহিঁ তেহী॥

সে মনও সর্বদা তোমারই কাছে রহিয়াছে। ইহাতেই প্রেমের মর্ম জানিয়া লইও। প্রভুর সংবাদ শুনিতে শুনিতে সীতা প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার শরীরের বোধ রহিল না।

কহ কপি হৃদয় ধীর ধরু মাতা।
সুমিরু রাম সেবক সুখ দাতা॥
উর আনহু রঘুপতি প্রভুতাঈ।
সুনি মম বচন তজহু কদরাঈ॥

হনুমান বলিল—মা, সেবকের সুখদানকারী রামকে স্মরণ করিয়া ধৈর্য ধর। মনে রঘুপতির শক্তির কথা আন, আমার কথা শুনিয়া ব্যাকুলতা ত্যাগ কর।

নিসিচর নিকর পতঙ্গসম রঘুপতি বান কৃসানু।
জননী হৃদয় ধীর ধরু জরে নিসাচর জানু॥

রাক্ষসেরা হইতেছে পতঙ্গ, আর রঘুনাথের বাণ হইতেছে আগুন, সে আগুনে রাক্ষসেরা জ্বলিবে। মা, তুমি হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ কর।

১৬॥ **জৌ রঘুবীর হোতি সুধি পাঈ।**
করতে নহিঁ বিলম্বু রঘুরাঈ॥
রামবান রবি উয়ে জানকী।
তমবরূথ কহঁ জাতুধান কী॥

রঘুনাথ যদি তোমার সন্ধান পাইতেন তবে তিনি বিলম্ব করিতেন না। রাক্ষসের দলরূপ অন্ধকারের পক্ষে রাম-বাণরূপ সূর্য উঠিয়াছে।

অবহিঁ মাতু মৈঁ জাউঁ লেবাঈ।
প্রভুআয়সু নহিঁ রামদোহাঈ॥
কছুক দিবস জননী ধরু ধীরা।
কপিন্হসহিত অইহহিঁ রঘুবীরা॥

মা, আমি তোমাকে এখনই লইয়া যাইতাম, কিন্তু রঘুনাথ আদেশ দেন নাই। রামের দোহাই দিয়া বলিতেছি, মা কিছুদিন ধৈর্য ধর। রঘুনাথ বানরদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন।

নিসিচর মারি তোহি লেই জৈহহিঁ।
তিহুঁ পুর নারদাদি জসু গৈহহিঁ॥
হৈঁ সুত কপি সব তুম্হহিঁ সমানা।
জাতুধানভট অতি বলবানা॥

রাক্ষসদিগকে মারিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন। নারদাদি ত্রিলোকে সে যশ গান করিবে। সীতা বলিলেন—হে পুত্র, সকল বানরই কি তোমার মত (ছোট)? রাক্ষসদের যোদ্ধারা ত অতি বলবান।

মোরে হৃদয় পরম সন্দেহা।
সুনি কপি প্রগট কীন্হ নিজদেহা॥
কনক ভূধরাকার সরীরা।
সমরভয়ঙ্কর অতি বল বীরা॥
সীতা মনভরোস তব ভয়উ।
পুনি লঘুরূপ পবনসুত লয়উ॥

আমার মনে বড় সন্দেহ হইতেছে। এ কথা শুনিয়া হনুমান নিজের শরীর প্রকাশ করিল। তাহার শরীর সোনার পর্বতের মত। সে যুদ্ধে ভয়ঙ্কর এবং অতিশয় বলশালী বীর। তখন সীতার মনে ভরসা হইল, পুনরায় হনুমান ছোট আকার লইল।

সুনু মাতা সাখামৃগ নহিঁ বল বুদ্ধি বিসাল।
প্রভুপ্রতাপ তেঁ গরুড়হিঁ খাই পরমলঘু ব্যাল॥

হনুমান বলিল—মা, শোন। আমরা কেবল বানরই, বিশাল বল বুদ্ধি নাই কিন্তু প্রভুর শক্তি এমন যে তাহাতে অতি ছোট সাপও গরুড়কে খাইয়া ফেলিতে পারে।

১৭॥ **মন সন্তোষ সুনত কপিবানী।**
ভগতি প্রতাপ তেজ বল সানী॥
আসিষ দীন্হি রামপ্রিয় জানা।
হোহু তাত বল সীল নিধানা॥

হনুমানের ভক্তি, তেজ, প্রতাপ ও শক্তিতে পূর্ণ কথা শুনিয়া সীতার সন্তোষ হইল। তাহাকে রামের প্রিয় জানিয়া আশীর্বাদ দিলেন। বলিলেন—হে প্রিয়, বল ও শীলের আলয় হও।

অজর অমর গুননিধি সুত হোহু।
করহিঁ বহুত রঘুনায়ক ছোহু॥
করহিঁ কৃপা প্রভু অস সুনি কানা।
নির্ভর প্রেমমগন হনুমানা॥

হে পুত্র, তুমি জরারহিত, অমর ও গুণসাগর হও, রঘুনাথ তোমাকে সর্বদা কৃপা করুন। "কৃপা করুন", এই কথা কানে শুনিয়া হনুমান পরিপূর্ণ প্রেমে মগ্ন হইল।

বার বার নায়েসি পদ সীসা।
বোলা বচন জোরি কর কীসা॥
অব কৃতকৃত্য ভয়উঁ মৈঁ মাতা।
আসিষ তব অমোঘ বিখ্যাতা॥

বারবার চরণে প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া হনুমান বলিল—মা, আমি এখন কৃতকৃতার্থ হইলাম। তোমার আশীর্বাদ অমোঘ বলিয়া বিখ্যাত।

সুনহু মাতু মোহি অতিসয় ভুখা।
লাগি দেখি সুন্দরফল রূখা॥
সুনু সুত করহিঁ বিপিনরখবারী।
পরমসুভট রজনীচর ভারী॥
তিন্হ কর ভয় মাতা মোহি নাহীঁ।
জৌঁ তুম্হ সুখ মানহু মন মাহীঁ॥

মা, শোন। সুন্দর ফল দেখিয়া আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। সীতা বলিলেন—পুত্র, অনেক ভারী যোদ্ধা রাক্ষস বাগান রক্ষা করিতেছে। হনুমান বলিল—মা, তোমার মনে যদি সুখ হয় তবে তাহাদের ভয় আমার নাই।

দেখি বুদ্ধি বল নিপুন কপি কহেউ জানকী জাহু।
রঘুপতি চরন হৃদয় ধরি তাত মধুরফল খাহু॥

হনুমানকে বুদ্ধি ও বলে কুশল দেখিয়া সীতা বলিলেন—যাও, রঘুনাথের চরণ হৃদয়ে রাখিয়া মধুর ফল খাও।

১৮॥ **চলেউ নাই সিরু পৈঠেউ বাগা।**
ফল খায়েসি তরু তোরই লাগা॥
রহে তহাঁ বহু ভট রখবারে।
কছু মারেসি কছু জাই পুকারে॥

হনুমান প্রণাম করিয়া বাগানে ঢুকিল এবং ফল খাইতে ও গাছ ভাঙ্গিতে লাগিল। সেখানে অনেক যোদ্ধা রক্ষক ছিল। তাহাদের কাহাকেও মারিয়া ফেলিল, কেহ বা গিয়া চেঁচাইয়া পড়িল।

নাথ এক আবা কপি ভারী।
তেহি অসোকবাটিকা উজারী॥
খায়েসি ফল অরু বিটপ উপারে।
রচ্ছক মর্দি মর্দি মহি ডারে॥

রাবণকে বলিল—প্রভু, এক ভারি বানর আসিয়াছে। সে অশোকবাগান উজাড় করিয়া ফেলিল। সে ফল খাইয়া ফেলিতেছে, গাছ উপড়াইয়া ফেলিতেছে এবং রক্ষকদিগকে যেখানে সেখানে ফেলিয়া মারিতেছে।

সুনি রাবন পঠয়ে ভট নানা।
তিন্হহিঁ দেখি গর্জেউ হনুমানা॥
সব রজনীচর কপি সংহারে।
গয়ে পুকারত কছু অধমারে॥

সে কথা শুনিয়া রাবণ নানা যোদ্ধা পাঠাইল। হনুমান তাহাদিগকে দেখিয়া গর্জন করিয়া উঠিল। হনুমান সকল রাক্ষসকে মারিয়া ফেলিল, কিছু আধমরা অবস্থায় ফিরিয়া গিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

পুনি পঠয়েউ তেহি অচ্ছয়কুমারা।
চলা সঙ্গ লেই সুভট অপারা॥
আবত দেখি বিটপ গহি তর্জা।
তাহি নিপাতি মহাধুনি গর্জা॥

রাবণ আবার অক্ষয়কুমারকে পাঠাইল, সে অসংখ্য সৈন্য সঙ্গে লইয়া চলিল। হনুমান তাহাকে আসিতে দেখিয়া মারার জন্য গাছ লইয়া গর্জন করিতে লাগিল ও তাহাকে মারিয়া মহাধ্বনি করিয়া গর্জিয়া উঠিল।

কছু মারেসি কছু মর্দেসি কছু মিলয়েসি ধরি ধূরি।
কছু পুনি জাই পুকারে প্রভু মর্কট বলভূরি॥

কতককে মারিল কতককে মর্দন করিল, কতককে বা ধূলিতে মিশাইয়া দিল, আর কিছু আবার গিয়া রাবণের কাছে চীৎকার করিতে লাগিল ও বলিল—প্রভু, মর্কট বড় বলবান।

১৯॥ **সুনি সুতবধ লঙ্কেস রিসানা।**
পঠয়েসি মেঘনাদ বলবানা॥
মারেসি জনি সুত বাঁধেসু তাহী।
দেখিয় কপিহি কহাঁ কর আহী॥

পুত্রকে মারিয়া ফেলিয়াছে শুনিয়া লঙ্কেশ ক্রুদ্ধ হইল ও বলবান মেঘনাদকে পাঠাইল। রাবণ মেঘনাদকে বলিল—পুত্র, উহাকে মারিও না, বাঁধিয়া ফেলিও। এ কোথাকার বানর তাহা দেখিব।

চলা ইন্দ্রজিত অতুলিত যোধা।
বন্ধুনিধন সুনি উপজা ক্রোধা॥
কপি দেখা দারুন ভট আবা।
কটকটাই গর্জা অরু ধাবা॥

অতুল যোদ্ধা ইন্দ্রজিৎ রওনা হইলেন। ভাইকে মারিয়া ফেলিয়াছে শুনিয়া তাঁহার রাগ হইয়াছিল। হনুমান দেখিল দারুণ যোদ্ধাসকল আসিতেছে। তখন কটকট শব্দ করিয়া, গর্জন করিয়া উঠিল ও ছুটিয়া চলিল।

অতি বিসাল তরু এক উপারা।
বিরথ কীন্হ লঙ্কেসকুমারা॥
রহে মহাভট তা কে সঙ্গা।
গহি গহি কপি মর্দই নিজ অঙ্গা॥

হনুমান এক অতি বিশাল গাছ উপড়াইয়া লইল ও মেঘনাদের রথ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল। মেঘনাদের সহিত যে সকল বড় বড় যোদ্ধা ছিল, তাহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া নিজের গায়েই ঘসিয়া মারিল।

তিন্হহিঁ নিপাতি তাহি সন বাজা।
ভিরে জুগল মানহুঁ গজরাজা॥
মুঠিকা মারি চঢ়া তরু জাঈ।
তাহি এক ছন মুরুছা আঈ॥

উঠি বহোরি কীন্হিসি বহু মায়া।
জীতি ন জায় প্রভঞ্জন জায়া॥

যোদ্ধাদিগকে মারিয়া মেঘনাদের সঙ্গে লাগিল। দুই জনে এমন লড়াই বাঁধিল যেন দুই গজরাজ লড়িতেছে। কিল মারিয়া হনুমান গিয়া গাছে উঠিল, সে আঘাতে মেঘনাদের এক মুহূর্তের জন্য মূর্চ্ছা হইল। আবার উঠিয়া নানা মায়া করিল, কিন্তু তবুও পবনসুত হনুমানকে জয় করিতে পারিল না।

ব্রহ্ম অস্ত্র তেহি সাধা কপি মন কীন্হ বিচার।
জৌঁ ন ব্রহ্মসর মানউঁ মহিমা মিটই অপার॥

তখন মেঘনাদ ব্রহ্মাস্ত্র লইলে হনুমান মনে মনে এই ভাবিল যে, যদি ব্রহ্মাস্ত্রও না মানি তবে ব্রহ্মার অসীম মহিমা নাশ হইবে।

২০॥ **ব্রহ্মবান কপি কহুঁ তেহি মারা।**
পরতিহুঁ বার কটকু সংঘারা॥
তেহি দেখা কপি মুরুছিত ভয়উ।
নাগপাস বাঁধেসি লৈ গয়উ॥

মেঘনাদ হনুমানের উপর ব্রহ্মবাণ মারিল। বাণ খাইয়া পড়িতে পড়িতেও সে সকল সৈন্য সংহার করিয়া ফেলিল। মেঘনাদ জানিল, সে মূর্ছিত হইয়াছে। তখন তাহাকে নাগপাশে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

জাসু নাম জপি সুনহু ভবানী।
ভববন্ধন কাটহিঁ নর জ্ঞানী॥
তাসু দূত কি বন্ধ তরু আবা।
প্রভুকারজ লগি কপিহি বঁধাবা॥

শিব পার্বতীকে বলিলেন—যাঁহার নাম জপ করিয়া জ্ঞানী মানুষেরা ভববন্ধন কাটে, তাঁহার দূত বাঁধা পড়িল। ইহার মানে, প্রভু নিজের কার্যের জন্য নিজেই তাহাকে বাঁধাইলেন।

কপিবন্ধন সুনি নিসিচর ধায়ে।
কৌতুক লাগি সভাঁ সব আয়ে॥
দসমুখ সভা দীখি কপি জাঈ।
কহি ন জাই কছু অতি প্রভুতাঈ॥

বানর বাঁধা পড়িয়াছে শুনিয়া রাক্ষসেরা ছুটিল। তামাসা দেখার জন্য তাহাকে সভায় লইয়া আসিল। হনুমান গিয়া রাবণের সভা দেখিল। তাহার শক্তির পরিচয় বর্ণনা করা যায় না।

কর জোরে সুর দিসিপ বিনীতা।
ভৃকুটি বিলোকত সকল সভীতা॥
দেখি প্রতাপ ন কপিমন সঙ্কা।
জিমি অহিগন মহুঁ গরুড় অসঙ্কা॥

সকল দেবতা ও দিকপালেরা বিনয়ের সহিত হাত জোড় করিয়া আছে। সকলেই ভয়ে ভয়ে তাহার ভ্রুকুটির দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু এমন শক্তি দেখিয়াও হনুমানের ডর বা আশঙ্কা হইল না। সাপদের মধ্যে যেমন গরুড় নির্ভয়ে থাকে, হনুমান তেমনি নির্ভয়ে রহিল।

কপিহি বিলোকি দসানন বিহঁসা কহি দুর্বাদ।
সুত বধ সুরতি কীন্হ পুনি উপজা হৃদয় বিষাদ॥

রাবণ হনুমানকে দেখিয়া কুকথা বলিয়া হাসিয়া উঠিল। আবার পরেই পুত্র মারা গিয়াছে মনে হওয়ায় তাহার মনে দুঃখ উপস্থিত হইল।

২১॥ **কহ লঙ্কেস কবন তৈঁ কীসা।**
কেহি কে বল ঘালেসি বন খীসা॥
কী ধৌঁ শ্রবন সুনেহি নহিঁ মোহী।
দেখউঁ অতি অসঙ্ক সঠ তোহী॥

রাবণ বলিল—তুই বানরটা কে? কাহার বলে অশোক বন উজাড় করিয়াছিস, তুই কি আমার কথা কানে শুনিস্ নাই? ওরে মূর্খ, তোকে বড় নির্ভয় দেখিতেছি ত!

মারে নিসিচর কেহি অপরাধা।
কহু সঠ তোহি ন প্রান কৈ বাধা॥
সুনু রাবন ব্রহ্মাণ্ডনিকায়া।
পাই জাসু বল বিরচতি মায়া॥

মূর্খ, কোন্ দোষে রাক্ষসগুলিকে মারিলি বল। তোর প্রাণের ভয়ও নাই? হনুমান বলিল—হে রাবণ, শোন। যাঁহার বল পাইয়া মায়া এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছে,

জা কে বল বিরঞ্চি হরি ঈসা।
পালত সৃজত হরত দসসীসা॥
জা বল সীস ধরত সহসানন।
অণ্ডকোস সমেত গিরি কানন॥

হে রাবণ, যাঁহার বলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সৃজন পালন ও সংহার করেন, যাঁহার বলে শেষ নাগ পর্বত কানন সহিত ব্রহ্মাণ্ড মাথায় ধরিয়া রাখে,

ধরৈ জো বিবিধ দেহ সুরত্রাতা।
তুম্হ সে সঠন্হ সিখাবনদাতা॥
হরকোদণ্ড কঠিন জেহি ভঞ্জা।
তোহি সমেত নৃপ দল মদ গঞ্জা॥
খর দূষন ত্রিসিরা অরু বালী।
বধে সকল অতুলিত বলসালী॥

যিনি দেবতাদের রক্ষক ও নানা প্রকার দেহ ধারণ করেন, যিনি তোমার মত মূর্খকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, যিনি কঠিন হরধনু ভাঙ্গিয়াছেন, এবং তাহা দ্বারা তোমার ও রাজাদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, যিনি অতুল বলশালী এবং খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও বালীকে বধ করিয়াছেন,

জা কে বললবলেস তেঁ জিতেহু চরাচর ঝারি।
তাসু দূত মৈঁ জা করি হরি আনেহু প্রিয়নারি॥

যাঁহার বলের নামমাত্র পাইয়া তুমি চরাচর জয় করিয়াছ, যাঁহার প্রিয় স্ত্রী তুমি হরণ করিয়া আনিয়াছ, আমি তাঁহারই দূত।

২২॥ জানউঁ মৈঁ তুমহারি প্রভুতাঈ।
সহসবাহু সন পরী লরাঈ॥
সমর বালি সন করি জস পাবা।
সুনি কপিবচন বিহঁসি বহরাবা॥

তোমার সামর্থ্যের কথা আমি জানি। সহস্রবাহুর সহিত তোমার লড়াই হইয়াছিল। আমি জানি, বালীর সহিত যুদ্ধে তুমি যশ পাইয়াছ। হনুমানের কথা শুনিয়া রাবণ হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল।

খায়েউঁ ফল প্রভু লাগী ভূখা।
কপিস্বভাব তেঁ তোরেউঁ রূখা॥
সব কে দেহ পরমপ্রিয় স্বামী।
মারহিঁ মোহি কুমারগ গামী॥

আমার ক্ষুধা পাইয়াছিল বলিয়াই ফল খাইয়াছি, আর বানরস্বভাব বশতঃ গাছ ভাঙ্গিয়াছি। হে রাক্ষসরাজ, সকলের দেহই তাহার নিজের নিকট প্রিয়। কুপথগামী রাক্ষসেরা আমাকে মারিলে,

জিন্হ মোহি মারা তে মৈঁ মারে।
তেহি পর বাঁধেউ তনয় তুম্হারে॥
মোহি ন কছু বাঁধে কই লাজা।
কীন্হ চহউঁ নিজপ্রভু কর কাজা॥

যাহারা আমাকে মারিয়াছে তাহাদিগকেই আমি মারিয়াছি। তাহাতেই তোমার পুত্র মেঘনাদ আমাকে বাঁধিয়াছে। এই বাঁধায় আমার কোন লজ্জা নাই, আমি প্রভুর কাজ করিতে চাই।

বিনতী করউঁ জোরি কর রাবন।
সুনহু মান তজি মোর সিখাবন।
দেখহু তুম্হ নিজ কুলহিঁ বিচারী।
ভ্রম তজি ভজহু ভগত ভয় হারী॥

হে রাবণ, তোমাকে মিনতি করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতেছি—অভিমান ত্যাগ করিয়া আমার উপদেশ শোন। তুমি নিজের হৃদয়েও বিবেচনা করিয়া দেখ, ভুল ছাড়িয়া ভক্ত-ভয়হারী রঘুনাথের ভজনা কর।

জা কে ডর অতি কাল ডেরাঈ।
জো সুর অসুর চরাচর খাঈ॥
তা সোঁ বৈরু কবহুঁ নহিঁ কীজৈ।
মোরে কহে জানকী দীজৈ॥

যাঁহাকে কাল অতিশয় ভয় করে, যিনি সুর অসুর চর ও অচর সকল খাইয়া ফেলিতে পারেন, তাঁহার সহিত কখনো শত্রুতা করিও না। আমার কথা রাখ, জানকীকে দিয়া দাও।

প্রনতপাল রঘুনায়ক করুনাসিন্ধু খরারি।
গয়ে সরন প্রভু রাখিহহিঁ তব অপরাধ বিসারি॥

দয়ার সাগর খরারি রঘুনাথ ভক্তের রক্ষাকর্তা। যদি প্রভুর শরণ লও, তবে তিনি তোমার অপরাধ ভুলিয়া তোমাকে রক্ষা করিবেন।

২৩॥ রামচরন পঙ্কজ উর ধরহু।
লঙ্কা অচল রাজু তুমহ করহু॥
রিষি পুলস্তি জসু বিমলময়ঙ্কা।
তেহি সসি মহুঁ জনি হোহু কলঙ্কা॥

রামের চরণপদ্ম হৃদয়ে রাখ ও অচল হইয়া তুমি লঙ্কায় রাজত্ব কর। ঋষি পুলস্তের যশ বিমল চাঁদের মত ছিল, সেই চাঁদে তুমি কলঙ্ক হইও না।

রামনাম বিনু গিরা ন সোহা।
দেখু বিচারি ত্যাগি মদ মোহা॥
বসনহীন নহি সোহ সুরারী।
সব ভূষন ভূষিত বরনারী॥

রাম নাম ছাড়া সরস্বতীও শোভা পায় না, ইহা মদ ও মোহ ত্যাগ করিয়া বিচার করিয়া দেখ। হে সুরারি, সুন্দরী স্ত্রী যদি সকলরকম অলঙ্কারে ভূষিত হয়, অথচ যদি তাহার বস্ত্র না থাকে তবে সে শোভা পায় না।

রামবিমুখ সম্পতি প্রভুতাঈ।
জাই রহী পাঈ বিনু পাঈ॥
সজল মূল জিন্হ সরিতন্হ নাহীঁ।
বরষি গয়ে পুনি তবহিঁ সুখাহীঁ॥

যে ব্যক্তি রামের প্রতি বিমুখ তাহার প্রভুত্ব ও সম্পত্তি থাকিলেও না থাকার মত, পাইলেও না পাওয়ার মত। যে নদীর মূলে জল নাই, সে নদীতে বর্ষা হইয়া গেলেও জল পুনরায় তখনই শুকাইয়া যায়।

সুনু দসকণ্ঠ কহউঁ পন রোপী।
বিমুখরাম ত্রাতা নহিঁ কোপী॥
শঙ্কর সহস বিষ্ণু অজ তোহী।
সকহিঁ ন রাখি রাম কর দ্রোহী॥

হে রাবণ, শোন। প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যে রামের প্রতি বিমুখ তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। যে রামদ্রোহী তাহাকে হাজার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও রাখিতে পারিবে না।

মোহমূল বহু সূলপ্রদ ত্যাগহু তম অভিমান।
ভজহু রাম রঘুনায়ক কৃপাসিন্ধু ভগবান॥

তুমি অভিমান ত্যাগ কর। উহাই মোহের মূল, আর উহা হইতেই অনেক দুঃখ হয়। রঘুনায়ক রামের ভজনা কর। তিনিই কৃপাসিন্ধু ভগবান।

২৪॥ **জদপি কহী কপি অতিহিত বানী।
ভগতি বিবেক বিরতি নয় সানী॥
বোলা বিহঁসি মহাঅভিমানী।
মিলা হমহিঁ কপি গুরু বড় গ্যানী॥**

যদিও হনুমান ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য ও নীতিপূর্ণ অতিশয় হিতকথাই বলিল, তথাপি অতি অহঙ্কারী রাবণ হাসিয়া বলিল—আমার বড় জ্ঞানী এক বাঁদর গুরু জুটিয়াছে।

**মৃত্যু নিকট আঈ খল তোহী।
লাগেসি অধম সিখবন মোহী॥
উলটা হোইহি কহ হনুমানা।
মতিভ্রম তোহি প্রগট মৈঁ জানা॥**

দুষ্ট, তোমার মৃত্যু নিকট। সেইজন্য অধম হইয়াও আমাকে উপদেশ দিতে আসিয়াছ। হনুমান বলিল—যাহা ভাল কথা তোমার কাছে তাহা উল্টা। তোমার যে প্রত্যক্ষ মতিভ্রম হইয়াছে তাহা আমি জানিয়াছি।

**সুনি কপিবচন বহুত খিসিয়ানা।
বেগি ন হরহু মূঢ় কর প্রানা॥
সুনত নিসাচর মারন ধায়ে।
সচিবন্হ সহিত বিভীষনু আয়ে॥**

হনুমানের কথা শুনিয়া রাবণ বড় চটিয়া গেল, বলিল—ইহাকে কেহ এখনো প্রাণে বধ করিতেছ না কেন? কথা শুনিয়া রাক্ষসেরা হনুমানকে মারিতে ছুটিল। তখন মন্ত্রীদিগের সহিত বিভীষণ আসিলেন।

**নাই সীস করি বিনয় বহুতা।
নীতিবিরোধ ন মারিয় দূতা॥
আন দণ্ড কছু করিয় গোসাঁঈ।
সবহীঁ কহা মন্ত্র ভল ভাঈ॥
সুনত বিহঁসি বোলা দসকন্ধর।
অঙ্গভঙ্গ করি পঠইয় বন্দর।**

তিনি প্রণাম করিয়া অনেক বিনয় জানাইয়া বলিলেন—হে প্রভু, দূতকে মারিও না, উহা নীতি বিরুদ্ধ। উহাকে অন্য কিছু সাজা দাও। সকলে বলিল—এ পরামর্শ ভাল। কথা শুনিয়া রাবণ হাসিয়া বলিল—বানরকে অঙ্গহীন করিয়া পাঠাইয়া দাও।

**কপি কৈ মমতা পূঁছি পর সবহিঁ কহউঁ সমুঝায়।
তেল বোরি পট বাঁধি পুনি পাবক দেহু লগাই॥**

রাবণ সকলকে বুঝাইয়া বলিল—বানরদের লেজের উপর খুবই মমতা। লেজে কাপড় জড়াইয়া তেলে ডুবাইয়া আগুন লাগাইয়া দাও।

২৫॥ **পূছহীন বানর তহঁ জাইহি।
তব সঠ নিজনাথহিঁ লেই আইহি॥
জিন্হ কৈ কীন্হেসি বহুত বড়াঈ।
দেখউঁ মৈঁ তিন্হ কৈ প্রভুতাঈ॥**

লেজহীন বাঁদর যখন ফিরিয়া যাইবে, তখন সে মূর্খ নিজের প্রভুকে লইয়া আসিবে। যাহার এত বেশী বড়াই করিয়াছে, একবার দেখিব তাহার শক্তি কত।

**বচন সুনত কপি মন মুসুকানা।
ভই সহায় সারদ মৈঁ জানা॥
জাতুধান সুনি রাবনবচনা।
লাগে রচই মূঢ় সোই রচনা॥**

কথা শুনিয়া হনুমান মনে মনে হাসিল, বুঝিল দুষ্ট সরস্বতী এইবার সহায় হইয়াছেন—(রাবণের দুর্বুদ্ধি হইয়াছে।) রাক্ষসেরা রাবণের কথা শুনিয়া মূর্খের মত সেই কাজ করিতে লাগিল।

**রহা ন নগর বসন ঘৃত তেলা।
বাঢ়ী পূঁছি কীন্হ কপি খেলা॥
কৌতুক কহঁ আয়ে পুরবাসী।
মারহিঁ চরন করহিঁ বহু হাঁসী॥**

নগরে আর কাপড় ঘি বা তেল রহিল না, হনুমানও লেজ লম্বা করিয়া দিয়া তামাসা করিল। মজা দেখিতে আসিয়া নগরবাসীরা হাসিতে লাগিল ও লাথি মারিতে লাগিল।

**বাজহিঁ ঢোল দেহিঁ সব তারী।
নগর ফেরি পুনি পূঁছি প্রজারী॥
পাবক জরত দেখি হনুমন্তা।
ভয়উ পরম লঘুরূপ তুরন্তা।
নিবুকি চঢ়েউ কপি কনক অটারী।
ভঈ সভীত নিসাচর নারী॥**

ঢোল বাজিতেছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকে তালি দিতেছিল। হনুমানকে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিয়া লেজে আগুন দিল। আগুন জ্বলিতেছে দেখিয়া হনুমান তখনই অতি ছোট আকার ধারণ করিল ও পিছলাইয়া গিয়া সোনার অট্টালিকার উপর উঠিল। রাক্ষসদের স্ত্রীরা ভয় পাইল।

**হরিপ্রেরিত তেহি অবসর চলে মরুত উনচাস।
অট্টহাস করি গর্জা কপি বঢ়ি লাগ অকাস॥**

সেই সময় ভগবানের প্রেরিত উনপঞ্চাশ বায়ু বহিতে লাগিল। হনুমান অট্টহাস্য করিয়া গর্জিয়া উঠিল, তাহার শরীর বাড়াইয়া আকাশপ্রমাণ করিল।

২৬॥ **দেহ বিসাল পরম হরুআঈ।
মন্দির তেঁ মন্দির চঢ় ধাঈ॥
জরই নগর ভা লোগ বিহালা।
ঝপট লপট বহু কোটি করালা॥**

হনুমানের দেহ বিশাল হইলেও বড় হাল্কা হইল। সে এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে লাফাইতে লাগিল। নগর

জ্বলিতে লাগিল, লোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। আগুন কোটি করাল মূর্তিতে লণ্ডভণ্ড করিতে লাগিল।

তাত মাতু হা সুনিয় পুকারা।
এহি অবসর কো হমহিঁ উবারা॥
হম জো কহা যহ কপি নহিঁ হোঈ।
বানররূপ ধরে সুর কোঈ॥

সকলে মা মা বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। বলিতে লাগিল—এখন কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? আমরা ত বলিয়াছি, এ বানর নয়, কোনও দেবতা বানরের রূপ লইয়াছে।

সাধুঅবজ্ঞা কর ফল ঐসা।
জরই নগর অনাথ কর জৈসা॥
জারা নগরু নিমিষ এক মাহীঁ।
এক বিভীষণ কর গৃহ নাহীঁ॥

সাধুকে অবজ্ঞা করার এই ফল। নগর জ্বলিয়া যেন অনাথের নগর হইয়াছে। এক নিমেষে নগর জ্বলিয়া গেল, কেবল বিভীষণের বাড়ী জ্বলে নাই।

তা কর দূত অনল জেহি সিরিজা।
জরা ন সো তেহি কারন গিরিজা॥
উলটি পলটি লঙ্কা সব জারী।
কূদি পরা পুনি সিন্ধু মঁঝারী॥

শঙ্কর পার্বতীকে বলিলেন—আগুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, হনুমান তাঁহারই ভক্ত, সেই জন্যই হনুমান পোড়ে নাই। হনুমান লঙ্কা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া জ্বালাইয়া লাফাইয়া সমুদ্রে পড়িল।

পুছি বুঝাই খোই শ্রম ধরি লঘুরূপ বহোরি।
জনকসুতা কে আগে ঠাঢ় ভয়উ কর জোরি॥

লেজের আগুন নিভাইয়া শ্রান্তি দূর করিয়া পুনরায় ছোট আকার ধরিয়া হাত জোড় করিয়া সীতার নিকট দাঁড়াইল।

২৭॥ **মাতু মোহি দীজৈ কছু চীন্হা।**
জৈসে রঘুনায়ক মোহি দীন্হা॥
চূড়ামনি উতারি তব দয়উ।
হরষসমেত পবনসুত লয়উ॥

হনুমান বলিল—মা, আমাকে কোনও চিহ্ন দাও, যেমন রঘুনাথ আমাকে দিয়াছিলেন। তখন সীতা চূড়ামণি খুলিয়া দিলেন ও হনুমান সানন্দে তাহা লইল।

কহেউ তাত অস মোর প্রনামা।
সব প্রকার প্রভু পূরনকামা॥
দীন দয়ালু বিরদ সম্ভারী।
হরহু নাথ মম সঙ্কট ভারী।

সীতা বলিলেন—হে প্রিয়, তুমি রঘুনাথকে আমার প্রণাম জানাইও। তাঁহাকে বলিও—হে প্রভু, তুমি ত সকল প্রকারেই পূর্ণকাম। তবুও তুমি দীনের প্রতি দয়া কর। হে নাথ, তুমি তোমার পণ রক্ষা কর। আমাকে এই ভীষণ সঙ্কট হইতে পার কর।

তাত সক্রসুত কথা সুনায়হু।
বানপ্রতাপ প্রভুহি সমুঝায়হু॥
মাস দিবস মহঁ নাথ ন আবা।
তৌ পুনি মোহি জিয়ত নহিঁ পাবা॥

হে প্রিয়, প্রভুকে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের কথা শুনাইও। প্রভুকে তাঁহার বাণের শক্তির কথা বুঝাইও। যদি আজ হইতে এক মাসের মধ্যে প্রভু না আসেন, তবে আমাকে জীয়ন্ত পাইবেন না।

কহু কপি কেহি বিধি রাখউঁ প্রানা।
তুম্হহূঁ তাত কহত অব জানা॥
তোহি দেখি সীতল ভই ছাতী।
পুনি মো কহঁ সোই দিনু সোই রাতী॥

হে কপি, কি করিয়া প্রাণ রাখি বল। তুমিও এখন যাইবে বলিতেছ। তোমাকে দেখিয়াই বুক জুড়াইয়াছিল। আবার আমার কাছে পূর্বের মত তেমনি দিন তেমনি রাত হইল।

জনকসুতহিঁ সমুঝাই করি বহুবিধি ধীরজু দীন্হ।
চরনকমল সিরু নাই কপি গবনু রাম পহিঁ কীন্হ॥

হনুমান সীতাকে বুঝাইয়া নানা প্রকারে ধৈর্য অবলম্বন করাইল ও তার পর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া রামের নিকট গেল।

২৮॥ **চলত মহাধুনি গর্জেসি ভারী।**
গর্ভ স্রবহিঁ সুনি নিসিচর নারী॥
নাঘি সিন্ধু এহি পারহিঁ আবা।
সবদ কিলকিলা কপিন্হ সুনাবা॥

রওনা হইবার সময় হনুমান জোরে গর্জন করিল। সে শব্দে রাক্ষসনারীদের গর্ভস্রাব হইল। সিন্ধু পার হইয়া এপারে আসিল ও কিল কিল শব্দ করিয়া কপিদিগকে আগমন সংবাদ দিল।

হরষে সব বিলোকি হনুমানা।
নূতন জনম কপিন্হ তব জানা॥
মুখ প্রসন্ন তন তেজ বিরাজা।
কীন্হেসি রামচন্দ্র কর কাজা॥

বানরেরা হনুমানকে দেখিয়া আনন্দিত হইল। তাহারা মনে করিল, তাহাদের নূতন করিয়া জন্ম হইল। হনুমানের মুখ প্রসন্ন, শরীরে তেজ। বুঝা গেল, সে রামচন্দ্রের কাজ করিয়াছে।

মিলে সকল অতি ভয়ে সুখারী।
তলফত মীন পাব জনু বারী॥
চলে হরষি রঘুনায়ক পাসা।
পুছত কহত নবল ইতিহাসা॥

সকলে হনুমানের সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় সুখী হইল। মনে হইল জল অভাবে যে সকল মাছ ছটফট করিতেছিল, তাহারা যেন জল পাইল। তাহারা আনন্দে নূতন কাহিনী বলিতে বলিতে ও শুনিতে শুনিতে রঘুনাথের নিকট চলিল।

তব মধুবন ভীতর সব আয়ে।
অঙ্গদসম্মত মধুফল খায়ে॥
রখবারে জব বরজন লাগে।
মুষ্টিপ্রহার হনত সব ভাগে॥

তার পর তাহারা মধুবনে আসিয়া অঙ্গদের সম্মতি লইয়া ফল খাইতে লাগিল। রক্ষকেরা বারণ করিলে তাহাদিগকে কিল মারায় তাহারা সব পলাইল।

জাই পুকারে তে সব বন উজার জুবরাজ।
সুনি সুগ্রীব হরষ কপি করি আয়ে প্রভুকাজ॥

রক্ষকেরা সকলে গিয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—যুবরাজ অঙ্গদ বন উজাড় করিয়াছে। সুগ্রীব সে কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল। বুঝিল, বানরেরা রামের কাজ করিয়া আসিয়াছে।

২৯॥ **জৌঁ ন হোতি সীতাসুধি পাঈ।**
মধুবন কে ফল সকহিঁ কি খাঈ॥
এহি বিধি মন বিচার কর রাজা।
আই গয়ে কপি সহিত সমাজা॥

যদি সীতার খোঁজ না পাইত, তবে কি আর তাহারা মধুবনে ফল খাইতে পারিত? রাজা সুগ্রীব এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে কপিরা সদলবলে আসিয়া পঁহুছিল।

আই সবন্হি নাবা পদ সীসা।
মিলে সবন্হি অতি প্রেম কপীসা॥
পুছী কুসল কুসলপদ দেখী।
রামকৃপা ভা কাজু বিসেখী॥

আসিয়া সকলেই সুগ্রীবকে প্রণাম করিল। সুগ্রীবও অতি প্রেমের সহিত সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। কুশল জিজ্ঞাসা করিলে বানরেরা বলিল—আপনার চরণ দর্শনেই কুশল। আর রামের কৃপায় সব কাজ সিদ্ধ হইয়াছে।

নাথ কাজু কীন্হেউ হনুমানা।
রাখে সকল কপিন্হ কে প্রানা॥
সুনি সুগ্রীব বহুরি তেহি মিলেউ।
কপিন্হ সহিত রঘুপতি পহঁ চলেউ॥

হনুমান প্রভুর কার্য করিয়াছে, সেই সকল কপির প্রাণ রাখিয়াছে। এ কথা শুনিয়া সুগ্রীব আবার উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল। তার পর বানরদের সহিত রঘুপতির নিকট চলিল।

রাম কপিন্হ জব আবত দেখা।
কিয়ে কাজু মন হরষ বিসেখা॥
ফটিকসিলা বৈঠে দোউ ভাঈ।
পরে সকল কপি চরনন্হি জাঈ॥

যখন রাম দেখিলেন যে বানরেরা আসিতেছে, তখন তাহারা কাজ করিয়াছে বুঝিয়া বড় সুখী হইলেন। তাঁহারা দুই ভাই স্ফটিক শিলার উপর বসিয়াছিলেন। বানরেরা সকলে গিয়া প্রণাম করিল।

প্রীতিসহিত সব ভেঁটে রঘুপতি করুনাপুঞ্জ।
পুছী কুসল নাথ অব কুসল দেখি পদকঞ্জ॥

দয়ারসাগর রঘুপতি আনন্দে সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল—প্রভু, আপনার চরণপদ্ম দেখিয়া এখন কুশল হইল।

৩০॥ **জামবন্ত কহ সুনু রঘুরায়া।**
জাপর নাথ করহু তুম দায়া॥
তাহি সদা সুভ কুসল নিরন্তর।
সুর নর মুনি প্রসন্ন তা উপর

জাম্বুবান বলিল—রঘুনাথ, শোন। তুমি যাহার উপর দয়া কর, তাহার সর্বদা সকল বিষয়েই শুভ হয়, তাহার উপর দেবতা মানুষ ও মুনি প্রসন্ন হয়।

সোই বিজঈ বিনঈ গুনসাগর।
তাসু সুজসু ত্রয়লোক উজাগর॥
প্রভু কী কৃপা ভয়েউ সবু কাজূ।
জনম হমার সুফল ভা আজূ॥

যাহার উপর কৃপা কর সেই বিজয়ী বিনয়ী ও গুণময় হয়, তাহার যশ ত্রিলোক উজ্জ্বল করে। প্রভুর কৃপায় সকল কাজ হইল, আজ আমার জন্ম সফল হইল।

নাথ পবনসুত কীন্হি জো করনী।
সহসহুঁ মুখ ন জাই সো বরনী॥
পবনতনয় কে চরিত সুহায়ে।
জামবন্ত রঘুপতিহি সুনায়ে।

হে প্রভু, হনুমান যে কার্য করিয়াছে তাহা লাখো মুখেও বর্ণনা করা যায় না। হনুমানের সুন্দর কীর্তির কথা জাম্বুবান রঘুপতিকে শুনাইলেন।

সুনত কৃপানিধি মন অতি ভায়ে।
পুনি হনুমান হরষি হিয় লায়ে॥
কহহু তাত কেহি ভাঁতি জানকী।
রহতি করতি রচ্ছা স্বপ্রান কী॥

কৃপাল রঘুনাথ উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উত্তম যোদ্ধা রঘুপতির ভাল লাগিল। বলিলেন—হে প্রিয়, বল। জানকী কেমন করিয়া আছে ও নিজের প্রাণ রক্ষা করিতেছে।

নাম পাহরু দিবস নিসি ধ্যান তুম্হার কপাট।
লোচন নিজ পদ জন্ত্রিত জাহি প্রান কেহি বাট॥

তোমার নাম রাত দিন (জানকীর) পাহারা দিতেছে, তোমার ধ্যানই কবাট। যে চোখে নিজের পায়ের দিকে তাকাইয়া থাকেন, তাহাই হইতেছে তালা। প্রাণ কোন্ পথে পালাইবে?

৩১॥ চলতি বার কহই মোহিঁ টেরী।
সুরতি করায় সক্র সুতকেরী॥
চলত মোহি চূড়ামনি দীন্হী।
রঘুপতি হৃদয় লাই সোই লীন্হী।

ফেরার সময় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি যেন ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের কথা মনে করাইয়া দিই। আসার সময় আমাকে চূড়ামণি দিলেন। রঘুপতি তাহা লইয়া বুকে ঠেকাইলেন।

নাথ জুগললোচন ভরি বারী।
বচন কহে কছু জনক কুমারী॥
অনুজসমেত গহেহু প্রভু চরনা।
দীনবন্ধু প্রনতারতিহরনা॥

হে প্রভু, জনককুমারী চোখের জলে বলিয়া দিয়াছেন, লক্ষ্মণসহ দীনবন্ধু প্রণতের দুঃখনাশকারী প্রভুর পায়ে ধরিয়া বলিবে—

মন ক্রম বচন চরনঅনুরাগী।
কেহি অপরাধ নাথ হৌঁ ত্যাগী॥
অবগুন এক মোর মৈঁ মানা।
বিছুরত প্রান ন কীন্হ পয়ানা॥

হে নাথ, মন কর্ম ও বাক্যে আমি তোমার চরণে অনুরাগী। আমাকে কি অপরাধে তুমি ত্যাগ করিলে? আমার একটা দোষ আমি জানিয়াছি, তোমাকে ছাড়িয়াও আমার প্রাণ গেল না।

নাথ সো নয়নন্হি কর অপরাধা॥
নিসরত প্রান করহিঁ হঠি বাধা॥
বিরহ অগিনি তনু তুল সমীরা।
স্বাস জরই ছন মাহঁ সরীরা॥

হে নাথ, প্রাণ যে যায় নাই তাহা চোখ দুইটির দোষ। তোমার বিরহ হইতেছে আগুন, আমার শরীর হইতেছে তুলা, আর শ্বাস হইতেছে বাতাস। মুহূর্তেই শরীর জলিতে পারে।

নয়ন স্রবহিঁ জল নিজহিত লাগী।
জরই ন পাব দেহ বিরহাগী॥
সীতা কৈ অতি বিপতি বিসালা।
বিনহিঁ কহে ভলি দীনদয়ালা॥

চোখ তার নিজের হিতের (তোমাকে দেখিবার) আশায় জল ঢালিতে থাকে। সেইজন্য বিরহ আগুনে দেহ জলিতে পারে না। হে দীনদয়াল, সীতার বিশাল বিপত্তির কথা না বলাই ভাল।

নিমিষ নিমিষ করুনানিধি জাহিঁ কলপসম বীতি।
বেগি চলিয় প্রভু আনিয় ভুজবল খলদল জীতি॥

হে করুণাময়, সীতার এক এক মুহূর্ত যেন শতকল্পের মত কাটিতেছে। হে প্রভু, শীঘ্র চলুন। বাহুবলে খলের দলকে জয় করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসুন।

৩২॥ সুনি সীতাদুখ প্রভু সুখ অয়না।
ভরি আয়ে জল রাজিবনয়না॥
বচন কায় মন মম গতি জাহী।
সপনেহুঁ বুঝিয় বিপতি কি তাহী॥

সীতার দুঃখের কথা শুনিয়া সুখের নিবাসস্বরূপ ভগবানের চোখে জল আসিল। তিনি বলিলেন—যে কায়মনোবাক্যে আমার শরণ লয়, স্বপ্নেও বিপদের কথা কি সে জিজ্ঞাসা করিতে পারে?

কহ হনুমন্ত বিপতি প্রভু সোঈ।
জব তব সুমিরন ভজন ন হোঈ॥
কেতিক বাত প্রভু জাতুধান কী।
রিপুহি জীতি আনিবী জানকী॥

হনুমান বলিল—প্রভু, বিপদ তখনই যখন তোমার স্মরণ ও ভজন হয় না। রাক্ষসদের কথা আর কতটুকু? আপনি শত্রু জয় করিয়া সীতা মাকে আনুন।

সুনু কপি তোহি সমান উপকারী।
নহিঁ কোউ সুর নর মুনি তনুধারী॥
প্রতিউপকার করউঁ কা তোরা।
সনমুখ হোই ন সকত মন মোরা॥

রাম বলিলেন—হে কপি, শোন। তোমার সমান আমার উপকারী কোনও দেবতা, মানুষ বা ঋষি কেহ নাই। তোমার কি প্রত্যুপকার করিব? আমার মন তোমার সামনে দাঁড়াইতেই পারিতেছে না।

সুনু সুত তোহি উরিন মৈঁ নাহীঁ।
দেখেউঁ করি বিচার মন মাহীঁ॥

পুনি পুনি কপিহি চিতব সুরত্রাতা।
লোচন নীর পুলক অতি গাতা॥

হে পুত্র, শোন। আমি তোমার নিকট অঋণী হইতে পারিব না, এ কথা আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি। দেবতাদের রক্ষক রঘুনাথ বার বার হনুমানের দিকে তাকাইলেন। তাঁহার চোখে জল আসিল, তাঁহার শরীরে অতিশয় পুলক হইল।

সুনি প্রভুবচন বিলোকি মুখ গাত হরষি হনুমন্ত।
চরন পরেউ প্রেমাকুল ত্রাহি ত্রাহি ভগবন্ত॥

প্রভুর কথা শুনিয়া ও তাঁহার মুখ দেখিয়া হনুমানের হৃদয়ে আনন্দ হইল। সে প্রেমাকুল হইয়া চরণে পড়িয়া বলিল—"ভগবান, রক্ষা কর, রক্ষা কর"।

৩৩॥ **বার বার প্রভু চহহিঁ উঠাবা।**
প্রেমমগন তেহি উঠব ন ভাবা॥
প্রভু কর পঙ্কজ কপি কৈ সীসা।
সুমিরি সো দসা মগন গৌরীসা॥

প্রভু তাহাকে বার বার উঠাইতে চাহিলেন। সে প্রেমে এমন মগ্ন হইয়াছিল যে তাহার উঠিতে ভাল লাগিতেছিল না। প্রভু তাঁহার কর কমল হনুমানের মাথায় রাখিলেন। সে দশা স্মরণ করিয়া শঙ্কর মুগ্ধ হইলেন।

সাবধান মন করি পুনি শঙ্কর।
লাগে কহন কথা অতি সুন্দর॥
কপি উঠাই প্রভু হৃদয় লগাবা।
কর গহি পরমনিকট বৈঠাবা॥

শঙ্কর মনকে সতর্ক করিয়া আবার অতি সুন্দর কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু কপিকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন ও হাত ধরিয়া খুব নিকটে বসাইলেন।

কহু কপি রাবনপালিত লঙ্কা।
কেহি বিধি দহেউ দুর্গ অতি বঙ্কা॥
প্রভু প্রসন্ন জানা হনুমানা।
বোলা বচন বিগত অভিমানা॥

রাম বলিলেন—হে কপি, যে লঙ্কার রাজা হইতেছে রাবণ এবং যাহার অতি সুন্দর দুর্গ সেই লঙ্কা, তাহা কি করিয়া পোড়াইলে বল। হনুমান বুঝিল প্রভু প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন অভিমানশূন্য বাক্যে বলিল—

সাখামৃগ কৈ বড়ি মনুসাঈ।
সাখা তেঁ সাখা পর জাঈ॥
নাঁঘি সিন্ধু হাটকপুর জারা।
নিসিচরগন বধি বিপিন উজারা॥
সো সব তব প্রতাপ রঘুরাঈ।
নাথ ন কছু মোরি প্রভুতাঈ॥

বানরের বড় বাহাদুরী এই পর্যন্ত যে, সে ডাল হইতে ডালে যাইতে পারে। আমি লাফাইয়া সমুদ্র পার হইয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কা জ্বালাইয়াছি, রাক্ষস মারিয়া বন উজাড় করিয়া দিয়াছি। হে প্রভু, যাহা করিয়াছি সে সকলই তোমার শক্তিতে, আমার কোনও শক্তিই নাই। (নিজের শক্তি লাফালাফি করা পর্যন্ত, আর যে কার্য হইয়াছে তাহা তোমার শক্তিতে হইয়াছে।)

তা কহু প্রভু কছু অগম নহিঁ জা পর তুম্হ অনুকূল।
তব প্রভাব বড়বানলহি জারি সকই খলু তূল॥

হে প্রভু, তুমি যাহার উপর অনুকূল, তাহার পক্ষে কোন কিছুই কঠিন নয়। তোমার প্রতাপ বাড়বানলের মত দুষ্টদিগকে তূলার মত জ্বালাইয়া দিতে পারে।

৩৪॥ **নাথ ভগতি অতি সুখ দায়নী।**
দেহু কৃপা করি অনপায়নী॥
সুনি প্রভু পরমসরল কপিবানী।
এবমস্তু তব কহেউ ভবানী॥

তোমার সেই অতি পবিত্র, অনন্য ভক্তি কৃপা করিয়া দাও। শঙ্কর বলিলেন—পার্বতী, প্রভু কপির এই অতি সরল কথা শুনিয়া "তথাস্তু" বলিলেন।

উমা রামসুভাব জেহি জানা।
তাহি ভজনু তজি ভাব ন আনা॥
যহ সম্বাদ জাসু উর আবা।
রঘুপতি চরন ভগতি সোই পাবা॥

উমা, রামের স্বভাব যে জানিয়াছে, তাহার নিকট রাম-ভজন ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না। এই প্রসঙ্গ যাহার মনে বসিবে, সেই রঘুপতিচরণে ভক্তি লাভ করিবে।

সুনি প্রভুবচন কহহিঁ কপিবৃন্দা।
জয় জয় জয় কৃপাল সুখকন্দা॥
তব রঘুপতি কপিপতিহিঁ বোলাবা।
কহা চলই কর করহু বনাবা॥

প্রভুর কথা শুনিয়া কপিরা বলিয়া উঠিল—সুখের মূল কৃপাল রঘুপতির "জয় জয় জয়"। তখন রঘুপতি কপিরাজ সুগ্রীবকে ডাকাইয়া বলিলেন—যাত্রা করার জন্য সজ্জা কর।

অব বিলম্বু কেহি কারন কীজৈ।
তুরত কপিন্হ কহুঁ আয়সু দীজৈ॥
কৌতুক দেখি সুমন বহু বরষী।
নভ তেঁ ভবন চলে সুর হরষী॥

এখন আর কি কারণে বিলম্ব করিবে? শীঘ্র কপিদিগকে আজ্ঞা দাও। তামাসা দেখিয়া দেবতারা আকাশ হইতে অনেক ফুল বর্ষণ করিয়া আনন্দে ঘরে গেল।

কপিপতি বেগি বোলায়ে আয়ে জূথপ জূথ।
নানাবরন অতুল বল বানর ভালু বরূথ।

সুগ্রীব তাড়াতাড়ি ডাকাইলে দলপতি সহিত দলে দলে নানা বর্ণের অতুলবলশালী বানর ও ভালুক আসিল।

৩৫॥ প্রভুপদ পঙ্কজ নাবহিঁ সীসা।
গর্জহিঁ ভালু মহাবলকীসা॥
দেখী রাম সকল কপিসৈনা।
চিতই কৃপা করি রাজিবনৈনা॥

প্রভুর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া ভালুক ও বানরেরা গর্জিয়া উঠিল। বানরসেনাসকল দেখিয়া পদ্মলোচন রাম কৃপা করিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

রামকৃপা বল পাই কপিন্দা।
ভয়ে পচ্ছজুত মনহুঁ গিরিন্দা॥
হরষি রাম তব কীন্হ পয়ানা।
সগুন ভয়ে সুন্দর সুভ নানা॥

রামের অনুগ্রহের বল পাওয়াতে বানরশ্রেষ্ঠদের এক একজনকে পক্ষযুক্ত এক এক পর্বতের মত মনে হইল। তখন রাম আনন্দে প্রস্থান করিলেন। নানা শুভচিহ্ন হইতে লাগিল।

জাসু সকল মঙ্গলময় কীতী।
তাসু পয়ান সগুন যহ নীতী॥
প্রভুপয়ান জানা বৈদেহী।
ফরকি বামঅঁগ জনু কহি দেহী॥

যাঁহার সমস্ত কাজই মঙ্গলময় তাঁহার রওনা হওয়ার সময় শুভচিহ্ন হওয়াই রীতি। সীতা জানিলেন যে রাম রওনা হইয়াছেন। তাঁহার বাম অঙ্গ নাচিয়া উঠিয়া যেন এ কথা বলিয়া দিল।

জোই জোই সগুন জানকিহি হোঈ।
অসগুন ভয়উ রাবনহি সোঈ॥
চলা কটকু কো বরনই পারা।
গর্জহিঁ বানর ভালু অপারা॥

জানকীর যে যে শুভচিহ্ন হইয়াছিল, রাবণের সেই সেই অশুভ চিহ্ন হইল। সৈন্যবাহিনী চলিতে লাগিল। কে উহা বর্ণনা করিতে পারে? বানর ও ভালুক অসীম গর্জন করিতেছিল।

নখআয়ুধ গিরি পাদপ ধারী।
চলে গগন মহি ইচ্ছাচারী॥
কেহরিনাদ ভালু কপি করহীঁ।
ডগমগাহিঁ দিগ্‌গজ চিক্করহীঁ॥

বানর ভালুকের দলের অস্ত্র ছিল পর্বত, গাছ ও নখ। তাহারা ইচ্ছানুসারে আকাশ পথে ও মাটিতে হাঁটিয়া চলিতেছিল। ভালুক ও কপির সিংহনাদ করিতেছিল দিগ্‌গজগণ চঞ্চল হইয়া চীৎকার করিতেছিল।

ছন্দ—চিক্করহিঁ দিগ্‌গজ ডোল মহি গিরি
লোল সাগর খরভরে।
মন হরষ দিনকর সোম সুর মুনি নাগ
কিন্নর দুখ টরে॥
কটকটহিঁ মর্কট বিকট ভট বহু কোটি
কোটিন্হ ধাবহীঁ।
জয় রাম প্রবলপ্রতাপ কোসলনাথ
গুনগন গাবহীঁ॥

দিগ্‌গজেরা চীৎকার করিতে লাগিল। পৃথিবী দুলিতে ও পর্বত টলিতে লাগিল, সাগর চঞ্চল হইল। সূর্য, চন্দ্র, দেবতা, মুনি নাগ ও কিন্নরের মনে এই বলিয়া আনন্দ হইল যে দুঃখ দূর হইবে। বানরদের নিকট যোদ্ধারা কটকট শব্দ করিতে লাগিল ও বহু কোটি কোটি বানর দৌড়িতে লাগিল। তাহারা "জয় রাম" বলিয়া প্রবল প্রতাপ কোশলনাথের গুণ গান করিতে লাগিল।

সহি সক ন ভার উদার অহিপতি বার
বারহিঁ মোহঈ।
গহি দসন পুনি পুনি কমঠপৃষ্ঠ কঠোর
সো কিমি সোহঈ॥
রঘুবীর রুচির প্রয়াণ প্রস্থিতি জানি
পরম সুহাবনী।
জনু কমঠখর্পর সর্পরাজ সো লিখত
অবিচল পাবনী॥

সৈন্য চলার এই অসীম ভার সহ্য করিতে না পারিয়া শেষ নাগ বার বার মূর্ছা যাইতেছিল ও কচ্ছপের কঠোর পৃষ্ঠে বার বার দাঁত বসাইতেছিল। সে বড় শোভা হইয়াছিল। রঘুপতির যাত্রার সময় বড় ভাল জানিয়া যেন সর্পরাজ কূর্মের পিঠের উপর ঐ পবিত্র সময়টা লিখিয়া রাখিতেছিল।

এহি বিধি জাই কৃপানিধি উতরে সাগরতীর।
জহঁ তহঁ লাগে খান ফল ভালু বিপুল কপিবীর॥

এইভাবে কৃপানিধি গিয়া সাগরতীরে উঠিলেন। বিপুল ভালুক ও বানর বীরেরা যেখানে সেখানে ফল খাইতে লাগিল।

৩৬॥ উহাঁ নিসাচর রহহিঁ সসঙ্কা।
জব তেঁ জারি গয়উ কপি লঙ্কা॥
নিজ নিজ গৃহ সব করহিঁ বিচারা।
নহিঁ নিসিচর কুল কের উবারা॥

ওদিকে যে দিন হইতে কপি লঙ্কা জ্বালাইয়া গিয়াছে, সেই দিন হইতে রাক্ষসেরা সশঙ্কিত হইয়া আছে নিজ নিজ ঘরে বসিয়া সকলেই ভাবিতেছিল, রাক্ষসকুলের আর উদ্ধার নাই।

জাসু দূতবল বরনি ন জাঈ।
তেহি আয়ে পুর কবন ভলাঈ॥
দূতিনহ সন সুনি পুরজন বানী।
মন্দোদরী অধিক অকুলানী॥

যাঁহার দূতের বলের কথাই বর্ণনা করা যায় না, তিনি নিজে নগরে আসিলে আর ভাল কি হইবে? পুরজনদিগের অতিশয় ভয়ের কথা শুনিয়া মন্দোদরী অধিক ব্যাকুল হইল।

রহসি জোরি কর পতিপদ লাগী।
বোলী বচন নীতি রস পাগী॥
কন্ত করষ হরি সন পরিহরহু।
মোর কহা অতি হিত হিয় ধরহু॥

নির্জনে স্বামীর পায়ে ধরিয়া হাত জোড় করিয়া নীতিরসে ভরা এই কথা বলিলেন—হে নাথ, রামের সহিত শত্রুতা ত্যাগ কর। আমার কথাতে বড় ভাল হইবে, উহা মনে মানিয়া লও।

সমুঝত জাসু দূত কই করনী।
স্রবহিঁ গর্ভ রজনীচর ঘরনী॥
তাসু নারি নিজ সচিব বোলাঈ।
পঠবহু কন্ত জৌঁ চহহু ভলাঈ॥

যাঁহার দূতের কার্য শুনিয়াই রাক্ষসী পত্নীদের গর্ভপাত হয়, যদি ভাল চাও তবে তাঁহার স্ত্রীকে নিজের মন্ত্রী ডাকিয়া পাঠাইয়া দাও।

তব কুল কমল বিপিন দুখ দাঈ।
সীতা সীত নিসাসম আঈ॥
সুনহু নাথ সীতা বিনু দীন্হে।
হিত ন তুম্হার সম্ভু অজ কীন্হে॥

তোমার বংশরূপ পদ্মবনের পক্ষে সীতা দুঃখদায়ক শীত কালের মত আসিয়া পড়িয়াছে। হে নাথ, শোন। সীতাকে ফিরাইয়া না দিলে ব্রহ্মা মহেশ্বরও তোমার ভাল করিতে পারিবেন না।

রামবান অহিগনসরিস নিকর নিসাচর ভেক।
জব লগি গ্রসত ন তব লগি জতনু করহু তজি টেক॥

রামের বাণ রাক্ষসরূপ ভেকের কাছে সাপের মত। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সাপ না খাইয়া ফেলিতেছে, ততক্ষণ জেদ ছাড়িয়া সীতাকে ফিরিয়া দেওয়ার চেষ্টা কর।

৩৭॥ শ্রবন সুনী সঠ তা করি বানী।
বিহঁসা জগতবিদিত অভিমানী॥
সভয় সুভাব নারি কর সাঁচা।
মঙ্গল মহুঁ ভয় মন অতি কাঁচা॥

সেই বিশ্ববিদিত অহঙ্কারী মূর্খ মন্দোদরীর কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—স্ত্রীরা সত্যই স্বভাবতঃ ভীরু, মঙ্গলের মধ্যেও কেমন ভয়ে অতি কাতর হয়।

জৌঁ আবই মর্কট কটকাঈ।
জিয়হিঁ বিচারে নিসিচর খাঈ॥
কম্পহিঁ লোকপ জা কী ত্রাসা।
তাসু নারি সভীত বড়ি হাঁসা॥

যদি মর্কটের সৈন্যদল আসিয়াই পড়ে, তবে ত তাহাদিগকে খাইয়া বেচারা রাক্ষসেরা বাঁচিবে। লোকপতি ইন্দ্র যাহার ভয়ে কাঁপে, তাহার স্ত্রীর এ ভয় ত বড় তামাসার বিষয়।

অস কহি বিহঁসি তাহি উর লাঈ।
চলেউ সভা মমতা অধিকাঈ॥
মন্দোদরী হৃদয় কর চিন্তা।
ভয়উ কন্ত পর বিধি বিপরীতা॥

মমতা—মমত্ব, অভিমান॥ এই কথা বলিয়া হাসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া রাবণ বড় অভিমানে সভায় চলিল। মন্দোদরী মনে ভাবিতে লাগিল, বিধাতা স্বামীর উপর বিরূপ হইয়াছেন।

বৈঠেউ সভা খবরি অসি পাঈ।
সিন্ধুপার সেনা সব আঈ॥
বুঝেসি সচিব উচিতমত কহহু।
তে সব হঁসে মষ্ট করি রহহু॥
জিতেহু সুরাসুর তব স্রম নাহীঁ।
নর বানর কেহি লেখে মাহীঁ॥

রাবণ সভায় বসিয়া সংবাদ পাইল যে সিন্ধুর পারে সৈন্যেরা আসিয়াছে। মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—কি করা উচিত, তাহা বলুন। তাহারা হাসিয়া বলিল—চুপ করিয়া থাকুন। যখন সুর ও অসুর জয় করা হইল, তখনই শ্রম করিতে হয় নাই, আর নর—বানরকে কে গণ্য করে?

সচিব বৈদ গুরু তীনি জৌঁ প্রিয় বোলহিঁ ভয় আস।
রাজ ধর্ম তন তীনি কর হোই বেগিহী নাস॥

মন্ত্রী, বৈদ্য ও গুরু, এই তিনজন যখন ভয়ে বা আশায় প্রিয় কথা বলিতে থাকে, তখন রাজ্য, ধর্ম ও শরীর, এ তিনই শীঘ্র নাশ হয়।

৩৮॥ সোই রাবন কহুঁ বনী সহাঈ।
অস্তুতি করহিঁ সুনাই সুনাঈ॥
অবসর জানি বিভীষনু আবা।
ভ্রাতাচরন সীসু তেহি নাবা॥

যে শুনাইয়া শুনাইয়া স্তুতি করিতে পারে, সেই রাবণের সহায়ক (মন্ত্রী) হয়। সময় উপস্থিত জানিয়া বিভীষণ আসিয়া ভাইয়ের চরণে প্রণাম করিল।

পুনি সিরু নাই বৈঠ নিজ আসন।
বোলা বচন পাই অনুসাসন॥
জৌঁ কৃপাল পূছেহু মোহি বাতা।
মতি অনুরূপ কহউঁ হিত তাতা॥

বিভীষণ আবার প্রণাম করিয়া আসনে বসিল। তার পর অনুমতি পাইয়া বলিল—হে দয়াময়, যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী বলিতেছি—

জো আপন চাহই কল্যানা।
সুজসু সুমতি সুভগতি সুখ নানা ॥
সো পরনারি লিলার গোসাঈঁ।
তজই চৌথি কে চন্দ কি নাঈঁ ॥

হে প্রভু, যদি নিজের কল্যাণ চাহেন, যদি সুযশ সুমতি শুভগতি ও সুখ চাহেন, তবে পরনারীর মুখ চতুর্থীর চাঁদের মত ত্যাগ করিবেন।

চৌদহভুবন এক পতি হোঈ।
ভূতদ্রোহ তিষ্ঠই নহিঁ সোঈ ॥
গুনসাগর নাগর নর জোউ।
অলপলোভ ভল কহই ন কোউ ॥

যদি কেহ চৌদ্দ ভুবনের একমাত্র অধিপতি হয়, সেও জীবমাত্রের সহিত শত্রুতা করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। যে ব্যক্তি গুণের সাগর ও চতুর, তাহারও যদি অল্প লোভ হয়, তবুও তাহাকে কেহ ভাল বলে না।

কাম ক্রোধ মদ লোভ সব নাথ নরক কে পন্থ ॥
সব পরিহরি রঘুবীরহী ভজহু ভজহিঁ জেহি সন্ত ॥

হে নাথ, কাম ক্রোধ অহঙ্কার ও লোভ ইহারা নরকেরই পথ। এগুলি ত্যাগ করিয়া সাধুরা যাঁহাকে ভজনা করেন, সেই রঘুবীরের পদ ভজনা করুন।

৩৯—৪০ ॥ **তাত রামু নহিঁ নর ভূপালা।**
ভুবনেশ্বর কালহু কর কালা ॥
ব্রহ্ম অনাময় অজ ভগবন্তা।
ব্যাপক অজিত অনাদি অনন্তা ॥

হে প্রিয়, রাম মানুষ ও রাজা নন। তিনি ভুবনেশ্বর, তিনি কালেরও কাল। তিনি অবিকারী জন্মরহিত ভগবান, তিনি ব্যাপক অজেয় অনাদি ও অসীম।

গো দ্বিজ ধেনু দেব হিত কারী।
কৃপাসিন্ধু মানুষ তনু ধারী ॥
জনরঞ্জন ভঞ্জন খলব্রাতা।
বেদ ধর্ম রচ্ছক সুনু ভ্রাতা ॥

তিনি কৃপাসিন্ধু, পৃথিবী ব্রাহ্মণ গাভী ও দেবতাদের হিতের জন্য মানুষের দেহ ধারণ করিয়াছেন। হে ভাই, শুনুন। তিনি ভক্তের সুখদায়ক, দুষ্টের নাশকারী, বেদ ও ধর্মের রক্ষক ও দেবতাদের উদ্ধারকারী।

তাহি বয়রু তজি নাইয় মাথা।
প্রনতারতি ভঞ্জন রঘুনাথা।
দেহু নাথ প্রভু কহুঁ বৈদেহী।
ভজহু রাম বিনু হেতু সনেহী ॥

তাঁহার সহিত শত্রুতা ছাড়িয়া তাঁহার কাছে মাথা নত করুন। রঘুনাথ শরণাগতের দুঃখ দূর করেন। হে নাথ, প্রভুকে বৈদেহী দিয়া দিন। রাম বিনা কারণে প্রেম দেন, তাঁহাকে ভজনা করুন।

সরন গয়ে প্রভু তাহু ন ত্যাগা।
বিশ্ব দ্রোহ কৃত অঘ জেহি লাগা ॥
জাসু নাম ত্রয় তাপ নসাবন।
সোই প্রভু প্রগট সমঝু জিয় রাবন ॥

শরণ লইলে প্রভু কাহাকেও ত্যাগ করেন না। তাহার যদি বিশ্বসংসারের সহিত শত্রুতা করার পাপও লাগিয়া থাকে তবুও না। যাঁহার নামে ত্রিতাপ নাশ হয়, সেই প্রভুই প্রত্যক্ষ হইয়াছেন, ইহা মনে জানিবেন।

বার বার পদ লাগউঁ বিনয় করউ দসসীস।
পরিহরি মান মোহ মদ ভজহু কোসলাধীস ॥

হে রাবণ, বার বার আপনার পায়ে ধরিতেছি। বিনয় করিয়া বলিতেছি—সকল মান অহঙ্কার ও মোহ ত্যাগ করিয়া কোশলাধীশকে ভজনা করুন।

মুনি পুলস্তি নিজ সিষ্য সন কহি পঠঈ যহ বাত।
তুরত সো মৈঁ প্রভু সন কহী পাই সুঅবসরু তাত ॥

পুলস্ত্য মুনি নিজের শিষ্যের মুখে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সে কথা উপযুক্ত অবসর পাইয়া আমি তাড়াতাড়ি আপনাকে জানাইলাম।

৪১ ॥ **মাল্যবন্ত অতি সচিব সয়ানা।**
তাসু বচন সুনি অতি সুখ মানা ॥
তাত অনুজ তব নীতিবিভূষন।
সো উর ধরহু জো কহত বিভীষন ॥

মাল্যবন্ত নামে এক চতুর মন্ত্রী ছিল। সে বিভীষণের কথা শুনিয়া বড় সুখী হইল ও বলিল—হে তাত, আপনার ভাই নীতি-ভূষণ, সেইজন্য বিভীষণ যাহা বলিল তাহা মনে রাখিবেন।

রিপু উত করষ কহত সঠ দোউ।
দূরি ন করহু ইহাঁ হই কোউ ॥
মাল্যবন্ত গৃহ গয়েউ বহোরী।
কহই বিভীষনু পুনি কর জোরী ॥

রাবণ বলিল—এই দুই মূর্খ শত্রুর প্রশংসা করিতেছে। এখানে কে আছ, ইহাদিগকে তাড়াইয়া দাও না। তখন মাল্যবন্ত ঘরে গেল, কিন্তু বিভীষণ আবার হাত জোড় করিয়া বলিল—

সুমতি কুমতি সব কে উর রহহীঁ।
নাথ পুরান নিগম অস কহহীঁ ॥
জহাঁ সুমতি তহঁ সম্পতি নানা।
জহাঁ কুমতি তহঁ বিপতি নিদানা ॥

হে নাথ, সুমতি কুমতি সকলের হৃদয়েই বাস করে। বেদ ও পুরাণে এই কথাই বলে। যেখানে সুমতি সেইখানে নানা সম্পত্তি, যেখানে কুমতি সেইখানেই নানা বিপত্তি।

তব উর কুমতি বসী বিপরীতা।
হিত অনহিত মানহু রিপু প্রীতা॥
কালরাতি নিসিচর কুল কেরী।
তেহি সীতা পর প্রীতি ঘনেরী॥

আপনার হৃদয়ে কুমতি বাস লইয়াছে। সেই জন্য বিপরীত হইতেছে, আপনি হিতকে অহিত ও শত্রুকে মিত্র মনে করিতেছেন। সীতা রাক্ষসকুলের কালরাত্রির মত, সেই জন্য সেই সীতার উপরই আপনার এত টান পড়িয়াছে।

তাত চরন গহি মাগউঁ রাখহু মোর দুলার।
সীতা দেহু রাম কহুঁ অহিত ন হোই তুম্হার॥

হে তাত, পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা চাহিতেছি। আমার ভালবাসা রাখুন, রামকে সীতা ফিরাইয়া দিন, আপনার অহিত হইবে না।

৪২॥ বুধ পুরান শ্রুতি সম্মত বানী।
কহী বিভীষন নীতি বখানী॥
সুনত দসানন উঠা রিসাঈ।
খল তোহি নিকট মৃত্যু অব আঈ॥

পণ্ডিত, পুরাণ ও বেদ-সম্মত কথা বলিয়া বিভীষণ নীতি ব্যাখ্যা করিল। সে কথা শুনিয়া দশানন চটিয়া উঠিল, বলিল—দুষ্ট, তোর মৃত্যু নিকটে আসিয়াছে।

জিঅসি সদা সঠ মোর জিআবা।
রিপু কর পচ্ছ মূঢ় তোহি ভাবা॥
কহসি ন খল অস কো জগ মাহীঁ।
ভুজবল জেহি জীতা মৈঁ নাহীঁ॥

আমি বাচাইয়া রাখিয়াছি বলিয়াই বাঁচিয়া আছিস, কিন্তু তোর সর্বদাই শত্রুর পক্ষই ভাল লাগে। দুষ্ট, বল না কেন জগতে এমন কে আছে বাহুবলে যাহাকে আমি জয় করি নাই?

মম পুর বসি তপসিন্হ পর প্রীতী।
সঠ মিলু জাই তিন্হহিঁ কহু নীতী॥
অস কহি কীন্হেসি চরনপ্রহারা।
অনুজ গহে পদ বারহিঁ বারা॥

আমার পুরীতে বসিয়া তপস্বীদের সহিত প্রেম। ওরে মূর্খ, যা, তাহাদিগকে গিয়া নীতি কথা শোনা। এই বলিয়া রাবণ তাহাকে লাথি মারিল। বিভীষণ বারবার তাহার পায়ে ধরিল।

উমা সন্ত কই ইহই বড়াঈ।
মন্দ করত জো করই ভলাঈ॥

তুম্হ পিতুসরিস ভলেহি মোহি মারা।
রামু ভজে হিত নাথ তুম্হারা॥
সচিব সঙ্গ লেই নভপথ গয়উ।
সবহিঁ সুনাই কহত অস ভয়উ॥

শঙ্কর বলিলেন—উমা, সাধুর শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে, যে মন্দ করে সাধু তাহার ভাল করে। বিভীষণ বলিল—হে নাথ, আপনি আমার পিতার মত। আমাকে মারিলেন ভালই করিলেন। আপনি রামকে ভজনা করুন, আপনার ভাল হইবে। তার পর বিভীষণ মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আকাশ পথে চলিয়া গেল। যাওয়ার বেলায় এই কথা সকলকে শুনাইয়া বলিল—

রামু সত্যসঙ্কল্প প্রভু সভা কালবস তোরি।
মৈঁ রঘুবীর সরন অব জাউঁ দেহু জনি খোরি॥

রাম সত্যসঙ্কল্প, যাহা স্থির করেন তাহা সম্পন্ন করেন। আপনার সভা মৃত্যুর বশে আসিয়াছে। এখন আমি রঘুনাথের শরণ লইতে যাইতেছি। যেন পরে দোষ দিবেন না।

৪৩॥ অস কহি চলা বিভীষনু জবহীঁ।
আয়ূহীন ভয়ে সব তবহীঁ॥
সাধু অবজ্ঞা তুরত ভবানী।
কর কল্যান অখিল কৈ হানী॥

এই বলিয়া বিভীষণ যখন চলিয়া গেল, তখনই রাক্ষসেরা আয়ুহীন হইল। শঙ্কর বলিলেন—পার্বতী, সাধুর অবজ্ঞা তাড়াতাড়ি বিশ্বের কল্যাণের হানি করে।

রাবন জবহিঁ বিভীষনু ত্যাগা।
ভয়উ বিভব বিনু তবহিঁ অভাগা॥
চলেউ হরষি রঘুনায়ক পাহীঁ।
করত মনোরথ বহু মন মাহীঁ॥

যখন হইতে বিভীষণ রাবণকে ত্যাগ করিল, তখন হইতেই অভাগা রাবণ বিভব হারাইল। বিভীষণ আনন্দে রঘুনাথের নিকট গেল। তাহার মনে অনেকরকম বাসনা ছিল।

দেখিহউঁ জাই চরন জলজাতা।
অরুন মৃদুল সেবক সুখদাতা॥
জে পদ পরসি তরী রিষিনারী।
দণ্ডক কানন পাবন কারী॥

সে ভাবিল—আমি গিয়া সেবকদিগের সুখদানকারী সেই লাল কোমল চরণ-কমল দেখিব। যে চরণ স্পর্শ করিয়া ঋষিপত্নী উদ্ধার পাইল, যে চরণ দণ্ডক অরণ্যকে পবিত্র করিল,

জে পদ জনকসুতা উর লায়ে।
কপট কুরঙ্গ সঙ্গ ধর ধায়ে।

যর উর সর সরোজ পদ জেঈ।
অহো ভাগ্য মৈঁ দেখিহউঁ তেঈ॥

যে চরণ সীতার হৃদয়ে রহিয়াছে, যে চরণ কপট হরিণের সঙ্গ লইয়াছিল, যে চরণ শঙ্করের হৃদয়সরোবরের পদ্মফুলের মত। আহা, আমার কি ভাগ্য আমি তাঁহাকেই দেখিব।

জিন্হ পায়ন্হ কে পাদুকনহি ভরত রহে মন লাই।
তে পদ আজু বিলোকিহউঁ ইন্হ নয়নন্হি অব জাই॥

যে চরণের পাদুকায় ভরত মন লাগাইয়া রাখিয়াছে, আজ এই চক্ষুদুটি সেই চরণ দেখিবে।

৪৪॥ এহি বিধি করত সপ্রেম বিচারা।
আয়উ সপদি সিন্ধু এহি পারা॥
কপিন্হ বিভীষনু আবত দেখা।
জানা কোউ রিপু দূত বিসেখা॥

এইভাবে সপ্রেমে চিন্তা করিয়া বিভীষণ শীঘ্রই সমুদ্রতটে আসিলেন। কপিরা বিভীষণকে আসিতে দেখিয়া অনুমান করিল যে, শত্রুপক্ষের কোনও বিশেষ দূত হইবে।

তাহি রাখি কপীস পহিঁ আয়ে।
সমাচার সব তাহি সুনায়ে॥
কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুরাঈ।
আবা মিলন দসাননভাঈ॥

বানরেরা তাহাকে সেইখানেই রাখিয়া উহাদের রাজা সুগ্রীবের নিকট আসিল ও তাহাকে সকল সমাচার শুনাইল। সুগ্রীব বলিল—হে রঘুরাজ, শোন। রাবণের ভাই সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

কহ প্রভু সখা বুঝিয়ে কাহা।
কহই কপীস সুনহু নরনাহা॥
জানি ন জাই নিসাচর মায়া।
কামরূপ কেহি কারন আয়া॥

প্রভু বলিলেন—সখা, তোমার কি মনে হইতেছে বল। সুগ্রীব বলিল—নরনাথ, শোন। উহারা ইচ্ছামত রূপ ধারণ করে, রাক্ষসদের মায়া জানা যায় না। কেনই বা আসিয়াছে কে জানে?

ভেদ হমার লেন সঠ আবা।
রাখিয় বাঁধি মোহি অস ভাবা॥
সখা নীতি তুম্হ নীকি বিচারী।
মম পন সরনাগত ভয় হারী॥
সুনি প্রভুবচন হরষ হনুমানা।
সরনাগতবচ্ছল ভগবানা॥

এই শঠ হয়ত আমাদের গুপ্তকথা জানিতে আসিয়াছে। ইহাকে বাঁধিয়া রাখাই আমার কাছে ভাল লাগে। রঘুনাথ বলিলেন—তুমি নীতি ঠিকই বিচার করিয়াছ, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমি শরণাগতের ভয়হরণকারী হইব। প্রভু ভগবান যে শরণাগতবৎসল, তাঁহার সে কথা শুনিয়া হনুমানের আনন্দ হইল।

সরনাগত কহুঁ জে তজহিঁ নিজ অনহিত অনুমানি।
তে নর পাবঁর পাপময় তিন্হহিঁ বিলোকত হানি॥

রাম বলিলেন—নিজের অপকার হইবে ভাবিয়া শরণাগতকে যে ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি নীচ ও পাপী। তাহাকে দেখিলেও হানি হয়।

৪৫॥ কোটি বিপ্রবধ লাগহি জাহূ॥
আয়ে সরন তজউঁ নহিঁ তাহূ॥
সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ।
জনম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহী॥

যে ব্যক্তি কোটি ব্রাহ্মণ বধ করার পাপে পাপী, সেও যদি শরণ লয় তবে তাহাকে ত্যাগ করি না। জীব যখন আমার সম্মুখীন হয়, (যখন হৃদয়ের সহিত একান্তভাবে আমার আশ্রয় লয়) তখনই কোটি জন্মের পাপ নষ্ট হয়।

পাপবন্ত কর সহজ সুভাউ।
ভজনু মোর তেহি ভাব ন কাউ॥
জৌঁ পৈ দুষ্ট হৃদয় সোই হোঈ।
মোরে সনমুখ আব কি সোঈ॥

পাপীদের স্বাভাবিক ভাবই হইতেছে যে, আমার ভজন তাহাদের ভাল লাগে না। যে দুষ্ট স্বভাবের হয়, সে কি আমার সম্মুখে আসিবে?

নির্মল মন জন সো মোহি পাবা।
মোহি কপট ছল ছিদ্র ন ভাবা॥
ভেদ লেন পঠবা দসসীসা।
তবহুঁ ন কছু ভয় হানি কপীসা॥

যে ভক্তের মন নির্মল, সেই আমাকে পায়। আমার নিকট কপট, ছল ও দোষ দেখা ভাল লাগে না। হে সুগ্রীব, রাবণ যদি মর্ম জানিতেই পাঠাইয়া থাকে, তবুও কোন ভয় বা ক্ষতি নাই।

জগ মহুঁ সখা নিসাচর জেতে॥
লছিমনু হনই নিমিষ মহুঁ তেতে॥
জৌঁ সভীত আবা সরনাঈ।
রখিহউঁ তাহি প্রান কী নাঈঁ॥

হে সখা, জগতে যত নিসাচর আছে, লক্ষ্মণ এক মুহূর্তেই সকলগুলি মারিতে পারে। যদি ভয় পাইয়া শরণ লইতেই আসিয়া থাকে, তবে তাহাকে প্রাণের মত করিয়া রাখিবে।

উভয় ভাঁতি তেহি আনহু হঁসি কহ কৃপানিকেত॥
জয় কৃপালু কহি কপি চলে অঙ্গদ হনূ সমেত॥

কৃপানিধান হাসিয়া বলিলেন—দুষ্ট ইচ্ছা লইয়াই আসিয়া থাকুক বা শরণাগতই হউক, যেভাবেই আসিয়া থাকুক, তাহাকে লইয়া আইস। সুগ্রীব অঙ্গদ ও হনুমানসহ "কৃপালুর জয়" বলিয়াই চলিয়া গেল।

৪৬॥ সাদর তেহি আগে করি বানর।
চলে জহাঁ রঘুপতি করুনাকর॥
দূরিহিঁ তেঁ দেখে দোউ ভ্রাতা।
নয়নানন্দদান কে দাতা॥

যেখানে করুণাময় রঘুপতি আছেন, বানরেরা সেইখানে আদরের সহিত বিভীষণকে সম্মুখে করিয়া লইয়া চলিল। বিভীষণ দূর হইতে নয়নের আনন্দ দানকারী দুই ভাইকে দেখিতে পাইল।

বহুরি রাম ছবিধাম বিলোকী।
রহেউ ঠিঠুকি একটক পল রোকী॥
ভুজ প্রলম্ব কঞ্জারুনলোচন।
শ্যামল গাত প্রনত ভয় মোচন॥

আবার শোভার নিধান রামকে দেখিয়া চোখের পলক না ফেলিয়া একদৃষ্টে দাঁড়াইয়া রহিল। রঘুনাথের বিশাল বাহু, পদ্মের মত লাল চোখ, শ্যামল শরীর, তিনি শরণাগতের ভয়হারী।

সিংহকন্ধ আয়তউর সোহা।
আনন অমিত মদন মন মোহা॥
নয়ন নীর পুলকিত অতি গাতা।
মন ধরি ধীর কহী মৃদু বাতা॥

তাঁহার কাঁধ সিংহের কাঁধের মত, তাঁহার প্রশস্ত সুন্দর বুক, তাঁহার মুখের সৌন্দর্য মদনের অসীম সৌন্দর্য অপেক্ষাও মোহন। জলভরা চোখে, পুলকিত শরীরে ধৈর্য ধরিয়া বিভীষণ বলিল—

নাথ দসানন কর মৈঁ ভ্রাতা।
নিসিচর বংস জনম সুরত্রাতা॥
সহজ পাপপ্রিয় তামসদেহা।
জথা উলূকহিঁ তম পর নেহা॥

হে দেবতাদের রক্ষক, আমার রাক্ষসকুলে জন্ম। হে নাথ, আমি রাবণের ভাই। আমার দেহ তামস। উলুক যেমন স্বভাবতঃই অন্ধকার ভালবাসে, তেমনি এই তামস দেহের নিকট পাপ স্বভাবতঃই প্রিয়।

শ্রবন সুজসু সুনি আয়উঁ প্রভু ভঞ্জন ভবভীর।
ত্রাহি ত্রাহি আরতিহরন সরন সুখদ রঘুবীর॥

হে ভয় ও দুঃখ নাশকারী প্রভু, আমি তোমার যশের কথা শুনিয়া আসিলাম। হে আর্তিহরণ, ভবভঞ্জনকারী ও শরণাগতকে সুখদানকারী রঘুবীর, "আমাকে রক্ষা কর"।

৪৭॥ অস কহি করত দণ্ডবত দেখা।
তুরত উঠে প্রভু হরষ বিসেখা॥
দীন বচন সুনি প্রভু মন ভাবা।
ভুজ বিসাল গহি হৃদয় লগাবা॥

এই বলিয়া তাহাকে দণ্ডবৎ করিতে দেখিয়া রঘুনাথ আনন্দে শীঘ্র দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাহার দীন বাক্য শুনিয়া প্রভুর ভাল লাগিল। তাঁহার বিশাল বাহু দিয়া ধরিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

অনুজসহিত মিলি ঢিগ বৈঠারী।
বোলে বচন ভগত ভয় হারী॥
কহু লঙ্কেস সহিত পরিবারা।
কুশল কুঠাহর বাস তুম্হারা॥

ঢিগ্—নিকটে। কুঠাহর—কুস্থান॥ লক্ষ্মণের সহিত নিকটে বসাইয়া ভক্তহারী বলিলেন—হে লঙ্কেশ, বল সপরিবারে কুশল ত? তোমার বাস কুস্থানে।

খলমণ্ডলী বসহু দিনু রাতী।
সখা ধর্ম নিবহই কেহি ভাতী॥
মৈ জানউঁ তুম্হারি সব রীতী।
অতি নয়নিপুন ন ভাব অনীতী॥

হে সখা, দিনরাত দুর্জনের মধ্যে বাস কর। তোমার ধর্ম কি করিয়া পালন করা হয়? আমি তোমার রীতির কথা সকলই জানি। তুমি নীতি বিষয়ে বিজ্ঞ, অনীতি তোমার ভাল লাগে না।

বরু ভল বাস নরক কর তাতা।
দুষ্ট সঙ্গ জনি দেই বিধাতা॥
অব পদ দেখি কুসল রঘুরায়া।
জৌঁ তুম্হ কীন্হি জানি জন দায়া॥

হে প্রিয়, নরকবাসও ভাল, তবুও বিধাতা দুষ্টের সঙ্গ যেন না দেন। বিভীষণ বলিল—হে রঘুনাথ, আপনার চরণ দর্শনে এখন কুশল হইল। আপনি নিজ ভক্ত জানিয়া দয়া করিলেন।

তব লগি কুসল ন জীব কহুঁ সপনেহু মন বিশ্রাম।
জব লগি ভজত ন রাম কহুঁ সোকধাম তজি কাম॥

যতক্ষণ পর্যন্ত লোকে শোকের আলয়স্বরূপ কামনাকে ত্যাগ করিয়া রামকে ভজনা না করে, ততক্ষণ জীবের কুশল নাই, স্বপ্নে ও মনে শান্তি নাই।

৪৮॥ তব লগি হৃদয় বসত খল নানা।
লোভ মোহ মৎসর মদ মানা॥
জব লগি উর ন বসত রঘুনাথা।
ধরে চাপসায়ক কটি ভাথা॥

যে পর্যন্ত ধনুর্বাণ ও তূণীরধারী রঘুনাথ হৃদয়ে বাস না করেন, সে পর্যন্ত লোভ মোহ মদ ঈর্ষা ও মান ইত্যাদি নানা খল হৃদয়ে বাস করে।

মমতা তরুনতমী অঁধিয়ারী।
রাগ দ্বেষ উলূক সুখকারী॥
তব লগি বসত জীব মন মাহী।
জব লগি প্রভু প্রতাপ রবি নাহীঁ॥

মমতারূপ ঘোর রাত্রির আঁধারে রাগ দ্বেষ আদি পেচকের আনন্দ হয়। যতক্ষন প্রভুর প্রভাবরূপ সূর্য না উঠে, ততক্ষণ উহারা জীবের হৃদয়ে বাস করে।

অব মৈঁ কুসল মিটে ভয় ভারে।
দেখি রাম পদকমল তুম্হারে॥
তুম্হ কৃপাল জা পর অনুকূলা।
তাহি ন ব্যাপ ত্রিবিধ ভবসূলা॥

এখন তোমার চরণকমল দেখিয়া আমার কুশল হইল ও বড় ভয় দূর হইল। হে দয়াল, তুমি যাহার উপর সদয় হও, তাহার উপর সংসারের তিনরকম দুঃখ ব্যাপ্ত হয় না।

মৈঁ নিসিচর অতি অধম সুভাউ।
সুভ আচরনু কীন্হ নহিঁ কাউ॥
জাসু রূপ মুনিধ্যান ন আবা।
তেহি প্রভু হরষি হৃদয় মোহি লাবা॥

আমি অতি অধমস্বভাব রাক্ষস, কোনও দিন সদাচরণ করি নাই। তবুও যাঁহার রূপ মুনিদেরও ধ্যানে আসে না, সেই প্রভু আনন্দের সহিত আমাকে বুকে লইয়াছেন।

অহোভাগ্য মম অমিত অতি রাম কৃপা সুখ পুঞ্জ।
দেখেউ নয়ন বিরঞ্চি সিব সেব্য জুগল পদ কঞ্জ॥

যাঁহাকে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর পূজা করেন, সেই কৃপাময় সুখের আশ্রয় রামের দুই চরণকমল আমি চোখে দেখিলাম, আমার অসীম সৌভাগ্য।

৪৯॥ **সুনহু সখা নিজ কহউঁ সুভাউ।**
জান ভুসুণ্ডি সম্ভু গিরিজাউ॥
জৌঁ নর হোই চরাচরদ্রোহী।
আবই সভয় সরন তকি মোহী॥

হে মিত্র, আমার স্বভাবের কথা বলিতেছি। আমার এই স্বভাব ভুষণ্ডী, হর এবং পার্বতী জানে। যে ব্যক্তি সংসারের সকলের শত্রু সেও যদি আমার শরণ লক্ষ্য করিয়া আসে,

তজি মদ মোহ কপট ছল নানা।
করউঁ সদ্য তেহি সাধুসমানা॥
জননী জনক বন্ধু সুত দারা।
তনু ধন ভবন সুহৃদ পরিবারা॥

যদি মদ মোহ কপট ও সকল প্রকার ছলনা ছাড়ে, তবে আমি তখনই তাহাকে সাধুর সমান করি। মাতা পিতা ভাই পুত্র স্ত্রী শরীর ধন বাড়ী সুহৃদ ও পরিবার,

সব কৈ মমতাতাগ বটোরী।
মম পদ মনহিঁ বাঁধ বরি ডোরী॥
সমদরসী ইচ্ছা কছু নাহীঁ।
হরষ সোক ভয় নহিঁ মন মাহীঁ॥

এই সকলের মমতারূপ সূতা একত্র করিয়া শক্ত দড়ি করিয়া যে আমার পায়ে মন বাঁধে, যে সমদর্শী হয়, যাহার কোনও ইচ্ছা থাকে না, যাহার মনে হর্ষ শোক ভয় থাকে না,

অস সজ্জন মম উর বস কৈসে।
লোভীহৃদয় বসই ধন জৈসে॥
তুম্হ সারিখে সন্ত প্রিয় মোরে।
ধরউঁ দেহ নহিঁ আন নিহোরে॥

সেই সজ্জন আমার হৃদয়ে তেমনিভাবে বাস করে, যেমন করিয়া লোভীর হৃদয়ে ধন বাস করে। তোমার মত সজ্জন সর্বদা আমার প্রিয়। ইহাদের জন্যই দেহ ধারণ করি, অন্যের মিনতির জন্য নহে।

সগুনউপাসক পরহিত নিরত নীতি দৃঢ় নেম।
তে নর প্রানসমান মম জিন্হ কে দ্বিজ পদ প্রেম॥

যাহার ব্রাহ্মণের চরণে ভক্তি আছে, যে সগুণের উপাসনা করে, যে পরহিত করিতে নিযুক্ত, যে নীতি ও নিয়ম দৃঢ়ভাবে পালন করে, সে মানুষ আমার প্রাণের সমান।

৫০—৫১॥ **সুনু লঙ্কেস সকল গুন তোরে।**
তা তে তুম্হ অতিসয়প্রিয় মোরে।
রামবচন সুনি বানরজূথা।
সকল কহহিঁ জয় কৃপাবরূথা॥

হে লঙ্কেশ, শোন। তোমার এই সকল গুণই আছে। সেই জন্যই তুমি আমার অতিশয় প্রিয়। রামের কথা শুনিয়া বানরের দল সকলে বলিয়া উঠিল—"কৃপানিধানের জয়"।

সুনত বিভীষনু প্রভু কৈ বানী।
নহিঁ অঘাত শ্রবনামৃত জানী॥
পদঅম্বুজ গহি বারহিঁ বারা।
হৃদয় সমাত ন প্রেমু অপারা॥

নহিঁ অঘাত—তৃপ্তি নাই॥ প্রভুর কথা শুনিতে অমৃতের মত লাগে, শুনিয়া বিভীষণের তৃপ্তি হয় না। বিভীষণ বার বার তাঁহার পাদপদ্ম ধরিল। বিভীষণের হৃদয়ে অপার প্রেম আর ধরিতেছিল না।

সুনহু দেব সচরাচর স্বামী।
প্রনতপাল উর অন্তরজামী॥
উর কছু প্রথম বাসনা রহী।
প্রভু পদ প্রীতি সরিত সো বহী।

হে দেব, হে চরাচরের প্রভু, হে ভক্তপালনকারী অন্তর্যামী, শোন। আমার হৃদয়ে প্রথমে কিছু বাসনা ছিল,

কিন্তু এখন তোমার চরণে ভক্তিরূপ নদীতে সে বাসনা বহিয়া গিয়াছে।

অব কৃপাল নিজ ভগতি পাবনী।
দেহু সদা সিব মন ভাবনী॥
এবমস্তু কহি প্রভু রনধীরা।
মাগা তুরত সিন্ধু কর নীরা॥

হে দয়াময়, দয়া করিয়া তোমার প্রতি ভক্তি যাহা মানুষকে পবিত্র করে ও যাহা শিবের নিকটও প্রিয়, সেই ভক্তি আমাকে দাও। রণধীর প্রভু "তথাস্তু" বলিলেন এবং শীঘ্র সমুদ্রের জল চাহিলেন।

জদপি সখা তব ইচ্ছা নাহীঁ।
মোর দরসু অমোঘ জগ মাহীঁ॥
অস কহি রাম তিলক তেহি সারা।
সুমনবৃষ্টি নভ ভই অপারা॥

হে সখা, যদিও তোমার ইচ্ছা নাই তথাপি আমার দর্শন জগতে বৃথা যায় না। এই কথা বলিয়া রাম তাহাকে রাজতিলক দিলেন। আকাশে অশেষ পুষ্পবৃষ্টি হইল।

রাবনক্রোধ অনল নিজ স্বাস সমীর প্রচণ্ড।
জরত বিভীষনু রাখেউ দীন্হেউ রাজু অখণ্ড॥

রাবণের ক্রোধরূপ আগুনে বিভীষণের নিজের শ্বাস বা জীবনই প্রচণ্ড বাতাস দিতেছিল। তাহাতে বিভীষণ জ্বলিতেছিল। প্রভু তাহাকে রক্ষা করিলেন এবং অখণ্ড রাজত্ব দিলেন।

জো সম্পতি সিব রাবনহিঁ দীন্হি দিয়ে দস মাথ।
সোই সম্পদা বিভীষনহিঁ সকুচি দীন্হি রঘুনাথ।

রাবণ দশ মাথা দিলে মহাদেব রাবণকে যে সম্পত্তি দিয়াছিলেন, সেই সম্পদ বাধ্য হইয়া রঘুনাথ বিভীষণকে দিলেন।

৫২॥ অস প্রভু ছাড়ি ভজহিঁ জে আনা।
তে নর পসু বিনু পুছ বিসানা॥
নিজ জন জানি তাহি অপনাবা
প্রভুসুভাব কপি কুল মন ভাবা॥

এইপ্রকার প্রভুকে ছাড়িয়া যে অন্যকে ভজনা করে, সে মানুষ হইলেও লেজ ও সিং ছাড়া পশুরই মত। নিজের ভক্ত জানিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লওয়া প্রভুর স্বভাব। ইহা বানরদের ভাল লাগিল।

পুনি সর্বজ্ঞ সর্ব উর বাসী।
সর্বরূপ সবরহিত উদাসী॥
বোলে বচন নীতি প্রতি পালক।
কারনমনুজ দনুজ কুল ঘালক॥

সর্বজ্ঞ, সকলের হৃদয়নিবাসী, সর্বরূপ, সর্বরিক্ত, উদাসীন, নীতিপালক, রাক্ষসকুলধ্বংসকারী, কারণবশতঃ মনুষ্যদেহধারী প্রভু বলিলেন—

সুনু কপীস লঙ্কাপতি বীরা।
কেহি বিধি তরিয় জলধি গম্ভীরা॥
সঙ্কুল মকর উরগ ঝষ জাতী।
অতি অগাধ দুস্তর সব ভাঁতী।

হে সুগ্রীব, হে লঙ্কাপতি ও বীরগণ, শোন। কেমন করিয়া গভীর সমুদ্র পার হইবে? সমুদ্র সাপ ও মকর আদি নানাজাতীয় জীবে পূর্ণ ও অতিশয় অগাধ, সকল প্রকারেই পার হওয়া কঠিন।

কহ লঙ্কেস সুনহু রঘুনায়ক।
কোটি সিন্ধু সোষক তব সায়ক॥
জদ্যপি তদপি নীতি অস গাঈ।
বিনয় করিয় সাগর সন জাঈ॥

লঙ্কেশ বিভীষণ বলিল—হে রঘুনাথ, শোন। তোমার বাণ কোটি সমুদ্রকে শুষিতে পারে, তথাপি সাগরের নিকট গিয়া প্রার্থনা করা নীতি অনুযায়ী হইবে।

প্রভু তুম্হার কুলগুরু জলধি কহহি উপায় বিচারী।
বিনু প্রয়াস সাগর তরিহি সকল ভালু কপি ধারি॥

হে প্রভু, সমুদ্র তোমার কুলগুরু। তিনিই বিচার করিয়া সেই উপায় করিয়া দিবেন, যাহাতে বিনাশ্রমে সকল ভালুক ও বানরগণ সাগর পার হইতে পারে।

৫৩॥ সখা কহী তুম্হ নীকি উপাঈ।
করিয় দৈব জোঁ হোই সহাঈ॥
মন্ত্র ন যহ লছিমন মন ভাবা।
রামবচন সুনি অতি দুখ পাবা॥

রামচন্দ্র বলিলেন—হে সখা, তুমি ঠিক উপায় বলিয়াছ। দৈব যদি সহায় হয়, তবে তাহাই করিব। এই মন্ত্রণা লক্ষ্মণের পছন্দ হইল না। তিনি রামের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখ পাইলেন।

নাথ দৈব কর কবন ভরোসা।
সোখিয় সিন্ধু করিয় মন রোসা॥
কাদরমন কহুঁ এক অধারা।
দৈব দৈব আলসী পুকারা॥

তিনি বলিলেন—হে নাথ, দৈবের ভরসা কি? তুমি রাগ করিয়া সমুদ্র শুষিয়া ফেল। ভীরু লোকদের দৈব এক আশ্রয়, অলস লোকেরাই দৈব দৈব বলিয়া চেঁচায়।

সুনত বিহঁসি বোলে রঘুবীরা।
ঐসই করব ধরহু মন ধীরা॥
অস কহি প্রভু অনুজহি সমুঝাঈ।
সিন্ধুসমীপ গয়ে রঘুরাঈ॥

কথা শুনিয়া রঘুবীর হাসিয়া বলিলেন—সেই রকমই করিব, ধৈর্য ধারণ কর। এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণকে বুঝাইয়া রঘুনাথ সমুদ্রের নিকট গেলেন।

প্রথম প্রনাম কীন্হ সিরু নাঈ।
বৈঠে পুনি তট দর্ভ ডসাঈ॥
জবহিঁ বিভীষনু প্রভু পহিঁ আয়ে।
পাছে রাবন দূত পঠায়ে॥

প্রথমে রঘুনাথ সমুদ্রকে প্রণাম করিলেন, পরে সমুদ্রতটে ঘাস বিছাইয়া বসিলেন। এদিকে বিভীষণ প্রভুর নিকট আসিলে পরে রাবণ দূত পাঠাইল।

সকল চরিত তিনহ দেখে ধরে কপট কপিদেহ।
প্রভুগুন হৃদয় সরাহহিঁ সরনাগত পর নেহ॥

সে দূত কপট বানরের বেশ ধরিয়া রামের কার্য সকলই দেখিল। মনে মনে প্রভুর গুণ ও তাঁহার শরণাগতের প্রতি অতিশয় অনুরাগের প্রশংসা করিল।

৫৪॥ প্রগট বখানহিঁ রামসুভাউ।
অতি সপ্রেম গা বিসরি দুরাউ॥
রিপু কে দূত কপিন্হ তব জানে।
সকল বাঁধি কপীস পহিঁ আনে॥

সে রামের প্রতি অতিশয় প্রেমে কপট করিতে ভুলিয়া গিয়া প্রত্যক্ষভাবেই রামের প্রশংসা করিল। তখন বানরেরা তাহাকে শত্রুর দূত বলিয়া বুঝিয়া বাঁধিয়া সুগ্রীবের নিকট আনিল।

কহ সুগ্রীব সুনহু সব বানর।
অঙ্গভঙ্গ করি পঠবহু নিসিচর॥
সুনি সুগ্রীব বচন কপি ধায়ে।
বাঁধি কটক চহুঁ পাস ফিরায়ে॥

সুগ্রীব বলিল—হে বানরগণ, তোমরা এই রাক্ষসকে অঙ্গহীন করিয়া পাঠাইয়া দাও। সুগ্রীবের কথা শুনিয়া বানরেরা দৌড়িয়া আসিয়া সৈন্যসজ্জা করিয়া চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল।

বহু প্রকার মারন কপি লাগে।
দীন পুকারত তদপি ন ত্যাগে॥
জো হমার হর নাসা কানা।
তেহি কোসলাধীস কৈ আনা॥

আনা—দোহাই॥ বানরেরা তাহাকে নানাভাবে মারিতে লাগিল। সে অসহায় হইয়া চীৎকার করিলেও তাহাকে ছাড়িল না। সে বলিল—যে আমার নাক কান কাটিবে তাহাকে রামচন্দ্রের দোহাই।

সুনি লছিমন সব নিকট বোলায়ে।
দয়া লাগি হঁসি তুরত ছোড়ায়ে॥
রাবন কর দীজেহু যহ পাতী।
লছিমনবচন বাঁচু কুলঘাতী॥

লক্ষণ তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া লইলেন ও দয়া করিয়া হাসিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। তার পর বলিলেন—রাবণের নিকট এই পত্র দিয়া বলিও যে, হে কুলঘাতক রাবণ, লক্ষ্মণের কথা পড়।

কহেউ মুখাগর মূঢ় সন মম সন্দেস উদার।
সীতা দেই মিলহু ন ত আবা কাল তুম্হার॥

আর মুখেও সেই মূর্খ রাবণকে আমার এই উদার সংবাদ বলিবে যে, সীতাকে দাও ও সাক্ষাৎ কর, নয়ত তোমার মৃত্যু আসন্ন।

৫৫॥ তুরত নাই লছিমন পদ মাথা।
চলে দূত বরনত গুনগাথা॥
কহত রামজসু লঙ্কা আয়ে।
রাবনচরন সীস তিন্হ নায়ে॥

লক্ষ্মণের চরণে প্রণাম করিয়া দূত তাঁহার গুণ গান করিয়া তখনই চলিল। রামের যশের কথা বলিতে বলিতে লঙ্কায় আসিয়া রাবণের চরণে প্রণাম করিল।

বিহঁসি দসানন পূছী বাত।
কহসি ন সুক আপনি কুসলাতা॥
পুনি কহু খবরি বিভীষন কেরী।
জাহি মৃত্যু আঈ অতি নেরী॥

রাবণ তাহাকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ওহে শুক, নিজের কুশল বলিতেছ না কেন? আর বিভীষণের, যাহার মৃত্যু অতি নিকট, তাহারই বা খবর কি?

করত রাজু লঙ্কা সঠ ত্যাগী।
হোইহি জব কর কীট অভাগী॥
পুনি কহু ভালু কীস কটকাঈ।
কঠিন কালপ্রেরিত চলি আঈ॥

মূর্খ, লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছিল, তাহা ছাড়িল। অভাগা যবের কীট হইবে। আবার কঠিন যম যাহাদিগকে প্রেরনা দিতেছে, সেই ভালুক ও বানর সৈন্যের কথা বল। [যবের কীট যবের সহিত পিষ্ট হইয়া গুঁড়া গুঁড়া হয়।]

জিন্হ কে জীবন্হ কর রখবারা।
ভয়উ মৃদুলচিত সিন্ধু বেচারা॥
কহু তপসিন্হ কৈ বাত বহোরী।
জিন্হ কে হৃদয় ত্রাস অতি মোরী॥

কোমলহৃদয় বেচারা সমুদ্রই তাহাদের প্রাণের রক্ষক হইবে। (তাহারা ডুবিয়া মরিবে।) আর সেই তপস্বীদের কথা বল, যাহাদের মনে আমার জন্য খুব ভয় হইয়াছে।

কী ভই ভেঁট কি ফিরি গয়ে শ্রবন সুজস্থ সুনি মোর।
কহসি ন রিপুদলতেজবল বহুত চকিত চিত তোর॥

তাহাদের সহিত কি দেখা হইল, না তাহারা আমার কথা কানে শুনিয়াই ফিরিয়া গিয়াছে? শত্রুদের তেজ ও বলের কথা বলিতেছ না কেন? তোমার মন এমন চঞ্চল হইল কেন?

৫৬॥ নাথ কৃপা করি পূছেউ জৈসে।
মানহু কহা ক্রোধ তজি তৈসে॥
মিলা জাই জব অনুজ তুম্হারা।
জাতহিঁ রাম তিলক তেহি সারা॥

শুক বলিল—হে নাথ, দয়া করিয়া যেমন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তেমনি আমার কথাও রাগ করিয়া মানিয়া লইবেন। যখন আপনার ভাই গিয়া সাক্ষাৎ করিল তখন দেখা হইতেই রাম তাহাকে রাজতিলক পরাইয়া দিলেন।

রাবনদূত হমহিঁ সুনি কানা।
কপিন্হ বাঁধি দীন্হে দুখ নানা॥
শ্রবন নাসিকা কাটৈ লাগে।
রামসপথ দীন্হে হম ত্যাগে॥

আমি রাবণের দূত, এ কথা শুনিয়া বানরেরা আমাকে বাঁধিয়া নানা দুঃখ দিল। আমার নাক কান কাটিতে গেল, কিন্তু রামের শপথ দেওয়ায় আমাকে ছাড়িয়া দিল।

পূছেহু নাথ রামকটকাঈ।
বদন কোটিসত বরনি ন জাঈ॥
নানাবরন ভালু কপি ধারী।
বিকটানন বিসাল ভয়কারী॥

হে নাথ, আপনি রামের সৈন্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শতকোটি মুখেও তাহা বর্ণনা করা যায় না। নানা রঙের ভালুক ও বানরের সৈন্যদল। তাহাদের বিকট মুখ, তাহারা বিশাল ও ভয়ঙ্কর।

জেহি পুর দহেউ হতেউ সুত তোরা।
সকল কপিন্হ মহঁ তেহি বলু থোরা॥
অমিত নাম ভট কঠিন করালা।
অমিত নাগ বল বিপুল বিসালা॥

যে লঙ্কা পোড়াইয়াছে ও তোমার পুত্রকে মারিয়াছে, বানরদের মধ্যে তাহারই বল কম। সেখানে অসংখ্য নামের কঠিন করাল যোদ্ধা আছে। উহাদের বল অসংখ্য হাতীর মত ও তেজ অতি বিশাল।

দ্বিবিদ ময়ন্দ নীল নল অঙ্গদাদি বিকটাসি।
দধিমুখ কেহরি কুমুদ গব জামবন্ত বলরাসি॥

দ্বিবিদ, ময়ন্দ, নীল, নল, অঙ্গদ, বিকটাস্য দধিমুখ, কেশরী কুমুদ, গব, জাম্বুবান ইত্যাদি সকলেই বলবান।

৫৭। এ কপি সব সুগ্রীব সমানা।
ইন্হ সম কোটিন্হ গনই কো নানা॥
রামকৃপা অতুলিত বল তিন্হহীঁ।
তৃনসমান ত্রৈলোকহিঁ গনহীঁ॥

এ সকল বানর সকলেই সুগ্রীবের সমান, ইহাদের মত আরো কোটি কোটি আছে। কে তাহাদের গণিতে পারে? রামের কৃপায় ইহাদের বল অতুল, উহারা তিন লোককেই তৃণের মত তুচ্ছ মনে করে।

অস মৈঁ শ্রবন সুনা দসকন্ধর।
পদুম অঠারহ জূথপ বন্দর॥
নাথ কটক মহঁ সো কপি নাহীঁ।
জো ন তুম্হহিঁ জীতই রন মাহীঁ॥

হে দশানন, আমি শুনিয়াছি যে সেনাপতি বানরই আঠার পদ্ম আছে। হে নাথ, এই সেনার মধ্যে এমন বানর নাই, যে আপনাকে যুদ্ধে জিতিতে না পারে।

পরমক্রোধ মীজহিঁ সব হাথা।
আয়সু পৈ ন দেহিঁ রঘুনাথা॥
সোষহিঁ সিন্ধু সহিত ঝষব্যালা।
পূরহিঁ ন ত ভরি কুধর বিসালা॥

তাহারা রাগে হাত কচলাইতেছে, কিন্তু রঘুনাথ আজ্ঞা দেন নাই। তাহারা মাছ সাপ সহিত সমুদ্র শুষিতে চায়, নয়ত বিশাল পর্বত দিয়া উহা ভরিয়া ফেলিতে চায়।

মর্দি গর্দ মিলবহিঁ দসসীসা।
ঐসেই বচন কহহিঁ সব কীসা॥
গর্জহিঁ তর্জহিঁ সহজ অসঙ্কা।
মানহুঁ গ্রসন চহত হহিঁ লঙ্কা॥

রাবণকে পিষিয়া ডলিয়া ধূলা করিয়া দিব, বানরেরা এই প্রকার কথা বলিতেছে। তাহারা স্বভাবতঃই নির্ভীক, তাহারা তর্জন গর্জন করিতেছে, মনে হয় যেন লঙ্কা গ্রাস করিবে।

সহজ সুর কপি ভালু সব পুনি সির পর প্রভু রাম।
রাবন কাল কোটি কহুঁ জীতি সকহিঁ সংগ্রাম॥

হে রাবণ, বানর ও ভালুকেরা স্বভাবতঃই বীর, আবার তাহার উপর শ্রীরাম আছেন। উহারা কোটি কোটি যমকে যুদ্ধে জিতিতে পারে।

৫৮—৫৯। রাম তেজ বল বুধি বিপুলাঈ।
সেষ সহসসত সকহিঁ ন গাঈ॥
সক সর এক সোখি সত সাগর।
তবভ্রাতহিঁ পূছেউ নয় নাগর॥

নয়নাগর—নীতি কুশল। রামের তেজ, বল ও বুদ্ধি এত বিপুল যে শত সহস্র শেষনাগও তাহা বলিয়া উঠিতে

পারে না। একবাণেই রাম শত সাগর শুষিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু নীতিনিপুণ রাম তবুও আপনার ভাই বিভীষণকে সমুদ্র পার হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।

তাসু বচন সুনি সাগর পাহীঁ।
মাঁগত পন্থ কৃপা মন মাহীঁ॥
সুনত বচন বিহঁসা দসসীসা।
জৌঁ অসি মতি সহায়কৃত কীসা॥

তাঁহার কথা শুনিয়া দয়া করিয়া সাগরের নিকটই পথ চাহিতেছিলেন। এ কথা শুনিয়া দশানন হাসিয়া ফেলিল। বলিল—এমন বুদ্ধি, তাই বানরকে সহায়ক বানাইয়াছে।

সহজ ভীরু কর বচনদৃঢ়াঈ।
সাগর সন ঠানী মচলাঈ॥
মূঢ় মৃষা কা করসি বড়াঈ।
রিপুবল বুদ্ধি থাহ মৈঁ পাঈ॥

স্বভাবতঃই যে ভীরু সেই বিভীষণের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে সাগরের সহিত ঝগড়া সুরু করিয়াছে। মূর্খ, মিথ্যা কি বড়াই করিতেছ, শত্রুর বল বুদ্ধির থৈ আমি পাইয়াছি।

সচিব সভীত বিভীষন্ জা কে।
বিজয় বিভূতি কহাঁ জগ তা কে॥
সুনি খলবচন দূতরিস বাঢ়ী।
সময় বিচারি পত্রিকা কাঢ়ী॥

ভীত বিভীষণ যাহার মন্ত্রী তাহার বিজয় ও বিভব কোথায়? দুষ্ট রাবণের কথা শুনিয়া দূতের রাগ বাড়িল। সে সময় বুঝিয়া পত্র বাহির করিল।

রামানুজ দীন্হী যহ পাতী।
নাথ বঁচাই জুড়াবহু ছাতী॥
বিহঁসি বামকর লীন্হী রাবন।
সচিব বোলি সঠ লাগ বচাবন॥

সে বলিল—হে নাথ, রামের ছোট ভাই এই পত্র দিয়াছেন, ইহা পড়িয়া হৃদয় মন ঠাণ্ডা করুন। হাসিয়া রাবণ বাম হাত দিয়া চিঠি লইয়া মন্ত্রী ডাকাইয়া চিঠি পড়াইতে লাগিল।

বাতন্‌হ মনহিঁ রিঝাই সঠ জনি ঘালসি কুল খীস।
রামবিরোধ ন উবরসি সরন বিষ্ণু অজ ঈস॥

লক্ষ্মণ লিখিয়াছেন—কথার উপরই ক্রোধ করিয়া যেন কুলনাশ করিও না। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শরণ লইলেও রামের সহিত বিরোধ করিয়া উদ্ধার পাইবে না।

কী তজি মান অনুজ ইব প্রভু পদ পঙ্কজ ভৃঙ্গ।
হোহি কি রামসরানল খল কুলসহিত পতঙ্গ॥

ওরে দুষ্ট, মান ছাড়িয়া ভাই বিভীষণের মত রামের চরণকমলের ভ্রমর হও, নতুবা রামের বাণরূপ আগুনে কুল সহিত পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিবে।

৬০॥ সুনত সভয় মন মুখ মুসুকাঈ।
কহত দসানন সবহিঁ সুনাঈ॥
ভূমি পরা কর গহত অকাসা।
লঘু তাপস কর বাগবিলাসা॥

পত্র শুনিয়া রাবণের মনে ভয় হইল, কিন্তু বাহিরে হাসিয়া সে সকলকে শুনাইয়া বলিল—যে মাটিতে পরিতেছে, সে হাত দিয়া আকাশও ধরিতে চায়। ছোট তপস্বী লক্ষ্মণের বাক্যাড়ম্বর তেমনি।

কহ সুক নাথ সত্য সব বানী।
সমুঝহু ছাড়ি প্রকৃতি অভিমানী॥
সুনহু বচন মম পরিহরি ক্রোধা।
নাথ রাম সন তজহু বিরোধা॥

শুক বলিল—নাথ, সকল কথাই সত্য। আপনি অহংকার ছাড়িয়া বুঝিয়া দেখুন। হে নাথ, রামের সহিত বিরোধ ছাড়ুন।

অতি কোমল রঘুবীর সুভাউ।
জদ্যপি অখিললোক কর রাউ॥
মিলত কৃপা তুম্হ পর প্রভু করিহীঁ।
উর অপরাধ ন একউ ধরিহীঁ॥

যদিও তিনি সমস্ত লোকের প্রভু, তবুও রঘুবীরের স্বভাব অতি কোমল। সাক্ষাৎ হইলে প্রভু আপনার উপর কৃপা করিবেন, একটা অপরাধও মনে লইবেন না।

জনকসুতা রঘুনাথহি দীজে।
এতনা কহা মোর প্রভু কীজে॥
জব তেহি কহা দেন বৈদেহী।
চরনপ্রহার কীন্হ সঠ তেহী॥

জানকীকে রঘুনাথকে ফিরাইয়া দিন। হে প্রভু, আমার এই কথাটা রাখুন। যখন সে বৈদেহীকে ফিরাইয়া দেওয়ার কথা বলিল, তখন দুষ্ট রাবণ তাহাকে পদাঘাত করিল।

নাই চরন সিরু চলা সো তহাঁ।
কৃপাসিন্ধু রঘুনায়ক জহাঁ॥
করি প্রনামু নিজ কথা সুনাঈ।
রামকৃপা আপনি গতি পাঈ॥

সে রাবণকে প্রণাম করিয়া যেখানে কৃপাসিন্ধু রঘুনায়ক আছেন, সেইখানেই চলিল। প্রণাম করিয়া নিজের কথা শুনাইলে রামের কৃপায় নিজের মুক্তি পাইল।

রিষি অগস্তি কে সাপ ভবানী।
রাছস ভয়েউ রহা মুনি জ্ঞানী॥

বন্দি রামপদ বারহি বারা।
মুনি নিজ আশ্রম কহুঁ পগু ধারা॥

শঙ্কর বলিলেন—পার্বতী, ঋষি অগস্ত্যের শাপে এক জ্ঞানী মুনি রাক্ষস হইয়াছিল। সে বার বার রামের পদবন্দনা করিয়া পুনরায় নিজ আশ্রমে গেল।

বিনয় ন মানত জলধি জড় গয়ে তীনি দিন বীতি।
বোলে রাম সকোপ তব ভয় বিনু হোই ন প্রীতি॥

মূর্খ সমুদ্র বিনয় বাক্য শুনিল না। তিনদিন চলিয়া গেলে তখন রাম ক্রোধের সহিত বলিলেন—ভয় ছাড়া ভালবাসা হয় না।

৬১॥ লছিমন বানসরাসন আনূ।
সোখউঁ বারিধি বিসিখকৃসানূ॥
সঠ সন বিনয় কুটিল সন প্রীতী।
সহজ কৃপিন সন সুন্দর নীতী॥

লক্ষ্মণ, ধনুর্বাণ আন। বাণের আগুনে সমুদ্র শুষিব। মূর্খের সহিত বিনয় ও কুটিলের সহিত প্রীতি, আর জন্ম হইতে যে কৃপণ তাহার সহিত সুন্দর নীতি,

মমতারত সন জ্ঞান কহানী।
অতি লোভী সন বিরতি বখানী॥
ক্রোধিহি সম কামিহি হরিকথা।
ঊসর বীজ বয়ে ফল জথা॥

সম—সংযম। ঊষর—অনুর্বর॥ অভিমানীর নিকট জ্ঞানের কথা, অতি লোভীর নিকট বৈরাগ্যের কথা, ক্রোধীর নিকট ইন্দ্রিয়সংযমের কথা, কামীর নিকট হরিকথা, এসকল করিলে উষর ক্ষেত্রে বীজ বোনার মত ফল হয়।

অস কহি রঘুপতি চাপ চঢ়াবা।
যহ মত লছিমন কে মন ভাবা॥
সন্ধানেউ প্রভু বিসিখ করালা।
উঠী উদধি উর অন্তর জ্বালা॥

এই কথা বলিয়া রঘুপতি ধনুকে গুণ চড়াইলেন। ইহা লক্ষ্মণের ভাল বোধ হইল। ধনুকে করাল বাণ লাগাইলেন, তখন সমুদ্রের বুকের ভিতর জ্বালা উপস্থিত হইল।

মকর উরগ ঝষ গন অকুলানে।
জরত জন্তু জলনিধি জব জানে॥
কনকথার ভরি মনিগন নানা।
বিপ্ররূপ আয়উ তজি মানা॥

সমুদ্রের ভিতর সাপ ও মকরেরা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সমুদ্র জানিতে পারিল যে জীবজন্তু জ্বলিয়া যাইতেছে। তখন মান ত্যাগ করিয়া সোনার থালা ভরিয়া মণিমুক্তা লইয়া ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া সমুদ্র আসিল।

কাটেহি পই কদলী ফরই কোটি জতন কোউ সীঁচ।
বিনয় ন মান খগেস সুনু ডাঁটেহি পৈ নব নীচ॥

ভুষণ্ডী বলিলেন—হে গরুড়, শোন। কোটি উপায়ে কলার গাছে জল দাও, কিন্তু তাহাতে হইবে না। কাটিলেই উহা ফল দিবে। যে নীচ সে বিনয় মানে না, তাড়না করিলেই দমে।

৬২॥ সভয় সিন্ধু গহি পদ প্রভু কেরে।
ছমহু নাথ সব অবগুন মেরে॥
গগন সমীর অনল জল ধরনী।
ইন্হ কই নাথ সহজ জড় করনী॥

ভয়ে ভয়ে সমুদ্র প্রভুর পা ধরিয়া বলিল—হে প্রভু, আমার দোষ ক্ষমা করুন। আকাশ বাতাস আগুন জল ও মাটি ইহাদের কার্য, স্বভাবতঃই জড়ের মত।

তব প্রেরিত মায়া উপজায়ে।
সৃষ্টি হেতু সব গ্রন্থনি গায়ে॥
প্রভু আয়সু জেহি কহঁ জস অহঈ।
সো তেহি ভাঁতি রহে সুখ লহঈ॥

সৃষ্টির জন্য তোমার প্রেরণায় মায়াই ঐ সকল উৎপন্ন করিয়াছে। সব গ্রন্থেই এই কথা বলে। প্রভুর আজ্ঞা যাহার উপর যেমন হয়, সে তেমনি থাকিয়া সুখ পায়।

প্রভু ভল কীন্হ মোহি সিখ দীন্হী।
মরজাদা পুনি তুম্হরিয় কীন্হী॥
ঢোল গবাঁর সুদ্র পসু নারী।
সকল তাড়না কে অধিকারী॥

প্রভু, আমাকে শিক্ষা দিয়া ভালই করিলেন। আমার শক্তির বা বুদ্ধির যে সীমা তাহাও ত তোমারই দেওয়া। ঢোল, নির্বোধ, শূদ্র, পশু ও স্ত্রী, ইহারা সকলেই তাড়নার যোগ্য।

প্রভুপ্রতাপ মৈঁ জাব সুখাঈ।
উতরিহি কটকু ন মোরি বড়াঈ॥
প্রভু আজ্ঞা অপেল শ্রুতি গাঈ।
করই সো বেগি জো তুম্হহিঁ সুহাঈ॥

হে প্রভু, তোমার আদেশে আমি শুকাইয়া যাইব, সৈন্যগণ পার হইয়া যাইবে। উহাতে আমার কোনও কৃতিত্ব নাই। বেদে বলে, তোমার আজ্ঞা অসীম। যাহা তোমার ভাল বোধ হয় তাহাই কর।

সুনত বিনীত বচন অতি কহ কৃপাল মুসুকাই।
জেহি বিধি উতরই কপিকটকু তাত সো কহহু উপাই॥

সমুদ্রের অতি বিনীত কথা শুনিয়া প্রভু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—হে প্রিয়, যাহাতে সৈন্য পার হইতে পারে, শীঘ্র তাহার উপায় কর।

৬৩ ॥ নাথ নীল নল কপি দোউ ভাঈ।
লরিকাঈ রিষিআসিষ পাঈ॥
তিন্হ কে পরস কিয়ে গিরি ভারে।
তরিহহিঁ জলধি প্রতাপ তুম্হারে॥

সমুদ্র বলিল—হে প্রভু, নল নীল নামে দুইজন বানর আছে, তাহারা বাল্যকালে ঋষির আশীর্বাদ পাইয়াছিল। তাহারা স্পর্শ করিলে ভারি পর্বতও তোমার প্রতাপে সমুদ্র পার হইতে পারে।

মৈঁ পুনি উর ধরি প্রভুপ্রভুতাঈ।
করিহউঁ বলঅনুমান সহাঈ॥
এহি বিধি নাথ পয়োধি বঁধাইয়।
জেহি যহ সুজস লোক তিহুঁ গাইয়॥

আমি প্রভুর ক্ষমতা হৃদয়ে রাখিয়া যথাশক্তি সাহায্য করিব। হে নাথ, এইভাবে সমুদ্র বাঁধাইবে, যাহাতে এই যশ তিন লোকে প্রশংসিত হইতে পারে।

এহি সর মম উত্তর তট বাসী।
হতহু নাথ খল নর অঘরাসী॥
সুনি কৃপাল সাগর মন পীরা।
তুরতহি হরী রাম রনধীরা॥

তোমার ঐ বাণ দিয়া আমার উত্তরতটবাসী পাপী দুষ্ট লোকদিগকে মার। সাগরের মনের দুঃখের কথা শুনিয়া দয়াল রণধীর শ্রীরাম শীঘ্রই তাহার দুঃখ দূর করিলেন।

দেখি রাম বল পৌরুষ ভারী।
হরষি পয়োনিধি ভয়উ সুখারী॥

সকল চরিত কহি প্রভুহিঁ সুনাবা।
চরন বন্দি পাথোধি সিধাবা॥

রামের অতুল বল দেখিয়া, সমুদ্র আনন্দিত ও সুখী হইল। সকল চরিতকথা প্রভুকে শুনাইয়া প্রভুর পদ বন্দনা করিয়া সমুদ্র চলিয়া গেল।

ছন্দ—নিজ ভবন গবনেউ সিন্ধু শ্রীরঘুপতিহি
যহ মত ভায়উ।
যহ চরিত কলিমল হর জথামতি দাস
তুলসী গায়উ॥
সুখভবন সংসয়সমন দবনবিষাদ রঘুপতি
গুন গনা।
তজি সকল আস ভরোস গাবহি সুনহি
সন্তত সঠ মনা॥

সমুদ্র নিজ বাড়ীতে গেল। তাহার পরামর্শ শ্রীরঘুবীরের মনে ভাল লাগিল। কলিকালের দোষনাশকারী এই চরিতকথা তুলসীদাস নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী গাহিল। সুখের নিবাস, সংশয়নাশকারী, বিষাদদূরকারী, রঘুপতির গুণসমূহ পবিত্রচিত্ত সজ্জনেরা সকল আশা ও ভরসা ত্যাগ করিয়া গায় ও শোনে।

সকল সুমঙ্গল দায়ক রঘুনায়ক গুন গান।
সাদর সুনহিঁ তে তরহিঁ ভব সিন্ধু বিনা জলজান॥

সকলমঙ্গলদানকারী রামের গুণগান যাহারা সাদরে শোনে, তাহারা নৌকা ছাড়াই ভবসাগর পার হয়।

ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষ
বিধ্বংসনে বিমলবৈরাগ্যসম্পাদনো নাম
পঞ্চমঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ

ইতি সুন্দরকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

রামচরিতমানস

লঙ্কাকাণ্ড

রামং কামারিসেব্যং ভবভয়হরণং কালমত্তেভসিংহং
যোগীন্দ্রং জ্ঞানগম্যং গুণনিধিমজিতং নির্গুণং
নির্বিকারম্।
মায়াতীতং সুরেশং খলবধনিরতং ব্রহ্মবৃন্দৈকদেবং
বন্দে কন্দাবদাতং সরসিজনয়নং দেবমুর্বীশরূপম্॥

কামারি শঙ্কর দ্বারা পূজিত, ভবভয়হরণকারী. কালরূপ মত্ত হস্তীর নিকট সিংহের ন্যায়, শ্রেষ্ঠ যোগীরা, যাঁহাকে জানেন, গুণনিধি, অজিত, নির্গুণ নির্বিকার, মায়াতীত, সুরেশ, দুষ্টের বধে নিযুক্ত, ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র দেবতা, মেঘের মত সুন্দর, কমলনয়ন, পৃথিবীশ্বর রামকে বন্দনা করি।

শঙ্খেন্দ্বাভমতীবসুন্দরতনুং শার্দূলচর্মাম্বরং
কালব্যালকরালভূষণধরং গঙ্গাশশাঙ্কপ্রিয়ম্।
কাশীশং কলিকল্মষৌঘশমনং কল্যাণকল্পদ্রুমং
নৌমীড্যং গিরিজাপতিং গুণনিধিং কন্দর্পহং
শঙ্করম্॥

যাঁহার শরীর শঙ্খ ও চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় সুন্দর, যিনি বাঘছাল পরেন, ভীষণ কাল সাপ যাঁহার ভূষণ, গঙ্গা ও চাঁদ যাঁহার প্রিয়, যিনি কাশীর ঈশ্বর, কলিযুগের পাপসমূহ নাশকারী, কল্যাণের কল্পতরু, গিরিজাপতি, গুণনিধি, কামারি শ্রীশঙ্করকে নমস্কার করি।

যো দদাতি সতাং শম্ভুঃ কৈবল্যমপি দুর্লভম্।
খলানাং দণ্ডকৃদ্যোঽসৌ শঙ্করঃ শং তনোতু মাম্॥

যে শঙ্কর সাধুদিগেকে সর্বদা দুর্লভ মোক্ষ দিয়া থাকেন, যিনি খলদিগকে দণ্ড দেন, তিনি আমার কল্যাণ করুন।

দোঃ—১

লব নিমেষ পরমানু-জুগ বরষ কল্প সর চণ্ড।
ভজসি ন মন তেহি রাম কহঁ কাল জাসু কোদণ্ড॥

ওরে মন, যে রামের কাল হইতেছে ধনুক এবং লব, নিমেষ পরমাণু, যুগ, বর্ষ ও কল্প হইতেছে তীক্ষ্ণ বাণ, সেই রামকে কেন ভজনা করিতেছ না?

সোঃ-২—৩

সিন্ধুবচন সুনি রাম সচিব বোলি প্রভু অস কহেউ।
অব বিলম্বু কেহি কাম করহু সেতু উতরই কটকু॥

সমুদ্রের কথা শুনিয়া রাম মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন—এখন আর বিলম্বে কাজ কি? সেতু তৈয়ার কর। তাহা হইলে সেনা পার করা যায়।

সুনহু ভানুকুলকেতু জামবন্ত কর জোরি কহ।
নাথ নাম তব সেতু নর চঢ়ি ভবসাগর তরহিঁ॥

জাম্ববান হাত জোড় করিয়া বলিল—হে নাথ, হে সূর্য কুলের ধ্বজা, শোন। তোমার নামই সেতু, উহাতে চড়িয়া লোকে ভবসাগর পার হয়।

৪॥ **যহ লঘু জলধি তরত কতি বারা।**
অস সুনি পুনি কহ পবনকুমারা॥
প্রভুপ্রতাপ বড়বানল ভারী।
সোখেউ প্রথম পয়োনিধি বারী॥

এই ছোট সাগর পার হইতে আর কত দেরী হইবে? শুনিয়া হনুমান বলিল—প্রভুর প্রতাপ মহা বাড়বানলের মত প্রথমে সমুদ্রের জল শুষিয়া লইয়াছিল।

তব রিপু নারি রুদন জল ধারা॥
ভরেউ বহোরি ভয়উ তেহি খারা॥
সুনি অতিউক্তি পবনসুত কেরী।
হরষে কপি রঘুপতি তন হেরী॥

তখন শত্রু স্ত্রীদের চোখের জলে সমুদ্র ভরিয়া যায়, আর তাহাতেই উহা লবণাক্ত হইয়াছে। হনুমানের এই অত্যুক্তি শুনিয়া রঘুপতি তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিলেন।

জামবন্ত বোলে দোউ ভাঈ।
নল নীলহিঁ সব কথা সুনাঈ॥
রামপ্রতাপ সুমিরি মন মাহীঁ।
করহু সেতু প্রয়াস কছু নাহীঁ॥

জাম্বুবান নল নীল দুই ভাইকে সকল কথা শুনাইল ও বলিল—রামের প্রতাপের কথা মনে মনে স্মরণ করিয়া সেতু তৈয়ার কর, কোনও পরিশ্রম হইবে না।

বোলি লিয়ে কপিনিকর বহোরী।
সকল সুনহু বিনতী কছু মোরী॥
রাম চরন পঙ্কজ উর ধরহু।
কৌতুক এক ভালু কপি করহু॥

তার পর সে সকল বানরকে ডাকাইয়া লইয়া বলিল—আমার এক অনুরোধ শোন। হে ভালুক ও বানরগণ, রামের চরণপদ্ম হৃদয়ে ধারণ কর, এক কৌতুক কর।

ধাবহু মরকট বিকটবরূথা।
আনহু বিটপ গিরিন্হ কে জুথা॥
সুনি কপি ভালু চলে করি হু হা।
জয় রঘুবীর প্রতাপসমূহা॥

বিকট মর্কটের দল, তোমরা ছুটিয়া যাও ও গাছ পর্বত সকল লইয়া আইস। কথা শুনিয়া বানরেরা শক্তিমান রঘুবীরের জয় দিয়া হু হা শব্দ করিতে করিতে চলিল।

অতিউতঙ্গ তরুশৈলগন লীলহিঁ লেহিঁ উঠাই।
আনি দেহিঁ নল নীলহিঁ রচহিঁ তে সেতু বনাই॥

তাহারা অতি উচ্চ গাছ ও পাহাড়গুলি অবহেলায় উঠাইয়া নল নীলকে আনিয়া দিতে লাগিল, আর তাহারা সেতু বানাইতে লাগিল।

৫॥ সৈল বিসাল আনি কপি দেহীঁ।
কন্দুক ইব নল নীল তে লেহীঁ॥
দেখি সেতু অতি সুন্দর রচনা।
বিহঁসি কৃপানিধি বোলে বচনা॥

বানরেরা বিশাল পর্বত আনিয়া দিতে লাগিল, নল নীল তাহা খেলনার মত করিয়া লইতে লাগিল। সেতুর অতি সুন্দর গঠন দেখিয়া রঘুনাথ হাসিয়া বলিলেন—

পরম রম্য উত্তম যহ ধরনী।
মহিমা অমিত জাই নহিঁ বরনী॥
করিহউঁ ইহাঁ সম্ভুথাপনা।
মোরে হৃদয় পরম কলপনা।

ধরণী—ভূমি॥ এই ভূমি অতি সুন্দর ও রমণীয়। ইহার মাহাত্ম্য অসীম, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এইখানে শম্ভু স্থাপনা করিব, ইহাই আমার বড় ইচ্ছা।

সুনি কপীস বহু দূত পঠায়ে।
মুনিবর সকল বোলি লেই আয়ে॥
লিঙ্গ থাপি বিধিবত করি পূজা।
সিবসমান প্রিয় মোহি ন দূজা॥

এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব অনেক দূত পাঠাইয়া শ্রেষ্ঠ মুনিদিগকে ডাকিয়া আনিল। রাম শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিয়া যথাবিধি পূজা করিয়া বলিলেন—শিবের মত আমার আর কেহ প্রিয় নাই।

সিবদ্রোহী মম ভগত কহাবা।
সো নর সপনেহু মোহি ন পাবা॥
শঙ্করবিমুখ ভগতি চহ মোরী।
সো নর মূঢ় মন্দ মতি থোরী॥

যে শিবের শত্রুতা করে আর বলে আমার ভক্ত, সে জন স্বপ্নেও আমাকে ভালবাসে না। যে শঙ্করবিমুখ অথচ আমার উপর ভক্তি চায় সে মূর্খ, তাহার বুদ্ধি বড়ই কম।

শঙ্করপ্রিয় মম দ্রোহী সিবদ্রোহী মম দাস।
তে নর করহিঁ কলপ ভরি ঘোর নরক মহঁ বাস॥

যে শঙ্করকে ভক্তি করে অথচ আমার শত্রুতা করে এবং যে শঙ্করের শত্রুতা করে অথচ নিজেকে আমার দাস বলে, সে নর কল্প ভরিয়া ঘোর নরকে বাস করে।

৬॥ জে রামেস্বর দরসন করিহহিঁ।
তে তনু তজি হরিলোক সিধরিহহিঁ।
জো গঙ্গাজল আনি চঢ়াইহি।
সো সাযুজ্য মুক্তি নর পাইহি॥

যে রামেশ্বর দর্শন করিবে, সে দেহ ত্যাগ করিয়া হরিধাম বৈকুণ্ঠে যাইবে। যে গঙ্গাজল আনিয়া তাঁহার মাথায় দিবে, সে ব্যক্তি সাযুজ্য মুক্তি পাইবে।

হোই অকাম জো ছল তজি সেইহি।
ভগতি মোরি তেহি শঙ্কর দেইহি॥
মম কৃত সেতু জো দরসন করিহী।
সো বিনু স্রম ভবসাগর তরিহী॥

যে নিষ্কাম হইয়া ছলনা ত্যাগ করিয়া ইহার সেবা করিবে, শঙ্কর তাহাকে আমার প্রতি ভক্তি দিবেন। আমার তৈয়ারী সেতু যে দর্শন করিবে, সে বিনাশ্রমে ভবসাগর পার হইবে।

রামবচন সব কে জিয় ভায়ে।
মুনিবর নিজ নিজ আশ্রম আয়ে॥
গিরিজা রঘুপতি কৈ যহ রীতী।
সন্তত করহিঁ প্রনত পর প্রীতী॥

রামের কথা সকলেরই শুনিতে ভাল লাগিল। মুনিরা নিজ নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। শঙ্কর বলিলেন—পার্বতী, রঘুনাথের রীতিই এই যে, তিনি সর্বদা ভক্তের উপর প্রেম দেখান।

বাঁধেউ সেতু নীল নল নাগর।
রামকৃপা জস ভয়উ উজাগর॥
বুড়হিঁ আনহিঁ বোরহিঁ জেঈ।
ভয়ে উপল বোহিত সম তেঈ॥
মহিমা যহ ন জলধি কৈ বরনী।
পাহন গুন ন কপিন্হ কৈ করনী॥

চতুর নল নীল সেতু বন্ধন করিল। রামের কৃপায় তাহাদের উজ্জ্বল যশ হইল। যে পাথর নিজে ডুবিয়া যায় ও অপরকে ডুবায়, সেই পাথরই নৌকার মত হইল। এই কার্যের মহিমা সমুদ্রের নয়, পাথরের গুণে নয়, বানরদের নয়,

শ্রীরঘুবীর প্রতাপ তেঁ সিন্ধু তরে পাষান।
তে মতিমন্দ জে রাম তজি ভজহিঁ জাই প্রভু আন॥

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতাপে সমুদ্রের উপর পাথর ভাসিল। যাহারা রামকে ত্যাগ করিয়া অন্য প্রভুর ভজনা করে, তাহাদের বুদ্ধি মন্দ।

৭। বাঁধি সেতু অতি সুদৃঢ় বনাবা।
দেখি কৃপানিধি কে মন ভাবা॥
চলী সেন কছু বরনি ন জাঈ।
গরজহিঁ মর্কট ভট সমুদাঈ॥

সেতু বাঁধিয়া অতিশয় শক্ত করা হইল। তাহা দেখিয়া কৃপানিধির সুখ হইল। সৈন্যেরা চলিল, বানর যোদ্ধারা গর্জন করিতে লাগিল। সে দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না।

সেতুবন্ধ ঢিগ চঢ়ি রঘুরাঈ।
চিতব কৃপাল সিন্ধুবহুতাঈ॥
দেখন কহঁ প্রভু করুনাকন্দা।
প্রগট ভয়ে সব জলচর বৃন্দা॥

সেতুর পাশে চড়িয়া রঘুনাথ সমুদ্রের বিস্তার দেখিলেন। এদিকে করুণাময় প্রভুকে দেখার জন্য সকল জলচর প্রত্যক্ষ হইল।

নানা মকর নক্র ঝখ ব্যালা।
সত জোজন তন পরমবিসালা॥
ঐসেউ এক তিন্হহিঁ জে খাহীঁ।
একন্হ কে ডর তেপি ডেরাহীঁ॥

নানা প্রকারের মকর, ঘড়িয়াল মাছ ও সর্প আসিল। এক একটার একশত যোজন পরম বিশাল শরীর। আবার এমন জন্তুও ছিল যে ইহাদের ধরিয়া খায়। আবার তাহারা যাহাকে ভয় করে, এমন অপর জন্তুও ছিল।

প্রভুহিঁ বিলোকহিঁ টরহিঁ ন টারে।
মন হরষিত সব ভয়ে সুখারে॥
তিন্হ কী ওট ন দেখিয় বারী।
মগন ভয়ে হরিরূপ নিহারী॥
চলা কটকু কছু বরনি ন জাঈ।
কো কহি সক কপিদল বিপুলাঈ।

তাহারা প্রভুকে দেখিতেছিল, সরাইলেও সরিতেছিল না। তাহাদের সকলের মনে হর্ষ হইল, সকলে সুখী হইল। সে সময় তাহাদের দ্বারা আড়াল হওয়ায় জল দেখা যাইতেছিল না। তাহারা হরির রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সৈন্য চলিল। বানর সেনার বিপুলতা কে বলিতে পারে? উহা বর্ণনা করা যায় না।

সেতুবন্ধ ভই ভীর অতি কপি নভ পন্থ উড়াহিঁ।
অপর জলচরন্হি উপর চঢ়ি চঢ়ি পারহিঁ জাহিঁ॥

সেতুবন্ধের উপর বড় ভিড় হইল। বানরেরা আকাশে উড়িতে লাগিল। আবার কেহ কেহ বা জলচরদের উপর চড়িয়া বিনাশ্রমে পার হইয়া গেল।

৮॥ অস কৌতুক বিলোকি দোউ ভাঈ।
বিহঁসি চলে কৃপাল রঘুরাঈ।
সেন সহিত উতরে রঘুবীরা।
কহি ন জাই কপি জূথপ ভীরা।

এই প্রকার হাসি তামাসা দেখিতে দেখিতে কৃপাল রঘুনাথ ও লক্ষ্মণ দুই ভাই চলিলেন। সেনা লইয়া রঘুবীর পার হইলে দলপতিদের যে ভিড় হইল, তাহা বলা যায় না।

সিন্ধুপার প্রভু ডেরা কীন্হা।
সকল কপিন্হ কহুঁ আয়সু দীন্হা॥
খাহু জাই ফল মূল সুহায়ে।
সুনত ভালু কপি জহঁ তহঁ ধায়ে॥

প্রভু সমুদ্রের পারেই ছাউনি করিলেন এবং সকল বানরদিগকে আজ্ঞা দিলেন—সুন্দর ফলমূল খাও। শুনিয়াই ভালুক ও বানরেরা যেখানে সেখানে দৌড়িল।

সব তরু ফরে রামহিত লাগী।
রিতু অনরিতু অকাল গতি ত্যাগী॥
খাহিঁ মধুরফল বিটপ হলাবহিঁ।
লঙ্কা সনমুখ সিখর চলাবহিঁ॥

রামের হিতের জন্য সকল গাছেই ফল ফলিল। তাহার তখন ঋতু হইয়াছে বা তখন ঋতু নয়, কালের এই হিসাব গাছেরা ত্যাগ করিয়াছিল। বানরেরা মধুর ফল খাইয়া গাছ দুলাইতেছিল। লঙ্কার দিকে পর্বতশিখর ছুঁড়িতেছিল।

জহঁ কহুঁ ফিরত নিসাচর পাবহিঁ।
ঘেরি সকল বহু নাচ নচাবহিঁ॥
দসনন্হি কাটি নাসিকা কানা।
কহি প্রভুসুজস দেহিঁ তব জানা॥

বানরেরা যেখানে কোনও রাক্ষস ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পাইল, সেইখানেই সকলে তাহাকে ঘিরিয়া অনেক নাচ নাচাইল। দাঁত দিয়া তাহার নাক ও কান কাটিয়া তাহাকে রামের যশের কথা শুনাইয়া তবে যাইতে দিল।

জিন্হ কর নাসা কান নিপাতা।
তিন্হ রাবনহিঁ কহী সব বাতা।
সুনত শ্রবন বারিধি বন্ধানা।
দসমুখ বোলি উঠা অকুলানা॥

যাহাদের নাক কাটা গেল, তাহারা গিয়া রাবণকে সকল কথা বলিল। সমুদ্র বাঁধা হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া দশানন ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল—

বাঁধেউ বননিধি নীরনিধি জলধি সিন্ধু বারীস।
সত্য তোয়নিধি কম্পতী উদধি পয়োধি নদীস॥

সত্যই কি জলনিধি, নীরনিধি, জলধি, সিন্ধু, বারিশ, তোয়নিধি, কম্পতি, উদধি, পয়োধি, নদীশকে বাঁধিয়াছে?

৯॥ ব্যাকুলতা নিজ সমুঝি বহোরী।
বিহঁসি চলা গৃহ করি ভয় ভোরী॥
মন্দোদরী সুনেউ প্রভু আয়ো।
কৌতুকহী পাথোধি বঁধায়ো॥

রাবণ নিজের ব্যাকুলতা বুঝিতে পারিয়া, ভয়ের কথা শুনিয়া না শুনিয়া, হাসিয়া ঘরে চলিল। মন্দোদরী শুনিল প্রভু আসিয়াছেন এবং খেলার ছলে সমুদ্র বাঁধিয়াছেন।

কর গহি পতিহি ভবন নিজ আনী।
বোলী পরমমনোহর বানী॥
চরন নাই সিরু অঞ্চল রোপা।
সুনহু বচন পিয় পরিহরি কোপা॥

মন্দোদরী হাতে ধরিয়া স্বামীকে নিজের ঘরে আনিয়া চরণে প্রণাম করিয়া আঁচল বাড়াইয়া অতি মিষ্ট কথায় বলিল—হে প্রিয়, রাগ না করিয়া আমার কথা শোন।

নাথ বৈরু কীজে তাহী সোঁ।
বুধি বল সকিয় জীতি জাহী সোঁ॥
তুম্হহিঁ রঘুপতিহিঁ অন্তর কৈসা।
খল খদ্যোত দিনকরহিঁ জৈসা॥

হে নাথ, যাহাকে বুদ্ধি ও বলে জয় করিতে পার, তাহারই সহিত শত্রুতা করিও। জোনাকিতে ও সূর্যে যেমন তফাত, তোমাতে আর রঘুনাথে সেইরকম তফাত।

অতি বল মধু কৈটভ জেহি মারে।
মহাবীর দিতিসুত সংহারে॥
জেহি বলি বাঁধি সহসভুজ মারা।
সোই অবতরেউ হরন মহিভারা॥
তাসু বিরোধ ন কীজিয় নাথা।
কাল করম জিব জা কে হাথা॥

যিনি অতিবলশালী মধুকৈটভকে মারিয়াছেন ও নৃসিংহ অবতার হইয়া দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছেন, যিনি বামনরূপে বলিকে বাঁধিয়াছেন ও পরশুরামরূপে সহস্রবাহুকে মারিয়াছেন, তিনিই পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য অবতার হইয়াছেন। হে নাথ, কাল কর্ম ও গুণ যাঁহার হাতে তাঁহার সহিত বিরোধ করিও না।

রামহিঁ সৌঁপিয় জানকী নাই কমলপদ মাথ।
সুত কহুঁ রাজু সমর্পি বন জাই ভজিয় রঘুনাথ॥

রামের চরণকমলে প্রণাম করিয়া সীতাকে সমর্পণ কর ও ছেলেকে রাজত্ব দিয়া রঘুনাথের ভজনা কর।

১০॥ **নাথ দীনদয়াল রঘুরাঈ।**
বাঘউ সনমুখ গয়ে ন খাঈ॥
চাহিয় করন সো সব করি বীতে।
তুম্হ সুর অসুর চরাচর জীতে॥

বাঘও সম্মুখে গেলে, শরণ লইলে খাইয়া ফেলে না, আর রঘুনাথ ত দীনদয়াল প্রভু। যাহা করিতে চাহিয়াছিলে সে সমস্তই ত করিয়া শেষ করিয়াছ, তুমি ত সুর অসুর ও চরাচর জয় করিয়াছ।

সন্ত কহহিঁ অসি নীতি দসানন।
চৌথে পন জাইহিঁ নৃপ কানন॥
তাসু ভজন কীজিয় তহঁ ভরতা।
জো করতা পালক সংহরতা।

হে দশানন, সাধুরা এই নীতির কথা বলে যে চতুর্থ আশ্রমে রাজার বনে যাওয়া চাই। হে স্বামী, সেখানে গিয়া যিনি কর্তা পালক ও সংহারকারী তাঁহারই ভজনা কর।

সোই রঘুবীর প্রনতঅনুরাগী।
ভজহু নাথ মমতা সব ত্যাগী॥
মুনিবর জতনু করহিঁ জেহি লাগী।
ভূপ রাজু তজি হোহিঁ বিরাগী॥

রামচন্দ্র ভক্তের প্রতি অনুরক্ত। তুমি মমত্ব ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া তাঁহার ভজনা কর। যাঁহার জন্য মুনিরা যত্ন করিয়া থাকেন, যাঁহার জন্য রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বৈরাগ্য হন,

সোই কোসলাধীস রঘুরায়া।
আয়উ করন তোহি পর দায়া॥
জৌ পিয় মানহু মোর সিখাবন।
হোই সুজসু তিহুঁ পুর অতি পাবন॥

সেই কোশলপতি রঘুরাজ তোমার উপর দয়া করার জন্য আসিয়াছেন। যদি আমার কথা তোমার ভাল লাগে, তবে ত্রিলোকে তোমার অতি পবিত্র যশ হইবে।

অস কহি লোচন বারি ভরি গহি পদ কম্পিতগাত।
নাথ ভজহু রঘুবীর পদ অচল হোই অহিবাত॥

এই কথা বলিয়া মন্দোদরী জলভরা চোখে তাহার পায় ধরিল। মন্দোদরীর শরীর কাঁপিতে লাগিল, বলিল—নাথ, রঘুনাথের চরণ ভজনা কর, যাহাতে আমার এয়োতি না যায়।

১১॥ **তব রাবন ময়সুতা উঠাঈ।**
কহই লাগ খল নিজ প্রভুতাঈ॥
সুনু তৈঁ প্রিয়া বৃথা ভয় মানা।
জগ জোধা কো মোহি সমানা॥

তখন দুষ্ট রাবণ মন্দোদরীকে উঠাইয়া নিজের সামর্থ্যের কথা বলিতে লাগিল। সে বলিল—প্রিয়া, তুমি মিথ্যা ভয় পাইতেছ। আমার সমান যোদ্ধা জগতে কে আছে?

বরুন কুবের পবন জম কালা।
ভুজবল জিতেউঁ সকল দিগপালা॥
দেব দনুজ নর সব বস মোরে।
কবন হেতু উপজা ভয় তোরে॥

আমি বরুণ, কুবের, পবন, যম, কাল ও সমস্ত দিক্‌পালদিগকে বাহুবলে জয় করিয়াছি। দেবতা, দৈত্য ও মানুষ সকলেই আমার বশীভূত। তোমার ভয় হইল কেন?

নানা বিধি তেহি কহেসি বুঝাঈ।
সভা বহোরি বৈঠ সো জাঈ।

মন্দোদরী হৃদয় অস জানা।
কাল বিবস উপজা অভিমানা॥

তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া বলিয়া রাবণ সভায় গিয়া বসিল। মন্দোদরী মনে মনে জানিল, মৃত্যুর বশ হইয়াই রাবণের এই অহঙ্কার হইয়াছে।

সভা আই মন্ত্রিন্হ তেহি বুঝা।
করব কবনি বিধি রিপু সৈঁ জুঝা॥
কহহিঁ সচিব সুনু নিসিচর নাহা।
বার বার প্রভু পুছহু কাহা॥
কহহু কবন ভয় করিয় বিচারা।
নর কপি ভালু অহার হমারা॥

রাবণ সভায় গিয়া মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—কি করিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা যায়? মন্ত্রীরা বলিল—রাক্ষসনাথ, শুনুন। বারবার আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? বলুন, কি এমন ভয় যে তাহার জন্য চিন্তা করিতে হইবে। আমরা ত মানুষ বাঁদর ও ভালুক খাইয়াই থাকি।

বচন সবহিঁ কে স্রবন সুনি কহ প্রহস্ত কর জোরি।
নীতিবিরোধ ন করিয় প্রভু মন্ত্রিন্হ মতি অতি থোরি॥

সকলের কথা শুনিয়া প্রহস্ত হাত জোড় করিয়া বলিল—হে প্রভু নীতিবিরুদ্ধ কাজ করিবেন না। মন্ত্রীদের বুদ্ধি বড় কম।

১২॥ কহহিঁ সচিব সব ঠকুরসোহাতী।
নাথ ন পুর আব এহি ভাঁতী।
বারিধি নাঘি এক কপি আবা।
তাসু চরিত মন মহঁ সব গাবা।

মন্ত্রীরা সকলে প্রভুকে খুসী করার জন্য তোষামোদের কথা বলিতেছে। প্রভু, এমন করিয়া কাজ হইবে না। সাগর লঙ্ঘন করিয়া একটা বানর আসিয়াছিল, তাহারই কাণ্ডকারখানা সকলে মনে মনে ভাবিতেছে।

ছুধা ন রহী তুম্হহিঁ তব কাহু।
জারত নগর কস ন ধরি খাহু॥
সুনত নীক আগে দুখ পাবা।
সচিবন্হ অস মত প্রভুহিঁ সুনাবা॥

তখন তোমাদের কাহারো বুঝি ক্ষুধা ছিল না? যখন নগর জ্বালাইতেছিল, তখন তাহাকে ধরিয়া খাইলে না কেন? মন্ত্রীরা প্রভুকে যে পরামর্শ দিয়াছে, উহা শুনিতে বেশ, কিন্তু পরিণামে দুঃখ হইবে।

জেহি বারীস বঁধায়উ হেলা।
উতরেউ সেন সমেত সুবেলা॥
সো ভনু মনুজ খাব হম ভাঈ।
বচন কহহিঁ সব গাল ফুলাঈ॥

ভাই, যে সমুদ্রকে অবহেলায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, বানরের দল লইয়া সুবেল পর্বতে আসিয়া নামিয়াছে, তাহারা যেন মানুষ, যে বড় গলায় কহিতেছ, আমরা তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিব।

সুনু মম বচন তাত অতি আদর।
জনি মন গুনহু মোহি করি কাদর॥
প্রিয়বানী জে সুনহিঁ জে কহহীঁ।
ঐসে নর নিকায় জগ অহহীঁ॥

পিতা, আমার কথা অতি আদর করিয়া শুনিও. আমাকে কাপুরুষ ভাবিও না। প্রিয় বাক্য যে শোনায় ও যে শোনে, এমন লোক পৃথিবীতে অনেক আছে।

বচন পরমহিত সুনত কঠোরে।
সুনহিঁ জে কহহিঁ তে নর প্রভু থোরে॥
প্রথম বসীঠ পঠব সুনু নীতী।
সীতা দেই করহু পুনি প্রীতী॥

প্রভু, অতি হিতকারী অথচ শুনিতে কঠোর, এরূপ কথা বলে আর শোনে, এমন লোক বেশী নাই। প্রথমে নীতি অনুযায়ী দূত পাঠাও, তার পর সীতাকে দিয়া প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন কর।

নারি পাই ফিরি জাহিঁ জৌঁ তৌ ন বঢ়াইয় রারি।
নাহিঁ ত সনমুখ সমর মহি তাত করিয় হঠি মারি॥

পিতা, স্ত্রীকে পাইয়া রাম যদি ফিরিয়া যায়, তবে আর লড়াই বাড়াইও না। আর যদি না যায়, তবে সম্মুখ-যুদ্ধে সাহস করিয়াই যুদ্ধ করিবে।

১৩॥ যহ মত জৌঁ মানহু প্রভু মোরা।
উভয় প্রকার সুজসু জগ তোরা॥
সুত সন কহ দসকণ্ঠ রিসাঈ।
অসি মতি সঠ কেহি তোহি সিখাঈ॥

প্রভু, যদি আমার মতে চল, তবে দুই প্রকারেই (যুদ্ধ করিলে বা না করিলে) সংসারে তোমার যশ হইবে। রাবণ রাগিয়া ছেলেকে বলিল—মূর্খ, তোমাকে এ বুদ্ধি কে শিখাইল?

অবহীঁ তেঁ উর সংসয় হোঈ।
বেনুমূল সুত ভয়উ ঘমোঈ॥
সুনু পিতুগিরা পরুষ অতি ঘোরা।
চলা ভবন কহি বচন কঠোরা॥

এখনই তোমার মনে সন্দেহ হইতেছে। হে পুত্র, বাঁসের মূল হইতে ঘাস হইলে যেমন হয়, তুমি তেমনি হইয়াছ। (তোমার কথা আমার পুত্রের মত নয়।) অতি

কর্কশ বাক্য শুনিয়া কিছু কঠোর কথা শুনাইয়া দিয়া প্রহস্ত বাড়ী গেল।

হিতমত তোহি ন লাগত কৈসে।
কালবিবস কহুঁ ভেষজ জৈসে॥
সন্ধ্যাসময় জানি দসসীসা।
ভবন চলেউ নিরখত ভুজবীসা॥

প্রহস্ত বলিল—তোমার নিকট হিতপরামর্শ ভাল লাগিতেছে না, যে মরিতে বসিয়াছে তাহার কাছে ঔষধ যেমন ভাল লাগে না তেমনি। দশানন সন্ধ্যার সময় জানিয়া তাহার কুড়িটা হাত দেখিতে দেখিতে বাড়ী চলিল।

লঙ্কা সিখর উপর আগারা।
অতি বিচিত্র তহঁ হোই অখারা॥
বৈঠ জাই তেহি মন্দির রাবন।
লাগে কিন্নর গঁধরব গাবন॥
বাজহিঁ তাল পখাউজ বীনা।
নৃত্য করহিঁ অপছরা প্রবীনা॥

লঙ্কার চূড়ার উপর এক সুন্দর বাড়ী ছিল। সেখানে অতি বিচিত্র নাচ গানের আখড়া বসিত। রাবণ সেইখানে গিয়া বসিল। কিন্নরেরা ও গন্ধর্বেরা তাহার গুণগান করিতে লাগিল। সেখানে তাল, পাখোয়াজ ও বীণা বাজিতেছিল এবং প্রবীণ অপ্সরারা নাচিতেছিল।

সুনাসীর সত সরিস সোই সন্তত করই বিলাস।
পরম প্রবল রিপু সীস পর তদপি ন কছু মন ত্রাস॥

রাবণ শত ইন্দ্রের মত সর্বদা বিলাস করিয়া থাকে। মাথার উপর আজ পরম প্রবল শত্রু, তবুও মনে তাহার ভয় নাই।

১৪-১৫॥ **ইহাঁ সুবেল সৈল রঘুবীরা।**
উতরে সেনসহিত অতি ভীরা॥
সৈলসৃঙ্গ এক সুন্দর দেখী।
অতি উতঙ্গ সম সুভ্র বিসেখী॥

এদিকে রামচন্দ্র সেনা সহিত অতি ধুমধামে সুবেল পর্বতে আসিয়া উঠিলেন। পর্বতের অতি সুন্দর, অতিশুভ্র, অতিশয় উচ্চ ও সমতল এক শিখর দেখিতে পাইয়া,

তহঁ তরু কিসলয় সুমন সুহায়ে।
লছিমন রচি নিজ হাথ ডসায়ে॥
তা পর রুচির মৃদুল মৃগছালা।
তেহি আসন আসীন কৃপালা।

লক্ষ্মণ নিজের হাতে সেইখানে সুন্দর গাছের পাতা ও ফুল বিছাইলেন। তাহার উপর সুন্দর মৃগছাল পাতা হইল এবং তাহার উপর কৃপাল রামচন্দ্র বসিলেন।

প্রভু কৃতসীস কপীসউছঙ্গা।
বাম দহিন দিসি চাপ নিষঙ্গা॥

দুহুঁ করকমল সুধারত বানা।
কহ লঙ্কেস মন্ত্র লগি কানা॥

প্রভু সুগ্রীবের কোলে মাথা রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ডাইনে বাঁয়ে ধনুর্বাণ ছিল। তিনি দুই হাত দিয়া বাণ ঠিক করিতেছিলেন, আর বিভীষণ কানে কানে পরামর্শ দিতেছিল।

বড়ভাগী অঙ্গদ হনুমানা।
চরনকমল চাঁপত বিধি নানা।
প্রভুপাছে লছিমন বীরাসন।
কটি নিষঙ্গ কর বান সরাসন॥

অঙ্গদ ও হনুমানের বড় ভাগ্য, তাহারা নানা প্রকারে প্রভুর পদ-সেবা করিতেছিল। প্রভুর পিছনে লক্ষ্মণ বীরাসনে বসিয়াছিলেন, তাঁহার কটিতে তূণীর ও হাতে ধনুর্বাণ ছিল।

এহি বিধি করুনা সীল গুন ধাম রাম আসীন।
তে নর ধন্য জে ধ্যান এহি রহত সদা লয়লীন।

এইভাবে করুণাময় গুণধাম রাম শোভা পাইতেছিলেন। সেই ধন্য, যে ইঁহার ধ্যানে সদা লয়লীন থাকে।

পুরব দিসা বিলোকি প্রভু দেখা উদিত ময়ঙ্ক।
কহত সবহিঁ দেখহু সসিহি মৃগ পতি সরিস অসঙ্ক॥

প্রভু পূর্বদিকে তাকাইয়া দেখিলেন, চাঁদ উঠিয়াছে। তখন সকলকে বলিলেন—দেখ, চাঁদ যেন সিংহের মত নির্ভীক।

১৬-১৭॥ **পুরবদিসি গিরি গুহা নিবাসী।**
পরমপ্রতাপ তেজ বলরাসী॥
মত্ত নাগ তম কুম্ভ বিদারী।
সসি কেসরী গগন বন চারী॥

পূর্বদিকের পর্বতগুহাবাসী পরমপ্রতাপ তেজ ও বলের আকর চাঁদরূপ সিংহ, অন্ধকাররূপ মত্তহস্তীর গণ্ডস্থল চিরিয়া ফেলিয়া গগনবনে বিচরণ করিতে বাহির হইল।

বিথুরে নভ মুকুতাহল তারা।
নিসি সুন্দরী কের সিঙ্গারা॥
কহ প্রভু সসি মহঁ মেচকতাঈ।
কহহু কাহ নিজ নিজ মতি ভাঈ॥

আকাশে তারাগুলি মুক্তাফলের মত ছড়ান আছে, উহা যেন রাত্রিরূপী স্ত্রীর ভূষণ। ভগবান বলিলেন—হে ভাই, চাঁদের ভিতর যে কালো দাগ উহা কি, যে যাহার বুদ্ধি মত বল।

কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুরাঈ।
সসি মহঁ প্রগট ভূমি কৈ ঝাঁঈ॥
মারেউ রাহু সসিহি কহ কোঈ।
উর মহঁ পরী স্যামতা সোঈ॥

সুগ্রীব বলিল—রঘুরাজ, শোন। চাঁদের ভিতর পৃথিবীর ছায়া পড়িয়াছে। কেহ বলিল—রাহু চাঁদকে মারিয়াছিল। সেই শ্যামল দাগ বুকে রহিয়া গিয়াছে।

কোউ কহ জব বিধি রতিমুখ কীন্‌হা।
সারভাগ সসি কর হরি লীন্‌হা॥
ছিদ্র সো প্রগট ইন্দুউর মাহীঁ।
তেহি মগ দেখিয় নভ পরিছাহীঁ॥

কেহ বলিল—যখন বিধাতা রতির মুখ সৃষ্টি করেন, তখন চাঁদ হইতে তাহার সারভাগ বাহির করিয়া লইয়া আসেন। চাঁদের বুকের মাঝে সেই ছিদ্র রহিয়া গিয়াছে। উহাতে আকাশে প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

প্রভু কহ গরলবন্ধু সসি কেরা।
অতি প্রিয় নিজ উর দীন্‌হ বসেরা॥
বিষসংযুত কর নিকর পসারী।
জারত বিরহবন্ত নরনারী॥

প্রভু বলিলেন—বিষ হইতেছে চাঁদের ভাই, বড় প্রিয় বলিয়া চাঁদ তাহাকে নিজের বুকে বাসা দিয়াছে। সেইজন্য বিষযুক্ত কিরণ বিস্তার করিয়া চাঁদ বিরহী নরনারীকে জ্বালায়।

কহ মারুতসুত সুনহু প্রভু সসি তুম্হার নিজ দাস।
তব মুরতি বিধুউর বসতি সোই স্যামতাভাস॥

হনুমান বলিল—প্রভু, শোন। চাঁদ তোমার প্রিয় সেবক। তোমার মূর্তি তাহার হৃদয়ে বাস করে, সেইজন্যই এই শ্যাম রঙের আভাস।

পবনতনয় কে বচন সুনি বিহঁসে রামু সুজান।
দচ্ছিন দিসি অবলোকি প্রভু বোলে কৃপানিধান॥

হনুমানের কথা শুনিয়া জ্ঞানী রামচন্দ্র হাসিলেন। দয়াল প্রভু দক্ষিণ দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

১৮— দেখু বিভীষন দচ্ছিন আসা।
১৯। ঘন ঘমণ্ড দামিনী বিলাসা॥
মধুর মধুর গরজই ঘন ঘোরা।
হোই বৃষ্টি জনু উপল কঠোরা॥

বিভীষণ, দক্ষিণদিকে দেখ। ভীষণ মেঘ করিয়াছে ও বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ঘোর মেঘ মধুর মধুর গর্জন করিতেছে। মনে হইতেছে, যেন শিলাবৃষ্টি হইবে।

কহই বিভীষনু সুনহু কৃপালা।
হোই ন তড়িত ন বারিদমালা॥
লঙ্কাসিখর রুচির অগারা।
তহঁ দসকন্ধর দেখ অখারা॥

বিভীষণ বলিল—প্রভু, মেঘও নয় বিদ্যুৎও নয়। লঙ্কার শিখরের উপর সুন্দর গৃহ আছে, সেইখানে রাবণের নৃত্যগীতের আখড়া হইতেছে।

ছত্র মেঘডম্বর সির ধারী।
সোই জনু জলদঘটা অতি কারী॥
মন্দোদরী শ্রবন তাটঙ্কা।
সোই প্রভু জনু দামিনী দমঙ্কা॥

প্রভু, তাহার মাথার উপর মেঘের মত রঙের ছাতা রহিয়াছে, তাহাকেই অতি কাল মেঘের ঘটা বলিয়া মনে হইতেছে। মন্দোদরীর কানে ফুল আছে, তাহাতেই মনে হইতেছে যেন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে।

বাজহিঁ তাল মৃদঙ্গ অনুপা।
সোই রব মধুর সুনহু সুরভূপা॥
প্রভু মুসুকান সমুঝি অভিমানা।
চাপ চঢ়াই বান সন্ধানা॥

হে দেবতাদের প্রভু, মৃদঙ্গ অনুপম তালে বাজিতেছে, উহারই মধুর ধ্বনি শুনিতেছ। রাবণের অহঙ্কার বুঝিতে পারিয়া প্রভু হাসিলেন ও ধনুকে গুণ দিয়া বাণ লাগাইলেন।

ছত্র মুকুট তাটঙ্ক তব হতে একহী বান।
সবকে দেখত মহি পরে মরমু ন কোউ জান॥

ছত্র মুকুট ও কানের ফুল সবই এক বাণে রাম কাটিয়া ফেলিলেন। সকলের চোখের সামনেই সেগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল, কেহ ইহার মর্ম জানিতে পারিল না।

অস কৌতুক করি রামসর প্রবিসেউ আই নিষঙ্গ।
রাবনসভা সসঙ্ক সব দেখি মহা রস ভঙ্গ॥

রামের বাণ এই কৌতুক করিয়া পুনরায় তূণীরে প্রবেশ করিল। মহারস ভঙ্গ হওয়াতে রাবণের সভায় সকলে শঙ্কিত হইল।

২০। কম্প ন ভূমি ন মরুত বিসেখা।
অস্ত্র সস্ত্র কছু নয়ন ন দেখা॥
সোচহিঁ সব নিজ হৃদয় মঝারী।
অসগুন ভয়উ ভয়ঙ্কর ভারী॥

ভূমিকম্প হয় নাই, ঝড়ও বহে নাই। কোন অস্ত্রশস্ত্রও চোখে দেখা গেল না। সকলেই নিজ নিজ মনে ভাবিতেছিল যে, বড় ভয়ঙ্কর অশুভচিহ্ন হইল।

দসমুখ দেখি সভা ভয় পাঈ।
বিহঁসি বচন কহ জুগুতি বনাঈ॥
সিরউ গিরে সন্তত সুভ জাহী।
মুকুট পরে কস অসগুন তাহী॥

রাবণ দেখিল সভাস্থ লোকেরা ভয় পাইয়াছে। তখন সে হাসিয়া বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, মাথা কাটা গেলেও যাহার সর্বদাই শুভ হয়, মুকুট পড়িয়া গেলে তাহার কি করিয়া অশুভচিহ্ন হইবে?

সয়ন করহু নিজ নিজ গৃহ জাই।
গবনে ভবন সকল সির নাঈ॥
মন্দোদরী সোচ উর বসেউ।
জব তেঁ শ্রবনপুর মহি খসেউ॥

যে যাহার বাড়ী গিয়া শুইয়া পড়। তখন সকলে নমস্কার করিয়া বাড়ী গেল। কানের ফুল খসিয়া পড়ার পর হইতেই মন্দোদরীর মনে আশঙ্কা হইতেছিল।

সজল নয়ন কহ জুগ কর জোরী।
সুনহু প্রানপ্রতি বিনতী মোরী॥
কন্ত রাম বিরোধ পরিহরহু।
জানি মনুজ জনি মন হঠ ধরহু॥

দুইহাত জোড় করিয়া সজল চোখে মন্দোদরী বলিল—হে প্রাণপ্রিয়, আমার কথা শোন। হে নাথ, রামের সহিত বিরোধ ছাড়। তাহাকে মানুষ মনে করিয়া মনে মনে জেদ করিও না।

বিশ্বরূপ রঘুবংস মনি করহু বচনবিশ্বাসু।
লোককল্পনা বেদ কর অঙ্গ অঙ্গ প্রতি জাসু॥

আমার কথায় বিশ্বাস কর। রঘুবংশমণি রাম বিশ্বস্বরূপ। তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে সমস্ত ভুবন রহিয়াছে বলিয়া বেদ কল্পনা করে।

২১— **পদ পাতাল সীস অজধামা।**
২২॥ **অপর লোক অঙ্গ অঙ্গ বিশ্রামা॥**
ভৃকুটি বিলাস ভয়ঙ্কর কালা।
নয়ন দিবাকর কচ ঘনমালা॥

রামের পা পাতালে ও মাথা ব্রহ্মলোকে। অন্যান্য সমস্ত লোক তাঁহার অঙ্গেই রহিয়াছে। তাঁহার ভ্রূকুটি হইতেছে ভয়ঙ্কর কাল। তাঁহার চক্ষু হইতেছে সূর্য এবং চুল হইতেছে কাল মেঘ।

জাসু ঘ্রান অশ্বিনীকুমারা।
নিসি অরু দিবস নিমেষ অপারা॥
শ্রবন দিসা দস বেদ বখানী।
মারুত শ্বাস নিগম নিজ বানী॥

তাঁহার নাক হইতেছে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দিন রাত্রি তাঁহার অগণিত নিমেষ। দশদিকই তাঁহার কান বলিয়া বেদ বর্ণনা করিয়াছে। বাতাস তাঁহার শ্বাস, বেদ তাঁহার নিজের বাক্য।

অধর লোভ জম দসন করালা।
মায়া হাস বাহু দিগপালা॥
আনন অনল অম্বুপতি জীহা।
উতপতি পালন প্রলয় সমীহা॥

সমীহা—চেষ্টা। তাঁহার অধর হইতেছে লোভ, করাল দাঁতগুলি যম, হাসি মায়া, বাহু দিক্‌পাল, মুখ আগুন, জিহ্বা বরুণ, আর তাঁহার কার্য হইতেছে উৎপত্তি, পালন ও প্রলয়।

রোমরাজি অষ্টাদস ভারা।
অস্থি সৈল সরিতা নস জারা॥
উদর উদধি অধগো জাতনা।
জগময় প্রভু কা বহু কলপনা॥

তাঁহার রোম হইতেছে আঠার রকমের বনস্পতি, অস্থি পর্বত, শিরাগুলি নদী, পেট সমুদ্র, নীচের ইন্দ্রিয়গুলি নরক। এইপ্রকার জগৎ ব্যাপ্ত প্রভুর অনেক প্রকারে কল্পনা করা হয়।

অহঙ্কার সিব বুদ্ধি অজ মন সসি চিত্ত মহান।
মনুজ বাস চরঅচর ময় রূপ রাম ভগবান॥

তাঁহার অহঙ্কার হইতেছে মহাদেব, বুদ্ধি ব্রহ্মা, মন চাঁদ ও চিত্ত মহত্ত্ব। সেই ভগবান রাম মানুষদেহ ধরিয়াও চরাচরময় বাস করিতেছেন।

অস বিচারি সুনু প্রান পতি প্রভু সন বৈর বিহাই।
প্রীতি করহু রঘুবীর পদ মম অহিবাত ন জাই॥

প্রাণপ্রিয় স্বামি, ইহা বিবেচনা করিয়া প্রভুর সহিত শত্রুতা ত্যাগ করিয়া, রঘুনাথপদে ভক্তি কর, যাহাতে আমার স্বামী-সৌভাগ্য না যায়।

২৩— **বিহঁসা নারিবচন সুনি কানা।**
২৪॥ **অহো মোহমহিমা বলবানা॥**
নারিসুভাউ সত্য কবি কহহীঁ।
অবগুন আঠ সদা উর রহহীঁ॥

স্ত্রীর কথা শুনিয়া রাবণ হাসিয়া ভাবিল—অহো, মোহের শক্তি কি বলবান। কবিরা স্ত্রী স্বভাব সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে আটটা দোষ সর্বদা থাকে।

সাহস অনৃত চপলতা মায়া।
ভয় অবিবেক অসৌচ অদায়া॥
রিপু কর রূপ সকল তৈঁ গাবা।
অতি বিসাল ভয় মোহি সুনাবা॥

হঠাৎ কাজ করিয়া বসা, মিথ্যা আচরণ, চঞ্চলতা, মায়া, ভয়, অজ্ঞান, অশুচিতা ও নিষ্ঠুরতা, তুমি শত্রুর রূপের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলে, আমাকে বড় ভীষণ ভয়ের কথা শুনাইলে।

সো সবু প্রিয়া সহজ বস মোরে।
সমুঝি পরা প্রসাদ অব তোরে॥
জানেউঁ প্রিয়া তোরি চতুরাঈ।
এহি বিধি কহিহি মোরি প্রভুতাঈ॥

উহারা স্বাভাবতঃই আমার বশে। তবে তোমার কৃপাতেই উহা বুঝিলাম। প্রিয়া, তোমার চাতুরী বুঝিয়াছি,

তুমি ঐ ভয় দেখাইবার অছিলায় আমার সামর্থের কথাই জানাইয়াছ। [মন্দোদরী রামের বিশ্বরূপ বর্ণনা করিয়া রামের পা, পাতাল, মাথা স্বর্গ, মুখ অনল ইত্যাদি বলিলেন। রাবণ বলিতেছে যে ঐ সকলই ত তাহার বশীভূত, মন্দোদরী উহা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় যেন রাবণের প্রশংসাই করা হইয়াছে।]

তব বতকহী গূঢ় মৃগলোচনি।
সমুঝত সুখদ সুনত ভয়মোচনি॥
মন্দোদরি মন মহঁ অস ঠয়উ।
পিয়হি কালবস মতিভ্রম ভয়উ॥

মৃগনয়নী, তোমার কথা গূঢ়-অর্থযুক্ত, বুঝিতে পারিলে সুখ হয়, শুনিলে ভয় দূর হয়। (রাবণের এই কথা শুনিয়া) মন্দোদরী মনে স্থির বুঝিলেন, কালের বশে প্রিয়ের বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে।

বহু বিধি জল্পেসি সকল নিসি প্রাত ভয়ে দসকন্ধ।
সহজ অসঙ্ক সো লঙ্কপতি সভা গয়উ মদঅন্ধ॥

সমস্ত রাত্রি নানাপ্রকার কথাবার্তায় কাটাইয়া প্রাতঃকাল হইলে স্বভাবতঃই নির্ভীক রাবণ অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া সভায় গেল।

সোঃ—

ফূলই ফরই ন বেত জদপি সুধা বরষহিঁ জলদ।
মূরখহৃদয় ন চেত জৌঁ গুরু মিলহিঁ বিরঞ্চি সম॥

মেঘ যদি অমৃতবৃষ্টি করে, তথাপি বেতগাছে ফুল ফল হয় না। আর যদি শত ব্রহ্মার মত গুরু পাওয়া যায় তথাপি মূর্খের হৃদয় চেতনা হয় না।

২৫— **ইহাঁ প্রাত জাগে রঘুরাঈ।**
২৬॥ **পুছা মত সব সচিব বোলাঈ॥**
কহহু বেগি কা করিয় উপাঈ।
জামবন্ত কহ পদ সিরু নাঈ।

এদিকে ভোর হইলে রঘুনাথ জাগিয়া মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন—কি উপায় করা যায়, শীঘ্র বল। তখন জাম্বুবান প্রণাম করিয়া বলিল—

সুনু সর্বজ্ঞ সকল উর বাসী।
বুধি বল তেজ ধর্ম গুনরাসী॥
মন্ত্র কহউঁ নিজ মতি অনুসারা।
দূত পঠাইয় বালিকুমারা॥

হে সকলের হৃদয়বাসী, সর্বজ্ঞ, বুদ্ধি বল তেজ ধর্ম ও গুণপুঞ্জ, শুনুন। আমার বুদ্ধি অনুযায়ী পরামর্শ দিতেছি, বালীকুমার অঙ্গদকে দূত করিয়া পাঠান।

নীক মন্ত্র সব কে মন মানা।
অঙ্গদ সন কহ কৃপানিধানা॥
বালিতনয় বুধি বল গুন ধামা।
লঙ্কা জাহু তাত মম কামা॥

এই উপযুক্ত মন্ত্রণা সকলেরই ভাল লাগিল। তখন কৃপাময় অঙ্গদকে বলিলেন—বালীপুত্র, তুমি বুদ্ধি বল ও গুণধাম। তুমি আমার কাজে লঙ্কায় যাও।

বহুত বুঝাই তুম্হহিঁ কা কহউঁ।
পরম চতুর মৈং জানত অহউঁ।
কাজু হমার তাসু হিত হোঈ।
রিপু সন করেহু বতকহী সোঈ॥

তোমাকে বেশী বুঝাইয়া কি বলিব? আমি জানি তুমি পরম বুদ্ধিমান। যাহাতে আমার কাজ হয় আর রাবণের হিত হয় শত্রুর সহিত এইরূপ কথাবার্তাই বলিবে।

সোঃ—

প্রভু অজ্ঞা ধরি সীস চরন বন্দি অঙ্গদ উঠেউ।
সোই গুনসাগর ঈস রাম কৃপা জা পর করহু॥

প্রভুর আজ্ঞা মাথায় লইয়া, চরণ বন্দনা করিয়া অঙ্গদ উঠিল এবং বলিল—হে প্রভু রাম, তুমি যাহার উপর কৃপা কর, সেই গুণের সাগর হয়।

স্বয়ংসিদ্ধ সব কাজ নাথ মোহি আদরু দিয়েউ।
অস বিচারি জুবরাজ তনু পুলকিত হরষিত হিয়ে॥

হে স্বামী, তোমার কাজ স্বয়ং-সিদ্ধ। (নিজে নিজেই হইয়া যায়।) তুমি কেবল আমাকে সম্মান করিলে। এই ভাবিয়া যুবরাজের শরীর পুলকিত হইল, সে আনন্দময় হইল।

২৭॥ **বন্দি চরন উর ধরি প্রভুতাঈ।**
অঙ্গদ চলেউ সবহিঁ সিরু নাঈ॥
প্রভুপ্রতাপ উর সহজ অসঙ্কা।
রনবাঁকুরা বালিসুত বঙ্কা॥

চরণ বন্দনা করিয়া, রামের শক্তি স্মরণ রাখিয়া, সকলকে প্রণাম করিয়া অঙ্গদ চলিল। অঙ্গদ যুদ্ধকুশল ও প্রবীণ ছিল। সে হৃদয়ে রামের প্রতাপ অনুভব করিতেছিল এবং স্বভাবতঃই নির্ভীক ছিল।

পুর পৈঠত রাবন কর বেটা।
খেলত রহা সো হোই গই ভেঁটা॥
বাতহিঁ বাত করষ বঢ়ি আঈ।
জুগল অতুল বল পুনি তরুনাঈ।

রাবণের এক পুত্র খেলিতেছিল। নগরে প্রবেশ করিতেই তাহার সহিত দেখা হইল। কথায় কথায় রাগ হইল। উহারা দুই জনেই অসীম বলশালী ও যুবক।

তেহি অঙ্গদ কহঁ লাত উঠাই।
গহি পদ পটকেউ ভূমি ভবাঁঈ॥

নিসিচর নিকর দেখি ভট ভারী।
জহঁ তহঁ চলে ন সকহিঁ পুকারী॥

সে অঙ্গদের উপর লাথি উঠাইতেই অঙ্গদ তাহার পা ধরিয়া ঘুরাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। রাক্ষসেরা দেখিল এ বড় যোদ্ধা। তখন আর চেঁচাইবারও শক্তি রহিল না, এদিকে ওদিকে চলিয়া গেল।

এক এক সন মরম ন কহহীঁ।
সমুঝি তাসু বধ চুপ করি রহহীঁ॥
ভয়উ কোলাহলু নগর মঁঝারী।
আবা কপি লঙ্কা জেহি জারী॥

একে অন্যকে মনের কথা বলে না, আর রাবণের ছেলের মরার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকে। নগরের মধ্যে গোলমাল উঠিল যে, যে বানর লঙ্কা পোড়াইয়াছিল সে আসিয়াছে।

অব ধোঁ কাহ করিহি করতারা।
অতি অভীত সব করহিঁ বিচারা॥
বিনু পুছে মগ দেহি দেখাঈ।
জেহি বিলোক সোই জাই সুখাঈ॥

সকলে বড় ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এখন বিধাতা কি করিবেন কে জানে? না জিজ্ঞাসা করিতেই তাহারা অঙ্গদকে পথ দেখাইয়া দিতেছিল। যাহার দিকে অঙ্গদ তাকাইতেছিল, সেই শুকাইয়া যাইতেছিল।

গয়উ সভাদরবার তব সুমিরি রাম পদ কঞ্জ।
সিংহঠবনি ইত উত চিতব ধীর বীর বল পুঞ্জ॥

ধীর বীর বলপুঞ্জ অঙ্গদ, সিংহের মত চালে এদিকে সেদিকে চাহিতে চাহিতে রামচন্দ্রের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া রাবণের রাজ-সভায় গেল।

২৮॥ তুরিত নিসাচর এক পঠাবা।
সমাচার রাবনহিঁ জনাবা॥
সুনত বিহঁসি বোলা দসসীসা।
আনহু বোলি কহাঁ কর কীসা॥

শীঘ্রই এক রাক্ষস পাঠাইয়া রাবণকে সমাচার জানাইল। তাহার কথা শুনিয়া দশানন হাসিয়া বলিল—কোথাকার বানর সে? তাহাকে ডাকিয়া আন।

আয়সু পাই দূত বহু ধায়ে।
কপিকুঞ্জরহিঁ বোলি লেই আয়ে॥
অঙ্গদ দীখ দসানন বৈসা।
সহিত প্রান কজ্জলগিরি জৈসা॥

আজ্ঞা পাইয়া অনেক দূত ছুটিল, বানরশ্রেষ্ঠকে ডাকিয়া আনিল। অঙ্গদ দেখিল, রাবণ যেন জীবন্ত কজ্জলগিরির মত বসিয়া আছে।

ভুজা বিটপ সির সৃঙ্গ সমানা।
রোমাবলী লতা জনু নানা॥
মুখ নাসিকা নয়ন অরু কানা।
গিরি কন্দরা খোহ অনুমানা॥

তাহার হাতগুলি যেন গাছ, মাথা যেন পর্বতশৃঙ্গ, রোম যেন অনেকগুলি লতা, মুখ নাক চোখ ও কান যেন পর্বতের গহ্বর ও খাদ বলিয়া অনুমান হইল।

গয়উ সভা মন নেকু ন মুরা।
বালিতনয় অতি বল বাঁকুরা॥
উঠে সভাসদ কপি কহুঁ দেখী।
রাবনউর ভা ক্রোধ বিসেখী॥

অতি বলশালী বালীপুত্র অঙ্গদ সভায় গেল। তাহার মন এতটুকুও টলিয়া উঠিল না। সভাসদেরা বানরকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে রাবণের মনে বড় রাগ হইল।

জথা মত্তগজ জুথ মহঁ পঞ্চানন চলি জাই।
রামপ্রতাপ সঁভারি উর বৈঠ সভা সিরু নাই॥

সিংহ যেমন মত্ত হস্তীদের মধ্যে চলিয়া যায়, তেমনি করিয়া অঙ্গদ সভার মধ্যে গিয়া সকলকে নমস্কার করিয়া রামের শক্তি হৃদয়ে স্মরণ করিয়া বসিল।

২৯॥ কহ দসকণ্ঠ কবন তৈঁ বন্দর।
মৈঁ রঘুবীর দূত দসকন্ধর॥
মম জনকহি তোহি রহী মিতাঈ।
তব হিতকারন আয়উঁ ভাঈ॥

রাবণ জিজ্ঞাসা করিল—বানর, তুমি কে? অঙ্গদ বলিল—হে দশানন, আমি রঘুনাথ রামের দূত। আমার পিতাতে আর তোমাতে মিত্রতা ছিল। আমি, ভাই, তোমার হিতের জন্যই আসিয়াছি।

উত্তম কুল পুলস্তি কর নাতী।
সিব বিরঞ্চি পূজেহু বহু ভাঁতী॥
বর পায়হু কীনহেহু সব কাজা।
জীতেহু লোকপাল সুর রাজা॥

রাবণ, তোমার উত্তম কুলে জন্ম, তুমি পুলস্ত্য মুনির নাতি। তুমি অনেক রকমে মহাদেব ও ব্রহ্মার পূজা করিয়াছ। তুমি বর পাইয়া সকল কাজ করিয়াছ এবং লোকপাল ও সুরপতি ইন্দ্রকে জয় করিয়াছ।

নৃপঅভিমান মোহবস কিম্বা।
হরি আনেহু সীতা জগদম্বা॥
অব সুভ কহা সুনহু তুম্হ মোরা।
সব অপরাধ ছমিহি প্রভু তোরা॥

রাজার অহঙ্কারবশতঃই হউক, অথবা মোহবশতঃই হউক, তুমি জগতের মাতা সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ।

এখন একটা ভাল কথা বলিতেছি, শোন। তাহা হইলে প্রভু তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

দসন গহহু তৃন কণ্ঠ কুঠারী।
পরিজনসহিত সঙ্গ নিজনারী॥
সাদর জনকসুতা করি আগে।
এহি বিধি চলহু সকল ভয় ত্যাগে॥

দাঁতে তৃণ লইয়া ও গলায় কুড়াল ঝুলাইয়া, নিজের স্ত্রী ও পরিজনকে সঙ্গে লইয়া, সীতাকে সম্মুখে রাখিয়া নির্ভয়ে চল।

প্রনতপাল রঘুবংসমনি ত্রাহি ত্রাহি অব মোহি।
সুনতহি আরত বচন প্রভু অভয় করহিঁগে তোহি॥

আশ্রিতের রক্ষক রঘুনাথ, "আমাকে এখন রক্ষা কর, রক্ষা কর"—এই প্রকার আর্তবচন শুনিবামাত্র প্রভু তোমাকে অভয় দিবেন।

৩০॥ **রে কপিপোত ন বোল সঁভারী।**
মূঢ় ন জানেহি মোহি সুরারী॥
কহু নিজ নাম জনক কর ভাই।
কেহি নাতে মানিয়ে মিতাঈ॥

রাবণ বলিল—ওহে বানরপুত্র, মুখ সামলাইয়া কথা বলিতেছ না কেন? মূর্খ, তুমি জান না যে আমি দেবতাদের শত্রু। ভাই, তোমার নিজের ও জনকের নাম বল। কি সম্পর্কে (সে আমার) মিতা ছিল?

অঙ্গদ নাম বালি কর বেটা।
তা সোঁ কবহুঁ ভঈ হোই ভেঁটা॥
অঙ্গদবচন সুনত সকুচানা।
রহা বালি বানর মৈঁ জানা॥

অঙ্গদ বলিল—আমার নাম অঙ্গদ, আমি বালীর পুত্র। বালীর সহিত তোমার কোনও দিন দেখা হইয়া থাকিবে। অঙ্গদের কথা শুনিয়া রাবণের সঙ্কোচ হইল, বলিল—বালী বলিয়া বানর ছিল, আমি জানি।

অঙ্গদ তহী বালি কর বালক।
উপজেহু বংস অনল কুলঘালক॥
গর্ভ ন গয়উ ব্যর্থ তুম্হ জায়েহু।
নিজ মুখ তাপসদূত কহায়েহু।

অঙ্গদ, তুমি বালীর ছেলে। তুমি তোমার বংশের আগুন হইয়া কুলের নাশ করিয়াছ। তোমার মায়ের গর্ভ নষ্ট হয় নাই কেন? তুমি বৃথাই জন্মিয়াছ। তুমি নিজ মুখে বলিলে যে, তুমি তাপসের দূত।

অব কহু কুসল বালি কহঁ অহঈ।
বিহঁসি বচন তব অঙ্গদ কহঈ॥
দিন দস গয়ে বালি পহঁ জাঈ।
বুঝেহু কুসল সখা উর লাঈ॥

এখন বল, বালীর কুশল ত? অঙ্গদ হাসিয়া বলিল—দিন দশ পরে বালীর নিকটে গিয়াই সখাকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিও।

রামবিরোধ কুসল জসি হোঈ।
সো সব তোহি সুনাইহি সোঈ॥
সুনু সঠ ভেদ হোই মন তা কে।
শ্রীরঘুবীর হৃদয় নহিঁ জা কে॥

রামের বিরোধ করিলে কেমন কুশল হয়, সে কথা তিনি তোমাকে শুনাইবেন। মূর্খ, শোন। যাহার হৃদয়ে শ্রীরাম থাকেন না, তাহারই ভেদবুদ্ধি আসে। [রাবণ এখানে অঙ্গদকে ভেদবুদ্ধি দিয়া নিজের দিকে করিবার যেন ইচ্ছা করিয়াছিল।]

হম কুলঘালক সত্য তুম্হ কুলপালক দসসীস।
অন্ধউ বধির ন অস কহহিঁ নয়ন কান তব বীস॥

হে রাবণ, আমি কুলঘাতক আর তুমিই সত্য কুলপালক, এ কথা অন্ধ ও বধিরও বলিবে না। অথচ তোমার ত কুড়িটা করিয়া কান ও চোখ আছে।

৩১—৩২॥ **সিব বিরঞ্চি সুর মুনি সমুদাঈ।**
চাহত জাসু চরন সেবকাঈ॥
তাসু দূত হোই হম কুল বোরা।
ঐসিহু মতি উর বিহর ন তোরা॥

মহাদেব ব্রহ্মা এবং দেবতা ও মুনিগণ, যাঁহার পদসেবা করিতে চাহেন, তাঁহার দূত হইয়া আমি কুল ডুবাইলাম, এই বুদ্ধি সত্ত্বেও তোমার বুক ফাটিল না?

সুনি কঠোর বানী কপি কেরী।
কহত দসানন নয়ন তরেরী॥
খল তব কঠিন বচন সব সহউঁ।
নীতি ধর্ম মৈঁ জানত অহউঁ॥

বানরের কঠিন বচন শুনিয়া রাবণ চোখ লাল করিয়া বলিল—দুষ্ট, নীতিধর্ম জানি বলিয়াই আমি তোমার কঠিন কথা সহ্য করিলাম।

কহ কপি ধর্মসীলতা তোরী।
হমহু সুনী কৃত পর ত্রিয় চোরী॥
দেখী নয়ন দূত রখবারী।
বুড়ি ন মরহু ধর্ম ব্রত ধারী॥

অঙ্গদ বলিল—তোমার ধর্মপরায়ণতার কথা আমি ত এই শুনিয়াছি যে, তুমি পরস্ত্রী চুরি কর। দূতকে যে কি রকম রক্ষা কর, তাহা ত আমি চক্ষেই দেখিয়াছি। ধর্মব্রতধারী তুমি জলে ডুবিয়া মর না কেন? [রাবণের ভাই কুবের যুদ্ধ না করিতে পরামর্শ দিয়া দূত পাঠায় রাবণ তাহাকে রাগিয়া খাইয়া ফেলে।]

কান নাক বিনু ভগিনি নিহারী।
ছমা কীন্হ তুম্হ ধর্ম বিচারী॥
ধর্মসীলতা তব জগ জাগী।
পাবা দরস হমহুঁ বড়ভাগী।

তোমার ভগ্নীর নাক কান কাটা দেখিয়া ধর্মবিচার করিয়াই তো ক্ষমা করিয়াছ। তোমার ধার্মিকতার কথা জগৎ জানে। তোমার দর্শন পাইয়াছি, ইহা আমার বড় ভাগ্য।

জনি জল্পসি জড় জন্তু কপি সঠ বিলোকু মম বাহু।
লোকপাল বল বিপুল সসি গ্রসন হেতু সব রাহু॥

রাবণ বলিল,—বানর, তুমি ত নির্বোধ জন্তু, বক্‌বক্ করিও না। মূর্খ, আমার বাহু দেখ। এই বাহু ইন্দ্রের বলস্বরূপ চাঁদকে গ্রাস করার জন্য রাহুর মত।

পুনি নভসর মম করনিকর কমলন্হি পর করি বাস।
সোভত ভয়উ মরাল ইব সম্ভুসহিত কৈলাস॥

আকাশরূপ সরোবরে আমার হাতরূপ কমলের উপর কৈলাস পর্বত সহিত, শম্ভু হাঁসের মত শোভা পাইয়াছিলেন। (অর্থাৎ আমি অনায়াসে কৈলাস পর্বত সহ মহাদেবকে হাতের উপর রাখিয়াছিলাম।)

৩৩—৩৮॥ **তুম্হরে কটক মাঝ সুনু অঙ্গদ।**
মো সন ভিরিহি কবন জোধা বদ॥
তব প্রভু নারিবিরহ বলহীনা।
অনুজ তাসু দুখ দুখী মলীনা॥

হে অঙ্গদ, শোন। তোমার সৈন্যদের মধ্যে কোন যোদ্ধা আমার সহিত যুদ্ধি করিবে বল। তোমার প্রভু নারীবিরহে দুর্বল, তাহার ছোট ভাইও ত দুঃখে দুঃখিত ও মলিন হইয়া আছে।

তুম্হ সুগ্রীব কূলদ্রুম দোউ।
অনুজ হমার ভীরু অতি সোউ॥
জামবন্ত মন্ত্রী অতি বুঢ়া।
সো কি হোই অব সমর অরূঢ়া॥

তুমি ও সুগ্রীব তোমরা দুইজন নদীর পাড়ের গাছের মত (জল বাড়িয়া তীর ভাঙ্গিলেই ভাসিয়া যাইবে)। আমার ভাই বিভীষণ, সেও অতি ভীরু। আর মন্ত্রী জাম্বুবান অতিশয় বুড়া হইয়াছে, সে যুদ্ধ করিবে কি করিয়া?

সিল্পকর্ম জানহিঁ নল নীলা।
হৈ কপি এক মহাবল সীলা॥
আবা প্রথম নগর জেহি জারা।
সুনি হঁসি বোলেউ বালিকুমারা॥

নল নীল ত শুধু শিল্পকাজ জানে। তবে একজন মহাবলবান বানর আছে বটে, সে প্রথম আসিয়া নগর জ্বালাইয়াছিল। সে কথা শুনিয়া অঙ্গদ হাসিয়া বলিল—

সত্য বচন কহু নিসিচর নাহা।
সাঁচেহু কীন্হ পুরদাহা॥
রাবননগর অলপকপি দহঈ।
সুনি অস বচন সত্য কো কহঈ।

রাক্ষসরাজ, সত্য বল। সত্যই কি বানর পুর দগ্ধ করিয়া গিয়াছিল? একটা তুচ্ছ বানর রাবনের নগর পোড়াইয়া দিয়াছে, এ কথা শুনিয়া সত্য বলিয়া কে মানিবে?

জো অতি সুভট সরাহেহু রাবন।
সো সুগ্রীব কের লঘু ধাবন॥
চলঈ বহুত সো বীর ন হোঈ।
পঠবা খবরি লেন হম সোঈ॥

রাবণ, যাহাকে অতিশয় যোদ্ধা বলিয়া প্রশংসা করিতেছ, সে সুগ্রীবের একটি ছোট হরকরা। খুব দৌড়াইতে পারিলেই ত বীর হয় না। তাহাকে আমরা খবর লওয়ার জন্য পাঠাইয়াছিলাম।

অব জানা পুর দহেউ কপি বিনু প্রভুআয়সু পাই।
গয়উ ন ফিরি নিজ নাথ পহিঁ তেহি ভয় রহা লুকাই॥

বানর নগর জ্বালাইয়াছিল, এ কথা এখন জানিলাম, কিন্তু তাহাতে প্রভুর আজ্ঞা ছিল না। সেইজন্য সে প্রভুর নিকট ফিরিয়া না গিয়া তাঁহার ভয়ে লুকাইয়া আছে।

সত্য কহেহু দসকণ্ঠ সব মোহি ন সুনি কছু কোহ।
কোউ ন হমারে কটক অস তো সন লরত জো সোহ॥

রাবণ, তুমি সত্য বলিয়াছ, আর ইহা শুনিয়া আমার ক্রোধও কিছু হয় নাই। আমাদের সৈন্য মধ্যে এমন কেহই নাই, তোমার সহিত যুদ্ধ করা যাহার শোভা পায়।

প্রীতি বিরোধ সমান সন করিয় নীতি অসি আহি।
জোঁ মৃগপতি বধ মেডুকন্হি ভল কি কহই কোউ তাহি॥

সমানের সহিত মিত্রতা ও লড়াই করিবে, ইহাই নীতি। যদি সিংহ ভেক মারে, তবে তাহাকে কে ভাল বলিবে?

জদ্যপি লঘুতা রাম কহুঁ তোহি বধে বড় দোষ।
তদপি কঠিন দসকণ্ঠ সুনু ছত্রিজাতি কর রোষ॥

রাবণ, যদিও রামচন্দ্রের পক্ষে তোমাকে মারা খুব ছোট কাজ ও বড় দোষের বিষয়, তথাপি ক্ষত্রিয় জাতির রোষ বড় কঠিন, এ কথা জানিও।

বক্রউক্তি ধনু বচন সর হৃদয় দহেউ রিপু কীস।
প্রতিউত্তর সড়সিন্হ মনহুঁ কাঢ়ত ভট দসসীস॥

বাঁকা কথাই ছিল ধনুক, আর তাহার বাক্যগুলিই ছিল বাণ। অঙ্গদ উহা দিয়াই শত্রুর হৃদয় দগ্ধ করিয়াছিল। যোদ্ধা দশানন প্রত্যুত্তররূপী সাঁড়াশি দিয়া সেই বাণ টানিয়া তুলিতেছিল।

হঁসি বোলেউ দসমৌলি তব কপি কর বড় গুন এক।
জো প্রতিপালই তাসু হিত করই উপাই অনেক॥

তখন রাবণ হাসিয়া বলিল—বানরের বড় একটা গুণ এই যে, যে উহাদিগকে প্রতিপালন করে, তাহাদের অনেক উপায়ে হিত করে।

৩৯॥ **ধন্য কীস জো নিজ প্রভু কাজা।**
জহঁ তহঁ নাচই পরিহরি লাজা॥
নাচি কূদি করি লোগ রিঝাঈ।
পতিহিত করই ধর্ম নিপুনাঈ॥

সেই বানর ধন্য, যে নিজের প্রভুর কাজের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া যেখানে সেখানে নাচে। নাচিয়া কুদিয়া লোককে আমোদ দিয়া প্রভুর হিতের জন্য সুন্দর ধর্ম পালন করে।

অঙ্গদ স্বামিভক্ত তব জাতী।
প্রভুগুন কস ন কহসি এহি ভাঁতী॥
মৈঁ গুনগাহক পরম সুজানা।
তব কটু রটনি করউঁ নহি কানা॥

অঙ্গদ, তোমাদের বানরজাতি প্রভুভক্ত। সুতরাং তুমি প্রভুর গুণ এমন করিয়া কেনই বা না বলিবে। আমি বিজ্ঞ গুণগ্রাহী, তোমার কটুবাক্য কানে তুলিলাম না।

কহ কপি তব গুনগাহকতাঈ।
সত্য পবনসুত মোহি সুনাঈ॥
বন বিধংসি সুত বধি পুর জারা।
তদপি ন তেহি কছু কৃত অপকারা॥

অঙ্গদ বলিল—তোমার গুণগ্রাহকতা সত্যই বটে, হনুমান সে কথা আমাকে শুনাইয়াছে। সে বন ধ্বংস করিয়া পুত্রকে মারিয়া ফেলিয়া নগর জ্বালাইয়া দেয়, তবুও তুমি তাহার কোনও অপকার কর নাই।

সোই বিচারি তব প্রকৃতি সুহাঈ।
দসকন্ধর মৈঁ কীন্হি ঢিঠাঈ॥
দেখেউঁ আই জো কছু কপি ভাষা।
তুম্হরে লাজ ন রোষ ন মাষা॥

সেইজন্যই তোমার সুন্দর স্বভাবের কথা জানিয়া আমি এখানে আমার ধৃষ্টতা করিয়াছি। আসিয়া দেখিলাম, হনুমান যাহা কিছু বলিয়াছিল তাহা ঠিক, তোমার লজ্জা বা ক্রোধ বা অহঙ্কার নাই।

জৌঁ অসি মতি পিতু খায়হু কীসা।
কহি অস বচন হঁসা দসসীসা॥
পিতহি খাই খাতেউঁ পুনি তোহী।
অবহীঁ সমুঝি পরা কছু মোহীঁ॥

বানর, এইপ্রকার বুদ্ধি বলিয়াই তোমার পিতাকে খাইয়াছ। এই কথা বলিয়া দশানন হাসিতে লাগিল।

অঙ্গদ বলিল—পিতাকে খাইয়া তার পর তোমাকে খাইতাম, কিন্তু এখন একটা কথা ভাবিয়া দেখিলাম।

বালি বিমল জস ভাজন জানী।
হতউঁ ন তোহি অধম অভিমানী॥
কহু রাবন জগ কেতে।
মৈঁ নিজ শ্রবন সুনে সুনু জেতে॥

ওরে নীচ অহঙ্কারী, তুমি বালীর নির্মল যশের পাত্র বলিয়া তোমাকে হত্যা করি নাই। অঙ্গদ বলিল—রাবণ, বল ত জগতে কতটা রাবণ আছে। আমি নিজকানে যে কয়টার কথা শুনিয়াছি, তাহাদের কথা বলিতেছি, শোন।

বলিহি জিতন এক গয়উ পতালা।
রাখা বাঁধি সিসুন্হ হয়সালা॥
খেলহিঁ বালক মারহিঁ জাঈ।
দয়া লাগি বলি দীন্হ ছোড়াঈ॥

এক রাবণ বলিকে জয় করার জন্য পাতালে গিয়াছিল। সেখানে ছেলেপুলেরা তাহাকে ঘোড়াশালায় বাঁধিয়া রাখে। বালকেরা তাহাকে লইয়া খেলা করে ও মারে। তখন বলি গিয়া দয়া করিয়া ছাড়াইয়া দেয়।

এক বহোরি সহসভুজ দেখা।
ধাই ধরা জিমি জন্তুবিসেখা॥
কৌতুক লাগি ভবন লেই আবা।
সো পুলস্তি মুনি জাই ছোড়াবা॥

আবার আর একজনকে সহস্রবাহু দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া কোনও বিশেষ জন্তু বলিয়া ধরে এবং তামাসার জন্য বাড়ীতে লইয়া আসে। পুলস্ত্য মুনি গিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দেন।

এক কহত মোহি সকুচ অতি রহা বালি কী কাঁখ।
তিন্হ মহু রাবন তৈঁ কবন সত্য বদহি তজি মাখ॥

আর এক রাবণের কথা বলিতে আমার বড় সঙ্কোচ হয়। সে বালীর বগলদাবা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কোন্ রাবণ তুমি, তাহা অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আমাকে সত্য করিয়া বল।

৪০॥ **সুনু সঠ সোই রাবন বলসীলা।**
হরগিরি জান জাসু ভুজলীলা॥
জান উমাপতি জাসু সুরাঈ।
পূজেউঁ জেহি সির সুমন চঢ়াঈ॥

রাবণ বলিল—মূর্খ, শোন। আমি সেই বলশালী রাবণ, যাহার হাতের লীলা কৈলাশ পর্বত জানে। যাহার পরাক্রম যে মহাদেবকে আমি আমার মাথাকে ফুল করিয়া পূজা করিয়াছি সেই মহাদেব জানেন।

সিরসরোজ নিজ করন্হি উতারী।
অমিতবার পূজেউঁ ত্রিপুরারী॥

ভুজবিক্রম জানহিঁ দিগপালা।
সঠ অজহুঁ জিন্হ কে উর সালা॥

আমার মাথাকে পদ্মফুলের মত নিজ হাতে কাটিয়া অসংখ্যবার শঙ্করের পূজা করিয়াছি। দিকপালেরা আমার বাহুর বিক্রম জানে। মূর্খ, জানিও আজও তাহাদের হৃদয়ে শূল রহিয়াছে।

জানহিঁ দিগ্‌গজ উর কঠিনাঈ।
জব জব ভিরেউঁ জাই বরিআঈ॥
জিন্হ কে দসন করাল ন ফুটে।
উর লাগত মূলক ইব টূটে॥

আমার বুক কত শক্ত দিগ্‌গজেরা তাহা জানে। যখনই আমি জোর করিয়া তাহাদের সহিত লড়িয়াছি, তখনই তাহাদের করাল তীক্ষ্ণ দাঁত আমার বুকে লাগিয়া মূলার মত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

জাসু চলত ডোলত ইমি ধরনী।
চঢ়ত মত্তগজ জিমি লঘুতরনী॥
সোই রাবন জগবিদিত প্রতাপী।
সুনেহি ন শ্রবন অলীকপ্রলাপী॥

আমি সেই জগৎবিখ্যাত প্রতাপশালী রাবণ, যে চলিলে মত্তগজ ছোট নৌকায় চড়িলে যেমন দোলে, পৃথিবী তেমনি দুলিতে থাকে। তুমি কি এ কথা শোন নাই? মিথ্যা প্রলাপ বকিতেছ।

তেহি রাবন কহঁ লঘু কহসি নর কর করসি বখান।
রে কপি বর্বর খর্ব খল অব জানা তব জ্ঞান॥

সেই রাবণকে বলিতেছ ছোট, আর মানুষের সুখ্যাতি করিতেছ। ওরে মূর্খ, ক্ষুদ্র দুষ্ট বর্বর কপি, এখন তোমার জ্ঞান কত তাহা জানিলাম।

৪১॥ **সুনি অঙ্গদ সকোপ কহ বানী।**
বোলু সঁভারি অধম অভিমানী॥
সহস বাহু ভুজ গহন অপারা।
দহন অনলসম জাসু কুঠারা॥

অঙ্গদ এ কথা শুনিয়া রাগিয়া বলিল—নীচ অহঙ্কারী, সামলাইয়া কথা বলিও। সহস্রবাহুর মত অপার বন যাহার কুঠার আগুনের মত পোড়াইয়া দিয়াছে,

জাসু পরসু সাগর খর ধারা।
বুড়ে নৃপ অগনিত বহু বারা॥
তাসু গর্ব জেহি দেখত ভাগা।
সো নর কোঁ দসসীস অভাগা॥

ওরে হতভাগা রাবণ, যাহার কুঠাররূপ সাগরের খরস্রোতে রাজারা অসংখ্যবার ডুবিয়াছে, সেই পরশুরামের গর্ব যাহাকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া গেল, সে কেমন করিয়া মানুষ হইল? বল।

রাম মনুজ কস রে সঠ বঙ্গা।
ধন্বী কামু নদী পুনি গঙ্গা॥
পসু সুরধেনু কলপতরু রূখা।
অন্ন দান অরু রস পীযূষা॥

ওরে চরিত্রহীন মূর্খ, রাম মানুষ কেমন করিয়া হইল? কামদেব কি সাধারণ ধনুকধারী, গঙ্গা কি সাধারণ নদী? কামধেনু কি সাধারণ পশু, কল্পতরু কি সাধারণ গাছ? অন্নদান কি সাধারণ দান, অমৃত কি সাধারণ রস?

বৈনতেয় খগ অহি সহসানন।
চিন্তামনি পুনি উপল দসানন॥
সুনু মতিমন্দ লোক বৈকুণ্ঠা।
লাভু কি রঘুপতি ভগতি অকুণ্ঠা॥

রাবণ, গরুড় কি সাধারণ পক্ষী, সহস্র নাগ কি সাপমাত্র? চিন্তামণি কি সাধারণ পাথর? নির্বোধ শোন। বৈকুণ্ঠ কি সাধারণ লোক, রামভক্তি লাভ কি সাধারণ লাভ?

সেনসহিত তব মান মথি বন উজারি পুর জারি।
কস রে সঠ হনুমান কপি গয়উ জো তব সুত মারি॥

ওরে মূর্খ, যে হনুমান সৈন্যসহ তোমার মান নাশ করিয়া, বন উজাড় করিয়া নগর জ্বালাইয়া তোমার পুত্রকে মারিয়া গেল, সে সাধারণ বানর কি করিয়া হয়?

৪২॥ **সুনু রাবন পরিহরি চতুরাঈ।**
ভজসি ন কৃপাসিন্ধু রঘুরাঈ॥
জৌ খল ভয়েসি রাম কর দ্রোহী।
ব্রহ্ম রুদ্র সক রাখি ন তোহী॥

হে রাবণ, চালাকি ত্যাগ করিয়া কৃপাসিন্ধু রামকে কেন ভজনা করিতেছ না? হে মূর্খ, যদি রামের বিরুদ্ধে যাও তবে বিধাতা ও মহাদেবও তোমাকে রাখিতে পারিবে না।

মূঢ় বৃথা জনি মারসি গালা।
রামবৈর হোইহি অস হালা॥
তব সিরনিকর কপিন্হ কে আগে।
পরিহহিঁ ধরনি রামসর লাগে॥

মূর্খ, মিথ্যা বড়াই করিও না। রামের সহিত শত্রুতা করিতে গিয়া এমন অবস্থা হইবে যে, তোমার মাথাগুলি রামের বাণে কাটা গিয়া বানরদের সম্মুখেই মাটিতে পড়িবে।

তে তব সির কন্দুক ইব নানা।
খেলিহহিঁ ভালু কীস চৌগানা॥
জবহিঁ সমর কোপিহিঁ রঘুনায়ক।
ছুটিহহিঁ অতি করাল বহু সায়ক॥

চৌগানা—ডাণ্ডাগুলি খেলা। ভালুক ও বানরেরা তোমার মাথা লইয়া ডাণ্ডাগুলি খেলিবে। যখন রঘুনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবেন, তখন অতি ভয়ঙ্কর অনেক বাণ ছুটিবে।

তব কি চলিহি অস গাল তুম্হারা।
অস বিচারি ভজ রাম উদারা॥
সুনত বচন রাবনু পরজরা।
জরত মহানল জনু ঘৃত পরা॥

তখন কি তোমার এই প্রকার বড়াই করা চলিবে? ইহা বিচার করিয়া উদার রামের ভজনা কর। কথা শুনিয়া রাবণ বড়ই জ্বলিয়া উঠিল, যেন বিশাল জ্বলন্ত আগুনের উপর ঘৃত পড়িল।

কুম্ভকরন অস বন্ধু মম সুত প্রসিদ্ধ সক্রারি।
মোর পরাক্রম নহিঁ সুনেহি জিতেউঁ চরাচর ঝারি॥

রাবণ বলিল—আমার কুম্ভকর্ণের মত ভাই ও প্রসিদ্ধ ইন্দ্রজিৎ আমার পুত্র। আমার বলের কথা কি শোন নাই? আমি সকল চরাচর জয় করিয়াছি।

৪৩॥ সঠ সাখামৃগ জোরি সহাঈ।
বাঁধা সিন্ধু ইহই প্রভুতাঈ॥
নাঘহিঁ খগ অনেক বারীসা।
সূর ন হোহিঁ তে সুনু জড় কীসা॥

মূর্খ, কতকগুলি বানর একত্র করিয়া সমুদ্র বাঁধিয়াছে, এই না বীরত্ব? ওরে নির্বোধ বানর, শোন। অনেক পাখীও ত সমুদ্র পার হয়, তাহা বলিয়াই তাহারা বীর নয়।

মম ভুজ সাগর বল জল পূরা।
জহঁ বুড়ে বহু সুর নর সূরা॥
বীস পয়োধি অগাধ অপারা।
কো অস বীর জো পাইহি পারা॥

আমার বাহুরূপী সমুদ্রে বলরূপ জল পরিপূর্ণ রহিয়াছে। উহাতে অনেক দেবতা, মানুষ ও বহু বীর ডুবিয়াছে। আমার কুড়িটা হাতরূপ যে অগাধ অপার সমুদ্র রহিয়াছে। এমন বীর কে আছে যে তাহা পার পাইবে?

দিগপালন্হ মৈঁ নীর ভরাবা।
ভূপ সুজস খল মোহি সুনাবা॥
জৌঁ পৈ সমর সুভট তব নাথা।
পুনি পুনি কহসি জাসু গুনগাথা॥

মূর্খ, ইন্দ্রাদি দশ দিকপাল দ্বারা আমি জল ভরাইয়াছি, আমাকে তুমি এই রাজপুত্রের যশের কথা শুনাইতে বসিয়াছ। তোমার যে প্রভুর কথা বার বার বলিতেছ, সে যদি যোদ্ধাই হয়,

তৌ বসীঠ পঠবত কেহি কাজা।
রিপু সন প্রীতি করত নহিঁ লাজা॥
হরগিরি মথন নিরখু মম বাহূ।
পুনি সঠ কপি নিজ প্রভুহি সরাহূ॥

তবে আর দূত পাঠাইবার দরকার কি? শত্রুর সহিত বন্ধুত্ব করিতে লজ্জা হয় না? ওরে মূর্খ বানর, আমার যে হাত কৈলাস পর্বত মন্থন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া পরে নিজের প্রভুর প্রশংসা করিও।

সূর কবন রাবন সরিস স্বকর কাটি জেহি সীস।
হুনে অনল মহুঁ বার বহু হরষি সাখি গৌরীস॥

রাবণের মত বীর কে আছে, যে নিজ হাতে মাথা কাটিয়া আগুনে বহুবার সানন্দে আহুতি দিয়াছে? গৌরীশ তাহার সাক্ষী রহিয়াছেন।

৪৪। জরত বিলোকেউঁ জবহিঁ কপালা।
বিধি কে লিখে অঙ্ক নিজ তালা।
নর কে কর আপন বধ বাঁচী।
হঁসেউঁ জানি বিধিগিরা অসাঁচী॥

যখন আমার মুণ্ড জ্বলিতেছিল, তখন আমার কপালের দাগে বিধাতার লেখা দেখিয়াছিলাম। মানুষের হাতে মৃত্যু, এই কথা পড়িয়া, এই বলিয়া হাসিয়াছি যে, বিধাতার কথা মিথ্যা।

সোউ মন সমুঝি ত্রাস নহিঁ মোরে।
লিখা বিরঞ্চি জরঠমতি ভোরে॥
আন বীরবল সঠ মম আগে।
পুনি পুনি কহসি লাজ পরিত্যাগে।

সে কথা বুঝিয়াও আমার মনে ভয় হয় নাই, কেননা বিধাতা বুড়া হইয়া বুদ্ধির ভুলেই ঐরূপ লিখিয়াছেন। মূর্খ, তুমি যে নির্লজ্জের মত বার বার বলিতেছ, কিন্তু আমার কাছে আর অন্য বীর কে আছে?

কহ অঙ্গদ সলজ্জ জগ মাহীঁ।
রাবন তোহি সমান কোউ নাহীঁ॥
লাজবন্ত তব সহজ সুভাউ।
নিজ মুখ নিজ গুন কহসি ন কাউ॥

অঙ্গদ বলিল—রাবণ, জগতে তোমার মত লজ্জাশীল কেহ নাই। লজ্জাশীলতাই তোমার স্বভাব। সেইজন্য নিজের গুণের কথা নিজ মুখে কাহাকেও বল না।

সির অরু সৈল কথা চিত রহী।
তা তেঁ বার বীস তৈঁ কহী॥
সো ভুজবল রাখেহু উর ঘালী।
জীতেহু সহসবাহু বলি বালী॥

মাথাকাটার কথা ও কৈলাস পর্বত তোলার কথা, তোমার মনে লাগিয়াই রহিয়াছে। সেই জন্য বার বিশেক উহা বলিলে। কিন্তু বাহুর, যে বলে তুমি সহস্রবাহু, বলি ও বালিকে জয় করিয়াছ, তাহা মনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছ।

সুনু মতিমন্দ দেহি অব পূরা।
কাটে সীস কি হোইঅ সূরা॥

বাজীগর কহুঁ কহিয় ন বীরা।
কাটই নিজ কর সকলসরীরা॥

নির্বোধ, শোন। এখন উত্তর দাও। মাথা কাটিলে বীর হয় না। বাজীকর ত নিজের হাতে সকল শরীর কাটে, কিন্তু তাহাকে বীর বলে না।

জরহিঁ পতঙ্গ বিমোহবস ভার বহহিঁ খরবৃন্দ।
তে নহিঁ সূর কহাবহিঁ সমুঝি দেখু মতিমন্দ॥

মোহবশে পতঙ্গ আগুনে পুড়িয়া মরে, আর গাধাও ভার বয়। তাহাদিগকে শূর বলে না, ওরে নির্বোধ, এ কথা ভাবিয়া দেখ।

৪৫॥ **অব জনি বত বঢ়াব খল করহী।**
সুনু মম বচন মান পরিহরহী॥
দসমুখ মৈঁ ন বসীঠী আয়উঁ।
অস বিচারি রঘুবীর পঠায়েউ॥

দুষ্ট, এখন আর কথা বাড়াইও না, মান ত্যাগ করিয়া আমার কথা শোন। রাবণ, আমি দূত হইয়া আসি নাই। আমাকে রঘুপতি এই ভাবিয়া পাঠাইয়াছেন,

বার বার অসি কহই কৃপালা।
নহিঁ গজারি জস বধে সৃগালা॥
মন মহুঁ সমুঝি বচন প্রভু কেরে।
সহেউঁ কঠোরবচন সঠ তেরে॥

কৃপাল রঘুনাথ বারবার এই কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, শৃগাল মারিলে সিংহের যশ নাই। প্রভুর কথা মনে রাখিয়া তোমার কঠোর বাক্য সহ্য করিতেছি।

নাহিঁ ত করি মুখভঞ্জন তোরা।
লেই জাতেউঁ সীতহিঁ বর জোরা॥
জানেউঁ তব বল অধম সুরারী।
সূনে হরি আনেসি পরনারী॥

নতুবা তোমার মুখ ভাঙ্গিয়া দিয়া, সীতাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতাম। নীচ রাক্ষস, তোমার বলের পরিচয় জানি। একলা পাইয়া পরস্ত্রী চুরি করিয়া আনিয়াছ।

তৈঁ নিসিচর পতি গর্ববহুতা।
মৈঁ রঘুপতি সেবক কর দূতা॥
জৌঁ ন রাম অপমানহিঁ ডরউঁ।
তোহি দেখত অস কৌতুক করউঁ॥

তোমার বড় বেশী গর্ব, তুমি রাক্ষসরাজ, আর আমি রঘুনাথের সেবকের দূত। কিন্তু যদি রামের অপমান করা হইবে বলিয়া ভয় না থাকিত, তবে তোমার সম্মুখেই এইপ্রকার কৌতুক করিতাম—

তোহিঁ পটকি মহি সেন হতি চৌপট করি তব গাউঁ।
মন্দোদরী সমেত সঠ জনকসুতহি লেই জাউঁ॥

হে মূর্খ, তোমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, সেনা মারিয়া, তোমার নগর ধ্বংস করিয়া, মন্দোদরী সমেত সীতাকে লইয়া যাইতাম।

৪৬–৪৭॥ **জৌঁ অস করউঁ তদপি ন বড়াঈ।**
মুয়েহি বধে কছু নহিঁ মনুসাঈ॥
কৌল কামবস কৃপিন বিমূঢ়া।
অতি দরিদ্র অজসী অতি বুঢ়া।

যদি তাহা করিতাম তাহা হইলেও বেশী কিছু করা হইত না, কেননা যে মরিয়া আছে তাহাকে মারিয়া কোন বাহাদুরি নাই। মদমত্ত, কামী, কৃপণ, মূঢ়, অতি দরিদ্র, যশহীন, অতি বৃদ্ধ,

সদা রোগবস সন্তত ক্রোধী।
বিষ্ণুবিমুখ শ্রুতি সন্ত বিরোধী॥
তনুপোষক নিন্দক অঘখানী।
জীবত সবসম চৌদহ প্রানী॥

চিররুগ্ন, সর্বদা ক্রোধী, রামবিমুখ, বেদ ও সাধুর শত্রু, কেবলমাত্র নিজের শরীর পোষণকারী, নিন্দুক ও পাপাশয়, এই চৌদ্দজন বাঁচিয়াও মৃতের মত।

অস বিচারি খল বধউঁ ন তোহী।
অব জনি রিস উপজাবসি মোহী॥
সুনি সকোপ কহ নিসিচর নাথা।
অধর দসন দসি মীঁজত হাথা॥

খল, ইহা বিচার করিয়া তোমাকে মারিব না, আমাকে আর এখন রাগাইও না। কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাগিয়া ঠোঁট দাঁতে চাপিয়া হাত কচলাইয়া বলিল—

রে কপি অধম মরন অব চহসী।
ছোটে বদন বাত বড়ি কহসী॥
কটু জল্পসি জড় কপি বল জা কে।
বল প্রতাপ বুধি তেজ ন তা কে॥

ওরে দুষ্ট বানর, এখন মৃত্যু চাহিতেছ, ছোট মুখে বড় কথা বলিতেছ। নির্বোধ বানর, যাহার বলে কটু কথা বলিতেছ, তাহার বল প্রতাপ বুদ্ধি ও তেজ কিছুই নাই।

অগুন অমান বিচারি তেহি দীন্হ পিতা বনবাস।
সো দুখ অরু যুবতীবিরহ পুনি অনুদিন মম ত্রাস॥

তাহাকে গুণহীন ও মানহীন বলিয়া পিতা বনবাস দিয়াছে। সেই দুঃখ ও স্ত্রীর বিরহ তো আছেই, তার উপর আবার দিন রাত আমার ভয় আছে।

জিন্হ কে বল কর গর্ব তোহি ঐসে মনুজ অনেক।
খাহিঁ নিসাচর দিবসনিসি মূঢ় সমুঝু তজি টেক॥

মূর্খ, জেদ ছাড়িয়া বুঝিয়া দেখ, যাহার বলে তুমি গর্ব করিতেছ, সেরূপ অনেক মানুষ রাক্ষসেরা দিনরাত খাইয়া থাকে।

৪৮—৪৯॥ **জব তেহি কীন্হ রাম কই নিন্দা।**
ক্রোধবন্ত অতি ভয়উ কপিন্দা॥
হরি হর নিন্দা সুনই জো কানা।
হোই পাপ গোঘাত সমানা॥

যখন রাবণ রামের নিন্দা করিল, তখন অঙ্গদ রাগিয়া গেল। যে হরি ও হরের নিন্দা কানে শোনে, তাহার গোবধের পাপ হয়।

কটকটান কপিকুঞ্জর ভারী।
দুহুঁ ভুজদণ্ড তমকি মহি মারী॥
ডোলত ধরনি সভাসদ খসে।
চলে ভাগি ভয় মারুত গ্রসে॥

তখন কপিশ্রেষ্ঠ কটকট শব্দ করিয়া দুই হাত দিয়া মাটিতে আঘাত করিল। তাহাতে পৃথিবী দুলিয়া উঠিল, সভাসদগণ পড়িয়া গেল। ভয়ের বাতাস বহিল, তাহারা দৌড়িয়া পালাইল।

গিরত সংভারি উঠা দসকন্ধর।
ভূতল পরে মুকুট অতিসুন্দর॥
কছু তেহি লেই নিজ সিরন্হি সঁবারে।
কছু অঙ্গদ প্রভুপাস পবারে॥

রাবণ পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া উঠিল, তাহার অতি সুন্দর মুকুটগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল। রাবণ গোটাকতক লইয়া নিজের মাথায় পরিল, অঙ্গদ ঢিলের মত কয়েকটা প্রভুর নিকট ছুঁড়িয়া দিল।

আবত মুকুট দেখি কপি ভাগে।
দিনহীঁ লূক পরন বিধি লাগে॥
কী রাবন করি কোপু চলায়ে।
কুলিস চারি আবত অতিধায়ে॥

মুকুট আসিতে দেখিয়া কপিরা পালাইল। তাহারা বলিতে লাগিল—হায় বিধাতা, দিনের বেলাতেই কি উল্কা পড়িতেছে? অথবা রাবণ কি রাগ করিয়া চারিটা বজ্র ছুঁড়িয়া মারিয়াছে এবং তাহা অতি বেগে আসিতেছে?

প্রভু কহ হঁসি জনি হৃদয় ডেরাহূ।
লূক ন অসনি কেতু নহিঁ রাহূ॥
এ কিরীট দসকন্ধর কেরে।
আবত বালিতনয় কে প্রেরে॥

প্রভু হাসিয়া বলিলেন—ভয় পাইও না। উহা উল্কাও নয় বজ্রও নয়, কেতুও নয় রাহুও নয়। উহা দশাননের মুকুট। অঙ্গদ উহা ছুঁড়িয়া দিয়াছে বলিয়া আসিতেছে।

তরকি পবনসুত কর গহে আনি ধরে প্রভুপাস।
কৌতুক দেখহিঁ ভালু কপি দিনকর সরিস প্রকাস॥

হনুমান লাফাইয়া উহা ধরিয়া প্রভুর নিকট লইয়া আসিল। উহার সূর্যের মত প্রভা। ভালুক ও কপিরা কৌতুকের সহিত দেখিতে লাগিল।

উহাঁ সকোপ দসানন সব সন কহত রিসাই।
ধরহু কপিহি ধরি মারহু সুনি অঙ্গদ মুসুকাই॥

ওদিকে রাবণ রাগ করিয়া সকলকে বলিল—বানরকে ধর, ধরিয়া মার। কথা শুনিয়া অঙ্গদ হাসিতে লাগিল।

৫০—৫১॥ **এহি বিধি বেগি সুভট সব ধাবহু।**
খাহু ভালু কপি জহঁ তহঁ পাবহু॥
মরকটহীন করহু মহি জাঈ।
জিঅত ধরহু তাপস দোউ ভাঈ॥

যোদ্ধাগণ, এমনি দৌড়াও, যে যেখানে পাও ভালুক বানর ধরিয়া খাইয়া ফেল। পৃথিবী বানরশূন্য কর, আর তপস্বী দুই ভাইকে জীবন্ত ধরিয়া আন।

পুনি সকোপ বোলেউ জুবরাজা।
গাল বজাবত তোহি ন লাজা॥
মরু গর কাটি নিলজ কুলঘাতী।
বল বিলোকি বিহরতি নহিঁ ছাতী॥

তখন অঙ্গদ রাগিয়া আবার বলিল—বড় বড় কথা বলিতে তোমার লজ্জা হয় না? কুলঘাতক, যদি পার ত নিজের গলা কাটিয়া মর। আমার শক্তি দেখিয়া তোমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে না?

রে ত্রিয়চোর কুমারগ গামী।
খল মলরাসি মন্দমতি কামী॥
সন্নিপাত্তি জল্পসি দুর্বাদা।
ভয়েসি কালবস খল মনুজাদা॥

ওরে বিপথগামী, স্ত্রীচোর, খল, মলিনতাপুঞ্জ, দুর্বুদ্ধি, কামাতুর, তুমি সন্নিপাত জ্বরের প্রলাপ বকিতেছ। দুষ্ট নরখাদক, তুমি মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছ।

যাকো ফলু পাবহুগে আগে।
বানর ভালু চপেটন্হি লাগে॥
রামু মনুজ বোলত অসি বানী।
গিরহিঁ ন তব রসনা অভিমানী॥
গিরিহহিঁ রসনা সংসয় নাহীঁ।
সিরন্হি সমেত সমরমহি মাহীঁ॥

পরে যখন ভালুক ও বানরেরা চাপড় মারিতে থাকিবে, তখন ইহার ফল পাইবে। রাম মানুষ, এই কথা বলিতেছ। অহঙ্কারী রাবণ, ইহাতে তোমার জিহ্বা খসিয়া পড়িতেছে না? তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, যুদ্ধক্ষেত্রে মাথা সমেত জিহ্বা খসিয়া পড়িবে।

সোঃ—
সো নর ক্যোঁ দসকন্ধ বালি বধেউ জেহি এক সর।
বীসহু লোচন অন্ধ ধিগ তব জনম কুজাতি জড়॥

রাবণ, যে এক বাণে বালীকে মারে, সে কেমন মানুষ ! বিশটা চোখ থাকিতেও আজ তুমি অন্ধ। মূর্খ কুজাতি, তোমার জন্মে ধিক।

তব শোণিত কী প্যাস তৃষিত রাম সায়ক নিকর।
তজউঁ তোহি তেহি ত্রাস কটুজল্পক নিসিচর অধম।

তোমার রক্তের জন্য রামের বাণগুলি তৃষিত হইয়া আছে। সেই আশায় তোমাকে ত্যাগ করিলাম, অধম রাক্ষস, তুমি কটু কথা বলিতেছ।

৫২—৫৩। **মৈঁ তব দসন তোড়িবে লায়ক।**
আয়সু মোহি ন দীন্হ রঘুনায়ক॥
অস রিসি হোতি দসউ মুখ তোরউঁ।
লঙ্কা গহি সমুদ্র মহঁ বোরউঁ॥

আমিই তোমার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিতে পারি, কিন্তু রঘুনাথ সে আজ্ঞা দেন নাই। এত রাগ হইতেছে যে, ইচ্ছা করিতেছে তোমার দশটা মুখই থেঁতো করি এবং লঙ্কা ধরিয়া সমুদ্রের মধ্যে ডুবাইয়া দিই।

গুলর ফল সমান তব লঙ্কা।
বসহু মধ্য তুম্হ জন্তু অসঙ্কা॥
মৈঁ বানর ফল খাত ন বারা।
আয়সু দীন্হ ন রাম উদারা॥

দুষ্ট, তোমার লঙ্কা ডুমুর ফলের মত, উহার মধ্যে নির্ভীক কীটের মত তুমি বাস করিতেছ। আমি বানর; আমার ফল খাইতে বাধা নাই, কেবল উদার রাম আজ্ঞা দেন নাই।

জুগুতি সুনত রাবন মুসুকাঈ।
মূঢ় সীখি কহঁ বহুত ঝুঠাঈ॥
বালি ন কবহু গাল অস মারা।
মিলি তপসিন্হ তৈঁ ভয়সি লবারা॥

কথা শুনিয়া রাবণের হাসি পাইল। সে বলিল—মূর্খ, এত মিথ্যা কথা কোথা হইতে শিখিয়াছ? বালী কোনকালেও ত এত বড়াই করিত না। তুমি তপস্বীদের সহিত যোগ দিয়াই মিথ্যাবাদী হইয়াছ।

সাঁচেহু মৈঁ লবার ভুজবীহা।
জৌঁ ন উপারউঁ তব দস জীহা॥
রামপ্রতাপ সমুঝি কপি কোপা।
সভা মাঝ পন করি পদ রোপা॥

অঙ্গদ বলিল—বিশবাহু রাবণ, আমি সত্যই মিথ্যাবাদী হইব, যদি তোমার দশটা জিহ্বা না উপড়াইয়া ফেলি। রামের প্রতাপ স্মরণ করিয়া, অঙ্গদ রাগ করিয়া সভামধ্যে পা রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল—

জৌঁ মম চরন সকসি সঠ টারী।
ফিরহিঁ রাম সীতা মৈঁ হারী॥
সুনহু সুভট সব কহ দসসীসা।
পদ গহি ধরনি পছারহু কীসা॥

মূর্খ, যদি আমার পা নাড়াইতে পার, তবে রাম ফিরিয়া যাইবেন, আমিও সীতাকে হারিব। রাবণ বলিল—যোদ্ধারা, শোন। পা ধরিয়া বানরটাকে মাটিতে ফেলিয়া দাও।

ইন্দ্রজীত আদিক বলবানা।
হরষি উঠে জহঁ তহঁ ভট নানা॥
ঝপটহিঁ করি বল বিপুল উপাঈ।
পদ ন টরই বৈঠহিঁ সিরু নাঈ॥

ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি চারিদিকে অনেক বলবান যোদ্ধা আনন্দিত হইয়া উঠিল। তাহারা বিপুল বল দিয়া যুঝিতে লাগিল এবং পা নড়াইতে না পারিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিতে লাগিল।

পুনি উঠি ঝপটহিঁ সুরআরাতী।
টরই ন কীসচরন এহি ভাঁতী॥
পুরুষ কুজোগী জিমি উরগারী।
মোহবিটপ নহিঁ সকহিঁ উপারী।

উরগারী—গরুড়॥ ভুষণ্ডী বলিল—হে গরুড়, রাক্ষসেরা আবার উঠিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, কিন্তু দুষ্টকার্যে রত লোক যেমন (তাহার হৃদয় হইতে) মোহরূপ গাছ উপড়াইয়া ফেলিতে পারে না, তেমনি তাহারাও অঙ্গদের পা টলাইতে পারিল না।

কোটিন্হ মেঘনাদ সম সুভট উঠে হরষাই।
ঝপটহি টরৈ ন কপিচরন পুনি বৈঠহি সির নাই॥

মেঘনাদের মত কোটি বীর সানন্দে উঠিয়া টানাটানি করিয়া বানরের পা সরাইতে না পারিয়া মাথা হেঁট করিয়া আবার গিয়া বসিয়া পড়িল।

ভূমি ন ছাড়ত কপিচরন দেখত রিপুমদ ভাগ।
কোটিবিঘ্ন তেঁ সন্ত কর মন জিমি নীতি ন ত্যাগ॥

কোটি বাধার মধ্যেও যেমন সাধু কখনও নীতি ছাড়েন না, তেমনি অঙ্গদের পা মাটি ছাড়িতেছিল না। ইহা দেখিয়া শত্রুদের অহঙ্কার পালাইল।

৫৪—৫৫॥ **কপিবল দেখি সকল হিয় হারে।**
উঠা আপু জুবরাজু প্রচারে॥
গহত চরন কহ বালিকুমারা।
মম পদ গহে ন তোর উবারা॥

অঙ্গদের বল দেখিয়া সকলে মনে মনে হারিয়া গেল। অঙ্গদের রটনায় উত্তরে রাবণ নিজেই উঠিল। পা ধরিতে যাইতেই বালীকুমার বলিল—আমার পা ধরিলেও তোমার উদ্ধার নাই।

গহসি ন রামচরন সঠ জাঈ।
সুনত ফিরা মন অতি সকুচাঈ॥

ভয়উ তেজহত শ্রী সব গঈ।
মধ্যদিবস জিমি সসি সোহঈ॥

মূর্খ, রামের পা ধর না কেন? এ কথা শুনিবামাত্র অতি সঙ্কুচিত মনে রাবণ ফিরিল। সে দুপুর বেলার চাঁদের মত তেজহীন শোভাহীন হইয়া পড়িল।

সিংহাসন বৈঠেউ সির নাঈ।
মানহুঁ সম্পতি সকল গবাঁঈ॥
জগদাতমা প্রানপতি রামা।
তাসু বিমুখ কিমি লহ বিশ্রামা॥

রাবণ মাথা নীচু করিয়া সিংহাসনে বসিল। মনে তাহার সকল সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। রাম জগতের আশ্রয় ও আশ্রিতের রক্ষক। তাঁহার প্রতি যে বিমুখ, সে কেমন করিয়া শান্তি পাইবে?

উমা রাম কী ভৃকুটি বিলাসা।
হোই বিস্ব পুনি পাবই নাসা॥
তৃন তেঁ কুলিস কুলিস তৃন করঈ।
তাসু দূতপন কহু কিমি টরঈ॥

শঙ্কর বলিলেন—উমা, রামের চোখের ইশারায় এই বিশ্ব সৃষ্ট হয়, আবার লয় পায়। যিনি তৃণ হইতে বজ্র ও বজ্র হইতে তৃণ করিতে পারেন, তাঁহার দূতের প্রতিজ্ঞা কি করিয়া টলিবে?

পুনি কপি কহী নীতি বিধি নানা।
মান ন তাহু কাল নিয়রানা॥
রিপুমদ মথি প্রভু সুজস সুনায়ো।
যহ কহি চলেউ বালি নৃপ জায়ো॥

তার পর অঙ্গদ নানা নীতির কথা কহিল। কিন্তু রাবণের মৃত্যু নিকট বলিয়া, সে তাহা শুনিল না। তখন রিপুর অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া বালীপুত্র অঙ্গদ রামের গুণগান করিয়া ও এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল—

হতউঁ ন খেত খেলাই খেলাঈ।
তোহি অবহিঁ কা করউঁ বড়াঈ॥
প্রথমহিঁ তাসু তনয় কপি মারা।
সো সুনি রাবন ভয়উ দুখারা।
জাতুধান অঙ্গদপন দেখী।
ভয় ব্যাকুল সব ভয়ে বিসেখী।

এখন আর মুখে কি বড়াই করিব? যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে খেলাইয়া খেলাইয়া মারিব। হনুমান প্রথমেই ত তোমার পুত্রকে মারিয়াছে। একথা শুনিয়া রাবণ দুঃখিত হইল। রাক্ষসেরা অঙ্গদের বল দেখিয়া মনে বড়ই ব্যাকুল হইল।

রিপুবল ধরষি হরষি কপি বালিতনয় বলপুঞ্জ।
পুলক সরীর নয়নজল গহে রাম পদ কঞ্জ॥

শক্তিমান বালীপুত্র কপি অঙ্গদ শত্রুর বল মথিত করিয়া, আনন্দিত হইয়া, সজল নয়নে পুলকিত শরীরে আসিয়া রামের পাদপদ্ম ধরিল।

সাঁঝ জানি দসমৌলি তব ভবন গয়উ বিলখাই।
মন্দোদরী নিসাচরহি বহুরি কহা সমুঝাই॥

সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া রাবণ দুঃখিত হইয়া ঘরে গেল। তখন মন্দোদরী তাহাকে আবার বুঝাইয়া বলিতে লাগিল।

৫৬॥ কন্ত সমুঝি মন তজহু কুমতিহী।
সোহ ন সমর তুম্হহিঁ রঘুপতিহী॥
রামানুজ লঘুরেখ খঁচাঈ।
সোউ নহিঁ নাঁঘেহু অসি মনুসাঈ॥

হে নাথ, মনে মনে বুঝিয়া কুমতি ত্যাগ কর। তোমাতে আর রঘুপতিতে যুদ্ধ শোভা পায় না। লক্ষ্মণ ধনুক দিয়া যে রেখা টানিয়া দিয়াছিল, তুমি তাহাও পার হইতে পার নাই। এমনি তোমার বীরত্ব।

পিয় তুম্হ তাহি জিতব সংগ্রামা।
জা কে দূত কের অস কামা॥
কৌতুক সিন্ধু নাঁঘি তব লঙ্কা।
আয়উ কপিকেহরী অসঙ্কা॥

কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান অবহেলায় সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নির্ভয়ে লঙ্কায় আসিল। হে প্রিয়, যাঁহার দূতের এমন কাজ, তুমি কি তাঁহার সঙ্গে সংগ্রামে জিতিতে পারিবে?

রখবারে হতি বিপিন উজারা।
দেখত তোহি অচ্ছ তেহি মারা॥
জারি সকল পুর কীন্হেসি ছারা।
কহাঁ রহা বল গর্ব তুম্হারা॥

সে রক্ষকদিগকে মারিয়া বন উজাড় করিয়া দিল। তোমার চোখের সামনেই অক্ষয়কুমারকে মারিল ও নগর জ্বালাইয়া ছাই করিয়া ফেলিল। তখন তোমার বলের গর্ব কোথায় ছিল।

অব পতি মৃষা গাল জনি মারহু।
মোর কহা কছু হৃদয় বিচারহু॥
পতি রঘুপতিহি নৃপতি জনি মানহু।
অগ জগনাথ অতুল বল জানহু॥

স্বামী, এখন মিথ্যা বড়াই করিও না। আমার কথা কিছু মনে ভাবিয়া দেখ। নাথ, রঘুপতিকে রাজা বলিয়া মনে করিও না। তাহাকে স্থাবর জঙ্গমের ঈশ্বর ও অসীম শক্তিমান বলিয়া মানিয়া লও।

বানপ্রতাপ জান মারীচা।
তাসু কহা নহিঁ মানেহু নীচা॥
জনককসভা অগনিত মহিপালা।
রহে তুম্হহু বল বিপুল বিসালা॥

রামের বাণের ক্ষমতা মারীচ জানিত। তোমার নীচ মন তাহার কথা শোনে নাই। আবার জনক রাজার সভায় অসংখ্য রাজাদের মধ্যে তুমিও তোমার বিশাল বল লইয়া গিয়াছিলে।

তজি ধনুষ জানকী বিআহী।
তব সংগ্রাম জিতেহু কিন তাহী ॥
সুরপতি সুত জানই বল থোরা।
রাখা জিয়ত আঁখি গহি ফোরা ॥
সূপনখা কৈ গতি তুম্হ দেখী।
তদপি হৃদয় নহিঁ লাজ বিসেষী ॥

ধনুক ভাঙ্গিয়া রামচন্দ্র জানকীকে বিবাহ করিলেন। তখন তুমি তাহাকে যুদ্ধ করিয়া কেন জিতিলে না ? ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত তাঁহার বলের পরিচয় পাইয়াছে। রাম তাহার এক চোখ কাণা করিয়া প্রাণে বাঁচাইয়াছেন। সূর্পনখার অবস্থা ত তুমি দেখিয়াছ, তথাপি তোমার মনে বিশেষ লজ্জা হয় নাই।

বধি বিরাধ খরদূষনহিঁ লীলা হতেউ কবন্ধ ॥
বালি এক সর মারেউ তেহি নর কহ দসকন্ধ ॥

হে দশানন, যে বিরাধ খর ও দূষণকে বধ করিয়াছেন, কবন্ধকে অবলীলায় মারিয়াছেন ও এক বাণে বালীকে বধ করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে মানুষ বল ?

৫৭ ॥ জেহি জলনাথ বঁধায়েউ হেলা।
উতরে সেন সমেত সুবেলা ॥
কারুনীক দিনকর কুল কেতু।
দূত পঠায়উ তব হিত হেতু ॥

যিনি হেলায় সমুদ্র বাঁধিয়াছেন, ও বানরের দল লইয়া সুবেল পর্বতে আসিয়া উঠিয়াছেন, যিনি করুণাময় সূর্যকুলের ধ্বজা, তিনি তোমার মঙ্গলের জন্য দূত পাঠাইয়াছেন।

সভা মাঝ জেহি তব বল মথা।
করিবরূথ মহুঁ মৃগপতি জথা ॥
অঙ্গদ হনুমত অনুচর জা কে।
রনবাঁকুরে বীর অতি বাঁকে ॥

হাতীর দলের মধ্যে সিংহের মত যাহারা সভার মধ্যে পড়িয়া তোমার শক্তিকে নাড়াচাড়া দিয়াছে, সেই অঙ্গদ ও হনুমান যাঁহার সেবক,

তেহি কহুঁ পিয় পুনি পুনি নর কহহু।
মুধা মান মমতা মদ বহহু ॥
অহহ কন্ত কৃত রাম বিরোধা।
কালবিবস মন উপজ ন বোধা ॥

প্রিয়, তাঁহাকে তুমি বার বার মানুষ বলিতেছ এবং বৃথাই অভিমান অহঙ্কার ও মমতা বহন করিতেছ। হায় স্বামী, তুমি যে রামের সঙ্গে বিরোধ করিতেছ, কালের বশে তাহাও তুমি বুঝিতে পারিতেছ না।

কাল দণ্ড গহি কাহু ন মারা।
হরই ধর্ম বল বুদ্ধি বিচারা ॥
নিকট কাল জেহি আবত সাইঁ।
তেহি ভ্রম হোই তুম্হারিহি নাইঁ ॥

কাল কাহাকেও লাঠি লইয়া মারে না, সে ধর্মবল, বুদ্ধি ও বিচার হরণ করিয়া লয়। প্রভু, কাল যাহার নিকট হয়, তোমার মতই তাহার ভুল হয়।

দুই সুত মারেউ দহেউ পুর অজহুঁ পুর পিয় দেহু।
কৃপাসিন্ধু রঘুপতিহি ভজি নাথ বিমল জসু লেহু ॥

নাথ, তোমার দুই পুত্র মারিয়াছে, নগর পোড়াইয়াছে। হে প্রিয়, এখনও ইহার শেষ কর এবং কৃপাসিন্ধু রঘুবীরকে ভজনা করিয়া বিমল যশ লাভ কর।

৫৮-৫৯ ॥ নারিবচন সুনি বিসিখ সমানা।
সভা গয়উ উঠি হোত বিহানা ॥
বৈঠ জাই সিংহাসন ফূলী।
অতি অভিমান ত্রাস সব ভূলী ॥

স্ত্রীর নিকট বাণের মত তীক্ষ্ণ কথা শুনিয়া ভোর হইতেই রাবণ সভায় চলিয়া গেল। গর্বভরে সিংহাসনে গিয়া বসিল, অতি অহঙ্কারে ভয় ভুলিয়া গেল

ইহাঁ রাম অঙ্গদহিঁ বোলাবা।
আই চরন পঙ্কজ সির নাবা ॥
অতি আদর সমীপ বৈঠারী।
বোলে বিহঁসি কৃপাল খরারী ॥

এদিকে রাম অঙ্গদকে ডাকিলেন, সে আসিয়া পাদপদ্মে প্রণাম করিল। অতিশয় আদরে তাহাকে নিকটে বসাইয়া দয়াময় খরারি তাহাকে বলিলেন—

বালিতনয় অতিকৌতুক মোহী।
তাত সত্য কহু পূছউঁ তোহী ॥
রাবনু জাতুধান কুল টীকা।
ভুজবল অতুল জাসু জগ লীকা ॥

অঙ্গদ, আমার নিকট আশ্চর্য বোধ হইতেছে বলিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্য বল। যে রাবণ রাক্ষস কুলের শিরোমণি, যাহার বাহুবল অতুল বলিয়া সংসারে বিখ্যাত,

তাসু মুকুট তুম্হ চারি চলায়ে।
কহহু তাত কবনী বিধি পায়ে ॥
সুনু সর্বজ্ঞ প্রনত সুখ কারী।
মুকুট ন হোহিঁ ভূপগুন চারী ॥

তাহার চারটা মুকুট তুমি ছিঁড়িয়া দিলে। হে প্রিয়, কেমন করিয়া উহা পাইলে বল। অঙ্গদ বলিল—হে সর্বজ্ঞ,

ভক্তের সুখ-দানকারী, শোন। উহা মুকুট নয়, রাজার চারিটা গুণ।

> **সাম দাম অরু দণ্ড বিভেদা।**
> **নৃপউর বসহিঁ নাথ কহ বেদা॥**
> **নীতিধর্ম কে চরন সুহায়ে।**
> **অস জিয় জানি নাথ পহিঁ আয়ে॥**

বেদে বলে সাম দান দণ্ড ও ভেদ, এই চার গুণ রাজার হৃদয়ে থাকে। এই চারটি হইতেছে নীতি ধর্মের পা। মনে মনে ইহাই জানিয়া উহারা আপনার কাছে আসিয়াছে।

> **ধর্মহীন প্রভুপদ বিমুখ কালবিবস দসসীস।**
> **তেহি পরিহরি গুন আএ সুনহু কোসলাধীস॥**

কোশলরাজ, শুনুন। রাবণ ধর্মভ্রষ্ট, আপনার চরণে বিমুখ ও কালের বশীভূত। সেইজন্যই গুণগুলি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

> **পরমচতুরতা স্রবন সুনি বিহঁসে রামু উদার।**
> **সমাচার পুনি সব কহে গঢ় কে বালিকুমার॥**

উদার রামচন্দ্র অঙ্গদের চাতুরীভরা কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তার পর অঙ্গদ লঙ্কাগড়ের সংবাদ বলিল।

> **৬০॥ রিপু কে সমাচার জব পায়ে।**
> **রাম সচিব সব নিকট বোলায়ে॥**
> **লঙ্কা বাঁকে চারি দুআরা।**
> **কেহি বিধি লাগিয় করহু বিচারা॥**

শত্রুর সংবাদ পাইয়া রাম মন্ত্রীদিগকে নিকটে ডাকিলেন। বলিলেন—লঙ্কার চারটা সুন্দর দরজা কেমন করিয়া আক্রমণ করিবে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ।

> **তব কপীস রিচ্ছেস বিভীষন।**
> **সুমিরি হৃদয় দিনকর কুল ভূষন॥**
> **করি বিচার তিন্হ মন্ত্র দৃঢ়াবা।**
> **চারি অনী কপিকটকু বনাবা॥**

তখন সুগ্রীব, জাম্বুবান ও বিভীষণ রঘুনাথকে স্মরণ করিয়া বিচার করিয়া যুক্তি স্থির করিল। বানরদের চারটা সেনা গড়া হইল।

> **জথাজোগ সেনাপতি কীন্হে।**
> **জুথপ সকল বোলি তব লীন্হে॥**
> **প্রভুপ্রতাপ কহি সব সমুঝায়ে।**
> **সুনি কপি সিংহনাদ করি ধায়ে॥**

তাহারা উপযুক্ত সেনাপতি করিয়া দিল ও সকল দলপতিকে ডাকিয়া লইল। তাহাদিগকে রামচন্দ্রের প্রভাবের কথা বুঝাইল। তখন সিংহনাদ করিয়া সকল বানর ছুটিল।

> **হরষিত রামচরন সির নাবহিঁ।**
> **গহি গিরিসিখর বীর সব ধাবহিঁ।**
> **গর্জহিঁ তর্জহিঁ ভালু কপীসা।**
> **জয় রঘুবীর কোসলাধীসা॥**

বীরেরা সন্তুষ্ট হইয়া রামচরণে প্রণাম করিয়া পর্বতের শিখর লইয়া দৌড়াইতে লাগিল। ভালুক ও বানরেরা তর্জন গর্জন করিতে লাগিল ও কুশলপতি রঘুনাথের জয় ধ্বনি করিতে লাগিল।

> **জানত পরমদুর্গ অতি লঙ্কা।**
> **প্রভুপ্রতাপ কপি চলে অসঙ্কা।**
> **ঘটাটোপ করি চহুঁদিসি ঘেরী।**
> **মুখহিঁ নিসান বজাবহিঁ ভেরী॥**

বানরেরা জানিত যে লঙ্কা গড় অতি দুর্গম, তথাপি রামের প্রতাপে নির্ভয়ে চলিল। বানরেরা মেঘের মত করিয়া চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা মুখেই ডঙ্কা ও ভেরী বাজাইতে লাগিল।

> **জয়তি রাম জয় লছিমন জয় কপীস সুগ্রীব।**
> **গর্জহিঁ কেহরিনাদ কপি ভালু মহাবল সীব॥**

"রাম লক্ষ্মণের জয়, কপীশ সুগ্রীবের জয়" বলিয়া অসীম বলশালী কপি ও ভালুকেরা সিংহনাদে গর্জন করিয়া উঠিল।

> **৬১॥ লঙ্কা ভয়উ কোলাহল ভারী।**
> **সুনা দসানন অতি অহঙ্কারী॥**
> **দেখহু বনরন্হ কেরি ঢিঠাঈ।**
> **বিহঁসি নিসাচর সেন বোলাঈ॥**

লঙ্কায় বড় গোলমাল উঠিল। সে শব্দ অতি অহঙ্কারী রাবণ শুনিল। বানরদের ধৃষ্টতা দেখ, এই বলিয়া হাসিয়া রাবণ রাক্ষসসেনা ডাকিল।

> **আয়ে কীস কাল কে প্রেরে।**
> **ছুধাবন্ত সব নিসিচর মেরে॥**
> **অস কহি অট্টহাস সঠ কীন্হা।**
> **গৃহ বৈঠে অহার বিধি দীন্হা॥**

যমের প্রেরণায় বানরেরা আসিয়াছে। আমার রাক্ষসেরা ক্ষুধিত হইয়া আছে। রাক্ষসদিগকে বিধাতা ঘরে বসিয়াই আহার জুটাইয়া দিলেন। এই বলিয়া মূর্খ রাবণ অট্টহাসি হাসিল।

> **সুভট সকল চারিহু দিসি জাহু।**
> **ধরি ধরি ভালু কীস সব খাহু॥**
> **উমা রাবনহিঁ অস অভিমানা।**
> **জিমি টিট্টিভ খগ সুত উতানা॥**

যোদ্ধাগণ, চারিদিকে যাও। ভালুক ও বানর ধরিয়া ধরিয়া খাও। শঙ্কর বলিলেন—উমা, টিট্টিভ আকাশ পড়িয়া যাইবে মনে করিয়া উহা ঠেকাইবার জন্য পা উঁচু করিয়া শোয়। উহার যেমন অহঙ্কার, রাবণের এই অহঙ্কারও তেমনি।

চলে নিসাচর আয়সু মাঁগী।
গহি কর ভিন্দিপাল বর সাঁগী॥
তোমর মুদ্গর পরিঘ প্রচণ্ডা।
সূল কৃপান পরসু গিরিখণ্ডা॥

রাবণের আজ্ঞা লইয়া রাক্ষসেরা ভিন্দিপাল, ভাল বর্শা, তোমর, মুগুর, প্রচণ্ড পরিঘ শূল, তলোয়ার, কুঠার ও পর্বতের টুকরা হাতে লইয়া চলিল।

জিমি অরুনোপলনিকর নিহারী।
ধাবহিঁ সঠ খগ মাংসঅহারী॥
চোঁচ ভঙ্গ দুখ তিন্হহিঁ ন সূঝা।
তিমি ধায়ে মনুজাদ অবুঝা॥

যেমন নির্বোধ মাংসাহারী পক্ষী লাল রঙের পাথর দেখিয়া ছুটে, ঠোঁট ভাঙ্গার দুঃখের কথা ভাবে না, অবুঝ রাক্ষসেরা তেমনি দৌড়াইল।

নানাযুধ সরচাপ ধর জাতুধান বলবীর।
কোটকঁগূরন্হি চঢ়ি গয়ে কোটি কোটি রণধীর॥

রাক্ষসদের রণধীর শ্রেষ্ঠ বীরেরা নানা অস্ত্র ও ধনুকবাণ লইয়া কোটি কোটি সংখ্যায় কেল্লার গম্বুজে চড়িয়া গেল।

৬২॥ কোটকঁগূরন্হি সোহহিঁ কৈসে।
মেরু কে সৃঙ্গনি জনু ঘন বৈসে॥
বাজহিঁ ঢোল নিসান জুঝাউ।
সুনিধুনি হোই ভটন্হ মন চাউ॥

গড়ের চূড়াগুলিতে রাক্ষস সৈন্য মেরু শিখরে মেঘের মত শোভা পাইতেছিল। তখন যুদ্ধের ঢোল ও ডঙ্কা বাজিতেছিল, শুনিয়া যোদ্ধাদের মন উচাটন হইতেছিল।

বাজহিঁ ভেরি নফীরি অপারা।
সুনি কাদরউর জাহিঁ দরারা।
দেখিন্হ জাই কপিন্হ কে ঠট্টা।
অতি বিসাল তনু ভালু সুভট্টা॥

অসংখ্য ভেরী ও তূরী বাজিতেছিল, তাহা শুনিয়া ভীরুদের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। কপি ও অতিবিশালদেহ ভালুক যোদ্ধা দলের দিকে তাকান যাইতেছিল না।

ধাবহিঁ গনহিঁ ন অবঘট ঘাটা।
পর্বত ফোরি করহিঁ গহি বাটা॥
কটকটাহিঁ কোটিন্হ ভট গর্জহিঁ।
দসন ওঠ কাটহিঁ অতি গর্জহিঁ॥

তাহারা পথ বিপথ গ্রাহ্য না করিয়াই দৌড়াইতেছিল, পর্বত ভাঙ্গিয়া পথ করিতেছিল। কোটি কোটি যোদ্ধা কটকট শব্দ করিয়া গর্জন করিতেছিল ও দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া লাফাইতেছিল।

উত রাবন ইত রাম দোহাঈ।
জয়তি জয়তি জয় পরী লরাঈ॥

নিসিচর সিখরসমূহ ঢহাবহিঁ।
কূদি ধরহিঁ কপি ফেরি চলাবহিঁ॥

ওদিকে রাবণের এদিকে রামের দোহাই দিয়া "জয় জয়" শব্দে লড়াই আরম্ভ হইল। রাক্ষসেরা পর্বতের শিখর ফেলিয়া দিতেছিল, বানরেরা তাহা লাফাইয়া ধরিতেছিল ও পাল্টা ছুঁড়িয়া মারিতেছিল।

ছন্দ—ধরি কুধর খণ্ড প্রচণ্ড মর্কট ভালু গঢ় পর ডারহীঁ।
ঝপটহিঁ চরন গহি পটকি মহি ভজি চলত বহুরি প্রচারহীঁ॥
অতি তরল তরুনপ্রতাপ তর্পহিঁ তমকি গঢ় চঢ়ি চঢ়ি গয়ে।
কপি ভালু চঢ়ি মন্দিরন্হি জহঁ তহঁ রামজসু গাবত ভয়ে॥

বানর ও ভালুকেরা পর্বতের বড় বড় খণ্ড ধরিয়া গড়ের উপর ফেলিতেছিল। ঝপ্ করিয়া রাক্ষসদের পায়ে ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিতেছিল এবং রাক্ষসেরা পালাইয়া গেলে তাহাদিগকে আবার যুদ্ধে ডাকিতেছিল। অতি জোয়ান চঞ্চল শক্তিশালী কপি ও ভালুকেরা লাফাইয়া গড়ের উপর উঠিয়া ঘরে ঘরে যেখানে সেখানে রামের জয় গাহিতে লাগিল।

এক এক গহি নিসিচর পুনি কপি চলে পরাই।
ঊপর আপুনু হেঠ ভট গিরহিঁ ধরনি পর আই॥

বানরেরা এক একটা রাক্ষস ধরিয়া লইয়া পালাইতেছিল ও এইভাবে মাটিতে আসিয়া লাফাইয়া পড়িতেছিল, যাহাতে তাহারা উপরে থাকে ও রাক্ষসেরা নীচে পড়ে।

৬৩॥ রাম প্রতাপ প্রবল কপিজূথা।
মর্দহিঁ নিসিচর নিকর বরূথা॥
চঢ়ে দুর্গ পুনি জহঁ তহঁ বানর।
জয় রঘুবীর প্রতাপ দিবাকর॥

রামের শক্তিতে বানরের দল প্রবল হইয়া রাক্ষসদের যোদ্ধাদলকে পিষিতে লাগিল। লঙ্কা দুর্গে যেখানে সেখানে চড়িয়া বানরেরা প্রতাপসূর্য রঘুবীরের জয়ধ্বনি দিতে লাগিল।

চলে তমীচর নিকর পরাঈ।
প্রবল পবন জিমি ঘনসমুদাঈ॥
হাহাকার ভয়উ পুর ভারী।
রোবহিঁ আরত বালক নারী॥

প্রবল বাতাসের সম্মুখে যেমন মেঘ পালাইয়া যায়, তেমনি রাক্ষসেরা পালাইতে লাগিল। নগরে বড় হাহাকার উঠিল। দুঃখার্ত রাক্ষসদের বালক ও স্ত্রীরা কাঁদিতে লাগিল।

সব মিলি দেহিঁ রাবনহিঁ গারী।
রাজু করত এহি মৃত্যু হঁকারী॥
নিজদল বিচল সুনা তেহি কানা।
ফেরি সুভট লঙ্কেস রিসানা॥

রাবণ রাজ্য করিতে করিতে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিল, এই বলিয়া সকলে মিলিয়া রাবণকে গালি দিতে লাগিল। যখন রাবণ শুনিল, নিজের দল ছত্রভঙ্গ হইয়াছে, যোদ্ধারা ফিরিয়া আসিতেছে, তখন রাবণের রাগ হইল।

জো রনবিমুখ ফিরা মৈঁ জানা।
তেহিঁ মারিহউঁ করাল কৃপানা॥
সরবসু খাই ভোগ করি নানা।
সমরভূমি ভয় দুর্লভ প্রানা॥

সে বলিল—যে যুদ্ধে ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া আমি জানিতে পারিব, তাহাকে কঠিন তলোয়ারের আঘাতে মারিয়া ফেলিব। আমার সর্বস্ব খাইয়া, নানা সুখ ভোগ করিয়া, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ বড় প্রিয় হইয়া গিয়াছে।

উগ্র বচন সুনি সকল সকানে।
ফিরে ক্রোধ করি বীর লজানে॥
সনমুখ মরন বীর কৈ সোভা।
তব তিন্‌হ তজা প্রান কর লোভা॥

রাবণের কঠিন কথা শুনিয়া সকলেই ভয় পাইল ও লজ্জিত হইয়া রাগ করিয়া বীরেরা ফিরিল। সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুতেই বীরের শোভা, এই কথা ভাবিয়া তাহারা তখন প্রাণের মায়া ছাড়িল।

বহু আয়ুধ ধর সুভট সব ভিরহিঁ প্রচারি প্রচারি।
কীন্‌হে ব্যাকুল ভালু কপি পরিঘ ত্রিসূলন্‌হ মারি॥

রাক্ষসদের বড় যোদ্ধারা নানা অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধে ডাকিয়া ডাকিয়া লড়িতেছিল। তাহারা প্রচণ্ড পরিঘ ও ত্রিশূল মারিয়া ভালুক ও বানরদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল।

৬৪॥ ভয়আতুর কপি ভাগন লাগে।
জদ্যপি উমা জীতিহহিঁ আগে॥
কোউ কহ কহঁ অঙ্গদ হনুমন্তা।
কহঁ নল নীল দুবিদ বলবন্তা॥

শঙ্কর বলিলেন—উমা, যদিও বানরেরা শেষে জিতিবে, তথাপি এখন ভয়ে আতুর হইয়া পালাইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, কোথায় অঙ্গদ ও হনুমান, নল নীল ও বলবান দ্বিবিধ কোথায় ?

নিজ দল বিকল সুনা হনুমানা।
পচ্ছিমদ্বার রহা বলবানা॥
মেঘনাদ তহঁ করই লরাঈ।
টূট ন দ্বার পরম কঠিনাঈ॥

বলবান হনুমান পশ্চিম দ্বারে ছিল। সেখানে মেঘনাদ লড়াই করিতেছিল। সে দরজা বড় কঠিন, ভাঙ্গিতেছিল না। সেখানে হনুমান শুনিল যে, নিজের দল বিচলিত হইয়াছে।

পবন তনয় মন ভা অতিক্রোধা।
গর্জেউ প্রবল কাল সম জোধা॥
কুদি লঙ্কগঢ় ঊপর আবা।
গহি গিরি মেঘনাদ কহুঁ ধাবা॥

হনুমানের মনে বড় রাগ হইল, সে প্রলয়কালের মত গর্জন করিয়া উঠিল। লাফাইয়া লঙ্কার গড়ে উঠিল ও পর্বত ধরিয়া মেঘনাদের দিকে ধাওয়া করিল।

ভঞ্জেউ রথ সারথী নিপাতা।
তাহি হৃদয় মহুঁ মারেসি লাতা॥
দুসরে সূত বিকল তেহি জানা।
স্যন্দন ঘালি তুরত গৃহ আনা॥

হনুমান মেঘনাদের রথ ভাঙ্গিয়া দিল, সারথিকে মারিয়া ফেলিল এবং মেঘনাদের বুকে লাথি মারিল। আর এক সারথি বুঝিল, মেঘনাদ ব্যাকুল হইয়াছে, তখন তাহাকে রথে করিয়া শীঘ্র বাড়ী লইয়া আসিল।

অঙ্গদ সুনেউ কি পবনসুত গঢ় পর গয়উ অকেল।
সমরবাঁকুরা বালিসুত তরকি চঢ়েউ করি খেল॥

অঙ্গদ শুনিল যে হনুমান একেলাই গড়ের উপর গিয়াছে, তখন রণবীর অঙ্গদ খেলার ছলে লাফাইয়া গড়ে গিয়া পড়িল।

৬৫॥ জুদ্ধবিরুদ্ধ ক্রুদ্ধ দোউ বানর।
রামপ্রতাপ সুমিরি উর অন্তর॥
রাবনভবন চঢ়ে দোউ ধাঈ।
করহিঁ কোসলাধীস দোহাঈ॥

যুদ্ধে অদম্য হইয়া দুই বানর ক্রুদ্ধ হইয়া রামের প্রতাপ হৃদয়ে স্মরণ করিয়া দৌড়িয়া গিয়া রাবণের বাড়ীতে উঠিল। সেখানে গিয়া রঘুনাথের দোহাই দিল।

কলসসহিত গহি ভবনু ঢহাবা।
দেখি নিসাচরপতি ভয় পাবা॥
নারিবৃন্দ কর পীটহিঁ ছাতী।
অব দুই কপি আয়ে উতপাতী॥

বাড়ীখানাকে (চূড়ার) কলস সহিত ধরিয়া ফেলিয়া দিতে দেখিয়া রাবণের বড় ভয় পাইল। স্ত্রীলোকেরা হাত দিয়া বুক চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল—এখন দুইটা উৎপাতকারী বানর আসিয়াছে।

কপিলীলা করি তিন্‌হহিঁ ডেরাবহিঁ।
রামচন্দ্র কর সুজস সুনাবহিঁ॥

পুনি কর গহি কঞ্চন কে খম্ভা।
কহেন্হি করিয় উৎপাত অরম্ভা॥

হনুমান ও অঙ্গদ বানরের মত ব্যবহার করিয়া সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিল, আর রামচন্দ্রের যশ শুনাইতে লাগিল। তার পর সোনার থাম হাতে লইয়া বলিতে লাগিল—এইবার উৎপাত করিতে হইবে।

কূদি পরে রিপুকটক মঁঝারী।
লাগে মর্দই ভুজবল ভারী॥
কাহুহি লাত চপেটন্হি কেহূ।
ভজহু ন রামহিঁ সো ফল লেহূ॥

তাহারা শত্রুসৈন্যের মধ্যে গিয়া লাফাইয়া পড়িয়া বাহুবলে রাক্ষসদিগকে দলন করিতে লাগিল। রামকে ভজনা কর না, তাহার ফল ভোগ কর। এই বলিয়া কাহাকেও লাথি কাহাকেও বা চাপড় দিতে লাগিল।

এক এক সোঁ মর্দি করি তোরি চলাবহিঁ মুণ্ড।
রাবন আগে পরহিঁ তে জনু ফূটহিঁ দধিকুণ্ড॥

তাহারা একজনকে আর একজনের সঙ্গে রগড়াইয়া মারিতেছিল এবং তাহাদের মাথা ছিঁড়িয়া ছুড়িয়া দিতেছিল। তাহা রাবণের সামনে গিয়া এমনভাবে পড়িয়া ভাঙ্গিতেছিল, যেন দধির কুণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল।

৬৬॥ মহা মহা মুখিয়া জে পাবহিঁ।
তে পদ গহি প্রভুপাস চলাবহিঁ॥
কহহিঁ বিভীষন তিন্হ কে নামা।
দেহিঁ রামু তিন্হহূঁ নিজধামা॥

যে সকল বড় বড় প্রধানকে পাইতেছিল, তাহাদের পা ধরিয়া রামচন্দ্রের নিকট ছুড়িয়া দিতেছিল। বিভীষণ তাহাদের নাম বলিতেছিল ও রাম তাহাদিগকে ব্রহ্মলোকে পাঠাইয়া দিতেছিলেন।

খল মনুজাদ দ্বিজামিষভোগী।
পাবহিঁ গতি জো জাঁচত জোগী॥
উমা রামু মৃদুচিত করুনাকর।
বৈর ভাব সুমিরত মোহি নিসিচর॥

দুষ্ট ব্রাহ্মণমাংস-ভোজী রাক্ষসেরা, যোগীরা যে গতি চায় তাহাই পাইতেছিল। শঙ্কর বলিলেন—উমা, রাম কোমলচিত্ত ও করুণাময়। তিনি ভাবিতেছিলেন—আমাকে ত রাক্ষসেরা বৈরভাবেও স্মরণ করিয়াছে।

দেহিঁ পরম গতি সো জিয় জানী।
অস কৃপালু কো কহহু ভবানী॥
সুনি অস প্রভু ন ভজহিঁ ভ্রমত্যাগী।
নর মতিমন্দ তে পরম অভাগী।

তিনি মনে মনে এই কথা জানিয়া তাহাদিগকে পরম গতি দিতেছিলেন। পার্বতী, এমন দয়ালু কে আছে বল।

ভ্রম ছাড়িয়া যে এই প্রকার প্রভুর ভজনা না করে, সে নির্বোধ ও অতি হতভাগ্য।

অঙ্গদ অরু হনুমন্ত প্রবেসা।
কীন্হ দুর্গ অস কহ অবধেসা॥
লঙ্কা দোউ কপি সোহহিঁ কৈসে।
মথহিঁ সিন্ধু দুই মন্দর জৈসে॥

রঘুনাথ বলিলেন—অঙ্গদ ও হনুমান লঙ্কা দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। দুই মন্দর পর্বত যদি সিন্ধু মন্থন করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে যে প্রকার শোভা হয়, লঙ্কার মধ্যে দুই কপি তেমনি শোভা পাইতেছিল।

ভুজবল রিপুদল দলমলি দেখি দিবস কর অন্ত।
কূদে জুগল প্রয়াস বিনু আয়ে জহঁ ভগবন্ত॥

বাহুবলে শত্রুদলকে দলিয়া মলিয়া, দিন শেষ হইল দেখিয়া অঙ্গদ ও হনুমান অনায়াসে লাফ দিয়া যেখানে ভগবান আছেন সেইখানে আসিল।

৬৭॥ প্রভু পদ কমল সীস তিন্হ নায়ে।
দেখি সুভট রঘুপতি মন ভায়ে॥
রাম কৃপা করি জুগল নিহারে।
ভয়ে বিগতশ্রম পরম সুখারে॥

তাহারা আসিয়া প্রভুর চরণকমলে প্রণাম করিল। যোদ্ধাদিগকে দেখিয়া রঘুপতির মন খুসী হইল। রাম কৃপা করিয়া দুইজনের দিকে তাকাইলেন, তাহাতেই তাহাদের ক্লান্তি দূর হইল, তাহারা সুখী হইল।

গয়ে জানি অঙ্গদ হনুমানা।
ফিরে ভালু মর্কট ভট নানা॥
জাতুধান প্রদোষবল পাঈ।
ধায়ে করি দস সীস দুহাঈ॥

অঙ্গদ ও হনুমান গিয়াছে জানিয়া অনেক ভালুক ও বানরেরা ফিরিল। সন্ধ্যার বল পাইয়া রাক্ষসেরা রাবণের দোহাই দিয়া দৌড়িল।

নিসিচর অনী দেখি কপি ফিরে।
জহঁ তহঁ কটকটাই ভট ভিরে॥
দোউ দল প্রবল প্রচারি প্রচারী।
লরহিঁ সুভট নহিঁ মানত হারী।

বানরেরা রাক্ষসসৈন্য দেখিয়া ফিরিল ও যোদ্ধারা কটকট শব্দ করিয়া যেখানে সেখানে লড়িতে লাগিল। দুই দলই অপরকে যুদ্ধে আসিতে ডাকিয়া ডাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। যোদ্ধারা হার মানে না, লড়াই করিতেই লাগিল।

মহাবীর নিসিচর সব কারে।
নানা বরন বলীমুখ ভারে॥

সবল জুগলদল সমবল জোধা।
কৌতুক করত লরত করি ক্রোধা॥

রাক্ষসেরা বীর ও অতিশয় কালো, আর বানরেরা বিশাল ও নানা বর্ণের। দুই দলই বলবান ও ভাল যোদ্ধা, তাহারা রাগিয়া নানা প্রকারে যুদ্ধ করিতেছিল।

প্রাবিট সরদ পয়োদ ঘনেরে।
লরত মনহুঁ মারুত কে প্রেরে।
অনিপ অকম্পন অরু অতিকায়া।
বিচলত সেন কীন্হি ইন্হ মায়া।
ভয়উ নিমিষ মহঁ অতি অঁধিয়ারা।
বৃষ্টি হোই রুধিরোপলছারা॥

মনে হইতেছিল যেন বায়ুর তাড়নায় বর্ষাকালের ও শরৎ কালের মেঘ যুদ্ধ করিতেছে। অনিপ, অকম্পন ও অতিকায় ইহারা নিজেদের সেনা বিচলিত দেখিয়া মায়া সৃষ্টি করিল। তাহাতে মুহূর্ত মধ্যে অতিশয় অন্ধকার হইল। রক্ত শিলা ও ছাইয়ের বৃষ্টি হইতে লাগিল।

দেখি নিবিড় তম দসহুঁ দিসি কপিদল ভয়উ খভার।
একহিঁ এক ন দেখহিঁ জহঁ তহঁ করহিঁ পুকার॥

দশদিকে ঘন অন্ধকার দেখিয়া বানরদল চঞ্চল হইল। কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিল না, যেখানে সেখানে চীৎকার করিতেছিল।

৬৮॥ **সকল মরম রঘুনায়ক জানা।**
লিয়ে বোলি অঙ্গদ হনুমানা॥
সমাচার সব কহি সমুঝায়ে।
সুনত কোপি কপিকুঞ্জর ধায়ে॥

ইহার মর্ম রঘুনাথ জানিতে পারিলেন। তিনি অঙ্গদ ও হনুমানকে ডাকিয়া আনিয়া সকল সমাচার বলিয়া বুঝাইলেন। উহা শুনিয়া রাগিয়া বানরশ্রেষ্ঠ দুইজন দৌড়িল।

পুনি কৃপাল হঁসি চাপ চঢ়াবা।
পাবকসায়ক সপদি চলাবা॥
ভয়উ প্রকাস কতহুঁ তম নাহী।
জ্ঞানউদয় জিমি সংসয় জাহীঁ॥

তখন কৃপাল রঘুনাথ হাসিয়া ধনুকে গুণ চড়াইলেন এবং অগ্নিবাণ ছাড়িলেন। তাহাতে, জ্ঞান উদয় হইলে যেমন কোথাও সংশয় থাকে না, তেমনি আলো হইল, কোথাও অন্ধকার রহিল না।

ভালু বলীমুখ পাই প্রকাসা।
ধায়ে হরষি বিগত শ্রম ত্রাসা॥
হনুমান অঙ্গদ রন গাজে।
হাঁক সুনত রজনীচর ভাজে॥

ভালুক ও কপিরা আলো পাইয়া ক্লান্তি ও ভয় দূর হওয়ায় রাগিয়া ছুটিল। অঙ্গদ ও হনুমান যুদ্ধের ডাকে ডাকিতে লাগিল। হাঁক শুনিয়াই রাক্ষসেরা পালাইতে লাগিল।

ভাগত ভট পটকহিঁ ধরি ধরনী।
করহিঁ ভালু কপি অদভুত করনী॥
গহি পদ ডারহিঁ সাগর মাহীঁ।
মকর উরগ ঝষ ধরি ধরি খাহীঁ॥

যোদ্ধারা পালাইতে লাগিল। তখন ভালুক ও কপিরা তাহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া অদ্ভুত কাণ্ড করিতে লাগিল। তাহারা রাক্ষসদিগকে পা ধরিয়া সাগরে ছুড়িয়া দিতে লাগিল। সেখানে মকর, সাপ ও মাছ তাহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া খাইতে লাগিল।

কছু ঘায়ল কছু রন পরে কছু গঢ় চলে পরাই।
গর্জহিঁ মর্কট ভালু ভট রিপুদল বল বিচলাই।

রাক্ষসদের কিছু আহত হইল, কিছু যুদ্ধে মরিল, কতক পালাইয়া গড়ে গেল। শত্রুসৈন্য বিচলিত করিয়া বানর ও ভালুক যোদ্ধারা গর্জন করিতে লাগিল।

৬৯-৭০। **নিসা জানি কপি চারিউ অনী।**
আয়ে জহাঁ কোসলাধনী॥
রাম কৃপা করি চিতবা জবহীঁ।
ভয়ে বিগতশ্রম বানর তবহীঁ॥

রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া চারিটা বানর সৈন্যই যেখানে রঘুনাথ ছিলেন সেইখানে আসিল। রাম কৃপা করিয়া যখন বানরদের দিকে তাকাইলেন, তখনই তাহাদের শ্রান্তি দূর হইয়া গেল।

উহাঁ দসানন সচিব হঁকারে।
সব সন কহেসি সুভট জে মারে॥
আধা কটকু কপিন্হ সংহারা।
কহহু বেগি কা করিয় বিচারা॥

ওদিকে রাবণ মন্ত্রীদিগকে ডাকাইল ও যে সকল বড় যোদ্ধা মারা গিয়াছে, তাহাদের কথা সকলকে বলিল—বানরেরা অর্ধেক সৈন্য মারিয়া ফেলিয়াছে। শীঘ্র বল, কি উপায় করা যায়।

মাল্যবন্ত অতি জরঠ নিসাচর।
রাবন মাতু পিতা মন্ত্রীবর॥
বোলা বচন নীতি অতি পাবন।
সুনহু তাত কছু মোর সিখাবন॥

মাল্যবন্ত নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস ছিল। সে রাবণের মায়ের পিতা এবং একজন শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী। সে এই অতি পবিত্র নীতিকথা বলিল—হে প্রিয়, আমার উপদেশ কিছু শোন।

জব তেঁ তুম্হ সীতা হরি আনী।
অসগুন হোহিঁ ন জাহিঁ বখানী॥

বেদ পুরান জাসু জস গাবা।
রামবিমুখ সুখ কাহু ন পাবা॥

যখন হইতে তুমি সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ, তখন হইতেই যে অশুভচিহ্ন হইতেছে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। বেদ পুরাণ যাঁহার যশ গাহিয়াছে, সেই রামের প্রতি বিমুখ হইলে কেহ সুখ পায় না।

হিরণ্যাক্ষ ভ্রাতাসহিত মধুকৈটভ বলবান।
জেহি মারে সোই অবতরেউ কৃপাসিন্ধু ভগবান॥

ভাই সহিত হিরণ্যাক্ষকে ও বলবান মধুকৈটভকে যিনি মারিয়াছিলেন, সেই কৃপাসিন্ধু ভগবান অবতার হইয়াছেন।

কালরূপ খলবন দহন গুনাগার ঘনবোধ।
সিব বিরঞ্চি জেহি সেবহিঁ তাসোঁ কবন বিরোধ॥

দুষ্টের বল নাশ করিতে যিনি যমের মত, যিনি গুণের নিবাসস্থান এবং জ্ঞানস্বরূপ শিব ও ব্রহ্মা যাঁহার সেবা করেন, তাহার সহিত বিরোধ কি?

৭১॥ **পরিহরি বৈরু দেহু বৈদেহী।**
ভজহু কৃপানিধি পরম সনেহী।
তা কে বচন বানসম লাগে।
করিয়ামুখ করি জাহি অভাগে॥

শত্রুতা ত্যাগ করিয়া সীতাকে দাও। পরমস্নেহময় কৃপানিধিকে ভজনা কর। তাহার কথা রাবণের নিকট বাণের মত লাগিল, তাহাকে বলিল—অভাগা, কালো মুখ করিয়া চলিয়া যাও।

বূঢ় ভয়সি ন ত মরতেউঁ তোহী।
অব জনি নয়ন দেখাবসি মোহী॥
তেহি অপনে মন অস অনুমানা।
বধ্যো চহত যহি কৃপানিধানা॥

তুমি বুড়া হইয়াছ, না হইলে তোমাকে মারিয়াই ফেলিতাম। যাও, এখন আর আমাকে মুখ দেখাইও না। তখন মাল্যবন্ত মনে মনে এই অনুমান করিল যে রাম উহাকে মারিতেই চাহেন।

সো উঠি গয়েউ কহত দুর্বাদা।
তব সকোপ বোলেউ ঘননাদা॥
কৌতুক প্রাত দেখিয়হু মোরা।
করিহউঁ বহুত কহউঁ কা থোরা॥

সে দুর্বাক্য বলিয়া উঠিয়া গেল। তার পর মেঘনাদ রাগিয়া বলিল—প্রাতঃকালে আমার তামাসা দেখিও। অল্পই বলিতেছি, কাজের বেলায় অনেক কিছু করিব।

সুনি সুতবচন ভরোসা আবা।
প্রীতি সমেত অঙ্ক বৈঠাবা॥
করত বিচার ভয়উ ভিনুসারা।
লাগে কপি পুনি চহুঁ দুআরা।

পুত্রের কথা শুনিয়া রাবণের ভরসা হইল, তাহাকে আদর করিয়া কোলে বসাইল। আলোচনা করিতে করিতে ভোর হইল। তখন চার দরজাতেই ভালুক ও বানর আসিয়া পড়িল।

কোপি কপিন্হ দুরঘট গঢ় ঘেরা।
নগর কোলাহল ভয়উ ঘনেরা॥
বিবিধায়ুধধর নিসিচর ধায়ে।
গঢ় তেঁ পর্বতসিখর ঢহায়ে॥

বানরেরা রাগিয়া দুর্গম গড় ঘিরিয়া ফেলিল। নগরে কোলাহল উঠিল। রাক্ষসেরা নানা অস্ত্র লইয়া ছুটিল ও গড় হইতে পর্বতচূড়া ফেলিতে লাগিল।

ছন্দ—ঢাহে মহীধর সিখর কোটিন্হ বিবিধ বিধি গোলা চলে।
ঘহরাত জিমি পবিপাত গর্জত জনু প্রলয় কে বাদলে॥
মর্কট বিকট ভট জুটত কটত ন লটত তন জর্জর ভয়ে।
গহি সৈল তেহি গঢ় পর চলাবহিঁ জহঁ সো তহঁ নিসিচর হয়ে॥

তাহারা কোটি কোটি পর্বতচূড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। নানা প্রকারের গোলা চলিতে লাগিল। বজ্রপাতের মত ঘর্ঘর শব্দ হইতে লাগিল, মনে হইল যেন প্রলয় কালের মেঘ গর্জন করিতেছে। বিকট বানর যোদ্ধারা যুদ্ধ করিতে লাগিল, তাহারা জর্জরশরীর হইলেও ফিরিতেছিল না। তাহারা পর্বতচূড়াগুলি লইয়া ছুড়িয়া মারিতেছিল, তাহাতে রাক্ষসেরা যে যেখানে ছিল, সেইখানেই মরিতেছিল।

মেঘনাদ সুনি শ্রবন অস গঢ় পুনি ছেঁকা আই।
উতরি দুর্গ তেঁ বীরবর সনমুখ চলেউ বজাই॥

যখন বীর মেঘনাদ শুনিল যে বানরেরা আবার গড় ঘিরিয়াছে, তখন দুর্গ হইতে নামিয়া বাদ্য বাজাইয়া সম্মুখে চলিল।

৭২॥ **কহঁ কোসলাধীস দোউ ভ্রাতা।**
ধন্বী সকল লোক বিখ্যাতা॥
কহঁ নল নীল দ্বিবিদ সুগ্রীবা।
অঙ্গদ হনূমন্ত বলসীঁবা॥

মেঘনাদ বলিল—সকললোক বিখ্যাত, ধনুর্ধর দুই ভাই রঘুপতি কোথায়? নল নীল দ্বিবিদ সুগ্রীব কোথায়? কোথায় অসীম-বলশালী হনুমান অঙ্গদ?

কহাঁ বিভীষনু ভ্রাতাদ্রোহী।
আজু সঠহি হঠি মারউঁ ওহী॥
অস কহি কঠিন বান সন্ধানে।
অতিসয় ক্রোধি শ্রবন লগি তানে॥

ভাইয়ের শত্রু বিভীষণ কই? আজ মূর্খকে অবশ্যই মারিব। এই বলিয়া রাগ করিয়া কঠিন বাণ সন্ধান করিয়া কান পর্যন্ত টানিল।

সরসমূহ সো ছাড়ই লাগা।
জনু সপচ্ছ ধাবহিং বহু নাগা॥
জহঁ তহঁ পরত দেখিঅহি বানর।
সনমুখ হোই ন সকে তেহি অবসর॥

মেঘনাদ বাণ ছাড়িতে লাগিল, যেন পাখাওয়ালা বহু নাগ ছুটিতেছে। যেখানে সেখানে বানরেরা পড়িতেছে দেখা গেল, সেই সময় কেহই সম্মুখে আসিতে পারিতেছিল না।

জাগে ভয় ব্যাকুল কপি রীছা।
বিসরী সবহিং যুদ্ধ কৈ ঈছা॥
সো কপি ভালু ন রন মহঁ দেখা।
কীন্হেসি জেহি ন প্রান অবসেখা॥

বানর ও ভালুকেরা ব্যাকুল হইয়া পালাইতে লাগিল, তাহারা সকলে যুদ্ধের ইচ্ছা ভুলিয়া গেল। রণে এমন কোনও কপি ও ভালুক দেখা গেল না, যাহাকে মেঘনাদ প্রাণমাত্র অবশিষ্ট করিয়া না রাখিয়াছে।

দস দস সর সব মারেসি পরে ভূমি কপি বীর।
সিংহনাদ করি গর্জা মেঘনাদ বলধীর॥

দশ দশটা করিয়া বাণ বুকে মারাতে বানর বীরেরা মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন ধীর ও বলবান মেঘনাদ সিংহনাদে গর্জন করিয়া উঠিল।

৭৩॥ দেখি পবনসুত কটকু বিহালা।
ক্রোধবন্ত ধায়উ জনু কালা॥
মহাসৈল এক তুরত উপারা।
অতি রিসি মেঘনাদ পর ডারা॥

যখন হনুমান দেখিল যে, সৈন্যেরা ব্যাকুল হইয়াছে, তখন রাগ করিয়া যমের মত ছুটিল। তখনি একটা মহা পর্বত উপড়াইয়া বড় রাগ করিয়া মেঘনাদের উপর মারিল।

আবত দেখি গয়উ নভ সোঈ।
রথ সারথী তুরগ সব খোঈ॥
বার বার প্রচার হনুমানা।
নিকট ন আব মরমু সো জানা॥

পর্বত আসিতে দেখিয়া মেঘনাদ রথ, সারথি ও ঘোড়া ফেলিয়া আকাশে উঠিল। হনুমান তাহাকে বার বার যুদ্ধে ডাকিলেও, সে মর্ম জানিত বলিয়া নিকটে আসিল না।

রঘুপতি নিকট গয়উ ঘননাদা।
নানা ভাঁতি করেসি দুর্বাদা॥
অস্ত্র সস্ত্র আয়ুধ সব ডারে।
কৌতুকহীঁ প্রভু কাটি নিবারে॥

মেঘনাদ রামের নিকট গিয়া নানাপ্রকার দুর্বাক্য বলিতে লাগিল, অনেক অস্ত্রশস্ত্রাদি ছুড়িতে লাগিল। প্রভু সেগুলি খেলার ছলে কাটিয়া আটকাইলেন।

দেখি প্রতাপ মূঢ় খিসিআনা।
করৈ লাগ মায়া বিধি নানা॥
জিমি কোউ করৈ গরুড় সে খেলা।
ডরপাবই গহি স্বল্প সপেলা॥

রামের শক্তি দেখিয়া মূর্খ মেঘনাদ চটিয়া গেল ও নানা প্রকারে মায়া করিতে লাগিল। যদি কেহ গরুড়ের সহিত খেলা করিতে গিয়া ছোট সাপ লইয়া তাহাকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে যেমন হয়, মেঘনাদের চেষ্টাও তেমনি হইল।

জাসু প্রবল মায়া বিবস সিব বিরঞ্চি বড় ছোট।
তাহি দেখাবই নিসিচর নিজ মায়া মতিখোট॥

যাঁহার প্রবল মায়ায় শিব ব্রহ্মা বড় ছোট সকল জীব অভিভূত, তাঁহাকেই অল্পবুদ্ধি রাক্ষস নিজ মায়া দেখাইতে গেল।

৭৪॥ নভ চঢ়ি বরষই বিপুল অঁগারা।
মহি তেঁ প্রকট হোহিঁ জলধারা॥
নানা ভাঁতি পিসাচ পিসাচী।
মারু কাটু ধুনি বোলহিঁ নাঁচী॥

মেঘনাদ আকাশে উঠিয়া অনেক অঙ্গার বৃষ্টি করিতে লাগিল। মাটি হইতে জলধারা উঠিতে লাগিল, নানা প্রকারের পিশাচ পিশাচীরা 'মার, কাট' ধ্বনি করিয়া নাচিতে লাগিল।

বিষ্টা পূয় রুধির কচ হাড়া।
বরষই কবহুঁ উপল বহু ছাড়া॥
বরষ ধূরি কীন্হেসি অঁধিয়ারা।
সুঝ ন আপন হাথু পসারা॥

বিষ্ঠা, পুঁজ ও রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল, কখন বা অনেক পাথর ছুড়িতে লাগিল। ধূলা বর্ষণ করিয়া এমন আঁধার করিল যে, নিজের হাত মেলিলে উহা দেখা যায় না।

অকুলানে কপি মায়া দেখে।
সব কর মরন বনা এহি লেখে॥
কৌতুক দেখি রাম মুসুকানে।
ভয়ে সভীত সকল কপি জানে॥

বানরেরা মায়া দেখিয়া ভয়ে আকুল হইল, ভাবিল—সকলেরই মরণ লেখা আছে। তামাসা দেখিয়া রাম হাসিলেন, বুঝিলেন সকল বানরই ভয়ে ভীত হইয়াছে।

এক বান কাটী সব মায়া।
জিমি দিনকর হর তিমির নিকায়া॥

কৃপাদৃষ্টি কপি ভালু বিলোকে।
ভয়ে প্রবল রন রহহিঁ ন রোকে॥

যেমন সূর্য সমস্ত অন্ধকার দূর করে, তেমনি তিনি এক বাণে সকল মায়া কাটিয়া ফেলিলেন। রাম কৃপাদৃষ্টিতে কপি ভালুকের দিকে তাকাইতে তাহারা এত শক্তিমান হইয়া উঠিল যে, আর তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে ঠেকাইয়া রাখা যায় না।

আয়সু মাঁগেউ রাম পহিঁ অঙ্গদাদি কপি সাথ।
লছিমন চলে সকোপ অতি বান সরাসন হাথ॥

রামচন্দ্রের নিকট আজ্ঞা লইয়া লক্ষ্মণ ধনুকবাণ হাতে লইয়া অঙ্গদাদি কপির সহিত রাগিয়া চলিলেন।

৭৫॥ **ছতজ নয়ন উর বাহুবিসালা।**
হিমি গিরি নিভতনু কছু এক লালা॥
ইহাঁ দসানন সুভট পঠায়ে।
নানা সস্ত্র অস্ত্র গহি ধায়ে॥

তাঁহার চক্ষু পদ্মের মত, বাহু বিশাল ও হিমালয়ের ন্যায় সাদা শরীরে কিছু লাল আভা। ওদিকে দশানন যোদ্ধা পাঠাইয়াছিল, তাহারা নানা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ছুটিল।

ভূধর নখ বিটপায়ুধ ধারী।
ধায়ে কপি জয় রাম পুকারী॥
ভিরে সকল জোরিহি সন জোরী।
ইত উত জয় ইচ্ছা নহিঁ থোরী॥

বানরেরা পর্বত, গাছ ও নখরূপ অস্ত্রধারী হইয়া "জয় রাম" বলিতে বলিতে ছুটিল এবং জোড়ায় জোড়ায় লড়াই বাধাইল। দুই পক্ষেই জয়ের ইচ্ছা কম ছিল না।

মুঠিকন্হ লাতন্হ দাঁতন্হ কাটহিঁ।
কপি গিরি সিলা মারি পুনি ডাটহিঁ॥
মারু মারু ধরু ধরু ধরু মারূ।
সীস তোরি গহি ভুজা উপারূ॥

বানরেরা ঘুসি ও লাথি মারিতেছিল, দাঁত দিয়া কাটিতেছিল ও পর্বতখণ্ড লইয়া মারিয়া সাজা দিতেছিল। "মার মার, ধর ধর, মাথা ভাঙ, উপড়িয়া ফেল।"

অসি রব পূরি রহী নভ খণ্ডা।
ধাবহিঁ জহঁ তহঁ রুণ্ড প্রচণ্ডা॥
দেখহিঁ কৌতুক নভ সুরবৃন্দা।
কবহুঁক বিসময় কবহুঁ অনন্দা॥

এইপ্রকার শব্দে আকাশ ভরিয়া গেল। মাথাশূন্য প্রচণ্ড ধড় যেখানে সেখানে ছুটিতে লাগিল। দেবতারা কখনো বিস্ময়ে, কখনো আনন্দে কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

রুধির গাড় ভরি ভরি জমেউ ঊপর ধূরি উড়াই।
জিমি অঁগাররাসীন্হ পর মৃতকধূম রহ ছাই॥

গর্ত ভরিয়া ভরিয়া রক্ত ছিল, তাহার উপর ধূলা উড়িয়া জমিয়াছিল। মনে হইতেছিল, যেন জলন্ত অঙ্গারের উপর মৃতকের ধোঁয়া ঢাকিয়া রহিয়াছে।

৭৬॥ **ঘায়ল বীর বিরাজহিঁ কৈসে।**
কুসুমিত কিংসুক কে তরু জৈসে॥
লছিমন মেঘনাদ দোউ জোধা।
ভিরহিঁ পরসপর করি অতি ক্রোধা॥

আহত বীরেরা পড়িয়া ছিল, মনে হইতেছিল যেন ফুল সহিত পলাশ গাছ পড়িয়া আছে। লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ এই দুইজন যোদ্ধা অতিশয় ক্রোধ করিয়া পরস্পর লড়াই করিতে লাগিলেন।

একহিঁ এক সকহিঁ নহিঁ জীতী।
নিসিচর ছল বল করই অনীতী॥
ক্রোধবন্ত তব ভয়উ অনন্তা।
ভঞ্জেউ রথ সারথী তুরন্তা॥

কেহ কাহাকেও জয় করিতে পারিতেছিল না। রাক্ষস মেঘনাদ নীতিবিরুদ্ধ ছল ও বল খাটাইতেছিল, ইহাতে লক্ষ্মণ রাগিয়া তখনই তাহার সারথি সহিত রথ ভাঙিয়া ফেলিলেন।

নানা বিধি প্রহার কর সেষা।
রাক্ষস ভয়উ প্রানঅবসেষা॥
রাবনসুত নিজ মন অনুমানা।
সঙ্কট ভয়উ হরিহি মম প্রানা॥

মেঘনাদকে নানা অস্ত্রাঘাত করিয়া শেষে লক্ষ্মণ দেখিলেন যে, তাহার প্রাণমাত্র অবশিষ্ট আছে। মেঘনাদেরও মনে হইল, বিপদ উপস্থিত, হয় ত আমাকে প্রাণে মারিবে।

বীরঘাতিনী ছাড়েসি সাঁগী।
তেজপুঞ্জ লছিমনউর লাগী॥
মুরুছা ভঈ শক্তি কে লাগে।
তব চলি গয়উ নিকট ভয় ত্যাগে॥

মেঘনাদ বীরঘাতিনী শেল ছাড়িল। সেই তেজোময় অস্ত্র লক্ষ্মণের বুকে লাগিল। লক্ষ্মণ শক্তির আঘাতে মূর্ছিত হইলেন। তখন মেঘনাদ নির্ভয়ে তাঁহার নিকট গেল।

মেঘনাদ সম কোটিসত জোধা রহে উঠাই।
জগদাধার অনন্ত কিমি উঠই চলে খিসিআই॥

মেঘনাদের মত শত কোটি যোদ্ধা তাঁহাকে উঠাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু লক্ষ্মণ জগতের আধার অনন্ত, তাঁহাকে কেমন করিয়া উঠাইবে? তাহারা রাগিয়া চলিয়া গেল।

৭৭॥ **সুনু গিরিজা ক্রোধানল জাসু।**
জারই ভুবন চারি দস আসু॥
সক সংগ্রাম জীতি কো তাহী।
সেবহিঁ সুর নর অগ জগ জাহী॥

শঙ্কর বলিলেন—পার্বতী, শোন। যাঁহার ক্রোধের আগুন চৌদ্দ ভুবন তৎক্ষণাৎ জ্বালাইয়া দিতে পারে, যাঁহাকে দেবতা মানুষ স্থাবর জঙ্গম সেবা করে, তাঁহাকে কে যুদ্ধে জিতিতে পারে ?

যহ কৌতুহল জানই সোঈ।
জা পর কৃপা রাম কৈ হোঈ॥
সন্ধ্যা ভই ফিরী দোউ বাহিনী।
লগে স ভারন নিজ নিজ অনী॥

রামের কৃপা যাহার উপর হয়, সেই এই কৌতুক জানে। সন্ধ্যা হইলে দুই দিকের সৈন্যদল ফিরিল এবং নিজ নিজ সৈন্যদিগকে সামলাইতে লাগিল।

ব্যাপক ব্রহ্ম অজিত ভুবনেশ্বর।
লছিমন্ কহাঁ বুঝ করুনাকর॥
তব লগি লৈ আয়উ হনুমানা।
অনুজ দেখি প্রভু অতি দুখ মানা॥

বৃথ—জিজ্ঞাসা করিলেন॥ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম অজেয় করুণাময় ভুবনেশ্বর তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—লক্ষ্মণ কোথায় ? এই সময়েই হনুমান লক্ষ্মণকে লইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া রামচন্দ্রের মনে অতি দুঃখ হইল।

জামবন্ত কহ বৈদ সুষেনা।
লঙ্কা রহ কোউ পঠই লেনা॥
ধরি লঘুরূপ গয়উ হনুমন্তা।
আনেউ ভবনসমেত তুরন্তা॥

জাম্বুবান বলিল—সুষেণ বৈদ্য লঙ্কায় থাকেন, কাহাকেও পাঠাইয়া তাঁহাকে আনুন। হনুমান অতি ছোট আকার ধরিয়া লঙ্কায় গেল ও বাড়ী সমেত সুষেণকে লইয়া আসিল।

রঘুপতি চরন সরোজ সির নায়উ আই সুষেন।
কহা নাম গিরি ঔষধী জাহু পবনসুত লেন॥

সুষেণ আসিয়া রঘুপতির চরণপদ্মে প্রণাম করিল, পর্বত ও ঔষধের নাম বলিয়া পরে বলিল—হনুমান, যাও, লইয়া আইস।

৭৮॥ **রাম চরন সরসিজ উর রাখী।**
চলেউ প্রভঞ্জনসুত বল ভাষী॥
উহাঁ দূত এক মরমু জনাবা।
রাবনু কালনেমি গৃহ আবা॥

রামের চরণপদ্ম হৃদয়ে রাখিয়া নিজের বলের কথা বলিয়া হনুমান চলিল। এদিকে দূত দিয়া এ কথা রাবণকে জানাইল এবং রাবণ কালনেমির বাড়ীতে আসিল।

দসমুখ কহা মরমু তেহি সুনা।
পুনি পুনি কালনেমি সির ধুনা॥
দেখত তুম্হহি নগরু জেহি জারা।
তাসু পন্থ কো রোকনিহারা॥

রাবণ যে কথা বলিল কালনেমি তাহা শুনিল। সে বারবার মাথা চাপড়াইতে লাগিল এবং বলিল—তোমার চোখের সামনেই যে নগর জ্বালাইয়াছে, তাহার পথ কে ঠেকাইতে পারে ?

ভজি রঘুপতি করু হিত আপনা।
ছাড়হু নাথ মৃষা জলপনা॥
নীলকঞ্জ তনু সুন্দর স্যামা।
হৃদয় রাখু লোচন অভিরামা॥

হে নাথ, রঘুপতিকে ভজনা করিয়া নিজের হিত কর। এখন বৃথা কল্পনা ছাড়িয়া দাও। নীলপদ্মের মত সুন্দর শ্যামলশরীর, চোখের তৃপ্তিদায়ক রামকে হৃদয়ে রাখ।

অহঙ্কার মমতা মদ ত্যাগু।
মহা মোহনিসি সোবত জাগু॥
কালব্যাল কর ভচ্ছক জোঈ।
সপনেহু সমর কি জীতিয় সোঈ॥

অহঙ্কার, মমতা ও অভিমান ত্যাগ কর। মহামোহরূপ রাত্রির ঘুম হইতে জাগ। যিনি কালরূপ সাপকে খাইয়া ফেলেন, তাঁহাকে স্বপ্নেও কি যুদ্ধে জেতা যায় ?

সুনি দসকণ্ঠ রিসান অতি তেহি মন কীন্হ বিচার।
রামদূত কর মরউ বরু যহ খল রত মলভার॥

রাবণ শুনিয়া বড় রাগিল। তখন কালনেমি মনে মনে ভাবিল, হনুমানের হাতে মরা ভাল, এ দুষ্ট মলভাণ্ড পাপ কার্যে রত। (এই দুষ্টই আমাকে মারিবে।)

৭৯॥ **অস কহি চলা রচেসি মগ মায়া।**
সর মন্দির বর বাগ বনায়া॥
মারুতসুত দেখা সুভ আশ্রম।
মুনিহি বুঝি জল পিয়উঁ জাই শ্রম॥

কালনেমি এই বলিয়া গিয়া পথে মায়া সৃষ্টি করিল এবং সরোবর, মন্দির ও সুন্দর বাগিচা বানাইল। হনুমান দেখিল, একটি সুন্দর আশ্রম ও ভাবিল, মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জলপান করিয়া ক্লান্তি দূর করিবে।

রাচ্ছস কপট বেষ তহঁ সোহা।
মায়াপতি দূতহি চহ মোহা॥
জাই পবনসুত নায়েউ মাথা।
লাগ সো কহই রাম গুন গাথা॥

সেখানে রাক্ষস কপট বেশ ধরিয়া শোভা পাইতেছিল, মায়াপতির দূতকেই মায়া দিয়া মুগ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। পবনসুত হনুমান তাহাকে প্রণাম করিলে সে রামের গুণকাহিনী বলিতে লাগিল।

হোত মহারন রাবনরামহিঁ।
জিতিহহিঁ রাম ন সংসয় যা মহি॥
ইহাঁ ভয়ে মৈঁ দেখউঁ ভাঈ।
জ্ঞান দৃষ্টি বল মোহি অধিকাঈ॥

(কপট) মুনি বলিল—রাম রাবণে ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে। রামই যে জিতিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাই, এখন হইতেই তাহা আমি দেখিতেছি। আমার জ্ঞানদৃষ্টির বিশেষ শক্তি আছে।

মাঁগা জল তেহি দীন্হ কমণ্ডল।
কহ কপি নহিঁ অঘাউঁ থোরে জল।
সর মজ্জন করি আতুর আবহু।
দীচ্ছা দেউঁ জ্ঞান জেহি পাবহু॥

হনুমান জল চাহিলে সে কমণ্ডলু দিল। হনুমান বলিল—ইহাতে তৃপ্তি হইবে না, জল কম। মুনি বলিল—সরোবরে স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি আইস। তোমাকে দীক্ষা দিতেছি। তাহা হইলে তুমি (ঔষধ চিনিবার মত) জ্ঞানলাভ করিবে।

সর পৈঠত কপি পদ গহেউ মকরী তব অকুলান।
মারী সো ধরি দিব্যতনু চলী গগন চঢ়ি জান॥

সরোবরে নামিতেই মকরী ব্যাকুল হইয়া হনুমানের পা ধরিল। হনুমান তাহাকে মারিয়া ফেলিলে সে দিব্য শরীর ধরিয়া বিমানে চড়িয়া আকাশে গেল।

৮০॥ **কপি তব দরস ভইউঁ নিঃপাপা।**
মিটা তাত মুনিবর কর সাপা।
মুনি ন হোই যহ নিসিচর ঘোরা।
মানহুঁ সত্য বচন প্রভু মোরা।

দিব্যশরীরধারী বলিল—হনুমান, তোমার দর্শনে নিষ্পাপ হইলাম। আমি মুনির শাপ হইতে মুক্ত হইলাম। এই ব্যক্তি মুনি নয়, এ ঘোর রাক্ষস; প্রভু, আমার এ কথা সত্য বলিয়া জানিও।

অস কহি গঈ অপছরা জবহীঁ।
নিসিচর নিকট গয়উ সো তবহীঁ॥
কহ কপি মুনি গুরুদছিনা লেহু।
পাছে হমহিঁ মন্ত্র তুম্হ দেহু।

যখন এই কথা বলিয়া অপ্সরা চলিয়া গেল, তখন হনুমান রাক্ষসের নিকট গিয়া বলিল—মুনি, তুমি গুরুদক্ষিণা লও। তারপর আমাকে মন্ত্র দিও।

সির লংগুর লপেটি পছারা।
নিজ তনু প্রগটেসি মরতী বারা॥
রাম রাম কহি ছাড়েসি প্রানা।
সুনি মন হরষি চলেউ হনুমানা॥

মুনির মাথায় লেজ জড়াইয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিল। সে মরার সময় নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিল, "রাম রাম" বলিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। শুনিয়া আনন্দিত মনে হনুমান চলিয়া গেল।

দেখা সৈল ন ঔষধ চীন্হা।
সহসা কপি উপারি গিরি লীন্হা॥
গহি গিরি নিসি নভ ধাবত ভয়উ।
অবধপুরী উপর কপি গয়উ॥

হনুমান পর্বত দেখিল, কিন্তু ঔষধ চিনিল না। তখন তাড়াতাড়ি পর্বতই উপড়াইয়া লইল এবং পর্বত লইয়া আকাশ পথে ছুটিতে লাগিল। হনুমান অযোধ্যাপুরীর উপর দিয়া যাইতেছিল।

দেখা ভরত বিসাল অতি নিসিচর মন অনুমানি।
বিনু ফর সর তকি মারেউ চাপ শ্রবন লগি তানি॥

ভরত তাহাকে দেখিলেন এবং মনে অনুমান করিলেন, বিশালশরীর কোন রাক্ষস হইবে। তখন কান পর্যন্ত গুণ টানিয়া ফলাছাড়া বাণ মারিলেন।

৮১॥ **পরেউ মুরছি মহি লাগত সায়ক।**
সুমিরত রাম রাম রঘুনায়ক॥
সুনি প্রিয়বচন ভরত উঠি ধায়ে।
কপি সমীপ অতি আতুর আয়ে॥

বাণ লাগিতেই হনুমান "রাম রাম, রঘুনায়ক" স্মরণ করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িল। ভরত প্রিয় বাক্য শুনিয়া উঠিয়া দৌড়াইলেন ও কপির নিকট অতি তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িলেন।

বিকল বিলোকি কীস উর লাবা।
জাগত নহিঁ বহু ভাঁতি জগাবা॥
মুখ মলীন মন ভয়ে দুখারী।
কহত বচন লোচন ভরি বারী॥

বানরের ব্যাকুলতা দেখিয়া ভরত তাহাকে বুকে লইলেন। তাহাকে নানা রকমে জাগাইতে চাহিলেও সে জাগিল না। ভরতের মুখ মলীন হইল, মনেও দুঃখ হইল, জলভরা চোখে বলিতে লাগিলেন—

জেহি বিধি রামবিমুখ মোহি কীন্হা।
তেহি পুনি যহ দারুন দুখ দীন্হা॥
জৌঁ মোরে মন বচ অরু কায়া।
প্রীতি রাম পদ কমল অমায়া॥

যে বিধাতা, আমাকে রাম বিমুখ করিয়াছেন, সেই বিধাতাই আবার আমাকে এই দারুণ দুঃখ দিলেন। যদি মায়ারহিত রামের চরণকমলে আমার মন, বাক্য ও শরীরের ভক্তি থাকে,

তৌ কপি হোউ বিগত শ্রম সূলা।
জৌঁ মো পর রঘুপতি অনুকূলা॥
সুনত বচন উঠি বৈঠ কপীসা।
কহি জয় জয়তি কোসলাধীসা॥

যদি রঘুপতি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তবে হে বানর, তোমার ব্যথা ও পরিশ্রম দূর হউক। এই কথা

শুনিবামাত্র বানর শ্রেষ্ঠ "জয় জয় রঘুপতি কোশলাধীশ" বলিয়া উঠিয়া বসিল।

সোঃ -

দীন্হ কপিহি উর লাই পুলকিত তন লোচন সজল।
প্রীতি ন হৃদয় সমাই সুমিরি রাম রঘুকুল তিলক॥

ভরত রঘুকুলতিলক রামকে স্মরণ করিয়া কপিকে বুকে লইলেন। তাঁর শরীরে পুলক ও চোখে জল দেখা দিল, তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছিল না।

৮২— **তাত কুসল কহু সুখনিধান কী।**
৮৩॥ **সহিত অনুজ অরু মাতু জানকী॥**
কপি সব চরিত সংছেপ বখানে।
ভয়ে দুখী মন মহুঁ পছিতানে॥

হে প্রিয়, মা জানকী ও লক্ষ্মণ সহিত সুখনিধান রামচন্দ্রের কুশলের কথা বল। কপি সংক্ষেপে সকল কথা বলিল। শুনিয়া ভরতের দুঃখ হইল ও মনে অনুতাপ হইল।

অহহ দৈব মৈঁ কত জগ জায়উঁ।
প্রভু কে একহু কাজ ন আয়উঁ॥
জানি কুঅবসরু মন ধরি ধীরা।
পুনি কপি সন বোলে বলবীরা॥

ভরত বলিতে লাগিলেন—হায় দৈব, আমি জগতে কেন জন্মিলাম? প্রভুর একটা কাজেও আসিলাম না। অসময় জানিয়া ধৈর্য ধরিয়া বলবীর ভরত হনুমানকে বলিলেন—

তাত গহরু হোইহি তোহি জাতা।
কাজু নসাইহি হোত প্রভাতা॥
চঢ়ু মম সায়ক সৈলসমেতা।
পঠবউঁ তোহি জহঁ কৃপানিকেতা।

প্রিয়, তোমার যাওয়ার বিলম্ব হইতেছে, প্রাতঃকাল হইলে কাজ নষ্ট হইবে। পর্বত সমেত আমার বাণের উপর চড়। যেখানে কৃপানিধান আছেন, সেখানে তোমাকে পাঠাইয়া দিই।

সুনি কপিমন উপজা অভিমানা।
মোরে ভার চলিহি কিমি বানা॥
রামপ্রভাব বিচারি বহোরী।
বন্দি চরন কপি কহ কর জোরী॥

শুনিয়া বানরের অভিমান হইল। সে ভাবিল, আমার ভার লইয়া বাণ কেমন করিয়া চলিবে। আবার রামের শক্তির কথা স্মরণ করিয়া চরণ বন্দনা করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—

তব প্রতাপ উর রাখি প্রভু জৈহউঁ নাথ তুরন্ত।
অস কহি আয়সু পাই পদ বন্দি চলেউ হনুমন্ত॥

হে নাথ, তোমার প্রতাপকে স্মরণ করিয়া শীঘ্র যাইব, এই বলিয়া আজ্ঞা পাইয়া চরণ বন্দনা করিয়া হনুমান চলিল।

ভরত বাহু বল সীল গুন প্রভু পদ প্রীতি অপার।
জাত সরাহত মনহি মন পুনি পুনি পবনকুমার॥

হনুমান মনে মনে ভরতের বাহুবল, শীল, গুণ ও প্রভুর প্রতি অসীম ভক্তির প্রশংসা করিয়া চলিল।

৮৪॥ **উহাঁ রাম লছিমনহিঁ নিহারী।**
বোলে বচন মনুজ অনুসারী॥
অর্ধ রাতি গই কপি নহিঁ আয়উ।
রাম উঠাই অনুজ উর লায়উ॥

এদিকে রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া, মানুষেরা দুঃখিত হইলে যেমন বলে, তেমনি কথা বলিতে লাগিলেন—অর্ধেক রাত গেল, হনুমান এখনও আসিল না। এই বলিয়া রাম লক্ষ্মণকে উঠাইয়া বুকে লইলেন।

সকহু ন দুখিত দেখি মোহি কাউ।
বন্ধু সদা তব মৃদুল সুভাউ॥
মম হিত লাগি তজেহু পিতু মাতা।
সহেউ বিপিন হিম আতপ বাতা॥

ভাই, আমাকে কখনও তুমি দুঃখিত দেখিতে পারিতে না, তোমার স্বভাব সর্বদা মৃদু ছিল। আমার ভালর জন্য পিতামাতা ত্যাগ করিয়াছ, বনে আসিয়া রৌদ্র, শীত ও বাতাস সহ্য করিয়াছ।

সো অনুরাগ কহাঁ অব ভাঈ।
উঠহু ন সুনি মম বচবিকলাঈ॥
জৌঁ জনতেউঁ বন বন্ধুবিছোহূ।
পিতাবচন মনতেউঁ নহিঁ ওহূ॥

ভাই, এখন তোমার সে অনুরাগ কোথায়? আমাকে ব্যাকুল দেখিয়াও তুমি কেন উঠিতেছ না? যদি তখন জানিতাম যে বনে ভাইয়ের সহিত বিচ্ছেদ হইবে, তবে পিতার কথাও মানিতাম না।

সুত বিত নারি ভবন পরিবারা।
হোহিঁ জাহিঁ জগ বারহিঁ বারা॥
অস বিচারি জিয় জাগহু তাতা।
মিলই ন জগত সহোদর ভ্রাতা॥

পুত্র ধন স্ত্রী বাড়ী ও পরিবার জগতে বারবার হয় এবং যায়, কিন্তু জগতে সহোদর ভাই মিলে না। হে প্রিয়, এই কথা বুঝিয়া তুমি জাগিয়া উঠ।

জথা পঙ্খ বিনু খগ অতি দীনা।
মনি বিনু ফনি করিবর কর হীনা॥
অস মম জিবন বন্ধু বিনু তোহী।
জৌঁ জড় দৈব জিয়াবই মোহী॥

ভাই, পাখাহীন পাখী, মণিহীন সাপ ও শুঁড়হীন হাতীর যে অতি দীন অবস্থা হয়, মূর্খ বিধাতা যদি আমাকে বাঁচাইয়া রাখে, তবে তোমা বিনা আমার অবস্থাও তেমনি হইবে।

জৈহউঁ অবধ কবন মুঁহ লাঈ।
নারিহেতু প্রিয় ভাই গঁবাঈ॥
বরু অপজস্‌ সহতেউঁ জগ মাহীঁ।
নারি হানি বিসেষ ছতি নাহীঁ॥

স্ত্রীর জন্য প্রিয় ভাইকে হারাইয়া অযোধ্যায় কোন মুখে যাইব? (স্ত্রী উদ্ধার না করার) অপযশ হইত তাহাও ভাল। সংসারে সে অপযশ সহ্য করিতাম। স্ত্রীর অভাব হইলেও বিশেষ ক্ষতি হইত না।

অব অপলোকু সোকু সুত তোরা।
সহিহি নিঠুর কঠোর উর মোরা॥
নিজ জননী কে এক কুমারা।
তাত তাসু তুম্হ প্রানঅধারা॥

হে পুত্র, এখন আমার নিষ্ঠুর কঠোর হৃদয় লোকনিন্দা ও তোমার শোক (দুইই) সহ্য করিবে। তুমি মায়ের এক (প্রধান) পুত্র, তাহার প্রাণের আশ্রয়।

সৌঁপেসি মোহি তুম্হহিঁ গহি পানী।
সব বিধি সুখদ পরম হিত জানী॥
উতরু কাহ দৈহউঁ তেহি জাঈ।
উঠি কিন মোহি সিখাবহু ভাঈ॥

আমি তোমাকে সকলপ্রকার সুখ দিতে পারিব ও তোমার হিত করিতে পারিব জানিয়া আমার হাত ধরিয়া মাতা তোমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে গিয়া কি উত্তর দিব, তাহা কেন আমাকে উঠিয়া শিখাইয়া দিতেছ না?

বহু বিধি সোচত সোচবিমোচন।
স্রবত সলিল রাজিব দল লোচন॥
উমা এক অখণ্ড রঘুরাঈ।
নরগতি ভগতকৃপালু দেখাঈ॥

শোকবিমোচন রাম নানাপ্রকারে শোক করিতেছিলেন। তাঁহার পদ্মচক্ষু হইতে জল পড়িতেছিল। শঙ্কর বলিলেন— উমা, রঘুরাজ এক এবং অখণ্ড, তবুও ভক্ত-বৎসল রাম মানুষের অবস্থা দেখাইতেছিলেন।

সোঃ—

প্রভুবিলাপ সুনি কান বিকল ভয়ে বানরনিকর।
আই গয়উ হনুমান জিমি করুনা মহঁ বীর রস॥

বানরেরা প্রভুর বিলাপ শুনিয়া ব্যাকুল হইল। এই সময় করুণারসের মধ্যে বীররসের মত হনুমান আসিয়া গেল।

৮৫॥ হরষি রাম ভেঁটেউ হনুমানা।
অতি কৃতজ্ঞ প্রভু পরম সুজানা॥
তুরত বৈদ তব কীন্হি উপাঈ।
উঠি বৈঠে লছিমন হরষাঈ॥

পরম বিজ্ঞ প্রভু অতি কৃতজ্ঞ হইয়া তখন আনন্দে হনুমানের সহিত দেখা করিলেন। বৈদ্য তখন শীঘ্রই ব্যবস্থা করিলেন এবং লক্ষ্মণ প্রসন্ন হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

হৃদয় লাই ভেঁটেউ প্রভু ভ্রাতা।
হরষে সকল ভালু কপি ব্রাতা॥
পুনি কপি বৈদ তহাঁ পহুঁচাবা।
জেহি বিধি তবহিঁ তাহি লেই আবা॥

প্রভু ভাই লক্ষ্মণকে বুকে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সকল ভালুক ও কপিরা সুখী হইল। তাহার পর হনুমান যেমন করিয়া সুষেণকে লইয়া আসিয়াছিল, তেমনি করিয়া সেইখানে পঁহুছাইয়া আসিল।

যহ বৃত্তান্ত দসানন সুনেউ।
অতি বিষাদ পুনি পুনি সির ধুনেউ॥
ব্যাকুল কুম্ভকরন পহিঁ আবা।
বিবিধ জতন করি তাহি জগাবা॥

রাবণ এই সংবাদ শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বারবার মাথা কুটিতে লাগিল এবং ব্যাকুল হইয়া কুম্ভকর্ণের নিকট আসিয়া নানাভাবে চেষ্টা করিয়া তাহাকে জাগাইল।

জাগা নিসিচর দেখিয় কৈসা।
মানহুঁ কাল দেহ ধরি বৈসা॥
কুম্ভকরন বুঝা কহু ভাঈ।
কাহে তব মুখ রহে সুখাঈ॥

কুম্ভকর্ণ জাগিল। তাহাকে দেখাইতেছিল যেন যম দেহ ধরিয়া বসিয়া আছে। কুম্ভকর্ণ রাবণকে জিজ্ঞাসা করিল—ভাই, শোন। তোমার মুখ শুক্‌না কেন?

কথা কহী সব তেহি অভিমানী।
জেহি প্রকার সীতা হরি আনী॥
তাত কপিন্হ সব নিসিচর মারে।
মহা মহা জোধা সংহারে॥

অহঙ্কারী রাবণ যে প্রকারে সীতা হরণ করিয়া আনিয়াছিল, সে সকল কথা বলিল। রাবণ আরো বলিল— হে তাত, বানরেরা সব রাক্ষসদিগকে মারিতেছে এবং মহা মহা যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতেছে।

দুর্মুখ সুররিপু মনুজঅহারী।
ভট অতিকায় অকম্পন ভারী॥
অপর মহোদরআদিক বীরা।
পরে সমরমহি সব রনধীরা॥

দেবশত্রু মাংসভোজী দুর্মুখ, অতিকায়, অকম্পন প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধা, মহোদর আদি রণধীর বীর যুদ্ধে মারা গিয়াছে।

সুনি দসকন্ধর বচন তব কুম্ভকরন বিলখান।
জগদম্বা হরি আনি অব সঠ চাহত কল্যান॥

কুম্ভকর্ণ রাবণের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া বলিল—মূর্খ, জগদম্বাকে হরণ করিয়া আনিয়া এখন কল্যাণ চাও।

৮৬॥ ভল ন কীন্হ তৈঁ নিসিচর নাহা।
অব মোহি আই জগায়েহি কাহা॥
অজহূঁ তাত ত্যাগি অভিমানা।
ভজহু রাম হোইহি কল্যানা॥

রাক্ষসরাজ, কাজটা তুমি ভাল কর নাই। এখন আসিয়া আমাকে জাগাইলে কি হইবে? প্রিয়, এখনো অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া রামের ভজনা কর, কল্যাণ হইবে।

হৈं দসসীস মনুজ রঘুনায়ক।
জা কে হনুমান সে পায়ক॥
অহহ বন্ধু তৈঁ কীন্হি খোটাঈ।
প্রথমহিঁ মোহি ন সুনায়েহি আঈ॥

রাবণ, যাহার হনুমানের মত দূত, সে রামচন্দ্র কি মানুষ? ভাই, তুমি প্রথমেই এই অবস্থা আমাকে না শুনাইয়া অন্যায় করিয়াছ।

কীন্হেহু প্রভুবিরোধ তেহি দেবক।
সিব বিরঞ্চি সুর জা কে সেবক॥
নারদ মুনি মোহি জ্ঞান জো কহা।
কহতেউঁ তোহি সময় নিরবহা॥

ব্রহ্মা মহেশ্বরাদি দেবতা যাঁহার সেবক, তুমি সেই প্রভুর বিরোধ করিয়াছ। নারদ মুনি আমাকে যে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন, সে কথা তোমাকে বলিতাম, কিন্তু বলার সময় ত আর হইল না।

অব ভরি অঙ্ক ভেঁটু মোহি ভাঈ।
লোচন সুফল করউঁ মৈঁ জাঈ॥
স্যামগাত সরসী রুহ লোচন।
দেখউঁ জাই তাপ ত্রয় মোচন॥

ভাই, এখন আমার সহিত কোল ভরিয়া আলিঙ্গন কর। তার পর আমি গিয়া শ্যামলশরীর পদ্মলোচন তাপত্রয়বিমোচনকারী রামকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিব।

রামরূপ গুন সুমিরি মন মগন ভয়উ ছন এক।
রাবন মাঁগেউ কোটি ঘট মদ অরু মহিষ অনেক॥

রামের রূপ গুণের কথা মনে করিয়া কুম্ভকর্ণ ক্ষণকাল মুগ্ধ হইয়া রহিল। এদিকে রাবণ তাহার জন্য কোটি ঘড়া মদ ও অনেক মহিষ আনাইল।

৮৭॥ মহিষ খাই করি মদিরাপানা।
গর্জা বজ্রাঘাতসমানা॥
কুম্ভকরন দুর্মদ রনরঙ্গা।
চলা দুর্গ তজি সেন ন সঙ্গা॥

মহিষ খাইয়া মদ পান করিয়া কুম্ভকর্ণ বজ্রাঘাতের মত শব্দ করিয়া গর্জিয়া উঠিল। মদোন্মত্ত যুদ্ধার্থী কুম্ভকর্ণ তখন সৈন্য সঙ্গে না লইয়া দুর্গ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

দেখি বিভীষনু আগে গয়উ।
পরেউ চরন নিজ নাম সুনায়উ॥
অনুজ উঠাই হৃদয় তেহি লাবা।
রঘুপতি ভগত জানি মনভাবা॥

কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া বিভীষণ তাহার সম্মুখে গেল ও প্রণাম করিয়া তাহাকে নিজের নাম বলিল। কুম্ভকর্ণ ভাইকে উঠাইয়া বুকে লইল। সে রঘুপতির ভক্ত জানিয়া তাহার ভাল লাগিল।

তাত লাত রাবন মোহি মারা।
কহত পরমহিত মন্ত্রবিচারা॥
তেহি গলানি রঘুপতি পহিঁ আয়উঁ।
দেখি দীন প্রভু কে মন ভায়উঁ॥

বিভীষণ বলিল—ভাই, রাবণকে তাহার হিতের জন্য উপদেশ দেওয়ায় সে আমাকে লাথি মারে। সেই দুঃখে রামচন্দ্রের নিকট যাই, আমাকে দীন জানিয়া তিনি ভাল বাসেন।

সুনু সুত ভয়উ কালবস রাবনু।
সো কি মান অব পরমসিখাবনু॥
ধন্য ধন্য তৈঁ ধন্য বিভীষন।
ভয়উ তাত নিসিচর কুল ভূষন॥
বন্ধু বংস তৈঁ কীন্হ উজাগর।
ভজেহু রাম সোভা সুখ সাগর।

কুম্ভকর্ণ বলিল—হে পুত্র, রাবণ কালের বশীভূত হইয়াছে। সে ভাল উপদেশ শুনিবে কেন? "ধন্য ধন্য, বিভীষণ, তুমি ধন্য, তুমি রাক্ষসকুলের ভূষণ"। ভাই, তুমি বংশ উজ্জ্বল করিলে, তুমি সৌন্দর্য ও সুখের সাগর রামচন্দ্রের ভজনা করিতেছ।

বচন কর্ম মন কপট তজি ভজেহু রাম রনধীর।
জাহু ন নিজ পর সুঝ মোহি ভয়উ কালবস বীর॥

কথায়, কাজে ও মনে কপটতা ত্যাগ করিয়া রণধীর রামকে ভজনা কর। আমার আপন-পর-বোধ থাকিতেছে না, (আমি রামকে স্বপক্ষ ভাবিতে পারিতেছি না,) কেমনা আমিও কালের বশে আসিয়াছি।

৮৮॥ বন্ধুবচন সুনি চলা বিভীষন।
আয়উ জহঁ ত্রৈলোক বিভূষন॥

নাথ ভূধরাকার শরীরা।
কুম্ভকরন আবত রনধীরা॥

ভাইয়ের কথা শুনিয়া বিভীষণ ফিরিয়া যেখানে ত্রিলোকের মণি রামচন্দ্র আছেন, সেখানে আসিল। বিভীষণ বলিল—নাথ, পর্বতের মত শরীর রণধীর কুম্ভকর্ণ আসিতেছে।

এতনা কপিন্হ সুনা জব কানা।
কিলকিলাই ধায়ে বলবানা॥
লিয়ে উপারি বিটপ অরু ভূধর।
কটকটাই ডারহিঁ তা উপর॥

এই কথা শুনিয়া বলবান বানরেরা কিল কিল শব্দ করিয়া গাছপালা ও পর্বত উপড়াইয়া লইয়া ছুটিল এবং কটকট শব্দ করিতে করিতে কুম্ভকর্ণের উপর ছুঁড়িতে লাগিল।

কোটি কোটি গিরি সিখর প্রহারা।
করহিঁ ভালু কপি একহিঁ বারা॥
মুরৈ ন মন তন টরৈ ন টারা।
জিমি গজ অর্কফলন্হি কর মারা॥

ভালুক ও কপিরা একবারেই কোটি কোটি পর্বতশৃঙ্গ তাহার উপর ছুঁড়িয়া মারিতেছিল। কিন্তু হাতীকে আকন্দের ফল দিয়া মারিলে যেমন হয়, কুম্ভকর্ণের তেমনি হইল। সে ভ্রূক্ষেপও করিল না, টলাইলেও একটুকু টলিল না।

তব মারুতসুত মুঠিকা হনেউ।
পরেউ ধরনি ব্যাকুল সির ধুনেউ॥
পুনি উঠি তেহি মারেউ হনুমন্তা।
ঘুর্মিত ভূতল পরেউ তুরন্তা॥

তখন হনুমান তাহাকে কিল মারিতেই সে মাথা কুটিতে কুটিতে ব্যাকুল হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। পরে আবার উঠিয়া কুম্ভকর্ণ হনুমানকে মারিল, সে মাথা ঘুরিয়া তখনই মাটিতে পড়িয়া গেল।

পুনি নল নীলহি অবনি পছারেসি।
জহঁ তহঁ পটকি ভটকি ভট ডারেসি॥
চলী বলী মুখ সেন পরাঈ।
অতিভয় ত্রসিত ন কোউ সমুহাঈ॥

তার পর কুম্ভকর্ণ নল নীলকে মাটিতে ফেলিয়া দিল, আর যেখানে সেখানে যোদ্ধাদিগকে মাটিতে ফেলিতে লাগিল। তখন বানরসেনা অতিশয় ভীত হইয়া পালাইতে আরম্ভ করিল, কেহ তাহাদিগকে সামলাইতে পারিল না।

অঙ্গদাদি কপি ধায় বস করি সমেত সুগ্রীবঁ।
কাঁখ দাবি কপি রাজ কহঁ চলা অমিত বল সীবঁ॥

সুগ্রীব সমেত অঙ্গদাদি কপিগণকে মূর্ছিত করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবকে বগলদাবা করিয়া অসীমবলশালী কুম্ভকর্ণ চলিল।

৮৯॥ উমা করত রঘুপতি নরলীলা।
খেল গরুড় জিমি অহিগন মীলা॥
ভৃকুটি ভঙ্গ জো কালহি খাঈ।
তাহি কি সোহই ঐসি লরাঈ॥

শঙ্কর বলিলেন—উমা, যেমন গরুড় সাপ লইয়া খেলে, তেমনি রঘুপতি মনুষ্যলীলা করিতেছিলেন। যে ভ্রূভঙ্গী দ্বারা কালকেও নষ্ট করিতে পারে, তাহার কি এইপ্রকার লড়াই শোভা পায়?

জগপাবনি কীরতি বিস্তরিহহিঁ।
গাই গাই ভবনিধি নর তরিহহিঁ॥
মুরছা গই মারুতসুত জাগা।
সুগ্রীব হি তব খোজন লাগা॥

তিনি এখন কীর্তি ছাড়াইতেছিলেন যাহা জগতকে পবিত্র করিবে, যাহা গাহিয়া গাহিয়া লোক ভবসমুদ্র পার হইবে। এদিকে হনুমানের মূর্ছা ভাঙ্গিলে সে জাগিয়া সুগ্রীবকে খুঁজিতে লাগিল।

সুগ্রীব হু কৈ মুরুছা বীতি।
নিবুকি গয়উ তেহি মৃতকপ্রতীতী॥
কাটেসি দসন নাসিকা কানা।
গরজি অকাস চলেউ তেহি জানা॥

সুগ্রীবের মূর্ছা চলিয়া গেল। সে এতক্ষণ মরার মত ছিল, এখন পিছলাইয়া পালাইয়া গেল ও দাঁত দিয়া কুম্ভকর্ণের নাক কান কাটিয়া গর্জিয়া আকাশে উঠিয়া পড়িল। তখন কুম্ভকর্ণ জানিতে পারিল।

গহেউ চরন ধরি ধরনি পছারা।
অতি লাঘব উঠি পুনি তেহি মারা।
পুনি আয়উ প্রভু পহিঁ বলবানা।
জয়তি জয়তি জয় কৃপানিধানা॥

তখন কুম্ভকর্ণ তাহার পা ধরিয়া আছাড় দিল। সুগ্রীব হালকাভাবে আবার উঠিয়া কুম্ভকর্ণকে মার লাগাইল। তার পর বলবান সুগ্রীব "জয় জয় কৃপানিধির জয়" বলিয়া প্রভুর নিকট আসিল।

নাক কান কাটে জিয় জানী।
ফিরা ক্রোধ করি ভই মন গ্লানী॥
সহজ ভীম পুনি বিনু শ্রুতি নাসা।
দেখত কপিদল উপজী ত্রাসা॥

নাক কাণ কাটিয়াছে জানিয়া কুম্ভকর্ণ মনের দুঃখে আবার ফিরিল। একে ত সে স্বভাবতঃই ভয়ানক তার পর

আবার নাক কাণ না থাকায় তাহাকে আরো ভয়ানক দেখাইতেছিল। দেখিয়া বানরদের ভয় হইল।

জয় জয় জয় রঘুবংস মনি ধায়ে কপি দেই হুহ।
একহি বার তাসু পর ছাঁড়েন্হি গিরি তরু জুহ॥

বানরেরা হু হা শব্দ করিয়া ও "জয় জয় রঘুবংশমণির জয়" বলিয়া ছুটিল ও একসঙ্গে কুম্ভকর্ণের উপর গাছ পাথর ছুঁড়িতে লাগিল।

১০॥ কুম্ভকরন রনরঙ্গ বিরুদ্ধা।
সনমুখ চলা কাল জনু ক্রুদ্ধা॥
কোটি কোটি কপি ধরি ধরি খাঈ।
জনু টীড়ী গিরিগুহা সমাঈ।

কুম্ভকর্ণ বিরুদ্ধ হইয়া রণরঙ্গে মাতিয়া চলিল। মনে হইল, যম যেন রাগ করিয়া চলিয়াছে। সে কোটি কোটি বানর ধরিয়া ধরিয়া খাইতে লাগিল। মনে হইল, যেন পঙ্গপাল পর্বত গুহায় ঢুকিতেছে।

কোটিন্হ গহি সরীর সন মর্দা।
কোটিন্হ মীঁজি মিলব মহি গর্দা
মুখ নাসা শ্রবনন্হি কী বাটা।
নিসরি পরাহিঁ ভালু কপি ঠাটা॥

কুম্ভকর্ণ কোটি কোটি বানরকে নিজের শরীরের সঙ্গে পিষিয়া ফেলিল, কোটি কোটিকে মাটিতে ঘসিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিল। কুম্ভকর্ণের গিলিয়া ফেলা ভালুক ও কপির দল নাক কাণ দিয়া বাহির হইয়া পালাইতে লাগিল।

রন মদ মত্ত নিসাচর দর্পা।
বিশ্ব গ্রসিহি জনু এহি বিধি অর্পা॥
মুরে সুভট সব ফিরহিঁ ন ফেরে।
সুঝ ন নয়ন সুনহিঁ নহিঁ টেরে॥

রাক্ষসেরা যুদ্ধের নেশায় মাতিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল, মনে হইল যেন সংসারটাই খাইয়া ফেলিবে বলিয়া ঠিক করিয়াছে। যোদ্ধারা পালাইতেছিল, ফিরাইলেও ফিরিতেছিল না। তাহারা চোখে দেখিতেছিল না, কাণেও শুনিতেছিল না।

কুম্ভকরন কপিফৌজ বিডারী।
সুনি ধাঈ রজনীচর ধারী॥
দেখী রাম বিকল কটকাঈ।
রিপুঅনীক নানা বিধি আঈ।

কুম্ভকর্ণ বানরসেনা ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে শুনিয়া রাক্ষসের দল ছুটিল। রাম দেখিলেন, সৈন্তেরা ব্যাকুল হইয়াছে, আর নানা প্রকারের শত্রুসেনা আ সিয়াছে।

সুনু সুগ্রীব বিভীষন অনুজ সঁভারেহু সৈন।
মৈঁ দেখউঁ খল বল দলহি বোলে রাজিবনৈন॥

পদ্মলোচন রামচন্দ্র বলিলেন—সুগ্রীব, বিভীষণ, লক্ষ্মণ, তোমরা শোন। তোমরা সৈন্য সামলাও, আমি দুষ্টের দলকে দেখিয়া লই।

১১॥ কর সারঙ্গ সাজি কটি ভাথা।
অরি দল দলনি চলে রঘুনাথা॥
প্রথম কীন্হি প্রভু ধনুষটকোরা।
রিপুদল বধির ভয়উ সুনি সোরা॥

রঘুনাথ হাতে শার্ঙ্গ ধনুক লইয়া ও কোমরে তূণীর বাঁধিয়া শত্রুদল দলন করিতে চলিলেন। প্রভু প্রথমেই ধনুকে টঙ্কার দিলেন। সে শব্দ শুনিয়া শত্রুদলের কাণে তালা লাগিল।

সত্যসন্ধ ছাড়ে সর লচ্ছা।
কালসর্প জনু চলে সপচ্ছা॥
জহঁ তহঁ চলে বিপুল নারাচা।
লগে কটন ভট বিকট পিসাচা

সত্যসন্ধ রাম লক্ষ বাণ ছাড়িলেন, সেগুলি পাখাওয়ালা সাপের মত চলিল। যেখানে সেখানে বিপুল নাচার বাণ চলিতে লাগিল। সেগুলি যোদ্ধা ও বিকট পিশাচদিগকে কাটিতে লাগিল।

কটহিঁ চরন উর সির ভুজদণ্ডা।
বহুতক বীর হোহিঁ সত খণ্ডা॥
ঘুর্মি ঘুর্মি ঘায়ল মহি পরহীঁ।
উঠি সম্ভারি সুভট পুনি লরহীঁ॥

তাহাদের হাত পা বুক মাথা কাটা যাইতে লাগিল, অনেক বীর শত খণ্ড হইল। আহত হইয়া যোদ্ধারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল, আবার উঠিয়া লড়িতে লাগিল।

লাগত বান জলদ জিমি গাজহিঁ।
বহুতক দেখি কঠিন সর ভাজহিঁ॥
রুণ্ড প্রচণ্ড মুণ্ড বিনু ধাবহিঁ।
ধরু ধরু মারু মারু ধুনি গাবহিঁ॥

বাণ লাগায় কেহ মেঘের মত গর্জিয়া উঠিল। অনেকে কঠিন বাণ দেখিয়া পালাইল। মাথাকাটা ধড় দৌড়াইতে লাগিল ও "ধর ধর, মার মার" শব্দ হইতে লাগিল।

ছন মহঁ প্রভু কে সায়কন্হি কাটে বিকট পিসাচ।
পুনি রঘুবীর নিষঙ্গ মহঁ প্রবিসে সব নারাচ॥

মুহূর্তের মধ্যে প্রভুর বাণ বিকট পিশাচদিগকে কাটিয়া আবার প্রভুর তূণীরে ফিরিয়া আসিল।

১২॥ কুম্ভকরন মন দীখ বিচারী।
হতি ছন মাঁঝ নিসাচর ধারী॥
ভয়উ ক্রুদ্ধ দারুন বল বীরা।
করি মৃগ নায়ক নাদ গঁভীরা॥

কুম্ভকর্ণ ভাবিয়া দেখিল, রামচন্দ্র মুহূর্তের মধ্যেই রাক্ষসের দল মারিয়া ফেলিবেন। ভীষণ বলশালী বীর রাগিয়া উঠিয়া গম্ভীর সিংহগর্জন করিল।

কোপি মহীধর লেই উপারী।
ডারই জহঁ মর্কটভট ভারী॥
আবত দেখি সৈল প্রভু ভারে।
সরন্হি কাটি·রজসম করি ডারে॥

সে রাগ করিয়া পর্বত উপড়াইয়া যেখানে অনেক বানর সেনা ছিল সেইদিকে ছুঁড়িল। যখন প্রভু দেখিলেন ভারি পর্বত আসিতেছে, তখন বাণ দ্বারা তাহা কাটিয়া ধূলা করিয়া ফেলিলেন।

পুনি ধনু তানি কোপি রঘুনায়ক।
ছাড়ে অতি করাল বহু সায়ক॥
তন মহুঁ প্রবিসি নিসরি সর জাহীঁ।
জনু দামিনি ঘন মাঁঝ সমাহী॥

রঘুনাথ আবার রাগ করিয়া ধনুকের গুণ টানিয়া অতিশয় ভয়ঙ্কর অনেক বাণ ছাড়িলেন। সে বাণগুলি শত্রুর শরীরে ঢুকিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন বিদ্যুৎ মেঘের ভিতর ঢুকিতেছে।

সোনিত স্রবত সোহ তন কারে।
জনু কজ্জলগিরি গেরুপনারে॥
বিকল বিলোকি ভালু কপি ধায়ে।
বিহঁসা জবহিঁ নিকট কপি আয়ে॥

রাক্ষসের কালো শরীর হইতে রক্তস্রোত বহিতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন কজ্জলগিরি হইতে গৈরিক ধারা বহিতেছে। কুম্ভকর্ণকে বিকল দেখিয়া ভালুক ও কপিরা দৌড়াইল। এদিকে কুম্ভকর্ণও যখন দেখিল বানরদল নিকটে আসিয়াছে, তখন হাসিয়া উঠিল।

মহানাদ করি গর্জা কোটি কোটি গহি কীস।
মহি পটকই গজরাজ ইব সপথ করই দসসীস॥

মহাশব্দে গর্জন করিয়া উঠিয়া কুম্ভকর্ণ কোটি কোটি বানর ধরিয়া রাবণের দোহাই দিতে দিতে গজরাজের মত মাটিতে আছড়াইতে লাগিল।

৯৩॥ ভাগে ভালু বলীমুখ জূথা।
বৃক বিলোকি জিমি মেষবরূথা॥
চলে ভাগি কপি ভালু ভবানী।
বিকল পুকারত আরতবানী॥

যেমন নেকড়ে বাঘ দেখিয়া ভেড়া পালায়, তেমনি কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া ভালুক ও কপির দল পালাইতে লাগিল। পার্বতী, ভালুক ও বানরেরা ব্যাকুল আর্তনাদ করিয়া পালাইতে লাগিল।

যহ নিসিচর দুকাল সম অহঈ।
কপিকুল দেস পরন অব চহঈ॥
কৃপা বারি ধর রাম খরারী।
পাহি পাহি প্রনতারতিহারী॥

তাহারা বলিতেছিল—এই রাক্ষসেরা এখন দুর্ভিক্ষের মত দলরূপ দেশে পড়িতে চাহিতেছে। হে কৃপাজলধর রাম, হে দুষ্ট-দমনকারী, হে ভক্তদুঃখহারী, আমাদিগকে "রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

সকরুন বচন সুনত ভগবানা।
চলে সুধারি সরাসনবানা॥
রাম সেন নিজ পাছে ঘালী।
চলে সকোপ মহাবল সালী॥

আর্তনাদ শুনিয়া রাম ধনুর্বাণ ঠিক করিয়া চলিলেন। নিজেই সৈন্য পিছনে রাখিয়া রাগিয়া মহাবলশালী রাম আগে আগে চলিলেন।

খৈঁচি ধনুষ সত সর সন্ধানে।
ছূটে তীর সরীর সমানে॥
লাগত সর ধাবা রিসভরা।
কুধর ডগমগত ডোলতি ধরা॥

রামচন্দ্র ধনুক টানিয়া শত বাণ ছাড়িলেন, সেগুলি গিয়া কুম্ভকর্ণের শরীরে ঢুকিল। বাণ লাগিতেই কুম্ভকর্ণ রাগিয়া ছুটিল। তাহাতে পাহাড় টলিতে লাগিল, পৃথিবী দুলিতে লাগিল।

লীন্হ এক তেহি সৈল উপাটী।
রঘুকুল তিলক ভুজা সোই কাটী॥
ধাবা বামবাহু গিরি ধারী।
প্রভু সোউ ভুজা কাটি মহি পারী॥

তখন সে এক পর্বত উপড়াইয়া লইল। রাম তাহার সেই হাত কাটিয়া ফেলিলেন। সে বাম হাতে পর্বত লইয়া দৌড় দিল। সে হাতও প্রভু কাটিয়া মাটিতে ফেলিলেন।

কাটে ভুজা সোহ খল কৈসা।
পচ্ছহীন মন্দরগিরি জৈসা॥
উগ্র বিলোকনি প্রভুহি বিলোকা।
গ্রসন চহত মানহুঁ ত্রয়লোকা॥

হাত কাটিয়া ফেলাতে দুষ্ট কুম্ভকর্ণকে ডানা কাটা মন্দর পর্বতের মত দেখাইতেছিল। সে উগ্র চক্ষে প্রভুর দিকে তাকাইতে লাগিল। মনে হইল যেন তিনলোক গ্রাস করিতে চায়।

করি চিক্কার অতি ঘোরতর ধাবা বদন পসারি।
গগন সিদ্ধ সুর ত্রসিত সব হা হা হেতি পুকারি॥

কুম্ভকর্ণ ঘোরতর চীৎকার করিয়া হাঁ করিয়া ছুটিল। আকাশে সিদ্ধেরা ও দেবতারা সকলে ভয় পাইয়া "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন।

৯৪॥ সভয় দেব করুনা নিধি জানেউ।
শ্রবন প্রজন্ত সরাসন তানেউ॥
বিসিখনিকর নিসিচর মুখ ভরেউ।
তদপি মহাবল ভূমি ন পরেউ॥

করুণানিধি রাম বুঝিলেন, দেবতারা ভয় পাইয়াছে। তিনি কাণ পর্যন্ত ধনুক টানিয়া অনেক বাণ ছাড়িলেন। উহাতে রাক্ষসের মুখ ভরিয়া গেল, তথাপি মহাবল কুম্ভকর্ণ মাটিতে পড়িল না।

সরন্হি ভরা সো সনমুখ ধাবা।
কালত্রোন সজীব জনু আবা॥
তব প্রভু কোপি তীব্র সর লীন্হা।
ধর তেঁ ভিন্ন তাসু সির কীন্হা॥

বাণভরা মুখ লইয়া কুম্ভকর্ণ সম্মুখে দৌড়াইতে লাগিল। মনে হইল, যেন কালরূপী তূণীর জীবন্ত হইয়া ছুটিতেছে। তখন প্রভু রাগ করিয়া তীক্ষ্ণবাণ লইলেন এবং তাহার মাথা ধড় হইতে কাটিয়া আলাদা করিয়া ফেলিলেন।

সো সির পরেউ দসানন আগেঁ।
বিকল ভয়েউ জিমি ফনি মনি ত্যাগেঁ।
ধরনি ধসই ধর ধাব প্রচণ্ডা।
তব প্রভু কাটি কীন্হ দুই খণ্ডা।

সে মাথা গিয়া রাবণের সামনে পড়িল। রাবণ মণিহারা ফণীর মত ব্যাকুল হইল। কুম্ভকর্ণের ধড় পৃথিবী ধসাইয়া প্রচণ্ড বেগে ছুটিতে লাগিল। তখন প্রভু উহা কাটিয়া দুই খণ্ড করিলেন।

পরে ভূমি জিমি নভ তেঁ ভূধর।
হেঠ দাবি কপি ভালু নিসাচর।
তাসু তেজ প্রভুবদন সমানা।
সুর মুনি সবহিঁ অচম্ভৌ মানা॥

আকাশ হইতে পর্বত পড়ার মত কুম্ভকর্ণের ধড়ের টুক্‌রা মাটিতে পড়িল। তাহার নীচে বানর, ভালুক ও রাক্ষস চাপা পড়িল। কুম্ভকর্ণের তেজ প্রভুর মুখে প্রবেশ করিল, দেখিয়া দেবতারাও মুনিরা সকলে আশ্চর্য হইল।

সুর দুন্দুভী বজাবহিঁ হরষহিঁ।
অস্তুতি করহিঁ সুমন বহু বরষহিঁ।
করি বিনতী সুর সকল সিধায়ে।
তেহী সময় দেবরিষি আয়ে॥

দেবতারা আনন্দে নাগরা বাজাইয়া স্তুতি করিতে ও অনেক পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিনতি জানাইয়া সকল দেবতারা চলিয়া গেলেন, তখন দেবর্ষি নারদ আসিলেন

গগনোপরি হরি গুন গন গায়ে।
রুচির বীররস প্রভুমন ভায়ে॥
বেগি হতহু খল কহি মুনি গয়ে।
রাম সমর মহি সোহত ভয়ে॥

নারদ আকাশে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। সুন্দর বীররসভরা গান প্রভুর মনে ভাল লাগিল। শীঘ্র দুষ্ট দের বধ কর, বলিয়া মুনি চলিয়া গেলেন। রামচন্দ্র সমরভূমিতে শোভা পাইতে লাগিলেন।

ছন্দ সংগ্রামভূমি বিরাজ রঘুপতি অতুলবল কোসলধনী।
শ্রমবিন্দু মুখ রাজীবলোচন অরুন তন সোনিতকনী॥
ভুজজুগল ফেরত সরসরাসন ভালু কপি চহুঁ দিসি বনে।
কহ দাস তুলসী কহি ন সক ছবি সেষ জেহি আনন ঘনে।

অতুলবলসম্পন্ন কোশল-রাজ রঘুপতি যুদ্ধক্ষেত্রে শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার মুখে ঘামের বিন্দু, তাঁহার চোখ পদ্মের মত, তাঁহার শরীর রক্তাভ ও তাহাতে রক্তের বিন্দু লাগিয়া আছে। তাঁহার দুই বাহু ধনুকবাণ চালাইতেছে। তুলসীদাস বলে, রঘুনাথের সে সময়কার শোভা হাজার মুখে শেষনাগও বর্ণনা করিতে পারিবে না।

নিসিচর অধম মলাকর তাহি দীন্হ নিজ ধাম।
গিরিজা তে নর মন্দমতি জে ন ভজহিঁ শ্রীরাম॥

শঙ্কর বলিলেন—গিরিজা, অধম রাক্ষস দোষের আকর। তাহাকে যিনি ব্রহ্মলোকে পাঠাইলেন সেই শ্রীরামকে যে ভজনা করে না, সে ব্যক্তি অতি নির্বোধ।

৮৫॥ দিন কে অন্ত ফিরী দোউ অনী।
সমর ভঈ সুভটন্হ শ্রম ঘনী॥
রামকৃপা কপিদল বল বাঢ়া।
জিমি তৃন পাই আগ অতি ডাঢ়া॥

দিন শেষ হইলে দুই দলের সৈন্য ফিরিল। যুদ্ধে যোদ্ধাদের খুবই পরিশ্রম হইয়াছিল। তৃণ পাইয়া আগুন যেমন বাড়ে, রামের কৃপায় বানরদের বল তেমনি বাড়িয়াছিল।

ছীজহিঁ নিসিচর দিন অরু রাতী।
নিজ মুখ কহে সুকৃত জেহি ভাঁতী।
বহু বিলাপ দসকন্ধর করঈ।
বন্ধুসীস পুনি পুনি উর ধরঈ॥

নিজের মুখে পুণ্যকার্যের কথা বলিলে তাহা যেমন নষ্ট হয়, রাক্ষসেরা দিনরাত তেমনি শুকাইতে লাগিল। রাবণ বড় বিলাপ করিতে লাগিল এবং বারবার ভাইয়ের মাথা বুকে লইতে লাগিল।

রোবহিঁ নারি হৃদয় হতি পানী।
তাসু তেজ বল বিপুল বখানী॥
মেঘনাদ তেহি অবসর আবা।
কহি বহু কথা পিতা সমুঝাবা॥

কুম্ভকর্ণের বিপুল তেজ ও বলের কথা বলিয়া স্ত্রীরা বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতেছিল। সেই অবসরে মেঘনাদ আসিল, অনেক কথা বলিয়া বাপকে বুঝাইল।

দেখেহু কালি মোরি মনুসাঈ।
অবহিঁ বহুত কা করউঁ বড়াঈ।
ইষ্টদেব সোঁ বল রথ পায়উঁ।
সো বল তাত ন তোহি দেখায়উঁ॥

সে বলিল—কাল আমার বাহাদুরী দেখিও। এখন বেশী কি আর বড়াই করিব? বাবা, ইষ্টদেবের নিকট হইতে যে বল ও রথ পাইয়াছি, তাহা তোমাকে দেখাই নাই।

এহি বিধি জলপত ভয়উ বিহানা।
চহুঁ দুআর লাগে কপি নানা॥
ইত কপি ভালু কালসম বীরা।
উত রজনীচর অতি রন ধীরা॥
লরহিঁ সুভট নিজ নিজ জয় হেতু।
বরনি ন জাই সমর খগকেতু॥

এইভাবে কথা বলিতে বলিতে প্রাতঃকাল হইল, লঙ্কার চার দুয়ারে গিয়া বানরেরা উপস্থিত হইল। এক দিকে যমের মত বীর কপি ও ভালুক, অপর দিকে রণে অতিশয় স্থিরবুদ্ধি রাক্ষসদল। যোদ্ধারা নিজ নিজ জয়ের জন্য লড়িতেছিল। কাক ভুষণ্ডী বলিলেন—গরুড়, সে যুদ্ধের কথা বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না।

মেঘনাদ মায়ামর রথচঢ়ি গয়উ অকাস।
গর্জেউ অট্টহাস করি ভই কপিকটকহি ত্রাস॥

মেঘনাদ মায়াময় রথে চড়িয়া আকাশে গেল ও সেখানে অট্ট হাসিয়া গর্জন করিয়া উঠিল। বানর সেনা ইহাতে ভয় পাইল।

৯৬॥ সক্তি সূল তরবারি কৃপানা।
অস্ত্র সস্ত্র কুলিসায়ুধ নানা॥
ডারই পরসু পরিঘ পাষানা।
লাগেউ বৃষ্টি করই বহু বানা॥

মেঘনাদ শক্তি শূল তরবারি ও কৃপাণ আদি অস্ত্র শস্ত্র, বজ্র প্রভৃতি অনেক হাতিয়ার এবং কুঠার, পরিঘ ও পাথর ছুঁড়িতে লাগিল আর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।

দস দিসি রহে বান নভ ছাঈ।
মানহুঁ মঘা মেঘ ঝরি লাঈ॥
ধরু ধরু মারু সুনিঅ ধুনি কানা।
জো মারই তেহি কোউ ন জানা॥

আকাশের দশ দিক বাণে ছাইয়া গেল। মনে হইল, যেন মঘা নক্ষত্রে মেঘ হইতে জল ঝরিতেছে। কানে কেবল "ধর ধর, মার মার" শব্দ শোনা যাইতে লাগিল; কিন্তু যে মারিতেছে তাহাকে কেহই জানিতেও পারিল না।

গহি গিরি তরু অকাস কপি ধাবহিঁ।
দেখহিঁ তেহি ন দুখিত ফিরি আবহিঁ॥
অবঘট ঘাট বাট গিরি কন্দর।
মায়াবল কীন্হেসি সরপঞ্জর॥

বানরেরা পর্বত ও গাছ লইয়া আকাশে ছুটিল, কিন্তু সেখানে শত্রুকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। উঁচু নীচু জায়গা পথ, পর্বত, গহ্বর, সকল স্থানই মেঘনাদ মায়াবলে বাণ দ্বারা ভরিয়া ফেলিল।

জাহিঁ কহাঁ ভয়ে ব্যাকুল বন্দর।
সুরপতি বন্দি পরে জনু মন্দর॥
মারুতসুত অঙ্গদ নল নীলা।
কীন্হেসি বিকল সকল বল সীলা॥

কোথায় যাই, বলিয়া বানরেরা ব্যাকুল হইয়া পড়িল। মনে হইল, মন্দর পর্বত যেন ইন্দ্রের নিকট বন্দী হইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। হনুমান, অঙ্গদ, নল, নীল, এ সকল বলশালী বানরদিগকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

পুনি লছিমন সুগ্রীব বিভীষন।
সরন্হি মারি কীন্হেসি জর্জরতন॥
পুনি রঘুপতি সন জুঝই লাগা।
সর ছাড়ই হোই লাগহিঁ নাগা॥

তারপর লক্ষ্মণ সুগ্রীব বিভীষণ সকলেই বাণ মারিয়া শরীর জর্জর করিয়া তুলিল। পরে রঘুপতির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সে বাণ ছাড়িতে লাগিল, আর সেগুলি সাপ হইয়া আসিয়া লাগিতে আরম্ভ করিল।

ব্যাল পাস বস ভয়উ খরারী।
স্ববস অনন্ত এক অবিকারী॥
নট ইব কপটচরিত কর নানা॥
সদা স্বতন্ত্র এক ভগবানা॥
রনসোভা লগি প্রভুহিঁ বঁধাবা।
দেখি দসা দেবন্হ ভয় পাবা॥

স্বাধীন অনন্ত অদ্বিতীয় ও বিকাররহিত ভগবান রঘুনাথ নাগপাশে বদ্ধ হইলেন। এক এবং স্বতন্ত্র ভগবান হইলেও নটের ন্যায় নানা কপট লীলা করিতেছেন। প্রভু যুদ্ধের শোভার জন্য নিজে বন্ধনে বদ্ধ লইলেন। তাঁহার দশা দেখিয়া দেবতারা ভয় পাইল।

খগপতি জাকর নাম জপি মুনি কাটহিঁ ভবপাস।
সো প্রভু আব কি বন্ধ তর ব্যাপক বিশ্বনিবাস॥

গরুড় যাহার নাম জপ করেন, মুনিরা যাহার নাম জপ করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সেই বিশ্বের আধার ব্যাপক প্রভু কি বন্ধনে পড়িতে পারেন ?

৯৭-৯৮॥ চরিত রাম কে সগুন ভবানী।
তরকি ন জাহিঁ বুদ্ধি বল বানী॥
অস বিচারি জে তজ্ঞ বিরাগী।
রামহিঁ ভজহিঁ তর্ক সব ত্যাগী॥

শঙ্কর বলিলেন—ভবানী, রামের সগুণ চরিত্র সম্বন্ধে বুদ্ধি ও বাক্য দিয়া তর্ক করা যায় না। যে বিরাগী তাঁহাকে জানে, সে এ কথা বিচার করিয়া সকল তর্ক ত্যাগ করিয়া রামকে ভজনা করে।

ব্যাকুল কটক কীন্‌হ ঘননাদা।
পুনি ভা প্রগট কহই দুর্বাদা॥
জামবন্ত কহ খল রহু ঠাঢ়া।
সুনি করি তাহি ক্রোধ অতি বাঢ়া॥

মেঘনাদ সেনাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া আবার প্রত্যক্ষ হইয়া গালি দিতে লাগিল। জাম্বুবান বলিল—দুষ্ট, দাঁড়া। তাহা শুনিয়া মেঘনাদ আরো রাগিয়া গেল।

বুঢ় জানি সঠ ছাড়েউঁ তোহী।
লাগেসি অধম প্রচারই মোহী॥
অস কহি তীব্র ত্রিসুল চলাবা।
জামবন্ত কর গহি সোই ধাবা॥

বলিল—তোমাকে বুড়া বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। তুমি অধম আবার আমাকেই যুদ্ধে ডাকিতেছ? এই কথা বলিয়া তীক্ষ্ণ ত্রিশূল চালাইল। জাম্বুবান উহা ধরিয়া ছুটিল।

মারেসি মেঘনাদ কৈ ছাতী।
পরা ধরনি ঘুর্মিত সুরঘাতী॥
পুনি রিসান গহি চরন ফিরাবা।
মহি পছারি নিজ বল দেখরাবা॥

আর মেঘনাদের বুকে এমন মারিল যে, সে ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তার পর রাগিয়া গিয়া মেঘনাদের পা ধরিয়া ঘুরাইয়া মাটিতে আছাড় দিয়া জাম্বুবান নিজের শক্তি দেখাইল।

বরপ্রসাদ সো মরই ন মারা।
তব গহি পদ লঙ্কা পর ডারা॥
ইহাঁ দেবরিষি গরুড় পঠাবা।
রামসমীপ সপদি সো আবা॥

বর ছিল বলিয়া মেঘনাদকে মারিলেও মরিতেছিল না। তখন জাম্বুবান তাহাকে পা ধরিয়া লঙ্কায় ছুড়িয়া দিল। এদিকে দেবঋষি নারদ গরুড়কে পাঠাইলেন। গরুড় শীঘ্রই রামের নিকট চলিয়া আসিল।

খগপতি সব ধরি খায়ে মায়া নাগ বরূথ।
মায়া বিগত ভয়ে সব হরষে বানরযূথ॥

যে মায়া সাপের দল রঘুপতিকে বাঁধিয়াছিল, তাহাদিগকে গরুড় খাইয়া ফেলিল। মায়া কাটিয়া গেলে বানরের দল সুখী হইল।

গহি গিরি পাদপ উপল নখ ধায়ে কীস রিসাই।
চলে তমীচর বিকলতর গঢ় পর চঢ়ে পরাই॥

গাছ পাথর পর্বত ও নিজেদের নখ লইয়া বানরেরা রাগিয়া ছুটিল। ব্যাকুল হইয়া রাক্ষসেরা পালাইয়া গিয়া লঙ্কা গড়ে চড়িল।

৯৯॥ মেঘনাদ কৈ মুরছা জাগী।
পিতহি বিলোকি লাজ অতি লাগী॥
তুরত গয়েউ গিরিবর কন্দরা।
করউঁ অজয় মখ অস মন ধরা॥

মেঘনাদ মূর্ছা হইতে জাগিয়া পিতাকে দেখিয়া বড় লজ্জা পাইল। মনে স্থির করিল অজয় যজ্ঞ করিবে এবং এই মনে করিয়া তখনই পর্বত-গুহায় চলিয়া গেল।

সো সুধি পাই বিভীষন কহই।
সুনু প্রভু সমাচার অস অহই॥
মেঘনাদ মখ করই অপাবন।
খল মায়াবী দেবসতাবন॥

সে সংবাদ পাইয়া বিভীষণ রঘুনাথকে বলিল—প্রভু, সমাচার এই যে, দুষ্ট মায়াবী দেবশত্রু মেঘনাদ অপবিত্র যজ্ঞ করিতেছে।

জৌঁ প্রভু সিদ্ধ হোই সো পাইহি।
নাথ বেগি রিপু জীতি ন জাইহি॥
সুনি রঘুপতি অতিসয় সুখ মানা।
বোলে অঙ্গদাদি কপি নানা॥

প্রভু, যদি সে এই যজ্ঞ সিদ্ধ করিতে পারে, তবে শত্রুকে শীঘ্র জয় করা যাইবে না। এ সংবাদ পাইয়া রঘুপতি বড় সুখী হইলেন ও অঙ্গদাদি বানরদিগকে ডাকিলেন।

লছিমন সঙ্গ জাহু সব ভাঈ।
করহু বিধংস জজ্ঞ কর জাঈ॥
তুম্‌হ লছিমন মারেহু রন ওহী।
দেখি সভয় সুর দুখ অতি মোহী॥

রঘুপতি উহাদিগকে বলিলেন—ভাই, তোমরা সকলে লক্ষ্মণের সঙ্গে যাও, গিয়া যজ্ঞ ধ্বংস কর। লক্ষ্মণ, তুমি উহাকে যুদ্ধে মারিয়া ফেল, দেবতাদিকের ভয় দেখিয়া আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে।

মারেহু তেহি বল বুদ্ধি উপাঈ।
জেহি ছীজই নিসিচর সুনু ভাঈ॥

জাম্ববন্ত সুগ্রীব বিভীষন।
সেন সমেত রহেহু তীনিউঁ জন॥

লক্ষ্মণ, এমন বল বুদ্ধি ও উপায় করিয়া মেঘনাদকে মার, যাহাতে রাক্ষসেরা নষ্ট হইয়া যায়। জাম্বুবান, সুগ্রীব ও বিভীষণ, তোমারা তিনজন সৈন্য লইয়া লক্ষ্মণের সঙ্গে থাক।

জব রঘুবীর দীন্‌হি অনুসাসন।
কটি নিষঙ্গ কসি সাজি সরাসন॥
প্রভুপ্রতাপ উর ধরি রনধীরা।
বোলে ঘন ইব গিরা গঁভীরা॥

রঘুবীর আজ্ঞা দিলে রণধীর লক্ষ্মণ কোমরে তূণীর বাঁধিয়া ও ধনুক লইয়া প্রভুপ্রতাপ হৃদয়ে মেঘগম্ভীর স্বরে বলিলেন—

জৌঁ তেহি আজু বধে বিনু আবউঁ॥
তৌ রঘুপতি সেবক ন কহাবউ॥
জৌঁ সত শঙ্কর করহিঁ সহাঈ।
তদপি হতউঁ রঘুবীর দোহাঈ॥

যদি আজ মেঘনাদকে না মারিয়া আসি, তবে আমি যে রঘুপতির দাস এ কথা বলা ছাড়িয়া দিব। যদি শত শঙ্করও সহায় হন তবুও, রামচন্দ্রের দোহাই দিয়া বলিতেছি, মেঘনাদকে মারিব।

বন্দি রামপদ কমল জুগ চলেউ তুরন্ত অনন্ত।
অঙ্গদ নীল ময়ন্দ নল সঙ্গ সুভট হনুমন্ত॥

রামের চরণকমল দুইটি বন্দনা করিয়া লক্ষ্মণ তখনই চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে অঙ্গদ নীল ময়ন্দ নল ঋষভ ও হনুমান গেল।

১০০॥ জাই কপিন্‌হ সো দেখা বৈসা।
আহুতি দেত রুধির অরু ভৈঁসা॥
কীন্‌হ কপিন্‌হ সব জজ্ঞ বিধংসা।
জব ন উঠই তব করহিঁ প্রসংসা॥

বানরেরা গিয়া দেখিল যে, মেঘনাদ বসিয়া রক্ত ও মহিষের আহুতি দিতেছে। বানরেরা যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দিল। তাহাতেও যখন মেঘনাথ উঠিল না, তখন তাহারা তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

তদপি ন উঠই ধরেন্‌হি কচ জাঈ।
লাতন্‌হি হতি হতি চলে পরাঈ॥
লেই ত্রিসুল ধাবা কপি ভাগে।
আয়ে জহঁ রামানুজ আগে॥

তাহাতেও যখন উঠিল না, তখন বানরেরা গিয়া তাহার চুল ধরিয়া লাথি মারিয়া মারিয়া পালাইতে লাগিল। ত্রিশূল লইয়া মেঘনাদ ধাওয়া করিলে বানরেরা পালাইয়া যেখানে লক্ষ্মণ ছিলেন সেখানে আসিল।

আবা পরমক্রোধ কর মারা।
গর্জ ঘোররব বারহিঁ বারা॥
কোপি মরুতসুত অঙ্গদ ধায়ে।
হতি ত্রিসুল উর ধরনি গিরায়ে॥

আসিতেই লক্ষ্মণ বড় রাগে তাহাকে মারিলেন। মেঘনাদ বার বার ঘোর গর্জন করিতে লাগিল। হনুমান ও অঙ্গদ রাগিয়া দৌড়াইল। মেঘনাদ তাহাদের বুকে ত্রিশূল মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল।

প্রভু কহঁ ছাড়েসি সুল প্রচণ্ডা।
সর হতি কৃত অনন্ত জুগ খণ্ডা॥
উঠি বহোরি মারুতি জুবরাজা।
হতহিঁ কোপি তেহি ঘাউ ন বাজা।

মেঘনাদ লক্ষ্মণের উপর ত্রিশূল ছাড়িল, লক্ষ্মণ বাণ মারিয়া উহা কাটিয়া দুইখণ্ড করিলেন। আবার হনুমান ও যুবরাজ অঙ্গদ উঠিয়া রাগিয়া মেঘনাদকে মারিল, কিন্তু তাহার আঘাত লাগিলই না।

ফিরে বীর রিপু মরই ন মারা।
তব ধাবা করি ঘোর চিকারা॥
আবত দেখি ক্রুদ্ধ জনু কালা।
লছিমন ছাড়ে বিসিখ করালা॥

যখন শত্রুকে মারিলেও মরিতেছিল না, তখন মেঘনাদ ফিরিয়া ঘোর চিৎকার করিয়া দৌড়াইল। তাহাকে ক্রুদ্ধ যমের মত আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ করাল বাণ ছাড়িলেন।

দেখেসি আবত পবিসম বানা।
তুরত ভয়উ খল অন্তরধানা॥
বিবিধ বেষ ধরি করই লরাঈ।
কবহুঁক প্রগট কবহুঁ দুরি জাঈ॥

বজ্রের মত বাণ আসিতেছে দেখিয়া দুষ্ট তখনই অন্তর্হিত হইল। সে নানা বেশ ধরিয়া লড়াই করিতে লাগিল; কখনো প্রত্যক্ষ হইতেছিল, কখনো অদর্শন হইতেছিল।

দেখি অজয় রিপু ডরপে কীসা।
পরম ক্রুদ্ধ তব ভয়উ অহীসা॥
এহি পাপিহিঁ মৈঁ বহুত খেলাবা।
লছিমন মন অস মন্ত্র দৃঢ়াবা॥

শত্রুকে অজয় দেখিয়া বানরেরা ভয় পাইল। তখন অনন্তরূপী লক্ষ্মণ অতিশয় রাগ করিয়া মনে মনে ঠিক করিলেন যে, এই পাপীকে আমি অনেক খেলাইয়াছি।

সুমিরি কোসলাধীস প্রতাপা।
সরসন্ধান কীন্‌হি করি দাপা॥
ছাড়েউ বান মাঝ উর লাগা।
মরতী বার কপট সব ত্যাগা॥

রামের প্রতাপ স্মরণ করিয়া গর্বভরে বাণ চড়াইলেন। বাণ ছাড়িবামাত্র উহা মেঘনাদের বুকের মাঝে গিয়া লাগিল। মরার সময় সে সমস্ত কপটতা ত্যাগ করিল।

রামানুজ কহঁ রাম কহঁ অস কহি ছাড়েসি প্রান।
ধন্য সক্রজিত মাতু তব কহ অঙ্গদ হনুমান॥

"রামানুজ কোথায়, রাম কোথায়" এই বলিয়া সে প্রাণ ত্যাগ করিল। অঙ্গদ হনুমান তখন বলিল—'ধন্য ইন্দ্রজিতের মাতা ধন্য।'

১০১॥ বিনু প্রয়াস হনুমন্ত উঠাযো।
লঙ্কাদ্বার রাখি তেহি আযো॥
তাসু মরন সুনি সুর গন্ধর্বা।
চঢ়ি বিমান আয়ে নভ সর্বা॥

হনুমান অনায়াসে ইন্দ্রজিতের দেহ তুলিয়া লইয়া লঙ্কার দরজায় রাখিয়া আসিল। তাহার মৃত্যুর কথা শুনিয়া দেবতা ও গন্ধর্বরা সকলে রথে চড়িয়া আকাশে আসিলেন।

বরষি সুমন দুন্দুভী বজাবহিঁ।
শ্রীরঘুবীর বিমল জস গাবহিঁ॥
জয় অনন্ত জয় জগদাধারা।
তুম্হ প্রভু সব দেবন্হ নিস্তারা॥

দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়া নাগরা বাজাইতে লাগিলেন ও শ্রীরঘুবীরের বিমল যশ গাহিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন—হে অনন্ত, হে জগতের আশ্রয় লক্ষ্মণ, তোমার "জয় হউক"। প্রভু, তুমি সকল দেবতাকে উদ্ধার করিলে।

অস্তুতি করি সুর সিদ্ধ সিধায়ে।
লছিমন্নু কৃপাসিন্ধু পহিঁ আয়ে॥
সুতবধ সুনা দসানন জবহীঁ।
মুরছিত ভয়উ পরেউ মহি তবহীঁ॥

স্তুতি করিয়া দেবতা ও সিদ্ধগণ চলিয়া গেলেন। এদিকে লক্ষ্মণ কৃপাসিন্ধু রঘুনাথের নিকট আসিলেন। রাবণ পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শোনামাত্রই মূর্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

মন্দোদরী রুদন করি ভারী।
উর তাড়ত বহু ভাঁতি পুকারী॥
নগর লোগ সব ব্যাকুল সোচা।
সকল কহহিঁ দসকন্ধর পোচা॥

মন্দোদরী খুব কাঁদিতে লাগিল ও চীৎকার করিয়া বুক চাপড়াইতে লাগিল। নগরের লোকেরা সকলে শোকে ব্যাকুল হইল এবং বলিতে লাগিল, দশানন নীচ।

তব দসকণ্ঠ বিবিধ বিধি সমুঝাঈ সব নারি।
নস্বররূপ জগত সব দেখহু হৃদয় বিচারি॥

তার পর রাবণ অনেক প্রকারে স্ত্রীদিগকে বুঝাইল এবং বলিল—এই সারা জগতই নশ্বর। এ কথা হৃদয়ে বিচার করিয়া দেখ।

১০২॥ তিন্হহি জ্ঞান উপদেশা রাবন।
আপুনু মন্দ কথা সুভ পাবন॥
পরউপদেস কুসল বহুতেরে।
জে আচরহিঁ তে নর ন ঘনেরে॥

রাবণ তাহাদিগকে জ্ঞানের উপদেশ দিল, কিন্তু তাহার নিজের কাছে খারাপটাই ভাল লাগিতেছিল। অপরকে উপদেশ দিতে কুশল অনেকেই হয়, কিন্তু উপদেশ অনুসারে আচরণ করার মত লোক অল্প।

নিসা সিরানি ভয়উ ভিনুসারা।
লগে ভালু কপি চারিহুঁ দ্বারা॥
সুভট বোলাই দসানন বোলা।
রনসনমুখ জা কর মন ডোলা॥

সে রাত কাটিল, ভোর হইল। তখন ভালুক ও কপিরা লঙ্কার চার দরজায় গিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে দশানন যোদ্ধাদিগকে ডাকিয়া বলিল—যাহার যুদ্ধে যাইতে মন কাঁপে,

সো অবহীঁ বরু জাউ পরাঈ।
সংযুগবিমুখ ভয়ে ন ভলাঈ॥
নিজ ভুজ বল মৈঁ বৈরু বঢ়াবা।
দেইহউঁ উতরু জো রিপু চঢ়ি আবা॥

সে বরঞ্চ এখনই পালাইয়া যাউক। যুদ্ধের সময় বিমুখ হওয়া ভাল নয়। আমার বাহুবলেই আমি শত্রুতা বাড়াইয়াছি। যে শত্রু চড়াও হইয়া আসিয়াছে, আমিই তাহাদিগকে উত্তর দিব।

অস কহি মরুতবেগ রথ সাজা।
বাজে সকল জুঝাউ বাজা॥
চলে বীর সব অতুলিত বলী।
জনু কজ্জল কৈ আঁধী চলী॥
অসগুন অমিত হোহিঁ তেহি কালা।
গনই ন ভুজবল গর্ব বিসালা॥

এই বলিয়া বায়ুর ন্যায় বেগমান রথ সাজাইল, নানা যুদ্ধবাজনা বাজিতে লাগিল। অসীম বলবান বীরেরা চলিতে লাগিল, যেন কজ্জলের ঝড় চলিতে লাগিল। সেই সময় অসংখ্য অশুভচিহ্ন হইতে লাগিল, কিন্তু রাবণ নিজের বাহুবলের গর্বে সে সকল গ্রাহ্যই করিল না।

ছন্দ—অতি গর্ব গনই ন সগুন অসগুন স্রবহিঁ আয়ুধ হাথ তেঁ।
ভট গিরত রথ তেঁ বাজি গজ চিক্করত ভাজহিঁ সাথ তেঁ॥

ঘোঘাহু গীধ করাল খররব স্বান রোবহিঁ অতি ঘনে।
জনু কালদূত উলূক বোলহিঁ বচন পরম-ভয়াবনে॥

রাবণ অতি গর্বে শুভ অশুভ চিহ্ন গ্রাহ্যই করিল না। তাহার হাত হইতে অস্ত্র পিছলাইয়া যাইতে লাগিল। হাতী ঘোড়া চীৎকার করিয়া সঙ্গ ছাড়িয়া পালাইতে লাগিল। শৃগাল, গৃধ্র ও কুকুর কর্কশ শব্দে বারবার কাঁদিয়া উঠিল। পেঁচা যমদূতের মত অতি ভয়ানক ডাক ডাকিতে লাগিল।

তাহি কি সম্পতি সগুন সুভ সপনেহুঁ মন বিশ্রাম।
ভূত দ্রোহ রত মোহবস রামবিমুখ রতকাম॥

যে প্রাণীদিগের সহিত বিরোধে রত, যে মোহবশে রামের বিরুদ্ধাচারণ করে, যে কামাসক্ত, তাহার কি সম্পত্তি ও শুভচিহ্ন হইতে পারে? স্বপ্নেও কি তাহার মনে শান্তি আসিতে পারে?

১০৩॥ চলেউ নিসাচর কটকু অপারা।
চতুরঙ্গিনী অনী বহু ধারা॥
বিবিধ ভাঁতি বাহন রথ জানা।
বিপুল বরন পতাক ধ্বজ নানা॥

অপার রাক্ষসসেনা চলিতে লাগিল। অনেক চতুরঙ্গ সেনা ছিল, নানা প্রকারের বাহন রথ ও যান ছিল, নানা বর্ণের বিপুল ধ্বজা পতাকা ছিল।

চলে মত্ত গজজূথ ঘনেরে।
প্রাবিট জলদ মরুত জনু প্রেরে॥
বরন বরন বিরদৈত্য নিকায়া।
সমরসূর জানহিঁ বহু মায়া॥

মদমত্ত হাতীর দল চলিতে লাগিল। মনে হইল যেন বর্ষাকালের মেঘকে বায়ু বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। নানা বর্ণের বীর রাক্ষসদল ছিল, তাহারা যুদ্ধে ধীর ও অনেক রকমমায়া জানিত।

অতি বিচিত্র বাহিনী বিরাজী।
বীর বসন্ত সেন জনু সাজী॥
চলত কটকু দিগসিন্ধুর ডগহীঁ।
ছুভিত পয়োধি কুধর ডগমগহীঁ॥

অত্যন্ত বিচিত্র সেনাবাহিনী বড় শোভা পাইতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন বীর বসন্ত ঋতু তাহার সৈন্য সাজাইয়াছে। সেনাদল চলার সময় দিগ্‌গজেরা ছলিতে লাগিল, সমুদ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল, পর্বত টলমল করিতে লাগিল।

উঠী রেনু রবি গয়উ ছপাঈ।
পবন থকিত বসুধা অকুলাঈ॥
পনব নিসান ঘোররব বাজহিঁ।
প্রলয়সময় কে ঘন জনু গাজহিঁ॥

ধূলি উড়িয়া সূর্য ঢাকিয়া ফেলিল, বাতাস স্থির হইল, পৃথিবী আকুল হইল, ঢোল ও নাগরা ঘোর রবে বাজিতে লাগিল। সে শব্দ প্রলয়ের মেঘ গর্জনের মত হইয়াছিল।

ভেরি নফীর বাজ সহনাঈ।
মারূ রাগ সুভট সুখদাঈ॥
কেহরিনাদ বীর সব করহীঁ।
নিজ নিজ বল পৌরুষ উচ্চরহীঁ॥

যোদ্ধাদের সুখদায়ক মারু রাগে তূরী ভেরী সানাই বাজিয়া উঠিল। শুনিয়া বীরেরা সিংহনাদ করিতে লাগিল ও নিজ নিজ বল ও পৌরুষের কথা বলিতে লাগিল।

কহই দসানন সুনহু সুভট্টা।
মর্দহু ভালু কপিন্হ কে ঠট্টা॥
হৌঁ মারিহউঁ ভূপ দোউ ভাঈ।
অস কহি সনমুখ ফৌজ রেঁগাঈ॥
যহ সুধি সকল কপিন্হ জব পাঈ।
ধায়ে করি রঘুবীর দোহাঈ॥

রাবণ বলিতে লাগিল—যোদ্ধাগণ, শোন। তোমরা ভালুক ও কপির দল পিষিয়া ফেল। আমি রাজপুত্র দুই ভাইকে মারিব। এই কথা বলিয়া রাবণ সৈন্য সম্মুখে চালাইল। বানরেরা এই সংবাদ পাইয়া রঘুনাথের দোহাই দিয়া ছুটিল।

ছন্দ—ধায়ে বিসাল করাল মরকট ভালু কাল সমান তে।
মানহুঁ 'সপচ্ছ উড়াহিঁ ভূধরবৃন্দ নানা বান তে॥
নখ দসন সৈল মহাদ্রুমায়ুধ সবল সঙ্ক ন মানহীঁ।
জয় রাম রাবন মত্ত গজ মৃগ রাজ সুজস বখানহীঁ॥

অতি ভীষণ কালের সমান বানর ও ভালুকেরা ছুটিতেছিল। মনে হইতেছিল, বাণের জোরে বেগে পাখাওয়ালা পাহাড়েরা উড়িতেছিল। উহাদের অস্ত্র ছিল নখ, দাঁত, পাহাড় ও বড় বড় গাছপালা। উহাদের কোনও ভয় ছিল না। তাহারা রাবণরূপ মত্তগজের নিকট সিংহের মত রামের জয় ও যশ গাহিতেছিল।

দুহুঁ দিসি জয় জয়কার করি নিজ নিজ জোরী জানি।
ভিরে বীর ইত রঘুপতিহিঁ উত রাবনহিঁ বখানি।

দুই পক্ষই জয় জয়কার দিয়া নিজ নিজ জুড়ি খুঁজিয়া এদিকে রঘুপতির জয় আর ওদিকে রাবণের জয় দিয়া লড়াইয়ে লাগিয়া যাইতেছিল।

১০৪-৬। রাবন রথী বিরথ রঘুবীরা।
দেখি বিভীষন ভয়উ অধীরা।
অধিক প্রীতি মন ভা সন্দেহা।
বন্দি চরন কহ সহিত সনেহা॥

রাবণ রথে চড়িয়া আছে, আর প্রভুর রথ নাই। ইহা দেখিয়া বিভীষণ ভয়ে অস্থির হইল। রামের প্রতি অতিশয় প্রেমের জন্য তাহার যুদ্ধজয় সম্বন্ধে সন্দেহ হইল। তখন সে চরণ বন্দনা করিয়া ভক্তির সহিত বলিল—

নাথ ন রথ্ নহিঁ তন্ পদত্রানা।
কেহি বিধি জিতব বীর বলবানা॥
সুনহু সখা কহ কৃপানিধানা।
জেহি জয় হোই সো স্যন্দন আনা॥

হে নাথ, তোমার রথ নাই, তোমার পায় পাদুকা নাই। তুমি বলবান বীর রাবণকে কেমন করিয়া জিতিবে, কৃপাময় বলিলেন—সখা, শোন। যাহাতে জয় হয়, সে রথ আমি আনিয়াছি।

সৌরজ ধীরজ তেহি রথ চাকা।
সত্য সীল দৃঢ় ধ্বজা পতাকা॥
বল বিবেক দম পরহিত ঘোরে।
ছমা কৃপা সমতা রজু জোরে॥

সে রথের চাকা হইতেছে শৌর্য, উহার ধ্বজা ও পতাকা হইতেছে সত্য, সদাচার ও বলবান বিচারশক্তি, ইন্দ্রিয় সংযম ও পরহিত উহার ঘোড়া, ক্ষমা ও কৃপা সমতা লাগাম।

ঈসভজন সারথী সুজানা।
বিরতি চর্ম সন্তোষ কৃপানা॥
দান পরসু বুধি সক্তি প্রচণ্ডা।
বর বিজ্ঞান কঠিন কোদণ্ডা॥

ঈশ্বর ভজন চতুর সারথি, বৈরাগ্য ঢাল, আর সন্তোষ তলোয়ার, দান কুঠার, বুদ্ধি প্রচণ্ড শক্তি বা শেল, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কঠিন ধনুক,

অমল অচল মন ত্রোনসমানা।
সম জম নিয়ম সিলীমুখ নানা॥
কবচ অভেদ বিপ্র গুরু পূজা।
এহি সম বিজয়উপায় ন দূজা॥
সখা ধর্মময় অস রথ জা কে।
জীতন কহঁ ন কতহুঁ রিপু তা কে॥

পবিত্র স্থির মন তূণীর, শান্তি অন্তরিন্দ্রিয়সংযম ও বাহিরিন্দ্রিয়সংযম নানা বাণ, ব্রাহ্মণ ও গুরুর পূজা অভেদ্য বর্ম। ইহাদের মত জয়ের উপায় আর দ্বিতীয় নাই। সখা, যাহার এইপ্রকার ধর্মময় রথ, তাহাকে জয় করিতে পারে এমন শত্রু কোথাও নাই।

মহা অজয় সংসাররিপু জীতি সকই সো বীর।
জা কে অস রথ হোই দৃঢ় সুনহু সখা মতিধীর॥

স্থিরবুদ্ধি সখা বিভীষণ, যাহার এইপ্রকার দৃঢ় রথ সেই বীরই অতি অজেয় সংসাররূপ শত্রুকে জয় করিতে পারে।

সুনত বিভীষন প্রভুবচন হরষি গহে পদকঞ্জ।
এহি মিস মোহি উপদেস দিয় রামকৃপা সুখ পুঞ্জ॥

বিভীষণ প্রভুর কথা শুনিয়া আনন্দে তাঁহার চরণকমল ধরিল, ভাবিল এই ছলে কৃপা এবং সুখের নিধান প্রভু রামচন্দ্র আমাকে উপদেশ দিলেন।

উত প্রচার দসকন্ধর ইত অঙ্গদ হনুমান।
লরত নিসাচর ভালু কপি করি নিজ নিজ প্রভু আন॥

প্রচার—যুদ্ধে ডাকা। আন—দোহাই॥ ওদিকে রাবণ যুদ্ধে ডাকিতেছিল, এদিকে অঙ্গদ ও হনুমান যুদ্ধে ডাকিতেছিল, আর ভালুক, কপি ও রাক্ষসেরা নিজ নিজ প্রভুর দোহাই দিয়া লড়িতেছিল।

১০৭॥ সুর ব্রহ্মাদি সিদ্ধ মুনি নানা।
দেখত রন নভ চঢ়ে বিমানা॥
হমহুঁ উমা রহে তেহি সঙ্গা।
দেখত রাম চরিত রন রঙ্গা॥

ব্রহ্মাদি দেবতারা, নানা সিদ্ধ ও মুনিগণ বিমানে চড়িয়া আকাশ হইতে যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। শঙ্কর বলিলেন—উমা, আমিও সেই সঙ্গে রণরঙ্গ রত রামের লীলা দেখিতেছিলাম।

সুভট সমর রস দুহুঁ দিসি মাঁতে।
কপি জয়সীল রামবল তাতে॥
এক এক সন ভিরহিঁ প্রচারহিঁ।
একন্হ এক মর্দি মহি পারহিঁ॥

যুদ্ধের রস পানে দুই পক্ষই মত্ত হইয়াছিল। কপিরা জয়ী হইতেছিল, তাহার উপর আবার রামের বলে তাহারা উৎসাহিত হইয়াছিল। যোদ্ধারা একে অপরকে যুদ্ধে ডাকিতেছিল ও তাহার সহিত লড়িতেছিল। একে অপরকে দলিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিতেছিল।

মারহিঁ কাটহিঁ ধরহিঁ পছারহিঁ।
সীস তোরি সীসন্হ সন মারহিঁ॥
উদর বিদারহিঁ ভুজা উপারহিঁ।
গহি পদ অবনি পটকি ভট ডারহিঁ॥

তাহারা মার কাট করিতেছিল, ধরা পাছড়া করিতেছিল। একের মাথা ছিঁড়িয়া উহা দিয়া অপরকে মারিতেছিল। পেট ফাড়িয়া ফেলিতেছিল, হাত উপড়াইয়া ফেলিতেছিল, পা ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া আছাড় দিতেছিল।

নিসিচর ভট মহি গাড়হিঁ ভালু।
উপর ঢারি দেহিঁ বহু বালু॥
বীর বলীমুখ জুদ্ধ বিরুদ্ধে।
দেখিঅত বিপুল কাল জনু ক্রুদ্ধে॥

ভালুকেরা রাক্স যোদ্ধাদিগকে ধরিয়া মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল এবং তাহাদের উপর অনেক বালি চাপা

দিতেছিল। বীর বানরেরা প্রতিপক্ষের সহিত এমন যুদ্ধ করিতেছিল যে, তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ কাল বলিয়া মনে হইতেছিল।

ছন্দ—ক্রুদ্ধে কৃতান্ত সমান কপিতনু স্রবত সোনিত রাজহীঁ।
মর্দহিঁ নিসাচর কটক ভট বলবন্ত ঘন জিমি গাজহীঁ॥
মারহিঁ চপেটন্হি ডাঁটি দাতন্হ কাটি লাতন্হ মীঁজহীঁ।
চিক্করহিঁ মরকট ভালু ছল বল করহিঁ জেহি খল ছীজহীঁ॥

বানরেরা রাগিয়া যমের মত হইয়াছিল, তাহাদের শরীর দিয়া রক্ত ঝরিয়া শোভা দিতেছিল। তাহারা রাক্ষসসেনাদলের শক্তিশালী যোদ্ধাদিগকে পিষিয়া মারিতেছিল ও মেঘের মত গর্জন করিতেছিল। থাপ্পড় মারিয়া দাঁত দিয়া কাটিয়া, লাথি দিয়া পিষিয়া ফেলিতেছিল। বানর ও ভালুকেরা চীৎকার করিতেছিল এবং ছল বল করিয়া যাহাতে দুষ্ট রাক্ষসেরা দুর্বল হয়, সেই চেষ্টা করিতেছিল।

ধরি গাল ফারহিঁ উর বিদারহিঁ গল অঁতাবরি মেলহীঁ।
প্রহলাদপতি জনু বিবিধ তনু ধরি সমর-অঙ্গন খেলহীঁ॥
ধরু মারু কাটু পছারু ঘোর গিরা গগন মহি ভরি রহী।
জয় রাম জো তৃন তেঁ কুলিস কর কুলিস তেঁ তৃন কর সহী॥

তাহারা রাক্ষসদের ধরিয়া ধরিয়া গাল ফাড়িতেছিল, বুক বিদীর্ণ করিতেছিল, অন্ত্র বাহির করিয়া গলায় পরাইয়া দিতেছিল। মনে হইতেছিল যেন নৃসিংহ অবতার অনেক শরীর ধরিয়া সমরাঙ্গনে খেলিতেছে। ধর, মার, কাট, আছাড় দাও ইত্যাদি ঘোর শব্দে আকাশ পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছিল। তাহারা বলিতেছিল—যে রাম তৃণকে বজ্র করেন, বজ্রকে তৃণ করেন 'তাঁহার জয় হউক'।

নিজ দল বিচলত দেখেসি বীস ভুজা দস চাপ।
রথ চঢ়ি চলেউ দসানন ফিরহু ফিরহু করি দাপ॥

নিজের দল বিচলিত হইতেছে দেখিয়া দশানন রাবণ কুড়ি হাতে দশ ধনুক ধরিয়া রথে চড়িয়া "ফির ফির" বলিয়া দাপট করিতে করিতে চলিল।

১০৮॥ **ধায়েউ পরম ক্রুদ্ধ দসকন্ধর।**
সনমুখ চলে হুহ দেই বন্দর॥
গহি কর পাদপ উপল পহারা।
ডারেন্হি তাপর একহিঁ বারা॥

রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ছুটিল, বানরেরা হু হা শব্দ করিয়া সম্মুখে চলিল। তাহারা গাছপালা ও পাথর লইয়া একসঙ্গে রাবণের উপর ছুঁড়িতে লাগিল।

লাগহিঁ সৈল বজ্রতনু তাসু।
খণ্ড খণ্ড হোই ফুটহিঁ আসু॥
চলা ন অচল রহা রথ রোপী।
রনদুর্মদ রাবন অতি কোপী॥

রাবণের বজ্রের মত কঠিন শরীরে পাহাড় পড়িয়া তখনই খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। যুদ্ধে অজেয় অতি ক্রুদ্ধ রাবণ চলা বন্ধ করিল, রথ অচল করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিল।

ইত উত ঝপটি দপটি কপিজোধা।
মর্দই লাগ ভয়েউ অতিক্রোধা॥
চলে পরাই ভালু কপি নানা।
ত্রাহি ত্রাহি অঙ্গদ হনুমানা॥

রাবণ অতি ক্রোধে এদিকে সেদিকে দাপাদাপি করিয়া বানর যোদ্ধাদিগকে দলিতে লাগিল। তখন অনেক কপি ও ভালুক পালাইয়া যাইতে লাগিল ও বলিতে লাগিল—হে অঙ্গদ, হে হনুমান, "রক্ষা কর, রক্ষা কর"।

পাহি পাহি রঘুবীর গোসাঈঁ।
যহ খল খাই কাল কী নাঈঁ॥
তেহি দেখে কপি সকল পরানে।
দসহুঁ চাপ সায়ক সন্ধানে॥

প্রভু রঘুবীর, রক্ষা কর, রক্ষা কর, এদিকে রাবণ বানরদিগকে পালাইতে দেখিয়া তাহার দশটা ধনুকেই বাণ লাগাইল।

ছন্দ—সন্ধানি ধনু সরনিকর ছাড়েসি উরগ জিমি উড়ি লাগহীঁ।
রহে পূরি সর ধরনী গগন দিসি বিদিসি কহঁ কপি ভাগহীঁ॥
ভয়ো অতি কোলাহল বিকল কপি দল ভালু বোলহিঁ আতুরে।
রঘুবীর করুনাসিন্ধু আরতবন্ধু জনরচ্ছক হরে॥

সে লক্ষ্য স্থির করিয়া ধনুক হইতে শরসমূহ ছুঁড়িতে লাগিল, সেগুলি সাপের মত গিয়া লাগিল। রাবণের বাণ সকল পৃথিবী আকাশ দিগ্‌বিদিক ভরিয়া রহিল, আর বানরেরা পালাইতে লাগিল। অতিশয় কোলাহল হইল, ভালুক ও কপির দল ব্যাকুল হইয়া আর্তনাদ করিয়া "রঘুবীর, কৃপাসিন্ধু আর্তের বন্ধু, ভক্তরক্ষক হরি" বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

নিজ দল বিকল দেখি কটি কসি নিষঙ্গ ধনু হাথ।
লছিমন চলে সক্রুদ্ধ হোই নাই রামপদ মাথ॥

নিজের দলকে ব্যাকুল দেখিয়া লক্ষ্মণ কটিতে তূণীর বাঁধিয়া হাতে ধনুক লইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের পায় প্রণাম করিয়া চলিলেন।

১০৯॥ রে খল কা মারসি কপি ভালূ।
মোহি বিলোকু তোর মৈঁ কালূ॥
খোজত রহেউঁ তোহি সুতঘাতী।
আজু নিপাতি জুড়াবউঁ ছাতী॥

লক্ষ্মণ বলিলেন—ওরে দুষ্ট, বানর ভালুক মারিতেছ কি, আমি তোমার যম, আমাকে দেখ। রাবণ উত্তর দিল—পুত্রঘাতক, তোমাকেই খুঁজিতেছি, আজ তোমাকে মারিয়া ফেলিয়া বুক জুড়াইব।

অস কহি ছাড়েসি বান প্রচণ্ডা।
লছিমন কিয়ে সকল সতখণ্ডা॥
কোটিন্হ আয়ুধ রাবন ডারে।
তিল প্রমান করি কাটি নিবারে॥

এই কথা বলিয়া রাবণ প্রচণ্ড বাণ ছাড়িল, কিন্তু লক্ষ্মণ তাহা শত খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণ কোটি কোটি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, লক্ষ্মণ আবার সেগুলি তিল প্রমাণ করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন।

পুনি নিজ বানন্হ কীন্হ প্রহারা।
স্যন্দন ভঞ্জি সারথী মারা॥
সত সত সর মারে দসভালা।
গিরি শৃঙ্গন্হ জনু প্রবিসহিঁ ব্যালা॥

লক্ষ্মণ পুনরায় নিজের বাণ দ্বারা আঘাত করিলেন এবং রাবণের রথ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সারথি মারিয়া ফেলিলেন। তখন দশানন রাবণ শত শত বাণ মারিতে লাগিল। সেগুলি দেখিয়া মনে হইল, যেন পর্বতশৃঙ্গে সাপ ঢুকিতেছে।

সত সর পুনি মারা উর মাহীঁ।
পরেউ ধরনিতল সুধি কছু নাহীঁ॥
উঠা প্রবল পুনি মুরছা জাগী।
ছাড়েসি ব্রহ্মা দীন্হি জো সাঁগী॥

লক্ষ্মণ আবার একশত বাণ তাহার বুকে মারিলেন। তখন রাবণ অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। মূর্ছা ভাঙ্গিয়া গেলে প্রবলশক্তিশালী রাবণ আবার উঠিল ও ব্রহ্মা তাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন তাহা ছাড়িল।

ছন্দ—সো ব্রহ্মদত্ত প্রচণ্ডশক্তি অনন্তউর লাগী সহী।
পর্যো বীর বিকল উঠাব দসমুখ অতুল-বল মহিমা রহী॥
ব্রহ্মাণ্ড ভুবন বিরাজ জা কে এক সির জিমি রজকনী।
তেহি চহ উঠাবন মূঢ় রাবন জান নহিঁ ত্রিভুবন ধনী॥

সেই ব্রহ্মার দেওয়া প্রচণ্ড শক্তি অনন্তরূপী লক্ষ্মণের বুকে গিয়া লাগিল এবং লক্ষ্মণ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়া গেলেন। অতুল বল ও মহিমা শালী রাবণ তাঁহাকে উঠাইতে গেল। যাঁহার (হাজার মাথার মধ্যে) একটা মাথার উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধূলিকণার মত শোভা পায়, তাঁহাকে মূর্খ রাবণ উঠাইতে চাহিল, সে ত্রিভুবনের নাথকে চিনিল না।

দেখিঁধাতয়উ পবনসুত বোলত বচন কঠোর।
আবত তেহি উর মহঁ হনেউ মুষ্টিপ্রহার প্রঘোর॥

উহা দেখিয়া হনুমান কঠোর কথা বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিল। আসিতেই রাবণ তাহার বুকে ভীষণ ঘুষি লাগাইল।

১১০॥ জানু টেকি কপি ভূমি ন গিরা।
উঠা সভাঁরি বহুত রিসভরা॥
মুঠিকা এক তাহি কপি মারা।
পরেউ সৈল জনু বজ্রপ্রহারা॥

হনুমান না পড়িয়া গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং সামলাইয়া উঠিয়া খুব রাগ করিয়া রাবণকে এক ঘুষি মারিল। বজ্রাঘাতে পর্বত যেমন পড়িয়া যায়, রাবণ তেমনি পড়িয়া গেল।

গই মুরছা বহোরি সো জাগা।
কপিবল বিপুল সরাহন লাগা॥
ধিগ ধিগ মম পৌরুষ ধিগ মোহী।
জৌঁ তৈঁ জিয়ত উঠেসি সুরদ্রোহী।

মূর্ছা চলিয়া গেলে রাবণ আবার জাগিল ও হনুমানের বিপুল শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিল। হনুমান বলিল—দেবদ্রোহী, তুমি আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছ? আমার পৌরুষকে ধিক, আমাকে ধিক।

অস কহি কপি লছিমন কহঁ ল্যায়ো।
দেখি দসানন বিসময় পায়ো॥
কহ রঘুবীর সমুঝু জিয় ভ্রাতা।
তুম্হ কৃতান্তভচ্ছক সুরত্রাতা॥

এই কথা বলিয়া হনুমান লক্ষ্মণকে উঠাইয়া আনিল, এবং উহা দেখিয়া রাবণ আশ্চর্য হইল। রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন—ভাই, তুমি যমকেও খাইয়া ফেল, তুমি দেবতাদের রক্ষাকারী, এ কথা নিজের মনেই তুমি বুঝিয়া দেখ।

সুনত বচন উঠি বৈঠ কৃপালা।
গগন গঈ সো সক্তি করালা॥
ধরি সর চাপ চলত পুনি ভয়ে।
রিপু সমীপ অতি আতুর গয়ে॥

ঐ কথা শুনিয়া কৃপালু লক্ষ্মণ উঠিয়া বসিলেন ও সেই করাল শক্তি (রাবণ যাহা লক্ষ্মণকে মারিয়াছিল)

আকাশপথে চলিয়া গেল। তখন আবার লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ লইয়া অতি শীঘ্র শত্রুর সম্মুখে আসিলেন।

ছন্দ—আতুর বহোরি বিভঞ্জি স্যন্দন সুত হতি ব্যাকুল কিয়ো।
গিরো ধরনি দসকন্ধর বিকলতর বান সত বেধ্যো হিয়ো॥
সারথী দূসর ঘালি রথ তেহি তুরত লঙ্কা লেই গয়ো।
রঘুবীর বন্ধু প্রতাপপুঞ্জ বহোরি প্রভু চরননহি নয়ো॥

লক্ষ্মন তাড়াতাড়ি আবার রাবণের রথ ভাঙ্গিয়া সারথিকে মারিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন। তাহার বুকে এক শত বাণ বিঁধিয়া যাওয়ায় রাবণ ব্যাকুল হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। রঘুবীরের ভাই প্রতাপশালী লক্ষ্মণ তখন প্রভুর চরণে গিয়া প্রণাম করিলেন।

উহাঁ দসানন জাগি করি করই লাগ কছু জগ্য।
রাম বিরোধ বিজয় চহত সঠ হঠবস অতি অগ্য॥

ওদিকে রাবণের চেতনা হইলে সে কোন যজ্ঞ করিতে লাগিল। মূর্খ রাবণ রামের সহিত যুদ্ধ করিয়াও জেদের বশে জয় চায়, সে এমনি অজ্ঞান।

১১১॥ ইহাঁ বিভীষন সব সুধি পাঈ।
সপদি জাই রঘুপতিহি সুনাঈ॥
নাথ করই রাবন এক জাগা।
সিদ্ধ ভয়ে নহিঁ মরিহি অভাগা॥

এদিকে বিভীষণ সকল সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া রঘুনাথকে শুনাইল। সে বলিল—নাথ, রাবণ এক যজ্ঞ করিতেছে, উহা সিদ্ধ হইলে অভাগা মারা পড়িবে না।

পঠবহু দেব বেগি ভট বন্দর।
করহিঁ বিধংস আব দসকন্ধর।
প্রাত হোত প্রভু সুভট পঠায়ে।
হনুমদাদি অঙ্গদ সব ধায়ে॥

হে দেব, শীঘ্র বানর যোদ্ধা পাঠান, রাবণের যজ্ঞ বিধ্বংস করুক। প্রাতঃকাল হইলেই প্রভু যোদ্ধা পাঠাইলেন, হনুমান অঙ্গদ ইত্যাদি সকলে ছুটিল।

কৌতুক কুদি চঢ়ে কপি লঙ্কা।
পৈঠে রাবনভবন অসঙ্কা॥
জগ্য করত জবহীঁ সো দেখা।
সকল কপিন্হ ভা ক্রোধ বিসেষা॥

বানরেরা তামাসাভরে লাফাইয়া লঙ্কা গড়ে চড়িল ও নির্ভয়ে রাবণের বাড়ীতে ঢুকিল। যখন দেখিল রাবণ যজ্ঞ করিতেছে, তখন বানরদের বড় রাগ হইল।

রন তেঁ নিলজ ভাজি গৃহ আবা।
ইহাঁ আই বকধ্যান লগাবা॥
অস কহি অঙ্গদ মারেউ লাতা।
চিতব ন সঠ স্বারথ মন রাতা॥

অঙ্গদ বলিল—নির্লজ্জ, তুমি যুদ্ধ হইতে পালাইয়া ঘরে আসিয়াছ, আর এখানে আসিয়া বকের মত ধ্যান জুড়িয়াছ। এই কথা বলিয়া অঙ্গদ রাবণকে লাথি মারিল, কিন্তু রাবণের মন নিজের স্বার্থে রত ছিল, সে তাকাইয়াও দেখিল না।

ছন্দ—নহিঁ চিতব জব করি কোপি কপি গহি দসন লাতন্হ মারহীঁ।
ধরি কেস নারি নিকারি বাহের তেহতি দীন পুকারহীঁ॥
তব উঠেউ কোপি কৃতান্তসম গহি চরন বানর ডারঈ।
এহি বীচ কপিন্হ বিধংসকৃত মখ দেখি মন মহুঁ হারঈ॥

যখন রাবণ তাকাইয়াও দেখে না, তখন বানরেরা রাগিয়া তাহাকে কামড় দিতে ও লাথি মারিতে লাগিল। স্ত্রীদিগকে চুল ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। তাহারা অতি কাতরভাবে চেঁচাইতে লাগিল। তখন রাবণ রাগিয়া উঠিয়া যমের মত বানরদের পা ধরিয়া মাটিতে ফেলিতে লাগিল। ইতিমধ্যেই বানরেরা যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ফেলিল, দেখিয়া রাবণ মনে মনে হতাশ হইয়া গেল।

মখ বিধংসি কপি কুসল সব আয়ে রঘুপতি পাস।
চলেউ নিসাচর ক্রুদ্ধ হোই ত্যাগি জীবন কৈ আস॥

যজ্ঞ নষ্ট করিয়া বানরেরা ভালয় ভালয় রামচন্দ্রের নিকট ফিরিয়া আসিল। এদিকে রাবণ রাগিয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া চলিল।

১১২॥ চলত হোহিঁ অতি অসুভ ভয়ঙ্কর।
বৈঠহিঁ গীধ উড়াহিঁ সিরন্হ পর॥
ভয়উ কালবস কাহু ন মানা।
কহেসি বজাবহু জুদ্ধনিসানা॥

রাবণের চলার সময় ভয়ঙ্কর অশুভচিহ্ন হইতেছিল। শকুন মাথার উপর উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছিল, কিন্তু রাবণ কালের বশীভূত হওয়ায় কিছুই গ্রাহ্য করিল না, বলিল—যুদ্ধের ডঙ্কা বাজাও।

চলী তমীচর অনী অপারা।
বহু গজ রথ পদাতি অসবারা॥
প্রভু সনমুখ ধায়ে খল কৈসে।
সলভসমূহ অনল কহঁ জৈসে॥

অনেক হাতীঘোড়া পদাতিক ও শোয়ার লইয়া অপার রাক্ষসসেনা চলিল। যেমন আগুনের দিকে পতঙ্গ ছুটে, তেমনি দুষ্ট রাক্ষসেরা প্রভুর দিকে ছুটিল।

ইহাঁ দেবতন্হ অস্তুতি কীন্হী।
দারুনবিপত্তি হমহিঁ এহি দীন্হী॥
অব জনি রাম খেলাবহু এহী।
অতিসয় দুখিত হোতি বৈদেহী॥

এদিকে দেবতারা রামচন্দ্রের স্তুতি করিয়া বলিল—হে রাম, এ আমাদিগকে বড় দুঃখ দিয়াছে। ইহাকে লইয়া আর খেলা করিও না। বৈদেহী বড় দুঃখে আছেন।

দেববচন সুনি প্রভু মুসুকানা।
উঠি রঘুবীর সুধারে বানা॥
জটাজূট দৃঢ় বাঁধে মাথে।
সোহহিঁ সুমন বীচ বিচ গাঁথে॥

দেবতাদের কথা শুনিয়া প্রভু মৃদু হাসিলেন। তার পর রঘুনাথ উঠিয়া বাণ ঠিক করিয়া তাঁহার যে জটার মাঝে মাঝে ফুল গাঁথা হইয়া শোভিত হইয়াছিল, সে জটা শক্ত করিয়া বাঁধিলেন।

অরুননয়ন বারিদ তনু স্যামা।
অখিল লোক লোচন অভিরামা॥
কটিতট পরিকর কসেউ নিষঙ্গা।
কর কোদণ্ড কঠিন সারঙ্গা॥

রামের চক্ষু লাল, শরীর মেঘের মত শ্যাম বর্ণ। তিনি সকল লোকের নয়নানন্দকর। তাঁহার কটিতে কোমরবন্দ বাঁধা ছিল ও তূণীর ছিল। তাঁহার হাতে কঠিন ধনুক ছিল।

ছন্দ—সারঙ্গ কর সুন্দর নিষঙ্গ সিলীমুখাকর
কটি কস্যো।
ভুজদণ্ড পীন মনোহরায়ত উর ধরা সুর
পদ লস্যো॥
কহ দাস তুলসী জবহিঁ প্রভু সরচাপ কর
ফেরন লগে।
ব্রহ্মাণ্ড দিগ্‌গজ কমঠ অহি মহি সিন্ধু
ভূধর ডগমগে॥

তাঁহার হাতে ধনুক ও বাণের খনিস্বরূপ তূণীর কোমরে বাঁধা ছিল। তাঁহার বাহু হৃষ্টপুষ্ট ও মনোহর, বুকে ভৃগুপদ চিহ্ন ছিল। তুলসী দাস বলে, প্রভু যখন ধনুকবাণ লইয়া ঘুরিতেছিলেন; তখন ব্রহ্মাণ্ড, দিগ্‌গজ, কচ্ছপ, শেষনাগ, পৃথিবী ও সাগর টলমল করিতে লাগিল।

হরষে দেব বিলোকি ছবি বরষহিঁ সুমন অপার।
জয় জয় প্রভু গুন গ্যান বল ধাম হরন মহিভার॥

রামের রূপ দেখিয়া দেবতারা আনন্দে অসংখ্য পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন—"জয়, জয় গুণ, জ্ঞান ও বলের আলয়, পৃথিবীর ভারহরণকারী প্রভুর জয় হউক"।

১১৩॥ এহী বীচ নিসাচর অনী।
কসমসাতি আঈ অতি ঘনী॥
দেখি চলে সনমুখ কপি ভট্টা।
প্রলয় কাল কে জনু ঘনঘট্টা॥

ইতিমধ্যে রাক্ষস দল, মহাঘোর কলরব করিতে করিতে আসিল। উহাদিগকে দেখিয়া বানর সেনা সম্মুখে চলিতে লাগিল, মনে হইল যেন প্রলয়ের মেঘাড়ম্বর।

বহু কৃপান তরবারি চমঙ্কহিঁ।
জনু দসদিসি দামিনী দমঙ্কহিঁ॥
গজ রথ তুরগ চিকার কঠোরা।
গর্জত মনহুঁ বলাহক ঘোরা॥

অনেক কৃপাণ ও তরবারি চক্‌মক্ করিতেছিল, যেন দশদিকে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। হাতী, রথ, ঘোড়ার কঠোর শব্দে মনে হয় যেন মেঘ গর্জন করিতেছে।

কপি লঙ্গূর বিপুল নভ ছায়ে।
মনহুঁ ইন্দ্র ধনু উয়ে সুহায়ে॥
উঠই ধূরি মানহুঁ জলধারা।
বান বুন্দ ভই বৃষ্টি অপারা॥

অনেক কপি ও ছোট ছোট লাল মুখওয়ালা বানর আকাশ ছাইয়া ফেলিল, মনে হয় যেন সুন্দর রামধনু উঠিল। ধূলা উড়িতে লাগিল, যেন বৃষ্টি পড়িতেছে। অসংখ্য বাণ পড়িতে লাগিল, উহাই যেন বৃষ্টির ফোঁটা।

দুহুঁ দিসি পর্বত করহিঁ প্রহারা।
বজ্রপাত জনু বারহিঁ বারা॥
রঘুপতি কোপি বানঝরি লাঈ।
ঘায়ল ভে নিসিচর সমুদাঈ॥

দুই পক্ষেই পাহাড় ছুঁড়িয়া আঘাত করিতেছিল, যেন বার বার বজ্রপাত হইতেছিল। রঘুপতি রাগ করিয়া যেন বাণের ঝড় আনিয়া ফেলিলেন। সকল রাক্ষসেরা আহত হইল।

লাগত বান বীর চিক্করহীঁ।
ঘুর্মি ঘুর্মি জহঁ তহঁ মহি পরহীঁ॥
স্রবহিঁ সৈল জনু নির্ঝরবারী।
সোনিত সরি কাদর ভয়কারী॥

বাণ লাগায় বীরেরা চীৎকার করিয়া ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া যেখানে সেখানে মাটিতে পড়িতেছিল। আহতের শরীর হইতে যে রক্ত ঝরিতেছিল, তাহাতে মনে হইতেছিল যেন পাহাড় হইতে ঝরণায় জল পড়িতেছে। ভীরুদের ভয় উৎপাদনকারী রক্তের নদী বহিতে লাগিল।

ছন্দ—কাদর ভয়ঙ্কর রুধিরসরিতা চলী পরম
অপাবনী।
দোউ কূল দল রথ রেত চক্র অবর্ত বহতি
ভয়াবনী॥

জলজন্তু গজ পদচর তুরগ খর বিবিধ
বাহন কো গনৈ।
সর সক্তি তোমর সর্প চাপ তরঙ্গ চর্ম
কমঠ ঘনৈ॥

ভীরুদের পক্ষে ভয়ঙ্কর মহা অপবিত্র রক্ত নদী বহিতে লাগিল। দুই দল যেন নদীর দুই তীর, রথ যেন নদীর বালি, আর রথের চাকা নদীর ঘূর্ণী, সকলে মিলিয়া ভয়ানক প্রবাহ হইয়াছিল। ঐ নদীর জলজন্তু ছিল হাতী, ঘোড়া, পদাতিক, গাধা ও নানা অসংখ্য বাহন। আর বাণ শক্তি তোমর, সাপ ধনুক, সে নদীর ঢেউ আর ঢালগুলি যেন নদীর মহা মহা কচ্ছপ।

বীর পরহিঁ জনু তীরতরু মজ্জা বহু বহ ফেন।
কাদর দেখত ডরহিঁ তেহি সুভটন্হ কে মন চৈন॥

বীরেরা যেন ঐ নদীতে তীরের গাছের মত পড়িতেছিল। মজ্জাগুলি যেন রক্ত নদীর ফেনার মত বহিতে লাগিল। উহা দেখিয়া ভীরুরা ভয় পায়, যোদ্ধার মন প্রসন্ন হয়।

১১৪॥ মজ্জহিঁ ভূত পিসাচ বেতালা।
প্রমথ মহা ঝোটিঙ্গ করালা॥
কাক কঙ্ক লেই ভুজা উড়াহীঁ।
এক তেঁ ছীনি এক লেই খাহী।

ঐ নদীতে ভূত, পিশাচ ও বেতালেরা এবং প্রমথ আদি ভয়ানক ভূতেরা স্নান ও খেলা করিতেছিল। কাক ও শকুন কাটা হাত লইয়া উড়িয়া যাইতেছিল। তাহারা আবার একে অন্যের নিকট হইতে কাড়িয়া খাইতেছিল।

এক কহহিঁ ঐসিউ সৌঁ খাঈ।
সঠহু তুম্হার দরিদ্র ন জাঈ॥
কহঁরত ভট ঘায়ল তট গিরে।
জহঁ তহঁ মনহুঁ অর্ধজল পরে॥

ইহা দেখিয়া একজন বলিতেছিল, এত সহজ প্রাপ্য হইলেও তোমাদের দারিদ্র্য গেল না। আহত যোদ্ধারা রক্ত নদীর তটে যেখানে সেখানে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছিল, মনে হয় যেন তাহাদিগকে অন্তর্জলী করা হইয়াছে।

খৈঁচহিঁ গীধ আঁত তট ভয়ে।
জনু বনসী খেলহিঁ চিত দয়ে॥
বহু ভট বহহিঁ চঢ়ে খগ জাহীঁ।
জনু নাবরি খেলহিঁ সরি মাহীঁ॥

গৃধ্র ঐ রক্ত নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আঁত টানিতেছিল, মনে হয় যেন কেহ মন দিয়া বঁড়শি খেলিতেছে। অনেক যোদ্ধা রক্ত নদীতে ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহার উপর পাখী চড়িয়া যাইতেছিল, মনে হয় যেন নাবিক নৌকা লইয়া খেলিতেছে।

জোগিনি ভরি ভরি খপ্পর সঞ্চহিঁ।
ভূত পিসাচ বধূ নভ নঞ্চহিঁ।
ভট কপাল করতাল বজাবহিঁ।
চামুণ্ডা নানা বিধি গাবহিঁ॥

যোগিনীরা খপ্পর ভরিয়া ভরিয়া রক্ত সঞ্চয় করিতেছিল। ভূত ও পিশাচ স্ত্রীরা আকাশে নাচিতেছিল। তাহারা যোদ্ধার কপাল লইয়া করতাল বাজাইতেছিল। চামুণ্ডা নানা প্রকারে গাহিতেছিল।

জম্বুকনিকর কটক্কট কট্টহিঁ।
খাহিঁ হুআহিঁ অঘাহিঁ দপট্টহিঁ॥
কোটিন্হ রুণ্ড মুণ্ড বিনু ডোল্লহিঁ।
সীস পরে মহি জয় জয় বোল্লহিঁ॥

শিয়ালেরা কটকট শব্দ করিয়া খাইয়া হুয়া দিতেছিল। ভর পেট হইয়া গিয়া দাপাদাপি করিতেছিল। কোটি কোটি মাথা কাটা ধর দুলিতেছিল, কাটা মাথা মাটিতে পড়িয়া 'জয় জয়' বলিতেছিল।

ছন্দ—বোল্লহিঁ জো জয় জয় মুণ্ড রুণ্ড প্রচণ্ড
সির বিনু ধাবহীঁ।
পরিনাম যুদ্ধ অংহু বোলহিঁ হুটি সুরপুর
পাবহীঁ॥
মিলিচর বরূথ বিমর্দি গরজহিঁ ভালু কপি
দর্পিত ভয়ে॥
সংগ্রাম অঙ্গন সুভট সোবহিঁ রাম সর
নিকরন্হি হয়ে॥

মুণ্ড 'জয় জয়' বলিতেছিল, আর মাথাহীন ধড় প্রচণ্ডভাবে দৌড়াইতেছিল। যোদ্ধারা যুদ্ধের পরিণাম প্রকাশ করিয়া বলিয়া স্বর্গলোকে যাইতেছিল। ভালুক ও বানরেরা অহঙ্কারের সহিত রাক্ষস দলকে মর্দন করিয়া গর্জন করিতেছিল। যোদ্ধারা রামচন্দ্রের বাণে মরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শুইয়াছিল।

রাবন হৃদয় বিচারেউ দসবদন ভা নিসিচর সংহার।
মৈঁ অকেল কপি ভালু বহু মায়া করউঁ অপার॥

রাবণ মনে মনে ভাবিল—রাক্ষসের সংহার ত হইয়া গেল। এদিকে আমি একা, আর বানর ভালুক অনেক। এখন অশেষ মায়া করিব।

১১৫॥ দেবন্হ প্রভুহিঁ পয়াদে দেখা।
উপজা উর অতি ছোভ বিসেখা॥
সুরপতি নিজরথ তুরত পঠাবা।
হরষসহিত মাতলি লেই আবা॥

দেবতারা দেখিলেন যে, প্রভু রামচন্দ্র হাঁটিয়া চলিতেছেন, তখন তাঁহাদের বড় ক্ষোভ হইল। তখনই ইন্দ্র নিজের রথ পাঠাইলেন, উহা মাতলী আনন্দের সহিত লইয়া আসিল।

তেজপুঞ্জ রথ দিব্য অনুপা।
হরষি চঢ়ে কোসল পুর ভূপা॥
চঞ্চল তুরগ মনোহর চারী।
অজর অমর মন সম গতি কারী॥

সে রথ দিব্য ও অতুলনীয়, উহার চারিটা ঘোড়া চঞ্চল ও মনোহর। উহারা অজর, অমর এবং মনের মত দ্রুতগতিতে চলে। রামচন্দ্র খুসী হইয়া রথে চড়িলেন।

রথারূঢ় রঘুনাথহিঁ দেখী।
ধায়ে কপি বলু পাই বিসেখী॥
সহী ন জাই কপিন্‌হ কৈ মারী।
তব রাবন মায়া বিস্তারী॥

রথারূঢ় রামকে দেখিয়া বানরেরা বিশেষ বল পাইয়া ছুটিল। বানরদের মার সহিতে না পারিয়া রাবণ মায়া বিস্তার করিল।

সো মায়া রঘুবীরহিঁ বাঁচী।
সব কাহূঁ মানী করি সাঁচী॥
দেখী কপিন্‌হ নিসাচর অনী।
অনুজসহিত বহু কোসলধনী॥

এক রঘুনাথ ছাড়া সেই মায়া সকলের নিকটেই সত্য বলিয়া মনে হইল। বানরেরা দেখিল যে, রাক্ষসদের সৈন্য রহিয়াছে, আর লক্ষ্মণ সহিত অনেক রাম রহিয়াছেন।

ছন্দ—বহু রাম লছিমন দেখি মর্কট ভালু মন অতি অপডরে।
জনু চিত্রলিখিত সমেত লছিমন জহঁ সো তহঁ চিতবহিঁ খরে॥
নিজসেন চকিত বিলোক হঁসি সর চাপ সজি কোসলধনী।
মায়া হরী হরি নিমিষ মহঁ হরষী সকল মরকটঅনী॥

অনেক রাম লক্ষ্মণ দেখিয়া বানরদের মনে বড় ভয় হইল। লক্ষ্মণের সহিত তাহারা যেখানে ছিল, সেইখানে ছবির মত দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। প্রভু নিজের সেনাকে বিচলিত দেখিয়া হাসিয়া ধনুক বাণ সাজাইলেন ও মুহূর্ত্তের মধ্যে মরকট সৈন্যদিগকে সুখ দিয়া হরি মায়া হরণ করিলেন।

বহুরি রাম সব তন চিতই বোলে বচন গঁভীর।
দ্বন্দজুদ্ধ দেখহু সকল শ্রমিত ভয়ে অতি বীর॥

তার পর রামচন্দ্র সকলের দিকে তাকাইয়া গম্ভীর বাক্যে বলিলেন—সকলে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দেখ। তোমরা বীরেরা সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ।

১১৬॥ অস কহি রথ রঘুনাথ চলাবা।
বিপ্র চরন পঙ্কজ সিরু নাবা॥
তব লঙ্কেস ক্রোধ উর ছাবা।
গর্জত তর্জত সনমুখ আবা॥

এই বলিয়া রঘুনাথ ব্রাহ্মণ চরণপদ্মে নমস্কার করিয়া রথ চালাইলেন। এদিকে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জন গর্জন করিয়া সম্মুখে আসিল।

জীতেহু জে ভট সঞুগ মাহীঁ।
সুনু তাপস মৈঁ তিনহ সম নাহীঁ॥
রাবন নাম জগত জসু জানা।
লোকপ জা কে বন্দী খানা॥

রাবণ বলিল—তপস্বী রাম, তুমি যে সকল যোদ্ধাকে যুদ্ধে জিতিয়াছ, আমি তাহাদের সমান নই। আমার নাম রাবণ, জগত আমার যশের কথা জানে। যাহার বন্দীশালায় ইন্দ্র থাকে, আমি সেই রাবণ।

খর দূষণ কবন্ধ তুম্হ মারা।
বধেউ ব্যাধ ইব বালি বিচারা॥
নিসিচর নিকর সুভট সংহারেহু।
কুম্ভকরন ঘননাদহিঁ মারেহু॥

তুমি খর দূষন ও কবন্ধকে মারিয়াছ, বেচারা বালীকে ব্যাধের মত মারিয়াছ, রাক্ষসদের যোদ্ধাদিগকে সংহার করিয়াছ, তুমি কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদকে মারিয়াছ।

বৈরু আজু সব লেউঁ নিবাহী।
জৌঁ রন ভূপ ভাজি নহিঁ জাহী॥
আজু করউঁ খলু কালহবালে।
পরেহু কঠিন রাবন কে পালে॥

হে রাজা, আজ যদি যুদ্ধে পালাইয়া না যাও, তবে আমি সে সকল শত্রুতার প্রতিশোধ লইব। আজ নিশ্চয় তোমাকে কালের কবলে পাঠাইব, আজ কঠিন রাবণের পাল্লায় পড়িয়াছ।

সুনি দুর্বচন কালবস জানা।
বিহঁসি বচন কহ কৃপানিধানা॥
সত্য সত্য সব তব প্রভুতাঈ।
জলপসি জনি দেখাউ মনুসাঈ॥

তাহার দুর্বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র জানিলেন, তাহার যম আসিয়াছে। তখন কৃপানিধান হাসিয়া বলিলেন—তোমার প্রভুতা সকলই সত্য, তবে গল্প না করিয়া বাহাদুরী দেখাও।

ছন্দ—জনি জলপনা করি সুজসু নাসহি নীতি সুনহি করহি ছমা।
সংসার মহঁ পূরুষ ত্রিবিধ পাটল রসাল পনস সমা॥
এক সুমনপ্রদ এক সুমনফল এক ফলই কেবল লাগহীঁ।
এক কহহিঁ কহহিঁ করহিঁ অপর এক করহিঁ কহত ন বাগহীঁ॥

ক্ষমা করিয়া নীতিকথা শোন, বড়াই করিয়া যশ নাশ করিও না। সংসারে তিন রকমের লোক আছে, গোলাপ, আম ও কাঁঠালের মত। এক ফুল দেয়, অপর ফুল ও ফল দেয়, আর এক কেবলই ফল দেয়। একজন বলে, একজন বলে ও করে, আর একজন কেবলই করে, বলে না।

রামবচন সুনি বিহঁসি কহ মোহিঁ সিখাবত জ্ঞান।
বৈরু করত নহিঁ তব ডরেহু অব লাগে প্রিয় প্রান॥

রামের কথা শুনিয়া রাবণ হাসিয়া বলিল—আমাকে জ্ঞান উপদেশ শিক্ষা দিতেছ, শত্রুতা করার সময় ডরাও নাই, এখন প্রাণ প্রিয় লাগিতেছে ?

১১৭। কহি দুর্বচন ক্রুদ্ধ দসকন্ধর।
কুলিসসমান লাগ ছাড়ই সর॥
নানাকার সিলীমুখ ধায়ে।
দিসি অরু বিদিস গগন মহি ছায়ে॥

ক্রুদ্ধ রাবণ দুর্বাক্য বলিয়া বজ্রের মত বাণ ছাড়িতে লাগিল। নানা আকারের বাণ ছুটিল, উহাতে দিগ্‌বিদিক্ পৃথিবী ও আকাশ ছাইয়া গেল।

অনল বান ছাড়েউ রঘুবীরা।
ছন মহুঁ জরে নিসাচর তীরা॥
ছাড়েসি তীব্র সক্তি খিসিআঈ।
বানসঙ্গ প্রভু ফেরি পঠাঈ॥

রঘুবীর অগ্নিবাণ ছাড়িলেন, তাহাতে রাক্ষসের তীরগুলি মুহূর্তমধ্যে জ্বলিয়া গেল। তার পর রাগ করিয়া তীব্র শক্তি ছাড়িলে, প্রভু বাণ মারিয়া তাহাকে বাণের সঙ্গেই ফিরাইয়া দিলেন।

কোটিন্হ চক্র ত্রিসুল পবারই।
বিনু প্রয়াস প্রভু কাটি নিবারই॥
নিফল হোহিঁ রাবনসর কৈসে।
খল কে সকল মনোরথ জৈসে॥

রাবণ কোটি কোটি চক্র ও ত্রিশূল ছুঁড়িতেছিল, কিন্তু প্রভু সেগুলি অনায়াসেই কাটিয়া ঠেকাইয়া দেন। খলের সকল মনোরথ যেমন বিফল হয়, রাবণের বাণগুলি তেমনি নিষ্ফল হইতেছিল।

তব সতবান সারথী মারেসি।
পরেউ ভূমি জয় রাম পুকারেসি॥
রাম কৃপা করি সূত উঠাবা।
তব প্রভু পরমক্রোধ কহুঁ পাবা॥

তখন রাবণ শতবাণ সারথি মাতলীর উপর মারে, সে 'জয় রাম' বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। রামচন্দ্র কৃপা করিয়া সারথিকে উঠাইলেন, তখন প্রভুর বড় ক্রোধ হইল।

ছন্দ—ভয়ে ক্রুদ্ধ যুদ্ধবিরুদ্ধ রঘুপতি ত্রোন
সায়ক কসমসে।
কোদণ্ডধুনি অতি চণ্ড সুনি মনুজাদ সব
মারুত গ্রসে॥
মন্দোদরী উর কম্প কম্পতি কমঠ ভূ ভূধর
ত্রসে।
চিক্করহিঁ দিগ্‌গজ দসন গহি মহি দেখি
কৌতুক সুর হঁসে॥

রঘুপতি যুদ্ধে রাবণের বিরুদ্ধ হইয়া রাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার তূণে বাণ কসমস করিতে লাগিল। তখন প্রভু অতি প্রচণ্ড ধনুষ্টঙ্কার করিলেন, সে শব্দ শুনিয়া রাক্ষসেরা বায়ুগ্রস্থ হইল। মন্দোদরীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। পৃথিবীর ভারবাহী কচ্ছপ কাঁপিয়া উঠায় পৃথিবী ও পর্বত ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। দিগ্‌গজ চীৎকার করিয়া দাঁত দিয়া পৃথিবী ধরিল, তামাসা দেখিয়া দেবতারা হাসিতে লাগিলেন।

তানেউ সরাসন শ্রবন লগি ছাড়ে বিসিখ করাল।
রাম মারগন গন চলে লহলহাত জনু ব্যাল॥

কান পর্যন্ত ধনুক টানিয়া রাম করাল বাণ ছাড়িলেন। আকাশ পথে সে বাণগুলি লক লক করিয়া সাপের মত চলিল।

১১৮॥ চলে বান সপচ্ছ জনু উরগা।
প্রথমহিঁ হতেউ সারথী তুরগা।
রথ বিভঞ্জি হতি কেতু পতাকা।
গর্জা অতি অন্তর বল থাকা॥

বাণগুলি পাখাওয়ালা সাপের মত চলিতে লাগিল। তাহারা প্রথমেই সারথি ও ঘোড়াকে মারিল। রথ ভাঙ্গিয়া ধ্বজা পতাকা কাটিয়া ফেলিল। তখন রাবণ অতিশয় গর্জিয়া উঠিল, কিন্তু উহার অন্তরের শক্তি ক্লান্ত হইয়া গিয়াছিল।

তুরত আন রথ চঢ়ি খিসিআনা।
অস্ত্র সস্ত্র ছাঁড়েসি বিধি নানা॥
বিফল হোহিঁ সব উদ্যম তা কে।
জিমি পর দ্রোহ নিরত মনসা কে॥

রাবণ রাগিয়া অন্য রথে চড়িয়া নানা প্রকারের অস্ত্র শস্ত্র ছাড়িল। পরের প্রতি দ্বেষ যে করে তাহার সকল চেষ্টা যেমন নিষ্ফল হয়, তেমনি রাবণের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছিল।

তব রাবন দস সূল চলাবা।
বাজি চারি মহি মারি গিরাবা॥
তুরগ উঠাই কোপি রঘুনায়ক।
খৈঁচি সরাসন ছাড়ে সায়ক॥

তার পর রাবণ দশটা ত্রিশূল ছাড়ে, সেগুলি চারটা ঘোড়াকেই মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। রঘুনাথ রাগ করিয়া ঘোড়া উঠাইয়া ধনুক টানিয়া বাণ ছাড়িলেন।

রাবন সির সরোজ বন চারী।
চলি রঘুবীর সিলীমুখ ধারী॥
দস দস বান ভাল দস মারে।
নিসরি গয়ে চলে রুধিরপনারে॥

রামচন্দ্রের বাণগুলি রাবণের মাথারূপ কমল বনে বিচরণ করিতে চলিল। তিনি রাবণের দশটা মাথাতেই। দশ দশ বাণ মারেন, সে বাণ শরীরে লাগিয়া বাহির হইয়া গেল ও রক্তস্রোত বহিয়া চলিল।

স্রবত রুধির ধায়উ বলবানা।
প্রভু পুনি কৃত ধনু সর সন্ধানা॥
তীশ তীর রঘুবীর পবারে।
ভুজন্হ সমেত সীস মহি পারে॥

রক্ত ঝরিতে থাকিলে বলবান রাবণ ধাওয়া করিল। তখন প্রভু আবার ধনুকে বাণ লাগাইলেন। রঘুনাথ তীক্ষ্ম বাণ ছাড়িলেন, তাহাতে হাত সমেত মাথাগুলি কাটিয়া মাটিতে পড়িল।

কাটতহী পুনি ভয়ে নবীনে।
রাম বহোরি ভুজাসির ছীনে॥
কটত ঝটিতি পুনি নূতন ভয়ে।
প্রভু বহু বার বাহু সির হয়ে॥

কাটামাত্রই আবার নূতন করিয়া হাত মাথা হইল, রামচন্দ্র আবার হাত ও মাথা কাটিলেন। কাটামাত্রই তৎক্ষণাৎ আবার নূতন করিয়া হইল। প্রভু অনেকবার হাত ও মাথা কাটিলেন।

পুনি পুনি প্রভু কাটত ভুজ সীসা।
অতি কৌতুকী কোসলাধীসা॥
রহে ছাই নভ সির অরু বাহু।
মানহুঁ অমিত কেতু অরু রাহু॥

কোশলপতি রামচন্দ্র বড় খেলোয়াড় ছিলেন। প্রভু পুনঃপুনঃ হাত ও মাথা কাটিতে লাগিলেন। কাটা হাত ও মাথায় আকাশ ছাইয়া গেল, মনে হইল যেন অসংখ্য রাহু কেতু রহিয়াছে।

ছন্দ—জনু রাহু কেতু অনেক নভপথ স্রবত-
সোনিত ধাবহীঁ।
রঘুবীর তীর প্রচণ্ড লাগহিঁ ভূমি গিরন ন
পাবহীঁ॥
এক এক সর সিরনিকর ছেদে নভ উড়ত
ইমি সোহহীঁ।
জনু কোপি দিনকর কর নিকর জহঁ তহঁ
বিধুন্তুদ পোহহীঁ॥

মনে হয় যেন অনেক রাহু কেতু রক্তস্রাব করিতে করিতে ছুটিতেছে। সেগুলি রঘুনাথের প্রচণ্ড বাণ লাগায় মাটিতে পড়িতে পারিতেছিল না। এক একটা বাণ মাথাগুলি কাটিয়া আকাশে উড়িয়া যাওয়ায় এমন শোভা হইয়াছিল, যেন সূর্য রাগ করিয়া যেখানে সেখানে নিজের কিরণ দিয়া রাহুকে গাঁথিয়া ফেলিতেছিল।

জিমি জিমি প্রভু হর তাসু সির তিমি তিমি
হোহিঁ অপার।
সেবত বিষয় বিবর্ধ জিমি নিত নিত নূতন মার॥

প্রভু যেমন তাহার মাথা কাটিতেছিলেন, তেমনি অসংখ্য মাথা হইতেছিল। যেমন বিষয় ভোগ করিলে নিত্য নিত্য নূতন কামনা বাড়িতে থাকে, তেমনি রাবণের হাত ও মাথা বাড়িতেছিল।

১১৯॥ দসমুখ দেখি সিরন্হ কৈ বাঢ়ী।
বিসরা মরন ভঈ রিস গাঢ়ী॥
গর্জেউ মূঢ় মহা অভিমানী।
ধায়উ দসউ সরাসন তানী॥

যখন রাবণ দেখিল যে, তাহার মাথা কাটিলেই আবার বাড়ে, তখন সে মরণ ভুলিয়া গেল ও রাগিয়া উঠিয়া দশখানা ধনুক টানিয়া মহা অভিমানী মূর্খ চলিল।

সমরভূমি দসকন্ধর কোপেউ।
বরষি বান রঘুপতি রথ তোপেউ॥
দণ্ড এক রথ দেখি ন পরা।
জনু নিহার মহঁ দিনমনি দুরা॥

রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে রাগিয়া উঠিল ও বাণ বর্ষণ করিয়া রঘুপতির রথ ঢাকিয়া ফেলিল, একদণ্ড রথ দেখাই যাইতেছিল না। উহা যেন কুয়াসার মধ্যে সূর্য ঢাকা পড়ার মত, বাণে ঢাকা পড়িয়াছিল।

হাহাকার সুরন্হ জব কীন্হা।
তব প্রভু কোপি কারমুক লীন্হা॥
সর নিবারি রিপু কে সির কাটে।
তে দিসি বিদিসি গগন মহি পাটে॥

যখন দেবতারা হাহাকার করিয়া উঠিলেন, তখন প্রভু কুপিত হইয়া ধনুক হাতে লইলেন। রাবণের বাণ আটকাইয়া তাহার মাথা কাটিলেন ও বাণ দ্বারা দিগ্‌বিদিকে আকাশ ও মাটি ছাইয়া ফেলিলেন।

কাটে সির নভমারগ ধাবহিঁ।
জয় জয় ধুনি করি ভয় উপজাবহিঁ।
কহঁ লছিমন হনুমান কপীসা।
কহঁ রঘুবীর কোসলাধীসা॥

কাটা মাথা আকাশ পথে ছুটিতে থাকে, আর 'জয় জয়' ধ্বনি করিয়া ভয় দেখাইতে থাকে। উহারা বলিতে থাকে, কোথায় লক্ষ্মণ হনুমান সুগ্রীব, কোথায় কোশলরাজ রঘুবীর।

ছন্দ—কহঁ রাম কহি সিরনিকর ধায়ে দেখি
মর্কট ভাজি চলে।
সন্ধানি ধনু রঘুবংস মনি হঁসি সরন্হি সির
বেধে ভলে॥
সিরমালিকা গহি কালিকা কর বৃন্দ
বৃন্দন্হি বহু মিলীঁ।
করি রুধিরসরি মজ্জন মনহুঁ সংগ্রামবট
পূজন চলীঁ॥

'রাম কোথায়' বলিয়া মাথাগুলি ছুটিতেছে দেখিয়া বানরেরা পালাইতে থাকে। রাম হাসিয়া শর সন্ধান করিয়া মাথাগুলিকে বিঁধিয়া ফেলিলেন। সে মুণ্ডমালা দলে দলে কালিকারা ধরিয়া লইল, মনে হয় যেন তাহারা রক্তজলে স্নান করিয়া যুদ্ধ-বট পূজা করিতে চলিল।

পুনি দসকণ্ঠ ক্রুদ্ধ হৈব ছাড়েসি সক্তি প্রচণ্ড।
সনমুখ চলী বিভীষনহিঁ মনহুঁ কাল কর দণ্ড।

আবার রাবণ রাগিয়া এক প্রচণ্ড শক্তি ছাড়ে, উহা যমদণ্ডের মত বিভীষণের দিকে চলিতে লাগিল।

৯২০॥ আবত দেখি সক্তি খরধারা।
প্রনতারতিহর বিরদু সঁভারা॥
তুরত বিভীষন পাছে মেলা।
সনমুখ রাম সহেউ সো সেলা॥

তীক্ষ্ণ ধার শক্তিশেল আসিতে দেখিয়া প্রণত আর্তিহরণকারী রাম তাঁহার রীত রাখেন, তখনি বিভীষণকে পিছনে রাখিয়া রাম সেই শেল সহ্য করেন।

লাগি সক্তি মুরুছা কছু ভই।
প্রভু কৃত খেলু সুরন্হ বিকলঈ॥
দেখি বিভীষন প্রভু শ্রম পায়উ।
গহি কর গদা ক্রুদ্ধ হোই ধায়উ॥

শক্তি শেল লাগিয়া রামচন্দ্রের কতকটা মূর্ছা হয়। প্রভুর এই খেলায় দেবতারা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এদিকে বিভীষণ দেখিল প্রভুর পরিশ্রম হইয়াছে, তখন হাতে গদা লইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ছুটিল।

রে কুভাগ্য সঠ মন্দ কুবুদ্ধে।
তৈঁ সুর নর মুনি নাগ বিরুদ্ধে॥
সাদর সিব কহুঁ সীস চঢ়ায়ে।
এক এক কে কোটিন্হ পায়ে॥

ওরে দুর্ভাগ্য মূর্খ নীচ কুবুদ্ধি, তুমি দেবতা মানুষ ও মুনি সকলের সহিতই বিরোধ করিয়াছ। তুমি আদরে শিবকে পূজায় মাথা দিয়াছিলে এক একটির পরিবর্তে কোটি মাথা পাইয়াছ।

তেহি কারন খল অব লগি বাঁচা।
অব তব কাল সীসপর নাচা॥
রামবিমুখ সঠ চহ সম্পদা।
অস কহি হনেসি মাঝ উর গদা॥

সেই কারণে দুষ্ট তুমি এখনও বাঁচিয়া আছ, কিন্তু এখন যম তোমার মাথার উপর নাচিতেছে। মূর্খ, রামের সহিত বিরোধ করিয়া আবার সম্পদ চাও। এই কথা বলিয়া তাহার বুকের মধ্যে গদা মারিল।

ছন্দ—উর মাঝ গদাপ্রহার ঘোর কঠোর লাগত
মহি পর্‍যো।
দসবদন সোনিত স্রবত পুনি সম্ভারি
ধায়উ রিস ভর্‍যো॥
দোউ ভিরে অতিবল মল্ল যুদ্ধ বিরুদ্ধ একু
একহি হনে।
রঘুবীর বল গর্বিত বিভীষনু ঘালি নহিঁ
তা কহুঁ গনে॥

বুকের মাঝে কঠোর গদার আঘাতে রাবণ মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার দশমুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল, আবার সামলাইয়া রাগিয়া ছুটিতে লাগিল। রাবণ ও বিভীষণ দুই জনই অতি বলশালী। তাহারা মল্ল যুদ্ধে একে অপরকে আঘাত করিতে লাগিল। রামের বলে গর্বিত বিভীষণ রাবণকে মারিতেছিল, কিন্তু রাবণ তাহা গ্রাহ্য করিতেছিল না।

উমা বিভীষনু রাবনহিঁ সনমুখ চিতব কি কাউ।
সো অব লরত কালজ্যোঁ শ্রীরঘুবীর প্রভাউ॥

শঙ্কর বলিলেন—উমা, বিভীষণ কি রাবণের দিকে তাকাইতেই পারিত? এখন শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাবেই সে যমের মত যুদ্ধ করিতেছে।

৯২১॥ দেখা শ্রমিত বিভীষনু ভারী।
ধায়উ হনূমান গিরিধারী॥
রথ তুরঙ্গ সারথী নিপাতা।
হৃদয় মাঝ তেহি মারেসি লাতা॥

হনুমান দেখিল যে বিভীষণ শ্রান্ত হইয়াছে, তখন সে পর্বত লইয়া ছুটিল। রথ, ঘোড়া ও সারথিকে মারিয়া ফেলিল ও রাবণের বুকের মধ্যে লাথি মারিল।

ঠাঢ় রহা অতি কম্পিত গাতা।
গয়উ বিভীষনু জহঁ জনত্রাতা॥
পুনি রাবন তেহি হতেউ প্রচারী।
চলা গগন কপি পুছ পসারী॥

রাবণের শরীর অতিশয় কাঁপিতে লাগিলেও দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে ভক্তরক্ষক শ্রীরাম যেখানে আছেন, বিভীষণ সেইখানে গেল। রাবণ হনুমানকে যুদ্ধে ডাকিয়া পুনরায় মারিল, হনুমান লেজ ছড়াইয়া আকাশে উঠিল।

গহসি পুছ কপিসহিত উড়ানা।
পুনি ফিরি ভিরেউ প্রবল হনুমানা॥
লরত অকাস জুগল সম জোধা।
হনত এক একহিঁ করি ক্রোধা॥

রাবণ হনুমানের লেজ ধরিলে, সে রাবণ সহিতই উড়িয়া গেল। আবার শক্তিশালী হনুমান ঐ খানেই রাবণের সহিত লড়িতে লাগিল। সমান বলশালী এই দুই যোদ্ধা আকাশে লড়িতে লাগিল, কুপিত হইয়া একে অপরকে আঘাত করিতে লাগিল।

সোহহি নভ ছলবল বহু করহীঁ।
কজ্জলগিরি সুমেরু জনু লরহীঁ॥
বুধিবল নিসিচর পরই ন পারা।
তব মারুতসুত প্রভু সম্ভারা॥

উহারা দুইজনে অনেক ছলবল করিয়া আকাশে লড়াই করায় এমন শোভা হইতেছিল, মনে হয় যেন কজ্জলগিরি ও সুমেরু পর্বত লড়িতেছে। যখন হনুমান বুদ্ধিবলে রাবণকে হারাইতে পারিল না, তখন রামচন্দ্রকে স্মরণ করিল।

ছন্দ—সম্ভারি শ্রীরঘুবীর ধীর প্রচারি কপি রাবন হন্যো।
মহি পরত পুনি উঠি লরত দেবন জুগল কহুঁ জয় জয় ভন্যো॥
হনুমন্ত সঙ্কট দেখি মর্কট ভালু ক্রোধাতুর চলে।
রনমত্ত রাবন সকল সুভট প্রচণ্ড ভুজবল দলমলে॥

হনুমান শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া যুদ্ধে রাবণকে ডাকিয়া আঘাত করিল। তাহারা মাটিতে পড়িতেছিল আবার উঠিয়া লড়িতেছিল, ইহা দেখিয়া দেবতারা দুইজনেরই জয় জয়, বলিতে লাগিলেন। হনুমানের বিপদ দেখিয়া বানর ও ভালুকের দল রাগিয়া চলিল। যুদ্ধমত্ত রাবণ সে সকল যোদ্ধাকে নিজের প্রচণ্ড বাহুবলে দলিয়া মলিয়া ফেলিল।

রাম প্রচারে বীর তব ধায়ে কীস প্রচণ্ড।
কপিদল প্রবল দেখি তেহি কীন্হ প্রগট পাখণ্ড॥

রাম রাবণকে যুদ্ধে ডাকিলেন। তখন প্রচণ্ড বানরেরাও ছুটিল। রাবণ বানরের দল প্রবল দেখিয়া মায়া প্রকট করিল

৯২॥ অন্তরধান ভয়উ ছন একা।
পুনি প্রগটে খল রূপ অনেকা॥
রঘুপতি কটক ভালু কপি জেতে।
জহঁ তহঁ প্রগট দসানন তেতে॥

এক মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হইল, আবার দুষ্ট রাবণ বহুরূপ লইয়া প্রত্যক্ষ হইল। রঘুনাথের সেনায় যত ভালুক ও কপি ছিল, তাহারা যেখানে সেখানেই তত রাবণ প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিল।

দেখে কপিন্হ অমিত দসসীসা।
জহঁ তহঁ ভজে ভালু অরু কীসা॥
চলে বলীমুখ ধরহিঁ ন ধীরা।
ত্রাহি ত্রাহি লছিমন রঘুবীরা॥

বানরেরা দেখিল যে অসংখ্য রাবণ রহিয়াছে। উহা দেখিয়া ভালুক ও বানর যোদ্ধা ব্যাকুল হইয়া পালাইল। বানরেরা আর ধৈর্য্য না রাখিয়া লক্ষ্মণ, রঘুনাথ 'রক্ষা কর,' বলিয়া চলিতে লাগিল।

দসদিসি কোটিন্হ ধাবহিঁ রাবন।
গর্জহিঁ ঘোর কঠোর ভয়াবন॥
ডরে সকল সুর চলে পরাঈ।
জয় কৈ আস তজহু অব ভাঈ॥

দশদিকে কোটি রাবণ ছুটিতে লাগিল, ভয়ানক কঠোর ঘোর গর্জন করিতে লাগিল। দেবতারা সকলে ভয়ে পালাইলেন, বলিতে লাগিলেন—ভাই, এবার জয়ের আশা ছাড়।

সব সুর জিতে এক দসকন্ধর।
অব বহু ভয়ে তকহু গিরিকন্দর॥
রহে বিরঞ্চি সম্ভু মুনি জ্ঞানী।
জিন্হ জিন্হ প্রভুমহিমা কছু জানী॥

এক রাবণ সকল দেবতাদিগকে জয় করিয়াছে, এখন আবার অনেক রাবণ হইল। এখন গিরিগহ্বর খোঁজ করা যাউক (লুকাইবার জন্য)। ব্রহ্মা, শিব, জ্ঞানী মুনিরা যাঁহারা প্রভুর মহিমা কিছু কিছু জানিতেন তাঁহারাই রহিলেন।

ছন্দ—জানা প্রতাপ তে রহে নির্ভয় কপিন্হ রিপু মানে ফুরে।
চলে বিচলি মর্কট ভালু সকল কৃপাল পাহি ভয়াতুরে॥
হনুমন্ত অঙ্গদ নীল নল অতিবল লরত রনবাঁকুরে।
মর্দহিঁ দসানন কোটি কোটিন্হ কপটভূ ভট অঙ্কুরে॥

যাহারা রামের প্রতাপ জানিত, তাহারা নির্ভয়ে রহিল। কিন্তু বানরেরা মিথ্যা রাবণগুলিকে সত্যই শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছিল। বানর ভালুকের দল ভয়াতুর হইয়া বিচলিত হইয়া 'কৃপাল রক্ষা কর' বলিয়া পালাইল। অতিবল রণমত্ত হনুমান, অঙ্গদ নীল নল লড়িতে লাগিল

ও ভুঁইফোঁড় কোটি কোটি কপট দশাননরূপী যোদ্ধাকে মর্দিত করিতে লাগিল।

সুর বানর দেখে বিকল হঁসেউ কোসলাধীস।
সজি সারঙ্গ এক সর হতে সকল দসসীস॥

কোশলরাজ রামচন্দ্র দেবতা ও বানরদিগকে ব্যাকুল দেখিয়া হাসিলেন। ধনুকে বাণ চড়াইয়া এক বাণে সকল মায়া রাবণ মারিয়া ফেলিলেন।

১২৩॥ **প্রভুছন মহুঁ মায়া সব কাটী।**
জিমি রবি উয়ে জাহিং তম ফাটী॥
রাবন একু দেখি সুর হরষে।
ফিরে সুমন বহু প্রভু পর বরষে॥

প্রভু মুহূর্তের মধ্যে সকল মায়া দূর করিলেন। যেমন সূর্য উদয়ে অন্ধকার নাশ হয়, তেমনি মায়া দূর হইল। রাবণ একটা মাত্র দেখিয়া দেবতারা সুখী হইলেন, আর ফিরিয়া প্রভু রামচন্দ্রের উপর অনেক পুষ্প বর্ষণ করিলেন।

ভুজ উঠাই রঘুপতি কপি ফেরে।
ফিরে এক একন্হ তব টেরে॥
প্রভুবল পাই ভালু কপি ধায়ে।
তরল তমকি সংজুগ মহি আয়ে॥

রঘুপতি হাত উঠাইয়া বানরদিগকে ফিরাইলেন, তাহারা একে অপরকে ডাকিয়া ফিরিতে লাগিল। প্রভুর শক্তি পাইয়া বানর ও ভালুকেরা ছুটিল ও চঞ্চল হইয়া গর্জিয়া যুদ্ধে আসিয়া পড়িল।

করত প্রসংসা সুর তেহি দেখে।
ভয়উঁ এক মৈ ইন্হ কে লেখে॥
সঠহু সদা তুম্হ মোর মরায়ল।
কহি অস কোপি গগনপথ ধায়ল॥

রাবণ দেখিল, দেবতারা রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতেছে। তখন বুঝিল যে, আমি দেবতাদের দৃষ্টিতে এককই হইলাম। তখন রাগ করিয়া বলিল—মূর্খ, তোমরা সদাই আমাকে মারিতে আস। এই বলিয়া আকাশ পথে ছুটিল।

হাহাকার করত সুর ভাগে।
খলহু জাহু কহঁ মোরে আগে॥
বিকল দেখি সুর অঙ্গদ ধাবা।
কুদি চরন গহি ভূমি গিরাবা॥

হাহাকার করিয়া দেবতারা পালাইলে, রাবণ বলিল—দুষ্ট, তোমরা আমার সামনে যাইবে কোথায়? এদিকে অঙ্গদ দেবতাদিগকে ব্যাকুল দেখিয়া ছুটিল ও লাফাইয়া রাবণের পা ধরিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিল।

ছন্দ -**গহি ভূমি পার্‌য়ো লাত মার্‌য়ো বালিসুত প্রভু পহিঁ গয়ো।**
সম্ভারি উঠি দসকণ্ঠ ঘোর কঠোর রব গর্জত ভয়ো॥
করি দাপ চাপ চঢ়াই দস সন্ধান সর বহু বরষঈ।
কিয়ে সকল ভট ঘায়ল ভয়াকুল দেখি নিজ বল হরষঈ॥

রাবণকে ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল ও লাথি মারিয়া বালীপুত্র অঙ্গদ প্রভুর নিকট চলিয়া গেল। রাবণ সামলাইয়া উঠিয়া ঘোর কঠোর রবে গর্জন করিতে লাগিল। দাপ করিয়া দশখানা ধনুক লইয়া উহাতে বাণ লাগাইয়া অনেক বাণই ছুড়িতে লাগিল ও সকল যোদ্ধাকে আহত ও ভীত করিল, নিজের বল দেখিয়া তাহার হর্ষ হইল।

তব রঘুপতি লঙ্কেস কে সীস ভুজা সর চাপ।
কাটে ভয়ে বহুত বঢ়ে জিমি তীরথ কর পাপ॥

তখন শ্রীরাম লঙ্কাপতির মাথা হাত ও ধনুকবাণ সকল কাটিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তীর্থের পাপের ন্যায় উহা আবার খুব বাড়িয়া গেল।

১২৪॥ **সির ভুজ বাঢ়ি দেখি রিপু কেরী।**
ভালুকপিন্হ রিস ভঈ ঘনেরী॥
মরত ন মূঢ় কটেহু ভুজ সীসা।
ধায়ে কোপি ভালু ভট কীসা॥

শত্রু রাবণের মাথা ও হাত বাড়িতে দেখিয়া ভালুক কপির দল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। মূঢ় মাথা ও হাত কাটা গেলেও মরিতেছে না, এই বলিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া ছুটিল।

বালিতনয় মারুতি নল নীলা।
দ্বিবিদ কপীস পনস বলসীলা॥
বিটপ মহীধর করহিং প্রহারা।
সোই গিরি তরু গহি কপিন্হ সো মারা॥

বালিপুত্র অঙ্গদ, হনুমান, নল, নীল, দ্বিবিদ, সুগ্রীব, বলবান পানস, ইত্যাদিরা গাছ পাহাড় দিয়া মারিতে লাগিল। রাবণ সেই গাছ পাহাড় ধরিয়া লইয়াই বানরদিগকে মারিতে লাগিল।

এক নখন্হি রিপুবপুষ বিদারী।
ভাগি চলহিং এক লাতন্হ মারী॥
তব নল নীল সিরন্হ চঢ়ি গয়ে।
নখন্হ লিলার বিদারত ভয়ে॥

কোনও বানর নখ দিয়া রাবণের দেহ ছিঁড়িয়া পলাইল, কেহ বা লাথি মারিল। নল নীল রাবণের মাথায় চড়িয়া নখ দিয়া তাহার কপাল ছিঁড়িল।

রুধির বিলোকি সকোপ সুরারী।
তিন্হহিং ধরন কহঁ ভুজা পসারী॥
গহে ন জাহিং করন্হ পর ফিরহীঁ।
জনু জুগ মধুপ কমলবন চরহীঁ॥

রক্ত দেখিয়া রাবণ কুপিত হইয়া নল নীলকে ধরার জন্য হাত বাড়াইল, কিন্তু উহাদিগকে ধরা যাইতেছিল না। উহারা হাতের উপরই ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন পদ্মবনে এক জোড়া মৌমাছি বিচরণ করিতেছে।

কোপি কুদি দোউ ধরেসি বহোরী।
মহি পটকত ভজে ভুজা মরোরী॥
পুনি সকোপ দস ধনু কর লীন্হে।
সরন্হ মারি ঘায়ল কপি কীন্হে॥

তার পর রাবণ কুপিত হইয়া লাফাইয়া দুইজনকে ধরিয়া ফেলিল। তাহাদিগকে মাটিতে ফেলিয়া দিতেই তাহারা হাত মোচড়াইয়া দিয়া পলাইয়া গেল। রাবণ রাগিয়া আবার দশখানা ধনুক হাতে লইল ও বাণ মারিয়া বানরদিগকে ঘায়েল করিল।

হনুমদাদি মুরছিত করি বন্দর।
পাই প্রদোষ হরষ দসকন্ধর॥
মুরছিত দেখি সকল কপিবীরা।
জামবন্ত ধায়েউ রনধীরা॥

হনুমানাদি বানরদিগকে মূর্ছিত করার পর সন্ধ্যা হওয়াতেই রাবণের আনন্দ হইল। এদিকে সকল বানর বীরদিগকে মূর্ছিত দেখিয়া রণবীর জামবন্ত ছুটিল।

সঙ্গ ভালু ভূধর তরু ধারী।
মারন লগে প্রচারি প্রচারী॥
ভয়উ ক্রুদ্ধ রাবন বলবানা।
গহি পদ মহি পটকই ভট নানা॥
দেখি ভালুপতি নিজদল ঘাতা।
কোপি মাঝ উর মারেসি লাতা॥

জাম্বুবানের সঙ্গে গাছ ও পাহাড় লইয়া ভালুকেরা আসিয়া যুদ্ধে ডাকিয়া ডাকিয়া মারিতে লাগিল। বলবান রাবণ কুপিত হইয়া পা ধরিয়া নানা যোদ্ধাকে মাটিতে ফেলিতে লাগিল। যখন ভালুকপতি দেখিল নিজের দল মরিতেছে, তখন কুপিত হইয়া রাবণের বুকের মাঝখানে লাথি মারিল।

ছন্দ—উর লাত ঘাত প্রচণ্ড লাগত বিকল রথ তেঁ মহি পরা।
গহি ভালু বীসহু কর মনহুঁ কমলন্হ বসে নিসি মধুকরা॥
মুরছিত বিলোকি বহোরি পদ হতি ভালুপতি প্রভু পহিঁ গয়ো।
নিসি জানি স্যন্দন ঘালি তেহি তব সূত জতনু করত ভয়ো।

বুকে লাথির আঘাত প্রচণ্ডভাবে লাগায় রাবণ বিকল হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। অনেক ভালুক তখন তাহার কুড়ি হাতেই ধরা ছিল। মনে হইল যেন রাত্রিকালে মৌমাছিরা কমলের উপর বসিয়াছে। রাবণকে মূর্ছিত দেখিয়া ভালুকপতি আর একবার লাথি মারিয়া প্রভুর নিকট গেল। এদিকে রাত্রি হইয়াছে জানিয়া সারথি রাবণকে রথে ফেলিয়া যত্ন করিতে লাগিল।

মুরছা বিগত ভালু কপি সব আয়ে প্রভু পাস।
সকল নিসাচর রাবনহিঁ ঘেরি রহে অতিত্রাস॥

মূর্ছা কাটিয়া গেলে ভালুক ও কপিরা প্রভুর নিকট গেল। এদিকে রাক্ষসেরা রাবণকে ঘিরিয়া বড় ভয়ে ভয়ে রহিল।

১২৫॥ তেহী নিসি সীতা পহিঁ জাঈ।
ত্রিজটা কহি সব কথা সুনাঈ॥
সির ভুজ বাঢ়ি সুনত রিপু কেরী।
সীতা উর ভই ত্রাস ঘনেরী॥

সেই রাত্রে সীতার নিকট ত্রিজটা রাক্ষসী গিয়া সকল কথা বলিয়া শুনাইল। শত্রুর মাথা ও হাত কাটিলেও গজাইতেছে শুনিয়া সীতার মনে বড় ভয় হইল।

মুখ মলীন উপজী মন চিন্তা।
ত্রিজটা সন বোলী তব সীতা॥
হোইহি কাহ কহসি কিন মাতা।
কেহি বিধি মরিহি বিস্ব দুখ দাতা॥

সীতার মুখ মলিন হইল এবং মনে চিন্তা দেখা দিল। তখন সীতা ত্রিজটাকে বলিলেন—মা, কি হইবে সে কথা কেন বল না? কেমন করিয়া বিশ্বের দুঃখ দাতা রাবণের বিনাশ হইবে।

রঘুপতি সর সির কটেহু ন মরঈ।
বিধি বিপরীত চরিত সব করঈ॥
মোর অভাগ্য জিআবত ওহী।
জেহি হৌঁ হরিপদ কমল বিছোহী॥

রঘুপতির শরে রাবণের মাথা কাটে, কিন্তু রাবণ মরে না। বিধি বিমুখ, সেইজন্য তিনি এই লীলা করিতেছেন। যে বিধি আমাকে হরিচরণ-কমলের সহিত বিচ্ছেদ করাইয়াছে, সেই বিধাতাই আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ উহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

জেহি কৃত কপট কনক মৃগ ঝুঠা।
অজহুঁ সো দৈব মোহি পর রূঠা॥
জেহি বিধি মোহি দুখ দুসহ সহায়ে।
লছিমন কহুঁ কটু বচন কহায়ে॥

যে বিধাতা মিথ্যা সোণার মৃগ করাইয়াছিল, সেই দৈব এখনও আমার উপর অপ্রসন্ন আছে। যে বিধাতা আমাকে দুঃসহ দুঃখ সহাইয়াছে, যে বিধাতা আমাকে দিয়া লক্ষ্মণকে কটুবাক্য বলাইয়াছে,

রঘুপতি বিরহ সবিষ সর ভারী।
তকি তকি মার বার বহু মারী॥
ঐসেহু দুখ জো রাখু মম প্রানা।
সোই বিধি তাহি জিআব ন আনা॥

রঘুপতির বিরহরূপ ভারি বিষাক্ত বাণ বার বার আমাকে লক্ষ্য করিয়া মারিয়াছে, এমন দুঃখেও যে বিধি আমার প্রাণ রাখিয়াছে, সেই বিধিই রাবণকে বাঁচাইতেছেন আর কেহ নয়।

বহু বিধি করতি বিলাপ জানকী।
করি করি সুরতি কৃপানিধান কী॥
কহ ত্রিজটা সুনু রাজকুমারী।
উর সর লাগত মরই সুরারী॥
প্রভু তা তেঁ উর হতই ন তেহী।
এহি কে হৃদয় বসতি বৈদেহী॥

জানকী এইভাবে রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া করিয়া নানা বিলাপ করিতে লাগিলেন। ত্রিজটা বলিল—রাজকুমারী, রাবণের বুকে বাণ লাগিলে সে মরিত। তাহার হৃদয়ে সীতা বাস করিতেছেন বলিয়া প্রভু তাহার বুকে বাণ মারিতেছেন না।

ছন্দ—এহি কে হৃদয় বস জানকী মম জানকী
উর বাস হৈ।
মম উদর ভুবন অনেক লাগত বান সব
কর নাস হৈ॥
সুনি বচন হরষ বিষাদ মন অতি দেখি
পুনি ত্রিজটা কহা।
অব মরিহি রিপু বিধি সুনহি সুন্দরি
তজহি সংসয় মহা॥

উহার হৃদয়ে জানকী বাস করিতেছেন, আর জানকীর হৃদয়ে আমার বাস, আমার পেটের ভিতর অনেক ভুবন বাস করে। যদি সেখানে বাণ লাগে, তবে সকলের নাশ হইবে। ইহা শুনিয়া সীতার আনন্দ হইল, কিন্তু পুনরায় দুঃখ হইল। তখন ত্রিজটা আবার বলিল—সুন্দরী, এখন মহা সন্দেহ ত্যাগ করিয়া শোন। এমনি করিয়া শত্রু মরিবে।

কাটতসির হোইহি বিকল ছুটি জাইহি তব ধ্যান।
তব রাবন কহুঁ হৃদয় মহুঁ মরিহহিঁ রাম সুজান॥

মাথা কাটায় রাবণ ব্যাকুল হইবে, তাহার ধ্যান ভাঙিয়া যাইবে। তখন বিজ্ঞ রাম রাবণের বুকের মধ্যে বাণ মারিবেন।

১২৬— **অস কহি বহুত ভাঁতি সমুঝাঈ।**
১২৭॥ **পুনি ত্রিজটা নিজ ভবন সিধাঈ॥**
রামসুভাউ সুমিরি বৈদেহী।
উপজী বিরহব্যাথা অতি তেহী॥

এই বলিয়া নানা রকমে বুঝাইয়া, তার পর ত্রিজটা নিজের বাড়ীতে গেল। রামের স্বভাবের কথা স্মরণ করিয়া সীতার অধিক বিরহ দুঃখ উপস্থিত হইল।

নিসিহি সসিহি নিন্দতি বহু ভাঁতী।
জুগ সম ভঈ ন রাতি সিরাতী॥
করতি বিলাপ মনহিঁ মন ভারী।
রামবিরহ জানকী দুখারী॥

রাত্রিতে চাঁদকে নানা প্রকারে নিন্দা করিতে লাগিলেন। রাত্রি যেন যুগের মত হইল, কাটিতে আর চায় না। মনে মনে বড়ই বিলাপ করিয়া রামের বিরহে জানকী দুঃখার্ত্ত হইলেন।

জব অতি ভয়উ বিরহ উর দাহু।
ফরকেউ বাম নয়ন অরু বাহু॥
সগুন বিচারি ধরী মন ধীরা।
অব মিলিহহিঁ কৃপাল রঘুবীরা।

যখন বিরহ জ্বালায় সীতার মন বড় জ্বলিতেছিল, তখন বাম চোখ ও বাম হাত নাচিয়া উঠিল। চিহ্ন বিচার করিয়া সীতা এই বলিয়া মনে ধৈর্য ধরিলেন যে, এইবার কৃপাময় রঘুবীরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে।

ইহাঁ অর্ধনিসি রাবন জাগা।
নিজ সারথি সন খীঝন লাগা॥
সঠ রনভূমি ছুড়ায়সি মোহী।
ধিগ ধিগ অধম মন্দমতি তোহী॥

এদিকে রাবণ দুপুর রাতে জাগিয়া সারথির উপর রাগ করিয়া বলিল—মূর্খ, তুমি আমাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিয়াছ। অধম নির্বোধ, তোমাকে ধিক্ ধিক্।

তেহিঁ পদ গহি বহু বিধি সমুঝাবা।
ভোর ভয়ে রথ চঢ়ি পুনি ধাবা॥
সুনি আগমনু দসানন কেরা।
কপিদল খরভর ভয়উ ঘনেরা॥
জহঁ তহঁ ভূধর বিটপ উপারী।
ধায়ে কটকটাই ভট ভারী॥

সারথি পায় ধরিয়া রাবণকে নানা প্রকারে বুঝাইল, পরে ভোর হইলে রাবণ পুনরায় রথে চড়িয়া ছুটিল। রাবণ আসিতেছে শুনিয়া বানর দল বড় চঞ্চল হইল। যেখানে সেখানে গাছ পাহাড় উপড়াইয়া লইয়া বড় বড় যোদ্ধারা কটকট শব্দ করিয়া ছুটিল।

ছন্দ—ধায়ে জো মর্কট বিকট ভালু করাল কর
ভূধর ধরা।
অতি কোপি করহিঁ প্রহার মারত ভাজি চলে
রজনীচরা॥

বিচলাই দল বলবন্ত কীসন্হ ঘেরি পুনি রাবন লিয়ো।
চহুঁদিসি চপেটন্হি মারি নখন্হি বিদারি তনু ব্যাকুল কিয়ো॥

বিকট মর্কটেরা ও করাল ভালুকেরা হাতে পাহাড় লইয়া ছুটিল। বড় রাগিয়া মার মারাতে রাক্ষসেরা পালাইয়া চলিল। বলবান বানরেরা রাক্ষসের দল তাড়াইয়া রাবণকে ঘিরিয়া ফেলিল। রাবনকে চাপড় মারিয়া, শরীর নখ দিয়া ছিঁড়িয়া নানা প্রকারে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

দেখি মহা মর্কট প্রবল রাবন কীন্হ বিচার।
অন্তরহিত হোই নিমিষ মহু কৃত মায়া বিস্তার॥

মহা মর্কটদিগকে প্রবল দেখিয়া রাবণ চিন্তা করিল। তার পর অন্তর্ধান হইয়া মুহূর্তের মধ্যে মায়া বিস্তার করিল।

তোমরছন্দ—জব কীন্হ তেহি পাখণ্ড।
ভয়ে প্রগট জন্তু প্রচণ্ড॥
বেতাল ভূত পিসাচ।
কর ধরে ধনু নারাচ॥
জোগিনী গহে করবাল।
এক হাথ মনুজ কপাল॥
করি সদ্য সোনিত পান।
নাচহিঁ করহিঁ বহু গান॥

যখন রাবণ ছল করিল, তখন সেখানে এক প্রচণ্ড জীব প্রত্যক্ষ হইল। বেতাল, ভূত ও পিশাচেরা হাতে ধনুক বাণ লইয়া দেখা দিল। যোগিনীরা এক হাতে নরকপাল ও অন্য হাতে তলোয়ার লইয়া টাটকা রক্ত পান করিয়া নাচিতে লাগিল ও নানা গান করিতে লাগিল।

ধরু মারু বোলহিঁ ঘোর।
রহি পুরি ধুনি চহুঁ ওর॥
মুখ বাই ধাবহিঁ খান।
তব লগে কীস পরান॥
জহঁ জাহিঁ মর্কট ভাগি।
তহঁ বরত দেখহিঁ আগি॥
ভয়ে বিকল বানর ভালু।
পুনি লাগ বরষই বালু॥

'ধর মার' এই প্রকার ঘোর শব্দে চারিদিকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ (মায়া) জীব হাঁ করিয়া খাইতে খাইতে দৌড়াইল দেখিয়া বানরেরা যেদিকে পালাইয়া যাইতেছিল, সেখানেই আগুন জ্বলিতেছে দেখিতে পাইতেছিল। ইহাতে বানর ও ভালুকেরা বড় ব্যাকুল হইল। আবার বালুর বৃষ্টি হইতে লাগল।

জহঁ তহঁ থকিত করি কীস।
গর্জেউ বহুরি দসসীস॥
লছিমন কপীসসমেত।
ভয়ে সকল বীর অচেত॥
হা রাম হা রঘুনাথ।
কহি সুভট মীজহিঁ হাথ॥
এহি বিধি সকল বল তোরি।
তেহি কীন্হ কপট বহোরি॥

যেখানে সেখানে বানরদিগকে শ্রান্ত করিয়া রাবণ গর্জন করিয়া উঠিল। লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সমেত সকল বীর অচেতন হইয়া গেল। যোদ্ধারা "হা রাম, হা রঘুনাথ" বলিয়া হাত কচলাইতে লাগিল। এই ভাবে সকলের বল নষ্ট করিয়া, রাবণ আবার মায়া করিল।

প্রগটেসি বিপুল হনুমান।
ধায়ে গহে পাষান॥
তিন্হ রাম ঘেরে জাই।
চহুঁ দিসি বরূথ বনাই॥
মারহু ধরহু জনি জাই।
কটকটহিঁ পুছ উঠাই॥
দস দিসি লঁগুর বিরাজ।
তেহি মধ্য কোসলরাজ॥

বিপুল হনুমান প্রত্যক্ষ হইল। সে পাহাড় লইয়া ছুটিল। সে চারিদিকে সৈন্য সাজাইয়া রামকে ঘিরিয়া ফেলিল ও বলিতে লাগিল—মার ধর, যেন না যায়, আর লেজ তুলিয়া কটকট শব্দ করিতে লাগিল। দশদিকে লঙ্গুর দেখা দিল, আর তাহার মধ্যে কোশলরাজ শ্রীরাম।

ছন্দ—তেহি মধ্য কোসলরাজ সুন্দর স্যামতন সোভা লহী।
জনু ইন্দ্রধনুষ অনেক কী বর বারি তুঙ্গ তমালহী॥
প্রভু দেখি হরষ বিষাদ উর সুর বদত জয় জয় জয় করী।
রঘুবীর একহি তীর কোপি নিমেষ মহুঁ মায়া হরী॥

বানরদের মধ্যে শ্যামল শরীর কোশলরাজ শোভা পাইতে ছিলেন, যেন অনেক রামধনু উচ্চ তমালের বেড়া শোভিত করিতেছে। প্রভুকে দেখিয়া দেবতাদের মনে হর্ষ ও বিষাদ হইল। তাঁহারা "জয় জয় জয়" বলিতে লাগিলেন। রঘুবীর কুপিত হইয়া এক বাণেই মুহূর্ত মধ্যে সকল মায়া হরণ করিলেন।

মায়া বিগত কপি ভালু হরষে বিটপ গিরি গহি সব ফিরে।
সরনিকর ছাড়ে রাম রাবন বাহু সির পুনি মহি গিরে॥
শ্রীরাম রাবন সমরচরিত অনেক কল্প জো গাবহীঁ।

সত সেষ সারদ নিগম কবি তেউ তদপি
পার ন পাবহীঁ ॥

মায়া চলিয়া যাওয়ায় কপি ও ভালুকেরা আনন্দিত হইল ও গাছ পাহাড় হাতে লইয়া সকলে ফিরিল। রামচন্দ্র বাণ ছাড়িয়া রাবণের হাত ও মাথা আবার কাটিয়া মাটিতে ফেলিলেন। শেষনাগ, সরস্বতী, বেদ ও কবিরা যদি অনেক কল্প ধরিয়াও রাম রাবণের সমর চরিত গান করেন, তথাপি শেষ করিতে পারিবে না।

কহে তাস্থ গুনগন কছুক জড়মতি তুলসীদাস।
নিজ পৌরুষ অনুসার জিমি মসক উড়াহিঁ অকাস।

তুলসীদাসের বুদ্ধি নাই, তবুও সে নিজের শক্তি অনুসারে তাহাদের কিছু গুণগান করিতেছে। যেমন মশাও আকাশে নিজ শক্তি অনুযায়ী উড়িয়া থাকে, তেমনি তুলসীদাসের এই উদ্যম।

কাটে সিরভুজ বার বহু মরত ন ভট লঙ্কেস।
প্রভু ক্রীড়ত সুনি সিদ্ধ সুর ব্যাকুল দেখি কলেস॥

মাথা ও হাত অনেকবার কাটিলেও বীর লঙ্কাপতি মরিতেছিল না। প্রভু ত খেলা করিতেছিলেন, কিন্তু মুনি সিদ্ধ ও দেবতারা দেখিয়া কষ্টে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১২৮ ॥ কাটত বঢ়হিঁ সীসসমুদাঈ।
জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ॥
মরই ন রিপু শ্রম ভয়উ বিসেখা।
রাম বিভীষন তন তব দেখা॥

লাভ পাওয়াতে যেমন লোভ সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে, তেমনি কাটিলেও রাবণের মাথা বাড়িতেছিল। শত্রু মরিতেছিল না, অথচ রামচন্দ্রের যখন বিশেষ পরিশ্রম হইতেছিল, তখন তিনি বিভীষণের দিকে তাকাইলেন।

উমা কাল মরু জা কী ঈছা।
সোই প্রভু জন কর প্রীতিপরীছা॥
সুনু সর্বজ্ঞ চরাচরনায়ক।
প্রনতপাল সুর মুনি সুখ দায়ক॥

শঙ্কর বলিলেন—উমা, যাঁহার ইচ্ছায় কালও মরিয়া যায়, সেই প্রভু ভক্তের পরীক্ষা করিতেছিলেন। বিভীষণ বলিল—সবজ্ঞ, চরাচরের নায়ক, ভক্ত প্রতিপালক, দেবতা ও মুনিদের সুখদায়ক রাম, শুন।

নাভীকুণ্ড সুধা বস যা কে।
নাথ জিয়ত রাবনু বল তা কে॥
সুনত বিভীষন বচন কৃপালা।
হরষি গহে কর বান করালা॥

হে নাথ, রাবণের নাভিকুণ্ডে অমৃত বাস করে, তাহারই বলে দুষ্ট বাঁচিয়া আছে। কৃপাল রামচন্দ্র বিভীষণের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া করাল বাণ হাতে লইলেন।

অসগুন হোন লগে তব নানা।
রোবহিঁ বহু সৃগাল খর স্বানা॥
বোলহিঁ খগ জগ আরতি হেতু।
প্রকট ভয়ে নভ জহঁ তহঁ কেতু॥

নানা অশুভ চিহ্ন হইতে লাগিল, শৃগাল, গাধা, কুকুর কাঁদিতে লাগিল। জগতে দুঃখের সূচনা যাহারা করে, এমন পাখীরা ডাকিতে লাগিল। আকাশে যেখানে সেখানে ধূমকেতু দেখা দিতে লাগিল।

দস দিসি দাহ হোন অতি লাগা।
ভয়উ পরব বিনু রবিউপরাগা॥
মন্দোদরি উর কম্পিত ভারী।
প্রতিমা স্রবহিঁ নয়নময় বারী॥

পর্বকাল—অমাবস্যা ও প্রতিপদের সন্ধি॥ দশদিকে আকাশ জ্বলিয়া লাল হইয়া উঠিল, পর্বকাল ছাড়াই সূর্যগ্রহণ হইল। মন্দোদরীর বুক বড় কাঁপিতে লাগিল। প্রতিমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ছন্দ—প্রতিমা স্রবহিঁ পবি পাত নভ অতি
বাত বহ ডোলতি মহী।
বরষহিঁ বলাহক রুধির কচ রজ অশুভ
অতি সক কো কহী॥
উতপাত অমিত বিলোকি সুর মুনি বিকল
বোলহিঁ জয় জয়ে।
সুর সভয় জানি কৃপাল রঘুপতি চাপ
সর জোরত ভয়ে॥

প্রতিমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, আকাশ হইতে বজ্রপাত হইতে লাগিল, ঝড় উঠিল, পৃথিবী দুলিতে লাগিল। মেঘ রক্ত, চুল ও ধূলার অতি অশুভ ও অবর্ণনীয় বৃষ্টি করিতে লাগিল। অসীম উৎপাত দেখিয়া দেবতা ও মুনিরা ব্যাকুল হইয়া 'জয় জয়' করিতে লাগিলেন। যখন কৃপাল রামচন্দ্র জানিলেন যে দেবতারা ভয় পাইয়াছে, তখন ধনুকে বাণ লাগাইলেন।

খৈঁচি সরাসন শ্রবন লগি ছাড়ে সর একতীস।
রঘুনায়ক সায়ক চলে মানহুঁ কাল ফনীস।

রঘুনায়ক রামচন্দ্র কান পর্যন্ত গুণ টানিয়া একত্রিশটা বাণ ছাড়িলেন। রামচন্দ্রের বাণ কালসাপের মত চলিল।

১২৯ ॥ সায়ক এক নাভিসর সোখা।
অপর লগে সির ভুজ করি রোখা॥
লই সির বাহু চলে নারাচা।
সির ভুজ হীন রুণ্ড মহি নাচা॥

এক বাণ গিয়া নাভিতে যে অমৃতের কুণ্ড ছিল, তাহা শুষিয়া ফেলিল। অপর বাণ গিয়া মাথা ও হাতে জোরে

লাগিল। সে বাণ মাথা ও হাত লইয়া চলিল, আর হাত ও মাথাহীন ধর মাটিতে নাচিতে লাগিল।

ধরনি ধসই ধর ধাব প্রচণ্ডা।
তব প্রভু সর হতি কৃত দুগ খণ্ডা॥
গর্জেউ মরত ঘোররব ভারী।
কহাঁ রাম রন হতউঁ প্রচারী॥

যখন ঐ ধর প্রচণ্ড বেগে দৌড়াইতে লাগিল, তখন পৃথিবী ধসিয়া যাইতে লাগিল। তার পর প্রভু বাণের আঘাতে ধড়কে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় মরিতে মরিতেও ঐ ধড় গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, রাম কোথায়? আমি তাঁহাকে যুদ্ধে ডাকিয়া আনিয়া মারিব।

ডোলী ভূমি গিরত দসকন্ধর।
ছুভিত সিন্ধু সরি দিগ্‌গজ ভূধর॥
ধরনি পরেউ দোউ খণ্ড বঢ়াঈ।
চাপি ভালু মর্কট সমুদাঈ॥

রাবণের ধড় পড়িয়া যাইতে পৃথিবী দুলিয়া উঠিল। সমুদ্র, নদী, দিগ্‌গজ ও পর্বত ক্ষুব্ধ হইল; ধড়ের দুই খণ্ড আরও বড় হইয়া ভালুক ও বানর সকলকেই চাপা দিয়া মাটিতে পড়িল।

মন্দোদরি আগে ভুজ সীসা।
ধরি সর চলে জহাঁ জগদীসা॥
প্রবিসে সব নিষঙ্গ মহঁ জাঈ।
দেখি সুরন্হ দুন্দুভী বজাঈ॥

সেই বাণ রাবণের মাথা ও হাত মন্দোদরীর সম্মুখে রাখিয়া, জগদীশ্বর রামচন্দ্রের নিকট ফিরিয়া চলিল। সেখানে গিয়া বাণ তূণীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া দেবতারা নাগরা বাজাইলেন।

তাসু তেজ সমান প্রভুআনন।
হরষে দেখি সম্ভু চতুরানন॥
জয় জয় ধুনি পূরী ব্রহ্মণ্ডা।
জয় রঘুবীর প্রবল ভুজ দণ্ডা॥
বরষহিঁ সুমন দেব মুনি বৃন্দা।
জয় কৃপাল জয় জয়তি মুকুন্দা॥

প্রভুর মুখে রাবণের তেজ প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া শিব ও ব্রহ্মা আনন্দিত হইলেন। ব্রহ্মাণ্ড "জয় জয় কৃপাল বিশাল বাহু রঘুবীর, জয় জয় মুকুন্দ," এই ধ্বনিতে পূর্ণ হইল। দেবতা ও মুনিরা ফুল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ছন্দ—জয় কৃপাকন্দ মুকুন্দ দ্বন্দ্বহরন সরন সুখ প্রদ প্রভো।
খল দল বিদারন পরমকারন কারুনীক সদা বিভো॥
সুর সুমন বরষহিঁ হরষ সঙ্কুল বাজ দুন্দুভি গহগহী।
সংগ্রাম অঙ্গন রামঅঙ্গ অনঙ্গ বহু সোভা লহী॥

'কৃপার মূল, মুকুন্দ, সংশয় ও দুঃখহরণ, স্মরণে সুখদায়ক প্রভুর জয়। শত্রু সংহারকারী, জগতের কারণস্বরূপ, করুণাময়, বিভু, 'তোমার জয়'। দেবতারা আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন ও ডমডম করিয়া নাগরা পিটিতে লাগিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের শরীরে অনেক কামদেবের শোভা দেখা দিয়াছিল।

সির জটামুকুট প্রসূন বিচবিচ অতি মনোহর রাজহীঁ।
জনু নীলগিরি পর তড়িত পটল সমেত উড়ুগন ভ্রাজহীঁ॥
ভুজদণ্ড সর কোদণ্ড ফেরত রুধিরকন তন অতি বনে।
জনু রায়মুনী তমাল পর বৈঠী বিপুল সুখ আপনে॥

রামচন্দ্রের মাথায় ছিল জটার মুকুট, আর তাহার মধ্যে মধ্যে ফুল থাকায় অতি সুন্দর শোভা পাইতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন নীলগিরির উপর বিদ্যুতের সহিত নক্ষত্রগণ শোভা পাইতেছিল। রামচন্দ্রের হাতে ধনুক ও বাণ চলিতেছিল। আর তাঁহার শরীরের রক্তের ছিটা পড়ায় এমন সুন্দর দেখাইতেছিল, যেন রায়মুনি পাখী তমাল গাছে বড় সুখে বসিয়া আছে।

কৃপা দৃষ্টি করি বৃষ্টি প্রভু অভয় কিয়ে সুরবৃন্দ।
হরষে বানর ভালু সব জয় সুখধাম মুকুন্দ॥

প্রভু কৃপাদৃষ্টির বৃষ্টি দিয়া দেবতাদিগকে অভয় দিলেন। বানর ও ভালুকেরা আনন্দিত হইল ও তাহারা সুখময় মুকুন্দের জয় জয়কার দিল।

১০৩॥ **পতিসির দেখত মন্দোদরী।**
মুরছিত বিকল ধরনি খসি পরী॥
জুবতিবৃন্দ রোবত উঠি ধাঈ।
তেহি উঠাই রাবন পহিঁ আঈ॥

মন্দোদরী স্বামীর মাথা দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া মূর্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। যুবতীরা কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়াইয়া আসিল ও মন্দোদরীকে উঠাইয়া রাবণের নিকট আসিল।

পতিগতি দেখি তে করহিঁ পুকারা।
ছুটে কচ নহিঁ বপুষ সঁভারা॥
উরতাড়না করহিঁ বিধি নানা।
রোবত করহিঁ প্রতাপ বখানা॥

পতির দশা দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। চুল ও পরিধানের বস্ত্র খসিয়া এলোমেলো হইয়া গেল। বুক চাপড়াইয়া, রাবণের প্রতাপ বর্ণনা করিয়া বড় কাঁদিতে লাগিল।

তব বল নাথ ডোল নিত ধরনী।
তেজহীন পাবক সসি তরনী॥
সেষ কমঠ সহি সকহিঁ ন ভারা।
সো তনু ভূমি পরেউ ভরি ছারা॥

তাহারা বলিতে লাগিল—হে নাথ, তোমার বলে সর্বদা পৃথিবী কাঁপিত, অগ্নি সূর্য ও চন্দ্র তেজহীন হইয়া যাইত। যে শরীরের ভার শেষনাগ ও কচ্ছপ সহিতে পারিত না, সেই শরীর আজ ধূলায় মাখা হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছে।

বরুন কুবের সুরেস সমীরা।
রনসনমুখ ধরি কাহু ন ধীরা॥
ভুজবল জিতেহু কাল জম সাঈঁ।
আজু পরেহু অনাথ কী নাঈঁ॥

হে নাথ, তোমার সহিত যুদ্ধে বরুণ, কুবের ইন্দ্র ও বায়ু কেহই ধৈর্য রাখিতে পারিত না। প্রভু, তুমি বাহুবলে কাল ও যমরাজকে জয় করিয়াছিলে; সেই তুমি আজ অনাথের মত পড়িয়া আছ।

জগতবিদিত তুম্হারি প্রভুতাঈ।
সুত পরিজন বল বরনি ন জাঈ॥
রামবিমুখ অস হাল তুম্হারা।
রহা ন কোউ কুল রোবনিহারা

জগতে তোমার প্রভুত্বের কথা বিখ্যাত। তোমার পুত্র ও পরিবারের বল অসীম ছিল। কিন্তু রামের বিমুখ হওয়াতেই তোমার এই অবস্থা হইয়াছে, শোক করিবার জন্যও বংশে কেহ রহিল না।

তব বসবিধিপ্রপঞ্চ সব নাথা।
সভয় দিসিপ নিত নাবহিঁ মাথা॥
অব তব সির ভুজ জম্বুক খাহীঁ।
রামবিমুখ যহ অনুচিত নাহীঁ॥
কালবিবস পতি কহা ন মানা।
অগ জগ নাথু মনুজ করি জানা॥

বিধাতার সমস্ত সৃষ্টিই তোমার বশীভূত হইয়াছিল। লোকপতিরা সর্বদা সভয়ে মাথা নত করিত, এখন তোমার মাথা ও হাত শেয়ালে খাইবে। আর রামের শত্রুপক্ষে এরূপ হওয়াও অন্যায় বলা যায় না। কালের দ্বারা মোহিত হইয়া তুমি আমার কথা শোন নাই. চরাচরের স্বামীকে মানুষ বলিয়া জানিয়াছ।

ছন্দ—জানেউ মনুজ করি দনুজ কানন দহন পাবক হরি স্বয়ং।
জেহি নমত সিব ব্রহ্মাদি সুর পিয় ভজেহু নহিঁ করুনাময়ং॥
আজন্ম তেঁ পরদ্রোহরত পাপৌঘময় তব তনু অয়ং।
তুম্হহূঁ দিয়ো নিজ ধাম রাম নমামি ব্রহ্ম নিরাময়ং॥

দানবরূপ বন দহনধারী অগ্নিস্বরূপ স্বয়ং হরিকে তুমি মানুষ বলিয়া জানিয়াছিলে। প্রিয়, যাহাকে শিব ব্রহ্মাদি দেবতারা প্রণাম করেন, তুমি সেই করুণাময়কে ভজনা কর নাই। জন্ম হইতেই তুমি অপরকে দ্বেষ করিয়া আসিয়াছ, তোমার শরীর পাপে ভরা, কিন্তু তোমাকেই যে রাম নিজ ধাম বৈকুণ্ঠে স্থান দিয়াছেন, সেই নিরাময়কে নমস্কার করি।

অহহ নাথ রঘুনাথ সম কৃপাসিন্ধু কো আন।
মুনিদুর্লভ জো পরমগতি তোহি দীন্হি ভগবান॥

হে নাথ, রঘুনাথের মত কৃপাসিন্ধু কে আছে। যে পরম গতি মুনিদেরও দুর্লভ; আহা, রামচন্দ্র তোমাকে সেই গতি দিয়াছেন।

১৩১॥ **মন্দোদরী বচন সুনি কানা।**
সুর মুনি সিদ্ধ সবন্হি সুখু মানা॥
অজ মহেস নারদ সনকাদী।
জে মুনিবর পরমারথবাদী॥

মন্দোদরীর কথা কানে শুনিয়া দেবতা, মুনি ও সিদ্ধগণ সকলেই সুখ বোধ করিলেন। ব্রহ্মা মহেশ্বর নারদ সনকাদি যে সকল পরমার্থবাদী মুনি আছেন,

ভরি লোচন রঘুপতিহিঁ নিহারী।
প্রেমমগন সব ভয়ে সুখারী।
রুদন করত বিলোকি সব নারী।
গয়েউ বিভীষনু মন দুখ ভারী॥

তাঁহারা চোখ ভরিয়া রঘুপতিকে দেখিয়া সকলে প্রেমে মগ্ন ও সুখী হইলেন। স্ত্রীলোকেরা সকলে কাঁদিতেছে দেখিয়া বিভীষণের মনে বড় দুঃখ হইল।

বন্ধুদসা দেখত দুখ কীন্হা।
রাম অনুজ কহঁ আয়সু দীন্হা॥
লছিমন তাই তাহি সমুঝায়উ।
বহুরি বিভীষনু প্রভু পহিঁ আয়উ॥

ভাইয়ের অবস্থা দেখিয়া বিভীষণ দুঃখ করিলেন। তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আদেশ করায়, লক্ষ্মণ গিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন। তার পর বিভীষণ প্রভুর নিকট আসিলেন।

কৃপাদৃষ্টি প্রভু তাহি বিলোকা।
করহু ক্রিয়া পরিহরি সব সোকা।
কিন্হি ক্রিয়া প্রভুআয়সু মানী।
বিধিবত দেস কাল জিয় জানী॥

প্রভু তাহার দিকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিলেন ও বলিলেন—শোক পরিত্যাগ করিয়া রাবণের সৎকার কর। প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া তিনি দেশ কাল ও বিধি মনে রাখিয়া ক্রিয়া করিলেন।

মন্দোদরী আদি সব দেই তিলাঞ্জলি তাহি।
ভবন গঈঁ রঘুবীর গুন গন বরনত মন মাহি॥

মন্দোদরী আদি স্ত্রীরা তাহার তিলাঞ্জলি দিল ও রঘুবীরের গুণ মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিল।

১৩২॥ আই বিভীষন পুনি সির নায়উ।
কৃপাসিন্ধু তব অনুজ বোলায়উ॥
তুম্হ কপীস অঙ্গদ নল নীলা।
জামবন্ত মারুতি নয়সীলা॥

বিভীষণ ফিরিয়া আসিয়া রঘুনাথকে প্রণাম করিল। তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি সুগ্রীব অঙ্গদ নল ও নীল জাম্বুবান ও নীতিপরায়ণ হনুমান,

সব মিলি জাহু বিভীষন সাথা।
সারেহু তিলক কহেউ রঘুনাথা॥
পিতাবচন মৈঁ নগর ন আবউঁ।
আপু সরিস কপি অনুজ পঠাবউ॥

সকলে মিলিয়া যাও, গিয়া বিভীষণকে রাজতিলক দাও। আমি পিতার আজ্ঞায় নগরে যাইতে পারিতেছি না বলিয়া তোমাদের মত বানরদিগকে ও ভাইকে পাঠাইতেছি।

তুরত চলে কপি সুনি প্রভুবচনা।
কীন্হী জাই তিলক কৈ রচনা॥
সাদর সিংহাসন বৈঠারী।
তিলক কীন্হ অস্তুতি অনুসারী॥

বানরেরা প্রভুর কথা শুনিয়া তখনই চলিল ও গিয়া তিলক সাজাইল। আদরে তাহাকে সিংহাসনে বসাইল ও তাহার রাজ্যাভিষেক করিয়া স্তুতি করিতে লাগিল।

জোরি পানি সবহীঁ সির নায়ে।
সহিত বিভীষন প্রভু পহিঁ আয়ে॥
তব রঘুবীর বোলি কপি লীন্হে।
কহি প্রিয়বচন সুখী সব কীন্হে॥

হাত জোড় করিয়া সকলে প্রণাম করিল, পরে বিভীষণের সহিত সকলে প্রভুর নিকট আসিল। তখন রঘুনাথ সকল বানরকে ডাকিয়া আনিলেন ও মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করিলেন।

ছন্দ—কিয়ে সুখী কহি বানী সুধাসম বল তুম্হারে রিপু হয়ো।
পায়ো বিভীষন রাজু তিহুঁ পুর জসু তুম্হারো নিত নয়ো॥
মোহি সহিত সুভ কীরতি তুম্হারী পরম প্রীতি জে গাইহৈঁ।
সংসারসিন্ধু অপার পার প্রয়াস বিনু নর পাইহৈঁ॥

রামচন্দ্র অমৃতের মত মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে সুখী করিলেন। বলিলেন—তোমাদের বলেই শত্রু বধ করিতে পারিলাম ও বিভীষণ রাজ্য পাইল। ত্রিলোকে তোমাদের এই যশের কথা নিত্য নূতন থাকিবে। যে কেহ আমার কথার সহিত তোমাদের শুভ কীর্ত্তির কথা প্রীতির সহিত বলিবে, সেই অপার সংসার অক্লেশে পার হইবে।

প্রভু কে বচন শ্রবন সুনি নহিঁ অঘাহিঁ কপিপুঞ্জ।
বার বার সির নাবহীঁ গহহিঁ সকল পদকঞ্জ॥

প্রভুর কথা শুনিয়া শুনিয়া বানরদের তৃপ্তি হইতেছিল না। সকলে রামচন্দ্রকে প্রণাম করিতেছিল ও বার বার পায় পড়িতেছিল।

১৩৩॥ পুনি প্রভু বোলি লিয়উ হনুমানা।
লঙ্কা জাহু কহেউ ভগবানা॥
সমাচার জানকিহিঁ সুনাবহু।
তাসু কুসল লেই তুম্হ চলি আবহু॥

প্রভু পুনরায় হনুমানকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন—লঙ্কায় যাও। এ সংবাদ সীতাকে শুনাও ও তাঁহার কুশল সংবাদ লইয়া আইস।

তব হনুমন্ত নগর মহঁ আয়ে।
সুনি নিসীচরী নিসাচর ধায়ে॥
পূজা বহু প্রকার তিন্হ কীন্হী।
জনকসুতা দিখাই পুনি দীন্হী॥

হনুমান নগরে গেল। সে আসিয়াছে শুনিয়া রাক্ষস রাক্ষসীরা দৌড়াইয়া আসিল ও নানা প্রকার তাহার সম্মান করিল। পরে সীতাকে দেখাইয়া দিল।

দূরিহিঁ তেঁ প্রনাম কপি কীন্হা।
রঘুপতি দূত জানকী চীন্হা॥
কহহু তাত প্রভু কৃপানিকেতা।
কুসল অনুজ কপি সেন সমেতা॥

হনুমান দূর হইতেই সীতাকে প্রণাম করিতে, তিনি তাহাকে রামচন্দ্রের দূত বলিয়া চিনিলেন। সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রিয়, লক্ষ্মণ ও বানরদিগের সহিত কৃপানিধান প্রভুর কুশল সংবাদ বল।

সব বিধি কুসল কোসলাধীসা।
মাতু সমর জীতেউ দসসীসা॥
অবিচল রাজু বিভীষন পাবা।
সুনি কপিবচন হরষ উর ছাবা॥

হনুমান বলিলেন—মা, কোশলাধিপতি রামচন্দ্রের সকল রকমেই কুশল। তিনি যুদ্ধে রাবণকে জয় করিয়াছেন ও বিভীষণ চিরস্থায়ী রাজত্ব পাইয়াছে। বানরের কথা শুনিয়া সীতার হৃদয়ে আনন্দ হইল।

ছন্দ—অতি হরষ মন তন পুলক লোচন সজল
কহ পুনি পুনি রমা।
কা দেউঁ তোহি ত্রৈলোক মহুঁ কপি
কিমপি নহিঁ বানী সমা॥
সুনু মাতু মৈঁ পায়উঁ অখিল জগ রাজু
আজু ন সংসয়ং।
রন জীতি রিপুদল বন্ধুযুত পস্যামি
রামমনাময়ং॥

সীতার মনে বড় আনন্দ হইল, তাঁহার শরীরে পুলক দেখা দিল। সজল চোখে বার বার তিনি বলিলেন—হে হনুমান, তুমি যে সংবাদ দিলে ত্রিজগতে তাহার সমান কিছু নাই। তোমাকে কি আর দিব? হনুমান বলিল—মা, আজ রণজয় করিয়া অনাময় রামচন্দ্রকে ভাই সমেত দেখিতে পাইয়াছি। ইহাতেই আমার অখিল জগতের রাজত্ব লাভ করা হইয়াছে, এ বিষয় সন্দেহ নাই।

সুনু সুত সদগুন সকল তব হৃদয় বসহু হনুমন্ত।
সানুকূল রঘুবংসমনি রহহু সমেত অনন্ত॥

হে পুত্র, তোমার হৃদয়ে সকল সৎগুণ বাস করুক। লক্ষ্মণ সমেত রঘুবংশমণি রামচন্দ্র তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

১৩৪॥ অব সোই জতন করহু তুম্হ তাতা।
দেখউঁ নয়ন স্যাম মৃদুগাতা॥
তব হনুমান রাম পহিঁ জাঈ।
জনকসুতা কৈ কুসল সুনাঈ॥

প্রিয়, এখন তুমি সেই চেষ্টা কর, যাহাতে শ্যামল কোমল শরীর রঘুনাথকে দেখিতে পাই। তখন হনুমান রামচন্দ্রের নিকট গিয়া জানকীর কুশল সংবাদ শুনাইল।

সুনি বানী পতঙ্গ কুল ভূষন।
বোলি লিয়ে জুবরাজ বিভীষন॥
মারুতসুত কে সঙ্গ সিধাবহু।
সাদর জনকসুতহিঁ লেই আবহু॥

সূর্যকুলের ভূষণ রামচন্দ্র সে কথা শুনিয়া অঙ্গদ ও বিভীষণকে ডাকিয়া বলিলেন যে, হনুমানের সঙ্গে গিয়া সীতাকে সাদরে লইয়া আইস।

তুরতহিঁ সকল গয়ে জহঁ সীতা।
সেবহিঁ সব নিসিচরী বিনীতা॥
বেগি বিভীষন তিন্হহিঁ সিখাবা।
সাদর তিন্হ সীতহিঁ অন্হবাবা॥

সকলে সীতার নিকট শীঘ্রই গিয়া দেখিল, রাক্ষসীরা তাঁহার সেবা করিতেছে। বিভীষণ তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে কি করিতে হইবে বুঝাইয়া দিলে তাহারা সীতাকে যত্ন করিয়া স্নান করাইল।

দিব্য বসন ভূষন পহিরায়ে।
সিবিকা রুচির সাজি পুনি লায়ে॥
তা পর হরষি চঢ়ী বৈদেহী।
সুমিরি রাম সুখধাম সনেহী॥

তাঁহাকে সুন্দর কাপড় ও অলঙ্কার পরাইয়া দিল। তার পর সুন্দর পাল্কী সাজাইয়া আনিল। সীতা প্রেমময় রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া তাহাতে চড়িলেন।

বেতপানি রচ্ছক চহুঁ পাসা।
চলে সকল মন পরম হুলাসা॥
দেখন ভালু কীস সব আয়ে।
রচ্ছক কোপি নিবারন ধায়ে॥

চারিদিকে বেত হাতে করিয়া রক্ষকেরা ঘিরিয়া ছিল। সকলে বড় আনন্দে চলিতে লাগিল। যখন সীতাকে দেখার জন্য ভালুক ও বানরেরা আসিতেছিল, তখন রক্ষকেরা রাগিয়া তাহাদিগকে তাড়া করিতেছিল।

কহ রঘুবীর কহা মম মানহু।
সীতহিং সখা পয়াদে আনহু॥
দেখহিঁ কপি জননী কী নাঈঁ।
বিহঁসি কহা রঘুনাথ গোসাঈঁ॥

প্রভু রঘুনাথ হাসিয়া বলিলেন—হে সখা, আমার কথা রাখ। সীতাকে হাঁটাইয়া আনিও, বানরেরা মায়ের মত তাহাকে দেখুক।

সুনি প্রভুবচন ভালু কপি হরষে।
নভ তে সুরন্হ সুমন বহু বরষে॥
সীতা প্রথম অনল মহু রাখী।
প্রগট কীন্হ চহ অন্তর সাখী।

প্রভুর কথা শুনিয়া ভালুক ও বানরেরা আনন্দিত হইল ও আকাশ হইতে দেবতাগণ খুব পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সীতাকে পূর্বেই অন্তর্যামী রামচন্দ্র আগুনে রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। [সীতা পবিত্রতার অন্তর আগুনে সর্বদা বেষ্টিত। ভৌতিক আগুনের মধ্য হইতে তাহাই প্রকাশ করিয়া দেখাইতে প্রভু ইচ্ছা করিলেন।]

তেহি কারন করুনানিধান কহে কছুক দুর্বাদ।
সুনত জাতুধানী সকল লাগী করই বিষাদ।

সেইজন্য করুণাময় কিছু দুর্বাক্য বলিলেন, সে কথা শুনিয়া রাক্ষসনারীরা খেদ করিতে লাগিল।

১৩৫— প্রভু কে বচন সীস ধরি সীতা।
৩৬॥ বোলী মন ক্রম বচন পুনীতা॥

লছিমন হোহু ধরম কৈ নেগী।
পাবক প্রগট করহু তুম্হ বেগী॥

মনে, বাক্যে ও কর্মে পবিত্র সীতা প্রভুর কথা শিরোধার্য্য করিয়া বলিলেন—লক্ষ্মণ, তুমি ধর্মের সাথী হও। তুমি শীঘ্র আগুন জ্বালাও।

তুমি লছিমন সীতা কৈ বানী।
বিরহ বিবেক ধরম নুতি সানী॥
লোচন সজল জোরি কর দোউ।
প্রভু সন কছু কহি সকত ন ওউ॥

লক্ষ্মণ সীতার বিরহ, জ্ঞান, ধর্ম ও নীতিপূর্ণ কথা শুনিয়া চোখ জলে ভরিয়া হাত জোড় করিলেন, কিন্তু প্রভুর কাছে কিছুই বলিতে পারিলেন না।

দেখি রামরুখ লছিমন ধায়ে।
পাবক প্রগটি কাঠ বহু লায়ে॥
পাবক প্রবল দেখি বৈদেহী।
হৃদয় হরষ কছু ভয় নহিঁ তেহী।

রামের মুখের দিকে (ইচ্ছা) দেখিয়া লক্ষ্মণ ছুটিলেন। আগুন জ্বালাইয়া তাহাতে অনেক কাঠ ফেলিলেন। আগুন জোরে জ্বলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সীতার হৃদয়ে একটুকুও ভয় হইল না, বরং আনন্দ হইল।

জোঁ মন বচ ক্রম মম উর মাহীঁ।
তজি রঘুবীর আন গতি নাহীঁ॥
তৌ কৃসানু সব কৈ গতি জানা।
মো কহুঁ হোহু শ্রিখণ্ড সমানা॥

মনে, বাক্যে ও কার্য্যে যদি রঘুবীর ভিন্ন অন্য গতি আমার হৃদয়ে না থাকে, তাহা হইলে আগুন, তুমি ত সকলের গতিই জান, তুমি আমার নিকট চন্দনের মত হও।

ছন্দ—শ্রীখণ্ড সম পাবক প্রবেস কিয়ো সুমিরি প্রভু মৈথিলী।
জয় কোসলেস মহেস বন্দিত চরন রতি অতি নির্মলী॥
প্রতিবিম্ব অরু লৌকিক কলঙ্ক প্রচণ্ড পাবক মহুঁ জরে।
প্রভুচরিত কাহু ন লখে নভ সুর সিদ্ধ মুনি দেখহিঁ খরে॥

মৈথিলী প্রভুকে স্মরণ করিয়া আগুনে এমনভাবে প্রবেশ করিলেন যে উহা যেন চন্দন এবং বলিলেন—মহেশ্বর দ্বারা যাঁহার চরণ পূজিত, তাঁহার জয় হউক, তাঁহার চরণে নির্মল মতি হউক। লৌকিক কলঙ্ক ও তাহার ছায়া পর্য্যন্ত প্রচণ্ড আগুনে জ্বলিয়া গেল। যদিও আকাশ হইতে দেবতা সিদ্ধ ও মুনিরা দাঁড়াইয়া দেখিলেন, তবুও প্রভুচরিত কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

ধরি রূপ পাবক পানি গহি শ্রী সত্য শ্রুতি জগ বিদিত জো।
জিমি ছীরসাগর ইন্দিরা রামহিঁ সমর্পী আনি সো॥
সোই রাম বামবিভাগ রাজতি রুচির অতি সোভা ভলী।
নব নীল নীরজ নিকট মানহু কনক পঙ্কজ কী কলী।

যেমন একদিন ক্ষীরসাগর লক্ষ্মীকে দিয়াছিলেন, তেমনি সত্যকার যিনি লক্ষ্মী, যিনি বেদে ও জগতে বিখ্যাত, সেই সীতাকে অগ্নি নিজে রূপ গ্রহণ করিয়া হাতে ধরিয়া আনিয়া রামকে সমর্পণ করিলেন। সীতা রামের বামে নীল পদ্মের কাছে সোণার পদ্মের কুঁড়ির মত অতি সুন্দর শোভা পাইতে লাগিলেন।

বরষি সুমন হরষি সুর বাজহিঁ গগন নিসান।
গাবহিঁ কিন্নর অপছরা নাচহিঁ চঢ়ী বিমান॥

দেবতারা প্রসন্ন হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। আকাশে নাগরা বাজিতে লাগিল, বিমানে চড়িয়া কিন্নরেরা গাহিতে লাগিল ও অপ্সরাগণ নাচিতে লাগিল।

শ্রী জানকী সমেত প্রভু সোভা অমিত অপার।
দেখত হরষে ভালু কপি জয় রঘুপতি সুখসার॥

শ্রী জানকী সহিত প্রভুর অতুল অপার শোভা দেখিয়া ভালুক ও কপিরা প্রসন্ন হইল ও বলিল—সুখের সার রঘুপতির "জয় হউক"।

১৩৭— তব রঘুপতি অনুসাসন পাঈ।
১৩৮॥ মাতলি চলেউ চরন সিরু নাঈ॥
আয়ে দেব সদা স্বারথী।
বচন কহহিঁ জনু পরমারথী॥

তার পর রঘুনাথের আজ্ঞা পাইয়া মাতলি সারথি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সর্বদা স্বার্থপরায়ণ দেবতারা আসিল ও এমন কথা বলিতে লাগিল যেন উহারা পরমার্থী।

দীনবন্ধু দয়াল রঘুরায়া।
দেব কীন্হ দেবন্হ পর দায়া॥
বিস্ব দ্রোহ রত যহ খল কামী।
নিজ অঘ গয়েউ কুমারগ গামী॥

হে দীনবন্ধু দয়াল রঘুরাজ, তুমি দেবতাদের উপর দয়া করিলে। এই দুষ্ট কামী বিশ্বেশ্বরের সহিত বিরোধ করিতেছিল, কুপথগামী রাবণ নিজের পাপেই মারা গেল।

তুম্হ সম রূপ ব্রহ্ম অবিনাসী।
সদা এক রস সহজ উদাসী॥
অকল অগুন অজ অনঘ অনাময়।
অজিত অমোঘসক্তি করুনাময়॥

তুমি সমরূপ, (তোমার রূপের কোনরূপ পরিবর্তন নাই) তুমি অবিনাশী ব্রহ্ম। তুমি সর্বদা একরস (সর্বদা শান্ত) ও স্বভাবতঃই উদাসীন। তুমি অখণ্ড, অগুণ জন্মরহিত, পাপরহিত, রোগরহিত, তুমি কখনও জীত হও নাই, তোমার শক্তি ব্যর্থ হয় না, তুমি করুণাময়।

মীন কমঠ সুকর নরহরী।
বামন পরশুরাম বপু ধরী॥
জব জব নাথ সুরন্হ দুখ পাবা।
নানা তনু ধরি তুম্হহিঁ নসাবা॥

হে প্রভু, তুমিই মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন ও পরশুরামের শরীর ধারণ করিয়াছিলে। যখনই দেবতারা দুঃখ পায়, তখনই তুমি নানা শরীর ধরিয়া তাহাদের দুঃখ নষ্ট কর।

রাবন পাপমূল সুরদ্রোহী।
কাম লোভ মদ রত অতি কোহী॥
সোউ কৃপাল তব ধাম সিধাবা।
যহ হমরে মন বিসময় আবা॥

রাবণ পাপের মূল দেবদ্রোহী। সে কামী, লোভ ও অহঙ্কারপরায়ণ ও অতি ক্রোধী। কৃপাময়, এমন রাবণকেও তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইলে, ইহাতে আমাদের মনে বিস্ময় হইতেছে।

হম দেবতা পরম অধিকারী।
স্বারথরত তব ভগতি বিসারী॥
ভবপ্রবাহ সন্তত হম পরে।
অব প্রভু পাহি সরন অনুসরে॥

আমরা দেবতা, আমরা উত্তম অধিকারী, কিন্তু স্বার্থে ডুবিয়া তোমার ভক্তি ভুলিয়াছি। আমরা সর্বদা সংসার প্রবাহে পড়িয়া আছি। হে প্রভু, এমন শরণাগতকে রক্ষা কর।

করি বিনতী সুর সিদ্ধ সব রহে জহঁ তহঁ কর জোরি।
অতিসয় প্রেম সরোজভব অস্তুতি করত বহোরি॥

বিনয় জানাইয়া দেবতাও সিদ্ধেরা সকলে যেখানকার সেখানেই হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। (সরোজ ভব) ব্রহ্মা তখন রামচন্দ্রের অতিশয় স্তুতি করিতে লাগিলেন।

ছন্দতোটক—জয় রাম সদা সুখধাম হরে।
রঘুনায়ক সায়ক চাপ ধরে॥
ভব বারন দারন সিংহ প্রভো।
গুনসাগর নাগর নাথ বিভো॥
তন কাম অনেক অনূপ ছবী।
গুন গাবত সিদ্ধ মুনীন্দ্র কবী॥
জসু পাবন রাবন নাগ মহা।
খগনাথ জথা করি কোপ গহা॥

সর্বদা সুখের আলয় ধনুর্বাণধারী হরি রামের জয়, প্রভু তুমি ভবরূপ হাতীর পক্ষে সিংহস্বরূপ। হে বিভু, তুমি গুণের সাগর, তুমি বিজ্ঞ। তোমার দেহের শোভা অনেক কামদেবের মত ও অনুপম; তোমার গুণ সিদ্ধ মুনীন্দ্র ও কবিরা গায়। পক্ষীরাজ গরুড় যেমন রাগ করিয়া সাপ ধরে, তুমি তেমনি রাবণরূপ মহাসাপ ধরিয়াছ, তোমার এই যশের কথা লোককে পবিত্র করে।

জনরঞ্জন ভঞ্জন সোক ভয়ং।
গতক্রোধ সদা প্রভু বোধময়ং॥
অবতার উদার অপারগুনং।
মহি ভার বিভঞ্জন জ্ঞানঘনং॥
অজ ব্যাপকমেকমনাদি সদা।
করুনাকর রাম নমামি মুদা॥
রঘুবংস বিভূষন দূষনহা।
কৃত ভূপ বিভীষন দীন রহা॥

ভক্তের আনন্দদাতা, শোক ও ভয় দূরকারী, হে জ্ঞানময় প্রভু, তুমি সর্বদা ক্রোধহীন। তুমি অসীম গুণশালী উদার অবতার, তুমি পৃথিবীর ভার হরণকারী, তুমি জ্ঞানস্বরূপ, জন্মহীন, তুমিই একমাত্র নিত্য, তুমি সর্বব্যাপ্ত, তুমি আদিহীন। হে করুণাময় রাম, তোমাকে আনন্দে নমস্কার করি। তুমি রঘুবংশের ভূষণ, তুমি দোষ নাশকারী, বিভীষণ দীন ছিল তাহাকে তুমি রাজা করিলে।

গুন জ্ঞান নিধান অমান অজং।
নিত রাম নমামি বিভুং বিরজং॥
ভুজ দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপ বলং।
খল বৃন্দ নিকন্দ মহা কুসলং॥
বিনু কারন দীনদয়াল হিতং।
ছবিধাম নমামি রমাসহিতং॥
ভবতারন কারন কাজপরং।
মন সম্ভব দারুন দোষ হরং॥

তুমি গুণ ও জ্ঞানের আলয়, তুমি মান-রহিত, জন্ম-রহিত, বিভু, রোগহীন, রাম তোমাকে প্রতিদিন প্রণাম করি। তোমার বাহুর বল ও প্রতাপ প্রচণ্ড, দুষ্টদিগকে মর্দন করিতে উহা বড় পটু। তুমি বিনা কারণেই দীনের উপর দয়া কর, তাহাদের হিতকর, লক্ষ্মী সহিত শোভাময় তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সংসার হইতে উদ্ধার করাইবার জন্য কার্য্য করিতেছ। তুমি কামনা হইতে উৎপন্ন দারুণ দোষ দূর করিয়া থাক।

সর চাপ মনোহর ত্রোনধরং।
জলজারুন লোচন ভূপবরং॥
সুখমন্দির সুন্দর শ্রীরমনং।
মদ মার মহা মমতা সমনং॥
অনবদ্য অখণ্ড ন গোচর গো।
সব রূপ সদা সব হোই ন সো॥

ইতি বেদ বদন্তি ন দন্তকথা।
রবি আতপভিন্ন ন ভিন্ন জথা॥

মনোহর ধনুর্বাণ ও তূণ ধারণকারী, পদ্মের মত লাল চক্ষু, রাজশ্রেষ্ঠ, সুখের আলয়, সুন্দর লক্ষ্মীপতি, অহঙ্কার কাম ও মহামমতা হরণকারী ; অনিন্দ্য, অখণ্ড ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সকল রূপ হইয়াও অরূপ, বেদই এই প্রকার বলে, ইহা কথার কথা নয়, যেমন সূর্য তাহার তাপ হইতে ভিন্ন অথচ ভিন্ন নয় ইহাও তেমনি।

কৃতকৃত্য বিভো সব বানর এ।
নিরখন্তি তবানন সাদর জে॥
ধিগ জীবন দেব সরীর হরে।
তবভক্তি বিনা ভব ভূলি পরে॥
অব দীনদয়াল দয়া করিয়ে।
মতি মোরি বিভেদকরী হরিয়ে॥
জেহি তেঁ বিপরীত ক্রিয়া করিয়ে।
দুখ সো সুখ মানি সুখী চরিয়ে॥

হে প্রভু, এই বানরেরা সকলে তোমার মুখ দেখিয়া কৃতার্থ হউক। দেবতাদের জীবনে ধিক, তাহারা তোমার ভক্তি ছাড়িয়া সংসারে ভুলিয়া পড়িয়া আছে। হে দীনদয়াল, এখন দয়া করিয়া আমার ভেদ বুদ্ধি—যাহার বশে উল্টা কাজ, যাহার বশে দুঃখকেই সুখ মনে করি, তাহা দূর করিয়া দাও।

খলখণ্ডন মণ্ডন রম্য ছমা।
পদ পঙ্কজ সেবিত সম্ভু উমা॥
নৃপনায়ক দে বরদানমিদং।
চরনাম্বুজ প্রেম সদা সুভদং॥

তুমি দুষ্টদিগের নাশকারী, পৃথিবীর শোভা ও তুমি সুন্দর, শিব ও পার্বতী তোমার চরণপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন। হে রাজাদের নায়ক, আমাকে এই বর দাও, যাহাতে তোমার চরণপদ্মে সর্বদা প্রেম থাকে।

বিনয় কীন্হ বিধি ভাঁতি বহু প্রেম পুলক অতি গাত।
সোভা সিন্ধু বিলোকত রাম কর লোচন নহীঁ অঘাত॥

বিধাতা প্রেমে রোমাঞ্চ শরীরে অনেক প্রকার বিনয় করিলেন, রামের মুখ দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইতেছিল না।

১৩৯॥ তেহি অবসর দসরথ তহঁ আয়ে।
তনয় বিলোকি নয়ন জল ছায়ে
সহিত অনুজ প্রনাম প্রভু কীন্হা।
আসির্বাদ পিতা তব দীন্হা॥

এই সময় দশরথ সেখানে আসিলেন। পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার চোখে জল আসিল। প্রভু লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, পিতা তখন আশীর্বাদ দিলেন।

তাত সকল তব পুন্যপ্রভাঊ।
জীত্যোঁ অজয় নিসাচর রাঊ॥

সুনি সুতবচন প্রীতি অতি বাঢ়ী।
নয়ন সলিল রোমাবলি ঠাঢ়ী॥

পিতা, অজয় রাক্ষসরাজ রাবণকে যে জয় করিয়াছি, তাহা তোমারই পুণ্যের ফলে। পুত্রের কথা শুনিয়া দশরথের বড় আনন্দ হইল, তাহার চোখে জল দেখা দিল ও শরীরে রোমাঞ্চ হইল।

রঘুপতি প্রথম প্রেম অনুমানা।
চিতই পিতহিঁ দীন্হেউ দৃঢ় গ্যানা॥
তা তেঁ উমা মোচ্ছ নহিঁ পাবা।
দসরথ ভেদভগতি মন লাবা॥

রঘুপতি পিতার প্রেম পিপাসা মিটাইয়া দেন ও তাঁহাকে স্থায়ী জ্ঞান দান করেন। শঙ্কর বলিলেন—উমা, দশরথ তাহাতে মোক্ষ পাইলেন না। কেননা দশরথের হৃদয়ে রামের প্রতি ভেদযুক্ত ভক্তিভাব ছিল। (ঈশ্বরকে নিজ হইতে পৃথক বোধে ভজনা করার নাম ভেদ-ভক্তি)

সগুনোপাসক মোচ্ছ ন লেহীঁ।
তিন্হ কহুঁ রাম ভগতি নিজ দেহীঁ॥
বার বার করি প্রভুহিঁ প্রনামা।
দসরথু হরষি গয়ে সুরধামা॥

সগুণোপাসকেরা মোক্ষ লয় না, রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে নিজের প্রতি ভক্তি দেন। বার বার প্রভুকে প্রণাম করিয়া আনন্দিত মনে দশরথ দেবলোকে গেলেন।

অনুজ জানকী সহিত প্রভু কুসল কোসলাধীস।
ছবি বিলোকি মন হরষি অতি অস্তুতি কর সুরঈস॥

তার পর লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত রামচন্দ্রের কুশলে দেখিয়া ও তাঁহাদের শোভা দেখিয়া আনন্দিত মনে সুরপতি ইন্দ্র স্তুতি করিতে লাগিলেন।

১৪০॥ ছন্দ-তোমর - জয় রাম সোভাধাম।
দায়ক প্রনত বিশ্রাম॥
ধৃত ত্রোন বর সর চাপ।
ভুজ দণ্ড প্রবল প্রতাপ॥
জয় দূষনারি খরারি।
মর্দন নিসাচর ধারি॥
যহ দুষ্ট মারেউ নাথ।
ভয়ে দেব সকল সনাথ॥

হে শোভার আলয় রামচন্দ্র, তোমার জয় হউক, তুমি শরণাগতকে শান্তি দাও। তোমার হাতে ধনুর্বাণ ও তূণ রহিয়াছে, তোমার বাহু অতিশয় শক্তিশালী। তুমি দূষণ, খর ও রাক্ষসদিগের শত্রু, তোমার জয় হউক। তুমি এই দুষ্টকে মারাতে সকল দেবতারা কৃতার্থ হইল।

জয় হরন ধরনীভার।
মহিমা উদার অপার॥

জয় রাবনারি কৃপাল।
কিয়ে জাতুধান বিহাল॥
লঙ্কেস অতি বল গর্ব।
কিয়ে বস্য সুর গন্ধর্ব॥
মুনি সিদ্ধ খগ নর নাগ।
হঠি পন্থ সব কে লাগ॥

রামচন্দ্র, তুমি পৃথিবীর ভার হরণকারী, তোমার জয় হউক। তোমার মহিমা অপার ও উদার। হে রাবণের শত্রু, কৃপাময়, তুমি রাক্ষসদিগকে নষ্ট করিয়াছ, তোমার জয় হউক। লঙ্কাপতি রাবণ বলের জন্য গর্বিত ছিল; সে দেবতা ও গন্ধর্বদিগকে বশীভূত করিয়াছিল। সে মুনি সিদ্ধ পক্ষী মানুষ ও নাগ সকলের সহিতই জেদ করিয়া শত্রুতা করিয়াছে।

পরদ্রোহরত অতি দুষ্ট।
পায়ো সো ফল পাপিষ্ট॥
অব সুনহু দীনদয়াল।
রাজীব নয়ন বিসাল॥
মোহি রহা অতি অভিমান।
নহিঁ কোউ মোহি সমান॥
অব দেখি প্রভু পদ কঞ্জ।
গত মানপ্রদ দুখপুঞ্জ॥

দুষ্ট রাবণ বড় পরদ্রোহী ছিল, সে পাপিষ্ঠ তাহার ফল পাইল। বিশাল পদ্মলোচন দীন দয়াল, এখন শোন। আমার বড় অভিমান ছিল যে আমার সমান কেহ নাই, এখন তোমার চরণপদ্ম দেখিয়া আমার সে অভিমান হইতে যে সকল দুঃখ হইতেছিল তাহা দূর হইল।

কোউ ব্রহ্ম নির্গুন ধ্যাব।
অব্যক্ত জেহি শ্রুতি গাব॥
মোহি ভাব কোসলভূপ।
শ্রীরাম সগুনসরূপ॥
বৈদেহি অনুজ সমেত।
মম হৃদয় করহু নিকেত॥
মোহি জানিয়ে নিজ দাস।
দে ভগতি রমানিবাস॥

কেহ বা নির্গুণ ব্রহ্মকে, যাঁহাকে বেদে অব্যক্ত বলিয়া থাকে, তাঁহার ধ্যান করে। কিন্তু আমার কাছে কোশলের রাজা সগুণরূপ রামচন্দ্রকেই ভাল লাগে। হে রামচন্দ্র, তুমি সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত আমার হৃদয়ে বাস কর। আমাকে তোমার দাস জানিও। হে লক্ষ্মীপতি, আমাকে তোমার প্রতি ভক্তি দিও।

ছন্দ—দে ভক্তি রমানিবাস ত্রাসহরণ শরণ
সুখদায়কং।
সুখধাম রাম নমামি কাম অনেক ছবি
রঘুনায়কং॥
সুর বৃন্দ রঞ্জন দ্বন্দ্ব ভঞ্জন মনুজতনু
অতুলিতবলং।
ব্রহ্মাদি শঙ্কর সেব্য রাম নমামি
করুণাকোমলং॥

হে শরণাগতের ভয় হরণকারী, সুখ দানকারী লক্ষ্মীপতি, তুমি ভক্তি দাও। হে সুখের আলয়, অনেক মদনের শোভাময় রামচন্দ্র, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি দেবতাদিগকে আনন্দ দিয়া থাক, তুমি সংশয় দূর করিয়া দিয়া থাক, তুমি অতুল বলশালী হইয়া মানুষ দেহ ধারণ করিয়া আছ। ব্রহ্ম ও শঙ্করাদি তোমার সেবা করেন, হে দয়াল ও কোমল হৃদয় রাম, তোমাকে নমস্কার করি।

অব করি কৃপা বিলোকি মোহি আয়সু দেহু
কৃপাল।
কাহ করউঁ সুনি প্রিয়বচন বোলে দীনদয়াল॥

হে কৃপাময় রামচন্দ্র, এখন কৃপা করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া আজ্ঞা দাও যে এখন কি করিতে হইবে। এই প্রিয় বাক্য শুনিয়া দীনদয়াল রামচন্দ্র বলিলেন,

১৪১-৪৩॥ সুনু সুরপতি কপি ভালু হমারে।
পরে ভূমি নিসিচরন্হ জে মারে॥
মম হিত লাগি তজে ইন্হ প্রানা।
সকল জিয়াউ সুরেস সুজানা।

রামচন্দ্র বলিলেন—হে ইন্দ্র, আমার বানর ও ভালুকেরা, যাহাদিগকে রাক্ষসেরা মারিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে, ইহারা আমার উপকার করিতে আসিয়াই প্রাণ দিয়াছে। হে চতুর ইন্দ্র, তুমি ইহাদিগকে বাঁচাইয়া দাও।

সুনু খগেস প্রভু কৈ যহ বানী।
অতি অগাধ জানহিঁ মুনি জ্ঞানী॥
প্রভু সক ত্রিভুবন মারি জিয়াঈ।
কেবল সক্রহি দীন্হি বড়াঈ॥

হে গরুড়, শোন। প্রভুর এই কথা বড় গভীর, জ্ঞানী মুনিরাই ইহার অর্থ জানেন। প্রভু ত্রিভুবনকে মারিয়া বাঁচাইতে পারেন, তবে কেবল ইন্দ্রকে খ্যাতি দিবার জন্য এইরূপ করিলেন।

সুধা বরষি কপি ভালু জিয়াৱে।
হরষি উঠে সব প্রভু পহিঁ আয়ে॥
সুধা বৃষ্টি ভই দুহুঁ দল ঊপর।
জিয়ে ভালু কপি নহিঁ রজনীচর॥

ইন্দ্র অমৃত বৃষ্টি করিয়া বানর ও ভালুকদিগকে বাঁচাইলে তাহারা উঠিয়া আনন্দে প্রভুর নিকট আসিল। যদিও দুই দলের উপরই অমৃত বৃষ্টি হইয়াছিল, তথাপি ভালুক ও কপিরাই বাঁচিয়া উঠিল, রাক্ষসেরা বাঁচিয়া উঠিল না।

রাম্রাকার ভয়ে তিন্‌হ কে মন।
মুক্ত ভয়ে ছূটে ভববন্ধন॥
সুর অসহ্ন সব কপি অরু রীছা।
জিয়ে সকল রঘুপতি কী ঈছা॥

রাক্ষসদের মন রামময় হইয়া গিয়াছিল, সে জন্য তাহাদের সংসার বন্ধন ছুটিয়া গিয়া তাহারা মুক্ত হইয়া যায়। দেবতারা নির্ভয় হইল, এদিকে রঘুপতির ইচ্ছায় সকল ভালুক ও বানর জীবিত হইয়া উঠিল।

রামসরিস কো দীন হিত কারী।
কীন্‌হে মুক্ত নিসাচর ঝারী॥
খল মলধাম কামরত রাবন।
গতি পাঈ জো মুনিবর পাবন॥

রামচন্দ্রের মত দীনের হিতকারী আর কে আছে? তিনি রাক্ষসদিগকে মুক্তি দিলেন। রাবণ ছিল দুষ্ট, পাপের আলয় ও কামী, সেও মুনিরা যে গতি পায় না সেই গতি পাইল।

সুমন বরষি সব সুর চলে চঢ়ি চঢ়ি রুচির বিমান।
দেখি সুঅবসর রাম পহিঁ আয়ে সম্ভু সুজান॥

দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সুন্দর সুন্দর বিমানে চড়িয়া চলিয়া গেল। তখন উপযুক্ত অবসর দেখিয়া জ্ঞানী শঙ্কর রামচন্দ্রের নিকট আসিলেন।

পরমপ্রীতিকর জোরি জুগ .নলিনময়ন ভরি বারি।
পুলকিততন গদগদগিরা বিনয় করত ত্রিপুরারি॥

অতিশয় প্রীতির সহিত চোখের জলে, রোমাঞ্চিত শরীরে, হাত জোড় করিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ত্রিপুরারী শঙ্কর বিনয় করিয়া বলিলেন—

ছন্দ—মামভিরক্ষয় রঘুকুলনায়ক।
ধৃত বর চাপ রুচির কর সায়ক॥
মোহ মহা ঘনপটল প্রভঞ্জন।
সংসয় বিপিন অনল সুররঞ্জন॥

সুন্দর হাতে সুন্দর ধনুর্বাণধারী, হে রঘুকুল নায়ক, আমাকে "রক্ষা কর"। তুমি মহা মোহরূপ মেঘ সমূহ দূর করিতে বায়ুর ন্যায় শক্তিশালী। হে দেবতাদিগকে আনন্দদানকারী, তুমি সংশয়রূপ বনের নাশের পক্ষে আগুনের ন্যায়।

সগুন অগুন গুনমন্দির সুন্দর।
ভ্রম তম প্রবল প্রতাপ দিবাকর॥
কাম ক্রোধ মদ গজ পঞ্চানন।
বসহু নিরন্তর জন মন কানন॥

তুমি সগুণ, তুমি নির্গুণ, তুমি সুন্দর গুণের নিবাস, তুমি ভ্রমরূপ অন্ধকার দূর করার পক্ষে প্রবল সূর্যের ন্যায়। তুমি কামক্রোধরূপী হাতীদিগকে নাশ করার পক্ষে সিংহের মত। হে রামচন্দ্র, তুমি ভক্তের মন কাননে বসতি কর।

বিষয় মনোরথ পুঞ্জ কঞ্জ বন।
প্রবলতুষার উদার পার মন॥
ভব বারিধি মন্দর পরমন্দর।
বারয় তারয় সংসৃতি দুস্তর॥

বিষয় বাসনার কমল বনে তুমি প্রবল তুষারের মত। তুষার পাত যেমন কমল বন নষ্ট করে, তোমার কৃপা তেমনি বিষয় বাসনা নষ্ট করে। তুমি উদার, তুমি মনের অতীত, মন দিয়া তোমাকে বোঝা যায় না, তুমি মন্দর পর্বতের মত সংসার সমুদ্রের আশ্রয়, তুমি মন্দর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। তুমি দুস্তর সংসার হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়া পার কর।

শ্যামগাত রাজীববিলোচন।
দীনবন্ধু প্রনতারতিমোচন॥
অনুজ জানকী সহিত নিরন্তর।
বসহু রাম নৃপ মম উর অন্তর॥
মুনিরঞ্জন মহি মণ্ডল মণ্ডন।
তুলসিদাস প্রভু ত্রাসবিখণ্ডন॥

হে শ্যামল শরীর, পদ্মলোচন, দীনবন্ধু, শরণাগতের দুঃখ মোচনকারী রাজারাম, তুমি লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত আমার হৃদয়ের ভিতরে বাস কর। মুনিদিগের সন্তোষদাতা, পৃথিবী মণ্ডলের শোভাস্বরূপ, হে ভয়হারী, তুমিই তুলসীদাসের প্রভু।

নাথ জবহিঁ কোসলপুরী হোইহি তিলকু তুম্‌হার।
তব আউব মৈঁ সুনহু প্রভু দেখন চরিত উদার॥

হে নাথ, শোন। যখন কোশল পুরে তোমার রাজ্যাভিষেক হইবে, তখন তোমার উদার চরিত্র দেখার জন্য আসিব।

১৪৪— করি বিনতী জব সম্ভু সিধায়ে।
১৪৭॥ তব প্রভু নিকট বিভীষনু আয়ে॥
নাই চরন সির কহ মৃদু বানী।
বিনয় সুনহু প্রভু সারঙ্গপানী॥

বিনয় প্রকাশ করিয়া শঙ্কর চলিয়া গেলে প্রভুর নিকট বিভীষণ আসিল ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মৃদুবাক্যে বলিল—প্রভু, সারঙ্গপাণি আমার বিনীত প্রার্থনা শুনুন।

সকুল সদল প্রভু রাবন মার্‍যো।
পাবন জস ত্রিভুবন বিস্তার্‍যো॥
দীন মলিন হীনমতি জাতী।
মো পর কৃপা কীন্‌হি বহু ভাঁতী।

হে স্বামী, তুমি বংশ সহিত, দল সহিত রাবণকে মারিয়াছ ও পবিত্র যশ ত্রিভুবনে বিস্তার করিয়াছ। আমি দীন, দোষময় ও নীচবুদ্ধি নীচজাতী, তুমি আমার উপর নানা প্রকারে কৃপা করিয়াছ।

অব জনগৃহ পুনীত প্রভু কীজৈ।
মজ্জন করিয় সমরশ্রম ছীজৈ।
দেখি কোস মন্দির সম্পদা।
দেহু কৃপাল কপিন্হ কহঁ মুদা॥

হে প্রভু, আপনি এখন ভক্তের গৃহ পবিত্র করুন; স্নান করিয়া যুদ্ধের শ্রম মিটান। ধন ভাণ্ডার, বাড়ী ও সম্পদ দেখিয়া, হে কৃপাল, বানরদিগকে যাহা ইচ্ছা দিন।

সব বিধি নাথ মোহি অপনাইয়।
পুনি মোহি সহিত অবধপুর জাইয়॥
সুনত বচন মৃদু দীনদয়ালা।
সজল ভয়ে দোউ নয়ন বিসালা॥

হে নাথ, তুমি সকল প্রকারে আমাকে তোমার নিজের বলিয়া লও। আর আমাকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় চল। বিভীষণের কথা শুনিয়া দীনদয়াল রামচন্দ্রের দুই বিশাল নয়ন জলে ভরিয়া উঠিল।

তোর কোস গৃহ মোর সব সত্য বচন সুনু ভ্রাত।
দসা ভরত কৈ সুমিরি মোহি নিমিষ কল্পসম জাত॥

ভাই বিভীষণ, তোমার ধন ও গৃহ আমার, আর আমি সত্য বলিতেছি, শোন। ভরতের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমার এক এক নিমিষ এক এক কল্পের মত কাটিতেছে।

তাপস বেষ সরীর কৃস জপত নিরন্তর মোহি।
দেখউঁ বেগি সো জতন করু সখা নিহোরউঁ তোহি॥

সে তপস্বীর বেশে কৃশ শরীর নিরন্তর আমাকে জপ করিতেছে। সখা, যাহাতে আমি তাহাকে তাড়াতাড়ি দেখিতে পারি, সেই চেষ্টা কর। তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি।

জৌঁ জৈহৌঁ বীতে অবধি জিয়ত ন পাবউঁ বীর।
প্রীতি ভরত কৈ সমুঝি প্রভু পুনি পুনি পুলক সরীর॥

যদি ১৪ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর যাই, তাহা হইলে সে বীরকে আর জীবিত পাইব না। ভরতের প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া প্রভুর শরীর বারবার পুলকিত হইল।

করেহু কল্প ভরি রাজ তুম্হ মোহি সুমিরেহু মন মাহিঁ।
পুনি মম ধাম পাইহহু জহাঁ সন্ত সব জাহিঁ।

তুমি কল্প ভরিয়া লঙ্কায় রাজত্ব করিও, ও আমাকে মনে মনে স্মরণ করিও। তারপর সাধুরা যে স্থানে যান, আমার সেই ধামে যাইও।

১৪৮-৪৯॥ সুনত বিভীষন বচন রাম কে।
হরষি গহে পদ কৃপাধাম কে॥
বানর ভালু সকল হরষানে।
গহি প্রভুপদ গুন বিমল বখানে॥

বিভীষণ কথা শুনিয়া আনন্দে কৃপানিধান রামচন্দ্রের পা ধরিল। বানর ভালুকেরা ইহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল ও প্রভুর পায় ধরিয়া তাঁহার নির্মল গুণ বর্ণনা করিতে লাগিল।

বহুরি বিভীষন ভবন সিধাবা।
মনিগন বসন বিমান ভরাবা।
লেই পুষ্পক প্রভু আগে রাখা।
হঁসি করি কৃপাসিন্ধু তব ভাখা॥

তার পর বিভীষণ বাড়ী গিয়া পুষ্পকরথে মণি ও বস্ত্র ভরিয়া উহা লইয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিল। তখন কৃপাসিন্ধু হাসিয়া বলিলেন—

চঢ়ি বিমান সুনু সখা বিভীষন।
গগন জাই বরষহু পট ভূষন॥
নভ পর জাই বিভীষন তবহীঁ।
বরষি দিয়ে মনি অম্বর সবহীঁ॥

সখা বিভীষণ, তুমি বিমানে চড়িয়া আকাশে উড়িয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার বর্ষণ কর। তখন বিভীষণ আকাশে গিয়া সকল মণি ও বস্ত্র বৃষ্টি করিল।

জোই জোই মন ভাবই সোই লেহীঁ।
মনি মুখ মেলি ডারি কপি দেহীঁ॥
হঁসে রাম শ্রীঅনুজ সমেতা।
পরমকৌতুকী কৃপানিকেতা।

যাহার যাহ ভাল লাগিল, সে তাহাই লইল। বানরেরা হাঁ করিয়া মণিগুলি মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। পরম কৌতুকী কৃপানিধান রাম লক্ষ্মণের সহিত হাসিতে লাগিলেন।

মুনি জেহি ধ্যান ন পাবহীঁ নেতি নেতি কহ বেদ।
কৃপাসিন্ধু সোই কপিন্হ সন করত অনেক বিনোদ॥

যাঁহাকে মুনিরা ধ্যানে পায় না, যাঁহাকে বেদ 'নেতি নেতি' বলে, সেই কৃপাসিন্ধু বানরদিগের সহিত নানাপ্রকার আমোদ করিতে লাগিলেন।

উমা জোগ জপ দান তপ নানা ব্রত মখ নেম।
রাম কৃপা নহিঁ করহিঁ তসি জসি নিষ্কেবল প্রেম॥

শঙ্কর বলিলেন—উমা, যোগ জপ দান তপস্যা নানাব্রত যজ্ঞ ও নিয়ম এ সকলে রামচন্দ্রের কৃপা তত পাওয়া যায় না, অনন্ত প্রেমে যত পাওয়া যায়।

১৫০-৫২॥ ভালু কপিন্হ পট ভূষন পায়ে।
পহিরি পহিরি রঘুপতি পহিঁ আয়ে॥
নানা জিনিস দেখি প্রভু কীসা।
পুনি পুনি হঁসত কোসলাধীসা॥

ভালুক ও কপিরা এইভাবে বস্ত্রালঙ্কার পাইয়া পরিয়া পরিয়া রঘুপতির নিকট আসিল। বানরেরা নানা প্রকার

জিনিষ পরিধান করিয়াছে দেখিয়া কোশলাধীশ রামচন্দ্র বার বার হাসিতে লাগিলেন।

চিতই সবনহ পর কীন্হী দায়া।
বোলে মৃদুল বচন রঘুরায়া॥
তুম্হরে বল মৈঁ রাবনু মারা।
তিলকু বিভীষন কহঁ পুনি সারা॥

রামচন্দ্র সকলের দিকে দয়া করিয়া তাকাইয়া মৃদুবাক্যে বলিলেন—তোমাদের বলেই আমি রাবণকে মারিয়াছি, আবার বিভীষণের রাজ্যাভিষেকও সম্পন্ন করিয়াছি।

নিজ নিজ গৃহ অব তুম্হ সব জাহূ।
সুমিরেহু মোহি ডরপেহু জনি কাহূ॥
বচন সুনত প্রেমাকুল বানর।
পানি জোরি বোলে সব সাদর॥

এখন তোমরা সকলে নিজ নিজ ঘরে যাও। আমাকে স্মরণ করিও, আর সকল বিষয়ে নির্ভয় থাকিও। প্রেমাকুল বানরেরা হাত জোড় করিয়া আদরের সহিত বলিল—

প্রভু জোই কহহু তুম্হহিঁ সব সোহা।
হমরে হোত বচন সুনি মোহা॥
দীন জানি কপি কিয়ে সনাথা।
তুম্হ ত্রৈলোক ঈস রঘুনাথা॥

প্রভু, তুমি যাহা বল তাহাই শোভা পায়, কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া আমাদের মোহ উপস্থিত হয়। হে রঘুনাথ, তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বর, তুমি কপিদিগকে দীন জানিয়া কৃতকৃতার্থ করিয়াছ।

সুনি প্রভুবচন লাজ হম মরহীঁ।
মসক কতহুঁ খগপতি হিত করহীঁ॥
দেখি রামরুখ বানর রীছা।
প্রেমমগন নহিঁ গৃহ কৈ ঈছা॥

প্রভুর বচন শুনিয়া আমরা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। মশা বেচারা কি কখনও পক্ষীরাজ গরুড়ের হিত করিতে পারে? রামচন্দ্রের মুখ দেখিয়া বানর ভালুকেরা প্রেমমুগ্ধ হইল, ঘরে ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না।

প্রভুপ্রেরিত কপি ভালু সব রামরূপ উর রাখি।
হরষ বিষাদ সমেত তব চলে বিনয় বহু ভাখি॥

শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় বানর ভালুকেরা রামচন্দ্রের মূর্তি হৃদয়ে লইয়া আনন্দে বিষাদে অনেক বিনয় জানাইয়া চলিল।

জামবন্ত কপিরাজ নল অঙ্গদাদি হনুমান।
সহিত বিভীষন জে অপর জুথপ কপি বলবান॥

জাম্বুবান, কপিরাজ সুগ্রীব, নল ও হনুমান ও অঙ্গদাদি বানরগণ, বিভীষণ ও অপর যে সকল যূথপতি বলবান কপি ছিল,

কহি ন সকহিঁ কছু প্রেমবস ভরি ভরি লোচন বারি।
সনমুখ চিতবহিঁ রামতন নয়ননিমেষ নিবারি।

তাহাদের চোখে জল আসিতে লাগিল, তাহারা প্রেমে মগ্ন হইয়া কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল চোখের পলক না ফেলিয়া সম্মুখে রামের দেহের দিকে চাহিয়া রহিল।

১৫৩-৫৪। অতিসয় প্রীতি দেখি রঘুরাঈ।
লীনহে সকল বিমান চঢ়াঈ॥
মন মহুঁ বিপ্রচরন সির নাযা।
উত্তর দিসিহিঁ বিমান চলাবা॥

তাহাদের অত্যন্ত প্রেম দেখিয়া সকলকেই রামচন্দ্র বিমানে চড়াইয়া লইলেন। তার পর মনে মনে ব্রাহ্মণ চরণে প্রণাম করিয়া উত্তর দিকে বিমান চালাইলেন।

চলত বিমানু কোলাহল হোঈ।
জয় রঘুবীর কহহিঁ সব কোঈ।
সিংহাসনু অতি উচ্চ মনোহর।
শ্রীসমেত প্রভু বৈঠে তা পর॥

বিমান চলিতে আরম্ভ করিলে বড় কোলাহল হইতে লাগিল, সকলে "রঘুবীরের জয়" বলিতে লাগিল। অতি উচ্চ মনোহর সিংহাসনের উপর সীতা সহিত প্রভু বসিলেন।

রাজত রামসহিত ভামিনী।
মেরুশৃঙ্গ জনু ঘন দামিনী॥
রুচির বিমান চলেউ অতি আতুর।
কীন্হী সুমনবৃষ্টি হরষে সুর॥

মেরুর শিখরের উপর বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন শোভা হয়, রামচন্দ্রের সহিত সীতা সেইরূপ দেখাইতেছিলেন। সুন্দর বিমান খুব জোরে চলিতে লাগিল। দেবতারা আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

পরম সুখদ চলি ত্রিবিধ বয়ারী।
সাগর সর সরি নির্মল বারী॥
সগুন হোহিঁ সুন্দর চহুঁ পাসা।
মন প্রসন্ন নির্মল আকাসা॥

পরম সুখদায়ক ত্রিবিধ বাতাস বহিতে লাগিল, সাগর সমুদ্র পুকুর ও নদীর জল নির্মল হইল। চারিদিকে শুভ চিহ্ন দেখা দিল। লোকের মন প্রসন্ন হইল, আকাশ নির্মল হইল।

কহ রঘুবীর দেখু রন সীতা।
লছিমন ইহাঁ হতেউ ইঁদ্রজীতা॥
হনুমান অঙ্গদ কে মারে।
রন মহি পরে নিসাচর ভারে॥
কুম্ভকরন রাবন দোউ ভাঈ।
ইহাঁ হতে সুর মুনি দুখ দাঈ॥

রামচন্দ্র বলিলেন—সীতা, রণভূমি দেখ। এইস্থানে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে মারিয়াছিল। এইখানে হনুমান ও অঙ্গদের মারা বড় বড় রাক্ষস পড়িয়া আছে। দেবতা ও মুনিদের দুঃখ-দায়ক, কুম্ভকর্ণ ও রাবণ এই দুই ভাই, এইখানে মারা গিয়াছে।

যহ দেখু সুন্দর সেতু জহঁ থাপেউঁ সিব সুখধাম।
সীতাসহিত কৃপায়তন সম্ভুহি কীন্হ প্রনাম॥

এইখানে সুন্দর সেতু দেখ, যেখানে সুখের আলয় শিবের স্থাপনা করা হইয়াছে। সীতার সহিত কৃপানিধান রামচন্দ্র শিবকে প্রণাম করিলেন।

জহঁ জহঁ করুনাসিন্ধু বন কীন্হ বাস বিশ্রাম।
সকল দেখায়ে জানকিহিঁ কহে সবন্হি কে নাম॥

বনের মধ্যে যে যে স্থানে করুণাসিন্ধু রামচন্দ্র বাস করিয়াছিলেন বা বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান দেখাইয়া তাহাদের নাম রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন।

১৫৫— সপদি বিমানু তহাঁ চলি আবা।
১৫৬॥ দণ্ডকবন জহঁ পরম সুহাবা॥
কুম্ভজাদি মুনিনায়ক নানা।
গয়ে রামু সব কে অস্থানা॥

পরম সুন্দর দণ্ডকবনে শীঘ্রই বিমান চলিয়া আসিল। রামচন্দ্র অগস্ত্য আদি মুনিগণের আশ্রমে গেলেন।

সকল রিষিন্হ সন পাই অসীসা॥
চিত্রকূট আয়উ জগদীসা॥
তহঁ করি মুনিন্হ কের সন্তোষা।
চলা বিমান তহাঁ তে চোখা॥

ঋষিদের সকলের নিকট হইতে আশীর্বাদ পইয়া জগদীশ্বর রামচন্দ্র চিত্রকূটে আসিলেন। মুনিদিগের সন্তোষ সাধন করার পর সেখান হইতে বিমান দ্রুত চলিল।

বহুরি রাম জানকিহি দেখাঈ।
জমুনা কলিমল হরনি সুহাঈ॥
পুনি দেখী সুরসরী পুনীতা।
রাম কহা প্রনাম করু সীতা॥

আবার রামচন্দ্র কলির পাপনাশকারী সুন্দর যমুনা সীতাকে দেখাইলেন। তার পর পুণ্যবতী গঙ্গা দেখিয়া রাম বলিলেন—সীতা, প্রণাম কর।

তীরথপতি পুনি দেখু প্রয়াগা।
দেখত জনম কোটি অঘ ভাগা॥
দেখু পরমপাবনি পুনি বেনী।
হরনি সোক হরি লোক নিসেনী॥
পুনি দেখু অবধপুরী অতি পাবনি।
ত্রিবিধ তাপ ভবরোগ নসাবনি॥

যে তীর্থরাজকে দেখিলে কোটি জন্মের পাপ পালায়, সেই প্রয়াগ দেখাইলেন। আবার অতি পবিত্র বেণী দর্শন করাইলেন, যাহা দেখিলে শোক দূর হয় ও যাহা স্বর্গে যাওয়ার সিঁড়িস্বরূপ। আবার অতি পবিত্র অযোধ্যাপুরী দেখাইলেন, যাহা ত্রিতাপ ও সংসারের দুঃখ দূর করে।

সীতা সহিত অবধ কহুঁ কীন্হ কৃপাল প্রনাম।
সজল নয়ন তন পুলকিত পুনি পুনি হরষত রাম॥

সীতা সহিত কৃপানিধি রাম অযোধ্যাকে প্রণাম করিলেন। তখন রামচন্দ্রের চোখে জল আসিয়াছিল, তাঁহার শরীর বার বার রোমাঞ্চিত হইতেছিল।

বহুরি ত্রিবেনী আই প্রভু হরষিত মজ্জনু কীন্হ।
কপিন্হ সমেত মহীসুরন্হ দান বিবিধ বিধি দীন্হ॥

আবার প্রভু ত্রিবেণীতে আসিয়া আনন্দে কপিদিগের সহিত ত্রিবেণীর জলে স্নান করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ দান দিলেন।

১৫৭— প্রভু হনুমন্তহি কহা বুঝাঈ।
১৫৮॥ ধরি বটুরূপ অবধপুর জাঈ॥
ভরতহিঁ কুসল হমারি সুনায়হু।
সমাচার লেই তুম্হ চলি আয়হু॥

প্রভু হনুমানকে বুঝাইয়া বলিলেন—তুমি ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া অযোধ্যাপুরীতে গিয়া ভরতকে আমার কুশল সংবাদ দাও ও তাহার সংবাদ লইয়া চলিয়া আইস।

তুরত পবনসুত গবনত ভয়উ।
তব প্রভু ভরদ্বাজ পহিঁ গয়উ॥
নানা বিধি মুনি পূজা কীন্হী।
অস্তুতি করি পুনি আসিষ দীন্হী।

শীঘ্রই হনুমান চলিয়া গেল, তখন প্রভু ভরদ্বাজ মুনির নিটক আসিলেন ও নানাপ্রকারে মুনির পূজা করিলেন। মুনি রামচন্দ্রের স্তুতি করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ দিলেন।

মুনিপদ বন্দি জুগল কর জোরী।
চঢ়ি বিমান প্রভু চলে বহোরী॥
ইহাঁ নিষাদ সুনা হরি আয়ে।
নাব নাব কহঁ লোগ বোলায়ে॥

আবার হাত জোড় করিয়া ও মুনির চরণবন্দনা করিয়া প্রভু বিমানে চড়িয়া চলিলেন। এদিকে নিষাদ যখন শুনিল যে হরি আসিয়াছেন, তখন "নৌকা কোথা, নৌকা কোথায় বলিয়া সকলকে ডাকিতে লাগিল।

সুরসরি নাঘি জান তব আবা।
উতরেউ তট প্রভু আয়সু পাবা॥
তব সীতা পূজী সুরসরী।
বহু প্রকার পুনি চরনন্হি পরী॥

যখন বিমান গঙ্গা পার হইয়া আসিল, তখন প্রভুর আজ্ঞায় নদীতটে উহা মাটিতে নামিল। তখন সীতা নানা প্রকারে গঙ্গার পায় পড়িয়া গঙ্গার পূজা করিলেন।

দীন্হি অসীস হরষি মন গংগা।
সুন্দরি তব অহিবাত অভঙ্গা॥
সুনত গুহা ধায়েউ প্রেমাকুল।
আয়উ নিকট পরম সুখ সঙ্কুল॥

গঙ্গা প্রসন্ন মনে সীতাকে আশীর্বাদ দিলেন, বলিলেন—সুন্দরী, তোমার এয়োতী চিরস্থায়ী হউক। এদিকে গুহক রামচন্দ্রের আসার কথা শুনিতেই প্রেমাকুল হইয়া দৌড়িল ও অতি আনন্দে নিকট আসিল।

প্রভুহি বিলোকি সহিত বৈদেহী।
পরেউ অবনি তন সুধি নহিঁ তেহী॥
প্রীতি পরম বিলোকি রঘুরাঈ।
হরষি উঠাই লিয়ো উর লাঈ॥

সীতা সহিত প্রভুকে দেখিয়া তাহার দেহে বুদ্ধি রহিল না, সে মাটিতে পড়িয়া গেল। রঘুরাজ তাহার পরম প্রীতি দেখিয়া আনন্দে তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

ছন্দ—লিয়ো হৃদয় লাই কৃপানিধান সুজান রায় রমাপতী।
বৈঠারি পরমসমীপ বুঝী কুসল সো কর বীনতী॥
অব কুসল পদপঙ্কজ বিলোকি বিরঞ্চি শঙ্কর সেব্য জে।
সুখধাম পূরনকাম রাম নমামি রাম নমামি তে॥

কৃপাসিন্ধু বিজ্ঞ রাজা লক্ষ্মীপতি রামচন্দ্র তাহাকে বুকে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাহাকে খুব কাছে বসাইয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন। তখন সে মিনতি জানাইয়া বলিল—যিনি ব্রহ্মার সেব্য তাঁহার পদ কমল দেখিয়া এখন সমস্তই কুশল। হে সুধাময় পূর্ণকাম রামচন্দ্র' "তোমাকে নমস্কার, তোমকে নমস্কার"।

সব ভাঁতি অধম নিষাদ সো হরি ভরত জ্যোঁ উর লাইয়ো।
মতিমন্দ তুলসীদাস সো প্রভু মোহবস বিসরাইয়ো॥
যহ রাবনারি চরিত্র পাবন রাম পদ রতি প্রদ সদা।
কামাদিহর বিজ্ঞানকর সুর সিদ্ধ মুনি গাবহিঁ মুদা॥

যে নিষাদ সকল প্রকারে নীচ, তাহাকে ভগবান রামচন্দ্র ভরতের মত ভাবিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন। সেই প্রভুকে নির্বোধ তুলসীদাস মোহবশে ভুলিয়া গিয়াছে। এই রাবণাদি রামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র সর্বদা রাম চরণে ভক্তি দিয়া থাকে; ইহা কামাদি দূর করে, বিজ্ঞান বাড়ায়, দেবতা সিদ্ধ মুনিরা এই রাম চরিত্র গান করিয়া থাকেন।

সমর বিজয় রঘুবীর কে চরিত জে সুনহিঁ সুজান।
বিজয় বিবেক বিভূতি নিত তিন্হহিঁ দেহিঁ ভগবান॥

যে চতুর ব্যক্তি রঘুবীরের এই যুদ্ধজয়ী চরিত্রের কথা শোনে, ভগবান তাহাকে নিত্য বিজয় বিবেক ও বিভূতি দিয়া থাকেন।

যহ কলিকাল মলায়তন মন করি দেখু বিচার।
শ্রীরঘুনায়ক নাম তজি নাহিঁ ন আন অধার॥

মনে বিচার করিয়া দেখ, এই কলিকাল পাপেরই ঘর বাড়ী বিশেষ। এ কালে শ্রীরঘুনায়কের নাম ছাড়া আর অন্য আশ্রয় নাই।

ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষ
বিধ্বংসনে বিমলবিজ্ঞানসম্পাদনো নাম
ষষ্ঠঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ

ইতি লঙ্কাকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

রামচরিতমানস

উত্তরকাণ্ড

কেকীকণ্ঠাভনীলং সুরবরবিলসদ্বিপ্রপাদাব্জচিহ্নং
শোভাঢ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনয়নং সর্বদা সুপ্রসন্নম্।
পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকরযুতং বন্ধুনা
সেব্যমানং
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবরমনিশং পুষ্পকারূঢ়-
রামম্॥

ময়ূরের কণ্ঠের মত নীলবর্ণ, দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভৃগুপদচিহ্নে শোভিত, শোভাময়, পীতাম্বর, কমল নয়ন, সর্বদা প্রসন্ন, ধনুর্বাণ হস্তে বানর দ্বারা বেষ্টিত, লক্ষ্মণ দ্বারা সেবিত, পুষ্পকরথে আরূঢ়, পূজনীয় সীতাপতি রঘুবরকে নমস্কার করি।

কোশলেন্দ্রপদকঞ্জমঞ্জুলৌ কোমলাবজমহেশ-
বন্দিতৌ।
জানকীকরসরোজলালিতৌ চিন্তকস্য মনভৃঙ্গ-
সঙ্গিনৌ॥

যে চরণ কোমল, যাহা ব্রহ্মা ও মহেশ্বর দ্বারা বন্দিত ও জানকীর করপদ্মদ্বারা লালিত, যাহা ভক্তের মন ভৃঙ্গের সঙ্গী, সেই কোশলপতির সুন্দর পাদপদ্মে প্রণাম করি।

কুন্দ ইন্দুদরগৌরসুন্দরং অম্বিকাপতিমভীষ্ট-
সিদ্ধিদম্।
কারুণীককলকঞ্জলোচনং নৌমি শঙ্করমনঙ্গ-
মোচনম্॥

যিনি কুন্দ ফুলের মত, চন্দ্রের মত ও শঙ্খের মত গৌরবর্ণ ও সুন্দর, যিনি উমার পতি, অভিষ্টসিদ্ধি দানকারী, যিনি করুণাময় ও সুন্দর কমল-নয়ন মদনের মুক্তিদাতা, সেই শঙ্করকে প্রণাম করি।

দোঃ—১-৪॥
রহা এক দিন অবধি কর অতি আরত পুরলোগ।
জহঁ তহঁ সোচহিঁ নারি নর কৃসতন রামবিয়োগ॥

চৌদ্দ বৎসরকাল শেষ হওয়ায় আর একদিন বাকী আছে। পুরবাসীরা বড় পীড়াবোধ করিতেছে, নগরের স্ত্রী পুরুষ রামের বিরহে কৃশশরীর হইয়াছে। তাহারা যেখানে সেখানে শোক করিতেছে।

সগুন হোহিঁ সুন্দর সকল মন প্রসন্ন সব কের।
প্রভু-আগমন জনাব জনু নগর রম্য চহুঁ ফের॥

সুন্দর শুভচিহ্ন দেখা দিল, সকলের মনই প্রসন্ন হইল। নগরের চারিদিক এমন সুন্দর হইল যে, তাহাতেই যেন রামের আসার কথা জানাইয়া দিতে লাগিল।

কৌসল্যাদি মাতু সব মন অনন্দ অস হোই।
আয়উ প্রভু সিয় অনুজ যুত কহন চহত অব কোই॥

কৌশল্যাদি মাতার এমন আনন্দ হইতে লাগিল যেন কেহ এ কথা এখনি আসিয়া বলিবে যে, প্রভু সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত আসিয়াছেন।

ভরত নয়ন ভুজ দচ্ছিন ফরকত বারহিঁ বার।
জানি সগুন মন হরষ অতি লাগে করন বিচার॥

ভরতের ডান চোখ ও হাত বার বার নাচিতেছিল। এই চিহ্নের অর্থ বুঝিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া ভরত ভাবিতে লাগিলেন।

৫-৬॥ **রহেউ এক দিন অবধি অধারা।**
সমুঝত মন দুখ ভয়উ অপারা॥
কারন কবন নাথ নহিঁ আয়উ।
জানি কুটিল কিধোঁ মোহি বিসরায়উ॥

যে শেষ দিনের আশ্রয় করিয়াছিলাম, উহার ত আর মাত্র এক দিন বাকী আছে। নাথ যে এখনো আসিতেছেন না, ইহার কারণ কি হইতে পারে? আমাকে কুটিল জানিয়া কি তিনি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন?

অহহ ধন্য লছিমন বড় ভাগী।
রাম পদারবিন্দ অনুরাগী॥
কপটী কুটিল মোহি প্রভু চীন্হা।
তা তেঁ নাথ সঙ্গ নহিঁ লীন্হা॥

আহা, লক্ষ্মণের বড় ভাগ্য, সেই ধন্য; রামের চরণ কমলে তাহার প্রেম রহিয়াছে। আমি যে কপট কুটিল তাহা প্রভু চিনিয়াছেন, আর সেই জন্যই আমাকে সঙ্গে লয়েন নাই।

জোঁ করনী সমুঝহিঁ প্রভু মোরী।
নহিঁ নিস্তার কলপসত কোরী॥
জনঅবগুন প্রভু মান ন কাউ।
দীনবন্ধু অতি মৃদুল সুভাউ॥

যদি প্রভু আমার কার্য্য ধরিতেন, তবে আর শতকোটি কল্পেও আমার নিস্তার ছিল না। কিন্তু প্রভু এমন যে,

ভক্তের কোনও দোষই তিনি গ্রাহ্য করেন না। দীনবন্ধু প্রভুর স্বভাব অতি মৃদু।

মোরে জিয় ভরোস দৃঢ় সোঈ।
মিলিহহিঁ রাম সগুন শুভ হোঈ॥
বীতে অবধি রহহিঁ জৌঁ প্রানা।
অধম কবন জগ মোহি সমানা॥

আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, চিহ্ন যখন শুভ তখন রামের সহিত মিলন হইবে। যদি শেষ দিন কাটিয়া গেলেও প্রাণ থাকে, তবে জগতে আমার মত অধম আর কে আছে?

রাম বিরহ সাগর মহঁ ভরত মগন মন হোত।
বিপ্ররূপ ধরি পবনসুত আই গয়উ জনু পোত॥

যখন রামের বিরহ সাগরে ভরতের মন ডুবিতেছিল, তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া হনুমান আসিয়া যেন নৌকার কাজ করিল।

বৈঠে দেখি কুসাসন জটামুকুট কৃসগাত।
রাম রাম রঘুপতি জপত স্রবত নয়ন জলজাত॥

হনুমান দেখিল, ভরত জটার মুকুট মাথায় কুশাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, "রাম রাম রঘুপতি" বলিয়া জপ করিতেছেন ও তাঁহার নয়ন কমল হইতে জল পড়িতেছে।

৭-৮॥ দেখত হনুমান অতি হরষেউ।
পুলকগাত লোচনজল বরষেউ॥
মন মহঁ বহুত ভাঁতি সুখ মানী।
বোলেউ স্রবন সুধা সম বানী॥

এই অবস্থা দেখিয়া হনুমান বড় আনন্দিত হইল, তাহার শরীরে পুলক হইল, চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মনে মনে বড় সুখ পাইয়া শ্রুতিমধুর কথা বলিল।

জাসু বিরহ সোচহু দিন রাতী।
রটহু নিরন্তর গুন গন পাঁতী॥
রঘুকুল তিলক সুজন সুখ দাতা।
আয়উ কুসল দেব মুনি ত্রাতা॥

যাঁহার বিরহে দিনরাত শোক করিতেছ, যাঁহার গুণের কথা দিনরাত রটনা করিতেছ, দেবতা ও মুনিদিগের ত্রাণকারী, ভক্তদের সুখদায়ী, সেই রঘুকুল তিলক কুশলে আসিয়া পহঁছিয়াছেন।

রিপু রন জীতি সুজস সুর গাবত।
সীতা অনুজ সহিত পুর আবত॥
সুনত বচন বিসরে সব দূখা।
তৃষাবন্ত জিমি পাব পিযূষা॥

তিনি যুদ্ধে শত্রু জয় করিয়াছেন, দেবতাগণ তাঁহার যশ গান করিতেছেন। তিনি সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত নগরে আসিতেছেন। এ কথা শুনিয়া তৃষিত লোক অমৃত পাইলে যেমন তৃষ্ণা ভুলিয়া যায়, তেমনি ভরত সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন।

কো তুম্হ তাত কহাঁ তেঁ আয়ে।
মোহি পরম প্রিয় বচন সুনায়ে॥
মারুতসুত মৈঁ কপি হনুমানা।
নাম মোর সুনু কৃপানিধানা॥

ভরত জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রিয়, আপনি কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন? আপনি আমাকে বড় প্রিয় সংবাদ শুনাইলেন। হনুমান বলিল—হে দয়াল, আমার নাম শুনুন। আমি মারুতসুত কপি হনুমান।

দীনবন্ধু রঘুপতি কর কিঙ্কর।
সুনত ভরত ভেঁটেউ উঠি সাদর॥
মিলত প্রেম নহিঁ হৃদয় সমাতা।
নয়ন স্রবত জল পুলকিত গাতা।

আমি দীনবন্ধু রঘুপতির দাস। এ কথা শুনিয়াই ভরত সাদরে উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সাক্ষাৎ করায় ভরতের আনন্দ আর বুকে ধরিল না। চোখের জল পড়িতে লাগিল, শরীরে পুলক উপস্থিত হইল।

কপি তব দরস সকল দুখ বীতে।
মিলে আজু মোহি রাম পিরীতে॥
বার বার বূঝী কুসলাতা।
তো কহঁ দেউঁ কাহ সুনু ভ্রাতা॥

হনুমান, তোমার দেখা পাইয়া আমার সকল দুঃখ দূর হইল। আজ রামের যে প্রিয় তাহারই সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। বার বার ভরত কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—ভাই, তোমাকে আমি আর কি দিব।

এহি সন্দেসসরিস জগ মাহীঁ।
করি বিচার-দেখেউঁ কছু নাহীঁ॥
নাহিঁ ন তাত উরিন মৈঁ তোহী।
অব প্রভুচরিত সুনাবহু মোহী॥

আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, তোমার এই সংবাদের সমান জগতে আর কিছুই নয়। প্রিয়, আমি তোমার ঋণ শোধ করিতে পারিই না। এখন আমাকে রঘুপতির চরিত কথা শুনাও।

তব হনুমন্ত নাই পদ মাথা।
কহে সকল রঘুপতি গুন গাথা॥
কহু কপি কবহুঁ কৃপাল গুসাঈঁ।
সুমিরহিঁ মোহি দাস কী নাঈঁ।

তখন হনুমান ভরতের চরণে প্রণাম করিয়া রঘুপতির গুণকাহিনী সকল বলিল। ভরত বলিলেন—হনুমান,

কৃপাময় প্রভু কি কোনও দিন আমাকে তাঁহার দাস বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকেন?

ছন্দ—নিজ দাস জ্যোঁ রঘুবংস ভূষন কবহুঁ
মম সুমিরন কর্‌যো।
সুনি ভরতবচন বিনীত অতি কপি পুলকি
তন চরনন্হি পর্‌যো॥
রঘুবীর নিজ মুখ জাসু গুনগন কহত অগ
জগ নাথ জো।
কাহে ন হোই বিনীত পরম পুনীত সদ
গুন সিন্ধু সো॥

রঘুবংশ ভূষণ কথনও কি আমাকে নিজের দাস বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকেন? ভারতের এই বিনয় বাক্য শুনিয়া হনুমান রোমাঞ্চিত হইয়া তাঁহার পায় পড়িল। স্থাবর জঙ্গমের ঈশ্বর রঘুবীর নিজ মুখে যাহার গুণ কাহিনী বলিয়া থাকেন, সে ব্যক্তি পরম পবিত্র, সৎগুণের সাগর ও বিনয়ী হইবেই বা না কেন?

রাম প্রান প্রিয় নাথ তুম্হ সত্য বচন মম তাত।
পুনি পুনি মিলত ভরত সুনি হরষ ন হৃদয় সমাত॥

প্রিয় প্রভু, আমার এ কথা সত্য বলিয়া জানিও যে, তুমি রামচন্দ্রের প্রাণপ্রিয়। এ কথা শুনিয়া ভরতের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, তিনি বাব বার প্রিয় হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন।

ভরতচরন সিরু নাই তুরিত গয়উ কপি রাম পহিঁ।
কহী কুসল সব জাই হরষি চলেউ প্রভু জান চঢ়ি॥

ভরতকে প্রণাম করিয়া হনুমান আবার শীঘ্র রামচন্দ্রের নিকট গেল ও তাঁহাকে সকলের কুশলের কথা বলিল। তার পর প্রভু প্রসন্ন মনে বিমানে চড়িলেন।

৯-১১॥ হরষি ভরত কোসলপুর আয়ে।
সমাচার সব গুরুহিঁ সুনায়ে॥
পুনি মন্দির মহঁ বাত জনাঈ।
আবত নগর কুসল রঘুরাঈ॥

প্রসন্ন মনে ভরত কোশলপুর অযোধ্যায় আসিলেন ও গুরুকে সকল সমাচার বলিলেন। তার পর রাজবাড়ীতে সংবাদ জানাইলেন যে, রঘুরাজ কুশলে নগরে আসিতেছেন।

সুনত সকল জননী উঠি ধাঈঁ।
কহি প্রভুকুসল ভরত সমুঝাঈঁ॥
সমাচার পুরবাসিন্হ পায়ে।
নর অরু নারি হরষি সব ধায়ে॥

কথা শুনিয়া সকল মায়েরা উঠিয়া ছুটিলেন। প্রভুর কুশলের কথা বলিয়া ভরত তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিলেন। নগরবাসীরা সংবাদ পাইল। পুরুষ স্ত্রী সকলে আনন্দে ছুটিল।

দধি দুর্বা রোচন ফল ফুলা।
নব তুলসীদল মঙ্গলমূলা॥
ভরি ভরি হেমথার ভামিনী।
গাবত চলীঁ সিন্ধুরগামিনী॥

দধি দুর্বা গোরোচনা ফল ফুল নূতন তুলসী পাতা ইত্যাদি মঙ্গল দ্রব্য সোণার থালায় সাজাইয়া গজগামিনী স্ত্রীরা গাহিতে গাহিতে চলিতে লাগিল।

জো জৈসেহিঁ তৈসেহিঁ উঠি ধাবহিঁ।
বাল বৃদ্ধ কহ সঙ্গ ন লাবহিঁ।
এক একন্হ কহঁ বুঝহিঁ ভাঈ।
তুম্হ দেখে দয়াল রঘুরাঈ॥

যে যেমন ছিল সেই অবস্থায়ই উঠিয়া দৌড়িল, বালক বৃদ্ধদিগকে সঙ্গে লইল না। একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ভাই, তুমি কি দয়াল রঘুরাজকে দেখিয়াছ?

অবধ পুরী প্রভু আবত জানী।
ভঈ সকল সোভা কৈ খানী॥
বহই সরজূ অতি নিমল নীরা।
বহই সুহাবন ত্রিবিধ সমীরা॥

প্রভু আসিতেছেন জানিয়া অযোধ্যাপুরী শোভার খনি হইল। সরযূর জল অতি নির্মল হইল, সুন্দর ত্রিবিধ বাতাস বহিতে লাগিল।

হরষিত গুরু পরিজন অনুজ ভূসুর বৃন্দ সমেত।
চলে ভরত অতি প্রেম মন সনমুখ কৃপানিকেত॥

গুরু, পরিজন, ভাই ও ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া ভরত অতিশয় প্রেমপূর্ণ মনে কৃপানিকেতন রামচন্দ্রের সম্মুখে চলিলেন।

বহুতক চঢ়ীঁ অটারিন্হ নিরখহিঁ গগন বিমান।
দেখি মধুর সুর হরষিত করহিঁ সুমঙ্গল গান॥

অনেক অট্টালিকার উপরে চড়িয়া আকাশে বিমান দেখিতে লাগিল। দেবতারা বিমান দেখিয়া আনন্দে মধুর স্বরে মঙ্গল গান করিতে লাগিল।

রাকাসসি রঘুপতি পুর সিন্ধু দেখি হরষান।
বঢ়েউ কোলাহল করত জনু নারি তরঙ্গ সমান॥

শ্রীরাম যেন পূর্ণচন্দ্র, আর অযোধ্যাপুরী সমুদ্র। পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া সমুদ্র যেমন আনন্দে উথলিয়া উঠে, রামচন্দ্রকে দেখিয়াও অযোধ্যাপুরী তেমনি আনন্দিত হইল। নগরের নারীরা যেন এই সমুদ্রের তরঙ্গের মত তাহারা কলরব করিয়া উঠিল।

১২-১৩॥ ইহাঁ ভানু কুল কমল দিবাকর।
কপিন্হ দেখাবত নগর মনোহর॥

সুনু কপীস অঙ্গদ লঙ্কেসা।
পাবন পুরী রুচির যহ দেসা॥

এ দিকে বিমানে সূর্যকুল কমলের সূর্যস্বরূপ রামচন্দ্র বানরদিগকে মনোহর অযোধ্যাপুরী দেখাইতেছিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন—সুগ্রীব, অঙ্গদ ও লঙ্কেশ শোন। এই দেশ সুন্দর, আর তাহার মধ্যে এই অযোধ্যাপুরী পবিত্র।

জদ্যপি সব বৈকুণ্ঠ বখানা।
বেদ পুরান বিদিত জগ জানা॥
অবধ সরিস প্রিয় মোহি ন সোউ।
যহ প্রসঙ্গ জানই কোউ কোউ॥

যদিও সকলেই বৈকুণ্ঠের সুখ্যাতি করিয়া থাকে, উহা বেদে পুরাণে ও জগতে পরিচিত, তথাপি আমার নিকট উহা অযোধ্যার সমান প্রিয় নয়, এ কথা কেহ কেহ জানে।

জনমভূমি মম পুরী সুহাবনি।
উত্তর দিসি বহ সরজূ পাবনি॥
জা মজ্জন তেঁ বিনহিঁ প্রয়াসা।
মম সমীপ নর পাবহিঁ বাসা॥

এই সুশোভন পুরী আমার জন্মভূমি, ইহার উত্তর দিকে পবিত্র সরযূ বহিতেছে। এই সরযূতে স্নান করিলে বিনা পরিশ্রমেই লোকে আমার নিকটে বাসস্থান পায়।

অতি প্রিয় মোহি ইহাঁ কে বাসী।
মম ধামদা পুরী সুখরাসী॥
হরষে সব কপি সুনি প্রভুবানী।
ধন্য অবধ জো রামবখানী॥

এখানকার অধিবাসীরা আমার অতিশয় প্রিয়। এই নগর সুখময় ও আমার ধামদানকারী। কপিরা সকলে প্রভুর কথায় আনন্দ পাইল ও বলিল—যে অযোধ্যাপুরীর সুখ্যাতি রামচন্দ্র নিজে করেন, তাহা ধন্য।

আবত দেখি লোগ সব কৃপাসিন্ধু ভগবান।
নগর নিকট প্রভু প্রেরেউ উতরেউ ভূমি বিমান॥

কৃপাসিন্ধু ভগবান লোকদিগকে আসিতে দেখিয়া বিমানকে নগরের নিকটে চালাইয়া মাটিতে নামাইলেন।

উতরি কহেউ প্রভু পুষ্পকহিঁ তুম্হ কুবের পহিঁ
জাহু॥
প্রেরিত রাম চলেউ সো হরষ বিরহ অতি তাহু॥

প্রভু বিমান হইতে নামিয়া পুষ্পকরথকে কুবেরের নিকট যাইতে বলিলেন। রথ রাম কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আনন্দে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার রামচন্দ্রের জন্য বড়ই বিরহ হইয়াছিল।

১৪। **আয়ে ভরত সঙ্গ সব লোগা।**
কৃসতন শ্রীরঘুবীর বিয়োগা॥
বামদেব বসিষ্ঠ মুনিনায়ক।
দেখে প্রভু মহি ধরি ধনু সায়ক॥

ভরতের সঙ্গে সকলে আসিল, শ্রীরঘুনাথের বিরহে তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছিল। মুনিশ্রেষ্ঠ বামদেব ও বশিষ্ঠকে দেখিয়া প্রভু মাটিতে ধনুশর রাখিয়া,

ধাই ধরে গুরু চরন সরোরুহ।
অনুজসহিত অতি পুলক তনোরুহ॥
ভেঁটি কুসল বুঝী মুনিরায়া।
হমরে কুসল তুম্হারিহি দায়া॥

ছুটিয়া গিয়া ভাই লক্ষ্মণের সহিত গুরুর চরণপদ্ম ধরিলেন, অতি আনন্দে তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইল। মুনিবরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি কুশল প্রশ্ন করিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন—আপনাদের দয়ায় আমার কুশল।

সকল দ্বিজন্হ মিলি নায়উ মাথা।
ধরম ধুরন্ধর রঘুকুল নাথা॥
গহে ভরত পুনি প্রভু পদ পঙ্কজ।
নমত জিন্হহি সুর মুনি শঙ্কর অজ॥

ধর্মের ধুরন্ধর রঘুকুলনাথ ব্রাহ্মণদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তার পর যাঁহাকে দেবতা মুনি শিব ও ব্রহ্মা প্রণাম করিয়া থাকে, ভরত সেই প্রভুর চরণ ধরিলেন।

পরে ভূমি নহিঁ উঠত উঠায়ে।
বর করি কৃপাসিন্ধু উর লায়ে॥
স্যামলগাত রোম ভয়ে ঠাঢ়ে।
নব রাজীব নয়ন জল বাঢ়ে॥

ভরত মাটিতে পড়িয়া রহিলেন, উঠাইলেও উঠেন না। তখন কৃপাসিন্ধু জোর করিয়া ধরিয়া তাঁহাকে বুকে লইলেন। তাঁহার শ্যামল শরীরে রোমাঞ্চ হইল, তাঁহার নূতন পদ্মের মত চোখ হইতে জল গড়াইয়া পড়িল।

ছন্দ—রাজীবলোচন স্রবত জল তন ললিত
পুলকাবলি বনী।
অতি প্রেম হৃদয় লগাই অনুজহিঁ মিলে
প্রভু ত্রিভুবন ধনী॥
প্রভু মিলত অনুজহিঁ সোহ মো পহিঁ
জাতি নহিঁ উপমা কহী।
জনু প্রেম অরু সিঙ্গার তনু ধরি মিলে
বর সুষমা লহী॥

রামচন্দ্রের কমল নয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া সুন্দর শোভা হইল। ত্রিভুবন স্বামী প্রভু অতিশয় প্রেমে ভরতকে বুকে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু ভরতের সহিত সাক্ষাৎকালে যে শোভা হইয়াছিল, তাহার উপমা তুলসীদাস দিতে পারে না, যেন

প্রেম শৃঙ্গার শরীর ধরিয়া আলিঙ্গন করার শোভা দেখা দিয়াছিল।

বুঝত কৃপানিধি কুসল ভরতহিঁ বচন
বেগি ন আবঈ।
সুনু সিবা সো সুখ বচনমন তেঁ ভিন্ন জান
জো পাবঈ॥
অব কুসল কোসলনাথ আরত জানি জন
দরসন দিয়ো।
বুড়ত বিরহবারীস কৃপানিধান মোহি কর
গহি লিয়ো॥

কৃপানিধি ভরতকে কুশল প্রশ্ন করিলে তিনি শীঘ্র উত্তর দিতে পরিতেছিলেন না। শঙ্কর বলিলেন—পার্বতী, ভরত ও রাম মিলনের যে সুখ, তাহা মাত্র ও বাক্যের অতীত ভিন্ন যে উহা পাইয়াছে সেই জানে। ভরত বলিলেন—এখন কোশলনাথ ভক্ত আর্ত জানিয়া দর্শন দেওয়ায় কুশল হইল। কৃপানিধান, আমি যখন বিরহ সমুদ্রে ডুবিতেছিলাম, তুমি হাত ধরিয়া আমাকে তুলিয়া লইলে।

পুনি প্রভু হরষিত সত্রুহন ভেঁটে হৃদয় লগাই।
লছিমন্হ ভরত মিলে তব পরম প্রেম দোউ ভাই॥

তার পর প্রভু হর্ষের সহিত সত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিলেন। এদিকে দুই ভাই লক্ষ্মণ ও ভরত পরম প্রেমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

১৫-১৬॥ ভরতানুজ লছিমন পুনি ভেঁটে।
দুসহ বিরহসম্ভব দুখ মেটে॥
সীতাচরন ভরত সিরু নাবা।
অনুজসমেত পরমসুখ পাবা॥

লক্ষ্মণ ভরতের ছোট ভাই শত্রুঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুঃসহ বিরহ দুঃখ দূর করিলেন। ভরত অনুজ শত্রুঘ্ন সহিত সীতাকে প্রণাম করিলেন ও পরম আনন্দ পাইলেন।

প্রভু বিলোকি হরষে পুরবাসী।
জনিত বিয়োগ বিপতি সব নাসী॥
প্রেমাতুর সব লোগ নিহারী।
কৌতুক কীন্হ কৃপাল খরারী॥

প্রভুকে দেখিয়া পুরবাসীরা আনন্দিত হইল। বিরহ হইতে যে বিপদ হইয়াছিল, সে সকল দূর হইল। কৃপাল খরারি সকল লোককে প্রেমাতুর দেখিয়া কৌতুক করিলেন।

অমিত রূপ প্রগটে তেহি কালা।
জথাজোগ মিলে সবহিঁ কৃপালা।
কৃপাদৃষ্টি রঘুবীর বিলোকী।
কিয়ে সকল নর নারি বিসোকী॥

সেই সময় প্রভু অসংখ্য রূপে দেখা দিলেন ও সকলের সহিত কৃপাল যথাযোগ্যভাবে সাক্ষাৎ করিলেন। রঘুবীর কৃপাদৃষ্টি করিয়া সকল নরনারীর শোক দূর করিলেন।

ছন মহঁ সবহিঁ মিলে ভগবানা।
উমা মরম যহ কাহু ন জানা॥
এহি বিধি সবহিঁ সুখী করি রামা।
আগে চলে সীল গুন ধামা॥
কৌসল্যাদি মাতু সব ধাঈ।
নিরখি বচ্ছ জনু ধেনু লবাঈ॥

ভগবান মুহূর্তের মধ্যেই সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শিব বলিলেন—পার্বতী, ইহার মর্ম কেহই জানিল না। এই ভাবে সকলকে সুখী করিয়া শীল ও গুণের আলয় রামচন্দ্র আগে চলিলেন। কৌশল্যাদি মাতারা সকলে নূতন প্রসূতী গাভী যেমন বৎসের জন্য ছুটে, তেমনি ছুটিয়া আসিলেন।

ছন্দ—জনু ধেনু বালক বচ্ছ তজি গৃহ চরন বন
পরবস গঈঁ।
দিনঅন্ত পুর রুখ স্রবত থন হুঙ্কার করি
ধাবত ভঈঁ
অতি প্রেম প্রভু সব মাতু ভেঁটী বচন মৃদু
বহু বিধি কহে।
গই বিষম বিপতি বিয়োগভব তিন্হ হরষ
সুখ অগিনিত লহে॥

গাভী তাহার ছোট বাচ্চা ঘরে ফেলিয়া বাধ্য হইয়া বনে চরিতে গেলে, পর দিন শেষে নগরের দিকে আসিতে যেমন তাহার স্তন হইতে দুধ টস্‌টস্‌ করিয়া পড়িতে থাকে, সে যেমন হাম্বারবে ছুটিতে থাকে, রামের জন্য মায়েরা তেমনি ভাবে আসিতেছিলেন। প্রভু অতিশয় প্রেমে সকল মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিরহের জন্য যে তাঁহাদের বিষম দুঃখ হইয়াছিল তাহা গেল, তাঁহারা অসীম সুখ বোধ করিতে লাগিলেন।

ভেঁটেউ তনয় সুমিত্রা রাম চরন রতি জানি।
রামহিঁ মিলত কৈকঈ হৃদয় বহুত সকুচানি॥

রামচন্দ্রের চরণে ভক্তি আছে জানিয়া সুমিত্রা পুত্র লক্ষ্মণের সহিত দেখা করিলেন। এদিকে রামের সহিত দেখা করিতে কৈকেয়ীর হৃদয়ে বড় সঙ্কোচ হইতেছিল।

লছিমন সব মাতন্হ মিলি হরষে আসিষ পাই।
কৈকই কহঁ পুনি পুনি মিলে মন কর ছোভ ন
জাই॥

লক্ষ্মণ মায়েদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আশীর্বাদ পাইয়া আনন্দিত হইলেন। কৈকেয়ীর সহিত বার বার সাক্ষাৎ করিলেও কৈকেয়ীর মনের খেদ গেল না।

১৭॥ সাসুন্হ সবন্হ মিলী বৈদেহী।
চরনন্হি লাগি হরষ অতি তেহী॥
দেহিঁ অসীস বুঝি কুসলাতা।
হোউ অচল তুম্হার অহিবাতা॥

সীতা শাশুড়ীদের সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও অতি আনন্দে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, 'তোমার এয়োতি অচল হউক' বলিয়া আশীর্বাদ দিলেন।

সব রঘুপতি মুখ কমল বিলোকহিঁ।
মঙ্গল জানি নয়নজল রোকহিঁ॥
কনকথার আরতী উতারহিঁ।
বার বার প্রভুগাত নিহারহিঁ॥

সকলে রঘুপতির মুখপদ্মের দিকে দেখিতেছিলেন ও মঙ্গল সময় জানিয়া চোখের জল ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সোণার থালা আরতি করিয়া বার বার প্রভুর শরীর দেখিতেছিলেন।

নানা ভাঁতি নিছাবরি করহীঁ।
পরমানন্দ হরষ উর ভরহীঁ॥
কৌসল্যা পুনি পুনি রঘুবীরহিঁ।
চিতবতি কৃপাসিন্ধু রনধীরহিঁ॥

নানা ভাবে উৎসর্গ করিয়া দান করিতেছিলেন, পরমানন্দে হৃদয় ভরিয়াছিলেন। কৃপাসিন্ধু রণধীর রঘুবীরকে কৌশল্যা বার বার দেখিতেছিলেন।

হৃদয় বিচারতি বারহিঁ বারা।
কবন ভাঁতি লঙ্কাপতি মারা॥
অতি সুকুমার জুগল মেরে বারে।
নিসিচর সুভট মহাবল ভারে॥

বার বার হৃদয়ে বিচার করিতেছিলেন, কেমন করিয়া এই অতি সুকুমার আমার দুই পুত্র মহাবল ভারি যোদ্ধা রাক্ষস লঙ্কাপতিকে মারিল।

লছিমন অরু সীতাসহিত প্রভুহিঁ বিলোকতি মাত।
পরমানন্দ মগন মন পুনি পুনি পুলকিত গাত॥

লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত প্রভুকে দেখিয়া, মা পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। বার বার তাঁহার শরীরে পুলক উপস্থিত হইল।

১৮-১৯॥ লঙ্কাপতি কপীস নল নীলা।
জামবন্ত অঙ্গদ সুভসীলা॥
হনুমদাদি সব বানরবীরা।
ধরে মনোহর মনুজসরীরা॥

লঙ্কাপতি বিভীষণ, কপিরাজ সুগ্রীব, নল নীল জাম্বুবান অঙ্গদ হনুমান ইত্যাদি বানর বীরেরা মনোহর মানুষের শরীর ধারণ করিল।

ভরত সনেহ সীল ব্রত নেমা।
সাদর সব বরনহিঁ অতি প্রেমা॥
দেখি নগরবাসিন্হ কৈ রীতী।
সকল সরাহহিঁ প্রভু পদ প্রীতী॥

ভরতের ভক্তি শীল ব্রত ও নিয়ম সকলে অতিশয় প্রেম ও আদরের সহিত বর্ণনা করিল। বানরেরা নগরবাসীদের রীতি দেখিয়া সকলে রামচন্দ্রের চরণে তাহাদের প্রীতির প্রশংসা করিতে লাগিল।

পুনি রঘুপতি সব সখা বোলায়ে।
মুনিপদ লাগহু সকল সিখায়ে॥
গুরু বসিষ্ঠ কুলপূজ্য হমারে।
ইনহ কী কৃপা দনুজ রন মারে॥

তার পর রঘুনাথ সখাদিগকে ডাকিয়া মুনি বশিষ্ঠকে প্রণাম করিতে বলিলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, গুরু বশিষ্ঠ আমাদের কুলের পূজনীয় ও ইহার কৃপাতেই যুদ্ধে দৈত্যদিগকে মারিতে পারিয়াছি।

এ সব সখা সুনহু মুনি মেরে।
ভয়ে সমরসাগর কহঁ বেরে॥
মম হিত লাগি জনম ইন্হ হারে।
ভরতহুঁ তেঁ মোহি অধিক পিয়ারে॥
সুনি প্রভুবচন মগন সব ভয়ে।
নিমিষ নিমিষ উপজত সুখ নয়ে॥

আবার রামচন্দ্র গুরুদেবকে বলিলেন—হে মুনি, ইহারা আমার মিত্র। যুদ্ধরূপ সাগরে ইহারাই আমার জাহাজ হইয়া পাড়ি দিয়াছে। আমার ভাল করার জন্য ইহারা ইহাদের জীবন আমাকে সমর্পণ করিয়াছে। প্রভু রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া সকলে প্রেমমগ্ন হইল। প্রতি মুহূর্তেই তাহাদের নূতন সুখ হইতেছিল।

কৌসল্যা কে চরনন্হি পুনি তিন্হ নায়েউ মাথ।
আসিষ দীন্হী হরষি তুম্হ প্রিয় মম জিমি রঘুনাথ॥

তাহার পর তাহারা কৌশল্যাকে প্রণাম করিল এবং তিনিও খুসী হইয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমরা আমার নিকট রঘুনাথের মত প্রিয়।

সুমনবৃষ্টি নভ সঙ্কুল ভবন চলে সুখকন্দ।
চঢ়ী অটারিন্হ দেখহিঁ নগর নারি নর বৃন্দ॥

আকাশময় পুষ্পবৃষ্টি হইল, এদিকে সুখের আকার রামচন্দ্র বাড়ী চলিলেন। ছাদের উপর উঠিয়া স্ত্রী ও পুরুষেরা তাঁহার আগমন দেখিতে লাগিলেন।

২০-২১॥ কাঞ্চনকলস বিচিত্র সবাঁরে।
সবহিঁ ধরে সজি নিজ নিজ দ্বারে॥
বন্দনবার পতাকা কেতু।
সবন্হি বনায়ে মঙ্গলকেতু॥

সকলেই নিজ নিজ বাড়ীর দরজায় সোণার কলস বিচিত্র সাজসজ্জার সহিত রাখিয়াছিল। তোরণ বন্দনী মালা পতাকা ও ধ্বজা এগুলি সকলেই মাঙ্গলিক আচারের জন্য সাজাইয়াছিল।

বীথী সকল সুগন্ধ সিঁচাঈ।
গজমনি রচি বহু চৌক পুরাঈ॥
নানা ভাঁতি সুমঙ্গল সাজে।
হরষি নগর নিসান বহু বাজে॥

সকল গলিতে সুগন্ধ ছিটান হইয়াছিল, গজমতি ইত্যাদি দিয়া অনেক আলিপনা সাজান হইয়াছিল। নানাপ্রকার মঙ্গল সাজে নগর সাজিয়াছিল, অনেক নাগরা বাজিতে ছিল।

জহঁ তহঁ নারি নিছাবরি করহীঁ।
দেহিঁ অসীস হরষ উর ভরহীঁ॥
কঞ্চনথার আরতী নানা।
জুবতী সজে করহিঁ সুভ গানা॥

স্ত্রীলোকেরা যেখানে সেখানে আরতি করিতে লাগিল, হৃদয়ের আনন্দে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। সোনার থালায় নানা আরতি সাজাইয়া স্ত্রীলোকেরা মঙ্গল গান করিতে লাগিল।

করহিঁ আরতী আরতিহর কৈ।
রঘুকুল কমল বিপিন দিনকর কৈ॥
পুরসোভা সম্পতি কল্যানা।
নিগম সেষ সারদা বখানা॥
তেউ যহ চরিত দেখি ঠগি রহহী।
উমা তাসু গুন নর কিমি কহহীঁ॥

স্ত্রীলোকেরা সূর্যকুলরূপ পদ্মবনের সূর্যকে, আর্তিহরণকে আরতি করিতে লাগিল। তখনকার অযোধ্যাপুরীর শোভা সম্পদ ও কল্যাণের কথা সরস্বতী ও শেষনাগ বর্ণনা করিয়াছেন। সে চরিত দেখিয়া তাঁহারাও যদি বর্ণনাতে স্তম্ভিত হইয়া পড়েন; তবে পার্বতী, তাঁহার গুণ কি করিয়া মানুষ বলিতে পারে?

নারি কুমুদিনী অবধ সর রঘুপতি বিরহ দিনেস।
অস্ত ভয়ে বিকসিত ভঈঁ নিরখি রাম রাকেস

রামের বিরহ সূর্য, রামের দর্শন চন্দ্র। অযোধ্যাপুররূপ সরোবরের নারীরূপ কুমুদিনীদের নিকটে রঘুপতি বিরহ সূর্য অস্ত গেল। রঘুপতি দর্শনরূপ চাঁদ উঠায়, নারী কুমুদিনীরা বিকশিত হইয়া উঠিল।

হোহিঁ সগুন সুভ বিবিধ বিধি বাজহিঁ গগন নিসান।
পুর নর নারি সনাথ করি ভবন চলে ভগবান॥

নানাপ্রকারের শুভ চিহ্ন হইতে লাগিল, আকাশে নাগরা বাজিতে লাগিল, পুরের নরনারীকে কৃতার্থ করিয়া ভগবান রামচন্দ্র গৃহে চলিলেন।

২২-২৩॥ প্রভু জানী কৈকঈ লজানী।
প্রথম তাসু গৃহ গয়ে ভবানী॥
তাহি প্রবোধ বহুত সুখ দীন্‌হা।
পুনি নিজ ভবন গবন হরি কীন্‌হা॥

শিব বলিলেন—পার্বতী, কৈকেয়ী লজ্জিত হইয়া আছেন জানিয়া রঘুপতি প্রথমেই তাঁহার ঘরে গেলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বড় সুখ দিলেন। তাহার পর প্রভু হরি নিজের ঘরে গেলেন।

কৃপাসিন্ধু জব মন্দির গয়ে।
পুর নর নারি সুখী সব ভয়ে॥
গুরু বসিষ্ঠ দ্বিজ লিয়ে বোলাঈ।
আজু সুঘরী সুদিন সুভদাঈ॥

রামচন্দ্র ঘরে আসিলে নগরের নরনারীরা সকলে সুখী হইল। গুরু বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন যে, আজ সুদিন ও শুভ সময়,

সব দ্বিজ দেহু হরষি অনুসাসন।
রামচন্দ্র বৈঠহিঁ সিংহাসন॥
মুনি বসিষ্ঠ কে বচন সুহায়ে।
সুনত সকল বিপ্রন্হ অতি ভায়ে॥

ব্রাহ্মণেরা সকলে সন্তোষের সহিত আজ্ঞা দিন, রামচন্দ্র সিংহাসনে বসিবেন। বশিষ্ঠ মুনির মিষ্ট কথা শুনিতে ব্রাহ্মণদের খুব ভাল লাগিল।

কহহিঁ বচন মৃদু বিপ্র অনেকা।
জগঅভিরাম রামঅভিষেকা॥
অব মুনিবর বিলম্ব নহিঁ কীজৈ।
মহারাজ কহঁ তিলক করীজৈ॥

বিপ্রেরা মৃদুবাক্যে এই কথাই বলিতে লাগিলেন যে, রামচন্দ্রের অভিষেকে জগতের সুখ হইবে। সেইজন্য বশিষ্ঠ মুনি যেন বিলম্ব না করেন, মহারাজ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক যেন করিয়া ফেলেন।

তব মুনি কহেউ সুমন্ত্র সন সুনত চলেউ হরষাই।
রথ অনেক বহু বাজি গজ তুরত সঁবারেউ জাই॥

মুনি সুমন্ত্রকে অভিষেকের কথা বলিলে তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গিয়া অনেক হাতী ঘোড়া রথ শীঘ্র সাজাইয়া ফেলিলেন।

জহঁ তহঁ ধাবন পঠই পুনি মঙ্গল দ্রব্য মগাই।
হরষ সমেত বসিষ্ঠপদ পুনি সিরু নায়েউ আই॥

তিনি চারদিকে দূত পাঠাইয়া মঙ্গল দ্রব্য আনাইয়া লইলেন ও ফিরিয়া আসিয়া প্রসন্ন মনে বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলেন।

২৪-২৬॥ **অবধপুরী অতিরুচির বনাঈ।
দেবন্হ সুমনবৃষ্টি ঝরি লাঈ॥
রাম কহা সেবকন্হ বোলাই।
প্রথম সখন্হ অন্হবাবহু জাঈ॥**

অযোধ্যাপুরী অতি সুন্দর সাজান হইয়াছিল, দেবতা পুষ্পবৃষ্টির ঝড় আনিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সেবকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—প্রথমে গিয়া সখাদিগকে স্নান করাও।

**সুনত বচন জহঁ তহঁ জন ধায়ে।
সুগ্রীবাদি তুরত অন্হবায়ে॥
পুনি করুনানিধি ভরত হঁকারে।
নিজ কর জটা রাম নিরুবারে॥**

রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া সেবকেরা এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিয়া সুগ্রীবাদিকে শীঘ্রই স্নান করাইল। তার পর করুণাময় রামচন্দ্র ভরতকে ডাকিয়া নিজহাতে তাঁহার জটাজুট মুড়াইয়া ফেলিলেন।

**অন্হবায়ে প্রভু তীনিউঁ ভাঈ।
ভগতবছল কৃপাল রঘুরাঈ॥
ভরতভাগ্য প্রভু কোমলতাঈ।
সেষ কোটি সত সকহিঁ ন গাঈ॥**

ভক্তবৎসল কৃপালু রামচন্দ্র তিন ভাইকেই স্নান করাইয়া দিলেন। সেই সময় ভরতের ভাগ্য ও প্রভুর কোমলতা শতকোটি শেষনাগও বর্ণনা করিতে পারে না।

**পুনি নিজ জটা রাম বিবরায়ে।
গুরু অনুসাসনু মাঁগি নহায়ে॥
করি মজ্জনু প্রভু ভূষন রাজে।
অঙ্গ অনঙ্গ কোটি ছবি লাজে॥**

রামচন্দ্র নিজের জটা ফেলিয়া দিয়া গুরুর আজ্ঞা লইয়া স্নান করিলেন। স্নান করিয়া প্রভু অলঙ্কার পরিলে তাঁহার এমন শোভা হইল যে, কোটি অনঙ্গও লজ্জা পায়।

**সাসুন্হ সাদর জানকিহি মজ্জন তুরত করাই।
দিব্য বসন বর ভূষন অঙ্গ অঙ্গ সজে বনাই॥**

শাশুড়ীরা সাদরে জানকীকে স্নান করাইয়া তাড়াতাড়ি সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার পরাইয়া তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ সাজাইলেন।

**রাম বাম দিসি সোভতি রমারূপ গুনখানি।
দেখি মাতু সব হরষীঁ জনম সুফল নিজ জানি॥**

রামচন্দ্রের বামদিকে লক্ষ্মীস্বরূপা, গুণময়ী সীতাকে দেখিয়া মায়েরা সকলে সুখী হইলেন ও জন্ম সার্থক হইল মনে করিলেন।

**সুনু খগেস তেহি অবসর ব্রহ্মা সিব মুনিবৃন্দ।
চঢ়ি বিমান আয়ে সব সুর দেখন সুখকন্দ॥**

কাক ভূষণ্ডী বলিলেন—হে গরুড়, সেই সময় সুখের আকর রামচন্দ্রকে দেখার জন্য ব্রহ্মা শিব ও মুনিরা বিমানে চড়িয়া আসিলেন।

২৭-৩১॥ **প্রভু বিলোক মুনিমনু অনুরাগা।
তুরত দিব্য সিংহাসন মাঁগা॥
রবিসম তেজ সো বরনি ন জাঈ।
বৈঠে রাম দ্বিজন্হ সিরু নাঈ॥**

প্রভু রামচন্দ্রকে দেখিয়া মুনির অনুরাগ হইল। তিনি শীঘ্রই সুন্দর সিংহাসন আনাইলেন। তাহা দীপ্তিতে সূর্যের মত, তাহার বর্ণনা করা যায় না। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া সেই সিংহাসনে বসিলেন।

**জনক সুতা সমেত রঘুরাঈ।
পেখি প্রহরষে মুনিসমুদাঈ॥
বেদমন্ত্র তব দ্বিজন্হ উচারে।
নভ সুর মুনি জয় জয়তি পুকারে॥**

মুনিরা সীতা সহিত রামচন্দ্রকে দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেবতা ও মুনিরা "জয় জয়" উচ্চারণ করিলেন।

**প্রথম তিলক বসিষ্ঠ মুনি কীন্হা।
পুনি সব বিপ্রন্হ আয়সু দীন্হা॥
সুত বিলোকি হরষীঁ মহতারী।
বার বার আরতী উতারী॥**

প্রথম বশিষ্ঠ মুনি রাজতিলক দিয়া পরে সকল ব্রাহ্মণকে তিলক দিতে বলিলেন। পুত্রকে দেখিয়া মায়েদের আনন্দ হইল, তাঁহারা বার বার আরতি করিতে লাগিলেন।

**বিপ্রন্হ দান বিবিধ বিধি দীন্হে।
জাচক সকল অজাচক কীন্হে॥
সিংহাসন পর ত্রিভুবন সাঈঁ।
দেখি সুরন্হ দুন্দুভী বজাঈ॥**

বিপ্রদিগকে বিবিধ দান দিলেন ও যাচকদিগকে এমন দিলেন, যেন আর তাহাদের ভিক্ষা করার দরকার না হয়। ত্রিভুবনের পতিকে সিংহাসনে দেখিয়া দেবতারা দুন্দুভি বাজাইতে লাগিলেন।

**ছন্দ—নভ দুন্দুভী বাজহিঁ বিপুল গন্ধর্ব কিন্নর গাবহীঁ।
নাচহিঁ অপছরাবৃন্দ পরমানন্দ সুর মুনি পাবহীঁ॥
ভরতাদি অনুজ বিভীষনাঙ্গদ হনুমদাদি সমেত তে।**

গয়ে ছত্র চামর ব্যজন ধনু অসি চর্ম
সক্তি বিরাজতে ॥

আকাশে খুব নাগরা বাজিতে লাগিল, গন্ধর্ব কিন্নরেরা গাহিতে লাগিল, অপ্সরারা নাচিতে লাগিল। দেবতা ও মুনিরা আনন্দিত হইলেন। সেই সময় ভরতাদি ছোট ভাইয়েরা ও বিভীষণ, অঙ্গদ হনুমান ইত্যাদিরা ছাতা চামর পাখা ধনুক তরবারি ঢাল ও শেল হাতে লইয়া সুশোভিত হইয়া রহিয়াছিলেন।

শ্রীসহিত দিন কর বংস ভূষন কাম বহু
ছবি সোহঈ।
নব অম্বু ধর বর গাত অম্বর পীত মুনিমন
মোহঈ ॥
মুকুটাঙ্গদাদি বিচিত্র ভূষন অঙ্গ অঙ্গন্হি
প্রতি সজে।
অম্ভোজনয়ন বিসাল উর ভুজ ধন্য নর
নিরখন্তি জে ॥

সীতা সহিত সূর্যকুল ভূষণ রামচন্দ্রের শোভা দেখিতে অনেক কামের ন্যায় হইয়াছিল। তাঁহার শরীর নূতন মেঘের ন্যায় ও তাঁহার পীত বস্ত্র মুনির মন মুগ্ধ করে। মুকুট বাজু ইত্যাদি বিচিত্র অলঙ্কার অঙ্গে অঙ্গে সাজান হইয়াছিল। কমল নয়ন, বিশাল বুক ও বাহু, রামচন্দ্রকে যে দেখিয়াছে সেই ধন্য।

বহ সোভা সমাজ সুখ কহত ন বনই খগেস।
বরনই সারদ সেষ শ্রুতি সো রস জান মহেস ॥

হে গরুড়, সেই সমাজের কথা ও তাহার সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করা যায় না। উহার বর্ণনা সরস্বতী, শেষনাগ ও বেদও করিতে পারে না। উহাতে যে কি রস আছে, তাহা শম্ভু জানেন।

ভিন্ন ভিন্ন অস্তুতি করি গয়ে সুর নিজ নিজ ধাম।
বন্দিবেষ ধরি বেদ তব আয়ে জহঁ শ্রীরাম ॥

দেবতারা ভিন্ন ভিন্ন স্তুতি করিয়া নিজ নিজ ধামে গেলেন তখন বেদ ভাটের বেশ ধরিয়া শ্রীরামের নিকট আসিলেন।

প্রভু সর্বজ্ঞ কীন্হ অতি আদর কৃপানিধান।
লখেউ ন কাহু মরম কছু লগে করন গুনগান ॥

কৃপানিধান সর্বজ্ঞ প্রভু তাহাকে অতিশয় আদর করিলেন। ভাট গুণগান করিতে লাগিল, কিন্তু উহার রহস্য কেহ ধরিতে পারিল না।

ছন্দ—জয় সগুন নির্গুনরূপ রূপঅনূপ
ভূপসিরোমনে।
দসকন্ধরাদি প্রচণ্ড নিসিচর প্রবল খল
ভুজবল হনে ॥

অবতার নর সংসারভার বিভঞ্জি দারুন-
দুখ দহে।
জয় প্রনতপাল দয়াল প্রভু সংযুক্তসক্তি
নমাম হে ॥

ভূপশিরোমণি, অনুপম রূপবান, সগুণ ও নির্গুণরূপ স্বরূপ রামচন্দ্রের জয়। তুমি নিজের বাহুবলে রাবণাদি প্রচণ্ড প্রবল দুষ্ট রাক্ষস মারিয়াছ। তুমি নর অবতার লইয়া সংসারের ভার দূর করিয়া দারুণ দুঃখ নাশ করিয়াছ। ভক্ত প্রতিপালক দয়াল সীতা সংযুক্ত তোমাকে নমস্কার।

তব বিষম মায়াবস সুরাসর নাগ নর অগ
জগ হরে।
ভবপন্থ ভ্রমত অমিত দিবস নিসি কাল
কর্ম গুনন্হি ভরে ॥
জে নাথ করি করুনা বিলোকে ত্রিবিধ
দুখ তে নির্বহে।
ভব খেদ ছেদন দচ্ছ হম কহুঁ রচ্ছ রাম
নমাম হে ॥

হে হরি, তোমার বিষম মায়ার বশীভূত হইয়া দেবতা নাগ মানুষ স্থাবর ও জঙ্গম, কাল কর্ম ও গুণ অনুসারে অসংখ্য দিন ও রাত সংসারের পথে ঘোরে। হে নাথ, তুমি যাহাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখ, সে আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধি-দৈবিক দুঃখ হইতে মুক্তি পায়। সংসারের দুঃখ দূর করিতে কুশল রাম, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, তোমাকে নমস্কার।

জে জ্ঞান মান বিমত্ত তব ভবহরনি ভগতি
ন আদরী।
তে পাই সুর দুর্লভ পদাদপি পরত হম
দেখত হরী ॥
বিশ্বাস করি সব আস পরিহরি দাস তব
জে হোই রহে।
জপি নাম তব বিনু শ্রম তরহিঁ ভবনাথ
সোই স্মরাম হে ॥

হে হরি, যাহারা জ্ঞানের অভিমানে মত্ত হইয়া তোমাকে ভক্তির আদর করে না, তাহারা দেবতা দুর্লভ স্থান পাইয়াও নীচে পড়িয়া যায় বলিয়াই দেখা যায়। বিশ্বাস করিয়া সকল আশা ত্যাগ করিয়া যে তোমার দাস হইয়া থাকে, সে তোমার নাম জপ করিয়া বিনাশ্রমে ভবসাগর পার হয়। হে ভবনাথ, তোমাকে স্মরণ করি।

জে চরন সিব অজ পূজ্য রজ সুভ পরসি
মুনিপতনী তরী।
নখনির্গতা মুনিবন্দিতা ত্রৈলোক পাবনি
সুরসরী ॥

**ধ্বজ কুলিস অঙ্কুস কঞ্জ জুত বন ফিরত
কণ্টক কিন লহে।
পদকঞ্জ দ্বন্দ্ব মুকুন্দ রাম রমেস নিত্য
ভজাম হে॥**

যে চরণ শিব ও ব্রহ্মা পূজা করিয়া থাকেন, যে চরণ ধূলা স্পর্শ করিয়া মুনি পত্নী উদ্ধার পাইয়াছে, যে চরণ নখ হইতে মুনিগণের দ্বারা বন্দিতা ত্রিলোক পবিত্রকারী গঙ্গা বহিতেছে, ধ্বজ বজ্র পদ্ম আঁকা সেই চরণেই আবার বনে বনে কাঁটা কেন ফুটিয়াছে? হে মোক্ষদানকারী, লক্ষ্মীপতি রাম, তোমার সেই চরণপদ্ম দুইটি নিত্য ভজনা করি।

**অব্যক্ত মূল মনাদি তরু ত্বচ চারি নিগমা-
গম ভনে।
ষট কন্ধ সাখা পঞ্চবীস অনেক পর্ন সুমন
ঘনে॥
ফল জুগল বিধি কটু মধুর বেলি অকেলি
জেহি আশ্রিত রহে।
পল্লবত ফুলত নব ললিত সংসারবিটপ
নমাম হে॥**

রামচন্দ্রকে সংসার বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইতেছে। সংসার বৃক্ষরূপী ভগবানের মূল হইতেছে অব্যক্ত প্রকৃতি, এই গাছের জন্মও নাই মৃত্যুও নাই, ইহা অনাদি। এই গাছের চারি প্রকারের বাকল আছে, উহারা চারি বেদ ও শাস্ত্র অথবা অহঙ্কার ও সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ। এই বৃক্ষের কাণ্ড বা অবস্থা ছয়টা—থাকা, বাড়া, কমা, বিপরীত হওয়া, জন্মা ও মরা। ইহার পঁচিশটা শাখা, পঁচিশ তত্ত্ব যথা—প্রকৃতি বুদ্ধি অহঙ্কার মন, পাঁচ তন্মাত্র যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। পাঁচ স্থূল ভূত যথা—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়। ইহার পাতা ও ফুল বাসনা। দুই প্রকার তিক্ত ও মধুর ফল হইতেছে পাপ ও পুণ্য, ইহাতে একটা মাত্র অবিদ্যা বা অজ্ঞান লতা আশ্রয় লইয়া আছে। পাতা ও ফুল যুক্ত নবীন ও সুন্দর সংসার বৃক্ষরূপ রাম, তোমাকে নমস্কার করি।

**জে ব্রহ্ম অজমদ্বৈতমনুভব গম্য মন পর
ধ্যাবহীঁ।
তে কহহু জানহু নাথ হম তব সগুন জস
নিত গাবহীঁ॥
করুণায়তন প্রভু সদগুনাকর দেব যহ বর
মাঁগহীঁ।
মন বচন কর্ম বিকার তজি তব চরন হম
অনুরাগহীঁ॥**

যাঁহারা জন্ম-রহিত, অনুভবগম্য অথচ মনের অতীত এবং যিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই, সেই অদ্বৈত ব্রহ্মের ধ্যান করেন, তাঁহারা তাঁহাকে জানেন ও তাঁহার কথা বলেন; কিন্তু আমি তোমার সগুণ রূপেরই নিত্য গান করি। হে করুণাময় দেব, সদ্গুণের আকর, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তোমার চরণে মন বাক্য ও কর্ম বিকার ত্যাগ করিয়া যেন আমার মতি থাকে।

**সব কে দেখত বেদন্হ বিনতী কীন্হি উদার।
অন্তরধান ভয়ে পুনি গয়ে ব্রহ্মআগার॥**

সকলের সম্মুখে বেদ এই ভাবে উদার স্তুতি করিয়া অন্তর্ধান হইয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেল।

**বৈনতেয় সুনু সম্ভু তব আয়ে জহঁ রঘুবীর।
বিনয় করত গদ গদ গিরা পূরিত পুলক সরীর॥**

কাক ভুষণ্ডী বলিলেন—গরুড়, যেখানে রামচন্দ্র ছিলেন, সেখানে তখন শঙ্কর আসিয়া রোমাঞ্চ শরীরে গদগদ কণ্ঠে বিনয় করিতে লাগিলেন।

**তোটকছন্দ জয় রাম রমারমনং সমনং।
৩২—৩৩। ভব তাপ ভয়াকুল পাহি জনং॥
অবধেস সুরেস রমেস বিভো।
সরনাগত মাঁগত পাহি প্রভো॥**

রাম, তুমি লক্ষ্মীপতি, তুমি ভবতাপ ধ্বংসকারী, তুমি ভয়াকুল শরণাগতকে রক্ষা কর। তুমি অযোধ্যাপতি, তুমি দেবতাদিগের পতি, শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি; হে প্রভু, "আমাকে রক্ষা কর"।

**দস সীস বিনাসন বীস ভুজা।
কৃত দূরি মহা মহি ভূরি রুজা॥
রজনীচর বৃন্দ পতঙ্গ রহে।
সর পাবক তেজ প্রচণ্ড দহে॥**

তুমি দশমাথা ও কুড়িহাত রাবণকে নাশ করিয়াছ, পৃথিবীর মহা ভার ও ব্যাধির কারণ দূর করিয়াছ, তোমার বাণরূপ প্রজ্বলিত আগুনে রাক্ষসেরা পুড়িয়াছে।

**মহি মণ্ডল মণ্ডন চারুতরং।
ধৃত সায়ক চাপ নিষঙ্গ বরং॥
মদ মোহ মহা মমতা রজনী।
তমপুঞ্জ দিবাকর তেজ অনী॥**

তুমি পৃথিবীর অতি সুন্দর শোভা, তোমার হাতে ধনুর্বাণ রহিয়াছে। অহঙ্কার ও মমতারূপ অন্ধকার রাত্রির নিকট তুমি তেজোময় সূর্যের মত।

**মনজাত কিরাত নিপাত কিয়ে।
মৃগ লোগ কুভোগ সরে ন হিয়ে॥
হতি নাথ অনাথন্হি পাহি হরে।
বিষয়াবন পাঁবর ভূলি পরে।**

কামরূপ ব্যাধ মানুষরূপ মৃগের বুকে কুভোগের বাণ মারিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকে। হে নাথ, তুমি সেই কামদেবকে নাশ করিয়া যে অনাথেরা বিষয়রূপ বনে ভুলে পড়িয়া আছে তাহাদিগকে রক্ষা কর।

বহু রোগ বিয়োগন্‌হি লোগ হয়ে।
ভবদংঘ্রিনিরাদর কে ফল যে॥
ভবসিন্ধু অগাধ পরে নর তে।
পদ পঙ্কজ প্রেম ন জে করতে॥

লোকে অনেক রোগ ও বিয়োগের দুঃখে মরিতেছে, তোমার চরণে ভক্তি না রাখার উহাই ফল। যে তোমার চরণ পদ্মে ভক্তি না রাখে, সে অগাধ ভব সিন্ধুতে পড়িয়া যায়।

অতিদীন মলীন দুখী নিতহীঁ।
জিন্‌হ কে পদপঙ্কজ প্রীতি নহীঁ॥
অবলম্ব ভবন্ত কথা জিন্‌হ কে।
প্রিয় সন্ত অনন্ত সদা তিন্‌হ কে॥

তোমার চরণকমলে যাহাদের প্রীতি নাই, তাহারা অতিশয় দীন মলযুক্ত ও নিত্যই দুঃখী থাকে। যাহারা তোমার কথাকেই আশ্রয় বলিয়া জানিয়া লইয়াছে, তাহাদের নিকট সাধু ও ভগবান সর্বদাই প্রিয়।

নহিঁ রাগ ন লোভ ন মান মদা।
তিন্‌হ কে সম বৈভব বা বিপদা॥
যহি তেঁ তব সেবক হোত মুদা।
মুনি ত্যাগত জোগ ভরোস সদা॥

যাঁহার অনুরাগ নাই, লোভ নাই, মান ও অহঙ্কার নাই, তাঁহাদের নিকট সম্পদ ও বিপদ দুইই সমান। এই জন্য মুনিরা যোগের ভরসা সদা ত্যাগ করিয়া আনন্দে তোমার সেবক হইয়া যায়।

করি প্রেম নিরন্তর নেম লিয়ে।
পদপঙ্কজ সেবিত সুদ্ধ হিয়ে॥
সম মানি নিরাদর আদরহীঁ।
সব সন্ত সুখী বিচরন্তি মহী॥

যাহারা সর্বদা ভক্তির সহিত নিয়ম রক্ষা করিয়া শুদ্ধ মনে তোমার পাদপদ্ম সেবা করে, সে সাধুরা মান অপমান সমান জ্ঞান করিয়া পৃথিবীতে সুখে বিচরণ করে।

মুনি মানস পঙ্কজ ভৃঙ্গ ভজে।
রঘুবীর মহা রনধীর অজে॥
তব নাম জপামি নমামি হরী।
ভবরোগ মহা মদ মান অরী॥

হে মহারণধীর জন্মরহিত রঘুবীর, তুমি মুনিদিগের মানস পদ্মের ভৃঙ্গস্বরূপ। তুমি সংসার রোগের মহা মদ ও মানের শত্রু; হে হরি, তোমার নাম জপ করি, তোমায় নমস্কার করি।

গুনসীল কৃপাপরমায়তনং।
প্রনমামি নিরন্তর শ্রীরমনং॥
রঘুনন্দ নিকন্দয় দ্বন্দ্বঘনং।
মহিপাল বিলোকয় দীনজনং॥

হে গুণময়, হে পরম কৃপার আলয়, হে লক্ষ্মীপতি, তোমাকে সর্বদা প্রণাম করি। হে রঘুনন্দন, সংশয়রূপ অন্ধকারকে দূর কর। হে মহিপাল, তুমি দীন ভক্তের দিকে তাকাও।

বার বার বর মাঁগউঁ হরষি দেহু শ্রীরঙ্গ॥
পদ সরোজ অনপায়নী ভগতি সদা সতসঙ্গ॥

হে রমাপতি, বার বার তোমার চরণকমলে অখণ্ড ভক্তি ও সর্বদা সাধুসঙ্গ এই বর চাহিতেছি, প্রসন্ন হইয়া উহা দাও।

বরনি উমাপতি রামগুন হরষি গয়ে কৈলাস।
তব প্রভু কপিন্‌হ দিবায়ে সব বিধি সুখপ্রদ বাস॥

উমাপতি শঙ্কর রামগুণ গান করিয়া কৈলাসে গেলেন। তার পর প্রভু বানরদিগকে সকল প্রকারে সুখদায়ক বাসস্থান দিলেন।

৩৪॥ **সুনু খগপতি যহ কথা পাবনী।**
ত্রিবিধ তাপ ভব ভয় দাবনী॥
মহারাজ কর সুভ অভিষেকা।
সুনত লহহিঁ নর বিরতি বিবেকা॥

হে গরুড়, ত্রিবিধ তাপনাশকারী এবং ভবভয় হরণকারী এই পবিত্র কথা শুন। মহারাজ রামচন্দ্রের শুভ অভিষেক কথা শুনিলে লোক বৈরাগ্য ও জ্ঞান পায়।

জে সকাম নর সুনহিঁ জে গাবহিঁ।
সুখ সম্পতি নানা বিধি পাবহিঁ॥
সুরদুর্লভ সুখ করি জগ মাহীঁ।
অন্তকাল রঘুপতি পুর জাহীঁ॥

যে ব্যক্তি মনে কোন কামনা রাখিয়া এই কথা শোনে ও গান করে, সে নানাবিধ সুখ সম্পত্তি পায়। ইহলোকে দেবদুর্লভ সুখ ভোগ করিয়া অন্তকালে বৈকুণ্ঠে যায়।

সুনহিঁ বিমুক্ত বিরত অরু বিষঈ।
লহহিঁ ভগতি গতি সম্পতি নঈ॥
খগপতি রামকথা মৈঁ বরনী।
স্বমতি বিলাস ত্রাস দুখ হরনী॥

রাম কথা মুক্ত, বিরাগী ও বিষয়াসক্ত যে শুনিবে, সেই ভক্তি ও নূতন সম্পদ পাইবে। গরুড়, আমি রামকথা বর্ণনা করিলাম, ইহাতে আমার বুদ্ধির প্রসন্নতা হয় ও ইহা দুঃখ ভয় হরণ করে।

বিরতি বিবেক ভগতি দৃঢ়করনী।
মোহ নদী কহঁ সুন্দর তরনী॥
নিত নব মঙ্গল কোসলপুরী।
হরষিত রহহিঁ লোগ সব কুরী॥

এই কথায় জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি দৃঢ় করিবে, ইহা মোহনদীর পক্ষে সুন্দর নৌকা। কোশলপুরে প্রতিদিন নূতন মঙ্গল দান করে, সেখানে সকল লোক প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকে।

নিত নই প্রীতি রাম পদ পঙ্কজ।
সব কে জিন্হহিঁ নমত সিব মুনি অজ॥
মঙ্গন বহু প্রকার পহিরায়ে।
দ্বিজন্হ দান নানা বিধি পায়ে॥

যে চরণ শঙ্কর, মুনিগণ ও ব্রহ্মা পূজা করিয়া থাকেন, সেই চরণে নিত্য নূতন ভক্তি সকলের হইতে লাগিল। অভিষেক হইলে যাচকেরা বহুপ্রকার পোষাক পাইল, ব্রাহ্মণেরা নানা প্রাকারের দান পাইলেন।

ব্রহ্মানন্দমগন কপি সব কে প্রভুপদ প্রীতি।
জাত ন জানে দিবস তিন্হ গয়ে মাস ষট বীতি॥

বানরেরা সকলে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া রহিল, সকলেরই প্রভুর চরণে প্রীতি বাড়িতে লাগিল। দিন কোথায় দিয়া যায় তাহা তাহারা জানিতেছিল না, এমনি করিয়া ছয় মাস কাটিয়া গেল।

৩৫॥ বিসরে গৃহ সপনেহু সুধি নাহীঁ।
জিমি পরদ্রোহ সন্ত মন মাহীঁ॥
তব রঘুপতি সব সখা বোলায়ে।
আই সবন্হি সাদর সির নায়ে॥

যেমন সাধুর মনে পরের প্রতি শত্রুতার ভাব স্বপ্নেও আসে না, তেমনি তাহাদের ঘরের কথা স্বপ্নেও স্মরণ ছিল না। তখন একদিন রঘুপতি সখাদিগকে ডাকিলেন। সকলে আসিয়া সাদরে নমস্কার করিল।

পরমপ্রীতি সমীপ বৈঠারে।
ভগতসুখদ মৃদু বচন উচারে॥
তুম্হ অতি কীন্হ মোরি সেবকাঈ।
মুখ পর কেহি বিধি করউঁ বড়াঈ॥

অতি প্রীতির সহিত নিকটে বসাইলেন ও ভক্তের সুখ-দায়ক মৃদুবাক্যে বলিলেন—তোমরা আমার খুব সেবা করিয়াছ, তোমাদের সম্মুখে তাহার সুখ্যাতি আর কেমন করিয়া করিব?

তা তেঁ মোহি তুম্হ অতি প্রিয় লাগে।
মম হিত লাগি ভবন সুখ ত্যাগে॥

অনুজ রাজ সম্পতি বৈদেহী।
দেহ গেহ পরিবার সনেহী॥

তোমরা আমার জন্য গৃহ সুখ ছাড়িয়াছ। তোমরা আমার নিকট অতি প্রিয় হইয়াছ। ছোট ভাই, রাজ্য, সম্পত্তি ও সীতা, দেহ গৃহ কুটুম্ব ও মিত্র।

সব মম প্রিয় নহিঁ তুম্হহিঁ সমানা।
মৃষা ন কহউঁ মোর যহ বানা॥
সব কে প্রিয় সেবক যে নীতী।
মোরে অধিক দাস পর প্রীতী॥

ইহারা সকলে আমার নিকট তোমাদের মত প্রিয়। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা লইয়াছি, মিথ্যা বলি না। যদিও ইহাই নীতি যে সকলের নিকটই সেবক প্রিয়, তথাপি আমার দাসের উপর বেশী প্রীতি।

অব গৃহ জাহু সখা সব ভজেহু মোহি দৃঢ় নেমু।
সদা সর্বগত সর্বহিত জানি করেহু অতিপ্রেমু॥

সখাগণ, তোমরা এখন ঘরে যাও। সকলে দৃঢ় নিয়মের সহিত আমার ভজনা করিও। আমাকে সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত জানিয়া, সকলের হিতকারী জানিয়া আমার প্রতি অত্যন্ত প্রেম রাখিও।

৩৬-৩৭॥ সুনি প্রভুবচন মগন সব ভয়ে।
কো হম কহাঁ বিসরি তন গয়ে॥
একটক রহে জোরি কর আগে।
সকহিঁ ন কছু কহি অতি অনুরাগে॥

প্রভুর কথা শুনিয়া তাহারা মুগ্ধ হইল, তাহারা কে আর কোথায় আছে ইত্যাদি দেহ বুদ্ধি ভুলিয়া গেল। হাত জোড় করিয়া একদৃষ্টিতে তাঁহার সম্মুখে রহিল, অতিশয় অনুরাগ বশতঃ কিছু বলিতে পারিল না।

পরমপ্রেমু তিন্হ কর প্রভু দেখা।
কহা বিবিধ বিধি জ্ঞান বিসেখা॥
প্রভু সনমুখ কছু কহই ন পারহিঁ।
পুনি পুনি চরনসরোজ নিহারহিঁ॥

প্রভু তাহাদের বড় প্রেম দেখিলেন। তাহাদিগকে বিবিধ প্রকারে জ্ঞানের কথা বলিলেন। তাহারা প্রভুর সম্মুখে কিছুই বলিতে পারিল না, বার বার প্রভুর চরণপদ্ম দেখিতে লাগিল।

তব প্রভু ভূষন বসন মঁগায়ে।
নানা রঙ্গ অনূপ সুহায়ে॥
সুগ্রীবহিঁ প্রথমহিঁ পহিরায়ে।
বসন ভরত নিজ হাথ বনায়ে॥

তার পর প্রভু নানা রঙ্গের অনুপম সুন্দর বসন ভূষণ আনাইলেন, প্রথমে ভরত সুগ্রীবকে নিজ হাতে প্রস্তুত বস্ত্র পরাইয়া দিলেন।

প্রভুপ্রেরিত লছিমন পহিরায়ে।
লঙ্কাপতি রঘুপতি মন ভায়ে॥
অঙ্গদ বৈঠ রহা নহিঁ ডোলা।
প্রীতি দেখি প্রভু তাহি ন বোলা।

তার পর রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ বিভীষণকে বস্ত্র পরাইলে রামচন্দ্রের বড় ভাল লাগিল। অঙ্গদ যেখানে বসিয়াছিল, সেখান হইতে নড়িল না। তাহরা প্রীতি দেখিয়া প্রভু তাহাকে ডাকিলেন না।

জামবন্ত নীলাদি সব পহিরায়ে রঘুনাথ।
হিয় ধরি রামরূপ সব চলে নাই পদ নাথ॥

জাম্বুবান ও নীল আদি সকলকে রঘুনাথ বস্ত্রালঙ্কার পরাইয়া দিলেন। তাহারাও রামচন্দ্রের রূপ হৃদয়ে লইয়া তাঁহার পায়ে মাথা নত করিয়া চলিল।

তব অঙ্গদ উঠি নাই সিরু সজল নয়ন কর জোরি।
অতি বিনীত বোলেউ বচন মনহুঁ প্রেমরস বোরি॥

তখন অঙ্গদ উঠিয়া নমস্কার করিয়া সজল নয়নে হাত জোড় করিয়া যেন প্রেমরসে ডুবিয়া বিনীতভাবে বলিল—

৩৮-৩৯॥ সুনু সর্বজ্ঞ কৃপা সুখ সিন্ধো।
দীনদয়া কর আরতবন্ধো॥
মরতী বার নাথ মোহি বালী।
গয়েউ তুম্হারহিঁ কোছে ঘালী॥

হে সবজ্ঞ, কৃপাসিন্ধু ভগবান, দীনদয়াল আর্তবন্ধু শোন। আমার পিতা বালী মরার সময় আমাকে তোমার কোলেই সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

অসরন সরন বিরদু সম্ভারী।
মোহি জনি তজহু ভগত হিত কারী॥
মোরে তুম্হ প্রভু গুরু পিতু মাতা।
জাউঁ কহাঁ তজি পদ জল জাতা॥

তুমি যে অশরণের শরণ এ কথা মনিয়া হে ভক্তের হিতকারী, অমাকে যেন ত্যাগ করিও না। হে প্রভু, তুমিই আমার গুরু, পিতা ও মাতা। তেমার চরণকমল ছাড়িয়া কোথায় যাইব?

তুম্হহিঁ বিচারি কহহু নরনাহা।
প্রভুতজি ভবন কাজ মম কাহা॥
বালক জ্ঞান বুদ্ধি বল হীনা।
রাখহু সরন জানি জন দীনা॥

হে নরনাথ, তুমিই বিচার করিয়া বল। তোমাকে ছাড়িয়া আমার ঘরে কাজটা কি আছে? আমি জ্ঞান ও বুদ্ধি বলহীন বালক, আমাকে দীন জন জানিয়া তোমার আশ্রয়ে রাখিও।

নীচি টহল গৃহ কৈ সব করিহউঁ।
পদ পঙ্কজ বিলোকি ভব তরিহউঁ॥
অস কহি চরন পরেউ প্রভু পাহী।
অব জনি নাথ কহহু গৃহ জাহী॥

গৃহ কর্মের মধ্যে নীচ কাজগুলি আমি করিব ও তোমার চরণপদ্ম দেখিয়া দেখিয়া সংসার সাগর তরিব। এই বলিয়া 'রক্ষা কর' বলিতে বলিতে প্রভুর চরণে অঙ্গদ পড়িয়া গিয়া বলিল—হে নাথ, আর আমাকে ঘরে যাওয়ার কথা বলিও না।

অঙ্গদবচন বিনীত সুনি রঘুপতি করুনাসীব।
প্রভু উঠাই উর লায়েউ সজল নয়নরাজীব॥

করুণাময় প্রভু রঘুপতি অঙ্গদের বিনয়পূর্ণ কথা শুনিয়া তাহাকে উঠাইয়া বুকে লইলেন, তাঁহার পদ্মলোচনে জল দেখা দিল।

নিজ উরমাল বসন মনি বালিতনয় পহিরাই।
বিদা কীন্হি ভগবান তব বহু প্রকার সমুঝাই॥

ভগবান রামচন্দ্র বালীপুত্র অঙ্গদকে নিজের বুকের মালা মণি ও বস্ত্র পরাইয়া দিয়া অনেক প্রকারে বুঝাইয়া বিদায় দিলেন।

৪০-৪২। ভরত অনুজ সৌমিত্রি সমেতা।
পঠবন চলে ভগত কৃতচেতা॥
অঙ্গদহৃদয় প্রেম নহিঁ থোরা।
ফিরি ফিরি চিতব রাম কী ওরা॥

ভক্ত বৎসল রাম ভরত শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ সহিত তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিতে চলিলেন। অঙ্গদের হৃদয়ে অশেষ প্রেম ছিল, রামের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল।

বার বার কর দণ্ডপ্রনামা।
মন অস রহন কহহিঁ মোহি রামা॥
রাম বিলোকনি বোলনি চলনী।
সুমিরি সুমিরি সোচত হঁসি মিলনী॥

বার বার অঙ্গদ দণ্ডবৎ হইতে লাগিল, তাহার মনে ইচ্ছা হইতেছিল যে, রাম যেন তাহকে থাকিতে বলেন। রামচন্দ্রের দৃষ্টি, তাঁহার কথা, তাঁহার চলন, তাঁহার হাসিয়া হাসিয়া মিলনের কথা স্মরণ করিয়া করিয়া অঙ্গদ খেদ করিতেছিল।

প্রভু রুখ দেখি বিনয় বহু ভাষী।
চলেউ হৃদয় পদ পঙ্কজ রাখী॥
অতি আদর সব কপি পঠাঁয়ে।
ভাইন্হ সহিত রাম পুনি আয়ে॥

আবার প্রভুর মুখের দিকে তাকাইয়া অঙ্গদ অনেক বিনয় করিয়া নিজ হৃদয়ে রামচন্দ্রের চরণকমল লইয়া চলিল। রামচন্দ্র অতি আদরের সহিত কপিদিগকে পঁহুছাইয়া দিয়া ভাইদিগের সহিত ফিরিয়া আসিলেন।

তব সুগ্রীবঁ চরন গহি নানা।
ভাঁতি বিনয় কীন্হী হনুমানা॥
দিন দস করি রঘুপতি পদ সেবা।
পুনি তব চরন দেখিহউঁ দেবা॥

হনুমান সুগ্রীবের পায় ধরিয়া নানা প্রকারে বিনয় করিয়া বলিল—হে দেব, দিন দশ রঘুপতির পদসেবা করিয়া তার পর তোমার চরণ দর্শন করিব।

পুন্যপুঞ্জ তুম্হ পবনকুমারা।
সেবহু জাই কৃপাআগারা॥
অস কহি কপি সব চলে তুরন্তা।
অঙ্গদ কহই সুনহু হনুমন্তা॥

পবন পুত্র হনুমান তুমি পুণ্যবান, তুমি গিয়া কৃপাময়কে সেবা কর। এই কথা বলিবার পর কপিরা সকলে রওনা হইল। তখন অঙ্গদ বলিল—হনুমান, শোন।

কহেহু দণ্ডবত প্রভু সন তুম্হহিঁ কহউঁ কর জোরি।
বার বার রঘুনায়কহিঁ সুরতি করায়েহু মোরি॥

তোমাকে হাত জোড় করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার প্রণাম প্রভুকে জানাইও; আর আমার কথা বার বার মনে করাইয়া দিও।

অস কহি চলেউ বালিসুত ফিরি আয়েউ হনুমন্ত।
তাসু প্রীতি প্রভু সন কহী মগন ভয়ে ভগবন্ত॥

এই বলিয়া অঙ্গদ চলিয়া গেল, হনুমানও ফিরিয়া আসিল। অঙ্গদের ভক্তির কথা প্রভুর নিকট বলিলে ভগবান মুগ্ধ হইলেন।

কুলিসহু চাহি কঠোর অতি কোমল কুসুমহু চাহি।
চিত খগেস অস রাম কর সমুঝি পরই কহু কাহি॥

হে গরুড়, রামচন্দ্রের মন বজ্র অপেক্ষাও কঠোর, আবার ফুলের অপেক্ষাও কোমল, ইহা কে বুঝিতে পারিবে?

৪৩॥ পুনি কৃপাল লিয়ো বোলি নিষাদা।
দীন্হে ভূষন বসন প্রসাদা।
জাহু ভবন মম সুমিরন করেহু।
মন ক্রম বচন ধর্ম অনুসরেহু॥

তার পর আবার রামচন্দ্র নিষাদকে ডাকিয়া আনিয়া প্রসন্ন হইয়া বসন ভূষণ দিয়া বলিলেন—বাড়ী যাও। বাড়ী গিয়া আমাকে স্মরণ করিও এবং মন কর্ম ও বচনে ধর্ম অনুসরণ করিও।

তুম্হ মম সখা ভরতসম ভ্রাতা।
সদা রহেহু পুর আবত জাতা॥
বচন সুনত উপজা সুখ ভারী।
পরেউ চরন ভরি লোচন বারী॥

হে সখা, তুমি আমার নিকট ভাই ভরতের সমান, তুমি সদা সর্বদা অযোধ্যাপুরীতে যাতায়ত করিও। এ কথায় গুহের বড় সুখ হইল, সে জল ভরা চোখে প্রভুর পায় পড়িল।

চরননলিন উর ধরি গৃহ আবা।
প্রভুসুভাউ পরিজননহি সুনাবা॥
রঘুপতিচরিত দেখি পুরবাসী।
পুনি পুনি কহহিঁ ধন্য সুখরাসী॥

তাঁহার চরণপদ্ম বুকে লইয়া গুহ ঘরে ফিরিল ও প্রভুর স্বভাবের কথা পরিজনদিগকে শুনাইল। পুরবাসিরা রঘুপতির চরিত্র দেখিয়া বার বার বলিতে লাগিল, "সুখময় রাজা রামচন্দ্র ধন্য"।

রাম রাজ বৈঠে ত্রৈলোকা।
হরষিত ভয়ে গয়ে সব সোকা॥
বয়রু ন কর কাহু সন কোঈ।
রামপ্রতাপ বিষমতা খোঈ॥

রামচন্দ্র রাজপাটে বসিলে তিনলোকে আনন্দ উপস্থিত হইল, সকল শোক দূর হইল। কেহ কাহারও সহিত শত্রুতা করে না, রামের প্রতাপে ছোট বড় উচ্চ নীচ ইত্যাদি ভেদভাব দূর হইল, কেহই কাহারও সহিত শত্রুতা করিত না।

বরনাশ্রম নিজ নিজ ধরম নিরত বেদপথ লোগ।
চলহিঁ সদা পাবহিঁ সুখ নহি ভয় সোক ন রোগ॥

সকলে বেদের নিয়মে চলিয়া বর্ণাশ্রম অনুযায়ী নিজ নিজ ধর্মে তৎপর হইল, লোক সর্বদা সুখী হইল। ভয় শোক রোগ রহিল না।

৪৪॥ দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা।
রামরাজ নহিঁ কাহুহি ব্যাপা॥
সব নর করহিঁ পরসপর প্রীতী।
চলহিঁ স্বধর্ম নিরত শ্রুতিরীতী।

দৈহিক, দৈবিক ও ভৌতিক দুঃখ রামরাজ্যে কাহারও পাইতে হইল না। সকলে অপরাপরের প্রতি প্রীতি করিতে লাগিল। স্বধর্ম নিরত হইয়া বেদ নির্দিষ্ট রীতিতে সকলে চলিতে লাগিল।

চারিউ চরণ ধরম জগ মাহীঁ।
পূরি রহা সপনেহু অঘ নাহীঁ॥
রাম ভগতি রত নর অরু নারী।
সকল পরম গতি কে অধিকারী॥

জগতে ধর্ম চার পায় পূর্ণ রহিল, স্বপ্নেও পাপ রহিল না। সকল নরনারী রামভক্তি রত হইল, সকলেই মোক্ষের অধিকারী হইল।

অল্প মৃত্যু নহিঁ কবনিউঁ পীরা।
সব সুন্দর সব বিরুজ সরীরা॥
নহিঁ দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা।
নহিঁ কোউ অবুধ ন লচ্ছনহীনা॥

অকাল মৃত্যু কাহাকেও ব্যথিত করিত না, সকলে সুন্দর, সকলে নীরোগ শরীর হইল। দীন দুঃখী ও দরিদ্র রহিল না, অজ্ঞান ও অলক্ষণ কেহই রহিল না।

সব নির্দম্ভ ধর্মরত পুনী।
নর অরু নারি চতুর সব গুনী॥
সব গুনজ্ঞ পণ্ডিত সব জ্ঞানী।
সব কৃতজ্ঞ নহিঁ কপট সয়ানী॥

সকলে দম্ভশূন্য ও ধর্মরত হইল, সকল নরনারী চতুর অথচ গুণবান হইল। সকলেই গুণজ্ঞ, পণ্ডিত ও জ্ঞানী হইল। সকলে কৃতজ্ঞ হইল, কপট চাতুরী করার কেহ রহিল না।

রামরাজ নভগেস সুনু সচরাচর জগ মাহিঁ।
কাল কর্ম সুভাব গুন কৃত দুখ কাহুহি নাহিঁ॥

হে গরুড়, শোন। রামরাজ্যে স্থাবর জঙ্গমময় সারা সংসারে কাল কর্ম স্বভাব ও গুণ জনিত দুঃখ কাহারও রহিল না।

৪৫॥ ভূমি সপ্ত সাগর মেখলা।
এক ভূপ রঘুপতি কোসলা॥
ভুবন অনেক রোম প্রতি জাসু।
যহ প্রভুতা কছু বহুত ন তাসু॥

সপ্তসাগররূপ কটিভূষণ সহিত সমস্ত পৃথিবীর এক রাজা হইলেন কোশলেশ রঘুপতি। যাঁহার রোমে রোমে অনেক ব্রহ্মাণ্ড, তাঁহার পক্ষে এই প্রভুত্ব বেশী কিছু নয়।

সো মহিমা সমুঝত প্রভু কেরী।
যহ বরনত হীনতা ঘনেরী॥
সো মহিমা খগেস জিন্হ জানী।
ফির এহি চরিত তিন্হহুঁ রতি মানী॥

প্রভুর সেই মহিমার কাছে উহার বর্ণনা করা বড় হীন কাজ হয়। হে গরুড়, প্রভুর সে মহিমার কথা যাহারা জানে, তাহারা রাম চরিত্রেই ভক্তি রাখিয়া থাকে।

সোউ জানে কর ফল যহ লীলা।
কহহিঁ মহা মুনিবর দমসীলা।
রাম রাজ কর সুখ সম্পদা।
বরনি ন সকই ফনীস সারদা॥

জিতেন্দ্রিয় মহামুনিরা বলিয়া থাকেন যে, প্রভুর সেই মহিমা বুঝার ফলে এই লীলার অনুভব হয়। রামরাজ্যের সুখ সম্পদ শেষ নাগ ও সরস্বতীও বর্ণনা করিতে পারেন না।

সব উদার সব পরউপকারী।
বিপ্র চরন সেবক নরনারী॥
এক নারি ব্রত রত নর ঝারী।
তে মন বচ ক্রম পতি হিতকারী॥

সকলেই উদার, সকলেই পরোপকারী ছিল, সকল স্ত্রী পুরুষই ব্রাহ্মণের চরণ সেবা করিত। সকল পুরুষ এক নারী ব্রত পালন করিত, আর স্ত্রীলোকেরাও মনে বাক্যে ও কর্মে পতির হিতকারিণী ছিল।

দণ্ড জতিন্হ কর ভেদ জহঁ নর্তক নৃত্যসমাজ।
জিতহু মনহিঁ অস সুনিয় জগ রামচন্দ্র কে রাজ॥

রামরাজ্যে রাজার হাত হইতে দণ্ড নীতি চলিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর (দণ্ডীর) হাতে আশ্রয় লইয়াছিল অর্থাৎ রাজার দণ্ডনীতির ব্যবহার করিতে হইত না। অপরাধ ছিলই না, সেইজন্য রাজ দণ্ড গিয়া সন্ন্যাসীর হাতের লাঠি লইল। রাজার ভেদ নীতি গ্রহণের আবশ্যক ছিল না বলিয়া পরস্পরে কলহ বাধাইয়া দেওয়ার কাজটা কেবল নাটুকেদের সমাজেই তামাসা দেখানোর জন্য বদ্ধ থাকে, আর জয় করার কাজটাও রাজার হাত হইতে চলিয়া যায়। কেননা জয় করার মত কোনও শত্রুও থাকে না, থাকে কেবল মনকে জয় করার কাজ এমনি রামরাজ্যের কথা শোন।

৪৬। ফুলহিঁ ফরহিঁ সদা তরু কানন।
রহহিঁ এক সঙ্গ গজ পঞ্চানন॥
খগ মৃগ সহজ বয়রু বিসরাঈ।
সবন্হি পরসপর প্রীতি বঢ়াঈ॥

বনে ও গাছগুলিতে সর্বদা ফুল ফল হইত। হাতী ও সিংহ একসঙ্গে থাকিত। পশু পক্ষীরা স্বাভাবিক বৈরভাব ভুলিয়া গিয়াছিল। সকলেই পরস্পরের প্রতি প্রেমের সম্পর্ক বাড়াইয়াছিল।

কূজহিঁ খগ মৃগ নানা বৃন্দা।
অভয় চরহিঁ বন করহিঁ অনন্দা॥
সীতল সুরভি পবন বহ মন্দা।
গুঞ্জত অলি লেই চলি মকরন্দা।

অনেক পশুপক্ষী দলে দলে শব্দ করিতে করিতে নির্ভয়ে বনে চরিত ও আনন্দ করিত। শীতল সুগন্ধ ও মন্দ বাতাস বহিত। ভ্রমরেরা গুঞ্জন শব্দ করিতে করিতে মধু লইয়া যাইত।

লতা বিটপ মাঁগে মধু চবহীঁ।
মনভাবতো ধেনু পয় স্রবহীঁ॥

সসসম্পন্ন সদা রহ ধরনী।
ত্রেতা ভই কৃতজুগ কৈ করনী॥

লতা বা গাছ চাওয়া মাত্রই মধু দিত, গাভীরা ইচ্ছা হইলেই দুধ দিত। পৃথিবী সর্বদা শস্যময়ী হইল। ত্রেতাযুগে সত্যযুগের ঘটনা ঘটিল।

প্রগটী গিরিন্হ বিবিধ মনিখানী।
জগদাতমা ভূপ জগ জানী॥
সরিতা সকল বহহিঁ বর বারী।
সীতল অমল স্বাদু সুখকারী॥

পর্বতে নানা মণির খনি দেখা দিল, উহারা জানিয়াছিল যে, ভগবানই রাজা হইয়াছেন। নদীতে শীতল নির্মল স্বাদু ও সুখদায়ক ভাল জল বহিত।

সাগর নিজ মরজাদা রহহীঁ।
ডারহিঁ রতন তটন্হি নর লহহীঁ॥
সরসিজ সঙ্কুল সকল তড়াগা।
অতি প্রসন্ন দসদিসা বিভাগা॥

সাগর নিজের মর্যাদার মধ্যে থাকিয়া তটে রত্ন ফেলিয়া দিত ও লোকে তাহা লইত। সকল সরোবরই পদ্মে ভরিয়া থাকিত, আর দশদিক ও দিকের বিভাগগুলিও অতি প্রসন্ন হইয়া থাকিত।

বিধু মহি পূর ময়ূখন্হি রবি তপ জেতনেহিঁ কাজ।
মাঁগে বারিদ দেহিঁ জল রামচন্দ্র কে রাজ।

রামচন্দ্রের রাজ্যে চন্দ্র কিরণ দিয়া পৃথিবী ভরিয়া দিত। সূর্য তাপ যতটুকু দরকার ততটুকুই দিত, আর মেঘের নিকট জল চাহিলেই জল দিত।

৪৭॥ কোটিন্হ বাজিমেধ প্রভু কীন্হে।
দান অনেক দ্বিজন্হ কহঁ দীন্হে।
শ্রুতি পথ পালক ধরম ধুরন্ধর।
গুনাতীত অরু ভোগপুরন্দর॥

প্রভু কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন, ব্রাহ্মণদিগকে অনেক দান দিলেন। রামচন্দ্র বেদ পথের রক্ষক ছিলেন, ধর্মের ধুরন্ধর ছিলেন, গুণের অতীত ও ভোগে ইন্দ্রের মত ছিলেন।

পতিঅনুকূল সদা রহ সীতা।
সোভাখানি সুসীল বিনীতা॥
জানতি কৃপা সিন্ধু প্রভুতাঈ।
সেবতি চরনকমল মন লাঈ॥

শোভাময়ী সুশীলা বিনীতা সীতা সর্বদা পতির সহায়ক থাকিতেন। কৃপাসিন্ধু রামচন্দ্রের প্রভুত্বের কথা তিনি জানিতেন. মন দিয়া তাঁহার চরণকমল সেবা করিতেন।

জদ্যপি গৃহ সেবক সেবকিনী।
বিপুল সকল সেবাবিধি গুনী॥
নিজ কর গৃহপরিচরজা করঈ।
রামচন্দ্র আয়সু অনুসরঈ॥

যদিও রাজবাটিতে সকল সেবায় পারদর্শী অনেক সেবক সেবিকা ছিল, তথাপি সীতা নিজ হাতেই গৃহ পরিচর্যা করিতেন। রামচন্দ্রের আজ্ঞা পালন করিতেন।

জেহি বিধি কৃপাসিন্ধু সুখ মানই।
সোই কর শ্রী সেবাবিধি জানই॥
কৌসল্যাদি সাসু গৃহ মাহীঁ।
সেবই সবন্হি মান মদ নাহীঁ॥
উমা রমা ব্রহ্মাদি বন্দিতা।
জগদম্বা সন্ততমনিন্দিতা॥

যাহাতে কৃপাসিন্ধু সুখ পাইতেন, সীতা তাহাই করিতেন। শ্রীসীতা সেবাবিধি জানিতেন। কৌশল্যাদি শাশুড়ীদের সকলের ঘরে সীতা সেবা করিতেন তাঁহার মান মদ ছিল না। সীতা ত পার্বতী লক্ষ্মী ও ব্রহ্মাদি দ্বারা বন্দিতা। তিনি জগতের মাতা, সর্বদা অনিন্দনীয়া।

জাসু কৃপাকটাচ্ছ সুর চাহত চিতবন সোই।
রাম পদারবিন্দ রতি করতি সুভাবহিঁ খোই॥

যাঁহার কৃপাকটাক্ষ দেবতারা পাইতে চায় সেই চঞ্চলা লক্ষ্মী সীতা, তাঁহার চঞ্চল স্বভাব ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের পদকমলে ভক্তি রাখিতেন।

৪৮॥ সেবহি সানুকূল সব ভাঈ।
রাম চরন রতি অতি অধিকাঈ॥
প্রভু মুখ কমল বিলোকত রহহীঁ।
কবহুঁ কৃপাল হমহি কছু কহহীঁ॥

ভাইয়েরা অনুকূল হইয়া রামচন্দ্রের সেবা করিতেন। তাঁহার চরণে তাঁহাদের প্রেম বাড়িয়াই যাইতেছিল। যদি প্রভু কখনো কিছু বলেন, এই আশায় তাঁহারা প্রভুর চন্দ্রমুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন।

রাম করহি ভ্রাতন্হ পর প্রীতী।
নানা ভাঁতি সিখাবহিঁ নীতী॥
হরষিত রহহিঁ নগর কে লোগা।
করহিঁ সকল সুরদুর্লভ ভোগা॥

রামচন্দ্র ভাইদের উপর ভালবাসা দেখাইতেন। তাঁহাদিগকে নানা প্রকার নীতি শিক্ষা দিতেন। নগরের লোকেরা আনন্দে থাকিত ও সকলে দেবদুর্লভ সুখ ভোগ করিত।

অহনিসি বিধিহিঁ মনাবত রহহীঁ।
শ্রীরঘুবীর চরন রতি চহহীঁ॥
দুই সুত সুন্দর সীতা জায়ে।
লব কুস বেদ পুরানন্হি গায়ে॥

তাহারা দিন রাত বিধাতার নিকট এই মানত করিত যে, শ্রীরঘুবীরের চরণে যেন ভক্তি থাকে। সীতামায়ের লব কুশ নামে দুই সুন্দর পুত্র হইল, তাহাদের কথা বেদ ও পুরাণে গীত আছে।

দোউ বিজঈ বিনঈ গুনমন্দির।
হরি প্রতি বিম্ব মনহুঁ অতি সুন্দর॥
দুই দুই সুত সব ভ্রাতন্হ কেরে।
ভয়ে রূপ গুন সীল ঘনেরে॥

তাহারা দুইজনেই বিজয়ী, বিনয়ী ও গুণের আকর; মনে হইত যেন তাহারা শ্রীরামচন্দ্রের দুই সুন্দর প্রতিবিম্ব। সকল ভাইয়েরই দুইজন করিয়া রূপ গুণ শীলবান পুত্র হইল।

জ্ঞান গিরা গোতীত অজ মায়া মন গুন পার।
সোই সচ্চিদানন্দঘন কর নরচরিত উদার॥

যাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা জানা যায় না, বাক্যে বর্ণনা করা যায় না, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে শুনিতে পাওয়া যায় না, যাঁহার জন্ম নাই, যিনি মায়ার বশীভূত নহেন, যিনি নির্গুণ, সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ উদার ভাবে মনুষ্য চরিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

৪৯॥ প্রাতকাল সরযূ করি মজ্জন।
বৈঠহিঁ সভা সঙ্গ দ্বিজ সজ্জন॥
বেদ পুরান বসিষ্ঠ বখানহিঁ।
সুনহিঁ রাম জদ্যপি সব জানহিঁ॥

প্রাতঃকালে সরযূতে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ ও সজ্জনের সহিত তিনি সভায় বসেন। বেদ পুরাণের কথা বশিষ্ঠ মুনি ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন, রাম যদিও সকল কথা জানেন, তবুও তাহা শুনিতেন।

অনুজন্হ সংজুত ভোজন করহীঁ।
দেখি সকল জননী সুখ ভরহীঁ॥
ভরত সত্রুহন দুনউ ভাঈ।
সহিত পবনসুত উপবন জাঈ॥

ছোট ভাইদের সহিত একত্র বসিয়া রামচন্দ্র ভোজন করিতেন। তাহা দেখিয়া মায়েরা সকলে সুখে পূর্ণ হইতেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন দুই ভাই-ই হনুমানের সহিত বাগিচায় যাইয়া,

বুঝহিঁ বৈঠি রাম গুন গাহা।
কহ হনুমান সুমতি অবগাহা॥
সুনত বিমল গুন অতি সুখ পাবহি।
বহুরি বহুরি করি বিনয় কহাবহিঁ॥

বসিয়া রামের গুণ কাহিনী জিজ্ঞাসা করেন, আর পরম বুদ্ধিমান হনুমান সে কথা বলে। তাহা শুনিয়া তাঁহারা অতি বিমল সুখ পান এবং বার বার মিনতি করিয়া কথা বলান।

সব কে গৃহ গৃহ হোহিঁ পুরানা।
রাম চরিত পাবন বিধি নানা॥
নর অরু নারি রাম গুন গাবহিঁ।
করহিঁ দিবস নিসি জাত ন জানহিঁ॥

সকলের গৃহে পুরাণ পাঠ ও পবিত্র রামচরিত্রের নানা রূপ কত কথা হয়। নরনারীরা রাম গুনগান করে, দিন রাত কোথা দিয়া যায় তাহা জানে না।

অবধপুরী বাসিন্হ কর সুখ সম্পদা সমাজ।
সহস সেষ নহিঁ কহি সকহিঁ জহঁ নৃপ রাম বিরাজ॥

যেখানে স্বয়ং রাজা রামচন্দ্র বিরাজমান সেই অযোধ্যাপুরবাসীদের সুখ সম্পদের ও সেখানকার জনসমাজের কথা সহস্র শেষ নাগও বর্ণনা করিতে পারে না।

৫০॥ নারদাদি সনকাদি মুনীসা।
দরসন লাগি কোসলাধীসা॥
দিন প্রতি সকল অজোধ্যা আবহিঁ।
দেখি নগর বিরাগ বিসরাবহিঁ।

নারদাদি ও সনকাদি মুনিরা কোশলরাজ রামচন্দ্রকে দেখার জন্য প্রতিদিন অযোধ্যায় আসিতেন ও নগর দেখিয়া বিরাগ ভুলিয়া যাইতেন। অযোধ্যাপুরীর প্রতি তাঁহাদেরও অনুরাগ হইত।

রত্ন জটিত মনি কনক অটারী।
নানা রঙ্গ রুচির গচ ঢারী॥
পুর চহুঁ পাস কোট অতি সুন্দর।
রচে কঁগুরা রঙ্গ রঙ্গ বর॥

পুরীতে মণিরত্নের কাজ করা সোনার অট্টালিকা, নানা রংয়ের সুন্দর ঢালু ছাদ, চারিদিকে অতি সুন্দর গড় ও তাহাতে রঙ্‌ বেরঙ্গের চূড়া বসান ছিল।

নবগ্রহ নিকর অনীক বনাঈ।
জনু ঘেরী অমরাবতি আঈ॥
মহি বহু রঙ্গ রচিত গচ কাঁচা।
জো বিলোকি মুনিবর মন নাঁচা॥

অযোধ্যার চূড়ার শোভা দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন নবগ্রহেরা সৈন্য সাজাইয়া ইন্দ্রপুরী ঘিরিয়া আছে। পৃথিবী যেন নানা রংয়ের ছাতে ও কাচে সাজিয়া বসিয়াছিল, এমন শোভা যে তাহা দেখিয়া মুনিদিগের মনও চঞ্চল হয়।

ধবল ধাম উপর নভ চুম্বত।
কলস মনহুঁ রবি সসি দুতি নিন্দত॥
বহু মনিরচিত ঝরোখা ভ্রাজহিঁ।
গৃহ গৃহ প্রতি মনিদীপ বিরাজহিঁ॥

ধবল ধামের চূড়ায় কলস এত উঁচু ছিল যে, মনে হয় যেন আকাশ ছুঁইতেছে। অনেক মণি রচিত জানালা শোভা পাইতেছিল, প্রত্যেক বাড়ীতে মণির প্রদীপ জ্বলিত।

**ছন্দ—মনিদীপ রাজহিঁ ভবন ভ্রাজহিঁ দেহরী
বিদ্রুম রচী।
মনিখম্ভ ভীতি বিরঞ্চি বিরচী কনকমনি
মরকত খচী॥
সুন্দর মনোহর মন্দিরায়ত অজির রুচির
ফটিক রচে।
প্রতিদ্বার দ্বার কপাট পুরট বনাই বজ্রন্হি
বহু খচে॥**

বাড়ীতে বাড়ীতে মণির প্রদীপ শোভা পাইতেছিল, আর পৈঠা ছিল প্রবালের তৈরী। মণির তৈয়ারী স্তম্ভের এমন সোনা মণি মকরত বসান ছিল যে, সে যেন ব্রহ্মার তৈয়ারী। সুন্দর প্রশস্ত বাড়ীগুলিতে স্ফটিকের তৈয়ারী আঙ্গিনা ছিল; প্রত্যেক দরজায় সোনার কবাটে হীরার কাজ করা ছিল।

**চারু চিত্র সালা গৃহ গৃহ প্রতি লিখে বনাই।
রাম ধাম জো নিরখত মুনি মন লেহিঁ চোরাই॥**

প্রত্যেক গৃহেই সুন্দর চিত্রশালা সাজান ছিল। রামচন্দ্রের পুরী অযোধ্যাকে যে মুনি দেখিত, উহা তাহারই মন হরণ করিয়া লইত।

**৫১॥ সুমনবাটিকা সবহিঁ লগাঈ।
বিবিধ ভাঁতি করি জতন বনাঈ॥
লতা ললিত বহু জাতি সুহাঈঁ।
ফুলহিঁ সদা বসন্ত কী নাঈঁ॥**

সকলেই যত্ন করিয়া নানা রকমের ফুল বাগিচা করিয়াছিল। তাহাতে নানা প্রকারের সুন্দর লতা ছিল, যাহা বসন্তকালে যেমন ফুল দেখা দেয়, তেমনি সর্বদা ফুল দিত।

**গুঞ্জত মধুকর মুখর মনোহর।
মারুত ত্রিবিধ সদা বহ সুন্দর॥
নানা খগ বালকন্হি জিআয়ে।
বোলত মধুর উড়াত সুহায়ে॥**

সে ফুল বাগিচাগুলিতে মধুকরেরা সুন্দর গুণগুণ শব্দ করিত, সর্বদা বাতাস বহিত। বালকেরা নানা পাখী পালিত, তাহারা মিষ্ট স্বরে ডাকিত ও সুন্দর উড়িত।

**মোর হংস সারস পারাবত।
ভবনন্হি পর সোভা অতি পাবত॥
জহঁ তহঁ দেখহিঁ নিজ পরিছাহীঁ।
বহু বিধি কূজহিঁ নৃত্য করাহীঁ॥**

বাড়ীর উপর ময়ূর হাঁস পায়রা শোভা দিত। পাখীগুলি যেখানে সেখানে নিজের প্রতিমূর্তি দেখিতে পাইত। (কাচের উপর, পালিশ করা দরজার উপর ইত্যাদি) নানা রকম ডাক ডাকিত ও নাচিত।

**সুক সারিকা পঢ়াবহিঁ বালক।
কহহু রাম রঘুপতি জনপালক॥
রাজদুআর সকল বিধি চারু।
বীথী চৌহট রুচির বজারু॥**

ছেলেরা 'রাম' 'রঘুপতি' 'জনপালক' টিয়া ও ময়নাদিগকে বলিতে শিখাইত। রাজদ্বার সকল প্রকারে সুন্দর ছিল, গলি চৌরাস্তা ও বাজার মনোহর ছিল।

**ছন্দ—বাজার রুচির ন বনই বরনত বস্তু বিনু
গথ পাইয়ে।
জহঁ ভূপ রমানিবাস তহঁ কী সম্পদা কিমি
গাইয়ে॥
বৈঠে বজাজ সরাফ বনিক অনেক মনহুঁ
কুবের তে।
সব সুখী সব সচ্চরিত সুন্দর নারি নর
সিসু জরঠ জে॥**

বজাজ—কাপড় বিক্রেতা। সরাফ—পোদ্দার, টাকার ভাঙ্গতি যে বেচে॥ বাজারের সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না, সেখানে বিনামূল্যে বস্তু পাওয়া যাইত। যেখানে স্বয়ং লক্ষ্মীপতি রাজা, সেখানের সম্পদের কথা কি করিয়া বলা যাইবে? বাজারে অনেক কাপড় বিক্রেতা পোদ্দার ও বেপারী বসিত, তাহারা যেন কুবেরের মত ধনী ছিল। সেখানকার সকল নরনারী শিশু ও বৃদ্ধ সকলেই সুখী সচ্চরিত্র ও সুন্দর ছিল।

**উত্তর দিসি সরজূ বহ নির্মলজল গম্ভীর।
বাঁধে ঘাট মনোহর স্বল্প পঙ্ক নহিঁ তীর॥**

উত্তর দিকে নির্মল জলশালী গম্ভীর সরযূ নদী বহিত। মনোহর বাঁধা ঘাট ছিল, নদীর পাড়ে এতটুকুও কাদা ছিল না।

**৫২॥ দূরি ফরাক রুচির সো ঘাটা।
জহঁ জল পিঅহিঁ বাজি গজ ঠাটা॥
পনিঘট পরম মনোহর নানা।
তহাঁ ন পুরুষ করহিঁ অস্নানা॥**

সরযূতীরে দূরে আলাদা ঘাট ছিল, সেখানে হাতী ঘোড়ার দল জল খাইত। অনেক মনোহর জল লওয়ার ঘাট ছিল—সেখানে পুরুষেরা স্নান করিত না।

**রাজঘাট সব বিধি সুন্দর বর।
মজ্জহিঁ তহাঁ বরন চারিউ নর॥
তীর তীর দেবন্হ কে মন্দির।
চহুঁ দিসি তিন্হ কে উপবন সুন্দর॥**

সকল প্রকারে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ রাজঘাট ছিল, সেখানে চারিবর্ণের লোকেরাই স্নান করিত। নদীতে কূলে কূলে দেবমন্দির ছিল, আর তাহার চারিদিকে সুন্দর বাগান ছিল।

কহঁ কহঁ সরিতাতীর উদাসী।
বসহিঁ জ্ঞানরত মুনি সন্ন্যাসী॥
তীর তীর তুলসিকা সুহাঈ।
বৃন্দ বৃন্দ বহু মুনিন্হ লগাঈ॥

নদীতীরে কোথাও বা উদাসী সন্ন্যাসী বা জ্ঞানরত মুনি বাস করিতেন। নদীর তীরে তীরে মুনিরা অনেক সুন্দর তুলসী গাছ লাগাইয়াছিলেন।

পুরসোভা কছু বরনি ন জাঈ।
বাহির নগর পরম রুচিরাঈ॥
দেখত পুরী অখিল অঘ ভাগা।
বন উপবন বাপিকা তড়াগা॥

নগরের শোভা অবর্ণনীয়, নগরের বাহিরের শোভা বড় মনোহর ছিল। অযোধ্যার পুরী ও উহার বন বাগিচা পুকুর দীঘি দেখিলে যত পাপ আছে সবই নষ্ট হয়।

ছন্দ—বাপী তড়াগ অনূপ কূপ মনোহরায়ত সোহহীঁ।
সোপান সুন্দর নীর নির্মল দেখি সুর মুনি মোহহীঁ॥
বহু রঙ্গ কঞ্জ অনেক খগ কূজহিঁ মধুপ গুঞ্জরহীঁ॥
আরাম রম্য পিকাদি খগ রব জনু পথিক হঙ্কারহীঁ॥

নগরের দীঘি পুকুর ও কূপের অতুল শোভা। উহাদের সুন্দর পৈঠা ও নির্মল জল দেখিয়া মুনি ও দেবতাদেরও মন মুগ্ধ হয়। অনেক রংয়ের পদ্ম ফুটিয়া থাকে, মৌমাছিরা গুন্‌গুন্ করে, পাখী ডাকে, রমণীয় বাগিচার কোকিলাদি পাখীরা যেন পথিককে ডাকিয়া (বিশ্রাম করিতে) আসিতে বলে।

রমানাথ জহঁ রাজা সো পুর বরনি কি জাই।
অনিমাদিক সুখ সম্পদা রহী অবধ সব ছাই॥

যেখানে লক্ষ্মীপতি স্বয়ং রাজা, সে পুরী কি বর্ণনা করা যায়? অণিমাদি সিদ্ধি ও সম্পদ অযোধ্যা ছাইয়া ছিল।

৫৩॥ জহঁ তহঁ নর রঘুপতি গুন গাবহিঁ।
বৈঠি পরসপর ইহই সিখাবহিঁ॥
ভজহু প্রনত প্রতি পালক রামহি।
সোভা সীল রূপ গুন ধামহি॥

যেখানে সেখানে লোকেরা রঘুপতির গান করিত, আর বসিয়া বসিয়া একে অন্যকে এই কথাই শিখাইত যে, শরণাগত প্রতিপালক শোভাময় রূপগুণধাম রামকে ভজনা কর।

জলজ বিলোচন স্যামল গাতহিঁ।
পলক নয়ন ইব সেবকত্রাতহিঁ॥
ধৃত সর রুচির চাঁপ তূনীরহিঁ।
সন্ত কঞ্জ বন রবি রন ধীরহিঁ॥

পদ্মলোচন শ্যামল শরীর রামচন্দ্র চোখের পাতা যেমন চোখকে রক্ষা করে, তেমনি সেবককে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার হাতে মনোহর ধনুঃশর, তিনি সাধুদের পদ্মবনের পক্ষে সূর্যের মত, তিনি যুদ্ধে স্থির বুদ্ধি।

কাল করাল ব্যাল খগ রাজহিঁ।
নমত রাম অকাম মমতা জহিঁ॥
লোভ মোহ মৃগ জুথ কিরাতহিঁ।
মনসিজকরি হরিজন সুখ দাতহিঁ॥

রামচন্দ্র কালরূপ করাল সাপের পক্ষে গরুড়ের মত। সেই রামকে নিষ্কাম হইয়া নমস্কার কর, মমতা জয় কর। লোভ মোহ আদি পশুর পক্ষে রাম করাতের ন্যায়, কামরূপ হাতীর পক্ষে তিনি সিংহ, তিনি ভক্তের সুখ দানকারী।

সংসয় সোক নিবিড় তম ভানুহিঁ।
দনুজ গহন ঘন দহন কৃসানুহিঁ॥
জনকসুতা সমেত রঘুবীরহিঁ।
কস ন ভজহু ভঞ্জন ভবভীরহিঁ॥

সংসারের সংশয় ও শোকরূপ অতি ঘন অন্ধকারের পক্ষে সূর্যের মত, দৈত্যরূপী ঘন বন পোড়াইতে আগুনের মত, ভবভয়হারী রঘুবীরকে কেন না পূজা করিবে?

বহু বাসনা মসক হিম রাসিহিঁ।
সদা একরস অজ অবিনাসিহিঁ॥
মুনিরঞ্জন ভঞ্জন মহিভারহিঁ।
তুলসিদাস কে প্রভুহি উদারহিঁ॥

শীত ঋতু যেমন মশা নষ্ট করে, প্রভু তেমনি নানা বাসনা নষ্ট করেন। প্রভু সচ্চিদানন্দ, জন্মরহিত ও অবিনাশী। প্রভু মুনিদিগের মনোরঞ্জন করেন ও পৃথিবীর ব্যথা দূর করেন। প্রভু উদার, প্রভু তুলসীদাসের স্বামী।

এহি বিধি নগর নারি নর করহিঁ রাম গুন গান।
সানুকূল সব পর রহহিঁ সন্তত কৃপানিধান॥

অযোধ্যার পুরুষ ও স্ত্রীরা এই প্রকারে রামগুণ গান করিত। কৃপানিধান রামচন্দ্র সকলের উপর সকল সময়েই প্রসন্ন থাকিতেন।

৫৪॥ জব তেঁ রামপ্রতাপ খগেসা।
উদিত ভয়উ অতি প্রবল দিনেসা॥
পূরি প্রকাস রহেউ তিহুঁ লোকা।
বহুতেন্হ সুখ বহুতেন্হ মন সোকা॥

হে গরুড়, যখন হইতে রামের প্রতাপরূপ অতি তেজস্বর সূর্য উদয় হইল, তখন হইতে উহা তিন লোক পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহাতে অনেকের সুখ ও অনেকের দুঃখ হইল।

জিন্‌হহি সোক তে কহউঁ বখানী।
প্রথম অবিদ্যানিসা নসানী॥
অঘ উলুক জহঁ তহাঁ লুকানে।
কাম ক্রোধ কৈরব সকুচানে॥

যাহাদের শোক হইয়াছিল, তাহাদের কথা বলিতেছি—প্রথমে ত অজ্ঞানরূপ রাত্রি নষ্ট হইল। রাত নষ্ট হইল বলিয়া পাপরূপ পেচক লুকাইল, আর কাম ক্রোধ রূপ কুমুদিনী মুসড়াইয়া গেল।

বিবিধ কর্ম গুন কাল সুভাউ।
এ চকোর সুখ লহহিঁ ন কাউ॥
মৎসর মান মোহ মদ চোরা।
ইন্‌হ কর সুখ নহিঁ কবনিহুঁ ওরা।

নানা কর্ম, গুণ, কাল ও স্বভাব অনুযায়ী সাধারণতঃ লোকের সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু যেমন সূর্য উঠিলে চকোর অসুখী হয়, তেমনি রাম প্রতাপে কর্ম গুণ ও কাল এবং স্বভাবের রীতি বদলাইয়া সকলই রাম অভিমুখী হইল, প্রাক্তনের দুঃখ হইল। ঈর্ষা, অভিমান, মোহ, অহঙ্কার ইত্যাদিরা চোখের মত ; কোনও দিকেই ইহাদের সুখ ছিল না।

ধরম তড়াগ জ্ঞান বিজ্ঞানা।
এ পঙ্কজ বিকসে বিধি নানা॥
সুখ সন্তোষ বিরাগ বিবেকা।
বিগত সোক এ কোক অনেকা॥

রাম প্রতাপরূপ সূর্য উদিত হওয়ায়, ধর্ম সরোবরে জ্ঞান বিজ্ঞানাদি নানা পদ্ম ফুটিয়া উঠিল। সুখ, সন্তোষ, বৈরাগ্য ও বিচার শক্তিরূপ অনেক চখা সুখী হইল।

যহ প্রতাপরবি জা কে উর জব করই প্রকাস।
পছিলে বাঢ়হিঁ প্রথম জে কহে তে পাবহিঁ নাস॥

যখন যাহার হৃদয়ে এই প্রতাপ-সূর্য প্রকাশিত হয়, তখন জ্ঞান বিজ্ঞান বৈরাগ্যাদি শেষে যে গুণের কথা বলা হইল, সেগুলি বাড়িতে থাকে। আর প্রথমে যে কাম ক্রোধ মাৎসর্য ইত্যাদি অপগুণের কথা বলা হইল, সেগুলি নষ্ট হয়।

৫৫॥ ভ্রাতৃন্‌হ সহিত রাম এক বারা।
সঙ্গ পরমপ্রিয় পবনকুমারা॥
সুন্দর উপবন দেখন গয়ে।
সব তরু কুসুমিত পল্লব নয়ে॥

একবার ভাইদিগকে লইয়া রামচন্দ্র উপবন দেখিতে যান, সঙ্গে পরমপ্রিয় হনুমান ছিল। তখন সকল গাছে ফুল ও নূতন পাতা আসিয়াছে।

জানি সময় সনকাদিক আয়ে।
তেজপুঞ্জ গুনসীল সুহায়ে॥
ব্রহ্মানন্দ সদা লয়লীনা।
দেখত বালক বহুকালীনা॥

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সনকাদি মুনিরা আসিলেন। তাঁহারা তেজোময়, গুণশীল ও সুশোভন, সর্বদা ব্রহ্মানন্দে লয়লীন হইয়া থাকেন। তাঁহারা দেখিতে বালকের মত, বস্তুতঃ তাঁহাদের বয়স অনেক।

রূপ ধরে জনু চারিউ বেদা।
সমদরসী মুনি বিগতবিভেদা॥
আসা বসন ব্যসন যহ তিন্‌হহীঁ।
রঘুপতি চরিত হোই তহঁ সুনহীঁ॥

আসা বসন—দিগম্বর॥ সনকাদি মুনিরা সমদর্শী ছিলেন। সুখ দুঃখ শত্রু মিত্র সমান জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষ, আত্মপর ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান ছিল না। তাঁহারা উলঙ্গ থাকিতেন। আর তাঁহাদের এই একটা মাত্র নেশা ছিল যে, যেখানে রঘুপতি চরিতকথা হয়, তাঁহারা সেখানেই তাহা শোনেন।

তহাঁ রহে সনকাদি ভবানী।
জহঁ ঘটসম্ভব মুনিবর জ্ঞানী॥
রামকথা মুনি বহু বিধি বরনী।
জ্ঞান জোনি পাবক জিমি অরনী॥

ভবানী, যেখানে অগস্ত্য মুনি ছিলেন, সেইখানে সনক সনাতন সনন্দন ও সনৎকুমার মুনি রহিলেন। যেমন অরণী কাঠ হইতে আগুন উৎপন্ন করা হয়, তেমনি রামচরিত কথাও জ্ঞান উৎপন্ন করে। রামের কথা অগস্ত্য মুনি নানাভাবে বলিলেন।

দেখি রাম মুনি আবত হরষি দণ্ডবত কীন্‌হ।
স্বাগত পুছি পীতপট প্রভু বৈঠন কহঁ দীন্‌হ॥

রামচন্দ্র মুনিদিগকে আসিতে দেখিয়া দণ্ডবৎ করিলেন। তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া প্রভু তাঁহাদের বসার জন্য নিজের পীত রংয়ের কাপড় পতিয়া দিলেন।

৫৬॥ কীন্‌হ দণ্ডবত তীনিউঁ ভাঈ।
সহিত পবনসুত সুখ অধিকাঈ॥
মুনি রঘুপতি ছবি অতুল বিলোকী।
ভয়ে মগন মন সকে ন রোকী॥

তিন ভাই ও হনুমান অতি সুখে মুনিদিগকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। মুনিরা রঘুপতির অতুল শোভা দেখিয়া মনকে বশে রাখিতে পারিলেন না, মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

শ্যামলগাত সরোরুহ লোচন।
সুন্দরতামন্দির ভবমোচন॥
একটক রহে নিমেষ ন লাবহিঁ।
প্রভু কর জোরে সীস নবাবহিঁ॥

সৌন্দর্যের নিবাস, সংস্কার বন্ধন মোচনকারী, শ্যামল শরীর পদ্মলোচন, রামচন্দ্রের দিকে মুনিরা এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন ; পলক ফেলিতে পারিলেন না। প্রভু মাথা নত করিয়া হাত জোড় করিয়া রহিলেন।

তিন্হ কৈ দসা দেখি রঘুবীরা।
স্রবত নয়ন জল পুলক সরীরা॥
কর গহি প্রভু মুনিবর বৈঠারে।
পরম মনোহর বচন উচারে॥

তাঁহাদের দশা দেখিয়া রঘুবীরের চোখে জল আসিল, শরীরে পুলক উপস্থিত হইল। প্রভু মুনিবরদিগকে হাত ধরিয়া বসাইয়া অতি মনোহর বাক্যে বলিতে লাগিলেন—

আজু ধন্য মৈঁ সুনহু মুনীসা।
তুম্হরে দরস জাহিঁ অঘ খীসা॥
বড়ে ভাগ পাইয় সতসঙ্গা।
বিনহিঁ প্রয়াস হোই ভবভঙ্গা॥

হে মুনিশ্বরগণ, আপনাদিগকে দেখিয়া আমি আজ ধন্য হইলাম। আপনাদের দর্শনে পাপ নষ্ট হয়। বড় ভাগ্যবশতঃ সৎসঙ্গ পাওয়া যায় এবং অক্লেশে সংসার হইতে মুক্তি হয়।

সন্ত পন্থ অপবর্গ কর কামী ভব কর পন্থ।
কহহিঁ সন্ত কবি কোবিদ শ্রুতি পুরান সদগ্রন্থ॥

সাধু কবি জ্ঞানীরা ও বেদপুরাণ এবং সদগ্রন্থাদি এ কথা বলেন যে সাধুদের পথে মুক্তি, আর কামীদের পথে সংসার বন্ধন হয়।

৫৭॥ সুনি প্রভুবচন হরষি মুনি চারী।
পুলকিত তনু অস্তুতি অনুসারী॥
জয় ভগবন্ত অনন্ত অনাময়।
অনঘ অনেক এক করুনাময়॥

প্রভুর বাক্য শুনিয়া মুনিরা চারিজন আনন্দে স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভগবান, অনন্ত নীরোগ নিষ্পাপ, বহু হইয়াও ও এক করুণাময়।

জয় নির্গুন জয় জয় গুনসাগর।
সুখমন্দির সুন্দর অতি নাগর॥
জয় ইন্দিরারমন জয় ভূধর।
অনুপম অজ অনাদি সোভাকর॥

হে নির্গুণ, হে গুণের সাগর, "তোমর জয় হউক"। তুমি সুখের নিবাসস্থান, তুমি সুন্দর ও অতি চতুর। হে রমাপতি, হে পৃথিবীর রক্ষক, অনুপম অজ, অনাদি ও শোভাময় রামচন্দ্র "তোমার জয় হউক"।

জ্ঞাননিধান অমান মানপ্রদ।
পাবন সুজস পুরান বেদ বদ॥
তজ্ঞ কৃতজ্ঞ অজ্ঞতাভঞ্জন।
নাম অনেক অনাম নিরঞ্জন॥

তুমি জ্ঞানের আলয়, অভিমানশূন্য মানদায়ক, পুরাণ তোমার পবিত্রতা ও সুযশের কথা বলে তুমি তত্ত্বজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, অজ্ঞান দূর কর, তোমার অনেক নাম হইলেও নাম নাই, তুমি নিরঞ্জন।

সর্ব সর্বগত সর্ব উরালয়।
বসসি সদা হম কহুঁ পরিপালয়॥
দ্বন্দ বিপতি ভবফন্দ বিভঞ্জয়।
হৃদি বসি রাম কামমদ গঞ্জয়॥

তুমিই সকল, তুমি সকলের ভিতর আছ, সকলের হৃদয়ে সর্বদা বাস কর, তুমি আমাদিগকে পালন কর। তুমি আমাদের সুখ দুঃখের ভাল মন্দের দ্বন্দ্ব, বিপদ ও সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত কর। হে রাম, তুমি আমাদের হৃদয়ে বসিয়া কাম ও অহঙ্কার নাশ করিয়া দাও।

পরমানন্দ কৃপায়তন মন পরি পুরন কাম।
প্রেম ভগতি অনপায়নী দেহু হমহিঁ শ্রীরাম॥

হে শ্রীরাম, তুমি পরমানন্দময়, কৃপাময়, তুমি মনের কামনা পূর্ণ কর, তুমি আমাদিগকে অনন্ত ভক্তি ও প্রেম দাও।

৫৮॥ দেহু ভগতি রঘুপতি অতি পাবনি।
ত্রিবিধ তাপ ভব দাপ নসাবনি॥
প্রনত কাম সুর ধেনু কলপতরু।
হোই প্রসন্ন দীজই প্রভু যহ বরু॥

হে রঘুপতি আমাদিগকে অতি পবিত্র ভক্তি দাও, যে ভক্তি ত্রিবিধ তাপ ও সংসারের দাহ নষ্ট করে। হে শরণাগতের ইচ্ছা পূরণকারী কামধেনু, হে কল্পতরু, প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে ঐ বর দাও।

ভব বারিধি কুম্ভজ রঘুনায়ক।
সেবতসুলভ সকল সুখ দায়ক॥
মন সম্ভব দারুন দুখ দারয়।
দীনবন্ধু সমতা বিস্তারয়॥

হে রঘুনায়ক, তুমি সংসার সমুদ্রের পক্ষে অগস্ত্য মুনির ন্যায়, তুমি ভক্তদিগের নিকট সুলভ, তুমি সকল সুখ দিয়া থাক। কামনার দারুণ দুঃখ তুমি দূর কর। হে দীনবন্ধু, তুমি আমাদিগকে সমবুদ্ধি দাও।

আস ত্রাস ইরিষাদি নিবারক।
বিনয় বিবেক বিরতি বিস্তারক॥
ভূপ মৌলি মনি মণ্ডন ধরনী।
দেহি ভগতি সংসৃতি সরি তরনী।

আশা ঈর্ষা ও ভয় ইত্যাদি নিবারণকারী, বিনয় জ্ঞান বৈরাগ্য বর্ধনকারী, হে রাজাদের শিরোমণি, পৃথিবীর ভূষণ, সংসার নদী পার হওয়ার নৌকাস্বরূপ, তোমার প্রতি ভক্তি দাও।

মুনি মন মানস হংস নিরন্তর।
চরনকমল বন্দিত অজ শঙ্কর॥
রঘুকুল কেতু সেতু শ্রুতিরচ্ছক।
কাল কর্ম সুভাব গুন ভচ্ছক॥
তারন তরন হরন সব দূষন।
তুলসিদাস প্রভু ত্রিভুবন ভূষন॥

হে মুনিমনরূপ মানস সরোবরের হংস, তোমার চরণকমল ব্রহ্মা ও শঙ্কর সর্বদা বন্দনা করেন। তুমি রঘুকুলের কেতু, তুমি বেদের রক্ষক, তুমি কাল কর্ম ও স্বভাবের গুণ খাইয়া ফেল। যাহারা অপরকে উদ্ধার করিতে পারে, তুমি তাহাদিগকেও উদ্ধার কর। তুমি সকল দোষ হরণ কর, হে তুলসী দাসের প্রভু, তুমি ত্রিভুবনের ভূষণ স্বরূপ।

বার বার অস্তুতি করি প্রেমসহিত সিরু নাই।
ব্রহ্মভবন সনকাদি গে অতি অভীষ্ট বর পাই॥

নমস্কার করিয়া সনকাদি মুনিরা তাঁহাদের নিকট যাহা অত্যন্ত প্রিয়, সেই রঘুপতির ভক্তি বর পাইয়া ব্রহ্মলোকে গেলেন।

৪৯॥ সনকাদিক বিধিলোক সিধায়ে।
ভ্রাতন্হ রামচরন সির নায়ে॥
পূছত প্রভুহিঁ সকল সকুচাহীঁ।
চিতবহিঁ সব মারুতসুত পাহীঁ॥

সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মলোকে গেলে, ভাইয়েরা রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। সকলেরই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, তাঁহারা সকলে হনুমানের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

সুনী চহহিঁ প্রভুমুখ কৈ বানী।
জো সুনি হোই সকল ভ্রম হানী॥
অন্তরজামী প্রভু সব জানা।
বুঝত কহহু কাহ হনুমানা॥

তাঁহারা যে কথা শুনিলে সকল ভ্রম দূর হয়, প্রভুর মুখের সেই কথা শুনিতে চাহিতেছিলেন। অন্তর্যামী রামচন্দ্র সকলই জানিলেন ও হনুমানকে বলিলেন—কি জিজ্ঞাসা করিতে চাও?

জোরি পানি কহ তব হনুমন্তা।
সুনহু দীনদয়াল ভগবন্তা॥
নাথ ভরত কছু পূছন চহহীঁ।
প্রশ্ন করত মন সকুচত অহহীঁ॥

তখন হনুমান হাত জোড় করিয়া বলিল—হে দীনদয়াল ভগবান, হে নাথ, ভরত কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু প্রশ্ন করিতেও মনে সঙ্কোচ হইতেছে।

তুমহ জানহু কপি মোর সুভাউ।
ভরতহিঁ মোহি কছু অন্তর কাউ॥
সুনি প্রভুবচন ভরত গহে চরনা।
সুনহু নাথ প্রনতারতিহরনা॥

হনুমান, তুমি আমার স্বভাব জান। ভরত ও আমার মধ্যে কোথাও কোনও ফাঁক নাই। প্রভুর কথা শুনিয়া ভরত প্রভুর পায় পড়িয়া বলিল—হে ভক্ত দুঃখ দূরকারী প্রভু, শোন।

নাথ ন মোহি সন্দেহ কছু সপনেহুঁ সোক ন মোহ।
কেবল কৃপা তুম্হারিহী কৃপানন্দ সন্দোহ॥

হে নাথ, আমার কোনও সন্দেহ নাই। স্বপ্নেও আমার শোক বা মোহ নাই। হে কৃপাময়, আনন্দময়, এ সকলই তোমার কৃপায়।

৬০॥ করউঁ কৃপানিধি এক ঢিঠাঈ।
মৈঁ সেবক তুম্হ জন সুখ দাঈ॥
সন্তন কৈ মহিমা রঘুরাঈ।
বহু বিধি বেদ পুরানন্হি গাঈ॥

হে কৃপানিধি, তুমি ভক্ত সুখদায়ক, আর আমি দাস বলিয়া একটা ধৃষ্টতা করিতেছি। হে রঘুরাজ, সাধুদের মহিমার কথা বেদ পুরাণে নানা ভাবে গীত হইয়াছে।

শ্রীমুখ তুম্হ পুনি কীন্হি বড়াঈ।
তিন্হ পর প্রভুহিঁ প্রীতি অধিকাঈ॥
সুনা চহহুঁ প্রভু তিন্হ কর লচ্ছন।
কৃপাসিন্ধু গুন জ্ঞান বিচচ্ছন॥

আবার তুমিও শ্রীমুখে তাঁহাদের প্রশংসা করিলে, তাঁহাদের উপর প্রভুর বিশেষ প্রীতি। হে প্রভু, তুমি কৃপাসিন্ধু, তুমি গুণে ও জ্ঞানে নিপুণ। তোমার নিকট তাঁহাদের লক্ষণ শুনিতে চাই।

সন্ত অসন্ত ভেদ বিলগাঈ।
প্রনতপাল মোহি কহহু বুঝাঈ॥
সন্তন্হ কে লচ্ছন সুনু ভ্রাতা।
অগনিত শ্রুতি পুরান বিখ্যাতা॥

হে ভক্ত প্রতিপালক, তুমি সাধু ও অসাধুর ভেদ বুঝাইয়া বল। রামচন্দ্র বলিলেন—ভাই, সাধুদের লক্ষণের কথা শুন। উহা অসংখ্য ও বেদ পুরাণে খ্যাত হইয়াছে।

সন্ত অসন্তন্হ কৈ অসি করনী।
জিমি কুঠার চন্দন আচরনী॥
কাটই পরসু মলয় সুনু ভাঈ।
নিজ গুন দেই সুগন্ধ বসাঈ॥

সাধু ও অসাধুর পরস্পর সম্পর্ক চন্দন ও কুঠারের মত। ভাই, যখন কুঠারে চন্দন গাছকে কাটে, তখনও চন্দন নিজগুণে কুঠারকে সুগন্ধ দেয়।

তা তেঁ সুরসীসন্হ চঢ়ত জগবল্লভ শ্রীখণ্ড।
অনল দাহি পীটত ঘনহিঁ পরসুবদন্ যহ দণ্ড॥

এই জন্যই চন্দন জগতের প্রিয় ও দেবতাদেরও মাথায় স্থান পায়। আর এ দিকে কুঠারের মুখ আগুনে পোড়াইয়া হাতুড়ি পেটা করা হয়, ইহাই উহার দণ্ড।

৬১॥ বিষয় অলম্পট সীল গুনাকর।
পরদুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর॥
সম অভূতরিপু বিমদ বিরাগী।
লোভামরষ হরষ ভয় ত্যাগী॥

তাহারা বিষয়ে লিপ্ত হয় না, তাহারা শীল ও গুণের আকরস্বরূপ। তাহারা পরের দুঃখে দুঃখী ও পরের সুখে সুখী হয়, তাহারা শত্রু মিত্র সমান দৃষ্টিতে দেখে। তাহাদের শত্রু থাকে না, তাহারা নিরহঙ্কারী ও বৈরাগী, তাহারা লোভ ক্রোধ আনন্দ ও ভয় ত্যাগ করিয়াছে।

কোমলচিত দীনন্হ পর দায়া।
মন বচ ক্রম মম ভগতি অমায়া॥
সবহিঁ মানপ্রদ আপু অমানী।
ভরত প্রানসম মম তেঁ প্রানী॥

তাহাদের চিত্ত কোমল ও তাহারা দীনের প্রতি সদয় হয়। তাহারা মোহ রহিত হইয়া আমার প্রতি মনে বাক্যে ও কর্মে ভক্তি রাখে। তাহারা সকলকেই মান দেয় ও নিজে অভিমান শূন্য হয়। হে ভরত, সেইরূপ লোকেরা আমার প্রাণের মত প্রিয়।

বিগতকাম মম নামপরায়ন।
সান্তি বিরতি বিনতী মুদিতায়ন॥
সীতলতা সরলতা মইত্রী।
দ্বিজ পদ প্রীতি ধরমজনয়িত্রী॥

কামনা রহিত হইয়া আমার নাম রটনা করে, হৃদয় শান্তি বৈরাগ্য বিনয় ও প্রসন্নতাদ্বারা পূর্ণ রাখে। স্বভাব শীতল ও সরল, তাহারা মৈত্রী ভাব পোষণ করে, ব্রাহ্মণের চরণের প্রতিভক্তি রাখে। ভক্তি হইতেই ধর্ম উৎপন্ন হয়।

যে সব লচ্ছন বসহিঁ জাসু উর।
জানহু তাত সন্ত সন্তত ফুর॥
সম দম নিয়ম নীতি নহিঁ ডোলহিঁ।
পরুষ বচন কবহূঁ নহিঁ বোলহিঁ॥

এই সকল লক্ষণ যাহাদের হৃদয়ে বাস করে, তাহারা সর্বদার জন্য সত্যই সাধু বলিয়া জানিবে। তাহারা শম (অন্তরের ইন্দ্রিয় নিগ্রহ) দম (বাহিরের ইন্দ্রিয় নিগ্রহ) সংযম ও নীতি ত্যাগ করে না, কখনও কঠোর কথা বলে না।

নিন্দা অস্তুতি উভয় সম মমতা মম পদকঞ্জ।
তে সজ্জন মম প্রানপ্রিয় গুনমন্দির সুখপুঞ্জ॥

নিন্দা ও স্তুতি দুইই যাহার নিকট সমান, আমার চরণকমলে যাহার টান আছে, সেই সজ্জনেরাই আমার প্রিয়, তাহারা গুণময় ও সুখময়।

৬২॥ সুনহু অসন্তন্হ কের সুভাউ।
ভূলেহু সঙ্গতি করিয় ন কাউ॥
তিন্হ কর সঙ্গ সদা দুখদাঈ।
জিমি কপিলহি ঘালই হরহাঈ॥

অসৎদিগের স্বভাবের কথা শোন। উহাদের সহিত ভুলেও কোনও সংসর্গ করিতে নাই। যেমন দুষ্টা গাইয়ের সংসর্গে কপিলা গাই দুঃখ পায়, তেমনি অসতের সংসর্গ অতিশয় দুঃখদায়ক।

খলন্হ হৃদয় অতি তাপ বিসেখী।
জরহিঁ সদা পরসম্পতি দেখী॥
জহঁ কহুঁ নিন্দা সুনহিঁ পরাঈ।
হরষহিঁ মনহুঁ পরী নিধি পাঈ॥

দুষ্টের বুকে বড় জ্বালা থাকে, উহা পরের সম্পদ দেখিয়া জ্বলিয়া যায়। যেখানে কিছু পরের নিন্দা শোনে, সেখানে তাহারা এমন সন্তুষ্ট হয় যেন কোন পড়িয়া পাওয়া ধন লাভ হইয়াছে।

কাম ক্রোধ মদ লোভ পরায়ন।
নির্দয় কপটী কুটিল মলায়ন॥
বয়রু অকারন সব কাহু সোঁ।
জো কর হিত অনহিত তাহু সোঁ॥

তাহারা কাম ক্রোধ অহঙ্কার ও লোভপরায়ণ হয়, তাহারা নির্দয় কপট ও তাহারা পাপের আশ্রয়ে স্থান হয়। সকলের সহিত বিনা কারণে শত্রুতা করে, যে হিতকারী উহারা তাহাদের অহিত করে।

ঝুঠই লেনা ঝুঠই দেনা।
ঝুঠই ভোজন ঝুঠ চবেনা॥
বোলহিঁ মধুরবচন জিমি মোরা।
খাহিঁ মহাঅহি হৃদয় কঠোরা॥

তাহাদের লেন দেন সবই মিথ্যা, তাহাদের ভোজন মিথ্যা, খাদ্যও মিথ্যা তাহারা ময়ূরের মত এদিকে সুন্দর কথা বলে, আর হৃদয় এমন কঠোর যে মহাসাপ ধরিয়া খায়।

পরদ্রোহী পর দার রত পরধন পরঅপবাদ।
তে নর পাঁবর পাপময় দেহ ধরে মনুজাদ॥

তাহারা পরের সহিত শত্রুতা করে, পরস্ত্রীতে পরধনে ও পরের অপবাদে আসক্ত হয়, তাহারা নীচ, তাহারা পাপময় রাক্ষস মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া আছে।

৬৩। লোভই ওঢ়ন লোভই ডাসন।
সিস্নোদরপর জম পুর ত্রাসন॥
কাহু কৈ জোঁ সুনহিঁ বড়াঈ।
স্বাস লেহিঁ জনু জূড়ী আঈ॥

তাহাদের লোভই ওড়না লোভই বিছানা অর্থাৎ তাহারা লোভে ওতঃপ্রোত, আর লিঙ্গ ও পেট এই দুইয়ের সেবায় নিযুক্ত থাকে। তাহাদের চরিত্র এমন যেন যমপুরীরও তাহারা ভয়ের কারণ। যখনই কাহারো সুখ্যাতি শোনে, তখনই এমন দীর্ঘশ্বাস লয় যেন কম্পজ্বর আসিয়াছে।

জব কাহূ কৈ দেখহিঁ বিপতী।
সুখী ভয়ে মানহুঁ জগনৃপতী॥
স্বারথরত পরিবার বিরোধী।
লম্পট কাম লোভ অতি ক্রোধী॥

যখন তাহারা কাহারও বিপদ দেখে, তখন এত সুখী হয় যেন পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। তাহারা স্বার্থপর নিজ কুটুম্বের সহিত বিরোধ করে, ইন্দ্রিয়াসক্ত হয় ও তাহাদের মধ্যে অতিশয় কাম লোভ ও ক্রোধ থাকে।

মাতু পিতা গুরু বিপ্র ন মানহিঁ।
আপু গয়ে অরু ঘালহিঁ আনহিঁ॥
করহিঁ মোহবস দ্রোহ পরাবা।
সন্ত সঙ্গ হরিকথা ন ভাবা॥

মাতা পিতা গুরু ও ব্রাহ্মণকে মানে না, নিজে কষ্ট পায় আর অপরের সর্বনাশ করে। মোহবশে পরের সহিত শত্রুতা করে তাহাদের নিকট সৎসঙ্গ বা ঈশ্বরের বিষয় শুনিতে ভাল লাগে না।

অবগুন সিন্ধু মন্দমতি কামী।
বেদবিদূষক পর ধন স্বামী॥
বিপ্রদ্রোহ সুরদ্রোহ বিসেষা।
দম্ভ কপট জিয় ধরে সুবেষা॥

তাহারা দোষের সাগর, নির্বোধ কামপরায়ণ, বেদদ্বেষী হয় ও পরের ধনের মালিক হয়। দেবতা ও ব্রাহ্মণের বিশেষ শত্রুতা করে, মনের ভিতর দম্ভ ও কপটতা ভরা আর বাহিরে সুবেশ ধারণ করে।

ঐসে অধম মনুজ খল কৃতজুগ ত্রেতা নাহিঁ।
দ্বাপর কছুক বৃন্দ বহু হোইহহিঁ কলিজুগ মাহিঁ॥

এই প্রকার দুষ্ট অধম লোক সত্য ও ত্রেতাযুগে হয় না। দ্বাপরে কিছু কিছু হয়, কলিকালে উহারা দলে দলে হইবে।

৬৪। পরহিত সরিস ধর্ম নহিঁ ভাঈ।
পরপীড়া সম নহিঁ অধমাঈ॥
নিরনয় সকল পুরান বেদ কর।
কহেউঁ তাত জানহিঁ কোবিদ নর॥

ভাই, পরোপকারের সমান ধর্ম নাই। পরকে দুঃখ দেওয়ার মত নীচতা নাই। সকল বেদ পুরাণ ইহাই নির্ণয় করিয়াছে বলিয়া বলিতেছি, পণ্ডিতেরা ইহা জানেন।

নর সরীর ধরি জে পরপীরা।
করহিঁ তে সহহিঁ মহা ভব ভীরা॥
করহিঁ মোহবস নর অঘ নানা।
স্বারথরত পরলোক নসানা॥

যাহারা মানুষের দেহ পাইয়া পরদুঃখ দেয়, তাহাদের সংসারের বড় ভয় সহিতে হয়। মোহবশে লোকে স্বার্থরত হইয়া পরলোক নাশকারী নানা পাপ করিতে থাকে।

কালরূপ তিন্হ কহঁ মৈ ভ্রাতা।
সুভ অরু অসুভ করম ফল দাতা॥
অস বিচারি জে পরমসয়ানে।
ভজহিঁ মোহি সংসৃতি দুখ ভানে॥

আমি শুভ ও অশুভ দুই প্রকার কর্মের ফলই দিয়া থাকি, সেই জন্য আমি অসাধুদের নিকট যমের মত। ইহা বুঝিয়া ও সংসারের দুঃখ কি তাহা জানিয়া পরমবুদ্ধিমানেরা আমার ভজনা করে।

ত্যাগহিঁ কর্ম সুভা সুভ দায়ক।
ভজহিঁ মোহি সুর নর মুনি নায়ক॥
সন্ত অসন্তন কে গুন ভাখে।
তে ন পরহিঁ ভব জিন্হ লখি রাখে॥

বুদ্ধিমানেরা শুভ ও অশুভদায়ক কর্ম ত্যাগ করিয়া দেবতা মানব ও মুনিদিগের প্রভু আমাকে ভজনা করে। সাধু ও অসাধুর গুণের কথা বলিলাম, যাহারা ইহা লক্ষ্য রাখে তাহারা ভবসিন্ধুতে পড়িয়া যায় না।

সুনহু তাত মায়াকৃত গুন অরু দোষ অনেক।
গুন যহ উভয় ন দেখিয়হিঁ দেখিয় সো অবিবেক॥

হে তাত, অনেক প্রকার দোষ গুণ মায়ার দ্বারাই সৃষ্ট। উহাদের দিকে দৃষ্টি না দেওয়াই গুণ; আর যদি ঐ দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়, তবে তা অজ্ঞানের ফল বলিয়া জানিবে।

৬৫। শ্রীমুখ বচন সুনত সব ভাঈ।
হরষে প্রেমু ন হৃদয় সমাঈ॥
করহিঁ বিনয় অতি বারহিঁ বারা।
হনুমান হিয় হরষ অপারা॥

শ্রীরামচন্দ্রের মুখের কথা শুনিয়া ভাইদের সকলের এত আনন্দ হইল যে, তাহা আর বুকে ধরিতেছিল না। তাঁহারা

বার বার বিনয় করিতে লাগিলেন। এদিকে হনুমানের মনেও বড় আনন্দ হইল।

পুনি রঘুপতি নিজ মন্দির গয়ে।
এহি বিধি চরিত করত নিত নয়ে॥
বার বার নারদমুনি আবহিঁ।
চরিত পুনীত রাম কে গাবহিঁ॥

তার পর রামচন্দ্র নিজের ঘরে ফিরিলেন। এইভাবে প্রতিদিন নূতন কার্যাদি দ্বারা চরিত্র প্রকাশ করিতেছিলেন। নারদ মুনি বার বার অযোধ্যায় আসিয়া রামচন্দ্রের পুণ্য চরিত্রের কথা গান করিতেন।

নিত নব চরিত দেখি মুনি জাহীঁ।
ব্রহ্মলোক সব কথা কহাহীঁ॥
সুনি বিরঞ্চি অতিসয় সুখ মানহিঁ।
পুনি পুনি তাত করহু গুনগানহিঁ॥

নারদ অযোধ্যায় আসিয়া নিত্য নূতন রাম চরিত্র দেখিয়া যায় ও ব্রহ্মলোকে গিয়া সকল কথা শুনান। সে কথা শুনিয়া বিধাতা অতি সুখ পান ও নারদকে বলেন—"হে প্রিয়, বার বার রাম গুণ গান কর।"

সনকাদিক নারদহিঁ সরাহহিঁ।
জদ্যপি ব্রহ্মনিরত মুনি আহহিঁ॥
সুনি গুনগান সমাধি বিসারী।
সাদর সুনহিঁ পরমঅধিকারী॥

সনকাদি মুনিরা নারদের নিকট রামগুণ গান শুনিয়া ব্রহ্মশীল মুনি হইলেও নারদের প্রশংসা করিয়া থাকেন। গুণগান শুনিয়া সমাধিতে বসিতে ভুলিয়া গিয়া মোক্ষের অধিকারী হইয়াও সাদরে সে কাহিনী শুনেন।

জীবনমুক্ত ব্রহ্মপর চরিত সুনহিঁ তজি ধ্যান।
জে হরিকথা ন করহিঁ রতি তিন্হ কে হিয় পাষান॥

জীবন থাকিতেই যাঁহারা মোক্ষ পাইয়াছেন, ও যাঁহারা ব্রহ্ম পরায়ণ তাঁহারাও ধ্যান ত্যাগ করিয়া সে গান শুনেন। যাহারা হরি কথায় মন দেয় না, তাহাদের বুক পাষাণ হইয়া গিয়াছে।

৬৬॥ একবার রঘুনাথ বোলায়ে।
গুরু দ্বিজ পুরবাসী সব আয়ে॥
বৈঠে গুরু দ্বিজবর মুনি সজ্জন।
বোলে বচন ভগত ভয় ভঞ্জন॥

আর একবার রঘুনাথ ডাকিলে গুরু দ্বিজ ও পুরবাসীরা সকলে আসিল। গুরু ব্রাহ্মণ ও মুনিরা বসিলে ভক্ত ভয়হারী রামচন্দ্র বলিলেন—

সুনহু সকল পুরজন মম বানী।
কহউঁ ন কছু মমতা উর আনী॥
নহিঁ অনীতি নহিঁ কছু প্রভুতাঈ।
সুনহু করহু জো তুম্হহিঁ সুহাঈ॥

পুরবাসীগণ, আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে আমার কোনও অভিমান নাই, উহাতে অনীতি নাই ও বড়াই নাই। আমার কথা শোন। আর যদি তোমাদের নিকট ভাল লাগে, তবে সেই অনুসারে আচরণ করিও।

সোই সেবক প্রিয়তম মম সোঈ।
মম অনুসাসন মানই জোঈ॥
জৌঁ অনীতি কছু ভাষউঁ ভাঈ।
তৌ মোহি বরজহু ভয় বিসরাঈ॥

আমার আদেশ যে মানে, সেই আমার সেবক ও সেই আমার প্রিয়তম। যদি আমি অন্যায় কিছু বলি, তবে তোমরা নির্ভয়ে আমাকে ত্যাগ করিও।

বড়ে ভাগ মানুষতনু পাবা।
সুরদুর্লভ সব গ্রন্থন্হি গাবা॥
সাধনধাম মোচ্ছ কর দ্বারা।
পাই ন জেহি পরলোক সবারা॥

বড় ভাগ্যেই জীব নরদেহ পাইয়া থাকে। মানুষ দেহ যে দেবতাদেরও দুর্লভ এ কথা সকল গ্রন্থই বলিয়া গিয়াছে। সাধনা করার স্থানস্বরূপ ও মোক্ষের দ্বারস্বরূপ এই দেহ পাইয়া যে পরলোক ঠিক করিয়া না লয়,

সো পরত্র দুখ পাবই সির ধুনি ধুনি পছিতাই।
কালহি কর্মহি ঈশ্বরহি মিথ্যা দোষ লগাই॥

সে পরকালে দুঃখ পাইবেই, মাথা কুটিয়া অনুতাপ করিবে। কাল, কর্ম ও ঈশ্বরের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিবে।

৬৭॥ এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাঈ।
স্বরগউ স্বল্প অন্ত দুখদাঈ॥
নরতনু পাই বিষয় মন দেহীঁ।
পলটি সুধা তে সঠ বিষ লেহীঁ॥

ভাই, এই দেহ ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয় নয়, স্বর্গলাভও অল্পকাল সুখ দেয় ও অন্তে দুঃখদায়ক হয়। কাজেই নরদেহের কাম্য স্বর্গ প্রাপ্তিও নয়। যে মানুষ দেহ পাইয়া ইন্দ্রিয় ভোগে মন দেয়, সে অমৃতের বদলে বিষ লয়।

তাহি কবহুঁ ভল কহই ন কোঈ।
গুঞ্জা গ্রহই পরসমনি খোঈ॥
আকর চারি লচ্ছ চৌরাসী।
জোনি ভ্রমত যহ জিব অবিনাসী॥

বিষয় ভোগী লোককে কেহ ভাল বলে না, যে পরশমণি ফেলিয়া কুঁচ লয় সে ব্যক্তি তাহারই মত। অবিনাশী জীব চারিপ্রকার জন্মে চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করে।

ফিরত সদা মায়া কর প্রেরা।
কাল কর্ম সুভাব গুন ঘেরা॥
কবহুঁক করি করুনা নরদেহী।
দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী॥

জীব মায়ার দ্বারাই প্রেরিত স্বভাব ও গুণের দ্বারা ঘেরা থাকিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে। অহেতুক স্নেহ পরায়ণ ঈশ্বর করুণা করিয়া কখনও নরদেহ দেন।

নরতন ভববারিধি কহুঁ বেরো।
সনমুখ মরুত অনুগ্রহ মেরো॥
করনধার সদগুরু দৃঢ় নাবা।
দুর্লভ সাজ সুলভ করি পাবা॥

ভব সংসার পার হইতে মানুষ দেহকে জাহাজ বলা যায়, আমার অনুগ্রহই সে জাহাজের অনুকূল বায়ু। ঐ দৃঢ় নৌকার কর্ণধার হইতেছেন সদ্‌গুরু, তাহা পাইলে দুর্লভ জিনিষ সহজেই পাওয়া যায়।

জো ন তরই ভবসাগর নর সমাজ অস পাই।
সো কৃত নিন্দক মন্দমতি আতম হন গতি জাই॥

এই প্রকার ব্যবস্থায় নরসমাজ পাইয়া যে লোক সংসার সাগর পার হইতে পারে না, সে নিন্দার পাত্র সে আত্মহত্যাকারীর গতিই পায়।

৬৮॥ **জৌঁ পরলোক ইহাঁ সুখ চহহূ।**
সুনি মম বচন হৃদয় দৃঢ় গহহূ॥
সুলভ সুখদ মারগ যহ ভাঈ।
ভগতি মোরি পুরান শ্রুতি গাঈ॥

যদি পরলোকে ও ইহলোকে সুখ চাও, তবে আমার কথা শুনিও, উহা দৃঢ় করিয়া মনে করিয়া রাখিও। আমার প্রতি ভক্তি যে ইহ পরকালে সুলভ ও সুখদায়ক পথ তাহা পুরাণে ও বেদে বলা হইয়াছে।

জ্ঞান অগম প্রত্যূহ অনেকা।
সাধন কঠিন ন মন কহুঁ টেকা॥
করত কষ্ট বহু পাবই কোঊ।
ভগতিহীন মোহি প্রিয় নহিঁ সোউ॥

জ্ঞানের পথ দুর্গম, ইহাতে অনেক বিঘ্ন আছে। উহার উপায়গুলি (যোগ তপস্যাদি) কঠিন ও উহাতে মনকে স্থির অবলম্বন দিতে পারে না। কেহ কেহ অনেক কষ্টে ঐ পথে সিদ্ধি পায়। তবুও সে যদি আমার ভক্ত না হয়, তবে সে আমার প্রিয় নয়।

ভগতি সুতন্ত্র সকল সুখ খানী।
বিনু সতসঙ্গ ন পাবহিঁ প্রানী॥
পুন্যপুঞ্জ বিনু মিলহি ন সন্তা।
সতসঙ্গতি সংসৃতি কর অন্তা।

ভক্তির পথ নিজের উপরই নির্ভর শীল, উহা সকল সুখের আকর ; কিন্তু ঐ ভক্তি আবার সৎসঙ্গ ছাড়া প্রাণীরা পায় না। পুণ্য না থাকিলে আবার সৎসঙ্গ হয় না, সৎসঙ্গ সংসার ভোগ শেষ করে।

পুন্য এক জগ মহু নহিঁ দুজা।
মন ক্রম বচন বিপ্র পদ পূজা॥
সানুকূল তেহি পর মুনি দেবা।
জো তজি কপটু করই দ্বিজসেবা॥

সংসারে পুণ্য কার্য একটা মাত্র আছে দুইটা নাই, আর তাহা হইতেছে মন কর্ম ও বাক্য দ্বারা ব্রাহ্মণের পদসেবা করা। যে কপটতা ছাড়িয়া দ্বিজ সেবা করে, তাহার প্রতি মুনি ও দেবতারা প্রসন্ন থাকেন।

অউরউ এক এক গুপুত মত সবহিঁ কহউঁ কর জোরি।
শঙ্করভজন বিনা নর ভগতি ন পাবই মোরি॥

আর হাতজোড় করিয়া একটি গুপ্ত মতের কথা বলিতেছি, শঙ্করের ভজনা না করিলে আমার প্রতি ভক্তি হয় না।

৬৯॥ **কহহু ভগতি পথ কবন প্রয়াসা।**
জোগ ন মখ জপ তপ উপবাসা॥
সরল সুভাব ন মন কুটিলাঈ।
জথালাভ সন্তোষ সদাঈ॥

বল, ভক্তির পথে কষ্টটা কোথায় ? ইহাতে না আছে যোগ, না যজ্ঞ, না তপ বা উপবাস। যে ভক্ত সে স্বভাব সরলরাখে, মনে কুটিলতা আনে না ; সে যাহা পায় তাহাতেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে।

মোর দাস কহাই নর আসা।
করই ত কহহু কহা বিশ্বাসা॥
বহুত কহউঁ কা কথা বঢ়াঈ।
এহি আচরন বস্য মৈঁ ভাঈ॥

যে এদিকে বলে যে সে আমার দাস, আবার ওদিকে মানুষের সাহায্য বা শক্তির আসা রাখে, তাহার বিশ্বাসের পরিচয়টা আর কোথায় ? কথা বাড়াইয়া অনেক আর কি বলিব ? আমি আচরণে, আমার প্রতি একান্ত বিশ্বাসেই বশীভূত হইয়া থাকি।

বয়রু ন বিগ্রহ আস ন ত্রাসা।
সুখময় তাহি সদা সব আসা॥
অনারম্ভ অনিকেত অমানী।
অনঘ অরোষ দচ্ছ বিজ্ঞানী॥

যাহার কাহারও সহিত শত্রুতাও নাই, লড়াইও নাই, আশাও নাই, ভয়ও নাই, তাহার নিকট চারিদিক সুখে ভরা থাকে। যে সঙ্কল্প করিয়া কাজ আরম্ভ করে না, যাহার

গৃহ নাই, যাহার অভিমান নাই, যে নিষ্পাপ ক্রোধশূন্য কর্মকুশল বিজ্ঞানবান,

প্রীতি সদা সজ্জন সংসর্গা।
তৃনসম বিষয় স্বর্গ অপবর্গা॥
ভগতি পচ্ছ হঠ নহিঁ সঠতাঈ।
দুষ্ট তর্ক সব দূরি বহাঈ।

যাহার সজ্জন সংসর্গেই প্রীতি, যে বিষয় ভোগ স্বর্গ বা মোক্ষ প্রাপ্তি এই সকলকে তৃণের মত তুচ্ছ করে, যে ভক্তি পক্ষ লইয়া থাকে, যাহার জেদ নাই দুষ্টভাব নাই, যে সকল দুষ্ট তর্ক দূর করিয়া ফেলে,

মম গুনগ্রাম নাম রত গত মমতা মদ মোহ।
তা কর সুখ সোই জানই পরানন্দসন্দোহ॥

যে মমতা মদ ও মোহ ত্যাগ করিয়া আমার গুণগ্রাম ও নাম রটনা করে, সেই ভজনের সুখ জানে ও পরমানন্দ সমূহে মগ্ন হইয়া থাকে।

৭০॥ **সুনত সুধাসম বচন রাম কে।**
গহে সবন্হি পদ কৃপাধাম কে॥
জননি জনক গুরু বন্ধু হমারে।
কৃপানিধান প্রান তেঁ প্যারে॥

রামের অমৃতের মত কথা শুনিয়া, সকলে কৃপাধাম রামের পা ধরিল ও বলিতে লাগিল—হে কৃপানিধান, তুমি আমাদের জননী জনক, গুরু ও বন্ধু। তুমি আমাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়।

তনু ধনু ধাম রাম হিতকারী।
সব বিধি তুম্হ প্রনতারতিহারী॥
অস সিখ তুম্হ বিনু দেই ন কোউ।
মাতু পিতা স্বারথরত ওউ॥

হে ভক্তের দুঃখহারী রামচন্দ্র, তুমি আমাদের তনু ও ধাম, সকলেরই হিতকামী। তুমি সকল রকমে ভক্তের দুঃখ দূর কর। মাতাপিতারাও স্বার্থ দেখে, তোমার মত এমন শিক্ষা আর কেহই দেয় না।

হেতুরহিত জগ জুগ উপকারী।
তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী॥
স্বারথমীত সকল জগ মাহীঁ।
সপনেহুঁ প্রভু পরমারথ নাহীঁ॥

হে অসুরারি, তুমি ও তোমার সেবক এই দুইজন অহেতুক জগতের উপকার করিয়া থাক। জগতে যত মিত্রতা দেখা যায় সে সকলি স্বার্থের উপর নির্ভর করে, তাহার ভিতর স্বপ্নেও পরমার্থ নাই।

সব কে বচন প্রেমরসসানে।
সুনি রঘুনাথ হৃদয় হরষানে॥
নিজ নিজ গৃহ গয়ে সুআয়সু পাঈ।
বরনত প্রভু বতকহী সুহাঈ॥

এইরূপ প্রেমপূর্ণ কথা শুনিয়া রঘুনাথের আনন্দ হইল। তাহারাও প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, প্রভুর সুন্দর কথাবার্তা বর্ণনা করিতে করিতে ঘরে গেল।

উমা অবধবাসী নর নারি কৃতারথ রূপ।
ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ঘন রঘুনায়ক জহঁ ভূপ॥

শঙ্কর বলিলেন—উমা, যেখানে সচ্চিদানন্দঘন রঘুনাথ রাজা, সেই অযোধ্যানিবাসী নরনারী ত কৃতার্থ হইবেই।

৭১॥ **এক বার বসিষ্ঠ মুনি আয়ে।**
জহাঁ রাম সুখধাম সুহায়ে॥
অতি আদর রঘুনায়ক কীন্হা।
পদ পখারি চরনোদক লীন্হা॥

একবার মুনি বশিষ্ঠ যেখানে সুখের নিবাস শ্রীরামচন্দ্র শোভা পাইতেছিলেন সেইখানে আসিলেন। রঘুনাথ বশিষ্ঠ মুনিকে অতিশয় আদর করিলেন, পা ধোয়াইয়া চরণামৃত লইলেন।

রাম সুনহু মুনি কহ কর জোরী।
কৃপাসিন্ধু বিনতী কছু মোরী॥
দেখি দেখি আচরন তুম্হারা।
হোত মোহ মম হৃদয় অপারা॥

মুনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন—কৃপাসিন্ধু, আমার মিনতি শোন। তোমার আচরণ দেখিয়া আমার হৃদয়ে অসীম মোহ হয়।

মহিমা অমিত বেদ নহিঁ জানা।
মৈঁ কেহি ভাঁতি কহউঁ ভগবানা॥
উপরোহিতী কর্ম অতি মন্দা।
বেদ পুরান সুমৃতি কর নিন্দা॥

রাম, তোমার মহিমা অপার, বেদও উহা জানে না। ভগবান, সে মহিমার কথা আমি আর কি বলিব? পুরোহিতের কাজটা ভাল নয় বলিয়া বেদ পুরাণ ও স্মৃতি নিন্দা করিয়াছেন।

জব ন লেউঁ মৈঁ তব বিধি মোহী।
কহা লাভ আগে সুত তোহী॥
পরমাতমা ব্রহ্ম নররূপা।
হোইহিঁ রঘুকুল ভূষন ভূপা॥

আমি এই কার্য লইতে অস্বীকার করিলে ব্রহ্মা আমাকে বলিলেন—পুত্র, ভবিষ্যতে ইহাতে তোমার লাভ হইবে। পরমাত্মা ব্রহ্ম নররূপ ধারণ করিয়া আসিয়া রঘুকুল ভূষণ রাজা হইবেন।

তব মৈ হৃদয় বিচারা জোগ জজ্ঞ ব্রত দান।
জা কহুঁ করিয় সো পাইহউঁ ধর্ম ন এহি সম আন॥

তখন আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, যাঁহার জন্য যাগ যজ্ঞ ব্রত দান করা হয়, তাঁহাকেই পাওয়া যাইবে। তবে ইহার সমান ধর্ম ত আর নাই।

৭২॥ জপ তপ নিয়ম জোগ নিজ ধর্মা।
শ্রুতিসম্ভব নানা শুভ কর্মা॥
জ্ঞান দয়া দম তীরথ মজ্জন।
জহঁ লগি ধরম কহত শ্রুতি সজ্জন॥

জপ তপস্যা নিয়ম যোগ ও স্বধর্ম পালন করা এবং শ্রুতির নির্দেশ মত কৃত নানা শুভ কর্ম, জ্ঞান দয়া দম ও তীর্থ স্নান ইত্যাদি যাহা বেদ ও সজ্জনেরা ধর্ম বলে,

আগম নিগম পুরান অনেকা।
পঢ়ে সুনে কর ফল প্রভু একা॥
তব পদ পঙ্কজ প্রীতি নিরন্তর।
সব সাধন কর যহ ফল সুন্দর।

অনেক বেদাদি এবং শাস্ত্র ও পুরাণ পড়ার এবং শুনার যে ফল তাহা একটা মাত্র, সে হইতেছে তোমার চরণে সর্বদা ভক্তি। সকল সাধনারই এই একমাত্র সুন্দর ফল।

ছুটই মল কি মলহি কে ধোয়ে।
ঘৃত কি পাব কোউ বারি বিলোয়ে॥
প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাঈ।
অভি অন্তর মল কবহুঁ ন জাঈ॥

ময়লা দিয়া ধুইলে কি ময়লা সাফ হয়? জল মন্থন করিলে কি ঘি পাওয়া যায়? হে রঘুরাজ, প্রেম ও ভক্তির জল না হইলে ভিতরের ময়লা কখনও যায় না।

সোই সর্বজ্ঞ তজ্ঞ সোই পণ্ডিত।
সোই গুনগৃহ বিজ্ঞান অখণ্ডিত॥
দচ্ছ সকল লচ্ছন জুত সোঈ।
জা কে পদ সরোজ রতি হোঈ॥

তোমার চরণ কমলে যাহার ভক্তি আছে, সেই সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত, সেই গুণময় অখণ্ড বিজ্ঞানময় কর্মকুশল ও সকল লক্ষণ যুক্ত।

নাথ এক বর মাগউ রাম কৃপা করি দেহু।
জনম জনম প্রভু পদ কমল কবহুঁ ঘটই জনি নেহু॥

হে নাথ, হে রাম, একটা বর চাই, কৃপা করিয়া যেন উহা দিও। জন্মজন্মান্তরে তোমার চরণ কমলে ভক্তি যেন কখনো না কমে।

৭৩॥ অস কহি মুনি বসিষ্ঠ গৃহ আয়ে।
কৃপাসিন্ধু কে মন অতি ভায়ে॥
হনুমান ভরতাদিক ভ্রাতা।
সঙ্গ লিয়ে সেবক সুখ দাতা॥

এই কথা বলিয়া বশিষ্ঠ মুনি ঘরে আসিলেন। কৃপাসিন্ধু রামের নিকট তাঁহার কথা অতি প্রিয় লাগিল। সেবক সুখদাতা রামচন্দ্র হনুমান ও ভরতাদি ভাই সঙ্গে লইয়া,

পুনি কৃপাল পুর বাহর গয়ে।
গজ রথ তুরগ মগাবত ভয়ে॥
দেখি কৃপা করি সকল সরাহে।
দিয়ে উচিত জিন্হ জিন্হ জেই চাহে॥

নগর বাহিরে কৃপাল গেলেন, হাতী ঘোড়া রথ আনান হইল। রামচন্দ্র সকলকে দেখিয়া কৃপা করিয়া প্রশংসা করিলেন ও যে যাহা চায় উপযুক্ত মত তাহা দিলেন।

হরন সকলশ্রম প্রভু শ্রম পাঈ।
গয়ে জহাঁ সীতল অবঁরাঈ॥
ভরত দীন্হ নিজবসন ডসাঈ।
বৈঠে প্রভু সেবহিঁ সব ভাঈ॥

সকল শ্রমহারী প্রভু পরিশ্রান্ত বোধ করিয়া শীতল আম বাগানে গেলেন। ভরত নিজের কাপড় বিছাইয়া দিলেন, প্রভু বসিলেন সকল ভাইয়েরা সেবা করিতে লাগিলেন।

মারুতসুত তব মারুত করঈ।
পুলক বপুষ লোচন জল ভরঈ॥
হনুমান সমান বড় ভাগী।
নহি কোউ রাম চরন অনুরাগী॥
গিরিজা জাসু প্রীতি সেবকাঈ।
বার বার প্রভু নিজ মুখ গাঈ॥

হনুমান তাঁহাকে হাওয়া করিতে লাগিল, শরীরে পুলক হইল ও চোখে তাহার জল ভরিয়া আসিল। হনুমানের মত বড় ভাগ্যবান রামচরণে অনুরাগী কেহ নাই। শঙ্কর বলিলেন—পার্বতী, এই হনুমানের ভক্তির কথা প্রভু মুখে বার বার বলিয়াছেন।

তেহি অবসর মুনি নারদ আয়ে করতল বীন।
গাবন লাগে রাম কল কীরতি সদা নবীন॥

সেই সময় বীণা হাতে করিয়া নারদ মুনি আসিলেন ও রামচন্দ্রের মধুর ও নিত্য নূতন কীর্তির কথা গান করিতে লাগিলেন।

৭৪॥ মামবলোকয় পঙ্কজ লোচন।
কৃপা বিলোকনি সোক বিমোচন॥
নীল তামরস স্যাম কামঅরি।
হৃদয় কঞ্জ মকরন্দ মধুপ হরি॥

হে পদ্মলোচন, হে শোক হরণকারী, তোমার কৃপা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাও। তুমি নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামল। হে হরি, তুমি শঙ্করের হৃদয় পদ্মের মধুর ভোমরা।

জাতুধান বরূথ বল ভঞ্জন।
মুনি সজ্জন রঞ্জন অঘগঞ্জন॥
ভূসুর সসি নব বৃন্দ বলাহক।
অসরন সরন দীন জন গাহক॥

তুমি রাক্ষসদলের বল নষ্ট করিয়াছ। তুমি মুনি ও সজ্জনকে আনন্দ দিয়া থাক, তুমি পাপ নাশ কর। ব্রাহ্মণ শস্যের পক্ষে তুমি নূতন মেঘের মত, যাহার কেহ নাই তুমি তাহার আশ্রয়, তুমি দীন জন উদ্ধারকারী।

ভুজবল বিপুল ভার মহি খণ্ডিত।
খর দূষন বিরাধ বধ পণ্ডিত॥
রাবনারি সুখরূপ ভূপবর।
জয় দসরথ কুল কুমুদ সুধাকর॥

তুমি বাহুবলে পৃথিবীর বিপুল ভার দূর করিয়া থাক। তুমি খর দূষণের ও বিরাধের বধে কুশল, তুমি রাবণের শত্রু। হে রাজন, তুমি সুখস্বরূপ। হে দশরথ বংশরূপ কুমুদের চন্দ্র স্বরূপ রামচন্দ্র, "তোমার জয় হউক"।

সুজস পুরানবিদিত নিগমাগম।
গাবত সুরমুনি সন্ত সমাগম॥
কারুনীক ব্যলীক মদ খণ্ডন।
সব বিধি কুসল কোসলামণ্ডন॥
কলিমল মথন নাম মমতাহন।
তুলসিদাস প্রভু পাহি প্রনতজন॥

তোমার যশের কথা পুরাণে ও বেদে প্রসিদ্ধ। দেবতা মুনি ও সাধুর সমাজ তোমার গুণগান করিয়া থাকে। তুমি করুণাময়, মিথ্যা অহঙ্কার তুমি নষ্ট কর, সকল প্রকারেই তুমি কুশল, তুমি কোশলের শোভা। তুমি কলিযুগের পাপ নাশ কর, তুমি আসক্তি দূর কর। হে তুলসীদাসের স্বামী, তুমি ভক্তকে রক্ষা কর।

প্রেমসহিত মুনি নারদ বরনি রাম গুন গ্রাম।
সোভাসিন্ধু হৃদয় ধরি গয়ে জহাঁ বিধিধাম॥

নারদ ভক্তিভরে রামগুণ গান করিলেন ও শোভার সাগর রামচন্দ্রকে হৃদয়ে রাখিয়া ব্রহ্মলোকে গেলেন।

৭৫-৭৬॥ গিরিজা সুনহু বিসদ যহ কথা।
মৈঁ সব কহী মোরি মতি জথা॥
রামচরিত সত কোটি অপারা।
শ্রুতি সারদা ন বরনই পারা॥

শঙ্কর বলিলেন—পার্বতী, শোন। এই মনোহর কথা আমার বুদ্ধি অনুসারে বলিলাম। রামচন্দ্রের অপার চরিতকথা শত কোটি রহিয়াছে, বেদ ও সরস্বতীও উহা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না।

রামু অনন্ত অনন্তগুনানী।
জনম কর্ম অনন্ত নামানী॥
জলসীকর মহিরজ গনি জাহীঁ।
রঘুপতি চরিত ন বরনি সিরাহীঁ॥

রামচন্দ্র অনন্ত, অনন্ত তাঁহার গুণ, জন্ম কর্ম ও নামও তাঁহার অন্তহীন। জলের বিন্দুগুলি বা পৃথিবীতে যত ধূলিকণা আছে তাহা যদিও গণনা করা যায়, তথাপি রঘুপতির চরিত কথা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

বিমল কথা হরিপদ দায়নী।
ভগতি হোই সুনি অনপায়নী॥
উমা কহেউঁ সব কথা সুহাঈ।
জো ভুসুণ্ডি খগপতিহিঁ সুনাঈ॥

এই পবিত্র কথায় হরিপদে ভক্তি আনিয়া দেয়, ইহাতে অখণ্ড ভক্তি হয়। উমা, যে কথা কাক ভূষণ্ডী-গরুড়কে শুনাইয়াছিলেন, সেই সকল সুশোভন কথা তোমাকে বলিলাম।

কছুক রামগুন কহেউঁ বখানী।
অব কা কহউঁ সো কহহু ভবানী॥
সুনি সুভকথা উমা হরষানী।
বোলী অতি বিনীত মৃদুবানী॥
ধন্য ধন্য মৈঁ ধন্য পুরারী।
সুনেউঁ রামগুন ভবভয় হারী॥

পার্বতী, কতকটা রামের গুণের কথা আমি বলিলাম। এখন আর কি বলিব, বল। শুভকথা শুনিয়া উমার আনন্দ হইয়াছিল। তিনি অতি বিনয়ের সহিত মিষ্ট কথায় বলিলেন—হে শঙ্কর, আমি ধন্য, ধন্য হইয়াছি। আমি ভবভয় হরণকারী রামগুণ শুনিয়া ধন্য হইয়াছি।

তুম্হরী কৃপা কৃপায়তন অব কৃতকৃত্য ন মোহ।
জানেউঁ রামপ্রতাপ প্রভু চিদানন্দসন্দোহ॥

কৃপাময়, তোমার কৃপায় আমি কৃতকৃতার্থ হইয়াছি, আমার আর এখন মোহ নাই। প্রভু, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ রামচন্দ্রের শক্তির কথা আমি জানিয়াছি।

নাথ তবানন সসি স্রবত কথা সুধা রঘুবীর।
শ্রবনপুটন্হি মন পান করি নহিঁ অঘাত মতিধীর॥

হে নাথ, হে স্থির বুদ্ধি, তোমার মুখচন্দ্র হইতে রামচন্দ্রের কথারূপ অমৃত ঝরিতেছে। উহা কানের ভিতর দিয়া আমার মন পান করিয়া তৃপ্ত হইতেছে না।

৭৭॥ রামচরিত জে সুনত অঘাহীঁ।
রস বিসেষ জানা তিন্হ নাহীঁ॥
জীবনমুক্ত মহামুনি জেঊ।
হরিগুন সুনহিঁ নিরন্তর তেঊ॥

রামচরিত শুনিয়া যাহার তৃপ্তি আসে, সে উহার বিশেষ রসের স্বাদ পায় নাই। যে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত মহামুনি, সেও নিরন্তর হরির গুণের কথা শুনে।

ভবসাগর চহ পার জো পাবা।
রামকথা তা কহঁ দৃঢ় নাবা॥
বিষইন্হ কহঁ পুনি হরি গুন গ্রামা।
শ্রবনসুখদ অরু মন অভিরামা॥

যে ভবসাগর পার হইতে চায়, রাম কথা তাহার নিকট মজবুত নৌকার মত। যাহারা বিষয়ে আসক্ত তাহাদের পক্ষে হরির গুণগান শুনিতে সুখ হয়, মনে আনন্দ দেয়।

শ্রবনবন্ত অস কো জগ মাহীঁ।
জাহি ন রঘুপতি চরিত সুহাহীঁ॥
তে জড় জীব নিজাতম ঘাতী।
জিন্হহিঁ ন রঘুপতি কথা সুহাতী॥

জগতে এমন কে আছে যে, যাহার কান থাকিতেও রঘুপতির চরিতকথা ভাল লাগে না। যাহাদের ভাল লাগে না তাহারা মূর্খ জীব, তাহারা আত্মঘাতী।

হরি চরিত্র মানস তুম্হ গাবা।
সুনি মৈঁ নাথ অমিত সুখ পাবা॥
তুম্হ জো কহা যহ কথা সুহাঈ।
কাগভুসুণ্ডি গরুড় প্রতি গাঈ॥

তুমি রামচরিত মানস গান করিলে। হে নাথ, আমি তাহা শুনিয়া বড় সুখ পাইলাম। তুমি বলিয়াছ যে, এই সুশোভন কথা কাক ভুষণ্ডী গরুড়কে বলিয়াছিলেন।

বিরতি জ্ঞান বিজ্ঞান দৃঢ় রামচরিত অতি নেহ।
বায়সতন রঘুপতি ভগতি মোহি পরম সন্দেহ॥

যাহার বৈরাগ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান দৃঢ় হইয়াছে, রামচরিতে যাহার অতিশয় প্রেম আছে, রঘুপতির প্রতি ভক্তি আছে অথচ তাহার কাকের দেহ, এই বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ হইতেছে।

৭৮॥ নরসহস্র মহঁ সুনহু পুরারী।
কোউ এক হোই ধর্ম ব্রত ধারী॥
ধর্মসীল কোটিক মহঁ কোঈ।
বিষয়বিমুখ বিরাগরত হোঈ॥

হাজার মানুষের মধ্যে একজন ধর্মব্রত লয়। কোটি ধর্মপরায়ণের মধ্যে একজন বিষয়বিমুখ ও বিরাগী হয়।

কোটিক বিরক্ত মধ্য শ্রুতি কহঈ।
সম্যক জ্ঞান সকৃত কোউ লহঈ॥
জ্ঞানবন্ত কোটিক মহঁ কোউ।
জীবনমুক্ত সকৃত জগ সোউ॥

বেদে বলে, কোটি বৈরাগীর মধ্যে এক আধ জন যথার্থ জ্ঞান পায়। কোটি জ্ঞানবাণের ভিতর একজন জগতে একবার জীবন্মুক্ত হয়।

তিন্হ সহস্র মহঁ সব সুখখানী।
দুর্লভ ব্রহ্মলীন বিজ্ঞানী॥
ধর্মসীল বিরক্ত অরু জ্ঞানী।
জীবনমুক্ত ব্রহ্মপর প্রানী।

তাহাদের হাজারের মধ্যে বিজ্ঞানময় ব্রহ্মলীন সকল সুখময় জীব দুর্লভ। ধার্মিক, বৈরাগী, জ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত এবং ব্রহ্মলীন,

সব তেঁ সো দুর্লভ সুররায়া।
রাম ভগতি রত গত মদ মায়া॥
সো হরিভগতি কাগ কিমি পাঈ।
বিশ্বনাথ মোহি কহহু বুঝাঈ॥

হে দেবদেব, ইহাদের সকলের মধ্যে আবার এমন লোক দুর্লভ, যে রামভক্তিরত, যাহার অহঙ্কার ও মোহ চলিয়া গিয়াছে। এমন দুর্লভ যে হরিভক্তি, তাহা কাক কি করিয়া পাইল? হে বিশ্বনাথ, তুমি আমাকে এ কথা বুঝাইয়া বল।

রামপরায়ন জ্ঞানরত গুনাগার মতিধীর।
নাথ কহহু কেহি কারন পায়েউ কাগসরীর॥

রামপরায়ণ জ্ঞাননিষ্ঠ গুণময় ও স্থিরবুদ্ধি জীব কাকের দেহ কেন পাইল, সে কথা হে নাথ, বল।

৭৯॥ যহ প্রভু চরিত পবিত্র সুহাবা।
কহহু কৃপাল কাগ কহঁ পাবা॥
তুম্হ কেহি ভাঁতি সুনা মদনারী।
কহহু মোহি অতি কৌতুক ভারী॥

পবিত্র ও সুন্দর প্রভুর এই চরিত্র কথাই বা কাক কোথায় পাইল? হে নাথ, তাহা বল। হে মদনারি, তুমিই বা ইহা কোথায় শুনিলে, তাহা জানার জন্য আমার বড় কৌতুহল হইতেছে।

গরুড় মহাজ্ঞানী গুনরাসী।
হরিসেবক অতিনিকট নিবাসী॥
তেহি কেহি হেতু কাগ সন জাঈ।
সুনী কথা মুনিনিকর বিহাঈ॥

গরুড় মহাজ্ঞানী ও গুণময়, সে বিষ্ণুর সেবক, তাঁহার অতি নিকটে বাস করে। সে মুনিদিগের নিকট না গিয়া কাকের কাছেই বা গেল কেন?

কহহু কবন বিধি ভা সম্বাদা।
দোউ হরিভগত কাগ উরগাদা॥
গৌরিগিরা সুনি সরল সুহাঈ।
বোলে সিব সাদর সুখ পাঈ॥

কাক ও গরুড়ের এই দুই হরিভক্তের মধ্যে কেমনে কথাবার্তা হইল, সে কথা বল। গৌরীর সরল ও সুশোভন কথা শুনিয়া শঙ্কর সুখী হইয়া আদরের সহিত বলিলেন—

ধন্য সতী পাবনি মতি তোরী।
রঘুপতি চরন প্রীতি নহিঁ থোরী॥
সুনহু পরম পুনীত ইতিহাসা।
জো সুনি সকল সোক ভ্রম নাসা॥
উপজই রামচরন বিস্বাসা।
ভবনিধি তর নর বিনহিঁ প্রয়াসা॥

সতী, তোমার পবিত্র বুদ্ধি, তুমি ধন্য, রঘুপতির চরণে তোমার ভক্তি কম নাই। যে কাহিনী শুনিলে সকল শোক ও ভ্রম নষ্ট হয়, যে কথায় রামচরণে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, যাহাতে মানুষ অক্লেশে ভবসংসার পার হইতে পারে, সেই পরম পবিত্র কাহিনী শোন।

ঐসই প্রস্ন বিহঙ্গপতি কীন্হ কাগ সন জাই।
সো সব সাদর কহিহউ সুনহু উমা মন লাই॥

গরুড় কাকের নিকট গিয়া এই প্রকার প্রশ্নই করিয়াছিল, সে সকল কথা সাদরে বলিতেছি—উমা, তুমি তাহা মন দিয়া শোন।

৮০॥ **মৈঁ জিমি কথা সুনী ভবমোচনি।**
সো প্রসঙ্গ সুনু সুমুখি সুলোচনি॥
প্রথম দচ্ছগৃহ তব অবতারা।
সতী নাম তব রহা তুম্হারা॥

সংসার তারণকারিনী উমা, আমি যেমন ভাবে এ কথা শুনিয়াছিলাম, সুলোচনা সুন্দরী পার্বতী, তাহা তুমি শোন। প্রথমে তুমি দক্ষের ঘরে অবতীর্ণ হও, তখন তোমার নাম ছিল সতী।

দচ্ছজজ্ঞ তব ভা অপমানা।
তুম্হ অতি ক্রোধ তজে তব প্রানা॥
মম অনুচরন্হ কীন্হ মখভঙ্গা।
জানহু তুম্হ সো সকল প্রসঙ্গা॥

দক্ষযজ্ঞে যখন তোমার অপমান হয়, তখন তুমি বড় রাগ করিয়া দেহত্যাগ করিলে। আমার অনুচরেরা যজ্ঞ ভঙ্গ করিল, সে সকল কথা তুমি জান।

তব অতি সোচ ভয়উ মন মোরে।
দুখী ভয়উ বিয়োগ প্রিয় তোরে॥
সুন্দর বন গিরি সরিত তড়াগা।
কৌতুক দেখত ফিরেউঁ বিরাগা॥

প্রিয়া, তখন আমার মনে বড় শোক উপস্থিত হয়। তোমার মৃত্যুতে দুঃখী হইয়া বিরাগের বশে সুন্দর বন পর্বত নদী সরোবর কৌতুহলের সহিত দেখিয়া ঘুরিতে লাগিলাম।

গিরি সুমেরু উত্তর দিসি দূরী।
নীল সৈল এক সুন্দর ভূরী॥
তাসু কনকময় সিখর সুহায়ে।
চারি চারু মোরে মন ভায়ে॥

উত্তর দিকে সুমেরু পর্বত হইতে দূরে এক খুব সুন্দর নীল পর্বত আছে। তাহার চারিটা সুন্দর শিখর আছে। উহা আমার মনে ভাল লাগিল।

তিন্হ পর এক এক বিটপ বিসালা।
বট পীপর পাকরী রসালা॥
সৈলোপরি সর সুন্দর সোহা।
মনিসোপান দেখি মন মোহা॥

সেই চারি শৃঙ্গের এক একটার উপর একটা করিয়া বট অশ্বত্থ পাকুড় ও আমের বিশাল গাছ ছিল। পর্বতের উপর সুন্দর সুশোভন সরোবর ছিল। তাহার পৈঠাগুলি মণির তৈয়ারী দেখিয়া মন মুগ্ধ হয়।

সীতল অমল মধুর জল জলজ বিপুল বহুরঙ্গ।
কূজত কলরব হংসগন গুঞ্জত মঞ্জুল ভৃঙ্গ॥

সেই সরোবরের জল শীতল নির্মল ও মধুর ছিল। তাহাতে নানা রংয়ের বড় বড় পদ্ম ছিল। সেখানে হাঁসেরা কলরব করিতেছিল, ভোমরা মধুর স্বরে গুঞ্জন করিতেছিল।

৮১॥ **তেহি গিরি রুচির বসই খগ সোঈ।**
তাসু নাস কলপান্ত ন হোঈ॥
মায়াকৃত গুন দোষ অনেকা।
মোহ মনোজ আদি অবিবেকা॥

সেই সুন্দর পর্বতে সে কাক বাস করে, কল্পান্তেও তাহার বিনাশ নাই। মায়া হইতে উৎপন্ন নানা দোষ গুণ, মোহ কাম ইত্যাদি বিবেকবিরুদ্ধ বৃত্তি,

রহে ব্যাপি সমস্ত জগ মাহীঁ।
তেহি গিরি নিকট কবহুঁ নহিঁ জাহীঁ॥
তহঁ বসি হরিহি ভজই জিমি কাগা।
সো সুনু উমা সহিত অনুরাগা॥

সমস্ত জগৎ ছাইয়া থাকিলেও উহারা ঐ পর্বতের নিকটেও আসিতে পারে না। সেখানে বসিয়া কাক ভূষণ্ডী যেমন করিয়া হরির ভজনা করে, পার্বতী, সে কথা প্রীতির সহিত শোন।

পীপর তরু তর ধ্যান জো ধরঈ।
জাপ জজ্ঞ পাকরি তর করঈ॥
আমছাহঁ কর মানস পূজা।
তজি হরিভজনু কাজু নহিঁ দূজা॥

সে অশ্বত্থ গাছের তলায় ধ্যানে বসে, পাকুড় গাছের নীচে জপ ও যজ্ঞ করে, আমের ছায়ায় মানস পূজা করে, হরির ভজন ছাড়া আর তাহার কোনও কাজ নাই।

বর তর কহ হরিকথা প্রসঙ্গা।
আবহিঁ সুনহিঁ অনেক বিহঙ্গা॥
রামচরিত বিচিত্র বিধি নানা।
প্রেম সহিত কর সাদর গানা॥

বট তলায় গিয়া হরির কথা আলোচনা করে, আর সেখানে অনেক পাখী আসিয়া শোনে। রামচন্দ্রের বিচিত্র চরিত্র সে নানা প্রকারে প্রেমের সহিত সাদরে গান করে।

সুনহিঁ সকল মতি বিমল মরালা।
বসহিঁ নিরন্তর জো তেহি তালা॥
জব মৈঁ জাই সো কৌতুক দেখা।
উর উপজা আনন্দ বিসেখা॥

সেই সরোবরে যে সকল সৎবুদ্ধি মরাল বাস করে, তাহারাও সে কথা শোনে। যখন আমি গিয়া এই তামাসা দেখিলাম, তখন আমার মনে বিশেষ আনন্দ হইল।

তব কছু কাল মরালতনু ধরি তহঁ কীন্হ নিবাস।
সাদর সুনি রঘুপতি গুন পুনি আয়উঁ কৈলাস॥

তখন কিছুকাল হাঁসের দেহ ধারণ করিয়া সেইখানে বাস করিলাম। রঘুপতির গুণগাণ সাদরে শুনিয়া পরে কৈলাসে ফিরিয়া আসিলাম।

৮২॥ গিরিজা কহেউঁ সো সব ইতিহাসা।
মৈঁ জেহি সময় গয়উঁ খগ পাসা॥
অব সো কথা সুনহু জেহি হেতু।
গয়উ কাগ পহিঁ খগ কুল কেতু॥

আমি যে সময় কাক ভুষণ্ডীর নিকট গিয়াছিলাম, সে সময়কার কথা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি এখন যে কারণে পক্ষীরাজ গরুড় কাকের নিকট গিয়াছিল, সে কথা শোন।

জব রঘুনাথ কীন্হ রনক্রীড়া।
সমুঝত চরিত হোত মোহি ব্রীড়া॥
ইন্দ্রজীত কর আপু বঁধায়ো।
তব নারদ মুনি গরুড় পঠায়ো॥

যখন রঘুনাথ যুদ্ধের খেলা খেলিতেছিলেন, তখন তাঁহার চরিত কথা ভাবিতে আমার লজ্জা হয়। তখন তিনি নিজে ইন্দ্রজিতের হাতে বাঁধা পড়েন। তখন নারদ সেই নাগপাশ কাটার জন্য গরুড়কে পাঠান।

বন্ধন কাটি গয়উ উরগাদা।
উপজা হৃদয় প্রচণ্ড বিষাদা॥
প্রভুবন্ধন সমুঝত বহু ভাঁতী।
করত বিচার উরগআরাতী॥

সাপভক্ষক গরুড় নাগপাশের বন্ধন কাটিয়া দিয়া চলিয়া গেল, মনে তাহার বড় দুঃখ উপস্থিত হইল। ভগবান বন্ধনে পড়িয়াছেন, এ কথা ভাবিয়া তাহার মনে নানা বিচার উপস্থিত হইল।

ব্যাপক ব্রহ্ম বিরজ বাগীসা।
মায়া মোহ পার পরমীসা॥

সো অবতার সুনেউঁ জগ মাহীঁ।
দেখেউঁ সো প্রভাব কছু নাহীঁ।

শুনিয়াছি, সর্বব্যাপ্ত শুদ্ধ বাণীপতি ব্রহ্ম, মায়ামোহের অতীত পরমেশ্বরই জগতে অবতার হইয়াছেন; কিন্তু এখন দেখিলাম যে তাঁহার শক্তি কিছুই নাই।

ভববন্ধন তেঁ ছুটহিঁ নর জপি জা কর নাম।
খর্ব নিসাচর বাঁধেউ নাগপাস সোই রাম॥

যাঁহার নাম যপ করিয়া মাণুষ ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তুচ্ছ রাক্ষস সেই রামকে নাগপাশে বাঁধে।

৮৩॥ নানা ভাঁতি মনহিঁ সমুঝাবা।
প্রগট ন জ্ঞান হৃদয় ভ্রম ছাবা॥
খেদখিন্ন মন তর্ক বঢ়াঈ।
ভয়উ মোহবস তুম্হরিহি নাঈঁ॥

নানা প্রকারে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল, কিন্তু হৃদয় ভ্রমে ছাইয়া রহিল বলিয়া জ্ঞানপ্রকট হইল না। দুঃখিত মনে ভিতরে ভিতরে তর্ক বাড়িতেই লাগিল। পার্বতী, সে তোমারই মত মোহবশ হইয়া পড়িল।

ব্যাকুল গয়উ দেবরিষি পাহীঁ।
কহেসি জো সংসয় নিজ মন মাহীঁ॥
সুনি নারদহিঁ লাগি অতি দায়া।
সুনু খগ প্রবল রাম কৈ মায়া॥

গরুড় ব্যাকুল হইয়া নারদের নিকট গিয়া নিজের মনের সংশয়ের কথা বলিল। কথা শুনিয়া নারদের বড় দয়া হইল। তিনি বলিলেন—গরুড় রামের মায়া বড় প্রবল।

জো জ্ঞানিন্হ কর চিত অপহরঈ।
বরিআঈঁ বিমোহ মন করঈ॥
জেহি বহু বার নচাবা মোহী।
সোই ব্যাপী বিহঙ্গপতি তোহী॥

যে মায়া জ্ঞানীদের চিত্তও চুরি করে, জোর করিয়াই মনে মোহ আনিয়া দেয়, যে মায়া আমাকে অনেকবার নাচাইয়াছে; গরুড়, তোমার উপর সেই মায়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মহামোহ উপজা উর তোরে।
মিটিহি ন বেগি কহে খগ মোরে॥
চতুরানন পহিঁ জাহু খগেসা।
সোই করেহু জো দেহিঁ নিদেসা।

হে গরুড়, তোমার হৃদয়ে মহা মোহ উপস্থিত হইয়াছে। আমি বলিলেও সে সন্দেহ শীঘ্র যাইবে না। তুমি ব্রহ্মার নিকট যাও। আর তিনি যাহা বলেন, তাহাই কর।

অস কহি চলে দেবরিষি করত রাম গুন গান।
হরি মায়া বল বরনত পুনি পুনি পরম সুজান॥

এই কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ রামগুণগান করিতে লাগিলেন। চতুর ঋষি হরির মায়ার প্রভাবের কথা পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

৮৪॥ তব খগপতি বিরঞ্চি পহিঁ গয়উ।
নিজ সন্দেহ সুনাবত ভয়উ।
সুনি বিরঞ্চি রামহিঁ সিরু নাবা।
সমুঝি প্রতাপ প্রেম উর ছাবা।

তখন গরুড় ব্রহ্মার নিকট গিয়া নিজ সন্দেহের কথা শুনাইল। ব্রহ্মা তাহা শুনিয়া রামের উদ্দেশ্যে মাথা নত করিলেন ও রামচন্দ্রের শক্তির কথা বুঝিয়া তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল।

মন মহুঁ করই বিচার বিধাতা।
মায়াবস কবি কোবিদ জ্ঞাতা॥
হরিমায়া কর অমিত প্রভাবা।
বিপুল বার জেহি মোহি নচাবা॥

তখন ব্রহ্মা মনে মনে এই বিচার করিতে লাগিলেন যে, কবি পণ্ডিত ও জ্ঞানী সকলেই মায়ার বশীভূত। ভগবানের মায়ার অসামান্য প্রভাব, উহা আমাকেও কত বার না নাচাইয়াছে।

অগ জগ ময় জগ মম উপরাজা।
নহিঁ আচরজ মোহ খগরাজা॥
তব বোলে বিধি গিরা সুহাঈ।
জান মহেস রামপ্রভুতাঈ॥

আমি স্থাবর জঙ্গমময় সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি। গরুড়ের যে মোহ হইবে তাহাতে ত আশ্চর্য নাই। তার পর ব্রহ্মা মিষ্ট কথায় এই বলিলেন যে, মহেশ্বর রামের শক্তির কথা জানেন।

বৈনতেয় শঙ্কর পহিঁ জাহু।
তাত অনত পুছহু জনি কাহু॥
তহঁ হোইহি তব সংসয়হানী।
চলেউ বিহঙ্গ সুনত বিধিবানী॥

ব্রহ্মা বলিলেন—গরুড়, তুমি শিবের নিকট যাও। সেইখানেই তোমার সংশয়ের অবসান হইবে। অন্যত্র আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। ব্রহ্মার কথায় গরুড় পুনরায় রওনা হইল।

পরমাতুর বিহঙ্গপতি আয়উ তব মোহি পাস।
জাত রহেউঁ কুবেরগৃহ রহিহু উমা কৈলাস॥

তখন গরুড় অতিশয় আর্ত হইয়া আমার নিকট আসিল, আমি তখন কুবেরের নিকট যাইতেছিলাম। উমা, তখন তুমি কৈলাসে ছিলে।

৮৫॥ তেহি মম পদ সাদর সিরু নাবা।
পুনি আপন সন্দেহ সুনাবা॥
সুনি তা করি বিনীত মৃদুবানী।
প্রেমসহিত মৈঁ কহেউঁ ভবানী॥

পার্বতী, সে আমাকে সাদরে নমস্কার করিল। তার পর সন্দেহের কথা আমাকে শুনাইল। তাহার বিনয়পূর্ণ মিষ্টকথা শুনিয়া তাহাকে আমি প্রেমের সহিত বলিলাম—

মিলেহু গরুড় মারগ মহঁ মোহী।
কবন ভাঁতি সমুঝাবউঁ তোহী॥
তবহিঁ হোই সব সংসয় ভঙ্গা।
জব বহু কাল করিয় সতসঙ্গা॥

গরুড়, পথে আমার সহিত দেখা হইল, তোমাকে এখন কেমন করিয়া বুঝাই। তুমি দীর্ঘকাল যখন সৎসঙ্গ করিবে, তখনই তোমার সংশয় দূর হইবে।

সুনিয় তহাঁ হরিকথা সুহাঈ।
নানা ভাঁতি মুনিন্হ জো গাঈ॥
জেহি মহঁ আদি মধ্য অবসানা।
প্রভু প্রতিপাদ্য রামু ভগবানা॥

সেই সৎসঙ্গে যাহা মুনিরা নানা প্রকারে গান করিয়া থাকেন, সেই সুন্দর হরিকথা শুনিবে। সে কথার আদি মধ্য ও অন্তে রামচন্দ্রই যে স্বামী ভগবান তাহাই প্রমাণ করার বিষয়।

নিত হরিকথা হোতি জহঁ ভাঈ।
পঠবউঁ তহাঁ সুনহু তুম্হ জাঈ॥
জাইহি সুনত সকল সন্দেহা।
রামচরন হোইহি অতিনেহা॥

যেখানে নিত্যই হরিকথা হয়, আমি তোমাকে সেইখানেই পাঠাইব। সেখানে গিয়া তুমি উহাই শুনিবে। শুনিলেই সকল সন্দেহ যাইবে, রামচরণে অতিশয় ভক্তি হইবে।

বিনু সতসঙ্গ ন হরিকথা তেহি বিনু মোহ ন ভাগ।
মোহ গয়ে বিনু রামপদ হোই ন দৃঢ় অনুরাগ॥

সৎসঙ্গ না হইলে হরিকথা হয় না, হরিকথা না হইলে মোহ যায় না, আর মোহ না গেলে রামচরণে দৃঢ়ভক্তি হয় না।

৮৬-৮৭॥ মিলহিঁ ন রঘুপতি বিনু অনুরাগা।
কিয়ে জোগ জপ জ্ঞান বিরাগা॥
উত্তর দিসি সুন্দর গিরি নীলা।
তহঁ রহ কাগভুসুণ্ডি সুসীলা।

ভক্তি না হইলে, যতই যোগ জপ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের চর্চা করা যাউক না কেন, রঘুপতিকে মিলে না।

উত্তর দিকে সুন্দর নীলগিরি আছে, সেখানে সুচরিত্র কাক ভূষণ্ডী বাস করে।

রামভগতি পথ পরমপ্রবীনা।
জ্ঞানী গুনগৃহ বহুকালীনা॥
রামকথা সো কহই নিরন্তর।
সাদর সুনহিঁ বিবিধ বিহঙ্গবর॥

সে রামভক্তি পথে পরম প্রবীণ, জ্ঞানী, গুণগ্রাহী ও বহু প্রাচীন। সে সর্ব্বদাই রাম কথা বলিতেছে, আর তাহা নানা পাখীরা সাদরে শুনিতেছে।

জাই সুনহু তহঁ হরিগুন ভূরী।
হোইহি মোহজনিত দুখ দূরী॥
মৈঁ জব তেহি সব কহা বুঝাঈ।
চলেউ হরষি মম পদ সিরু নাঈ॥

সেই খানে গিয়া খুব করিয়া হরিগুণ শোন, মোহ হইতে তোমার যে দুঃখ হইতেছে তাহা দূর হইবে। যখন আমি তাহাকে সেই কথা বুঝাইয়া বলিলাম, তখন সে আনন্দে আমাকে প্রণাম করিয়া চলিল।

তা তেঁ উমা ন মৈঁ সমুঝাবা।
রঘুপতি কৃপা মরম মৈঁ পাবা॥
হোইহি কীন্হ কবহুঁ অভিমানা।
সো খোবই চহ কৃপানিধানা॥

আমি রঘুপতির কৃপার মর্ম বুঝিয়াছি, সেই জন্য গরুড়কে আমি এখানে বুঝাইলাম না। আমি বুঝিয়াছি গরুড় কোনও দিন অভিমান করিয়া থাকিবে, সেই অভিমানই কৃপানিধান দূর করিয়া দিতে চাহেন।

কছু তেহি তেঁ পুনি মৈঁ নহিঁ রাখা।
সমুঝই খগ খগ হী কৈ ভাখা॥
প্রভুমায়া বলবন্ত ভবানী।
জাহি ন মোহ কবন অস জ্ঞানী॥

তাহাকে না রাখার আর কতকটা কারণ এই যে, পক্ষী পক্ষীর ভাষাই (ভাল) বুঝিবে। ভবানী, প্রভুর মায়া শক্তিশালী, এমন কে জ্ঞানী আছে যাহাকে ঐ মায়া মুগ্ধ করে নাই।

জ্ঞানী ভগত সিরোমনি ত্রিভুবন পতি কর জান।
তাহি মোহ মায়া নর পাবঁর করহিঁ গুমান॥

জ্ঞানী ভক্ত শিরোমণি ত্রিভুবন পতির বাহন, সেই গরুড়ের উপরও মোহ ও মায়া ব্যাপ্ত হয়, তবুও হীন মানুষ অভিমান করে।

সিব বিরঞ্চি কহুঁ মোহই কো হই বপুরা আন।
অস জিয় জানি ভজহিঁ মুনি মায়াপতি ভগবান॥

যেখানে শিব ব্রহ্মাকেই মায়া মোহিত করিয়া থাকে, সেখানে আর বেচারা অন্যদের কথা কি। এই কথা স্মরণে রাখিয়া মায়াপতি ভগবানকে ভজনা করিবে।

৮৮-৮৯ ॥ **গয়উ গরুড় জহঁ বসই ভুসুণ্ডী।**
মতি অকুণ্ঠ হরিভগতি অখণ্ডী॥
দেখি সৈল প্রসন্ন মন ভয়উ।
মায়া মোহ সোচ সব গয়উ॥

যেখানে শুদ্ধ বুদ্ধি ও অবিচল হরিভক্তি লইয়া ভূষণ্ডী বাস করে, গরুড় সেখানে গেল। পর্বত দেখিয়া তাহার মনে আনন্দ হইল, মায়া মোহ ও শোক সকলই চলিয়া গেল।

করি তড়াগ মজ্জন জলপানা।
বট তর গয়উ হৃদয় হরষানা॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ বিহঙ্গ তহঁ আয়ে।
সুনই রাম কে চরিত সুহায়ে॥

সরোবরে স্নান করিয়া ও জল পান করিয়া আনন্দিত মনে বটের তলায় গেল। সেখানে বুড়া বুড়া পাখীরা আসিয়াছিল, তাহারা সুন্দর রামচরিত শুনিতেছিল।

কথা অরম্ভ করই সোই চাহা।
তেহী সময় গয়উ খগনাহা॥
আবত দেখি সকল খগরাজা।
হরষেউ বায়স সহিত সমাজা॥

যখন ভূষণ্ডী রামকথা আরম্ভ করিতে যাইবে, এমন সময় পক্ষীরাজ গরুড় সেখানে উপস্থিত হইল। সকল পক্ষীর রাজাকে আসিতে দেখিয়া সমাজ সহিত কাক আনন্দিত হইল।

অতি আদর খগপতি কর কীন্হা।
স্বাগত পুছি সুআসন দীন্হা॥
করি পূজা সমেত অনুরাগা।
মধুর বচন তব বোলেউ কাগা॥

কাক খগপতিকে অতিশয় আদর করিল, স্বাগত প্রশ্ন করিয়া ভাল আসন দিল। প্রেমের সহিত পূজা করিয়া তার পর মধুর বাক্যে বলিল—

নাথ কৃতারথ ভয়উ মৈঁ তব দরসন খগরাজ।
আয়সু দেহু সো করউঁ অব প্রভু আয়হু কেহি কাজ॥

হে নাথ, হে পক্ষীরাজ, তোমার দেখা পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। প্রভু, তুমি যে কাজের জন্য আসিয়াছ, আজ্ঞা দাও তাহা করি।

সদা কৃতারথ রূপ তুম্হ কহ মৃদুবচন খগেস।
জেহি কৈ অস্তুতি সাদর নিজ মুখ কীন্হি মহেস॥

খগপতি গরুড় মিষ্টবাক্যে বলিল—কাক, তুমি সর্বদাই কৃতার্থ রহিয়াছ, কেননা, শঙ্কর নিজ মুখে সাদরে তোমার স্তুতি করিয়াছেন।

৯০॥ সুনহু তাত জেহি কারজ আয়উঁ।
সো সব ভয়উ দরস তব পায়উঁ॥
দেখি পরম পাবন তব আশ্রম।
গয়উ মোহ সংসয় নানা ভ্রম॥

হে তাত, যে কার্যে আসিয়াছিলাম, তোমার দেখা পাওয়াতেই তাহা হইয়াছে। তোমার পবিত্র আশ্রম দেখিয়া সকল মোহ সংশয় ও নানা ভ্রম চলিয়া গিয়াছে।

অব শ্রীরাম কথা অতি পাবনি।
সদা সুখদ দুখ পুঞ্জ নসাবনি॥
সাদর তাত সুনাবহু মোহী।
বার বার বিনবউঁ প্রভু তোহী॥

তাত, এখন অতি পবিত্র, সর্বদা সুখদায়ক, দুঃখ সমূহ নাশকারী, শ্রীরামকথা সাদরে আমাকে শুনাও। হে প্রভু, তোমাকে বার বার মিনতি করিতেছি।

সুনত গরুড় কৈ গিরা বিনীতা।
সরল সুপ্রেম সুখদ সুপুনীতা॥
ভয়উ তাসু মন পরমউছাহা।
লাগ কহই রঘুপতি গুন গাহা॥

গরুড়ের বিনীত সরল প্রেমময় সুখদায়ক ও পবিত্র বাক্য শুনিয়া কাকের মনে পরম উৎসাহ হইল। সে রঘুপতির গুণগান করিতে লাগিল।

প্রথমহিঁ অতি অনুরাগ ভবানী।
রাম চরিত সর কহেসি বখানী॥
পুনি নারদ কর মোহ অপারা।
কহেসি বহুরি রাবনঅবতারা॥
প্রভু অবতার কথা পুনি গাঈ।
তব সিসুচরিত কহেসি মন লাঈ॥

পার্বতী, প্রথমেই কাক অতি অনুরাগের সহিত রামচরিত মানস সরোবরের বর্ণনা করিল। তার পর নারদের অসীম মোহের কথা, রাবণ অবতারের কথা ও প্রভু শ্রীরামের অবতার হওয়ার কথা গাহিল। তার পর মন দিয়া শিশু চরিত বলিল।

বালচরিত কহি বিবিধ বিধি মন মহঁ পরমউছাহ।
রিষিআগমনু কহেসি পুনি শ্রীরঘুবীর বিবাহ॥

নানা প্রকারে বাল-চরিত্র বর্ণনা করিয়া তাহার মনে পরম উৎসাহ হইল। ঋষি বিশ্বামিত্রের আসার কথা ও তার পর শ্রীরঘুবীরের বিবাহের কথা বলিল।

৯১॥ বহুরি রাম অভিষেক প্রসঙ্গা।
পুনি নৃপবচন রাজ রস ভঙ্গা॥
পুরবাসিন্হ কর বিরহ বিষাদা।
কহেসি রাম লছিমন সম্বাদা॥

তারপর রামের অভিষেকের কথা, রাজার প্রতিজ্ঞা পালনের ও রাজ্যাভিষেকের রস ভঙ্গ হওয়ার কথা, পরে পুরবাসীর বিরহ ও বিষাদের কথা ও রাম লক্ষ্মণের কথোপকথন বর্ণনা করিল।

বিপিনগবন কেবটঅনুরাগা।
সুরসরি উতরি নিবাস প্রয়াগা॥
বালমীকি প্রভু মিলন বখানা।
চিত্রকূট জিমি বস ভগবানা॥

রামচন্দ্রের বনগমন, পাটনীর অনুরাগ, গঙ্গা পার হইয়া প্রয়াগে বাস, তার পর প্রভুর সহিত বাল্মীকির মিলন ও প্রভু যেমন করিয়া চিত্রকূটে বাস করিয়াছিলেন সে সকল কথা বলিল।

সচিবাগমনু নগর নৃপমরনা।
ভরতাগমনু প্রেম বহু বরনা॥
করি নৃপক্রিয়া সঙ্গ পুরবাসী।
ভরতু গয়ে জহঁ প্রভু সুখরাসী॥

মন্ত্রীর বন হইতে নগরে ফিরিয়া আসা, রাজার মৃত্যু, ভরতের আগমন ও তাহার গভীর প্রেমের কথা, ভরত কেমন করিয়া পিতার শ্রাদ্ধাদি করিয়া পুরবাসীদিগকে লইয়া সুখময় ভগবানের নিকট গেল সে কথা,

পুনি রঘুপতি বহু বিধি সমুঝায়ে।
লেই পাদুকা অবধপুর আয়ে॥
ভরতরহনি সুরপতি সুত করনী।
প্রভু অরু অত্রি ভেঁট পুনি বরনী॥

তার পর কেমন করিয়া রঘুপতি নানাভাবে ভরতকে বুঝাইলে সে রামের পাদুকা লইয়া অযোধ্যায় আসিল সে কথা, ভরতের জীবনযাত্রা, জয়ন্তের কীর্তি, প্রভুর ও অত্রি ঋষির সাক্ষাতের কথা বলিল।

কহি বিরাধ বধ জেহি বিধি দেহ তজী সরভঙ্গ।
বরনি সুতীছন প্রীতি পুনি প্রভু অগস্তি সতসঙ্গ॥

বিরাধের বধের কথা, তার পর শরভঙ্গ মুনি যেভাবে দেহ ত্যাগ করিল সে কথা, সুতীক্ষ্ণের প্রীতির কথা ও পরে অগস্ত্য মুনির সহিত প্রভুর সৎসঙ্গ করার কথা বলিল।

৯২-৯৩॥ কহি দণ্ডক বন পাবনতাঈ।
গীধ মইত্রী পুনি তেহি গাঈ॥
পুনি প্রভু পঞ্চবটী কৃত বাসা।
ভঞ্জী সকল মুনিন্হ কৈ ত্রাসা।

দণ্ডক বনের পবিত্রতার কথা বলিল। গৃধ্র জটায়ুর সহিত মৈত্রীর কথা বলিল। তার পর প্রভু পঞ্চবটীতে যে বাস করিয়াছিলেন ও সকল মুনির ভয় হরণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিল।

পুনি লছিমন উপদেস অনূপা।
সূপনখা জিমি কীন্হ কুরূপা॥
খর দূষন বধ বহুরি বখানা।
জিমি সবু মরমু দসানন জানা॥

তার পর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে যে অতুলনীয় উপদেশ দিয়াছিলেন সেকথা, পরে লক্ষ্মণ কেমন করিয়া সূর্পণখাকে কুরূপা করিয়াছিল, খর দূষণের বধের কথা ও কেমন করিয়া দশানন সকল কথা জানিল, তাহা বলিল।

দস কন্ধর মারীচ বতকহী।
জেহি বিধি ভঈ সো সব তেহি কহী॥
পুনি মায়াসীতা কর হরনা।
শ্রীরঘুবীর বিরহ কছু বরনা॥

রাবন ও মারীচের কথাবার্তা যেমন হইয়াছিল সে সকল কথা বলিল। তার পর মায়াসীতা হরণের কথা বলিল ও শ্রীরঘুবীরের বিরহের কিছু বর্ণনা করিল।

পুনি প্রভু গীধক্রিয়া জিমি কীন্হী।
বিধি কবন্ধ সবরিহি গতি দীন্হী॥
বহুরি বিরহ বরনত রঘুবীরা।
জেহি বিধি গয়ে সরোবরতীরা॥

তার পর প্রভু যেমন করিয়া গৃধ্রের সৎকার করিলেন, কেমন করিয়া কবন্ধ ও শবরীকে মোক্ষ দেওয়াইলেন, রঘুবীরের বিরহ বর্ণনা করিয়া যেভাবে তিনি পম্পা সরোবর তীরে গেলেন, সেকথা বলিল।

প্রভু নারদ সম্বাদ কহি মারুতি মিলন প্রসঙ্গ।
পুনি সুগ্রীবঁ মিতাঈ বালিপ্রান কর ভঙ্গ॥

প্রভু ও নারদের কথোপকথন বলিল, হনুমানের সহিত মিলন ও সুগ্রীবের সহিত মিত্রতার কথা ও তার পর বালীবধ বর্ণনা করিল।

কপিহি তিলক করি প্রভুকৃত সৈল প্রবরষন বাস।
বরনত বরষা সরদ অরু রামরোষ কপিত্রাস॥

সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক করাইয়া প্রভু যে প্রবর্ষণ শৈলে বাস করিলেন সেকথা, বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা, তারপর রামের রোষ ও কপিদিগের ভয়ের কথা বলিল।

৯৪-৯৫॥ জেহি বিধি কপিপতি কীস পঠায়ে।
সীতাখোজন সকল সিধায়ে॥
বিবরপ্রবেস কীন্হ জেহি ভাঁতী।
কপিন্হ বহোরি মিলা সম্পাতী॥

যেমন করিয়া কপিপতি সুগ্রীব সীতাকে খোঁজার জন্য বানর পাঠাইল ও তাহারা চলিয়া গেল, বিবর প্রবেশের কথা, যেমন করিয়া আবার সম্পাতীর সহিত মিলন হইল সে কথা বলিল।

সুনি সব কথা সমীরকুমারা।
নাঁঘত ভয়উ পয়োধি অপারা॥
লঙ্কা কপি প্রবেস জিমি কীন্হা।
পুনি সীতহি ধীরজু জিমি দীন্হা॥

সকল কথা সম্পাতীর নিকট শুনিয়া হনুমান অপার সমুদ্র পার হইয়া গেল, কি করিয়া সে লঙ্কায় প্রবেশ করিল ও পরে সীতাকে যেমন করিয়া ধৈর্য রাখিতে বলিল, সে কথা বলিল।

বন উজারি রাবনহিঁ প্রবোধী।
পুর দহি নাঁঘেউ বহুরি পয়োধী॥
আয়ে কপি সব জহঁ রঘুরাঈ।
বৈদেহী কৈ কুসল সুনাঈ॥

বন উজাড় করিয়া রাবণকে বুঝাইয়া লঙ্কা দগ্ধ করিয়া আবার সমুদ্র পার হইয়া হনুমান ও কপিরা শ্রীরামের নিকটে কেমন করিয়া আসিল ও বৈদেহীকে কুশল সংবাদ দিল, সে কথা বলিল।

সেনসমেত জথা রঘুবীরা।
উতরে জাই বারি নিধি তীরা॥
মিলা বিভীষন জেহি বিধি আঈ।
সাগরনিগ্রহ কথা সুনাঈ॥

সেনা সহিত রঘুবীর যেমন করিয়া সমুদ্রের তীরে নামিলেন, বিভীষণের সহিত যেমন করিয়া সাক্ষাৎ হইল ও সমুদ্র শাসনের কথা বলিল।

সেতু বাঁধি কপিসেন জিমি উতরী সাগরপার।
গয়উ বসীঠী বীরবর জেহি বিধি বালিকুমার॥

সেতু বাঁধিয়া বানর সৈন্যেরা যেমন করিয়া সাগর পারে গেল, বীরবর বালীকুমার যে ভাবে দূত হইয়া গেল সেকথা বলিল।

নিসিচর কীস লরাঈ বরনেসি বিবিধ প্রকার।
কুম্ভকরন ঘননাদ কর বল পৌরুষ সংহার॥

রাক্ষস ও বানরের যুদ্ধের কথা নানা প্রকারে বর্ণনা করিল। কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদের বল ও পৌরুষের সংহার করার কথা বলিল।

৯৬-৯৭। নিসিচর নিকর মরন বিধি নানা।
রঘুপতি রাবন সমর বখানা॥
রাবনবধ মন্দোদরি সোকা।
রাজু বিভীষন দেব অসোকা॥

রাক্ষসদের নানা প্রকারে মরণ ও রঘুপতি রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা করিল। রাবণের বধ ও মন্দোদরীর শোক বিভীষণকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দেওয়ার কথা বলিল।

সীতা রঘুপতি মিলন বহোরী।
সুরন্হ কীন্হি অস্তুতি কর জোরী॥

পুনি পুষ্পক চঢ়ি কপিন্হ সমেতা।
অবধ চলে প্রভু কৃপানিকেতা॥

পরে সীতা রঘুপতির মিলন সংবাদ, দেবতাদের হাত জোড় করিয়া স্তুতি করার কথা, তার পর পুষ্পকে চড়িয়া বানরদের সহিত কৃপাময় প্রভুর অযোধ্যা যাত্রা বর্ণনা করিল।

জেহি বিধি রাম নগর নিজ আয়ে।
বায়স বিসদ চরিত সব গায়ে॥
কহেসি বহোরি রামঅভিষেকা।
পুর বরনন নৃপনীতি অনেকা॥

যেমন করিয়া রাম নিজ নগরে ফিরিয়া আসিলেন, সে চরিত কথা কাক ভুষণ্ডী বিশেষ করিয়া গাহিল। পরে রাম-অভিষেকের কথা বলিল, পুরীর বর্ণনা করিল ও রাজনীতির অনেক কথা বলিল।

কথা সমস্ত ভুসুণ্ডি বখানী।
জো মৈঁ তুম্হ সন কহী ভবানী॥
সুনি সব রামকথা খগনাহা।
কহত বচন মন পরমউছাহা॥

পার্বতী, যে সকল কথা আমি তোমাকে বলিয়াছি সে সমস্তই ভুষণ্ডী বর্ণনা করিল। সে সকল রামকথা শুনিয়া খগরাজ মনে পরম উৎসাহ পাইয়া বলিল—

সোঃ—
গয়উ মোর সন্দেহ সুনেউঁ সকল রঘুপতি চরিত।
ভয়উ রামপদ নেহ তব প্রসাদ বায়সতিলক।

আমি রঘুপতির সকল চরিত কথা শুনিলাম, আমার সন্দেহ চলিয়া গিয়াছে। হে কাকশ্রেষ্ঠ, তোমার কৃপায় আমার রামচরণে ভক্তি হইল।

মোহি ভয়উ অতি মোহ প্রভুবন্ধন রন মহুঁ নিরখি।
চিদানন্দ সন্দোহ রামু বিকল কারন কবন॥

যুদ্ধে প্রভুর বন্ধন দেখিয়া আমার বড় সন্দেহ হয় যে জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ রাম বিকল হইয়াছেন, ইহার কারণটা কি?

৯৮-৯৯॥ **দেখি চরিত অতি নর অনুসারী।**
ভয়উ হৃদয় মম সংসয় ভারী॥
সোই ভ্রম অব হিতকর মৈঁ জানা।
কীন্হ অনুগ্রহ কৃপানিধানা॥

অতিশয় মানুষের মতই চরিত্র দেখিয়া আমার মনে ভারি সন্দেহ হয়, এখন জানিতেছি যে ভুল করিয়া আমার হিতই হইয়াছে, কৃপানিধান আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন।

জো অতি আতপ ব্যাকুল হোঈ।
তরুছায়া সুখ জানই সোঈ॥
জৌঁ নহি হোত মোহ অতি মোহী।
মিলতেউঁ তাত কবন বিধি তোহী॥

যে রোদ্রের তাপে বড় কষ্ট পায়, সেই গাছের ছায়ায় যে কি সুখ তাহা জানে। যদি আমার অতিশয় মোহ না হইত তবে হে তাত, তোমার সাথে কি করিয়া সাক্ষাৎ হইত।

সুনতেউঁ কিমি হরিকথা সুহাঈ।
অতিবিচিত্র বহু বিধি তুম্হ গাঈ॥
নিগমাগম পুরানমত এহা।
কহহিঁ সিদ্ধ মুনি নহিঁ সন্দেহা॥

যে অতি বিচিত্র কথা নানা প্রকারে তুমি গাহিলে, সে সুন্দর হরিকথা কি করিয়াই বা শুনিতাম? ইহা বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণ সম্মত, সিদ্ধ ও মুনিরাও ইহাই বলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ত বিসুদ্ধ মিলহিঁ পরি তেহী।
চিতবহিঁ রাম কৃপা করি জেহী॥
রামকৃপা তব দরসন্ন ভয়উ।
তব প্রসাদ মম সংসয় গয়উ॥

রামচন্দ্র যাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে দেখেন, বিশুদ্ধ চরিত্র সাধুর সহিত তাহারই দেখা হয়। রামকৃপাতেই তোমার দর্শন পাইয়াছি, তোমার কৃপায় আমার সংশয় গেল।

সুনি বিহঙ্গপতি বানী সহিত বিনয় অনুরাগ।
পুলক গাত লোচন সজল মন হরষেউ অতি কাগ।

খগরাজের বিনয় ও ভালবাসা মিশান কথা শুনিয়া কাক ভুষণ্ডীর শরীরে পুলক দেখা দিল, চোখে জল আসিল, মনে বড় আনন্দ হইল।

শ্রোতা সুমতি সুসীল সুচি কথা রসিক হরিদাস।
পাই উমা অতি গোপ্য অপি সজ্জন করহিঁ প্রকাস॥

হে পার্বতী, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, সুশীল পবিত্র কথার স্বাদ যে জানে, এমন হরিভক্ত শ্রোতা পাইলে সজ্জন অতি গোপনীয় কথাও প্রকাশ করেন।

১০০— **বোলেউ কাগভুসুণ্ডি বহোরী।**
১০১॥ **নভগনাথ পর প্রীতি ন থোরী॥**
সব বিধি নাথ পূজ্য তুম্হ মেরে।
কৃপাপাত্র রঘুনায়ক কেরে॥

কাক ভুষণ্ডী আবার বলিতে লাগিল, কেননা খগরাজ গরুড়ের প্রতি তাহার বড় প্রেম ছিল। হে নাথ, তুমি সকল রকমেই আমার পূজ্য, তুমি রঘুনায়কের কৃপার পাত্র।

তুম্হহি ন সংসয় মোহ ন মায়া।
মো পর নাথ কীন্হি তুম্হ দায়া॥
পঠই মোহ মিস খগপতি তোহী।
রঘুপতি দীনহি বড়াঈ মোহী॥

নাথ, তোমার সংশয় মোহ ও মায়া নাই, তুমি আমার উপর দয়া করিয়াছ। হে খগরাজ গরুড়, মোহের আছিলায় তোমাকে এখানে পাঠাইয়া রঘুপতি আমাকে গৌরব দিয়াছেন।

তুম্হ নিজ মোহ কহা খগসাঈঁ।
সো নহিঁ কছু আচরজ গোসাঈঁ॥
নারদ ভব বিরঞ্চি সনকাদী।
জে মুনিনায়ক আতমবাদী॥

হে খগরাজ, তুমি যে নিজের মোহের কথা বলিলে, হে গোসাই উহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। নারদ শঙ্কর ব্রহ্ম ও সনকাদি আধ্যাত্মবাদী মুনিদিগকে

মোহ ন অন্ধ কীন্হ কেহি কেহী।
কো জগ কাম নচাব ন জেহী॥
তৃষ্ণা কেহি ন কীন্হ বৌরহা।
কেহি কর হৃদয় ক্রোধ নহিঁ দহা॥

কাহাকে মোহ না আবদ্ধ করিয়াছে, কাম যাহাকে নাচায় নাই জগতে এমন কে আছে? তৃষ্ণা কাহাকে পাগল না করিয়া ছাড়িয়াছে, কাহার হৃদয় ক্রোধে দগ্ধ হয় নাই?

জ্ঞানী তাপস সুর কবি কোবিদ গুনআগার।
কেহি কৈ লোভ বিডম্বনা কীন্হি ন এহি সংসার॥

জ্ঞানী তপস্বী শূর কবি পণ্ডিত ও গুণী ইহাদের এমন কে আছে, যাহাকে সংসার লোভে ফেলে নাই?

শ্রীমদ বক্র ন কীন্হ কেহি প্রভুতা বধির ন কাহি।
মৃগ লোচনি লোচন সর কো অস লাগ ন জাহি॥

ধনের অহঙ্কার কাহাকে না বাঁকা করিয়াছে, অধিকার লাভ কাহাকে না বধির করিয়াছে? এমন কে আছে, যাহার মৃগনয়নীর নয়ন বান লাগে নাই?

১০২ গুন কৃত সন্যপাত নহিঁ কেহী।
১০৩॥ কোউ ন মান মদ তজেউ নিবেহী॥
জোবনজ্বর কেহি নহিঁ বলকাবা।
মমতা কেহি কর জস ন নসাবা॥

(সান্নিপাত জ্বরে ত্রিদোষ হয়, গুণের সান্নিপাত হইতেছে ত্রিগুণের স্থান ভ্রষ্ট হওয়া,) এমন কে আছে যাহারা ত্রিগুণের দোষে দূষিত হয় নাই? অভিমান ও অহঙ্কার ছাড়িয়া কাজ চালাইয়া কেহই যাইতে পারে না। যৌবন জ্বর কাহাকে দিয়া না প্রলাপ বকাইয়াছে? এমন কে আছে, আসক্তি যাহার যশ নষ্ট না করিয়াছে?

মচ্ছর কাহি কলঙ্ক ন লাবা।
কাহি ন সোকসমীর ডোলাবা।
চিন্তা সাঁপিনি কো নহিঁ খায়া।
কো জগ জাহি ন ব্যাপী মায়া॥

অপরের ভালয় দুঃখ পাইয়া কে না কলঙ্ক লইয়াছে? শোকের বাতাস কাহাকে না দোলাইয়া দিয়াছে? চিন্তা সাপিনী কাহাকে না খাইয়াছে? আর জগতে এমন কেই বা আছে, যে মায়ায় মুগ্ধ না হইয়াছে?

কীট মনোরথ দারু সরীরা।
জেহি ন লাগ ঘুন কো অস ধীরা॥
সুত বিত লোক ঈষনা তীনী।
কেহি কৈ মতি ইন্হ কৃত ন মলীনী॥

শরীর হইতেছে কাঠ, আর মনোরথ হইতেছে কীট বা ঘুন, এমন ধীর কে আছে যাহার শরীরে মনোরথ রূপ ঘুন লাগে নাই? পুত্রের ইচ্ছা, ধনের ইচ্ছা ও যশের ইচ্ছা, এই তিন ইচ্ছার কাহার মতি না মলিন হইয়াছে?

যহ সব মায়া কর পরিবারা।
প্রবল অমিত কো বরনই পারা॥
সিব চতুরানন জাহি ডেরাহীঁ।
অপর জীব কেহি লেখে মাহীঁ॥

ইহারা সকলেই মায়ার পরিবার, ইহারা এত অসীম প্রবল যে বর্ণনা করা যায় না। যাহাকে শিব ও ব্রহ্মা ডরায় সেখানে অপর জীবের আর কথা কি?

ব্যাপি রহেউ সংসার মহুঁ মায়াকটক প্রচণ্ড।
সেনাপতি কামাদি ভট দম্ভ কপট পাখণ্ড॥

মায়ার ভয়ানক সৈন্যদল সংসার জুড়িয়া আছে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ইত্যাদি উহার সেনাপতি, আর যোদ্ধা হইতেছে দম্ভ কপটতা ও ভণ্ডামী।

সো দাসী রঘুবীর কৈ সমুঝেঁ মিথ্যা সোপি।
ছুট ন রাম কৃপা বিনু নাথ কহউঁ পদ রোপি॥

সেই মায়া রঘুনাথের দাসী, এমন শক্তিময়ী মায়াকেও জ্ঞান হইলে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু রামের কৃপা না হইলে মায়া ছাড়ে না। হে নাথ, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতেছি।

১০৪— জো মায়া সব জগহি নচাবা।
১০৫। জাসু চরিত লখি কাহু ন পাবা॥
সোই প্রভু ভ্রূবিলাস খগরাজা।
নাচ নটী ইব সহিত সমাজা॥

যে মায়া সকল জগৎকে নাচায়, যাহার চরিত্রের পরিচয় কেহই পায় নাই। হে খগরাজ, সেই মায়াও প্রভুর ভ্রূবিলাসে সমাজ সহিত নটির মত নাচিতে থাকে।

সোই সচ্চিদানন্দঘন রামা।
অজ বিজ্ঞানরূপ গুনধামা॥
ব্যাপক ব্যাপ্য অখণ্ড অনন্তা।
অখিল অমোঘসক্তি ভগবন্তা॥

সেই প্রকাশময় জ্ঞান ও আনন্দঘন রামচন্দ্র, জন্মরহিত বিজ্ঞানময় ও গুণধাম। সকল বস্তু তাঁহার মধ্যে আছে তিনি অখণ্ড, তিনি অনন্ত, সেই ভগবান বিশ্বের অমোঘ শক্তিময়।

অগুন অদভ্র গিরাগোতীতা।
সবদরসী অনবদ্য অজীতা॥
নির্মল নিরাকার নির্মোহা।
নিত্য নিরঞ্জন সুখসন্দোহা॥

তিনি নির্গুণ, নির্দম্ভ, বাক্য ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তিনি সর্বদর্শী অনিন্দনীয় ও অজিত, তিনি নির্মল নিরাকার মোহশূন্য নিত্য, তিনি নিরঞ্জন ও সুখাগার।

প্রকৃতিপার প্রভু সব উর বাসী।
ব্রহ্ম নিরীহ বিরজ অবিনাসী॥
ইহাঁ মোহ কর কারন নাহীঁ।
রবিসনমুখ তম কবহুঁ কি জাহীঁ॥

হে স্বামী, প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ সকলের হৃদয়ে তিনি বাস করেন। তিনি ব্রহ্ম, ইচ্ছাশূন্য, শুদ্ধ শাশ্বত, তাঁহার সম্মুখে মোহ হয় না। রবির সম্মুখে কখনও কি অন্ধকার যাইতে পারে?

ভগত হেতু ভগবান প্রভু রাম ধরেউ তনু ভূপ।
কিয়ে চরিত পাবন পরম প্রাকৃত নর অনুরূপ॥

ভক্তের জন্ম ভগবান প্রভু রাম রাজার দেহ ধারণ করেন। সাধারণ মানুষের মত করিয়া অতি পবিত্র জীবন যাপন করিয়া গেলেন।

জথা অনেক বেষ ধরি নৃত্য করই নট কোই।
সোই সোই ভাব দেখাবই আপুন হোই ন সোই॥

যেমন কোনও নট বিভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া নাচে, আর নাচার সময় যে বেশ লইয়াছে সেই বেশের উপযুক্ত ভাব করে, কিন্তু সে ভাবের কোনটাই তাহার নিজের নয়। [তেমনি রামচন্দ্র মানুষের দেহ ধরিয়া মানুষের মত চরিত্র দেখাইয়াছিলেন।]

১০৬— অসি রঘুপতি লীলা উরগারী।
১০৭॥ দনুজবিমোহনি জনসুখকারী॥
জে মতিমলিন বিষয়বস কামী।
প্রভু পর মোহ ধরহিঁ ইমি স্বামী॥

হে খগপতি, রঘুপতির লীলা এমনি দৈত্যদের মোহকারক ও ভক্তের সুখদায়ক। যাহার বুদ্ধি মলিন, যে বিষয় ভোগে লিপ্ত, যে কামী সেই প্রভুর উপর এই দোষারোপ করে যে তাঁহার মোহ হইয়াছে।

নয়নদোষ জা কহঁ জব হোঈ।
পীতবরন সসি কহুঁ কহ সোঈ॥
জব জেহি দিসিভ্রম হোই খগেসা।
সো কহ পচ্ছিম উয়উ দিনেসা॥

হে খগপতি, যাহার যখন চোখে কামলা রোগ হয়, সে তখন চন্দ্রকে হলুদ রং বলিতে থাকে। যাহার যখন দিক্‌ভ্রম হয়, সে তখন বলে যে পশ্চিম দিকে সূর্য উঠে।

নৌকারূঢ় চলত জগ দেখা।
অচল মোহবস আপুহি লেখা॥
বালক ভ্রমহিঁ ন ভ্রমহিঁ গৃহাদী।
কহহিঁ পরসপর মিথ্যাবাদী॥

যে নৌকায় যাত্রা করিয়াছে সে দেখে যেন পৃথিবীই চলিতেছে, আর মোহবশে নিজেকে অচল মনে করে। বালকদের ঘুর্ণী খেলিতে খেলিতে মনে হয় ঘরদোর ছুটিতেছে ও একে অন্যকে মিথ্যাবাদী বলে।

হরি বিষৈক অস মোহ বিহঙ্গা।
সপনেহুঁ নহিঁ অজ্ঞান প্রসঙ্গা॥
মায়াবস মতিমন্দ অভাগী।
হৃদয় জবনিকা বহু বিধি লাগী॥
তে সঠ হঠবস সংসয় করহীঁ।
নিজ অজ্ঞান রাম পর ধরহীঁ॥

হে গরুড়, রামের সম্বন্ধে মোহও এমনি, রামের ভিতরে স্বপ্নেও অজ্ঞানের কথা থাকিতে পারে না। মায়ার বশীভূত হইয়া অল্পবুদ্ধি হতভাগ্য জনের হৃদয়ের উপর নানাপ্রকার পরদা পড়িয়া থাকে। সেই দুষ্টরাই জেদের বশীভূত হইয়া সংশয় করে ও নিজের অজ্ঞতা রামের উপর আরোপ করে। [তিনি মোহিত, শোকগ্রস্থ দুঃখী, বা বন্দী হইয়াছেন এই প্রকার ভাবে।]

কাম ক্রোধ মদ লোভ রত গৃহাসক্ত দুখরূপ।
তে কিমি জানহিঁ রঘুপতিহিঁ মূঢ় পরে তমকূপ॥

যাহারা কাম ক্রোধ অহঙ্কার ও লোভে নিরত, যাহারা দুঃখময় গৃহে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহারা অন্ধকূপে পড়িয়া আছে বলিয়া রঘুপতিকে কি করিয়া জানিবে?

নির্গুনরূপ সুলভ অতি সগুন ন জানহিঁ কোই।
সুগম অগম নানা চরিত সুনি মুনিমন ভ্রম হোই॥

প্রভুর নির্গুণরূপ (কল্পনায়) অতি সুলভ (কেননা, সর্বদা একই প্রকার) আর সগুণরূপ কেহ ঠিক জানে না। উহাতে সহজ বোধ্য বা কঠিন নানা চরিত্র রহিয়াছে, যাহা শুনিয়া মুনিদেরও ভুল হয়।

১০৮— সুনু খগেস রঘুপপতি প্রভুতাঈ।
১০৯॥ কহউঁ জথামতি কথা সুহাঈ॥

জেহি বিধি মোহ ভয়উ প্রভু মোহী।
সো সব কথা সুনাবউঁ তোহী॥

হে গরুড়, রঘুপতির শক্তির কথা শোন। আমার বুদ্ধি অনুরূপ সে সুন্দর কথা বলিব। প্রভু, যেমন করিয়া আমার মোহ হইয়াছিল, সে সকল কথা তোমাকে শুনাইব।

রাম কৃপা ভাজন তুম্হ তাতা।
হরি গুন প্রীতি মোহি সুখদাতা॥
তা তেঁ নহিঁ কছু তুম্হহি দুরবউঁ।
পরম রহস্য মনোহর গাবউঁ॥

হে প্রিয়, তুমি রামের কৃপাভাজন। যে হরিগুণ গান আমাকে সুখ দেয়, তাহাতে তোমার প্রীতি আছে। সেই জন্যই তোমার নিকট কিছুই লুকাইব না। পরম মনোহর রহস্য কথা গাহিব।

সুনহু রাম কর সহজ সুভাউ।
জন অভিমান ন রাখহিঁ কাউ॥
সংসৃতমূল সূলপ্রদ নানা।
সকল সোক দায়ক অভিমানা॥

রামচন্দ্রের সহজ স্বভাবের কথা শোন তিনি ভক্তের ভিতর অভিমান থাকিতে দেন না। উহাই সংসারের জন্ম জন্মান্তর যাতায়াতের মূল ও নানা ব্যথার কারণ, অভিমান সকল প্রকার শোক আনে।

তা তেঁ করহিঁ কৃপানিধি দূরী।
সেবক পর মমতা অতি ভূরী॥
জিমি সিসুতন ব্রন হোই গুসাঈঁ।
মাতু চিরাব কঠিন কী নাঈঁ॥

সেই জন্যই কৃপানিধি অভিমান দূর করেন। সেবকের প্রতি তাহার অতিশয় মমতা। হে খগপতি, শিশুর শরীরে ব্রণ হইলে যেমন মাতা কঠিন হইয়া উহা চিরিয়া দেন,

জদপি প্রথম দুখ পাবই রোবই বাল অধীর।
ব্যাধি নাস হিত জননী গনত ন সো সিসুপীর॥

যদিও প্রথমে দুঃখ পাইয়া শিশু অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠে, তথাপি ব্যাধি যাহাতে যায় সেজন্য মা শিশুর ঐ ব্যথা গ্রাহ্য করেন না।

তিমি রঘুপতি নিজ দাস কর হরহিঁ মান হিতলাগি।
তুলসিদাস ঐসে প্রভুহিঁ কস ন ভজসি ভ্রম ত্যাগি॥

তেমনি করিয়া রঘুপতি নিজ ভক্তের হিতের জন্য তাহার মান হরণ করেন। ওরে তুলসীদাস, ভ্রম ছাড়িয়া এমন প্রভুর ভজনা কেন করিস না?

১১০ – রামকৃপা আপনি জড়তাঈ।
১১১॥ কহউঁ খগেস সুনহু মন লাঈ॥
জব জব রাম মনুজতনু ধরহীঁ।
ভক্তহেতু লীলা বহু করহীঁ।

হে খগপতি, রামচন্দ্রের কৃপার কথা, আর নিজের মূর্খতার কথা আমি বলিব, মন দিয়া উহা শোন। যখন রাম মানুষ দেহ ধরেন, তখন ভক্তের জন্য নানা লীলা করেন,

তব তব অবধপুরী মৈঁ জাউঁ।
বালচরিত বিলোকি হরষাউঁ॥
জনম মহোৎসব দেখউঁ জাঈ।
বরষ পাঁচ তহঁ রহউঁ লোভাঈ॥

তখন তখনই আমি অযোধ্যাপুরীতে যাই. বাল্যলীলা দেখিয়া আনন্দ পাই, গিয়া রামচন্দ্রের জন্ম মহোৎসব দেখি ও সেখানে লোভে পড়িয়া বৎসর পাঁচ থাকি।

ইষ্টদেব মম বালক রামা।
সোভা বপুষ কোটি সত কামা॥
নিজ প্রভু বদন নিহারি নিহারী।
লোচন সুফল করউ উরগারী॥
লঘু বায়সবপু ধরি হরিসঙ্গা।
দেখউঁ বালচরিত বহুরঙ্গা॥

বালক রাম আমার ইষ্টদেব, তাঁহার শরীরের শোভা শত কোটি কামের দেহের শোভার মত। হে খগরাজ, আমার প্রভুর মুখ দেখিয়া দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি। কাকের হাল্কা দেহ ধরিয়া হরির সঙ্গে তাঁহার নানা রংয়ের বাল-চরিত্র দেখি।

লরিকাঈঁ জহঁ জহঁ ফিরহিঁ তহঁ তহঁ সঙ্গ উড়াউঁ।
জুঠনি পরই অজির মহঁ সোই উঠাই করি খাউঁ॥

শ্রীরামচন্দ্র বালকের মত যেখানে সেখানে ঘুরিয়া ফিরেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই স্থানে উড়িতে থাকি আঙ্গিনায় তাঁহার যে উচ্ছিষ্ট পড়ে, আমি তাহাই উঠাইয়া খাই।

এক বার অতিসয় সব চরিত কিয়ে রঘুবীর।
সুমিরত প্রভুলীলা সোই পুলকিত ভয়উ সরীর॥

একবার রঘুবীর অনেক বাল্যলীলা করেন, সেই লীলা স্মরণ করিয়া শরীর পুলকিত হয়।

১১২॥ কহই ভুসুণ্ডি সুনহু খগনায়ক।
রামচরিত সেবক সুখ দায়ক।
নৃপমন্দির সুন্দর সব ভাঁতী।
খচিত কনক মনি নানা জাতী॥

ভুষণ্ডী বলিল—হে খগরাজ, রামচন্দ্রের চরিত্র ভক্তের সুখদায়ী। রাজার বাড়ী সব রকমে সুন্দর, উহ নানা প্রকারে সোনা ও মণিতে খচিত।

বরনি ন জাই রুচির অঙ্গনাঈ।
জহঁ খেলহিঁ নিত চারিউ ভাঈ॥

বালবিনোদ করত রঘুরাঈ।
বিচরত অজির জননি সুখদাঈ॥

চার ভাই নিত্য যে আঙ্গিনায় খেলিতেন, সে সুন্দর আঙ্গিনার কথা বর্ণনা করা যায় না। রঘুরাজ বাল্যখেলা খেলিতেন, জননীকে সুখ দিয়া আঙ্গিনায় বেড়াইতেন।

মরকতমৃদুল কলেবর স্যামা।
অঙ্গ অঙ্গ প্রতি ছবি বহু কামা॥
নব রাজীব অরুন মৃদু চরনা।
পদজ রুচির নখ সসি দুতি হরনা॥

তাঁহার শ্যাম শরীর মরকতের ন্যায় মৃদু, প্রতি অঙ্গেই অনেক কামদেবের শোভা বর্তমান। তাঁহার চরণ নূতন পদ্মের মত লাল, পায়ের অঙ্গুলের নখগুলির জ্যোতি চন্দ্রকেও হার মানায়।

ললিত অঙ্ক কুলিসাদিক চারী।
নূপুর চারু মধুর রব কারী॥
চারু পুরট মনি রচিত বনাঈ।
কটি কিঙ্কিনি কল মুখর সুহাঈ॥

তাঁহার পায় পদ্ম ধ্বজ বজ্র ও অঙ্কুশ এই চার চিহ্ন ছিল ও মধুর শব্দকারী নুপুর ছিল। তাঁহার কোমরে সুন্দর সোনা ও মণি খচিত মুখর ঘুঁঘুর ছিল।

রেখা ত্রয় সুন্দর উদর নাভি রুচির গম্ভীর।
উর আয়ত ভ্রাজত বিবিধ বালবিভূষন বীর॥

তাঁহার পেটে তিনটা সুন্দর রেখা ছিল, নাভী ছিল সুন্দর ও গভীর, প্রশস্ত বুকে ছেলেদের নানা প্রকার বীরোচিত ভূষণ শোভা পাইতেছিল।

১১৩— অরুন পানি নখকরজ মনোহর।
১১৪॥ বাহু বিসাল বিভূষন সুন্দর॥
পকন্ধ বালকেহরি দর গ্রীবাঁ।
চারু চিবুক আনন ছবিসীবাঁ॥

তাঁহার হাত ছিল লাল, আর নখ ও আঙ্গুল মনোহর, বাহু বিশাল, উহা সুন্দর অলঙ্কার শোভিত ছিল। কাঁধ ছিল শিশুসিংহের মত, গ্রীবা শঙ্খের মত, চিবুক সুন্দর আর মুখের শোভার শেষ ছিল না।

কলবল বচন অধর অরুনারে।
দুই দুই দসন বিসদ বর বারে॥
ললিত কপোল মনোহর নাসা।
সকল সুখদ সসি কর সম হাঁসা॥

লাল ঠোঁটে কল কল কথা, সুন্দর উজ্জ্বল বড় বড় দুই দুইটা দাঁত, সুন্দর কপোল, নাক মনোহর, সকলই সুখদায়ক, তাঁহার হাসি চাঁদের মত।

নীল কঞ্জ লোচন ভবমোচন।
ভ্রাজত ভাল তিলক গোরোচন॥
বিকট ভৃকুটি সম শ্রবন সুহায়ে।
কুঞ্চিত কচ মেচক ছবি ছায়ে॥

ভববন্ধন হইতে মুক্তি দানকারী, নীল পদ্মের মত চোখ, তাঁহার কপোলে গোরোচনার তিলক শোভা পাইতেছে। ভ্রু দুইটি কান পর্যন্ত টানা, শোভায় ভরা তাঁহার কুঞ্চিত কালো চুল।

পীত ঝীনি ঝিগুলী তন সোহী।
কিলকনি চিতবনি ভাবতি মোহী॥
রূপরাসি নৃপ অজির বিহারী।
নাচহিঁ নিজ প্রতিবিম্ব নিহারী॥

হলুদরংয়ের পাতলা জামা শরীরে শোভিত ছিল। কল কল কথা ও তাঁহার চোখের দৃষ্টি আমার ভাল লাগিতেছিল। রামচন্দ্র রূপের রাশি, তিনি আঙ্গিনায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া নাচিতেছিলেন।

মোহি সন করহিঁ বিবিধ বিধি ক্রীড়া।
বরনত চরিত হোত মোহি ব্রীড়া॥
কিলকত মোহি ধরন জব ধাবহিঁ।
চলউঁ ভাগি তব পূপ দেখাবহি।

আমার সহিত নানা রকম খেলা করিতেছিলেন। তাঁহার চরিত্রের কথা বলিতে আমার লজ্জা হয়। যখন আমাকে ধরার জন্য অস্পষ্ট শব্দ করিয়া দৌড়ান তখন আমি পালাইয়া যাই। আবার তখন আমাকে পিঠা দেখান।

আবত নিকট হঁসহিঁ প্রভু ভাজত রুদন করাহিঁ।
জাউঁ সমীপ গহন পদ ফিরি ফিরি চিতই পরাহিঁ॥

নিকটে আসিলে প্রভু হাসিতে থাকেন, যদি পালাই তবে কাঁদেন। যদি পা ধরার জন্য নিকটে আসি, তবে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া পালাইয়া যান।

প্রাকৃত সিসু ইব লীলা দেখি ভয়উ মোহি মোহ।
কবন চরিত্র করত প্রভু চিদানন্দসন্দোহ॥

সাধারণ ছেলেদের মত হরির বাল্যলীলা দেখিয়া আমার মোহ হইল। প্রভু জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তিনি এ কেমন চরিত্র দেখাইতেছেন।

১১৫— এতনা মন আনত খগরায়া।
১১৬॥ রঘুপতি প্রেরিত ব্যাপী মায়া॥
সো মায়া ন দুখদ মোহী কাহীঁ।
আন জীব ইব সংসৃতি নাহীঁ॥

হে খগরাজ, এই পর্যন্ত মনে ভাবাতেই রঘুপতির প্রেরিত মায়া আমাকে পাইয়া বসিল, সে মায়া আমাকে

দুঃখ দিতে পারে না, কেননা অন্য জীবের মত আমার জন্ম মৃত্যু নাই।

নাথ ইহাঁ কছু কারন আনা।
সুনহু সো সাবধান হরিজানা।
জ্ঞান অখণ্ড এক সীতাবর।
মায়াবস্য জীব সচরাচর॥

হে নাথ, হে বিষ্ণুবাহন, মায়া আমার প্রতি দুঃখদায়ক না হওয়ার অন্য কারণ ছিল। সে কথা মন দিয়া শোন। অখণ্ড জ্ঞানবান একমাত্র সীতাপতি, আর তাহা ছাড়া সমস্তজীব ও চরাচর মায়ার বশীভূত।

জোঁ সব কে রহ জ্ঞান এক রস।
ঈশ্বর জীবহিঁ ভেদ কহহু কস॥
মায়াবস্য জীব অভিমানী।
ঈসবস্য মায় গুনখানী॥

যদি সকলেরই জ্ঞান একপ্রকার হইত, তবে ঈশ্বরে ও জীবে কোনও ভেদ থাকিত না। অহংজ্ঞান যুক্ত জীব মায়ার বশীভূত, মায়া আবার গুণময়ী এবং ঈশ্বরের বশীভূত।

পরবস জীব স্ববস ভগবন্তা।
জীব অনেক এক শ্রীকন্তা॥
মুধা ভেদ জদ্যপি কৃত মায়া।
বিনু হরি জাই ন কোটি উপায়া॥

জীব পরের বশীভূত, একমাত্র ভগবানই স্ববশ, জীব অনেক, শ্রীপতি ভগবান এক। যদিও মায়ার ভেদ মিথ্যা, তথাপি হরির কৃপা বিনা কোটি উপায়েও উহা যায় না।

রামচন্দ্র কৈ ভজন বিনু জো চহ পদ নির্বান।
জ্ঞানবন্ত অপি সো নর পসু বিনু পুছ বিষান॥

যে রামচন্দ্রের ভজন বিনা মোক্ষ চায়, সে জ্ঞানবান হইলেও তাহাকে লেজ ও শিং ছাড়া পশুই বলিতে হইবে।

রাকাপতি ষোড়স উঅহিঁ তারা গন সমুদাই।
সকল গিরিন্হ দব লাইয় বিনু রবি রাতি ন জাই॥

যদি ষোলকলায় চাঁদ উদিত হয়, যদি তারাগণ সকলে দেখা দেয়, আর সকল পর্বতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া যায়, তথাপি সূর্য না উঠিলে রাত যায় না।

১১৭— **ঐসেহিঁ বিনু হরিভজন খগেসা।**
১১৮॥ **মিটই ন জীবন্হ কের কলেসা॥**
হরি সেবকহিঁ ন ব্যাপ অবিদ্যা।
প্রভুপ্রেরিত ব্যাপই তেহি বিদ্যা॥

হে খগপতি, তেমনি হরিভজন বিনা জীবের ক্লেশ মিটে না। যে হরির সেবা করে অবিদ্যা বা অজ্ঞান তাহাকে ছাইয়া ফেলে না, ঈশ্বর প্রেরিত জ্ঞানেই সে পূর্ণ হয়।

তা তেঁ নাস ন হোই দাস কর।
ভেদ ভগতি বাঢ়ই বিহঙ্গবর॥
ভ্রম তেঁ চকিত রাম মোহি দেখা।
বিহঁসে সো সুনু চরিত বিসেখা॥

হে পক্ষীশ্রেষ্ঠ, সেই জন্যই ভগবানের দাসের নাশ হয় না, ভেদ বুদ্ধি হইতে ভক্তিই বাড়িয়া যায়। ভ্রমে আচম্বিত হইয়াছি বলিয়া আমাকে রামচন্দ্র দেখিলেন। তখন তিনি হাসিলেন, সে চরিত কথা বিশেষ করিয়া শোন।

তেহি কৌতুক কর মরম ন কাহু।
জানা অনুজ ন মাতুপিতাহু॥
জানুপানি ধায়ে মোহি ধরনা।
স্যামলগাত অরুন কর চরনা॥

সে কৌতুকের মর্ম কেহ জানিল না, ভাইয়েরা বা পিতা মাতা কেহই না। হামাগুড়ি দিয়া শ্যামল শরীরী, লালচে রংয়ের হাত পা লইয়া শিশু রাম আমাকে ধরিতে চলিলেন।

তব মৈঁ ভাগি চলেউ উরগারী।
রাম গহন কহঁ ভুজা পসারী॥
জিমি জিমি দূরি উড়াউঁ অকাসা।
তহঁ হরিভুজ দেখউঁ নিজ পাসা॥

হে গরুড়, তখন আমি পালাইলাম, রামও আমাকে ধরার জন্য হাত বাড়াইলেন। আমি যেমন আকাশে উড়িয়া দূরে যাইতে লাগিলাম, সেইখানেই আমার নিকটে হরির হাত দেখিতে পাইলাম।

ব্রহ্মলোক লগি গয়উঁ মৈঁ চিতয়উ পাছ উড়াত।
জুগ অঙ্গুল কর বীচ সব রামভুজহিঁ মোহি তাত॥

আমি উড়িতে উড়িতে ব্রহ্ম লোক পর্যন্ত চলিয়া গেলাম, দেখিলাম যে আমার ও রামের হাতের মধ্যে মাত্র দুই আঙ্গুল তফাৎ রহিয়াছে।

সপ্তাবরন ভেদ করি জহাঁ লগে গতি মোরি।
গয়উঁ তহাঁ প্রভুভুজ নিরখি ব্যাকুল ভয়উঁ বহোরি॥

জল বায়ু আকাশ ইত্যাদি সাত আবরণ ভেদ করিয়া যতদূর পর্যন্ত যাইতে পারি ততদূর গেলাম, কিন্তু সেখানেও প্রভুর হাত দেখিয়া ব্যাকুল হইলাম।

১১৯— **মুদেউঁ নয়ন ত্রসিত জব ভয়উঁ।**
১২০। **পুনি চিতবত কোসলপুর গয়উঁ॥**
মোহি বিলোকি রাম মুসুকাহীঁ।
বিহঁসত তুরত গয়উঁ মুখ মাহীঁ॥

যখন ভয় পাইলাম, তখন চোখ বুজিলাম, পুনরায় তাকাইলাম দেখি কোশলপুর অযোধ্যায় আসিয়াছি।

আমাকে দেখিয়া রাম হাসিলেন, হাসিতেই তখনি তাঁহার মুখের মধ্যে চলিয়া গেলাম।

উদর মাঁঝ সুনু অণ্ডজ রায়া।
দেখেউঁ বহু ব্রহ্মাণ্ডনিকায়া॥
অতি বিচিত্র তহঁ লোক অনেকা।
রচনা অধিক এক তেঁ একা॥

হে পক্ষীরাজ, শোন। উদরের মধ্যে দেখিলাম অনেক অনেক ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। সেখানে অতি বিচিত্র অনেক ভুবন দেখিলাম, তাহাদের সৃষ্টি একটা হইতে আর একটা শ্রেষ্ঠ।

কোটিন্হ চতুরানন গৌরীসা।
অগনিত উড়গন রবি রজনীসা॥
অগনিত লোকপাল জম কালা।
অগনিত ভূধর ভূমি বিসালা॥

সেখানে কোটি ব্রহ্মা ও মহেশ্বর, অসংখ্য তারা চন্দ্র ও সূর্য দেখিলাম। অসংখ্য লোক পাল, যমরাজ ও কাল, অসংখ্য পর্বত ও বিশাল পৃথিবী দেখিলাম।

সাগর সরি সর বিপিন অপারা।
নানা ভাঁতি সৃষ্টিবিস্তারা॥
সুর মুনি সিদ্ধ নাগ নর কিন্নর।
চারি প্রকার জীব সচরাচর॥

সেখানে সাগর নদী সরোবর ও অপার বন সমুদ্র দেখিলাম, নানা প্রকারের সৃষ্টির প্রকাশ দেখিলাম। দেবতা মুনি সিদ্ধ নাগ নর ও কিন্নর সচরাচর চারি প্রকারের জীব দেখিলাম।

জো নহিঁ দেখা নহিঁ সুনা জো মনহূঁ ন সমাই।
সো সব অদভুত দেখেউঁ বরনি কবনি বিধি জাই॥

যাহা দেখা যায় নাই, যাহা শুনি নাই, যাহা কখন কল্পনাও করি নাই, সেই সকল অদ্ভুত জিনিষ দেখিলাম, তাহা আর কি করিয়া বর্ণনা করিব?

এক এক ব্রহ্মাণ্ড মহঁ রহেউঁ বরষ সত এক।
এহি বিধি দেখত ফিরেউঁ মৈঁ অণ্ডকটাহ অনেক॥

এক এক ব্রহ্মাণ্ডে একশত বৎসর করিয়া থাকিলাম, এইভাবে আমি অনেক ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

১২১— **লোক লোক প্রতি ভিন্ন বিধাতা।**
১২২ ॥ **ভিন্ন বিষ্ণু সিব মনু দিসিত্রাতা॥**
নর গন্ধর্ব ভূত বেতালা।
কিন্নর নিসিচর পসু খগ ব্যালা॥

প্রত্যেক ভুবনেই বিভিন্ন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মনু ও দিক পাল, মানুষ গন্ধর্ব ভূত ও বেতাল, কিন্নর রাক্ষস পশু পক্ষী ও সাপ দেখিলাম।

দেব দনুজ গন নানা জাতী।
সকল জীব তহঁ আনহিঁ ভাঁতী॥
মহি সরি সাগর সর গিরি নানা।
সব প্রপঞ্চ তহঁ আনহিঁ আনা॥

সেখানে নানা জাতের দেবতা ও দৈত্য, সকল জীব অন্য প্রকারের, সেখানকার পৃথিবী নদী সাগর সরোবর পর্বত সকলের সৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন।

অণ্ডকোস প্রতি প্রতি নিজ রূপা।
দেখেউঁ জিনিস অনেক অনূপা॥
অবধপুরী প্রতিভুবন নিহারী।
সরজূ ভিন্ন ভিন্ন নর নারী॥

অণ্ডকোষের প্রত্যেকটাতে অন্য ভূষণ্ডী কাক দেখিলাম। অনেক অনুপম বস্তু দেখিলাম, সকল ব্রহ্মাণ্ডেই অযোধ্যাপুরী ও সরযূ নদী ছিল, উহাতে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ স্ত্রী ছিল।

দসরথ কৌসল্যা সুনু তাতা।
বিবিধরূপ ভরতাদিক ভ্রাতা॥
প্রতিব্রহ্মাণ্ড রাম-অবতারা।
দেখেউঁ বালবিনোদ উদারা॥

হে প্রিয়, শোন। দশরথ কৌশল্যা ও ভরতাদি ভ্রাতা বিবিধ রূপের দেখিলাম। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই রাম ও উদার বাল্যলীলা দেখিলাম।

ভিন্ন ভিন্ন সব দীখ মৈঁ অতি বিচিত্র হরিজান।
অগনিত ভুবন ফিরেউঁ প্রভু রাম ন দেখেউঁ আন॥

হে বিষ্ণুবাহন, আমি সকল জিনিষ অতি বিচিত্র ও ভিন্ন ভিন্ন দেখিলাম। অসংখ্য ভুবনে ঘুরিয়া ফিরিলাম, কিন্তু অন্য রামচন্দ্র প্রভু দেখিলাম না।

সোই সিসুপন সোই সোভা সোই কৃপাল রঘুবীর।
ভুবন ভুবন দেখত ফিরেউঁ প্রেরিত মোহ সরীর॥

মোহময় শরীরের প্রেরণায় বাল্যলীলা, সেই শোভা, সেই কৃপাল রঘুনাথকে নানা ভুবনে ভুবনে দেখিয়া ফিরিতে লাগিলাম।

১২৩— **ভ্রমত মোহি ব্রহ্মাণ্ড অনেকা।**
১২৪ ॥ **বীতে মনহুঁ কলপসত একা॥**
ফিরত ফিরত নিজ আশ্রম আয়েউঁ।
তহঁ পুনি রহি কছু কালগবাঁয়েউঁ॥

অনেক ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে ঘুরিতে মনে হয় যেন একশত কল্প কাটিয়া গেল। ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের আশ্রমে আসিলাম, সেখানে থাকিয়া দিন কতক কাটাইলাম।

নিজ প্রভু জনম অবধ সুনি পায়উঁ।
নির্ভর প্রেম হরষি উঠি ধায়উঁ॥

দেখেউঁ জনমমহোৎসব জাঈ।
জেহি বিধি প্রথম কহা মৈঁ গাঈ॥

শুনিলাম যে আমার প্রভু অযোধ্যায় জন্মিয়াছেন। তখন অতিশয় প্রেমে আনন্দে উঠিয়া ছুটিলাম। সেখানে গিয়া প্রভুর জন্ম মহোৎসব যেমন করিয়া দেখিলাম, তাহা প্রথমেই গাহিয়াছি।

রামউদর দেখেউঁ জগ নানা।
দেখত বনই ন জাই বখানা॥
তহঁ পুনি দেখেউঁ রাম সুজানা।
মায়াপতি কৃপাল ভগবানা॥

রামের উদরে নানা জগৎ দেখিলাম, উহা দেখাই চলে কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। সেখানে আবার সুচতুর কৃপাময় রামচন্দ্রকে দেখিলাম।

করউঁ বিচার বহোরি বহোরী।
মোহ কলিল ব্যাপিত মতি মোরী॥
উভয় ঘরী মহঁ মৈঁ সব দেখা।
ভয়উঁ ভ্রমিত মন মোহ বিসেখা॥

বার বার বিচার করিতে লাগিলাম যে, আমার বুদ্ধি মোহরূপ মলিনতায় ঢাকা পড়িয়াছে। দুই ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দেখিলাম। তখন শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, মনে বিশেষ মোহ হইল।

দেখি কৃপাল বিকল মোহি বিহঁসে তব রঘুবীর।
বিহঁসতহী মুখ বাহের আয়উঁ সুনু মতিধীর॥

হে ধীরবুদ্ধি গরুড়, রঘুবীর আমাকে ব্যাকুল দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতেই আমি মুখের বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।

সোই লরিকাঈ মো সন করন লগে পুনি রাম।
কোটি ভাঁতি সমুঝাবউঁ মন ন লহই বিশ্রাম॥

পুনরায় রাম আমার সহিত সেই ছেলেমানুষী করিতে লাগিলেন। নিজের মনকে কোটি উপায়ে বুঝাইতে লাগিলাম, কিন্তু মন বিশ্রাম পাইল না।

১২৫— দেখি চরিত যহ সো প্রভুতাঈ।
১২৬ ॥ সমুঝত দেহদসা বিসরাঈ॥
ধরনি পরেঁ মুখ আব ন বাতা।
ত্রাহি ত্রাহি আরত জন ত্রাতা।

এই চরিত্র ও সেই প্রভুত্ব বুঝিতেই আমি দেহের দশা ভুলিয়া গেলাম। মাটিতে পড়িয়া গেলাম, মুখে কথা ফুটে না। হে আর্তত্রাণকারী, "রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিতে লাগিলাম।

প্রেমাকুল প্রভু মোহি বিলোকী।
নিজ মায়া প্রভুতা তব রোকী॥

কর সরোজ প্রভু মম সির ধরেউ।
দীনদয়াল সকল দুখ হরেউ।

আমাকে প্রেমাকুল দেখিয়া প্রভু নিজের মায়ার প্রভুত্ব আমার উপর হইতে ঠেকাইলেন। হস্তকমল দিয়া আমার মাথা স্পর্শ করিলেন, দীনদয়াল আমার সকল দুঃখ হরণ করিলেন।

কীন্হ রাম মোহি বিগত বিমোহা।
সেবকসুখদ কৃপাসন্দোহা॥
প্রভুতা প্রথম বিচারি বিচারী।
মন মহঁ হোই হরষ অতি ভারী॥

সেবক সুখদায়ক, কৃপাময় রামচন্দ্র আমাকে মোহ মুক্ত করিলেন। তখন প্রথমে দেখা তাঁহার সামর্থ্যের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া আমার বড় আনন্দ হইল।

ভক্তবছলতা প্রভু কৈ দেখী।
উপজী মম উর প্রীতি বিসেখী।
সজল নয়ন পুলকিত কর জোরী।
কীন্হেউ বহু বিধি বিনয় বহোরী॥

প্রভুর ভক্ত বৎসলতা দেখিয়া আমার হৃদয়ে বিশেষ প্রীতি উৎপন্ন হইল। সজল নয়নে পুলকিত শরীরে যুক্ত করে, তখন নানা প্রকারে বিনয় করিলাম।

সুনি সপ্রেম মম বানী দেখি দীন নিজ দাস।
বচন সুখদ গম্ভীর মৃদু বোলে রমানিবাস॥

আমার প্রেমপূর্ণ কথা শুনিয়া, আমাকে তাঁহার দীন ভক্ত জানিয়া রমাপতি রামচন্দ্র সুখদায়ক গম্ভীর বাক্যে বলিলেন—

কাগ ভুসুণ্ডী মাঁগু বর অতি প্রসন্ন মোহি জানি।
অনিমাদিক সিধি অপর রিধি মোচ্ছ সকল সুখখানি॥

ভুষণ্ডী, আমাকে অতিশয় প্রসন্ন জানিয়া তুমি বর চাও। অণিমাদি সিদ্ধি, অন্যান্য ঋদ্ধি ও সকল সুখের আকর মোক্ষ (যাহা ইচ্ছা) চাও।

১২৭— জ্ঞান বিবেক বিরতি বিজ্ঞানা।
১২৮ ॥ মুনিদুর্লভ গুন জে জগ জানা॥
আজু দেউঁ সব সংসয় নাহীঁ।
মাঁগু জো তোহি ভাব মন মাহীঁ॥

জ্ঞান বিবেক বিরতি ও বিজ্ঞান, যে সকল গুণ দেবদুর্লভ বলিয়া জগৎ বিখ্যাত, যাহা তোমার ভাল লাগে চাও, আজ তাহা দিব সে বিষয় সন্দেহ নাই।

সুনি প্রভুবচন অধিক অনুরাগেউঁ।
মন অনুমান করন তব লাগেউঁ॥
প্রভু কহ দেন সকল সুখ সহী।
ভগতি আপনী দেন ন কহী॥

প্রভুর কথা শুনিয়া আরো বেশী প্রেমে ভরিয়া গেলাম। তখন মনে মনে অনুমান করিতে লাগিলাম, প্রভু সকল সুখ দিতে চাহিতেছেন তাহা ঠিক, কিন্তু তাঁহার প্রতি ভক্তি দেওয়ার কথা ত বলিলেন না।

ভগতিহীন গুন সব সুখ ঐসে।
লবন বিনা বহু ব্যঞ্জন জৈসে॥
ভজনহীন সুখ কবনে কাজা।
অস বিচারি বোলেউঁ খগরাজা॥

ভক্তিহীনের সকল গুণ ও সকল সুখ লবণ বিনা অনেক প্রকার ব্যঞ্জনের মত ব্যর্থ। ভজনহীনের সুখে কি আবশুক, এই ভাবিয়া হে খগরাজ, আমি বলিলাম—

জোঁ প্রভু হোই প্রসন্ন বর দেহু।
মো পর করহু কৃপা অরু নেহু॥
মন ভাবত বর মাঁগউঁ স্বামী।
তুম্হ উদার উর অন্তর জামী॥

হে প্রভু, যদি প্রসন্ন হইয়া বর দাও, যদি আমার উপর কৃপা ও স্নেহ করিতে ইচ্ছা কর, তবে হে স্বামী, মনের মত বর চাই, আর হে উদার প্রভু, তুমিও অন্তরের কথা জান।

অবিরল ভগতি বিসুদ্ধ তব শ্রুতি পুরান জো গাব।
জেহি খোজত জোগীস মুনি প্রভুপ্রসাদ কোউপাব॥

তোমার প্রতি অখণ্ড বিশুদ্ধ ভক্তি, যাহার কথা বেদ ও পুরাণে গীত হয়, যাহা যোগীশ্বর ও মুনিরা খুঁজিয়া থাকে, যাহা প্রভুর অনুগ্রহে কেহ পাইয়া থাকে,

ভগত কলপ তরু প্রনতহিত কৃপাসিন্ধু সুখধাম॥
সোই নিজ ভগতি মোহি প্রভু দেহু দয়া করি রাম॥

হে ভক্তের কল্পতরু, সেবকের হিতকারী, কৃপাময় সুখের আলয়, হে প্রভু রাম, তোমার প্রতি সেই ভক্তি দয়া করিয়া আমাকে দাও।

১২৯— এবমস্তু কহি রঘুকুল নায়ক।
১৩০॥ বোলে বচন পরম সুখ দায়ক॥
সুনু বায়স তৈঁ সহজ সয়ানা।
কাহে ন মাঁগসি অস বরদানা॥

রঘুকুল নায়ক রামচন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া অতিশয় সুখকর এই কথা বলিলেন—হে কাক, শোন। তুমি স্বভাবতঃই বুদ্ধিমান, কাজেই এইরূপ বরদান কেন না চাহিবে?

সব সুখখানি ভগতি তৈঁ মাঁগী।
নহিঁ জগ কোউ তোহি সম বড়ভাগী॥
জো মুনি কোটিজতন নহিঁ লহহীঁ।
জে জপ জোগ অনল তন দহহী॥

সকল সুখের আকর ভক্তি তুমি চাহিয়াছ। তোমার মত ভাগ্যবান জগতে কেহ নাই। জপ ও যোগ আগুনে দেহ দগ্ধ করিয়া মুনিরা কোটি যত্ন করিয়া যাহা পায় না, তুমি তাহা পাইলে।

রীঝেউঁ দেখি তোরি চতুরাঈ।
মাঁগেহু ভগতি মোহি অতি ভাঈ॥
সুনু বিহঙ্গ প্রসাদ অব মোরে।
সব সুভ গুন বসিহহিঁ উর তোরে॥

তোমার চতুরতা দেখিয়া খুসী হইয়াছি। ভাই, তুমি আমার প্রতি অত্যন্ত ভক্তি চাহিয়াছ, তোমাকে বলিতেছি আমার অনুগ্রহে তোমার হৃদয়ে সকল শুভগুণ বাস করিবে।

ভগতি জ্ঞান বিজ্ঞান বিরাগা।
জোগ চরিত্র রহস্য বিভাগা॥
জানব তৈঁ সবহী কর ভেদা।
মম প্রসাদ নহিঁ সাধন খেদা॥

ভক্তি জ্ঞান বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য, যোগ ও চরিত্রের রহস্য বিভাগ আদি এ সকলের মর্ম তুমি জানিবে। আমার অনুগ্রহে তোমাকে সাধনার ক্লেশ পাইতে হইবে না।

মায়াসম্ভব ভ্রম সকল অব ন ব্যাপিহহিঁ তোহি।
জানেসু ব্রহ্ম অনাদি অজ অগুন গুনাকর মোহি॥

মায়ার দ্বারা যে সকল ভ্রম সৃষ্টি হয়, তোমার প্রতি আর এখন তাহা ব্যাপ্ত হইবে না। আমাকে অগুন গুণাকর অনাদি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও।

মোহি ভগতপ্রিয় সন্তত অস বিচারি সুনু কাগ।
কায় বচন মন মম পদ করেসু অচল অনুরাগ॥

হে কাক, ভক্তেরা আমার প্রিয়, সর্বদা ইহাই বিচার করিয়া কায়মনোবাক্যে আমার প্রতি অচল ভক্তি রাখিও।

১৩১॥ অব সুনু পরমবিমল মম বানী।
সত্য সুগম নিগমাদি বখানী॥
নিজ সিদ্ধান্ত সুনাবউঁ তোহী।
সুনি মন ধরু সব তজি ভজু মোহী॥

এখন আমার অতি পবিত্র সত্য ও সহজলভ্য বাণী শোন, যাহা শাস্ত্রাদিতে বলা হইয়াছে। আমার সিদ্ধান্ত তোমাকে শুনাইতেছি, উহা শুনিয়া মনে রাখিও ও সকল ত্যাগ করিয়া আমার ভজনা করিও।

মম মায়াসম্ভব পরিবারা।
জীব চরাচর বিবিধ প্রকারা॥
সব মম প্রিয় সব মম উপজায়ে।
সব তেঁ অধিক মনুজ মোহি ভায়ে॥

চরাচর ও বিভিন্ন প্রকারের সকল জীবই আমার মায়া হইতে উৎপন্ন পরিবার বিশেষ। উহারা সকলেই আমার

প্রিয়, সকলেই আমা হইতে উৎপন্ন। তবে তাহার মধ্যে মানুষই আমার সবচাইতে প্রিয়।

তিন্হ মহঁ দ্বিজ দ্বিজ মহঁ শ্রুতিধারী।
তিন্হ মহঁ নিগম ধর্ম অনুসারী॥
তিন্হ মহঁ প্রিয় বিরক্ত পুনি জ্ঞানী।
জ্ঞানিহু তেঁ অতি প্রিয় বিজ্ঞানী॥

তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ অধিক প্রিয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ, আবার বেদজ্ঞের মধ্যেও বেদের ধর্ম অনুসরণকারী অধিক প্রিয়। আবার তাহাদের মধ্যে যাহারা বিরাগী ও জ্ঞানী, তাহারা অধিক প্রিয়। আবার জ্ঞানীদের মধ্যে যাহারা অনুভব জ্ঞানী, তাহারা অতিশয় প্রিয়।

তিন্হ তেঁ পুনি মোহি প্রিয় নিজ দাসা।
জেহি গতি মোরি ন দূসরি আসা॥
পুনি পুনি সত্য কহউঁ তোহি পাহীঁ।
মোহি সেবকসম প্রিয় কোউ নাহীঁ॥

তাহার মধ্যেও আমার নিজ ভক্ত আমার প্রিয়, যাহাদের আমিই গতি, যাহাদের আর দ্বিতীয় কোনও আশা নাই। তোমাকে বার বার সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার নিকট আমার ভক্তের মত কেহই প্রিয় নহে।

ভগতিহীন বিরঞ্চি কিন হোঈ।
সব জীবহু সম প্রিয় মোহি সোঈ॥
ভগতিবন্ত অতি নীচউ প্রানী।
মোহি প্রান প্রিয় অসি মম বানী॥

স্বয়ং বিধাতাও যদি ভক্তিহীন হন, তাহা হইলে তিনি আমার নিকট সাধারণ জীবের মত প্রিয়। আর অতি নীচ প্রাণীও যদি ভক্তিমান হয়, তবে সে আমার প্রাণের প্রিয় ইহাই আমার কথা।

সুচি সুসীল সেবক সুমতি প্রিয় কহু কাহি ন লাগ।
শ্রুতি পুরান কহ নীতি অসি সাবধান সুনু কাগ॥

তুমিই বল, শুদ্ধ সুশীল সুমতি সেবক কাহার না প্রিয় লাগে? বেদ ও পুরাণে এই নীতির কথাই বলিয়া আসিয়াছে। হে কাক, সাবধানে শোন।

১৩২— **এক পিতা কে বিপুল কুমারা।**
১৩৩॥ **হোহিঁ পৃথক গুন সীল অচারা॥**
কোউ পণ্ডিত কোউ তাপস জ্ঞাতা।
কোউ ধনবন্ত সুর কোউ দাতা॥

এক পিতার অনেক পুত্র হয়, তাহারা গুণ শীল ও আচারে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। কেহ পণ্ডিত, কেহ তপস্বী, কেহ জ্ঞানী, কেহ ধনবান, কেহ বীর, কেহ বা দাতা হয়।

কোউ সর্বজ্ঞ ধর্মরত কোঈ।
সব পর প্রীতি পিতহি সম হোঈ॥
কোউ পিতুভগত বচন মন কর্মা।
সপনেহু জান ন দূসর ধর্মা॥

কেহ বা সর্বজ্ঞ, কেহ বা ধর্মরত, তাহাদের সকলের উপরেই পিতার সমান প্রীতি হয়। কেহ যদি বাক্য মন ও কর্মে পিতৃভক্ত হয়, স্বপ্নেও অন্য ধর্ম না জানে,

সো সুত প্রিয় পিতু প্রানসমানা।
জদ্যপি সো সব ভাঁতি অয়ানা॥
এহি বিধি জীব চরাচর জেতে।
ত্রিজগ দেব নর অসুর সমেতে॥

তবে সেই পুত্র যদি সকল রকমেই অজ্ঞ হয়, তথাপি সে পিতার প্রাণের সমান প্রিয় হয়। এইভাবে ত্রিলোকে যত দেবতা, মানুষ ও অসুর সমেত চরাচরে যত জীব আছে,

অখিল বিশ্ব যহ মম উপজায়া।
সব পর মোহি বরাবরি দায়া॥
তিন্হ মহঁ জো পরিহরি মদ মায়া।
ভজই মোহি মন বচ অরু কায়া॥

এই অখিল বিশ্ব আমারই সৃষ্টি, সকলের উপর আমার সমান দয়া। কিন্তু উহাদের মধ্যে যাহারা অহঙ্কার ও মায়া পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই মন বাক্য ও শরীর দ্বারা ভজনা করে,

পুরুষ নপুংসক নারি নর জীব চরাচর কোই।
ভগতি ভাব ভজি কপট তজি মোহি পরম প্রিয় সোই।

চরাচর জীব মাত্র সে পুরুষ স্ত্রী বা নপুংসক হউক, যে কপট ত্যাগ করিয়া ভক্তিভাবে আমাকে ভজনা করে, সেই আমার অত্যন্ত প্রিয়।

সোঃ—
সত্য কহউঁ খগ তোহি সুচি সেবক মম প্রানপ্রিয়।
অস বিচারি ভজু মোহি পরিহরি আস ভরোস সব॥

হে কাক, তোমাকে সত্য বলিতেছি, শুদ্ধ সেবক আমার প্রাণপ্রিয়। এই কথা মনে রাখিয়া অন্য সকল আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া আমার ভজনা কর।

১৩৪— **কবহুঁ কাল ন ব্যাপিহি তোহী।**
১৩৫। **সুমিরি সুরূপ নিরন্তর মোহী॥**
প্রভুবচনামৃত সুনি ন অঘাউঁ।
তন পুলকিত মন অতি হরষাউঁ॥

তুমি সর্বদা আমার স্মরণ করিলে কাল কখনও তোমার উপর অধিকার বিস্তার করিতে পারিবে না। প্রভুর বচনামৃত শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছিল না। আমার শরীরে পুলক হইয়াছিল, মনে অতি আনন্দ হইয়াছিল।

সো সুখ জানই মন অরু কানা।
নহিঁ রসনা পহিঁ জাই বখানা॥
প্রভু সোভা সুখ জানহিঁ নয়না।
কহি কিমি সকহিঁ তিন্হহিঁ নহিঁ বয়না॥

সে সুখ মন ও কান জানে, মুখে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। প্রভুর সৌন্দর্য্যের সুখ চোখ জানে, সে কি করিয়া উহা ব্যক্ত করিবে, তাহার ত বলার শক্তি নাই।

বহু বিধি মোহি প্রবোধি সুখ দেঈ।
লগে করন সিসুকৌতুক তেঈ।
সজল নয়ন কছু মুখ করি রূখা।
চিতই মাতু লাগী অতি ভূখা॥

রামচন্দ্র আমাকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া, সুখ দিয়া শিশুর কৌতুক করিতে লাগিলেন। সজল চোখে মুখ কিছু শুকাইয়া মায়ের দিকে তাকাইলেন যেন বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।

দেখি মাতু আতুর উঠি ধাঈ।
কহি মৃদু বচন লিয়ে উর লাঈ॥
গোদ রাখি করাব পয়পানা।
রঘুবর চরিত ললিত কর গানা॥

মা তাঁহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া মৃদুবাক্য বলিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন। কোলে রাখিয়া রঘুবরের ললিত চরিত গান করিতে করিতে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন।

সোঃ—
জেহি সুখ লাগি পুরারি অসুভবেষকৃত সিব সুখদ।
অবধপুরী নরনারি তেহি সুখ মহঁ সন্তত মগন॥

যে সুখের জন্য পুরারি শঙ্কর অশুভ বেশকেও মঙ্গলময় ও সুখদায়ক বলিয়া লইয়াছেন, অযোধ্যার নরনারী সেই সুখে সর্বদা মগ্ন থাকিত।

সোঈ সুখ লবলেস জিন্হ বারক সপনেহু লহেউ।
তে নহি গনহিঁ খগেস ব্রহ্মসুখহিঁ সজ্জন সুমতি॥

খগেশ, সেই সুখের লবলেশ যে স্বপ্নেও বারেক মাত্র পাইয়াছে, সেই সুবিজ্ঞ সজ্জন ব্রহ্ম সুখকেও গণ্য করে না।

১৩৬— মৈঁ পুনি অবধ রহেউঁ কছু কালা।
১৩৭॥ দেখেউঁ বালবিনোদ রসালা॥
রামপ্রসাদ ভগতি বর পায়উঁ।
প্রভুপদ বন্দি নিজাশ্রম আয়উঁ॥

আমি আরও কিছুকাল অযোধ্যায় থাকিলাম, আনন্দদায়ক বাল্যলীলা দেখিলাম। রামচন্দ্রের কৃপায় ভক্তির বর পাইয়া প্রভুর পদ বন্দনা করিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

তব তেঁ মোহি ন ব্যাপী মায়া।
জব তেঁ রঘুনায়ক অপনায়া॥
যহ সব গুপ্তচরিত মৈঁ গাবা।
হরিমায়া জিমি মোহি নচাবা॥

যে অবধি রঘুনাথ আমাকে নিজের করিয়া লইয়াছেন, সেই অবধি আমার উপর মায়াব্যাপ্ত হয় নাই। হরির মায়া আমাকে কেমন করিয়া নাচাইয়াছিল, সেই সকল গুপ্ত ঘটনা আমি বলিলাম।

নিজ অনুভব অব কহউঁ খগেসা।
বিনু হরিভজন ন জাহিঁ কলেসা॥
রামকৃপা বিনু সুনু খগরাঈ।
জানি ন জাই রামপ্রভুতাঈ॥

হে খগপতি, এখন আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এই বলিতেছি যে, হরিভজন বিনা ক্লেশ যায় না। হে খগেশ, রামকৃপা ভিন্ন রামের প্রভুত্ব জানা যায় না।

জানে বিনু ন হোই পরতীতী।
বিনু পরতীতি হোই নহিঁ প্রীতী॥
প্রীতি বিনা নহিঁ ভগতি দৃঢ়াঈ।
জিমি খগপতি জল কৈ চিকনাঈ॥

না জানিলে বিশ্বাস হয় না, আর বিশ্বাস না হইলে প্রীতিও হয় না। প্রীতি ছাড়া ভক্তি হয় না। হে খগেশ, জলের চাক্‌চিক্য যেমন ক্ষণস্থায়ী, জল শুকাইয়া গেলেই চলিয়া যায়, তেমনি ভক্তি দৃঢ় না হইলে ভক্তের সেই অবস্থা হয়।

সোঃ—
বিনু গুরু হোই কি জ্ঞান জ্ঞান কি হোই বিরাগ বিনু
গাবহিঁ বেদ পুরান সুখ কি লহহিঁ হরিভগতি বিনু॥

গুরু বিনা কি জ্ঞান হয়, বা জ্ঞান কি বৈরাগ্য বিনা হয়, বেদ পুরাণ বলিয়া থাকে, হরিভক্তি বিনা কি সুখ হয়? (হয় না)।

কো বিশ্রাম কি পাব তাত সহজ সন্তোষ বিনু।
চলই কি জল বিনু নাব কোটি জতন পচি পচি মরিয়॥

জল ছাড়া নৌকা চলিতে পারে না, যতই চেষ্টা করিয়া পচিয়া পচিয়া মরনা কেন। তেমনি সহজ সন্তোষ উপস্থিত না হইলে শান্তি পাওয়া যায় না।

১৩৮— বিনু সন্তোষ ন কাম নসাহীঁ।
১৩৯॥ কাম অছত সুখ সপনেহু নাহীঁ॥
রামভজন বিনু মিটহিঁ কি কামা।
থলবিহীন তরু কবহুঁ কি জামা॥

সন্তোষ না হইলে কাম নষ্ট হয় না, কাম থাকিতে স্বপ্নেও সুখ নাই। যেমন স্থল না থাকিলে গাছ জন্মিতে পারে না, তেমনি রাম ভজন বিনা কাম দূর হয় না।

বিনু বিজ্ঞান কি সমতা আবই।
কো অবকাস কি নভ বিনু পাবই॥
শ্রদ্ধা বিনা ধরম নহিঁ হোঈ।
বিনু মহি গন্ধ কি পাবই কোঈ॥

যেমন আকাশ ছাড়া অবকাশ পাওয়া যায় না, তেমনি বিজ্ঞান ছাড়া জ্ঞান পাওয়া যায় না। যেমন পৃথিবী ছাড়া গন্ধ পাওয়া যায় না, তেমনি শ্রদ্ধা ছাড়া ধর্ম হয় না।

বিনু তপ তেজ কি কর বিস্তারা।
জল বিনু রস কি হোই সংসারা॥
সীল কি মিল বিনু বুধসেবকাঈ।
জিমি বিনু তেজ ন রূপ গোসাঈঁ॥

যেমন জল ভিন্ন রস হইতে পারে না, তেমনি তপস্যা ব্যতীত তেজ বিস্তারলাভ করিতে পারে না। যেমন তেজ বিনা রূপ থাকিতে পারে না, তেমনি জ্ঞানীর সেবা ছাড়া শীল পাওয়া যাইতে পারে না।

নিজ সুখ বিনু মন হোই কি থীরা।
পরস কি হোই বিহীন সমীরা॥
কবনিউ সিদ্ধি কি বিনু বিস্বাসা।
বিনু হরিভজন ন ভব ভয় নাসা॥

নিজের সুখ উপস্থিত না হইলে কি মন স্থির হয়, বায়ু ব্যতীত কি স্পর্শ হয়? বিশ্বাস বিনা কখন ত সিদ্ধি হয় না, হরিভজন বিনা ভবভয় নাশ হয় না।

বিনু বিস্বাস ভগতি নহিঁ তেহি বিনু দ্রবহিঁ ন রাম।
রামকৃপা বিনু সপনেহুঁ জীব ন লহহি বিশ্রাম॥

বিশ্বাস বিনা ভক্তি হয় না, আর ভক্তি না হইলে রাম গলেন না। রামের কৃপা ছাড়া স্বপ্নেও মন শান্তি পায় না।

সোঃ—
অস বিচারি মতিধীর তজি কুতর্ক সংসয় সকল।
ভজহু রাম রঘুবীর করুণা কর সুন্দর সুখদ॥

ইহা বুঝিয়া কুতর্ক ও সংশয় সকল ত্যাগ করিয়া হে স্থিরবুদ্ধি, তুমি সুখদায়ক, সুন্দর করুণাময় রঘুবীর রামচন্দ্রের ভজনা কর।

১৪০— নিজ মতি সরিস নাথ মৈঁ গাঈ।
১৪১॥ প্রভু প্রতাপ মহিমা খগরাঈ।
কহেউঁ ন কছু করি জুগুতি বিসেষী।
যহ সব মৈঁ নিজ নয়নন্হি দেখী॥

হে পক্ষীরাজ, আমি নিজবুদ্ধি অনুযায়ী স্বামীর প্রভাবের মহিমা গান করিয়াছি। ইহাতে আমি বিশেষ যুক্তি কিছু ব্যবহার করি নাই, এ সকল আমি নিজ চোখেই দেখিয়াছি।

মহিমা নাম রূপ গুনগাথা।
সকল অমিত অনন্ত রঘুনাথা॥
নিজ নিজ মতি মুনি হরিগুন গাবহিঁ।
নিগম-সেষ সিব পার ন পাবহিঁ॥

রঘুনাথের মহিমা, নাম রূপ ও গুণ সমূহ সকলই অসীম ও অনন্ত। মুনিরা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে হরিগুণ গাহিয়া থাকে, কিন্তু বেদ শেষনাগ ও শিবও উহা গাহিয়া পার পান না।

তুম্হহিঁ আদি খগ মসকপ্রজন্তা।
নভ উড়াহিঁ নহিঁ পাবহিঁ অন্তা॥
তিমি রঘুপতি মহিমা অবগাহা।
তাত কবহুঁ কোউ পাব কি থাহা॥

হে গরুড়, তুমি হইতে আরম্ভ করিয়া মশা পর্যন্ত সকলেই আকাশে উড়িয়া থাকে, কিন্তু কেহ উহার অন্ত পায় না। তেমনি রঘুপতির মহিমা গভীর, কেহ কোনও দিন উহার থৈ পায় নাই।

রাম কাম সত কোটি সুভগ তন।
দুর্গা কোটি অমিত অরিমর্দন॥
সক্র কোটি সত সরিস বিলাসা।
নভ সত কোটি অমিত অবকাসা॥

রামচন্দ্র শতকোটি কামের ন্যায় সুন্দর দেহ, কোটি দুর্গার ন্যায় অসীম শত্রু মর্দনকারী, শতকোটি ইন্দ্রের ন্যায় বিলাসী, শতকোটি আকাশের ন্যায় অসীম ফাঁক পূর্ণ করিয়া আছেন।

মরুত কোটিসতবিপুল বল রবি সতকোটি প্রকাস।
সসি সত কোটি সো সীতল সমন সকল ভব ত্রাস॥

রামচন্দ্র শতকোটি বায়ুর ন্যায় বিপুল বলশালী, তিনি শতকোটি সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান, আর শতকোটি চাঁদের ন্যায় শীতল, সকল ভবভয়ের শান্তিস্বরূপ।

কাল কোটি সত সরিস অতি দুস্তর দুর্গ দুরন্ত।
ধূমকেতু সত কোটি সম দুরাধরষ ভগবন্ত॥

রামচন্দ্র কোটিকালের সমান অত্যন্ত দুস্তর ও দুর্গম দুর্গের ন্যায় দুষ্প্রবেশ্য। ভগবান শতকোটি জীবের সমান ধূমকেতুর ন্যায় অসহনীয়।

১৪২— প্রভু অগাধ সত কোটি পতালা।
১৪৩॥ সমন কোটি সত সরিস করালা॥
তীরথ অমিত কোটি সত পাবন।
নাম অখিল অঘ পুঞ্জ নসাবন॥

প্রভু কোটি পাতালের সমান গভীর, কোটি যমরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর। অসংখ্য কোটি তীর্থের ন্যায় অসীম পবিত্র। তাঁহার নাম অখিলের পাপ সমূহ নাশ করে।

হিম গিরি কোটি অচল রঘুবীরা।
সিন্ধু কোটি সত সম গম্ভীরা॥
কাম ধেনু সত কোটি সমানা।
সকল কাম দায়ক ভগবানা॥

রঘুনাথ কোটি হিমালয়ের মত অচল, শতকোটি সমুদ্রের মত গম্ভীর। ভগবান শতকোটি কামধেনুর ন্যায় সকল লোককে দান করিয়া থাকেন।

সারদ কোটি অমিত চতুরাঈ।
বিধি সত কোটি সৃষ্টিনিপুনাঈ॥
বিষ্ণু কোটি সত পালন করতা।
রুদ্র কোটি সত সম সংহরতা॥

ভগবানের বুদ্ধি অসংখ্য কোটি সরস্বতীর ন্যায়, তাঁহার সৃষ্টি কৌশল শতকোটি ব্রহ্মার ন্যায়, তিনি শতকোটি বিষ্ণুর সমান পালনকর্তা এবং শতকোটি রুদ্রের ন্যায় সংহার কর্তা।

ধনদ কোটি সত সম ধনবানা।
মায়া কোটি প্রপঞ্চনিধানা॥
ভার ধরন সত কোটি অহীসা।
নিরবধি নিরুপম প্রভু জগদীসা।

শতকোটি কুবেরের ন্যায় ধনবান, কোটি মায়ার সমান সংসারের আধার, শতকোটি শেষ নাগের সমান ভার ধারণকারী প্রভু জগতের ঈশ্বর, তাঁহার শেষ নাই, তাঁহার উপমা নাই।

ছন্দ—নিরুপম ন উপমা আন রামসমান
নিগমাগম কহে।
জিমি কোটি সত খদ্যোত সম রবি কহত
অতি লঘুতা লহে॥
এহি ভাঁতি নিজ নিজ মতিবিলাস মুনীস
হরিহি বখানহীঁ।
প্রভু ভাবগাহক অতি কৃপাল সপ্রেম
সুনি সুখ মানহীঁ॥

বেদ শাস্ত্রাদি বলিয়া থাকে যে, প্রভু বলিয়া নিরুপম রামের সমান অন্য উপমা নাই। সূর্যকে যদি শতকোটি জোনাকির সমান বলা যায়, তাহা হইলে তাহা যেমন অতি তুচ্ছ হয়, রামের উপমাও তেমনি যাহা দিয়াই দাও অতি তুচ্ছ হইবে। এই ভাবেই মুনিরা নিজ নিজ বুদ্ধির খেলা করিয়া হরির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তবুও প্রভু ভাব গ্রহণকারী অতি দয়ালু বলিয়া সপ্রেমে তাহা শুনিয়া সুখ পাইয়াছেন।

রাম অমিত গুনসাগর থাহ কি পাবই কোই।
সন্তন্হ সন জস কছু সুনেউঁ তুম্হহি সুনায়উঁ সোই॥

রামচন্দ্র অসীম গুণসাগর, তাঁহার থৈ কে পাইতে পারে? সাধুদের কাছে যাহা কিছু শুনিয়াছি, তাহাই তোমাকে শুনাইলাম।

সোঃ—
ভাববস্য ভগবান সুখনিধান করুনাভবন।
তজি মমতা মদ মান ভজিয় সদা সীতাপতিহিঁ॥

ভগবান ভাবের বশীভূত, তিনি সুখের আশ্রয় স্থান ও করুণাময়। সেই সীতাপতিকে মমতা মদ ও মান ত্যাগ করিয়া ভজনা করিও।

১৪৪— সুনি ভুসুণ্ডি কে বচন সুহায়ে।
১৪৫॥ হরষিত খগপতি পংখ ফুলায়ে॥
নয়ন নীর মন অতি হরষানা।
শ্রীরঘুবর প্রতাপ উর আনা॥

ভুষণ্ডীর সুন্দর কথা শুনিয়া খগরাজ আনন্দে পাখা ফুলাইল তাহার চোখে জল বহিল, মনে বড় আনন্দ হইল, সে শ্রীরঘুবীরের প্রভাব স্মরণ করিল।

পাছিল মোহ সমুঝি পছিতানা।
ব্রহ্ম অনাদি মনুজ করি মানা॥
পুনি পুনি কাগচরন সির নাবা।
জানি রামসম প্রেম বঢ়াবা॥

পূর্বে যে তাহার মোহ হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া অনুতাপ করিল। তার পর কাকচরণে প্রণাম করিল ও কাককে রামের সমান জানিয়া তাহার প্রতি প্রেম বাড়াইল।

গুরু বিনু ভবনিধি তরই ন কোঈ॥
জৌঁ বিরঞ্চি শঙ্কর সম হোঈ॥
সংসয় সর্প গ্রসেউ মোহি তাতা।
দুখদ লহরি কুতর্ক বহু ব্রাতা॥

গরুড় বলিল—হে তাত, যদি কেহ ব্রহ্মা ও শঙ্করের সমানও হয়, তবুও গুরু বিনা সংসার সমুদ্র কেহ পার হইতে পারে না। সংশয়রূপ সাপ আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, কুতর্করূপ নানা তরঙ্গ দুঃখ দিতেছিল।

তব সরূপ গারুড়ি রঘুনায়ক।
মোহি জিআয়েউ জন সুখ দায়ক॥
তব প্রসাদ মম মোহ নসানা।
রামরহস্য অনুপম জানা॥

ভক্তের সুখদায়ক রঘুনায়ক তোমার মত গারুড়ি বা সাপের ওঝা দিয়া আমাকে বাঁচাইলেন। তোমার কৃপায় আমার মোহ গিয়াছে, আমি রামের অনুপম রহস্য জানিয়াছি।

তাহি প্রসংসি বিবিধ বিধি সীস নাই কর জোরি॥
বচন বিনীত সপ্রেম মৃদু বোলেউ গরুড় বহোরি॥

তাহাকে নানা প্রকারে প্রশংসা করিয়া, গরুড় হাত জোড় করিয়া মাথা নত করিয়া সপ্রেমে নম্রভাবে আবার বলিল—

প্রভু অপনে অবিবেক তেঁ বুঝউঁ স্বামী তোহি।
কৃপাসিন্ধু সাদর কহহু জানি দাস নিজ মোহি॥

হে প্রভু, আমি আমার অজ্ঞতার জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে কৃপাসিন্ধু, আমাকে তোমার দাস ভাবিয়া সাদরে বল।

১৪৬ — তুম্হ সর্বজ্ঞ তজ্ঞ তমপারা।
১৪৭॥ সুমতি সুসীল সরলআচারা॥
জ্ঞান বিরত বিজ্ঞান নিবাসা।
রঘুনায়ক কে তুম্হ প্রিয় দাসা॥

তুমি সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, অজ্ঞানের অতীত, তুমি সুমতি সুশীল, তোমার আচার সরল, তুমি জ্ঞান বৈরাগ্য ও বিজ্ঞানের আবাস, তুমি রঘুনাথের প্রিয় দাস।

কারন কবন দেহ যহ পাঈ।
তাত সকল মোহি কহহু বুঝাঈ॥
রামচরিত সর সুন্দর স্বামী।
পায়উ কহাঁ কহহু নভগামী॥

হে তাত, আমাকে সকল কথা বুঝাইয়া বল, তুমি কি কারণে এই দেহ পাইয়াছ। আর হে পক্ষী, হে স্বামী, তুমি এই রামচরিতরূপী মানস সরোবরই বা কোথায় পাইলে?

নাথ সুনা মৈ অস সিব পাহীঁ।
মহা প্রলয়হু নাস তব নাহীঁ॥
মুধা বচন নহিঁ ঈশ্বর কহঈ।
সো মোরে মন সংসয় অহঈ॥

নাথ, শিবের নিকট আমি এই প্রকার শুনিয়াছি যে, মহাপ্রলয়েও তোমার নাশ হয় না। শিবের কথা ত মিথ্যা হইতে পারে না। সেই জন্য আমার মনে এই সংশয় হইতেছে যে,

অগ জগ জীব নাগ নর দেবা।
নাথ সকল জগ কালকলেবা॥
অণ্ডকটাহ অমিত লয়কারী।
কাল সদা দুরতিক্রম ভারী॥

হে নাথ, স্থাবর জঙ্গম, জীব নাগ নর ও দেবতা, সকলেই কাল দ্বারা কবলিত হয়। এই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সমূহকে, ধ্বংসকারী কালকে কখনও ঠেকান যায় না।

সোঃ—
তুম্হহিঁ ন ব্যাপত কাল অতি করালকারন কবন।
মোহি সো কহহু কৃপাল জ্ঞানপ্রভাউ কি জোগবল॥

এই অতি করাল কালও যে তোমার উপর প্রভুতা চালাইতে পারে না ইহার কারণ কি? জ্ঞানের প্রভাবে অথবা যোগবলে ইহা হইয়াছে; হে কৃপাময়, তাহা আমাকে বল।

দোঃ—
প্রভু তব আশ্রম আয়উঁ মোর মোহ ভ্রম ভাগ।
কারন কবন সো নাথ সব কহহু সহিত অনুরাগ॥

হে প্রভু, তোমার আশ্রমে আসামাত্রই আমার মোহ ভ্রম দূর হইয়াছে, তাহারই বা কারণ কি? হে নাথ, সে সকল কথা অনুরাগের সহিত বল।

১৪৮— গরুড়গিরা সুনি হরষেউ কাগা।
১৪৯॥ বোলেউ উমা সহিত অনুরাগা॥
ধন্য ধন্য তব মতি উরগারী।
প্রশ্ন তুম্হার মোহি অতি প্যারী॥

গরুড়ের কথা শুনিয়া কাকের হর্ষ হইল। পার্বতী, অনুরাগের সহিত কাক বলিল, ধন্য গরুড় ধন্য তোমার বুদ্ধি। তোমার প্রশ্ন আমার নিকট অতিশয় ভাল লাগিয়াছে।

সুনি তব প্রশ্ন সপ্রেম সুহাঈ
বহুত জনম কী সুধি মোহি আঈ॥
অব নিজ কথা কহউঁ মৈঁ গাঈ।
তাত সুনহু সাদর মন লাঈ॥

তোমার প্রেমপূর্ণ সুশোভন প্রশ্ন শুনিয়া অনেক জন্মের কথা আমার মনে হইল। এখন আমি আমার নিজের কথা বলিব, হে প্রিয়, সাদরে মন দিয়া শোন।

জপ তপ ব্রত মখ সম দম দানা।
বিরতি বিবেক জোগ বিজ্ঞানা॥
সব কর ফল রঘুপতি পদ প্রেমা।
তেহি বিনু কোউ ন পাবই ছেমা॥

জপ তপস্যা ব্রত যজ্ঞ অন্তরের ও বাহিরের ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দান বৈরাগ্য বিচার যোগ ও অনুভব জ্ঞান, এ সকলেরই ফল হইতেছে রঘুপতির পদে প্রেম। উহা না হইলে কোনই কল্যাণ হয় না।

এহি তন রামভগতি মৈ পাঈ।
তা তেঁ মোহি মমতা অধিকাঈ॥
জেহি তেঁ কছু নিজ স্বারথ হোঈ।
তেহি পর মমতা কর সব কোঈ॥

এই দেহেই আমি রামভক্তি পাইয়াছি, সেই জন্যই ইহার উপর আমার বেশী মমতা। যাহা হইতে নিজের স্বার্থ সিদ্ধ হয়, সকলেই তাহার উপর মমতা করিয়া থাকে।

সোঃ—
পন্নগারি অসি নীতি শ্রুতিসম্মত সজ্জন কহহিঁ।
অতি নীচহু সন প্রীতি করিঅ জানি নিজ পরমহিত॥

হে সর্পশত্রু, সজ্জনেরা বেদসম্মত এই নীতির কথা বলেন যে, যাহাতে নিজের অতিশয় কল্যাণ হয় সেরূপ অতি নীচের সহিত প্রীতি করিও।

পাট কীট তেঁ হোই তেহি তেঁ পাটম্বর রুচির।
কৃমি পালই সব কোই পরম অপাবন প্রানসম॥

রেশম পোকা হইতে হয়, আবার সেই রেশম হইতে সুন্দর রেশমী কাপড় হয়। সেইজন্য লোকে প্রাণ সমান প্রিয় ভাবে অতি অপবিত্র কীট (রেশম পোকা) পালন করিয়া থাকে।

১৫০— স্বারথ সাঁচ জীব কহঁ এহা।
১৫১॥ মন ক্রম বচন রামপদ নেহা॥
সোই পাবন সোই সুভগ সরীরা।
জো তনু পাই ভজিয় রঘুবীরা॥

জীবের সত্য স্বার্থ হইতেছে মন কর্ম ও বাক্যে রামপদে ভক্তি করা, সেই শরীরই পবিত্র, সেই শরীরই সুন্দর যে শরীর পাইয়া রঘুবীর ভজনা করা হয়।

রামবিমুখ লহি বিধিসম দেহী।
কবি কোবিদ ন প্রসংসহিঁ তেহী॥
রামভগতি এহি তন উর জামী।
তা তেঁ মোহি পরমপ্রিয় স্বামী॥

যে রাম বিমুখ তাহার দেহ যদি ব্রহ্মার মতও হয়, তবুও কবি ও পণ্ডিতেরা তাহার প্রশংসা করে না। হে স্বামী, আমার এই শরীরেই রামভক্তি অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সেইজন্যই ইহা আমার অতি প্রিয়।

তজউঁ ন তনু নিজ ইচ্ছা মরনা।
তনু বিনু বেদ ভজন নহিঁ বরনা॥
প্রথম মোহ মোহি বহুত বিগোবা।
রামবিমুখ সুখ কবহুঁ ন সোবা॥

আমার মৃত্যু আমার ইচ্ছাধীন হইলেও আমি এই দেহ ত্যাগ করি না, কেননা বেদ বলে যে দেহ ছাড়া ভজন হয় না। প্রথমে মোহ আমাকে বড় কষ্ট দিয়াছে, রাম বিমুখ হওয়ায় কখনও সুখে ঘুমাইতে পারি নাই।

নানা জনম করম পুনি নানা।
কিয়ে জোগ জপ মখ তপ দানা॥
কবন জোনি জনমেউঁ জহঁ নাহীঁ।
মৈঁ খগেস ভ্রমি ভ্রমি জগ মাহী॥

হে গরুড়, আমি নানা জন্ম লইয়াছি, নানা কর্ম করিয়াছি, যোগ জপ যজ্ঞ তপস্যা দান করিয়াছি। আমি জগতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এমন কোন যোনি বাকি নাই, যাহাতে জন্ম লই নাই।

দেখেউঁ সব করি করম ভলাই।
সুখী ন ভয়উঁ অবহিঁ কী নাঈঁ॥
সুধি মোহি নাথ জনম বহু কেরী।
সিবপ্রসাদ মতি মোহ ন ঘেরী॥

হে গোসাই, আমি সকল রকম কর্ম করিয়াই দেখিয়াছি কিন্তু এখনকার মত কখনো সুখী হই নাই। শিবের কৃপায় আমার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হয় না, সেইজন্য আমার অনেক জন্মের কথা স্মরণ আছে।

প্রথম জনম কে চরিত অব কহউঁ সুনহু বিহগেস।
সুনি প্রভুপদ রতি উপজই জা তেঁ মিটহিঁ কলেস॥

হে খগেশ, আমি প্রথম জন্মের চরিত কথা বলিতেছি, শোন। শুনিলে রামচন্দ্রের চরণে ভক্তি হইবে, আর তাহাতেই ক্লেশ দূর হইবে

পূরব কল্প এক প্রভু জুগ কলিজুগ মলমূল।
নর অরু নারি অধর্মরত সকল নিগম প্রতিকূল॥

হে প্রভু, প্রথম কল্পের কথা কলিযুগ পাপের মূল ছিল, নরনারী অধর্মপরায়ণ ছিল, সকলেই বেদবিরোধী ছিল।

১৫২— তেহি কলিজুগ কোসলপুর জাঈ।
১৫৩॥ জনমত ভয়উঁ সূদ্রতনু পাঈ॥
সিবসেবক মন ক্রম অরু বানী।
আন দেব নিন্দক অভিমানী॥

সেই কলিযুগে কোশলপুরে গিয়া শূদ্র দেহ লইয়া জন্মি। মন, কর্ম ও বাক্যে আমি শিবের সেবক ছিলাম ও অন্য দেবতার নিন্দা করিতাম ও অভিমান ছিল।

ধন মদ মত্ত পরম বাচালা।
উগ্রবুদ্ধি উর দম্ভ বিসালা।
জদপি রহেউঁ রঘুপতি রজধানী।
তদপি ন কছু মহিমা তব জানী॥

ধনমদে মত্ত অতিশয় বাচাল, উগ্রবুদ্ধি ও বিশাল দম্ভ ছিল। যদিও রঘুপতির রাজধানীতে থাকিতাম, তথাপি তাঁহার মহিমা কিছুই জানিতাম না।

অব জানা মৈঁ অবধপ্রভাবা।
নিগমাগম পুরান অস গাবা॥
কবনেহুঁ জনম অবধ বস জোঈ।
রামপরায়ন সো পরি হোঈ॥

এখন আমি অযোধ্যার প্রভাব জানিয়াছি, বেদ শাস্ত্র ও পুরাণে এই কথা বলে যে, কোন জন্মে যে অযোধ্যায় বাস করে সে পরম রামপরায়ণ হয়।

অবধপ্রভাব জান তব প্রানী।
জব উর বসহিঁ রাম ধনুপানী॥
সো কলিকাল কঠিন উরগারী।
পাপপরায়ন সব নরনারী॥

যখন বক্ষের রামচন্দ্র হৃদয়ে বাস করেন, তখনই জীব অযোধ্যার প্রভাব জানিতে পারে। কিন্তু হে খগেশ, কলিকালে ঐ প্রকার হওয়া বড় কঠিন, কেননা সকলেই পাপে লিপ্ত।

কলিমল গ্রসে ধর্ম সব লুপ্ত ভয়ে সদগ্রন্থ।
দম্ভিন্‌হ নিজ মতি কল্পি করি প্রগট কিয়ে বহু পন্থ ॥

কলির মলিনতা সকল ধর্ম গ্রাস করে, সদ্‌গ্রন্থ গুপ্ত হইয়া যায়, দাম্ভিক লোকেরা নিজের মনের মত কল্পনা করিয়া নানা প্রকার পথ প্রচার করে।

ভয়ে লোগ সব মোহবস লোভ গ্রসে শুভ কর্ম।
সুনু হরিজান জ্ঞাননিধি কহউঁ কছুক কলিধর্ম ॥

সমস্ত লোক মোহের বশীভূত হইয়া যায় ও শুভকর্ম লুপ্ত করে। হে বিষ্ণুবাহন, হে জ্ঞাননিধি, তোমাকে কলির ধর্ম কিছু বলিতেছি।

১৫৪— বরন ধরম নহিঁ আশ্রম চারী।
১৫৫ ॥ শ্রুতি বিরোধ রত সব নরনারী ॥
দ্বিজ শ্রুতিবেচক ভূপ প্রজাসন।
কোউ নহিঁ মান নিগম অনুসাসন ॥

বর্ণ ধর্ম ও চার আশ্রম নাই, সকল নরনারী বেদ বিরোধী। ব্রাহ্মণেরা বেদ বিদ্যা বিক্রয় করিয়া খায়, রাজা প্রজাকে খায়, বেদের আজ্ঞা কেহ মানে না।

মারগ সোই জা কহঁ জোই ভাবা।
পণ্ডিত সোই জো গাল বজাবা ॥
মিথ্যারম্ভ দম্ভরত জোঈ।
তা কহঁ সন্ত কহহিঁ সব কোঈ ॥

যাহার যাহা ভাল লাগে সেইটাই হইতেছে পথ, যে গলা বাজাইতে পারে সেই পণ্ডিত। যে লোক মিথ্যা কার্য করে, অথচ সকল দাম্ভিক লোক তাহাকেই সাধু বলে।

সোঈ সয়ান জো পর ধন হারী।
জো কর দম্ভ সো বড় আচারী ॥
জো কহ ঝুঁঠ মসখরী জানা।
কলিযুগ সোই গুনবন্ত বখানা ॥

যে পরধন হরণ করে সেই চতুর, যে দম্ভ করে সেই আচারশীল, যে মিথ্যা বলে আর ব্যঙ্গ করে, কলিযুগে সেই গুণবন্ত বলিয়া কীর্তিত হয়।

নিরাচার জো শ্রুতিপথ ত্যাগী।
কলিযুগ সোই জ্ঞানী বৈরাগী ॥
জা কে নখ অরু জটা বিসালা।
সোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা ॥

যে ব্যক্তি বেদের পথ ত্যাগী ও আচারহীন, কলিযুগে সেই জ্ঞানী সেই বিরাগী। যাহার নখ ও জটা মস্ত মস্ত কলিকালে সেই প্রসিদ্ধ তপস্বী।

অশুভ বেস ভূষন ধরে ভচ্ছাভচ্ছ জে খাহিঁ।
তেই তাপস তেই সিদ্ধ নর পূজ্য তে কলিযুগ মাহিঁ ॥

যে অশুভ বেশ ভূষা ধরিয়া ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য নির্বিচারে খায়, সেই তপস্বী সেই সিদ্ধ নর বলিয়া কলিযুগে পূজা পায়।

সোঃ—

জে অপকারী চার তিন্‌হ কর গৌরব মান্য বহু।
মন ক্রম বচন লবার তে বকতা কলিকাল মহঁ ॥

যে পরের অপকারী, যে চর, কলিকালে তাহার বড় মান; যে মনে বাক্যে ও কর্মে মিথ্যাচারী কলিকালে সেই বক্তা।

১৫৬ – নারিবিবস নর সকল গোসাঈঁ।
১৫৭ ॥ নাচহিঁ নটমরকট কী নাঈঁ ॥
সূদ্র দ্বিজন্‌হ উপদেসহিঁ জ্ঞানা।
মেলি জনেউ লেহিঁ কুদানা ॥

হে গোঁসাই, পুরুষেরা স্ত্রীর বশীভূত থাকে, মরকটের মত পুরুষেরা নষ্ট হইয়া তাহাদের হাতে নাচে। শূদ্র ব্রাহ্মণদিগকে জ্ঞান উপদেশ দেয় ও পৈতা দেখাইয়া কুপথে রোজগারের অন্ন লয়।

সব নর কাম লোভ রত ক্রোধী।
বেদ বিপ্র গুরু সন্ত বিরোধী ॥
গুনমন্দির সুন্দর পতি ত্যাগী।
ভজহিঁ নারি পরপুরুষ অভাগী ॥

সকল পুরুষ কামুক লোভী ও ক্রোধী এবং বেদ ব্রাহ্মণ গুরু ও সাধুর বিরোধকারী। অভাগী স্ত্রীরা গুণপূর্ণ সুন্দর স্বামী ত্যাগ করিয়া পরপুরুষ ভজনা করে।

সৌভাগিনী বিভূষনহীনা।
বিধবন্‌হ কে সিঙ্গার নবীনা ॥
গুরুসিষ বধির অন্ধ কর লেখা।
এক ন সুনহিঁ এক নহিঁ দেখা ॥

স্বামী সৌভাগ্যবতীদের ভূষণ নাই, আর বিধবাদের নূতন বেশভূষার সজ্জা হয়। গুরু ও শিষ্য বধির ও অন্ধের মত। শিষ্য গুরুর কথা শুনে না, আর গুরু ছাত্র যে কি তাহা দেখে না।

হরই সিষ্যধন সোক ন হরঈ।
সো গুরু ঘোর নরক মহঁ পরঈ ॥
মাতুপিতা বালকন্‌হ বোলাবহিঁ।
উদর ভরই সোই ধর্ম সিখাবহিঁ ॥

গুরু শিষ্যের ধন হরণ করে, কিন্তু তাহার শোক হরণ করিতে পারে না। সে গুরু ত ঘোর নরকে পড়ে। মাতা পিতারা ছেলেদিগকে ডাকাইয়া পেট ভরানই ধর্ম এই শিক্ষা দেয়।

ব্রহ্মজ্ঞান বিনু নারি নর কহহিঁ ন দুসরি বাত।
কৌড়ী কারন লোভবস করহিঁ বিপ্র গুরু ঘাত ॥

মুখে ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া আর কাহারও কোনও কথা নাই, আর এদিকে এক কড়াকড়ির জন্য লোভে পড়িয়া বিপ্র ও গুরুকে হত্যা করে।

বাদহিঁ শূদ্র দ্বিজন্হ সন হম তুম্হ তেঁ কছু ঘাটি
জানই ব্রহ্ম সো বিপ্রবর আঁখি দেখাবহিঁ ডাটি ॥

শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের সহিত বাদানুবাদ করে যে আমরা কি তোমাদের অপেক্ষা কিছু কম? যে বেদ জানে সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এই বলিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া ধমকায়।

১৫৮— **পরত্রিয় লম্পট কপট সয়ানে।**
১৬৩ ॥ **মোহ দ্রোহ মমতা লপটানে ॥**
তেই অভেদবাদী জ্ঞানী নর।
দেখেউঁ মৈঁ চরিত্র কলিযুগ কর ॥

আমি কলিযুগের চরিত্র এই দেখিয়াছি যে পরস্ত্রী আসক্ত লম্পট ও কপটীরা চতুর, আর যাহারা মোহ দ্বেষ ও আসক্তিতে ডুবিয়া আছে, তাহারাই সাম্যবাদী জ্ঞানী বলিয়া গণ্য।

আপ গয়ে অরু তিন্হহূ ঘালহিঁ।
জো কহুঁ সতমারগ প্রতিপালহিঁ।
কল্প কল্প ভরি এক এক নরকা।
পরহিঁ জে দূষহিঁ শ্রুতি করি তরকা ॥

নিজে ত গিয়াছেই আবার অপর কেহ যদি সৎমার্গে চলে তাহাতে নাশ করে। যাহারা বেদকে তর্কদ্বারা দূষিত করে, উহারা এক এক কল্প এক এক নরকে থাকে।

জে বরনাধম তেলি কুম্হারা।
স্বপচ কিরাত কোল কলবারা ॥
নারি মুঈ ঘর সম্পতি নাসী।
মূড় মুড়াই হোহিঁ সন্যাসী ॥

যাহারা অধম বর্ণের লোক, যাহারা তেলি কুমার চণ্ডাল কিরাত কোল কলবার তাহাদের স্ত্রী মারা গেলে অথবা গৃহ সম্পদ নষ্ট হইলে, তাহারা মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হয়।

তে বিপ্রন্হ সন পাঁব পুজাবহিঁ।
উভয় লোক নিজ হাথ নসাবহিঁ ॥
বিপ্র নিরচ্ছর লোলুপ কামী।
নিরাচার সঠ বৃষলীস্বামী ॥

তাহারাই ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা পা পূজা করাইয়া লয়, নিজ হাতে স্বর্গ মর্ত্য নষ্ট করে। ব্রাহ্মণেরা নিরক্ষর লোভী কামী আচারহীন দুষ্ট ও দুরাচার স্ত্রীর স্বামী।

সূদ্র করহিঁ জপ তপ ব্রত নানা।
বৈঠি বরাসন কহহিঁ পুরানা ॥
সব নর কল্পিত করহিঁ অচারা।
জাই ন বরনি অনীতি অপারা ॥

শূদ্রেরা জপ তপ ব্রত দান করে, উচ্চ আসনে বসিয়া পুরাণের কথকতা করে। সকল লোকে নিজের মন গড়া আচার পালন, এই অসীম অনীতির কথা বলা যায় না।

ভয়ে বরনসঙ্কর সকল ভিন্ন সেতু সব লোগ।
করহিঁ পাপ দুখ পাবহিঁ ভয় রুজ সোক বিয়োগ ॥

সকলে বর্ণসঙ্কর হইয়া গেল, সকল সীমা ছাড়াইয়া পাপী হয়, পাপ করে দুঃখ পায়, ব্যাধি শোক ও বিচ্ছেদ ভোগ করে।

শ্রুতিসম্মত হরিভক্তি পথ সংযুত বিরতি বিবেক।
তেহি ন চলহিঁ নর মোহবস কল্পহিঁ পন্থ অনেক ॥

বেদসম্মত, বিরাগ ও বিচারময় হরিভক্তির পথে লোকে চলে না। লোকে মোহ বশে অনেক প্রকার পথ কল্পনা করিয়া লয়।

তোমর ছন্দ— **বহুধাম সঁবারহিঁ ধোগ জতী।**
বিষয়াহরি লীন গঈ বরতী ॥
তপসী ধনবন্ত দরিদ্র গৃহী।
কলিকৌতুক তাত ন জাত কহী ॥

যোগী ও যতিরা অনেক গৃহের মালিক হইয়া উহার ব্যবস্থা করে, বিষয়ই তাহাদের বৈরাগ্য হরণ করিয়া লয়। তপস্বী হয় ধনী, আর গৃহী হয় দরিদ্র। হে প্রিয়, কলির কৌতুক বলিয়া উঠা যায় না।

কুলবন্ত নিকারহি নারি সতী।
গৃহ আনহিঁ চেরি নিবেরি গতী ॥
সুত মানহিঁ মাতু পিতা তব লোঁ।
অবলা নহিঁ ডীঠ পরী জব লোঁ।

কুলবান সতী স্ত্রীকে বাহির করিয়া দেয়, দাসীকে ঘরে আনিয়া কুল নষ্ট করে। পুত্র ততদিনই পিতামাতাকে মানে, যতদিন তাহার চোখ অবলার (স্ত্রীর) উপর না পড়ে।

সসুরারি পিয়ারি লগী জব তেঁ।
রিপু রূপ কুটুম্ব ভয়ে তব তে ॥
নৃপ পাপপরায়ন ধর্ম নহীঁ।
করি দণ্ড বিডম্ব প্রজা নিতহীঁ ॥

যখন হইতে শ্বশুর বাড়ী ভাল লাগে, তখন হইতে কুটুম্ব শত্রুর মত হইয়া যায়। রাজা পাপপরায়ণ হয়, ধর্ম থাকে না, প্রজাকে নিত্য দণ্ড দিয়া বিড়ম্বনা দেয়।

ধনবন্ত কুলীন মলীন অপী।
দ্বিজচিহ্ন জনেউ উঘার তপী ॥
নহিঁ মান পুরানন্হ বেদহিঁ জো।
হরিসেবক সন্ত সহী কলি সো ॥

ধনবান যে সেই কুলীন, আর কুলীন মলিন হইয়া যায়। ব্রাহ্মণের চিহ্ন একমাত্র যজ্ঞোপবীতে রহিয়া যায়, আর উহা

ফেলিয়া দিলেই তপস্বী হয়। যে বেদ মানে না পুরাণ মানে না, কলিকালে সেই সাধু, সেই হরিসেবক।

কবিবৃন্দ উদার দুনী ন সুনী।
গুন দূষক ব্রাত ন কোপি গুনী॥
কলি বারহিঁ বার দুকাল পরৈ।
বিনু অন্ন দুখী সব লোগ মরৈ॥

সংসারে বিদ্বান ত অনেক, কিন্তু উদার ব্যক্তির কথা শোনা যায় না। গুণকে দোষ বলিয়া দেখাইবার লোক অনেক, কিন্তু গুণী কোথাও পাওয়া যায় না। কলিতে বার বার অকাল হয়, আর লোক অভাবে দুঃখী হইয়া মরে।

সুনু খগেস কলি কপট হঠ দম্ভ দ্বেষ পাখণ্ড।
মান মোহ মারাদি মদ ব্যাপি রহে ব্রহ্মণ্ড॥

হে গরুড়, শোন। কলিযুগে কপটতা জেদ দম্ভ দ্বেষ ভণ্ডামী মান মার ইত্যাদির মোহ প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

তামস ধর্ম করহিঁ নর জপ তপ মখ ব্রত দান।
দেব ন বরষহিঁ ধরনি পর বয়ে ন জামহিঁ ধান॥

সকলে জপতপ যজ্ঞ ব্রত দানে তামস ধর্ম পালন করে। দেবতা বৃষ্টি বর্ষণ করেন না, আর বুনিলেও ধানের ফসল হয় না।

তোটক— অবলা কচ ভূষন ভূরি ছুধা।
ধনহীন দুখী মমতা বহুধা॥
সুখ চাহহিঁ মূঢ় ন ধর্মরতা।
মতি থোরি কঠোরি ন কোমলতা॥

স্ত্রীদের কেশই অলঙ্কার, তাহারা অতিশয় ক্ষুধায় ব্যস্ত থাকে। লোক ধনহীন ও দুখী হও ও নানা ভাবে আসক্ত থাকে। মূর্খেরা সুখ চায়, কিন্তু ধর্মরত হয় না। বুদ্ধি অল্প ও কঠোর হয়, নম্র হয় না।

নর পীড়িত রোগ ন ভোগ কহীঁ।
অভিমান বিরোধ অকারনহীঁ॥
লঘু জীবন সম্বত পঞ্চদসা।
কল্পান্ত ন নাস গুমান অসা॥

মানুষ রোগে পীড়িত হয়, কোথাও সুখ ভোগ থাকে না। অকারণ বিরোধ ও অভিমান হয়। জীবনকাল ছোট, মাত্র পঞ্চাশ বৎসর; তথাপি অহঙ্কার এমন যে কল্পান্তেও যেন মৃত্যু হইবে না।

কলিকাল বিহাল কিয়ে মনুজা।
নহিঁ মানত কোউ অনুজা তনুজা॥
নহিঁ তোষ বিচার ন সীতলতা।
সব জাতি কুজাতি ভয়ে মগতা॥

কলিকাল মানুষকে অমানুষ করিয়া দেয়। কেহ ভগ্নী বা কন্যাকে মানে না। সন্তোষ বিচার ও শীতলতা থাকে না। সকল জাতিই কুজাতি হইয়া যায়, লোকে ভিক্ষুক হয়।

ইরষা পরুষাচ্ছর লোলুপতা।
ভরি পূরি রহী সমতা বিগতা॥
সব লোগ বিয়োগ বিসোক হয়ে।
বরনাশ্রম ধর্ম বিচার গয়ে॥

ঈর্ষা, পরুষবাক্য, লোলুপতা ভরপুর হইয়া রহিল, সমতা চলিয়া গেল। সমস্ত লোক বিচ্ছেদে দুঃখী হইল, বর্ণাশ্রম ধর্ম বিচার চলিয়া গেল।

দম দান দয়া নহিঁ জানপনী।
জড়তা পর বঞ্চনতাতি ঘনী॥
তনুপোষক নারি নরা সগরে।
পরনিন্দক জে জগ মোঁ বগরে॥

জিতেন্দ্রিয়তা দান দয়া এ সকলের কথা কেহ জানে না, এদিকে মূর্খতা ও পরকে প্রবঞ্চনা অতিশয় বেশী হইয়া থাকে। সকল স্ত্রী পুরুষ গো-পোষা হইয়া গেল, পরনিন্দকে জগৎ ছাইয়া গেল।

সুনু ব্যালারি করাল কলি মল অবগুন আগার।
গুনউ বহুত কলিজুগ কর বিনু প্রয়াস নিস্তার॥

হে গরুড়, শোন। কলিকাল ভয়ঙ্কর দোষের আলয়, কিন্তু কলি যুগের গুণও অনেক। কলিতে বিনা চেষ্টায় নিস্তার হয়।

কৃত ত্রেতা দ্বাপর সময় পূজা মখ অরু জোগ।
জো গতি হোই সো কলি বিষয় নাম তেঁ পাবহিঁ
লোগ॥

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে পূজা যজ্ঞ ও যোগ দ্বারা যে গতি পাওয়া যায়, কলিকালে শুধু নাম লইয়া লোকে সেই গতি পায়।

১৩৪— কৃতজুগ সব জোগী বিজ্ঞানী।
১৩৫॥ করি হরিধ্যান তরহিঁ ভব প্রানী
ত্রেতা বিবিধ জগ্য নর করহীঁ।
প্রভুহিঁ সমর্পি করম ভব তরহীঁ॥

সত্যযুগে যোগী ও অনুভব জ্ঞানীরা হরির ধ্যান করিয়া ভবসংসার পার হয়। ত্রেতাযুগে লোকে বিবিধ যজ্ঞ করে ও তাহা প্রভুকে সমর্পণ করিয়া ভবসাগর পার হয়।

দ্বাপর করি রঘুপতি পদ পূজা।
নর ভব তরহিঁ উপাউ ন দূজা॥
কলিজুগ কেবল হরিগুন গাহা।
গাবত নর পাবহিঁ ভবথাহা॥

দ্বাপরযুগে রঘুপতির পদ পূজা করিয়া লোকে ভবসংসার পার হয়, আর দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই। কলিযুগে কেবল হরিগুণগান করিয়া লোকে ভবসংসারে থৈ পায়।

কলিজুগ জোগ ন জজ্ঞ ন জ্ঞানা।
এক আধার রামগুন গানা॥
সব ভরোস তজি জো ভজ রামহিঁ।
প্রেমসমেত গাব গুনগ্রামহিঁ॥

কলিযুগে যোগ বা যজ্ঞ বা জ্ঞান নাই। রামগুণগানই একমাত্র আশ্রয়। সকল ভরসা ত্যাগ করিয়া যে রামের ভজনা করে ও প্রেম সহিত গুণগান করে,

সোই ভব তর কছু সংসয় নাহীঁ।
নামপ্রতাপ প্রগট কলি মাহীঁ॥
কলি কর এক পুনীত প্রতাপা।
মানস পুন্য হোই নহিঁ পাপা॥

সেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়, তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই। কলিতে নামের ফল প্রত্যক্ষ। কলির একটা পবিত্র প্রভাব এই যে মানস আচরণে পুণ্য হয়, পাপ হয় না।

কলিজুগ সম জুগ আন নহিঁ জো নর কর বিশ্বাস।
গাই রামগুন গন বিমল ভব তর বিনহিঁ প্রয়াস॥

বিশ্বাসপরায়ণ লোকের পক্ষে কলিযুগের সমান অন্য যুগ নাই। এ যুগে বিমল রামগুণগান করিয়া বিনা ক্লেশে ভবসংসার পার হওয়া যায়।

প্রগট চারি পদ ধর্ম কে কলি মহুঁ এক প্রধান।
জেন কেন বিধি দীন্হে দান করই কল্যান॥

সত্য, শৌচ, তপ ও দান ধর্মের এই চার পায়ের মধ্যে কলিকালে একটাই প্রধান। যেমন তেমন করিয়া দান করিলেও কল্যাণ হয়।

১৬৬- কৃতজুগ হোহিঁ ধর্ম সব কেরে।
১৬৭॥ হৃদয় রাম মায়া কে প্রেরে।
সুদ্ধ সত্ত্ব সমতা বিজ্ঞানা।
কৃত প্রভাব প্রসন্ন মন জানা॥

সত্যযুগে সকল লোকের হৃদয়ে রামের মায়ার প্রেরণায় ধর্ম হয় সত্যযুগের প্রভাবে শুদ্ধভাব সত্ত্ব গুণ ও সমতা ও বিজ্ঞান উপস্থিত হয়, মন প্রসন্ন হয়।

সত্ত্ব বহুত রজ কছু রতি কর্মা।
সব বিধি সুখ ত্রেতা কর ধর্মা॥
বহু রজ সত্ত্ব স্বল্প কছু তামস।
দ্বাপরধর্ম হরষ ভব মানস।

ত্রেতাযুগের ধর্ম এই যে সত্ত্বগুণ অধিক রজোগুণ কম, আর কর্ম সকল প্রকারে সুখকর হয়। দ্বাপরযুগের ধর্ম অনেক রজোগুণ অল্প সত্ত্ব ও কিছু তামসগুণ, এই যুগে মনকে আনন্দ দেয়।

তামস বহুত রজোগুন থোরা।
কলিপ্রভাব বিরোধ চহুঁ ওরা॥
বুধ জুগধর্ম জানি মন মাহীঁ।
তজি অধর্ম রতি ধর্ম করাহীঁ॥

কলির স্বভাব এই যে তামস ভাব খুব, রজোগুণ অল্প, ও চারিদিকে বিরোধ। জ্ঞানীরা যুগধর্ম জানিয়া অন্যায় ত্যাগ করিয়া ধর্ম প্রীতি করেন।

কাল কর্ম নহিঁ ব্যাপহিঁ তেহী।
রঘুপতি চরনপ্রীতি রতি জেহী॥
নটকৃত কপট বিকট খগরায়া।
নটসেবকহিঁ ন ব্যাপই মায়া॥

হে খগরাজ, যাহার রঘুপতির চরণে প্রীতি থাকে, কলিকালের কর্ম তাহাতে ব্যাপ্ত হয় না। যেমন নটের তৈয়ারী করা বিকট ছলনা নটের ভৃত্যের উপর কাজ করে না, তেমনি ঈশ্বরের সেবকের প্রতি তাঁহার মায়া কাজ করে না।

হরিমায়া কৃত দোষ গুন বিনু হরিভজন ন জাহিঁ।
ভজিয় রাম সব কাম তজি অস বিচারি মন মাহিঁ।

হরির মায়ায় করা দোষ গুণ হরিভজন বিনা যায় না, এই কথা মনে রাখিয়া সকল কাজ ত্যাগ করিয়া রামকে ভজনা করিবে।

তেহি কলিকাল বরষ বহু বসেউ অবধ বিহগেস।
পরেউ দুকাল বিপতিবস তব মৈঁ গয়েউঁ বিদেস॥

হে খগেশ, সেই কলিকালে আমি অনেক বৎসর অযোধ্যায় বাস করি, তার পর আমি বিপদে পড়িয়া বিদেশে যাই।

১৬৮— গয়েউঁ উজেনী সুনু উরগারী।
১৬৯॥ দীন মলীন দরিদ্র দুখারী॥
গয়ে কাল কছু সম্পতি পাঈ।
তহঁ পুনি করউঁ সম্ভুসেবকাঈ॥

হে গরুড়, আমি দীন মলিন দরিদ্র ও দুঃখিত হইয়া উজ্জয়িনী যাই। কিছু দিন গেলে সম্পত্তি পাই ও সেখানে শঙ্করের সেবা করি।

বিপ্র এক বৈদিক সিবপূজা।
করই সদা তেহি কাজ ন দুজা॥
পরমসাধু পরমারথবিন্দক।
সম্ভুউপাসক নহিঁ হরি নিন্দক॥

এক ব্রাহ্মণ ছিল সে বৈদিক বিধিতে সর্বদা শিবপূজা করিত, তাহার আর কোনও কাজ ছিল না। সে পরম সাধু

ও পরমার্থ জ্ঞানী ছিল। সে শঙ্করের উপাসক ছিল, হরির নিন্দক ছিল না।

তেহি সেবউঁ মৈঁ কপটসমেতা।
দ্বিজ দয়াল অতি নীতিনিকেতা॥
বাহিজ নম্র দেখি মোহি সাঈঁ।
বিপ্র পঢ়াব পুত্র কী নাঈঁ॥

তাহাকে আমি কপটতার সহিত সেবা করিতাম, ব্রাহ্মণ ছিলেন দয়াল ও অতি নীতি পরায়ণ। তিনি আমার বাহিরের নম্রতা দেখিয়া আমাকে পুত্রের ন্যায় পড়াইতেন।

সম্ভুমন্ত্র মোহি দ্বিজবর দীন্হা।
সুভউপদেস বিবিধ বিধি কীন্হা।
জপউঁ মন্ত্র সিবমন্দির জাঈ।
হৃদয় দম্ভ অহমিতি অধিকাঈ॥

ব্রাহ্মণ আমাকে শিবমন্ত্র ও নানা প্রকারে উপদেশ দিলেন। শিব মন্দিরে গিয়া মন্ত্র জপ করি, কিন্তু আমার হৃদয় ভরা দম্ভ ও অহঙ্কার।

মৈঁ খল মলসঙ্কুল মতি নীচ জাতি বস মোহ।
হরিজন দ্বিজ দেখে জরউঁ করউঁ বিষ্ণু কর দ্রোহ॥

আমি ত দুষ্ট, আমার বুদ্ধি মলিন, নীচ জাতি বলিয়া মোহের বশীভূত ছিলাম। সে জন্য ভগবানের ভক্ত ব্রাহ্মণ দেখিয়া জ্বলিতাম ও বিষ্ণুর উপর দ্বেষ করিতাম।

সোঃ—
গুরু মোহি নিত্ত প্রবোধ দুখিত দেখি আচরণ মম।
মোহি উপজই অতি ক্রোধ দম্ভিহি নীতি কি ভাবঈ॥

গুরু আমকে নিত্য বুঝাইতেন ও আমার আচরণ দেখিয়া দুঃখিত হইতেন। আমার অতিশয় ক্রোধ হইল। যে দাম্ভিক তাহার কি নীতি ভাল লাগে?

১৭০— এক বার গুরু লীন্হ বোলাঈ।
১৭১॥ মোহি নীতি বহু ভাঁতি সিখাঈ॥
সিবসেবা কৈ ফল সুত সোঈ।
অবিরল ভগতি রামপদ হোঈ॥

একবার গুরু ডাকিয়া লইলেন ও অনেক প্রকারে আমাকে নীতি উপদেশ দিলেন। বলিলেন, শিবসেবার ফল হইতেছে এই যে রামপদে পূর্ণ ভক্তি হয়।

রামহিঁ ভজহিঁ তাত সিব ধাতা।
নর পাবঁর কৈ কেতিক বাতা॥
জাসু চরন অজ সিব অনুরাগী।
তাসু দ্রোহ সুখ চহসি অভাগী॥

হে প্রিয়, শিব ও ব্রহ্মা রামকে ভজনা করেন, নীচ মানুষের আর কথা কি? যাঁহার চরণে ব্রহ্মা ও শিব অনুরাগ দেখান, হতভাগ্য, তাহার সহিত বিরোধ করিয়া সুখ চাও?

হর কহুঁ হরিসেবক গুরু কহেউ।
সুনি খগনাথ হৃদয় মম দহেউ॥
অধম জাতি মৈঁ বিদ্যা পায়ে।
ভয়উঁ জথা অহি দুধ পিআয়ে॥

হে খগেশ, যখন শিবকে বিষ্ণুর সেবক বলিয়া গুরু বলিলেন, তখন আমার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। আমি অধম জাতি অথচ বিদ্যা পাইয়াছি, সাপকে দুধ খাওয়াইলে যাহা হয় আমি তাহাই।

মানী কুটিল কুভাগ্য কুজাতী।
গুরু কর দ্রোহ করউঁ দিন রাতী॥
অতি দয়াল গুরু স্বল্প ন ক্রোধা।
পুনি পুনি মোহি সিখাব সুবোধা॥

অভিমানী কুটিল দুর্ভাগ্য ও কুজাতি, আমি দিন রাত গুরুদ্রোহ করিতাম। গুরু অতি দয়াল, তাঁহার অল্পমাত্র ক্রোধও ছিল না। তিনি আমাকে বার বার উত্তম জ্ঞান উপদেশ দিতেন।

জেহি তেঁ নীচ বড়াঈ পাবা।
সো প্রথমহিঁ হঠি তাহি নসাবা॥
ধূম অনলসম্ভব সুনু ভাঈ।
তেহি বুঝাব ঘনপদবী পাঈ।

নীচ যাহা হইতে খ্যাতি পায়, জেদ করিয়া তাহাকেই নাশ করে। ভাই, ধূম আগুন হইতে হয়, কিন্তু সেই ধোঁয়াই যখন মেঘ নাম পায়, তখন আগুনকে নিভাইয়া ফেলে।

রজ মগ পরী নিরাদর রহঈ।
সব কর পদপ্রহার নিত সহঈ॥
মরুত উড়াই প্রথম তেহি ভরঈ।
নৃপকিরীট পুনি নয়নন্হ পরঈ।

ধূলা রাস্তায় পড়িয়া থাকে, কেহ তাহাকে আদর করে না, সকলের পদাঘাত নিত্য সহ্য করে। সেই ধূলাই বাতাসের ভর করিয়া উড়ে, তার পর রাজার মুকুট ও চোখে বসে।

সুনু খগ খগপতি সমুঝি প্রসঙ্গা।
বুধ নহিঁ করহিঁ অধম কর সঙ্গা॥
কবি কোবিদ গাবহিঁ অসি নীতী।
খল সন কলহ ন ভল নহিঁ প্রীতী॥

হে খগপতি গরুড়, জ্ঞানী ইহা বুঝিয়াই অধমের সঙ্গ করে না। কবি ও পণ্ডিতেরা এই নীতির কথাই বলেন যে, খলের সহিত কলহ বা প্রীতি কিছুই ভাল না।

উদাসীন নিত রহিয় গুসাঈ।
খল পরিহরিয় স্বান কী নাঈ॥
মৈঁ খল হৃদয় কপট কুটিলাঈ।
গুরু হিত কহহিঁ ন মোহি সুহাঈ॥

হে গোঁসাই, নিত্য উদাসীন থাকিবে। খলকে কুকুরের মত ত্যাগ করিও। আমি খল, আমার হৃদয় কপট ও কুটিলতায় ভরা। গুরু হিতকথা বলেন, তাহা আমার ভাল লাগে না।

এক বার হরমন্দির জপত রহেউঁ শিবনাম।
গুরু আয়উ অভিমান তেঁ উঠি নহিঁ কীন্হ প্রনাম॥

একবার শিবের মন্দিরে শিবনাম জপ করিতেছিলাম। গুরু আসিলেন, আমি অভিমান বশে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম না।

গুরু দয়াল নহিঁ কছু কহেউ উর ন রোষ লবলেস।
অতি অঘ গুরুঅপমানতা সহি নহিঁ সকে মহেস॥

গুরু ছিলেন দয়াল, কিছুই বলিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের লবলেশও ছিল না। কিন্তু অপমানের এই ভীষণ পাপ শঙ্কর সহিতে পারিলেন না।

১৭২—মন্দির মাঁঝ ভঈ নভবানী।
১৭৩॥ রে হতভাগ্য অজ্ঞ অভিমানী॥
জদ্যপি তব গুরু কে নহিঁ ক্রোধা।
অতি কৃপাল উর সম্যক বোধা॥

মন্দির মধ্যে আকাশ বাণী হইল—ওরে হতভাগ্য অজ্ঞ অভিমানী, যদিও তোমার গুরুর ক্রোধ নাই, তিনি অতিশয় দয়াল। তাঁহার হৃদয়ে সম্যক জ্ঞানের উদয় হইয়াছে।

তদপি সাপ সঠ দেইহউঁ তোহী।
নীতিবিরোধ সুহাই ন মোহী॥
জৌঁ নহিঁ দণ্ড করউঁ খল তোরা।
ভ্রষ্ট হোই শ্রুতিমারগ মোরা॥

তথাপি মূর্খ, তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, কেননা নিকট দুর্নীতি ভাল লাগে না। মূর্খ, তোমাকে যদি দণ্ড না দিই, তবে আমার বেদ মার্গ ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।

জে সঠ গুরু সন ইরষা করহীঁ।
রৌরব নরক কোটিজুগ পরহীঁ॥
ত্রিজগ জোনি পুনি ধরহিঁ সরীরা।
অযুত জনম ভরি পাবহিঁ পীরা।

হে মূর্খ গুরুকে ঈর্ষা করে, সে কোটি যুগ রৌরব নরকে পড়িয়া থাকে। তার পর তিন লোকে অনেক শরীর ধারণ করিয়া অযুত জন্ম ধরিয়া পীড়া পায়।

বৈঠি রহেসি অজগর ইব পাপী।
সর্প হোহু খল মল মতি ব্যাপী॥
মহাবিটপ কোটর মহুঁ জাঈ।
রহু অধমাধম অধগতি পাঈ॥

পাপী, তুমি অজগরের মত বসিয়া আছ, দুষ্টবুদ্ধিপূর্ণ মূর্খ, তুমি সাপ হও। নীচ হইতে নীচ, তুমি নীচ গতি পাইয়া বড় গাছের কোটরে গিয়া বাস কর।

হাহাকার কীন্হ গুরু দারুন সুনি সিবস্রাপ।
কম্পিত মোহি বিলোকি অতি উর উপজা পরিতাপ॥

দারুণ শিব-শাপ শুনিয়া গুরু হাহাকার করিয়া উঠিলেন। আমাকে বড় কাঁপিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে পরিতাপ উপস্থিত হইল।

করি দণ্ডবত সপ্রেম দ্বিজ সিব সনমুখ কর জোরি।
বিনয় করত গদগদ গিরা সমুঝি ঘোরমতি মোরি॥

ব্রাহ্মণ ভক্তির সহিত দণ্ডপ্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া শিবের সম্মুখে আমার অবস্থার কথা ভাবিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বিনয় করিয়া বলিলেন—

১৭৪—নমামীশমীশান নির্বাণরূপম্।
১৭৭॥ বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্ম বেদস্বরূপম্॥
নিজং নির্গুণং নির্বিকল্পং নিরীহম্।
চিদাকাশমাকাশবাসং ভজেহহম্॥

শিব মোক্ষস্বরূপ, ঐশ্বর্যবান ব্যাপক ও দেবস্বরূপ ঈশ্বর শঙ্করকে নমস্কার করি। জন্মরহিত, নির্গুণ সঙ্কল্প বিকল্প রহিত, চেষ্টারহিত, চিদাকাশস্বরূপ আকাশবাণী শঙ্করকে ভজনা করি।

নিরাকারমোঙ্কারমূলং তুরীয়ম্।
গিরাজ্ঞানগোতীতমীশং গিরীশম্॥
করালং মহাকালকালং কৃপালম্।
গুণাগারসংসারপারং নতোহহম্॥

নিরাকার, ওঙ্কারের মূল, স্বপ্ন জাগ্রত সুষুপ্তির অতীত, বাক্য জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঈশ্বর কৈলাশেশ্বরকে নমস্কার। করাল মহাকালেরও কাল, কৃপালু, গুণাগার, সংসারের পার শঙ্করকে নমস্কার করি।

তুষারাদ্রিসঙ্কাশগৌরং গভীরম্।
মনোভূতকোটিপ্রভাশ্রীশরীরম্॥
স্ফুরন্মৌলিকল্লোলিনী চারুগঙ্গা।
লসদ্ভালবালেন্দু কণ্ঠে ভুজঙ্গা॥

বরফ ঢাকা পর্বতের মত গৌর বর্ণ, গম্ভীর, কোটি কামের মত কান্তিমান শ্রীমান্ শরীর, উজ্জ্বল মুকুট হইতে কল্লোলিনী গঙ্গা শোভা পাইতেছে, কপালে বালচন্দ্র ও কণ্ঠ সাপদ্বারা শোভায়মান।

চলৎকুণ্ডলম্ভ্রূসুনেত্রম্ বিশালম্।
প্রসন্নাননং নীলকণ্ঠং দয়ালম্॥

মৃগাধীশচর্মাম্বরং মুণ্ডমালম্।
প্রিয়ং শঙ্করং সর্বনাথং ভজামি॥

চঞ্চল কুণ্ডলযুক্ত, শুভ্রনেত্র, বিশাল প্রসন্ন মুখ, নীলকণ্ঠ দয়াল, সিংহের চামড়া পরিহিত মুণ্ডমালা শোভিত প্রিয় সকলের প্রভু শঙ্করকে ভজনা করি।

প্রচণ্ডং প্রকৃষ্টং প্রগল্ভং পরেশম্।
অখণ্ডং অজং ভানুকোটিপ্রকাশম্।
ত্রয়ঃশূলনির্মূলনং শূলপাণিম্।
ভজেহহং ভবানীপতিং ভাবগম্যম্॥

তেজ বিশিষ্ট, উত্তম দৃঢ় যক্ষাদির স্বামী, অখণ্ড অজ, কোটি সূর্যের ন্যায় প্রকাশকারী, ত্রিবিধ তাপ নির্মূলকারী, শূলপাণী ভাবগম্য ভবানীপতিকে ভজনা করি।

কলাতীতকল্যাণকল্পান্তকারী।
সদা সজ্জনানন্দদাতা পুরারী॥
চিদানন্দসন্দোহমোহাপহারী।
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো মন্মথারী॥

কলার অতীত কল্যাণকারী ও কল্পান্তকারী। সদা-সজ্জনানন্দদাতা, পুরারী প্রভু, জ্ঞান ও আনন্দের সমূহ মোহ নষ্টকারী হে কামারি প্রভু, "প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও"।

ন যাবদ্ উমানাথপাদারবিন্দম্।
ভজন্তীহ লোকে পরে বা নরাণাম্॥
ন তাবৎসুখং শান্তিসন্তাপনাশম্।
প্রসীদ প্রভো সর্বভূতাধিবাসম্॥

যতদিন উমানাথের চরণকমল ভজনা না করে, ততদিন ইহলোকে বা পরলোকে মানুষের সুখ শান্তি বা দুঃখের নাশ হয় না। হে সকল ভূত বাসী প্রভু, প্রসন্ন হও।

ন জানামি যোগং জপং নৈব পূজাম্।
নতোহহং সদা সর্বদা শম্ভু তুভ্যম্॥
জরাজন্মদুঃখৌঘতাতপ্যমানম্।
প্রভো পাহি আপন্নমীশ শম্ভো॥

হে শম্ভু, আমি যোগ জপ বা পূজা জানি না। আমি তোমাকে সদা সর্বদা নমস্কার করি। জরা জন্ম ও দুঃখ পাপদ্বারা তপ্ত, শরণাগত আমাকে হে ঈশ্বর, হে শম্ভো, "রক্ষা কর"।

শ্লোক—

রুদ্রাষ্টকমিদং প্রোক্তং বিপ্রেণ হরতোষয়ে।
যে পঠন্তি নরা ভক্ত্যা তেষাং শম্ভুঃ প্রসীদতি॥

বিপ্র শম্ভুর তুষ্টির জন্য এই রুদ্রাষ্টক বলিলেন। যাহারা ইহা ভক্তির সহিত পাঠ করে তাহাদের উপর শিব প্রসন্ন হন।

সুনি বিনতী সর্বজ্ঞ সিব দেখি বিপ্রঅনুরাগু।
মন্দির নভবানী ভঈ দ্বিজবর অব বর মাঁগু॥

শিব স্তুতি দেখিয়া ও ব্রাহ্মণের ভক্তি দেখিয়া (প্রসন্ন হইলেন) মন্দিরে আকাশ বাণী হইল, "হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এখন বর চাও।"

জৌঁ প্রসন্ন প্রভু মো পর নাথ দীন পর নেহু।
নিজ পদ পদ্ম ভগতি দৃঢ় পুনি দুসর বর দেহু॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে প্রভু, তুমি যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাক, যদি দীনের উপর তোমার স্নেহ থাকে, তবে তোমার পাদপদ্মে আমার যেন ভক্তি দৃঢ় হয়, আর দ্বিতীয় বর এই দাও—

তব মায়াবস জীব জড় সন্তত ফিরহিঁ ভুলান।
তেহি পর ক্রোধ ন করিয় প্রভু কৃপাসিন্ধু ভগবান॥

তোমার মায়ার বশে মূর্খ জীব সর্বদা ভুলিয়া বেড়ায়। হে কৃপাসিন্ধু ভগবান, তাহাদের উপর ক্রোধ করিও না।

শঙ্কর দীনদয়াল অব এহি পর হোহু কৃপাল।
সাপ অনুগ্রহ হোই জেহি নাথ থোরেহী কাল॥

হে শঙ্কর, হে দীনদয়াল, এখন এই শিষ্যের প্রতি দয়া কর। যাহাতে তুমি যে অনুগ্রহ করিয়া শাপ দিয়াছ, তাহা যেন অল্পকাল ব্যাপী হয়।

১৭৮— **এহি কর হোই পরমকল্যানা।**
১৮১॥ **সোই করহু অব কৃপানিধানা॥**
বিপ্রগিরা সুনি পরহিত সানী।
এবমস্তু তব ভই নভবানী॥

কৃপানিধান, ইহার যাহাতে পরম কল্যাণ হয় তাহাই কর। বিপ্রের পরহিত বাক্য শুনিয়া আকাশ বাণী হইল যে তাহাই হউক।

জদপি কীন্হ যহ দারুন পাপা।
মৈঁ পুনি দীন্হ কোপ করি সাপা॥
তদপি তুম্হার সাধুতা দেখী।
করিহউঁ এহি পর কৃপা বিসেখী॥

যদিও এই ব্যক্তি দারুণ পাপ করিয়াছে, যদিও পরে আমি ইহাকে কোপ করিয়া শাপ দিয়াছি, তবুও তোমার সাধুতা দেখিয়া ইহার উপর বিশেষ কৃপা করিব।

ছমাসীল জে পরউপকারী।
তে দ্বিজ মোহি প্রিয় জথা খরারী॥
মোর সাপ ব্যর্থ ন জাইহি।
জনম সহস্র অবসি যহ পাইহি॥

যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল ও পরোপকারী, সে ব্রাহ্মণ আমার কাছে রামচন্দ্রের মত প্রিয়। হে ব্রাহ্মণ, আমার শাপ ব্যর্থ হইবে না। ইহাকে অবশ্য সহস্র জন্ম পাইতে হইবে।

জনমত মরত দুসহ দুখ হোঈ।
এহি স্বল্পউ নহি ব্যাপহি সোঈ॥

কবনেহু জনম মিটিহি নহিং জ্ঞানা।
সুনহি সুদ্র মম বচন প্রমানা॥

জন্মিতে ও মরিতে দুঃসহ দুঃখ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার সামান্য মাত্র দুঃখও হইবে না। কোনও জন্মেও ইহার পূর্বের জ্ঞান যাইবে না। হে শূদ্র, আমার কথা সত্য বলিয়া জানিও।

রঘুপতি পুরী জনম তব ভয়উ।
পুনি তৈঁ মম সেবা মন দয়উ॥
পুরীপ্রভাব অনুগ্রহ মোরে।
রামভগতি উপজিহি উর তোরে॥

তোমার রঘুপতির পুরী অযোধ্যায় জন্ম হইয়াছিল, আবার তার পর তুমি আমার সেবায় মন দিয়াছিলে। সেইজন্য পুরীর প্রভাব ও আমার অনুগ্রহ বশতঃ তোমার হৃদয়ে রামভক্তি উপস্থিত হইবে।

সুনু মম বচন সত্য অতি ভাঈ।
হরিতোষন ব্রত দ্বিজসেবকাঈ॥
অব জনি করহি বিপ্রঅপমানা।
জানেসু সন্ত অনন্ত সমানা॥

ভাই, তুমি আমার অতি সত্য বাক্য শোন। ব্রাহ্মণ সেবার ব্রতে হরি তুষ্ট হন, এখন আর যেন ব্রাহ্মণের অপমান করিও না। সাধুকে ঈশ্বরের সমান জানিও।

ইন্দ্রকুলিস মম সূল বিসালা।
কালদণ্ড হরিচক্র করালা॥
জো ইন্হ কর মারা নহিং মরঈ।
বিপ্র দ্রোহ পাবক সো জরঈ॥

ইন্দ্রের বজ্র, আমার ত্রিশূল যমের মত দণ্ড ও বিষ্ণুর চক্রে যে মরে না, সেও বিপ্রদ্রোহ আগুনে জ্বলিয়া যায়।

অস বিবেক রাখেহু মন মাহীঁ।
তুম্হ কহঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীঁ॥
অউরউ এক আসিষা মোরী।
অপ্রতিহত গতি হোইহি তোরী॥

এই জ্ঞান মনে রাখিও, তাহা হইলে জগতে তোমার দুষ্প্রাপ্য আর কিছুই থাকিবে না। আমার আর একটা আশীর্বাদ এই যে তোমার গতি কোথাও ঠেকিবে না।

সুনি সিববচন হরষি গুরু এবমস্তু ইতি ভাখি।
মোহি প্রবোধি গয়উ গৃহ সম্ভুচরন উর রাখি॥

শিবের কথা শুনিয়া, গুরু আনন্দিত হইয়া তথাস্তু বলিয়া আমাকে প্রবোধ দিয়া শম্ভুচরণ হৃদয়ে রাখিয়া ঘরে গেলেন।

প্রেরিতকাল বিন্ধিগিরি জাই ভয়উঁ মৈঁ ব্যাল।
পুনি প্রয়াস বিনু সো তনু তজেউঁ গয়ে কছু কাল॥

কালবশে (অর্থাৎ দেহান্ত হওয়ার পর) আমি বিন্ধ্যগিরিতে গিয়া সাপ হইলাম। তার পর কিছুকাল যাইতে অক্লেশেই সে দেহ ত্যাগ করিলাম।

জো তন ধরউঁ তজউঁ পুনি অনায়াস হরিজান।
জিমি নূতন পট পহিরই নর পরিহরই পুরান॥

হে বিষ্ণুবাহন, আমি যে শরীরই লইতেছিলাম পুরাতন কাপড় ছাড়িয়া নূতন কাপড় পরার মত পুনরায় সেই শরীরই অনায়াসে ত্যাগ করিতেছিলাম।

সিব রাখী শ্রুতিনীতি অরু মৈঁ নহিং পাব কলেস।
এহি বিধি ধরেউঁ বিবিধ তনু জ্ঞান ন গয়উ খগেস॥

গরুড, শিব বেদের মর্যাদা রক্ষা করাইলেন, আমি আর ক্লেশ পাইলাম না। এই ভাবে নানা দেহ ধারণ করিলাম, কিন্তু (বিভিন্ন জন্মের) জ্ঞান গেল না।

১৮২-৮৫॥ ত্রিজগদেবনর জো তনু ধরউঁ।
তহঁ তহঁ রামভজন অনুসরউঁ॥
এক সুল মোহি বিসর ন কাঊ।
গুরু কর কোমল সীল সুভাঊ॥

ত্রিলোকে দেবতা বা মানুষ যে দেহই ধরি, সেইখানেই রামভজন আশ্রয় লই। একটা ব্যথা আমি কোনও জন্মে ভুলিতে পারি নাই, সে হইতেছে গুরুজীর কোমল শীল ও স্বভাবের স্মৃতি।

ধরমদেহ মৈ দ্বিজ কৈ পাঈ।
সুরদুর্লভ পুরান শ্রুতি গাঈ॥
খেলউঁ তহাঁ বালকন্হ মীলা।
করউঁ সকল রঘুনায়ক লীলা॥

পরে আমি ব্রাহ্মণের ধার্মিক দেহ পাই, যে দেহ দেবতারও দুর্লভ বলিয়া পুরাণ ও বেদ বলিয়াছেন। তখন বালকদের সহিত মিলিয়া সকলে রামলীলা খেলা করি।

প্রৌঢ় ভয়ে মোহি পিতা পঢ়াবা।
সমুঝউঁ সুনউঁ গুনউঁ নহিং ভাবা॥
মন তেঁ সকল বাসনা ভাগী।
কেবল রামচরন লয় লাগী॥

বড় হইলে পিতা আমাকে পড়াইতেন, উহা বুঝিতাম শুনিতাম, গুণিতাম কিন্তু ভাল লাগিত না। মন হইতে সকল বাসনা চলিয়া গিয়াছিল, কেবল রাম চরণে মন লগ্ন হইয়াছিল।

কহু খগেস অস কবন অভাগী।
খরী সেব সুরধেনুহিং ত্যাগী॥
প্রেমমগন মোহি কছু ন সুহাঈ।
হারেউ পিতা পঢ়াই পঢ়াঈ॥

গরুড়, বল এমন অভাগা কে আছে, যে কামধেনু ত্যাগ করিয়া গাধীর সেবা করে। আমি রামভজনপ্রেমে মগ্ন

ছিলাম, আমার কিছু ভাল লাগিত না। পিতা পড়াইয়া পড়াইয়া হার মানিলেন।

ভয়ে কালবস জব পিতু মাতা।
মৈঁ বন গয়উঁ ভজন জনত্রাতা॥
জহঁ জহঁ বিপিন মুনীশ্বর পাবউঁ।
আশ্রম জাই জাই সিরু নাবউঁ॥

যখন পিতামাতা কালের বশীভূত হইলেন, তখন আমি ভক্তউদ্ধারকারীর ভজন করিতে বনে যাই। বনে যেখানে যেখানে মুনীশ্বরদিগের দেখা পাই, সেই সেইখানে আশ্রমে গিয়া প্রণাম করি।

বুঝউঁ তিন্হহিঁ রাম গুন গাহা।
কহহিঁ সুনউঁ হরষিত খগনাহা॥
সুনত ফিরউঁ হরিগুন অনুবাদা।
অব্যাহত গতি সম্ভুপ্রসাদা॥

তাঁহাদিগকে রামগুণ গ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া বলেন, আমি শুনি; হরির গুণগান শুনিয়া বেড়াই, শিবের প্রসাদে আমার গতি ত স্বচ্ছন্দ ছিল, কোথাও ঠেকিত না।

ছুটী ত্রিবিধ ঈষনা গাঢ়ী।
এক লালসা উর অতি বাঢ়ী॥
রামচরন বারিজ জব দেখউঁ।
তব নিজ জনম সুফল করি লেখউঁ॥

তিন প্রকারের পুত্রবিত্তাদির জন্য শক্ত আকর্ষণ ছাড়িয়া গেল, বুকে একটা লালসাই বাড়িতে লাগিল। রামচরণপদ্ম যখন দেখিব, তখন নিজের জন্ম সফল বলিয়া মানিব।

জেহি পূছউঁ সোই মুনি অস কহঈ।
ঈশ্বর সর্ব ভূত ময় অহঈ॥
নির্গুন মত নহিঁ মোহি সুহাই।
সগুন ব্রহ্মরতি উর অধিকাঈ॥

যে ঋষিকেই জিজ্ঞাসা করি তিনিই বলেন, ঈশ্বর সর্ব ভূতময় হইয়া আছেন। এই নির্গুণ মত আমার ভাল লাগিল না, সগুণ ব্রহ্মেই আমার প্রীতি বেশী বাড়িতেছিল।

গুরু কে বচন সুরতি করি রামচরন মন লাগ।
রঘুপতি জস গাবত ফিরউঁ ছন ছন নব অনুরাগ॥

গুরুর বাক্য স্মরণ করিয়া রামচরণে মন লাগিয়াছিল। রঘুপতির যশোগান করিয়া ক্ষণে ক্ষণে নূতন অনুরাগে বেড়াইয়া ফিরিতেছিলাম।

মেরুসিখর বটছায়া মুনি লোমস আসীন।
দেখি চরন সিরু নায়উঁ বচন কহেউঁ অতি দীন॥

মেরু পর্বতের শিখরে বটের ছায়ায় লোমশমুনি বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া অতি দীন ভাবে কথা বলিলাম।

সুনি মম বচন বিনীত মৃদু মুনি কৃপাল খগরাজ।
মোহি সাদর পূছত ভয়ে দ্বিজ আয়উ কেহি কাজ॥

গরুড়, কৃপাল মুনি আমার বিনীত মৃদুবাক্য শুনিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রাহ্মণ, কি জন্য আসিয়াছ?

তব মৈঁ কহা কৃপানিধি তুম্হ সর্বজ্ঞ সুজান।
সগুন ব্রহ্ম আরাধনা মোহি কহহু ভগবান॥

তখন আমি বলিলাম—হে কৃপানিধি, তুমি সকলই জান, তুমি জ্ঞানী। হে ভগবান, আমাকে সগুণ ব্রহ্ম আরাধনার কথা বল।

১৮৬—তব মুনীস রঘুপতি গুন গাথা।
৮৭॥ কহে কছুক সাদর খগনাথা॥
ব্রহ্মজ্ঞান রতি মুনি বিজ্ঞানী।
মোহি পরম অধিকারী জানী॥

গরুড়, তখন মুনীশ্বর সাদরে কতক রঘুপতি গুণগাথা বলিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানী বড় অনুভব জ্ঞানী মুনি আমাকে শ্রেষ্ঠ অধিকারী জানিয়া,

লাগে করন ব্রহ্মউপদেসা।
অজ অদ্বৈত অগুন হৃদয়েসা॥
অকল অনীহ অনাম অরূপা।
অনুভব গম্য অখণ্ড অনূপা॥

ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—ব্রহ্ম জন্মরহিত, তাঁহাকে ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নাই। গুণহীন হৃদয়েশ্বর, জ্ঞানের অতীত, চেষ্টারহিত, নামশূন্য, অনুভব দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়, তিনি অখণ্ড ও অনুপম।

মনগোতীত অমল অবিনাসী।
নির্বিকার নিরবধি সুখরাসী॥
সো তৈঁ তাহি তোহি নহিঁ ভেদা।
বারি বীচি ইব গাবহিঁ বেদা॥

মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত, বিনাশহীন, বিকারহীন, অসীম ও সুখময়, সেই তুমি, তাহাতে তোমাতে ভেদ নাই। যেমন জলে আর জলের ঢেউতে ভেদ নাই; বেদ এই কথাই বলেন।

বিবিধ ভাঁতি মুনি মোহি সমুঝাবা।
নির্গুনমত মম হৃদয় ন আবা॥
পুনি মৈঁ কহেউঁ নায় পদ সীসা।
সগুনউপাসন কহহু মুনীসা॥

মুনি আমাকে নানারকম বুঝাইলেন, কিন্তু নির্গুণ মত আমার হৃদয় স্পর্শ করিল না। আবার আমি তাঁহার পায় প্রণাম করিয়া বলিলাম—মুনিশ্বর, সগুণ উপাসনার কথা বলুন।

রামভগতি জল মম মন মীনা।
কিমি বিলগাই মুনীস প্রবীনা॥
সো উপদেস করহু করি দায়া।
নিজ নয়নন দেখউঁ রঘুরায়া॥

হে প্রবীণ মুনি, রামচন্দ্রের ভক্তি হইতেছে জল, আর আমার মন তাহার মাছ। উহারা আলাদা কেমন করিয়া হইবে? তুমি দয়া করিয়া সেই উপদেশ দাও, যাহাতে নিজ চক্ষে রঘুরাজকে দেখিতে পারি।

ভরি লোচন বিলোকি অবধেসা।
তব সুনিহহুঁ নির্গুন উপদেসা॥
পুনি পুনি কহি হরিকথা অনূপা।
খণ্ডি সগুনমত অগুন নিরূপা॥

চোখ ভরিয়া অযোধ্যাপতিকে দেখিয়া লই, তার পর নির্গুণ উপদেশ শুনিব। মুনি পুনরায় অনুপম কথা বলিয়া সগুণ মত খণ্ডন করিয়া অগুণ মত নিরূপণ করিলেন।

তব মৈঁ নির্গুনমতি করি দূরী।
সগুন নিরূপউঁ করি হঠ ভূরী॥
উত্তর প্রতিউত্তর মৈঁ কীন্হা।
মুনিতন ভয়ে ক্রোধ কে চীন্হা॥

তখন আমি নির্গুণ মত দূর করিয়া, বড় জেদ করিয়া সগুণ মত প্রতিষ্ঠা করিলাম। আমি উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়াছিলাম, তাহাতে মুনির শরীরে ক্রোধের চিহ্ন দেখা দিল।

সুনু প্রভু বহুত অবজ্ঞা কিয়ে।
উপজ ক্রোধ জ্ঞানিহু কে হিয়ে॥
অতি সঙ্ঘরষন জৌঁ কর কোঈ।
অনল প্রগট চন্দন তেঁ হোঈ॥

প্রভূ গরুড়, শোন। বড় অবজ্ঞা করিলে জ্ঞানীর হৃদয়েও ক্রোধ হয়। যদি কেহ অতিশয় ঘসে তখন চন্দন হইতেও আগুন উৎপন্ন হয়।

বারম্বার সকোপ মুনি করই নিরূপন জ্ঞান।
মৈঁ অপনে মন বৈঠি তব করউঁ বিবিধ অনুমান॥

বারম্বার ক্রোধ করিয়া মুনি জ্ঞানের (নির্গুণ) মত প্রতিষ্ঠা করেন। তখন আমি নিজ মনে বসিয়া নানা অনুমান করিতে লাগিলাম।

দ্বৈত বুদ্ধি বিনু ক্রোধ কিমি দ্বৈত কি বিনু অজ্ঞান।
মায়াবস পরিছিন্ন জড় জীব কি ঈসসমান॥

দ্বৈত বুদ্ধি ছাড়া ক্রোধ কি করিয়া হইবে, আর অজ্ঞান ব্যতীত দ্বৈতই বা কি করিয়া হইবে? মায়ার অধীন, ঈশ্বর হইতে পৃথক করা মূর্খ জীব কি ঈশ্বরের সমান হইতে পারে?

১৮৮— কবহুঁ কি দুখ সব কর হিত তাকে।
৮৯॥ তেহি কি দরিদ্র পরসমনি জা কে॥
পরদ্রোহী কি হোই নিঃসঙ্কা।
কামী পুনি কি রহহি অকলঙ্কা॥

যে সকলের হিতকারী তাহার কি কখনো দুঃখ হইতে পারে? যাহার পরশমণি আছে, সে কি দরিদ্র হইতে পারে? যে পরের বিরোধ করে, সে কি কখনো নির্ভয় হইতে পারে? কামী কি কখনো অকলঙ্ক থাকিতে পারে?

বংস কি রহ দ্বিজ অনহিত কীন্হে।
কর্ম কি হোহিঁ স্বরূপহিঁ চীন্হে॥
কাহু সুমতি কি খল সঙ্গ জামী।
সুভগতি পাব কি পর ত্রিয় গামী॥

ব্রাহ্মণের অহিত করিলে কি বংশ থাকে? নিজের স্বরূপ চিনিলে, নিজের লোকের কি শুভাশুভ বলিয়া কোন কর্ম থাকে? খলের সঙ্গ করিলে কি কাহারো সুমতি হয়? যে পরস্ত্রী গমন করে, তাহার কি শুভগতি হয়?

ভব কি পরহিঁ পরমাতমবিন্দক।
সুখী কি হোহিঁ কবহুঁ পরনিন্দক॥
রাজ কি রহই নীতি বিনু জানে।
অঘ কি রহহি হরিচরিত বখানে॥

যে পরমাত্মাকে জানে, সে কি সংসারে (ডুবিয়া) পড়ে? পরনিন্দক কি কখনো সুখী হয়? নীতি না জানিলে কি রাজত্ব করা যায়? হরিচরিত কীর্তন করিলে কি পাপ হয়?

পাবন জস কি পুন্য বিনু হোঈ।
বিনু অঘ অজস কি পাবই কোঈ॥
লাভ কি কছু হরি ভগতি সমানা।
জেহি গাবহিঁ শ্রুতি সন্তপুরানা॥

পুণ্য ব্যতীত কি পবিত্রকারী যশ হয়, আর পাপ ছাড়া কখনো কি কেহ অযশ পায়? যে লাভের কথা বেদ পুরাণ সধুরা গান করেন সেই হরিভক্তি লাভের সমান কি আর কোনও লাভ আছে?

হানি কি জগ এহি সম কছু ভাঈ।
ভজিয় ন রামহিঁ নরতনু পাঈ॥
অঘ কি বিনা তামস কছু আনা।
ধর্ম কি দয়াসরিস হরিজানা॥

মানুষের শরীর পাইয়া রামভজনা না করার সমান কি এ জগতে আর কোনও ক্ষতি আছে? তামস ছাড়া কি অন্য পাপ আছে? হে গরুড়, দয়ার মত ধর্ম কি আর আছে?

এহি বিধি অমিত জুগুতি মন গুনউঁ।
মুনিউপদেস ন সাদর সুনউঁ॥
পুনি পুনি সগুন পচ্ছ মৈঁ রোপা।
তব মুনি বোলে বচন সকোপা॥

এই ভাবের নানা যুক্তি আমার মন রচনা করিতেছিল, মুনির উপদেশ সাদরে শুনিতেছিলাম না। বার বার আমি সগুণ পক্ষ প্রতিষ্ঠা করি, তখন মুনি রাগিয়া বলেন—

মূঢ় পরম সিখ দেউঁ ন মানসি।
উত্তর প্রতিউত্তর বহু আনসি॥
সত্যবচন বিশ্বাস ন করহী।
বায়স ইব সবহী তেঁ ডরহী॥

মূর্খ, তোমাকে ভাল শিক্ষা দিতেছি, কিন্তু তাহা মান না, নানা উত্তর প্রত্যুত্তর কর। সত্য কথায় তোমার বিশ্বাস নাই, কাকের মত সব কথাতেই ভয় পাও।

সঠ স্বপচ্ছ তব হৃদয় বিসালা।
সপদি হোহু পচ্ছী চণ্ডালা॥
লীন্হ সাপ মৈঁ সীস চঢ়াঈ।
নহিঁ কছু ভয় ন দীনতা আঈ॥

দুষ্ট, তোমার বিশাল হৃদয় স্বপক্ষপাতী। তুমি এখনি পাখীদের মধ্যে চণ্ডাল (কাক) হও। আমি শাপ মাথায় করিয়া লইলাম। আমার কোন ভয় বা কাতরতা আসিল না।

তুরত ভয়উঁ মৈঁ কাগ তব পুনি মুনিপদ সিরু নাই।
সুমিরি রাম রঘুবংস মনি হরষিত চলেউঁ উড়াই॥

আমি তখনই কাক হইয়া গেলাম। তখন মুনির পায় প্রণাম করিয়া রঘুবংশমণি রামকে স্মরণ করিয়া আনন্দে উড়িয়া চলিলাম।

উমা জে রাম চরনরত বিগত কামমদ ক্রোধ।
নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত কেহি সন করহিঁ বিরোধ॥

শিব বলিলেন—পার্বতী, যে রামচরণে ভক্ত, যাহার কাম অভিমান ও ক্রোধ দূর হইয়াছে। সে জগতকে নিজ প্রভুময় দেখে বলিয়া কাহার সহিত আর তাহার বিরোধ থাকিতে পারে ?

১১০—১১॥ সুনু খগেস নহিঁ কছু রিষিদূষন।
উরপ্রেরক রঘুবংস বিভূষন॥
কৃপাসিন্ধু মুনিমতি করি ভোরী।
লীন্হী প্রেম পরীছা মোরী॥

গরুড়, শোন। ঋষির কোন দোষ নাই, রঘুবংশ ভূষণ রামচন্দ্র হৃদয়ে ইচ্ছা জাগাইয়া দেন। কৃপাসিন্ধুই তাঁহার বুদ্ধি ভুল করিয়া আমার প্রেম পরীক্ষা লইলেন।

মন ক্রম বচন মোহি জন জানা।
মুনিমতি পুনি ফেরী ভগবানা॥
রিষি মম সহনসীলতা দেখী।
রামচরন বিশ্বাস বিসেখী॥

রঘুপতি আমাকে মন কার্য ও বাক্যে নিজের ভক্ত জানিয়া মুনির বুদ্ধি ফিরাইয়া দিলেন। ঋষি আমার সহনশীলতা দেখিয়া, বিশেষ করিয়া রামচরণে বিশ্বাস দেখিয়া,

অতি বিসময় পুনি পুনি পছিতাঈ।
সাদর মুনি মোহি লীন্হ বোলাঈ॥
মম পরিতোষ বিবিধবিধি কীন্হা।
হরষিত রামমন্ত্র তব দীন্হা॥

অতি আশ্চর্য হইয়া বার বার অনুতাপ করিয়া আদর করিয়া মুনি আমাকে ডাকিয়া লইলেন। তিনি নানাপ্রকারে আমাকে সন্তোষ দিয়া পরে খুসী হইয়া রামমন্ত্র দিলেন।

বালকরূপ রাম কর ধ্যানা।
কহেউ মোহি মুনি কৃপানিধানা॥
সুন্দর সুখদ মোহি অতি ভাবা।
সো প্রথমহিঁ মৈঁ তুম্হহিঁ সুনাবা॥

তখন কৃপানিধান লোমশমুনি আমাকে বালকরূপ রামের ধ্যান শিখাইলেন। উহা সুন্দর ও সুখদায়ক, আমার কাছে বড় ভাল লাগিল, আমি উহা প্রথমেই তোমাকে শুনাইয়াছি।

মোহি কছু কাল তহাঁ মুনি রাখা।
রাম চরিত মানস তব ভাখা॥
সাদর মোহি যহ কথা সুনাঈ।
পুনি বোলে মুনি গিরা সুহাঈ॥

মুনি আমাকে কিছুকাল সেইখানে রাখেন এবং সেই সময় রামচরিতমানস বর্ণনা করেন। আমাকে উহা আদর করিয়া শুনাইয়া পুনরায় এই মিষ্ট কথায় বলিলেন—

রামচরিত সর গুপ্ত সুহাবা।
সম্ভুপ্রসাদ তাত মৈঁ পাবা॥
তোহি নিজ ভগত রাম কর জানী।
তা তেঁ মৈঁ সব কহেউ বখানী॥

হে প্রিয়, রামচরিত রূপ এই গুপ্ত ও সুন্দর সরোবর আমি শিবের কৃপায় পাইয়াছি। তোমাকে রামের নিজের ভক্ত জানিয়া সকল কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলাম।

রামভগতি জিন্হ কে উর নাহীঁ।
কবহুঁ ন তাত কহিয় তিন্হ পাহীঁ॥
মুনি মোহি বিবিধ ভাঁতি সমুঝাবা।
মৈঁ সপ্রেম মুনিপদ সিরু নাবা॥

যাহার হৃদয়ে রামভক্তি নাই, তাহাকে ইহা কখনো বলিও না। মুনি আরো আমাকে নানা রকমে বুঝাইলেন। আমি সপ্রেমে মুনির পায় মাথা নোয়াইলাম।

নিজ কর কমল পরসি মম সীসা।
হরষিত আসিষ দীন্হি মুনীসা॥

রামভগতি অবিরল উর তোরে।
বসহু সদা প্রসাদ অব মোরে॥

মুনীশ্বর নিজের করকমলে আমার মাথা ছুঁইয়া, আনন্দিত হইয়া আশীর্বাদ দিলেন। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, এখন হইতে তোমার হৃদয়ে সর্বদা রামভক্তি বাস করুক।

সদা রামপ্রিয় হোহু তুম্হ সুভ গুন ভবন অমান।
কামরূপ ইচ্ছামরন জ্ঞান বিরাগ নিধান॥

তুমি সর্বদা রামপ্রিয় হও, শুভগুণযুক্ত ও অভিমানশূন্য হও। তুমি ইচ্ছামত যে কোন রূপ লইও। তোমার মৃত্যু ইচ্ছাধীন হউক ও তুমি জ্ঞান বিরাগের নিবাস স্থান হও।

জেহি আশ্রম তুম্হ বসব পুনি সুমিরত শ্রীভগবন্ত।
ব্যাপিহি তহঁ ন অবিদ্যা জোজন এক প্রজন্ত॥

আর তুমি শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া যে আশ্রমে বাস করিবে, সেখানে এক যোজন পর্যন্ত স্থানে অজ্ঞান ব্যাপ্ত হইতে পারিবে না।

১৯২—কাল কর্ম গুন দোষ সুভাউ।
১৩৯॥ কছু দুখ তুম্হহিঁ ন ব্যাপিহি কাউ॥
রামরহস্য ললিত বিধি নানা।
গুপ্ত প্রগট ইতিহাস পুরানা॥

কাল কর্ম গুণ দোষ ও স্বভাব ইহাদের দেওয়া কোনও দুঃখ কোনও দিন তোমার হইবে না। রামচন্দ্রের নানা সুন্দর গুপ্ত ও প্রকট রহস্য যাহা ইতিহাস ও পুরাণে আছে,

বিনু শ্রম তুম্হ জানব সব সোউ।
নিত নবনেহ রামপদ হোউ॥
জো ইচ্ছা করিহহু মন মাহীঁ।
হরিপ্রসাদ কছু দুর্লভ নাহীঁ॥

তুমি সে সকলই বিনা আয়াসে জানিতে পারিবে। রামচরণে প্রতিদিন তোমার ভক্তি নূতন হইবে। তুমি যে ইচ্ছা মনে করিবে, রামের প্রসাদে তাহা দুর্লভ হইবে না।

সুনি মুনিআসিষ সুনু মতিধীরা।
ব্রহ্মগিরা ভই গগন গভীরা॥
এবমস্তু তব বচ মুনি জ্ঞানী।
যহ মম ভগত করম মন বানী॥

হে স্থিরবুদ্ধি গরুড়, শোন। মুনির আশীর্বাদ শুনিয়া আকাশে গম্ভীর দৈববাণী হইল। "তথাস্তু" হে জ্ঞানী মুনি, তোমার কথাই হইবে, ইনি কর্ম মন ও বাক্যে আমার ভক্ত।

সুনি নভগিরা হরষ মোহি ভয়উ।
প্রেমমগন সব সংসয় গয়উ॥
করি বিনতী মুনিআয়সু পাঈ।
পদসরোজ পুনি পুনি সিরু নাঈ॥

দৈববাণী শুনিয়া আমার আনন্দ হইল, আমি প্রেমে মগ্ন হইলাম, আমার সকল সংশয় চলিয়া গেল। বিনয় জানাইয়া ও মুনির আজ্ঞা পাইয়া তাঁহার পাদপদ্মে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া,

হরষসহিত এহি আশ্রম আয়উঁ।
প্রভুপ্রসাদ দুর্লভ বর পায়উঁ॥
ইহাঁ বসত মোহি সুনু খগঈসা।
বীতে কলপ সাত অরু বীসা॥

প্রভুর প্রসাদে দুর্লভ বর পাইয়া আনন্দে এই আশ্রমে আসিলাম। হে গরুড়, এখানে বাস করার আজ সাতাইশ কল্প হইয়া গিয়াছে।

করউঁ সদা রঘুপতি গুন গানা।
সাদর সুনহিঁ বিহঙ্গ সুজানা॥
জব জব অবধপুরী রঘুবীরা।
ধরহিঁ ভগতহিত মনুজসরীরা॥

সর্বদা রঘুপতির গুণগান করি, চতুর পাখীরা তাহা আদর করিয়া শোনে। অযোধ্যাপুরীতে যখনই রঘুবীর ভক্তের হিতের জন্য মানুষের দেহ ধারণ করেন,

তব তব জাই রামপুর রহউঁ।
সিসুলীলা বিলোকি সুখ লহউঁ॥
পুনি উর রাখি রাম সিসুরূপা।
নিজ আশ্রম আবউঁ খগভূপা॥

হে গরুড়, সেই সেই সময়ে অযোধ্যাপুরীতে গিয়া বাস করি, শিশুলীলা দেখিয়া সুখ পাই। আবার রামের শিশুরূপ হৃদয়ে রাখিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিয়া আসি।

কথা সকল মৈঁ তুম্হহিঁ সুনাঈ॥
কাগদেহ জেহি কারন পাঈ॥
কহেউঁ তাত সব প্রশ্ন তুম্হারী।
রামভগতি মহিমা অতিভারী॥

যেমন করিয়া কাক দেহ পাইয়াছি, সে কথা তোমাকে শুনাইলাম ও তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিলাম। রামভক্তির মহিমা অনেক।

তা তেঁ যহ তন মোহি প্রিয় ভয়উ রাম পদ নেহ।
নিজ প্রভু দরসন পায়উঁ গয়উ সকল সন্দেহ॥

আমার এই দেহ রামপদে ভক্তি হওয়ার জন্যই প্রিয়। আমি নিজে প্রভুর দর্শন পাইয়াছি, সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে।

ভগতিপচ্ছ হঠ করি রহেউঁ দীন্হি মহারিষি সাপ।
মুনি দুর্লভ বর পায়উঁ দেখহু ভজনপ্রতাপ॥

জেদ করিয়া ভক্তি পক্ষ ধরিয়াছিলাম বলিয়া মহর্ষি লোমশ শাপ দিলেন, কিন্তু আমি মুনির দুর্লভ বর পাইলাম, ভজনের প্রতাপ দেখ।

১১৪ জে অসি ভগতি জানি পরিহরহীঁ।
১৫॥ কেবল জ্ঞানহেতু শ্রম করহীঁ॥
তে জড় কামধেনু গৃহ ত্যাগী।
খোজত আক ফিরহিঁ পয় লাগী॥

যে জানিয়া বুঝিয়া এই ভক্তি পরিত্যাগ করে, কেবল জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য পরিশ্রম করে, সে মূর্খ, সে ঘরে কামধেনু ফেলিয়া রাখিয়া দুধের জন্য আকন্দ গাছ খুঁজিয়া বেড়ায়।

সুনু খগেস হরিভগতি বিহাঈ।
জে সুখ চাহহিঁ আন উপাঈ॥
তে সঠ মহাসিন্ধু বিনু তরনী।
পৈরি পার চাহহিঁ জড়করনী॥

হে খগেশ, শোন। হরিভক্তি ত্যাগ করিয়া যে অন্য উপায়ে সুখ পাইতে চায়, সে মূর্খ জাড়ের মত নৌকা বিনা মহাসাগর হাঁটিয়াই পার হইতে চায়।

সুনি ভুসুণ্ডি কে বচন ভবানী।
বোলেউ গরুড় হরষি মৃদুবানী॥
তব প্রসাদ প্রভু মম উর মাহীঁ।
সংসয় সোক মোহভ্রম নাহীঁ॥

হর বলিলেন—পার্বতী, ভূষণ্ডীর কথা শুনিয়া গরুড় আনন্দিত হইয়া মিষ্ট কথায় বলিল—হে প্রভু, তোমার কৃপায় আমার হৃদয়ে সংশয় শোক মোহ ও ভ্রম নাই।

সুনেউঁ পুনীত রামগুন গ্রামা।
তুম্হরী কৃপা লহেউঁ বিশ্রামা॥
এক বাত প্রভু পূছেউঁ তোহী।
কহহু বুঝাই কৃপানিধি মোহী॥

পবিত্র রামগুণগান শুনিলাম, তোমার কৃপাতেই শান্তি পাইলাম। প্রভু, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপানিধি তাহা আমাকে তুমি বল।

কহহিঁ সন্ত মুনি বেদ পুরানা।
নহি কছু দুর্লভ জ্ঞানসমানা॥
সোই মুনি তুম্হ সন কহেউ গোসাঈঁ।
নহিঁ আদরেহু ভগতি কী নাঈঁ॥

সাধু মুনি বেদ ও পুরাণ এ কথা বলিয়াই থাকে যে জ্ঞানের সমান দুর্লভ কিছুই নয়। হে গোঁসাই, সেই কথাই মুনি তোমাকে বলিয়াছিল, তুমি তাহা ভক্তির ন্যায় আদর কর নাই।

জ্ঞানহিঁ ভগতিহিঁ অন্তর কেতা।
সকল কহহু প্রভু কৃপানিকেতা॥
সুনি উরগারিবচন সুখ মানা।
সাদর বোলেউ কাগ সুজানা।

হে কৃপানিকেতন প্রভু, জ্ঞান ও ভক্তিতে প্রভেদ কি, সে সকল কথা বল। গরুড়ের কথা শুনিয়া সুখী হইয়া জ্ঞানী কাক বলিল—

ভগতিহিঁ জ্ঞানহিঁ নহিঁ কছু ভেদা।
উভয় হরহিঁ ভবসম্ভব খেদা॥
নাথ মুনীস কহহিঁ কছু অন্তর।
সাবধান সোউ সুনু বিহঙ্গবর॥

ভক্তি ও জ্ঞানের কোনও ভেদ নাই। দুইই সংসার হইতে উৎপন্ন দুঃখ দূর করে। কিন্তু নাথ, মুনীশ্বর কিছু ভেদের কথা বলিয়াছিলেন, হে গরুড়, সে কথা সাবধানে শোন।

জ্ঞান বিরাগ জোগ বিজ্ঞানা।
এ সব পুরুষ সুনহু হরিজানা॥
পুরুষ প্রতাপ প্রবল সব ভাঁতী।
অবলা অবল সহজ জড়জাতী॥

হে বিষ্ণুবাহন, জ্ঞান বৈরাগ্য যোগ ও বিজ্ঞান ইহারা সকলে পুরুষ। পুরুষের প্রতাপ সকল রকমে প্রবল হয়, আর স্ত্রী স্বভাবতঃই নির্বল ও মূর্খ জাতি।

পুরুষ ত্যাগি সক নারিহিঁ জো বিরক্ত মতিধীর।
ন তু কামী জো বিষয়বস বিমুখ জো পদ রঘুবীর॥

যে বিরাগী ও স্থিরবুদ্ধি সেই পুরুষই মূর্খতা অজ্ঞতারূপ নারীকে ত্যাগ করিতে পারে। যে কামী, যে বিষয় ভোগের বশ, যে রঘুবীর পদের বিমুখ, সে নারী ত্যাগ করিতে পারে না।

সোঃ—
সো মুনি জ্ঞাননিধান মৃগনয়নী বিধুমুখ নিরখি।
বিকল হোহিঁ হরিজান নারি বিষ্ণুমায়া প্রগট॥

গরুড়, যে মুনি মহাজ্ঞানী সেও মৃগনয়নী বিধুমুখী স্ত্রী দেখিয়া বিকল হয়। নারী প্রত্যক্ষ বিষ্ণুমায়া।

১১৬— ইহাঁ ন পচ্ছপাত কছু রাখউঁ।
১১৭॥ বেদ পুরান সন্ত মত ভাখউঁ॥
মোহ ন নারি নারি কে রূপা।
পন্নগারি যহ রীতি অনূপা॥

গরুড়, আমি ইহাতে কোন পক্ষপাত রাখিতেছি না। বেদ পুরাণ ও সাধুর মতের কথাই বলিতেছি। নারীর রূপ দেখিয়া নারী মুগ্ধ হয় না। হে গরুড়, ইহা আশ্চর্য রীতি।

মায়া ভগতি সুনহু তুম্হ দোউ।
নারিবর্গ জানহিঁ সব কোউ॥
পুনি রঘুবীরহিঁ ভগতি পিয়ারী।
মায়া খলু নর্তকী বিচারী॥

তুমি শোন, মায়া ও ভক্তি এই দুইই স্ত্রীবর্গের মধ্যে সকলে এ কথা জানে। এদিকে আবার রঘুপতির নিকট ভক্তিই প্রিয়, মায়া ত সত্য সত্য বেচারা নর্তকী।

ভগতিহিঁ সানুকূল রঘুরায়া।
তা তেঁ তেহি ডরপতি অতি মায়া॥
রামভগতি নিরুপম নিরুপাধী।
বসই জাসু উর সদা অবাধী॥

রঘুপতি ভক্তির প্রতি অনুকূল, সেই জন্য মায়া তাহাকে ডরায়। যাহার হৃদয়ে সদা অবাধে নির্বিশেষে নিরুপম রাম ভক্তি বাস করে,

তেহি বিলোকি মায়া সকুচাঈ।
করি ন সকই কছু নিজ প্রভুতাঈ॥
অস বিচারি জে মুনি বিজ্ঞানী।
জাচহিঁ ভগতি সকল সুখ খানী॥

ভক্তি দেখিয়া মায়া সঙ্কুচিত হয় ও নিজের প্রভুত্ব খাটাইতে পারে না। ইহা ভাবিয়া যে জ্ঞানী মুনি হয়, সে সকল সুখের মণি ভক্তিই চায়।

যহ রহস্য রঘুনাথ কর বেগি ন জানই কোই।
জো জানই রঘুপতি কৃপা সপনেহুঁ মোহ ন হোই॥

রঘুনাথের এই রহস্য তাড়াতাড়ি কেহ জানিতে পারে না। যে রঘুনাথের কৃপায় ইহা জানে, তাহার স্বপ্নেও মোহ হইবে না।

অউরউ জ্ঞান ভগতি কর ভেদ সুনহু সুপ্রবীন।
জো সুনি হোই রামপদ প্রীতি সদা অবিছীন॥

হে সুপ্রবীণ, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে আয়ত্তভেদের কথা শুন। উহা শুনিলে রামপদে সদা অবিচ্ছিন্ন প্রীতি হইবে।

১১৮ – সুনহু তাত যহ অকথ কহানী।
২০১॥ সমুঝত বনই ন জাই বখানী॥
ঈশ্বরঅংস জীব অবিনাসী।
চেতন অমল সহজ সুখরাসী।

প্রিয়, এই অবর্ণনীয় কাহিনী শোন। ইহা বুঝা যায়, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। জীব অবিনাশী ঈশ্বরের অংশ। জীব চেতন অমল স্বভাবতঃ আনন্দময়।

সো মায়াবস ভয়উ গোসাঈঁ।
বঁধেউ কীর মরকট কী নাঈঁ॥
জড় চেতনহিঁ গ্রন্থি পরি গঈ।
জদপি মৃষা ছূটত কঠিনঈ॥

সেই জীব মায়ার বশে তোতা বা বাঁদরের মত ফাঁদে বদ্ধ হয়, জড় ও চেতনের গাঁট পড়িয়া যায়। যদিও এ বন্ধন মিথ্যা, তবুও ঘুচান কঠিন।

তব তেঁ জীব ভয়উ সংসারী।
ছূট ন গ্রন্থি ন হোই সুখারী।
শ্রুতি পুরান বহু কহেউ উপাঈ।
ছূট ন অধিক অধিক অরুঝাঈ।

তাহাতেই জীব সংসারী হইয়াছে, আর গাঁট ছাড়া না পাইলে তাহার সুখী হওয়ারও উপায় নাই। বেদ পুরাণে এই গাঁট খুলিবার অনেক উপায় বলিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও খোলে না বরং আরো জড়াইয়াই যায়।

জীবহৃদয় তম মোহ বিসেখী।
গ্রন্থি ছুটি কিমি পরই ন দেখী॥
অস সঞ্জোগ ঈস জব করঈ।
তবহুঁ কদাচিত সো নিরুবরঈ॥

জীবের হৃদয়ে মোহের অন্ধকার বিশেষ করিয়া থাকে, গাঁট খসাইবে কি করিয়া তাহা সে দেখিতে পায় না। যদি এই প্রকার ঘটনাবলীর যোগ ঈশ্বর কখনো করিয়া দেন, তবেই সে বাঁধন কদাচিৎ ছিন্ন হয়।

সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ধেনু সুহাঈ।
জো হরিকৃপা হৃদয় বসি আঈ॥
জপ তপ ব্রত জম নিয়ম অপারা।
জে শ্রুতি কহ সুভ ধর্ম অচারা॥

সাত্ত্বিক শ্রদ্ধারূপ নূতন গাভী হরির কৃপায় হৃদয়ে আসিয়া বসে, জপ তপ ব্রত যম নিয়ম ইত্যাদি অপার শুভ কর্ম ও আচার যাহা বেদে বলে,

তেই তৃন হরিত চরই জব গাঈ।
ভাব বচ্ছ সিসু ধেনু পন্হাঈ॥
নোই নিবৃত্তি পাত্র বিশ্বাসা।
নির্মল মন অহীর নিজ দাসা॥

এই সমস্তই তাহার সবুজ ঘাস। যখন শ্রদ্ধারূপী গাই জপাদি ঘাসে চরে, ভাবরূপ শিশু বৎস দিয়া ঐ গাইকে যখন দোহে, নিবৃত্তি রশিতে গাইকে বাঁধিয়া বিশ্বাসরূপ পাত্রে মনরূপ গোয়ালা

পরম ধরমময় পয় দুহি ভাঈ।
অবটই অনল অকাম বনাঈ॥
তোষ মরুত তব ছমা জুড়াবই।
ধৃতিসম জাবন দেই জমাবই॥

পরমধর্মরূপ দুগ্ধ দোহন করে, নিষ্কাম আগুনে জ্বাল দিয়া সন্তোষ ও ক্ষমারূপী বাতাসে ঠাণ্ডা করিয়া ধৃতিরূপ দম্বল দিয়া উহাকে জমায়,

মুদিতা মথই বিচার মথানী।
দম অধার রজু সত্য সুবানী॥
তব মথি কাঢ়ি লেই নবনীতা।
বিমল বিরাগ সুপরম পুনীতা॥

বিচাররূপ মন্থনদণ্ডে প্রসন্নতার সহিত উহাকে মন্থন করে, দমরূপ পাত্রে সত্য সুবাণী রূপ দড়ি দিয়া মন্থন করে, তখন বিমল বিরাগ রূপ পরম পবিত্র ননী আলাদা করিয়া লয়।

জোগ অগিনি করি প্রগট তব কর্ম শুভাশুভ লাই।
বুদ্ধি সিরাবই জ্ঞান ঘৃত মমতা মল জরি জাই॥

শুভাশুভ কর্ম ইন্ধনে জ্বালাইয়া যোগরূপ আগুন করিয়া উহাতে ঐ মাখন তপ্ত করিলে মমতারূপ ময়লা জ্বলিয়া যায়, বুদ্ধি উহা ঠাণ্ডা করিলে জ্ঞানরূপ ঘৃত বাহির হয়।

তব বিজ্ঞানরূপিনী বুদ্ধি বিসদ ঘৃত পাই।
চিত্ত দিয়া ভরি ধরই দৃঢ় সমতা দিয়টি বনাই॥

তখন বিজ্ঞানরূপিনী বুদ্ধি শুদ্ধ ঘি পাইয়া চিত্তরূপ দিয়ারে ভরিয়া মমতারূপ দৃঢ় দীপদানিতে উহা রাখে।

তীনি অবস্থা তীনি গুন তেহি কপাস তেঁ কাঢ়ি।
তুল তুরীয় সঁবারি পুনি বাতী করই সুগাঢ়ি॥

জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ তিন অবস্থাও সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণরূপী কাপাস হইতে চতুর্থ তুরীয় অবস্থারূপ তুলা বাহির করিয়া বেশ করিয়া বাতি তৈয়ার হয়।

সোঃ—
এহি বিধি লেসই দীপ তেজরাসি বিজ্ঞানময়।
জাতহিঁ জাসু সমীপ জরহিঁ মদাদিক সলভ সব॥

এইভাবে বিজ্ঞানময় তেজঃপুঞ্জ দীপ জ্বালাইবে, উহার নিকট মদাদি পতঙ্গেরা যাইতেই জ্বলিয়া যায়।

২০২— সোহমস্মি ইতি বৃত্তি অখণ্ডা।
২০৩॥ দীপসিখা সোই পরমপ্রচণ্ডা॥
আতপ অনুভব সুখ সুপ্রকাসা।
তব ভবমূল ভেদভ্রম নাসা॥

"আমিই সেই এই বৃত্তিই হইতেছে এই দীপের জ্যোতির্ময় শিখা উহা হইতে আত্মানুভব সুখ প্রকাশিত হয়, তখন সংসারের ভেদ ও ভুল নষ্ট হয়।

প্রবল অবিদ্যা কর পরিবারা।
মোহআদি তম মিটই অপারা॥
তব সোই বুদ্ধি পাই উঁজিয়ারা।
উরগৃহ বৈঠি গ্রন্থি নিরুবারা॥

অবিদ্যার প্রবলপরিবার মোহ ইত্যাদি অপার অন্ধকার ঐ আলোতে মিটিয়া যায়। তখন সেই বুদ্ধি উজ্জ্বল হইয়া হৃদয় গৃহে বসিয়া বাঁধন খুলিয়া ফেলে।

ছোরন গ্রন্থি পাব জৌ কোঈ।
তৌ যহ জীব কৃতারথ হোঈ॥
ছোরত গ্রন্থি জানি খগরায়া।
বিঘন অনেক করই তব মায়া॥

যে কেহ ঐ বাঁধন ছাড়াইতে পারে, তবে সে জীব কৃতার্থ হয়। হে পক্ষিরাজ, গ্রন্থি খোলা হইবে জানিয়া মায়া অনেক বিঘ্ন উপস্থিত করে।

রিদ্ধি সিদ্ধি প্রেরই বহু ভাঈ।
বুদ্ধিহি লোভ দেখাবহিঁ আঈ॥
কল বল ছল করি জাই সমীপা।
অঞ্চল বাত বুঝাবহিঁ দীপা॥

ভাই, মায়া অনেক রিদ্ধি সিদ্ধি ইত্যাদি পাঠাইয়া দেয় তাহারা আসিয়া বুদ্ধিকে লোভ দেখায়। কল বল ছল করিয়া উহার নিকটে গিয়া আঁচলের বাতাসে দীপ নিভাইয়া দেয়।

হোই বুদ্ধি জৌ পরম সয়ানে।
তিনহ তন চিতব ন অনহিত জানে॥
জৌঁ তেহি বিঘন বুদ্ধি নহিঁ বাধী।
তৌ বহোরি সুর করহিঁ উপাধী॥

যদি বুদ্ধি বড় চতুর হয়, তবে সে ঐ রিদ্ধি সিদ্ধিদের দিকে মন্দ হইবে জানিয়া তাকাইবেই না। যদি তাহারা বুদ্ধির বিঘ্ন না বাধাইতে পারে, তবে ইন্দ্রিয় দেবতাগুলি উপদ্রব করে।

ইন্দ্রী দ্বার ঝরোখা নানা।
তহঁ তহঁ সুর বৈঠে করি থানা॥
আবত দেখহিঁ বিষয় বয়ারী।
তে হঠি দেহিঁ কপাট উঘারী॥

ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি যেন নানা জানালা, সেই সেই স্থানে ইন্দ্রিয়ের দেবতারা বসিয়া যায়। বিষয়রূপ বাতাস আসিতে দেখিয়াই তাহারা জোর করিয়া কবাট খুলিয়া দেয়।

জব সো প্রভঞ্জন উরগৃহ জাঈ।
তবহিঁ দীপ বিজ্ঞান বুঝাঈ॥
গ্রন্থি ন ছুটি মিটা সো প্রকাসা।
বুদ্ধি বিকল ভই বিষয়বতাসা॥

যখন সে বাতাস হৃদয়রূপী ঘরে ঢুকে, তখনই বিজ্ঞান দীপ নিভাইয়া দেয়। গাঁট ত খোলেই না, বরঞ্চ সে উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়, বুদ্ধি বিষয়রূপ বাতাসে বিকল হয়।

ইন্দ্রী সুরন্হ ন জ্ঞান সুহাঈ।
বিষয়ভোগ পর প্রীতি সদাঈ॥
বিষয় সমীর বুদ্ধি কৃত ভোরী।
তেহি বিধি দীপ কো বার বহোরী॥

ইন্দ্রিয়-দেবতাদের জ্ঞান ভাল লাগে না। তাহাদের বিষয় ভোগের জন্য সর্বদাই প্রীতি থাকে। যদি বিষয় বাতাস বুদ্ধিকেই ভুলাইয়া দেয়, তবে আর সে দীপ কে জ্বালাইবে?

তব ফিরি জীব বিবিধ বিধি পাবই সংসৃতিক্লেস।
হরিমায়া অতিদুস্তর তরি ন জাই বিহঁগেস॥

তখন আবার জীব জন্ম মৃত্যুর ব্যাপারে ঘুরিয়া নানাপ্রকারের সংসার দুঃখ পায়। গরুড়, হরির মায়া অতিশয় দুস্তর, উহা উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।

কহত কঠিন সমুঝত কঠিন সাধন কঠিন বিবেক।
হোই ঘুনাচ্ছর ন্যায় জৌঁ পুনি প্রত্যূহ অনেক॥

জ্ঞানের কথা বলা কঠিন, উহা বুঝিতে কঠিন ও উহার সাধনা কঠিন। দৈবের যোগাযোগে যদি বা উহার সাধনা হয়, তথাপি উহাতে অনেক বিঘ্ন। ঘুণের ছিদ্রগুলি কখন পর পর এমন হইয়া যাইতে পারে যে, তাহাতে একটা অক্ষর হইয়া গিয়াছে সেইরূপ হঠাৎ যোগাযোগ। (এইরূপ অক্ষরকে ঘুণাক্ষর-ন্যায় বলে।)

২০৪— জ্ঞানপন্থ কৃপান কৈ ধারা।
২০৫॥ পরত খগেস হোই নহিঁ বারা॥
জৌঁ নিরবিঘন পন্থ নিরবহঈ।
সো কৈবল্য পরমপদ লহঈ॥

জ্ঞানের পথ তরবারীর ধারের মত সূক্ষ্ম, উহা হইতে পড়িয়া যাইতে বিলম্ব হয় না। যে নির্বিঘ্নে এই পথ পার হইতে পারে, সে কৈবল্য পরম পদ পায়।

অতিদুর্লভ কৈবল্য পরমপদ।
সন্ত পুরান নিগম আগম বদ॥
রাম ভজত সোই মুকুতি গোসাঈঁ।
অনইচ্ছিত আবই বরিআঈঁ॥

সাধুরাও বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে এ কথা বলিয়াছেন যে, কৈবল্য মোক্ষ অতি দুষ্প্রাপ্য। হে প্রভু, যদি রাম ভজনা করা যায়, তবে সেই মোক্ষ অনিচ্ছায় জোর করিয়াই আসে।

জিমি থল বিনু জল রহি ন সকাঈ।
কোটি ভাঁতি কোউ করই উপাঈ॥
তথা মোচ্ছসুখ সুনু খগরাঈ।
রহি ন সকই হরি ভগতি বিহাঈ॥

হে গরুড়, যেমন কোটি উপায় করিলেও স্থল ছাড়া জল থাকিতে পারে না, তেমনি হরিভক্তি ভিন্ন মোক্ষ সুখ থাকিতেই পারে না।

অস বিচারি হরিভগত সয়ানে।
মুক্তি নিরাদর ভগতি লোভানে॥
ভগতি করত বিনু জতন প্রয়াসা।
সংসৃতিমূল অবিদ্যা নাসা॥

ইহা বিচার করিয়া চতুর হরিভক্ত, মুক্তির অনাদর করিয়া ভক্তির প্রতিই লোভ করে। ভক্তি করিলে বিনাযত্নে বা চেষ্টায় সংসার বন্ধনের মূল যে অজ্ঞান তাহার নাশ হয়।

ভোজন করিঅ তৃপিতি হিত লাগী।
জিমি সো অসন পচবই জঠরাগী॥
অসি হরি ভগতি সুগম সুখদাঈ।
কো অস মূঢ় ন জাহি সুহাঈ॥

তৃপ্তির জন্য ভোজন করিলে উহা জঠরাগ্নি হজম করাইয়া দেয়। (জঠর আগুনের স্বাভাবিক কর্ম উহাকে হজম করা।) হরিভক্তি জঠরাগ্নির মতই সুখদায়ক, কর্মমাত্রকে ভক্তি শুদ্ধ করিয়া লয়। এমন জিনিষ ভাল লাগে না তেমন মূর্খ কে আছে?

সেবক সেব্য ভাব বিনু ভব ন তরিঅ উরগারি।
ভজহু রামপদ পঙ্কজ অস সিদ্ধান্ত বিচারি॥

হে গরুড়, সেবক-সেব্য ভাব ছাড়া সংসার পার হওয়া যায় না। এই সিদ্ধান্ত বিচার করিয়া রামচরণ ভজনা কর।

জো চেতন কহঁ জড় করই জড়হি করই চৈতন্য।
অস সমরথ রঘুনায়কহিঁ ভজহিঁ জীব তে ধন্য॥

যিনি চেতন পদার্থকে জড় করেন ও জড়কে চেতন করেন, এমন শক্তিমান রঘুনায়ককে যে ভজনা করে সেই ধন্য।

২০৬— কহেউঁ জ্ঞান সিদ্ধান্ত বুঝাঈ।
২০৭॥ সুনহু ভগতিমনি কৈ প্রভুতাঈ॥
রামভগতি চিন্তামনি সুন্দর।
বসই গরুড় জা কে উরঅন্তর॥

জ্ঞান সিদ্ধান্তের কথা বুঝাইয়া বলিয়াছি। এখন ভক্তি মণির শক্তির কথা শোন। রামভক্তি সুন্দর চিন্তামণি রত্নের ন্যায়, উহা যাহার হৃদয়ে বাস করে,

পরমপ্রকাস রূপ দিন রাতী।
নহিঁ কছু চহিঅ দিয়া ঘৃত বাতী॥
মোহ দরিদ্র নিকট নহিঁ আবা।
লোভ বাত নহিঁ তাহি বুঝাবা॥

তাহার হৃদয়ে দিনরাত পরম প্রকাশ বর্তমান থাকে। সেজন্য শলাই, ঘি বা বাতি কিছুই দরকার নাই। মোহরূপ দারিদ্র্য নিকটেই আসে না, লোভরূপ বায়ু সে আলো নিভাইতে পারে না।

অচল অবিদ্যা তম মিটি জাঈ।
হারহিঁ সকল সলভসমুদাঈ।
খল কামাদি নিকট নহিঁ জাহীঁ।
বসই ভগতি জা কে উর মাহীঁ॥

যাহার হৃদয়ে ভক্তি বাস করে, তাহার অবিদ্যারূপ নিশ্চল অন্ধকার দূর হইবে। অহঙ্কারাদি পতঙ্গসমূহ হারিয়া যাইবে ও কামাদি খল নিকটে আসিতে পারিবে না।

গরল সুধা সম অরি হিত হোঈ ॥
তেহি মনি বিনু সুখ পাব ন কোঈ ॥
ব্যাপহিঁ মানস রোগ ন ভারী।
জিন্হ কে বস সব জীব দুখারী ॥

ভক্তের নিকট বিষ অমৃতের মত লাগে, শত্রু হিতকারী হয়। ঐ ভক্তি চিন্তামণি না হইলে কাহারও সুখ হয় না। আর যে সকল মানসিক রোগে জীব বড় দুঃখী হয়, ভক্তের সে সকল রোগ হইতে পারে না।

রাম ভগতি মনি উর বস জা কে।
দুখ লবলেস ন সপনেহুঁ তা কে ॥
চতুর সিরোমনি তেই জগ মাহীঁ।
জে মনি লাগি সুজতন করাহীঁ।

যাহার হৃদয়ে রামভক্তিরূপ মণি বাস করে, স্বপ্নেও তাহার কিছুমাত্র দুঃখ হয় না। যে ঐ ভক্তি চিন্তামণির জন্য যত্ন করে, জগতে সেই চতুর শিরোমণি।

সো মনি জদপি প্রগট জগ অহঈ।
রামকৃপা বিনু নহিঁ কোউ লহঈ ॥
সুগম উপাই পাইবে কেরে।
নর হতভাগ্য দেহিঁ ভটভেরে ॥

যদিও সে মণির কথা জগতে প্রকাশ্যভাবে জানা আছে, তবুও রামকৃপা বিনা কেহ উহা লয় না। উহা উহা পাওয়ার উপায় সহজ হইলেও হতভাগ্য লোক উহা দূরে সরাইয়া দেয়।

পাবন পর্বত বেদ পুরানা।
রামকথা রুচিরাকর নানা ॥
মর্মী সজ্জন সুমতি কুদারী।
জ্ঞান বিরাগ নয়ন উরগারী ॥

গরুড়, বেদ পুরাণ পবিত্র পর্বত, উহাতে নানা প্রকার রামচন্দ্রের কথারূপ সুন্দর খনি আছে। ঐ মর্ম যে সজ্জন জানে, সে সুমতিরূপ কোদালি লইয়া জ্ঞান বৈরাগ্য নেত্র খুলিয়া,

ভাবসহিত খোজই জো প্রানী।
পাব ভগতিমনি সব সুখখানী ॥
মোরে মন প্রভু অস বিস্বাসা।
রাম তেঁ অধিক রাম কর দাসা ॥

যে প্রাণী মন দিয়া খোঁজে, সে সকল সুখের আকর ভক্তিমণি পায়। আমার মনে এই বিশ্বাস যে, রাম হইতে রামের সেবক শ্রেষ্ঠ।

রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা।
চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা ॥
সব কর ফল হরিভগতি সুহাঈ।
সো বিনু সন্ত ন কাহু পাঈ ॥

অস বিচারি জোই কর সতসঙ্গা।
রামভগতি তেহি সুলভ বিহঙ্গা ॥

রামচন্দ্র সমুদ্র, আর ধীর সজ্জন হইতেছে মেঘ। রামচন্দ্র চন্দন তরু, সাধুরা হইতেছেন বাতাস। মেঘ সমুদ্র হইতে জল লইয়া সর্বত্র বৃষ্টি বর্ষণ করে, তেমনি সাধুরা হরিভক্তি লইয়া সকলকে তাহা দেন। হরি চন্দন বৃক্ষ, সাধুরা বাতাস হইয়া উহার সুগন্ধ লইয়া সকলকে দেয়। সকলের কাম্যফলই হরিভক্তি, কিন্তু সাধু ছাড়া উহা কেহ পায় না। হে গরুড়, এই কথা বুঝিয়া যে সৎসঙ্গ করে, সে সহজে রামভক্তি পায়।

ব্রহ্ম পয়োনিধি মন্দর জ্ঞান সন্ত সুর আহি।
কথা সুধা মথি কাঢ়ই ভগতি মধুরতা জাহি ॥

ব্রহ্ম হইতেছে সমুদ্র, মন্দর পর্বত হইতেছে জ্ঞান, আর দেবতা হইতেছে ভক্তেরা। তাহারা মন্থন করিয়া রামকথারূপ অমৃত বাহির করিয়া লয়েন, উহার মধুরতাই হইতেছে ভক্তি।

বিরতি চর্ম অসি জ্ঞান মদ লোভ মোহ রিপু মারি ॥
জয় পাইয় সো হরিভগতি দেখু খগেস বিচারি ॥

বৈরাগ্য রূপ ঢাল ও জ্ঞানরূপী তলবার লইয়া অহঙ্কার লোভ ও মোহ রিপু মারিয়া যে জয় পাওয়া যায়, তাহাই হরিভক্তি। হে গরুড়, বিচার করিয়া দেখ।

২০৮— পুনি সপ্রেম বোলেউ খগরাউ।
২০৯॥ জো কৃপাল মোহি উপর ভাউ ॥
নাথ মোহি নিজ সেবক জানী।
সপ্ত প্রশ্ন মম কহহু বখানী ॥

আবার তখন গরুড় বলিল—হে নাথ, যদি আমার উপর কৃপালের ভালবাসা থাকে, তবে আমাকে সেবক জানিয়া আমার সাতটা প্রশ্নের উত্তর দাও।

প্রথমহিঁ কহহু নাথ মতিধীরা।
সব তেঁ দুর্লভ কবন সরীরা ॥
বড় দুখ কবন কবন সুখ ভারী।
সোউ সংছেপহি কহহু বিচারী ॥

স্থির বুদ্ধি প্রভু, প্রথমেই বল, কোন শরীর সকলের অপেক্ষা বেশী দুর্লভ। বড় দুঃখ কি, আর খুব সুখই বা কি, সংক্ষেপে ইহা বিচার করিয়া বল।

সন্ত অসন্ত মরম তুম্হ জানহু ॥
তিন্হ কর সহজ সুভাব বখানহু ॥
কবন পুন্য শ্রুতি বিদিত বিসালা।
কহহু কবন অঘ পরম কৃপালা ॥

তুমি সাধু অসাধুর মর্ম জান, তাহাদের সহজ স্বভাবের কথা বল। বেদ বিখ্যাত বিশাল পুণ্য কি? হে দয়াল, কোনটা পরম পাপ তাহাও বল।

মানসরোগ কহহু সমুঝাঈ।
তুম্হ সর্বজ্ঞ কৃপা অধিকাঈ॥
তাত সুনহু সাদর অতি প্রীতী।
মৈঁ সংছেপ কহউঁ যহ নীতী॥

মানস রোগের কথা বুঝাইয়া বল। তুমি সকলই জান, তোমার দয়াও খুব। কাক বলিল—আমি সংক্ষেপে ঐ নীতির কথা বলিতেছি, তুমি অতিশয় প্রীতির সহিত শোন।

নর তন সম নহিঁ কবনিউ দেহী।
জীব চরাচর জাচত জেহী॥
নরক স্বর্গ অপবর্গ নিসেনী।
জ্ঞান বিরাগ ভগতি সুখ দেনী॥

মানুষের শরীরের সমান কোন দেহ নাই, চর অচর জীব ঐ দেহই চায়। ঐ দেহ নরক, স্বর্গ ও মোক্ষের সিঁড়ি। ঐ শরীর জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির সুখদায়ক।

সো তনু ধরি হরি ভজহিঁ ন জে নর।
হোহিঁ বিষয়রত মন্দ মন্দতর॥
কাঁচ কিরিচ বদলে জিমি লেহীঁ।
কর তেঁ ডারি পরসমনি দেহীঁ॥

সেই শরীর ধারণ করিয়া যে হরিভজন করে না, বিষয়ে আসক্ত হইয়া মন্দ হইতে আরো মন্দ হইতে থাকে, সে হাত হইতে স্পর্শমণি ফেলিয়া দিয়া তাহার বদলে কাঠের টুক্‌রা লওয়ার মত কাজ করে।

নহিঁ দরিদ্রসম দুখ জগ মাহীঁ।
সন্ত মিলন সম সুখ কছু নাহীঁ॥
পরউপকার বচন মন কায়া।
সন্ত সহজ সুভাব খগরায়া॥

জগতে দারিদ্র্যের মত দুঃখ নাই, সাধুর সহিত মিলনের সমান সুখ নাই। গরুড়, সাধুদের সহজ স্বভাব হইতেছে বাক্য মন ও শরীর দিয়া পরের উপকার করা।

সন্ত সহহিঁ দুখ পরহিত লাগী।
পর দুখ হেতু অসন্ত অভাগী॥
ভূরজ তরু সম সন্তকৃপালা।
পরহিত নিত সহ বিপতি বিসালা॥

হে কৃপাল, সাধুরা অপরের সুখের জন্য দুঃখ সহ্য করেন, আর অভাগা অসাধুরা পরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য দুঃখ সহ্য করে। সাধুরা ভূর্জগাছের মতন পরের সুখের জন্য নিজে নিত্য বিশাল বিপত্তি সহ্য করে।

সন ইব খল পরবন্ধন করঈ।
খাল কঢ়াই বিপতি সহি মরঈ॥
খল বিনু স্বারথ পরঅপকারী।
অহি মূষক ইব সুনু উরগারী॥

গরুড়, শোন। খল শনের মত, পরের বন্ধন করায় আর নিজের ছাল টানিয়া লওয়ার বিপদ সহ করিয়া মরে। খল নিঃস্বার্থে পরের অপকার করে, তাহারা সাপ ও ইঁদুরের মত।

পরসম্পদা বিনাসি নসাহীঁ।
জিমি সসি হতি হিম উপল বিলাহীঁ॥
দুষ্টউদয় জগ আরত হেতু।
জথা প্রসিদ্ধ অধম গ্রহ কেতু॥

যেমন বরফশিলা শস্য নষ্ট করিয়া নিজেও (গলিয়া) নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি খলেরা পরের সম্পদ নষ্ট করিয়া নিজে নষ্ট হয়। যেমন অধম গ্রহ কেতু জগতের দুঃখের কারণ, তেমনি দুষ্টের উদয়ও পৃথিবীর দুঃখের কারণ।

সন্তউদয় সন্তত সুখকারী।
বিশ্বসুখদ জিমি ইন্দু তমারী॥
পরমধরম শ্রুতিবিদিত অহীংসা।
পরনিন্দা সম অঘ ন গিরীসা॥

সাধুদের উদয় সকল সময়ই সুখদায়ক, যেমন তমারি চন্দ্রের উদয় বিশ্বের সুখ দেয়। বেদে প্রসিদ্ধ পরমধর্ম অহিংসা, পরনিন্দার মত পাপের পর্বত আর কিছুই নাই।

হরিগুরু নিন্দক দাদুর হোঈ।
জনম সহস্র পাব তন সোঈ॥
দ্বিজনিন্দক বহু নরক ভোগ করি।
জগ জনমই বায়সসরীর ধরি॥

ভগবানের ও গুরুর নিন্দক ভেক হইয়া সহস্র জন্মই সেই দেহ পায়। ব্রাহ্মণের নিন্দক অনেক নরক ভোগ করিয়া কাক হইয়া জগতে জন্মে।

সুর শ্রুতি নিন্দক জে অভিমানী।
রৌরব নরক পরহিঁ তে প্রানী॥
হোহিঁ উলুক সন্ত নিন্দা রত।
মোহনিসা প্রিয় জ্ঞান ভানু গত॥

যে অভিমানী দেবতা ও বেদের নিন্দা করে, সে জন রৌরব নরকে পড়ে। সাধুর নিন্দাকারী পেঁচা হয়, তাহার নিকট মোহরূপ রাত্রিই প্রিয়, জ্ঞান সূর্য তাহার নিকট অস্তগত।

সব কৈ নিন্দা জে জড় করহীঁ।
তে চমগাদুর হোই অবতরহীঁ॥
সুনহু তাত অব মানসরোগা।
জেহি তেঁ দুখ পাবহিঁ সব লোগা॥

যে মূর্খ সকলের নিন্দা করে, সে চামচিকা হইয়া জন্মে। হে প্রিয়, এখন মানস রোগের কথা শোন, যে রোগে সকল লোক দুঃখ পায়।

মোহ সকল ব্যাধিন্হ কর মূলা।
তেহি তেঁ পুনি উপজহিঁ বহু সূলা॥
কাম বাত কফ লোভ অপারা।
ক্রোধ পিত্ত নিত ছাতী জারা॥

মোহই সকল ব্যাধির মূল. তাহা হইতে নানা শূলপীড়ার উৎপত্তি হয়। কাম হইতেছে বাত, লোভ কফ, আর ক্রোধ পিত্ত যাহাতে নিত্য বুক জ্বলিয়া যায়।

প্রীতি করহিঁ জৌঁ তীনিউ ভাঈ।
উপজই সন্নিপাত দুখদাঈ॥
বিষয় মনোরথ দুর্গম নানা।
তে সব সূল নাম কো জানা॥

যদি ঐ তিন ভাই ভাব করিয়া লয়, তবে দুঃখদায়ক সান্নিপাত উপস্থিত হয়। নানা প্রাকারের দুর্গম মনোরথ, সে সমস্তই হইতেছে শূল, উহাদের নামের খবর কে লয়?

মমতা দাদু কণ্ডু ইরষাঈ।
হরষ বিষাদ গরহ বহুতাঈ॥
পরসুখ দেখি জরনি সোই ছঈ।
কুষ্ঠ দুষ্টতা মন কুটিলঈ॥

আমার বলিয়া অভিমানটা হইতেছে দাদ, ঈর্ষা হইতেছে চুলকানি, হর্ষ শোক এগুলি গেঁটে বাত। পরের সুখ দেখিয়া জ্বলিয়া যাওয়া ক্ষয় রোগ, মনের কুটিলতা ও দুষ্টতা হইতেছে কুষ্ঠ রোগ।

অহঙ্কার অতি দুখদ ডবঁরুআ।
দম্ভ কপট মদ মান নহরুআ॥
তৃস্না উদরবৃদ্ধি অতি ভারী।
ত্রিবিধি ঈষনা তরুন তিজারী॥
জুগবিধি জ্বর মৎসর অবিবেকা।
কহঁ লগি কহউঁ কুরোগ অনেকা॥

অহঙ্কার অতি দুঃখদায়ক শোথ রোগ, দম্ভ কপট মদ ও মান নহরু ব্যাধি, তৃষ্ণা ভীষণ উদরী, ত্রিবিধ ইচ্ছা (জন, বিত্ত ও পুত্র) তরুণ কম্পজ্বর পরশ্রীকাতরতা ও অজ্ঞান যৌকালীন জ্বর। অনেক কুরোগ আছে কত আর বলিব।

এক ব্যাধিবস নর মরহিঁ এ অসাধ্য বহু ব্যাধি।
পীড়হিঁ সন্তত জীব কহঁ সো কিমি লহই সমাধি॥

একটা রোগ হইলেই মানুষ মরিয়া যায়, আর এত অসাধ্য বহু ব্যাধি সর্বদা জীবকে দুঃখ দিতেছে, সে কেমন করিয়া সুখ পাইবে?

নেম ধর্ম আচার তপ জ্ঞান জজ্ঞ জপ দান।
ভেষজ পুনি কোটিন্হ নহীঁ রোগ জাহিঁ হরিজান॥

হে বিষ্ণুবাহন, এই সকল রোগের জন্য নিয়ম ধর্ম আচার তপস্যা জ্ঞান যজ্ঞ জপ দান আদি কোটি প্রকার ঔষধ করিলেও, গরুড়, এ রোগ যায় না।

২১০ - এহি বিধি সকল জীব জড় রোগী।
২১২॥ সোক হরষ ভয় প্রীতি বিয়োগী॥
মানসরোগ কছুক মৈঁ গায়ে।
হোহিঁ সব কে লখি বিরলেই পায়ে॥

এই প্রকার সকল মূর্খ লোকই রোগী, আর উহারা শোক হর্ষ সুখ ভয় প্রীতি বিয়োগ ইত্যাদিতে পড়ে। আমি কিছু মানস রোগের কথা বলিলাম। এ রোগ সকলেরই হয়, কিন্তু কম লোকেই দেখিতে পায় যে রোগ হইয়াছে।

জানে তেঁ ছীজহিঁ কছু পাপী।
নাস ন পাবহিঁ জনপরিতাপী॥
বিষয় কুপথ্য পাই অঙ্কুরে।
মুনিহু হৃদয় কা নর বাপুরে॥

লোককে দুঃখদানকারী এই রোগের কথা যে পাপী জানে তাহার কিছু কমে কিন্তু নাশ পায় না। বিষয় ভোগরূপ কুপথ্য পাইয়া মুনির হৃদয়েই রোগ অঙ্কুরিত হয়, বেচারা সাধারণ মানুষের আর কথা কি?

রামকৃপা নাসহিঁ সব রোগা।
জৌঁ এহি ভাঁতি বনই সংজোগা॥
সদগুরু বেদবচন বিস্বাসা।
সংজম গ্রহন বিষয় কর আসা॥

যদি রামকৃপায় পরের বর্ণিত সংযোগ ঘটে, তবে সকল রোগ নাশ করিতে পারে। সৎগুরু ও বেদ বাক্যে বিশ্বাস, বিষয় আশায় সংযম লওয়া,

রঘুপতি ভগতি সজীবনমূরী।
অনুপান শ্রদ্ধা মতি পূরী॥
এহি বিধি ভলেহিঁ সো রোগ নসাহীঁ।
নাহিঁ ত জতন কোটি নহিঁ জাহীঁ॥

রঘুপতির প্রতি ভক্তিই সঞ্জীবনীমূল ঔষধ, তাহার অনুপান বুদ্ধি অনুযায়ী পূর্ণ শ্রদ্ধা। এই প্রকারে সে রোগ দূর হইলেও হইতে পারে, নয় ত অন্য কোটি চেষ্টাতেও হইবে না।

জানিয় তব মন বিরুজ গোসাঁঈ।
জব উর বল বিরাগ অধিকাঈ॥
সুমতি ছুধা বাঢ়ই নিত নঈ।
বিষয় আস দুর্বলতা গঈ॥

প্রভু, মন তখনই শূন্য হইয়াছে বলিয়া জানিবে, যখন হৃদয়ে বৈরাগ্যের বল বাড়িবে। সুমতি ক্ষুধা নিত্য নূতন হইয়া বাড়ে, বিষয় আসক্তিরূপ দুর্বলতা চলিয়া যায়।

বিমল জ্ঞানজল জব সো নহাঈ।
তব রহ রামভগতি উর ছাঈ॥
সিব অজ সুক সনকাদিক নারদ।
জে মুনি ব্রহ্ম বিচার বিসারদ॥

সে যখন বিমল জ্ঞান জলে স্নান করে, তখন রামভক্তি হৃদয়ে ছাইয়া থাকে। শিব ব্রহ্ম, শুক সনকাদি ও নারদাদি ব্রহ্ম-বিচার বিশারদগণ।

সব কর মত খগনায়ক এহা।
করিয় রাম পদ পঙ্কজ নেহা॥
শ্রুতি পুরাণ সব গ্রন্থ কহাহী।
রঘুপতি ভগতি বিনা সুখ নাহী॥

সকলেরই এই মত যে, রামচন্দ্রের পাদপদ্মে ভক্তি করিবে। শ্রুতি পুরাণ ও অন্য সকল গ্রন্থই বলে যে রঘুপতি ভক্তি বিনা সুখ নাই।

কমঠপীঠি জামহিঁ বরু বারা।
বন্ধ্যাসুত বরু কাহুহি মারা॥
ফুলহিঁ নভ বরু বহুবিধি ফুলা।
জীব ন লহ সুখ হরি প্রতি কূলা॥

যদি কচ্ছপের পিঠে লোম হওয়া সম্ভব হয়, যদি বন্ধ্যার পুত্র কাহাকেও মারিতে পারে, আকাশে যদিও নানা ফুল ফোটা সম্ভব হয়, তথাপি রামবিরোধীর পক্ষে সুখ পাওয়া সম্ভব নয়।

তৃষা জাই বরু মৃগ জল পানা।
বরু জামহিঁ সসসীস বিষানা॥
অন্ধকার বরু রবিহিঁ নসাবই।
রামবিমুখ ন জীব সুখ পাবই॥
হিম তেঁ অনল প্রগট বরু হোঈ।
বিমুখ রাম সুখ পাব ন কোঈ॥

মরীচিকার জল পান করিয়া তৃষ্ণা যাওয়া সম্ভব, খরগোসের মাথায় শিং গজান সম্ভব, অন্ধকার চাঁদকে নষ্ট করিবে ইহাও সম্ভব, তথাপি রামবিমুখ জীবনে সুখ পাওয়া সম্ভব নয়। বরফ হইতে যদিও বা আগুন বাহির হইতে পারে, তথাপি রামবিমুখ কখনো সুখ পাইতে পারে না।

বারি মথে ঘৃত হোই বরু সিকতা তেঁ বরু তেল।
বিনু হরিভজন ন ভব তরিয় যহ সিদ্ধান্ত অপেল॥

জল মন্থন করিয়া ঘি পাওয়া তবুও সম্ভব, বালি হইতে তেল বাহির করা তবুও সম্ভব, তথাপি হরিভজন বিনা সংসার পার হওয়া যায় না ইহাই অটল সিদ্ধান্ত।

মসকহি করই বিরঞ্চি প্রভু অজহি মসক তেঁ হীন।
অস বিচারি তজি সংসয় রামহিঁ ভজহিঁ প্রবীন॥

প্রভু মশাকে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাকে মশা হইতেও হীন করিতে পারেন। এই তত্ত্ব বিচার করিয়া সন্দেহ ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান লোক রাম ভজনা করে।

বিনিশ্চিতং বদামি তে ন অন্যথা বচাংসি মে।
হরিং নরা ভজন্তি যেঽতিদুস্তরং তরন্তি তে॥

তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, আমার কথা অন্যথা হওয়ার নয়। যাহারা রাম ভজনা করে, তাহারা অতিশয় দুস্তর সংসার সমুদ্র পার হয়।

২১৩— কহেউঁ নাথ হরিচরিত অনূপা।
২১৪॥ ব্যাস সমাস স্বমতি অনুরূপা॥
শ্রুতিসিদ্ধান্ত ইহই উরগারী।
রাম ভজিয় সব কাম বিসারী॥

হে নাথ, আমি তোমার নিকট অনুপম হরিচরিত কোথাও বিস্তার পূর্বক, কোথাও সংক্ষেপে নিজ বুদ্ধি অনুসারে বলিয়াছি। হে গরুড়, বেদের ইহাই সিদ্ধান্ত যে সকল কার্য ভুলিয়া রামের ভজনা করিবে।

প্রভু রঘুপতি তজি সেইঅ কাহী।
মো সে সঠ পর মমতা জাহী॥
তুম্হ বিজ্ঞানরূপ নহিঁ মোহা।
নাথ কীন্হ মো পর অতি ছোহা॥

যে রঘুপতি আমার মত শঠের উপরও মমতা রাখেন, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কাহাকে সেবা করিবে? তুমি বিজ্ঞানরূপ, তোমার মোহ নাই। নাথ, তুমি আমার উপর অনেক কৃপা করিয়াছ।

পূছেহু রামকথা অতি পাবনি।
সুক সনকাদি সম্ভু মন ভাবনি॥
সতসঙ্গতি দুর্লভ সংসারা।
নিমিষ দণ্ড ভরি একউ বারা॥

তুমি অতি পবিত্র শুক সনকাদি মুনি ও শিবের প্রিয় রামকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। সাধুর সঙ্গ, নিমেষ কাল দণ্ড-কাল, একবারও সংসারে পাওয়া দুর্লভ।

দেখু গরুড় নিজ হৃদয় বিচারী।
মৈঁ রঘুবীর ভজন অধিকারী॥
সকুনাধম সব ভাঁতি অপাবন।
প্রভু মোহি কীন্হ বিদিত জগপাবন॥

গরুড়, নিজ হৃদয় বিচার করিয়া দেখ। আমি রঘুবীরের ভজনের অধিকারী হইতে পারি কি? আমি পক্ষীর মধ্যে অধম সকল প্রকারে অপবিত্র। তবুও জগৎ পবিত্রকারী প্রভু আমাকে খ্যাতি দিলেন।

আজু ধন্য মৈঁ ধন্য অতি জদ্যপি সব বিধি হীন।
নিজজন জানি রাম মোহি সন্তসমাগম দীন্হ॥

আজ আমি ধন্য, অতিশয় ধন্য হইলাম। আমি যদিও সকল প্রকারেই হীন, তবুও আমাকে নিজভক্ত জানিয়া প্রভু সাধুর সঙ্গ দিয়াছেন।

নাথ জথামতি ভাষেউঁ রাখেউঁ নহিঁ কছু গোই।
চরিতসিন্ধু রঘুবীর কে থাহ কি পাবই কোই॥

হে নাথ, আমার বুদ্ধিমত সবই বলিয়াছি, কিছুই গোপন করি নাই। রঘুবীরের চরিত্র সমুদ্রের ন্যায়, কেহ কি উহাতে থৈ পাইতে পারে ?

২১৫— সুমিরি রাম কে গুনগন নানা।
২১৬॥ পুনি পুনি হরষ ভুসুণ্ডি সুজানা॥
মহিমা নিগম নেতি করি গাঈ।
অতুলিত বলপ্রতাপ প্রভুতাঈ॥

রামের গুণসমূহ স্মরণ করিয়া ভুষণ্ডী বারবার আনন্দ বোধ করিতে লাগিল। বেদ তাঁহার মহিমা গাহিতে গিয়া 'নেতি' ইহা নয় এই কথা বলিয়াছে। প্রভুর বল ও প্রভাবের তুলনা নাই।

সিব অজ পূজ্য চরন রঘুরাঈ।
মো পর কৃপা পরম মৃদুলাঈ॥
অস সুভাব কহুঁ সুনউঁ ন দেখউঁ।
কেহি খগেস রঘুপতি সম লেখউঁ॥

রঘুপতির চরণ শিব ও ব্রহ্মার পূজ্য, তিনি আমার প্রতি পরম কৃপা ও কোমলতা দেখাইয়াছেন। এমন স্বভাবের কথা কখনো শুনি নাই ও দেখি নাই। তবে হে গরুড়, কাহাকে আর রঘুপতির সমান গণ্য করিতে পারি।

সাধক সিদ্ধ বিমুক্ত উদাসী।
কবি কোবিদ কৃতজ্ঞ সংন্যাসী॥
জোগী সুর সুতাপস জ্ঞানী।
ধর্ম নিরত পণ্ডিত বিজ্ঞানী॥

সাধক সিদ্ধ মুক্ত ও উদাসীন, কবি পণ্ডিত কৃতজ্ঞ ও সন্ন্যাসী যোগী, শূর বীর, তপস্বী জ্ঞানী, ধর্মে নিরত পণ্ডিত অনুভব জ্ঞানী যেই হউক,

তরহিঁ ন বিনু সেয়ে মম স্বামী।
রাম নমামি নমামি নমামী॥
সরন গয়ে মো সে অঘরাসী।
হোহিঁ সুদ্ধ নমামি অবিনাসী॥

কেহই আমার স্বামী রঘুনাথকে সেবা না করিলে সংসার হইতে উদ্ধার পাইবে না। হে রাম, তোমায় নমস্কার, নমস্কার, আবার নমস্কার করি। আমার মত পাপময়ও তোমার শরণ লওয়ায় শুদ্ধ হয়। হে অবিনাশী, তোমাকে নমস্কার।

জাসু নাম ভবভেষজ হরন ঘোর ত্রয় সূল।
সো কৃপালু মোহি তোহি পর সদা রহউ অনুকূল॥

যাঁহার নাম সংসার রোগের ঔষধ, ত্রিতাপ হরণকারী, সেই কৃপালু তোমার আমার প্রতি সদা অনুগ্রহ যেন রাখেন।

সুনি ভুসুণ্ডি কে বচন সুভ দেখি রামপদ নেহ।
বোলেউ প্রেমসহিত গিরা গরুড় বিগত সন্দেহ।

ভুষণ্ডীর শুভ কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের চরণে তাহার ভক্তি দেখিয়া বিগত মোহ গরুড় প্রেমের সহিত এই কথা বলিল—

২১৭— মৈঁ কৃতকৃত্য ভয়উঁ তব বানী।
২১৮॥ সুনি রঘুবীর ভগতি রস সানী॥
রামচরন নূতন রতি ভঈ।
মায়াজনিত বিপতি সব গঈ॥

আমি ত রঘুবীরের প্রতি ভক্তিরস পূর্ণ তোমার কথা শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার রামচরণে নূতন প্রেম হইয়াছে, মায়াজনিত বিপত্তি সকলই কাটিয়া গিয়াছে।

মোহজলধি বোহিত তুম্হ ভয়উ।
মো কহঁ নাথ বিবিধ সুখ দয়উ॥
মো পর হোই ন প্রতিউপকারা।
বন্দউঁ তব পদ বারহিঁ বারা॥

হে নাথ, তুমি আমার মোহ সমুদ্রে নৌকাস্বরূপ হইয়াছ। আমাকে নানা সুখ দিয়াছ, আমার দ্বারা তোমার কোনও প্রত্যুপকার সম্ভব নহে। তোমার পদ বার বার বন্দনা করিতেছি।

পূরনকাম রামঅনুরাগী।
তুম্হ সম তাত ন কোউ বড়ভাগী॥
সন্ত বিটপ সরিতা গিরি ধরনী।
পরহিত হেতু সবন্হি কৈ করনী।

হে প্রিয়, তুমি পূর্ণকাম, তুমি রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগী, তোমার মত বড় ভাগ্যবান কেহ নাই। সাধু, বন, নদী, পর্বত ও পৃথিবী এ সকলই পরহিতের জন্য হইয়াছে।

সন্ত হৃদয় নবনীত সমানা।
কহা কবিন্হ পৈ কহই ন জানা॥
নিজ পরিতাপ দ্রবই নবনীতা।
পরদুখ দ্রবহিঁ সুসন্ত পুনীতা।

কবিরা সাধুর হৃদয় মাখনের মত বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ঠিক বলিতে পারেন নাই। মাখনের নিজের গায় আঁচ লাগিলে তবে সে গলে, কিন্তু পরের দুঃখই পবিত্র সাধুকে গলায়।

জীবন জন্ম সুফল মম ভয়উ।
তব প্রসাদ সংসয় সব গয়উ॥
জানেহু সদা মোহি নিজ কিংকর।
পুনি পুনি উমা কহই বিহংগবর॥

আমার জীবন ও জন্ম সফল হইল, তোমার অনুগ্রহে সকল সংশয় গেল। আমাকে সর্বদা নিজের দাস বলিয়া জানিও। উমা, গরুড় বার বার এই কথা বলিল।

তাসু চরণ সির নাই করি প্রেমসহিত মতিধীর।
গয়উ গরুড় বৈকুণ্ঠ তব হৃদয় রাখি রঘুবীর॥

স্থিরবুদ্ধি গরুড় তাঁহার চরণে সপ্রেমে নমস্কার করিয়া হৃদয় রঘুবীরের নিকট রাখিয়া বৈকুণ্ঠে গেল।

গিরিজা সন্ত সমাগম সম ন লাভ কছু আন।
বিনু হরিকৃপা ন হোই সো গাবহিঁ বেদ পুরান॥

শঙ্কর বলিলেন—পার্বতী, সাধুসমাগমের সমান কোন লাভ নাই। বেদ ও পুরাণ বলে হরিকৃপা ছাড়া সাধু সমাগম হয় না।

২১৯॥ কহেউঁ পরমপুনীত ইতিহাসা।
সুনত শ্রবন ছুটহিঁ ভবপাসা॥
প্রনত কল্পতরু করুনাপুঞ্জা।
উপজই প্রীতি রামপদকঞ্জা॥

পরম পবিত্র ইতিহাস বলিলাম, ইহা শোনায় ভববন্ধন খুলিয়া যায়। আর ভক্তকল্পতরু করুণাময় রামের চরণ কমলে ভক্তি হয়।

মন ক্রম বচন জনিত অঘ জাঈ।
সুনহিঁ জে কথা শ্রবন মন লাঈ॥
তীর্থাটন সাধন সমুদাঈ।
জোগ বিরাগ জ্ঞাননিপুনাঈ॥

এই কথা মন দিয়া শুনিলে মন বাক্য ও কর্মজনিত পাপ চলিয়া যায়। তীর্থ ভ্রমণ, সমুদয় সাধনা, যোগ বিরাগ জ্ঞান নিপুণতা,

নানা কর্ম ধর্ম ব্রত দানা।
সংজম দম জপ তপ মখ নানা॥
ভূতদয়া দ্বিজগুরু সেবকাঈ।
বিদ্যা বিনয় বিবেক বড়াঈ॥

নানা কর্ম ধর্ম ব্রত দান সংযম দম জপ তপ নানা যজ্ঞ, জীবে দয়া, ব্রাহ্মণ ও গুরুর সেবা, বিদ্যা, বিনা বিচারে শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি

জহঁ লগি সাধন বেদ বখানী।
সব কর ফল হরিভগতি ভবানী॥
সো রঘুনাথ ভগতি শ্রুতি গাঈ।
রামকৃপা কাহু এক পাঈ॥

বেদে যে পর্যন্ত সাধনের কথা বলা হইয়াছে সে সকলের ফল হইতেছে হরিভক্তি। বেদ ইহাও বলে যে, সেই রঘুনাথ ভক্তি কদাচিৎ কেহ রামের কৃপায় পায়।

মুনিদুর্লভ হরিভগতি নর পাবহিঁ বিনহিঁ প্রয়াস।
জে যহ কথা নিরন্তর সুনহিঁ মানি বিশ্বাস॥

কিন্তু সেই মুনিদুর্লভ হরিভক্তি, মানুষ এই কথা বিশ্বাসের [illegible] শ্রবণ করিয়া, তাহারা বিনা চেষ্টাতেই পাইয়া থাকে।

২২০॥ সোই সর্বজ্ঞ সোঈ গুনজ্ঞাতা।
সোই মহিমণ্ডন পণ্ডিত দাতা॥
ধর্ম পরায়ন সোই কুলত্রাতা।
রাম চরন জা কর মন রাতা॥

যাহার মন রামচরণে নিরত সেই সর্বজ্ঞ, সেই গুণজ্ঞাতা, সে পৃথিবীর শোভা, সেই পণ্ডিত দাতা ধর্মপরায়ণ ও কুলত্রাতা।

নীতি নিপুন সোই পরমসয়ানা।
শ্রুতি সিদ্ধান্ত নীক তেহি জানা।
সো কবি কোবিদ সো রনধীরা।
জো ছল ছাড়ি ভজই রঘুবীরা॥

সেই নীতিনিপুণ সেই পরম চতুর শ্রুতি সিদ্ধান্ত ঠিক জানে। সেই কবি পণ্ডিত রণধীর, যে কপটতা ত্যাগ করিয়া রঘুনাথকে ভজে।

ধন্য সুদেস জহঁা সুরসরী।
ধন্য নারী পতিব্রত অনুসরী॥
ধন্য সো ভূপ নীতি জো করঈ।
ধন্য সো দ্বিজ নিজ ধর্ম ন টরঈ॥

সেই দেশ ধন্য, যেখানে সুরসরী গঙ্গা আছে। সে নারী ধন্য, যে পতিব্রাত্য আচরণ করে। সে রাজা ধন্য, যে নীতি আচরণ করে। আর যে ব্রাহ্মণ নিজ ধর্ম ত্যাগ না করে, সে ধন্য।

সো ধন ধন্য প্রথম গতি জা কী।
ধন্য পুন্য রত মতি সোই পাকী॥
ধন্য ঘরী সোই জব সতসঙ্গা।
ধন্য জনম দ্বিজ ভগতি অভঙ্গা॥

সেই ধনই ধন্য যাহার গতি দানে, সেই বুদ্ধি ধন্য যে পুণ্যকর্ম করায়, সেই সময় ধন্য যাহা সৎসঙ্গে কাটে, তাহার জন্ম ধন্য যাহার দ্বিজভক্তি অখণ্ড।

সো কুল ধন্য উমা সুনু জগতপূজ্য সুপুনীত।
শ্রীরঘুবীরপরায়ন জেহি নর উপজ বিনীত॥

শঙ্কর বলিলেন—উমা, সেই কুল ধন্য জগতপূজ্য ও পবিত্র, যে কুলে বিনীত ও শ্রীরঘুবীরভক্ত নর জন্মে।

২২১॥ মতি অনুরূপ কথা মৈঁ ভাখী।
জদ্যপি প্রথম গুপ্ত করি রাখী॥
তব মন প্রীতি দেখি অধিকাঈ।
তব মৈঁ রঘুপতি কথা সুনাঈ॥

যদিও আমি প্রথমে গুপ্ত রাখিয়াছিলাম, তথাপি এখন বুদ্ধি অনুসারে উহা বলিলাম। তোমার মনে রঘুপতির প্রতি বড় ভক্তি দেখিয়াছিলাম, তার পর আমি রঘুপতির কথা শুনাই।

যহ ন কহীঅ সঠহী হঠসীলহি।
জো মন লাই ন সুন হরিলীলহি॥
কহিঅ ন লোভিহি ক্রোধিহি কামিহি।
জো ন ভজই সচরাচর স্বামিহি॥

এই কথা দুষ্ট গোঁয়ারদিগকে ও যাহারা হরিলীলা মন দিয়া শুনিতে চায় না তাহাদিগকে বলা নয়। ক্রোধী লোভী, কামী ও যে এই চরাচরের স্বামীকে ভজনা করে না, তাহাকেও বলিতে নাই।

দ্বিজদ্রোহিহি ন সুনাইয় কবহূঁ।
সুরপতি সরিস হোই নৃপ জবহূঁ॥
রামকথা কে তে অধিকারী।
জিন্হ কে সতসংগতি অতি প্যারী।

যে ব্রাহ্মণদ্রোহী সে ইন্দ্রের মত রাজা হউক না কেন, তাহাকে কখনও শুনাইও না। যাহার নিকট সাধুসঙ্গ অতি প্রিয়, সেই রামকথা শোনার অধিকারী।

গুরুপদ প্রীতি নীতিরত জেঈ।
দ্বিজসেবক অধিকারী তেঈ॥
তা কহঁ যহ বিসেষ সুখদাঈ।
জাহি প্রানপ্রিয় শ্রীরঘুরাঈ॥

যে গুরুর চরণে প্রীতি রাখে, যে নীতিপরায়ণ, দ্বিজ সেবক সেই ইহা শোনার অধিকারী। যাহার নিকট শ্রীরামচন্দ্র প্রাণপ্রিয়, তাহার নিকট এ কথা বিশেষ সুখদায়ক।

রামচরন রতি জো চহই অথবা পদ নির্বান।
ভাবসহিত সো যহ কথা করহি শ্রবনপুট পান॥

যে রামচরণে অনুরাগ চায়, অথবা মোক্ষ চায় সে প্রেমের সহিত এই কথা দুই কান ভরিয়া পান করে।

২২২॥ রামকথা গিরিজা মৈঁ বরনী।
কলিমল হরনি মনোমল হরনী॥
সংসৃতিরোগ সজীবন মূরী।
রামকথা গাবহিঁ শ্রুতি সূরী॥

শঙ্কর বলিলেন—পার্বতী, কলির দোষ নাশকারী মনের ময়লা দূরকারী রামকথা আমি বর্ণনা করিলাম। উহা সংসারে সঞ্জীবনী মূলের ন্যায়, রামকথা বেদ বিস্তার করিয়া গাহিয়াছেন।

এহি মহঁ রুচির সপ্ত সোপানা।
রঘুপতি ভগতি কের পন্থানা॥
অতি হরিকৃপা জাহি পর হোঈ।
পাউঁ দেহি এহি মারগ সোঈ॥

ইহাতে সুন্দর সাতটা সিঁড়ি আছে, উহাই রঘুপতিভক্তি পাওয়ার পথ। যাহার উপর হরির বড় কৃপা হয়, সেই এই পথে পা দেয়।

মন কামনা সিদ্ধি নর পাবা।
জো যহ কথা কপট তজি গাবা॥
কহহিঁ সুনহিঁ অনুমোদন করহীঁ।
তে ভবনিধি গোপদ ইব তরহীঁ॥

যে কপটতা ত্যাগ করিয়া এই কথা গান করে, সে নিজের মনের ইচ্ছানুযায়ী সিদ্ধি পায়। যে ইহা বলে শোনে ও অনুমোদন করে, সে এই ভবসাগরকে গোষ্পদের মত পার হয়।

সুনি সুভ কথা উমা অতি ভাঈ।
গিরিজা বোলী গিরা সুহাঈ॥
নাথকৃপা মম গত সন্দেহা।
রামচরন উপজেউ নব নেহা॥

শুভকথা শুনিতে পার্বতীর বড় ভাল লাগিল। তিনি মিষ্ট কথায় বলিলেন—নাথ, তোমার কৃপায় আমার সন্দেহ দূর হইল, রাম চরণে নূতন প্রেম উপস্থিত হইল।

মৈঁ কৃতকৃত্য ভইউঁ অব তব প্রসাদ বিস্বেস।
রামভগতি দৃঢ় উপজী বীতে সকল কলেস॥

হে বিশ্বেশ, তোমার কৃপায় আমি কৃতকার্থ হইলাম। দৃঢ় রামভক্তি উপস্থিত হওয়ায় সকল ক্লেশ দূর হইল।

২২৩— যহ সুভ সম্ভু উমা সম্বাদা।
২২৪॥ সুখসম্পাদন সমন বিষাদা॥
ভবভঞ্জন গঞ্জন সন্দেহা।
জনরঞ্জন সজ্জনপ্রিয় এহা॥

এই শুভ হরপার্বতী সংবাদ সুখ দেয়, বিষাদ শান্ত করে সংসার বন্ধন ছাড়াইয়া দেয়, সন্দেহ দূর করে, ইহা লোকের মন হরণ করে ও সজ্জনের প্রিয়।

রাম উপাসক জে জগ মাহীঁ।
এহি সম প্রিয় তিন্হ কে কছু নাহীঁ॥
রঘুপতি কৃপা জথামতি গাবা।
মৈঁ যহ পাবন চরিত সুহাবা॥

যাহারা রাম উপাসক জগতে তাহাদের নিকট ইহা অপেক্ষা প্রিয় কিছুই নাই। রঘুপতির কৃপায় যথাবুদ্ধি এই পবিত্র সুন্দর চরিতকথা আমি গাহিয়াছি।

এহি কলিকাল ন সাধন দূজা।
জোগ জগ্য জপ তপ ব্রত পূজা॥
রামহি সুমিরিয় গাইয় রামহি।
সন্তত সুনিয় রামগুন গ্রামহি॥

এই কলিকালে যোগ যজ্ঞ, তপস্যা ব্রত নিয়ম প্রভৃতি দ্বিতীয় সাধন কিছুই নাই। রামকেই স্মরণ করিবে, রামকেই গাহিবে, সর্বদা রামের গুণগান শুনিবে।

জাসু পতিত পাবন বড় বানা।
গাবহিঁ কবি শ্রুতি সন্ত পুরানা॥
তাহি ভজহি মন তজি কুটিলাঈ।
রাম ভজে গতি কেহিঁ নহিঁ পাঈ॥

যাঁহার পতিত উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞার কথা কবি বেদ সাধু পুরাণ গান করিয়া থাকে, তাঁহাকে কুটিলতা ত্যাগ করিয়া ভজনা কর। রামভজনা করিয়া কে গতি না পাইয়াছে ?

ছন্দ— পাঈ ন কেহি গতি পতিতপাবন রাম
ভজি সুনু সঠ মনা।
গনিকা অজামিল ব্যাধ গীধ গজাদি খল
তারে ঘনা।
আভীর জবন কিরাত খস স্বপচাদি অতি
অঘরূপ জে।
কহি নাম বারেক তেপি পাবন হোহিঁ
রাম নমামি তে।

দুষ্ট মন শোন, পতিত পাবন রামকে ভজনা করিয়া কে গতি না পাইয়াছে ? তিনি গণিকা অজামিল ব্যাধ গীধ গজ আদি অনেক দুষ্টকে তরিয়াছেন। অহীর যবন কিরাত চণ্ডালাদি যাহারা পাপস্বরূপ তাহারাও যাহার নাম একবার লইয়া পবিত্রকারী হইয়া যায়, সেই রামকে প্রণাম করি।

রঘুবংস ভূষন চরিত যহ নর কহহিঁ
সুনহিঁ জে গাবহীঁ।
কলিমল মনোমল ধোই বিনু শ্রম
রামধাম সিধাবহীঁ।
সত পঞ্চ চৌপাঈ মনোহর জানি জো নর
উর ধরহিঁ।
দারুন অবিদ্যা পঞ্চ জনিত বিকার
শ্রীরঘুপতি হরহিঁ॥

যে রঘুবংশ ভূষণ রামচন্দ্রের চরিতকথা শোনে ও গান করে, সে কলির পাপ ও মনের ময়লা ধুইয়া বিনাশ্রমে রামধামে যায়। পাঁচশত মনোহর চৌপাই যে ব্যক্তি বুঝিয়া হৃদয়ে ধারণ করে, তাহার দারুণ অজ্ঞতা ও পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিকার রঘুপতি হরণ করেন।

সুন্দর সুজান কৃপানিধান অনাথ পর কর
প্রীতি জো।
সো এক রাম অকাম হিত নির্বানপ্রদ
সম আন কো॥
জা কী কৃপা লব লেস তেঁ মতিমন্দ
তুলসীদাসহূঁ।
পায়উ পরমবিশ্রাম রামসমান প্রভু
নাহীঁ কহূঁ॥

সুন্দর জ্ঞানময় কৃপাময় যিনি অনাথের উপর প্রীতি করেন, তিনি সেই এক নিষ্কাম হিতকারী, মোক্ষদাতা রামচন্দ্রের সমান অন্য কে ? যাঁহার অল্পমাত্র কৃপায় মন্দবুদ্ধি তুলসীদাসও পরম শান্তি পাইয়াছে, সে রামের সমান আর প্রভু কোথাও নাই।

মো সম দীন ন দীনহিত তুম্হ সমান রঘুবীর।
অস বিচারি রঘুবংস মনি হরহু বিষম ভব ভীর॥

রঘুবীর, আমার সমান কাতর কেহ নাই, আর তোমার সমান দীনবন্ধু কেহ নাই, ইহা বুঝিয়া হে রঘুবংশমণি, বিষম ভবভয় হরণ কর।

কামিহি নারি পিআরি জিমি লোভিহি প্রিয়
জিমি দাম।
তিমি রঘুবংস নিরন্তর প্রিয় লাগহু মোহি রাম॥

কামীর নিকট নারী যেমন প্রিয় লাগে, লোভীর নিকট দ্রব্য যেমন প্রিয় লাগে, তেমনি রঘুবংশের রাম যেন আমার নিকট সর্বদা প্রিয় লাগে।

শ্লোক— যৎপূর্বং প্রভুণা কৃতং সুকবিনা শ্রীশম্ভুনা
দুর্গমং।
শ্রীমদ্রামপদাব্জভক্তিমনিশং প্রাপ্ত্যৈ তু
রামায়ণম্॥
মত্বা তদ্রঘুনাথনামনিরতং স্বান্তস্তমঃশান্তয়ে।
ভাষাবদ্ধমিদং চকার তুলসীদাসস্তথা মানসম্॥

সুকবি প্রভু শিব পূর্বে যে দুর্গম রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, যাহাতে শ্রীমৎ রামচন্দ্রের পদ কমলে ভক্তি হয়, সেই রঘুনাথ নামনিরত ঐ রামায়ণকে মান দিয়া তুলসীদাস নিজের অন্তঃকরণের তমোগুণের শান্তির জন্য ভাষায় এই মানস রচনা করিল।

পুণ্যং পাপহরং সদা শিবকরং বিজ্ঞান ভক্তিপ্রদং।
মায়ামোহমলাপহং সুবিমলং প্রেমাম্বুপূরং শুভম্॥
শ্রীমদ্রামচরিত্রমানসমিদং ভক্ত্যাবগাহন্তি যে।
তে সংসারপতঙ্গঘোরকিরণৈর্দহ্যন্তি নো
মানবাঃ॥

শ্রীরামচন্দ্রের চরিতরূপ হংসের নিবাসস্থান মানসসরোবর। ইহা পবিত্র, ইহা পাপ হরণকারী সদা মঙ্গলকারী, বিজ্ঞান ও ভক্তিদায়িনী, মায়া মোহ ও ময়লা দূরকারী, অতি নির্মল প্রেমজল পূর্ণ ও শুভ। যে এই সরোবরে ভক্তিপূর্বক স্নান করে, সে সংসার সূর্যের ঘোর কিরণে দগ্ধ হয় না।

ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষ বিধ্বংসনে অবিরল
হরিভক্তিসম্পাদনো নাম সপ্তমঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ।

ইতি রামচরিতমানসং সমাপ্তম্
• ওঁ তৎ সৎ •

(১৩৫২ সনের)

খাদি প্রতিষ্ঠান

গঠন ও কর্ম পরিচয়

খাদি প্রতিষ্ঠান ১৯২৪ ইং সনে একটী দাতব্য ট্রাষ্ট বলিয়া গঠিত হয়। বিশেষ করিয়া খাদি উৎপাদন ও বিক্রয় করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ভাবে কুটির-শিল্পের উন্নতি করাও অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের মূলধন ট্রাষ্টিগণ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবেরা দান করিয়াছেন। শ্রীহেমপ্রভা দেবী ইহার সম্পাদিকা। শ্রীজিতেন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ইহার অন্যতম ট্রাষ্টি। স্বর্গগত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্ত ইহার ট্রাষ্টি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

খাদি প্রতিষ্ঠান যেসকল শিল্প হাতে লইয়াছে, সেই সকল শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন ও বিক্রয় করার ব্যবসাও ইহার হাতে। এই দিক দিয়া ইহাকে ব্যবসাদারী অনুষ্ঠান বলা যায় এবং তাহা ঠিকই বটে। তবে অন্য সাধারণ ব্যবসাদার হইতে ইহার প্রভেদ এই যে, সাধারণ ব্যবসাদার লাভের জন্য কারবার চালায়, আর খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য লাভ করা নয়, যে-শিল্প সৃষ্টি বা সংরক্ষণের কার্য ইহা হাতে লয়, সে উদ্দেশ্য পূরণ করাই ইহার কাজ। যদি খাদি প্রতিষ্ঠানের কাজে লাভ হয়, তবে সে লাভ গ্রামের শিল্পোন্নতির চেষ্টাতে অথবা গ্রামবাসীদের সাধারণ অবস্থা ভাল করার জন্যই ব্যয় হয়। এই সকল কার্যে যে ব্যয় হয়, তাহা যে কারবারের লাভ হইতেই করা হয় এমন নয়, প্রতিষ্ঠানের মূলধনও এই উদ্দেশ্যে ব্যয় হইয়া আসিতেছে। এইভাবে লাভের অংশ ব্যয় করিয়াও তাহার উপর প্রতিষ্ঠানের ফণ্ড বা মূলধন হইতে এতাবৎ অনেক লক্ষ টাকার উপর ব্যয় করা হইয়াছে।

কেবল অর্থ দিয়াই খাদি প্রতিষ্ঠান গ্রাম-উন্নতির সাহায্য করিতেছে এমন নহে, মানুষের দিক দিয়া, জীবন দানের দিক দিয়া, খাদি প্রতিষ্ঠানের দান কম নহে। খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ভিতর এমন লোক আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে ভাল রকম উপার্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহারা আজ কেবলমাত্র খাওয়া পরা লইয়াই সারা জীবনের জন্য প্রতিষ্ঠানের কাজ করিয়া যাইতেছেন। এই ধরণের কর্মীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে। আবার যাঁহারা বেতন লইয়া কাজ করেন, তাঁহারাও প্রতিষ্ঠানে আসিলে তাঁহাদের উপার্জন সীমাবদ্ধ করিয়া লন। বেতন যোগ্যতা অনুসারে দেওয়া হয় না। কত কম দিয়া চলে তাহা দ্বারাই নির্ধারিত হয়। যাঁহাদের কর্মের ও পদের দায়িত্ব যত বেশী তাঁহাদের আর্থিক সুবিধা তত কম। ইহা হইতে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, কর্মীদের সহিত যে যোগসূত্র তাহা আর্থিক সুবিধার উপর স্থাপিত নয়, আদর্শের একত্ব দ্বারাই প্রতিষ্ঠান ও তাহার কর্মীরা প্রধানতঃ বদ্ধ। এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এই সংস্থা ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটী জাতীয় সেবাদল গঠন করিতেছে।

এই সংস্থার সম্মুখে যে সকল সমস্যা রহিয়াছে তাহা বিরাট। কেননা প্রকৃত সমস্যা হইতেছে জাতি-গঠন কার্য। দেশ ত গ্রামবাসীদেরই বলা যায়। সেই জন্য গ্রামের অবস্থা ভাল করার প্রশ্নের সহিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রশ্নও জড়িত। যদি সত্যিকার উন্নতিই কাম্য হয়, তবে গ্রাম্যজীবনের কোনও বিষয়ই উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। এই জন্যই খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ম বহুমুখী হইয়া পড়িতেছে। সূতা কাটাইয়া কাপড় বোনাইয়া উহা ধোলাই করিয়া ও রং করিয়া লোককে কাজ দিতে চেষ্টা করা হয়, সরিষা ভাঙাইয়া কলুকে ও ধান-ভানাইয়া ভানুনীদিগকে কাজ দেওয়া হয়, ঘরে ঘরে ঘি প্রস্তুত করাইবার কাজ দেওয়া, কাগজ ও দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার মত নূতন শিল্প সৃষ্টি করিয়াও কাজ দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রকার সাক্ষাৎভাবে কতকগুলি শিল্পের সংশ্রব ছাড়াও গ্রাম্য স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় কতকগুলি পরিচিত ঔষধ সস্তায় দিয়া দরিদ্রের চিকিৎসা ব্যয় লাঘব করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। চীপ রেমিডিস, নাম দিয়া একটী বিভাগ হইতে এই কার্য চালান হইতেছে।

যাঁহারা গ্রাম্যজীবনের বিষয় জানিতে চাহেন ও উহার উন্নতির জন্য কার্যপদ্ধতি ও চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য খাদি প্রতিষ্ঠানের একটী গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ রহিয়াছে। কতকগুলি বর্তমানকালীয় পুস্তক,

কতকগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা-বিধায়ক পুস্তক এবং "Home and Village Doctor" নামে একখানি বৃহৎ গৃহ-চিকিৎসার পুস্তক ও কাউ ইন ইণ্ডিয়া নামে গোপালন বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এ গুলির হিন্দী ও বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত করার প্রযত্ন চলিতেছে।

সামাজিক জীবনে হিন্দুদের মধ্য হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করার চেষ্টা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ম। প্রতিষ্ঠান হইতে কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে, প্রচার কার্যেও নিষ্ঠাবান কর্মী নিয়োজিত আছেন। কাজের ভিতর দিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়াও চেষ্টা চলিতেছে। এই জন্য সোদপুরে ও ঠাকুরদাড়ীতে বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে এবং সমগ্র গ্রাম সেবার আয়োজন কতকস্থানে হইতেছে। খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে সমগ্র গ্রাম সেবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থী লওয়া হয়।